শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

প্রথম স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা যন্ত্রাধ্যক্ষের কারণ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৯।

ভূমিকা।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত যাবতীয় পুরাণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব প্রধান, যে হেতু শাস্ত্রালোচনায় অবগত হওয়া যায় নানা পুরাণ প্রবন্ধ দ্বারাও ভগবান বাদরায়ণির চিত্ত প্রসাদ না হওয়াতে নারদের উপদেশে সর্ব্বশেষে এই মহাপুরাণ প্রণয়ন করিয়া কৃতার্থ হন, ফলতঃ এই গ্রন্থের আদি মধ্য অবসানে বৈরাগ্যাখ্যান এবং সর্ব্ব বেদান্তের সার ব্রহ্মৈকত্ব স্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু তথা হরিলীলা কথামৃত দেদীপ্যমান আছে, এই নিমিত্ত ধর্ম্মপরায়ণ বিশেষতঃ মুমূর্ষু ও বৈষ্ণব মানব মাত্রেই এই গ্রন্থের প্রতি মহতী ভক্তি করিয়া থাকেন এবং গ্রন্থের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ নিমিত্ত নানা প্রকারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কিন্তু অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা এই মহা পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় যদ্রূপ গুরুতর, ইহার রচনাও তদ্রূপ অতিশয় গভীরার্থ, সংস্কৃতাভিজ্ঞ জনগণের পক্ষেও তত্তাৎপর্য্য বোধ সুকঠিন; সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনের মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া মর্ম্মাবগত হইবার সম্ভাবনা কি?

পরন্তু যে গ্রন্থের প্রতি দেশীয় সর্ব্ব সাধারণ মানবের ঐকান্তিক ভক্তি, তাহার অন্ততঃ স্থূল মর্ম্মার্থ অবগত হইবার কোন উপায় না থাকা অতিশয় ক্ষোভের বিষয়, অতএব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে ঐ মহাপুরাণ গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম স্কন্ধ অনুবাদানন্তর মুদ্রিত হইল, যদিস্যাৎ এতৎ পাঠে পাঠকবর্গের আস্থা এবং উৎসাহের চিহ্ন দৃষ্ট হয় অন্যান্য খণ্ড শীঘ্র প্রকাশ হইতে পারিবেক।

মূল গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোকাঙ্কানুসারে অঙ্ক দিয়া সংখ্যা করা গেল, ইহাতে যদিও উপপন্নে মূল দিয়া নিম্নে অনুবাদ দিলে দুই ভাষার ভাগবত একত্র দৃষ্ট হইতে পারিত তথাচ যাঁহাদের নিমিত্ত এই গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ উপকার সম্ভাবনা নাই, কেবল বাহুল্য ও মূল্য বাহুল্য এবং সঙ্কলন ও মুদ্রাঙ্কনে কাল বিলম্ব, অতএব মূল এবং ... কৃত টীপ্পনী ইহার সঙ্গে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল না, টীকার অর্থ ও তাৎপর্য্যার্থ সহিত মূলেরই অনুবাদ হইল।

কলিকাতা।

শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

প্রথম স্কন্ধ

নির্ঘন্ট।

বিবরণ পৃষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ।

প্রথমাধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম স্থিতি এবং ভঙ্গ যাঁহা হইতে হইতেছে; কেননা তিনি সৃষ্ট বস্তু মাত্রে সদ্রূপে বর্ত্তমান থাকাতেই সে সকলের সত্তা স্বীকার করা যাইতেছে, আর অবস্তুতে অর্থাৎ আকাশের পুষ্প, বন্ধ্যার সন্তান ইত্যাদিতে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, এ কারণ সে সমুদায়ের সত্তাও স্বীকার করা যায় না, সুতরাং জগতের জন্মাদির কারণ; এবং যিনি সর্ব্বজ্ঞ তথা স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান; আর যে বেদে পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হন্ সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে প্রকাশ করিয়াছিলেন; অপর তেজঃ জল ও কাঁচ এই তিনের পরস্পর ব্যত্যয় অর্থাৎ তেজে জলজ্ঞান এবং কাঁচাদিতে বারিবুদ্ধি ইত্যাদি ভ্রম অধিষ্ঠানের সত্যতা হেতু যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয় তদ্বৎ যাঁহার সত্যতা হেতু সত্ত্ব রজ স্তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি বস্তুতঃ অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অথবা, তেজে জলভ্রম ইত্যাদি যেমন বস্তুতঃ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতীত সত্ত্ব রজ স্তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলি অলীক; এবং স্বীয় তেজঃ প্রভাবে যাঁহাতে কোন প্রকার উপাধি সম্বন্ধ নাই; সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করি। (১)

এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র মহামুনি বেদব্যাসের প্রণীত, ইহাতে নির্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্ব ভূতে দয়াবান্ সাধু পুরুষদিগের অনুষ্ঠেয় পরম ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। অপর আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উন্মূলনকারি পরমসুখদ পরমার্থস্বরূপ যে বস্তু তাহাই ইহাতে জানা যায়। অতএব অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন? সুকৃতশালি ব্যক্তিরা শ্রবণেচ্ছামাত্রে এতদ্দারাই পরমেশ্বরকে সদ্যো হৃদয় মধ্যে স্থিরীকৃত করিতে পারিবেন। (২)

এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীতলে পতিত হইয়াছে, অতএব হে রসিক এবং রসবিশেষভাবনা চতুর পুরুষেরা! অমৃত রসান্বিত রসস্বরূপ এই ফল মোক্ষপর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ সেবন কর। (৩)

নৈমিশীয়োপাখ্যান—ঋষিপ্রশ্ন।

এক সময় শৌনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিশারণ্যে বসিয়া হরিলোক প্রাপ্তি কামনায় সহস্র বৎসর সাধ্য সত্র নামক কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন। (৪) তাঁহারা একদিন প্রাতঃকালে নিত্য নৈমিত্তিক হোম সমাপনানন্তর বসিয়া আছেন ইত্যবসরে উগ্রশ্রবা

নামে সূত মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মুনিদের মহা সন্তোষ হইল, যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক আসন দান করিয়া বসাইলেন, এবং সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন (৫) হে সূত! তুমি মহাভারতাদি ইতিহাস সহিত পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কেবল অধ্যয়ন করিয়াছ এমত নয়, সে সকলের ব্যাখ্যাও করিয়াছ, (৬) এবং বিদ্বদ্বৃন্দ বৃন্দারক ভগবান্ বেদব্যাস তথা সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবেদি অপরাপর মুনিগণ যে সমস্ত শাস্ত্র জানেন (৭) তাঁহারদের অনুগ্রহে সে সমস্তও অবগত আছ, কেননা গুরুগণ প্রেমবান্ শিষ্যকে অত্যন্ত রহস্য বস্তুও বলিয়া থাকেন, (৮) সূত! তত্তৎ শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া পুরুষের অব্যভিচারি শ্রেয়ঃসাধন যাহা নিশ্চয় করিয়াছ আমাদিগকে বল দেখি। (৯) এই কলিযুগে সকল লোকই প্রায় অল্পায়ুঃ এবং আলস্যপরবশ, আর প্রায় কাহারো বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, অধিকন্তু সকলেই বিঘ্নে ব্যাকুল ও রোগাদি দ্বারা উপদ্রুত, (১০) অতএব অন্য কোন লোকের বহুকালে বহুশাস্ত্রশ্রবণাদি দ্বারা শ্রেয়ঃসাধন নিশ্চয় করিবার সম্ভাবনা নাই, আর অনেক শাস্ত্র শুনিলেও কেবল তদ্দ্বারাই বা অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা কি? মনুষ্যের শ্রোতব্য শাস্ত্র বহুতর, এবং তাহাতে ভূরি২ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সমুদয়ের নির্ণয় ও অনুষ্ঠান সুকঠিন, অতএব তুমিই লোকের হিতার্থ ঐ সকলের সার উদ্ধার করিয়া বল, যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। (১১)

হে সূত! ভক্তপালক ভগবান্ সামান্যতঃ প্রাণিসকলের পালন ও সমৃদ্ধি নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করেন সত্য বটে কিন্তু কোন্ বিশেষ কার্য্য করিবার বাসনায় বসুদেব-বনিতা দেবকীর গর্ব্ভে জন্ম লইয়াছিলেন তাহা তোমার বিদিত থাকিতে পারে, (১২) ঐ বিষয় শুনিবার নিমিত্ত আমাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা কৌতূহলাক্রান্ত হয়, তাহাও বর্ণন কর। (১৩) ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে সদ্যঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং ভয় আপনি যাঁহা হইতে ভয় পায়, (১৪) অপর যাঁহার চরণ দ্বয় আশ্রয় করাতে শমভাজন মুনিগণ উপস্পর্শ অর্থাৎ সান্নিধ্য-মাত্রে লোককে সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকেন; গঙ্গাসলিল ভগবানের চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বটে কিন্তু সেবা না করিলে তাহা হইতে পবিত্রতা লাভ হয় না। (১৫) সেই ভগবানের কর্ম্ম সকল পুণ্যশ্লোক লোকেরা সতত স্তব করিয়া থাকেন, শুদ্ধিকাম কোন্ ব্যক্তি কলি কলুষাপহ তাঁহার যশঃ শ্রবণ না করিবে? (১৬) অতএব তাঁহার উদার কর্ম্ম সকলও আমাদিগকে বল, তচ্ছ্রবণে আমাদের মহতী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আহা! ভগবান্ লীলাবশতঃ ব্রহ্ম রুদ্রাদি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নারদাদি সূরিগণও তাঁহার ঐ সকল কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। (১৭)

অপর হে সুধীবর সূত! ভগবানের শুভ অবতার কথা সকলও বর্ণন কর। তিনি ঈশ্বর, বোধ হয়, আত্মমায়ায় স্বেচ্ছানুসারেই অবতার লীলা করিয়াছিলেন। (১৮) সূত! তুমি উত্তমশ্লোক ভগবানের চরিত্র যত বর্ণন করিবে তাহাতে আমাদের পরিতৃপ্তি অর্থাৎ আর আবশ্যক নাই এমত বুদ্ধি কদাপি হইবেক না, বরং তাহা শুনিতে২ পদে২ উত্তরোত্তর অধিক স্বাদ বোধ হইবে। (১৯) ভগবান্ গূঢ় এবং কপট মনুষ্য হইয়া বলদেবের সহিত নরলোকের অসম্ভব গোবর্দ্ধন ধারণাদি ভূরি২ আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করা আবশ্যক। (২০) হে সূত, কলিকাল উপস্থিত দেখিয়া আমরা এই বৈষ্ণবক্ষেত্রে দীর্ঘ সত্র আরম্ভ করিয়া বসিয়া আছি, এক্ষণে আমাদের যথেষ্ট অবকাশ আছে, স্বচ্ছন্দে তোমার কথা শুনিতে পারিব। (২১) আপনি দুস্তর সত্ত্বহর

কলিসাগর পার হইবার অভিলাষ করিতেছিলাম, এ সময়ে কর্ণধার তুল্য যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম বোধ হয় জগদীশ্বরের অনুগ্রহেই ইহা সম্পন্ন হইল। (২২) হে সূত, তোমাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মরক্ষক ব্রহ্মণ্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে আপনার স্বরূপে অবস্থিত হইয়াছেন, এখন ধর্ম্ম কাহার্ শরণাপন্ন হইলেন? (২৩) ইতি প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

ঋষিপ্রশ্নের উত্তর এবং ভগবদ্বর্ণন।

মুনিদিগের এই সকল প্রশ্নে সূত যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের বচনের সৎকার করিয়া প্রতিবচন দানের উপক্রম করত কহিলেন, (১) যিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যশূন্য হইয়া একাকী প্রব্রজ্যায় গমন করিলে ব্যাসদেব বিরহ ভয়ে মহা কাতর হন্ এবং হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া আহ্বান করত পশ্চাৎ২ গমন করেন, অপর যাঁহার যোগবলে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে প্রবেশের ক্ষমতা থাকাতে পিতার স্নেহানুবন্ধ নিরসন নিমিত্ত বৃক্ষ সকল তন্ময় হইয়া ব্যাসদেবের ঐ বাক্যে উত্তর দেন, সেই ব্যাসতনয় শুকদেব গোস্বামিকে নমস্কার করি। (২) অপিচ যাহার অসাধারণ প্রভাব এবং যাহা অখিল বেদের সার ও সংসার স্বরূপ ঘোর অন্ধকার তরণৈষি জনের পক্ষে অদ্বিতীয় অধ্যাত্ম প্রকাশক দীপ স্বরূপ এমত গুহ্য পুরাণ যিনি সংসারিলোকের প্রতি করুণা করিয়া কহিয়াছিলেন ব্যাসতনয় সেই শুক মহাশয়ের শরণ গ্রহণ করি। (৩) নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবের চরণেও নমস্কার, অন্যান্য পৌরাণিকেরাও যেন ইহাঁদের নমস্কারানন্তর গ্রন্থ উচ্চারণ করেন। (৪)

সূত এই রূপে মঙ্গলাচরণ করিয়া মুনিগণকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন হে ঋষিগণ, আপনারা উত্তম প্রশ্ন করিলেন, কৃষ্ণবিষয়ক জিজ্ঞাসা লোকের পরম মঙ্গল দায়ক, ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। (৫) হে মুনিগণ, যাহা হইতে ভগবানের প্রতি ফলাভিসন্ধান রহিত অবিঘ্না ভক্তি জন্মে তাহাই পরম ধর্ম্ম, কেননা সেই ভক্তি-যোগেই চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে। (৬) অধিকন্তু ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি হইলে আশু বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞানে শুষ্কতর্কাদি প্রবিষ্ট হইতে পারে না। (৭) হে ঋষিগণ, যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিলেও তদ্দ্বারা যদিস্যাৎ ভগবানের কথাতে রতি না হয় তাহা হইলে তদর্থ আয়াস আয়াস মাত্র। (৮) আর দেখুন, মোক্ষপর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল কদাপি অর্থ হইতে পারে না, তথা ধর্ম্মাব্যভিচারি যে অর্থ, তাহার ফল কাম নহে, (৯) তদ্রূপ কামেরও ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিমাত্র নয়, কিন্তু যাবন্মাত্রে জীবন ধারণ হয় তাবন্মাত্রই কামের ফল। এই রূপে জীবেরও ইহলোকীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা যে স্বর্গাদি প্রসিদ্ধ আছে তাবন্মাত্রই তাহার ফল নহে, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাহার ফল। (১০) এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা নয়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বের অনেক নাম যথা—বেদব্যবসায়িরা তাহাকে ব্রহ্ম এবং হিরণ্যগর্ব্ভের উপাসকেরা পরমাত্মা, আর ভগবদ্ভক্তেরা তাহাকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন-(১১) শ্রদ্ধাশালি যে মুনিগণের বেদান্ত শ্রবণ দ্বারা জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তা ভক্তি উৎপন্না

হয় তাঁহারাই তাহার দ্বারা আত্মাতে সেই তত্ত্ব দেখিতে পান। (১২) হে দ্বিজ বরসকল! পুরুষ বর্ণাশ্রম বিভাগক্রমে যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন ভগবানের আরাধনা হইলেই তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ ফল হয়। (১৩) অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মই অশ্রেয় হওয়াতে একাগ্র মনে অহরহ ভক্তবৎসল ভগবানের শ্রবণ মনন কীর্ত্তন এবং অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। (১৪) যাঁহার অনুধ্যান রূপ অসি দ্বারা বিবেকি লোকেরা অহঙ্কার নিবন্ধক কর্ম্মের উচ্ছেদনে সক্ষম হন্ তাঁহার কথায় কাহার্ রতি না হইবে? (১৫) যদি তাহাতে কাহারো প্রবৃত্তি না হয় তিনি অগ্রে পুণ্যতীর্থ নিষেবণাদি দ্বারা নিষ্পাপ হউন, তাহা হইলে পরে মহৎ সেবায় প্রবৃত্তি ও তাঁহাদের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিবে, তাহার পরে ঐ ধর্ম্ম শুনিতে বাসনা ও বাসুদেবের কথায় রতি অবশ্যই হইবে। (১৬) ভগবৎ কথায় রতি হইলেই সকল অশুভ দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা হইল, কেননা সজ্জনসুহৃৎ ভগবান্ আপনার কথা-শ্রবণকারি পুরুষের হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহার হৃদ্গত সমস্ত অশুভ কামাদি বাসনা নষ্ট করেন। (১৭) নিত্য ভাগবত সেবা দ্বারা অশুভ সকল নষ্ট হইলে ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়, (১৮) তাহা হইলে রজোগুণ ও তমো গুণ প্রভব কামাদি ভাবসকল আর অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তৎকালে অন্তঃকরণ সত্ত্বস্থ হইয়া প্রসন্ন হয়। (১৯) এই রূপে ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা এবং সঙ্গ ত্যাগ হইলে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হয়। (২০) তত্ত্বজ্ঞান হইলেই আত্মস্বরূপ ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইল, তাহার পরে অহঙ্কার রূপ হৃদয় গ্রন্থি আপনাহইতে ভাঙ্গিয়া যায়, এবং অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সংশয় ছিন্ন হয়, আর যে সকল কর্ম্মের ফলারম্ভ না হইয়া থাকে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (২১) এই সকল কারণে পণ্ডিতবর্গ পরম আনন্দ সহকারে ভগবান্ বাসুদেবে মনঃশোধনী ভক্তি সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। (২২)

যদিও এক পরম পুরুষ ব্রহ্ম প্রকৃতির সত্ত্ব রজ স্তমঃ এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিমিত্ত হরি বিরিঞ্চি হর এই বিভিন্ন সংজ্ঞা ধারণ করেন তথাপি সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান হইতেই মানবগণের শ্রেয়ঃ হয়, (২৩) কেননা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকাশ রহিত কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার প্রবৃত্তি স্বভাব অর্থাৎ চলন-ক্ষমতা আছে, ঐ ধূম অপেক্ষা আবার ত্রয়ীময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা ধর্ম্মসাধক; এই দৃষ্টান্তে তমোগুণ অপেক্ষা রজঃ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সত্ত্ব প্রধান, যেহেতু সত্ত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শক, অতএব তত্তদ্গুণোপাধি হরি বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও অপেক্ষাকৃত বৈশিষ্ট্য হইল। (২৪) পূর্ব্বকালে মুনি সকল এই কারণেই বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভগবানের উপাসনা করিতেন, যে সকল ব্যক্তি সেই ঋষিদের অনুগামী হন্ তাঁহারাও এই সংসারে শ্রেয়ঃ দেখিতে পান। (২৫) ফলতঃ মুমুক্ষু লোকেরা ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট ভূতপতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অসূয়াশূন্য মনে শান্ত নারায়ণ মূর্ত্তির উপাসনা করেন। (২৬) যে সকল ব্যক্তির প্রকৃতিতে রজোগুণ বা তমোগুণের আধিক্য, তাহারাই ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি এবং পুত্রাদি কামনায় পিতৃ ভূত ও প্রজাপতি প্রভৃতির আরাধনা করে, বোধ হয় রজস্তমো বাহুল্য হেতু তাহাদের স্বভাব উপাস্যদেবতারই তুল্য। (২৭) অতএব মোক্ষ প্রদত্ব হেতু বাসুদেবই উপাসনীয়, সকল শাস্ত্রেরই এই তাৎপর্য্য, দেখ বেদসকল বাসুদেব পর, অর্থাৎ বাসুদেবেতেই তৎ সমুদায়ের তাৎপর্য্য, এবং যজ্ঞ সকল বাসুদেব পর, কেননা তাহাতে তাঁহারই

আরাধনা হয়, অপর যোগ কর্ম্ম জ্ঞান তপস্যা এবং ধর্ম্ম এ সকলেরও বাসুদেবেই তাৎপর্য্য, এবং বাসুদেবই পরম গতি। (২৮)

সেই ভগবান্ আদৌ সদসদ্রূপা গুণময়ী মায়া দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিনি বিভু এবং স্বতো নির্গুণ হইলেও সগুণও হইতে পারেন। (২৯) তাঁহার আত্মমায়া দ্বারা আকাশাদি গুণ সকল উদ্ভূত হয়, তিনি স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও গুণবানের ন্যায় ঐ সকলের অন্তঃপ্রবেশ পুরঃসর প্রকাশ পান্। (৩০) যেমন এক অগ্নি স্বাভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদি ভেদে নানারূপ দৃশ্য হয়, তদ্রূপ বিশ্বাত্মা পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভূতসকলের অন্তর্যামি হওয়াতে নানারূপে প্রকাশ পান্। (৩১) সেই ভগবান্ স্বনির্ম্মিত চতুর্বিধ ভূতে ইন্দ্রিয় এবং মনোরূপ গুণময় ভাব দ্বারা তাহাদের বিষয় সকল স্বেচ্ছানুসারে ভোগ করেন। (৩২) অপিচ লোকভাবন ভগবান্ দেব তির্য্যক্ নরাদিতে লীলাবশতঃ যে সকল অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুরক্ত হইয়া লোকসকলের অন্তঃকরণে নানাভাবের আবির্ভাব করিয়া দেন। (৩৩) ইতি প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়াধ্যায়।

অবতার কথন দ্বারা ভগবানের চরিত্র বর্ণন।

সূত কহিলেন। ভগবান্ লোক সকল সৃষ্টির মানসে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চ তন্মাত্র দ্বারা ষোড়শ কলান্বিত পৌরুষ রূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। (১) পূর্ব্বে যোগনিদ্রা বিস্তার করত একার্ণবে শয়ান হইলে তাঁহার নাভিস্বরূপ হ্রদস্থ অম্বুজ হইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (২) তাঁহার ঐ বিরাট মূর্ত্তির অবয়ব সংস্থান দ্বারা ভূর্লোকাদি সমস্ত লোক কল্পিত হয়, সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমঃপ্রভৃতিতে অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ। (৩) ঐ বিরাট মূর্ত্তি সহস্র২ চরণ, সহস্র২ উরু এবং সহস্র২ বদনে অতিশয় অদ্ভুত, এবং তাঁহার মস্তক, শ্রবণ, নয়ন, ও নাসিকার সংখ্যা ছিল না, আর অসংখ্য বসন শিরোভূষণ এবং কুণ্ডলে শোভমান হন্। যোগিগণ অনল্প জ্ঞান রূপ চক্ষুর্দ্বারা সর্ব্বদাই তাহা দেখিতে পান্। (৪) ঐ বিরাট মূর্ত্তি নানা অবতারের বীজ, অথচ অব্যয়, কদাপি তাহার বিনাশ নাই, এবং তাহা সকলের নিধান অর্থাৎ প্রবেশস্থান, কেন না ভগবান্ ভিন্ন২ কার্য্যের নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া পরে কার্য্যাবসান হইলে তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অপর মরীচি প্রভৃতি যে সকল ঋষি দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি সৃষ্টি করেন তাঁহারা তাঁহার অংশের অংশ, কেননা বিরাট মূর্ত্তি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হওয়াতে তাঁহার অংশ হইলেন, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ সেই ব্রহ্মার অংশে উৎপন্ন, অতএব যে সকল সৃষ্ট প্রাণি দৃষ্ট হয় ঐ বিরাট মূর্ত্তিই পরম্পরায় সে সমুদায়েরও বীজ। (৫)

যে ভগবান্ ঐ বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করেন তিনিই প্রথমতঃ কৌমার নামে সৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়া অখণ্ডিত দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। (৬) অপর এই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব নিমিত্ত দ্বিতীয় শৌকর শরীর ধারণ করিয়া রসাতল গতা পৃথিবীর উদ্ধার করেন। (৭) তৃতীয় নারদাবতারে দেবর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব-তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তন্ত্র হইতে কর্ম্ম সকলেরও নৈষ্কর্ম্ম হয়, অর্থাৎ তাহা

বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তি প্রয়োজক হয়। (৮) চতুর্থাবতারে ধর্ম্ম ভার্য্যার গর্ব্ভে নর নারায়ণ ঋষি হইয়া আত্মোপাসনান্বিত দুশ্চর তপস্যা আচরণ করেন। (৯) পঞ্চমে কপিল নামে সিদ্ধাধিপতি হইয়া আসুরি বিপ্রকে তত্ত্বসমূহের নির্ণায়ক সাংখ্য-শাস্ত্র কহেন। ঐ শাস্ত্র কালবশতঃ বিনষ্ট হইতেছিল, তাঁহাহইতে পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইয়াছে। (১০) ষষ্ঠ দত্তাত্রেয়াবতারে অত্রি মুনি "আমার পুত্র হও" বলিয়া বরণ করাতে দোষ দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ঐ অবতারেই অলর্ক এবং প্রহ্লাদাদি ভক্তবৃন্দকে আত্ম বিদ্যার উপদেশ দেন। (১১) সপ্তমাবতারে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়া যজ্ঞনামে বিখ্যাত হন্, এই অবতারে যাম নামে দেবগণ তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহাদের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আপনিই ইন্দ্র হয়েন। (১২) অষ্টমে অগ্নীধ্র পুত্রের ঔরসে মেরুদেবীর গর্ব্ভে ঋষভ হইয়া অবতীর্ণ হন্। এই অবতারে সুধীবর্গকে সর্ব্বাশ্রম-নম স্কৃত বর্ত্ম অর্থাৎ পরমহংস সম্বন্ধীয় রীতি নীতি প্রদর্শন করেন। (১৩) পরে ঋষি-গণের প্রার্থনায় পৃথুরূপ রাজদেহ ধারণ করিয়া নবম অবতার গ্রহণ করেন। হে বিপ্র-বর্গ, এই অবতারে ভগবান্ পৃথিবী হইতে ওষধ্যাদি সকল বস্তু দোহন করিয়াছিলেন, এই কারণে এ অবতার সর্ব্ব জনের অতিশয় কমনীয়। (১৪) দশমাবতারে মৎস্য রূপ ধারণ করিয়া চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে জলপ্লাবন হয় তাহাতে এই পৃথিবীকে নৌকারূপা করিয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন। (১৫) একাদশাবতারে কূর্ম্ম রূপ হন্। তৎকালে সুর এবং অসুরগণ সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে পৃষ্ঠদ্বারা তাঁহাদের মন্থানদণ্ড মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। (১৬) দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অবতারে, ধন্বন্তরি রূপে প্রকাশ হইয়া অমৃত আহরণ পুরঃসর মোহিনী স্ত্রীরূপে অসুরগণকে মুগ্ধ করত দেবগণকে সেই অমৃত পান করান্। (১৭) চতুর্দ্দশে নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়া বলদর্পিত দৈত্যেন্দ্র হিরণ্য-কশিপুকে ঊরুতে রাখিয়া কট কারি যদ্রূপ কট নির্ম্মাণার্থ গ্রন্থি রহিত তৃণবিশেষ বিদীর্ণ করে তদ্বৎ নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়াছিলেন। (১৮) পঞ্চদশাবতারে বামন মূর্ত্তি হইয়া বলিরাজকে স্বর্গ সুখে বঞ্চিত করিবার বাসনায় তাহার যজ্ঞে গমন করেন, এবং তাহার নিকট ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। (১৯) ষোড়শে পরশুরামাবতার হইয়া ক্ষত্রিয়গণের ব্রহ্মদ্রোহ দর্শনে কোপ পরতন্ত্র হইয়া এক-বিংশতি বার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করেন। (২০) সপ্তদশাবতারে পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ব্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হয়েন, এবং লোকসকলের বুদ্ধি অল্প দেখিয়া তাহা-দের প্রতি সদয় হওত বেদরূপ তরুর বহুবিধ শাখা করেন। (২১) অষ্টাদশ অবতারে দেবকার্য্য করিবার বাসনায় নরদেব অর্থাৎ রাঘব রূপ ধারণ করিয়া মহাবীরত্বের কার্য্য সমুদ্র নিগ্রহাদি করিয়াছিলেন। (২২) একোনবিংশ এবং বিংশ অবতারে বৃষ্ণি বংশে রাম কৃষ্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমির ভার হরণ করেন। (২৩) অনন্তর কলি-যুগ প্রবৃত্ত হইলে অসুরগণের মোহ নিমিত্ত গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র হইয়া বুদ্ধনামে অবতীর্ণ হইবেন। ২৪। তাহার পর কলির শেষে অবনীমণ্ডলস্থ রাজগণ সকলেই দস্যু তুল্য হইলে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন হইয়া কল্কি নামে বিখ্যাত হইবেন। (২৫)

হে দ্বিজগণ সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ ভগবানের অবতার অসংখ্য, কত বলিব? যেমন উপক্ষয় শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র২ ক্ষুদ্র২ জলপ্রবাহ নির্গত হয় তাহার ন্যায় ভগবান হইতে নানাবিধ মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়াছে। (২৬) সেই ভগবানের বিভূতির

কথাই বা কি কহিব? মহাপ্রভাব দেব ঋষি মনু মনুপুত্র এবং প্রজাপতি প্রভৃতি যত দেখিতে পান ইহাঁরা সকলে তাঁহারই অংশ। (২৭) হে ঋষিগণ! পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলিলাম তন্মধ্যে কেহ২ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ২ বা তাঁহার বিভূতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বশক্তিত্ব হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ। এই জগৎ দৈত্যগণে উপদ্রুত হইলে যুগে২ ঐ সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ দৈত্যগণের বিনাশ পূর্ব্বক লোক সকলকে নিরুপদ্রব ও সুখী করেন। (২৮)

ভগবানের এই রহস্য জন্ম বৃত্তান্ত যে মানব প্রযত হইয়া সায়ং এবং প্রাতঃকালে ভক্তি পূর্ব্বক উচ্চারণ করেন দুঃখ সমূহরূপ সংসার হইতে তাঁহার পরিত্রাণ হয়। (২৯) জীব বস্তুতঃ অরূপ, জ্ঞান মাত্রই তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার আত্মস্থানে এই স্থূল রূপ মায়াগুণে অর্থাৎ মহদাদিতে বিরচিত হইয়াছে, (৩০) যেমন মেঘ সমূহ বায়ুর উপরে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু অবুদ্ধি লোকে তাহা আকাশস্থ বলিয়া আকাশে তাহার আরোপ করে এবং ধূসরতা যেমন পার্থিব ধূলিতেই আছে, কিন্তু ঐ ধূলি পবনে উদ্ধূত হইলে লোকেরা অনিলকেও ধূসর বলে, তেমনি দ্রষ্টা যে আত্মা, তাহাতেও দৃশ্য ধর্ম্ম শরীরাদি কল্পনা করে। (৩১) অবুদ্ধি ব্যক্তিরা জীবের কেবল এই স্থূল রূপ মাত্র কল্পনা করে এমত নহে, এতদ্ভিন্ন লিঙ্গ দেহ যাহার করচরণাদি পরিণাম নাই তাহাও মায়াগুণে কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ দেহের কোন প্রকার আকার নাই, সুতরাং অব্যক্ত। এরূপ অব্যক্ত দেহ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না বলিয়া তাহা নাই এমত বলিতে পারা যায় না, কেননা তাহাই জীবের উপাধি, অর্থাৎ তাহাকেই জীব বলিয়া কল্পনা করা যাইতেছে, স্থূলদেহ দ্বারাও জীবোপাধি হইতে পারে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর না মানিলে পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না, অতএব জীবের উপাধি এবং পুনর্জ্জন্ম এই দুই বিষয়ের জন্য সূক্ষ্ম শরীর স্বীকার করিতে হয়। (৩২) কিন্তু ঐ সৎ এবং অসৎ স্বরূপ স্থূল সূক্ষ্ম দুই দেহ অবিদ্যা প্রভাবেই আত্মাতে কল্পিত হইয়াছে, ইহারা যখন আপন২ স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ মিথ্যা রূপে অবধারিত হইবে তখন সেই জীব ব্রহ্ম স্বরূপই হইবেন, সেই ব্রহ্মের অন্য আকার নাই, জ্ঞানই তাঁহার এক স্বরূপ। (৩৩) সংসার চক্রে ক্রীড়াকারিণী ঐশ্বরী মায়ার যদিস্যাৎ উপরম হয় তাহা হইলেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তৎপরেই জীব পরমানন্দ স্বরূপে স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হইতে থাকেন। (৩৪)

জীবের যদ্রূপ মায়াপ্রভাবে জন্মাদি হয় অকর্ত্তা ভগবানের কর্ম্ম এবং অজন্মা পরমেশ্বরের জন্মও তদ্রূপ মায়াবশতঃ হয়। হে মুনিগণ, পণ্ডিতেরা অন্তর্যামি ভগবানের অতিগুহ্য সেই সকল জন্ম কর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন। (৩৫)

পরন্তু জীবের তুল্য পরমেশ্বরের জন্ম কর্ম্মাদি কল্পিত হইলেও জীব হইতে তাঁহার অনেক বিশেষ আছে, তিনি অবলীলা ক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন এবং অন্তর্যামি রূপে সকল ভূতের মধ্যে আছেন, তথা ইন্দ্রিয় ষড়্‌বর্গের বিষয় গ্রহণ করিতেছেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহেন, যেহেতু স্বাধীন এবং ষড়িন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। (৩৬) কুবুদ্ধি লোকের তর্কাদি কৌশল দ্বারা জগদ্বিধাতা পরমেশ্বরের ঐ লীলা বুঝিবার ক্ষমতা নাই; ফলতঃ পরাত্মা নটের ন্যায় বাক্যদ্বারা নাম এবং মনো দ্বারা রূপ বিস্তার করিয়া থাকেন, অজ্ঞ লোকে তাঁহার লীলা কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে? (৩৭)। ভক্ত জন যদিস্যাৎ কপটতা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর অনুবৃত্তি দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মের সৌরভ সেবন করেন তবে কেবল তাঁহারাই ক্রমে২ দুরন্ত বীর্য্য চক্রপাণি পরম ব্রহ্ম ভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারেন। (৩৮)

যাহা হউক, হে ঋষিগণ ! আপনারা ধন্য, যেহেতু এই প্রকার প্রশ্ন দ্বারা অখিল লোকনাথ বাসুদেবে ঐকান্তিক মনোবৃত্তি করিতেছেন, এই মনোবৃত্তিতে পুনর্ব্বার আর ভয়ানক জন্ম মরণাদ্যাবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। (৩৯) হে মুনিগণ, আমি আপনাদের সন্নিধানে এই যে ভাগবত পুরাণ বলিতেছি ইহা সর্ব্ব বেদের তুল্য, ইহাতে উত্তম শ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আছে, মহর্ষি বেদব্যাস লোকেরদের নিশ্রেয়সার্থ এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, অতএব ইহা ধন্য এবং পরম মঙ্গল জনক। (৪০) মহর্ষি বেদব্যাস এই শাস্ত্রে সকল বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া আত্ম সুত ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে শিখাইয়া ছিলেন। (৪১) রাজা পরীক্ষিত গঙ্গাতীরে ঋষিগণে বেষ্টিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগার্থ অশনত্যাগ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে ঐ শুকদেব এই শাস্ত্র তাঁহাকে শ্রবণ করান্। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত স্বধামে উপগত হইলে কলিযুগে সকল লোকেরই চক্ষুঃ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে বিনষ্ট হইয়াছিল, ঐ সময় এই পুরাণ স্বরূপ দিবাকরের উদয় হইল। (৪২) হে বিপ্রগণ মহামুনি শুকদেব সেই স্থানে এই পুরাণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে আমি তাঁহার অনুগ্রহে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সকাশাৎ ইহা অবগত হইয়াছি। অতএব যে প্রকার অধ্যয়ন করিয়াছি এবং আমার যাদৃশী বুদ্ধি, তদনুসারে আপনাদিগকে শ্রবণ করাইব। ইতি প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থাধ্যায়।

তপস্যাদি দ্বারা চিত্ত সন্তোষ না হওয়াতে বেদব্যাসের ভাগবতারম্ভ প্রবৃত্তি।

সুত এই প্রকার কহিলে দীর্ঘকাল ব্যাপি যজ্ঞে দীক্ষিত সেই মুনিগণের মধ্যে বৃদ্ধ এবং সকলের প্রধান ঋগ্বেদি শৌনক মহাশয় অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করত সবিনয় বচনে বলিলেন। (১) হে মহাভাগ সূত! তুমি অতি সদ্বক্তা, ভগবান্ শুকদেব যাহা কহিয়াছিলেন সেই ভাগবতী কথাই আমাদিগের নিকট বর্ণন কর, শুনিবার নিমিত্ত আমাদের অন্তঃকরণ অতিশয় উৎসুক হইল। (২) হাঁ সূত! কোন্ যুগে ভাগ-বতী কথা প্রবৃত্ত হয়? ভগবান্ ব্যাসদেব মহাভারতাদি ভূরি২ ধর্ম্মশাস্ত্র করিয়াছিলেন, আবার কি কারণে ভাগবত সংহিতা করিলেন? এ বিষয়ে তাঁহার প্রবর্ত্তক কে? এবং কোন্ স্থানেই বা বসিয়া ইহা সংগ্রহ করেন? (৩) হে সূত, তুমি বলিলে ব্যাস দেবের তনয় শুকদেব এই ভাগবতী কথা রাজা পরীক্ষিতকে শ্রবণ করান্; অহে! মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র যে মহাযোগী ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার ভেদজ্ঞান ছিল না, কেবল একমাত্র পরমাত্মাতেই সদা চিত্ত সংলগ্ন থাকিত, মায়ারূপ শয্যায় সদাই জাগরিত ছিলেন, এই নিমিত্তে লোকে তাঁহাকে মূঢ়ের ন্যায় জানিত (৪) হে সূত, যোগিবর শুকদেবের যে ভেদ দৃষ্টি ছিল না তাহা মিথ্যা নয়, এই যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে; তিনি মাতৃ গর্ত্ত হইতে নিঃসৃত হইয়াই প্রব্রজ্যায় গমন করিলে বেদব্যাস যখন তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করেন তখন নিকটবর্ত্তি অপ্সরোগণ তাঁহাকে অনগ্ন অবলোকন করিয়াও লজ্জায় স্ব২ বসন পরিধান করিয়াছিল, অথচ তাঁহার পুত্র শুকদেব বিবস্ত্র শরীরে তাহা-দের সম্মুখ দিয়া গেলেও অগ্রে বস্ত্র গ্রহণ করে নাই। ব্যাসদেব ঐ বিচিত্র দর্শন করিয়া সেই গণিকা গণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা এই উত্তর দিয়াছিল, আপনকার "এ স্ত্রী, এ পুরুষ" এমত ভেদ জ্ঞান আছে, আপন-

কার তনয়ের দৃষ্টি পবিত্রা, তাঁহার ভেদ বুদ্ধি নাই, এই কারণে আপনাকে দেখিয়া আমাদের লজ্জা হইল। (৫) সে যাহাহউক, অহে সূত, ভগবান্ শুকদেব ভুমিষ্ঠ হইয়াই সন্ন্যাসার্থ যাত্রা করেন, প্রথমে কুরু ও জাঙ্গল দেশে গিয়াছিলেন, তাহার পরে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে২ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হন, পুরবাসি লোকেরা তাঁহাকে কি প্রকারে চিনিতে পারিল? (৬) আর এ প্রকার ঋষির সঙ্গে পাণ্ডুবংশাবতংস রাজা পরীক্ষিতেরই বা কি রূপে কথোপকথন হইল? তাঁহাদের পরস্পর সম্বাদেই তো এই ভাগবতী সংহিতা হয়। (৭) ফলতঃ ভাগবত শাস্ত্র ব্যাখ্যা বহুকাল সাধ্য, যোগিবর শুকদেব কি প্রকারে রাজা পরীক্ষিতের নিকট তাহা কহিলেন, তিনি গৃহস্থদিগের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদের আশ্রম পবিত্র করিবার নিমিত্ত গোদোহন মাত্র কাল অপেক্ষা করেন, অধিক ক্ষণ কুত্রাপি থাকেন না। অতএব শুকদেব যে ভাগবত বলিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্য হইবে, আমাদিগকে বল। (৮) হে সূত! লোকে অভিমন্যুপুত্র রাজা পরীক্ষিতকে পরম ভাগবত বলিয়া থাকেন, তিনিই তো ভাগবত কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারও জন্ম কর্ম্ম যে অতিশয় আশ্চর্য্য, আমাদিগের নিকট তাহাও বর্ণন করিতে হইবে। (৯) হাঁ সূত! রাজা পরীক্ষিত সম্রাট্ ছিলেন, সম্রাজ্য সম্পদ উপেক্ষা করিয়া কি কারণে দেহ পরিত্যাগার্থ প্রায়োপবেশন করেন? (১০) হে সূত! বিপক্ষ রাজাগণ রাশি২ ধন আনিয়া আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত যাঁহার পাদ পীঠের সমীপে স্থাপন পূর্ব্বক প্রণাম করিত সেই রাজা তরুণাবস্থায় আপনার প্রাণের সহিত দুস্ত্যজা রাজশ্রী কি কারণে ত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন? (১১) ভগবৎ-পরায়ণ মানবগণ লোকের সুখ সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্য নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন, তাঁহা-দের দেহযাত্রা আত্মার্থ নয়, রাজা পরীক্ষিতও পরম ভাগবত ছিলেন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অনেকের প্রাণ ধারণ হইত, তিনি কেন নির্ব্বেদ যুক্ত হইয়া অনেকের আশ্রয় স্বরূপ স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন? (১২) আমরা এই যে সকল প্রশ্ন করিলাম সমুদায় বল, তোমার কেবল বৈদিক বাক্যে অধিকার নাই, নচেৎ তুমি যাবতীয় বাক্যা-র্থের পরগামী, সকলি জান, আমাদের নিকট বিস্তারিত করিয়া সমুদায় বর্ণন কর। (১৩)

ইহা শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। তৃতীয় যুগের পর্য্যায় উপস্থিত হইয়া দ্বাপর যুগ প্রবর্ত্তমান হইলে পরাশর ঋষির ঔরসে বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ব্ভে নারায়ণের অংশে যোগী বেদব্যাস জন্ম গ্রহণ করেন। (১৪) এক দিবস তিনি সূর্য্যোদয়ানন্তর সরস্বতী নদীর জলে স্নানাদি সমাপনানন্তর শুচি হইয়া নির্জ্জনে বদরিকাশ্রমে একাগ্র-চিত্তে উপবিষ্ট ছিলেন। (১৫) অতীতানাগতদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ঐ ঋষি কালের গতি বশতঃ পৃথিবীতে যুগ ধর্ম্মের সঙ্কর উপস্থিত দেখিয়া (১৬) তথা ভৌতিক ভাব সকলের অর্থাৎ শরীরাদির কালকৃত শক্তিহ্রাস এবং মনুষ্যদিগকে শ্রদ্ধা হীন, অধৈর্য্য, মন্দবুদ্ধি এবং অল্পায়ুঃ (১৭) তথা ভাগ্যহীন, আপনার চক্ষে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন সকল বর্ণ ও সর্ব্বাশ্রমের হিত কিসে হয়। (১৮) অনেক ক্ষণ চিন্তার পর দেখিতে পাইলেন যে হোত্রাদি ঋত্বিক চতুষ্টয় দ্বারা সম্পাদ্য যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মই এক্ষণে লোকের শুদ্ধিকারক অতএব লোক পরম্পরায় যজ্ঞ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত এক বেদকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিলেন। (১৯) ঐ চারি ভাগের ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি নাম দিয়া পৃথক২ করিলেন, এবং ইতিহাস পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া পরি-গণিত হইল। (২০) পৈল ঋষি তন্মধ্যে ঋগ্বেদ ও জৈমিনি কবি সামবেদ অধ্যয়ন

করেন, এবং একা বৈশম্পায়ন সমস্ত যজুর্ব্বেদের পারগামী হন্। (২১) আর অভিচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত সুমন্ত নামক দারুণ মুনি অথর্ব্ব বেদে ও আঙ্গিরসাখ্য মন্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন্ এবং আমার পিতা রোমহর্ষণ পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণাদিতে সুপণ্ডিত হয়েন।(২২)

ঐ সকল ঋষি আপন২ অধীত বেদকে অনেক প্রকারে বিভক্ত করেন অতএব তাঁহারদিগের এবং শিষ্য প্রশিষ্যাদির দ্বারা বেদ সকল ক্রমে বহু শাখা বিশিষ্ট হইয়াছে। (২৩) পূর্ব্বে অতিশয় মেধাবী লোকেই বেদ সকল ধারণ করিতেন কিন্তু অল্প বুদ্ধি লোকেও তাহা যে রূপে ধারণ করিতে পারে দীনবৎসল ভগবান্ বেদব্যাস তদ্রূপে সংগ্রহ করিলেন। (২৪) অপর স্ত্রী, শূদ্র ও নিন্দিত ব্রাহ্মণাদির বেদে অধিকার নাই অতএব শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্মমার্গে মূঢ় ঐ সকল লোকের কিরূপে নিস্তার হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ ঋষি কৃপা পূর্ব্বক তাহাদের নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন। (২৫) হে দ্বিজগণ! এইরূপ সাধারণ হিতজনক কর্ম্ম-দ্বারা জীবদিগের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত থাকিলেও ব্যাসদেবের হৃদয়ে যখন বিশিষ্টরূপে তুষ্টি জন্মিল না (২৬) তখন এক দিন অতিশয় অপ্রসন্ন মনে সরস্বতী নদী তীরে নির্জ্জন স্থানে শুচি হইয়া স্থিতি করত মনের অপ্রসন্নতার হেতু বিষয়ে বিতর্ক করত এই কথা বলিতে লাগিলেন (২৭) আমি উত্তম রূপে ব্রতাচরণ পুরঃসর বেদ অগ্নি গুরু ইঁহাদের যথা যোগ্য পূজা করিয়াছি, এবং অকপটে তাঁহাদিগের অনুশাসন গ্রহণ করিয়াছি, আর মহাভারত রচনাচ্ছলে লোক সকলের হিতার্থ বেদার্থও প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে স্ত্রী শূদ্রাদিরাও ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। (২৮) কিন্তু কি খেদের বিষয়! তথাপি আমার আত্মা বস্তুতঃ সেই সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও ব্রহ্ম স্বরূপে অসম্পন্নের ন্যায় হীন রূপে প্রকাশিত হইতেছে, (২৯) এ প্রকার কেন হয়? পরমহংস প্রিয় যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহা বাহুল্য রূপে নিরূপণ করি নাই তাহাতেই কি মনের অসন্তোষ হইতেছে? ফলতঃ তাহাই ভগবানের প্রিয়। (৩০)

বেদব্যাস এইরূপে বিবিধ প্রকারে আপনাকে হীন বোধ করিয়া খেদ করিতেছেন এমত সময় তাঁহার আশ্রমে সহসা দেব ঋষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৩১) দেব পূজ্য নারদ গোস্বামিকে সমাগত দেখিয়া ব্যাসদেব সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিহিত বিধানে পাদ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। (৩২) ইতি প্রথম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমাধ্যায়।

ব্যাসদেবের চিত্ত প্রসাদার্থ নারদ কর্ত্তৃক সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা হরি-সংকীর্ত্তনের গৌরব বর্ণন।

সূত কহিলেন। অনন্তর সমীপে উপবিষ্ট বিপ্রর্ষি বেদব্যাসের প্রতি মহাযশস্বী দেবর্ষি নারদ ঈষদ্ধাস্য করত কহিতে লাগিলেন (১) হে পরাশরনন্দন! হে মহাভাগ্যবান বেদব্যাস! তুমি শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দে আছ কি না? (২) যে সকল ধর্ম্মাধর্ম্মাদি জানিবার নিমিত্তে তোমার ইচ্ছা ছিল বোধ হয় সে সকল তোমার সুসম্পন্নই হইয়াছে, কারণ তুমি সর্ব্বার্থ পরিবৃংহিত অতি অদ্ভুত মহাভারতাখ্যান বর্ণন করিয়াছ। (৩) আর নিত্য পরব্রহ্মের যে স্বরূপ তাহাও তুমি বিচার করিয়াছ

এবং তাঁহাকে প্রাপ্তও হইয়াছ, তথাপি আপনাকে অকৃতার্থের ন্যায় বোধ করিয়া কিজন্য শোক করিতেছ? (৪)

নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদব্যাস কহিলেন, আপনি যাহা২ আজ্ঞা করিলেন সমুদায় আমার সুসম্পন্ন, যথার্থ বটে, তথাপি আমার আত্মা কেন পরিতুষ্ট হইতেছে না, ইহার কারণ বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, আপনি ব্রহ্মার সন্তান এবং মহা বুদ্ধিমান, অতএব আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, ইহার কারণ বলুন দেখি? (৫) সমস্ত গুহ্য বিষয়ই আপনকার জ্ঞাত আছে, যে হেতু যিনি কার্য্য কারণের নিয়ন্তা এবং স্বয়ং নিগুর্ণ হইয়াও ইচ্ছামাত্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার করেন, আপনি সেই পুরাণ পুরুষ সর্ব্বেশ্বর ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন। (৬) অপর আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিলোকী পর্য্যটন করিয়া থাকেন অতএব সর্ব্বদর্শী, এবং যোগবলে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বলোকের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, ইহাতে আত্মার ন্যায় সর্ব্বলোকের সাক্ষী, আমি যোগ বলে পরব্রহ্ম নিষ্ঠ এবং ব্রত অধ্যয়নাদি দ্বারা অবর ব্রহ্ম বেদের পারগ হইলেও কিজন্য আমার ন্যূনতা বোধ হইতেছে বলুন দেখি। (৭)

বেদব্যাসের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশঃ প্রায় বর্ণন কর নাই, ভগবানের যশো বর্ণন বিনা কেবল ধর্ম্মাদি আচরণ করিলে তাঁহার পরিতোষ হয় না, অতএব ভগবৎ যশো বর্ণন বিনা যে ধর্ম্মাদি জ্ঞান, তাহাই তোমার ন্যূনতা। (৮) হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বকৃত গ্রন্থে যেমন ধর্ম্মার্থাদির কীর্ত্তন করিয়াছ বাসুদেবের মহিমা তদ্রূপ প্রধানভাবে বর্ণন কর নাই। (৯) যে বাঙ্ময় গ্রন্থ বিচিত্র পদ রচিত হইয়াও জগৎপবিত্রকারক হরির যশঃ প্রকাশ না করে জ্ঞানি সকল সে গ্রন্থকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাক তুল্য সকাম পুরুষের রমণীয় স্থান বলিয়া গণনা করেন, জ্ঞানৈক রস রসিক ব্রহ্মজ্ঞানি পরম হংস সকল তাহাতে রমণ করেন না। (১০) ফলতঃ সেই বাঙ্ময় গ্রন্থই জন সমূহের পাপনাশক হয়, যাহাতে অপবিত্র পদ বিন্যাস থাকিলেও প্রতি শ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃ প্রকাশক নাম সকল বিন্যস্ত থাকে, যে নাম সকল সাধুগণ শ্রবণ, কথন ও স্বয়ং কীর্ত্তন করেন। (১১) হে বেদব্যাস! সর্ব্বোপাধি নিবর্ত্তক নির্ম্মল ব্রহ্ম জ্ঞানও হরিভক্তি বর্জ্জিত হইলে অধিক শোভা পায় না, ঈশ্বরে অনর্পিত অমঙ্গল রূপ যে কাম্য ও অকাম্য কর্ম্ম ইহারা হরিভক্তি বর্জ্জিত হইলে যে শোভা পাইবে না তাহাতে আর বক্তব্য কি? (১২) হে বেদব্যাস! তুমি যথার্থদর্শী, নির্ম্মল যশস্বী, সত্যব্রত, এবং শম দমাদি ব্রত সম্পন্ন হইয়াছ এখন মায়াবন্ধ মোচন নিমিত্ত চিত্তৈকাগ্র দ্বারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ পূর্ব্বক বর্ণন কর। (১৩) শ্রীকৃষ্ণ লীলা হইতে পৃথক্‌দর্শী হইয়া প্রকারান্তরে যদি কোন অর্থান্তর বর্ণন করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার মতি বিবক্ষিত রূপ নামে দুস্থিত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় কোন বিষয়ে স্থিরতর স্থান প্রাপ্ত হইবে না। (১৪) স্বভাবতঃ কাম্য কর্ম্মাদিতে অনুরাগি পুরুষের পক্ষে তুমি নিন্দনীয় কাম্য কর্ম্মাদি ধর্ম্মার্থে অনুশাসন করিয়াছ ইহাতে তোমার অন্যায়াচার হইয়াছে, যেহেতু তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইতর ব্যক্তিরা কাম্য কর্ম্মাদিকেই মুখ্য ধর্ম্ম রূপে স্থির করিবে, তত্ত্বজ্ঞানির নিবারণ বা শ্রুতিবিহিত নিষেধ মানিবে না। (১৫) বিচক্ষণ কোন২ ব্যক্তি সর্ব্ব ক্রিয়া নিবৃত্তি দ্বারা অনন্ত পার বিভু পরমেশ্বরের নির্ব্বিকল্প সুখ স্বরূপ জানিতে পারেন, কিন্তু অবিচক্ষণের তাহা জানিবার ক্ষমতা নাই, অতএব সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা প্রবৃত্ত দেহাভিমানি জনকে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করাও। (১৬)

স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক হরি চরণাম্বুজ ভজন করত কোন ব্যক্তি যদি অপক্ক দশাতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তথাপি তাহার কি কখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ জনিত অমঙ্গল হয়? কদাপি হয় না। আর হরি ভজন ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থ লাভ করিয়াছে? (১৭) উপরি ব্রহ্মলোক, অধঃ স্থাবর লোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই নিমিত্ত যত্ন করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য, বৈষয়িক সুখ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ যথাকালে চেষ্টা ব্যতীতও দুঃখের ন্যায় সর্ব্বত্রই লভ্য হইয়া থাকে। (১৮) মুকুন্দসেবী জন যোগভ্রষ্ট হইয়া কুযোনি গত হইলেও কর্ম্মির ন্যায় কদাপি সংসার প্রাপ্ত হয়েন না, কারণ তাঁহার রসগ্রহ হওয়াতে মুকুন্দ চরণারবিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করত তাহা আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। (১৯) এই বিশ্বই ভগবান্, তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন, কিন্তু বিশ্ব তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, যেহেতু ভগবান হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি লয় হইতেছে। হে ব্যাসদেব! তোমার এ সকলি জ্ঞাত আছে, তথাপি তোমাকে একদেশ মাত্র দর্শাইলাম। (২০) হে অমোঘদৃক্! পরম পুরুষ পরমাত্মার অংশ স্বরূপ আত্মা অজ হইলেও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করেন, ইহা তুমি স্বয়ং জান, অতএব মহানুভাব ভগবানের লীলা বিস্তারিত রূপে নিরূপণ কর। (২১) উত্তম শ্লোকের যে গুণানুবর্ণন, পণ্ডিতেরা তাহাকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্র পাঠ, জ্ঞান এবং দান এই সকল কর্ম্মের নিত্য ফল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, (২২) হে বেদব্যাস! আমি পূর্ব্ব কল্পে অর্থাৎ গত জন্মে কোন বেদবাদি ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকালে সেই যোগিগণ চারি মাস একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করিলে আমার মাতা আমাকে তাঁহাদের শুশ্রূষা নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট নিযুক্ত করেন। (২৩) আমি বাল্য চাপল্য, বাল্যক্রীড়া, এবং লোভাদি ত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের শুশ্রূষা করিলে পর তাঁহারা যদিও সর্ব্বত্র সমদর্শী, তথাপি আমার প্রতি বিশেষ কৃপাবান্ হইলেন। (২৪) আমি একবার তাঁহাদের আজ্ঞায় তাঁহারদিগের ভিক্ষা পাত্র সংলগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করি, তাহাতে আমার পাপ মোচন হয়। তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে পর ক্রমে আমার চিত্ত শুদ্ধি হইল এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আমার মনে রুচি জন্মিল। (২৫) সেই সাধুগণ প্রত্যহ হরি কথা গান করিতেন তাঁহারদিগের অনুগ্রহে সেই সকল মনোহর কথা আমি শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যেক পদ শ্রবণ করাতে প্রিয়শ্রবা শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হইল। (২৬) প্রিয়শ্রবা ভগবানে আমার শ্রদ্ধা জন্মিলে তৎক্ষণ মাত্রেই আমার অপ্রতিহত মতি আবির্ভূত হইল, সেই মতি দ্বারাই প্রপঞ্চাতীত পরব্রহ্ম স্বরূপ আত্মাতে স্বকীয় অবিদ্যা দ্বারা যে এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ কল্পিত হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলাম। (২৭) এই প্রকারে শরৎ এবং বর্ষা এই দুই ঋতু সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এই ত্রিকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্ত্যমান হরির নির্ম্মল যশঃ বিশিষ্ট রূপে শ্রবণ করাতে আমার মনে রজস্তমোনাশিনী দৃঢ়া ভক্তি উদিতা হয়। (২৮) আমি এইরূপে ভক্তি সম্পন্ন, বিনয়যুক্ত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধান্বিত এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ঐ যোগিদের অনুচর হইয়া থাকিলে (২৯) বর্ষাবসানে যখন তাঁহারা গমনোন্মুখ হইলেন তখন দীনবাৎসল্য গুণে সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত যে গুহ্য জ্ঞান তাহা কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করিলেন। (৩০) ঐ জ্ঞান দ্বারা আমি সৃষ্টি সংহারাদি বিধান কর্ত্তা ভগবান্ বাসুদেবের মায়ানুভাব জানিতে পারিয়াছি, তাহাতেই জীব সকল ভগবৎ পদ প্রাপ্ত হয়। (৩১)

হে ব্রহ্মন্ ব্যাসদেব ! সর্ব্বনিয়ন্তা পরিপূর্ণ স্বরূপ পরব্রহ্মে যে কর্ম্মার্পণ, তাহাই আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের মহৌষধ, অর্থাৎ তাহাতেই তাপত্রয় নষ্ট হয়। (৩২) হে সুব্রত! যে দ্রব্য ভোজন দ্বারা জীব সকলের রোগ জন্মে কেবল সেই দ্রব্য দ্বারা কখন রোগের শান্তি হয় না কিন্তু যদি ঐ দ্রব্য রোগ নিবর্ত্তক ওষধিতে মিশ্রিত হয় তাহা হইলে রোগ বিনষ্ট করিতে পারে। (৩৩) সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম মনুষ্যদের সংসারের হেতু হয় তৎসমস্ত পরব্রহ্মে অর্পিত হইলে আত্ম বিনাশের নিমিত্ত হয়। (৩৪) এই কর্ম্মভূমিতে ভগবৎ তুষ্টি জন্য যে কর্ম্ম কৃত হয় ভক্তিযোগ এবং জ্ঞান তাহার অধীন, অর্থাৎ ভগবৎ তোষণ কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি হয়, ভক্তি হইলেই জ্ঞান জন্মে, (৩৫) কেননা জীব সকল যৎকালে কর্ম্ম করে, তৎকালে অনুরাগী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামাদি স্মরণ করিয়া থাকে। (৩৬) অপর ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ রূপ ভগবানকে মনো দ্বারা চিন্তা করি (৩৭) এইরূপ স্মরণ করত যে ব্যক্তি মন্ত্র মূর্ত্তি ভিন্ন মূর্ত্ত্যন্তর রহিত যজ্ঞ পুরুষের পূজা করেন সেই ব্যক্তিই সম্যগ্দর্শী অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবান্। (৩৮) হে ব্রহ্মন্ ব্যাসদেব! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে স্বকীয় উপদেশ মৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অবগত হইয়া আমাকে জ্ঞান রূপ ঐশ্বর্য্য এবং স্ব বিষয়ে প্রীতি প্রদান করেন। (৩৯) হে ব্যাসদেব! তুমি মহা যশস্বী, বিভু পরমেশ্বরের যশঃ বর্ণন কর, তাহাতেই পণ্ডিত সকলের জ্ঞানেচ্ছা সমাপ্ত হয়, তদ্ব্যতীত বারম্বার দুঃসহ দুঃখে পীড়িত জীব সকলের ক্লেশ নিবারণের পথ আর দেখিতে পাই না। (৪০) ইতি প্রথম স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগবৎ পরিচর্য্যার অসাধারণ ফল জনকতা বিষয়ে ব্যাসদেবের বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত নারদ কর্ত্তৃক কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জনিত পূর্ব্ব জন্ম সম্ভূত স্বীয় সৌভাগ্য বর্ণন।

সূত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্, সত্যবতীনন্দন ভগবান্ বেদব্যাস এইরূপে নারদের জন্ম ও কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবর্ষে! আপনকার বিজ্ঞানোপদেশক ভিক্ষুকগণ দূর দেশে গমন করিলে আপনি প্রথম বয়সে বর্ত্তমান হইয়া কি করিয়াছিলেন। (১) হে স্বায়ম্ভুব! আপনি কি রূপে কাল হরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তি বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে কি রূপেই বা অবজ্ঞেয় দাসীপুত্ররূপ আপনার কলেবর পরিত্যাগ করেন? (২) হে মুনি সত্তম! এই কল্পান্ত-কাল, সকলকেই নষ্ট করিয়া থাকে, কি নিমিত্ত আপনকার জন্মান্তরীয় স্মৃতির খণ্ডন করে নাই? (৩)

নারদ উত্তর করিলেন। আমার বিজ্ঞানোপদেশক বিপ্রগণ দূরদেশে গমন-করিলে পর আমি প্রথম বয়সে বর্ত্তমান হইয়া এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম। (৪) আমার জননী এক পুত্রা, তাহাতে স্ত্রী জাতি, অতি মূঢ় অথচ পরবশ, আমার অন্য গতি না দেখিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। (৫) আমার মাতা পরাধীনা ছিলেন, সুতরাং আমার রক্ষণাবেক্ষণে ইচ্ছা থাকিলেও তাহাতে সমর্থ হইতেন না, যেহেতু লোক মাত্রই প্রভুর বশীভূত, যেমন দারুময়ী যোষা অর্থাৎ পুত্তলী কুহকের

অধীন তদ্রূপ। (৬) আমিও তাঁহার স্নেহানুবন্ধ অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ কবে উপরতা হইবেন, এই প্রতীক্ষা করিয়া সেই ব্রাহ্মণ কুলে বাস করিতে লাগিলাম কিন্তু তখন আমার দিগ্দেশ কাল ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয় নাই, পঞ্চবর্ষীয় বালক ছিলাম। (৭)

একদা আমার ঐ মাতা রাত্রিযোগে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া গো দোহনার্থ গমন করিলেন। পথিমধ্যে কাল প্রেরিত সর্প আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ মাত্রে দংশন করিল, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। (৮)

তখন আমি তাঁহার মরণকে ভক্ত জন মঙ্গলেচ্ছু ভগবানের অনুগ্রহ জানিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলাম। (৯) ঐ দিকের পথে ভ্রমণ করিতে২ সমৃদ্ধিশালি জনপদ, রাজধানী, গ্রাম, গোকুল, রত্নাদির আকর, কৃষকগ্রাম, পর্ব্বত নিকটবর্ত্তি গ্রাম, গুবাক ও পুষ্পবাটী এবং বন উপবন, (১০) তথা বিচিত্র ধাতু শোভিত পর্ব্বত ও হস্তি কর্ত্তৃক ভগ্নশাখ বৃক্ষ, নির্ম্মল জল বিশিষ্ট জলাশয়, এবং বিচিত্র শব্দায়মান পক্ষিগণের সহিত মধু লোভে ভ্রান্ত ভ্রমরের শোভা বিশিষ্ট সুর সেবিত সরসী। (১১) এই সকল অতিক্রম করিয়া নল বেণু শরস্তম্ভ কুশ কীচকাদি দ্বারা অতি দুর্গম এবং সর্প উলূক শৃগালাদির ক্রীড়া স্থান, ঘোর ভয়ঙ্কর মহদ্বন দর্শন করিলাম। (১২) পরে অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ বিকলেন্দ্রিয় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হওয়াতে এক হ্রদে স্নান ও জলপান করিয়া নদীতে আচমন পূর্ব্বক গতশ্রম হইলাম। (১৩) তদনন্তর সেই নির্জন বন মধ্যে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া গুরু মুখে যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম বুদ্ধি দ্বারা আপনার হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে সেইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলাম। (১৪) ভক্তি বশীভূত চিত্ত দ্বারা ভগবান হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করাতে উৎকণ্ঠা বশতঃ আমার লোচন দ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল এবং ক্রমশঃ হৃদয়ে হরি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। (১৫) হে মুনি ব্যাসদেব! তাঁহার দর্শন পাইলে প্রেমভরে আমার সমস্ত অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল, পরমানন্দ প্রবাহে লীন হইয়া আত্মা পরাত্মা উভয়কেই আর দেখিতে পাইলাম না, অর্থাৎ সাক্ষাৎ আনন্দময় হওয়াতে ধ্যাতা ধ্যেয় উভয়ই প্রস্থান করিল। (১৬) অনেক ক্ষণ ভগবানের সেই চিত্তরঞ্জন শোকনাশন রূপ দেখিতে না পাওয়াতে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইল দুর্ম্মনার ন্যায় হইয়া বহির্বিষয়ে সমনস্ক হইলাম (১৭) এবং তদ্দর্শনেচ্ছায় পুনর্ব্বার হৃদয়ে মনঃ সমাধান করিলাম কিন্তু বারম্বার যত্ন করিয়াও আর দর্শন পাইলাম না, তাহাতে অসন্তুষ্ট এবং আতুরের ন্যায় হইলাম। (১৮) নির্জন বনে বসিয়া ভগবদ্দর্শনার্থ এইরূপে বারম্বার যত্ন করিতে থাকিলে বাক্যের অগোচর সেই ঈশ্বর গম্ভীর সুমধুর বাণী দ্বারা শোক শান্তি করত আমাকে কহিলেন (১৯) নারদ! ইহ জন্মে এই জগন্মধ্যে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, যেহেতু অবশেন্দ্রিয় কুযোগিগণের সম্বন্ধে আমি অতি দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ কুযোগিরা আমার দর্শন পায় না। (২০) তবে যে একবার তোমাকে আমার রূপ দর্শন করাইলাম সে কেবল আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত, কেননা আমাতে অনুরাগ জন্মিলে সাধুজন ক্রমশঃ কাম ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন। (২১) হে নারদ! অনধিক কাল সাধু সেবা দ্বারা আমাতে আপনার বুদ্ধি দৃঢ়া কর, তাহা হইলেই এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার পার্ষদ হইতে পারিবে। (২২) আমাতে বুদ্ধি নিবদ্ধা হইলে আর কখন তাহার বিচ্ছেদ হইবে না, আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তোমার স্মৃতি থাকিবে। (২৩) আকাশ-

বৎ সর্ব্বব্যাপী অশরীরী সেই ভগবান্ ঈশ্বর ইহা কহিয়া বিরত হইলেন, আমিও তাঁহা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই মহৎ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মাকে প্রণাম করিলাম। (২৪)

অনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত স্বরূপ সেই ভগবানের গুহ্য নাম উচ্চারণ ও তাঁহার শুভ কর্ম্ম সকল স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন আরম্ভ করিলাম এবং মৎসর শূন্য হইয়া পরিতুষ্ট মনে কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। (২৫) হে ব্যাসদেব! আমি এইরূপে কৃষ্ণভক্ত ও তদাসক্ত চিত্ত এবং নির্ম্মলাত্মা হইয়া থাকিলে যথা যোগ্য সময়ে বিদ্যুৎমালার ন্যায় হঠাৎ আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। (২৬) অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বিশুদ্ধসত্ত্ব রূপ পার্শ্বদ শরীর আমাতে সংযোগ করিলে আরব্ধ কর্ম্ম সকলের ভোগ শেষ হওয়াতে আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইল। (২৭) ভগবান নারায়ণ কল্পান্তে যখন এই বিশ্ব সংহার করিয়া সমুদ্রজলে শয়ন করেন তখন আমি তাঁহার নিশ্বাসযোগে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। (২৮) যুগ সহস্রের পর অর্থাৎ প্রলয়াবসানে ভগবান্ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন আমিও উৎপন্ন হইলাম। (২৯) হে বেদব্যাস! আমি তদবধি অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করত মহাবিষ্ণুর প্রসাদে ত্রিলোকীর অন্তর ও বাহ্যে পর্য্যটন করি, কোন স্থানেই আমার গতির ব্যাঘাত নাই। (৩০) স্বরব্রহ্মে বিভূষিত দেবদত্ত এই বীণার মূর্চ্ছনা পূর্ব্বক হরি কথা গান করত সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকি। (৩১) যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নির্গত হইয়াছিল, আর যাঁহার যশঃ অতি প্রিয় এরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা সকল গান করিবার সময়ে তিনি যেন আহূতন্যায় হইয়া শীঘ্র আমার হৃদয়ে আসিয়া দর্শন দেন। (৩২) পুনঃ পুনঃ বিষয় ভোগেচ্ছায় কাতর চিত্ত জীবদিগের ভব-সিন্ধু পার বিষয়ে এই হরি গুণ কীর্ত্তনই যে ভেলা স্বরূপ, ইহা আমি সুন্দর রূপ বিবেচনা করিয়াছি। (৩৩) নিয়ত কাম লোভে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তি মুকুন্দ সেবা দ্বারা যে রূপ সাক্ষাৎ শমতা প্রাপ্ত হয়, যম নিয়মাদি যোগ পথ দ্বারাও তদ্রূপ আত্মার শান্তি হয় না। (৩৪) হে অপাপ বেদব্যাস! আমার জন্ম ও কর্ম্মের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তোমার আত্ম তুষ্টির নিমিত্তে তাহা এই সকলি কহিলাম। (৩৫)

সূত কহিলেন। বাসবী নন্দন বেদব্যাসের সহিত এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নারদ বীণা যন্ত্রে হরি কথা গান করত যথেচ্ছাক্রমে গমন করিলেন। (৩৬) আহা! ঐ দেবর্ষি নারদ মুনি ধন্য, তিনি বীণা দ্বারা হরি কথা গান করত স্বয়ং হর্ষান্বিত হইয়া এই আতুর জগৎকে হর্ষযুক্ত করিতেন। (৩৭) ইতি প্রথম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ভাগবত শ্রোতা রাজা পরীক্ষিতের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার নিমিত্তে, নিদ্রিত বালক বধ জন্য অশ্বত্থামার দণ্ড বর্ণন।

শৌনক কহিলেন, হে সূত! নারদ ঋষি গমন করিলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বাদরায়ণ বেদব্যাস কি করিয়াছিলেন? (১) সূত উত্তর করিলেন, ব্রহ্ম-নদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে ঋষি সকলের যজ্ঞবৃদ্ধিকারক শম্যাপ্রাস নামে প্রসিদ্ধ যে আশ্রম আছে (২) বদরী বৃক্ষ সমূহে শোভিত সেই আশ্রমে ভগবান্ বেদব্যাস

উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সমাধি দ্বারা ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। (৩) ভক্তিযোগ দ্বারা নির্ম্মল চিত্ত সম্যক্‌রূপে সুস্থির হইলে প্রথমতঃ পূর্ণস্বরূপ পুরুষ তদনন্তর তদধীনা মায়া তাঁহার দর্শন গোচর হইলেন্। (৪) অপর যে মায়াতে সংমোহিত জীব সকল স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্ত্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হয় তাহাও দেখিতে পাইলেন। (৫) অপিচ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিযোগ করিলে অনর্থের উপশম হয় তাহাও দৃষ্টি গোচর হইল। এই সকল স্বয়ং অবলোকন করিয়া অজ্ঞানি লোকদিগের হিতার্থ এই শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা রচনা করিলেন। (৬) এই সংহিতা শ্রবণ করিলে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক মোহ ভয় নাশিনী ভক্তি উৎপন্না হয়। (৭) তিনি এই সংহিতা রচনা করিয়া এবং যথাক্রমে ইহার শ্লোক সকল সংশোধিত করিয়া বিষয় তৃষ্ণা রহিত স্বপুত্র শুকদেবকে প্রথমতঃ অধ্যয়ন করাইলেন্। (৮)

শৌনক মুনি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন শুকদেব ঋষি নিবৃত্তি নিরত সুতরাং সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিতেন, এবং পরমাত্ম বিষয়ক চিন্তা দ্বারা সর্ব্বদা আত্মাতে সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কি হেতু ঐ বিস্তীর্ণা সংহিতা অভ্যাস করেন। (৯)

সূত কহিলেন আত্মারাম মুনি সকলের কোন প্রকার হৃদয় গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ, যে মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হন্। (১০) বৈষ্ণব প্রিয় ভগবান্ শুকদেব হরির গুণে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াই এই মহদাখ্যান অর্থাৎ ভাগবত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (১১) হে মুনিগণ! আমি আপনাদের নিকট রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যুর বিবরণ এবং পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরাদির মহা প্রস্থান এই সকল বিষয় কৃষ্ণকথার সঙ্গে বর্ণন করিতেছি। (১২)

কুরু পাণ্ডবীয় যুদ্ধে যখন কৌরব সৃঞ্জয় বংশজ বীরবর্গ স্বর্গ গমন করিল এবং ভীম কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইল (১৩) তখন দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বথামা, এ কর্ম্ম দুর্য্যোধনের প্রিয় হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া রাত্রিভাগে নিদ্রাগত পঞ্চ দ্রৌপদীনন্দনের মস্তক ছেদন করিয়া আনিল, কিন্তু ঐ কর্ম্ম দুর্য্যোধনের বস্তুতঃ অতি অপ্রিয়, নিন্দনীয় কর্ম্মকে সকলেই ঘৃণা করে। (১৪) দ্রৌপদী আপনার পুত্রগণের নিধন শুনিয়া দুঃসহ তাপে তাপিতান্তর এবং বাষ্প জল পরিপূরিত নয়ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে শান্ত্বনা করত কহিলেন (১৫) হে ভদ্রে! আমি গাণ্ডীব মুক্ত বাণ দ্বারা ঐ আততায়ি নিন্দিত ব্রাহ্মণ অশ্বথামার মস্তক ছিন্ন করিয়া তোমার নিকটে আনয়ন করিয়া দিতেছি তুমি তাহার ঐ মস্তকের উপরে আরোহণ করিয়া স্নান করিও, বোধ করি ইহা করিলে তোমার শোক নিবারণ হইবে। (১৬) অর্জ্জুন এইরূপ মনোহর নানাবিধ বাক্য দ্বারা প্রিয়াকে শান্ত্বনা করিয়া কুণ্ডলাদি পরিধান করিলেন এবং ভয়ানক ধনুঃ গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া পলায়মান অশ্বথামার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। (১৭) কুমারঘাতী অশ্বথামা ধাবমান অর্জ্জুনকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া কম্পিত হৃদয় হইল এবং প্রাণ রক্ষার্থ কৃতযত্ন হইয়া যথাশক্তি দ্রুত গমন করিতে লাগিল, যেমন রুদ্র স্বকন্যা গমনোদ্যত ব্রহ্মাকে ত্রিশূল দ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা

মৃগ রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন তদ্বৎ পলায়ন পরায়ণ হইল (১৮) কিন্তু অবিলম্বে দেখিল আপনার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই, এবং অশ্ব সকল শ্রান্তিযুক্ত হইল, অতএব ব্রহ্মাস্ত্রকেই আপনার ত্রাণকর্ত্তা বিবেচনা করিল। (১৯) অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রের সংহার জানিত না, কিন্তু কি করে প্রাণাপদ উপস্থিত, অতএব আচমন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে তাহাই সন্ধান করিল। (২০) ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষিপ্ত হইলে তদীয় ভয়ানক তেজে সকল দিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহাতে অর্জ্জুন আত্ম প্রাণের আপদ উপস্থিত দেখিয়া সভয় বচনে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন (২১) হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাবাহো, হে ভক্তজন ভয়ভঞ্জন! তুমিই এই সংসার চক্রে সন্দহ্যমান জীব সকলের ক্লেশ নাশক। (২২) তুমিই আদি পুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, এবং প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তুমিই চিচ্ছক্তি দ্বারা মায়ার অভিভব করিয়া পরমানন্দ রূপে অবস্থিত। (২৩) অপর তুমি স্বয়ং মায়াসম্বন্ধ রহিত হইয়াও স্বীয় বীর্য্য দ্বারা মায়াতে মোহিত জীব সকলের ধর্ম্মাদি ফল বিধান কর। (২৪) তোমার এই অবতার কেবল পৃথিবীর ভার হরণার্থ, এবং বন্ধুবর্গ ও একান্ত ভক্তগণ অনুধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইবে এতদর্থ। (২৫) অতএব হে দেবদেব কৃষ্ণ! সর্ব্ব দিগ্ব্যাপি অতি ভয়ানক এই তেজঃ কোথা হইতে আসিতেছে এবং কি প্রকারে হইল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, ইহা কি? বলুন। (২৬) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ইহা ব্রহ্মাস্ত্র, প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা ইহা প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু সে ইহার সংহার জানে না। (২৭) হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন এ ব্রহ্মাস্ত্রের নিবারণোপায় আর কোন অস্ত্র নাই, তুমি অস্ত্রজ্ঞ, অতএব আপনার অস্ত্র তেজো দ্বারা এই উৎকট অস্ত্র নিবারণ কর। (২৮)

সূত কহিলেন। এই প্রকার উপদেশ শ্রবণানন্তর শক্রঘাতা বীর অর্জ্জুন আচমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণার্থ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। (২৯) তাহাতে উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজঃ বাণদ্বারা বেষ্টিত এবং পরস্পর মিলিত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য আকাশ আবরণ করত প্রলয় কালের সূর্য্যের ন্যায় পরস্পর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। (৩০) প্রজাগণ অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামা উভয়ের মহৎ অস্ত্রাগ্নিতে ত্রিলোক দগ্ধ হইতে দর্শন করিয়া দহ্যমান হওত প্রলয়াগ্নি জ্ঞান করিতে লাগিল। (৩১) অর্জ্জুন প্রজা সকলের উপদ্রব এবং স্বর্গাদি ত্রিলোকের বিনাশ অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথায় উভয় অস্ত্রকেই সংহার করিলেন। (৩২) তদনন্তর ক্রোধে আরক্ত নেত্র হইয়া সেই নির্দয় গৌতমী পুত্র অশ্বত্থামাকে পশু বন্ধনের ন্যায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন। (৩৩) তাহাকে রজ্জু বদ্ধ করিয়া আপনার শিবিরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রোষ প্রকাশ করত অর্জ্জুনের প্রতি কহিতে লাগিলেন। (৩৪) হে অর্জ্জুন! এ ব্রহ্মবন্ধুকে রক্ষা করা উচিত হয় না, এখনি ইহার প্রাণ বধ কর, দ্রৌপদীর বালক গুলি নিশাভাগে নিদ্রা যাইতেছিল কোন অপরাধ করে নাই, এ তাহাদের শিরশ্ছেদ করিয়াছে! (৩৫) বৈরীও যদি মদ্যাদি সেবনে মত্ত কিম্বা অনবহিত অথবা গ্রহ বাতাদি দ্বারা উন্মত্ত থাকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কদাপি তাহার উপরে অস্ত্র প্রহার করেন না, অপর বালক, স্ত্রীলোক, জড়, শরণাপন্ন, বিরথ, এবং ভীত, ইহারা সর্ব্বদাই অবধ্য (৩৬) হে অর্জ্জুন! যে নিষ্ঠুর নির্ঘৃণ ব্যক্তি অন্যের প্রাণদ্বারা আপনার প্রাণের পোষণ করে তাহার বধ করণে দোষ নাই

বরং তাহাতে তাহার উপকার করা হয়, ফলতঃ তাহার বধ হইলেই তাহার দণ্ড হইল তাহাতে তাহার পাপক্ষয় হয়, নচেৎ সে ব্যক্তির নরকপাত দুর্নিবার। আর হে অর্জ্জুন! তুমিও দ্রৌপদীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছ যে তাহার পুত্র দিগের নিধনকারির মস্তক আনিয়া দিবে। আমি স্বকর্ণে ঐ কথা শুনিয়াছি, অতএব এই পাপী তোমার বন্ধু গণের নিধনকারী এবং আততায়ী, এখনি ইহার প্রাণ সংহার কর, এ অতি নরাধম, ঐ কর্ম্মে কেবল আমাদের অনিষ্ট করিয়াছে এমত নহে আপনার প্রভুরও বিপ্রিয় করিয়াছে। (৩৭)

যদিও শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে প্রবৃত্তি দিতে থাকিলেন তথাপি অর্জ্জুন আপনার মহত্ব প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া গুরুপুত্র অশ্বথামা পুত্রহন্তা হইলেও তাহার প্রাণ নাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, (৩৮) তাহাকে লইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দ্রৌপদী যেখানে বসিয়া আপনার সন্তান গণের নিমিত্ত শোক করিতেছিলেন তথায় গেলেন এবং আনীত পুত্রহন্তাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। (৩৯)

দ্রৌপদী গুরুপুত্র অশ্বথামাকে পশুবৎ পাশবদ্ধ এবং আপনার কৃত কর্ম্মের দোষে অবাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া, সে অপকারী হইলেও আপনার শোভন স্বভাব বশতঃ কৃপান্বিতা হইয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন (৪০) এবং তাহার বন্ধন দ্বারা আনয়ন অসহমানা হইয়া সসম্ভ্রম বচনে কহিলেন এ কি করিয়াছ? ইনি ব্রাহ্মণ, আমাদের গুরু, শীঘ্র মোচন কর, মোচন কর। (৪১) প্রভো! যাঁহার অনুগ্রহে আপনি অস্ত্র সমূহে সুশিক্ষিত এবং গোপনীয় মন্ত্র সহিত অস্ত্র প্রয়োগ ও অস্ত্রোপসংহার বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন (৪২) ইনি তাঁহার পুত্র, ইনি যখন আছেন তখন প্রজা রূপে ভগবান্ দ্রোণাচার্য্যই বর্ত্তমান, অপর তাঁহার দেহার্দ্ধ পত্নী কৃপা ও জীবিতা আছেন, আচার্য্য পত্নী বীরপ্রসবিনী, এ কারণ স্বামির অনুমরণ করেন নাই। (৪৩)

অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুকুলকে দুঃখিত করা আপনাদের উচিত হয় না, সতত পূজ্য এবং বন্দনীয় করাই কর্ত্তব্য। (৪৪) হে প্রভো! পতি দেবতা আচার্য্যানী মৃতবৎসা হইয়া অজস্র অশ্রুপাত পূর্ব্বক আমার ন্যায় রোদন না করুন্। অধিকন্তু ব্রহ্ম হিংসা অতি ভয়ানক! যে সকল ক্ষত্রিয় রোষ পরবশ হইয়া ব্রহ্ম কুলের কোপ জন্মান্, কোপিত ব্রহ্মকুল তাঁহাদিগকে সবংশে শোকাকুল করিয়া দগ্ধ করেন। (৪৫)

সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ! দ্রৌপদীর এই ধর্ম্ম্য ন্যায্য করুণান্বিত নির্ব্যলীক সম এবং মহৎ বাক্যে অর্জ্জুনের প্রীতি জন্মিল। (৪৬) অপর নকুল সহদেব সাত্যকি ধনঞ্জয় এবং ভগবান্ বাসুদেব তথা অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রী যাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদেরও ঐ কথায় মহা২ সন্তোষ হইল। (৪৭) কিন্তু ভীম সাতিশয় রোষ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন এ পাপাত্মার বধ করাই শ্রেয়ঃ, তাহাতেই ইহার নরক নিস্তার হইবে, এ নরাধম রাত্রিতে সুপ্ত শিশুগণকে নিষ্প্রয়োজনে নষ্ট করিয়াছে তাহাতে ইহার আপনার কিম্বা ইহার প্রভুর কি লাভ সম্ভাবনা ছিল? (৪৮)

ভীম এবং দ্রৌপদীর ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের বোধ হইল ভীম যেন রোষ বশতঃ অশ্বথামা বধে উদ্যত হইতেছেন এবং দ্রৌপদী তন্নিবারণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন, অতএব উভয়কে সম্বরণ করিবার নিমিত্ত চারি হস্ত প্রকাশ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত অর্জ্জুনের বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করত কহিলেন (৪৯) ব্রাহ্মণ অবধ্য, এবং আততায়ী বধার্হ, ইহা বলিয়া আমি দুই প্রকারই আজ্ঞা করিয়াছি, ঐ দুই শাসনই পালন কর (৫০) অপর তুমি আপনার প্রিয়-

তমাকে শান্ত্বনা করত তাঁহার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহাও সত্য কর। ঐ দুই আজ্ঞা পালন করিলে ভীমসেনের দ্রৌপদীর এবং আমার তিন জনেরই প্রিয় হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অবধ্য আমার এ আজ্ঞা যদি পালন কর তাহা হইলে দ্রৌপদীর সন্তোষ হইবে, আততায়ী বধার্হ, এতদাজ্ঞা পালন করিলে ভীম মহা আহ্লাদিত হইবেন, যদি অবধ্য এবং বধার্হ, দুই বাক্য রাখিয়া অঙ্গীকার পালন কর তাহা হইলে আমার পরম সন্তোষ জন্মিবেক।

অর্জ্জুন এই বচন শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন এক ব্যক্তির বধ অবধ দুই সম্ভবে না, অতএব শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া খড়্গদ্বারা অশ্বত্থামার শিরস্য কেশ সহিত মস্তকের মণি ছেদন করিয়া লইলেন। (৫১) সে একে বালহত্যা করিয়া হতপ্রভ হইয়াছিল, তদুপরি আপনায় তেজঃ স্বরূপ মণিতে বিহীন হইল। যাহাহউক, অর্জ্জুন তদনন্তর তাহার বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে শিবির হইতে দূর করিয়া দিলেন। (৫২) ইতাতেই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাক্য পালন হইল, যেহেতু শিরোমুণ্ডন, ধনগ্রহণ এবং স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসন এই সকল করিলেই ব্রাহ্মণদিগের দণ্ড হয়, তাঁহাদের এতদ্ভিন্ন দৈহিক বধ দণ্ড নাই। (৫৩)

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত শোকাতুর হইয়া মৃত জ্ঞাতি দিগের শব নির্হরণাদি যে২ ক্রিয়া করিতে হয় তৎ সমুদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৫৪) ইতি প্রথম স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়।

অষ্টমাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ক্রোধান্ধ অশ্বত্থামার অস্ত্রহইতে পরীক্ষিতের রক্ষা এবং কুন্তীর স্তব ও রাজার শোক বর্ণনা।

সূত কহিলেন অনন্তর পাণ্ডব গণ মৃত জ্ঞাতিদিগের উদকদান বাসনায় স্ত্রীলোকদিগকে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গঙ্গায় গমন করিলেন (১) এবং বহুতর বিলাপ করিয়া উদক দান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দরেণু দ্বারা পবিত্রিতা জাহ্নবীর জলে পুনঃ২ স্নান করিলেন। (২) ঐ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমাদির সহিত বিমনা হইয়া বসিয়াছিলেন আর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, এবং দ্রৌপদী শোকে কাতর হইতেছিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণ (৩) মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া বন্ধুবান্ধব নিধনে শোকাকুল ঐ সকল ব্যক্তিকে শান্তনা করিতে লাগিলেন এবং প্রাণি মাত্রের প্রতি কোন প্রকারে কালের গতির যে প্রতিক্রিয়া হয় না তাহাও বুঝাইয়া কহিলেন। (৪)

ধূর্ত্ত দুর্য্যোধনাদি যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাহার পুনরুদ্ধার হইল, অপর দ্রৌপদীর কেশ স্পর্শ দ্বারা যে সকল অসৎ নৃপতির পরমায়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছিল (৫) তাঁহাহইতে তাহাদেরও নিপাত সাধন হইল। ভগবান্ এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার সিংহাসনস্থ করিয়া পরে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁহাকে দীক্ষিত করত দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য তাঁহার যশঃ সকল দিকে বিস্তার করিবেন। (৬)

তদনন্তর তিনি আপনার পুরী দ্বারকায় পুনর্যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবদিগকে সম্ভাষা এবং বেদব্যাস প্রভৃতি বিপ্রগণকে পূজা করিলেন তাহাতে তাঁহারাও তাঁহার প্রতিপূজা করিলেন। পরে সাত্যকি এবং উদ্ধব সমভিব্যাহারে রথারোহণ পুরঃসর গমন করেন ইতিমধ্যে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল পরীক্ষিতের মাতা উত্তরা

ভয় বিহ্বলা হইয়া সম্মুখে ধাবমানা হইয়া আসিতেছেন। (৭) এবং এই বাক্য তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইতেছে হে যোগিন্! হে দেবদেব, জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আপনা ভিন্ন আর কাহাকেও নির্ভয় দেখি না, এ সংসারে পরস্পর সকলেরই মৃত্যু সম্ভাবনা আছে, আপনি আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।(৮) হে প্রভো! জ্বলন্ত শল্যযুক্ত এই শর আমার অভিমুখে বেগে আসিতেছে, হে নাথ! এ আমাকে যথেচ্ছাক্রমে দগ্ধ করুক তাহাতে খেদ নাই, আমার গর্ব্ভটী যেন নিপাত না করে। (৯)

সূত কহিলেন ভক্তবৎসল ভগবান্ উত্তরার ঐ বচন শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলেন অশ্বত্থামা এই ব্রহ্মাণ্ডকে পাণ্ডব শূন্য করিবার আশয়ে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে সন্দেহ নাই। (১০) হে মুনিশ্রেষ্ঠ? আপনাদের অভিমুখে প্রদীপ্ত পঞ্চ শায়ক আসিতে দেখিয়া ঐ সময়ে পাণ্ডবেরাও পাঁচ জনে পাঁচটী অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১১)

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন পাণ্ডবদিগের দুষ্পরিহর ব্যসন উপস্থিত, ইহারা পাঁচ জনে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, অন্য অস্ত্রে ঐ মহাস্ত্রের নিবারণ হইবে না, অতএব আপনার সুদর্শন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার দ্বারা আপনার আশ্রিত পাণ্ডবদিগের রক্ষা করিলেন। (১২) এবং আপনি মহাযোগী তথা সকল প্রাণির অন্তর্যামী, এপ্রযুক্ত যোগ বলে উত্তরার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কুরুর বংশরক্ষা নিমিত্ত আত্মমায়া দ্বারা উত্তরার গর্ব্ভ আবৃত করিয়া রাখিলেন। (১৩) হে ভৃগুবংশাবতংস শৌনক! যদিও অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, এবং অপ্রতিক্রিয় ছিল, তথাপি বিষ্ণুর তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপশম হইল। (১৪) হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাস্ত্রের শান্তি হইতে পারে না মনে করিয়া এ বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল আশ্চর্য্যের স্বরূপ, তিনি আপনার মায়া দ্বারা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃজন পালন এবং সংহার করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছায় কি না হইতে পারে? (১৫)

ভগবান্ এইরূপে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজঃ হইতে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়া আপন স্থানে প্রয়াণার্থ উন্মুখ হইলেন তাহাতে কুন্তী দেবী পঞ্চ পুত্র এবং দ্রৌপদীর সহিত একত্র হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। (১৬)

কুন্তী কহিলেন হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি বয়ঃ কনিষ্ঠ নহ, স্বয়ং ঈশ্বর অর্থাৎ প্রকৃতিরও নিয়ন্তা এবং প্রকৃতির পর, অতএব তুমি আদ্য পুরুষ। কি আশ্চর্য্য! তুমি সকল প্রাণির অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে বর্ত্তমান, তথাপি কাহারো লক্ষ্য হও না। (১৭) হে ভগবন্! তুমি মায়া রূপ তিরস্করিণী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছ, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান তোমার তুচ্ছ পদার্থ, তোমার পরিচ্ছেদ নাই, মূঢ়দৃষ্টি জন যেমন নাট্যধর নটকে চিনিতে পারে না তাহার ন্যায় দেহাভিমানী পুরুষ তোমাকে জানিতে শক্ত নহে। (১৮) অপর তোমার এতাদৃশ মহত্ত্ব, যে আত্মানাত্মবিবেকিপরম হংস, তথা মননশীল রাগদ্বেষ রহিত মুনিগণও তোমাকে দেখিতে পান্ না, আমরা স্ত্রীজাতি, ভক্তি যোগ বিধানার্থ তোমাকে দেখিতে পাইব সম্ভাবনা কি? (১৯) অতএব জ্ঞান বা ভক্তি কোন উপায়েই তোমাকে জানিতে পারা যায় না, তদর্থ চেষ্টা না করিয়া কেবল নমস্কার করি। তুমি কৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকীনন্দন, নন্দগোপকুমার, এবং গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি। (২০) হে ভগবন্! তোমার নাভিদেশে পদ্ম, এবং

গলদেশে পদ্মমালা, তোমার নেত্রদ্বয় পদ্মবৎ প্রসন্ন, তোমার চরণদ্বয় পদ্ম চিহ্নে চিহ্নিত, তোমাকে নমস্কার করি। (২১) হে হৃষীকেশ! তোমার মাতা দেবকী পুত্রশোকার্ত্তা হইয়া দুরাত্মা কংস কর্ত্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধা ছিলেন, তাঁহাকে যেমন তুমি নিষ্ঠুর কংসের হস্তহইতে মুক্ত করিয়াছিলে আমাকে পুত্রগণ সহিত বারম্বার ভূরিং বিপদ্ হইতে তদ্রূপ পরিত্রাণ করিয়াছ, কিন্তু তোমার মাতা অপেক্ষাও আমাতে অধিক স্নেহ দেখিয়াছি, যেহেতু তিনি অনেককাল কারারুদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার অনেক আশ্রয় ছিল, বহু বিলম্বে তোমা হইতে মোচন হয়, তাহাতেও পুত্র রক্ষা হয় নাই, আমার অন্য আশ্রয় নাই, বহুং আপদ আপতিত হইয়াছিল, তুমি শীঘ্রই তত্তাবৎ হইতে রক্ষা করিয়াছ। (২২) হে শ্রীকৃষ্ণ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভীমকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া বিষ-মোদক দিলে তুমি তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমরা জতুময় গৃহে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইতাম তুমিই তাহা হইতে উদ্ধার কর। অপর হিড়িম্বাদি রাক্ষস গণ হইতে, দ্যূত সভা হইতে, তথা বনবাসের কষ্ট হইতে এবং যুদ্ধে অনেক মহারথির অস্ত্র হইতে তোমা দ্বারাই রক্ষিত হই, সংপ্রতি অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতেও তুমিই রক্ষা করিলে। (২৩) হে জগদ্গুরো! আমার নিরন্তর বিপদ্ই হউক, যেহেতু তাহাতে তোমার দর্শন লাভ হয়। যে ব্যক্তি তোমার দর্শন প্রাপ্ত হয় তাহাকে পুনর্ব্বার এই সংসার দর্শন করিতে হয় না। (২৪) হে ভগবন্! এখন আমার বোধ হইতেছে সম্পত্তি পরম শ্রেয়ের প্রতিবন্ধক, কেননা সৎকুলে জন্ম এবং বহু শাস্ত্র শ্রবণ ও ধনৈশ্বর্য্য ইত্যাদিতে পুরুষের মদই বৃদ্ধিশীল হয় সুতরাং সে তোমার নাম উচ্চারণ করিতেও পারে না যেহেতু তুমি অকিঞ্চনের ধন। (২৫) হে শ্রীকৃষ্ণ! ভক্ত জনই তোমার সর্ব্বস্ব, ধর্ম্ম অর্থ কাম এ সকল বিষয়ে তোমার অভিলাষ নাই, তুমি আত্মারাম এবং শান্ত অর্থাৎ রোগাদি রহিত, আর তুমিই কৈবল্য পদার্থ প্রদানে সমর্থ, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। (২৬) হে ভগবন্! তুমি দেবকী-পুত্র নহ, আমি তোমাকে সর্ব্ব নিয়ন্তা, আদ্যন্ত শূন্য কালস্বরূপ বোধ করি। তুমি সর্ব্বত্র সমান ভাবে আছ, জীব সকলেই তোমাকে নিমিত্ত করিয়া পরস্পর কলহ করে বস্তুতঃ তোমাতে কলহের কারণ বৈষম্য মাত্র নাই। (২৭)

হে ভগবন্! তুমি লীলাবশতঃ মানবগণের সদৃশ করণে প্রবৃত্ত হইয়া কি করিতে অভিলাষ কর, কোন ব্যক্তি তাহা জানিতে পারে না। অপর তোমার প্রিয় ও অপ্রিয় কেহ নাই, ইহাতে তোমার অনুগ্রহ নিগ্রহ আছে এমত জ্ঞান কি রূপে হইবে? (২৮) হে বিশ্বাত্মন্! তুমি অজ, তথাচ তির্য্যগ্যোনিতে বরাহাদি রূপে এবং মনুষ্যমধ্যে রামাদিরূপে তথা ঋষিমধ্যে নরনারায়ণাদিরূপে এবং জলজন্তুমধ্যে মৎস্যাদিরূপে তোমার জন্ম দেখিতে পাই, অপর তুমি অকর্ত্তা অথচ দৃষ্ট হয় বিশ্বসৃষ্ট্যাদি সকলি তোমার কর্ম্ম, এ সকল] কি? এ সমস্ত যে অত্যন্ত আশ্চর্য্য! (২৯) হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি দধিভাণ্ড স্ফোটন করিয়া অপরাধ করিলে তোমার মাতা যশোদা তোমার বন্ধন নিমিত্ত রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিল, সে সময় তোমার যে অবস্থা হয় তাহা স্মৃতি পথে উদিত হইয়া আমার মোহ জন্মাইতেছে। যশোদাকে অবলোকন করিয়া তোমার চক্ষুর্দ্বয় ভয়ে ব্যাকুল এবং তত্রস্থ অঞ্জন অশ্রুজলে মিশ্রিত হইয়াছিল এবং যে ভয় তোমাহইতে ভয় পায় সেই ভয়ের ভাবনায় তুমি অধোমুখ হইয়া-ছিলে। (৩০) অতএব তোমার জন্মাদি জগতের মোহন, এ প্রযুক্ত অতি দুর্জ্ঞেয়, অনেকে অনেক প্রকারে তাহা বর্ণনা করে, কতক গুলি লোকে কহিয়াথাকে যেমন মলয়ের

যশোবিস্তার নিমিত্ত তাহাতে চন্দন তরু জন্ম গ্রহণ করে তদ্বৎ তুমি অজ হইলেও যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি প্রচার নিমিত্ত প্রিয় যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। (৩১) অপর ব্যক্তিরা বলেন পূর্ব্বে বসুদেব দেবকী সুতপঃ এবং পৃশ্নিরূপ হইয়া তোমাকে পুত্রত্ব স্বীকার করিতে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাতেই তুমি অজ হইলেও এই জগতের ক্ষেম এবং অসুরদিগের বধের নিমিত্ত বসুদেবের ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পুত্র হও। (৩২) অন্যেরা কহিয়া থাকেন মহাসাগরে তরণীর ন্যায় ভূরি ভারে এই অবনী অবসন্না হইতেছিল ইহার ভারাবতরণ নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি জন্মগ্রহণ কর। (৩৩) অপর কতিপয় ব্যক্তি বলেন এই সংসারে অবিদ্যা কাম এবং কর্ম্ম দ্বারা জীবগণ ক্লিশ্যমান হইতেছিল তাহাদের ক্লেশ নিবারণ নিমিত্ত শ্রবণ এবং স্মরণের উপযুক্ত কর্ম্ম সকল করিবে বলিয়া শরীর গ্রহণ করিয়াছ (৩৪) হে শ্রীকৃষ্ণ! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ বা গান বা উচ্চারণ অথবা সর্ব্বদা স্মরণ করেন কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে তাহাতে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহারা অচিরেই জন্মপরম্পরা নিবারক তোমার পদারবিন্দ দেখিতে পান্। (৩৫) হে প্রভো! তুমি আত্মীয় জনের প্রার্থিত সম্পন্ন করিয়াছ, অদ্য কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে? আমরা তোমারই সুহৃদ্ এবং অনুজীবী, বিশেষতঃ এক্ষণে সমস্ত নরপতির দুঃখ উৎপাদন করাতে তোমার পদারবিন্দ ব্যতীত আমাদের অন্য শরণ নাই, এতদবস্থায় কি ত্যাগ করা উচিত? (৩৬) হে শ্রীকৃষ্ণ! যাদবগণ আমার বন্ধু এবং পাণ্ডবেরা আমার সন্তান, তাহারা বর্ত্তমানও আছে, সত্য, কিন্তু যদি তোমার অদর্শন হয় অর্থাৎ তুমি যদি আমাদিগের প্রতি অবলোকন না কর তাহা হইলে আমাদের খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি কোথায় থাকিবে? এবং যাদু ও পাণ্ডবদের সহিত আমরাই বা কে কোথায় থাকিব, অর্থাৎ খ্যাতি ঐশ্বর্য্য এবং জ্ঞাতি পুত্র সহিত সকলেই অতিতুচ্ছ হইব। (৩৭) অপিচ হে গদাধর! আমাদিগের এই ভূমি অসাধারণ বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত ভবচ্চরণ দ্বারা অঙ্কিতা হইয়া এক্ষণে যে প্রকার শোভা পাইতেছে, তুমি নির্গত হইলে ইহার তদ্রূপ শোভা থাকিবেক না। (৩৮) ইদানী তোমার দর্শনেই এই জনপদ সকল সমৃদ্ধি শালী এবং ধান্যাদি ওষধি এবং লতা সকল যথাসময়ে সুফল ও সুপক্ক হইতেছে, তথা বন পর্ব্বত সরিৎ সাগর সমস্ত বর্দ্ধমান আছে, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে ঐ সকলের কি এবম্বিধ সৌভাগ্য থাকিবে? (৩৯) হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার গমন এবং অগমন দুই পক্ষই আমার অনভিমত, কেননা গমনে পাণ্ডবগণের অকুশল, অগমনে যাদবদিগের অশুভ, অতএব হে বিশ্বেশ্বর হে বিশ্বাত্মন্, হে বিশ্বমূর্ত্তে! এক কর্ম্ম কর, পাণ্ডব এবং যাদবগণের প্রতি আমার যে দৃঢ় স্নেহ আছে সেই স্নেহরূপ পাশ ছেদন করিয়া দাও। (৪০) আর হে মধুপতে! আমার মতি অনন্য বিষয়া হইয়া তোমাতে বারম্বার প্রীতি করুক্, তাহা হইলে গঙ্গা যেমন সমুদ্রে পতন সময়ে প্লবকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা করেন না তাহার ন্যায় আমার ঐ মতিও কোন প্রতিবন্ধক গণ্য করিবেক না। (৪১) হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনমিত্র! হে বৃষ্ণি প্রবীর! তুমি অবনীর বিদ্রোহকারি ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংসকারী, তোমার প্রভাব অক্ষীণ, কামধেনুর ঐশ্বর্য্য তোমার করস্থ; তুমি কেবল দেব দ্বিজের আর্ত্তি হরণার্থ অবতার গ্রহণ কর। হে যোগেশ্বর! হে অখিলগুরো! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি। (৪২)

সূত কহিলেন হে মুনি গণ! কুন্তী এই প্রকার মধুর পদাবলী সম্বলিত বচন দ্বারা সমস্ত মহিমার স্তব করিলে ভগবান্ ঈষৎ হাস্য করিলেন, সেই হাস্যই মায়া, তাহাতে যেন সকলের মোহ জন্মিল। (৪৩) পরে কুন্তীর প্রার্থিত সিদ্ধি বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া রথ স্থান হইতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন তদনন্তর কুন্তী ও অন্যান্য স্ত্রী দিগের নিকট বিদায় লইয়া আপনার পুরে গমন করেন ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহ প্রকাশ করত "এই স্থানেই কিয়ৎকাল অবস্থিতি কর" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। (৪৪)

রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি বন্ধু বিনাশ জন্য শোকে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ নানা প্রকার ইতিহাস দ্বারা প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিতেন না, অর্থাৎ ভগবানের এই মানস ছিল যে রাজার সহিত ভীষ্ম নির্ঘাণ মহোৎসব দেখিতে যাইব, সেখানে তিনিই রাজাকে শান্ত্বনা করিবেন, অতএব তাঁহাদের এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ বচনেও রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ উদিত হইল না। (৪৫) তিনি সুহৃদ্গণের নিধন অনুধ্যান করিয়া অবিবেক যুক্ত চিত্তে স্নেহ এবং মোহের বশতাপন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন (৪৬) আহা! আমি অতি দুরাত্মা, আমার মূর্খতা অবলোকন কর। এই দেহ পরে কুক্কুর শৃগালাদির খাদ্য হইবে, ইহার নিমিত্ত বহু২ অক্ষৌহিণী সেনা নষ্ট করিলাম, (৪৭) এবং বালক ব্রাহ্মণ সখা সম্বন্ধি পিতৃবর্গ ভ্রাতৃ গুরু এ সকলেরও বিদ্রোহ করিয়াছি, বহু২ নিযুত বর্ষেও এতৎ পাপ জন্য নরক হইতে আমার নিস্তার হইবে না। (৪৮) ধর্ম্ম যুদ্ধে শত্রু হত্যা করাতে প্রজা পালক রাজার পাপ হয় না এই যে শাসন বচন আছে তাহাতে আমার মনে প্রবোধ হয় না। ফলতঃ অন্য হইতে প্রজাদের বধ প্রসক্তি হইলেই তদ্বধের বিধান শাস্ত্রে আছে, দুর্য্যোধন হইতে প্রজা জনের কোন অনিষ্ট হয় নাই, সে তাহাদিগকে যথাবৎ পালন করিতেছিল, আমি আপনার রাজ্য লোভে তাহাকে নষ্ট করিয়াছি, অতএব আমার নিষ্কৃতি হইবে না। (৪৯) আর আমার দ্বারা অনেক স্ত্রীলোকের বন্ধু বান্ধব নিহত হইয়াছে, তাহাতে আমা হইতে তাহাদের যে অনিষ্ট হইয়াছে বোধকরি গৃহাশ্রম বিহিত কর্ম্ম দ্বারা তজ্জন্য অধর্ম্মও মোচন করিতে সমর্থ হইব না। যেমন পঙ্কের জল পঙ্ক দ্বারা নির্ম্মল হইতে পারে না এবং সুরাকণস্পর্শে অপবিত্র জল প্রচুর সুরা দ্বারা পবিত্রীকৃত হইতে পারে না, তদ্রূপ যজ্ঞাদি করিয়া প্রাণি হত্যা জন্য পাপের মোচন হওয়া অসম্ভব। (৫০) ইতি প্রথম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্মের সকল ধর্ম্ম নিরূপণ এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ও তাঁহার মুক্তি বর্ণনা।

সূত কহিলেন প্রাণিদ্রোহ হেতু অধর্ম্ম আশঙ্কা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণে মহাভয় জন্মিল, অতএব সকল ধর্ম্ম অবগত হইতে বাসনা করিয়া কুরুক্ষেত্রের যে স্থানে দেবব্রত ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত ছিলেন তথায় যাত্রা করিলেন। (১) তাহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং ব্যাস ধৌম্য প্রভৃতি ঋষি সকল তথা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন উত্তমোত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণ ভূষিত রথে আরোহণ করিয়া সঙ্গে২ চলিলেন। তাঁহারা রাজাকে বেষ্টন

করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে গুহ্যকগণে পরিবৃত কুবেরের তুল্য তাঁহার পরম শোভা হইল।

সকলে কুরুক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন ভীষ্মদেব স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। পাণ্ডবগণ অনুচরবর্গ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। (২) হে বিপ্র! সেই সময়ে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবকে দর্শন করিবার অভিলাষে সমস্ত ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি এবং রাজর্ষি গণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৩) অর্থাৎ পর্ব্বত নামা ঋষি, নারদ, ধৌম্য, বাদরায়ণ, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, সশিষ্য পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎস, মদ, অসিত কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি, কৌশিক, সুদর্শন, (৪) এবং শুক প্রভৃতি অমল ঋষিগণ তথা কাশ্যপ ও বৃহস্পতি, ইহারা সাশিষ্য হইয়া আগমন করিলেন। (৫)

ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্মদেব দেশকাল বিভাগ জ্ঞানে সুপণ্ডিত, ঐ সকল মহাভাগ ঋষ্যাদিকে একত্র আসিতে দেখিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন। (৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল, ভগবান্ তাঁহার হৃদয়স্থ হইয়াও মায়াদ্বারা বিগ্রহ গ্রহণ পূর্ব্বক সম্মুখে অধ্যাসীন হওয়াতে তাঁহারও অর্চ্চনা করিলেন (৭) পাণ্ডবেরা বিনয় এবং স্নেহ সম্পন্ন হইয়া তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন অনুরাগজন্য অশ্রুদ্বারা অন্ধীভূত নয়নদ্বয়ে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করত কহিলেন (৮) অহে ধর্ম্মপুত্ত্রগণ! তোমরা ক্লেশ প্রকাশ পূর্ব্বক জীবন ধারণে অযোগ্য হইতেছ এ বড় ঘৃণার বিষয়, এ অতিশয় অন্যায়। বিপ্রধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ এই দুই তোমাদের আশ্রয়, ইহাতে এমত নির্বেদ কেন? (৯) হে বৎসগণ! তোমাদের পিতা অতিরথী পাণ্ডু লোকান্তর গমন করিলে স্নুষা কুন্তী অপোগণ্ড বালকের মাতা হইয়া তোমাদের নিমিত্ত বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। (১০) তোমাদিগেরও অপ্রিয় হইল? সকলই কালের কর্ম্ম, বৎস! কালই সকলের পালক, কেননা যেমন ঘনাবলী বায়ুর অধীন তদ্রূপ এই লোক কালেরই বশবর্ত্তী। (১১) অহো কালের কি অঘটন ঘটনা ক্ষমতা! যেখানে স্বয়ং ধর্ম্মপুত্ত্র রাজা, এবং ভীম অস্ত্রধারী, অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধারী, গাণ্ডীব ধনুঃ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সহায়, সেখানেও বিপদ হইয়াছিল, (১২) হে রাজন্! এই যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন ইনি কি বিধান করিতে ইচ্ছা করেন কোন পুরুষের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, পণ্ডিতেরাও তাহা বিদিত হইতে ইচ্ছা করিয়া মুগ্ধ হন্। (১৩) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ এ বিষয় দৈবাধীন, ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দৈবের অনুবর্ত্তী হও। হে নাথ, হে প্রভো! অনাথ প্রজাপুঞ্জকে পালন কর। (১৪) সাক্ষাৎ নারায়ণ আদ্য পুরুষ এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াদ্বারা এই লোককে মুগ্ধ করত বৃষ্ণিদের মধ্যে গূঢ়ভাবে রহিয়াছেন ইনিই দৈব, ইহারই অনুবৃত্তি করিও। (১৫) হে রাজন্! ভগবান্ শিব এবং দেবর্ষি নারদ তথা কপিলমুনি ইহারাই ইঁহার গুহ্যতম অনুভব অবগত আছেন। (১৬)

হে যুধিষ্ঠির! তুমি যাঁহাকে মাতুলপুত্ত্র, প্রিয় এবং মিত্র তথা উপকারক বলিয়া মান্য করিতেছ এবং বিশ্বাস বশতঃ যাঁহাকে মন্ত্রি দূত ও সারথি করিয়াছ, ইনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। (১৭) পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মা সমদর্শি অদ্বয় অনহঙ্কৃতি এবং রাগাদি শূন্য, তাঁহার নীচোচ্চ কর্ম্মকৃত মতিবৈষম্য অর্থাৎ ইহা আমার যোগ্য ইহা অযোগ্য এমত বৈষম্য বুদ্ধি নাই, সুতরাং তোমার নিকট মন্ত্রিত্বাদি স্বীকারে দোষ বোধ করেন নাই (১৮) কিন্তু ইনি সর্ব্বত্র সমান হইলেও একান্ত ভক্ত জনের প্রতি ইহার অনুকম্পা দেখ, আমি প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া আমার সমক্ষে স্বয়ং আসিয়া

সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। (১৯) যোগী জন ভক্তি পূর্ব্বক যাঁহাতে মনোনিবেশ এবং বাক্য দ্বারা যাঁহার নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক কলেবর ত্যাগ করিয়া কামকৃত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন্ (২০) সেই চতুর্ভুজ দেবদেব এই ভগবান্, অন্যলোকে ইহাঁর কেবল চিন্তামাত্র করিতে পারে, ইনি প্রসন্ন হাস্য করণক শোভমান বদনে আমার অগ্রে উপস্থিত থাকিয়া তাবৎ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবেন যাবৎ আমি কলেবর পরিত্যাগ করি। (২১)

সূত কহিলেন শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের এবম্বিধ সানুকম্প বচন শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণকারি ঋষিগণ সমক্ষে তাঁহার প্রতি বিবিধ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন (২২) তাহাতে ভীষ্মদেব বর্ণ ধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্ম এবং সে সকলের বৈরাগ্য দ্বারা প্রবৃত্তি ও অনুরাগ দ্বারা প্রবৃত্তি স্বরূপ লক্ষণ (২৩) তথা দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম এবং দ্বাদশ্যাদি নিয়মরূপ ভগবদ্ধর্ম্ম (২৪) অপর বিশেষ২ অধিকারির প্রতি নিয়ত উপায় সহিত ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ, এ সমুদায়ের বিবরণ নানা আখ্যানে ইতিহাস মধ্যে যে রূপ আছে সংক্ষেপ এবং বিস্তার দুই প্রকারে বিভাগক্রমে বর্ণন করিলেন। (২৫)

ভীষ্মদেব যোগী এবং ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন, উত্তরায়ণে প্রাণত্যাগ করিতে তাঁহার বাঞ্ছা ছিল, এ নিমিত্ত শরশয্যায় শয়ান হইয়াই নিধন স্বীকার করেন নাই। যুধিষ্ঠিরের নিকট ঐ প্রকারে ধর্ম্ম সকলের বিবরণ বলিতে২ তাঁহার বাঞ্ছিত সেই কাল অর্থাৎ উত্তরায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইল (২৬) তখন আপনি সহস্র২ অর্থ বিশিষ্ট যে বাক্য কহিতেছিলেন তাহার উপসংহার করিয়া সম্মুখস্থিত পীতাম্বরধারি চতুর্ভুজ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে আপনার অসঙ্গ মনঃ ধারণ করিলেন। কিন্তু ঐ প্রকারে ধ্যানস্থ হইলেও তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল না। (২৭) এবম্বিধ বিশুদ্ধ ধারণা দ্বারাই তাঁহার সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কটাক্ষে অস্ত্রজন্য বেদনার শান্তি হইল সুতরাং সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিবিধ ভ্রমণ নিবৃত্তি পাইল। অনন্তর তিনি দেহ বিসর্জ্জনার্থ ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। (২৮)

ভীষ্ম কহিতে লাগিলেন বিবিধ ধর্ম্মাদি উপায় দ্বারা মনোধারণ রূপা যে নিষ্কামা মতি সাধন করিয়াছি তাহা সাত্বতশ্রেষ্ঠ পরম মহত্ত্ব বিশিষ্ট এই ভগবানে সমর্পণ করিলাম। ইনি সর্ব্বদাই আপনার স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া আছেন, কদাচিৎ বিহার বাসনায় প্রকৃতি স্বীকার করেন, সেই প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। (২৯) এই ভগবান্ অর্জ্জুনের সখা, ইনি ত্রিভুবনের কমনীয় তমালবৎ নীলবর্ণ মনোহর শরীর ধারণ করেন, ইহাঁর দেহে প্রাতঃকালীন রবি কিরণের ন্যায় পীত বসন শোভমান, এবং ইহাঁর মুখপদ্ম চূর্ণকুন্তলে পর্য্যাকুল, ইহাঁতে আমার নিষ্কামা রতি হউক। (৩০) অর্জ্জুনের সহিত ইহাঁর এতাদৃশ সখ্য যে তাহার নিমিত্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে হস্তি অশ্বের খুরোদ্ধৃত ধূলি দ্বারা ধূষর বর্ণ কুন্তলে এবং পরিশ্রম জন্য ঘর্ম্মকণায় ইহাঁর বদন কমল সঙ্কুল হয় তথাচ ভক্তবাৎসল্য প্রযুক্ত তাহা অলঙ্কৃতবৎ বোধ হইয়াছিল এবং আমার সুতীক্ষ্ণ শরে ইহাঁর শরীরের চর্ম্ম বিদীর্ণ হয় কিন্তু তাহাতে ইহাঁর কবচ যেন শোভান্বিত হইয়াছিল, অতএব অর্জ্জুন সখা এই শ্রীকৃষ্ণে আমার মনঃ রমণ করুক। (৩১) অর্জ্জুন সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধাভিলাষি সেনা দর্শনার্থ উভয় পক্ষের সৈন্য মধ্যে আপনার রথ স্থাপন করিতে কহিলে ইনি তৎক্ষণাৎ তাহার কথানুসারে স্বপক্ষ বিপক্ষ সেনা মধ্যে রথ রাখিয়া অবস্থিতি করেন, সেই কালে ইহাঁর কাল দৃষ্টি দ্বারাই দুর্য্যোধনের যোদ্ধাগণের আয়ুঃ

হৃত হয় অর্থাৎ "এই ভীষ্ম, এই কর্ণ" ইত্যাদি নামোল্লেখ পূর্ব্বক অঙ্গুলি দ্বারা যে একং জনকে দেখাইয়া দেন তাহাতেই তাহাদের আয়ুঃ ক্ষয় এবং অর্জ্জুনের জয় হয়, অতএব ইনি অর্জ্জুনেরই সখা, ইহাঁতে আমার রতি হউক। (৩২) দূরস্থিত বিপক্ষ পক্ষের সেনা-গ্রভাগে দ্রোণ প্রভৃতিকে অবলোকন করিয়া অর্জ্জুন দোষ আশঙ্কায় যুদ্ধদ্বারা স্বজন বধে বিমুখ হইলে ইনি আত্মবিদ্যা দ্বারা তাহার কুমতি অর্থাৎ আমি হন্তা এবম্প্রকার বুদ্ধি হরণ করেন, ইহাঁর চরণে আমার পরমা রতি হউক। (৩৩) ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কুরুপাণ্ডব দিগের যুদ্ধে কোনপক্ষে শস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সাহায্য মাত্র করিবেন, আমারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল ইহাঁকে অস্ত্রগ্রহণ করাইব, ইনি এমনি ভক্তবৎসল, যে আপনার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার নিমিত্ত রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আপনার পরমাস্ত্র চক্র ধারণ করেন এবং হস্তিবধার্থে যেমন সিংহ ধাবমান হয় তাহার ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবমান হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎকালে ইহাঁর অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়াতে মনুষ্যনাট্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এককারণ উদরস্থ সকল ভুবনের ভার বশতঃ ইহাঁর প্রত্যেক পদে পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং ক্রোধভরে ইহাঁর উত্তরীয় বসন পথে পড়িয়া যায় (৩৪) ইনি ঐ রূপে ধাবমান হইয়া আসিলে আমিও বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক বধার্থ উদ্যত হইয়াছিলাম তাহাতে আপনি নিশিত শরে আহত হইলেন, গাত্রের কবচ ছিন্ন হইয়া গেল, এবং শোণিতে সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হইল, সুতরাং ক্রোধভরে আমার প্রাণ সংহার বাসনায় বল পূর্ব্বক আমার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপ করাতে লোকে ইহাঁকে অর্জ্জুনপক্ষপাতী বলে বটে কিন্তু আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্তই ঐ সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন অতএব এই ভগবান্ অদ্য আমার গতি হউন। (৩৫)

অর্জ্জুনের রথই এই ভগবানের কুটুম্ব, কেননা কুটুম্ব রক্ষণের ন্যায় অকার্য্য স্বীকার করিয়াও ঐ রথের রক্ষা করিয়াছেন। ইনি বাজিগণের প্রচালন নিমিত্ত কশা গ্রহণ পুরঃসর তাহাদের প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম ধারণ করিলে সারথ্যশ্রীতে পরম রমণীয় হয়েন। ইহাঁর এমত অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য যে সংগ্রামে নিহত যোদ্ধা সকল ইহাঁর দর্শনমাত্রে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, অতএব এ সময়ে ইহাঁতেই আমার রতি হউক। (৩৬) ইনি ললিত গতিবিলাস, মনোহর হাস্য, এবং প্রণয় নিরীক্ষণাদি দ্বারা গোপাঙ্গনাগণের অভিমান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা উৎকটমদে অন্ধ হইয়া ইহাঁর কৃত গোবর্দ্ধন ধারণাদি কর্ম্মের অনুকরণ করিয়াছিল তথাপি ইহাঁর কৃপায় তাহাদের স্বরূপ প্রাপ্তি হইয়াছে, অতএব ক্ষত্রধর্ম্মে রত যোদ্ধাদের কথা কি? যাহা হউক, এই ভগবান্ পরম করুণাময়, ইহাঁতেই আমার রতি হউক। (৩৭) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সভার মধ্যস্থান মুনিগণে এবং রাজসমূহে সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল সেই সময়ে এই ভগবানই সকলের আশ্চর্য্য রূপ দর্শনীয় হইয়া সর্ব্ব সমীপে পূজা প্রাপ্ত হয়েন, সেই এই জগদাত্মা আমার সমক্ষে বর্ত্তমান, অহো আমার কি ভাগ্য? (৩৮) এই ভগবান্ জন্মরহিত, অথচ স্বয়ং নির্ম্মিত শরীরধারি প্রাণিবর্গের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, অতএব অধিষ্ঠান ভেদে যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অনেক প্রকারে প্রকাশমান হন্ তাহার ন্যায় ইনিও বহুধা প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যাহাহউক, আমি ইহাঁকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইলাম ইহাঁর আশ্রয়ে আমার মোহ এবং ভেদজ্ঞান নিবারণ হইল। (৩৯)

সূত কহিলেন। ভীষ্ম এই প্রকারে মনঃ বাক্য এবং দৃষ্টি দ্বারা আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম সংযোগ করিয়া উপরতি প্রাপ্ত হইলেন। প্রাণত্যাগ সময়ে তাঁহার নিশ্বাস বহির্ভাগে বহির্ভূত হইল না, অন্তরেই বিলীন হইল। (৪০) ভীষ্ম-দেবকে নিরুপাধি পরম ব্রহ্মে মিলিত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি সমাগত সকল ব্যক্তি তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন যেমন দিবাক্ষয়ে পক্ষিগণ নীরব হয় তদ্বৎ। (৪১) কিন্তু স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্ত্যে মানববৃন্দ কর্ত্তৃক দুন্দুভিবাদ্য বাদিত হইতে লাগিল এবং রাজগণ মধ্যে সাধু ব্যক্তিরা ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। (৪২)

ভীষ্মদেব এইরূপে যোগদ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার শব নির্হরণাদি যাবন্ত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল দুঃখিত হইলেন। মুনিগণ ঐ ব্যাপার অবলোকনে শ্রীকৃষ্ণের গুহ্য নাম সকল উচ্চারণ পুরঃসর তাঁহার স্তব করিতেছিলেন, অনন্তর সকলে স্ব২ হৃদয়ে ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে আপন২ আশ্রমে গমন করিলেন। (৪৩)

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্তিনা পুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র ও সন্তাপিতা গান্ধারীকে নানা প্রকারে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন (৪৪) পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিলে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মতঃ পিতৃ পিতামহের রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। (৪৫) ইতি প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের কৃতকার্য্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকাগমন এবং স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক স্তব।

শৌনক মুনি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সূত! ঐ সকল ব্যক্তি আপনাদের সম্পত্তি নিমিত্ত বধোদ্যত হইয়া সমর করিতে গিয়াছিল. রাজা যুধি-ষ্ঠির তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়া স্বজন বিনাশজন্য দুঃখে ভ্রাতৃগণের সহিত অবশ্য ভোগ বিষয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবেক। তিনি কিরূপে রাজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার পরে কি কর্ম্মই বা করিলেন? (১) সূত কহিলেন। ভবভাবন ভগবান্ কুরুর বংশ-রূপ বন হইতে উদ্ভূত ক্রোধরূপ অনলে দগ্ধ তদীয় বংশকে পরীক্ষিতের রক্ষণ দ্বারা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিজরাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া অতি-শয় প্রীত হইয়াছিলেন অতএব ভগবানের প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়াই রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। (২) ভীষ্মের উক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তাঁহার যে বিজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ এই জগৎ পরমেশ্বরের অধীন, স্বপ্রধান নহে, এই যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাতেই তাঁহার "আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি মোহ দূরীভূত হইয়াছিল অতএব পরে ভগবানের শরণাপন্ন এবং অনুজগণের দ্বারা সেবিত হইয়া সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। (৩) তাঁহার রাজত্ব সময়ে মেঘ সকল যথেষ্ট বর্ষণ করিতে লাগিল এবং পৃথিবী সর্ব্ব অভিলাষ দোগ্ধ্রী হইল, আর ধেনু সকলের ক্ষীরাশয় অতিশয় স্থূল হওয়াতে তাহাদের দুগ্ধ দ্বারা গোষ্ঠ সকল সিক্ত হইতে লাগিল। (৪) অপর তাঁহার রাজ্যে সরিৎসাগর পর্ব্বত বৃক্ষ লতা এবং সমস্ত ওষধি প্রত্যেক ঋতুতে সফল হইতে লাগিল।

(৫) অপিচ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির রাজা হইলে কোন স্থানে কোন প্রাণিকে মনো ব্যথা, কিম্বা দৈহিক পীড়া, অথবা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। (৬)

যুধিষ্ঠিরাদি সুহৃদ্বর্গের শোকাপনোদন এবং ভগিনী সুভদ্রার প্রিয় কামনায় শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় দিবস হস্তিনাপুরে বাস করিয়া (৭) আপনার পুরী দ্বারকায় পুনর্যাত্রা করিবার নিমিত্ত রাজাকে পুনর্ব্বার সম্ভাষণ আলিঙ্গন এবং অভিবাদন করিলেন। তাঁহার সুহৃদ্গণের মধ্যে কোন২ ব্যক্তি তাঁহাকেও আলিঙ্গন কেহ২ বা অভিবাদন করিল। তদনন্তর তিনি রাজার অনুমতি লইয়া রথোপরি আরূঢ় হইলেন। (৮) তাহাতে সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, বিরাটতনয়া উত্তরা, গান্ধারী, এবং ধৃতরাষ্ট্র, (ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা স্ত্রী গর্ব্ভজ সন্তান) যুযুৎসু, কৃপ, নকুল, সহদেব (৯) ভীম, ধৌম্য এবং সত্যবতী প্রভৃতি স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অসহ্য জ্ঞান করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন। (১০) তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহ ঐরূপ অসহ্য হওয়া বিচিত্র নহে, যেহেতু সাধু সঙ্গ দ্বারা যে ব্যক্তির পুত্রাদি বিষয়ক দুঃসঙ্গ দূরীভুত হয়, তিনি সাধুগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান যাঁহার রুচিকর যশঃ একবার শ্রবণ করিলে আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না। (১১) পৃথাতনয়েরা দর্শন স্পর্শন আলাপ শয়ন উপবেশন ভোজন ইত্যাদি দ্বারা সেই ভগবানে আপনাদের বুদ্ধি অর্পণ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন তাঁহারদের পক্ষে তাঁহার বিরহ কিরূপে সহ্য হইতে পারে? (১২) তাঁহারা সকলেই স্নেহ পাশে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে তাঁহাদের চিত্তও তাঁহার অনুবর্ত্তি হইল। তাঁহারা কেবল পূজোপহার আনয়ন নিমিত্ত এক২ বার ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়াইলেন, নচেৎ স্থির হইয়া সকলেই অনিমিষ নয়নে অবলোকন করিতে থাকিলেন। (১৩)

শ্রীকৃষ্ণ আগার হইতে নির্গত হইলে যদিও বান্ধব স্ত্রীদিগের ঔৎকণ্ঠ্য বশতঃ নয়ন হইতে বাষ্পবিন্দু বিগলিত হইল তথাচ প্রয়াণ সময়ে অশ্রুপাত করিলে যদি অমঙ্গল হয় এই ভাবিয়া তাঁহারা চক্ষুর জল চক্ষুতেই নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। (১৪) অপর তাঁহার যাত্রায় মহোৎসব নিমিত্ত মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, বীণা, পণব, গোমুখ, ধুধুরী, আনক এবং ঘণ্টা প্রভৃতির মঙ্গল ধ্বনি তথা দুন্দুভিবাদ্য হইতে লাগিল। (১৫) কুরু স্ত্রীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে প্রাসাদের শিখরে গিয়া আরোহণ করিল এবং প্রেম লজ্জা ও ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক দর্শন করিয়া তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। (১৬) অপর তাঁহার উপরে আতপ পতিত না হয় এ নিমিত্ত অর্জ্জুন শ্বেত আতপত্র গ্রহণ করিলেন, ঐ ছত্রের শোভার কথা কি বলিব, তাহা মুক্তামালায় বিভুষিত এবং তাহার দণ্ড রত্নময় ছিল (১৭) আর উদ্ধব এবং সাত্যকি ইঁহারা তাঁহার দুই পার্শ্বে পরম আশ্চর্য্য দুইটী ব্যজন ধারণ করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন, অতএব ছত্র চামর এবং পুষ্পবর্ষণ দ্বারা মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের পরমা শোভা হইল। (১৮) শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা করিবা মাত্র ব্রাহ্মণ সকল আশীর্ব্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অতএব ইতস্ততঃ গমন করিতে২ দ্বিজ গণের সত্য আশীর্ব্বচন তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল, তিনি নির্গুণ হইয়াও মনুষ্য নাট্যাবতারে সগুণ হইয়াছিলেন, অতএব "সুখীহও" ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ তাঁহার পক্ষে অযোগ্য এবং যোগ্য দুই হইল। (১৯)

যুধিষ্ঠিরের পুরস্ত্রী গণ তাঁহার প্রতি মনঃ সমর্পণ করিয়া পরস্পর যে কথোপকথন করিতে লাগিল তাহাতে শ্রুতি সকলের ও মনোহরণ হইল অর্থাৎ তচ্ছ্রবণে সকলের

এমত বোধ হইল শ্রুতি সকল যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাদের সেই কথোপকথনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। (২০)

পুরাঙ্গনা গণ মধ্যে কোন২ নারী শ্রীকৃষ্ণের সমধিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলে তাহাদের সখীরা কহিতে লাগিল সখি! এ বিষয়ে বিস্ময় করিও না, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সৃষ্ট্যর্থ সত্ত্বাদি গুণক্ষোভের অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয় সময়ে জীবের উপাধি যে সত্ত্বাদি শক্তি তাহা লীন হওয়াতে জগতের জীব সকল যখন লীন হয় তখন নিষ্প্রপঞ্চ নিজরূপে যিনি একমাত্র ছিলেন, ইনি সেই পুরাতন পুরুষ। (২১) সেই এই পুরুষই আত্মাতে অর্থাৎ জীবে রূপ নাম বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া জীব সকলের ভোগের নিমিত্ত আপনার কাল শক্তি দ্বারা প্রেরিতা এবং স্বীয় অংশভূত জীব সকলের মোহিনী অতএব সৃষ্ট্যভিলাষিণী প্রকৃতির অনুগামী হন এবং কর্ম্ম সকলের বিধি দিবার নিমিত্ত বেদ সকল প্রকাশ করেন। (২২) হে সখি! পণ্ডিত গণ জিতেন্দ্রিয় এবং জিতপ্রাণ হইয়া ভক্তিযোগে উৎকণ্ঠিত অমল চিত্ত দ্বারা যাঁহার পদ দর্শন করেন ইনি সেই পুরুষ। সখি! ইনিই মানব বুদ্ধিকে সম্যক্ শোধন করিতে পারেন, যাগাদি হইতে মনুষ্যের বুদ্ধি শুদ্ধি হয় না। (২৩) হে সখি! রহস্য নিরূপকেরা বেদে এবং রহস্যাগমাদিতে যাঁহার সৎকথা গান করিয়া থাকেন, এবং যিনি এক ঈশ্বর, আত্ম লীলা দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন অথচ ইহাতে আসক্ত নহেন, ইনি সেই পরম পুরুষ। (২৪) যে সময় নৃপগণ তমোদ্বারা আবৃতবুদ্ধি হইয়া অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক কেবল আপনাদের প্রাণকে পরিপুষ্ট করে তখন ইনিই সংসারার্থ সত্ত্বগুণে রূপাদি ধারণ করিয়া যুগে২ অর্থাৎ তত্তদবসরে ঐশ্বর্য্য, সত্য প্রতিজ্ঞতা, যথার্থোপদেশকতা, দয়া এবং অদ্ভুতকর্ম্মকারিত্ব ইত্যাদি গুণ প্রকটিত করিয়া থাকেন। (২৫) সখি! যদুর কুল অতি শ্লাঘ্য, যেহেতু এই ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে সৎকৃত করিয়াছেন এবং মথুরাও শ্লাঘ্যতম, যেহেতু ইনি পুনঃ২ পাদ বিহার দ্বারা তাহাকে পূজিত করিতেছেন। (২৬) সখি! এ কি আশ্চর্য্য নয়? দ্বারকা পুরী স্বর্গ পুরীরও যশের পরাভব কারিণী হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই পৃথিবীর পবিত্র যশঃ স্বর্গাপেক্ষাও বিস্তীর্ণ হইয়াছে, যেহেতু দ্বারকা পুরীস্থ প্রজাপুঞ্জ অনুগ্রহ দানার্থে উন্মুখ আত্মপতি এই ভগবানকে অহরহ দর্শন করিতে পায়, স্বর্গের লোকদের কি ইহাঁর দর্শন এমত সুলভ? (২৭) হে সখি! ইনি যে সকল ব্রজাঙ্গনার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা জন্মান্তরে কতই ব্রত স্নান হোমাদি দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিল যেহেতু এক্ষণে তদ্গতচিত্ত হইয়া অনবরত ইহাঁর অধর মধু পান করত সম্মোহ প্রাপ্ত হইতেছে। (২৮) হে সখি! প্রদ্যুম্নের মাতা রুক্মিণী, সাম্বমাতা জাম্ববতী, এবং আম্বমাতা নাগ্নজিতী ইত্যাদি যে সকল অবলা স্বয়ম্বরে বীর্য্যশুল্কা হইয়া বলিষ্ঠ শিশুপালাদির দমন পূর্ব্বক হৃতা হন্ এবং সত্যভামা প্রভৃতি অপর যে সহস্র২ নারী ভৌমবধে আনীতা হইয়াছেন। (২৯) যদিও স্ত্রীত্বে স্বাধীনতা এবং শুচিত্ব নাই তথাপি ঐ সকল নারী সেই স্ত্রীত্বকে সুশোভিত করিয়াছেন যেহেতু তাঁহাদের গৃহ হইতে পুষ্করলোচন এই ভগবান্ কদাচ বহির্গত হয়েন না, বরং পারিজাতাদি প্রিয় বস্তু আহরণ করিয়া দিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগের হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। (৩০)

পুর নারীগণ এই প্রকারে পরস্পর বিবিধ বাক্য বলিতে থাকিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ সস্মিত নিরীক্ষণ দ্বারা তাহারদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে২ চলিলেন। (৩১) রাজা

যুধিষ্ঠির স্নেহ বশতঃ পথিমধ্যে শত্রুভয় আশঙ্কা করিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণার্থ হস্তি অশ্ব রথ পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে দিলেন। (৩২)

অনন্তর পাণ্ডবেরা বিরহাতুর হইয়া অধিক দূর পর্য্যন্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহ বচনে সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ সেই সকল ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করিয়া প্রিয় জন সহ স্বনগরী দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। (৩৩) এবং কুরু, জাঙ্গল, পাঞ্চাল, সূরসেন, যামুন, ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, সারস্বত, (৩৪) মরু অর্থাৎ নিরুদক দেশ, ধন্ব অর্থাৎ অল্পোদক দেশ, সৌবীর এবং আভীর দেশ অতিক্রমণ করিয়া ঐ দুই দেশের পরবর্ত্তি আনর্ত্ত নামক দ্বারকা দেশ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সমস্ত দেশ অতিক্রমণ করিয়া গেলেও তাঁহার বাহন গণ অতিশয় শ্রান্ত হয় নাই, তাহাদের অত্যল্প মাত্র পরিশ্রম বোধ হইয়াছিল। (৩৫) তিনি যখন ঐ২ দেশে উত্তীর্ণ হইতেন, তখন তত্রত্য লোকেরা বিবিধ উপায়ন আনিয়া তাঁহার সমক্ষে নিবেদন করিত, যে স্থানে সন্ধ্যা হইত রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইতেন পরে জলাশয়ে গিয়া সায়ংকালীন সন্ধ্যা-বন্দন করিতেন। (৩৬) ইতি প্রথম স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বারকা বাসি জনগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বন্ধুজন সহ শ্রীকৃষ্ণের পুরী প্রবেশ এবং তাঁহার রতি বর্ণন।

সমৃদ্ধিশালি আপনার জনপদ আনর্ত্ত নামক দ্বারকা দেশের সীমায় উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পাঞ্চজন্য শঙ্খের বাদ্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশীয় জনগণের মানসিক বিষাদ যেন উপশম প্রাপ্ত হইল। (১) সেই ধবল শঙ্খবর শ্রীকৃষ্ণের কর কমলতলে স্থিত হইয়া বদন দ্বারা বাদ্যমান হওয়াতে অধরের রক্তিমায় তাহারও উপরি ভাগ শোণবর্ণ হইল তাহাতে এমত শোভা হইল যেন বিকসিত বারিজ মধ্যে কলহংস বসিয়া কলরব করিতেছে। (২)

সে যাহাহউক, ভগবানের যে শঙ্খ শব্দে জগতের যে ভয় তাহারও ভয় উৎপন্ন হয়, দ্বারকাবাসি জনগণ সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রভুর দর্শন লালসায় সকলেই প্রত্যুদ্গমন করিল। (৩) যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণাবতার, এ প্রযুক্ত আত্মারাম এবং নিজ লাভের দ্বারা সর্ব্বদাই পূর্ণকাম, তথাপি তাহারা আদর পূর্ব্বক বিবিধ পূজোপহার আনিয়া সমর্পণ করিল এবং বালকেরা যেমন পিতার সহিত কথা কহে তদ্বৎ উৎফুল্ল বদন হইয়া হর্ষগদ্গদ বচনে সর্ব্ব লোকের সুহৃৎ এবং রক্ষক সেই ভগবানকে কহিতে লাগিল (৪) হে নাথ! ব্রহ্মা এবং সনকাদি দেবর্ষি তথা দেবেন্দ্র, ইহাঁরাও তোমার পাদপদ্মের সেবা করেন এবং যে সকল ব্যক্তির পরম ক্ষেমে অভিলাষ, তোমার চরণই তাঁহারদিগের পরম শরণ, যেহেতু যে কাল ব্রহ্মাদির প্রভু, সেও তোমার অঙ্ঘ্রিদ্বয় সমীপে প্রভু হইতে পারে না, অতএব আমরা তোমার ঐ পদ পঙ্কজে প্রণাম করি। (৫) হে বিশ্বভাবন! তুমিই আমাদের মাতা, তুমিই সুহৃৎ, তুমিই পিতা, তুমিই সদ্গুরু, তুমিই পরম দেবতা, তুমিই আমাদিগের উদ্ভবের নিমিত্ত, তোমার অনুগমন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। (৬) অহো! আমরা অদ্য তোমা দ্বারা সনাথ হইলাম, এক্ষণে দেব দুর্লভ এবং সকল অঙ্গে সৌভাগ্যযুক্ত তোমার রূপ সর্ব্বদাই দর্শন করিব, হে প্রভো! তুমি প্রেমভাবে যে ঈষদ্ধাস্য কর সেই হাস্যে এবং স্নিগ্ধ দর্শনে তোমার বদনার-

বিন্দ সমন্বিত হইলে তোমার এই রূপের মনোহর শোভা হয়। (৭) হে কমললোচন! তুমি সুহৃদ্বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় যাবৎ হস্তিনাপুরে অথবা মথুরায় গমন করিয়াছিলে তাবৎ কাল সূর্য্যোদয় না হইলে চক্ষুর্দ্বয়ের অন্ধতা হেতু যেমন ক্ষণকাল অসহ্য হয় তদ্রূপ আমারদিগের এক২ ক্ষণ কোটি বৎসর তুল্য দুর্যাপনীয় হইয়াছিল। হে অচ্যুত! আমরা ত্বদীয়, ইহাতে তোমার বিরহ অসহ্য হইবে বিচিত্র কি? (৮) হে নাথ! তুমি যদি চিরকাল প্রবাসে থাক তাহা হইলে তোমার এই মনোহর বদন যাহাকে প্রসন্ন দর্শন করিলে সমস্ত সন্তাপ নিবারিত হয় এবং যাহা সুন্দর হাস্য দ্বারা সর্ব্বদাই শোভা পায় আমরা ইহা দেখিতে পাইব না। ইহা না দেখিলে কি আমাদের জীবন ধারণ হইতে পারে?

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ পৌর জনের উদীরিত ঐ সকল বচন এবং অন্যান্য স্তুতিবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ দৃষ্টিদ্বারা তাহাদের উপরে অনুগ্রহ বিস্তার করিত আপন পুরে প্রবেশ করিলেন। (৯) ঐ পুরী সামান্যা নহে, শ্রীকৃষ্ণের আত্ম তুল্য বলবান মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক, এবং বৃষ্ণিগণ চতুর্দিগে রক্ষা করিত অতএব পাতালস্থ ভোগবতী যেমন নাগদ্বারা রক্ষিত, তাহার ন্যায় সুরক্ষিতা ছিল। (১০) যে সকল উদ্যান উপবন এবং আরামের বৃক্ষ ও লতামণ্ডপ নিখিল, ঋতুর সমস্ত বিভবে পরিপূর্ণ সেই সকল উদ্যান, উপবন এবং ক্রীড়ার্থ আরামে ঐ পুরীস্থ সরোবর সকল পরিবেষ্টিত ছিল, ইহাতে তাহার শোভার কথা বক্তব্য কি? (১১) পুরীর বহির্দ্বারে এবং অভ্যন্তরস্থ গৃহ দ্বারে তথা পথ সকলে উৎসবার্থ কদলীস্তম্ভাদির তোরণ স্থাপিত হইয়াছিল। এবং চতুর্দ্দিকে বিচিত্র ধ্বজা পতাকা উড্ডীয়মানা হওয়াতে সে সকলের অগ্রভাগ দ্বারা পুরমধ্যে সূর্য্যের উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে নাই। (১২) অপর পুরীর রাজমার্গ ক্ষুদ্রবর্ত্ম ক্রয় বিক্রয় স্থান এবং অঙ্গন এ সকল সম্মার্জ্জিত এবং জলসিক্ত তথা ফল পুষ্প অক্ষত অঙ্কুরাদি দ্বারা অবকীর্ণ হইয়াছিল এবং প্রত্যেক গৃহের দ্বারে দধি অক্ষত ফল ইক্ষু এবং ধূপদীপাদি পূজোপহার দ্বারা অলঙ্কৃত পূর্ণ কুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। (১৩)

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বাসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, বলরাম, (১৪) প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ এবং সাম্ব ইহাঁরা হর্ষাবেগ বশতঃ শয়ন আসন ভোজন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক (১৫) মঙ্গলার্থ প্রধান হস্তি অগ্রে লইয়া পুষ্পাদি মাঙ্গল্য দ্রব্যধারি ব্রাহ্মণদিগের সহিত রথযোগে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সেই সময়ে মঙ্গলার্থ যে শঙ্খ ও তুরীর ধ্বনি সহ মন্ত্রপাঠ হইতেছিল তাহাতে তাঁহারদিগের বিশেষ আদর হইল কারণ স্নেহ বশতঃ অন্তঃকরণ মধ্যে অনির্ব্বচনীয় এক প্রকার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। (১৬) অপরি শত২ বেশ্যাও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল, তাহাদিগের চূর্ণ কুন্তল কপোলদেশে পতিত হওয়াতে মুখের মনোহর শোভা হইয়াছিল। অপর নট নর্ত্তক গন্ধর্ব্ব সূত মাগধ এবং বন্দি জন উত্তমশ্লোক ভগবানের অদ্ভুত চরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিল। (১৭)

বন্ধু বান্ধব গণ এবং পুরবাসি জন অগ্রসর হইয়া লইতে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ যাহার সঙ্গে যে প্রকার সম্ভাষা করা উচিত তদ্রূপ করিয়া তাহাদের সহিত সমাগম করত সকলের যথোচিত সম্মান রাখিলেন। (১৮) অর্থাৎ যত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কাহাকেও মস্তক দ্বারা নমস্কার, কাহাকেও বাক্যের দ্বারা বন্দনা, কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহারো করস্পর্শ, কাহারো প্রতি সহাস্য নেত্রপাত,

কাহাকেও অভীষ্ট বর দান করিলেন, তাহাতে আচাণ্ডাল সাধারণের যথাযোগ্য মান রক্ষা হইল। (১৯)

অনন্তর সস্ত্রীক স্থবির বিপ্রগণ এবং স্তুতি পাঠক বর্গ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (২০) তিনি যখন রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন, তখন দ্বারকার কুলনারী সকল সমুৎসুক হইয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিল। (২১) তাহারা যদিও অহরহ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিত তথাপি তাহাদিগের চক্ষুঃ পরিতৃপ্ত হয় নাই। (২২) শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তৃপ্তির সম্ভাবনা কি? তাঁহার বক্ষঃস্থল সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নিবাসস্থল, তাঁহার বদন প্রাণি সকলের চক্ষুর সৌন্দর্য্যামৃতপানের ভাজন, তাঁহার বাহু চতুষ্টয় লোকপালদের বাসস্থল, তাঁহার পাদপদ্ম ভক্তজনের আশ্রয়, ইহাতে কি তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাহারো দৃষ্টির তৃপ্তি হইতে পারে? (২৩) অপর শ্রীকৃষ্ণ পথে গমন করিলে উপরি শ্বেতচ্ছত্রে এবং দুই পার্শ্বে ব্যজনদ্বয়ে মণ্ডিত হইয়াছিলেন, এবং উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল, আর পীতবসন ও বনমালা শোভমান ছিল। অতএব সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্রধনু এবং বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘের ন্যায় তাঁহার অনুপম শোভা হইল। ফলতঃ যদিস্যাৎ মেঘের উপর সূর্য্য মণ্ডল এবং উভয়পার্শ্বে চন্দ্র ও চারি দিকে নক্ষত্র গণ হয়, আর মধ্যস্থলে দুইটী ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুতের অচঞ্চল তেজঃ থাকে তাহা হইলে তাঁহার ঐ শোভার উপমা হইতে পারে। (২৪)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতা মাতার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার মাতৃগণ স্নেহ বশতঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তিনিও দেবকীর এবং অন্য সপ্তদশ মাতার চরণে প্রণাম করিলেন। পরে তাঁহারা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন তাহাতে স্নেহভাবে তাঁহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিতে লাগিল অতএব সকলে হর্ষে বিহ্বল হইয়া অশ্রুজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। (২৫)

অনন্তর সর্ব্ব কাম দায়ক শ্রীকৃষ্ণ আপনার অনুত্তম পুরে প্রবেশ করিলেন। সেই ভবনে তাঁহার পত্নীদিগের ষোড়শ সহস্র প্রাসাদ ছিল। (২৬) স্বামিকে দেশান্তরে প্রবাস করিয়া গৃহে আগত দেখাতে পত্নীগণের মনোমধ্যে মহা২ আনন্দ জন্মিল। তাঁহারা প্রিয়তমকে দেখিতে পাইয়া হাস্য ক্রীড়াদি বর্জনরূপ ব্রত সহ স্ব২ আসন এবং অন্তঃকরণ হইতে উত্থান করিলেন। (২৭) ঐ সকল স্ত্রীর অভিপ্রায় অতি দুর্জ্ঞেয়, তাঁহারা দূর হইতে আগত পতিকে দর্শনের পূর্ব্বেই মনোদ্বারা আলিঙ্গন দিলেন, পরে দৃষ্টি গোচর হইলে দৃষ্টিদ্বারা অশ্লেষ করিলেন, অনন্তর সমীপবর্ত্তি হইলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। অপর লজ্জা বশতঃ যদিও তাঁহারা অশ্রুজল নিরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি বৈবশ্য হেতু তাহা পতিত হইতে লাগিল। (২৮) যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সমীপে সর্ব্বদাই থাকিতেন এবং একান্তে একত্র অবস্থিতি করিতেন তথাপি তাঁহার চরণদ্বয় প্রতিক্ষণ নূতন২ বোধ হইত সুতরাং তদ্দর্শনে কোন্ অবলার বিরতি হইতে পারে? লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইয়াও তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। (২৯)

যে সকল নৃপতি পৃথিবীর ভারার্থ জন্মিয়া অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা সর্ব্বত্র স্ব২ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বৈর উৎপন্ন করিয়া দেন শেষে বায়ু যেমন বেণু সকলের পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অনল উৎপন্ন করে এবং তদ্দ্বারা সে সকল পরস্পর দগ্ধ হইলে উপশম প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় তাহাদিগের পরস্পর বধ দ্বারা অবসান করিয়া ক্ষান্ত হইয়া আসিলেন। (৩০) তিনি আত্ম মায়া

দ্বারা নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় উত্তম স্ত্রীকদম্বের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত বিহার আরম্ভ করিলেন। (৩১)

কিন্তু তাঁহার নারীগণ যদিও অতিশয় প্রভাব শালী, তাঁহাদিগের গম্ভীর ভাব সূচক মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ দর্শনে আহত হইয়া মহাদেবও মোহবশতঃ আপনার ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য, তথাচ তাঁহারা বিভ্রমাদি শৃঙ্গার চেষ্টা দ্বারা তাঁহার মনঃ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। (৩২) পরন্তু প্রাকৃত লোকে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাঁহাকে মনুষ্যবৎ কর্ম্মে রত দেখিয়া বস্তুতঃ তাঁহার কোন ব্যাপারে সম্বন্ধ না থাকিলেও আত্মদৃষ্টান্তে কর্ম্মাসক্ত বোধ করে। (৩৩) পরমেশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব, যে বুদ্ধি যেমন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও আত্মার গুণ আনন্দাদিতে সংযুক্ত নহে তাহার ন্যায় তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণ সুখ দুঃখাদিতে লিপ্ত হয়েন না। (৩৪) ঐ স্ত্রীরাও তাঁহার যাথার্থ্য জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা তদীয় মহিমা অবগত না থাকাতে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনাদের যেমন বুদ্ধি, তদনুসারে তিনি যে ঈশ্বর, তাঁহাকে স্ত্রৈণ এবং নির্জনে অনুগত বোধ করিয়াছিলেন। (৩৫) ইতি প্রথম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ।

শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন সূত! অশ্বত্থামা সুদারুণ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিয়া উত্তরার গর্ব্ভ বিনষ্টই করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ হইতে পুনর্ব্বার জীবিত হয়। (১) সেই গর্ব্ভে মহাত্মা পরীক্ষিত কিরূপে জন্মিয়াছিলেন এবং কি২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন পরে তাঁহার নিধন কি প্রকারে হয় এবং মৃত্যুর পরে কি রূপ গতি প্রাপ্ত হয়েন, (২) এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি, যদি বলিতে মত হয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বল। সূত! রাজা পরীক্ষিত মহাপুরুষ ছিলেন, শুকদেব তাঁহাকে জ্ঞান দেন তাহাতেই আমাদের তচ্চরিত শ্রবণে সাতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। (৩.)

শৌনক ঋষির ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত কহিতে আরম্ভ করিলেন হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা দ্বারা সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া সকলের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক পিতৃবৎ প্রজা পালন করিতেছিলেন। (৪) তাঁহার সম্পত্তি, যাগ যজ্ঞ, মহিষী, ভ্রাতৃগণ, পৃথিবী, জম্বুদ্বীপের আধিপত্য এবং স্বর্গগামি যশঃ এই সমুদায় দেদীপ্যমান হইল। (৫) এই সকল সম্পত্তিতে দেবতাদেরও স্পৃহা হয় বটে কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণেই লগ্ন ছিল, ঐ সকলে কি তাঁহার আমোদ জন্মাইতে পারে? ক্ষুধিত ব্যক্তির যেমন অন্নেতেই মনঃ থাকে অন্য বিষয়ে অন্তঃকরণ প্রীত হয় না তদ্বৎ তাঁহারও ঐ সমস্ত বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি জন্মিল না। (৬)

হে ভৃগুনন্দন! ঐ সময়ে পরীক্ষিত মাতৃগর্ব্ভে ছিলেন। তিনি গর্ব্ভ মধ্যে অস্ত্রতেজো দ্বারা দহ্যমান হইয়া (৭) অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ একটী পুরুষ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং গাত্রে বিদ্যুতের ন্যায় সুবর্ণ পীতবর্ণ বসন শোভা পাইতেছিল অতএব মনোহর দর্শন। (৮) অপর তিনি চতুর্ব্বাহু তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডল ধারী কিন্তু ক্রোধবশতঃ তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং হস্তে যে গদা রহিয়া

ছিল তাহা চতুর্দ্দিকে বারম্বার ঘূর্ণায়মান করিতেছিলেন। (৯) আর দিবাকর যেমন হিম বিনাশ করেন তাহার ন্যায় আপনার গদা দ্বারা অস্ত্রের তেজঃ নষ্ট করিতেছিলেন এতদবলোকন করিয়া পরীক্ষিত মনোমধ্যে বিতর্ক করিতে লাগিলেন ইনি কে? (১০) ইতিমধ্যে ধর্ম্মরক্ষক সর্ব্বগত ভগবান্ দর্শনকারি পরীক্ষিতের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। (১১)

অনন্তর শুভগ্রহ সকল অনুকূল গ্রহগণের সহিত উদিত হওয়াতে যখন সর্ব্বগুণের উত্তরোত্তর আধিক্য সূচক লগ্ন হইল তখন সেই শুভলগ্নে পাণ্ডুর বংশধর এবং পাণ্ডুর ন্যায় তেজস্বি পরীক্ষিত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। (১২) পৌত্র জন্মিলে রাজা যুধিষ্ঠিরের অতিশয় সন্তোষ হইল, আহ্লাদিত হইয়া ধৌম্য কৃপাদি ব্রাহ্মণ বর্গের দ্বারা পুণ্যাহ বাচন পূর্ব্বক তাঁহার জাত কর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন। (১৩) এবং পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত পুণ্যকালে ব্রাহ্মণদিগকে স্বুবর্ণ, ধেনু, ভূমি, গ্রাম, উত্তম২ হস্তি অশ্ব তথা অন্ন দান করিতে লাগিলেন। (১৪) ব্রাহ্মণেরা দান লাভে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন হে পৌরববর! পুরুবংশের পরম পবিত্র এই সন্তান (১৫) দুর্নিবার দৈববশতঃ বিনষ্টই হইয়াছিলেন, তোমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত মহাপ্রভাব ভগবান্ বিষ্ণু ইহাঁকে রক্ষা করিয়া তোমাকে দিলেন (১৬) অতএব এই বালকের নাম লোকে বিষ্ণুরাত হইবে। অপর হে মহাভাগ! ইনি গুণের দ্বারা মহান্ এবং মহাভাগবত হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। (১৭)

রাজা যুধিষ্ঠির বিপ্রগণের এই বচন শ্রবণ করিয়া আনন্দ গদ্গাদ স্বরে কহিতে লাগিলেন হে সাধুগণ! এই বালক কি যশঃ এবং সাধুবাদ দ্বারা আমার মহাত্মা পুণ্যশ্লোক পূর্ব্ব পুরুষদিগের অনুবর্ত্তী হইতে পারিবেক? (১৮)

ব্রাহ্মণেরা রাজার ঐ বচনে প্রতিবচন প্রদানার্থ কহিতে লাগিলেন মহারাজ! এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর তুল্য প্রজাপালক, দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন। (১৯) অপর ইনি দাতা এবং উশীনর দেশাধিপতি শিবি রাজার ন্যায় শরণাগত লোকের রক্ষা কর্ত্তা হইয়া ভরতের তুল্য অবনীমণ্ডলে আপনার জ্ঞাতি বর্গের এবং যজ্ঞকারিদিগের যশঃ বিস্তার করিবেন। (২০) অপিচ ইনি সমস্ত ধনুর্ধারির অগ্রগণ্য এবং পৃথাতনয় অর্জ্জুন ও কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন ইহাঁদের দুই জনের তুল্য বীর্য্যবান্, অগ্নিবৎ দুর্দ্ধর্ষ ও সমুদ্রের ন্যায় দুর্গম্য হইবেন। (২১) আর কেশরির তুল্য বিক্রম শালী, হিমালয়ের ন্যায় সাধুজনের সেবনীয়, পৃথিবীর সদৃশ ক্ষমা শীল এবং মাতা পিতার সমান সহিষ্ণু হইবেন। (২২) হে রাজন্! এই বালক সমতা বিষয়ে ব্রহ্মার সমান, প্রসাদে মহাদেবের তুল্য হইয়া শ্রীহরির ন্যায় সর্ব্ব প্রাণির আশ্রয় হইবেন। (২৩) আর সমস্ত সদ্গুণ দ্বারা ইহাঁর অনুপম মাহাত্ম্য হইবে, স্বুতরাং ঐ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ও ঔদার্য্য বিষয়ে রন্তিদেবের সমান হইবেন এবং যযাতির তুল্য ধার্ম্মিক হইবেন (২৪) ইনি বলির তুল্য ধৈর্য্যবান্, এবং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রহ্লাদের সমান ভক্তিমান, তথা অশ্বমেধ যজ্ঞের কর্ত্তা এবং বৃদ্ধ জনের উপাসক, রাজ্যাদিগের উৎপাদন কারী, উৎপথগামিদিগের শাসনকর্ত্তা এবং ধরার ও ধর্ম্মের নিমিত্ত কলির নিগ্রাহক হইবেন (২৫) অপর আয়ুঃ শেষে বিপ্রতনয় কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষকের দংশনে আপনার মৃত্যু হইবে শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন পুরঃসর সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হইবেন। (২৬) তদনন্তর বেদব্যাসতনয় মহর্ষি শুক দেবের নিকট আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া গঙ্গার

জলে আপনার পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে অভয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবেন। (২৭)

ঐ বিপ্রগণ জাতক গণনায় সুপণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক জাত বালকের এই রূপ ভাবি ফল রাজাকে শ্রবণ করাইয়া যথোচিত পূজা লাভ পূর্ব্বক স্বং গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। (২৮)

অনন্তর ঐ বালক পরীক্ষিত এই নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, কারণ তিনি গর্ব্ভস্থাবস্থায় যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাকে স্মরণ করত সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন এই ব্যক্তিই কি সেই পুরুষ? অতএব তাঁহার নাম পরীক্ষিত হইল। (২৯) সেই রাজপুত্র পিতৃগণ যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক লালিত হইয়া কলাতে আপূর্য্যমাণ চন্দ্রমণ্ডলের-ন্যায় দিনং বৃদ্ধশীল হইতে লাগিলেন। বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার ধর্ম্মে মতি এবং শ্রীকৃষ্ণে স্বভাবতঃ ভক্তি জন্মিল এবং তিনি মহাভাগবত ও অতিশয় সুবুদ্ধি হওয়াতে সকল লোকের প্রীতিজনক হইলেন। (৩০)

কর এবং দণ্ড এই দুই ব্যতীত অন্য প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনাগম হইত না, ঐ যে দুই প্রকারে অর্থ উৎপন্ন হইত তাহাও কেবল পরিজনের ভরণ মাত্রে পরিক্ষীণ হইত অথচ তাঁহার বাসনা হইল জ্ঞাতিদ্রোহ জন্য যে অধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়াছে তন্মোচন নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করি অতএব তিনি সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। (৩১) তাঁহার ভ্রাতৃগণ তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে উত্তর দিকে গমন পূর্ব্বক ঐ অঞ্চলে মরুত্ত রাজার যজ্ঞে যে সকল সুবর্ণ পাত্রাদি ধন পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা আনয়ন করিলেন। (৩২) ভ্রাতারা ধন আনিয়া উপস্থিত করিলে তদ্দারাই যজ্ঞের উপকরণ সকল সম্পাদিত হইল অতএব জ্ঞাতিদ্রোহে ভীত রাজা লব্ধকাম হইয়া তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ পরমেশ্বরের অর্চ্চন করিলেন। যজ্ঞের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুবর্গের সন্তোষ নিমিত্ত কতিপয় মাস তথায় বাস করিয়াছিলেন, পরে বন্ধু বান্ধব এবং দ্রৌপদী তথা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে যাদব গণ বেষ্টিত হইয়া আপনার নগরী দ্বারবতী গমন করেন। (৩৩) ইতি প্রথম স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিদুরের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের মহাপথি গমনার্থ নির্গম এবং পৌত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের মহা প্রস্থান।

বিদুর তীর্থ যাত্রা করিয়া সুমন্তুর নিকট আপনার গতি শ্রীকৃষ্ণের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার যাহাং জানিতে অভিলাষ ছিল সমুদায় বিদিত হয়, অতএব জ্ঞাততত্ত্ব হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। (১) তিনি সুমন্তুর অগ্রে কর্ম্ম যোগ বিষয়ক অনেকং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু তিন চারিটীর উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার পরম ভক্তি জন্মে সুতরাং পরে জিজ্ঞাসায় ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। (২) তাঁহাকে প্রত্যাগত অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার অনুজগণ, তথা ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যকি, সুত, কৃপ এবং কুন্তী (৩) গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা,

কৃপী, এবং জ্ঞাতি বনিতা গণ ও অন্যান্য স্ত্রীরা হর্ষাবেগ বশতঃ পুত্র সহিত প্রত্যাগমন করিলেন। যদ্রূপ কোন প্রকার মূর্চ্ছাদি কারণে প্রাণ অবসন্ন হইলে শরীরের অঙ্গ সকল নিশ্চেষ্ট হয় পুনর্ব্বার প্রাণের আবির্ভাব হইলে পূর্ব্ববৎ স্ব২ ব্যাপারে প্রবর্ত্তমান হয় তদ্বৎ বিদুর বহির্গত হইয়া গেলে সকলেই নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহার প্রত্যাগমনে পুনর্ব্বার সচেষ্ট হইলেন। (৪) সকলে তাঁহার বিরহ জন্য ঔৎকণ্ঠ্যে কাতর থাকাতে নিকটে গিয়া আলিঙ্গন ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রেমবাষ্প মোচন করিতে লাগিলেন। এবং তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর যখন তাঁহার আহার হইল, বিশ্রাম করিয়া আসনে সুখাসীন হইলেন তখন রাজা বিনয়াবনত হইয়া সকলের সমক্ষে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন (৫) মহাশয়! আমাদিগকে কি স্মরণ হয়, পক্ষিগণ যেমন পক্ষচ্ছায়া দ্বারা অতি স্নেহে স্বীয় শাবকদিগের সম্বর্দ্ধনা করে তাহার ন্যায় আপনারা পক্ষপাত রূপ ছায়া দিয়া আমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা আপনাদের অনুগ্রহেই মাতার সহিত বিষ অগ্নি ইত্যাদি বিপদ্গণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। (৬) আপনি অবনীমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া আসিলেন, ঐ সময় আপনকার কি প্রকারে জীবনধারণ হইত? এবং পৃথ্বীতলে কি২ তীর্থ সেবন করিলেন (৭) হে বিভো! ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত মানব স্বয়ং তীর্থ স্বরূপ, আপনাদের তীর্থ পর্য্যটন স্বার্থোদ্দেশে নহে, তীর্থ সকলের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্তই তত্র তত্র ভ্রমণ করেন, ফলতঃ মলিন জন সম্পর্কে যে২ তীর্থ অতীর্থ হইয়া থাকে আপনারদের অন্তঃস্থিত গদাধর দ্বারা সে সকল পবিত্র হইয়া পুনর্ব্বার তীর্থ হয়। (৮) হে তাত! কৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণ আমাদিগের সুহৃদ্ এবং বন্ধু, তাঁহারা আপনাদের পুরীতে কি প্রকার সুখে আছেন? আপনি কি তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন? অথবা তাঁহাদের বিষয়ের কোন বার্ত্তা কি আপনকার শ্রুত আছে?

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে বিদুর যেখানে যাহা দেখিয়া আসিলেন ক্রমশঃ বর্ণন করিলেন কেবল যদুবংশ ধ্বংসের কথা কহিলেন না। (৯) তিনি করুণ স্বভাব, এপ্রযুক্ত পাণ্ডবদিগের দুঃখ দর্শন করিতে অশক্ত ছিলেন, এই কারণেই তাঁহাদিগের যে অসহ্য অপ্রিয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাপন করিলেন না। (১০)

অনন্তর বিদুর আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় বাস করিলেন। ঐ সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে তত্ত্বোপদেশ দিতেন এবং সকল জ্ঞাতি বান্ধব তাঁহা হইতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইত। (১১) লোকে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া জানিত বটে কিন্তু বস্তুতঃ তিনি শূদ্র নহেন, মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপগ্রস্ত হইয়া যম তাঁহার স্বরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত যাবৎ কাল অবনীমণ্ডলে তিনি শূদ্রত্ব ধারণ করিয়া ছিলেন তাবৎ কাল যমলোকে সূর্য্যদেবকে যমস্বরূপ হইয়া পাপিলোকের পাপানুসারে দণ্ড বিধান কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল অতএব তিনি শূদ্র অথবা তত্ত্বোপদেশে অনধিকারী নহেন। (১২)

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভ হইয়াছিল এবং যে পৌত্র জন্মিল তাহাকে ক্রমশঃ সম্বর্দ্ধিত দেখিয়া আশ্বাস হইল বংশ রক্ষা হইতে পারিবে, অতএব লোকপাল সদৃশ ভ্রাতৃগণ সহিত রাজ্যসম্পদ ভোগ করত পরম আমোদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। (১৩) তাঁহারা এই রূপে গার্হস্থ্যাশ্রমে আসক্ত হইয়া গৃহ ব্যাপারে মত্ত হইয়া থাকিলেন সুতরাং অজ্ঞাতরূপে তাঁহাদের পরমায়ুঃ অতিক্রান্ত হইল। (১৪)

বিদুর তাঁহাদের আয়ুঃশেষ জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া বলিলেন রাজন্! শীঘ্র এ স্থান হইতে নির্গত হও, দেখ কি মহদ্ভয় উপস্থিত হয়। (১৫) প্রভো! যাহার কোন কালে কাহা হইতেও প্রতিক্রিয়া হইতে পারে না আমাদিগের সকলের সংহারক সেই এই কাল উপস্থিত হইয়াছে। (১৬) মহারাজ! এই কাল কর্ত্তৃক অভিগ্রস্ত হইলে মানবগণ সদ্যঃ প্রিয়তম প্রাণেও বিয়োজিত হয়, অন্য ধনাদিতে রহিত হইবে তাহার কথা কি? (১৭) হে রাজন্! তোমার পিতা ভ্রাতা সুহৃৎ পুত্র সকলই বিনষ্ট হইয়াছে, বয়সেরও শেষ হইল, শরীরকে জরা গ্রাস করিতেছে, পরের গৃহে রহিয়াছ। অপর পূর্ব্বাবধি অন্ধ, এক্ষণে আবার বধির ও মন্দবুদ্ধি হইয়াছ, আর তোমার দন্ত সকল বিশীর্ণ হইয়াছে, জঠরাগ্নির তদ্রূপ তেজঃ নাই, সর্ব্বদা রুগ্ন থাক, এবং কফ শ্লেষ্মা নিরন্তর হয়, এ অবস্থায় গৃহে আর প্রয়োজন কি? (১৮) আঃ প্রাণিদের জীবিতাশা কি গুরুতর? হে রাজন্! যে ভীম তোমার পুত্রগণের প্রাণ বধ করিয়াছে, তুমি জীবনের আশায় সেই ভীমের দত্ত অন্ন কুক্কুরের ন্যায় গ্রহণ করিতেছ! (১৯) মহারাজ! যাহাদের প্রতি অগ্নি প্রক্ষেপ কর, যাহাদিগকে বিষ ভক্ষণ করিতে দাও, যাহাদের দারকে দূষিত কর, ধন ক্ষেত্র হরণ করিয়া লও, এখন তাহাদের দত্ত অন্ন দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতেছ! এ কি? এরূপে জীবন রক্ষা কোন প্রকারে উচিত হয় না। (২০) মহারাজ! তুমি এই রূপ দৈন্য স্বীকার করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেও তোমার এই দেহ কি চিরকাল থাকিবে? দেখ না? ইহা জরা-জীর্ণ হইয়া পরিহিত পুরাতন বসনের ন্যায় প্রতিদিন পরিক্ষীণ হইতেছে। (২১) হে রাজন্! যে ব্যক্তি বিরক্ত এবং অভিমানত্যাগী হইয়া আপনার গমন অপ্রকাশ পূর্ব্বক যশঃ ধর্ম্মাদি শূন্য এই দেহ পরিত্যাগ করেন লোকে তাঁহাকে ধীর বলে। (২২) যে ব্যক্তি আপনা হইতে অথবা অন্যের উপদেশে জাতনির্ব্বেদ হইয়া হৃদয়ে হরির ধ্যান করত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান্ তিনি নরোত্তম। (২৩) মহারাজ! তুমি তো নরোত্তম হইতে পারিলে না, এক্ষণে ধীরই হও, এক কর্ম্মকর, আত্মীয় স্বজনে তোমার গমন জানিতে না পারে এমত করিয়া শীঘ্র উত্তর দিকে প্রস্থান কর। হে রাজন্! ইহার পরেই পুরুষের ধৈর্য্যাদি গুণের বিকর্ষণ সেই কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে। (২৪)

বিদুর এই প্রকারে ধৃতরাষ্ট্র রাজাকে প্রবোধ প্রদান পুরঃসর বন্ধ মোক্ষের বর্ত্ম প্রদর্শন করিলে তাঁহার স্বজনের প্রতি যে দৃঢ়তর স্নেহ পাশ ছিল তিনি জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। (২৫) পতিব্রতা গান্ধারী আপনার পতিকে সন্ন্যাসি জনের হর্ষদ হিমালয়ে প্রস্থান করিতে দেখিয়া যেমন যুদ্ধে তীব্র প্রহার শূরদিগের অনুগামী হয় তাহার ন্যায় স্বামির পশ্চাৎ গমন করিলেন। (২৬)

রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যহ তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, সে দিন সন্ধ্যাবন্দন এবং নিত্য হোম সমাপন তথা ব্রাহ্মণ দিগকে ভূমি গো তিলাদি দান যথা নিয়মে সম্পাদন করিয়া গুরুগণের বন্দনার্থ তাঁহারদিগের আগারে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু গৃহ মধ্যে দুই পিতৃব্য, কি গান্ধারী, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। (২৭) সেখানে সঞ্জয় বসিয়াছিলেন, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার বৃদ্ধ এবং নেত্রহীন পিতৃব্য কোথায়? এবং নিহত তনয় গণের শোকে কাতরা গান্ধারী তথা আমারদিগের পরম সুহৃৎ বিদুর ইহাঁরাই বা কোথায় গেলেন? (২৮) হে সঞ্জয়! আমার পিতৃব্যের সকল বন্ধুজনই নিহত হইয়াছে, তিনি আমার

গৃহে ছিলেন, আমার কি কোন অপরাধ দেখিয়া মনোদুঃখে ভার্য্যার সহিত গঙ্গায় গিয়া ঝাঁপ দিলেন? (২৯) আমাদিগের পিতা পাণ্ডু যখন পরলোক প্রাপ্ত হয়েন তখন আমরা সকলেই শিশু ছিলাম, তাঁহারা দুই জনে আমারদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এ স্থান হইতে কোথায় গেলেন? (৩০)

সঞ্জয় আপনার প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে পান্ নাই, তাহাতে মনোমধ্যে দয়া স্নেহ এবং কাতর্য্যের আবির্ভাব হওয়াতে অতিশয় দুঃখিত হইতেছিলেন, বিরহ জন্য অন্যমনস্কতায় সহসা রাজার ঐ প্রশ্নে উত্তর দিতে পারিলেন না। (৩১) কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত দ্বারা অশ্রু মোচন এবং বিবেক দ্বারা মনকে ধৈর্য্যযুক্ত করিয়া আপনার প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণ স্মরণ পূর্ব্বক প্রতিবচন প্রদান করত কহিলেন (৩২) হে কুলনন্দন! আপনকার দুই পিতৃব্যের অথবা গান্ধারীর বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহি, তাঁহারা আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। (৩৩)

রাজা যুধিষ্ঠির তৎ শ্রবণে সঞ্জয়ের সহিত বিষাদ করিতেছেন ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তুম্বুরু হস্তে করিয়া তাঁহাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন রাজা তাঁহাকে দেখিতে পাইবা মাত্র অনুজগণের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং অভিবাদন ও অভ্যর্চ্চনের পর সবিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন (৩৪) ভগবন্! আমার দুইটী পিতৃব্য এখান হইতে কোথা গিয়াছেন এবং পিতৃব্য পত্নী গান্ধারী হত পুত্র গণের শোকে কাতরা ছিলেন তিনিও কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন জানিতে পারিতেছি না। (৩৫) প্রভো! আমি এই অপার শোক সাগরে পতিত হইয়াছি, আপনি আমার কর্ণধার, অতএব এ বিষয় বলিতে আজ্ঞা হউক। (৩৬)

মুনিসত্তম নারদ রাজাকে ব্যাকুল অবলোকন করিয়া শান্ত্বনা করত কহিলেন রাজন্! কাহারো নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না, এই জগৎ ঈশ্বরের পরতন্ত্র। ইহার প্রমাণ দেখনা, ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল সহিত এই সমস্ত লোক সেই পরমেশ্বরেরই পূজোপহার বহন করিয়া বেড়ায়। (৩৭) হে রাজন্! যেমন ক্রীড়াকারির ইচ্ছাতে ক্রীড়ার উপকরণ দারুময় মেষাদির সংযোগ এবং বিয়োগ হয় তদ্রূপ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মানব দিগেরও সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকে। (৩৮) মহারাজ! যদি এই লোককে জীবরূপে নিত্য বলিয়া মান অথবা দেহ রূপে অনিত্য বল কিম্বা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া উভয় প্রকারই জ্ঞান কর, মোহজন্য স্নেহ ব্যতিরেকে কোন প্রকারে তদর্থ শোক করা উচিত হয় না। (৩৯) হে মহারাজ! তোমার অনাথ পিতৃব্যাদি তোমা বিনা কিরূপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তোমার এ ব্যাকুলতা অজ্ঞানকৃতা, তাহা পরিত্যাগ কর। (৪০) মহারাজ! এই পাঞ্চভৌতিক দেহ, কাল এবং জন্মনিমিত্ত কর্ম্ম তথা গুণ অর্থাৎ উপাদান কারণ এই তিনের অধীন, অর্থাৎ এই তিনের সংযোগে এ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের বিভাগে বিনষ্ট হইবে। অন্যে এ দেহ রক্ষা কি প্রকারে করিবেক? অজগর সর্পে গিলিত ব্যক্তি কি অন্যকে রক্ষা করিতে পারে? (৪১) হে রাজন্! তুমি আপনার পিতৃব্যাদির দেহযাত্রার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছ, তোমার এ ভাবনা বৃথা, পরমেশ্বর জীবমাত্রের বৃত্তি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্রই সুলভ, দেখ, অহস্ত পশ্বাদি সহস্ত মনুষ্যদিগের খাদ্য এবং অপদ তৃণাদি চতুষ্পদদিগের ভোজ্য হইতেছে, অতএব পৃথিবীস্থ জীব সকলই জীব সকলের জীবিকা। (৪২) পরন্তু অহস্ত সহস্তাদি রূপ এই জগৎ সেই ভগবানেরই স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, তিনিও একমাত্র, অনেক নহেন, ভোক্তাদিগের আত্মা স্বরূপ, অতএব তিনিই

অন্তর্ব্বহির্ভোগ্য রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং মায়া দ্বারা বহুধা হয়েন, তাঁহাকে অবলোকন কর। (৪৩)

মহারাজ! সেই ভূত ভাবন কালরূপ ভগবান্ সুরদ্বেষ্টাদের বিনাশের নিমিত্ত দ্বারকা ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আছেন। (৪৪) দেবতাদের কার্য্য সমুদায় নিষ্পন্ন করিয়াছেন এক্ষণে অবশিষ্ট যদুকুল ক্ষয় রূপ কর্ম্মের অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা সম্পন্ন হইলেই নিজ ধাম প্রাপ্ত হইবেন। অতএব এই ভূমণ্ডলে তাঁহার যাবৎ অবস্থিতি হয় তোমরা তাবৎ কাল প্রতীক্ষা কর। (৪৫) হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগে ঋষিদিগের যে আশ্রম আছে সেই স্থানে তোমার পিতৃব্য ভার্য্যা এবং ভ্রাতা সহ গমন করিয়াছেন। (৪৬) তথায় স্বর্ধুনী গঙ্গা পৃথক২ সপ্ত স্রোতোদ্বারা সপ্ত ঋষির প্রীতি নিমিত্ত আপনাকে সপ্ত প্রকার বিধান করিয়াছেন, এই কারণে সেই স্থানকে সপ্তস্রোতস্তীর্থ বলিয়া থাকে, (৪৭) হে রাজন্! তোমার পিতৃব্য সেই তীর্থে অনুসবন স্নান এবং যথাবিধি হোম করিতেছেন, জলমাত্র তাঁহার আহার হইয়াছে, আর তাঁহার পুত্রাদির ভাবনা নাই, সর্ব্ব প্রকারে শান্তাত্মা হইয়া আছেন। (৪৮) তিনি জিতাসন, জিতশ্বাস এবং ছয় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ কারী হওয়াতে তাঁহার আসন প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার এই তিন যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইয়াছে, অপর হরি ভাবনা দ্বারা সত্ব রজস্তমোরূপ মলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব ধারণা এবং ধ্যান উভয় সম্পন্ন হইয়াছেন। (৪৯) তিনি অহঙ্কারাস্পদ আত্মাকে স্থূলদেহ হইতে পৃথক্ করণানন্তর বিজ্ঞানাত্মা বুদ্ধিতে সংযোগ করিয়া পরে সেই বিজ্ঞানাত্মাকে দৃশ্যাংশ হইতে পৃথক্ করত ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ দ্রষ্টাতে বিলীন করেন, তদনন্তর আকাশকে যেমন ঘটাদি উপাধি হইতে পৃথক করিয়া মহাআকাশে লয় করে তদ্বৎ সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে দ্রষ্ট্রংশ হইতে পৃথক্ করিয়া আশ্রয় স্বরূপ ব্রহ্মে লয় করেন। (৫০) হে রাজন্! তিনি এই রূপে সমাধিস্থ আছেন, তাহা হইতে তাঁহার কদাপি ব্যুত্থান হয় না, কারণ মায়াগুণ সকলের বাসনা রূপ সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে সুতরাং গুণক্ষোভদ্বারা ব্যুত্থান সম্ভাবনা নাই, অপর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং মনঃ, এ সকল নিরুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বহিরিন্দ্রিয় জন্য বিক্ষোভও হয় না। অতএব তাঁহার অখিল আহার অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়াহরণ নিবৃত্ত হওয়াতে এক্ষণে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া আছেন। (৫১) হে রাজন্! তুমি তাঁহাকে আনয়ন করিতে গিয়া আর তাঁহার বিঘ্ন হইও না, তিনি অদ্যতন দিনের পঞ্চম দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার সেই দেহও ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। (৫২) অপর তাঁহার দেহ যোগাগ্নির সহিত গার্হপত্যাদি অগ্নি দ্বারা যখন দগ্ধ হইবে তখন তাঁহার পত্নীও বাহিরে থাকিয়া স্বামির পশ্চাৎ সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। (৫৩) হে কুরুনন্দন! বিদুর ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভ্রাতার সুগতি দর্শনে হৃষ্ট এবং তাঁহার মরণে বিষণ্ন হইয়া তীর্থ সেবার্থ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবেন। (৫৪)

দেবর্ষি নারদ এই প্রকার কহিয়া বীণা হস্তে স্বর্গ আরোহণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বচন হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন। (৫৫)

ইতি প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠিরের অরিষ্ট দর্শন জন্য শঙ্কা এবং অর্জ্জুনের প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান বার্ত্তা শ্রবণ।

অর্জ্জুন বন্ধু দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র তথা অভিপ্রায় বিজ্ঞান বাসনায় দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন (১) কএক মাস গত হইল, তথাপি তথা হইতে তাঁহার প্রত্যাগমন হইল না, এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভয়ানক উৎপাত দেখিতে লাগিলেন (২) ঋতু সকলের ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইল, অর্থাৎ এক ঋতুর ফলপুষ্পাদি অন্য ঋতুতে হইতে আরম্ভ হইল, অতএব কালের ভয়ঙ্কর গতি দর্শন করিলেন; অপর সকল লোক ক্রোধ লোভ এবং মিথ্যায় পরিপূর্ণ হইল এবং সকলে পাপীয়সী জীবিকা অবলম্বনের উপক্রম করিল। (৩) আর তাহাদের ব্যবহারে কপটতাই বহুল হইতে আরম্ভ হইল এবং সৌহৃদ্য শঠতার সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িল, আর পিতা মাতা সুহৃদ্ ভ্রাতা এবং স্ত্রী পুরুষে নিরন্তর কলহ হইতে লাগিল। (৪)

রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত অশুভদায়ক এই সকল উৎপাত এবং মানবগণের লোভাদি অধর্ম্ম প্রকৃতি অবলোকন করিয়া চিন্তিত চিত্তে ভীমকে কহিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ! বন্ধুজন দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও অভিপ্রায় পরিজ্ঞান নিমিত্ত অর্জ্জুন অনেক দিন হইল দ্বারকায় গিয়াছেন। (৫) অহে ভীম! অদ্য সাত মাস গত হইল তোমার কনিষ্ঠ গমন করিয়াছেন কি কারণে এখনও আসিতেছেন না, কিছুই যে বুঝিতে পারি না। (৬) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে আপনার ক্রীড়া সাধন অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্য নাট্য বিসর্জ্জন করিবেন দেবর্ষির আদিষ্ট সেই কাল কি আসিয়া উপস্থিত হইল? (৭) শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আমাদের সম্পত্তি রাজ্য, দার, প্রাণ, কুল, প্রজা, শত্রু জয় হয় এবং যজ্ঞকরণ রূপ তাঁহারই অনুগ্রহে স্বর্গাদি লোক সম্ভাবনা হইয়াছে, অতএব তিনিই আমাদিগের সকল পুরুষার্থের হেতু, তাঁহার বিয়োগ ব্যতিরেকে আমাদের অনিষ্ট হইতে পারে না। (৮) দেখ না, দিব্য ভৌম এবং দৈহিক দারুণ উৎপাত সকল উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেই আমাদের বুদ্ধি বিমোহনকারি ভয় আসন্নতর বোধ হয়। (৯) আমার বাম উরু, বাম চক্ষু, বাম বাহু পুনঃ২ স্পন্দিত হইতেছে এবং হৃদয়ে কম্প জন্মিয়াছে, ইহাতেই বোধ হয় এ সকল দুর্নিমিত্ত অবিলম্বেই বিপ্রিয় প্রদান করিবেক। (১০) অপর এই শৃগালী মুখ দ্বারা অগ্নি বমন করত উদয় শালি সূর্য্যের অভিমুখে শব্দ করিতেছে, আর এই কুক্কুরটা নির্ভয় প্রায় আমাকে লক্ষ্য করিয়া লম্ফ দিতেছে। (১১) হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! প্রশস্ত গবাদি আমাকে বাম দিকে রাখিয়া যাইতেছে এবং অপ্রশস্ত গর্দ্দভাদি প্রদক্ষিণ করিতেছে, আর আমি দেখিতেছি আমার অশ্ব সকল যেন রোদন করিতেছে। (১২) দেখ২! এই কপোত যেন মৃত্যু দূত। অপর ঐ পেচকটারও উহার প্রতিপক্ষ কাকটার কুৎসিত ধ্বনিতে আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতেছে, উহারা যেন বিশ্বকে শূন্য করিতে বাঞ্ছা করিতেছে। (১৩) ঐ দেখ, দিক্ সকল ধূসর হইয়া পরিধির ন্যায় হইতেছে এবং পৃথিবী যেন পর্ব্বত সহ কাঁপিতেছে। হে তাত! এখন মেঘাদি কিছুই নাই, ঐ শুন, মেঘ গর্জ্জন সহিত যেন নির্ঘাত ও বজ্রপাত হইতেছে। (১৪) অহে ভীম! দেখিতেছ! কেমন খর স্পর্শ বায়ু বহিতেছে! উহাতে ধূলি উত্থিত হইয়া যেন অন্ধকার হইল, অপর জলদ সকল যেন রক্ত বর্ষণ করিতেছে, অতএব সর্ব্ব প্রকারেই ভয়ানক দেখি-

তেছি। (১৫) ভীম! ঐ দেখিতেছ না, সূর্য্য যেন হতপ্রভ হইতেছেন, আকাশে গ্রহগণ যেন পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, এবং অন্যান্য প্রাণি সহিত মিশ্রিত রুদ্রানুচর দ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। (১৬) আরো দেখ, নদ নদী এবং সরোবর সকল যেন ক্ষুভিত হইতেছে এবং সকল প্রাণিরই মনঃ যেন অপ্রসন্ন বোধ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! ঘৃত দ্বারাও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে না? অতএব এই কাল কি বিধান করিবে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। (১৭) এ কি? বৎস সকল স্তন পান করিতেছে না, এবং মাতৃস্তন হইতেও দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে না। ধেনু সকল সজল নয়নে রোদন করিতেছে! গোষ্ঠে বৃষভ সকলকে পূর্ব্ববৎ হৃষ্ট দেখায় না। (১৮) কি আশ্চর্য্য! দেবপ্রতিমা-সকল যেন রোদন করিতেছেন, ইহাঁদের দেহে ঘর্ম্ম হইতেছে, ইঁহারা যেন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়াইতেছেন! অপর এই জনপদ, গ্রাম, পুর, উদ্যান, আকর এবং আশ্রম, এ সকল যেন ভ্রষ্টশ্রী হইতেছে! এ সকল দুর্নিমিত্তে না জানি আমাদিগকে কি দুঃখ দর্শাইবে। (১৯) ভীম! এ সকল উৎপাত দর্শনে বোধ হয় এই ভূমির সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে, ভগবানের যে চরণে অসাধারণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদির চিহ্ন আছে সেই চরণ বুঝি আর ইহাতে নাই। (২০)

রাজা এই সকল অরিষ্ট দর্শন করিয়া বিষাদ ও চিন্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে অর্জুন যদুপুরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, (২১) তিনি নিকটে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আর এক প্রকারে রাজার পদতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় আতুর দেখাগেল, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুজল পড়িতেছিল। (২২) তাঁহাকে কম্পিত হৃদয় এবং কান্তিহীন অবলোকন করিয়াই নারদের কথা রাজার স্মরণ হইল, অতএব সাশঙ্কমনে সুহৃদ্গণ মধ্যে বসাইয়া সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (২৩)

যুধিষ্ঠির কহিলেন অর্জুন! দ্বারকাপুরে আমাদের বান্ধব মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, সাত্বত, অন্ধক, তথা বৃষ্ণি, ইঁহারা সকলে কেমন আছেন? (২৪) আমাদের মান্য শূর মাতামহ মহাশয়ের তো কুশল? আর আমাদের মাতুল বসুদেব এবং তাঁহার অনুজ তো কুশলে আছেন? (২৫) তাঁহার সাত জন পত্নী পরস্পর ভগিনী হন, তাঁহারা আমাদের মাতুলানী, দেবকী প্রভৃতি সেই মাতুলানীগণও তো স্ব২ স্নুষা সহ কুশলে আছেন? (২৬) উগ্রসেন রাজার পুত্রটা অতি অসৎ, ঐ রাজা এবং তাহার অনুজ কি এখনও জীবিত আছে? অপর কৃতবর্ম্মা জয়ন্ত গদ সারণ তথা শত্রুজিৎ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা সকল এবং সাত্বতদিগের প্রভু ভগবান্ বলরাম ইহাঁরা তো সকলে সুখে আছেন? (২৭) আর বৃষ্ণিদিগের মধ্যে মহারথী প্রদ্যুম্নও তো কুশলী? যুদ্ধে যে অনি-রুদ্ধের বেশ অতি বিস্ময় জনক হইয়া থাকে, তিনিও তো মঙ্গলাস্পদ হইয়া সদা আনন্দে আছেন? (২৮) হে অর্জুন! সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পুত্রের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তথা সপুত্র ঋষভাদি, ইহারদেরও তো সকলের কুশল? (২৯) অপর শ্রুতদেব উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচর গণ তথা সুনন্দ এবং নন্দ প্রভৃতি সাত্বত শ্রেষ্ঠ সকল, ইহারা তো সকলে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের ভুজাশ্রয় করিয়া কল্যাণে আছেন? আমাদের সহিত ঐ সকল ব্যক্তির বড় সৌহৃদ্য ছিল, তাঁহারা কি আমাদের কুশল স্মরণ করেন? (৩০) ভগবান্ গোবিন্দ সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণাদির হিত-কারী এবং ভক্তবৎসল, তিনিও তো আপনার পুরে সুধর্ম্মা সভায় সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সুখে আছেন? (৩১) বলভদ্রের সখা সেই আদ্য পুরুষ লোকের মঙ্গল ও

অলব্ধলাভ এবং উদ্ভব এই সকলের নিমিত্তই যদুকুল রূপ সাগরে আবির্ভূত হইয়াছেন। (৩২)

হে অর্জুন! যদুগণ তাঁহারই বাহুদণ্ডে সুরক্ষিতা আপনাদের পুরীতে থাকিয়া সর্ব্বজনের পূজিত হইয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরের তুল্য পরমানন্দে ক্রীড়া কৌতুক করিতেছেন। (৩৩) তাঁহার পাদপদ্ম শুশ্রূষণরূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিয়া সত্যভামাদি ষোড়শ সহস্র অঙ্গনা তাঁহারই পরাক্রম দ্বারা সমরে দেবগণের পরাভব পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভোগ্য পারিজাতাদি হরণ করিতেছেন। ঐ সকল পারিজাতাদি ইন্দ্রাণীর যোগ্য, কিন্তু সত্যভামাদি নারীগণ যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিতেছেন। (৩৪) অপিচ তাঁহারই বাহু প্রভাব উপজীব্য করিয়া যাদবগণ বলাহৃত সুরসত্তমোচিত সুধর্ম্মা নাম্নী সভাকে চরণ দ্বারা আক্রমণ করিতেছেন, তিনি তো সুখে আছেন? (৩৫)

অর্জ্জুন! তোমাকে এপ্রকার দেখিতেছি কেন, তোমার তো কোন রোগাদি হয় নাই? তেজোভ্রষ্টের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ, কারণ কি? দ্বারকায় গিয়া বহুকাল বন্ধুজনের ভবনে ছিলে, তাঁহাদের নিকট কি যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হও নাই? তাঁহারা কি তোমাকে তিরস্কার করিয়াছেন? (৩৬) হাঁ অর্জ্জুন! তোমাকে কি কেহ প্রেমশূন্য পরুষ বাক্য দ্বারা তাড়না করিয়াছে? কোন ব্যক্তি কি তোমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিয়াছিল তাহাকে কি "দিব" একথা বল নাই? কোন যাচককে কি তাহার আশানুরূপ দিতে অঙ্গীকার করিয়া দাও নাই? (৩৭) তুমি পূর্ব্বে শরণাগত রক্ষক ছিলে, তাহাতে কোন ব্রাহ্মণ, কি কোন বালক, কি কোন গাভী, কি কোন বৃদ্ধ, কি কোন রোগী, কি কোন স্ত্রী অথবা অন্য কোন প্রাণী তোমার নিকট আসিয়া শরণাপন্ন হইলে তাহাকে কি পরিত্যাগ করিয়াছ? কাহাকেও কি রক্ষা করিতে পার নাই? (৩৮) অপর তুমি কি কোন অগম্যা গমন করিয়াছ? অথবা কোন গম্যা স্ত্রীর মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়া তাহাকে কি পরিত্যাগ করিয়াছ? পথেতে কি স্বসমান অথবা আপন অপেক্ষা অধম কোন ব্যক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছ?। (৩৯) যে সকল বৃদ্ধ ও বালকদিগকে অগ্রে ভোজন করাইতে হয় তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কি আপনি ভোজন করিয়াছ? অথবা যে কর্ম্ম করা উচিত নহে এমত কি কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ? (৪০) অর্জ্জুন! তুমি তো আপনার অতিপ্রিয় ও অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীকৃষ্ণে বিরহিত হও নাই? অবশ্যই কোন একটা অপ্রিয় ঘটনা হইয়া থাকিবে, তদ্ব্যতিরেকে তোমার ঈদৃশী মনঃ পীড়া সম্ভবে না? যাহা হউক, বিমর্ষতার কারণ কি? বল। (৪১) ইতি প্রথম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অবনীমণ্ডলে কলির প্রবেশ অবলোকন করিয়া পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন ঐ সকল প্রশ্ন দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে নানা আশঙ্কা অনুমান করিয়া কৃষ্ণবিশ্লেষে কৃশ (১) এবং শোকে শুষ্ককণ্ঠ, শুষ্কহৃদয় ও হতপ্রভ হইলেন। মনোমধ্যে সেই বিভুর ধ্যান করাতে সহসা উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। (২) নয়নদ্বয় হইতে যে অশ্রু উদ্গত হইতেছিল অতি কষ্টে তাহা নেত্রমধ্যেই স্তম্ভন করিলেন এবং গলিত নয়নাম্বু হস্ত দ্বারা মুছিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ

দর্শনের অগোচর হইলে পরেই তদবধি তাঁহার প্রেমোৎকণ্ঠ অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইয়াছিল এক্ষণে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। (৩) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যাদি কার্য্যে হিতৈষিতা, উপকারিতা এবং বন্ধুত্ব স্মরণে যে বাষ্পোদ্গম হইল তাহাতে কণ্ঠাবরোধ হওয়াতে গদ্গদ বাক্যে অগ্রজ রাজাকে কহিতে লাগিলেন (৪) মহারাজ! বন্ধুরূপী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, আমার যে মহৎ তেজঃ দেবতাদেরও বিস্ময় জনক ছিল তাঁহার বঞ্চনাতেই তাহা অপহৃত হইয়াছে। (৫) মহারাজ! যেমন প্রিয়তর পিত্রাদি গত প্রাণ হইলে তাঁহাদিগকেও প্রেত বলা যায় তদ্বৎ যাঁহার ক্ষণ কাল বিয়োগ হইলে এই লোক সকল অপ্রিয়দর্শন হয়, (৬) যাঁহারই বলে আমি ধনুর্গ্রহণ মাত্রে দ্রুপদ রাজার গৃহে স্বয়ম্বরে সমাগত কামোন্মত্ত নৃপগণের তেজঃ হরণ করি, পরে সেই ধনুঃ সজ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ স্থানে যন্ত্রোপরি যে মৎস্য ভ্রমণ করিতেছিল তাহাকে বিদ্ধ করি এবং পরিশেষে সকলকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হই, (৭) যাঁহার সান্নিধ্য হেতু আমি দেবগণ সহ দেবরাজকে জয় করিয়া তদীয় খাণ্ডব বন অগ্নিকে প্রদান করি, যাঁহার অনুগ্রহে সেই খাণ্ডব দাহে ময় নামক দানব রক্ষিত হওয়াতে পরে আপনকার রাজসূয় যজ্ঞে অদ্ভুত শিল্পরূপ মায়াযুক্ত অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। (৮) দশসহস্র হস্তির তুল্য উৎসাহশক্তি এবং বল সম্পন্ন আপনকার অনুজ যাঁহার তেজোদ্বারা যজ্ঞার্থ জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন। ঐ জরাসন্ধ মহাভৈরবের যজ্ঞ নিমিত্ত ঐ সময়ে সকল নৃপতিকে লইয়া গিয়া বদ্ধ রাখিয়াছিল। ভীম জরাসন্ধকে বধ করিয়া তাহাদিগকে মোচন করিলেই তাহারা আপনকার যজ্ঞে বলি আহরণ করে। (৯) অপর আপনকার পত্নী দ্রৌপদী আপনকার রাজসূয়ে মহাভিষেক নিমিত্ত যে শ্লাঘ্যতম কবরী বন্ধন করেন দুঃশাসনাদি যে সকল ধূর্ত্ত ব্যক্তি সভাতে তাঁহার সেই কেশবিন্যাস উন্মোচন করিয়া আকর্ষণ করে তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে যিনি বিধবা এবং বিমুক্তকেশা করিয়াছিলেন (১০) আর যে দুর্ব্বাসা মুনি দশ সহস্র শিষ্যের অগ্রে তাঁহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন আমাদের শত্রুগণ সেই দুর্ব্বাসার দুরন্ত অভিশাপে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতে বাসনা করিয়া ছিল তাহাতে যিনি বনে গিয়া ঐ ভয়ঙ্কর ঋষির শাপরূপ মহা বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন অর্থাৎ যিনি আসিয়া আমাদের ভোজনপাত্র সংলগ্ন অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ শাকান্ন মাত্র স্বয়ং অভ্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতেই মধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার্থ জলে নিমগ্ন মুনি সংঘ ত্রিলোকীকে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া পলায়নকরে। (১১) *

---

* এ বিষয়ের ইতিহাস এই, দুর্য্যোধন কোন সময়ে দুর্ব্বাসা মুনির আতিথ্য করিয়াছিল তাহাতে ঐ মুনি পরিতুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে চাহিলে সে মনে করিল এই ঋষি অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি, ইহাঁর শাপেই পাণ্ডবদিগকে নষ্ট করাযাউক। মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া মুনিকে নিবেদন করিল আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই, যুধিষ্ঠির আমাদিগের বংশের প্রধান, আপনি এক দিন এইরূপে দশসহস্র শিষ্য সহিত তাঁহার আবাসে গিয়া অতিথি হইবেন। কিন্তু দ্রৌপদীকে যেন ক্ষুধায় অবসন্না হইতে না হয় অর্থাৎ তিনি ভোজন করিয়া বসিলে যুধিষ্ঠিরের গৃহে যাইবেন।

দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের নিকট ঐ প্রকার করিতে বচনবদ্ধ হইয়া একদা সেই রূপেই যুধিষ্ঠিরের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির অভ্যাগত দর্শনে পরমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি মুনিবৃন্দকে নিবেদন করিলেন আপনারা

মহারাজ! যাঁহার প্রভাবে আমি যুদ্ধেতে গিরিজার সহিত গিরিশকে বিস্ময়ান্বিত করি, তাহাতে ভগবান্ মহেশ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে নিজ পাশুপতাস্ত্র প্রদান করেন এবং অন্যান্য লোকপালেরা স্ব২ শস্ত্র দেন। অপর যাঁহার প্রভাবে আমি এই শরীরেই মহেন্দ্র ভবনে গিয়া ইন্দ্রের আসনার্দ্ধে উপবেশ করিয়াছি, (১২) যিনি আমার বাহুদ্বয়কে বিশেষ প্রভাবযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে আমি ঐ সময়ে স্বর্গে বিহার করিয়া বেড়াইলে দেবগণ নিবাত কবচাদি দানব বিনাশ নিমিত্ত আমার গাণ্ডীব চিহ্নান্বিত ভুজদ্বয় আশ্রয় করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই শ্রীকৃষ্ণ অদ্য স্বীয় মহিমায় অবস্থান করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। (১৩)

হে রাজন্! কুরুদিগের সৈন্যরূপ সমুদ্র অতিশয় অপার হইয়াছিল এবং তাহাতে ভীষ্ম দ্রোণাদি ভূরি২ দুস্তর সত্ব ছিল তথাপি আমি কেবল তাঁহাকে বান্ধব পাইয়া ঐ অপার সেনা সাগর পার হইয়াছি। অপর উত্তর গোগ্রহে শত্রুরা সমুদায় গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আমি তাঁহারই অনুগ্রহে সে সকল প্রত্যাহরণ করিয়া আনি এবং শত্রুদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক হইতে প্রভাবের আস্পদ স্বরূপ উষ্ণীষ তথা মণিময় মুকুট ও রত্নস্বরূপ বহুধন হরণ করি। (১৪) হে বিভো! রাজন্য গণের রথ সমূহে মণ্ডিত ভীষ্ম কর্ণাদির সৈন্য মধ্যে তিনি আমার অগ্রেসর হইয়া কটাক্ষ দ্বারাই সেনাগণের পরমায়ুঃ, উৎসাহ শক্তি, বল এবং শস্ত্রাদি কৌশল হরণ করিয়াছিলেন। (১৫) আমি তাঁহারই ভুজাশ্রয়ে স্থাপিত হইয়াছিলাম এই কারণে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, সুশর্ম্মা, শল্য, জয়দ্রথ এবং শান্তনুভ্রাতা ইঁহারা যে সকল

সরোবরে মাধ্যাহ্নিক স্নান পূজাদির ক্রিয়া সমাপন করিয়া আসুন। তাঁহার এই কথায় মুনি সংঘ স্নানাদি নিমিত্ত জলে গিয়া মজ্জন করিলেন।

দ্রৌপদী ভোজনাবসানে ঐ সমস্ত অভ্যাগতকে উপস্থিত দেখিয়া চিন্তায় সাতিশয় কাতরা হইয়াছিলেন, অন্তর্যামী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোড়ে লক্ষ্মী শয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তবাৎসল্য বশতঃ তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর সন্নিধানে আগমন করিলেন। দ্রৌপদী তাঁহার দর্শন পাইয়া সকাতর বচনে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে ভগবান্ কহিলেন আমিও বুভুক্ষিত আছি প্রথমে আমাকে কিঞ্চিৎ ভোজন করাও! ভগবানের এতদ্বচন শ্রবণে দ্রৌপদী লজ্জায় নম্রমুখী হইলেন এবং মনে২ কহিতে লাগিলেন অহো আমার কি অভাগ্য এবং কি ভাগ্য! ত্রিলোকনাথ ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ আমার গৃহে আগমন করিয়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন। পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্রভো! আমি সূর্য্য-সন্নিধানে যে স্থালী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে যাবৎ আমার ভোজন না হয় তাবৎ পর্য্যন্তই যতলোক আসুক সকলকে ভোজন করাইতে পারি এখন যে আমি সকলকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং আহার করিয়াছি আর যে কিছুই নাই, ইহা বলিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তথাপি অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃ২ কহিয়া পাকস্থালী আনয়ন করাইলেন এবং দ্রৌপদী পাকপাত্র আনিয়া সম্মুখে ধারণ করিলে স্থালীর কণ্ঠদেশে যে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল তাহা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া কহিলেন এখন মুনি সকলকে ভোজনার্থ আহ্বান কর। পরে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত ভীমসেনকে পাঠাইয়া দিলেন। ভীম সরোবর সন্নিধানে গমন করিয়া দুর্ব্বাসা মুনিকে সম্বোধন করত কহিলেন মহাশয়! ভোজনার্থ আসুন না? বিলম্ব করিতেছেন কেন? ভগবানের ঐ ভোজনেই দুর্বাসা এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের সাতিশয় তৃপ্তি জন্মিয়াছিল, তাঁহারা মনে করিলেন আমাদের ক্ষুধা নাই, কিছুই ভোজন করিতে পারিব না বৃথা এত ব্যক্তির নিমিত্ত আহারীয় সামগ্রী সমাধান সঙ্কলন ও পাক করাইলাম, রাজা যুধিষ্ঠির কি মনে করিবেন, এই ভাবিয়া সকলে পলায়ন পরায়ণ হইলেন।

অস্ত্রক্ষেপণ করেন তাহা অমোঘ মহিমান্বিত হইলেও আমার শরীর স্পর্শ করে নাই, যেমন অসুরদিগের অস্ত্র নৃহরিদাস প্রহ্লাদের অঙ্গ স্পর্শ করিত না। (১৬)

মহারাজ! আমি কি অজ্ঞান! আমার কি কুমতি! শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা মোক্ষের নিমিত্ত যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন সেই ঈশ্বরকে আমি সারথ্য কর্ম্মে বরণ করিয়াছিলাম। জয়দ্রথ বধে আমার বাহনগণ শ্রান্ত হওয়াতে যখন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বাণ দ্বারা ভূমি ভেদ করিয়া জলাহরণ করি তখন ভূমির উপরে দণ্ডায়মান ছিলাম শত্রুরা অনায়াসে ইষু নিক্ষেপ করিয়া আমার প্রাণ সংহার করিতে পারিত কিন্তু সেই ভগবানের প্রভাবে তাহারা অন্যমনস্ক হয়, এ কারণ কেহই আমাকে প্রহার করে নাই। (১৭) হে নরদেব! ভগবানের গম্ভীর অথচ রুচির যে হাস্য, তদ্দ্বারা শোভিত, সেই সকল পরিহাস বাক্য তথা "হে পার্থ! হে অর্জুন! হে সখে! হে কুরুনন্দন" ইত্যাদি মনোজ্ঞ জল্প সকল এক্ষণে আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার হৃদয়কে ক্ষুব্ধ করিতেছে। (১৮) শয়ন উপবেশন ভ্রমণ স্বগুণের শ্লাঘাকরণ এবং ভোজন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার অব্যভিচারে এক সঙ্গেই হইত, কদাচিৎ যদি ব্যভিচার দেখিতাম "অহে তুমি কি সত্যবাদী" বলিয়া তিরস্কার করিতাম, মহারাজ! ইহাতে আমার কি প্রকার অপরাধ হয় বুঝিতেই পারিতেছেন কিন্তু সখা যেমন সখার অপরাধ সহ্য করেন এবং পিতা যদ্রূপ তনয়ের দোষ সহিষ্ণুতা করেন তাহার ন্যায় তিনি স্বীয় মহিমায় আমার সমুদায় দোষ মার্জ্জন করিয়াছেন। (১৯) মহারাজ! আপনি যাহা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিয়াছে, সেই সুহৃদ্ সখা প্রিয় পুরুষোত্তমে আমি বিরহিত হইয়াছি, আমার দেহে আর হৃদয় নাই। হে রাজন্! পথিমধ্যে তাঁহার স্ত্রীদিগকে রক্ষা করিতেছিলাম কতকগুলা নীচ গোপ আসিয়া আমাকে যোষার ন্যায় জয় করিয়া গেল। (২০) মহারাজ! আমার সেই ধনুঃ, সেই বাণ, সেই রথ, সেই ঘোটক, সকলই আছে, আমিও সেই রথী আছি, এ সকলের নিকটেই আসিয়া নরপতিগণ প্রণাম করিত, কিন্তু ঈশ শ্রীকৃষ্ণে শূন্য হওয়াতে ক্ষণকাল মধ্যে এ সমুদায়ই কার্য্যাক্ষম হইয়াছে, যেমন মন্ত্রবিধান দ্বারাও ভস্মে হোম করিলে কোন কার্য্য হয় না, যেমন অতি প্রীত কুহককার হইতে কিছু লব্ধ হইলেও সে লাভ কোন কার্য্যের হয় না, যেমন উষরভূমিতে বীজ বপন করিলে কোন ফল দর্শে না, তদ্রূপ এক্ষণে আমি নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছি। (২১)

হে রাজন্! আপনি বন্ধুপুরে সুহৃদ্গণের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃত্তান্ত শ্রবণে অবধান হউক, তাঁহারা বিপ্রশাপে মুগ্ধ এবং মদিরা পানে বিহ্বল চিত্ত হইয়া আপনাদের মধ্যে পরস্পরকে যেন জানিতে পারেন নাই এই ভাবে পরস্পরের প্রতি মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া সকলেই নিহত হইয়াছেন, চারি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। (২২) ভগবান ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই যে প্রাণি সকল পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ ও পালন করিবে। ২৩) মৎস্যাদির মধ্যে বৃহৎ২ জন্তু যেমন জলে ক্ষুদ্র২ জলজন্তু ধরিয়া আহার করে এবং বলবান্ প্রাণিরা যদ্রূপ দুর্ব্বল প্রাণি ধরিয়া খায় ও মহৎ এবং বলবান জন্তু যেমন পরস্পর আহার করে (২৪) তাহার ন্যায় বিভু ভগবান্ মহৎ ও বলিষ্ঠ যদুদিগের দ্বারা দুর্ব্বল যদুদিগকে এবং সমান বলবান্ যদুগণকে পরস্পর বিনাশ করাইয়া ভূমির ভারস্বরূপ যাদব কুল সংহার করিয়াছেন। (২৫) মহারাজ! অতঃপর বলিতে আর আমার শক্তি নাই, শ্রীকৃষ্ণ দেশ কালের উচিত অর্থযুক্ত এবং হৃদয়ের সন্তাপনাশক যে বাক্যগুলি কহিয়াছিলেন তাহা

আমার স্মরণ পথে উদিত হইল, তাঁহার সেই সকল বাক্য স্মৃতিপথে আসিয়া আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। (২৬)

এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সূত পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন হে ব্রহ্মন্! তৎপরেই অর্জ্জুন গাঢ়তর স্নেহ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তায় আবিষ্ট হইলেন, তাহাতে ক্রমে তাঁহার মতি শোক রহিতা ও বৈরাগ্যযুক্তা হইল। (২৭) অনন্তর বাসুদেবের চরণ ধ্যানে রত হইলে তাঁহার ভক্তি উদ্রিক্তা হইয়া উঠিল, তাহাতে বুদ্ধির কামনাদি বিনষ্ট হইল (২৮) সুতরাং ভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যে জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, কাল কর্ম্ম এবং তমঃ অর্থাৎ ভোগাভিনিবেশ বশতঃ যাহা আবৃত ছিল, তিনি তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। (২৯) তাঁহার ঐ রূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই রূপ জ্ঞান হওয়াতে অবিদ্যা বিনাশ হইল। অবিদ্যার লয় হওয়াতে সত্বাদি গুণেরও ক্ষয় সম্পন্ন হইল, তাহার পরে আর গুণকার্য্য সূক্ষ্ম শরীর থাকিল না। এবং সূক্ষ্ম দেহ গত হইলে স্থূল দেহও রহিত হইল। অতএব দ্বৈতভ্রম বিনাশ হওয়াতে বিশোক হইলেন। (৩০)

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবানের বর্ত্ম অবলোকন এবং যদুকুলের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নারদের বাক্য স্মরণ করত নিশ্চলচিত্ত হইয়া স্বর্গ মার্গে প্রস্থান করিতে বুদ্ধি স্থির করিলেন। (৩১) কুন্তীও অর্জ্জুন প্রমুখাৎ যাদবদিগের বিনাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের গতির বিষয় অবগত হইয়া একান্তভক্তি সহ ভগবানে আত্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক সংসার হইতে উপরতা হইলেন, অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগ করিলেন (৩২)

হে ভগবন্! যাদবগণে এবং ভগবানে অনেক ভেদ আছে, ইহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, কর্ম্মদ্বারাও তাঁহাদের পরস্পরের প্রভেদ বিবেচনা করুন। কণ্টক দ্বারা যেমন কণ্টক উদ্ধার করে, তদ্বৎ অজ ভগবান্ যে যাদব শরীর দ্বারা অবনীর ভার হরণ করিয়াছিলেন সেই শরীরও পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ঈশ্বর, তাঁহার পক্ষে যাদব দেহ ধারণ এবং ভূভার হরণ দুই সমান, কেননা দুইয়েরি সংহার করিলেন। (৩৩) ফলতঃ ভগবান্ নটবৎ অবস্থিত হইয়া যদ্রূপ মৎস্যাদি রূপ ধারণ ও পরে তাহা পরিত্যাগ করেন তদ্রূপ যে কলেবর দ্বারা ভূমির ভার সংহার করিলেন শেষে তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। (৩৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিবসে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেহে বৈকুণ্ঠারোহণ করিলেন, সেই দিনেই অবিবেকি জনের অভদ্রকারি কলি পূর্ব্ব সংপ্রবিষ্ট আপন অংশে স্বরূপতঃ অনুবর্ত্তী হইল। (৩৫)

রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় বিজ্ঞ, আপনার রাজ্যে, পুরে, গৃহে এবং আত্মদেহে কলির প্রসর জানিতে পারিলেন, কেননা লোভ অনৃত, কৌটিল্য, হিংসাদি অধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তমান হইবার উপক্রম হইতে লাগিল, অতএব আপনি মহাপ্রস্থান গমন নিমিত্ত তদুচিত বসন পরিধান করিলেন। (৩৬)

অনন্তর আত্মসদৃশ পৌত্রকে সাগরান্তা ধরার আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া হস্তিনা পুরীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। (৩৭) এবং মথুরাতে অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে শূরসেনাধিপতি করিলেন। পরে প্রজাপতি দেবতা সম্বন্ধীয় যজ্ঞ করিয়া গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় আত্মাতে সমর্পণ করিলেন। (৩৮) তদনন্তর সেই স্থানে আপনার পরিচ্ছদ আভরণাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন, কোন বিষয়ে তাঁহার মমতা রহিল না, নিরহঙ্কার হওয়াতে অশেষ উপাধি ছিন্ন হইয়া গেল। (৩৯) পরে তিনি বাগাদি ইন্দ্রিয় সকলকে মনোমধ্যে, এবং মনকে প্রাণে, ও প্রাণকে

অপানে, এবং মূত্র পুরীষাদ্যুৎ সর্গ সহিত অপানকে মৃত্যুতে অর্থাৎ মৃত্যুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাতে এবং মৃত্যুকে পঞ্চত্বে অর্থাৎ পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ দেহে লয় করিলেন। (৪০) পরে সেই পঞ্চত্বকে অর্থাৎ দেহকে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে এবং গুণত্রয়কে একত্বে অর্থাৎ অবিদ্যাতে লয় করিলেন, তদনন্তর সমস্ত আরোপের কারণ অবিদ্যাকে জীবে লয় করিয়া সেই জীবকে কূটস্থ ব্রহ্মে লীন করিয়া রাখিলেন (৪১)

রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞানদ্বারা এই রূপে আত্ম প্রতিপত্তি করিয়া পরে চীরবসন ধারী, আহারত্যাগী, মৌনী এবং মুক্তকেশ হইয়া আপনার আকৃতিকে জড় কিম্বা উন্মত্ত অথবা পিশাচ তুল্য দর্শাইতে লাগিলেন, কাহারো অপেক্ষা এবং বধিরবৎ কাহারো বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। (৪২) তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া হৃদয়মধ্যে পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে২ উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা আয়ুঃশেষে ঐ দিকেই প্রস্থান করেন, ঐ দিকের বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া গমন করিলে কদাপি প্রত্যাবৃত্তি হয় না। (৪৩)

রাজা যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃ সকল দেখিলেন অবনীতলে কলি সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত, তাহার পরম মিত্র অধর্ম্ম সকল প্রজাকেই স্পর্শ করিতেছে, অতএব তাঁহারাও কৃতনিশ্চয় হইয়া আগার হইতে নির্গমন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন। (৪৪) তাঁহারা ধর্ম্মাদি সকল বিষয় সাধুরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, অতএব ভগবানের চরণকেই আপনাদের আত্যন্তিক শরণ জানিয়া মনোদ্বারা তাহাই ধারণ করিলেন। (৪৫) ভগবানের ধ্যান দ্বারা তাঁহাদিগের ভক্তি উদ্রিক্তা এবং বুদ্ধি বিশুদ্ধা হইল, সুতরাং পাপশূন্য হইয়া সেই নারায়ণের যে পদ নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগের নিবাস স্থান, তাহাতে শুদ্ধ আত্মদ্বারা পরম গতি লাভ করিলেন। অসৎ এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের তাহা অতিশয় দুর্লভ। (৪৬) বিদুরও তীর্থ পর্য্যটন করিতে২ প্রভাস তীর্থে উপনীত হইয়া তথায় আপনার দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক তদ্গতমনা হইয়া অভ্যর্থনার্থ আগত পিতৃগণের সহিত আপনার অধিকার যোগ্য স্থানে গমন করিলেন। (৪৭) দ্রৌপদী দেখিলেন তাঁহার পতিরা কেহ কাহারো অপেক্ষা না করিয়া একে২ সকলেই প্রস্থান করিলেন, অতএব তিনিও ভগবান বাসুদেবে একান্ত মতি হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। (৪৮)

ভগবানের প্রিয় পাণ্ডুতনয়দিগের এই সংপ্রয়াণ বিবরণ অতিশয় পবিত্র এবং মঙ্গলজনক, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করেন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ পূর্ব্বক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। (৪৯) ইতি প্রথম স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

কলি দ্বারা খিন্ন হইয়া পৃথিবী এবং ধর্ম্মের পরীক্ষিত সন্নিধানে উপস্থিতির বৃত্তান্ত।

সূত কহিলেন হে বিপ্র শৌনক! অনন্তর মহা ভাগবত পরীক্ষিত রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উপদেশানুসারে রাজ্য পালন আরম্ভ করিলেন যেমন পুত্রাদি জন্মিলে জাতকর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতগণ যাহা২ উপদেশ দেন ধার্ম্মিক লোকে তাহাই করিয়া থাকেন তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরা রাজকার্য্যে যদ্রূপ উপদেশ দিতেন রাজা পরীক্ষিত তদ্রূপই করিতেন। (১) ঐ রাজা উত্তরের ইরাবতী নাম্নী তনয়াকে পরিণয় করিলেন,

কালক্রমে তাঁহার গর্ব্ভে জনমেজয়াদি চারিটী সন্তান উৎপন্ন হইল। (২) তিনি কৃপাচার্য্যকে গুরু করিয়া গঙ্গাতীরে ভূরি২ দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই যজ্ঞে দেবগণ মানব সকলের নয়নগোচর হইয়াছিলেন। (৩)

তিনি কদাচিৎ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, এক স্থানে দেখিলেন কলি শূদ্ররূপী হইয়া রাজচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক গোমিথুনের দেহে পদাঘাত করিতেছে। ইহাতে আপনার বীর্য্য দ্বারা রাজবেশি সেই শূদ্রের নিগ্রহ করিলেন তাহাতে কলিরই নিগ্রহ হইল। (৪)

শৌনক মুনি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা পরীক্ষিত দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কি নিমিত্ত কলিকে কেবল নিগ্রহ করিলেন, যে নৃদেবচিহ্ন ধারণ করিয়া গাভীকে পদাঘাত করিতেছিল সে তো অতি কুৎসিত শূদ্র, তাহাকে একেবারে বধ করিলেন না কেন? (৫) হে মহাভাগ সূত! যদিস্যাৎ এ বিষয় বিষ্ণু কথাশ্রয় হয়, অথবা ইহাতে যদি বিষ্ণুর পাদপদ্মের মকরন্দ আস্বাদকারি সাধু বা মহাপুরুষদিগের কথা থাকে তাহা হইলে বর্ণনা কর, নচেৎ অন্য অসৎ আলাপে প্রয়োজন নাই, তাহাতে কেবল পরমায়ুর বৃথা ব্যয় মাত্র হয়। (৬) হে সূত! যে সকল লোক অল্পায়ু অথবা মরণবিশিষ্ট, অথচ মোক্ষ বাসনা করে, তাহাদিগের মৃত্যু স্বরূপ যে ভগবান যম, তিনি এ স্থানে আমাদের পশুহিংসনরূপ যজ্ঞ কর্ম্মে আহূত হইয়াছেন! (৭) অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত অন্তক এ স্থানে অবস্থিতি করিবেন তাবৎ কোন ব্যক্তি কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেক না, ফলতঃ মহর্ষিরা ঐ কারণেই ভগবান যমকে এখানে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব এ সময় মনুষ্যলোকে উদ্বেগ মাত্র নাই, এখন হরিকথামৃত পান করা কর্ত্তব্য (৮) ইদানীন্তন সকল লোকই অলস ও মন্দ বুদ্ধি, তাহাদের জীবন কাল একে অল্প, তাহাও সদ্বিষয়ে ব্যয় হয় না, রাত্রিভাগের পরমায়ু নিদ্রাতেই ক্ষেপণ করে এবং দিবাভাগের আয়ু ব্যর্থ কর্ম্মে কাটায়। (৯)

শৌনকের এই প্রশ্নে সূত কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! রাজা পরীক্ষিত কুরুজাঙ্গলে বাস করিতে২ শুনিলেন নিজ সেনা দ্বারা পালিত দেশ মধ্যে কলি প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অপ্রিয় বার্ত্তা শ্রবণগোচর হইবা মাত্র দুষ্ট নিগ্রহ মানসে ধনুর্গ্রহণ করিলেন (১০) এবং রথে শ্যামবর্ণ ঘোটক যোজন পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া ভূরি২ হস্তি অশ্ব রথ পদাতিযুক্ত সেনা সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ পুরী হইতে নির্গত হইলেন। (১১) ক্রমে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তর, কুরু, এবং কিম্পুরুষাদি বর্ষ জয় করত তত্তৎ স্থানের নৃপতি হইতে কর গ্রহণ করিলেন। (১২) সকল স্থানেরই লোকদের প্রমুখাৎ আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের যশঃ, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, অশ্বত্থামার অস্ত্র তেজঃ হইতে আপনার পরিত্রাণ, যাদব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর স্নেহ ও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি এই সকল বিষয়ের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ঐ২ লোকের প্রতি তাঁহার মহা২ সন্তোষ জন্মিল এবং প্রীতি দ্বারা নয়ন দ্বয় প্রফুল্ল হইল। পরিতুষ্ট হইয়া যশোগায়কদিগকে যথেষ্ট ধন রত্ন বসন ভূষণ দান করিলেন। (১৩) যখন গানকারি লোকের মুখে শুনিলেন যে ভগবান বিষ্ণুকে জগতীস্থ সমস্ত লোকে প্রণাম করে সেই আদ্যপুরুষ স্নেহ বশতঃ পাণ্ডুনন্দনদিগের সারথ্য, সভাপতিত্ব, চিত্তানুবৃত্তি এবং রাত্রিতে খড়্গধারী হইয়া রক্ষণার্থ প্রহরিতা করিয়াছিলেন তখন তদীয় চরণারবিন্দে তাঁহার পরমা ভক্তি জন্মিল। (১৪)

হে ব্রহ্মন্! রাজা পরীক্ষিত এই প্রকারে অনুদিন পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচার

ব্যবহার বিষয়ক সংগীত শ্রবণে প্রবর্ত্ত হইলে অতি শীঘ্র যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইল তদ্বিবরণ শ্রবণ কর।(১৫)

ধর্ম্ম বৃষরূপী হইয়া এক পদে ভ্রমণ করিতেং এক দিন দেখিতে পাইলেন পৃথ্বী একটী গাভীর স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক মৃতবৎসা মাতার ন্যায় হতপ্রভা ও অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতেছে, তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন (১৬) ভদ্রে! কেমন, শারীরিক কুশল তো? এমন বিশ্রী দেখিতেছি কেন? মুখ যেন ম্লান হইতেছে, কারণ কি? বোধ হইতেছে যেন তোমার অন্তরের মধ্যে কোন প্রকার পীড়া জন্মিয়াছে। তোমার কি কোন্ বন্ধু দূরে গিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত কি মনোমধ্যে শোক করিতেছ? (১৭) আমার তিন পদ ভগ্ন হইয়াছে, একটী মাত্র অবশিষ্ট আছে, আমাকে নয়নগোচর করিয়া আমার নিমিত্তই কি তোমার শোক হইতেছে? অথবা অতঃপর তোমাকে শূদ্র-রাজায় ভোগ করিবে তাহা ভাবিয়া কি খিন্ন হইতেছ? কিম্বা ইদানী কেহ যাগ যজ্ঞ করে না তাহাতে দেবগণের যজ্ঞভাগ সকল বিলুপ্ত হইল ইহা মনে করিয়া কি দেবতা-দের জন্য শোক করিতেছ? অথবা কালপ্রভাবে ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করেন না তাহাতে প্রজাজনের ক্লেশ হয় ইহা স্মরণ করিয়া তাহাদের জন্য কি খিন্ন হইতেছ? (১৮) হে পৃথ্বি! এখন ভর্ত্তৃগণ স্ত্রীদিগকে রক্ষা করে না, তাহা দেখিয়া স্ত্রীদিগের জন্য কি তোমার শোক হইতেছে? অথবা পিতারা পুত্রদিগকে যথাবৎ লালন পালন করি-তেছে না, বরং রাক্ষসের ন্যায় তাহাদিগকে ক্লেশ দিতেছে ইহা দেখিয়া কি বালকদিগের জন্য বিষাদ করিতেছ? অপর বাগ্দেবী সংপ্রতি দুরাচার ব্রহ্মকুলে অবস্থিতা হইয়াছেন তাহাতেই কি তোমার শোক জন্মিয়াছে? অথবা উত্তমং ব্রাহ্মণ সকল অব্রহ্মণ্য রাজকুলে ভৃত্য হইতেছেন ইহা অবলোকন করিয়াই কি ক্ষোভ করিতেছ? (১৯) হে ধরিত্রি! ক্ষত্রিয় সকল কলিপ্রভাবে মুগ্ধ হইল, তাহাদিগের জন্য কি শোক করিতেছ? অথবা ঐ সকল মুগ্ধ ব্যক্তি হইতে রাজ্যের উচ্ছেদ সম্ভাবনা দেখিয়া তোমার কি বিষাদ হইতেছে? এক্ষণে জীবলোক সকল নিষেধ মানে না, যথেচ্ছাক্রমে যেখানে সেখানে অশন পান অবস্থান এবং স্ত্রীসংসর্গ করিতে উন্মুখ, ইহা দেখিয়া কি দুঃখিত হইতেছ? (২০) হে পৃথ্বি! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভূরি ভার অবতরণ নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি যে সকল কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তাহা মোক্ষসুখাপেক্ষাও অধিক সুখজনক, তুমি তাঁহাতে বিরহিতা হইয়া তদীয় সেই সকল কর্ম্মের স্মরণ করত কি শোক করিতেছ? (২১) হে বসুন্ধরে! এতাদৃশী কৃশা হইয়াছ কেন? তোমার মনঃপীড়ার কারণ কি? হে মাতঃ! তোমার যে সৌভাগ্য ছিল, দেবতারাও তাহার অর্চ্চনা করিতেন, তোমার সেই সৌভাগ্য কি এই বলবান্ কাল অপহরণ করিয়াছে? (২২)

গোরূপধারিণী ধরণী বৃষরূপি ধর্ম্মের এইরূপ সানুকম্প বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ধর্ম্ম! আমাকে যাহাং জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি সকলি জান, তথাপি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। তুমি পূর্ব্বে যাঁহার প্রভাবে চারি পদে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্ব লোকের সুখ বর্দ্ধন করত বর্ত্তমান ছিলে (২৩) অপর সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, সন্তোষ, সারল্য, শম (মনের নিশ্চলত্ব) দম (বাহেন্দ্রিয়ের নিশ্চলত্ব) তপস্যা, শত্রু মিত্রে সমতা, তিতিক্ষা (পরাপরাধ সহন,) উপরতি (লোভ উপস্থিত হইলেও ঔদাসীন্য,) শাস্ত্র বিচার (২৪) আত্মবিষয়ক জ্ঞান, বৈতৃষ্ণ্য, নিয়ন্তৃত্ব, শৌর্য্য, প্রভাব, দক্ষত্ব, কর্ত্তব্যানু-সন্ধান, স্বাধীনতা, ক্রিয়ানৈপুণ্য, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, চিত্তের কোমলতা (২৫) প্রতি-

ত্যাতিশয্য, বিনয়, সুস্বভাব, মনঃ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, পূজ্যত্ব, অনহঙ্কৃতি (২৬) এই এক চত্বারিংশৎ গুণ এবং ব্রহ্মণ্যত্ব শরণ্যত্ব ইত্যাদি মহৎ২ গুণ যাঁহাতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া নিত্য বর্ত্তমান আছে, কখন ক্ষয় পায় না, (যে সকল ব্যক্তি মহত্ব ইচ্ছা করেন তাহারা ঐ সকল গুণেরই প্রার্থনা করিয়া থাকেন) (২৭) এই লোক সংপ্রতি সেই গুণ নিধান শ্রীনিবাসে বিরহিত হইয়াছে এবং পাপের হেতু কলি ইহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, এই লোকের নিমিত্তই আমি শোক করিতেছি। অপর হে অমরোত্তম! আমার আত্মাকে এবং তোমাকে তথা দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ সাধুগণ এবং সকল বর্ণ ও সকল আশ্রম এ সমুদায়কেও দেখিয়া আমার খেদ হইতেছে। (২৮)

হে ধর্ম্ম! ব্রহ্মাদি সুরগণ স্বয়ং উত্তম জনের আশ্রয় হইয়াও আপনাতে যে কমলার অপাঙ্গপাত কামনা করিয়া বহুকাল যথাবিধি তপস্যা করিয়াছিলেন সেই কমলা আপনার আবাস স্থল কমল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুরক্তা হইয়া ঐ শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাবণ্য সেবা করেন অতএব তাঁহার বিরহ কি সামান্য দুঃসহ? (২৯) সেই ভগবানের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ এবং পদ্ম চিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বারা আমি সাতিশয় অলঙ্কৃতা হইয়াছিলাম এবং তাঁহা হইতে বিভূতি প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবন অপেক্ষাও সমধিক শোভা ধারণ করি। অনুমান হয় আমার তজ্জন্য গর্ব্ব হইয়া থাকিবে, তন্নিমিত্ত অচিরে ঐ বিভূতির বিনাশ কাল উপস্থিত হইল এবং তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। (৩০) ধর্ম্ম! অসুর বংশীয় রাজাদিগের শত২ অক্ষৌহিণী আমার উপরে থাকাতে অতিভারে আমি অবসন্না হইয়াছিলাম, ভগবান হইতেই আমার ঐ ভার অবতারিত হয় এবং তুমিও তো ন্যূনপদ হইয়া অতিশয় দুস্থ হইয়াছিলে, তিনিই আত্মপৌরুষ দ্বারা তোমাকে সম্পূর্ণ-পদ করিয়া সুস্থ করিবার নিমিত্ত যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। (৩১) অতএব সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কোন্ অবলা সহিতে পারে? তাঁহার সপ্রেম অবলোকন, মনোহর হাস্য, এবং মনোজ্ঞ বচন, এ সকল দ্বারা সত্যভামা প্রভৃতি মহা২ মানিনী-কামিনী গণেরও গর্ব্ব সহিত স্থৈর্য্য বিনষ্ট হইয়াছিল। আহা! তিনি যখন পদব্রজে গমনাগমন করিতেন তাঁহার চরণ দ্বয় দ্বারা যে ধূলি উদ্ধৃত হইত তাহাতেও আমি অলঙ্কৃত হইতাম এবং নূতন তৃণাদিচ্ছলে তদ্দ্বারা আমার শরীর যেন রোমাঞ্চিত হইত। (৩২)

পৃথিবী এবং ধর্ম্ম পরস্পর এই রূপে কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় রাজা পরীক্ষিত তাঁহাদের নিকট দিয়া পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতী তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। (৩৩) ইতি প্রথমস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিত কর্ত্তৃক কলিনিগ্রহ।

মহর্ষি শৌনককে সম্বোধন করিয়া সূত কহিতে লাগিলেন হে বিপ্রবর্য্য! রাজা পরীক্ষিত সরস্বতী তীরে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল একটী গাভী ও এক বৃষ অনাথবৎ কাতর হইতেছে এবং নৃপবেশধারী একটা শূদ্র হস্তে দণ্ড লইয়া তাহা-দিগকে আঘাত করিতেছে। (১) বৃষটী মৃণালের তুল্য ধবল বর্ণ, গুরুতর প্রহারে আর্ত্ত হইয়া এক পদে কাঁপিতেছিল এবং সাতিশয় ভীতিবশতঃ প্রস্রাব করিতেছিল অত-

এব প্রতিক্ষণ যেন ক্ষীণ হইতেছিল। (২) অপর ঐ গাভীটী যেন ধর্ম্মদোহনকারিণী, যেন বৎস হীন হইয়াছিল এবং শূদ্রের পাদ প্রহারে অতিশয় আর্ত্তা হইয়া যেন রোদন করিতেছিল, অপর অতিশয় দৌর্বল্যপ্রযুক্ত আহারার্থ যেন তৃণ গ্রহণ করিতেছিল। (৩) যাহা হউক, রাজা ঐ গোমিথুনকে ঐ প্রকার অবলোকন করিয়া স্বর্ণময় পরিকর বন্ধন এবং সজ্জীকৃত ধনুঃ গ্রহণ পূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া মেঘের তুল্য গম্ভীর শব্দযুক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন (৪) তুমি কে হে? এই ভূতল আমার পালিত, এখানে বলদর্পিত হইয়া অবল প্রাণিদিগকে বধ করিতেছ! তুমি নটের ন্যায় পরিচ্ছদ দ্বারা নরদেব বটে কিন্তু কর্ম্মে যে শূদ্রের সমান দেখি। (৫) কেন? শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারি অর্জুন দূরে প্রস্থান করিয়াছেন ইহা জানিয়াই কি এই নির্জ্জন স্থানে নিরপরাধ প্রাণিদিগকে বধ করিতেছ? যাহা হউক, তুমি বড় অপরাধী, তোমার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। (৬)

অনন্তর বৃষকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাকে মৃণাল তুল্য ধবল শরীর দেখিতেছি, তোমার তিনটী চরণ নাই, এক পদে চরিয়া বেড়াইতেছ, তুমিই বা কে? তুমি কি দেবতা, বৃষরূপ ধারণ পূর্ব্বক এবম্প্রকারে আমাদিগের বিষাদ জন্মাইতেছ। (৭) কৌরবেন্দ্রদিগের দোর্দণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত এ ভূতলে এই তোমারই শোকাশ্রুপাত দেখিলাম, নচেৎ এ ধরাতলে কদাপি কোন প্রাণির চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হয় নাই, (৮) যাহাহউক, হে সুরভিপুত্র! আর শোক করিও না, এই অধম শূদ্র হইতে তোমার ভীতি দূরীভূতা হউক।

পরে অশ্রুমুখী গাভীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে অম্ব! আমি খল জনের শাসনকর্ত্তা, আমি থাকিতে তোমার মঙ্গলই হইবে, অতএব শান্ত হইয়া রোদন সম্বরণ কর। (৯) হে দেবি! আমার আপনার হিতার্থেও এই দুরাত্মার প্রাণ সংহার করা আবশ্যক, কেননা যে রাজার রাজ্যে প্রজা-জন অসজ্জন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয় তাহার কীর্ত্তি, আয়ুঃ, সৌভাগ্য, পরলোক, সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। ফলে আর্ত্ত জনের আর্ত্তি হরণ করাই নৃপতির পরম ধর্ম্ম অতএব এই যে অসৎ দুরাত্মা প্রাণিবিদ্রোহ করিতেছে, ইহাকে অবশ্যই বধ করিব। (১০)

পুনর্ব্বার বৃষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন হে সুরভিতনয়! তুমি চতুষ্পদ ছিলে, তোমার তিনটী চরণ কে ছেদন করিয়া দিয়াছে? শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তি নৃপালদিগের রাজ্যে কেহ কখন তোমার তুল্য দুঃখিত হয় নাই। (১১) হে বৃষ! তোমরা সাধু, এবং অনপরাধ, তোমারদিগের মঙ্গল হউক, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে এ রূপ বিরূপ করিয়াছে বল? সে সামান্য অপরাধী নহে, পাণ্ডুবংশীয়দিগের যশঃ শশাঙ্ক কলঙ্কিত করিতেছে। (১২) বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বল, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, যে ব্যক্তি নিরপরাধ জনকে ক্লেশ দেয়, আমা হইতে তাহার মহৎ ভয় হইয়া থাকে। (১৩) যে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি অনপরাধ জনের হিংসা করিয়া অপরাধী হইয়াছে সে যদি সাক্ষাৎ অমরও হয় তথাপি আমি তাহার আভরণ সহিত ভুজদণ্ড উৎপাটন করিয়া আনিব। (১৪) আমি রাজা, যে সকল অধার্ম্মিক ব্যক্তি অনাপৎকালে বিপথে গমন করে, তাহা-দিগের শাসন এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ জনের পালন করাই আমার পরম ধর্ম্ম। (১৫)

রাজা পরীক্ষিতের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া বৃষরূপী ধর্ম্ম কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনারা পাণ্ডু বংশোদ্ভব, আর্ত্ত জনের প্রতি এইরূপে অভয় বাক্য দান আপনাদের উচিত বটে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগের এবম্বিধ গুণগণেই বশীভূত হইয়া দৌত্যাদি স্বীকার করিয়াছিলেন। (১৬) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রাণিদিগের এই

ক্লেশের হেতু কোন্ পুরুষ হইতে হইতেছে, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই, কারণ, বাদিদিগের বাক্য ভেদে আমাদের বুদ্ধি বিমোহিত হইয়াছে। (১৭) কুতর্ক প্রাবৃত নাস্তিকেরা কহে আপনিই আপনার প্রভু অর্থাৎ সুখ দুঃখের কর্ত্তা। তাহাদের মত এই যে দেবতাদিগকে সুখ দুঃখের কর্ত্তা বলিতে পারা যায় না, কেননা তাঁহারা কর্ম্মের পরতন্ত্র, কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিয়া থাকেন, কর্ম্ম ও সুখ দুঃখ দানে প্রভু নহে, যেহেতু তাহা আপনার অধীন, অর্থাৎ আপনি না করিলে কোন কর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব দৈব ও কর্ম্ম কিছুই সুখ দুঃখ প্রদানে প্রভু নহে, আপনিই আপনার প্রভু। অপর দৈবজ্ঞেরা বলেন গ্রহাদিই সুখ দুঃখ দানের কর্ত্তা, অন্য লোকায়তিক অর্থাৎ নাস্তিকবিশেষেরা বলে স্বভাবই সুখ দুঃখাদির বিধাতা। (১৮) হে রাজর্ষে! কোন২ সেশ্বর বাদির এই নিশ্চয় আছে যে বাক্য ও মনের অগোচর যে পরমেশ্বর, তাঁহা হইতে সুখ দুঃখাদি সমুদায় হয়। মহারাজ! আপনি পণ্ডিত, এখন স্বীয় মনীষা দ্বারা বিচার করিয়া বুঝুন। (১৯)

সূত বলিলেন হে দ্বিজবর! ধর্ম্ম এই প্রকার উক্তি করিলে রাজা পরীক্ষিত মনোমধ্যে বিচার করিয়া এই প্রত্যুত্তর দিলেন (২০) হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি স্বঘাতককে অনির্দ্ধারিতরূপে বলাতে ধর্ম্ম্য বাক্যই বলিতেছ অতএব আমার বোধ হয় তুমিই ধর্ম্ম, বৃষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছ। শাস্ত্রে বলে ঘাতককে জানিলেও প্রকাশ করিবেক না, যেহেতু অধর্ম্মকারির যে নরকাদি গতি হয় প্রকাশক ব্যক্তিও সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২১) অথবা দেবমায়ার গতি অর্থাৎ কে বধ্য কে ঘাতক এতদ্বিবেচনা অতি দুরূহ, প্রাণি সকলের বাক্য ও মনের গোচর নহে, এই নিশ্চয় করিয়া বুঝি বলিতেছ না? (২২) হে ধর্ম্ম! সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য এই চতুষ্টয় দ্বারা তোমার চারিটী পদ সম্পূর্ণ ছিল, বোধ হইতেছে কলি প্রভাবে বিস্ময় আসক্তি এবং মত্ততা এই তিন অধর্ম্মাংশ দ্বারা তোমার তিনটী চরণ ভগ্ন হইয়াছে। (২৩) এক্ষণে কলিযুগে তোমার এক পাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ সত্য মাত্র আছে, তাহাতেই তুমি কোন প্রকারে আত্মধারণ করিয়া আছ, কিন্তু এই কলি অধর্ম্মে সম্বর্দ্ধিত হইয়া তোমার ঐ পদটীও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। (২৪) আহা! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভূমির গুরু ভার অবতরণ করিয়া দিয়াছিলেন তৎকালে তদীয় শ্রীযুক্ত পদন্যাসে এই পৃথিবীর কতই মঙ্গল হইত, (২৫) ইদানী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হওয়াতে ইহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুপাত হইতেছে। বোধ করি, এই ভাবিয়াই ইনি শোক করিতেছেন অতঃপর ভূপালবেশধারি ব্রহ্মহিংসক শূদ্রেরা আমাকে ভক্ষণ করিবেক। (২৬)

রাজা পরীক্ষিত এইরূপে ধর্ম্মকে এবং পৃথিবীকে শান্ত্বনা করিয়া অধর্ম্মের হেতু যে কলি, তাহার প্রাণ সংহার মানসে নিশিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন। (২৭)

রাজা খড়্গ প্রহার দ্বারা সংহারার্থ উদ্যত হইতেছেন ইহা অবগত হইয়া কলি প্রাণভয়ে মহা ব্যাকুল হইল এবং নৃপবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে গিয়া পড়িল। (২৮)

পরীক্ষিত অতিশয় দয়ালু এবং দীনবৎসল ছিলেন, চরণতলে কলিকে নিপতিত দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং আপনি আশ্রয়ার্হ ও সৎকীর্ত্তির যোগ্য, একারণ শরণাপন্ন কলির প্রাণ সংহারে ক্ষান্ত হইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন (২৯) আমরা মহাবীর অর্জ্জুনের যশঃ ধারণ করি, তুমি আমাদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া শরণ প্রার্থনা করিতেছ, অতএব ক্ষমা করিলাম, নির্ভয় হও, আর কাতরতা প্রকাশ করিতে

হইবে না, কিন্তু তুমি অধর্ম্মের পরম মিত্র, অতএব তোমাকে বলিতেছি আমার অধিকৃত স্থানের মধ্যে কুত্রাপি থাকিতে পাইবে না। (৩০) তুমি রাজদেহে বর্ত্তমান হইলে তোমার পশ্চাৎ২ লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য, দৌর্জন্য, স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কাপট্য, কলহ, দম্ভ ইত্যাদি অধর্ম্ম সংঘ প্রবর্ত্তমান হয়। (৩১) অতএব ওহে অধর্ম্মবন্ধু, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর, এ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ, এখানে যজ্ঞ বিস্তার বিষয়ে নিপুণ জনগণ সতত যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ইহাতে এ স্থানে ধর্ম্ম ও সত্যেরই বর্ত্তমান থাকা উচিত, এখানে তোমার অবস্থান উচিত নহে। (৩২) লোকেরা যে যজ্ঞ করেন তাহাতে যদিও ইন্দ্রাদি দেবতার আহ্বান হয় তথাচ তদ্দ্বারা যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানেরই অর্চ্চনা হইয়া থাকে তাহাতে তিনিই পরিতুষ্ট হইয়া যাজকদিগের কুশল বিস্তার এবং অভিলষিত প্রদান করেন। ফলে তিনি স্থাবর জঙ্গম সকলেরই আত্মা এবং বায়ুর ন্যায় সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান আছেন অতএব তিনি সর্ব্বময়। (৩৩)

সূত কহিতে লাগিলেন হে বিপ্র! রাজা পরীক্ষিত এই প্রকার আদেশ করিলে কলির সর্ব্ব কলেবর ভয়ে কম্পিত হইল, যমের ন্যায় তাঁহাকে খড়্গ প্রহারার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিতে লাগিল (৩৪) হে রাজাধিরাজ! আপনকার আজ্ঞায় যে কোন দেশে বাস করিব সেখানেইতো আপনাকে এইরূপ ধনুর্বাণধারী দেখিতে হইবে? ইহা আমি পারিব না (৩৫) অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এমত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেউন, যেখানে সুস্থির থাকিয়া আপনকার শাসন পালন করিতে পারি। (৩৬)

রাজা পরীক্ষিত এইরূপে অভ্যর্থিত হওয়াতে তাহার অবস্থানার্থ দ্যূত, মদ্যাদিপান, স্ত্রী, এবং হিংসা এই সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এই চারি বিষয়েই চারি প্রকার অধর্ম্ম দেদীপ্যমান। (৩৭)

কলি আরো কিঞ্চিৎ অধিক স্থান লাভ নিমিত্ত পুনর্ব্বার যাচ্ঞা করিলে রাজা তাহার অবস্থানার্থ স্বর্ণও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পরে মিথ্যা, মদ, কাম, হিংসা এবং বৈর এই পাঁচটী বস্তুও প্রদান করিলেন। (৩৮) সুতরাং অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, রাজার আজ্ঞা পালন নিমিত্ত রাজদত্ত ঐ পঞ্চ পদার্থেও বাস করিয়া আছে। (৩৯) অতএব যে পুরুষ পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করেন তাঁহার ঐ সকল বস্তুর সেবা করা উচিত নহে। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল লোকপতি রাজার ঐ সকল সেবন সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। (৪০)

তদনন্তর বৃষরূপি ধর্ম্মের তপস্যা শৌচ এবং দয়া এই যে তিনটী পদ বিনষ্ট হইয়াছিল কলিকে নিগ্রহ করিয়া রাজা তাহা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন পরে পৃথিবীকেও আশ্বাস দিয়া সম্বর্দ্ধিত করিলেন। (৪১)

হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির আয়ুঃ শেষে অরণ্য প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া যাঁহাকে সিংহাসন সমর্পণ করেন সেই মহাভাগ মহাযশাঃ পরীক্ষিত কৌরবেন্দ্র দিগের শ্রীদ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া হস্তিনাপুরে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিতেছেন। (৪২) মুনে! অভিমন্যু নন্দন রাজা পরীক্ষিতের এবম্বিধ প্রভাব, যে তিনি ধরা মণ্ডল পালন করিতেছেন তাহাতেই আপনারা নির্বিঘ্নে এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। (৪৩) ইতি প্রথম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং তাঁহার বৈরাগ্য।

শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া স্থত কহিতে লাগিলেন হে ঋষিগণ! রাজা পরীক্ষিত মাতৃগর্ব্ভে অবস্থিতি সময়ে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দহ্যমান হইলেও অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবানের অনুগ্রহ প্রভাবে জননীর উদরে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই। (১) অপর ভগবানের প্রতি তাঁহার সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পিত ছিল, এই নিমিত্ত ব্রহ্মকোপে প্রাণনাশক তক্ষক আবির্ভূত হইয়া দংশনার্থ উদ্যত হইলেও তাঁহার ভীতি বা তজ্জন্য মোহ হয় নাই (২) বরঞ্চ সকল বিষয়ে আসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগিবর শুকদেবের শিষ্য হইয়া ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং শেষে গঙ্গাজলে আপনার কলেবর পরিত্যাগ করেন। (৩) তাঁহার এইরূপ সৎপ্রবৃত্তি হওয়া বিচিত্র নহে, যে সকল ব্যক্তি উত্তম শ্লোক ভগবানের কথা রূপ অমৃত পান এবং তদীয় পাদপদ্ম স্মরণ করেন তাঁহাদিগের অন্তকালেও ভ্রম জন্মে না। (৪) হে বিপ্রগণ! কলি পূর্ব্বাবধি ধরামণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও যাবৎ পর্য্যন্ত অভিমন্যু পুত্র মহান্ পরীক্ষিত সাম্রাজ্য করেন তাবৎ কাল আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। (৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন যে ক্ষণে এই পৃথ্বী পরিত্যাগ করিয়া যান্ সেই দিন সেই ক্ষণেই অধর্ম্মের উৎপাদক কলি এখানে প্রবিষ্ট হয়। (৬) রাজা পরীক্ষিত ভ্রমরের তুল্য সারগ্রাহী ছিলেন, দেখিলেন কলিযুগে পুণ্যকর্ম্ম সকল যেমন সঙ্কল্পমাত্রেই সফল হয় পাপজনক কর্ম্ম তদ্রূপ হয় না অর্থাৎ তাহা কার্য্যতঃ কৃত হইলে তবে তজ্জন্য ফল জন্মে অতএব কলি অনিষ্ট প্রবর্ত্তক হইলেও তাঁহাকে একেবারে নিহত করেন নাই, (৭) বরং এই মনে করিয়াছিলেন এ কলি ধীর ব্যক্তির নিকট অতিশয় ভীত, অধীর জনের উপরেই শৌর্য্য প্রকাশ করে, করুক না, তাহাতে কি হইবে? ইহার তো এই মাত্র পরাক্রম; আপনি সাবধান হইয়া অসাবধান বালক ও অধীর মানবদের উপর বৃকের ন্যায় বর্ত্তমান হয়। (৮) হে দ্বিজগণ! আপনারা বাসুদেবের কথাশ্রিত যে আখ্যান আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তদুত্তরে রাজা পরীক্ষিতের এই পবিত্র বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম (৯)। হে বিপ্রগণ! ভগবানের গুণ এবং কর্ম্ম বিষয়ক আর যে২ কথা আছে, সদ্ভাব ইচ্ছুক পুরুষমাত্রের তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। (১০)

মুনিগণ স্থতের প্রমুখাৎ পুনশ্চ সবিস্তার কথা শ্রবণমানসে তাঁহার সমাগমে আনন্দ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন হে স্থত! তোমার অনন্ত বৎসর পরমায়ুঃ হউক, যেহেতু তুমি শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশঃ কীর্ত্তন করিতেছ, ইহা আমাদিগের এবং সকল মানবের মরণ নিবর্ত্তক। (১১) আমরা এই সত্র কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি বটে কিন্তু বৈগুণ্য বাহুল্য প্রযুক্ত সফল হইবে কি না নিশ্চয় নাই, এখন যজ্ঞীয় ধূমে আমাদিগের শরীর ধূম্রবর্ণ হইতেছিল, তুমি এ সময় আমাদিগকে গোবিন্দচরণারবিন্দের মধুর মধু পান করাইয়া সুস্থ করিলে। (১২) হে স্থত! ভগবদ্ভক্ত জনের সহিত অত্যল্প কাল যে সঙ্গ তাহার সহিত স্বর্গ ও মোক্ষেরও তুলনা করিতে পারি না অর্থাৎ স্বর্গ এবং মোক্ষ ও বৈষ্ণবভক্তের সঙ্গ তুল্য সুখদ নহে, মর্ত্ত্যলোকের তুচ্ছ রাজ্যাদি কোথায় আছে? তাহা কি ভগবদ্ভক্ত সঙ্গের সমান হইতে পারে? কদাপি নহে। (১৩) হে স্থত! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহত্তম পুরুষদিগের এক আশ্রয় এবং প্রাকৃত গুণ রহিত, অথচ তাঁহার শুভ গুণ সকলের অন্ত যোগীশ্বর ব্রহ্মাদিও প্রাপ্ত হন নাই অর্থাৎ ইয়ৎ বলিয়া পরিচ্ছেদ

করিতে পারেন নাই, তাঁহার কথাতে কি কোন রসজ্ঞ ব্যক্তির তৃপ্তির শেষ হইতে পারে? (১৪) অতএব আমরা মহত্তম পুরুষের একান্ত আশ্রয় ভগবানের উদার অথচ বিশুদ্ধ চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি বিদ্বান্, বিস্তার করিয়া বর্ণন কর। (১৫) হে সূত! মহাভাগবত মহাবুদ্ধি রাজা পরীক্ষিত যোগিবর শুকদেবের কথিত যে জ্ঞান দ্বারা ভগবানের পাদমূল (যাহার নাম অপবর্গ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও বল। (১৬) অপর হে সূত! যোগিবর শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট যে আখ্যান অর্থাৎ শ্রীভাগবতপুরাণ কহেন তাহাতে অতিশয় আশ্চর্য্য২ যোগের কথা আছে এবং তাহা অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে পরিপূর্ণ, অতএব ভগবদ্ভক্তগণের প্রিয়তর, সেই সর্ব্বশোধক আখ্যান ও যথাবৎ বর্ণন কর। (১৭)

মুনি দিগের এই সমস্ত কথায় সহর্ষ হইয়া সূত কহিতে লাগিলেন, অহো আমরা বিলোমজ বর্ণ সঙ্কর, এই সকল বৃদ্ধ২ ঋষি আমাদের আদর করিতেছেন, অদ্য আমাদের জন্ম সফল হইল, যেহেতু মহত্তম ব্যক্তিদিগের সহিত লৌকিক আলাপ সম্বন্ধ হইলেও তদ্দ্বারা দুষ্কুলত্ব এবং মনঃপীড়া দূরীভূত হয়, (১৮) যে ব্যক্তি মহত্তমদিগের একান্ত আশ্রয় ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন তাঁহার মহত্তমদিগের সহিত সম্ভাষণ সম্বন্ধ হইলে যে দুষ্কুলত্ব এবং মনঃপীড়া নষ্ট হইবে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? সেই ভগবানের শক্তি অনন্ত, এবং তিনিও অনন্ত, আর মহৎ২ পদার্থেও তাঁহার গুণ আছে, ইহাতে গুণ দ্বারাও অনন্ত, অতএব লোকে তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকে। (১৯) তাঁহার অসামান্য এবং সমধিক গুণের সমান অথবা অধিক গুণ অন্য কাহাতেও নাই, এ বিষয় ইহাতেই সূচিত হয়, কিন্তু বিস্তার করিয়া বলিতে কাহারও শক্তি নাই, যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রার্থনা করিলেও লক্ষ্মী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন অথচ তিনি না চাহিলেও আপনি গিয়া নিরন্তর তাঁহার চরণ রেণু সেবা করেন। (২০) যাঁহার পদ নখ হইতে নিঃসৃত জলকে অর্ঘোদক করিয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে উপহার দিয়াছিলেন, সেই জল ঈশ সহিত এই জগত্কে পবিত্র করিতেছে, সেই মুকুন্দ ব্যতিরেকে ভগবান্ এই পদের বাচ্য আর কি কেহ হইতে পারে অর্থাৎ তিনিই সকলের ঈশ্বর। (২১) সাধু পুরুষেরা তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়া দেহাদি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংসাশ্রমেরপরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, ঐ আশ্রমে অহিংসা এবং উপশম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। (২২) হে ঋষিগণ! আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার যেমন জ্ঞান, তদনুসারে বলিব। পক্ষিরা যদ্রূপ আপনাদের শক্ত্যনুসারেই আকাশে উড্ডয়ন করিয়া থাকে পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ স্ব২ বুদ্ধির অনুরূপই বিষ্ণু লীলা বর্ণন করিতে পারেন।

হে মুনিগণ! রাজা পরীক্ষিত রাজত্ব করিতে২ একদা ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন! একাকী কতক গুলা মৃগের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে কিয়ৎক্ষণ পরে সাতিশয় শ্রান্ত এবং অশনায়া পিপাসায় কাতর হইলেন। (২৩) কুত্রাপি জলাশয় দেখিতে না পাওয়াতে শমীক ঋষির প্রসিদ্ধ আশ্রমে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার নয়নগোচর হইল মুনি শান্ত এবং নিমীলিত নয়ন হইয়া বসিয়া আছেন। (২৪) তাঁহার ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ বুদ্ধি স্ব২ বিষয় হইতে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকলের ব্যাপার মাত্র নাই, অতএব উপরত হইয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থা ত্রয়ের পরবর্ত্তি তুরীয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ব্রহ্ম স্বরূপ হওয়াতে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিকার হইয়া আছেন। (২৫) অপর তাঁহার দেহ বিকীর্ণ জটায় এবং

মৃগচর্ম্মে আচ্ছন্ন। সে যাহাহউক, পিপাসায় রাজার তালু শুষ্ক হইতেছিল মুনিকে তথাবিধ দেখিয়াও তাঁহার নিকট গিয়া জল যাচ্ঞা করিলেন। (২৬)

মুনি ধ্যানস্থ ছিলেন, রাজার আগমনই জানিতে পারিলেন না কিরূপে আতিথ্য করিবেন? কিন্তু রাজা মোহ বশতঃ মনে করিলেন আমি অতিথি ভাবে উপস্থিত হইলাম, ইনি আমাকে উপবেশনার্থ তৃণাসন এবং স্থান দিলেন না, আর অর্ঘ দান দূরে থাকুক প্রিয়বচন দ্বারা অভ্যর্থনাও করিলেন না, বোধহয় তপস্যার দর্পে আমাকে অবজ্ঞা করিলেন। মোহ বশতঃ আপনা আপনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া কোপাবিষ্ট হইলেন। (২৭) ফলতঃ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় অতিশয় পীড়িত হওয়াতে তাঁহার মনোমধ্যে ঐ মুনির প্রতি বিজাতীয় দ্বেষ ও ক্রোধ জন্মিল (২৮) অবজ্ঞাতমন্য হইয়া ক্রোধ ভরে আশ্রম হইতে নির্গত হইবার সময় একটা মৃত সর্প অদূরে দেখিতে পাইয়া তাহা ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক রোষান্ধতা প্রযুক্ত ঋষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন তাহার পরেই আপনার পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। (২৯)

রাজার মনে এই কুতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল ঋষি কি যথার্থতই ধ্যানপরায়ণ হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার ও নয়ন নিমীলন করিয়া আছেন? কি এক জন ক্ষত্রিয় আশ্রমে আসিয়াছে, তাহাতে কি হইবে? এইরূপ অবজ্ঞা করিয়া মিথ্যা সমাধিস্থ হইলেন? এই কুতর্ক বশতই ঐ প্রকারে মৃত সর্প অর্পণ দ্বারা মহর্ষির অপমান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়। (৩০)

যাহাহউক, রাজা আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া আসিলে এক জন গিয়া ঐ মুনির পুত্র শৃঙ্গী নামক ঋষিকে সংবাদ দিল কোন ব্যক্তি তোমার পিতাকে এইরূপ দুঃখ দিয়া গিয়াছে। শৃঙ্গী ঋষি অতি তেজস্বী, বালক বৃন্দের সহিত ক্রীড়া করিতে২ পিতার ঐরূপ গ্লানির সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে কোপে প্রজ্বলিত হইলেন এবং সাক্ষেপ বচনে কহিতে লাগিলেন, (৩১) অহো! পরিপুষ্ট নরপতিরা এমত অধর্ম্মী! দ্বারপালক কুক্কুর ও কাকের তুল্য দাসেরাও স্বামির উপরে পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল! (৩২) কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রবন্ধু দিগকে গৃহপালিত কুক্কুর তুল্য বলিয়াই অবধারিত করিয়াছেন, তাহারা তাঁহাদের গৃহ দ্বারে থাকিবে কিরূপে ভাণ্ডস্থ অন্নাদি ভোজন করিতে যোগ্য হয়? (৩৩) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ উৎপথগামিদের শাসন করিতেন, এখন তাঁহার অন্তর্ধান হইয়াছে, যাহা হউক যে ব্যক্তি বিরুদ্ধ মার্গে প্রবর্ত্তমান হইয়াছে অদ্য আমিই তাহার শাসন করি, তোমরা আমার তপোবল অবলোকন কর। (৩৪)

রোষাতিশয্যে শৃঙ্গী ঋষির নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, বয়স্য গণকে ঐরূপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৌশিকী নদীর জলে আচমন পূর্ব্বক এই অভিশাপ দিলেন (৩৫) যে দুরাত্মা কুলাঙ্গার মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমার পিতার উপরে ঐ প্রকার বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, আমার বাক্যে মহাসর্প তক্ষক অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তাহাকে দংশন করিবে। (৩৬)

তদনন্তর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন পিতার গলদেশে মৃত সর্পের কলেবর রহিয়াছে ইহাতে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। (৩৭)

হে ব্রহ্মন্! শমীক ঋষি তনয়ের বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ নয়নদ্বয় উন্মীলন করত দেখিলেম আপনার স্কন্ধে মৃত সর্প লম্বমান, (৩৮) সর্পটা অন্তরে ফেলিয়া দিয়া সন্তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! রোদন করিতেছ কেন? কোন্ ব্যক্তি তোমার

অপকার করিয়াছে? তাহাতে শৃঙ্গী ঋষি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। (৩৯) পরন্তু শমীক ঋষি যখন শুনিলেন নরেন্দ্র এই অপরাধে অভিশপ্ত হইয়াছেন, তখন আপন নন্দনের প্রতি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, বরং বিরক্ত হইয়া বলিলেন বৎস! রাজাকে এ প্রকার শাপ দেওয়া উচিত হয় না, তুমি অতিশয় পাপ করিয়াছ, লঘুতর অপরাধে এতাদৃশ গুরু দণ্ড। (৪০) তুমি অতি বালক, তোমার বুদ্ধির পক্কতা হয় নাই, নরদেব রাজা বিষ্ণু স্বরূপ, তাঁহাকে সামান্য মানবের সমান দেখা উচিত হয় না, প্রজা সকল তাঁহার বাহুবলে পরিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে স্ব২ শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকে। (৪১) বৎস! রথাঙ্গপাণি ভগবানেরই নামান্তর নরদেব, এই ধরা মণ্ডলে যদিস্যাৎ সেই নরদেব না থাকেন তাহা হইলে চোর দস্যুর প্রাচুর্য্য হয়, লোকেরা রক্ষণাভাবে ক্ষণকাল মধ্যে মেঘদলের তুল্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। (৪২) হায়! অদ্য লোকদিগের রক্ষক রাজা বিনষ্ট হইলেন! এখন তাহাদের ধন চৌরাদিরা যথেচ্ছাক্রমে লুঠ করিবে, আমরাই এই অনিষ্টের কারণ, এতজ্জন্য পাপ আমাদিগকেই আশ্রয় করিবে অথচ আমাদের তাহাতে কোন সম্বন্ধ ছিল না। আহা! লোকের কি অনিষ্ট হইল? দেশে বহুল দস্যু হইবে, লোকেরা পরস্পর হত্যা করিবে, পরস্পরকে কটু কহিবে, পরস্পরের পশু স্ত্রী, এবং অর্থ পরস্পর অপহরণ করিয়া লইবে। (৪৩) তাহাতে মনুষ্য দিগের সদাচার এবং বেদোক্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার পরেই লোক সকল কুক্কুর এবং বানরের ন্যায় কেবল অর্থ ও কামেতে আসক্ত হইবে সুতরাং কেবল বর্ণ সঙ্কর হইতে থাকিবে। (৪৪) রাজা পরীক্ষিত ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন করেন, অতি যশস্বী, মহা ভাগবত, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তিনি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ছিলেন, তাঁহার প্রতি এরূপ অভিসম্পাত দেওয়া আমাদের উচিত হয় না। (৪৫)

এই প্রকারে আক্ষেপ করিয়া ঐ পাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান করত কহিতে লাগিলেন ভগবন্! আমার পুত্র বালক, অপক্ক মতি; অবিবেচনা পূর্ব্বক নিরপরাধ ব্যক্তির অনিষ্ট করিয়া মহা পাপ করিয়াছে আপনি সকলের আত্মা, সমস্তই জানেন, ক্ষমা করুন্। (৪৬)

তদনন্তর পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন রাজা যদিস্যাৎ প্রতিশাপ দেন তাহা হইলে আমার সন্তানের এই পাপের নিষ্কৃতি হইতে পারে কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই, রাজা পরম ভাগবত, ভগবদ্ভক্ত জনকে নিন্দা, বঞ্চনা, অবজ্ঞা এবং তাড়না করিলে তাঁহারদের প্রতিকার করিতে সামর্থ্য থাকিতেও ঐ সকল অপকারের পরিশোধ লয়েন না। (৪৭)

সেই ঋষি এই প্রকারে পুত্রকৃত অপরাধই বিবেচনা করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন, রাজা তাঁহার যে অপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা অপরাধের মধ্যে ধরিলেন না। (৪৮) সাধু লোকেরা অন্যের দ্বারা সুখ দুঃখে যোজিত হইলেও প্রায় খেদিত বা আহ্লাদিত হন না, মনে করেন আত্মার সুখ দুঃখ কিছুই নাই, ইহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? (৪৯) ইতি প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

গঙ্গায় দেহ পরিত্যাগার্থ মুনিগণাবৃত হইয়া রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশ এবং তাঁহার সমীপে শুকদেবের আগমন।

রাজা পরীক্ষিত অরণ্যে যে কর্ম্ম করিয়া আসিলেন এক্ষণে তাহা অতিশয় গর্হিত বোধ হইল অতএব দুর্মনাঃ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হা! আমি অতি পামর, ব্রহ্মেতে যাঁহার তেজঃ গূঢ় হইয়া আছে এতাদৃশ মুনির প্রতি পাপাচরণ করিয়া আসিয়াছি, তাঁহার কোন অপরাধ ছিল না, তাঁহার গলায় মৃতসর্প দিয়াছি। (১) সেই মুনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ, তাঁহাকে ঐ প্রকারে অবজ্ঞা করাতে আমার অচিরেই ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই, আমি প্রার্থনা করি তাহা পুত্রাদি দ্বারা না হইয়া সাক্ষাৎ আমাতেই শীঘ্র হউক, তাহা হইলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং আর এরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। (২) আমি অতি অভদ্র, আমার রাজ্য বল এবং সমৃদ্ধিশালি ধনাগার এ সকল ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হইয়া অদ্যই ভস্মসাৎ হউক, কেননা এরূপ প্রতিফল দেখিলে গো ব্রাহ্মণ দেবতার প্রতি আর আমার এপ্রকার পাপ বুদ্ধি হইবে না। (৩)

তিনি এই প্রকারে চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে শমীক ঋষির প্রেরিত তদীয় একজন শিষ্য আগমন করিয়া সংবাদ দিলেন মহারাজ! ঋষিকুমারের অভিশাপে সপ্তম দিবসে তক্ষকের দংশনে আপনকার মৃত্যু হইবে। রাজা তাহা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন আমি সংসারে আসক্ত ছিলাম, এখন আমার সংসারের প্রতি অবশ্য বৈরাগ্য জন্মিবে অতএব তক্ষকের বিষাগ্নিকেও উত্তম বলিয়া গণ্য করিলেন। (৪) অনন্তর ইহলোক ও পরলোক এতদুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবাকে সকল পুরুষার্থ অপেক্ষা অধিক পুরুষার্থ বোধ করত সুরধুনীর তীরে গিয়া প্রায়োপবেশনার্থ উপবেশন করিলেন। ইহলোক ও পরলোক যে হেয়, তিনি পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া তাহা স্থির করিয়াছিলেন, সহসা তাহা পরিত্যাগ করিবেন আশ্চর্য্য কি? (৫) অপর মৃত্যুর সময় তাঁহার সুরতরঙ্গিণীতটে গমনও বিচিত্র নহে, ঐ নদী শ্রীকৃষ্ণের তুলসী মিশ্রিত চরণ রেণু সংস্পর্শে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বারি বহন করত লোকপাল সহিত সমস্ত লোককে অন্তরে ও বহির্ভাগে পবিত্র করিতেছেন ইহাতে আপনার মরণ আসন্ন জানিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই তরঙ্গিণীর সেবা না করিবে? (৬)

সুত কহিতে লাগিলেন হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডুনন্দন পরীক্ষিত এই প্রকারে গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগানন্তর উপশান্ত ও অনন্যভাব হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। (৭) সেই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্র, প্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, অষ্টির্ষেণ, ভরদ্বাজ, গোতম, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, অগস্ত্য, বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য প্রধান২ দেবর্ষি মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ স্ব২ শিষ্য সমভিব্যাহারে সেই স্থানে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আসিলেন। তাঁহাদের তত্রাগমন তীর্থস্নানার্থ নহে, যেহেতু তাঁহারা তীর্থ যাত্রা ছলে তীর্থ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন। (৮) নানা গোত্রীয় প্রধান২ ঋষিদিগকে একত্র মিলিত হইয়া আগত দেখিয়া রাজা তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিলেন, এবং মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন। (৯)

অনন্তর ঐ সকল ঋষি পৃথক২ প্রদত্ত আসনে সুখে উপবিষ্ট হইলে রাজা পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আপনি যে প্রায়োপবেশ করিতে মানস করিয়াছেন তাহা যুক্ত কি অযুক্ত, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন। (১০) অনন্তর আপনার বাক্যে তাঁহাদিগকে অনুমোদন করিতে দেখিয়া অনুগ্রহ বোধ করত আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! আমার ন্যায় বিগর্হ কর্ম্মকারি রাজকুলের সমীপে ব্রাহ্মণেরা পাদ প্রক্ষালনোদকও পরিত্যাগ করেন না, আপনারা আমার নিকট আসিয়া আমার ব্যবহারে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, অতএব নৃপগণ মধ্যে আমি মহা ধন্য। (১১) বোধ হয় আমার প্রতি ভগবানও প্রসন্ন হইয়াছেন, তন্নিমিত্তই ব্রহ্মশাপ হইয়াছে, আমি নিরন্তর গৃহে আসক্ত ছিলাম, পরাবরেশ ভগবানই আমাকে আত্মপ্রাপ্ত করাইয়া দিবার জন্য ব্রহ্মশাপ স্বরূপ হইয়াছেন, এই শাপ আমার বৈরাগ্যের মূল, ইহাতে গৃহাসক্ত ব্যক্তির আশু ভয় উৎপন্ন হয়। (১২) হে বিপ্রগণ! আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়া জানুন এবং দেবতারূপা এই গঙ্গারও ঐ রূপ প্রতীতি হউক। ঋষিকুমারের প্রেষিত তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক্, ক্ষতি নাই, আপনারা বিষ্ণুগাথা গান করুন। (১৩) এই মাত্র প্রার্থনা ভগবান অনন্তে আমার পুনর্ব্বার রতি হউক এবং যে২ সৃষ্টি প্রাপ্ত হই সে সমুদায় জন্মে যে সকল সাধু ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত আমার সমাগম হউক। হে দ্বিজগণ! আপনাদিগকে নমস্কার, আপনারা এই আশীর্ব্বাদ করুন। (১৪)

রাজা আপনার পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়াছিলেন ঐ প্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূলে প্রাগগ্র কুশা আস্তরণ পূর্ব্বক উত্তরাস্য হইয়া উপবেশ করিলেন। (১৫)

নরদেব পরীক্ষিত এই প্রকারে প্রায়োপবেশন নিমিত্ত উপবেশন করিলে স্বর্গে দেবতা সকল তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের হর্ষজন্য ভূমিতে পুষ্প বৃষ্টি ও দুন্দুভি বাদ্য হইল। (১৬) যে সকল মহর্ষি তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, প্রজাজনের প্রতি অনুগ্রহ করাই তাঁহাদের স্বভাব এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, সুতরাং তাঁহারা রাজার ঐ বাক্যে তাঁহাকে প্রশংসা পূর্ব্বক ভূরি২ সাধুবাদ দিয়া কহিতে লাগিলেন (১৭) হে রাজর্ষিবর্য্য! তোমরা পাণ্ডুর বংশোদ্ভব, শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত, তোমাদিগের এ আচরণ বিচিত্র নহে, তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ ভগবানের পার্শ্বস্থ হইবার অভিলাষে রাজমুকুট যুক্ত সিংহাসন সদ্যঃ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। (১৮)

সূত এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণনের পর শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ঐ সকল সমাগত মুনি রাজা পরীক্ষিতকে ঐ প্রকারে প্রশংসা করিয়া পরে আপনারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, যাবৎ পর্য্যন্ত পাণ্ডুবংশাবতংস এই রাজা এখানে আপনার পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বিরজস্ক বিশোক পরম লোক প্রাপ্ত না হয়েন তাবৎ আমরা সকলেই এ স্থানে অবস্থান করি, আইস। (১৯)

ঋষিগণের এই প্রকার পক্ষপাত শূন্য অমৃতস্রাবি গম্ভীরার্থ যথার্থ বচন শ্রবণ করিয়া রাজা বিনয়াবনত হইলেন এবং ভগবানের পবিত্র চরিত্র শ্রবণ বাসনায় অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন, (২০) ত্রিলোকের উপরিস্থ সত্যলোকে বেদ সকল যদ্রূপ মূর্ত্তিমান হয় আপনারা সকলেই তদ্রূপে এস্থানে সমাগত হইয়াছেন। আপনাদের ঐহিক অথবা আমুত্রিক কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, কেবল অন্যের প্রতি

অনুগ্রহ করিবেন বোধ করি এতাবন্মাত্র প্রয়োজনে আগমন হইয়াছে, পরন্তু ঐ প্রয়োজনও উদ্দেশ্য নহে, কেননা তাহাই আপনাদিগের স্বভাব। (২১) অতএব হে বিপ্রগণ! আমি বিশ্বস্ত হইয়া আপনাদিগকে আমার প্রষ্টব্য এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করি যে ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকল অবস্থায় বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির বিশুদ্ধ কৃত্য কি? বিচার করিয়া বলুন। (২২)

রাজার এই প্রশ্নের উত্তর দানার্থ কেহ কহিলেন যাগ যজ্ঞই বিশুদ্ধ কর্ম্ম, কেহ কহিলেন যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ দান, এইরূপ বলিয়া মতভেদ প্রযুক্ত সকল ঋষি পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। সেই সময় বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে২ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহে কোন আশ্রমের চিহ্ন ছিল না, কতকগুলা বালক চারি দিকে বেষ্টন করিয়া কৌতুক করিতেছিল এবং বেশ দ্বারা এই প্রকার বোধ হইতেছিল যেন লোকেরা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। (২৩) কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র, কর চরণ উরু বাহু স্কন্ধ কপোল এবং গাত্র অতিশয় কোমল, চক্ষুর্দ্বয় সুদীর্ঘ এবং মনোহর, নাসিকা উন্নত, কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান, আনন সুশোভন ভ্রূদ্বয়ে অতিশয় মনোভাবন, এবং কণ্ঠদেশে কম্বুর তুল্য পরম রমণীয় রেখাত্রয় ছিল। (২৪) অপর তাঁহার গ্রীবার অধোভাগস্থ গ্রন্থিদ্বয় মাংসদ্বারা নিগূঢ়, এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ অথচ উন্নত ছিল, আর নাভিস্থল আবর্ত্ত তুল্য এবং উদর ঈষদ্বক্র অথচ নিম্ন রেখাত্রয়ে সুরম্য ছিল কিন্তু শরীরে বসন ছিল না, কেশ সকল বিকীর্ণ হইয়াছিল। আর বাহুদ্বয় আজানু লম্বিত এবং অমরোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার প্রভা প্রকাশ পাইতেছিল। (২৫) অপিচ তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ, মনোহর যৌবন বশতঃ অঙ্গের চমৎকার কান্তি তথা রুচির স্মিত দ্বারা স্ত্রীদিগের মনঃ যেন হরণ করিতেছিলেন। যদিও তাঁহার নিজ তেজঃ প্রকাশ পায় নাই তথাচ মুনিগণ তাঁহার লক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা দেখিবামাত্র স্ব২ আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমন করিলেন। (২৬)

রাজা পরীক্ষিত আপনার শিরোদ্বারা ঐ অতিথির সপর্য্যা আহরণ করিলেন। অনন্তর যে সকল অবোধ অবলা ও বালক তাঁহাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া সঙ্গে২ আসিয়াছিল তাহারা তাঁহার এবম্প্রকার গৌরব দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিবৃত্ত হইলে তিনি পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। (২৭ ভগবান্ শুকদেব সেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি এবং দেবর্ষি সমূহে পরিবৃত হইয়া আসনোপরি অধ্যাসীন হইলে শুক্রাদি গ্রহ এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র তথা অন্যান্য তারকা গণে বেষ্টিত নিশাকরের ন্যায় তাঁহার মনোহর শোভা হইল। (২৮)

পরম ভাগবত রাজা পরীক্ষিত সুখাসীন সেই মুনির নিকটস্থ হইয়া শিরোদ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং বিনীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে পুনর্ব্বার প্রণতি পূর্ব্বক মধুরবচনে স্তব করিতে লাগিলেন, (২৯) হে ব্রহ্মন্! আমরা ক্ষত্রিয় বটে কিন্তু অদ্য সাধুজনের ও সেবনীয় হইলাম, যেহেতু আপনি কৃপা প্রকাশ পুরঃসর অতিথিভাবে আগমন করিয়া আমাদিগকে তীর্থযোগ্য করিলেন। প্রভো! আপনাদিগের স্মরণ মাত্রে লোকদের গৃহ সদ্যঃ পবিত্র হয়, দর্শন স্পর্শন পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্রিত হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয়। (৩০) হে যোগিবর! আপনকার সান্নিধ্য মাত্রে পুরুষের সুমহৎ পাপও সদ্যঃ বিধ্বস্ত হয় যেমন বিষ্ণুর সন্নিকর্ষে অসুরগণ বিনাশ পায়। (৩১) হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডবসখা ভগ-

বান্ শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আমার প্রতি প্রাত হইয়াছেন অতএব তাঁহার পিতৃষ্বসার সন্তানগণের সন্তোষার্থ আমাকে তাঁহাদের বংশোদ্ভব জানিয়া আমার প্রতি বন্ধুকৃত্য করিতে স্বীকার করিলেন (৩২) নচেৎ আপনার গতি অতি অব্যক্ত, মানুষে কি আপনার দর্শন পাইতে পারে? বিশেষতঃ আমরা মুমূর্ষু, আমাদের তোমার দর্শন লাভ কোন প্রকারেই সম্ভাবিত ছিল না, কিন্তু ভগবানের কৃপা হওয়াতে আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উদার ভাবে আমার প্রতি অভীষ্ট যাচনার্থ প্রবৃত্তি দিতেছেন। (৩৩) আপনি যোগিদিগের পরম গুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি পুরুষের বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির কি কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইতে পারে এবং কি কার্য্যই বা কর্ত্তব্য? (৩৪) হে বিভো! মনুষ্যের যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা কর্ত্তব্য, এবং যাহা স্মরণ ও ভোজন করা উচিত, ও যাহা২ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক। (৩৫) হে ভগবন্! আপনকার দর্শন অতি দুর্লভ, গৃহস্থ দিগের গৃহে আপনাদের দোহনমাত্র কাল ও অবস্থান হয় না, অতএব জিজ্ঞাসিত বিষয় এখনই বলিতে আজ্ঞা হউক। (৩৬)

সূত এতদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন ধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ শুকদেব রাজা পরীক্ষিত কর্ত্তৃক এইরূপ মধুর বাক্যদ্বারা সম্ভাষণানন্তর জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রতিবচন প্রদান করিলেন। (৩৭) ইতি প্রথমস্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়। ইতি শ্রীমুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কৃত ভাগবতার্থানুবাদে প্রথম স্কন্ধঃ।

সমাপ্তোঽয়ং প্রথম স্কন্ধঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ। প্রকাশক।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবত।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

কীর্ত্তন শ্রবণাদি দ্বারা ভগবানের প্রতি মনের ধারণা এবং মহাপুরুষসংস্থান বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! তুমি পুরুষের শ্রোতব্যাদি মধ্যে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিলে ইহা শ্রেষ্ঠতর, যেহেতু ইহা মোক্ষ সাধন, সুতরাং লোকদের সাক্ষাৎ হিত স্বরূপ, এবং মুক্ত ব্যক্তিরদিগেরও সম্মত। (১) হে রাজেন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি গৃহে আসক্ত হইয়া তজ্জাত পঞ্চ সূনাতেই অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার প্রাণিহিংসাতেই তৎপর, কখন আত্মতত্ত্বের আলোচনা করে না, তাহাদিগের সহস্র২ শ্রোতব্য বিষয় আছে। (২) কিন্তু তাহাদিগের পরমায়ুঃ বৃথা নষ্ট হইয়াথাকে, রাত্রিকালীন আয়ুঃ নিদ্রা অথবা স্ত্রী সঙ্গে রঙ্গরসেই যাপিত হয় এবং দিবাভাগের পরমায়ুঃ ধনার্থ চেষ্টা ও পরিবার পোষণে নষ্ট হইয়া থাকে। (৩) হে রাজন্! দেহ পুত্র কলত্র ইত্যাদি যে সকল পদার্থ আত্মার সৈন্য দেখিতেছ, ইহারা বস্তুতঃ মিথ্যা, এবং পিত্রাদির দৃষ্টান্তে ঐ সকল দেহাদির বিনাশ প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, তথাচ সংসারে প্রসক্ত ব্যক্তিরা ঐ সকল বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান করে না। (৪) কিন্তু যে ব্যক্তি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে তাহার পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ এবং ঈশ্বর হরির স্মরণ শ্রবণ কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (৫) স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা পূর্ব্বক আত্মানাত্মবিবেক এবং অষ্টাঙ্গ যোগ এতদুভয় দ্বারা যে নারায়ণ স্মরণ, এতাবন্মাত্রই পুরুষের জন্মের লাভ, পরন্তু অন্তে নারায়ণ স্মরণ পরম লাভ, তাহার মহিমা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। (৬) হে রাজন্! যে সকল মুনি বিধি-নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত, তাঁহারাও হরির গুণানুকীর্ত্তনে আমোদ করিয়া থাকেন। (৭)

মহারাজ! আমি তোমার নিকট যে পুরাণ কহিতেছি ইহা ভগবানের কথিত, ইহার নাম ভাগবত, এ অতি প্রধান পুরাণ, সর্ব্ব বেদের তুল্য, অতএব ইহা অতি অপূর্ব্ব। দ্বাপর যুগের প্রথমে আমার পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সকাশে আমি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। (৮) হে রাজন্! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য কিন্তু ভগবানের লীলা আমার চিত্তকে যেন আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতেই এই আখ্যান অধ্যয়ন করি। (৯) তুমি ভগবানের পরমভক্ত, তোমার নিকটে আমি এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহাতে যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে ভগবান্ মুকুন্দে তাহার অকৃত্রিম মতি হয়। (১০) হে নৃপ! হরির যে

নামানুকীর্ত্তন, ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষি পুরুষদিগের তত্তৎ ফলের সাধন এবং মুমুক্ষুদিগের পক্ষেও ইহাই মোক্ষ সাধন, অপর ইহাই জ্ঞানিদিগেরও জ্ঞানের ফল হয়, অতএব সাধক এবং সিদ্ধ, কাহারো পক্ষে এতদপেক্ষায় অন্য পরম শ্রেয়ঃ নাই। (১১) হে রাজন্! তোমার অত্যল্প পরমায়ুঃ অবশিষ্ট আছে ইহা মনে করিয়া ঔদাস্য করিও না। প্রমত্ত ব্যক্তির বহু২ বর্ষও অলক্ষিত রূপে গত হয়, তাহাতে কি ফল দর্শে? মুহূর্ত্ত কালও যদি এমত রূপে জ্ঞাত হয় যে ইহা বৃথা যাইতেছে তাহাও ভাল, কেননা তাহা জানিতে পারিয়াই শ্রেয়োনিমিত্ত যত্ন করিতে পারাযায়। (১২) মহারাজ! খট্টাঙ্গ নামে রাজর্ষি আপনার পরমায়ুর অবশিষ্ট পরিমাণ জানিতে পারিয়া মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরির শরণাগত হইয়াছিলেন। (১৩) তোমার এখনও সপ্তাহ কাল জীবন আছে, এতাবৎ কালে আপনার পারলৌকিক হিত স্বচ্ছন্দে সাধন করিতে পারিবে। (১৪) অন্তকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের কর্ত্তব্য মৃত্যু ভয় পরিহার পূর্ব্বক অনাসক্তি রূপ শস্ত্র দ্বারা দৈহিক সুখেচ্ছা এবং পুত্র কলত্রাদির প্রতি স্নেহবন্ধন ছেদন করে। (১৫) অপর গৃহে থাকিলে পুনর্ব্বার আসক্তির সম্ভাবনা, অতএব আগার হইতে বহির্গত হইয়া ধীর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম সম্পন্ন এবং পুণ্য তীর্থের জলে কৃতস্নান অর্থাৎ স্নানাদি নিয়মান্বিত হইয়া পবিত্র অথচ নির্জ্জন স্থানে বিধি পূর্ব্বক আসন বিরচন করিয়া অধ্যাসীন হওয়া উচিত। (১৬) ঐ রূপে অবস্থিত হইয়া অকার উকার এবং মকার এই তিন অক্ষরে গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর অর্থাৎ প্রণব মনে২ আবৃত্তি করিবেন, অর্থাৎ জপগর্ব্ভ প্রাণায়ামে তৎপর হইবেন। তদনন্তর ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব২ বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত ঐ ব্রহ্ম বীজ অর্থাৎ প্রণব বিস্মৃত না হইয়াই নিশ্বাস জয় পূর্ব্বক মনের সংযম করিবেন, (১৭) এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে তাহাদের স্ব২ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আনিবেন. আর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই আপনার সারথি করিবেন, অপর কর্ম্ম বাসনায় মনঃ যদি আকৃষ্ট হয় বুদ্ধিযোগে তাহাকে ভগবানের প্রতি ধারণ করিবেন। (১৮) অনন্তর ধ্যানপর হইয়া মনোদ্বারা এক২ অবয়ব চিন্তা করিবেন, কিন্তু ভগবানের সমগ্র রূপ হইতে কদাচ মনকে বিশ্লিষ্ট হইতে দিবেন না, তাহাতে ধারণা এবং ধ্যান উভয়ই সম্পন্ন হইবে কেননা আশ্রয় বিশেষে সামান্যতঃ চিত্ত স্থিরীকরণই ধারণা এবং অবয়ববিশেষের ভাবনাদ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনই ধ্যান। পরে মনকে বিষয় হইতে শূন্য করিয়া সমাধিস্থ করিবেন, তাহার পর আর কোন বিষয় স্মরণ করিবেন না। এইরূপে যাহাতে মন উপশান্ত হয় তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। (১৯) যদিস্যাৎ গুণ ক্ষোভ বশতঃ রজোগুণ দ্বারা মনঃ আক্ষিপ্ত অথবা তমোগুণে বিমূঢ় হয়, তাহা হইলে ধারণাদ্বারা তাহাকে শোধিত করা কর্ত্তব্য, কারণ ধারণাই রজঃ এবং তমোগুণ কৃত মল অপনয়ন করিতে সমর্থ। (২০) মহারাজ! ঐপ্রকার ধারণা করিলেই সুখস্বরূপ বিষয় দর্শনকারি যোগির ভক্তি স্বরূপ যোগ আশু সিদ্ধ হয়, অথাৎ ঐ বিষয়েই মনের প্রীতি জন্মে। (২১)

শুকদেব যে ধারণার কথা বলিলেন রাজা তাহার ইতিকর্ত্তব্যতার বিষয় জিজ্ঞাসা করণার্থ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! ধারণা যে প্রকারে করিতে হয় এবং তাহা যাহাতে প্রতিষ্ঠিতা থাকে, আর যাদৃশী হইলে পুরুষের মনের মলা আশু হরণ করে, এসকল বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। (২২)

শুকদেব কহিতে লাগিলেন আসন নিয়ম দ্বারা জিতাসন এবং প্রাণামায় দ্বারা জিতনিশ্বাস, তথা সকল ইন্দ্রিয়ের দমনকারী এবং সঙ্গরহিত হইয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক

ভগবানের স্থূল রূপেতে প্রথমতঃ মনঃ ধারণ করিতে হয়। (২৩) ভগবানের বিরাট দেহ স্থূল হইতে স্থূলতর। অতীত অনাগত এবং বর্ত্তমান কার্য্যমাত্র যাবৎ বিশ্ব, সমুদায় তাহা হইতেই প্রকাশ পায়। (২৪) ঐ ব্রহ্মাণ্ড রূপ বিরাট্ দেহ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব এই সপ্ত আবরণে আবৃত, কিন্তু ঐ দেহ ধারণার বিষয় হয় না, উহার মধ্যে যে ভগবান্ বিরাজ পুরুষ অর্থাৎ বিরাড়্ জীবের নিয়ন্তা আছেন তিনিই ধারণার বিষয়। (২৫) পাতাল সেই বিরাট মূর্ত্তির চরণের অধোভাগ, রসাতল তাঁহার চরণের অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগ, মহাতল তাঁহার চরণের গুল্‌ফদেশ এবং তলাতল তাঁহার দুই জঙ্ঘা। (২৬) অপর সুতল সেই বিশ্বমূর্ত্তির দুইটী জানু, এবং বিতল, ও অতল তাঁহার উরুদ্বয় অর্থাৎ দুই জানুর দুই অধোভাগ, মহীতল তাঁহার জঘন এবং নভোমণ্ডল অর্থাৎ ভুবর্লোক তাঁহার নাভি সরোবর। (২৭) আর জ্যোতিঃসমূহ অর্থাৎ স্বর্গ লোক তাঁহার উরঃস্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবা দেশ, জনোলোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক সহস্র শীর্ষ সেই বিরাট মূর্ত্তির শীর্ষ দেশ। (২৮) মহারাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর তেজোময়, এ প্রযুক্ত তাঁহারা ঐ বিশ্ব মূর্ত্তির বাহু, দিক্‌সকল তাঁহার কর্ণকুহর, শব্দ সকল তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয়, অশ্বিনী কুমারদ্বয় তাঁহার দুই নাসিকা, গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং দীপ্ত অনল তাঁহার মুখ। (২৯) অপর অন্তরীক্ষ তাঁহার চক্ষুর্গোলক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়, রাত্রি এবং দিবস তাঁহার চক্ষুর দুই পক্ষ্ম, ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূবিভঙ্গ, জল তাঁহার তালু অর্থাৎ রসনার অধিষ্ঠান এবং রস তাঁহার রসনেন্দ্রিয়। (৩০) অপিচ বেদসকল তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র, যম তাঁহার দংষ্ট্রা অর্থাৎ দন্তপংক্তি, পুত্রাদি স্নেহ লেশ তাঁহার দন্ত, লোকের উন্মাদজনক মায়া তাঁহার হাস্য, এবং অপর২ সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ। (৩১) আর ব্রীড়া তাঁহার উত্তর ওষ্ঠ, লোভ তাঁহার অধর, ধর্ম্ম তাঁহার স্তন, অধর্ম্মমার্গ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র, মিত্রাবরুণ তাঁহার দুই বৃষণ, সমুদ্র সকল তাঁহার কুক্ষিদেশ, এবং পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি। (৩২) হে নৃপেন্দ্র! নদীসকল সেই বিশ্বমূর্ত্তির নাড়ী, বৃক্ষ সকল তাঁহার লোম, অনন্তবীর্য্য বায়ু তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস, বয়ঃকাল তাঁহার গমন, এবং প্রাণিদের সংসার তাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রীড়া (৩৩) হে কুরুবর্য্য! মেঘ সকল তাঁহার কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার বসন, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, এবং প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা তাঁহার মনঃ, ঐ মনই সকল বিকারের কোষ অর্থাৎ আশ্রয়। (৩৪) মহারাজ! পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান শক্তিকেই তাঁহার মহত্তত্ত্ব বলেন, রুদ্রদেব তাঁহার অহঙ্কারতত্ত্ব, অশ্ব অশ্বতরী উষ্ট্র হস্তী ইত্যাদি তাঁহার নখ এবং সকল মৃগ পশু তাঁহার কটিদেশ। (৩৫) পক্ষি সকল তাঁহার বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য, স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার মনীষা, পুরুষ তাঁহার আশ্রয়স্থান, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণ অপ্সরোগণ তাঁহার স্বর স্মৃতি, এবং অসুর সৈন্য তাঁহার বীর্য্য। (৩৬) অপর ব্রাহ্মণ গণ তাঁহার আনন, ক্ষত্রিয় বৃন্দ তাঁহার বাহু, বৈশ্যজাতি তাঁহার উরু, এবং শূদ্র সমূহ তাঁহার চরণ। তিনি নানাবিধ নাম ধারি দেবগণে পরিবৃত, এবং হবিঃসাধ্য যাগ যজ্ঞাদি প্রয়োগ তাঁহারই কার্য্য। (৩৭) হে রাজন্! বিরাট্ মূর্ত্তির এই সমস্ত অবয়ব সংস্থান তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা স্ব২ বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের এই স্থূলতর শরীরেই মনোধারণ করিয়া থাকেন, কারণ, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। (৩৮) মহারাজ! স্বপ্নে যেমন কোন২ জীব কখন২ অনেক দেহ কল্পনা করিয়া সেই সকল দেহের ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সমস্ত দর্শন করে, তাহার ন্যায় সেই এক বিশ্বমূর্ত্তি ভগবান্

সকলের বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা সকলই অনুভব করেন এবং তিনিই সকলের অন্তরাত্মা। যোগী জন সেই সত্যস্বরূপ আনন্দ নিধান বিরাট পুরুষেই মনোধারণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, অন্যত্র আসক্ত হয়েন না, যেহেতু অন্যত্র আসক্ত হইলে সংসার দুর্নির্ব্বার হয়। (৩৯) ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্থূল ধারণা দ্বারা জিত মনকে সর্ব্ব সাক্ষি বিষ্ণুতে ধারণ করিবার কথা।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই প্রকার ধারণা দ্বারা ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে সৃষ্টির লয় সময়ে বিনষ্টা সৃষ্টিস্মৃতি পুনর্ব্বার লাভ করেন, তাহাতেই স্থিরমতি এবং অমোঘদৃষ্টি হইয়া এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্ব্বে যদ্রূপ ছিল তদ্রূপ সৃষ্টি করিতে তাঁহার সামর্থ্য হয়, অতএব ধারণার ফল সামান্য নহে, ইহাতে বিশ্ব সৃজন সামর্থ্যও হইতে পারে। (১) বেদের বর্ত্মই এই যে নিরর্থক স্বর্গাদি নাম সৃষ্টি করিয়া তত্তদ্বিষয়ের চিন্তায় বুদ্ধিকে ব্যাকুলিত করিয়া দেয়। পরন্তু সুখ বাসনায় শয়ান পুরুষ যেমন স্বপ্ন যোগে সুখ দর্শনমাত্র করে, বস্তুতঃ ভোগ করিতে পায় না, তাহার ন্যায় মায়াময় স্বর্গাদি পথে পরিভ্রমণকারি জন তত্তৎলোক প্রাপ্ত হইলেও পরমার্থতঃ নিরবদ্য সুখ লাভ করিতে পায় না। (২) অতএব নাম মাত্র ভোগ্য বিষয়ে আস্থা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে, যাবন্মাত্র ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে বুদ্ধিমান লোকে তাবন্মাত্রই গ্রহণ করিবেন, তাহাতেও আসক্ত হইবেন না এবং তাহা যে পরমার্থ সুখ নহে ইহা নিশ্চয় করিয়া রাখিবেন। আর দেহযাত্রা মাত্রার্থ বিষয় যদিস্যাৎ অন্য প্রকারে সিদ্ধ হয় তবে পুনশ্চ তদর্থ পরিশ্রম বৃথা বোধ করিয়া তাহার নিমিত্তও আর যত্ন করিবেন না। (৩) মহারাজ! দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অনেক বিষয় প্রকারান্তরে সিদ্ধ আছে, তদর্থ যত্ন করা নিরর্থক, দেখ, সুবিস্তীর্ণ ভূমি সর্ব্বত্রই সুলভ, ইহাতেই শয়ন হইতে পারে, তবে শয়নার্থ শয্যার চেষ্টায় প্রয়োজন কি? অপর স্বতঃ সিদ্ধ দুইটী বাহু রহিয়াছে, তাহাতে মস্তক রাখিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতে পারা যায়, তাহা থাকিতে অন্য বালিশের জন্য প্রয়াসের আবশ্যকতা কি? আর অঞ্জলি থাকিতে নানা প্রকার ভোজন পাত্র ও জলপাত্রাদি নিমিত্ত চেষ্টায় কার্য্য কি? এবং দিক্ ও বৃক্ষত্বক্ সর্ব্বত্রই অযত্ন সুলভ, এ সকল থাকিতে পট্টবস্ত্রাদির নিমিত্ত প্রয়াস কেন? (৪) যদিও দিগ্‌বাসাঃ হইলে শরীর নগ্ন থাকে এবং বল্কলাদিও বিনা যাচ্ঞায় প্রায় লভ্য হয় না, সত্য, তথাচ তদর্থ ধন দুর্ম্মদান্ধ লোকদিগের সেবা করা কেন? পথে কি জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষ সকল পরের পোষণ নিমিত্তই ফলাদি ধারণ করে, তাহাদের নিকট যাচ্ঞা করিলে তাহারা কি ভিক্ষা দেয় না? সকল স্থানের সকল সরিৎ কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সমুদয় পর্ব্বতেরই গুহা কি রুদ্ধ হইয়াছে? যদি এ সমস্ত বস্তু কদাচিৎ লভ্য না হয় তাহা হইলেও ভগবান্ হরি কি শরণাপন্ন লোকদিগকে রক্ষা করেন না? (৫) এইরূপ বিবেচনা দ্বারা বিষয়মাত্রে বিরক্ত হইয়া আপনার চিত্তে স্বতঃ সিদ্ধ আত্মার সেবা করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তাঁহাতেই মনোধারণ করা উচিত। তিনি সত্য, অন্য২ অনাত্ম পদার্থের তুল্য মিথ্যা নহেন, এবং উপাস্যের যত গুণ আবশ্যক, সমুদায়ে সুসম্পন্ন ও অনন্ত অর্থাৎ নিত্য স্বরূপ। তাঁহার প্রতি নিশ্চিতরূপে মনোধারণ করিলে তদনুভবানন্দে নিবৃত হইতে পারে

আর সংসারের হেতুরূপা অবিদ্যারও উপরতি হয়। (৬) পশু অর্থাৎ কর্ম্মজড় ব্যতিরেকে অন্য কোন্ লোক ঐ প্রকার ধারণায় অনাদর করিয়া বিষয় চিন্তা করিবে? বিষয় চিন্তায় রত হইলে সংসৃতি রূপ ভয়ানক বৈতরণী অর্থাৎ যম দ্বারস্থ নদীতে পড়িয়া স্ব২ কর্ম্ম জন্য আধ্যাত্মিকাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, ইহা দেখিলে কোন ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে না। (৭)

কোন২ লোকে স্ব২ দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয় আছে তন্মধ্যস্থ স্থানে বাসকারি প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন, সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজমান. (৮) তাঁহার বদন অতিশয় প্রসন্ন, নয়ন নলিন তুল্য প্রফুল্ল এবং আয়ত, বসন কদম্ব কুসুমের কেশরের ন্যায় পীতবর্ণ, এবং কিরীট ও কুণ্ডল মহার্হ রত্নে দেদীপ্যমান। (৯) তাঁহার দুইটী পদপল্লব যোগিগণ স্ব২ হৃৎপদ্মের কর্ণিকারূপ আলয়ে সংস্থাপিত করিয়া সতত চিন্তা করেন এবং তিনি শ্রীরূপ চিহ্নে চিহ্নিত, কৌস্তুভমণি ও অন্যান্য রত্ন তাঁহার গ্রীবাদেশে শোভমান, এবং গলদেশ পরমশোভাশালিনী বনমালায় বেষ্টিত, (১০) অপর তাঁহার সকল অবয়ব মেখলা অঙ্গুরী এবং নূপুর কঙ্কণাদি মহামূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, আর তাঁহার বদন ঈষৎ কুঞ্চিত স্নিগ্ধ নির্ম্মল নীলবর্ণ কুন্তলে অতিশয় শোভমান এবং হাস্যদ্বারা পরম রমণীয়। (১১) তাঁহার উদার লীলা হাস্য সহিত কটাক্ষ পাতে চমৎকার ভ্রূভঙ্গি দেদীপ্যমানা হয়, তাহাতেই অনুগ্রহ চিহ্ন প্রকাশ পায়, অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত ধারণায় মনঃ থাকিতে পারে তাবৎ সেই চিন্তাময় ঈশ্বরেরই চিন্তা করিবেক। (১২) তাঁহার এক২টী অঙ্গ অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হইবেক, পাদ গুল্ফাদি যে২ অবয়ব অযত্নতঃ স্ফুরিত হয় সে সকলে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পর পর জঙ্ঘা জানু প্রভৃতির চিন্তা করিবে, তাহাতেই বুদ্ধি নিশ্চলা হইবে। (১৩) এই রূপে যাবৎ পরাবর এবং দ্রষ্টাস্বরূপ বিশ্বেশ্বরে প্রেমলক্ষণা ভক্তি না জন্মে তাবৎ পর্য্যন্ত আবশ্যক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর তাঁহার স্থূলতর রূপের স্মরণ করিবেক। (১৪)

হে রাজন্! ঐরূপে যোগকারী ব্যক্তি যদি স্বয়ং দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে দেশ এবং কালের প্রতি মনোযোগ না করিয়া, অর্থাৎ দেশ কাল যোগসিদ্ধির কারণ নহে, এই রূপ নিশ্চয় করিয়া, সুখকর আসনে অধ্যাসন পূর্ব্বক মনোদ্বারা প্রাণ জয় করত প্রাণায়াম করিবেন। (১৫) অনন্তর নির্ম্মল বুদ্ধিযোগে মনের নিয়ম করিয়া সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টাতে বিলীন করিবেন, পরে ক্ষেত্রজ্ঞকে শুদ্ধ আত্মায় লয় করিয়া সেই শুদ্ধ আত্মাকে পর ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিবেন, তাহার পরেই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃত্য হইতে বিরত হইবেন। (১৬) সেই অবস্থায় দেবগণের পরম প্রভু কালও তাঁহার কিছু করিতে সমর্থ হয় না, দেবতারা কোথায় আছেন? অপর দেবগণ জগতের ঈশ্বর, তাঁহারা যদিস্যাৎ কিছু করিতে না পারিলেন তবে তাঁহাদের অধীন প্রাণিদিগের তো কথাই নাই, অর্থাৎ তাহারাও কিছুই করিতে পারেনা। ফলতঃ আত্মস্বরূপ হইলে আর অন্যের প্রভুত্ব সম্ভাবনা কি? তদবস্থায় সত্ব রজঃ অথবা তমঃ কিছুই থাকে না, এবং প্রকৃতি অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি জগৎ কারণ সকলও আর তাঁহার সৃষ্ট্যাদিতে প্রভু হয় না। (১৭) ঐ যোগী আত্মব্যতিরিক্ত বস্তু মাত্রকে "ইহা নহে, ইহা নহে" এই রূপ বিবেচনা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করাতে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে বিষ্ণুর পদকেই

হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গন করেন, তাহাতে তৎকালে অন্যত্র স্নেহ থাকে না, অতএব পণ্ডিতেরা সেই বিষ্ণুর পদকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, ফলে তদবস্থায় কোন প্রকার উপাধি সম্বন্ধ থাকে না। (১৮)

এই রূপে বিশ্বকে ব্রহ্মস্বরূপে ভাবনা করিয়া ঐ মুনি ক্রমে২ উপরত হইবেন। শাস্ত্রালোচনাদ্বারা তাঁহার যে জ্ঞান জন্মিবে তাহার প্রভাবে বিষয় বাসনা সকল নষ্ট হইয়া যাইবে। তাঁহার দেহত্যাগ প্রায় এই প্রকারে হয়, যথা তিনি আপনার পাদমূলদ্বারা মূলাধার অর্থাৎ গুহ্য রন্ধ্র নিরোধ করিয়া অশ্রান্তভাবে নাভিইত্যাদি ছয় স্থানে প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে নীত করেন। (১৯) অনন্তর নাভিদেশে মণিপূরক চক্রে অবস্থিত প্রাণ বায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে লইয়া যান, পরে ঐ স্থান হইতে উদান বায়ুর গতিক্রমে তাহাকে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ কণ্ঠদেশের অধোভাগে স্থিত বিশুদ্ধচক্রে নীত করেন, তাহার পর জিতচিত্ত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে আপনার তালুমূলে অর্থাৎ ঐ বিশুদ্ধাখ্য চক্রের অগ্রভাগে অল্পে২ লইয়া যান। (২০) তদনন্তর প্রাণের সপ্তমার্গ যে শ্রোত্রদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় নাসিকাদ্বয় এবং মুখ, তাহা নিরোধ পূর্ব্বক ঐ বিশুদ্ধচক্রের অগ্রভাগ হইতে প্রাণবায়ুকে লইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করেন। তৎপরে যদি একেবারে অনপেক্ষ হন, অর্থাৎ কোন প্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহা হইলে ঐ স্থানে অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত থাকিয়া পরব্রহ্ম গত হওত ঐ প্রাণকে ব্রহ্ম রন্ধ্রে নীত করিবেন, তাহার পরেই ব্রহ্মরন্ধ্র নির্ভেদ করিয়া প্রয়াণ সময়ে দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ করিবেন। (২১)

কিন্তু যদি সদ্যো মুক্তি লাভের বাসনা না থাকে, অর্থাৎ যদি ব্রহ্মপদ অথবা সিদ্ধগণের বিহারস্থান কিম্বা অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য অথবা সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহ ত্যাগ সময়ে মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ না করিয়া তত্তল্লোক ভোগার্থ ঐ সকল সহিত প্রাণ বায়ুর নির্গম করিতে হইবে। (২২) কর্ম্মগতির তুল্য যোগের গতি পরিচ্ছিন্না নহে, বায়ুর মধ্যে যোগিদিগের লিঙ্গ শরীর থাকে, তাহাতে ত্রিলোকীর অন্তরে এবং বহির্ভাগে তাঁহাদের গমনাগমন হইতে পারে, অতএব তাঁহারা উপাসনা, ভগবদ্ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সমাধি করিয়া যে গতি প্রাপ্ত হয়েন কর্ম্মিরা কেবল কর্ম্ম দ্বারা সেই গতি পাইতে পারেন না। (২৩) যে সকল কর্ম্মী যাগযজ্ঞাদি করেন, তাঁহারা দেহান্তে আকাশ পথে গমন করত প্রথমে জ্যোতির্ম্ময়ী সুসুম্না নাড়ী যোগে অগ্ন্যভিমানিনী দেবতার নিকট যান, তথায় তাঁহাদের পাপ সকল ক্ষালিত হয় তাহার পরে উপরি স্থিত হরি সম্বন্ধীয় শিশুমারাকার জ্যোতিশ্চক্র যাহা তারকারূপে নারায়ণের অধিষ্ঠান স্থান, তাহা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ঐ চক্রস্থ আদিত্যাদি ধ্রুবান্ত পদ সকল প্রাপ্ত হন। (২৪) তদনন্তর বিশ্বের গতির স্বরূপ সেই বিষ্ণু সম্বন্ধি চক্র নির্ম্মল লিঙ্গ শরীর দ্বারা অতিক্রমণ করিয়া অন্যের নমস্কৃত ব্রহ্মবেত্তাদের স্থান যে মহর্লোক, যেখানে কল্পায়ুঃ ভৃগু প্রভৃতি বিহার করিতেছেন, তাহা প্রাপ্ত হন। (২৫) অনন্তর কল্পান্ত সময়ে যখন অনন্ত বিষ্ণুর বদনানল দ্বারা ত্রৈলোক্য দগ্ধ হয় তখন ঐ স্থানেও উষ্মা প্রাপ্ত হওয়াতে তথা হইতে নির্গত হইয়া পরমেষ্ঠিপদে অর্থাৎ ব্রহ্ম লোকে গমন করেন, ঐ স্থান দুই পরার্দ্ধ পরিমিত কাল স্থায়ি, সেখানে সিদ্ধেশ্বর গণের সেবিত ভূরি২ বিমান আছে। (২৬) সেই স্থানে চিত্তহেতু যে দুঃখ, তন্মাত্র ব্যতিরেকে শোক জরা মৃত্যু দুঃখ ভয় কিছুই নাই। চিত্তহেতু দুঃখ এই প্রকারে হয়, যথা ভগবানের

ধ্যান না জানাতে প্রাণিদিগের দুরন্ত দুঃখ দায়ক জন্ম অবলোকন করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপা জন্মে। (২৭)

যে সকল ব্যক্তি উক্ত প্রকারে ব্রহ্মলোক গত হয়েন তাঁহাদের তিন প্রকার গতি হয়, যথা—যাঁহারা পুণ্যোৎকর্ষ বশতঃ সে স্থানে গমন করেন তাঁহারা কল্পান্তরে পুণ্যের তারতম্য বশতঃ অন্যান্য স্থানের অধিকারী হন, যাঁহারা হিরণ্য গর্ব্ভাদির উপাসনা বলে তত্তৎস্থান প্রাপ্ত হন তাঁহাদের ব্রহ্মার সহিত মুক্তি হয়, যাঁহারা ভগবানের উপাসক, তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈষ্ণবলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ স্থলে ভগবদ্ভক্তেরই প্রস্তাব হইয়াছে অতএব তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ প্রকার কহি, প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ আবরণে আবৃত, তাহা বলিতেছি, অবধান কর। প্রকৃতি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা হইলে তাহার কোন অংশ দ্বারা মহত্তত্ত্ব হয়, মহত্তত্ত্বের অংশে অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার অংশে শব্দ তন্মাত্র দ্বারা আকাশ, তাহার অংশে স্পর্শ তন্মাত্র দ্বারা বায়ু, তাহার অংশে রূপ তন্মাত্র দ্বারা তেজঃ, তাহার অংশে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী। ঐ সকল মিলিত হইয়া চতুর্দশ ভুবন স্বরূপ বিরাট দেহ হয়। সেই বিরাট শরীর পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিশাল, পৃথিবী তাহার প্রথমাবরণ, তাহার পরে জল প্রভৃতির অপরিণত অংশ উত্তরোত্তর দ্বিতীয়াদি আবরণ, প্রকৃতি অষ্টম আবরণ। এতন্মধ্যে পৃথিবী রূপ আবরণ ভেদের প্রকার এই—লিঙ্গদেহের দ্বারা পৃথিবী স্বরূপ হইয়া নির্ভয়ে অর্থাৎ কিরূপে যাইব এই শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ পৃথিবী রূপেই তাহার অব্যবহিত জল, এবং তাহারপর অনল স্বরূপ হয়েন। তদনন্তর সেই জ্যোতির্ময় রূপেই বায়ুরূপতা প্রাপ্ত হন, তাহার পরে ঐ বায়ু স্বরূপে বৃহৎ আত্মার লিঙ্গ যে আকাশ, তাহার স্বরূপ হয়েন। (২৮)

তদনন্তর ঐ যোগী ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ, রসনা দ্বারা রস, চক্ষুর্দ্বারা রূপ, ত্বচ্ দ্বারা স্পর্শ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল দ্বারা সেই২ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় হইতে পারে তত্তাবতকেও ঐ২ প্রকারে অতিক্রম করেন। (২৯) তাহার পরে তিনি স্থূলভূত সূক্ষ্মভূত এবং ইন্দ্রিয় সকলের লয় স্থান তথা মনোময় ও দেবময় যে অহঙ্কার, তাহা প্রাপ্ত হইয়া গমন ক্রমে সেই অহঙ্কারের সহিত বিজ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তদনন্তর গুণ সকলের লয় স্থান যে প্রধান, তাহা প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ভূত অতিক্রমণের পর আবরণ স্বরূপ অহঙ্কারতত্ত্বে, তদনন্তর মহত্তত্ত্বে, তাহার পরে প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়েন। (৩০) তাহার পর প্রকৃতি স্বরূপে আনন্দময় হইয়া উপাধি সকলের অবসান হওয়াতে পরম আনন্দস্বরূপ অবিকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। হে রাজন্! যে যোগী এই প্রকারে ভগবৎ সম্বন্ধিনী গতি প্রাপ্ত হন তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। (৩১)

হে রাজন্! ঐ যে দুই গতির অর্থাৎ সদ্যোমুক্তির এবং ক্রমমুক্তির প্রকার কহিলাম উহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে, ঐ দুই নিত্য, এবং বেদে উক্ত আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ দুই গতির বিবরণ বলিয়াছিলেন। (৩২) হে রাজন্! সংসারি পুরুষের মোক্ষ প্রাপ্তির পথ অনেক আছে সত্য কিন্তু ঐ দুই বর্ত্ম অপেক্ষা সমীচীন সুখরূপ নির্বিঘ্ন পথ অন্য নাই, কারণ উহাতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি যোগ হয়। (৩৩)

হে রাজন্! ব্রহ্মা সমগ্র বেদ তিন বার বিচার করিয়া কিসে ভগবান্ হরিতে

রতি হইতে পারে ইহা একাগ্র চিত্তে চিন্তা করত বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন। (৩৪) মহারাজ! অনুভূত পদার্থেই রতি হইতে পারে অননুভূত ভগবানে কি প্রকারে রতি হইবে এস্থলে এমত আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু দৃশ্য বুদ্ধ্যাদি লক্ষণ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অন্তর্যামিত্ব রূপে ভগবান্ হরি সকল প্রাণিতেই দৃষ্ট হইতে পারেন অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দর্শন দ্রষ্টাব্যতিরেকে ঘটিতে পারে না, এই অনুমানে স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন ইহা অনুভব সিদ্ধ হয়। (৩৫) অতএব সর্ব্বাত্ম দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবান্ হরির শ্রবণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ করা কর্ত্তব্য। (৩৬) ভগবান্ হরি সাধুজনের আত্মার প্রকাশক, তাঁহার কথারূপ অমৃত কর্ণ পুটে স্থাপন করিয়া যে সকল ব্যক্তি পান করেন তাঁহাদের আশয় বিষয় দ্বারা দূষিত হইলেও তাঁহারা তাহা শুদ্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হয়েন। (৩৭) ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়া রাজার তদ্ভক্ত্যুদ্রেক এবং তৎকর্ম্ম শ্রবণে আদর।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই বলিলাম, অর্থাৎ দৈবযোগে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত যে সকল জীব তন্মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহাদের মধ্যেও যাহারা মুমূর্ষু, তাহাদিগের হরিকথা শ্রবণাদিই বিহিত। (১) মহারাজ! লোকেরা ভিন্ন২ কামনায় ভিন্ন২ দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে, যথা—যে ব্যক্তির ব্রহ্ম তেজে কামনা, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার অর্চ্চনা করেন। ইন্দ্রিয়ের পটুতার্থ যাঁহার কামনা, ইন্দ্রের পূজায় তাঁহার বিজাতীয় আস্থা। প্রজাকাম পুরুষ দক্ষাদি প্রজাপতির আরাধনায় রত। (২) অপর শ্রীকাম লোকে দুর্গা দেবীর, তেজস্কাম মনুষ্য অগ্নির, ধনকাম ব্যক্তি বসুগণের এবং বীর্য্যকাম জন রুদ্রগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। (৩) তথা ভক্ষ্যভোজ্যকামী মানব অদিতির, স্বর্গকাম পুরুষ দ্বাদশ আদিত্যের, রাজ্যার্থী লোকে বিশ্বদেবগণের এবং দেশস্থ প্রজার স্বাধীনতা অভিলাষী জন সাধ্যগণের অর্চ্চনায় আমোদিত হয়েন। (৪) কেহ২ আয়ুষ্কাম হইয়া অশ্বিনীকুমারকে, কেহ বা পুষ্টিকামনায় পৃথ্বীকে, অপরে স্বস্থান হইতে অপ্রচ্যুতি কামনা করিয়া ভূমি ও আকাশকে পূজা করে। (৫) অপর যে ব্যক্তি রূপার্থী, তিনি গন্ধর্ব্বদিগের যজ্ঞ করেন এবং স্ত্রীকাম পুরুষ উর্ব্বশী অপ্সরার অর্চ্চনায় রত হন, আর সকলের উপর আধিপত্য করিতে যাঁহার বাসনা তিনি ব্রহ্মার উপাসনায় আস্থা করেন। (৬) অপিচ, যশস্কাম পুরুষ যজ্ঞাধিপতি বিষ্ণুর যজ্ঞ করেন, ধনসঞ্চয়ার্থী জন বরুণের উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং বিদ্যাকাম ব্যক্তি শিবের ও স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রণয়ার্থী পুরুষ উমা দেবীর পূজা করেন। (৭) অপর ধর্ম্মকাম পুরুষ উত্তম শ্লোকসংজ্ঞক বিষ্ণুর যজ্ঞ, সন্তান বৃদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষী জনে পিতৃযজ্ঞ, রক্ষাকাম লোকে যক্ষ যজ্ঞ, বলকাম ব্যক্তি মরুদ্গণের যজ্ঞ করিতে অনুরাগী হইয়া থাকেন। (৮) অপিচ রাজত্বকামী জন মন্বন্তরের অধিপতিদিগের, শত্রুর মরণ কামী পুরুষে রাক্ষসের এবং ভোগাভিলাষী নর সোম দেবের উপাসনা করে। কিন্তু যে ব্যক্তির কোন কামনা নাই, তিনি পরম পুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনায় মগ্ন থাকেন। (৯) পরন্তু মহারাজ যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তাঁহার কোন কামনা নাই থাকুক, অথবা সকল

বিষয়েই অভিলাষ থাকুক, কিম্বা মোক্ষে স্পৃহা হউক, তিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে নিরুপাধি পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরেরই উপাসনায় আসক্ত হন। (১০)

হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করেন তাঁহাদের যদিস্যাৎ তত্তদ্দেবতার উপাসনা সময়ে ভগবদ্ভক্ত জন সঙ্গ দ্বারা ভগবানে অচলা ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাই তাঁহাদিগের পরম পুরুষার্থ লাভ, তদ্ভিন্ন সকলি জঘন্য। (১১)

মহারাজ! হরিকথা রতির গুণানুবাদ কি করিব? হরিকথা শ্রবণ করিতেং এবম্বিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে তাহাতে রাগাদি চক্র একেবারে উপশান্ত হইয়া যায় এবং আত্মা প্রসন্ন হন, অপর হরি কথা শুনিলে বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, এই কারণেই তাহাকে সাক্ষাৎ কৈবল্য স্বরূপ পথ অথবা ভক্তিযোগ কহা গিয়া থাকে! সেই হরি-কথাতে কোন্ ব্যক্তি রতি না করিবেক? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অন্যত্র শ্রবণ সুখে নির্বৃত হয় নাই তাহার ইহাতে আসক্তি না হইবার বিষয় কি? (১২)

অনন্তর শৌনক মুনি সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন সূত! রাজা পরীক্ষিত এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মদর্শি এবং বেদপারগ সেই যোগিকে আর কোন্২ বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলেন? (১৩) হে বিদ্বন্! আমাদের তাহা শুনিতে অতিশয় অভিলাষ হইতেছে, তাহাও বলিতে যোগ্য হও। হে সূত! যে২ কথার হরিকথাই উত্তর ফল, সেই সকল কথাই ভগবদ্ভক্ত লোকদিগের সভাতে হইয়া থাকে। (১৪) সেই মহারথ পাণ্ডবেয় রাজা বালক, ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করিতে২ হরিসেবা রূপ ক্রীড়া স্বীকার করিয়াছিলেন (১৫) এবং ভগবান্ শুকদেবও বাসুদেব পরায়ণ ছিলেন অতএব তাঁহারা দুই জনই সাধু, সাধুদিগের সমাগমে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের গুণ দ্বারা উদারা কথাই হইয়া থাকিবে। (১৬) সূত! দিবাকর অহরহ উদয় এবং অস্ত প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকেরই পরমায়ুঃ বৃথা হরণ করিতেছেন, কেবল যে ব্যক্তি হরিকথায় সময় যাপন করেন তাহারই আয়ুঃ বৃথা নষ্ট হয় না, অতএব আমাদের জীবন কাল বৃথা ক্ষেপণ হয়, তুমি হরিকথা শুনাইয়া সফল কর। (১৭) সূত! কেবল জীবন ধারণ অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস কিম্বা আহার বিহার আয়ুর ফল নহে, তাহা হইলে তরু সকল কি জীবন ধারণ করে না? ভস্ত্রা হইতেও কি শ্বাস ত্যাগ হয় না? পশুগণ কি গ্রামেতে তৃণ ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ করে না? তাহাদের জীবনে কি ফল দর্শিয়া থাকে? (১৮) অপিচ শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথে কখন প্রবিষ্ট না হয় পণ্ডিতেরা তাহাকে কুক্কুর বিড়্বরাহ উষ্ট্র অথবা গর্দ্দভের সদৃশ বলিয়াই নিরূপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিতান্ত অবজ্ঞাস্পদ এপ্রযুক্ত কুক্কুর তুল্য, জঘন্য বিষয়া-সক্ততা হেতু বিড়্বরাহের সদৃশ, কণ্টকবৎ দুঃখ বিষয়ে রত একারণ উষ্ট্রের সমান, এবং পরার্থে ভারবাহী এইহেতু গর্দ্দভ তুল্য। (১৯) অপর যে নর শ্রীকৃষ্ণের বিক্রমাখ্যান শ্রবণ না করে তাহার দুইটী কর্ণপুট বৃথা রন্ধ্রমাত্র, আর যে জন মহাযশাঃ ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেকজিহ্বার তুল্য। (২০) সূত! যে উত্তমাঙ্গ মুকুন্দে প্রণত না হয় তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভারমাত্র, আর যে দুই কর হরির সপর্য্যা না করে তাহাতে কাঞ্চন কঙ্কণ দেদীপ্যমান থাকিলেও সে দুই কর মৃতকের কর তুল্য। (২১) অপিচ যে দুই নয়ন ভগ-বানের মূর্ত্তি অবলোকন না করে তাহা ময়ূর পুচ্ছের সদৃশ দেখিতেই সুদৃশ্যমাত্র, বস্তুতঃ

অপদার্থ, আর যে দুই চরণ হরির ক্ষেত্রে ভ্রমণ না করে তাহারা বৃক্ষতুল্য জন্ম মাত্র লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষমূল তুল্য চরণের কার্য্যে বিহীন। (২২) অপর হে সূত! যে মনুষ্য কখন ভগবদ্ভক্ত জনের চরণ রেণু ধারণ না করে সে জীবন্মৃত অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই শবতুল্য, অপিচ যে জন বিষ্ণুর পদলগ্ন তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয় সে নিশ্বাস সত্ত্বেও মৃত কলেবর স্বরূপ। (২৩) হে সূত হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং বিকার হইলেও যদি নয়নে অশ্রু এবং শরীরে রোমাঞ্চ না হয় তবে সে হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন। (২৪) অহে সূত! তুমি আমাদিগের মনের অনুকূল কথাই বলিতেছ, আত্মবিদ্যাবিশারদ ভগবান্ শুকদেব জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজা পরীক্ষিতের প্রতি যাহা২ কহিয়াছিলেন তাহা সমুদায় আমাদিগকে বল। ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

সৃষ্ট্যাদি হরি চেষ্টিত বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন, এবং ব্রহ্ম নারদ সংবাদ কথন দ্বারা তদুত্তর দানার্থ শুকদেবের মঙ্গলাচরণ।

সূত কহিতে লাগিলেন হে মহর্ষিগণ শুকদেবের এই প্রকার আত্মতত্ত্ব নিশ্চায়ক বচন শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণেতেই আপনার সতী মতি সমর্পণ করিলেন। (১) আর আপনার দেহ পুত্র কলত্র গৃহ গজাদি পশু এবং ধন ও স্বজনে তথা সমস্ত রাজ্যে যে দৃঢ়তর মমতা ছিল তাহা বিসর্জ্জন দিলেন। (২) হে বিপ্রবৃন্দ! আপনারা আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহামতি সেই ভূপতি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণার্থ শ্রদ্ধাশালী হইয়া এই বিষয়ই যোগিবর শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন। (৩) তিনি আপনার মৃত্যু অবগত হইয়া ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রধান কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ বাসুদেবে প্রেম লক্ষণা ভক্তি করিয়া তাঁহার আত্মীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (৪)

রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে বলিয়াছিলেন হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি বলিতে বলিতেই আমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইল, অতএব আপনকার এই সকল কথা পরমোৎকৃষ্ট। (৫) হে যোগিবর! ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা যে প্রকারে এই বিশ্বের সৃজন করেন তদ্বিষয় পুনর্ব্বার অবগত হইতে বাসনা করি, বোধ করি, ইহা অতি দুর্জ্ঞেয়, অধীশ্বরেরাও তর্ক করিয়া ইহার নির্ণয় করিতে পারেন না। (৬) হে ব্রহ্মন্! বহুশক্তিশালী পরম পুরুষ ভগবান্ যে শক্তি অবলম্বন করিয়া যে প্রকারে এই জগতের পালন ও পুনশ্চ সংহার করিতেছেন এবং ক্রীড়া কারি ব্যক্তি যদ্রূপ ক্রীড়া করে তাহার ন্যায় আপনাকে ব্রহ্মাদিরূপে ক্রীড়া করাইয়া যে প্রকারে বিবিধাকার গ্রহণ করেন, এসমস্ত কহিতে আজ্ঞা হউক, অদ্ভুতকর্ম্মা হরির চরিত্র অতিশয় আশ্চর্য্য, কবিগণও তর্কদ্বারা তাহা স্থির করিতে পারেন না। (৭) হে যোগিন্! সেই এক ভগবান্ পুরুষরূপে একেবারে অথবা ব্রহ্মাদি অবতার দ্বারা ক্রমে২ ভূরি২ কর্ম্ম করত কি প্রকারে প্রকৃতির গুণ সকল গ্রহণ করেন (৮) এ বিষয়ে আমার মহা সন্দেহ আছে, আপনি বিচার দ্বারা শব্দ ব্রহ্মে এবং অনুভব দ্বারা পরব্রহ্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, এ বিষয় যথাতত্ত্ব কহিতে আজ্ঞা হউক। (৯)

সূত কহিলেন রাজা পরীক্ষিত হরির গুণানুকথনের নিমিত্ত এই প্রকার প্রার্থনা করিলে যোগীবর শুকদেব ভগবানের স্মরণ করিয়া দেবতা এবং গুরুকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে প্রতিবচন দিবার উপক্রম করিলেন। (১০)

শুকদেব কহিলেন। সর্ব্বোত্তম সেই পুরুষকে নমস্কার, তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা নাই, এই প্রপঞ্চরূপ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিষয়ে কারণ স্বরূপ যে লীলা, তাহা দ্বারা তিনিই ব্রহ্মাদি রূপে রজঃ প্রভৃতি শক্তিত্রয় গ্রহণ করেন এবং তিনিই সকল দেহির অন্তর্যামী অতএব তাঁহার বর্ত্ম লক্ষ্য হয় না। (১১) তিনি বিচিত্র ফল দাতা, তাঁহাকে পুনর্ব্বার নমস্কার, তাঁহা হইতে সাধুজনের দুঃখ দূরীভূত হয় এবং তিনিই অধার্ম্মিক লোকের অনুদ্ভবের কারণ, অপর প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই সমগ্র সত্ত্ব তাঁহারই মূর্ত্তি। তিনিই আত্মনিষ্ঠারূপ পারমহংস্য আশ্রমে অবস্থিত পুরুষের পুনঃ২ অন্বেষণীয় আত্মতত্ত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। (১২) অপর তিনিই ভক্তগণের পালক এবং ভক্তিহীন লোকের দুর্জ্ঞেয়, আর তিনিই নিরতিশয় ও অনুপম ঐশ্বর্য্য দ্বারা স্বস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার। (১৩)

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার গুণ শ্রবণ, যাঁহার পূজন সদ্যই লোকের কলুষ বিনাশ করে, তাঁহার যশঃ পরম মঙ্গল স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। (১৪) যাঁহার চরণদ্বয় সেবা করিয়া বিবেকি পুরুষেরা ইহ কালে এবং পরকালে মনের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মগতি প্রাপ্ত হন, সেই সুমঙ্গল যশঃশালি ভগবানের প্রতি পুনঃ২ নমস্কার। (১৫) তপঃশীল অথবা দানশীল কিম্বা যোগশীল অথবা জপশীল কোন ব্যক্তি যাঁহাতে আপনার দানাদি কর্ম্ম সমর্পণ না করিলে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়েন না, সেই সুমঙ্গল যশঃশালি ভগবানকে নমস্কার নমস্কার (১৬) কিরাত হূন অন্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশ এবং আভীর শুহ্ম যবন তথা খশ প্রভৃতি যে সকল পাপজাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালি সেই ভগবানকে নমস্কার। (১৭) সেই ভগবানই ধীর পুরুষদিগের আত্মা অর্থাৎ আত্মত্বরূপে উপাস্য, এবং তিনিই বেদময়, ধর্ম্মময়, তথা তপোময়, অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী দ্বারা তিনিই উপাস্য, অকপট ভক্ত ব্রহ্ম শঙ্করাদিও সাশ্চর্য্য চিত্তে তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করেন, অতএব তিনি সকলেরই উপাস্য, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (১৮) অপিচ তিনি শ্রীর পতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি, বুদ্ধির পতি, লোকের পতি, পৃথিবীর পতি, এবং অন্ধক বৃষ্ণি ও ভক্তগণের সকল আপদ্ সময়ে রক্ষক এবং পতি, অপর সাধুজনের পতি, সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (১৯) যাঁহার চরণ দ্বয়ের ধ্যান রূপ সমাধিতে বুদ্ধি শোধিত করিয়া জ্ঞানি গণ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে পান্ এবং পণ্ডিতেরা স্ব২ রুচ্যনুসারে যাঁহাকে সগুণ নির্গুণ কহিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (২০) কল্পাদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্ট্যাদি বিষয়ক স্মৃতি বিস্তার করিতে২ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিতা সতী সরস্বতী যাঁহার বদন হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন, জ্ঞান প্রদাতৃগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (২১) যে বিভু মহাভূত দ্বারা এই সকল পুর অর্থাৎ শরীর সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিত্বরূপে এ সমুদায়ের মধ্যে বসতি করিতেছেন অতএব যাঁহার নাম পুরুষ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, এবং যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ মহাভূত স্বরূপ ষোড়শ কলার প্রকাশক হইয়া তাহাদের পালন করিতেছেন, তিনি আমার বাক্যসকল অলঙ্কৃত করুন, অর্থাৎ আমার বাক্য

যাহাতে শ্রোতৃজনের আহ্লাদ জনক হইতে পারে এবম্প্রকারে ইহার শৃঙ্গার করুণাদি শোভা বিস্তার করুন। (২২)

অপর সেই ভগবান্ বাসুদেবস্বরূপ বেদব্যাসকেও নমস্কার, ভক্তজন তাঁহারই বদনারবিন্দের মকরন্দ স্বরূপ জ্ঞানময় আসব পান করিয়াছিলেন। (২৩)

অনন্তর রাজাকে সম্বোধন করত বলিলেন হে রাজন্! পূর্ব্বে নারদ ব্রহ্মাকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে সাক্ষাৎ হরি যাহা বলেন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই কথাই নারদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (২৪) ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদের জিজ্ঞাসায় ব্রহ্মার সৃষ্ট্যাদি তথা হরিলীলা এবং বিরাট্ সৃষ্টি কথন।

দেবর্ষি নারদ স্তুতি পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন হে দেবদেব! হে ভূতভাবন! হে পূর্ব্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মন্! যাহাতে আত্মতত্ত্ব দৃশ্য হয় সেই জ্ঞানসাধন বস্তু বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিতে আজ্ঞা হউক। (১) হে প্রভো! এই বিশ্ব যে রূপে প্রকাশ পায়, যাহা আশ্রয় করিয়া আছে, যাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, যাহাতে লীন হয়, যাহার অধীন, এবং স্বয়ং যৎস্বরূপ অর্থাৎ আপনা হইতে হইয়াছে, কি, কারণ স্বরূপ অন্য কাহা হইতেও হইয়াছে, এ সমস্ত বিষয়ের যাথার্থ্য যথার্থরূপে বলুন। (২) হে প্রভো! সমুদায়ই আপনকার বিদিত আছে, কেননা যাহা জন্মিয়াছে, যাহা জন্মিবেক, যাহা জন্মিতেছে, সকলেরই আপনি প্রভু, অতএব এই বিশ্ব করতলস্থিত আমলকী ফলের তুল্য আপনকার বিশিষ্ট জ্ঞানে নিশ্চিত আছে, জানি না এমত কহিতে পারিবেন না। (৩) হে ব্রহ্মন্! আপনিই স্বাধীন পরমেশ্বর, আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান ছিল, কিন্তু আপনাকে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত দেখাতে আপনকার উপরেও কেহ আছেন এমত আশঙ্কা জন্মিল, অতএব জিজ্ঞাসা করি কোন্ ব্যক্তি আপনকার বিজ্ঞানদাতা? আপনি কি আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং কাহার অধীন, আর আপনকার স্বরূপই বা কি? আপনি অসহায়, একাকী আপনার মায়া বলে ভূত করণক ভূতসকলের সৃষ্টি করেন ইহাই তো জ্ঞাত ছিল, ইহাই কি যথার্থ? (৪) হে ব্রহ্মন্! যেমন ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা আপনার শক্তি অবষ্টম্ভ করিয়া অক্লেশে তন্তু নির্ম্মাণ করে তাহার ন্যায় আপনি আপনার শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে বিকৃত না করিয়া অক্ষোভে সেই সকল ভূতকে আত্মাতেই পালন করিয়া থাকেন। (৫) হে বিভো! এই জগতে কোন্ বস্তু উত্তম অথবা অধম কিম্বা মধ্যম বা সমান, কিছুই জানিতে পারিতেছি না, মনুষ্যাদি নাম এবং দ্বিপদাদি আকার তথা শুক্লাদি গুণ দ্বারা প্রকাশমান স্থূল ও সূক্ষ্ম যে কিছু পদার্থ, এ সকল অন্য কাহা হইতেও হয় এমত বোধও হয় না, তোমা হইতেই সকল হয় ইহাই আমার নিশ্চয় ছিল, (৬) কিন্তু আপনি ঐ প্রকার হইয়াও সমাধি পূর্ব্বক ঘোরতর দুশ্চর তপস্যা আচরণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার মোহ হইতেছে এবং আপনা হইতে অন্য এক জন ঈশ্বর আছেন এমত আশঙ্কা জন্মিতেছে। (৭) হে সর্ব্বজ্ঞ! হে সকলের ঈশ্বর! আমি এই যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাতে মনোযোগ করিয়া বিশেষ রূপে জ্ঞাপন করুন যেন আপনকার উপদেশে উত্তম রূপে বুঝিতে পারি। (৮)

ব্রহ্মা কহিলেন বৎস! তুমি পরম দয়াবান্, তোমার এই সন্দেহ অতি প্রশংসনীয়,

যেহেতু এই সন্দেহ হইতেই তোমার এই প্রশ্ন হইল, তদুপলক্ষে আমি ভগবানের বীর্য্য প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইব, অতএব তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াও আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলে। (৯) হে পুত্র! তুমি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া যে প্রকার কহিতেছ, তোমার এ কথা নিতান্ত অসত্য নহে, যেহেতু আমার ঐ প্রকার প্রভাব আছে, কিন্তু আমা হইতেও শ্রেষ্ঠতর এক জন ঈশ্বর আছেন, বোধ হয়, তুমি তাহা জান না, তন্নিমিত্ত এরূপ কহিতেছ, ফলতঃ সাদৃশ্য প্রযুক্ত তোমার এই ভ্রান্তি হইয়াছে, জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কহিতেছ না। (১০) বৎস! স্বপ্রকাশ সেই পরমেশ্বরের প্রকাশিত বিশ্বকেই আমি সৃষ্ট্যাদি দ্বারা অভিব্যক্ত করি, যেমন চৈতন্যপ্রকাশ্য পদার্থ সকলকেই সূর্য্য অগ্নি চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রকাশ করিয়া থাকে (১১) অতএব সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার, তাঁহাকেই ধ্যান করি, তাঁহারই দুর্জ্জয় মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোমরা আমাকে জগতের কর্ত্তা বলিতেছ। (১২) কিন্তু ঐ মায়া "ইনি আমার কপট জানেন" এই লজ্জায় তাঁহার দৃষ্টি পথেও থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার উপরে উহার আপন কার্য্য করিতে অবসর হয় না, উহা কেবল অস্মদাদির সদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি লোকদিগকেই মোহিত করে এবং দুর্ব্বোধদিগেরই বোধ অবিদ্যায় আবৃত হওয়াতে তাহারাই "আমি—আমার" এইরূপ আত্ম শ্লাঘা করিয়া বেড়ায়। (১৩) বৎস নারদ! মহাভূতাদি দ্রব্য, অথবা জন্ম নিমিত্তক কর্ম্ম, কিম্বা তাহার ক্ষোভক কাল, অথবা তাহার পরিণামহেতুস্বরূপ স্বভাব কিম্বা জীব, ইহাদের মধ্যে কিছুই বস্তুতঃ বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে, কেননা কার্য্য কখন কারণ ভিন্ন হয় না, (১৪) ইহার সাক্ষী দেখ, বেদ সকল নারায়ণপর অর্থাৎ নারায়ণই তাহাদের কারণ, দেবতা সকল নারায়ণের অঙ্গজ, স্বর্গাদি লোক সকল নারায়ণপর অর্থাৎ তদানন্দেরই অংশ, এবং স্বর্গাদির সাধন যাগযজ্ঞ সকলও নারায়ণ পর। (১৫) অপর প্রাণায়ামাদি যোগ সকল নারায়ণপর, তপস্যা নারায়ণপরা, তপস্যার সাধ্য জ্ঞান নারায়ণপর, এবং জ্ঞানসাধ্য গতি অর্থাৎ ফলও নারায়ণপর। (১৬)

অহে নারদ! সেই বাসুদেব নারায়ণই দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী, প্রভু, নির্ব্বিকার এবং সকলের অন্তর্যামী, তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সমস্তও তাঁহারই সৃষ্টি, আমি তাঁহারই কটাক্ষে প্রেরিত হইয়া তাঁহার সৃষ্ট সকলকেই সৃষ্টি করিয়া থাকি। (১৭) বৎস! সেই পরমেশ্বর নির্গুণ, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সৃষ্টি স্থিতি লয় নিমিত্ত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ স্বাতন্ত্র্যরূপে মায়া দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকেন (১৮) ঐ তিন গুণই কার্য্য কারণ এবং কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অর্থাৎ অধিভূত অধ্যাত্ম ও অধিদেব এতত্রিতয়ের ধর্ম্মে দ্রব্য গুণ ক্রিয়ার আশ্রয় স্বরূপ হইয়া, অর্থাৎ মহাভূত দেবতা এবং ক্রিয়ার কারণ স্বরূপ হইয়া, তত্তদভিমান দ্বারা নিত্যমুক্ত জীবকেও মায়ার বিষয় করিয়া বদ্ধ করে। (১৯)

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমার এবং সকলের ঈশ্বর। তাঁহার নিজ ভক্তজনেরাই জীবের উপাধি সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা তাঁহার গতি নিরূপণ করিতে পারেন। (২০)

হে নারদ! সেই মায়েশ পরমেশ্বর বিবিধ প্রকার হইতে ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির বাসনা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অদৃষ্ট কাল এবং স্বভাব গ্রহণ করেন। (২১) সেই পরমেশ্বর কালে অধিষ্ঠিত হইলে ঐ কাল হইতে গুণক্ষোভ হয়, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয়ের সমতাভাব পরিত্যাগ হয়, তাহাতেই সৃষ্টির নিমিত্ত উন্মুখতা জন্মে, স্বভাবে অধিষ্ঠান করিলে রূপান্তরাপাদন হইতে থাকে এবং অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। (২২) ঐ মহত্তত্ত্ব রজোগুণ এবং

সত্ত্বগুণে বর্দ্ধিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে তমোগুণপ্রধান দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াস্বরূপ এক তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, (২৩) তাহাকেই অহঙ্কার বলাযায়, সেই অহঙ্কার-তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইয়া তিন প্রকার হয়, যথা বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস, এবং তামস। তন্মধ্যে তামসিক অহঙ্কারতত্ত্বের শক্তি ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের উপর বর্ত্তে, রাজসিক অহঙ্কার তত্ত্ব ইন্দ্রিয় সকলের উপর শক্তিমান্ এবং সাত্ত্বিক অহ-ঙ্কারতত্ত্বের শক্তি দেবতাদের প্রতি বর্ত্তে। (২৪)

তামস অহঙ্কারতত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, যদিও তামস অহঙ্কার হইতে প্রথমে শব্দ হয় ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি সেই শব্দই ঐ আকাশের সূক্ষ্ম রূপ এবং অসাধারণ ধর্ম্ম, অতএব শব্দদ্বারা আকাশেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, পরন্তু শব্দই দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের লিঙ্গ অর্থাৎ বোধক, কেননা কোন ব্যক্তি ভিত্তি ব্যবধানে থাকিয়া উচ্চস্বরে হস্তী হস্তী এই রূপ কহিলে হস্তিদর্শক মনুষ্য এবং দৃশ্য হস্তির বোধ শব্দদ্বারাই হইয়া থাকে। (২৫) অনন্তর আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়, ঐ বায়ুর স্পর্শ গুণ, এবং কারণ স্বরূপে তাহাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে তাহা শব্দ গুণও ধরণকরে। দেহ ধারণ, ইন্দ্রিয় পটুতা, মনেরপটুতা এবং শরীরের পটুতা এই সকল ঐ বায়ুর লক্ষণ, অর্থাৎ বায়ু হইতেই এই সকল হয়। (২৬) ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল অদৃষ্ট এবং স্বভাব বশতঃ ঐ বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে তেজঃ উৎপন্ন হয়, তাহার স্বাভাবিক গুণ রূপ। বায়ু ও আকাশও ঐ তেজের প্রতি কারণ হওয়াতে তাহা ঐ উভয়ের গুণ স্পর্শ এবং শব্দও ধারণ করে। (২৭) ঐ তেজঃ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহার স্বাভাধিক গুণ রস। ঐ জলের প্রতি তেজঃ বায়ু এবং আকাশেরও কারণতা সম্বন্ধ থাকাতে ঐ জল ঐ তিনের যে২ গুণ অর্থাৎ রূপ স্পর্শ এবং শব্দ তাহাও ধারণ করে। (২৮) ঐ জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্ষিতি উৎপন্না হয়, তাহার স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। এই ক্ষিতিতে জল তেজঃ বায়ু আকাশ এই সকলের কারণত্বসম্বন্ধ থাকাতে ইহা ঐ সকলের গুণ যে রস রূপ স্পর্শ শব্দ, তাহাও ধারণ করিয়াথাকে। (২৯)

সাত্ত্বিক অহঙ্কার তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মনঃ এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র উৎপন্ন হয়, অপর অন্য দশটী দেবতাও সাত্ত্বিক অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে অধিষ্ঠাতা দিক্ বায়ু সূর্য্য বরুণ এবং অশ্বিনীকুমার এই পাঁচ, তথা বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথাক্রমে অগ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র মিত্র এবং প্রজাপতি এই পাঁচ সমুদায়ে দশ দেবতা উৎপন্ন হয়েন। (৩০)

জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি তথা ক্রিয়াশক্তি প্রাণ এতদ্দ্বয় রাজস অহঙ্কার তত্ত্বের কার্য্য, এই নিমিত্ত রাজস অহঙ্কার তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জ্ঞানক্রিয়াবিশেষ স্বরূপ দশ ইন্দ্রিয়ও উৎপন্ন হয়। সেই দশ ইন্দ্রিয় এই যথা—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। (৩১)

হে ব্রহ্মবিত্তম নারদ! এই সকল ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ভাব পূর্ব্বে অমিলিত ছিল, সুতরাং শরীর নির্ম্মাণে সমর্থ হয় নাই। (৩২) অতএব পরমেশ্বরের স্বীয় শক্তি তাহা-দিগকে পরস্পর মিলিত হইতে প্রেরণ করিলেন, তাহাতেই তাহারা পরস্পর সংহত হইয়া প্রধানত্ব এবং অপ্রধানত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সমষ্টি ব্যষ্টি স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিল। (৩৩) এই ব্রহ্মাণ্ড বহু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলের উপরি শয়ান ছিল, পরে

কাল অদৃষ্ট এবং স্বভাবে অধিষ্ঠান করিয়া পরাত্মা এই অচেতন অণ্ডকে সচেতন করেন। (৩৪) এবং সেই পুরুষ অর্থাৎ পরাত্মা এই অণ্ড হইতে নির্গমন পূর্ব্বক সহস্র মস্তক সহস্র বদন সহস্র চক্ষু সহস্র বাহু সহস্র ঊরু সহস্র চরণ বিশিষ্ট হইয়া এই অণ্ড পৃথক্ করত স্থিত হয়েন। (৩৫)

হে বৎস! পণ্ডিতেরা বলেন ঐ পুরুষের অবয়ব দ্বারাই লোক সকল অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন নির্ম্মিত হয়, যথা তাঁহার কটিদেশ প্রভৃতি পশ্চার্দ্ধের সপ্ত অবয়ব দ্বারা অতলাদি অধঃ সপ্ত লোক এবং পুরোভাগের সপ্ত অবয়ব দ্বারা ভূরাদি ঊর্দ্ধতন সপ্ত লোক বিরচিত। (৩৬) ব্রাহ্মণাদি বর্ণও সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, যথা--তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুহইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মে। (৩৭) তাঁহার কটিদেশপর্য্যন্ত পদদ্বয় দ্বারা পাতালাবধি ভূর্লোক কল্পিত হইয়াছে এবং নাভিস্থলে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষঃ স্থলে মহর্লোক, (৩৮) গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক এবং মস্তক সকলে সত্যলোক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠনামে যে ব্রহ্মলোক, তাহা সনাতন, ঐ লোক সৃজ্য প্রপঞ্চের অন্তর্গত নহে। (৩৯) হে নারদ, অথবা এই প্রকারে লোক কল্পনা কর, যথা--তাঁহার কটিদেশে অতল, ঊরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্ফদ্বয়ে মহাতল, দুই পদের অগ্রভাগে রসাতল এবং পদতলে পাতাল, এই প্রকারে সেই পুরুষ অধস্তন সপ্ত লোকময় হইয়া আছেন (৪০) আর তাঁহার পাদদ্বারা ভূর্লোক, নাভিদ্বারা ভুবর্লোক এবং মস্তক দ্বারা স্বর্লোক কল্পিত হইয়াছে, ইহা স্থির করহ। (৪১) ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আধ্যাত্মাদিভেদে বিরাট্ পুরুষের বিভূতিকথন এবং পুরুষ সূক্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলের দৃঢ়তা সম্পাদন।

ব্রহ্মা কহিলেন বৎস নারদ! সেই বৈরাজ পুরুষের বিভূতির কথা কি কহিব? তাঁহার মুখ অস্মদাদির বাগিন্দ্রিয় সকলের এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতার তথা অগ্নির ক্ষেত্র অর্থাৎ ঐ সকলের উৎপত্তি স্থান, তাঁহার ত্বক্ প্রভৃতি সপ্ত ধাতু গায়ত্রী ইত্যাদি সপ্ত ছন্দের ক্ষেত্র. তাঁহার জিহ্বা হব্য (দেবার্থ অন্ন) কব্য (পিতৃলোকের নিমিত্ত অন্ন) অমৃত (ঐ উভয়ের শেষ মনুষ্যদিগের অন্ন) এই সকলের ও যাবন্ত রসের তথা অস্মদাদির রসনেন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাতৃ বরুণের ক্ষেত্র, (১) তাঁহার দুই নাসারন্ধ্র অস্মদাদির প্রাণের পরম স্থান, তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অশ্বিনীকুমার ওষধি এবং সামান্য ও বিশেষ গন্ধের ক্ষেত্র, (২) তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপ এবং রূপ প্রকাশক পদার্থ সকলের ক্ষেত্র, তাঁহার চক্ষুর্গোলক স্বর্গ এবং সূর্য্যের স্থান, তাঁহার দুইটী কর্ণকুহর দিক্ ও তীর্থ সকলের অয়ন, তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ ও শব্দের ক্ষেত্র, (৩) তাঁহার গাত্র যাবতীয় বস্তুর সারাংশের এবং সৌভাগ্যের ভাজন, তাঁহার গাত্রত্বক্ স্পর্শ ও বায়ুর তথা সকল যজ্ঞের স্থান, (৪) তাঁহার রোমসকল সমস্ত উদ্ভিদ্ জাতির অথবা যে সকল বৃক্ষ যজ্ঞের সাধন, সেই সমুদায় বৃক্ষের উৎপত্তি স্থান, তাঁহার কেশ মেঘসকলের, শ্মশ্রু অর্থাৎ মুখলোম বিদ্যুতের, এবং কর চরণের নখ শিলা ও লৌহের ক্ষেত্র। (৫) আর তাঁহার বাহুসকল পালন কর্ত্তা লোকপালদিগের উৎপত্তির স্থান। (৬) অপর সেই

পুরুষের পদন্যাস ভূর্লোক ভুবর্লোকএবং স্বর্লোকের আশ্রয়,আর তাঁহার চরণক্ষেম (লব্ধ রক্ষণ) শরণ (ভয়হইতে রক্ষণ) সকল কাম এবং সকল বরের আস্পদ। (৭) অপিচ সেই পুরুষের শিশ্ন অর্থাৎ উপস্থাধার জল শুক্র সৃষ্টি মেঘ এবং প্রজাপতির অয়ন, তাঁহার উপস্থেন্দ্রিয় সন্তানার্থ সম্ভোগ দ্বারা তাপহানির আস্পদ। (৮) হে নারদ! সেই পুরুষের পায়ু অর্থাৎ গুহ্য রন্ধ্র, যম, মিত্র এবং মলত্যাগের স্থান, আর তাঁহার পায়ুস্থান হিংসা অলক্ষ্মী মৃত্যু এবং নিরয়ের ক্ষেত্র। (৯) তাঁহার পৃষ্ঠভাগ পরাভব অধর্ম্ম এবং অজ্ঞানের আস্পদ, তাঁহার নাড়ী সকল নদনদী প্রভৃতির আশ্রয়, তাঁহার অস্থিসমূহ পর্ব্বত সকলের অয়ন, (১০) তাঁহার উদর অন্নাদি রস সমুদ্র এবং ভূতসকলের ও তাহাদের লয়ের স্থান, তাঁহার হৃদয় অস্মদাদির লিঙ্গদেহের আস্পদ। (১১) আর সেই পর পুরুষের চিত্ত ধর্ম্মের আমার তোমার সনকাদির এবং রুদ্রের তথা বিজ্ঞান ও সত্বের পরম অয়ন। (১২) [হে নারদ! এই রূপে সেই পরমেশ্বর হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এ সকল তাহা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু তিনি এ সকল হইতে নিত্য মুক্ত, ইহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, পুনশ্চ শ্রবণ কর] আমি, তুমি, রুদ্র, সেই সনকাদি এবং এই মরীচি প্রভৃতি মুনি, সুর, অসুর, নর, নাগ, খগ, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষঃ, ভূতগণ, উরগ, পশুগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর, চারণ, দ্রুম (১৩) এবং জল স্থল ও আকাশ বাসি অন্যান্য বিবিধ জীব, তথা গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারা, বিদ্যুৎ, মেঘশব্দ (১৪) এই সমস্ত এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যে কোন পদার্থ, সকলই সেই পুরুষের স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সকল হইয়াছে, এবং হইবে। তিনিই এই বিশ্বকে আবরণ করিয়া আছেন, পরন্তু স্বয়ং বিতস্তি মাত্র অর্থাৎ দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া থাকেন। (১৫)

সূর্য্য যদ্রূপ আপনার মণ্ডল প্রকাশ করত অন্তরে এবং বাহিরে সকল বস্তু প্রকাশ করেন তদ্রূপ সেই পরম পুরুষ বিরাড্ দেহ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে অন্তর ও বহির্ভাগে প্রকাশ করিয়া থাকেন। (১৬) সেই পুরুষ যেহেতু মরণ ধর্ম্মক কর্ম্মফল অতিক্রমণ করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বয়ং নশ্বরকর্ম্মফল শূন্য, অতএব তিনি কেবল সর্ব্বাত্মক নহেন, কিন্তু নিজানন্দ এবং অভয়েরও ঈশ্বর। প্রপঞ্চাত্মক পুরুষের নিত্যমুক্ত হওয়া অসম্ভব বটে কিন্তু তাঁহার অপার মহিমা, তাহাতেই তদ্রূপ হইয়াও নিজানন্দের ঈশ্বর হইয়া আছেন। (১৭) ভূরাদি যাবন্ত লোক তাঁহার অংশ, অতএব পণ্ডিতেরা বলেন তাঁহার পাদে অর্থাৎ তদীয় অংশভূত লোকে সমুদায় জীব অবস্থিত। তিনিই মহর্লোকের উপরিতন তিন লোকে যথাক্রমে অমৃত ক্ষেম এবং অভয় এই তিন বস্তু নিক্ষিপ্ত রাখিয়াছেন। অর্থাৎ ত্রিলোকীর সুখ ক্ষণিক, মহর্লোক যদিও ক্রমমুক্তির স্থান, সত্য, তথাচ তত্রস্থ জনগণকে সময় বিশেষে স্থান ত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং তত্রত্য সুখও অবিনাশি নহে, তাহার উপরিস্থ জনলোকে অমৃত অর্থাৎ অবিনাশি সুখ, কেননা যাবজ্জীবন স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে হয় না, মহর্লোকবাসিদিগের কল্পান্তে ত্রিলোক দাহ সময়ে দাহ ও তজ্জন্য উত্তাপে পীড়িত হইতে হয়, সুতরাং তৎকালে সেখানে গমন করিলে অক্ষেম দর্শন সম্ভাবনা, পরন্তু তপোলোকে তাহার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেখানে কেবল ক্ষেমই দেদীপ্যমান, সত্য লোকে আবার তাহাহইতেও শ্রেষ্ঠ পদার্থ অভয় অথবা মোক্ষ বিরাজমান। (১৮) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি বানপ্রস্থ এবং যতি এই সকল ব্যক্তির পুত্রাদিরূপে আর জন্ম হয় না, ইহাদিগের যে তিন আশ্রম, তাহাও ঐ পুরুষের তিন পাদ অর্থাৎ তিন অংশ, ঐ তিনও ত্রিলোকীর বহিস্থ। কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য রহিত, এ প্রযুক্ত তাহার

আশ্রম ত্রিলোকীর মধ্যে আছে। (১৯) বিবিধ বস্তু সৃজনার্থ গমনকারি সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ভোগ মোক্ষের সাধন স্বরূপ দুই বর্ত্ম অর্থাৎ দক্ষিণ এবং উত্তর দুই পথে চলিয়া বেড়ান্ এই কারণে তিনি কর্ম্মরূপা অবিদ্যা এবং উপাসনা রূপা বিদ্যা এই উভয়েরও আশ্রয় হয়েন। (২০) যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইয়াছে এবং যাহাতে ভূত ইন্দ্রিয় গুণ স্বরূপ বিরাট উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই সেই ঈশ্বর। কিন্তু যেমন সূর্য্য কিরণ দ্বারা উত্তাপ দিয়া ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রমণ করেন তাহার ন্যায় সেই বিরাড়্দেহও ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রমণ করিয়াছেন। (২১)

হে নারদ ! যখন আমি সেই মহাত্মার নাভিস্থ নলিন হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার অবয়ব ব্যতীত যজ্ঞ সাধন কিছুই দেখিতে পাইলাম না (২২) তখন সেই সকল যজ্ঞ সাধন সিদ্ধ করিতে হইল। আমি তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যজ্ঞীয় পশু, যূপ, কুশ এবং যজ্ঞভূমি ও বহু গুণান্বিত বসন্তাদি কাল (২৩) যজ্ঞ পাত্র, ধান্যাদি শস্য, ঘৃতাদি, মধুপ্রভৃতি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, ঋক্, যজুঃ, সাম, হোত্রাদি কর্ম্ম (২৪) যাগাদির জ্যোতিষ্টমাদি নাম, স্বাহাকারাদি মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতাদের উদ্দেশ, কল্প অর্থাৎ বোধায়নাদি কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রন্থ, সঙ্কল্প, তন্ত্র অর্থাৎ অনুষ্ঠান প্রকার, (২৫) বিষ্ণু ক্রুবাদি গতি, দেবতা ধ্যান, প্রায়শ্চিত্ত এবং সমর্পণ এই সমস্ত যজ্ঞ সম্ভার সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা সম্পাদন করিলাম। (২৬) আমি এই রূপে সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা যজ্ঞ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ করণক ঈশ্বর সেই পুরুষেরই যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম (২৭) তদনন্তর প্রজাদের পতি আমার নয়টী ভ্রাতা সমাহিত হইয়া ইন্দ্রাদি রূপে ব্যক্ত এবং স্বতঃ অব্যক্ত সেই পুরুষকে যজ্ঞদ্বারা সেবা করেন, পরে মনুগণ স্ব২ অবসরে এবং অপরাপর ঋষিরা তথা পিতৃগণ দেবগণ দৈত্যগণ ও মানবগণও যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার পূজা করেন। (২৮) সেই ভগবান্ নারায়ণেতেই এই সমস্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি স্বতঃ অগুণ হইয়াও সৃষ্টির আদিতে মায়ার দ্বারা মহৎ২ গুণ সকল গ্রহণ করিয়া থাকেন। (২৯) তাঁহারই নিয়োগে আমি এই বিশ্বের সৃজন করি, শঙ্করও তাঁহারই পরতন্ত্র হইয়া এই বিশ্বের সংহার করেন, তিনি মায়াধারী, স্বয়ং পুরুষরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুর রূপ ধারণ করিয়া ইহার পালন করেন। (৩০) হে তাত ! তুমি আমাকে যে প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই বলিলাম। বৎস ! কার্য্য কারণ স্বরূপ সৃজ্য কোন বস্তু সেই ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে। (৩১)

অহে নারদ ! আমি উদ্রিক্ত ভক্তি যুক্ত হৃদয়ে সেই ভগবান্ হরির ধ্যান করিয়াছিলাম ইহাতে তাঁহার প্রভাবেই আমার বাক্য মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি যথার্থ হইয়াছে সুতরাং আমার বাক্য মিথ্যা দেখিতে পাও না এবং আমার মনের গতি কুত্রাপি মৃষা হয় না ও আমার ইন্দ্রিয় সকল কখনও অসৎপথে গমন করে না। (৩২) আমি বেদময়, তপোময় এবং প্রজাপতি দিগের অভিবন্দিত পতি বটে কিন্তু এপ্রকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াও এবং সমহিত চিত্তে যোগ আশ্রয় করিয়াও যাঁহা-হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাকে জানিতে পারি নাই, অন্যে কি জানিবে। (৩৩) অতএব সেই ভগবানের চরণে প্রণাম করি, তাঁহার চরণের মহিমা সামান্য নহে, তাহা আশ্রয় করিলে সংসার নিবারণ হয়, সেই চরণ অতিশয় মঙ্গল জনক ও মঙ্গল স্বরূপ। অহে নারদ ! আকাশ যদ্রূপ আপনি আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয় না তাহার ন্যায় তিনি স্বয়ং আপনার মায়াবিভবের পরিচ্ছেদ করিতে পারেন না, অন্য জনে কি

রূপে তাহার ইয়ত্তা স্থির করিবে ? (৩৪) আমি, তুমি, রুদ্র, আমরাই যাঁহার যথার্থ গতি জানিতে পারি নাই অপর দেবতারা তাঁহার কি জানিবে ? তাঁহার মায়াতে আমাদের সকলেরই বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে তাহাতে অনেকে আপনাদের জ্ঞানানুসারে বলিয়াথাকে এই প্রপঞ্চরূপ বিশ্ব তাঁহার মায়াদ্বারা নির্ম্মিত। (৩৫) অস্মদ্বিধ সকল লোকেই তাঁহার অবতার এবং কর্ম্ম সকলের গান করে, সত্য, কিন্তু কেহই যথার্থ রূপে তাঁহাকে জানে না, ইহাতে আমি সেই ভগবানের কথা কি কহিব, তাঁহাকে কেবল নমস্কার করি। (৩৬) সেই আদ্য ভগবান্ পুরুষাবতার হইয়া কল্পে কল্পে আপনি আপনাতে আপনার দ্বারা আপনাকে সৃজন পালন এবং সংহার করেন। (৩৭) তিনি অতিশয় বিশুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়াকার শূন্য এবং সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, অপর তিনি সকলের অন্তর্যামী অতএব সন্দেহাদি রহিত, আর তিনি নির্গুণ, একারণ তাহাতে গুণ ক্ষোভ বশতঃ কোন চাঞ্চল্য নাই, সদাই স্থির আছেন। অপর তিনি উৎপত্তি বিনাশ রহিত এবং সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও নিত্য অদ্বৈত, অর্থাৎ দ্বৈত প্রতীতি সময়েও বস্তুতঃ অদ্বিতীয় রূপে প্রকাশ পান। (৩৮) হে ঋষে! হে নারদ! মুনিগণের দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ যে সময় প্রসন্ন হয় তৎকালেই তাঁহারা ভগবানের ঐ রূপ জানিতে পারেন, নচেৎ অন্য সময় প্রকাশমান হইলেও অসৎ তর্কে বিনষ্ট হয় সুতরাং অন্য সকল কালে তিরোহিত থাকে। (৩৯) প্রকৃতি প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পর ব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, আর কাল-স্বভাব-কার্য্য-কারণ রূপা প্রকৃতি, মনঃ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, সত্ত্বাদি গুণ, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, সমষ্টি শরীর স্বরূপ বিরাড্ দেহ, স্বরাট্ অর্থাৎ বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম। (৪০) আমি (ব্রহ্মা) রুদ্র, বিষ্ণু, দক্ষাদি প্রজাপতি, তোমা প্রভৃতি (নারদাদি) দেবর্ষি, স্বর্লোকপাল, খলোকপাল, মনুষ্যলোকপাল, পাতালাদি লোকপাল (৪১) গন্ধর্ব্ব পতি, বিদ্যাধরপতি, চারণপতি, যাক্ষেশ্বর, রাক্ষসেশ্বর, উরগেশ্বর, নাগেশ্বর, ঋষিশ্রেষ্ঠ, পিতৃশ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র, দানবেন্দ্র, (৪২) প্রেতাধিপতি, পিশাচাধিপতি, ভূতাধিপতি, কুষ্মাণ্ডাধিপতি, যাদোধিপতি, মৃগাধিপতি খগাধিপতি, (৪৩) এবং লোকে যে কিছু ঐশ্বর্য্য যুক্ত, তেজোযুক্ত, ইন্দ্রিয়শক্তি যুক্ত, মনঃশক্তি যুক্ত, বলযুক্ত, ক্ষমাযুক্ত, শোভাযুক্ত, লজ্জাযুক্ত, সম্পত্তি যুক্ত, বুদ্ধি যুক্ত, ও আশ্চর্য্যবান্ তথা স্বরূপ বা অরূপ যে কিছু আছে সে সকলই পরতত্ত্ব অর্থাৎ পরম পুরুষ সেই ভগবানের বিভূতি অথবা অবতার। (৪৪) অহে নারদ! বহুরূপি সেই পুরুষের প্রধান২ যে সকল লীলাবতার আছে তদ্বিবরণ শ্রবণ করিলে কর্ণদ্বয়ের মল দূরীভূত হয় সেই সকল সুন্দর অবতারও তোমাকে ক্রমে বলিব। (৪৫) ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নারদের সন্নিধানে ভগবানের লীলাবতার কথন এবং তত্তদবতারের কর্ম্ম প্রয়োজন ও গুণ বর্ণন।

ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন হে বৎস নারদ! ভগবান্ বিষ্ণু অবনীর উদ্ধার নিমিত্ত বরাহ শরীর ধারণ করিয়া মহার্ণব মধ্যে উপাগত আদিদৈত্য প্রসিদ্ধ হিরণ্যাক্ষকে দংষ্ট্রাদ্বারা বিদারিত করেন। (১) অপর প্রজাপতি রুচির ভার্য্যা আকূতির গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করত সুযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন পরে আপনার বনিতা দক্ষিণার গর্ব্ভে

ঃযমাদি দেবগণকে উৎপন্ন করেন এবং আপনিই ইন্দ্র হইয়া ত্রিলোকের আর্ত্তি হরণ চরিয়াছিলেন তাহাতে যদিও পূর্ব্বে সুযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তথাচ তদবধি চাঁহার নাম "হরি" হইল। (২)

হে দ্বিজ! তিনি কর্দ্দম নামক প্রজাপতির গৃহে তদীয় ভার্য্যা দেবহূতির গর্ব্ভে নয়টী ভগিনীর সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার মাতাকে ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়া ছলেন, তাহাতে তাঁহার মাতা ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আপনার মলিনীকরণ গুণসঙ্গরূপ পঙ্ক ধৌত করিয়া সেই জন্যেতেই কপিলের গতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তা হয়েন। (৩) অপর অত্রি মুনি পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহার তপস্যা করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া ঐ ঋষিকে কহেন আমিই তোমাকে আত্মদান করিলাম অর্থাৎ তোমার পুত্র হইলাম ইহাতেই তাঁহার নাম দত্তাত্রেয় হয়। ঐ অবতারে তিনি আপনার ভক্তগণকে যোগৈ-শ্বর্য্য দান করেন, তাহাতে হৈহয় প্রভৃতি লোকেরাও তাঁহার পাদপদ্মের পরাগ দ্বারা পবিত্র হইয়া ভোগ ও মোক্ষ রূপ ঐহিক পারত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। (৪)

হে নারদ! আমি বিবিধ লোক সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া তপস্যা করি, সেই তপস্যা ভগবানে সমর্পণ করাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া চারিটী সন নাম ধারণ করেন, অর্থাৎ সনৎ-কুমার, সনক, সনন্দ এবং সনাতন এই চারি নামে চারি ঋষি হয়েন এবং পূর্ব্ব কল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্মতত্ত্ব ঐ মুনিগণকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ দেন তাহাতে তাঁহারা তৎ-ক্ষণাৎ স্ব২ মনে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। (৫) অপর তিনি নরনারায়ণ অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মের পত্নী এবং দক্ষের কন্যা মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যায় রত হয়েন। অপ্সরাগণ তাঁহার তপো ভ্রংশ নিমিত্ত গমন করিয়াছিল কিন্তু তাহারা ভগ-বানের সকাশ হইতে আগত আপনাদের প্রতিরূপ উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গীয় বারনারী নয়নগোচর করিয়া চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার ব্রতভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই। (৬) রুদ্রাদি দেবতা রোষপরবশ হইয়া সরোষ দৃষ্টি দ্বারা অন্যকে দগ্ধ করিয়া থাকেন সত্য কিন্তু সেই রোষ তাঁহাদের আত্মাকে দাহ করে তাহাকে দগ্ধ করিতে পারেন না তাহার কারণ আপনারা রোষে অভিভূত হয়েন। পরন্তু সেই রোষ ভগবানের নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ভয় করে, ইহাতে কাম তাঁহার মনকে কি রূপে আশ্রয় করিতে সাহসী হইবে? ফলতঃ কামের পরাভবকারী যে ক্রোধ, সে যে-স্থানে প্রবেশ করিতে ভীত হইল তথায় কামের প্রসর কদাপি সম্ভাব্য নহে, এই কার-ণেই অপ্সরা গণ তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। (৭)

হে নারদ! ধ্রুবাবতারে তিনি উত্তানপাদ রাজার নিকটে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়াতে বাল্যাবস্থাতেই তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া ঐ রাজাকে সেই ধ্রুবপদ প্রদান করেন, উপরে ভৃগু প্রভৃতি মুনি এবং অধঃ সপ্ত ঋষি যে পদের স্তব করিয়া থাকেন। (৮) অপর বেণরাজা উৎপথগামী হওয়াতে ব্রহ্মশাপ রূপ বজ্রদ্বারা তাহার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য্য দগ্ধ হইয়া যায় এবং সে নরকে পতিত হয়। সেই ভগবান্ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পৃথু অবতারে তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া নিরয় হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করত পুত্রপদ সার্থক করেন এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে অন্নাদি দ্রব্য দোহন করেন। (৯)

তিনি ঋষভাবতারে অগ্নিপুত্র নাভি হইতে সুদেবীর গর্ব্ভে উৎপন্ন হয়েন এবং সর্ব্বতোভাবে মুক্তসঙ্গ সমদর্শী ও শান্তেন্দ্রিয় হইয়া সমাধি পূর্ব্বক সেই পদের চিন্তা করেন ঋষিরা যাহাকে পারমহংস্য পদ বলিয়া থাকেন। (১০) অপর হয়গ্রীবাবতারে

সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ সেই ভগবান্ হয়শীর্ষ অর্থাৎ ঘোটকশিরো ধারণ পূর্ব্বক আমার যজ্ঞে উপনীত হয়েন তৎকালেও সুবর্ণ তুল্য তাঁহার বর্ণ দৃশ্য হইয়াছিল। আর বেদময় এবং বেদের বিধেয় যজ্ঞময় ও যজ্ঞের দ্বারা যজনীয় সমস্ত দেবতাস্বরূপে প্রকাশ পান্। তৎকালে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে২ তাঁহার নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদ-রূপ বাক্য সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। (১১)

হে নারদ! যুগান্ত সময়ে তিনি মৎস্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর এবং নিখিল জীব নিবাসের আশ্রয় হইয়াছিলেন, বৈবস্বত মনু তাঁহার ঐরূপ দর্শন করেন। তখন প্রলয় উপস্থিত দেখিয়া মহাভয়ে আমার মুখহইতে বেদ সকল গলিয়া পড়িতেছিল তাহাতে ভগবান্ ঐ রূপেই সে সকল বেদ গ্রহণ করত প্রলয় পয়োধি জলে বিহার করেন। (১২) অপর সেই আদিদেব কূর্ম্মাবতারে কচ্ছপ শরীর ধারণ করিয়া অমৃত লাভার্থ ক্ষীর সমুদ্র মন্থন কারি দেব দানব দিগের মন্থান দণ্ড মন্দর পর্ব্বত আপনার পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেন। ঐ পর্ব্বতের পরিভ্রমণে তাঁহার পৃষ্ঠকণ্ডূর ঘর্ষণ হওয়াতে তৎসুখে সে সময় যেন তাঁহার নিদ্রোৎসব হইয়াছিল। (১৩) অপিচ নৃসিংহাবতারে তিনি দেবতাদিগের মহাভয় নিবারণ বাসনায় নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটী ও বিকট রূপে রদন ঘর্ষণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে ঊরুদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নখদ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়াছিলেন। (১৪)

হে বৎস! মহাবল কুম্ভীর জলের মধ্যে যূথপতি মহাগজের চরণ গিলিয়া ফেলিলে ঐ যূথপতি সাতিশয় আর্ত্ত হইয়া আত্মত্রাণার্থ "হে আদিপুরুষ! হে অখিল লোক-নাথ! হে পুণ্যযশঃ! হে মঙ্গল জনক নামধারিন্!" বলিয়া কাতরোক্তি করিতেছিল, (১৫) ভগবান্ হরি তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণে তাহাকে শরণার্থি জ্ঞান করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তধৃত চক্র দ্বারা সেই নক্রের বদন বিদারণ করিয়া ফেলেন, পরে কৃপা প্রকাশ করত শুণ্ডে ধরিয়া কুম্ভীরের মুখ হইতে ঐ করির উদ্ধার সম্পাদন করেন। (১৬)

বামনাবতারে অদিতি পুত্র দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে তিনি অবরজ অর্থাৎ কনিষ্ঠ হইয়াও গুণ দ্বারা জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন যেহেতু পদন্যাস দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করেন। আর তিনি বলিরাজের যজ্ঞে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিপদ পরিমিত ভূমি গ্রহণ ছলে বামন রূপে তাহার লক্ষ্মী হরণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তথাচ বিনা যাচ্ঞায় ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তিকে ধর্ম্মরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করা অনুচিত এই বিবেচনায় ঐ রূপ করেন। (১৭) বৎস নারদ! বলির অনিষ্ট করণার্থ ভগবান্ ঐরূপ করেন নাই, তাহাকে সমধিক ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ স্বসালোক্য দিবার নিমিত্তই তদ্রূপ করিয়াছিলেন, ফলতঃ যে বলি ভগবানের পাদ প্রক্ষালন জল আপনার মস্তকে ধরিয়াছিল এবং শুক্রা-চার্য্য নিবারণ করিলেও আপনার প্রতিশ্রুত অন্যথা করিতে অনিচ্ছু হইয়া বামন মূর্ত্তি ভগবানের তৃতীয় চরণ পূরণ নিমিত্ত মনে২ আপনার দেহ তাঁহাকে দান করিয়াছিল, তাহার পক্ষে ইন্দ্রত্ব কি পুরুষার্থ হইতে পারে? কোন মতে তাহার উপযুক্ত নহে, এই নিমিত্তই ভগবান্ তাহা হরণ করিয়াছিলেন। (১৮)

হে নারদ! সেই ভগবান্ হংসাবতারে তোমার উদ্রিক্তা ভক্তি দেখিয়া পরি-তুষ্ট হওত তোমাকে উত্তমরূপে যোগ এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশক ভাগবত জ্ঞান উপদেশ করেন। যে সকল ব্যক্তি বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়েন তাঁহাদেরই ঐ জ্ঞানে অধিকার আছে, তুমি উদ্রিক্তা ভক্তি দ্বারা তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলে এই কারণে তোমাকে

আপনিই শিখাইয়া দেন। (১৯) অপর মন্বন্তরাবতারে মনুর বংশপালক হইয়া দশ দিকে সুদর্শন চক্র স্বৰূপ অপ্রতিহত তেজঃ ধারণ পূর্ব্বক চরিত্র দ্বারা আপনার কমনীয়া কীর্ত্তি ত্রিলোকের উপরিস্থ সত্যলোকে বিস্তার করত দুষ্ট রাজগণের প্রতি দণ্ড বিধান করেন। (২০)

তিনি ধন্বন্তরি ৰূপে অবতীর্ণ হইয়া মহারোগিদিগের রোগ সকল আপনার নাম দ্বারাই বিনষ্ট করেন, এবং তাঁহা হইতে দেবগণের পরমায়ুঃ মরণশূন্য হয়, তাহাতে স্বয়ং কীর্ত্তি স্বৰূপ হইয়াছিলেন। দৈত্যগণ পূর্ব্বে যজ্ঞভাগ প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল, তিনি ঐ অবতারে তাহা পুনর্ব্বার উদ্ধার করেন, এবং ইহলোকে আয়ুর্বিষয়ক বেদ প্রবর্ত্ত করান্। (২১) অপর ক্ষত্রিয় গণ ব্রহ্মদ্রোহী এবং বেদবর্ম্মত্যাগী হইয়া নরক যাতনা লাভে লোলুপ, অতএব জগতের বিনাশার্থ সম্বর্দ্ধিত হইলে তিনি পরশুরাম অবতার হইয়া উগ্রতর বীর্য্য প্রকাশ পুরঃসর স্বীয় তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা তাহাদিগকে একবিংশতি বার বিনষ্ট করত পৃথিবীর কন্টক শোধন করেন। (২২)

হে নারদ! সেই মায়েশ ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইক্ষাকু বংশে ভরতাদি ৰূপ অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পিতৃ আজ্ঞা পালন করত আপনার বনিতা সীতা দেবী তথা ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বন প্রবেশ করেন, তথায় দশকন্ধর রাবণ তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (২৩) ত্রিপুরারি যেমন ত্রিপুর দাহার্থ ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় ঐ অবতারে তিনি সত্বর অরিপুর দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে সমুদ্র ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া শীঘ্র তাঁহাকে পথ প্রদান করেন। সমুদ্রের ভয়ের কারণ এই, রামচন্দ্র আপন প্রিয়তমা বনিতা দূরে অপহৃতা হওয়াতে সাতিশয় রোষান্বিত হইয়াছিলেন, ক্রোধবশতঃ তাঁহার দৃষ্টি অরুণবর্ণা হইয়াছিল, তাহাতে সমুদ্রের সলিলাভ্যন্তরবর্ত্তি মকর উরগ আদি নক্র চক্র যেন দগ্ধ হইতেছিল, অতএব স্বগণ সহিত নাশ আশঙ্কা করিয়া সমুদ্র ভয়ে কম্পিত হয়েন। (২৪) অনন্তর রাবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার বক্ষঃস্থল স্পর্শে ইন্দ্র হস্তি ঐরাবতের দন্ত ভগ্ন হইয়া দিগ্ দিগন্তরে পতিত হইল তাহাতে দিক্ সকল উজ্জ্বল হইলে সে আপনাকে দিগ্ বিজয়ী জ্ঞান করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সেনামধ্যে সগর্ব্ব ভ্রমণ করত অতিশয় হাস্য করিতে লাগিল, কিন্তু রামচন্দ্র স্বীয় দারাপহারি রাবণের ঐ হাস্য তাহার প্রাণের সহিত বিনষ্ট করিলেন। (২৫)

তদনন্তর অসুর সেনার ভারে এই অবনী নিপীড়িতা হইলে ইহার ভারাবতরণ নিমিত্ত সিত কৃষ্ণ কেশধারী সেই ভগবান্ আপন অংশ বলদেবের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া মহিমা প্রকাশক ভূরি২ অলৌকিক কর্ম্ম করেন, কিন্তু তাঁহার বর্ত্ম কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। (২৬) হে নারদ! ভগবান্ যে স্বয়ং কৃষ্ণাবতার হইয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, তাহা না হইলে বালক কর্ত্তৃক পূতনার জীবন হরণ এবং ত্রৈমাসিক শিশুর পদাঘাতে শকটনিপাত তথা জানুদ্বারা চলিতে২ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গগণস্পর্শি অত্যুচ্চ অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের উন্মূলন ইত্যাদি যে২ মহদদ্ভুত কর্ম্ম, সে সকল কি অন্য হইতে সম্ভব হয়? (২৭) অপর ব্রজপুরে ব্রজপশু এবং পশুপালক গণ যমুনার বিষাক্ত জল পান করিলে অনুগ্রহ দৃষ্টিৰূপ সুধা বৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে যে জীবিত করেন এবং ঐ নদীর জল নির্ব্বিষ করিবার নিমিত্ত তত্রস্থ অতিশয় বিষবীর্য্যে লোলজিহ্ব কালীয় সর্পের যে উচ্চাটন করেন ইহাও কি অন্য হইতে হইবার সম্ভব? (২৮) হে বৎস! কালীয় দমনের রাত্রিতে যমুনা তীরে স্ব২ নেত্র আচ্ছাদিত করিয়া ব্রজবালকগণ শয়ান হইলে তৎকালে দাবানল দ্বারা গ্রীষ্মশুষ্ক বন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে সেই সকল

ব্রজ বালকদিগের একেবারে বিনাশ নিশ্চিতই হয়, কিন্তু দুর্জ্জেয় বীর্য্যবান সেই ভগবান্ বলদেবের সহিত সেই বালক বৃন্দকে পরিত্রাণ করেন, এ কর্ম্মও অলৌকিক তুল্য, ইহাও কি অন্য হইতে সম্ভবে? (২৯) অপর যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনের নিমিত্ত ভূরি২ রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন কিছুই তাঁহার বন্ধনে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। ইতিমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভা ত্যাগ করিলে তাঁহার বদনে চতুর্দ্দশ ভুবন দৃষ্ট হইল, তাহাতে যশোদা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তদীয় ঐশ্বর্য্য জানিতে পারিলেন। বৎস! এ বিষয়ও অলৌকিকের ন্যায়, ইহাও কি অন্য হইতে সম্ভাব্য হয়? (৩০) অপিচ তিনি যে নন্দকে বরুণপাশ জন্য ভয় হইতে মোচন করেন এবং ময় নামক দানবের তনয় কর্ত্তৃক বিল মধ্যে গোপনে স্থাপিত গোপ সকলকে যে পরিত্রাণ করেন, অপর যে গোকুল বাসি জনেরা দিবসে স্ব২ বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যাপৃত এবং নিশাভাগে শ্রান্তি বশতঃ শয়নে সময় যাপন করিত তাহাদিগকে যে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করেন, ইহাও অলৌকিকের ন্যায়, ইহাও কি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য হইতে সম্পন্ন হইতে পারে? (৩১) আর গোপগণ যজ্ঞ প্রতিঘাত করিলে দেবরাজ তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজপুর বিনাশ মানসে ক্রমাগত সপ্ত দিবস মুসলধারে বারি বর্ষণ করেন তাহাতে ঐ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবিষ্ট হইয়া পশু গণের রক্ষার্থ ইচ্ছুক হন, এবং আপনার এক করে অশ্রান্ত ভাবে অবলীলাক্রমে ছত্রাকের ন্যায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সপ্ত দিন ধারণ করিয়া থাকেন, এ কর্ম্মও অলৌকিকের ন্যায়, ইহাও কি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য হইতে সম্ভবে? (৩২) তিনি নিশাকর কিরণে শুভ্রা রজনীতে বিপিন মধ্যে রাসক্রীড়ার্থ ইচ্ছুক হয়েন, সেই সময় ললিতপদাবলী সম্বলিত আলাপ বিশেষ যুক্ত সঙ্গীতদ্বারা ব্রজাঙ্গনা গণের মদনপীড়া উদ্দীপিতা হইতেছিল, তাহাতে তাহারা তাঁহার সহিত বিলাস করণে উৎসুক হইয়া আগমন করিলে পথিমধ্যে কুবেরানুচর শঙ্খচূড় তাহাদিগকে হরণ করে তাহাতে তিনি ঐ ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করেন। (৩৩) অপর প্রলম্ব-ধেনুক-বক-কেশি-অরিষ্টমল্ল-ইভ অর্থাৎ কুবলয়াপীড়-কপি এবং পৌণ্ড্রক প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি, তথা অন্যান্য সাল্ব নরক-দন্তবক্র-সপ্তোক্ষ-সম্বর-বিদূরথ এবং রুক্মি ইত্যাদি যে২ শূর, আর কাম্বোজ মৎস্য কুরু সৃঞ্জয় কৈকয়াদি যে২ বীর সমরে ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া বলদেব অর্জ্জুন ভীম ইত্যাদির হস্তে নিহত হয়, ঐ বলদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর এপ্রযুক্ত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকই নিহত হওয়াতে পরম রমণীয় বৈকুণ্ঠ ধাম অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে, বৎস নারদ! এবিষয়ও অলৌকিকের ন্যায়, ইহাও কি অন্য হইতে সম্ভবে? (৩৪)

সেই ভগবান্ কাল বশতঃ মানবগণের বুদ্ধি সঙ্কুচিত এবং পরমায়ুঃ অল্প দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন স্বকৃত বেদরাশি ইহাদের পক্ষে দুর্গম হইবে অর্থাৎ ইহাদের এতাদৃশী বুদ্ধি শক্তি নাই যে বেদার্থ বোধগম্য করিতে পারে অতএব ব্যাসরূপে সত্যবতীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শাখাভেদ করত বেদ সকল বিভক্ত করেন। (৩৫)

দেবদ্বেষি অসুরগণ নিগম বর্ত্মমাত্র অবলম্বন করিয়া তৎপ্রভাবে ময়দানব দ্বারা ভূরি২ অলক্ষ্যবেগ পুর নির্ম্মাণ করাইয়া তদ্দ্বারা লোক সকলকে নিহত করিতেছিল তাহাতে সেই ভগবান্ তাহাদের বুদ্ধি ভ্রংশ নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া পাষণ্ড বেশ বিধান পূর্ব্বক বহুবিধ উপধর্ম্ম উপদেশ করেন। তাঁহার ঐ বেশ দর্শনেই তাহারদের মতিতে মোহ এবং বুদ্ধিতে লোভ জন্মিয়াছিল। (৩৬)

অনন্তর যুগান্তে যখন সাধুলোকের আলয়েতেও হরিকথা থাকিবেক না এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক লোকে পাষণ্ডী হইবে আর শূদ্রেরা রাজা হইতে থাকিবে তখন তিনি কল্কী অবতার হইয়া কলির শাস্তা হইবেন। (৩৭)

হে নারদ! সৃষ্টির সময় যে তপস্যা, আমি এবং অন্য নয় জন প্রজাপতি হয়েন আর স্থিতি কালে ধর্ম্ম এবং বিষ্ণু মনু দেবতা রাজা ইত্যাদি যে সমস্ত হয় এবং সংহার সময়ে রুদ্র এবং মন্যুপরবশ যে সকল সর্পাদি হইবে এ সমুদায়ই বহুশক্তিধারি ভগবানের মায়া বিভূতি। (৩৮) বৎস নারদ! তাঁহার বিভূতি এই সংক্ষেপে বলিলাম বিস্তারিত রূপে বলিতে কেহই শক্ত নহে, যে ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণুগণনায় সক্ষম, তিনিও তাঁহার বীর্য্য গণনা করিতে পারিবেন না, একদা তাঁহার প্রতিঘাতশূন্য পদাঘাত দ্বারা ত্রিগুণের সাম্যরূপ অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রধান অবধি সমস্ত লোক কম্পমান হইয়াছিল তাহাতে তিনি আপনি সত্যলোককে ধারণ করিয়া রাখেন। (৩৯) হে বৎস! অগ্রজ মুনি গণ এবং আমি স্বয়ং, আমরাও সেই পরম পুরুষ ভগবানের মায়াশক্তির অন্ত জানিতে পারি নাই, পশ্চাজ্জাত ব্যক্তিরা কি রূপে জানিবে? আদ দেব অনন্ত দশ শত বদন ধারণ করিয়া কত কাল তাঁহার গুণ গান করিতেছেন অদ্যাবধি পার প্রাপ্ত হন নাই। (৪০) পরন্তু সেই ভগবান্ যাহাদিগের প্রতি দয়া করেন তাহারা যদিস্যাৎ কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তদীয় চরণে আশ্রিত হয় তাহা হইলে তাহারা দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং মায়াবিভব ও তাহাদের জ্ঞানগম্য হয়, আর কুক্কুর ও শৃগালাদির ভক্ষ্য দেহেতেও "আমি-আমার" এরূপ বুদ্ধি থাকে না। (৪১) হে নারদ! ভগবানের মায়ার অন্ত দুর্জ্ঞেয় বটে কিন্তু তাঁহার কৃপায় "এই মায়া" এরূপ জ্ঞান অনেকেরই আছে, তাহার সাক্ষি দেখ, আমি তাঁহার যোগমায়া জানি, এবং তোমরাও জান, ভগবান্ শঙ্কর আর দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, মনু পত্নী, মনুপুত্র, প্রাচীনবর্হিঃ, ঋভু, বেণপিতা অঙ্গ, উতধ্রুব, (৪২) ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, দেবব্রত, বলি, দিলীপ, (৪৩) সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিসেন, এবং বিভীষণ, হনূমান্, উপেন্দ্র দত্ত অর্থাৎ শুক, অর্জুন, আর্ষ্টিসেন, বিদুর, শ্রুতদেব প্রভৃতি যে সকল আছেন ইঁহারাও জানেন। (৪৪) হে নারদ! ইহাদের কথা কি? যদিস্যাৎ ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ দ্বারা তাঁহাদের রীতি চরিত্র শিক্ষা করে তাহা হইলে স্ত্রী শূদ্র হূণ শবর ইত্যাদি পাপ জাতিরাও এবং তির্য্যগ্যোনিরাও তাঁহার মায়া জানিতে পারে এবং তাহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, ইহাতে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার রূপ শ্রবণ করিয়া তাহাতেই মনো নিয়মন পূর্ব্বক মনন করেন তাঁহারা ঐ মায়া জানিয়া তাহা অতিক্রমণ করিবেন আশ্চর্য্য কি? (৪৫)

হে নারদ! মুনিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন তাহাই সেই ভগবানের রূপ, অর্থাৎ তাহা নিত্য সুখ স্বরূপ, তাহাতে শোকের সম্পর্ক মাত্র নাই, সর্ব্বদা প্রশান্ত অভয় এবং ভেদশূন্য। ফলতঃ তাঁহার রূপ বিষয়ও করণ সম্বন্ধ শূন্য, নির্ম্মল জ্ঞান মাত্র, সেই জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দ ব্যাপার তাঁহার বোধক নহে, অপর তাহাতে উৎপত্ত্যাদি ক্রিয়া ফলও কিছুই নাই, অপিচ মায়াও তাঁহার অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে প্রস্থান করে। (৪৬) বৎস! যত্নশীল ব্যক্তিরা উক্ত রূপ ভগবানে মনঃ স্থির করিয়া অভেদের সাধন যে জ্ঞান তাহাতে আর প্রয়োজন নাই এই বোধে তাহাও ত্যাগ করেন অর্থাৎ ইন্দ্র স্বয়ং মেঘ রূপে বিরাজমান হইলে কূপের খনন সাধন খনিত্রে যেমন অনাদর হয় তাহার ন্যায় ঐ ব্যক্তির অভেদ জ্ঞান সাধনে আর আদর থাকে না। (৪৭)

হে নারদ! ব্রহ্মণাদি বর্ণ শম দমাদি সম্পন্ন হইয়া যে সকল যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন সেই ভগবানের অনুগ্রহেতেই তৎসমুদায় সিদ্ধ হয় এবং তিনিই ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল দাতা। বৎস! যাগ যজ্ঞাদির ফল ভোগ পরলোকে হয়, কর্ম্মকর্ত্তার মৃত্যু হওয়াতে সেখানে তাহার শরীরাভাবে ফলভোগ অসম্ভাব্য, এরূপ আশঙ্কা করিও না, কালবশতঃ এই দেহের আরম্ভক ভূত সকলের অপায় হইলেও ইহার মধ্যে আকাশ তুল্য যে আত্মা আছেন তাঁহার বিনাশ হয় না, কেননা আত্মা দেহের সহিত উৎপন্ন নহেন। (৪৮) হে তাত! বিশ্বপ্রকাশক সেই ভগবানের স্বরূপ এই তোমাকে কহিলাম। হে পুত্র! ভগবান্ হরিভিন্ন কার্য্য অথবা কারণ কিছুই নাই, পরন্তু তিনি স্বয়ং কার্য্য ও কারণ স্বরূপ হইলেও অন্যান্য কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্। (৪৯)

হে নারদ! ইহার নাম ভাগবত, ভগবান আমাকে ইহাই কহিয়াছিলেন, ইহা ঐশ্বর্য্য সকলের সংগ্রহ স্বরূপ, তুমি ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন কর। (৫০) পরন্তু বৎস! যে প্রকারে বর্ণনা করিলে মানবগণের সর্ব্বাত্মা ও সকলের আধার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে চিন্তা করিয়া হরিলীলার প্রাধান্য রাখিয়া তদ্রূপে বর্ণন করিও, দেখিও যেন ভক্তি রসের ব্যাঘাত করিয়া কেবল তত্ব বর্ণনা না হয়। (৫১) অহে নারদ! হরিলীলাও মায়াশ্রয়া বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের মায়াও বর্ণন করেন এবং যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিত্য সেই বর্ণন শ্রবণ করেন তাঁহার আত্মা মায়া দ্বারা কদাপি মুগ্ধ হয় না। (৫২) ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

রাজা পরীক্ষিতের বুভুৎসিত পুরাণার্থ বিষয়ে প্রশ্ন।

রাজা শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ব্রহ্মন্! দেবর্ষি নারদ গুণাতীত ভগবানের গুণ বর্ণনে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নিযোজিত হইয়া যেং ব্যক্তির নিকট যেং প্রকারে অদ্ভুতবীর্য্য হরির সুমঙ্গল কথা কহিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে অভিলাষ করি। (১) হে মহাভাগ! আপনি শীঘ্র বর্ণনা করুন, শ্রবণ করিয়া অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিব। (২) হে যোগিন্! শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে তাঁহাতে মনোনিবেশার্থ অধিক যত্ন করিতে হয় না, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশালী হইয়া তদীয় চরিত্র শ্রবণ ও উচ্চারণ করে ভগবান্ অনতি চিরকাল মধ্যে তাহার হৃদয়ে স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ করেন। (৩) তিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেই ভক্তগণের হৃদয় কমলের মালিন্য বিনষ্ট হইয়া যায়, যেমন শরতের প্রবেশে নদ নদী প্রভৃতির জলের আবিলতা অন্তর্হিত হয়। (৪) হৃৎপদ্মের মলিনতা বিনাশ দ্বারা নিষ্পাপ হইলে পুরুষের সমস্ত রাগ দ্বেষাদি ক্লেশ পরিহার হয় তাহাতে তিনি আর শ্রীকৃষ্ণের পাদ মূল পরিত্যাগ করেন না, যেমন প্রবাস হইতে আগত পথিক স্বগৃহ প্রাপ্ত্যনন্তর পথের ক্লেশ মোচন হইলে আর গৃহ ত্যাগ করিতে চাহেন না। (৫)

হে ব্রহ্মন্! এই অলৌকিক আত্মা ভূতাদি সম্বন্ধ শূন্য তথাচ ইহার যে ভূতাদি দ্বারা দেহারম্ভ হয় ইহা কি যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ নির্নিমিত্ত হয়? কিম্বা কর্ম্মাদি কোন কারণ বশতঃ হইয়া থাকে? হে ভগবন্! আপনার এ বিষয় যে প্রকার বিদিত আছে, কহিতে আজ্ঞা হউক। (৬) অপর হে ব্রহ্মন! যে নাভি পদ্ম হইতে এই সমস্ত

লোক রচনা হয় সেই পদ্ম যাঁহার উদর হইতে হইয়াছিল, সেই ঈশ্বর যদি স্বপরিমিত অবয়ব যুক্ত লৌকিক পুরুষের তুল্য আপনার পরিমাণানুরূপ অবয়ব সংস্থান বিশিষ্ট হইলেন তবে তাঁহাতে ও লৌকিক পুরুষে প্রভেদ কি? (৭) পরন্তু লৌকিক ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ আছে অবশ্য বলিতে হইবে, কেননা ঈশ্বরের গ্রহে ব্রহ্মা ভুত সকলের স্রষ্টা ও সৃষ্ট ভুত সকলের নিয়ন্তা হইয়াছেন, এবং ঈশ্বর পুনার নাভিপদ্মে ঐ ব্রহ্মার স্বরূপ দর্শন করেন। (৮)

হে যোগিন্! যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়াথাকে সেই মায়েশ সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আত্ম মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে রূপ অবলম্বন করিয়া শয়ন করেন এ বিষয় যথাতত্ত্ব কহিতে আজ্ঞা হউক। (৯) হে ব্রহ্মন্! বিরাট পুরুষের অবয়ব দ্বারা দিক্‌পাল সহিত লোক সকল পূর্ব্বে কল্পিত হয় ইহা শুনিয়াছি এবং দিক্‌-পাল সহিত লোক দ্বারা পুরুষের অবয়ব সংস্থান হয় ইহাও শ্রুত হইয়াছে, ঐ দুই-য়ের মধ্যে যথার্থ কি? নিশ্চয় করিয়া বলুন। (১০) অপর মহাকল্প এবং অবান্তর কল্পের যত পরিমাণ, তথা ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন শব্দ যাহার বাচক সেই কালের যে প্রকারে অনুমান করা যায়, আর স্থূল দেহাভিমানি মনুষ্য পিতৃ এবং দেবাদির আয়ুর যত পরিমাণ, এ সমুদায়ও যথাতত্ত্ব কহিতে আজ্ঞা হউক। (১১) অপিচ কালের অল্প অথবা অধিক প্রবৃত্তি যাহা২ লক্ষ্য হয় এবং কর্ম্ম প্রাপ্য স্থান সকলের সংখ্যা যত, এবং সে সকল যে প্রকার, তাহাও বলুন। (১২) অপর সত্ত্বাদি গুণের এবং পরি-ণাম, অর্থাৎ দেবাদি রূপ অভিলাষি গুণি, অর্থাৎ জীব সকলের মধ্যে যে পরিণামে যাহার যত পাপ বা পুণ্য সামগ্রী অপেক্ষিত হয়, অর্থাৎ কোন্ প্রকার পুণ্যাদি সামগ্রী কি রূপে অনুষ্ঠিত হইলে কোন্ অধিকারির পক্ষে দেবাদি ভাব লব্ধ হইতে পারে, এ সকলের বিবরণও যথাতত্ত্ব কহিতে আজ্ঞা হউক। (১৩)

হে ব্রহ্মন্! ভূমি পাতাল দিক্ আকাশ গ্রহ নক্ষত্র পর্ব্বত সরিৎ সমুদ্র দ্বীপ এ সকলের এবং এই সকল স্থানবাসি প্রাণি সমুদায়ের উৎপত্তি যে প্রকারে হয় (১৪) অপর এই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দিকের ও অভ্যন্তরের যত পরিমাণ, মহৎ২ লোকদিগের যেরূপ চরিত্র, এবং বর্ণ সকলের ও আশ্রম চতুষ্টয়ের তত্তৎ স্বভাব দ্বারা যেরূপ নির্ণয় হয় (১৫) আর যুগ যত সংখ্যক, যুগের পরিমাণ যে প্রকার, প্রত্যেক যুগে যে২ ধর্ম্ম প্রধান, এবং ভগবান যে২ অবতারে যে২ আশ্চর্য্য চরিত্র প্রকাশ করেন ১৬) আর মনুষ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম যদ্রূপ এবং বর্ণাশ্রম নিবন্ধন বিশেষ ধর্ম্ম যে প্রকার, তথা ব্যবসায়ি লোকদিগের ব্যবহারাদি বিষয়ের নিয়ম স্বরূপ ধর্ম্ম ও প্রজাপালনে অধিকারি রাজর্ষির যদ্রূপ ধর্ম্ম এবং আপদে পতিত সকল ব্যক্তির আপৎ কালীন যে২ ধর্ম্ম। (১৭) অপর প্রকৃতি ইত্যাদির সংখ্যা, তাহাদের স্বরূপ, তত্তৎ কার্য্য হেতু দ্বারা তাহাদের লক্ষণ, দেবপূজার প্রকার এবং অষ্টাঙ্গযোগের বিধি ১৮) অপিচ যোগেশ্বর দিগের অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের গতি, যোগিদিগের লিঙ্গ-শরীরের লয় তথা ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি বেদ, আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতি-হাস এবং পুরাণ, এ সকলের যেরূপ গতি (১৯) আর ভুত সকলের উৎপত্তি স্থিতি এবং মহা প্রলয় যদ্রূপ এবং বৈদিক ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের তথা অগ্নিহোত্রাদি কাম্য কর্ম্মের রূপ বিধি এবং ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কামের অবিরোধ প্রকার (২০) অপর নোপাধি জীব সকলের যেরূপে সৃষ্টি হয়, পাষণ্ডদের যেপ্রকার উৎপত্তি, জীবের

যদ্রূপে বন্ধ ও মোক্ষ, এবং তাহার যে প্রকারে স্বরূপে অবস্থান হয় (২১) আর স্বপ্রধান বিভু ভগবান প্রলয় কালে যে প্রকারে মায়া পরিত্যাগ করিয়া আত্মমায়া দ্বারা সাক্ষির ন্যায় থাকিয়া ক্রীড়া করেন। (২২) হে ভগবন্! এই সমস্ত যাহা২ জিজ্ঞাসা করিলাম এবং অন্য২ যাহা জিজ্ঞাসা করিতে রহিল সমুদায় আনুপূর্ব্বিক রূপে যথাতত্ত্ব বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। হে মহর্ষে! আমি আপনকার শরণাগত হইয়াছি, আমার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করুন। (২৩) হে ভগবন্! যদ্রূপ আত্মযোনি ব্রহ্মা এ সকল বিষয় সম্যক্ রূপে জানিতেন আপনিও তদ্রূপ সম্যক্ জ্ঞাতা। আপনা ভিন্ন অন্য ব্যক্তিরা প্রায় গতানুগতিক, পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তন্মাত্রের অনুষ্ঠান করে। (২৪) হে ব্রহ্মন্! আপনকার বাক্যরূপ সাগর হইতে নিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ সুধা পান করাতে আমার অনশনাদি জন্য ক্লেশ হইবে না, সুতরাং তজ্জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হইবার সম্ভাবনা নাই, আমি স্থির চিত্তে শ্রবণ করিতে পারিব, বলিতে আজ্ঞা হউক। (২৫)

সূত কহিলেন হে ঋষিগণ! যোগিবর শুকদেব রাজা পরীক্ষিত কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের যশঃ কথনার্থ এই রূপে অভ্যর্থিত হওয়াতে অতিশয় প্রীত হইলেন। (২৬) এবং সৃষ্টির উপক্রমে ভগবান হরি ব্রহ্মাকে বেদ তুল্য যে পুরাণ কহিয়াছিলেন সেই ভাগবত কহিতে আরম্ভ করিলেন। (২৭) অপর পাণ্ডুকুল শ্রেষ্ঠ রাজা পরীক্ষিত যাহা২ জিজ্ঞাসা করিলেন প্রস্তাব ক্রমে ক্রমশঃ যে সকলের উত্তর দানেও প্রবৃত্ত হইলেন। (২৮) ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দানার্থ শুকদেব কর্ত্তৃক ভগবদুক্ত ভাগবত কথন।

রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন সকলের উত্তর দানার্থ যোগিবর শুকদেব কহিতে আরম্ভ করিলেন মহারাজ! আত্মা অনুভব স্বরূপ, যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদি সম্বন্ধ ঘটে না, তাহার ন্যায় আত্মার দেহ সম্বন্ধ যথার্থতঃ ঘটে না সত্য, কিন্তু ভগবানের মায়া দ্বারা তাহা হইতে পারে। (১) হে রাজন্! এই সংসারও ভগবানেরই মায়া হইতে উৎপন্ন, তাঁহারই বহুরূপা মায়া দ্বারা জীব বাল্য যৌবনাদি বহুবিধ অবস্থান্বিত এবং দেব নরাদি বহুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, অপর মায়ার গুণেই দেহাদিতে আসক্ত হইয়া "আমার—আমি" ইত্যাদি অভিমান করেন। (২) কিন্তু ভক্তি যোগ দ্বারা ঐ মায়ার নিরাস করিলে পুনর্ব্বার মোক্ষ হয়, অর্থাৎ জীব যখন ভক্তি যোগ দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের পর স্বরূপ স্বমহিমাতে ক্রীড়া করেন তখন গত মোহ হইয়া "আমার—আমি" ইত্যাদি দ্বৈত বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরিপূর্ণ স্বরূপে অবস্থিত হন্। (৩)

হে রাজন্! ভগবান্ হরি অকপট তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার সত্য ও জ্ঞানময় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তপস্যাদি উপাসনা কহিয়াছিলেন জীব সকলের তত্ত্বজ্ঞানার্থ তাহাই আবশ্যক। মহারাজ! ভগবানের যে রূপের কথা কহিলাম তাহা যোগমায়া বশতঃ হয়, ঐ রূপ জ্ঞানঘন লীলাবিগ্রহ মাত্র, কিন্তু জীবের দেহ সম্বন্ধ অবিদ্যা দ্বারা মিথ্যা কল্পিত, অতএব ভগবানের ঐ রূপের ভজনা দ্বারা

...র মুক্তি হওয়া অযুক্তিক নহে। (৪) হে রাজন্! অন্যেঽপরে কা কথা, ব্রহ্মার তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারই প্রসাদে হয়। জগতের পরম গুরু অর্থাৎ ভক্তি রহস্যের উপদেশক ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া আপনার পদ্মে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক এই পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন কি রূপে সৃষ্টি করিব, তিনি অনেক কাল চিন্তা করিয়াও এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ কি প্রকারে হইতে পারে তদ্বিষয়ে অব্যভিচারিণী প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। (৫) পরন্তু ঐ বিষয়ের চিন্তায় ক্ষান্ত হয়েন নাই, নিরন্তর তাহাতে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, অতএব কদাচিৎ নিকটেতেই দুই বার উক্ত এই দুইটী অক্ষর তাঁহার কর্ণ গোচর হইল, সেই দুই অক্ষর এই, ক অবধি ম পর্য্যন্ত বর্ণচয়কে স্পর্শ বর্ণ কহে, তাহার ষোড়শ এবং বিংশ অক্ষর অর্থাৎ "তপ" এই শব্দটী দুই বার উচ্চারিত শুনিলেন। হে নৃপ! ঐ শব্দই নিষ্কিঞ্চন, অর্থাৎ ধনত্যাগি পুরুষদিগের পরম ধন, এই নিমিত্ত মুনিরা তপোধন নামে প্রসিদ্ধ আছেন। (৬)

সে যাহা হউক, ঐ বাক্য শ্রবণ গোচর হইলে কোন্ ব্যক্তি উহা কহিলেন তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মা আশ্চর্য্য প্রকাশ পুরঃসর চারি দিক্ অবলোকন করিলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পরে পুনর্ব্বার আপনার স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক উহাতে আপনার হিত বিবেচনা করিয়া প্রত্যক্ষ যেন কোন ব্যক্তি নিযুক্ত করিতেছেন এবম্প্রকার জ্ঞান করত তপস্যার্থ মনঃ স্থির করিলেন। (৭) "তপ তপ" এই আকাশবাণীর অর্থ তাঁহার অমোঘ বোধ হইয়াছিল, অতএব মনঃ এবং প্রাণ জয় করিয়া জ্ঞান কর্ম্ম উভয় বিধ ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ তপস্যা করিলেন। ঐ তপস্যাতেই অখিল লোকের প্রকাশ হয় এবং তজ্জন্যই ব্রহ্মা তপশ্চারিগণ মধ্যে অতিশয় তপস্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। (৮)

ব্রহ্মার ঐ তপস্যায় ভগবান্ হরির সন্তোষ জন্মিল, তাহাতে তিনি ব্রহ্মাকে আপনার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করাইলেন। ঐ লোকে ক্লেশ বা মোহ বা ভয়ের লেশ মাত্র নাই। পুণ্যবান পুরুষেরা সর্ব্বদাই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। (৯) অপর সে স্থানে রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব নাই, এবং ঐ দুই গুণে মিশ্রিত সত্ত্বও তথায় লব্ধাবকাশ হইতে পারে না, আর সেখানে কালের বিক্রম অর্থাৎ কালকৃত বিনাশও হয় না। অধিক কি বলিব, মায়াও সে স্থানে স্থান প্রাপ্ত হয় না, ইহাতে অন্যান্য শোক মোহাদির কথা বক্তব্য কি? অর্থাৎ সে সকলের থাকিবার কোন সম্ভাবনাই নাই, অতএব তত্রস্থ ভগবৎপারিষদ গণকে সুর এবং অসুর গণে নিরন্তর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। (১০)

উক্ত বৈকুণ্ঠে যে সকল পারিষদগণ আছেন তাঁহাদের শোভার কথা কি কহিব? তাঁহাদের শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষুঃ পদ্ম সন্নিভ, পীতাম্বর পরিধান, অতি কমনীয় ও সুকুমার আকার, সকলেই চতুর্ব্বাহুধারী, সকলেরই বক্ষঃস্থলে অতিশয় প্রভাশালি মণিযুক্ত পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী। (১১) অপর তাঁহারদিগের বর্ণ প্রবাল বৈদূর্য্য এবং মৃণালের তুল্য, আর তাঁহারা সকলেই দীপ্তিশালি কুণ্ডল এবং মৌলি মালা ধারণ করিয়া আছেন। (১২)

অপর ঐ লোকের চারি দিকে মহাত্মাদিগের বিমান শ্রেণি দেদীপ্যমান, তাহাতে তাহার অতিশয় শোভা হইয়া থাকে, আর দিব্যাঙ্গনা গণের রূপ লাবণ্য দ্বারাও তাহা অতিশয় শোভমান হয়, ফলতঃ বিদ্যুৎ সহ মেঘশ্রেণি গগণমণ্ডলে উদিত হইলে

তাহার যদ্রূপ শোভা হয় ঐ লোক সতত তদ্রূপে বিরাজমান। (১৩) ঐ স্থানে সম্পত্তি রূপিণী শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভব দ্বারা ভগবানের চরণ দ্বয়ের সেবা করিতে- ছেন। কিন্তু বসন্তের অনুচর ভ্রমর সকল নানাপ্রকারে গুণ গান করাতে ঐ লক্ষ্মীকে যেন আন্দোলন আশ্রয় করিতে হইয়াছে পরন্তু তিনি স্বয়ং স্বীয় প্রিয় হরির কীর্ত্তি গান করণে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্তা নহেন। (১৪)

ব্রহ্মা দেখিলেন উক্তরূপ বৈকুণ্ঠে সুনন্দ নন্দ প্রবল অর্হণ প্রভৃতি প্রধানং পার্ষদগণ কর্ত্তৃক চারিদিগে বেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি যজ্ঞের পতি এবং সমস্ত জগতের পতি ভগবান শ্রীপতি সেবিত হইতেছেন। (১৫) তিনি ভৃত্য বর্গের প্রতি প্রসাদ বিস্তার নিমিত্ত যেন অভিমুখ হইতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন হর্ষকর আসব তুল্য দেখাইতেছে, অপর তদীয় বদন সহাস্য, লোচন অরুণ বর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, এবং পীত বসন পরিধান, আর বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীদ্বারা অলঙ্কৃত আছে, এবং স্বয়ং চতুর্ভুজ হইয়া বসিয়া আছেন। (১৬) অপর তিনি বরিষ্ঠ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং প্রকৃতি পুরুষ মহৎ অহঙ্কার এই চারি, তথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ, অপর পঞ্চ তন্মাত্র এই পঞ্চ শক্তিতে পরিবৃত। আর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যে এবং যোগিদিগের আগন্তু ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন। পরন্তু এবম্প্রকার হইয়াও আপনার স্বরূপেই ক্রীড়া করিতেছেন অতএব স্বয়ং ঈশ্বরই আছেন। (১৭)

ভগবানকে ঐরূপ অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে ব্যাপ্ত, এবং শরীর পুলকিত হইল, আর প্রেমভরে নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার সেই পাদ পদ্মে প্রণাম করিলেন, যাহা কেবল জ্ঞান মার্গ দ্বারাই অধিগম্য হয়। (১৮)

ব্রহ্মাকে দেখিয়া ভগবান্ মনে করিলেন প্রজা সৃজন কার্য্যার্থ ইনি উপস্থিত হইয়া থাকিবেন, ঐ বিষয়ে ইহাঁকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, অতএব সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর আপন কর দ্বারা তাঁহার কর স্পর্শ করত ঈষদ্ধাস্য করণক শোভা- শালি বাক্যে কহিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা বিনয়াবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলেন, ভগবান্ সপ্রেম দর্শন দ্বারাও তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। (১৯)

ভগবান্ কহিলেন হে বেদগর্ব্ভ! তুমি সৃষ্টি করিবার বাসনায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছ, তোমার চিরসঞ্চিত সেই তপস্যায় আমার পরম সন্তোষ জন্মিয়াছে। কূট যোগিরা কেহ কখন আমাকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না। (২০) অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে ব্রহ্মন্! আমার দর্শনই ফলসাধনার্থ প্রয়াসের সীমা অর্থাৎ শ্রেয়োনিমিত্ত পরিশ্রমের ফল তদপেক্ষা অধিক নাই। (২১)

হে ব্রহ্মন্! তুমি যে আমার এই লোক দর্শন করিলে ইহা আমারই মনো- বাঞ্ছার প্রভাব, অর্থাৎ তোমাকে ইহা দর্শন করাইতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল তাহাতেই তুমি দেখিতে পাইলে? তুমি স্বয়ং অনেক কাল তপস্যা করিয়া আপ- নার তপোবলে এ স্থানের দর্শন পাইলে এমত মনে করিও না, তোমার তপস্যায় প্রবৃত্তির হেতু কে? নির্জ্জনে "তপ তপ" এই আকাশ বাক্য শ্রবণ করিয়াই তো মার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। (২২) ওহে! ঐ আকাশ বাক্য কোথা হইতে হয়, জান? সৃষ্টির আরম্ভে তোমাকে কার্য্যবিষয়ে বিমুগ্ধ দেখিয়া আমিই ঐরূপ বাক্য দ্বারা তোমাকে উপদেশ করি। হে অনঘ! তপস্যাও আমারই শক্তি, তাহা আমার হৃদয়

এবং আমিও তাহার আত্মা অর্থাৎ তপস্যাস্বরূপ। (২৩) আমি তপস্যা দ্বারাই এই সমস্ত চরাচর বিশ্বের সৃজন করি, তপস্যা দ্বারাই এই সমুদায়কে পুনর্ব্বার সংহার করি, তপস্যা দ্বারাই এই সকলকে পালন করি, অতএব দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি। (২৪)

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্! আপনি সর্ব্ব প্রাণির বুদ্ধিতে অবস্থিত এবং সকলের অধিষ্ঠাতা, ইহাতে আপনার যাহা করিতে অভিপ্রেত, যদিও অপ্রতিরুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা স্বয়ং অবগত আছেন। (২৫) তথাপি, হে নাথ! আমি যাজ্ঞা করিতেছি আমার যাচিত প্রদানে আজ্ঞা হউক। হে প্রভো! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে আপনি অরূপ, তবে আপনকার পর এবং অবর অর্থাৎ স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ কি প্রকারে হয়? (২৬) হে মাধব! আপনি নানাশক্তি সমন্বিত এই বিশ্বকে যে প্রকারে সৃজন পালন এবং সংহার করত আপনিই ব্রহ্মাদি রূপ ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করেন এবং ঊর্ণনাভি যেমন আত্মশরীর আচ্ছাদিত করে তাহার ন্যায় যে প্রকারে আত্ম গোপন করেন সেই প্রকারে তদ্বিষয়ক বুদ্ধি আমাকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক। (২৭) আমি অনলস হইয়া আপনকার শাসন পালন করিব, কেননা আপনকার অনুগ্রহ থাকিলে প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও অহঙ্কারাদি দ্বারা বদ্ধ হইব না। (২৮) হে ঈশ! আপনি করস্পর্শনাদি দ্বারা আমার প্রতি লৌকিক সখার ন্যায় ব্যবহার করিলেন, আমি আপনার নিকট এই মহা সম্মান প্রাপ্ত হইলাম, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে প্রজা সৃষ্টিরূপ আপনকার সেবায় অবস্থিত হইয়া অব্যাকুল চিত্তে যাবৎ পর্য্যন্ত উত্তম মধ্যম অধম ভেদে লোক সকলের সৃজন করি তাবৎ পর্য্যন্ত আমার মনে উৎকট মদ যেন আবির্ভূত না হয় অর্থাৎ আপনি আমাকে সম্মান করিলেন ইহাতে আমার মনে যেন এমত অভিমান না হয় যে আমিও একজন স্বতন্ত্র পুরুষ, হে ভগবন্! ঐ অভিমানই উৎকট মদ। (২৯)

ব্রহ্মার এই প্রকার সবিনয় বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! তুমি শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অনুভব, ভক্তি এবং ভক্তির সাধন এই সকল গ্রহণ কর, আমি বলিতেছি। (৩০) অপর আমার যে প্রকার স্বরূপ এবং যাদৃক্ সত্ত্ব, আর আমার গুণ ও কর্ম্ম যেরূপ, আমার অনুগ্রহে এ সকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার এখনি হউক। (৩১) হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল না, স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের কারণ যে প্রধান, তাহাও তখন ছিল না, তৎকালে তাহা আমাতে অন্তর্মুখতা রূপে বিলীন হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ সময় আমি ছিলাম সত্য, কিন্তু কোন কর্ম্ম করি নাই। সৃষ্টির পরেও আমিই আছি, এই যে সমস্ত প্রপঞ্চ দেখিতেছ ইহাও আমিই, এবং প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি, ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত এবং অদ্বিতীয় অতএব পূর্ণ স্বরূপ। (৩২) হে ব্রহ্মন্! আমার মায়া স্বরূপ এই, যে বস্তু কোন অর্থ ব্যতিরেকে প্রতীয়মান হয় এবং সৎ হইলেও যাহা আত্মাতে প্রতীয়মান হয় না তাহাই আমার মায়া, অর্থাৎ দুই চন্দ্র ইত্যাদি যেমন অর্থ বিনা প্রতীত মাত্র হয় তাহার ন্যায় অর্থ শূন্য হইয়া মায়া কখন২ প্রতীত হয়, আর যেমন অন্ধকার বস্তুতঃ একটা পদার্থ হইলেও প্রকাশ পায় না তাহার ন্যায় মায়ারও কখন২ আত্মাতে প্রকাশ হয় না। (৩৩)

হে ব্রহ্মন্! মহাভূত সকল যদ্রূপ সৃষ্টির পশ্চাৎ ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু সৃষ্টির অগ্রে তাহাদের কারণ হওয়াতে সে সকলে অপ্রবিষ্ট থাকে তদ্রূপ আমিও ভূত

ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি অর্থাৎ আমার সত্তা ঐ রূপ। (৩৪) যে ব্যক্তি আপনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, তিনি ইহাই বিচার করিবেন কোন্ বস্তু কার্য্য সকলে কারণ রূপে অনুগত, এবং কারণাবস্থায় তাহা ইহাতে পৃথক্, আর কেই বা জাগ্রদাদি অবস্থায় সাক্ষি স্বরূপে থাকেন, সমাধি ইত্যাদি কালে তদ্রূপ থাকেন না। হে ব্রহ্মন্! এই প্রকার অন্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা যিনি থাকেন তিনিই আত্মা। (৩৫) ওহে ব্রহ্মন্! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া সম্যক্ রূপে আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ করিলে কল্পে২ বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও মুগ্ধ হইবে না, অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি অভিমান তোমার কদাচ হইবে না। (৩৬)

শুকদেব কহিলেন। ভগবান্ হরি লোক সকলের পরম আধিপত্যে স্থিত ব্রহ্মাকে এই রূপ উপদেশ করিয়া তাঁহার সমক্ষেই আপনার সেই রূপ অন্তর্হিত করিলেন। (৩৭)

হরি যে রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন তাহা অন্তর্হিত করিলে সর্ব্ব ভূতের আত্মা ব্রহ্মা তাঁহার উদ্দেশে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক এই বিশ্ব পূর্ব্বে যদ্রূপ ছিল তদ্রূপে সৃষ্টি করিলেন। (৩৮)

হে রাজন্! তাহার পরেই ব্রহ্মার সঙ্গে নারদের কথোপকথন হয়। একদা ধর্ম্ম-পতি ঐ প্রজাপতি প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলান্বেষণ করিতে২ আপনার প্রয়োজন সাধন বাসনায় যম নিয়মাদি তপস্যা আরম্ভ করিলেন। (৩৯) তাহাতে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র মহামুনি নারদ মায়েশ বিষ্ণুর মায়া বিদিত হইবার বাঞ্ছায় তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং শীল বিনয় এবং ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাভাগবত দেবর্ষি নারদের ঐ প্রকার সেবায় তদীয় পিতা ব্রহ্মার সন্তোষ জন্মিল। (৪০) দেবর্ষি নারদ লোকদের প্রপিতামহ আপন পিতা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট দেখিয়া এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ (৪১) তাহাতে ভগবান্ পূর্ব্বে চারিটী শ্লোক দ্বারা সংক্ষেপে যে ভাগবত কহিয়াছিলেন ব্রহ্মা প্রীত হইয়া সেই ভাগবত আত্মতনয় নারদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। হে রাজন্! ঐ চারিটী শ্লোকে দশ প্রকার অর্থ ছিল। (৪২)

ঐ ভাগবত সংপ্রদায় ক্রমে আমার জ্ঞান গোচর হয়। মহর্ষি বেদব্যাস সরস্বতী নদীর তটে বসিয়া যখন পরব্রহ্ম ধ্যান করিতেছিলেন তখন ঐ দেবর্ষি নারদ স্বেচ্ছাক্রমে এক দিন তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার নিকট ঐ শ্লোক চতুষ্টয় কহেন। (৪৩) হে রাজন্! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ বৈরাজ পুরুষ হইতে এই বিশ্ব কি রূপে উৎপন্ন হয়? ঐ ভাগবত শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারাই আমি তোমার ঐ প্রশ্নের ও অন্যান্য জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা শুকদেবের রাজপ্রশ্নোত্তর দানারম্ভ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ঐ ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি, এবং আশ্রয়, এই দশটী বিষয় লক্ষিত হয়। (১) যদিও এই দশটী পদার্থ পরস্পর ভিন্ন, তথাচ ইহাতে শাস্ত্র ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা দশম পদার্থ যে আশ্রয়, তাহার বিশুদ্ধি নিমিত্ত অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানার্থ মহাত্মারা

কোথাও শ্রুতি দ্বারা কোথাও সাক্ষাৎ, কোথাও তাৎপর্য্য দ্বারা, অপর নয়টীর লক্ষণ বর্ণন করেন। (২) হে রাজন্! গুণত্রয়ের পরিণাম বশতঃ কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি, শব্দতন্মাত্রাদি, শব্দাদি, তথা ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব, এবং অহঙ্কারতত্ত্ব, এ সকলের বিরাট্ রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাঁহারই নাম সর্গ, আর বৈরাজ পুরুষ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন যে চরাচর সৃষ্টি তাহার নাম বিসর্গ। (৩) অপর সৃষ্ট জীবলোকের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ তাহার নাম স্থিতি। ঐ প্রকার উৎকর্ষে অবস্থিত ভক্ত জনে ভগবানের যে অনুগ্রহ তাহাকে পোষণ, এবং কর্ম্ম সকলের বাসনাকে ঊতি কহে, ঊতি শব্দের অর্থ বন্ধনহেতু। আর ভগবানের অনুগৃহীত সাধুদিগের যে ধর্ম্ম তাহার নাম মন্বন্তর। (৪) অপর ভগবানের অবতার চরিত্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তি মহাপুরুষদিগের যে সৎকথা তাহা ঈশকথা। ঐ কথা নানা আখ্যানে বর্দ্ধিত আছে। (৫) হে রাজন্! ভগবানের যোগ নিদ্রাবলম্বনের পর জীবের আত্ম উপাধি চিৎ শক্তির সহিত যে লয় তাঁহার নাম নিরোধ, আর অন্যথা রূপ অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদি পরিহার করিয়া স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব রূপে যে অবস্থিতি, তাহার নাম মুক্তি। (৬) পরন্তু যাঁহাহইতে সৃষ্টি এবং লয় হয় এবং যাঁহা হইতে জগৎ প্রকাশ পায়, তিনি পরব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহাকেই বস্তুতঃ আশ্রয় বলা গিয়া থাকে। (৭) হে রাজন্! চক্ষুরাদি অভিমানী দ্রষ্টা জীব স্বরূপ যে আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই আধিদৈবিক অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। এবং ঐ উভয় ভিন্ন চক্ষুর্গোলকাদি বিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ, তাহাকে পুরুষ অর্থাৎ পুরুষ রূপ জীবের উপাধি জানিবে। (৮) উক্ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয় মধ্যে একতরের অভাব হইলে একটীকে আমরা দেখিতে পাই না, যিনি সাক্ষিস্বরূপে তত্ত্রিতয়কে আলোচনা রূপ প্রত্যয় দ্বারা দেখিতেছেন সেই পরমাত্মাই আশ্রয়, কিন্তু তাঁহার আশ্রয় কেহ নাই। (৯)

হে রাজন্! বৈরাজ পুরুষ অণ্ড নির্ভেদ পূর্ব্বক নির্গত হইয়া আপনার অবস্থানার্থ স্থান অন্বেষণ করত স্বয়ং পবিত্র এ প্রযুক্ত পবিত্র গর্ভোদক নামে উদকের সৃষ্টি করিলেন এবং স্বসৃষ্ট ঐ জলে সহস্র বৎসর যাবৎ তাঁহার বাস হইল। (১০) হে ভূপ! সেই পুরুষ নর সংজ্ঞ, সুতরাং তাঁহা হইতে উৎপন্ন জলের নাম নার, সেই নার অর্থাৎ জল তাঁহার অয়ন (অবস্থিতি স্থান) হওয়াতে তাঁহার নাম নারায়ণ হইয়াছে। (১১) মহারাজ! তাঁহার প্রভাবের কথা কি কহিব? দ্রব্য অর্থাৎ উপাদান সামগ্রী, এবং কর্ম্ম কাল স্বভাব ইত্যাদি নিমিত্ত সকল আর জীব অর্থাৎ ভোক্তা, ইহারা তাঁহার অনুগ্রহেই কার্য্যক্ষম হয়, তাঁহার উপেক্ষায় ঐ সকল অপদার্থ অথবা অভাব তুল্য হয়। (১২)

এক অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত সেই পরমেশ্বর যোগ নিদ্রা হইতে উত্থানের পর বহুরূপ গ্রহণার্থ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মায়াবলে প্রকাশবহুল গর্ভরূপ গৃহকে তিন প্রকার করিয়া সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ এক গর্ভরূপ গৃহকে আধিদৈবিক, অধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক এই তিন প্রকার করিয়া ভিন্ন হয়েন। এবিষয়ের বিবরণ শ্রবণ কর। (১৩) তিনি ক্রিয়াশক্তি দ্বারা নানাপ্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিলে তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে যে আকাশ ছিল, তাহা হইতে ওজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি, সহ অর্থাৎ মনঃশক্তি, বল অর্থাৎ দেহ শক্তি, এবং ঐ ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ সূক্ষ্ম রূপ হইতে সূত্র নামক মহৎ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হয়। (১৪) ভৃত্য সকল যেমন রাজার অনুবর্ত্তী হয় তাহার ন্যায় ঐ প্রাণ চেষ্টাযুক্ত হইলে তাহার পশ্চাৎ২ সকল প্রাণির প্রাণ

চেষ্টান্বিত হয় এবং তাহা চেষ্টা ত্যাগ করিলে অন্যান্য সকলের প্রাণও চেষ্টা ত্যাগ করে। (১৫) ঐ প্রাণের সঞ্চালনে বিভু অর্থাৎ বিরাট্ জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে। অনন্তর তিনি ভোজন ও পান করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রথমে তাঁহার মুখ বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পায় (১৬) পরে ঐ মুখ হইতে তালু অর্থাৎ জিহ্বার অধিষ্ঠান স্থান নির্ভিন্ন হয়, তাহাতে জিহ্বা অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, তদনন্তর নানা রস জন্মে, সে সকলের জিহ্বাদ্বারা পরিগ্রহ হয়। (১৭) অপর বাক্য প্রয়োগার্থ ইচ্ছা হওয়াতে ঐ মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয় বাক্য এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা বহ্নির সৃষ্টি হয়, কিন্তু তিনি যখন জলশায়ী ছিলেন তখন সমধিক কাল তাঁহার ঐ ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইয়া ছিল। (১৮) অপর গন্ধ গ্রহণার্থ অভিলাষ হইলে ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয় এবং প্রাণ বায়ুর অতিশয় সঞ্চালনে দুই নাসিকা ও ঐ ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা গন্ধবহ বায়ু সৃষ্ট হয়। (১৯) এইরূপে যখন এই সমস্ত জগৎ নিরালোক অর্থাৎ প্রকাশ শূন্য ছিল, তখন আপনাতে অন্যান্য বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হওয়াতে চক্ষুর্গোলক চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা জ্যোতিঃ স্বরূপ আদিত্যের সৃষ্টি হয়, ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার বিষয় রূপের পরিগ্রহ হইয়া থাকে। (২০) অনন্তর বেদ সকলের আত্ম প্রবোধক শব্দ পরিগ্রহ করিবার বাসনা হওয়াতে কর্ণশষ্কুলীদ্বয় এবং কর্ণেন্দ্রিয় তথা তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা এই সকলের সৃষ্টি হয়; তাহাতে শব্দের পরিগ্রহ হইয়া থাকে। (২১) অপর বস্তু সকলের মৃদুত্ব কঠিনত্ব লঘুত্ব গুরুত্ব উষ্ণত্ব শীতত্ব এই সকল ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে বাসনা হইলে ত্বক্ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চর্ম্ম এবং রোমকূপ ত্বগিন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মহীরুহ এ সকলের সৃষ্টি হয়। ঐ ত্বচের অন্তরে এবং বহির্ভাগে বায়ু আবরণ করিয়া আছে, তাহাতেই ঐ ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান সম্পন্ন হয়। (২২)

অনন্তর তাঁহার বিবিধ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হইলে হস্তদ্বয় এবং তদিন্দ্রিয় অর্থাৎ বল ও তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা ইন্দ্র সৃষ্ট হইলেন। ঐ হস্তদ্বয়ের কর্ম্ম আদান। (২৩) অপর অভীষ্ট গতি জয় করিতে বাঞ্ছা হওয়াতে তাঁহার পদদ্বয় উৎপন্ন হইল এবং যজ্ঞমূর্ত্তি স্বয়ং বিষ্ণু ঐ চরণদ্বয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে থাকিলেন। মানব গণ তদ্যোগে গতি নামক কর্ম্মশক্তি দ্বারা যজ্ঞাদি করিয়া থাকে, অতএব গতি নামক কর্ম্ম শক্তিই ঐ চরণের ইন্দ্রিয় এবং যজ্ঞার্থ দ্রব্যই তাহার বিষয়। (২৪) অপিচ, অপত্যোৎপত্তি এবং আনন্দ বিষয়ে কামনা হওয়াতে তাঁহার উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান শিশ্ন, এবং উপস্থ ইন্দ্রিয় তথা তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রজাপতির সৃষ্টি হইল। স্ত্রী সম্ভোগাদি সম্বন্ধি সুখ ঐ ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতার অধীন। (২৫) এই রূপে ধাতুমল অর্থাৎ ভুক্ত অন্নাদির অসার অংশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হওয়াতে গুহ্যরন্ধ্র ও তদিন্দ্রিয় পায়ু এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবতার সৃষ্টি হইল। ঐ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মল ত্যাগ। (২৬)

অপর এক দেহ হইতে অন্য দেহে সর্ব্বতোভাবে গমনেচ্ছা হওয়াতে নাভিদ্বার অপান, এবং মৃত্যুর সৃষ্টি হইল। নাভিদেশে প্রাণ বায়ু এবং অপান বায়ুর বিশ্লেষ হইলেই মৃত্যু হয় এই প্রসিদ্ধ আছে, অতএব বহির্নিঃসরণ শীল অপান বায়ুর পৃথক্ত্ব ও সৃষ্ট হয়। (২৭) আর অন্ন পানাদি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হওয়াতে উদর অন্ত্র এবং নাড়ীর সৃষ্টি হইল, তন্মধ্যে কুক্ষি অধিষ্ঠান, অন্ত্র অন্ন সংগ্রহে, এবং নাড়ী ইন্দ্রিয় সংগ্রহে করণ। ঐ অন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নদী এবং নাড়ীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সমুদ্র। তুষ্টি অর্থাৎ উদর ভরণ এবং পুষ্টি অর্থাৎ রস পরিণাম দ্বারা শরীরের স্থূলতা এই দুই ব্যাপার ঐ অন্ত্র এবং নাড়ী হইতে হয়। (২৮) অপিচ আত্ম মায়ার বিষয়

চিন্তা করিতে ইচ্ছা হওয়াতে হৃদয়, মনঃ, সংকল্প, অভিলাষ এবং মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্র এই সকলের সৃষ্টি হইল। (২৯)

অপর দেহের স্থূল ত্বক্ এবং তদুপরিস্থ সূক্ষ্ম চর্ম্ম, তথা মাংস, শোণিত, মেদঃ, মজ্জা অস্থি এই সপ্ত ধাতু ভূমি জল এবং তেজঃ এই তিন হইতে হইল। যদিও সৃষ্ট সকল পদার্থই পাঞ্চভৌতিক, তথাপি বায়ু এবং আকাশ আহার রূপে ঐ সকলকে পুষ্ট করে না, একারণ ঐ দুইয়ের সম্বন্ধ গণ্য হয় নাই। আর আকাশ জল এবং বায়ু এই তিন হইতে প্রাণ বায়ুর সৃষ্টি হইল। (৩০) এবং বিষয়াভিমুখস্বভাব ইন্দ্রিয় সকল তথা শব্দাদি গুণ গণ অহঙ্কার হইতে সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ অহঙ্কার দ্বারাই তাহাদের শোভন স্বভাব কল্পিত হয়, বস্তুতঃ তাহারা তদ্রূপ নহে। অপর সকল বিকার স্বরূপ মনঃ এবং ভূতার্থ বিজ্ঞানরূপিণী বুদ্ধিরও সৃষ্টি হয়। (৩১)

হে রাজন্! ভগবানের স্থূল রূপ এই প্রকার, তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, তাহা বহির্ভাগে প্রকৃতির সহিত মহী ইত্যাদি অষ্ট আবরণে আবৃত আছে। (৩২)

হে রাজন্! এতদ্ভিন্ন সূক্ষ্ম শরীরও আছে, তাহা এই স্থূল শরীরের কারণ স্বরূপ, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, কেননা তাহার কোন বিশেষণ নাই এবং তাহা উৎপত্তি স্থিতি লয় শূন্য, ও সর্ব্বদা একরূপ অর্থাৎ অপক্ষয়াদি বিহীন, অতএব বাক্য ও মনের অগোচর। (৩৩)

হে নৃপ! ভগবানে এই প্রকারে যে দুই রূপ আরোপিত হইয়া থাকে তদুভয়ই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। কিন্তু ঐ দুই রূপই মায়া কল্পিত, এই নিমিত্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহা বস্তুতঃ অঙ্গীকার করেন না। (৩৪) ভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক বাচকত্ব রূপে নাম এবং বাচ্যত্বরূপে রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। যদিও তিনি স্বয়ং বস্তুতঃ কর্ম্ম রহিত, তথাচ মায়া দ্বারা সকর্ম্মা অর্থাৎ ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। (৩৫) প্রজাপতি মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর, মাতৃগণ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, (৩৬) কুষ্মাণ্ড, উন্মদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সরীসৃপ এই সকলের সৃষ্টি তিনিই করেন। (৩৭) অপর স্থাবর জঙ্গম এই দ্বিবিধ ভূত, তথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ ভূত, তথা জলচর, ভূচর, খেচর, এ সকলেরও সৃষ্টি তাঁহা হইতেই হয়। (৩৮) হে রাজন্! এই সকলের মধ্যে উত্তম অধম এবং মধ্যম আছে, তাহা তাহাদিগের পুণ্য অপুণ্য এবং মিশ্রিত পাপ পুণ্যের ফল। মহারাজ! দেবতা নর এবং নারকী এই তিন দেহ প্রাপ্তি সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিনের ফল। (৩৯) হে রাজন্! ঐ গুণত্রয়ের মধ্যেও এক২টার গতি উত্তমাদি ভেদে তিন প্রকার হইয়া বিভিন্ন হয় যেহেতু এক২টী গুণ অন্য দুই গুণে অনুবিদ্ধ হইয়া থাকে। (৪০)

সেযাহাহউক, ভগবানই পশু পক্ষি সুর নর ইত্যাদি অবতার দ্বারা এই বিশ্বের পালন করত ধর্ম্মরূপধারী হইয়া তত্তদ্ভোগ করণক ইহার সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। (৪১) এবং তিনিই অবসানে কাল অগ্নি এবং রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া বায়ু যেমন মেঘ শ্রেণীকে উচ্ছিন্ন করে তাহার ন্যায় আপনার সৃষ্ট এই বিশ্বের সংহার করিবেন। (৪২)

হে রাজন্! এই প্রকার স্রষ্টৃত্বাদি রূপে ভগবত্তম ভগবানের স্বরূপ তোমার নিকট এই কহিলাম। পরন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কেবল এই রূপেই তাঁহাকে দর্শন

করিতে যোগ্য হয়েন না। (৪৩) মহারাজ! বিশ্ব সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মে পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব নাই, শ্রুতিরও ঐ রূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় না। তাহা কেবল মায়া দ্বারা কল্পিত হয়, তাহার প্রতিষেধ নিমিত্তই শ্রুতিতে ঐরূপ বর্ণন করেন। (৪৪)

হে রাজন্! ব্রহ্মার অবান্তর কল্প সহিত এই মহাকল্প উদাহরণ স্বরূপে সংক্ষেপে উক্ত হইল। এই কল্পে প্রাকৃত মহদাদি সৃষ্টি এবং বৈকৃত স্থাবরাদি সৃষ্টি ইত্যাদির বিধি অন্য মহাকল্পাদির সহিত সাধারণ। (৪৫) হে রাজন্! কালের স্থূল এবং সূক্ষ্ম পরিমাণ তথা কল্পের লক্ষণ অর্থাৎ তাহা যদ্রূপ ও তাহার অবান্তর অবয়ব যত প্রকার অর্থাৎ অবান্তর কল্প মন্বন্তর ইত্যাদি বিস্তার পূর্ব্বক পরে ব্যাখ্যা করিব, সংপ্রতি পাদ্ম কল্পের ব্যাখ্যা করি, শ্রবণ কর। (৪৬)

শৌনক মুনি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া সূতকে কহিলেন, হে সূত! তুমি বলিয়াছিলে পরম ভাগবত বিদুর দুস্ত্যজ বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করিয়া পৃথিবী মধ্যস্থ যাবত্ তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছিলেন (৪৭) তাঁহার বৈমাত্রেয়ের সহিত অধ্যাত্ম জ্ঞান বিষয়ক যে সংবাদ হয় অথবা সেই ভগবান্ বিদুর জিজ্ঞাসিত হইয়া বৈমাত্রেয়কে ঐ বিষয়ে যাহা বলেন (৪৮) হে সৌম্য! আমাদিগকে তাহা বল এবং বিদুর বন্ধু ত্যাগ করিয়া কি প্রকার আচরণ করেন তথা পুনর্ব্বার যে রূপে আগত হন তাহাও বর্ণন কর। (৪৯)

মহর্ষি শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন রাজা পরীক্ষিত এই বিষয়ই যোগিবর শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে সেই মহাযোগী রাজার প্রশ্নানুসারে সকল পুরাণার্থ যাহা বলেন আমি আপনাদিগকে তাহাই কহিতেছি, আপনারাও সেই রাজার ন্যায় শ্রবণ করুন। (৫০) ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে দশম অধ্যায়। ইতি শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কৃত শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

তৃতীয় স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধরস্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৭

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় স্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবত।

তৃতীয় স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

গতায়ুঃ বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গত বিদুরের
উদ্ধব সহ সংবাদ।

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের সর্ব্ব সম্পত্তি পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবান্ মৈত্রেয় মুনিকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (১) হে রাজন্! পাণ্ডবদিগের গৃহ অতি শ্লাঘনীয়, তাহা ত্যাগ করিবার যোগ্য ছিল না, যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দৌত্যকর্ত্তা হইয়া দুর্য্যোধনের ভবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আহ্বান না করিতে২ স্বয়ং আসিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ফলতঃ ভগবান্ পাণ্ডবদিগের নিকেতনকে আপনার ভবন বলিয়াই জানিতেন, এই নিমিত্ত বিনা আহ্বানেও স্বয়ং প্রবিষ্ট হন, অতএব ঐ গৃহ কদাপি পরিত্যাগার্হ হইতে পারে না, বিদুর বন্ধুবিয়োগ দর্শন ভয়ে তাহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। (২)

রাজা জিজ্ঞাসিলেন প্রভো! ভগবান্ মৈত্রেয়ের সহিত বিদুর মহাশয়ের সমাগম কোথায় হয়? এবং কোন্ সময়েই বা তাঁহার সহিত সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথন হইয়াছিল? বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। (৩) হে ব্রহ্মন্! বিদুর মহাশয় অতিশয় নির্ম্মলাত্মা ছিলেন, তিনি মৈত্রেয়কে যে২ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সাধু পুরুষদিগের অনুমোদন দ্বারা তাহা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, বোধ করি তাহা হইতে অল্প অর্থের উদয় হইবেক না, ভূরি২ গুরুতর বিষয় প্রকাশ পাইতে পারিবে, অতএব বলিতে আজ্ঞা হউক। (৪)

সূত কহিলেন ভগবান্ শুকদেব সুবহুজ্ঞ, সকল বিষয়ই জানিতেন, রাজা পরীক্ষিত কর্ত্তৃক ঐ প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন মহারাজ! শ্রবণ কর। যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অধর্ম্মে নষ্টদৃষ্টি হইয়া আপনার অসৎ সন্তান গণের পোষণ করত কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর পিতৃহীন তনয়গুলিকে জতুগৃহে প্রবেশ করাইয়া দগ্ধ করিলেন, (৫) যখন তিনি আপনার পুত্র দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভাতে আনিতে দেখিয়াও তাহার ঐ গর্হিত কর্ম্ম নিবারণ করিলেন না, দ্রৌপদী অন্য যে কোন স্ত্রী নহেন, কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মহিষী, এবং ঐ ধৃতরাষ্ট্রের স্নুষা, দুঃশাসনাভিমর্ষণে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে এত অশ্রুপাত হইতেছিল যে তদ্দ্বারা বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুম ধৌত হইয়া গিয়াছিল, অতএব ঐ কর্ম্ম উপেক্ষণীয় ছিল না। (৬) অপর ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় অধর্ম্মতঃ পরাজিত হইয়াও সত্যাবলম্বন

পূর্ব্বক বন বাস স্বীকার করিয়া, পরে অরণ্য হইতে প্রত্যাগমনানন্তর পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে আপনার ভাগ প্রার্থনা করিলে যখন ঐ রাজা মোহ বশতঃ তাঁহাকে তদীয় প্রাপ্য বিষয় প্রদান করিলেন না, (৭) আর জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দুর্য্যোধনের সভায় গমন পূর্ব্বক যেং বাক্য কহিলেন ভীষ্ম প্রভৃতির কর্ণে সে সকল অমৃতস্রাবি বোধ হইল, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুণ্য ক্ষীণ হওয়াতে তিনি যখন তাহা বহু করিয়া মানিলেন না অর্থাৎ তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির হেতু যে পুণ্য লেশ ছিল তাহাও বিনষ্ট হওয়াতে যখন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে আদর করিলেন না, (৮) অপিচ অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণার্থ আহ্বান করিলে যখন বিদুর আপনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বজের প্রশ্নে সেই মন্ত্র কহিলেন মন্ত্রবিশারদেরা সচরাচর যাহাকে বিদুর বাক্য কহিয়া থাকেন। (৯)

বিদুরের মন্ত্রণা এই, তিনি কহিয়াছিলেন হে রাজন্! অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তোমার দুর্বিসহ অপরাধ সহিষ্ণুতা করিতেছেন তাঁহার প্রাপ্য অংশ তাঁহাকে প্রদান কর। মহারাজ! আপনি যাহাকে সাতিশয় ভয় করেন সেই ভীমরূপ বিষধর তোমার ঐ অপরাধে অনুজগণের সহিত সর্ব্বদা নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে তাহার রোষ বৃদ্ধি করিও না। (১০) হে রাজন্! "আমারও অনেক পুত্র আছে" ইহা বলিয়া গর্ব্ব করিবেন না, শ্রীকৃষ্ণ পৃথাতনয় দিগকে আত্মীয়ত্ব রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য নহেন, দেবতা, এবং স্বয়ং ভগবান্, আর তিনি ক্ষিতিদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং স্বর্গদেব অর্থাৎ ইন্দ্রাদি সহ সর্ব্বদা বর্ত্তমান, ফলতঃ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণ এবং দেবগণ থাকেন। মহারাজ! তিনি অন্যত্র গতও নহেন, আপনার পুরীতেই সুখে অবস্থিতি করিতেছেন, অপর তিনি যদুদেব দিগের পূজনীয়, ইহাতে যে পক্ষে তিনি থাকিবেন প্রধানং যাদব গণও সেই পক্ষেই থাকিবেন, আর তিনি সকল রাজাকেই জয় করিয়াছেন ইহাতে সকলেই তাঁহার বশ্য, তিনি যে দিকে থাকিবেন সমুদায় ভূপতিও সেইদিকে থাকিবেক, অতএব পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ করিবেন না, তাহাদের প্রাপ্য প্রদান করুন। (১১) মহারাজ! যদি বলেন দুর্য্যোধন মানে না, তাহাতে আমার বক্তব্য এই, ঐ দুর্য্যোধনই তো তোমার মূর্ত্তিমান্ দোষ, গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষ করে এই জন্য তাহাকে দোষ স্বরূপ বলিতেছি। মহারাজ! ও কে? তুমি শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ হইয়া উহাকে অপত্য বোধে পোষণ করিতেছ? ও তো তোমার অপত্য নহে, যাহা হইতে পতন না হয় তাহাকেই অপত্য বলে, ও তো তদ্রূপ নহে, বরং তোমাকে পতিত করিবার হেতু, আমি দেখিতেছি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইলে, এখনও যদি মঙ্গল প্রার্থনা থাকে কুলের কুশলার্থ আশু ঐ অমঙ্গলটাকে ত্যাগ কর। (১২)

এই কথায় যখন দুর্য্যোধন কোপে স্ফুরিতাধর হইয়া কর্ণ দুঃশাসন এবং শকুনির সহিত মিলিত হইল এবং যাঁহার স্বভাব সাধুগণ স্পৃহা করিয়া থাকেন তাঁহাকে সেই স্থানেই তিরস্কার করিতেং কহিল (১৩) অরে! এই দাসীপুত্র ক্রূরকে এখানে কে আহ্বান করিয়াছে? এ পাপাত্মা এতাদৃশ কুটিল, যাহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারই বিপক্ষ হইয়া পরের কার্য্যে রত থাকে, ইহার ধনাদি যাহা আছে বল পূর্ব্বক লইয়া জীবন মাত্রাবশেষ করিয়া এখনই পুর হইতে দুর করিয়া দাও। (১৪) তখন তিনি "ইহাদের যখন ঈদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত, নিশ্চয়ই মারিবে তবে আর আমার ধনুতে কার্য্য কি?" ইহা মনে করিয়া আপনার ধনুকটী দ্বারে স্থাপন পূর্ব্বক তাহারা নিঃসারিত করিয়া না দিতে দিতে আপনি নির্গত হইলেন। ভ্রাতার সম্মুখে

কর্ণদ্বয়ে বাণবৎ প্রবেশকারি ঐ প্রকার পরুষ বাক্যে যদিও তাঁহার মর্ম্ম পীড়িত হইল তথাপি মায়াকেই বহু করিয়া মান্য করাতে অর্থাৎ "মায়ার কি মাহাত্ম্য, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াই ইহারা আমার এই অপমান করিতেছে" এইরূপ নিশ্চয় করাতে তজ্জন্য বেদনা বিগতা হইল। (১৫)

বিদুর হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইয়া পৃথ্বীতলে যে সকল ক্ষেত্রে ভগবানের ব্রহ্ম রুদ্রাদি বহুবিধ মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে, সেই সমস্ত ভগবৎক্ষেত্রে পুণ্য সঞ্চয় বাসনায় পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন। তিনি কৌরবদিগের পুণ্যে লব্ধ হইয়াছিলেন, ইহাতে যে২ স্থানে গেলেন বোধ হইল যেন কৌরবদিগের ভাগ্যই তাঁহার স্বরূপে তথায় গমন করিতে লাগিল। (১৬) সে যাহাহউক, যে সকল পুর উপবন পর্ব্বত কুঞ্জ অতি পবিত্র, এবং যে২ সরিৎ সরোবর অতিশয় নিষ্পঙ্ক নির্ম্মল জলযুক্ত, আর যে সকল তীর্থ এবং ক্ষেত্র অনন্ত ভগবানের মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত, তত্তাবতে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে থাকিলেন। (১৭) তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতেং হরিতোষণ ব্রত সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবিকা অতি পবিত্রা এবং অসঙ্কীর্ণা ছিল, প্রত্যেক তীর্থেই স্নান করিতেন, রজনীযোগে ভূতলেই শয়ন করিয়া থাকিতেন, দেহ সংস্কারে যত্ন ছিল না, বল্কলাদি পরিধান করিয়াই বেড়াইতেন ইহাতে আত্মীয় স্বজন কেহ চিনিতে পারিবে এমত সম্ভাবনাও ছিল না। (১৮)

বিদুর এই প্রকারে ভারতবর্ষেই ভ্রমণ করিতেং কালক্রমে যখন প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পৃথা তনয় এই অবনীকে একচক্রা অর্থাৎ এক জনের সেনাস্থান এবং একচ্ছত্রা অর্থাৎ এক রাজচিহ্নযুক্ত করিয়া শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৯) প্রভাসে গিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার কর্ণগোচর হইল বেণুজ বহ্নি সংশ্রয়ে বন যদ্রূপ দগ্ধ হয় তাহার ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধার কারণে সুহৃদ্গণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে অতএব শোকাতুর হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে উত্তরাভিমুখে সরস্বতীর প্রতি যাত্রা করিলেন। (২০) ঐ তটিনীর তটে ত্রিত উশনা মনু পৃথু অগ্নি অমিত বায়ু সুদাস গো গুহ এবং শ্রাদ্ধদেব এই একাদশের ঐ২ নামে প্রসিদ্ধ একাদশটী তীর্থ ছিল, তিনি যথাবিধি তৎসমুদয়িও সেবন করিলেন (২১) এবং ঋষিগণ ও দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর অন্যান্য যে সকল আয়তন করিয়া রাখিয়াছিলেন যেখানকার মন্দির সকলের চূড়োপরিস্থ স্বর্ণকলশে চক্র অঙ্কিত ছিল যাহা দর্শন করিলেই শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হইত সে সকল আয়তন ও সেবন করিলেন। (২২)

তদনন্তর সমৃদ্ধিশালি সুরাষ্ট্র দেশ তথা সৌবীর মৎস্য এবং কুরুজাঙ্গল নামক জনপদ অতিক্রমণ করিয়া যখন কালক্রমে উদ্ধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন তিনিও যমুনা সমীপে উপনীত হওয়াতে ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। (২৩) এই উদ্ধব ভগবান্ বাসুদেবের অনুচর, প্রশান্ত স্বভাব, এবং নীতি শাস্ত্রে বৃহস্পতির পূর্ব্ব শিষ্য ও অতি বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিদুর মহাশয় সাতিশয় প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন পরে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভগবানের পোষ্য আপন জ্ঞাতিদিগের কুশল জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। (২৪)

অহে উদ্ধব! পুরাণ পুরুষ রাম কৃষ্ণ স্বীয় নাভিপদ্মোদ্ভব ব্রহ্মার প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়া অবনী মণ্ডলের মঙ্গল সম্পাদন পূর্ব্বক সর্ব্ব জনের আনন্দ জন্মাইয়াছেন, এখন তাঁহারা তো শূর গৃহে কুশলে আছেন? (২৫) হে অঙ্গ! কুরুদিগের পরম সুহৃৎ

এবং আমাদের পূজ্য বসুদেবও তো সুখে আছেন? সেই মহাত্মার উদারতার কথা কি কহিব, তিনি বদান্যতা পূর্ব্বক আপনার পত্নীগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ভগিনীদিগকে পিতৃবৎ বহু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। (২৬) অহে মিত্র! যদুদিগের সেনাপতি মহাবীর প্রদ্যুম্নও তো সুখে আছেন? পূর্ব্ব জন্মে তিনিই কামদেব ছিলেন, রুক্মিণী ভগবান্ হইতে তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। (২৭) অহে উদ্ধব! সাত্বত বৃষ্ণি ভোজ এবং দাশার্হ দিগের অধিপতি উগ্রসেন তো সুখে আছেন? তিনি রাজ্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে দূরে গিয়া রহিয়াছিলেন, শতপত্রলোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। (২৮) হে সৌম্য! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ তনয় রথিশ্রেষ্ঠ শাম্ব তো ভাল আছেন? তিনি অন্য কেহ নহেন, পূর্ব্বজন্মে ভগবতী ভবানী যাঁহাকে গর্ব্ভে ধারণ করেন তিনিই ইহজন্মে ব্রতাঢ্যা জাম্ববতীর গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়া শাম্ব নামা হইয়াছেন। (২৯) অহে উদ্ধব! যিনি অর্জ্জুনের নিকট সরহস্য ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তদীয়া গতি প্রাপ্ত হয়েন সেই সাত্যকি ও তো কুশলে আছেন? (৩০) হে সখে! বিদ্বান্ নিষ্পাপ এবং ভগবানের শরণাপন্ন মহাত্মা অক্রূর কুশলী কি না? ভগবানের প্রতি তাঁহার ঈদৃশী ভক্তি, যে তিনি প্রেম বশতঃ বিদীর্ণধৈর্য্য হইয়া তদীয় চরণাঙ্কিত পথের ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। (৩১) আর জিজ্ঞাসা করি, ভগবান্ বিষ্ণু দেবক নামে ভোজের দুহিতা যে দেবকীর পুত্র, যিনি, শ্রুতি যেমন প্রকাশকত্বহেতু যজ্ঞ বিস্তার রূপ অর্থ ধারণ করেন তাহার ন্যায় ভগবান্কে আপনার গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, দেবমাতা অদিতির তুল্যা সেই দেবকীর তো কুশল?। (৩২) অপর ভগবান্ অনিরুদ্ধ তো কুশলে আছেন? তাঁহা হইতে ভক্ত গণের অভিলাষ পূর্ণ হয়। অপর চিত্ত অহঙ্কার বুদ্ধি মনঃ এই চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণ মধ্যে তিনি মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হওয়াতে বেদে তাঁহাকে মনোময় অর্থাৎ মনের প্রবর্ত্তক এবং শব্দের কারণ করিয়া কহিয়া থাকেন। (৩৩) হে সৌম্য! অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি একান্তভাবে দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার দেবতাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহাদেরও তো সুখে কালযাপন হইতেছে? আর হৃদীক, সত্যভামাপুত্র, চারুদেষ্ণ এবং গদ ইত্যাদি সকলেও তো কুশলে কালাতিবাহন করিতেছেন? (৩৪)

অহে উদ্ধব! তোমাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিব, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনার বাহুদ্বয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের সহিত ধর্ম্মতঃ ধর্ম্ম মর্য্যাদা পালন করিতেছেন কি না? দুর্য্যোধন তাঁহার সভায় সাম্রাজ্যশ্রী এবং অর্জ্জুনের সেবা দেখিয়া অতিশয় সন্তাপিত হইয়াছিল। (৩৫) অপর হে উদ্ধব! যে ভীম মহাসর্পের তুল্য অতিশয় রোষ পরবশ, তিনি কি কৃতাপরাধ কুরুদের প্রতি চিরকালানুচিন্তিত পাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন? তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া গদার ত্রিবিধ পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাতে সমর ভূমিও তাঁহার চরণপাত সহিষ্ণুতা করিতে শক্তা হয় নাই। (৩৬) অপর গাণ্ডীবধন্বা যে অর্জ্জুন রথযূথাধিপতিদের মধ্যে যশোধারী, তিনি ও বৈরিব্রাত নিপাত পূর্ব্বক সুখে আছেন কি না? মায়া দ্বারা কিরাতরূপ ধারী ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার বাণ সমূহে আচ্ছন্ন হইয়াও পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৩৭)

সখে উদ্ধব! নকুল সহদেব মাদ্রীর পুত্র হইয়াও অক্ষিদ্বয় যেমন পক্ষ্মদ্বারা পরিবৃত হয়, তাহার ন্যায় পৃথাতনয় গণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হওয়াতে পৃথার সন্তান বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। গরুড় যদ্রূপ ইন্দ্রের মুখ হইতে অমৃত আনয়ন করে তদ্বৎ তাহারা

যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট হইতে আপনাদের রাজ্য বল পূর্ব্বক লইয়া যমজ দুই ভ্রাতায় তো সুখে ক্রীড়া করিতেছে? (৩৮) অহে উদ্ধব! পৃথা কি এখনও জীবিতা আছেন? তিনি ভোগেচ্ছু না হইলেও আপনার বালকগুলির নিমিত্ত জীবন ধারণ করিতে পারেন সত্য কিন্তু রাজর্ষিবর্য্য পাণ্ডু ব্যতিরেকে তাঁহার জীবন অত্যাশ্চর্য্য বলিতে হইবে। মহাত্মা পাণ্ডু অদ্বিতীয় বীর, এবং অধিরথ ছিলেন, কেবল ধনুর্মাত্র সহায় করিয়া চতুর্দ্দিক্ জয় করিয়া আইসেন। (৩৯) হে সৌম্য! পৃথা যদিস্যাৎ পুত্রদিগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, ভালই হইয়াছে, কিন্তু সেই অধঃপাতি ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার মহাশোক হইতেছে, সে কি সামান্য পাপী, মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর অনাথ সন্তানগুলির অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার দ্রোহাচরণ করে এবং আমি তাহার সুহৃৎ ও ভ্রাতা, আপনার দুরাত্ম পুত্রদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকে পুর হইতে দূর করিয়া দেয়। (৪০)

সখে উদ্ধব! আমি তাহার ঐ রূপ দুশ্চেষ্টিত জানিয়া এই দুঃখে খিন্নমনাঃ হইয়াছি এমত মনে করিও না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের অনুকরণ করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদন পূর্ব্বক মানব গণের চিত্তবৃত্তিকে ভ্রান্ত করিতেছেন বটে কিন্তু আমি তাঁহার প্রসাদে তদীয় পদবী দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে আমার বিস্ময় বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রসাদে এই অবনী মণ্ডলে অন্যের অনুপলক্ষিত হইয়া সুখে ভ্রমণ করিতেছি। (৪১) হে বন্ধো! কুরুগণ অপরাধ করিয়াও যদিস্যাৎ এখনও প্রতিফল না পাইয়া থাকে তবে তাহার কারণ এই বোধ হয় যে সকল নৃপতি বিদ্যা ধন অভিজন এই তিনের মদে মত্ত ও উৎপথগামী হইয়া স্ব২ সেনা দ্বারা পৃথিবীকে বারম্বার চালিতা করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে একেবারে সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়া শরণাগত জনের আর্ত্তি হরণ মানসে ভগবান্ কুরুদিগের ঐ অপরাধ উপেক্ষা করিতেছেন, ফলতঃ যদিস্যাৎ অপরাধ সময়েই তাহাদিগকে বধ করেন তাহা হইলে সকল দুষ্ট বধ হইবে না, এই অভিপ্রায়েই আশু প্রতিফল দেন নাই। (৪২)

সখে! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও কেবল উৎপথগামি লোকের বিনাশ নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করেন এবং অকর্ত্তা হইয়াও কেবল পুরুষদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বন্ধো! আমি যাহা বলিলাম ইহাই যথার্থ জানিও তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি কি গুণাতীত হইয়া দেহযোগ ও কর্ম্ম বিস্তার যোগ্য হইতে পারে? (৪৩) অতএব হে মিত্র! সেই ভগবানের কথা বল। তিনি অজ হইয়াও শরণাগত সমস্ত লোকপাল দিগের তথা আপনার অনুশাসনে অবস্থিত অন্যান্য মহাত্মাদিগের প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিলে সংসার নিস্তার হইবে। (৪৪) ইতি তৃতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষে শোক করিতে২ বিদুর সন্নিধানে উদ্ধব কর্ত্তৃক ভগবানের বাল চরিত্র বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন বিদুর এই প্রকারে উদ্ধবকে প্রিয়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্মৃতিপথে আরোপিত হইলেন, তাহাতে বিরহোৎকণ্ঠাবেশে সহসা প্রতিবচন প্রদানে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। (১) হে রাজন্! বিদুরের

প্রশ্নে উদ্ধবের সহসা প্রতিবচন প্রদান করিতে উৎসাহ কি রূপেই বা হইবার সম্ভব? যিনি পঞ্চ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাল্য লীলা করিতে২ যখন কোন বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া কল্পিত উপহার দ্বারা তাঁহার সপর্য্যা রচনা করিতেন সে সময় মাতা প্রাতঃকালীন ভোজনার্থ আহ্বান করিলেও আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না, (২) তিনি অনবরত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া কাল বশতঃ বার্দ্ধক্য দশাপন্ন হইয়াছিলেন, তৎকালেই আপনার সেব্য প্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তদীয় চরণদ্বয় তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল ইহাতে তাঁহার কি হঠাৎ প্রতিবচন দানার্থ বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতে পারে? (৩) তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্পন্দ ও তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সুধায় যেন উত্তমরূপে নির্বৃত ও বিবশতাপাদক ভক্তি-যোগ দ্বারা যেন সেই সুধাতেই নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। (৪) তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক উদ্ভিন্ন হইল এবং ঈষন্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল, আর ভগবানের প্রতি যে স্নেহ ছিল তাহার প্রবাহে যেন আপনি নিমগ্ন হইলেন, বিদুর তাঁহাকে এইরূপ দেখিয়া স্থির করিলেন এ ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছে। (৫)

কিয়ৎ ক্ষণানন্তর মোহাপগম হইলে মহাত্মা উদ্ধব ভগবৎ স্বরূপ লোক হইতে আত্ম দেহে পুনরাগত হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার চৈতন্য উদয় হইল, তাহাতে নয়নদ্বয় মার্জ্জন করিয়া যদুকুল সংহারাদি ভগবচ্চাতুর্য্য স্মরণে বিস্ময় প্রকাশ করত বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, (৬) মহাশয়! শ্রীকৃষ্ণ রূপ দিবাকর কাল বশতঃ অস্ত প্রাপ্ত হওয়াতে আমাদিগের গৃহ সকল কালরূপ মহাসর্পে গিলিত হইয়াছে, ইহাতে তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশল কি বলিব? (৭) আহা! এই ভুবন অতিশয় ভাগ্য হীন, এবং যদুগণ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। ক্ষীর সাগরোৎপন্ন চন্দ্রের সহিত তত্রস্থ মৎস্য গণ একত্র বাস করিয়াও যেমন তাঁহাকে কমনীয় কোন জলচর জ্ঞান করিত অমৃতময় বলিয়া জানে নাই তাহার ন্যায় ঐ যদুগণ তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াও "ইনি হরি" এতদ্রূপে তাঁহাকে জানিতে পারে নাই। (৮) হে মহাশয়! যাদব বৃন্দ ভাগ্যাভাবেই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, নচেৎ তাহাদের জ্ঞান সামগ্রীর অভাব ছিল না, তাহারা লোকের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিত এবং অতিশয় নিপুণ ছিল। কি আশ্চর্য্য! এক স্থানেতেই বাস করিত তথাপি ভগবান্‌কে ভূত সকলের ঈশ্বর না জানিয়া যদুশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত। (৯) যে যাদব গণ ভগবানের মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে "ইনি যাদব, আমাদের বন্ধু" এইরূপ কহিত এবং যে সকল শিশুপালাদি অসদ্ভাব অর্থাৎ বৈর আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিন্দা করিত, সেই সকল ব্যক্তির ঐ২ বাক্যে মাদৃশ জনের বুদ্ধি মুগ্ধ হয় না কেননা আমাদের চিত্ত আত্ম স্বরূপ ভগবানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্য লোকের অনায়াসেই মোহ জন্মিতে পারে। (১০)

হে মহাশয়! ভগবান্ হরি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত লোকদিগকে আপনার মূর্ত্তি প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করাইয়া এক্ষণে লোক লোচন স্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাহাদের নয়ন সন্নিধান হইতে যেন বলদ্বারা গ্রহণ করিয়া আপনি অন্তর্ধান হইয়াছেন। লোকেরা তাঁহাকে অনেক কাল দর্শন করিয়াছিল সত্যে কিন্তু তাহাদের তপস্যা না থাকাতে নেত্রের তৃপ্তি জন্মে নাই। (১১) হে মহাশয়! সেই মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল, ভগবান্ আপনার যোগমায়ার বল প্রদর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্য লীলার উপযুক্ত, এবং সৌভাগ্য সম্পত্তির পরা কাষ্ঠা হওয়াতে তাঁহার আপনারও বিস্ময়জনক হইয়াছিল। অধিকন্তু সেই মূর্ত্তির অঙ্গ সকল এরূপ সুশোভন ছিল যে ভূষণ সকলকেও

ভূষিত করিতে পারিত। (১২) ভগবান্ সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, তথায় ত্রিভুবনস্থ যে সমস্ত লোক উপস্থিত হয় তাহারা নয়নানন্দকর সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই অনুমান করিয়াছিল বিধাতার মনুষ্য নির্ম্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল তাহা বুঝি সমুদায় এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণেই পরিক্ষীণ হইয়াছে। (১৩) হে মহাশয়! একদা ব্রজাঙ্গনা গণ তদীয় সানুরাগ হাস্য পরিহাস ও লীলাবলোকন দ্বারা মানিনী হইয়া তাঁহাকে নিরাকরণ করিলে যখন তিনি গমন করেন তখন তাহাদের নয়ন সহ অন্তঃকরণও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের স্ব২ কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। (১৪) হে মহাশয়! ভগবান্ ঐ প্রকারে আত্মমূর্ত্তি কেন দেখান্ যদি ইহা জিজ্ঞাসা করেন তবে শ্রবণ করুন, এই সংসারে যত শান্ত ও অশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় সকলই তাঁহার রূপ, সত্য বটে, কিন্তু যখন অশান্ত মূর্ত্তি সকল শান্তমূর্ত্তিদিগকে নিপীড়িত করে তখন পরাবরেশ সেই ভগবানের অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হয়, তিনি তাহাদের ক্লেশ দর্শনে অসহিষ্ণু হওয়াতে যদিও আপনি অজ, তথাচ প্রকৃতির অংশে যুক্ত হইয়া, যেমন কাষ্ঠে নিত্য সিদ্ধ অগ্নি আবির্ভূত হয় তাহার ন্যায় নিত্য সিদ্ধ আপনি মহাভুত রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। (১৫)

হে মহাশয়! ভগবান্ অজ হইয়াও বসুদেব গৃহে যে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অনন্ত বীর্য্য হইয়াও অরিভয়ে ভীতের ন্যায় ব্রজে গিয়া গোপনে যে বাস করিয়া থাকেন ও কালযবনাদির ভয়ে মথুরা হইতে যে পলায়ন করেন এ সকল ভাবিয়া আমার ও অন্তঃকরণ খেদান্বিত হয়। (১৬) অপর ভগবানের এই চরিত্র আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে চিত্তকে যৎপরোনাস্তি ব্যথা দেয়। হায় কি খেদের বিষয়? তিনি জনক জননীর পাদ বন্দন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, হে তাত! হে অম্ব! আমরা কংস ভয়ে ভীত হইয়া আপনাদের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। (১৭)

হে মহাশয়! তাঁহার এইরূপ চরিত্র দেখিয়াও তাঁহাকে অনীশ্বর বলিতে পারি না, ভ্রূকুটী বিভঙ্গ রূপ কৃতান্ত দ্বারা যিনি ভুমির ভার হরণ করিয়াছেন তাঁহার পাদপদ্মের পরাগ একবার সেবা করিয়া কোন্ পুরুষ তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে? (১৮) প্রভো! আপনার নিকট আমাকে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সাধন করিতে হইবেক না, আপনারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, মনুর রাজসূয় যজ্ঞে চৈদ্য শিশুপাল তাঁহার কত দ্বেষ করিয়াছিল তথাচ এমত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে যোগিরা সম্যক্ যোগ দ্বারাও তদ্রূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন, অতএব তাঁহার বিরহ কে সহিষ্ণুতা করিতে পারিবে? (১৯) হে মহাশয়! কেবল শিশুপাল সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এমত নহে, অন্যান্য যে সকল নরলোক বীর সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে নিষ্পাপ হইয়া স্ব২ নয়ন দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম বদনারবিন্দ পান করিয়াছিল তাহারাও তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। (২০) সেই ভগবান্ স্বয়ং গুণত্রয়ের অধীশ্বর, এবং পরমানন্দ স্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সমান অথবা তাঁহা অপেক্ষা প্রধান কেহ ছিল না, লোকপাল সকলও তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর অথবা পূজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক স্ব২ কিরীটাগ্র দ্বারা তদীয় পাদ পীঠের স্তব করিত। (২১) হে অঙ্গ! তিনি স্বয়ং ঐ রূপ হইলেও উগ্রসেনের নিকট তাঁহার যে সেই কৈঙ্কর্য্য, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার ভৃত্য যে আমরা আমা-

দের অন্তঃকরণও সাতিশয় ব্যথিত হয়। হে মহাশয়! এ কি সামান্য সন্তাপের কথা? উগ্রসেন রাজাসনে অধ্যাসীন হইয়া থাকিত, তিনি তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া "মহারাজ! অবধারণ করিতে আজ্ঞা হয়" এই রূপ কহিয়া তাহাকে বিজ্ঞাপন করিতেন। (২২) যাহা হউক হে মহাশয়! তাঁহার দয়ালুতা অত্যাশ্চর্য্য। দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী তাঁহার প্রাণ বিনাশ সংকল্প করিয়া আপন স্তনদ্বয়ে কালকূট লেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে পান করাইয়াছিল তাহাতেও সে যশোদার যোগ্য গতি লাভ করে অর্থাৎ সেই ভগবান্ ত'হার ভক্তবেশ মাত্র দেখিয়া তাহাকে সদ্গতি প্রদান করেন, অতএব তাঁহা হইতে অন্য আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইয়া সেবা করিব? (২৩) আমি অসুর গণকে ভাগবত বলিয়া মান্য করি কেননা তাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেশ রূপ মার্গ দ্বারা ভগবানে অভিনিবিষ্ট ছিল, ফলতঃ তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড়ারূঢ় ভগবান্‌কে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করে ইহাতে তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ যুক্তই ছিল। (২৪)

হে বিদুর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর সুখ বিধান করিতে অভিলাষ করিয়া কংসাসুরের বন্ধনাগারে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। (২৫) অনন্তর তাঁহার পিতা কংস হইতে ভীত হইয়া তাঁহাকে নন্দের ব্রজে রাখিয়া আইসেন তাহাতে তিনি সেখানে বলদেবের সহিত একাদশ বৎসর যাবৎ গূঢ়তেজাঃ হইয়া বাস করিয়াছিলেন। (২৬) তিনি গোপ বালক দিগের সহিত বৎস চারণ করিতে২ যমুনা তীরস্থ উপবনে যেখানে তরু নিকরোপরি বিহঙ্গ সঙ্ঘ নানা স্বরে ধ্বনি করিত তথায় বিহার করিতেন। (২৭) অপর ব্রজপুরবাসি দিগের দর্শনীয় কৌমারকালীন চেষ্টা দর্শন করাইতে২ কখন২ যেন রোদন করিতেন, কখন বা যেন হাস্য করিতেন, তৎকালে তাঁহাকে মুগ্ধ শিশু সিংহের তুল্য দেখা যাইত। (২৮) আর শোভাদি সম্পত্তির নিকেতন এবং শুভ্র গো বৃষ যুক্ত নানা বর্ণ গোধন চারণ করিতে২ বংশী ধ্বনি করিয়া অনুচর গোপাল দিগকে খেলা করাইতেন। (২৯)

সেই সময়ে রাজা কংস তাঁহার প্রাণ সংহারাভিপ্রায়ে যে সকল কামরূপ মায়াবিকে প্রেরণ করে, বালক যেমন ক্রীড়ার্থ তৃণাদি নির্ম্মিত সিংহাদি বিনষ্ট করে তাহার ন্যায় তিনি অবলীলাক্রমে সে সকলকে বধ করিয়াছিলেন। (৩০) যমুনার জলযোগে কালীয় সর্পের বিষ পান করিয়া গোপ এবং গো সকল বিপন্ন হইয়াছিল তাহাতে তিনি ঐ বিষধরের নিগ্রহ করিয়া ঐ জলকে প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ নির্বিষ করত সেই সমস্ত গো ও গোপালকে পান করান্। (৩১) অপর তিনি গোপরাজ নন্দের অতি সমৃদ্ধ বিত্তের সদ্ব্যয় এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মানভঙ্গ করিতে মনস্থ করিয়া গোপরাজকে গো যজ্ঞ দ্বারা যাগ করাইয়াছিলেন। (৩২) হে ভদ্র! গোপগণ তাঁহার মন্ত্রণায় দেবরাজের মানভঙ্গ করিলে দেবেন্দ্র কোপে ঘোরতর বর্ষণ আরম্ভ করেন তাহাতে ব্রজপুর অতিশয় কাতর হয়। করুণাময় সেই ভগবান্ তদ্দর্শনে সানুকম্প হইয়াছিলেন এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে লীলাতপত্র করিয়া তদ্দ্বারা ব্রজের রক্ষা করেন। (৩৩) অপর তিনি শরৎ কালীন শশি কিরণ দ্বারা রজনীমুখ সম্মানিত দেখিয়া মধুরপদাবলী গান করিতে২ স্ত্রী মণ্ডলের মণ্ডন স্বরূপ হওত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (৩৪) ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

উদ্ধব কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন পূর্ব্বক কংস বধাদি কার্য্য বর্ণন।

উদ্ধব কহিলেন তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত মথুরায় আগমন করিয়া পিতা মাতার সুখ চিকীর্ষায় দুরাত্মা কংসকে রাজমঞ্চ হইতে ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে সে নিহত হইয়া ভূতলে পড়িলে জনক জননীর সুখাতিশয়ার্থ ভগবান্ তাহার গতাসু দেহটা বলে ভূমির উপর আকর্ষণ করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। (১) অপর তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট একবারমাত্র উপদেশে ছয় অঙ্গ সহিত সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং রাক্ষসের উদর বিদারণ পূর্ব্বক মৃত পুত্র আনিয়া তাঁহাকে বর স্বরূপে সেই সন্তান প্রদান করেন। (২)

ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণীর রূপ লাবণ্যে ভূরি২ নৃপতি সমাহূত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ আগমন করিয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলের মস্তকে পদার্পণ করিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই গান্ধর্ব্ব বৃত্তিদ্বারা সমাগম বাসনায়, গরুড় যেমন সুধা হরণ করিয়াছিল তাহার ন্যায় আপনার অংশভূতা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। (৩) অপর তিনি অবিদ্ধ নাসিক বৃষভ সকলের দমন করিয়া স্বয়ম্বরে নাগ্নজিতী নাম্নী স্বীয় মহিষীর পাণিগ্রহণ করেন। অন্যান্য অনেক শূর বীর নৃপতি আসিয়া ঐ কন্যাকে লইতে কামনা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি বৃষভ দমন করাতেই তাহাদের মান ভগ্ন হইয়া যায় এবং তাহারা শস্ত্রধারী হইয়া আত্মরক্ষা করিলেও স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করেন। (৪) অপর সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন অদিতির কুণ্ডল প্রদানার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন তখন আপনি স্বতন্ত্র হইলেও স্ত্রীপরতন্ত্রের ন্যায় হইয়া প্রেয়সীর অর্থাৎ সত্যভামার প্রিয় বিধানেচ্ছায় পারিজাত আনয়ন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র বধূর ক্রীড়ামৃগ স্বরূপ ছিলেন, ইহাতে তিনি স্ত্রীর কথায় ঐ নিমিত্ত আবার তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন। (৫)

যে ভূমিসুত কুজ আপনার শরীর দ্বারা আকাশ গ্রাসে উদ্যত হয় সে সেই ভগবানের চক্রে নিহত হইলে ভূমী যথেষ্ট বিনয় করিয়াছিল, তাহাতে তিনি ভূমির প্রার্থনায় তত্তনয় ভগদত্তকে রাজ্য শেষ প্রদান পূর্ব্বক তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। (৬) সেই অন্তঃপুরে যে সমস্ত রাজকন্যা ঐ কুজ কর্ত্তৃক আনীতা হইয়াছিল তাহারা আর্ত্তবন্ধু সেই ভগবান্‌কে অবলোকন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হর্ষ লজ্জা ও অনুরাগ সহকৃত ঈক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। (৭) ঐ সকল বরাঙ্গনা ভিন্ন২ আগারে অবস্থিত ছিল ভগবান্ আত্ম মায়াদ্বারা যে যেমন, তদনুরূপ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে যথাবিধি বিবাহোচিত রীতিবর্ত্ম সহিত তাহাদের সকলের পাণি গ্রহণ করেন। (৮) পরে প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার নানা প্রকার বিস্তার বাসনা করিয়া ঐ সকল স্ত্রীর একৈকেতে সর্ব্ব গুণে আত্মতুল্য দশ২টী অপত্য উৎপাদন করেন। (৯)

কালযবন মাগধ সাল্ব প্রভৃতিরা সৈন্য দ্বারা পুর রোধ করিয়াছিল তাহাতে সেই ভগবান্ মুচুকুন্দ ভীমাদিকে উপলক্ষ করিয়া আপনিই তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা আপনার পুরুষদিগের প্রভাব ও কীর্ত্তি বিস্তার করেন। (১০) অপর তিনি শম্বর দ্বিবিধ বাণ মুর বল্কল এবং অন্যান্য দন্তবক্রাদি অসুরকে স্বয়ং বিনষ্ট করেন আর প্রদ্যুম্নাদি দ্বারাও কতক গুলাকে নিহত করিয়াছিলেন। (১১)

হে মহাশয় বিদুর! তদনন্তর সেই ভগবান্ তোমার ভ্রাতৃপুত্ত্রদিগের দুই পক্ষে যে সমস্ত নৃপতি বিনিষ্ট হয় তাহাদিগকেও বধ করান্। ঐ সকল ভূপাল অল্প সংখ্যক ছিল না, তাহারা যখন কুরুক্ষেত্রে সমরক্ষেত্রে গমন করিত তৎকালে তাহাদের সৈন্য সঞ্চালনে সমস্ত পৃথিবী কম্পান্বিতা হইত। (১২)

হে মহাশয়! কর্ণ দুঃশাসন এবং শকুনির কুমন্ত্রণায় দুর্য্যোধন হতশ্রী ও হতায়ু হইয়াছিল তাহাতেই ভগ্নোরু হইয়া অনুচরগণের সহিত ভূমিশায়ী হয়, কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ তাহার ঐ দুর্দ্দশা দর্শনে আনন্দিত হয়েন নাই। (১৩) বরং ইহা কহিয়াছিলেন ভীষ্ম দ্রোণ অর্জ্জুন ভীম এই মহৎ কদনের কারণ স্বরূপ হইয়া এই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-যুক্ত পৃথিবীর ভার বিনষ্ট করিল ইহা কতই গুরু হইবে? আমার অংশ যে প্রদ্যুম্নাদি, তাহাদের অধীনে যদুদিগের এখনও অসংখ্য সৈন্য আছে, তদ্ভার অতিশয় দুর্বিসহ। (১৪) ঐ যদুগণ যখন মধুপানে সর্ব্বতোভাবে মত্ত এবং আরক্ত নয়ন হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে তখন সেই বিবাদই তাহাদের বিনাশের উপায় হইবেক, তদ্ব্যতীত তাহাদের ধ্বংসের অন্য উপায় নাই। ফলতঃ তাহারা পরস্পর একাত্মা হইলেও আমি অন্তর্দ্ধানার্থ উদ্যত হইলে আপনারাই পরস্পর বিবাদ করিয়া অন্তর্হিত হইবে। (১৫) হে মহাশয়! ভগবান্ এইরূপ চিন্তার পর ধর্ম্মপুত্ত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া সাধু জনের বর্ত্ম প্রদর্শন করত সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। (১৬)

হে মহাশয়! অভিমন্যু আপনার পত্নী উত্তরার কুক্ষিতে পুরুর বংশ স্বরূপ যে গর্ব্ভ উৎপন্ন করিয়া ছিলেন তাহা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে নির্দ্দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাহাকে রক্ষা করেন। (১৭)

সেই ভগবান্ ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠিরকে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারই মতস্থ হইয়া ভীমাদি অনুজগণ দ্বারা অবনী মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ করত কৌতুকে কাল হরণ করেন। (১৮)

সে সময় ভগবান্ আপনিও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃতি পুরুষের বিচার করত লোক ও বেদের পথানুসরণ পুরঃসর অভিলষিত নানা বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন। (১৯) তিনি স্নিগ্ধ সস্মিত অবলোকন, পীযূষ তুল্য বচন, অনবদ্য চরিত্র এবং লক্ষ্মীর নিকেতন স্বরূপ দেহ এই সকল দ্বারা (২০) ইহ লোক এবং পরলোক তথা যদুগণকে আমোদিত করত ক্রীড়া করিতেন। যে সকল কামিনী যামিনীযোগে অবসর প্রাপ্ত হইত তাহাদের প্রতি সাতিশয় সৌহৃদ্য প্রদর্শন করিতেন। (২১)

ওগো মহাশয়! সেই ভগবান্ ঐ প্রকারে বহু২ বৎসর ক্রীড়ায় নিরত ছিলেন, এক সময় অকস্মাৎ তাঁহার গৃহধর্ম্মে এবং কামভোগাদির উপায়ে বিরাগ জন্মিল। (২২) ভগবানের কামাদ্যুপায় আপনার অধীন ছিল, তাহাতে যখন তাঁহার বৈরক্তি জন্মিল, তখন অন্যান্য যে সকল পুরুষ স্বয়ং দৈব পরতন্ত্র, এবং যাহাদের কামাদিও দৈবের অধীন, তাহাতে কি তাহাদের বিশ্বাস বা প্রীতি হইতে পারে? যদি যোগদ্বারা কামাদি হইত তাহাতেও তাহাদের প্রীতি হইতে পারিত না, যেহেতু তাহারা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী ছিল। (২৩) অতএব একদা যদু ও ভোজ বংশের কুমারগণ আপনাদের পুরে ক্রীড়া করিতে২ মুনিগণের কোপ উৎপাদন করিল, তাহাতে সেই ঋষিসঙ্ঘও ভগবানের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। তদনন্তর কতিপয় মাস পরেই বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক প্রভৃতি সকলে ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া

রথারোহণ পুরঃসর প্রভাস তীর্থে গমন করিল। (২৪) তথায় উপনীত হইলে স্নান করিয়া সেই তীর্থোদক দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিল পরে বিপ্রবর্গকে শীলতাদি বহু গুণযুক্ত বহু২ দুগ্ধবতী ধেনু দান করিল। (২৫) অপর স্বর্ণ রজত শয়ন বসন অজিন কম্বল হস্তি অশ্ব রথ কন্যা এবং জীবিকা নির্ব্বাহে পর্য্যাপ্ত ভুমি (২৬) তথা নানা রসযুক্ত ভক্ষ্য এই সমস্ত বস্তু ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক দান করিয়া প্রণাম করিল, তৎকালে তাহাদিগকে এই প্রকার দেখাইতে লাগিল যেন গো ব্রাহ্মণার্থই ইহারা অস্থ ধারণ করিতেছে। ইতি তৃতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদুরের বন্ধু নিধন শ্রবণ করিয়া আত্মজ্ঞান সিদ্ধি নিমিত্ত উদ্ধবোপদেশে মৈত্রেয় সন্নিধানে গমন।

উদ্ধব কহিলেন তদনন্তর সেই সমস্ত বৃষ্ণি ও ভোজ ঐ সকল ব্রাহ্মণ নিকটে অনুজ্ঞা পাইয়া ভোজনানন্তর পৈষ্টী মদিরা পান করিল, তাহাতে তাহাদিগের জ্ঞানভ্রংশ হইলে পরস্পর দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করত পরস্পরের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইল। (১) মদ্যের দোষে তাহারা ঐ রূপ হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে বংশ সকল যেমন পরস্পর মর্দ্দিত হইয়া ভগ্ন হয় তাহার ন্যায় সূর্য্যাস্ত সময়ে তাহাদের সুমহৎ কদন অর্থাৎ পরস্পর প্রহারে সংহারের উপক্রম হইল। (২) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার মায়ার ঐ গতি অবলোকন করিয়া সরস্বতী জলে আচমন পূর্ব্বক একটী বৃক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। (৩) ভগবান্ শরণাগত জনের আর্ত্তিহারী ছিলেন, একারণ আপনার কুল সংহরণেচ্ছা হইলে আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন উদ্ধব! তুমি বদরিকাশ্রমে প্রস্থান কর। (৪) কিন্তু হে অরিন্দম! আমি তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তদীয় বিশ্লেষ সহিষ্ণুতা করণে অসামর্থ্য হেতু তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিলাম। (৫) যাইতে২ অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম আমার দয়িত শ্রীনিকেত প্রভু সরস্বতী তীরে অনাশ্রয়ে আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছেন। (৬) তাঁহার শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নেত্রদ্বয় প্রশান্ত অথচ অরুণ বর্ণ, এবং স্বয়ং রজোগুণহীন। আমি তাঁহার বাহু চতুষ্টয় ও পীতবর্ণ কৌষেয় বসন দর্শন করিয়া দূর হইতেই চিনিতে পারিয়াছিলাম। (৭) তিনি একটী কোমল অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠ রাখিয়া আপনার বাম ঊরুর উপরে দক্ষিণ পাদপদ্ম স্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট ছিলেন। যদিও তৎকালে তাঁহার বিষয় সুখ সমস্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল তথাচ এতাদৃক্ বোধ হইতেছিল যেন আনন্দপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। (৮)

হে মহাশয়! সেই সময়ে সেই স্থানে মহর্ষি বেদব্যাসের সুহৃদ্ এবং সখা পরাশর শিষ্য মৈত্রেয় মুনি ভুবন পর্য্যটন করিতে২ যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৯) ঐ মহাত্মা ভগবানের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন সুতরাং প্রমোদে এবং ভাবে আনত কন্ধর হইয়া শ্রবণ করিতে থাকিলে তাঁহার সমক্ষেই ভগবান্ অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত কৃপা কটাক্ষ দ্বারা আমার শ্রান্তি শান্তি করত কহিতে লাগিলেন (১০) অহে বসু! আমি অন্তর্যামী হইয়া তোমার মনোভিলষিত জানিতে পারিয়াছি। তুমি পূর্ব্ব জন্মে বসু ছিলে, বিশ্বস্রষ্টা এবং বসুগণের যজ্ঞ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবার কামনায় আমার আরাধনা করিয়াছ, অতএব যাহাতে আমাকে পাইতে

পারিবে তাহার সাধন তোমাকে প্রদান করি। যে সকল ব্যক্তি আমাতে বিমুখ, ঐ সাধন তাহাদের অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। (১১) অহে সাধো উদ্ধব! তোমার যত জন্ম হইয়াছে সে সকলের মধ্যে এই জন্ম চরম, যেহেতু তুমি এই জন্মে আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে। আমি জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছি, এ সময় এই নির্জ্জন স্থানে তুমি যে একান্ত ভক্তি সম্পন্ন হইয়া আমাকে দর্শন করিলে ইহাও তোমার পরম ভাগ্য, অর্থাৎ ভাগ্যক্রমে ইহাতেও তোমার মঙ্গল হইবে। (১২) অহে উদ্ধব! পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে সৃষ্টির উপক্রম সময়ে আমি আপন নাভিপদ্মে নিষণ্ণ ব্রহ্মাকে আমার মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান কহিয়াছিলাম, পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন। (১৩)

হে মহাশয়! সেই পরম পুরুষের কৃপাবলোকন রূপ অনুগ্রহ ভাজন হইয়া এই প্রকার সমাদর পুরঃসর উক্ত হওয়াতে স্নেহভরে আমার শরীর রোমাঞ্চিত এবং বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রু মোচন করিতে২ কহিলাম (১৪) হে ঈশ! যে সকল ব্যক্তি তোমার পাদপদ্ম সেবা করে তাহাদিগের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ মধ্যে কোন বিষয় দুর্লভ নহে, কিন্তু আমি সে সকল আকাঙ্ক্ষা করি না, আমার অন্তঃকরণ কেবল তোমার চরণারবিন্দ নিষেবণার্থই উৎসুক হইয়া থাকে। (১৫) হে প্রভো! তুমি নিঃস্পৃহ এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে কর্ম্ম কর এবং অজ হইয়াও যে জন্ম লও আর আপনি কাল স্বরূপ হইয়াও যে অরিভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় কর অপর স্বয়ং আত্মরতি তথাপি ভূরি২ নারী সমভিব্যাহারে যে গৃহস্থ ধর্ম্মাচরণ কর, এ সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিদ্বজ্জনেরও বুদ্ধি সংশয়ে খিন্ন হয়। (১৬) প্রভো! তোমার সদাত্মা কালাদি দ্বারা খণ্ডনীয় হয় না এবং তোমার বিদ্যাশক্তিতে সংশয়াদি নাই, ইহাতে আপনিই সকল মন্ত্রণা করিতে পারিতে এবং মন্ত্রণা প্রস্তুতও হইয়াছিল, কি আশ্চর্য্য! তথাপি আমাকে আহ্বান করিয়া অজ্ঞতুল্য অবহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। হে দেব! ঐ বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার মনকে যেন মুগ্ধ করিতেছে। (১৭) হে ভগবন্! আপনি আপনার রহস্য প্রকাশক যে জ্ঞান ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন যদি তাহা আমাদিগের গ্রহণ যোগ্য হয় বলুন্ তাহাতে অনায়াসে আমাদের সংসার দুঃখ নিস্তার হইবে। (১৮)

ওগো মহাশয় বিদুর! আমি এই প্রকারে আপনার হৃদয়স্থ অভিপ্রায় নিবেদন করিলে সেই কমললোচন ভগবান্ স্বীয় পরমা স্থিতি আমাকে উপদেশ করিলেন। (১৯) তাহাতে তদীয় পদারবিন্দ আরাধনা করিয়া তাঁহার সন্নিধানে পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম, পরে তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া এখানে আসিতেছি, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা তাঁহার বিরহে আতুর হইতেছে। (২০) হে মহাশয়! সেই ভগবানের দর্শন জন্য আনন্দ এবং বিয়োগ জন্য আর্ত্তি এই উভয়ে সংযুক্ত হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার দয়িত স্থান বদর্য্যাশ্রমে গমন করিতেছি। (২১) সেখানে লোকানুগ্রাহক ভগবান্ নর নারায়ণ ঋষি কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরোপদ্রব শূন্য দুশ্চর তপস্যা আচরণ করিতেছেন। (২২)

শুকদেব কহিলেন। এই প্রকারে উদ্ধবের প্রমুখাৎ সুহৃদ্বর্গের দুঃসহ বিনাশবৃত্তান্ত অবগত হইলে বিদুরের শোকানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল কিন্তু তিনি বিবেক দ্বারা তাহা শান্তি করিলেন। (২৩)

উদ্ধব ঐ প্রকার কহিয়া বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত হইলে কৌরববর বিদুর বিশ্বাস বশতঃ তাঁহাকে কহিলেন (২৪) অহে মিত্র! ভগবান্ যোগেশ্বর তোমাকে আত্ম রহস্য প্রকাশক যাহা কহিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বলিতে যোগ্য হও। অহে বন্ধো! বিষ্ণুর ভৃত্যগণ স্বভৃত্য দিগের প্রয়োজন সাধন করিয়াই ভ্রমণ করিয়া থাকেন ইহাতেও তোমার তাহা বলা উচিত হয়। (২৫)

উদ্ধব কহিলেন। ওগো মহাশয়! তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ নিমিত্ত যিনি তোমার আরাধ্য হইতে পারেন সেই এই মৈত্রেয় মুনি তোমার নিকটে উপস্থিত আছেন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করুন্। ভগবান্ যখন মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া যান্ তখন তিনি স্বয়ংই উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ভগবান্ যখন স্মরণ করিয়াছেন তাহাতেই তোমার প্রতি তত্ত্বোপদেশ হইয়াছে, এক্ষণে কেবল অসম্ভাবনাদি নিবৃত্তি নিমিত্ত কোন জ্ঞানির আরাধনা করিতে হইবে সে বিষয়ে মৈত্রেয়ই তোমার আরাধ্য হইতে পারেন। (২৬)

সূত কহিলেন হে রাজন্! এই প্রকারে বিদুরের সহিত বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের অমৃত তুল্য কথার প্রসঙ্গে কথোপকথন হওয়াতে তদ্দ্বারা উদ্ধবের মহান্ মনস্তাপ অপনীত হইল। তিনি সেই রাত্রি যমুনা তীরে অবস্থিতি করিয়া নিমেষ ন্যায় তাহা যাপন করত প্রভাতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। (২৭)

রাজা পরীক্ষিত এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি এবং ভোজ বংশীয়েরা যূথবদ্ধ অধিরথ এবং ভূরি২ যূথপতি সহিত ব্রহ্মশাপে নিধন প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মাদির অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও মানব দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, যদি সকল বিনষ্ট হইল তবে কেবল উদ্ধব কিরূপে জীবিত রহিলেন। (২৮)

শুকদেব বলিলেন.হে রাজন্! ব্রহ্মশাপ অপদেশ মাত্র, ভগবানের ইচ্ছাই সকলের মূল, তিনি আপনার ইচ্ছায় স্বীয় শক্তি রূপ কালদ্বারা প্রবৃদ্ধ স্বীয় কুল সংহার করিয়া আত্মদেহ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত এই চিন্তা করেন (২৯) আমি ইহলোক হইতে উপরত হইব এক্ষণে আত্ম জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই মদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে যোগ্য, তদ্ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপযুক্ত দেখি না, (৩০) অপর উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন নহে, যেহেতু বিষয় দ্বারা ইহার ক্ষোভ জন্মে না, অতএব এই ব্যক্তিই ভূতলে থাকুক, মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশ করিতে পারিবে। (৩১) হে রাজন্! বেদকর্ত্তা ত্রিভুবনগুরু ভগবান্ এতদভিপ্রায়েই উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে গমন করিতে আদেশ করেন এবং সেই মহাভাগবতও তদনুসারেই তথায় অসিয়া সমাধিদ্বারা ভগবানের পূজায় রত হন। (৩২) পরমাত্মা ভগবান্ লীলা বশতঃ দেহ ধারণ পূর্ব্বক যে২ প্রশংসনীয় কর্ম্ম করেন এবং যে প্রকারে তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়, যাহা ধীরগণের বীর্য্য বর্দ্ধক এবং তদ্ভিন্ন অধীর চিত্ত পশু তুল্য ব্যক্তিদের ক্লেশকর, বিদুরও উদ্ধবের প্রমুখাৎ তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া (৩৩) এবং আপনাকে ভগবান্ কর্ত্তৃক মনোদ্বারা চিন্তিত জানিয়া তাঁহার অন্তর্ধানহেতু প্রেমবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। (৩৪) হে ভরত শ্রেষ্ঠ! হে রাজন্! তদনন্তর সিদ্ধ সেই বিদুর কতিপয় দিবস গমন করিয়া স্বর্ণদী গঙ্গার সেই স্থান প্রাপ্ত হইলেন যেখানে মিত্রপুত্র মৈত্রেয় মুনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইতি তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিদুরের প্রশ্নে মৈত্রেয় কর্ত্তৃক ভগবল্লীলা এবং মহদাদি সৃষ্টি কথন, তথা শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

শুকদেব কহিলেন ভগবানের ভাবে সিদ্ধ কুরুপ্রবীর বিদুর স্বর্ণদীর দ্বারে অধ্যাসীন এবং অপরিচ্ছন্ন বোধ সম্পন্ন মৈত্রেয় মুনির সুশীলতা দয়ালুতাদি দর্শনে সন্তুপ্ত হইয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন (১) মুনে! লোকেরা এই সংসারে সুখের নিমিত্ত ভূরি২ কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল দ্বারা সুখ অথবা দুঃখোপরতি প্রাপ্ত হয় না বরঞ্চ তৎসমুদায় হইতে বারম্বার ক্লেশ পাইয়া থাকে, অতএব এই সংসারে আমাদের যাহা করা উচিত, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তাহা নিরূপণ করিয়া দেউন। (২) হে ব্রহ্মন্! প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ হইয়া অধর্ম্মশীল, সুতরাং দুঃখগ্রস্ত হয়, ভবাদৃশ ভগবল্লোকেরা পরোপকারিতা স্বভাব প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্তই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। (৩) অতএব হে সাধুবর্য্য! আমাদিগকে সেই সুখ স্বরূপ বর্ত্ম আদেশ করুন, যে বর্ত্ম দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিলে তিনি আমাদিগের ভক্তিপূত হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার সহিত অনাদি বেদ প্রমাণক জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন। (৪) হে মুনে! ভগবান্ আত্মতন্ত্র এবং ত্রিগুণস্বরূপ মায়ার নিয়ন্তা, আপনা হইতে পুরুষ রূপে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম করেন তথা নিস্পৃহ হইয়া যে প্রকারে অগ্রে এই সৃষ্টি করেন এবং এই জগত্কে সুস্থির করিয়া যে রূপে ইহার জীবিকা বিধান করেন এ সকলও বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। (৫) অপর তিনি যে প্রকারে এই জগৎ আপনার হৃদয়াকাশে স্থাপন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া যোগ মায়াতে শয়ন করেন এবং স্বয়ং যোগেশ্বর দিগের অধীশ্বর হইয়া একাকী যে প্রকারে এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হওত বহুধা হইয়াছিলেন তাহাও কহিতে আজ্ঞা হউক। (৬) অপর তিনি মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করত গো ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের হিতার্থ যে প্রকারে যে২ কর্ম্ম করেন তাহাও বলুন। হে ব্রহ্মন্! পুণ্যকীর্ত্তিদিগের শিরোমণির ন্যায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রামৃত যত শ্রবণ করি, আমাদের মনঃ পরিতৃপ্ত হয় না। (৭) অপিচ হে মুনে! লোকনাথাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে২ তত্ত্ববিশেষ দ্বারা লোকপাল সহিত এই সকল লোক, তথা অলোক অর্থাৎ লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন অপর যেখানে প্রাণি সকল স্ব২জাতি ভেদে তত্তৎকর্ম্মে অধিকারী হইয়া আছে তাহাও বর্ণন করুন। (৮) হে বিপ্রবর্য্য! বিশ্বস্রষ্টা স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্ নারায়ণ যে প্রকারে জীব নিকরের স্বভাব, কর্ম্ম, রূপ এবং সংজ্ঞা এই সকলের প্রভেদ বিধান করিয়াছেন তাহাও আমাদিগের নিকট বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। (৯) হে ভগবন্! আমি মহর্ষি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ ত্রৈবর্ণিক দিগের এবং শূদ্রাদির ধর্ম্ম বারম্বার শ্রবণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু সে সকল তুচ্ছ সুখাবহ, তাহা শ্রবণে তৃপ্ত হইয়াছি আর শুনিতে অভিলাষ হয় না, পরন্তু তাহাতে যে শ্রীকৃষ্ণ কথারূপ অমৃত রাশি সূচিত হয় তদ্বিষয়ে আমার তৃপ্তি পরিপূর্ণ হয় নাই, তাহা শ্রবণ করিতে সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা হয়। (১০) হে ভগবন্! আপনাদিগের এই সমাজে নারদাদি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের যে কথারূপ অমৃতের গুণানুবাদ করিতেছেন তাহাতে কাহারই বা তৃপ্তি হইতে পারে? ঐ কথামৃত এমত আশ্চর্য্য, যে পুরুষের শ্রবণ রন্ধ্রে প্রবিষ্ট

হইয়া সংসারকারিণী গৃহরতিকে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। (১১) অপর হে মহাশয়! আপনকার সখা ভগবান্ বেদব্যাসও শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন মানসেই ভারতাখ্যান রচনা করেন তাহাতে অর্থ কামাদির বর্ণনা আছে সত্য কিন্তু তাহার অন্য তাৎপর্য্য নহে, গ্রাম্য সুখানুবাদ দ্বারা মানবগণের মতি ভগবানের কথাতে নীত হইয়াছে। (১২) যে পুরুষ শ্রদ্ধাশালী হয় তাহার সেই মতি বৃদ্ধিশীলা হইয়া অন্যত্র অর্থাৎ গ্রাম্যসুখে বৈরক্তি জন্মাইয়া দেয় এবং তৎপরেই তাহাকে ভগবানের পাদপদ্ম অনুস্মরণে নির্বৃত করিয়া আশু তদীয় সমস্ত দুঃখ উন্মোচন করে। (১৩) হে মহাশয়! যে সকল ব্যক্তি পাপ বশতঃ ভগবানের কথায় বিমুখ, তাহারাই ভারত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না, অতএব তাহারা শোচ্য জনগণেরও শোচ্য, তাহাদের নিমিত্ত আমিও শোক করিতেছি। আহা! কাল তাহাদিগের আয়ুঃ বৃথা ক্ষয় করিতেছে, এবং বাক্য দেহ ও মনের ব্যাপার বৃথা যাইতেছে। (১৪) অতএব হে মৈত্রেয়! হে আর্ত্তবন্ধো! ভ্রমর যদ্রূপ পুষ্পচয় হইতে মধু আহরণ করে তাহার ন্যায় নানা কথা হইতে উদ্ধার করিয়া সকল কথার মধ্যে সার ভূতা কল্যাণদায়িনী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথাই বিশ্বের মঙ্গলার্থ কীর্ত্তন করুন। (১৫) হে মহাশয়! যে ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিমিত্ত প্রথমে মায়া শক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি লোক মধ্যে অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম করেন তৎসমুদায়ও বিস্তার করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। (১৬)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! সেই ভগবান্ মৈত্রেয় মুনি এইরূপে পুরুষের কল্যাণমাত্র প্রয়োজন হেতু বিদুর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান করত কহিতে লাগিলেন (১৭) বিদুর! সাধু২! ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতে লোকের প্রতি অনুগ্রহ এবং তোমার আপনার কীর্ত্তি বিস্তীর্ণ হইল, না হইবে কেন? তুমি কি সামান্য ব্যক্তি? অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে তোমার মনঃ সমর্পিত আছে। (১৮) অহে বিদুর! তুমি যে ঐকান্তিক ভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছ তোমাতে ইহা আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু মহর্ষি বেদব্যাসের ঔরসে তোমার জন্ম হইয়াছে। (১৯) তুমি পূর্ব্বজন্মে প্রজা সংহারক যম ছিলে, মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্য্য রাজার ভার্য্যা স্বরূপে পরিগৃহীতা দাসীর গর্ব্ভে বেদব্যাসের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ এই নিমিত্ত তোমার শূদ্রত্ব হইয়াছে কিন্তু এই শরীরেও লোকের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারে তোমার ক্রটি নাই। (২০) তুমি পরম ভাগবত, এই নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং তোমাকে উপদেশ করেন এবং মর্ত্যলীলা সম্বরণ সময়ে তোমার এবং তোমার অনুচর গণের উপদেশ নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়া যান্। (২১)

যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমার নিকট ভগবানের লীলা সকল যথাক্রমে বর্ণন করি, ঐ সকল লীলা যোগমায়া দ্বারা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় এই সমস্তই ঐ লীলার বিষয়। (২২) জীব সকলের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন তাঁহার আপনার মায়া লীনা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল। অর্থাৎ তৎকালে অন্য দ্রষ্টৃ বা দৃশ্য কিছুই ছিল না। (২৩) সে সময় একমাত্র তিনিই প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সুতরাং স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও অন্য দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান্ নাই, অতএব মায়াদি শক্তি লীনা হইয়া থাকাতে দৃশ্য এবং দ্রষ্টৃত্বের অভাবে আপনি যেন নাই এইরূপ মানিতেন কিন্তু চিৎশক্তি দেদীপ্যমানা ছিল ইহাতে আপনি একেবারে নাই এমত অনুমান করিতে পারেন নাই। (২৪) দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ

দৃশ্যানুসন্ধান রূপা সেই শক্তি কার্য্য এবং কারণ উভয় স্বরূপা। হে মহাভাগ! ঐ শক্তিরই নাম মায়া, ভগবান্ তাহার দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (২৫) অর্থাৎ চিৎশক্তিযুক্ত পরমাত্মা কালশক্তি বশতঃ গুণক্ষোভযুক্তা মায়াতে আপনার অংশ স্বরূপ যে পুরুষ প্রকৃতির উপরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা প্রথমতঃ বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন। (২৬) তাহার পরে কাল প্রেরিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহতের সৃষ্টি হইল তাহাতে বিজ্ঞানাত্মা এবং তমোনাশক পরমেশ্বর, উচ্ছূন বীজ যেমন অঙ্কুরাদি রূপে বৃক্ষকে প্রকাশ করে তাহার ন্যায়, স্বদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিলেন। (২৭) অনন্তর সেই মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব চিদাভাস, গুণ এবং কাল এই তিনের অধীন হইয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবানের দৃষ্টিগোচর হওত এই বিশ্বের সৃষ্টি বাসনায় আপনাকে রূপান্তর প্রাপ্ত করাইল (২৮) অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব হইল, সেই অহঙ্কার কার্য্য অর্থাৎ অধিভূত, কারণ অর্থাৎ অধ্যাত্ম, কর্ত্তা অর্থাৎ অধিদৈব এসকলের আশ্রয়, যেহেতু তাহা ভূত ইন্দ্রিয় মনঃ ইত্যাদির বিকার বিশিষ্ট। অতএব ঐ অহঙ্কার তিন প্রকার হয়, বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস, এবং তামস। (২৯) সাত্ত্বিক অহঙ্কার সৃষ্ট্যর্থ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মনঃ উৎপন্ন হইল। দেবতা সকল, এবং যে সকল ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ হইতে শব্দাদি বিষয় প্রকাশ পায় তৎসমস্ত ঐ সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ঐ সকল উৎপন্ন হয়। (৩০) কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই রাজস অহঙ্কারের কার্য্য, অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ঐ দুইয়ের সৃষ্টি হয়। (৩১) শব্দের কারণ যে তামস অর্থাৎ তামসিক অহঙ্কার, তাহা বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হইল, ঐ শব্দ হইতেই আকাশ হইয়াছে, তাহাই আত্মার লিঙ্গ শরীর। (৩২) তদনন্তর কাল এবং মায়ার অংশযোগে ভগবান্ আকাশের প্রতি দৃষ্টি করেন তাহাতে সেই আকাশ হইতে উদ্ভূতস্পর্শ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর সৃষ্টি করে অর্থাৎ আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র দ্বারা পবনের উৎপত্তি হইল। (৩৩) পরে মহাবলশালী বায়ু আকাশ সহিত বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে রূপতন্মাত্র দ্বারা তেজের সৃষ্টি হইল, সেই তেজই সকল ভুবনের প্রকাশক। তৎপশ্চাৎ সেই তেজঃ অনিলের সহিত অন্বিত হইয়া ভগবানের দৃষ্টিগোচর হওত বিকার প্রাপ্ত হইল তাহাতে কাল ও মায়ার অংশ যোগে রসতন্মাত্র দ্বারা জলের উৎপত্তি হইল। তাহার পর তেজোনুসংসৃষ্ট ঐ জল ভগবান্কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ কাল ও মায়ার অংশ যোগে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা ভূমিকে উৎপন্ন করিল। (৩৪)

হে ভব্য! আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ ভূতের মধ্যে যে২ ভূত ক্রমে জঘন্যজ তাহাদের সহিত স্ব২ কারণের ক্রমশঃ সম্বন্ধ থাকাতে উত্তরোত্তর তাহাদের অধিক গুণ হইয়াছে অর্থাৎ আকাশের সহিত অন্য কোন ভূতের সম্বন্ধ না থাকাতে তাহার এক শব্দমাত্র গুণ, বায়ুর সহিত আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে তাহাতে আপনার অসাধারণ গুণ স্পর্শ এবং শব্দ এই দুই গুণ আছে, তেজে আকাশ ও বায়ু উভয়ের সম্বন্ধ আছে একারণ তাহা কারণ দ্বারা দুইয়ের গুণ অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ এবং আপনার অসাধারণ গুণ যে রূপ এতত্রিতয় ধারণ করে, জলে আকাশাদি ভূতত্রয় কারণ রূপে অনুস্যূত হয় ইহাতে তাহাতে কারণ ত্রয়ের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ এবং আপনার অসাধারণ গুণ যে রস এই চতুষ্টয় আছে। ভূমিতে আকাশাদি চতুষ্টয় অনুস্যূত হওয়াতে তাহাতে

কারণের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস এই চারি এবং আপনার অসাধারণ গুণ গন্ধ এই পাঁচ গুণই আছে। (৩৫) অহে বিদুর! উক্ত মহদাদির অভিমানি দেবতা সকল বিষ্ণুর অংশ, তাহারা কাললিঙ্গ অর্থাৎ বিকার, এবং মায়ালিঙ্গ অর্থাৎ বিক্ষেপ, ও অংশ-লিঙ্গ অর্থাৎ চেতনা, এই সকল ধারণ করে সুতরাং পরস্পর মিলিত না হইয়া পৃথক্ রূপে স্ব২ কার্য্য ব্রহ্মাণ্ডরচনায় অসমর্থ হইল, অতএব কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বরের স্তব করত কহিতে লাগিল। (৩৬)

হে দেব! তোমার পদারবিন্দ শরণাগত জনের তাপোপশমে আতপত্র স্বরূপ, আমরা তাহাকে প্রণাম করি। হে প্রভো! তোমার ঐ পদারবিন্দের মূল আশ্রয় করিয়া যতিগণ যথার্থ রূপে সংসার দুঃখ দূরে পরিত্যাগ করেন। (৩৭)

হে ভগবন্! তোমার চরণসেবা ব্যতিরেকে এ সংসারে জীব সকল আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া আপনাতে কোন প্রকার সুখ লাভ করিতে পারে না, অতএব হে ভগবন্! আমরা তোমার পাদপদ্মের ছায়া আশ্রয় করি (৩৮) হে ভগবন্! তোমার এই চরণ তীর্থ স্বরূপ, আমরা তোমার এই যে পাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ঋষিগণ অসঙ্গ মনে তোমার বদনারবিন্দ রূপ নীড়-স্থিত বেদরূপ বিহগদ্বারা এই পাদপদ্ম সতত অন্বেষণ করিয়া থাকেন। প্রভো! তোমার এই চরণের মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব? যে সকল নদীর জল পাপ নাশ করে তৎসমুদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা গঙ্গা ঐ চরণ হইতে উদ্গতা হইয়াছেন, এই কারণে অনেক ব্যক্তি গঙ্গার সেবা করিয়াও তোমার পাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন। (৩৯) হে বিভো! বিষয়াসক্ত চিত্ত পুরুষেরাও তোমার ঐ পাদপদ্ম অন্বেষণে অনধিকারী নহে, শ্রদ্ধা এবং শ্রবণ পূর্ব্বিকা ভক্তি দ্বারা তাহাদেরও হৃদয় সংশোধিত হইতে পারে, সেই হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাহারা ও বৈরাগ্য বল সম্পন্ন জ্ঞানদ্বারা ধীর হইয়া থাকে অতএব আমরা তোমার পাদপীঠেরই শরণ গ্রহণ করি। (৪০) হে ঈশ! তুমি এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি লয় নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাক, আমরা সকলে তোমার পদাম্বুজের শরণ গ্রহণ করি, হে প্রভো! তোমার পাদপদ্মের অনুগ্রাহকতার কথা কি বলিব, তাহা আপনার আশ্রিত পুরুষদিগকে স্মৃতি এবং অভয় প্রদান করে। (৪১) হে ভগবন্! তুচ্ছ দেহরূপ গেহে এবং পুত্র কলত্রাদি তদুপকরণে "আমি, আমার" এবম্প্রকার জ্ঞানে যে সকল পুরুষের দুরাগ্রহ প্রগাঢ় হয়, তুমি অন্তর্যামী হইয়া দেহরূপ পুরী মধ্যে বাস করিলেও তোমার যে পাদপদ্ম তাহাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা তোমার সেই চরণারবিন্দের শরণাপন্ন হইলাম, তাহারই সেবা করিব। ৪২) হে পরেশ! তুমি অন্তর্যামী হইয়া অবিশেষে সকলেরই হৃদয়ে আছ তথাপি যে তোমার পাদপদ্ম কাহারো দুষ্প্রাপ্য হয় ইহার কারণ এই, যাহাদিগের ইন্দ্রিয় গণের বৃত্তি বহির্মুখী, তাহাদের অন্তঃস্থ মনঃ দূরে অপহৃত হয় তাহাতে তাহারা তোমার ভক্তগণকেও দেখিতে পায় না, তাহাদের সৎসঙ্গ লাভ হইবার সম্ভাবনা কি? সৎসঙ্গ না হওয়াতে তাহাদের হরিকথা শ্রবণাদি হয় না, সুতরাং তুমি হৃদয়ে অবস্থিতি করিলেও তাহারদের পক্ষে সুদূরবর্ত্তীই থাক। (৪৩) হে দেব! তোমার কথা রূপ সুধাপান এবং প্রবৃদ্ধ ভক্তি দ্বারা যে সকল পুরুষের চিত্ত নির্ম্মল হয় তাঁহারা যথার্থতঃ বৈরাগ্য সার জ্ঞান লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়েন। (৪৪) অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ মনঃস্থৈর্য্য রূপ উপায় বলে অর্থাৎ জ্ঞানযোগ দ্বারা বলবতী

প্রকৃতি জয় করিয়া সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হন সত্য কিন্তু তাঁহাদের বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাঁহারা সেবা দ্বারা সুখে প্রাপ্ত হয়েন না। (৪৫)

হে আদ্য! আমরা তোমারই, যেহেতু তুমি লোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সত্বাদি তিন স্বভাবদ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু আমরা সকলে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবত্ব হেতু মিলিত হইতে পারিলাম না, সুতরাং যদর্থ সৃষ্ট হইয়াছি তোমার ক্রীড়োপকরণ স্বরূপ সেই ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে সমর্পণ করিতে অসমর্থ হইতেছি অতএব হে প্রভো! তুমি শক্তির সহিত স্বীয় জ্ঞান আমাদিগকে প্রদান কর। (৪৬) হে অজ! আমরা তত্তদবসরে যে প্রকারে সমস্ত ভোগ তোমাকে সমর্পণ করিতে পারি এবং যে রূপে আমাদের অন্ন ভোজন হয় আর যেখানে অবস্থিত হইয়া এই সকল জীব নির্ব্বিঘ্নে তোমার এবং আমাদের নিমিত্ত ভোগ্য বস্তু আহরণ করত আপনাদের অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে তদ্রূপ করিবার নিমিত্তও আমাদিগকে শক্তির সহিত স্বীয় জ্ঞান প্রদান কর। (৪৭) হে বিভো! আমাদিগের এবং কার্য্যোপাধি জীব সকলের বৃত্তি কল্পনা করিয়া দেওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু তুমি আমাদিগের এবং আমাদের কার্য্য সকলের আদ্য কারণ, কেননা তুমি বিকার শূন্য অধিষ্ঠাতা এবং পুরাতন পুরুষ। হে দেব! তুমিই তো সত্বাদি গুণের এবং জন্মাদি কর্ম্মের কারণ স্বরূপা মায়াতে প্রথমে মহত্তত্ত্ব স্বরূপ রেতঃ আধান কর। (৪৮) অতএব হে আত্মন্! মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আমরা যদর্থে উৎপন্ন হইলাম, কি করিতে হইবে, আমাদিগকে আজ্ঞা কর, যদি সৃষ্টি করিতে হয় তবে আমাদিগকে শক্তির সহিত স্বীয় জ্ঞান প্রদান কর, যেহেতু তোমার জ্ঞান ও তোমার ক্রিয়া শক্তি দ্বারাই আমাদের সৃষ্টি করণে সামর্থ্য হইবে, স্বাতন্ত্র্যে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই। ইতি তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহত্তত্ত্বাদি দেবগণের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিরাড়্ মূর্ত্তির সৃষ্টি এবং ভগবৎ কৃত আধিদেবাদি ভেদ।

মৈত্রেয় ঋষি কহিলেন, ঈশ্বরের শক্তি স্বরূপ মহত্তত্ত্বাদি পরস্পর মিলিত না হওয়াতে বিশ্ব রচনায় সামর্থ্য হীন হইয়া আছে ভগবান্ তাহাদের প্রমুখাৎ তাহাদের এই গতি অবগত হইয়া (১) সেই সময় কাল দ্বারা যাহার উদ্বোধ হয় তাদৃশী শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তর্যামিত্ব রূপে একেবারেই ঐ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইলেন। (২) ক্রিয়া শক্তি দ্বারা ঐ সকল তত্ত্বে প্রবেশানন্তর তাহাদের ক্রিয়া অথবা জীবের অদৃষ্ট যাহা বিলীন হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া সেই সকল ভিন্ন২ তত্ত্বকে পরস্পর সংযুক্ত করিলেন। (৩)

মহদাদি তত্ত্ব গণের ক্রিয়া শক্তি প্রকাশিত হওয়াতে তাহারা পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রেরণায় আপনাদের অংশ দ্বারা আধিপুরুষ অর্থাৎ বিরাড়্ দেহ উৎপন্ন করিল (৪) অর্থাৎ সেই তত্ত্বগণ আপনাতে প্রবেশকারি পরমেশ্বরের সম্বন্ধ বশতঃ পরস্পর মিলিত হইয়া স্ব২ অংশে ক্ষুভিত হইল তাহাতেই ঐ বিরাড়্ মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইল যাহাতে এই চরাচর লোক সকল অবস্থিত আছে। (৫)

অধিপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হিরন্ময় পুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ আপনার সহিত শয়নকারি জীব নিচয় সহ এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, (৬) তাহাতে উল্লিখিত তত্ত্ব সকলের কার্য্য রূপ গর্ব্ভ অর্থাৎ ঐ বিরাড়্ মূর্ত্তি, দৈবশক্তি ক্রিয়াশক্তি এবং আত্মশক্তি বিশিষ্ট হইয়া আপনা হইতে এক, দশ ও তিন প্রকারে বিভক্ত হইল। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে এক প্রকার, এবং ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, আর আত্মশক্তি দ্বারা অধ্যাত্মাদি ভেদে আপনাকে তিন প্রকার করিল। (৭) ঐ বিরাট্ পুরুষ অশেষ প্রাণির আত্মা, কেননা সকল সৃষ্টিই তাঁহার অংশে হয়, এবং তিনি পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ জীব, অতএব আদ্য অবতার স্বরূপ, তাঁহাতেই ভূত সকল প্রকাশ পায়। (৮) ঐ বিরাট্ পুরুষ আত্মশক্তি দ্বারা অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব ও অধিভূত এতত্ত্রিতয় সহিত বর্ত্তমান হওয়াতে তিন প্রকার, এবং ক্রিয়াশক্তিদ্বারা প্রাণাদি স্বরূপ হওয়াতে দশ প্রকার, আর জ্ঞানশক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য স্বরূপ হওয়াতে এক প্রকার হইলে (৯) ভগবান্ ঈশ বিশ্বস্রষ্টৃ তত্ত্বগণের পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপন বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের বিবিধ বৃত্তি লাভ নিমিত্ত আপনার তেজঃ দ্বারা ঐ বিরাট্ শরীরকে সন্তপ্ত করিলেন। (১০)

অহে বিদুর! ঐ বিরাড়্ মূর্ত্তি সন্তাপিত হইলে তাহা হইতে দেবতাদের কত প্রকার আয়তন নির্ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পাইল, বলিতেছি শ্রবণ কর। (১১) উক্ত বিরাট্ পুরুষের মুখ নির্ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হইলে অগ্ন্যাদি লোকপাল স্বশক্তি বাক্য সহ আপনাদের স্থান স্বরূপ ঐ মুখে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই বাক্শক্তি দ্বারাই জীব আপনার বক্তব্য শব্দাদি উচ্চারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিরাটের বদন পৃথক্ হইয়া নির্গত হইলে তাহা বাক্যের অধিষ্ঠান হইল এবং অগ্নি ইত্যাদি তাঁহার অধিদৈব হইলেন, বাগাদি অধ্যাত্ম এবং বক্তব্য বাক্যাদি বিষয়স্বরূপ হইল। (১২) এইরূপে সেই বিরাট্ পুরুষের তালু নির্ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হইলে বরুণ লোকপাল আপনার অংশে জিহ্বার সহিত তাহাতে অধিদেবতা স্বরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। তদধিষ্ঠাতা জীব সেই জিহ্বা দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদনন্তর তাঁহার নাসিকাদ্বয় পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হইল এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয় আপনাদের অংশে ঘ্রাণের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নাসিকাদ্বয় হইতে তদধিষ্ঠাতা পুরুষের গন্ধ গ্রহণ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। (১৩) তাহার পর বিরাট্ পুরুষের দুই চক্ষুর্গোলক পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হইলে, লোকপাল আদিত্য আপনার অংশে চক্ষুর সহিত অধিদেবতা স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই চক্ষুঃ হইতে জীবের রূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। (১৪) তৎপরে বিরাট্ পুরুষের শরীরস্থ ত্বক্ সকল পৃথক্ রূপে প্রকটিত হইলে লোকপাল বায়ু স্বীয় অংশে সর্ব্ব শরীর ব্যাপি ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা অধিদেবতা স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। বিরাট্ পুরুষ সেই ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শজ্ঞান অনুভব করিয়া থাকেন। (১৫) তৎপশ্চাৎ বিরাট্ পুরুষের কর্ণদ্বয় পৃথক্ রূপে প্রকাশিত হইল এবং তাহার অধিদেবতা দিক্ সকল স্বীয়াংশে শ্রোত্রদ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দগ্রহ হইয়া থাকে। (১৬) পরে বিরাট্ পুরুষের চর্ম্ম পৃথক্ রূপে উদ্ভূত হইলে ওষধী সকল অধিদেবতা স্বরূপে আপনাদের অংশে রোম দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সকল রোম দ্বারা কণ্ডূয়া অর্থাৎ গাত্র ঘর্ষণ জন্য সুখ দুঃখাদির অনুভব হয়। (১৭)

তদনন্তর বিরাট্ পুরুষের উপস্থ পৃথক্ রূপে প্রকাশিত হইল এবং প্রজাপতি স্বীয় অংশে শুক্রদ্বারা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই শুক্র যোগে তদধিষ্ঠাতা জীবের আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে। তৎপশ্চাৎ বিরাট্ পুরুষের পায়ুস্থান পৃথক্ হইয়া উদ্ভিন্ন হইল এবং মিত্র দেবতা স্বীয় অংশে পায়ু দ্বারা অধিদেবতা স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই পায়ু যোগে মলত্যাগাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। (১৮) তাহার পরে বিরাট্ পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হইল, এবং স্বর্গপতি ইন্দ্র আপনার অংশে ক্রয় বিক্রয়াদি শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই ক্রয় বিক্রয়াদি রূপ শক্তি যোগে তদধিষ্ঠাতা পুরুষ আপনার জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তৎপশ্চাৎ বিরাট্ পুরুষের পাদদ্বয় পৃথক্ রূপে প্রকাশ পাইল এবং লোকেশ বিষ্ণু স্বীয় অংশে গতি-শক্তি দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। জীব সেই গতি শক্তি হইতে দেশান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (১৯)

পরে বিরাট্ পুরুষের হৃদয় পৃথক্রূপে প্রকাশ পাইল এবং চন্দ্র স্বীয় অংশে মনো-দ্বারা অধিদেবতা স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। জীব সেই মনো দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প স্বরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়েন। (২০) তৎপশ্চাৎ তাঁহার অহঙ্কার পৃথক্ রূপে প্রকাশিত হইল এবং রুদ্র স্বীয় অংশে অহংবৃত্তি রূপ কর্ম্ম দ্বারা অধিষ্ঠাতৃ স্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই অহংবৃত্তি রূপ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (২১) তাহার পর বিরাট্ পুরুষের চিত্ত পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হইল এবং মহত্তত্ত্ব অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপে স্বীয় অংশে চেতনা দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই চেতনা দ্বারা বিজ্ঞানের অনুভব হইয়া থাকে। (২২)

অনন্তর বিরাট্ শরীরের শীর্ষ দেশ হইতে স্বর্গ, পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী, এবং নাভিদেশ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। ঐ সকল স্থানে সত্ত্বাদি গুণের পরিণাম স্বরূপ দেবাদি দৃশ্য হইয়া থাকেন। (২৩) অর্থাৎ দেবগণ উর্জ্জিত সত্ত্ব গুণ প্রভাবে স্বর্গে অবস্থিত হয়েন, এবং মনুষ্য বর্গ ও তাহাদের প্রয়োজন সাধক গবাদি রজঃ স্বভাব হেতু পৃথিবীস্থ হইয়াছে (২৪) আর রুদ্র পার্ষদ যে সকল ভূতাদি তাহারদের তামস স্বভাব প্রযুক্ত তাহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। (২৫)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইলেন। ঐ বেদই অধ্যাপনাদি দ্বারা বিপ্রগণের বৃত্তি স্বরূপ হওয়াতে তাঁহাদের জীবিকাও সঙ্গে২ উৎপন্ন হইল। অহে বিদুর! ব্রাহ্মণগণ তদীয় বদন হইতে উদ্ভূত হয়েন এই কারণে তাঁহারা বর্ণের প্রথম এবং গুরু হইয়াছেন। (২৬) অপর তাঁহার বাহু সকল হইতে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ পালন এবং ঐ বৃত্তির অনুসরণকারী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইল। বৎস! এই কারণেই বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ ক্ষত্রিয় জাতি চৌরাদির উপদ্রব হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। (২৭) তৎপরে সেই বিভুর উরুদ্বয় হইতে লোক জীবিকার হেতু স্বরূপ কৃষ্যাদি ব্যবসা সকল উৎপন্ন হইল এবং বৈশ্য জাতিও সেই উরুদেশ হইতে জন্মিল। হে বিদুর! এই কারণেই ঐ জাতি ঐ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা সম্পন্ন করিয়া থাকে। (২৮) তাহার পরে সেই বিভুর পদদ্বয় হইতে ধর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত শূদ্রবৃত্তি শুশ্রূষা উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে শূদ্র

জাতিও ঐ কার্য্যার্থ জন্মিল। ভগবান্ এই জাতির বৃত্তি দ্বারাই অর্থাৎ দ্বিজ শুশ্রূষাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। (২৯)

বিদুর! এই সকল বর্ণ স্ব২ বৃত্তি সহিত ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই কারণে ইহারা আত্ম বিশুদ্ধি নিমিত্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আপনাদের গুরু সেই ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে। যিনি বর্ণ সকলের গুরু, জনক এবং বৃত্তিপ্রদ, তাঁহার আরাধনা করা তাহাদের পরম ধর্ম্ম। (৩০)

কিন্তু কাল কর্ম্ম স্বভাব শক্তিমান্ ভগবানের ঐ বিরাড়্ রূপ যোগমায়াবলে উজ্জৃম্ভিত হইয়াছে, ইহাতে কোন্ ব্যক্তি তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিবার অভিলাষ করিতে পারিবে? অর্থাৎ বর্ণনা করা দূরে থাকুক্ তদর্থ বাঞ্ছাও অশক্য। (৩১) তথাপি আমি গুরু মুখাৎ যেমন শুনিয়াছি এবং আমার যেমন মতি, তদনুসারে তাঁহার কীর্ত্তি তোমার নিকট বর্ণন করি। বিদুর! এ বিষয়ে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি কেন শুনিবে? অনেক২ লোকের নিকট ভগবদ্ব্যতিরিক্ত বিষয় কথনে আমার বাক্য মলিনীভূত হইয়াছে এক্ষণে ভগবানের কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন দ্বারা তাহা পবিত্রিত করিব। (৩২)

অহে বিদুর! ভগবানের গুণানুবাদই পুরুষদিগের বাক্যের সুনিশ্চিত লাভ, আর বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক নিরূপিতা তদীয় কথা রূপ সুধায় ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ই কর্ণের সার্থকতা। ফলতঃ ভগবানের কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন করিলে অবশ্যই কৈবল্য লাভ হয়। (৩৩) বিদুর! জ্ঞানদ্বারা কৈবল্য সাধন হইবে এমত নির্ব্বন্ধ করা উচিত হয় না, আদি কবি ব্রহ্মা যোগ পরিপক বুদ্ধি দ্বারাও সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কি সেই পরমাত্ম স্বরূপ ভগবানের মহিমার ইয়ত্তা করিতে শক্ত হইয়াছিলেন? অর্থাৎ ব্রহ্মা যোগদ্বারাও তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা জানিতে পারেন নাই। (৩৪) অতএব ভগবানের মায়া অতি দুর্জ্জেয়, তাহা মায়িদিগকেও মুগ্ধ করে, ভগবান্ আপনিই আপনার মায়ার গতি জানিতে পারেন নাই, ইহাতে অপর ব্যক্তিরা তাহার ইয়ত্তা অবগত হইবে সম্ভাবনাই বা কি? (৩৫) বিদুর! তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত বাক্য সকল প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারা মনের সহিত অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত না হওয়াতে নিবৃত্ত হইয়াছে। কেবল বাক্য ও মনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছে এমত নহে, অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্র এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এই দেবগণ তথা অন্যান্য ব্যক্তি ও তাঁহার তত্ত্ব না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়াছে অতএব তিনি অতি দুর্জ্জেয়, তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত যত্ন আর কি করিব, তাঁহাকে কেবল নমস্কার করি। (৩৬) ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

মৈত্রেয় মুনির বচন শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক বিদুর কর্ত্তৃক নানা প্রশ্ন।

যোগিবর শুকদেব রাজা পরীক্ষিত্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন রাজন্! মৈত্রেয় মুনি এই প্রকার কহিলে দ্বৈপায়ন সুত পণ্ডিতবর বিদুর প্রার্থনা বাক্য দ্বারা তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধন পূর্ব্বক প্রতিবচন প্রদান করিলেন। (১) তিনি কহিলেন হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ চিন্মাত্ররূপী এবং নির্ব্বিকার, তাঁহার গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধ কি প্রকারে হইল? যদি বলেন লীলা বশতঃ হইয়া থাকে, তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই, বিকার শূন্যের ক্রিয়া এবং গুণহীনের

গুণ লীলা দ্বারাই বা কিরূপে যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে? (২) হে মুনে! বালকের যে ক্রীড়া প্রবৃত্তি হয় তাহার প্রবৃত্তির হেতু অভিলাষ এবং বস্ত্বন্তর অথবা বালকান্তরের প্রবর্ত্তনা থাকে অর্থাৎ তাহাতেই ক্রীড়ার সম্ভাবনা। পরমেশ্বর স্বতঃ সন্তৃপ্ত, তাঁহার কি প্রকারে অভিলাষ হইল এবং তিনি সর্ব্বদা অন্য হইতে নিবৃত্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় রাহিত্য প্রযুক্ত অসঙ্গ, ইহাতে ক্রীড়েচ্ছা কি প্রকারে জন্মিল। (৩) হে মুনে! ভগবান্ নারায়ণ জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি মোহোৎপাদিকা যে মায়াদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন সেই মায়া দ্বারাই এই বিশ্বের পালন এবং বিলোমক্রমে ইহাকে তিরোহিত করেন। (৪) অপর এই যে জীব, ইনি ব্রহ্ম স্বরূপ, এ প্রযুক্ত দেশ কাল অবস্থা হইতে এবং আপনা হইতে অথবা অন্য হইতে ইহার বোধশক্তি বিলুপ্ত হয় না, ইনি কি প্রকারে ঐ অবিদ্যায় যুক্ত হইয়া থাকেন? ফলতঃ ইনি সর্ব্বগত, এ কারণ প্রদীপ প্রভার ন্যায় কোন দেশে ইহার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, এবং ইনি নিত্য, ইহাতে বিদ্যুতের তুল্য কোন্ কালে ইহার অভাব নাই, আর ইনি স্মৃতিবৎ অবিক্রিয়, এ নিমিত্ত অবস্থা বিশেষেও অবিদ্যমান নহেন, অপর সত্যত্ব প্রযুক্ত স্বপ্নবৎ স্বতঃ অবর্ত্তমান নহেন এবং দ্বিতীয় রাহিত্য হেতু অন্য দ্বারা ইহার অভাব হইতে পারে না, অতএব ঐ সকল দ্বারা যাঁহার বোধ শক্তি লুপ্ত হয় না তিনি কি প্রকারে অবিদ্যায় যুক্ত হইবেন? (৫) আর হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ পরমেশ্বরই জীব রূপে দেহ সকলে অবস্থিত হইয়াছেন ইহাতে জীব সকল তাঁহার অংশ, ঐ জীবদের সংসারই বা কি প্রকারে ঘটিতে পারে? অর্থাৎ পরমেশ্বর সকল ক্ষেত্রে অবস্থিত হওয়াতে তিনিই ভোক্তা হইতে পারেন, অতএব জীব সকলের দুর্ভগত্ব অর্থাৎ আনন্দ ভ্রংশ এবং কর্ম্ম সকল দ্বারা ক্লেশ কোথা হইতে হয়? (৬) হে ব্রহ্মন্! এই অজ্ঞান রূপ দুর্গে আমার মনঃ অতিশয় খিন্ন হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার অন্তঃকরণের এই মহৎ মোহ খণ্ডন করিতে আজ্ঞা হউক। (৭)

শুকদেব ঋষি রাজা পরীক্ষিত্‌কে কহিলেন মহারাজ! মৈত্রেয় মুনি এই প্রকারে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু বিদুর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, যদিও কোন বিষয়ে তাঁহার বিস্ময় ছিল না তথাচ আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন (৮) অহে বিদুর! বিমুক্ত স্বরূপ ভগবানের অবিদ্যা দ্বারা বন্ধন এবং কার্পণ্য, এই যে তর্ক বিরোধ, ইহাই অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের সেই মায়া। (৯) যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির শিরশ্ছেদাদি ব্যতিরেকেও স্বপ্নযোগে শিরশ্ছেদাদি বিশিষ্ট আত্ম বিপর্য্যয় মিথ্যা অনুভূত হয় তাহার ন্যায় জীবের বন্ধন ও কার্পণ্য বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও ঐ মায়া বশতঃ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। (১০) কিন্তু দেহ ধর্ম্ম যে বন্ধাদি তাহা জীবেরই হয়, ঈশ্বরের হয় না, যেমন চন্দ্র মণ্ডল জলে প্রতিবিম্বিত হইলেই জলোপাধিকৃত কম্পনাদি গুণ যদিও বস্তুতঃ তাহাতে না থাকুক তথাচ তাহা দৃষ্ট হয় কিন্তু আকাশস্থ চন্দ্রে তাহা দেখা যায় না, তাহার ন্যায় অনাত্ম দেহাদির ধর্ম্ম বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও দেহাভিমানি জীবেই তাহা প্রতীয়মান হয়, দেহাভিমান রহিত ঈশ্বরে হয় না। (১১)

পরন্তু নিবৃত্তি ধর্ম্ম দ্বারা বাসুদেবের অনুকম্পা হইলে আত্মার সেই গুণ ভগবদ্ভক্তিযোগে ক্রমে২ তিরোহিত হয়। (১২) অপর যে সময়ে সুষুপ্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকলের তুল্য ইন্দ্রিয় গণ দ্রষ্টার অন্তর্যামি স্বরূপ আত্মাতে বিলীন হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিশ্চল থাকে তৎকালে সমস্ত ক্লেশ লয় প্রাপ্ত হয়। (১৩) আর ভগবান্ মুকুন্দের গুণানুকীর্ত্তনে এবং গুণ কথা শ্রবণেও অশেষ ক্লেশের শান্তি হয় অতএব যদিস্যাৎ তদ্বিষয়ক রতি মনোমধ্যে লাভ করা যায় তাহা হইলে তাহা কি না

করিতে পারে অর্থাৎ মনুষ্যেরা যদি ভগবানে ভক্তি করে তাহা হইলে তাহাতেই তাহাদের অনন্ত দুঃখ উপশান্ত হইবে। (১৪)

মহর্ষি মৈত্রেয়ের এই সমস্ত বচনে বিদুর আনন্দ প্রকাশ করত কহিলেন হে ব্রহ্মন্! ঈশ্বর এবং জীব দুই জ্ঞান স্বরূপ, তাহাতে ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্ব এবং জীবের সংসার এরূপ বৈষম্য কেন হয় এই যে আমার সংশয় হইয়াছিল আপনকার যুক্তিযুক্ত বাক্যরূপ খড়্গ দ্বারা তাহা সংছিন্ন হইল। হে ভগবন্! এক্ষণে আমার মনঃ ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য এবং জীবের পারতন্ত্র্য এই দুই বিষয়েই সম্যক্ প্রকারে প্রবিষ্ট হইতেছে অর্থাৎ দুই সম্ভাব্য এমত বোধ হইতেছে। (১৫) হে ব্রহ্মন্! ভগবানের জীব বিষয়ে যে মায়া তাহাকেই আশ্রয় করিয়া দুর্ভগত্বাদি বর্ত্তমান থাকে আপনি এই যে বলিলেন ইহা বড় ভাল এবং অতি যথার্থ, যেহেতু ঐ দুর্ভগত্বাদি মনুষ্যের স্বপ্নযোগে স্বশিরশ্ছেদন দর্শনাদির তুল্য অবস্তু মাত্র, অতএব তাহা মূল শূন্য। হে ব্রহ্মন্! শ্রুত আছে এই বিশ্বের মূল যে স্বীয় অজ্ঞান তাহাও ঐ মায়া বিনা অবস্থিতি করিতে পারে না, অতএব সকল পদার্থই মায়াকে আশ্রয় করিয়া আছে। (১৬) হে মহাশয়! আমি অল্পজ্ঞ, এই কারণেই পূর্ব্বে আমার সংশয় হইয়াছিল, অল্পজ্ঞের ক্লেশ দুর্লভ নয়। হে মুনে! এ সংসারে যে ব্যক্তি অতিশয় মূঢ় অর্থাৎ দেহাদিতে অত্যন্ত আসক্ত এবং যে জন প্রকৃতির পর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত, এই দুই ব্যক্তিরই সংশয় জন্য ক্লেশ হয় না, এবং ইহারাই সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী লোক ক্লেশের ভাজন, কেননা দুঃখানুসন্ধান করাতে তাহার সংসার প্রপঞ্চ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, অথচ স্বানন্দ পরিজ্ঞানাভাবে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং ক্লেশ ভোগ হইতে থাকে। (১৭) পরন্ত হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি কৃতার্থ হইলাম, যেহেতু এই অনাত্ম সংসার প্রপঞ্চ প্রতীত হইলেও ইহাতে কোন ফল নাই, এখন এ কেবল প্রতীতি মাত্র এইরূপ নিশ্চয় হইতেছে, আপনাদিগের চরণ সেবায় ঐ প্রতীতিকেও পরিত্যাগ করিতে পারিব। (১৮) বিভো! আপনাদিগের চরণ সেবায় কি না হয়? তদ্দ্বারা নির্ব্বিকার মধুরিপু ভগবানের পাদপদ্মে দুর্নিবার প্রেমোৎসব জন্মে, তাহাই সংসার নিবারক। (১৯) যাহাহউক, আমার অতি দুর্লভ লাভ হইল, আমি মহৎ সেবা করিতে পাইলাম। হে মহাশয়! মহদ্ব্যক্তিরা ভগবানের অথবা ভগবল্লোকের বর্ত্ম স্বরূপ, তাঁহারা সর্ব্বদা দেব দেব জনার্দ্দনের গান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেবা অল্পতপা ব্যক্তির অনায়াস লভ্য নহে। (২০)

হে ব্রহ্মন্! বিভু পরমেশ্বর আদৌ ইন্দ্রিয়াদি সহিত মহদাদি তত্ত্ব যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়া সে সকলের অংশে বিরাট্ শরীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, (২১) সেই বিরাটের সহস্র চরণ, সহস্র উরু, এবং সহস্র বাহু, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে আদ্য পুরুষ বলিয়া থাকেন, তাঁহাতেই এই সকল লোক অসঙ্কুচিত হইয়া বসতি করিতেছে। (২২) হে ব্রহ্মন্! আপনি কহিলেন সেই বিরাট্ পুরুষে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়, এবং দশবিধ প্রাণ আছে। অপর ত্রিবিধ প্রাণও আপনা কর্ত্তৃক উক্ত হইল। অতএব তাঁহার বিভূতি সকল কহিতে আজ্ঞা হউক। (২৩) হে প্রভো! ঐ সকল বিভূতিতেই তো পুত্র পৌত্র দৌহিত্র গোত্রজ এতৎ সমুদায়ে প্রজা সকল বিচিত্রাকৃতি হইয়াছে এবং ঐ বিভূতিই তো এই জগত্কে ব্যাপিয়া আছে? (২৪)

হে মৈত্রেয়! প্রজাপতিদিগের পতি সেই ভগবান্ কোন্২ প্রজাপতি, কি২ সর্গ, কোন্২ মনু এবং কোন্২ মন্বন্তরাধিপতি কল্পনা করেন, সে সকল বর্ণন করিতে

আজ্ঞা হউক, আর ঐ সমস্ত মন্বাদির বংশ এবং তদ্বংশ্য দিগের চরিত্রও কহিতে আজ্ঞা হউক। (২৫) অপর হে মিত্রাত্মজ! এই পৃথিবীর উপরে ও অধোভাগে যে সকল লোক আছে (২৬) তৎসমস্ত কি রূপে সন্নিবেশিত? এবং তাহাদের পরিমাণ কত? আর এই ভূর্লোকেরই বা আকার ও পরিমাণ কি রূপ? অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এই সকলও বর্ণনা করুন। (২৭) হে মুনে! দেবতা মনুষ্য পশু সরীসৃপ পক্ষী এবং অন্যান্য জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ এ সকলের সৃষ্টির বিভাগও কহিতে আজ্ঞা হউক। (২৮) অপর গুণাবতার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারি এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ের স্রষ্টা ভগবানের উদার বিক্রমও কহিতে আজ্ঞা হউক। (২৯) হে প্রভো! চিহ্ন, আচার এবং শমদমাদি স্বভাব বশতঃ বর্ণ ও আশ্রম সকলের বিভাগ এবং ঋষি দিগের জন্ম ও কর্ম্ম, তথা বেদের বিভাগ (৩০) এবং যজ্ঞের বিস্তার, যোগের পথ, নৈষ্কর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞানের এবং তদুপায় স্বরূপ সাংখ্যের পথ ও ঐ সকলের তন্ত্র, ভগবান্ যেরূপে আদেশ করেন। (৩১) তথা পাষণ্ড দিগের বিষম প্রবৃত্তি, প্রতি লোমজ জাতি, এবং জীব সকলের গুণ ও কর্ম্মজন্য যেরূপ ও যত গতি হইয়া থাকে (৩২) অপর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ সকলের পরস্পর অবিরোধে যে সমস্ত উপায় আছে, তথা জীবিকা ও দণ্ডনীতি এবং শাস্ত্রের পৃথক্২ বিধি যেরূপ (৩৩) আর শ্রাদ্ধের বিধি, পিতৃ লোকের সৃষ্টি, নক্ষত্র গ্রহ তারা এ সকলের কালচক্রে সংস্থিতির প্রকার, এবং দান তপস্যা ও ইষ্ট (যাগাদি) এবং পূর্ত্ত (খাতাদি) কর্ম্মের যে২ ফল, আর প্রবাসস্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম এবং পুরুষের আপৎ কালীন ধর্ম্ম, (৩৪) অপর অন্যান্য যে২ মার্গ দ্বারা ধর্ম্মযোনি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতি বা প্রসন্নতা হয়, হে অনঘ! তৎসমুদায় বর্ণন করুন। (৩৫) হে দ্বিজবর! দীনবৎসল গুরুগণ জিজ্ঞাসিত না হইলেও অনুব্রত শিষ্য ও পুত্রগণকে বক্তব্য সমুদায় বিষয় বলিয়া থাকেন। ইহাতে আমার আশা হইতেছে আপনি কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না। (৩৬)

হে ব্রহ্মন্! আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা কহিলেন সে সমুদায়ের লয় কত প্রকার হয়? এবং প্রলয় সময়ে পরমেশ্বর শয়ান হইলে, রাজা যেমন শয়ন করিলে অনুজীবিগণ চামর গ্রহণ করিয়া সেবা করে তাহার ন্যায় নিদ্রিত সেই পরমেশ্বরের পশ্চাৎ কোন্২ পদার্থ সুপ্ত হইয়া থাকে? (৩৭) অপর জীবের তত্ত্ব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ কি? এবং কোন্ অংশে ঐ দুইয়ের পরস্পর ঐক্য আছে? তথা উপনিষৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কি প্রকার? গুরু শিষ্যের প্রয়োজন কি? (৩৮) হে ব্রহ্মন্! পুরুষের আপনা হইতে জ্ঞান বা ভক্তি অথবা বৈরাগ্য কিছুই হইতে পারে না, এই কারণে পণ্ডিতেরা সেই জ্ঞানের হেতু অথবা উপায় কহিয়াছেন (৩৯) হে প্রভো! আমি ভগবানের কর্ম্ম সকল পরিজ্ঞান বাসনায় এই যে সমস্ত প্রশ্ন করিলাম কৃপা করিয়া এই সকল কহিতে আজ্ঞা হউক। (৪০)

হে অনঘ! আপনি আমার জিজ্ঞাসিত এই সকল বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিলে আপনকার যথেষ্ট পুণ্য আছে কেননা সর্ব্ব বেদ, সর্ব্ব যজ্ঞ, এবং তপস্যা ও দান, এ সকল তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জীবের প্রতি অভয় দানের এক অংশের স্বরূপও হয় না। (৪১)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! কুরু প্রধান বিদুর কর্ত্তৃক সেই মুনি প্রধান মৈত্রেয় এই রূপে বুভুৎসিত অর্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন এবং ভগবানের কথায় প্রেরিত হওয়াতে সানন্দ মনে হাস্য করিতে২ বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৪২)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

জলশায়ি ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব এবং তাঁহা-কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

মৈত্রেয় মুনি সৎ শ্রোতা প্রাপ্ত হওয়াতে আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিদুর! পুরুর বংশ অতি প্রশংসনীয় এবং সাধুজনের সেবনীয়, যেহেতু পরম ভাগবত তুমি তাহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আহা তোমা হইতে সর্ব্বদা ভগবানের কীর্ত্তিরাশি পদে২ নবীকৃত হইতেছে। (১) যে সকল মানব অত্যল্প সংসার সুখের নিমিত্ত দুঃখে পতিত হইয়াছে তাহাদিগের দুঃখ নিবারণার্থ আমি ভাগবত পুরাণ বলিতে আরম্ভ করি, ভগবান্ ইহাই ঋষিগণকে স্বয়ং কহিয়াছিলেন। (২)

একদা সনৎকুমার প্রভৃতি মুনিগণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া পাতালতলে অধ্যাসীন অপ্রতিহতজ্ঞান এবং অকুণ্ঠ সত্ত্ব সম্পন্ন আদ্য ভগবান্ সংকর্ষণকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করেন। (৩) তৎকালে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ ধ্যান পথদ্বারা আপনার আশ্রয় স্বরূপ পরমানন্দ (যাঁহাকে পণ্ডিতেরা বাসুদেব নামে কহিয়া থাকেন) অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতেছিলেন কিন্তু সনৎকুমারাদি সম্মুখে উপনীত হইলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা নিমিত্ত অন্তর্মুখীভূত নয়নমুকুল ঈষৎ উন্মীলিত করিলেন। (৪) ঋষিগণ স্বর্লোক হইতে পাতালে অবতীর্ণ হওয়াতে তাঁহাদের শিরস্য জটাসমূহ স্বর্গঙ্গার জলে আর্দ্রীকৃত হইয়াছিল অতএব তাঁহারা সেই আর্দ্র জটাদ্বারা তদীয় চরণাধার পদ্ম স্পর্শ করিলেন। পাতালস্থ নাগরাজের কন্যাগণ পতিকাম হইয়া প্রেমভাবে বিবিধ উপহার প্রদান পুরঃসর তাঁহারই পূজা করিতেন। (৫) ঐ মুনিবৃন্দ ভগবানের কৃত কর্ম্ম সকল অবগত ছিলেন অতএব প্রণামের পর গদ্গদ বচনে তৎসমুদায় সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। (৬) তদনন্তর তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল ভগবানের কিরীট সহস্রে যে সমস্ত উত্তম২ রত্ন খচিত রহিয়াছে তাহার জ্যোতির্দ্বারা তদীয় সুমহৎ ফণা সহস্র উদ্দীপিত হইতেছে, অতএব বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক অধ্যেষণা করিলেন। (৭) তাহাতে সেই ভগবান্ সংকর্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্মাভিরত সনৎকুমার মুনির নিকট এই ভাগবত পুরাণ বর্ণন করিলেন। সেই ঋষি অর্থাৎ সনৎকুমার জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রতপরায়ণ সাংখ্যায়ন নামা ঋষিকে ইহা প্রদান করেন। (৮)

অহে বিদুর! মহর্ষি সাংখ্যায়ন পারমহংস্য ধর্ম্মে অতি প্রধান ছিলেন, তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্য বর্ণনার্থ কৌতুহলান্বিত হন্, অতএব আমাদের গুরু মুনিবর পরাশরকে সর্ব্বদা অনুগত দেখিয়া তাঁহার নিকট ইহা কহেন এবং বৃহস্পতিকেও তিনিই ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন। (৯) করুণাময় মুনিবর পরাশর পুলস্ত্য কর্ত্তৃক * উক্ত হইয়া

* পুলস্ত্য কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া মহর্ষি পরাশর পুরাণ কহেন এ বিষয়ের আখ্যায়িকা এই, পরাশর ঋষি শুনিয়াছিলেন যে রাক্ষসেরা তাঁহার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব তিনি রোষ পরবশ হইয়া রক্ষঃ কুল ক্ষয় সংকল্প করিয়া রাক্ষস সত্রে প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে শান্ত্বনা করিলে পর তিনি তাঁহার বাক্যে ঐ ব্যাপার পরিত্যাগ করেন। রাক্ষস কুল পুলস্ত্য

বর্ণবৎ প্রকাশমান হইতেছিল আর তাহাতে সুশোভন নাসিকা ও সুন্দর ভ্রূ চমৎকার শোভা বিস্তার করিতেছিল। (২৮)

হে বৎস বিদুর! তাঁহার নিতম্বদেশ কদম্ব কুসুমের কেশর তুল্য বসন ও মেখলা দ্বারা সুশোভিত এবং বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস যুক্ত বক্ষঃস্থলের বল্লভ মহামূল্য হারে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। (২৯)

অপর সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ চন্দন তরু রূপে বিরাজমান হইতেছিলেন, কেননা মহামূল্য কেয়ূরাদি ভূষণে এবং উত্তমোত্তম মণি রত্নে শাখা স্বরূপ তদীয় দোর্দণ্ডসহস্র পরিব্যাপ্ত ছিল অর্থাৎ চন্দন তরুর শাখা নিকর যদ্রূপ কেয়ূরাদি তুল্য ফল পুষ্পে ব্যাপ্ত হইয়া শোভা পায় তাহার ন্যায় তাঁহার বাহু সহস্র পরম রমণীয় কেয়ূরাদি ভূষণে এবং বিবিধ মণি রত্নে মণ্ডিত হওয়াতে তাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছিল। আর চন্দন বৃক্ষের মূল যেমন অব্যক্ত, সহসা জ্ঞাত হয় না, তাহার ন্যায় তাঁহারও মূল অর্থাৎ অধোভাগ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ছিল। অপর চন্দন বৃক্ষের স্কন্ধ সর্পে বেষ্টিত হইয়া থাকে তাঁহারও স্কন্ধদেশ ফণীন্দ্র অনন্তের ফণায় সংবেষ্টিত হইয়াছিল। (৩০) অথবা সেই পুরুষ মহা মহীধর স্বরূপে বিরাজমান হইতেছিলেন, পর্ব্বত যদ্রূপ চরাচরের আবাস স্থল হয়, তাঁহার স্বীয় দেহেও তদ্রূপ চরাচর সমস্ত জগৎ বাস করিতেছিল, আর মহামহীধরে অহি সকল অবস্থিতি করিতে পাওয়াতে তাহাকে যদ্রূপ অহিবন্ধু বলা যায় ভগবান্‌ও তদ্রূপ অহীন্দ্র অনন্তের বন্ধু ছিলেন। অপর মৈনাকাদি কোন২ প্রধান গিরি সাগর সলিলে লুক্কায়িত হইয়া আছে তিনিও প্রলয় কালে পয়োধি জলে উপগূঢ় হইয়া ছিলেন। প্রধান২ পর্ব্বতের হিরণ্ময় শিখর হয় তাঁহার কিরীট সহস্রই সুবর্ণ শৃঙ্গ স্বরূপে শোভমান ছিল, আর প্রধান পর্ব্বতের কোন২ স্থানে রত্নাদি আবির্ভূত হয় তাঁহারও মূর্ত্তি মধ্যে কৌস্তুভ মণি রত্ন স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হইতেছিল। (৩১)

ব্রহ্মা এই রূপে ঐ পুরুষকে পর্ব্বতাদি তুল্য অবলোকন করিয়া অবশেষে নিশ্চয় করিলেন ইনিই ভগবান্ হরি, অপর তাঁহার কণ্ঠে স্বীয় কীর্ত্তি স্বরূপা বনমালা লম্বিতা রহিয়াছিল, বেদরূপ মধুব্রত সকল এই মনোহর মালায় অনুব্রত হওয়াতে তাহা চমৎকার শোভা বিস্তার করিতেছিল। অতএব চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি এবং বায়ু ইহাঁরা স্ব২ ব্যাপার দ্বারাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, সংগ্রাম প্রয়োজন যে সমস্ত সুদর্শনাদি শস্ত্র, যাহার প্রভা ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত এবং যাহারা রক্ষণার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান, সে সকল দ্বারাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (৩২)

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা যে সময়ে ভগবান্‌কে এইরূপ দর্শন করিলেন সেই কালেই লোক সৃষ্টি বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তাঁহার নাভি সরোবরে পদ্ম, আত্মা, জল, প্রলয়বায়ু এবং আকাশ দৃষ্টিগোচর হইল। (৩৩) ব্রহ্মা রজো গুণযুক্ত হওয়াতে প্রজা সৃষ্টি নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি লোক সৃষ্টির কারণ, উপরি লিখিত নাভিপদ্মাদি পঞ্চ অবলোকন করিয়া ভগবানে এবং সৃষ্টি বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরম স্তুত্য পরমেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিলেন। (৩৪)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

লোক সৃষ্টি কামনায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবৎ স্তুতি।

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্! বহুকাল উপাসনা করিয়া অদ্য আপনাকে জানিতে পারিলাম। আহা! দেহধারি ব্যক্তি দিগের কি দুর্ভাগ্য, তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। বিভো! তুমিই জানিবার যোগ্য, কেননা তোমা ভিন্ন কোন বস্তুই নাই, যাহা আছে বলিয়া বোধ হয় তাহা সত্য নহে। প্রভো! মায়া গুণ ক্ষোভে তুমি আপনিই বহুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাক, ইহাতে অসত্য বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব নহে। (১) হে ভগবন্! জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হেতু তোমা হইতে তমোগুণ একেবার নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি উপাসক দিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া এই যে রূপ আদৌ আবিষ্কৃত করিলে ইহাই শতং অবতারের মূল, ইহারই নাভিপদ্মরূপ ভবন হইতে আমি উদ্ভূত হইয়াছি। (২) হে পরম! ভগবানের যে রূপের প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা ভেদ শূন্য সুতরাং আনন্দ স্বরূপ, তাহা তোমার এ রূপ হইতে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না, বরং দেখিতেছি ইহাই সেই রূপ, অতএব আমি তোমার এই রূপেরই শরণাপন্ন হইলাম। প্রভো! তোমার এইরূপই উপাসনার যোগ্য, যেহেতু ইহাই উপাস্য মধ্যে মুখ্য এবং বিশ্বের সৃষ্টিকারি সুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন। অপর ইহা পৃথিবী ইত্যাদি ভূত সকলের এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ। (৩) হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, তুমি আমাদের মঙ্গল নিমিত্ত ধ্যানাবসরে এই রূপ দর্শন করাইলে, অতএব ইহাই তোমার সেই রূপ, সন্দেহ নাই, প্রভো! আমরা অব্যক্ত স্বর্গে নিবিষ্ট চিত্ত, আমাদের প্রতি তুমি কদাপি সোপাধিক দর্শন দিতে পার না। অতএব আমরা তোমার অনুবৃত্তি করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি। হে ভগবন্ যে সকল নরাধম, অনীশ্বরবাদিদিগের কুতর্কনিষ্ঠ, অতএব নারকী, তাহারাই তোমার আদর করে না, নচেৎ তোমাকে নমস্কার কে না করে? (৪) প্রভো! ভক্তি পূর্ব্বক তোমার উপাসনা করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণাম্বুজ গন্ধ বেদরূপ বায়ু যোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ কুহর দ্বারা ঘ্রাণ করেন অর্থাৎ অতিশয় আদর পূর্ব্বক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং পরম ভক্তি সহকারে তোমার চরণে শরণাপন্ন হন্, সেই সকল ব্যক্তি তোমার আপনারই পুরুষ। হে নাথ! তাহাদের হৃৎপদ্ম হইতে তুমি কদাপি দূরগত হও না, অর্থাৎ নিত্যই তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া থাক। (৫) প্রভো! লোকেরা যাবৎ তোমার অভয় পাদপদ্ম আশ্রয় না করে তাবৎ পর্য্যন্তই তাহাদের ধন জন এবং দেহ নিমিত্ত ভয় অর্থাৎ ঐ সকল থাকিলে বিনাশশঙ্কা, শোক অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে সন্তাপ, এবং পুনর্ব্বার তদর্থ স্পৃহা হয়, স্পৃহা জন্মিলে তজ্জন্য পরিভব অসুলভ নহে, তাহাতে তদর্থ মহতী তৃষ্ণাও জন্মিয়া থাকে, যদি কোন প্রকারে অভিলষিত প্রাপ্তি হইল তাহাতে "আমার ধন, আমার জন" ইত্যাদি অসদ্গ্রাহ হয়, তাহাই ভয় শোকাদি সকল ক্লেশের কারণ। কিন্তু হে প্রভো! তোমার চরণ আশ্রয় করিলে ঐ সকল কিছুই থাকে না, অতএব তোমার চরণাশ্রয় মাত্রে যখন ঐ সকল নিবৃত্তি হইল তখন হৃদয় মধ্যে তুমি বিরাজমান থাকিলে ঐ সকল থাকিবার সম্ভাবনা কি? (৬)

প্রভো! যে সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সর্ব্ব দুঃখ নিবর্ত্তক তোমার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ, তাহারা অতিশয় হতভাগ্য এবং নিতান্ত হতবুদ্ধি। এ

কি সামান্য খেদের বিষয়? সে সকল দীনঃপুরুষ লোভাভিভূত চিত্ত হইয়া কাম সুখ কণিকা মাত্র লাভ নিমিত্ত নিরন্তর অক্ষেমকর কর্ম্ম করিয়া বেড়ায়। (৭) হে উরুক্রম! ঐ সকল ব্যক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা, বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা, শীত উষ্ণ বাতবর্ষণ এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় তথা দুঃসহ কামাগ্নি ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধ এই সকলে ব্যরম্বার পীড্যমান হইয়া থাকে! উহাদিগকে অবলোকন করিলে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় খেদান্বিত হয়। (৮) হে ঈশ! এই সংসার বস্তুতঃ অপরমার্থ, ইহাতে ঐরূপ খেদান্বিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন ইহা সত্য বটে কিন্তু এ সংসার ত্যাগ হয় কই? লোক সকল যাবৎ তোমার আপনার এই দেহভাব, (ইন্দ্রিয় রূপা মায়ার দ্বারা যাহার আধিক্য হইয়াছে) অবলোকন করিবে তাবৎ এই সংসার বস্তুতঃ ব্যর্থ হইলেও উপরত হইবে না, ইহা ক্রিয়া মাত্রের ফল বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর কেবল দুঃখ নিচয় প্রদান করিতে থাকিবেক। (৯) হে বিভো! অবিবেকি লোকেরই ঐ রূপ দুর্গতি হয়, ইহাতে তাহাদেরই তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক, বিবেকির ভক্তিতে প্রয়োজন নাই এমত বলিতে পারা যায় না, যেহেতু ঋষিগণও যদিস্যাৎ তোমার প্রতি ভক্তি করণে বিমুখ হন্ তাহা হইলে তাহাদিগকেও সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, দিবসে তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল নানা বিষয়ে ব্যাপৃত এবং শ্রান্ত থাকে সুতরাং কোন সুখলাভ হয় না, রজনী ভাগে নিদ্রা যায় তৎকালেও সুখ সম্ভাবনা নাই, ক্ষণে২ নানা মনোরথ চিন্তায় ভগ্ননিদ্র হয়, আর দুর্দৈব বশতঃ তাহাদের অর্থার্থ উদ্যম প্রতিহত হইয়া পড়ে, অতএব বিবেকি দিগেরও তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক। (১০)

হে নাথ! পুরুষের হৃৎপদ্ম ভক্তিযোগে পরিত্রিত হইলে তোমার পথ দেখিতে পায় এবং পুরুষ তদ্রূপ হইলেই তুমি তাহার পরিশুদ্ধ হৃদয় সরোজে গিয়া অধিষ্ঠান কর। প্রভো! তোমার দয়ার কথা কি কহিব? তোমার ভক্তগণ ভ্রমণ ব্যতিরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনোদ্বারা তোমার যে২ রূপ কল্পনা করিয়া ধ্যান করে তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সেই২ রূপই প্রকটিত কর। (১১)

প্রভো! নিষ্কাম ভক্তদিগেরই তুমি সুলভ, তদিতর ব্যক্তিরা কোন প্রকারেই তোমার প্রসাদ লাভ করিতে পারে না, অন্য অপরের কথা কি? দেবগণও যদিস্যাৎ মনোমধ্যে কামনা রাখিয়া বিবিধ উপচার দ্বারা তোমার আরাধনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিও তুমি প্রসন্ন হও না, অথচ সর্ব্ব প্রাণিতেই দয়া বিস্তার করিয়া প্রত্যেক জনের হৃদয় মধ্যে সুহৃদ্ এবং অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিতি করিয়া থাক। ফলতঃ তোমার দয়া অভক্ত জনের সুলভ্যা নহে এই কারণেই ভক্তিহীন সকাম দেবগণও তোমার প্রসন্নতায় বঞ্চিত হয়েন। (১২) কিন্তু হে ভগবন্! পুরুষগণ যদিস্যাৎ যাগ যজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্ম, দান তপস্যা এবং দ্বিজ শুশ্রূষা এই সকল দ্বারা তোমার আরাধনা করে তাহা হইলে তাহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া ফল, কেননা তোমার প্রীত্যর্থ যাগযজ্ঞাদি করিয়া তজ্জন্য ধর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিলে সে ধর্ম্ম কদাপি ক্ষয় পায় না, কামার্থ ধর্ম্ম কাম প্রদানের পরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। (১৩) অতএব হে ভগবন্! তোমাকেই নমস্কার করি, তোমার স্বস্ব রূপ চৈতন্য দ্বারা নিরন্তর ভেদ ভ্রম নিরস্ত হয়। অপর বোধই তোমার আশ্রয়, অতএব তুমি পরাৎপর। প্রভো! এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি এবং লয়ের নিমিত্ত যে মায়া, সেই মায়ার বিলাস দ্বারাই তুমি ক্রীড়া করিয়া থাক, অতএব তুমি ঈশ্বর, আমরা তোমাকে প্রণাম করি। (১৪) বিভো! মানবগণ প্রাণবিয়োগ সময়েও এবং বিবশ হইয়াও যদিস্যাৎ তোমার যে২ নামে অবতার গুণ কর্ম্ম ইত্যাদির অনু-

করণ আছে তৎসমুদায় কেবল উচ্চারণ করে তাহা হইলেও অনেক জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ পরিহার পূর্ব্বক নিরস্তাবরণ সত্য স্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমিই সেই ব্রহ্ম, তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। (১৫) হে ব্রহ্মন্! তুমি ভুবনাকার বৃক্ষ, এই তরু, তুমি স্বয়ং যে প্রকৃতির অধিষ্ঠান, সেই প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া গুণত্রয় রূপে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় নিমিত্ত আমি (ব্রহ্মা) শিব এবং বিষ্ণু আমাদের তিনজনকে তিনটী পাদ স্বরূপে ধারণ করত ত্রিপাদ হইয়া বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। প্রভো! এই তরুর এই তিনটী পাদ বটে কিন্তু ইহার প্রত্যেকে মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ স্বরূপ ভূরি২ শাখা প্রশাখা আছে অতএব হে প্রভো! ভুবন দ্রুম যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। (১৬)

প্রভো! লোকে যখন বিরুদ্ধ কর্ম্মে আসক্ততা প্রযুক্ত সাক্ষাৎ তোমা কর্ত্তৃক কথিত তোমার অর্চ্চন রূপ কর্ম্মে অমনোযোগী হইয়া থাকে, তখন যে বলবান্ কাল হইতে তাহার জীবিতাশা সদ্যঃ সংছেদিত হয় তুমি সেই কাল স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। (১৭) বিভো! যে স্থান পরার্দ্ধদ্বয় বৎসর যাবৎ অবস্থান করিবে এবং সকল লোকেই যাহাকে নমস্কার করে সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াও আমি যে কাল হইতে ভীত হই এবং তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার বাসনায় বহু২ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বহু সম্বৎসর তপস্যা করি, তুমি সেই কাল স্বরূপ। অপর তুমিই যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, অতএব তোমাকেই নমস্কার করি। (১৮) হে ভগবন্! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে তির্য্যক্ মনুষ্য দেবাদি জীবযোনিতে দেহ গ্রহণ করিয়া, স্বীয় আনন্দ অনুভব হেতু তোমাতে বিষয় সুখ সম্বন্ধ বস্তুতঃ না থাকিলেও আপনার কৃত ধর্ম্ম মর্য্যাদা পরিপালন বাসনায় ক্রীড়া কর, অতএব তোমাতে উপাধি এবং ধর্ম্ম ইত্যাদির সংস্পর্শ না থাকাতে তুমি পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি। (১৯)

প্রভো! পঞ্চ প্রকার বৃত্তি বিশিষ্টা যে অবিদ্যা নিদ্রার হেতু, তাহা তোমাকে অভিভূত না করিলেও তুমি প্রলয় কালীন ভয়ঙ্কর তরঙ্গ সঙ্কুল জল মধ্যে সর্প শয্যায় শয়ান হইয়া তৎস্পর্শে সুলভা নিদ্রা স্বীকার করিয়াছিলে, তৎকালে এই সমুদায় লোক তোমার উদর মধ্যে বিলীন হইয়া ছিল। তোমার ঐ প্রকারে নিদ্রিত হইবার অভিপ্রায় এই যে জলমধ্যে নিদ্রাণ অবিবেকি জনের নিদ্রা সুখ কি প্রকার হয় তাহা প্রদর্শন করাইবে অর্থাৎ তথাবিধ ব্যক্তি দিগকে ঐ প্রকারে উপহাস করিবে। (২০) হে স্তুত্য! আমি ত্রিলোকের সৃষ্ট্যাদি দ্বারা উপকার করিব বলিয়া তোমার অনুগ্রহে তোমার নাভিপদ্ম রূপ সদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। প্রভো! এই সমস্ত সংসার প্রপঞ্চ প্রলয় কালে তোমার উদর মধ্যে বিলীন ছিল, তখন তুমি নিদ্রিত ছিলে, যোগ নিদ্রাবসানে এখন তোমার নয়ন নলিন বিকসিত হইল, তুমি অচিন্ত্য পুরুষ, তোমাকে স্তব কি করিব, কেবল নমস্কার করি। (২১)

ব্রহ্মা এই প্রকার স্তব করিয়া আপনাআপনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সেই এই ভগবান্ সমস্ত জগতের সুহৃৎ, এবং সর্ব্বত্র অনুস্যূত ও সকলের অন্তর্যামী, তিনি আপনার যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা এই বিশ্বকে সুখি করিতেছেন সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য আমাতে যোজন করুন, আমি যেন পূর্ব্ববৎ এই জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই। সেই প্রভু প্রণত জনের প্রিয়, ইহাতে প্রণত ব্যক্তি দিগকে অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন আমিও প্রণত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন্ এতদ্ব্যতীত আমার অন্য প্রার্থনীয় নাই। (২২)

অপর সেই ভগবান্ শরণাগত জন গণের বরপ্রদ, তিনি আপনার শক্তি রমার সহিত যেং কার্য্য করিবেন আমি তাঁহার প্রভাবান্বিত এই বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তমান থাকিলেও আমার চিত্তকে সেই সমস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, আমি যেন ঐ সকল কর্ম্মে আসক্তি এবং তৎকৃত পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি। (২৩) তাঁহার অনন্ত শক্তি, তিনি জলোপরি শয়ান হইলে তাঁহার নাভি হ্রদ হইতে আমি মহত্তত্ত্বাভিমানী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছি এবং এখন তাঁহার রূপ স্বরূপ এই বিশ্ব বিস্তার করিতেছি, আমি এই প্রার্থনা করি তাঁহার প্রসাদে আমার নিগম সম্বন্ধীয় বাক্যোচ্চারণ যেন লুপ্ত না হয়। (২৪) অপর সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান্ অতিশয় দয়াবান্, তিনি প্রবৃদ্ধ প্রেম সহ হাস্য দ্বারা আপনার নয়নাম্বুজ বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনয় করুন। (২৫)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ব্রহ্মা এই প্রকার তপস্যা উপাসনাএবং সমাধি দ্বারা আপনার উৎপত্তি স্থান ভগবান্‌কে অবলোকন এবং যথাশক্তি মনঃ ও বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া শ্রান্ত তুল্য হইলেন সুতরাং আপনিই বিরত হইলেন। (২৬)

ভগবান্ দেখিলেন ব্রহ্মা আপনার লোক রচনা বিষয়ক বিজ্ঞান নিমিত্ত খেদ করিতেছেন এবং প্রলয় সলিল অবলোকনে তাহার অন্তঃকরণ সাতিশয় বিষাদাকুল হইয়াছে অতএব তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া গভীর বচন দ্বারা তদীয় মোহ শান্তি করত বলিতে আরম্ভ করিলেন। (২৭)

হে বেদগর্ব্ভ! বিষণ্ন হইও না, সৃষ্টি নিমিত্ত ভাবনা ত্যাগ কর, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা অগ্রেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি। (২৮) অহে ব্রহ্মন্! তুমি পুনর্ব্বার তপস্যাচরণ এবং আমার বিষয়ের বিদ্যা অভ্যাস কর, ঐ উভয় দ্বারাই আপনার হৃদয় মধ্যে সকল লোককে সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইবে। (২৯) তাহার পরে ভক্তিযুক্ত এবং সমাহিত হইলেই তোমার আপনাতে এবং এই সকল লোকেতে আমি যে সর্ব্বব্যাপি হইয়া অবস্থিতি করি তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে এবং আমার দেহাভ্যন্তরেও এই সকল লোক তথা জীব নিকর দেখিতে পাইবে। (৩০) হে ব্রহ্মন্! আমাকে সর্ব্বত্রগ দর্শন করিলেই মোহ নিবৃত্ত হয়, অগ্নি যদ্রূপ সকল কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত তাহার ন্যায় আমি সর্ব্বভূতে থাকি, লোকে যখন এইরূপ দর্শন করে, তৎক্ষণেই তাহার মোহ দূরীভূত হয়। (৩১) অপিচ যখন ভূত ইন্দ্রিয় গুণ এবং বিষয় এই সকলে বিরহিত আত্মাকে অর্থাৎ "তুমি" এই পদের প্রতিপাদ্য জীবকে আত্ম স্বরূপ "আমি" এই পদার্থের সহিত ঐক্য করিয়া চিন্তা করে তখনই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। (৩২)

অহে ব্রহ্মন্! তুমি বিবিধ কর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক ভূরিং প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার এ বাসনা প্রশংসনীয়া, আমি বলিতেছি এ বিষয়ে তোমার আত্মা অবসন্ন হইবেক না, তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। (৩৩) হে ব্রহ্মন্! তুমি প্রজা সৃজনে ইচ্ছুক হইয়াও যেহেতু আমার প্রতি মনঃ বদ্ধ করিয়াছ, অতএব তুমি আদ্য ঋষি, পাপীয়ান্ রজোগুণ কদাপি তোমার বন্ধে প্রভু হইবেক না। (৩৪) অহে! আমি দেহি পুরুষ দিগের দুর্জ্ঞেয় সত্য কিন্তু তুমি অদ্য আমাকে জানিতে পারিলে, কেননা ভূত ইন্দ্রিয়, সত্বাদি গুণ এবং অহঙ্কার এ সকলে আমাকে অসংযুক্ত বলিয়া মানিতেছ। (৩৫) অহে ব্রহ্মা! পদ্মের নালস্থ ছিদ্র পথ দিয়া

জল মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার মূল অন্বেষণ করিতে২ তোমার যখন সংশয় হয় যথা এইপদ্মের আশ্রয় অবশ্য কিছু আছে কিন্তু দৃশ্য হইল না।, অতএব, আছে কি না? তখন আমি তোমার হৃদয় মধ্যেই আমার আপনার রূপ দর্শাইয়াছিলাম। (৩৬)

হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার মঙ্গল কথায় অঙ্কিত যে স্তব করিয়াছ এবং তোমার যে তপস্যায় নিষ্ঠা হইয়াছিল, আর আপনার হৃদয় মধে যে আমার রূপ দর্শন করিয়াছ, এ সকল আমারই অনুগ্রহ। (৩৭) যাহা হউক, তোমার প্রতি আমার সাতিশয় প্রীতি জন্মিল, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি লোক সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, আমি গুণময়স্বরূপে প্রতীয়মান হইলেও, আমাকে নির্গুণ রূপেই বর্ণন করিয়া স্তব করিয়াছ। (৩৮) তোমার এই স্তবে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র, যে কোন পুরুষ তোমার কৃত এই স্তুতি দ্বারা নিত্য স্তব করতঃ আমার উপাসনা করিবে আমি তাহারও সম্বন্ধে সর্ব্বকাম দাতা এবং শুভদ হইয়া প্রসন্ন হইব। (৩৯) অহে ব্রহ্মা! আমার প্রীতি উৎপাদনই পুরুষের পরম শ্রেয়ঃ, এতদপেক্ষা পরম ফল আর কিছুই নাই, পূর্ত্ত অর্থাৎ খাতাদি, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি এ সকল দ্বারা পুরুষের যে ফল সিদ্ধ হয় তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন আমার প্রীতিতেও তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে (৪০)

হে ধাতঃ! আমিই অহঙ্কারোপাধি জীব সকলের আত্মা, অতএব আমি অতিপ্রিয় বস্তুর মধে ও প্রিয়তম এবং নিরবদ্য, এই নিমিত্ত আমার প্রতিই লোকের রতি করা উচিত, কেননা আমার নিমিত্তই তাহাদের দেহাদিতে প্রিয় বুদ্ধি হইয়া থাকে। (৪১)

অতএব হে ব্রহ্মন্! যদিও তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, আর কোন বিষয়ে তোমার প্রয়োজন নাই, তথাচ তুমি, সর্ব্ব বেদময় যে আত্মার যোনি অহঙ্কার কেবল সেই আত্মা দ্বারা অর্থাৎ অন্য, নৈরপেক্ষ্যে এই ত্রৈলোক্য এই সমস্ত প্রজা, এবং যাহারা আমার পশ্চাৎ শয়ান হয় তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার সৃজন কর। অহে! তোমার আত্মা অহঙ্কারের যোনি, ইহাতে তোমাতে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি যথেষ্টই আছে, আর সৃষ্টি করা তোমার নূতন কর্ম্ম নহে, পূর্ব্বে কতবার করিয়াছ, বিলক্ষণ অভ্যাস আছে, এবং যাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহারা আমাতেই শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কেবল প্রকাশ মাত্র করিলেই হইবে ইহাতে এ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য নহে। (৪২)

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! প্রধান পুরুষেশ্বর ভগবান পদ্মনাভ বিষ্ণু জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মার নিকটে এই প্রকারে সৃজ্য বস্তু প্রকাশ করিয়া দিয়া সেই রূপেই অর্থাৎ নারায়ণ স্বরূপেই তথায় অন্তর্ধান হইলেন। ইতি তৃতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

প্রাকৃতাদি ভেদে দশবিধ সৃষ্টির বিবরণ।

বিদুর কহিলেন হে ঋষিবর্য্য! ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেহ ও মানস হইতে কত প্রকার প্রজা সৃজন করিলেন? (১) আর হে ভগবন্। আমি তোমাকে পূর্ব্বে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি তৎসমুদায়ও আনুপূর্ব্বিক বলুন এবং আমাদের সমস্ত সংশয় ছেদন করুন।

সূত কহিলেন হে দ্বিজবর। বিদুরের এই প্রকার প্রার্থনা শুনিয়া মহাত্মা মৈত্রেয় মুনি সাতিশয় প্রীত হইলেন। বিদুর পূর্ব্বে যে সকল প্রশ্ন করেন তাহা তাঁহার

স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল পরে যে সকল প্রশ্ন হয় তদ্দ্বারা বিস্মৃত হয়েন নাই, অতএব তিনি আপনার হৃদয়স্থ সেই সকল প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে দিতে আরম্ভ করিলেন (২)

মৈত্রেয় কহিলেন অহে বিদুর! ভগবান্ নারায়ণ যেং উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন ব্রহ্মা তদনুসারে আত্মাতে অর্থাৎ নারায়ণে মনঃ নিধান পূর্ব্বক দিব্য পরিমাণের সহস্র বৎসর যাবৎ তপস্যা করিলেন। (৩) তদনন্তর তিনি যে পদ্মে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই পদ্ম এবং তাহার আধার জলকে তৎকালে হৃৎবীর্য্য প্রলয় পবন দ্বারা কম্পিত নিরীক্ষণ করিয়া (৪) বৃদ্ধিশীল তপস্যা এবং আত্মস্থিত বিদ্যা দ্বারা সাতিশয় বিজ্ঞান ও বল সম্পন্ন হওত সেই জল ও বায়ু সমুদায় পান করিলেন। (৫) তাহার পর যে পদ্মে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাকে আকাশ ব্যাপী অবলোকন করিয়া এই চিন্তা করিলেন পূর্ব্ব বিলীন লোকত্রয়কে এই পদ্ম দ্বারাই পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিব। (৬)

অনন্তর ভগবান স্বয়ং করণীয় ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ পদ্মকোষে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই এক পদ্মকে লোকত্রয় রূপে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। উক্ত পদ্ম সাতিশয় বিশাল, তাহাতে তাহাই চতুর্দ্দশ লোক রূপ হইয়া চতুর্দ্দশ প্রকার এবং তদপেক্ষাও বহুবিধ হইতে পারে, অতএব তাহা দ্বারা ত্রিলোক রচনা বিচিত্র নহে। (৭) অহে বিদুর! এই যে তিন লোক, ইহাই প্রত্যহ সৃজ্যমান জীব লোকের ভোগ্য স্থানের রচনা বিশেষ, কিন্তু ব্রহ্মলোক এবং সত্য মহঃ প্রভৃতি লোক তদ্রূপ প্রত্যহ সৃষ্ট হয় না, কারণ তাহা নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল স্বরূপ, অতএব নশ্বর নহে, ফলতঃ ত্রৈলোক্য কাম্য কর্ম্মের ফল, একারণ প্রতিকল্পে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক কিম্বা মহঃপ্রভৃতি লোক সমুচিত নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল, ইহাতে পরার্দ্ধদ্বয় বৎসর পর্য্যন্ত এ সকলের ধ্বংস হইবেকনা, তাহার পরেও তত্তৎ স্থানস্থ ব্যক্তিদিগের প্রায়ই মুক্তি হইয়া থাকে, অতএব ত্রৈলোক্য এই ব্রহ্মলোকাদি তুল্য নহে। (৮)

মৈত্রেয় মুনির প্রমুখাৎ এইরূপ কাল ভেদে লোক সৃষ্টির বিবরণ শ্রবণ করিয়া সেই কালই কি, ইহা জানিবার বাসনায় বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! বহুরূপী অদ্ভুত কর্ম্মা ভগবানের কাল নামে এক রূপ আছে আপনি ইহা বলিলেন, হে প্রভো! ঐ কাল কি রূপে কল্পিত হয় তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপই বা কি? এ সকল আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক (৯)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! গুণ সকলের যে পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ মহদাদি রূপে পরিণাম, তাহার দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয় তাহাই কাল, কিন্তু ঐ কাল স্বতঃ নির্ব্বিশেষ, অপর কোন দিকে তাহার শেষ নাই, অর্থাৎ আদ্যন্ত শূন্য। সেই কাল যে আত্মাতে নিমিত্ত রূপে বর্ত্তমান, ভগবান্ ঈশ্বর লীলা দ্বারা সেই কালকে নিমিত্ত করিয়াই আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ড রূপে সৃজন করেন। (১০) অহে বিদুর! এই বিশ্ব ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে সংহৃত হইয়া ব্রহ্ম তন্মাত্র হইয়াছিল পরে পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাই পুনর্ব্বার প্রকটিত করিয়াছেন। (১১) এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার রহিয়াছে পূর্ব্বেও এই প্রকারই ছিল এবং পরেও ইহা ঈদৃশই হইবেক। (১২) এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার, তদ্ভিন্ন প্রাকৃত এবং বৈকৃত যে সৃষ্টি আছে তাহা দশম, ঐ কারণেই কাল দ্রব্য এবং গুণ দ্বারা তিন প্রকার প্রলয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল কাল নিমিত্ত নিত্য প্রলয়, সঙ্কর্ষণের মুখানল দ্বারা নৈমিত্তিক

প্রলয় এবং স্বং কার্য্য গ্রাসকারি, গুণদ্বারা প্রাকৃতিক প্রলয়, এই ত্রিবিধ প্রলয় হয়। (১৩)

বিদুর! যে নববিধ সৃষ্টির উল্লেখ করিলাম তাহা এই যথা—মহতের সৃষ্টি প্রথম, মহতের স্বরূপ কি শুনিবে? আত্ম স্বরূপ ভগবানের সকাশ হইতে যে গুণ বৈষম্য আবির্ভূত হয় তাহাকে মহৎ বলে। দ্বিতীয় অহঙ্কার সৃষ্টি, তাহার লক্ষণ এই, যাহাতে দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়ার উদয় হয় তাহার নাম অহঙ্কার। (১৪) পঞ্চতন্মাত্র রূপ ভূত সৃষ্টি অর্থাৎ ভূত সূক্ষ্ম সৃষ্টি তৃতীয়, সেই পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্যশক্তিযুক্ত, তাহাতেই তাহা হইতে মহাভূত সকলের উৎপত্তি হয়। অপরজ্ঞান কর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয় স্বরূপ যে সৃষ্টি, তাহা চতুর্থ, (১৫) বৈকারিক সৃষ্টি পঞ্চম, ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ এবং মনঃ তাহার লক্ষণ ও পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যার সৃষ্টি ষষ্ঠ, তাহা হইতেই জীব সকলের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। (১৬)

বিদুর! উল্লিখিত ছয় প্রকার সৃষ্টিকেই প্রাকৃত সৃষ্টি বলিয়া থাকে, এক্ষণে বৈকারিক সৃষ্টির বিবরণ বর্ণন করি, শ্রবণ কর।" বৎস! এ বিষয় অনুদ্বেগে শ্রবণ করিতে হয় যে ভগবানের বিষয়ে মতি হইলে সংসার নিবারণ হয় ঐ সকল বিবরণ রজোগুণাবলম্বী, সেই ভগবানেরই লীলা মাত্র। (১৭) হে কৌরব! যে সকল স্থাবর সৃষ্টি হয় তাহা সপ্তম সৃষ্টি, তাহা অন্যান্য প্রকার সৃষ্টির মুখবৎ প্রথমে হইয়াছিল, এই কারণে তাহাকে মুখ্য বলে। ঐ স্থাবর ছয় প্রকার হয়, প্রথম বনস্পতি অর্থাৎ পুষ্প বিনা ফলশালী বৃক্ষ; দ্বিতীয় ওষধি অর্থাৎ যে সকল বৃক্ষ ফল পাকে বিনষ্ট হয়, তৃতীয় লতা অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের অবলম্বনার্থ অন্যত্র আরোহণাপেক্ষা আছে, চতুর্থ ত্বক্‌সার অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি, পঞ্চম বীরুধ্ অথাৎ লতাবিশেষ, কাঠিন্যহেতু তাহাদের আরোহণার্থ অবলম্বনাপেক্ষা নাই, ষষ্ঠ বৃক্ষ অর্থাৎ পুষ্পানন্তর ফলশালী তরু। (১৮) বৎস! ঐ সকল স্থাবরই উৎস্রোতঃ অর্থাৎ আহারার্থ ঊর্দ্ধে সঞ্চরণশীল, এবং উহারা সকলেই তমঃপ্রায় অর্থাৎ অব্যক্ত চৈতন্য, তাহাদের কেবল অভ্যন্তরে স্পর্শ জ্ঞান আছে এবং তাহারা ব্যবস্থিত পরিণামাদি ভেদে বিবিধ ভেদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (১৯)

অহে বিদুর! এতদ্ভিন্ন তির্য্যগ্‌যোনিদের সৃষ্টি অষ্টম, ঐ জাতীয় জীব অষ্টাবিংশতি প্রকার, তাহারা জ্ঞানশূন্য, এবং বহুল তমোগুণ বিশিষ্ট, একারণ কেবল আহারাদি মাত্র পরায়ণ, তাহারদের কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই অভীষ্ট অর্থ পরিগ্রহ হয়, হৃদয় মধ্যে কোন জ্ঞান থাকে না অথাৎ দীর্ঘ অনুসন্ধান শূন্য। (২০) ঐ অষ্টাবিংশতি তির্য্যক্‌যোনি এই যথা—গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণ(মৃগ বিশেষ) শূকর, গবয়, রুরু (মৃগবিশেষ,) মেষ, এবং উষ্ট্র। হে সত্তম! এই নব প্রকার পশু দ্বিখুর অর্থাৎ ইহাদের পদে দুইটী করিয়া খুর আছে। আর গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর অর্থাৎ খচ্চর, গৌর (মৃগ বিশেষ) শরভ, এবং চমরী (মৃগ বিশেষ) এই সকল পশু এক খুর, অর্থাৎ ইহাদের পদে একখানি খুর আছে। অহে বিদুর! কোনং জন্তুকে পঞ্চনখ বলে তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। (২১) কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, শল্লক (মৃগ বিশেষ) সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ, এবং গোধা, এই দ্বাদশবিধ জন্তু পঞ্চনখ অর্থাৎ ইহাদের পদে পাঁচটী করিয়া নখ আছে এই কারণে ইহাদিগকে পঞ্চনখ বলে। আর মকরাদি জন্তু জলচর এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লূক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেচক ইত্যাদি।

অনন্তর মনুষ্যদিগের যে সৃষ্টি হয় তাহা নবম, তাহা এক প্রকার, এই প্রাণীর আহার সঞ্চার অধোভাগে হয়। এই জাতীয় জীবে রজোগুণই অধিক থাকে, সুতরাং ইহারা সর্ব্বদা কর্ম্ম তৎপর, এবং দুঃখেতেও সুখ বোধ করে। (২৩)

হে সাধো! পূর্ব্বে প্রাকৃত সৃষ্টির বর্ণনাবসরে যে বৈকৃত সৃষ্টির প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম উল্লিখিত তিন প্রকার জীব তথা দেবগণ সেই বকৃত সৃষ্টি। কিন্তু সনৎকুমার ইত্যাদি সৃষ্টি উভয় প্রকার হয় অর্থাৎ প্রাকৃত এবং বৈকৃত দুই হইয়া থাকে কেননা সে সকল দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়ই আছে। (২৪)

অহে বিদুর! বৈকারিক দেব সৃষ্টিও অষ্ট প্রকার যথা—দেব, পিতৃ, অসুর, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্‌সরা, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ভূত, প্রেত, পিশাচ, এবং কিন্নর, কিম্পূরুষ ইত্যাদি।

বিদুর! বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা আদৌ যে দশবিধ সৃষ্টি করেন তাহা এই তোমাকে সকল কহিলাম। অতঃপর বংশ এবং মন্বন্তর বর্ণন করি।

অহে বিদুর! আত্মভূ ভগবান কল্পাদিতে স্রষ্টা হইয়া রজোগুণাবলম্বন পূর্ব্বক এই রূপে আপনার দ্বারা আপনাকেই সৃষ্টি করেন, তাঁহার সংকল্প অমোঘ, যাহা ইচ্ছা করেন কদাপি অন্যথা হয় না। (২৫)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

পরমাণু প্রভৃতির লক্ষণ দ্বারা কাল নিরূপণ এবং যুগ ও মন্বন্তরাদি হইতে কল্পমানাদির বিবরণ।

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া মুনিবর মৈত্রেয় পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। হে কৌরব! কার্য্যাংশের যে অন্ত্য অংশ অর্থাৎ যাহার আর অংশ হইতে পারে না, এমত যে ভাগ এবং যাহা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত নহে, অপর অন্যের সহিত অসংযুক্ত অর্থাৎ সমুদায়াবস্থা অপ্রাপ্ত অতএব সর্ব্বদা বর্ত্তমান অর্থাৎ কার্য্য ও সমুদায়াবস্থা অপগত হইলেও যাহা বিদ্যমান থাকে তাহাই পরমাণু। যদি বল এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহাতে উত্তর এই, ঐ পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর মিলিত হওয়াতে তাহাহইতেই ব্যবহারিক জীব নিকরকে ঐরূপ অবয়বী জ্ঞান হইতেছে ইহাই প্রমাণ। ফলতঃ যখন শরীর দৃষ্ট হইতেছে তখন ইহার কারণ পরমাণু অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। (১) বিদুর! কার্য্যাংশের যে অন্ত্য ভাগ পরমাণু, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইলে তাহার যে ঐক্য, তাহার নাম পরমমহৎ। যদি বল, কার্য্য নানা বৈলক্ষণ্য এবং পরস্পর প্রভেদ আছে, কি প্রকারে তাহার ঐক্য হইবে? উত্তর, তাহাতে বিশেষ বিবক্ষা বা ভেদ বিবক্ষা নাই। অতএব এই সকল প্রপঞ্চই পরম মহৎ পদ বাচ্য। (২) হে সত্তম! পরমাণু ইত্যাদির অবস্থা ব্যাপ্তি দ্বারা এই কাল যে প্রকারে সূক্ষ্ম স্থূল ও মধ্যাবস্থান্বিত হয় তাহাও এইরূপে অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ কাল ভগবান্ হরির শক্তি, এবং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত পদার্থের পরিচ্ছেদ করে অথচ আপনি বিভু অর্থাৎ উৎপত্তি প্রভৃতির কার্য্যে দক্ষ। (৩) অহে বিদুর! যে কাল এই প্রপঞ্চের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে সেই কাল পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম, আর যে কাল তাহার সাকল্য ভোগ করে তাহাকে পরম মহৎ অর্থাৎ স্থূল কাল বলা গিয়া থাকে। (৪)

স্থূল কালের প্রভেদ এই—দুই পরমাণুতে এক অণু হয়, তিন অণু ত্রাসরেণু বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অহে বিদুর! ঐ ত্রাসরেণু প্রত্যক্ষ হয়, গবাক্ষ দ্বার দিয়া সূর্য্য কিরণ গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যে উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় অর্থাৎ সেই সূর্য্য কিরণ যোগে অতিশয় লঘুত্ব হেতু যাহা আকাশগামী বোধ হয় তাহাই ত্রাসরেণু ঐ রূপ তিন ত্রাসরেণুকে যে কাল ভোগ করে তাহার নাম ত্রুটি। (৫) বিদুর। যাহাতে ঐ প্রকার ত্রুটিরূপ কাল শতভাগ আছে তাহাকে বেধ বলে, তিনবেধে এক লব হইয়া থাকে। (৬) তিন লব পরিমিত কালে এক নিমেষ হয়, তিন নিমেষে এক ক্ষণ হইয়া থাকে। অপর পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু হয়। (৭) পঞ্চদশ লঘু এক নাড়ী নামে সমাখ্যাত, সেই নাড়ীদ্বয়ে এক মুহূর্ত্ত। ছয় বা সপ্ত সংখ্যক নাড়ীতে এক প্রহর হয়, তাহা মানবদিগের দিবসের অথবা রজনীর চতুর্থ অংশ। (৮)

অহে বিদুর! উপরে যে নাড়ী পরিমিত কালের কথা কহিলাম তাহা এইরূপে অনুমান করা গিয়া থাকে। ছয় পল পরিমাণের তাম্রময় সচ্ছিদ্র পাত্রে চত্বারিশ অঙ্গুলি বিস্তার সচ্ছিদ্র শলাকা যোগে এক প্রস্থ পরিমিত জল যাবৎ কালে প্রবিষ্ট এবং তদ্দ্বারা সেই পাত্র নিমগ্ন হয় তাবৎ কাল নাড়ীর পরিমাণ। (৯)

অহে বিদুর! পূর্ব্বে যে যাম পরিমিত কালের কথা কহিয়াছি সেই চারি চারি যামে অহোরাত্র হয় অর্থাৎ চারি যামে এক দিবস এবং চারি প্রহরে এক রাত্রি হয়। হে মানদ! পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ হইয়া থাকে, পক্ষ দুই. কৃষ্ণ এবং শুক্ল। (১০)

শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই পক্ষে এক মাস হয়. তাহাই পিতৃলোকের অহোরাত্র। দুই মাসে এক ঋতু, এবং ছয় মাসে এক অয়ন হয়। দুই অয়ন—এক দক্ষিণায়ন, দ্বিতীয় উত্তরায়ন। (১১)

ঐ দুই অয়ন দেবতাদের অহোরাত্র, ঐ অহোরাত্রতেই মনুষ্যদের দ্বাদশ মাস বা এক বৎসর হয়। ঐ প্রকার এক শত সম্বৎসর মনুষ্যদিগের পরমায়ুঃ। (১২)

অহে বিদুর! চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং অন্যান্য তারায় উপলক্ষিত যে কালচক্র, তত্রস্থ কালাত্মা ঈশ্বর অর্থাৎ দিবাকর, পরমাণু অবধি সংবৎসর পর্য্যন্ত কাল দ্বারা দ্বাদশ রাশ্যাত্মক এই ভুবনময় কোষ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। (১৩)

ঐ সংবৎসর পঞ্চ প্রকার. যথা—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর. এবং বৎসর, তদ্বিবরণ এই—যাবৎকালে সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি ভোগ হয় তাহার নাম সম্বৎসর, বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ কাল পরিবৎসর, ত্রিশ সূর্য্যোদয়ে যে মাস হয় তাহার দ্বাদশ মাস ইদাবৎসর, চন্দ্রের দ্বাদশ রাশি ভোগ কাল অনুবৎসর এবং নক্ষত্রঘটিত মাসের দ্বাদশ মাস বৎসর। (১৪)

বিদুর! যে মহা ভূত বিশেষ তেজোমণ্ডল রূপী সূর্য্য পুরুষদের মোহ নিবৃত্তি অর্থাৎ আয়ুরাদি ক্ষয় প্রদর্শন দ্বারা বিষয়াসক্তি নিবারণ নিমিত্ত কার্য্য যে অঙ্কুরাদি, ত্রিবিধিকা বীজাদিশক্তিকে কালরূপ আত্মশক্তি দ্বারা বহু প্রকারে বর্দ্ধিত অর্থাৎ কার্য্যাভিমুখী করিতেছেন এবং যাহা হইতে সকাম পুরুষদিগের স্বর্গাদি ফল বিস্তার হইতেছে তিনি এই অন্তরীক্ষে ধাবমান, অতএব বৎসর পঞ্চকের প্রবর্ত্তক সেই কালাত্মা ঈশ্বরের পূজা কর। (১৫)

দিগের যে প্রকারে স্ব২ মানে বর্ষ শত পরমায়ুঃ হয় তাহা শ্রবণ করিলাম। প্রভো! যে সকল জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে আছেন তাঁহাদের গতি কি প্রকার? বলিতে আজ্ঞা হউক (১৬) হে মহাশয়! আপনি কালরূপী ভগবানের গতি অবগত আছেন যেহেতু আপনি ধীর, ধীরগণ জ্ঞানসিদ্ধ চক্ষুর্দ্বারা বিশ্বের সকলই দেখিতে পান। (১৭)

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগ. সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ সহিত ঐ চারি যুগের পরিমাণ দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসর। (১৮) তদ্বিশেষ এই—সত্যাদি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চারি তিন দুই এক সহস্র এবং দ্বিগুণ দুই২ শত বৎসর। অর্থাৎ সত্য যুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা কাল দুই শত এবং সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর। এইরূপ ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা কাল তিন শত এবং সন্ধ্যাংশ তিনশত বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র, তাহার সন্ধ্যা কাল দুই শত, এবং সন্ধ্যাংশ দুইশত বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যা এক শত এবং সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। (১৯) হে বিদুর! যুগের অগ্রে সন্ধ্যা, এবং অন্তে সন্ধ্যাংশ, তাহার পরিমাণ যথাক্রমে দ্বিশতাদি বৎসর। ঐ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী যে কাল তাহাকে যুগজ্ঞ পণ্ডিতেরা যুগ বলিয়া থাকেন, সেই কালেই যুগবিশেষের গবালম্ভনাদি ধর্ম্মবিশেষ বিহিত হইয়া থাকে। (২০)

বিদুর! সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের অনুবর্ত্তী ছিল, পরে অন্যান্য যুগে ক্রমশঃ অধর্ম্ম বৃদ্ধিশীল হওয়াতে তাহার এক২ পাদ হীন হইয়া যায়। (২১) অহে বিদুর! এই ত্রিভুবনের বহির্ভাগে মহর্লোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যে চতুর্যুগ সহস্র, তাহা ব্রহ্মার দিন এবং তাহার রাত্রিও তাবৎ পরিমিত কাল, সেই রাত্রিতেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা নিদ্রা যান। (২২)

অনন্তর নিশাবসান হইলে লোক সৃষ্টি আরব্ধ হয় এবং তাহা চতুর্দ্দশ মনু ব্যাপিয়া যাবৎ বর্ত্তমান থাকে তাবৎ কাল ভগবান্ ব্রহ্মার দিন। (২৩) বিদুর! এক২ মনু কিঞ্চিদধিক এক সপ্ততি যুগ পরিমিত কাল ভোগ করেন তাহাই তাঁহাদের স্ব২ কাল। (২৪) মন্বন্তর সকলে মনু এবং মনুবংশীয় পৃথ্বীপাল সকল ক্রমে উৎপন্ন হয়েন, কিন্তু সপ্তর্ষি দেবতা ইন্দ্র এবং এই সকলের অনুবর্ত্তী যে গন্ধর্ব্বাদি, তাঁহারা সকলে সমান কালেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। (২৫) অহে বিদুর! ব্রহ্মার প্রাত্যহিক এই সৃষ্টি, ইহাই ত্রৈলোক্যের উৎপাদক যাহাতে পশু, পক্ষি, মানব, পিতৃগণ, দেবগণের স্ব২ কর্ম্মানুসারে জন্ম হইয়া থাকে। (২৬)

বিদুর! মন্বন্তর সকলে সেই ভগবান্ই সত্ত্ব গুণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি রূপ মন্বাদি দ্বারা পুরুষাকার প্রকাশ পুরঃসর এই বিশ্বের পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন। (২৭) অনন্তর তাঁহার দিবাবসান হইলে তিনি যৎকিঞ্চিৎ তমোগুণ অবলম্বন করিয়া আপনার সমুদায় বিক্রম প্রতি সংহৃত করেন তৎকালে কাল বশতঃ অশেষ জীব তাঁহাতেই অনু প্রবিষ্ট হয় সুতরাং তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। (২৮)

বিদুর! ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে ভূর্লোক প্রভৃতি এই তিন লোক তাঁহার পশ্চাৎ২, চন্দ্র ও সূর্য্য একেবারে না থাকিলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপে আপনা হইতেই তিরোহিত হয়। (২৯) অর্থাৎ ভগবানের শক্তি রূপ যে সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নি, তাহার দ্বারা এই ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইয়া যায়। ঐ অনলের উষ্মায় ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ পীড়িত

হওয়াতে তাঁহারা মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন। (৩০) অপর ঐ সময় কল্পান্ত উপস্থিত হওয়াতে সমুদ্র সকল সাতিশয় বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে তাহাতে উৎকট ক্ষোভ জনক প্রচণ্ড পবন বেগে তরঙ্গ সকল ভয়ঙ্কর হইয়া সঞ্চালিত হইয়া ত্রিভুবনকে সদ্যই প্লাবিত করিয়া দেয়। (৩১) ভগবান্ হরি সে সময় সেই প্রলয় পয়োধি জলে অনন্ত রূপ শয্যায় শয়ন করিয়া যোগ নিদ্রায় নিমীলিত নয়ন হইয়া থাকেন, যে সকল ঋষি মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন তাঁহারা সেই স্থানেই থাকিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ প্রকারে তাঁহার স্তব করেন। (৩২)

অহে বিদুর! কালের গতি উপলক্ষিত উক্ত প্রকার অহোরাত্রে যে একশত বৎসর হয় তাহা সকল প্রাণীর পরমায়ুঃ কিন্তু সকলেরই ঐ বর্ষশত পরমায়ুঃ কালবশতঃ পরিক্ষীণ হয়, ব্রহ্মার যে পরমায়ুঃ তাহাও অপক্ষীণবৎ বোধ হইয়া থাকে। (৩৩) বিদুর! ব্রহ্মার পরমায়ুর যে অর্দ্ধ তাহা পূর্ব্ব ও পরার্দ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে অপর পরার্দ্ধ অদ্য প্রবর্ত্তমান। (৩৪) পূর্ব্ব পরার্দ্ধের প্রথমে মহান্ ব্রাহ্ম নামে যে কল্প হয় সেই কল্পেই ব্রহ্মা হইয়াছিলেন পণ্ডিতেরা ঐ ব্রহ্মাকে শব্দব্রহ্ম করিয়া কহিয়া থাকেন। (৩৫) সেই ব্রহ্ম কল্পের অন্তে যে কল্প হয় তাঁহার নাম পাদ্ম কল্প, কেন না সেই লোকপদ্ম ভগবানের নাভি সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (৩৬)

হে ভারত! দ্বিতীয়ের আদিতে কথিত এই যে কল্প, ইহা বারাহ কল্প বলিয়া বিখ্যাত, এই কল্পে ভগবান্ হরি বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। (৩৭) বৎস! এই প্রকার কাল দ্বারা সৃজ্য জীবাদি সকলেরই পরমায়ুঃ পরিমাণ হইয়া থাকে কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব কাল কৃত পরিচ্ছেদে শূন্য, এই যে দুই পরার্দ্ধ নামে কালের বিষয় উক্ত হইল ইহা কার্য্যোপাধি শূন্য অনন্ত অনাদি জগৎকারণ সেই ভগবানের এক নিমেষ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু ঐ নিমেষও তাঁহার আয়ুর্গণনায় ধর্ত্তব্য হয় না। (৩৮) অহে বিদুর! পরমাণু প্রভৃতি দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে কাল তাহা শক্তিমান্ বটে কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং পরিপূর্ণ স্বরূপ, তাঁহার উপরে আধিপত্য করিতে ঐ কালের সামর্থ্য নাই, যে সকল ব্যক্তি দেহ গেহাদ্যভিমানী কেবল তাহাদের উপরেই ঐ কাল প্রভুত্ব করিয়া থাকে। (৩৯) বৎস! অষ্ট প্রকৃতি সংযুক্ত ষোড়শ বিকারে আরব্ধ এই ব্রহ্মাণ্ড অভ্যন্তরে কোটি যোজন বিস্তৃত এবং বহির্ভাগে পৃথিবী ইত্যাদি সপ্ত পদার্থে আবৃত। (৪০) ঐ সপ্ত পদার্থের পরিমাণও অল্প নহে ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক। এতাদৃশ ব্রহ্মাণ্ড একটী নহে, কোটি২ এবং রাশি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণু তুল্য লক্ষ্য হয় (৪১) পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই অক্ষর এবং সকল কারণের কারণ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। বৎস! তিনিই পরম পুরুষ বিষ্ণুর পরম ধাম। (৪২) ইতি তৃতীয় স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্ম সৃষ্ট সৃষ্টি বর্ণন।

মৈত্রেয় কহিলেন অহে বিদুর! পরমাত্মার কাল নামক মহিমা এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, বেদ গর্ভ ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করেন এক্ষণে তদ্বিষয় বলি শ্রবণ কর (১) [illegible]

দেহাদিতে অহংবুদ্ধি, মহামোহ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা, তামিস্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছা-প্রতিঘাতে ক্রোধ, অন্ধতামিস্র, অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুনাশে আমিই মৃত হইলাম এইরূপ বুদ্ধি, এই সকল অজ্ঞানবৃত্তি সৃষ্টি করিলেন। (২) কিন্তু এই সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখাতে তাহার সন্তোষ বোধ হইল না, অতএব ভগবানের ধ্যান করিয়া তদ্দ্বারা পবিত্রীভূত মনে অন্যান্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩) অর্থাৎ সনক, সনন্দ সনাতন, সনৎকুমার এই সকল মুনির সৃষ্টি করিলেন কিন্তু ঐ মুনিগণ সকলেই নিষ্ক্রিয় এবং ঊর্দ্ধরেতা হইলেন। (৪)

অতএব ব্রহ্মা ঐ সকল ঋষিকে সৃষ্টি করিয়া যখন বলিলেন হে পুত্রগণ! তোমরা প্রজা সৃজন কর। তখন তাঁহাদের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইল না, ফলতঃ তাঁহারা মোক্ষকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন এবং ভগবান্ বাসুদেবই তাঁহাদের পরায়ণ হইয়াছিলেন ইহাতে তাঁহাদের প্রজা সৃজনে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা কি? । (৫)

পুত্রেরা এই প্রকারে অনুজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবজ্ঞা করিলে ব্রহ্মার দুর্বিসহ ক্রোধ উৎপন্ন হইল কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া মনোমধ্যেই সম্বরণ করিতে যত্ন করিলেন। (৬) পরন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক সম্বরণ করিলেও তাঁহার সেই ক্রোধ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে নির্গত হইয়া একটী নীললোহিত কুমার আকারে প্রাদুর্ভূত হইল। সেই ভগবান্ নীললোহিতই দেবগণের পূর্ব্বজ। তিনি উৎপন্ন হইয়াই এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন হে ধাতঃ! হে জগদ্গুরো! আমার নাম এবং ধাম করিয়া দেউন। ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাঁহার ঐ বাক্য রক্ষা করতঃ শান্ত্বনাপূর্ব্বক ভদ্রবচনে বলিলেন বৎস! ক্রন্দন করিও না, এখনি তোমার নাম ধাম করিয়া দিতেছি (৭) তদনন্তর কহিলেন হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি বালক তুল্য উদ্বেগাকুল হইয়া রোদন করিলে এই কারণে প্রজাগণ তোমাকে রুদ্র এই নাম দিয়া আহ্বান করিবে। (৮) অপর হে রুদ্র! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী, সূর্য্য, চন্দ্র এবং তপস্যা এই সকল তোমার স্থান, তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই এ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (৯) আর মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত, এই একাদশটী তোমার নাম। এবং ধী, বৃত্তি, রসলোমা, নিযুৎস্থ, গিরিলাম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা, তথা রুদ্রাণী, এই সকল তোমার স্ত্রী। বৎস। তুমি স্ত্রীর সহিত ঐ সকল নাম এবং ধাম গ্রহণ কর। তুমি প্রজাপতি, অতএব এই সকল নাম ও ধাম যুক্ত হইয়া প্রজার সৃষ্টি কর। (১০)

ভগবান্ নীললোহিত স্বীয় গুরু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া সত্ত্ব অর্থাৎ বল, আকৃতি অর্থাৎ নীললোহিত এবং স্বভাব অর্থাৎ তীব্রতা অনুসারে আত্ম তুল্য প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১১) সেই রুদ্র হইতে যে সকল রুদ্র সৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা অসংখ্য দলবদ্ধ হইয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যম হওয়াতে তদ্দর্শনে ব্রহ্মার ভয় জন্মিল, তাহাতে রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে সুরোত্তম! আর এ প্রকার প্রজা সৃষ্টিতে প্রয়োজন নাই, ইহারা সকলে প্রখর চক্ষুদ্বারা আমার সহিত দিক্ সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। (১২) অতএব বৎস রুদ্র! তুমি সর্ব্ব প্রাণীর সুখাবহ তপস্যা কর তোমার মঙ্গল হউক। এই বিশ্ব পূর্ব্বে যেমন ছিল তুমি তপোযোগে পুনর্ব্বার তদ্রূপ সৃষ্টি করিতে পারিবে। বৎস! তপস্যায় কি না হয়! পুরুষ তপো প্রভাবেই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্ব প্রাণীর অন্তর্যামী ভগবান অধোক্ষজকে প্রাপ্ত হয়।

মৈত্রেয় কহিলেন সেই নীললোহিত রুদ্র এইরূপে আত্মভূ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিলেন এবং "ভাল" এই কথা বলিয়া সম্ভাষণ করণানন্তর তপস্যা নিমিত্ত বনে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি ভগবানের শক্তিযুক্ত হইয়া সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করিলেন তাহাতে লোক বিস্তারকারি দশটী পুত্র উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, এবং নারদ এই দশ জন জন্মিলেন। তন্মধ্যে নারদ ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে, দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ প্রাণ হইতে, ভৃগু ত্বক্ হইতে, ক্রতু কর হইতে, পুলহ নাভিদেশ হইতে, পুলস্ত্য কর্ণদ্বয় হইতে, অঙ্গিরা মুখ হইতে, অত্রি চক্ষুর্দ্বয় হইতে, মরীচি মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং ধর্ম্ম তাঁহার দক্ষিণ স্তন হইতে প্রকাশ পাইলেন। সেই স্তনে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজমান ছিলেন। আর অধর্ম্ম তদীয় পৃষ্ঠদেশ হইতে জন্মিল, ঐ অধর্ম্ম হইতেই লোকের ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (১৩) অপর তাঁহার হৃদয় হইতে কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রোধ, অধর ও ওষ্ঠ হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য, মেঢ্রদেশ হইতে সিন্ধু সকল, এবং পায়ুদেশ হইতে পাপাশ্রয় নির্ঋতি উৎপন্ন হইল। আর দেবহূতির পতি যে কর্দ্দম নামা মুনি, তিনি তাঁহার ছায়া হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং এই জগৎ সেই বিশ্বস্রষ্টার মন ও দেহ হইতে উৎপন্ন হইল। (১৪)

অহে বিদুর, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বাক্ নামে একটী মনোহারিণী কন্যা জন্মিয়াছিল, শুনিয়াছি ব্রহ্মা কামাতুর হইয়া সেই কন্যায় অভিলাষ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ কন্যার তাঁহাতে কামনা হয় নাই। ব্রহ্মতনয় মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ পিতার ঐ প্রকার অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সবিনয় বচনে এইরূপ বুঝান্ (১৫) পিতঃ! আপনি যে ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছেন আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ব্যক্তি ঈদৃশ কর্ম্ম করে নাই, পরেও কেহ করিবেক না, কি ঘৃণার বিষয়! আপনি সকলের প্রভু, আপনি কাম নিগ্রহে অসমর্থ হইয়া কন্যা গমনে উদ্যত হইলেন, (১৬) গুরো, আপনি তেজস্বী সত্য, কিন্তু এবম্বিধ ব্যাপার তেজস্বি ব্যক্তিরও যশস্য নহে, আপনকার সদৃশ তেজস্বির সৎকর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, কেননা লোকেরা তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়া স্ব স্ব শ্রেয়ঃ সাধন করিতে সমর্থ হইবে। অথবা আমাদের এ কথায় কার্য্য নাই, আমরা সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি, যিনি স্বীয় জ্যোতি দ্বারা আত্মস্থ এই বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। (১৭)

প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা আপনার অগ্রে আপন তনয় প্রজাপতিগণকে ঐ প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং ব্রীড়া বশতঃ তাঁহাদের সমক্ষেই আপনার তনু পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে দিক্ সকল তাঁহার সেই দেহ গ্রহণ করিল, পণ্ডিতেরা তাহাকেই নীহারময় তমঃ বলিয়া থাকেন। (১৮)

অহে বিদুর! ঐ ব্রহ্মা অপর এক সময়ে এই চিন্তা করিয়াছিলেন এই সকল সুসঙ্গত লোক পূর্ব্ব কল্পে যে রূপ ছিল সেইরূপে ইহাদিগকে কি প্রকারে সৃষ্টি করিব। ঐ রূপ চিন্তা করিতে২ তাঁহার চারি বদন হইতে বেদ সকল বিনির্গত হইল (১৯) এবং চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোত্রাদি চতুষ্টয়ের কর্ম্ম, উপবেদ ও নীতিসার সহিত কর্ম্ম তন্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞ বিস্তার, ধর্ম্মের চারি চরণ, আশ্রম এবং আশ্রম সকলের বৃত্তি, এ সকলও উৎপন্ন হইল। (২০)

বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন মুনে! আপনি কহিলেন বিশ্বস্রষ্টাদের ঈশ্বর ব্রহ্মা আপনার বদন হইতে বেদাদি সৃষ্টি করিলেন। হে তপোধন! সেই দেব যাহার দ্বারা যাহা সৃজন করেন বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। (২১)

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরের এই প্রশ্নে কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে ঋক্ যজুঃ সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি বেদ আবির্ভূত হয়। আর তিনি হোতৃ কর্ম্ম যে শস্ত্র অর্থাৎ অপ্রগীত মন্ত্র স্তোত্র, এবং অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম যে ইজ্যা, ও উদ্গাতার কর্ত্তব্য যে স্তুতিস্তোম অর্থাৎ সঙ্গীত ও স্তোত্রার্থ কৃত ঋক্ সমুদায়, অপর ব্রহ্মার কর্ম্ম যে প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল কর্ম্মও যথাক্রমে বিধান করিলেন। (২২) অপর আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ, এবং স্থাপত্য বেদ অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি উপবেদ সকলও আপনার মুখ হইতে সৃষ্টি করিলেন। আর পঞ্চম বেদ যে ইতিহাস ও পুরাণ, এ সকলের সৃষ্টি তাঁহার সমস্ত বদন হইতে হইল। (২৩) পরন্তু ষোড়শী ও উক্থ অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ প্রধান কর্ম্ম বিশেষ, এবং পুরীষী অর্থাৎ অগ্নি চয়ন ও অগ্নিষ্টোম, তথা আপ্তোর্য্যামা এবং অতিরাত্র তথা বাজপেয় ও গোসব এই সকল যজ্ঞকর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্ব দিকের মুখ হইতে উৎপন্ন হইল। (২৪)

অপর তিনি বিদ্যা অর্থাৎ শৌচ, দান অর্থাৎ দয়া এবং তপস্যা, ধর্ম্মের এই যে তিন পদ, এ সকল এবং যথা ক্রমে আশ্রম সকল বৃত্তির সহিত সৃষ্টি করিলেন। (২৫)।

অপিচ সাবিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, প্রাজাপত্য অর্থাৎ উপনয়নাবধি গায়ত্রী অধ্যয়নকারির ত্রিরাত্র বত, ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রতাচরণশালের সম্বৎসর মধ্যে বেদগ্রহণ, বৃহৎ অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বার্ত্তা অর্থাৎ অনিষিদ্ধ কৃত্যাদি, সঞ্চয় অর্থাৎ যাজনাদি বৃত্তি, শালীন অর্থাৎ অযাচিত বৃত্তি, এবং শিলোঞ্ছ অর্থাৎ পতিত কণিকাশন বৃত্তি, এই সকল ভিন্ন২ বৃত্তিও তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইল। (২৬)

অপর চারি প্রকার বনস্থ, যথা বৈখানস অর্থাৎ অকৃষ্ট পচ্য বৃত্তি, বালিখিল্য অর্থাৎ নূতন অন্ন প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ব সঞ্চিত অন্ন ত্যাগা, ঔডুম্বর অর্থাৎ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে দিক্ দেখে সেই দিক্ হইতে আহৃত ফলাদি দ্বারা জীবিকাকারী, ফেণপ অর্থাৎ স্বয়ং পতিত ফলাদি দ্বারা জীবিকাকারী, এতদ্ভিন্ন সংসারত্যাগী কএক জন আছেন যথা কুটীচক অর্থাৎ আপন আশ্রম ধর্ম্মে প্রধান, বাহ্বোদ অর্থাৎ কর্ম্মোপসর্জ্জনীকৃত্য জ্ঞানাভ্যাসে প্রধান, হংস অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস নিষ্ঠ, এবং নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ প্রাপ্ততত্ত্ব এই সকল যথোত্তর শ্রেষ্ঠ, অথাৎ যে২ পরবর্ত্তী, সেই২ প্রধান। এসমস্তও তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইল। (২৭)

অপর আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কবিদ্যা, ত্রয়ী বার্ত্তা অর্থাৎ বেদবিদ্যা এবং দণ্ডনীতি, তথা তিন ব্যাহৃতি এবং প্রণব, এ সকল তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইল। (২৮) পরন্তু সেই বিভুর লোম সকল হইতে উষ্ণিক্, ত্বক্ হইতে গায়ত্রী, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ্, অস্থি হইতে জগতী, মজ্জা হইতে পংক্তি, এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দঃ উৎপন্ন হইল। (২৯) এইরূপে তাঁহার জীব স্পর্শসংজ্ঞক বর্ণ অর্থাৎ ককারাদি পঞ্চবর্গ এবং তাঁহার দেহ স্বর বর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইল। আর তাঁহার ইন্দ্রিয় উষ্ম অর্থাৎ শ ষ স হ বর্ণ এবং তাঁহার আপনার বল অন্তস্থ বর্ণ অর্থাৎ য র ল ব হইল, অপিচ তাঁহার বিহার দ্বারা ষড়্জ আদি সপ্ত স্বর জন্মিল। (৩০)

অপর সেই ব্রহ্মা শব্দমূর্ত্তি, এবং ব্যক্ত অর্থাৎ বৈখরী নামিকা বাক্যরূপা ভাষা ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রণব, এতদ্দ্বয়াত্মক, অতএব তাঁহা হইতে পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর নিত্যই আবির্ভূত হয়েন অর্থাৎ তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি হইতে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম প্রকাশ পান্‌ এবং ব্যক্ত মূর্ত্তি হইতে নানা শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রাদি দেবতা প্রকাশিত হয়েন। (৩১) সে যাহাহউক, ঐ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নীহার তমঃ হইয়া যাওয়াতে তদ্ভিন্ন অন্য একটী মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন, ঐ মূর্ত্তিতে কামাদ্যাসক্তি নিষিদ্ধ ছিল না। তাহার পরে তিনি সৃষ্টির বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। (৩২) ব্রহ্মার অন্য শরীর গ্রহণের কারণ এই, তিনি দেখিলেন মহাবীর্য্য ঋষিগণের সৃষ্টিও বিস্তৃত হইল না অতএব হে কৌরব! তিনি পুনর্ব্বার বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিলেন অহো এ কি আশ্চর্য্য! আমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছি তথাচ আমার প্রজা নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না, এখন আমার নিশ্চয় বোধ হইল এ বিষয়ে দৈবই প্রতিকূল আছেন। (৩৩)

এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমন কর্ত্তব্য, তাহা করিলেন এবং দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন। ঐ প্রকার করিতেং ব্রহ্মার সেই মূর্ত্তি আপনা হইতে অতি আশ্চর্য্য প্রকারে দ্বিধা অর্থাৎ দ্বিখণ্ড হইল, তাহাতেই অদ্যাপি লোকে তাঁহার মূর্ত্তিকে কায় বলিয়া থাকে, সে যাহাহউক, ঐ দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ হইলেন। (৩৪) তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন, যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম শতরূপা হইল, ঐ স্ত্রী মহাত্মা মনুর মহিষী হইলেন। (৩৫) সেই সময় হইতেই মিথুন ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। (৩৬)

হে ভারত! উক্ত মনু শতরূপা নাম্নী বনিতাতে পাঁচটী অপত্য উৎপন্ন করেন, তন্মধ্যে পুত্র দুই এবং কন্যা তিন। পুত্রদ্বয়ের নাম প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। কন্যা-ত্রয়ের নাম আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি। মনু আকূতিকে রুচির হস্তে সম্প্র-দান করেন এবং মধ্যমা দেবহূতি কর্দ্দমের ভার্য্যা হয়েন (৩৭) আর প্রসূতি দক্ষের বনিতা হইয়াছিলেন, ইহাঁর সন্তানেই জগৎ পরিপূর্ণ হয়। (৩৮) ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বরাহরূপি ভগবান্‌ কর্ত্তৃক জলমগ্না ধরার উদ্ধার।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্‌! কুরু প্রবীর বিদুর মুনিবর মৈত্রেয়ের প্রমুখাৎ এই সমস্ত পুণ্যতম বিবরণ শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ বাসুদেবের কথায় অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন (১) মুনে! স্বয়ম্ভুর প্রিয় পুত্র সম্রাট্‌ মনু প্রেয়সী পত্নী লাভ করিয়া পরে কি করিলেন? (২) হে সত্তম! সেই রাজর্ষি আদি রাজা, এবং ভগবান্‌ হরিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতেন, তাঁহার পবিত্র চরিত্র বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক, আমি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া শ্রবণ করিব। (৩) হে ব্রহ্মন্‌, যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্‌ মুকুন্দের পদারবিন্দ দেদীপ্যমান, তাঁহাদের যে গুণানুবাদ শ্রবণ, তাহাই পুরু-ষের চিরকালের শ্রমোপার্জ্জিত শ্রবণাদির অর্থ এবং পণ্ডিতগণ তাহারই যথার্থ রূপে স্তব করিয়া থাকেন। (৪)

শুকদেব কহিলেন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি পূর্ব্বক যে বিদুরের ক্রোড়ে আপনার

চরণদ্বয় প্রসারিত করিতেন সেই বিদুর বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ রূপ কহিলে মুনিবর মৈত্রেয় আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন। (৫) বিদুর! স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় ভার্য্যার সহিত উৎপন্ন হইয়া প্রণামানন্তর অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে বলিলেন ব্রহ্মন্! আপনি এই সমস্ত প্রাণির পিতা, যেহেতু জন্ম দিয়াছেন এবং পোষণ করিতেছেন, অতএব যদিও আপনকার অন্যাপেক্ষা নাই, তথাপি আমরা আপনকার সন্তান, আপনকার শুশ্রূষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপনকার সেবা করিব আজ্ঞা করুন। (৬) হে স্তুত্য, আমাদের শক্তি সাধ্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপনকার সেবা হইতে পারে? হে দেব, আপনাকে নমস্কার করি, কহিতে আজ্ঞা হউক। হে ব্রহ্মন্! ঐ কর্ম্ম করিলে আমাদের ইহকালে সর্ব্বত্র যশঃ এবং পর কালে সদ্গতি হইবে। (৭)

স্বায়ম্ভুব মনুর এইরূপ বিনয়ান্বিত বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন হে তাত! হে ক্ষিতীশ্বর! তোমাদের দুই জনের মঙ্গল হউক, তোমরা অকপট মনে স্বয়ং এই যে নিবেদন করিলে "আমাদিগকে উপদেশ দাও" ইহাতে আমার পরম প্রীতি জন্মিল। (৮) হে বীর! পিতার প্রতি পুত্রদিগের এইরূপেই ভক্তি করা কর্ত্তব্য, পিতার আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পূজা, অপ্রমত্ত ও অমৎসর হইয়া আদর পূর্ব্বক করিতে হয়। (৯) যাহাহউক, এক্ষণে তুমি তোমার এই পত্নীতে আত্ম সদৃশ গুণশালি সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করিয়া ধর্ম্মতঃ এই ধরা শাসন করিতে থাক এবং যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ হরির আরাধনা কর। (১০) হে রাজন্! তুমি যদি উত্তম রূপে প্রজা পালন কর তাহাতেই আমার পরম শুশ্রূষা হইবে, আর তোমাকে প্রজা পালক দেখিলে ভগবান্ হৃষীকেশও তোমার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইবেন। (১১) বৎস! যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ হরি যাহাদের প্রতি তুষ্ট না হয়েন তাহাদের শ্রম বিফল, যেহেতু তাহারা আত্মারই অনাদর করে ফলতঃ ভগবান্ হরি সর্ব্বাত্ম স্বরূপ, তিনি তুষ্ট না হওয়াতে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধিও হয় না। (১২)

মনু কহিলেন হে ভগবন্, হে পাপনাশন! আমি আপনকার আদেশানুরূপ আচরণ অবশ্যই করিব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রজাগণের এবং আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করুন, অর্থাৎ "এই স্থানে অবস্থিতি কর" এইরূপ অনুজ্ঞা দেউন। (১৩) প্রভো, সকল প্রাণির অবস্থান স্থান যে পৃথিবী ছিল তাহা প্রলয় কালীন সমুদ্রের সলিলে মগ্ন হইয়াছে। অতএব যদি আমাদিগকে স্থান দানের মানস হয় তবে ধরণীর উদ্ধরণ বিষয়ে যত্ন করিতে আজ্ঞা হউক। (১৪)

অনন্তর মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বিদুর! পিতামহ ব্রহ্মা মনুর এইরূপ সকাতর বচন শ্রবণ করিয়া এবং জলমধ্যে অবনীকে নিমগ্না দেখিয়া চিন্তা করিলেন আমি পূর্ব্বে একবার সকল জল পান করিয়াছি, আবার অকস্মাৎ কি প্রকারে ঐ সমস্ত সলিল উৎপন্ন হইল? যাহাহউক, এখন এই জল মধ্যে নিমগ্না ধরিত্রীকে কি প্রকারে উদ্ধার করি। (১৫) এ কি? আমি সৃষ্টি করিতেছিলাম আমার নিকট হইতে এই ধরা কি রূপে জল দ্বারা প্লাবিতা হইয়া রসাতল গতা হইয়াছে? যাহাহউক, পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃষ্ট্যর্থ নিযুক্ত করিয়াছেন, এখন এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? (১৬) অথবা আমার চিন্তায় কিছু হইবে না, যে ভগবানের হৃদয়

হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি তিনিই এ বিষয়ে আমার যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা সম্পাদন করুন।(১৭)

হে অনঘ বিদুর! ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার নাসা বিবর হইতে সহসা একটী সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইল, তাহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র। (১৮) সেই বরাহ দেখিতেং ব্রহ্মার সমক্ষেই আকাশ স্থিত হইয়া ক্ষণমাত্রে হস্তির আকারে বর্দ্ধিত হইল, তাহাতে কি রূপ আশ্চর্য্য দর্শন হইল বর্ণন করা যায় না। (১৯) ব্রহ্মা চমৎকৃত হইয়া কুমার মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গণ এবং মনুর সহিত সেই শূকরের রূপ নিরীক্ষণ করত বহুবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন এ কি ? শূকরচ্ছলে কোন দিব্য প্রাণী আসিয়া আবির্ভূত হইলেন না কি? এ যে বড় আশ্চর্য্য! নাসারন্ধ্র হইতে এবম্বিধ বরাহ বিনিঃসৃত হইল ! (২০) এই শূকর প্রথমতঃ অঙ্গুষ্ঠের শিরোমাত্র পরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছিল, ক্ষণকাল মধ্যে স্থূল পাষাণ সমান হইল। ইনিই তো ভগবান বিষ্ণু হইবেন না ? বুঝি তিনিই নিজ রূপ তিরোহিত করিয়া আমাদের মনকে খেদিত করিতেছেন। (২১)

ব্রহ্মা আপনার পুত্রগণ সহিত অনেক ক্ষণ ঐ রূপ তর্কবিতর্ক করিয়া শেষে আপনিই মীমাংসা করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার অগ্রে সেই বরাহ রূপা ভগবান্ যজ্ঞ পুরুষ করীন্দ্র তুল্য একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিলেন। (২২) তাঁহার সেই গর্জ্জন ধ্বনি স্বর্গ পর্য্যন্ত জয় করিল এবং দিক সকল হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল তাহাতে ব্রহ্মা এবং সেই সকল দ্বিজোত্তম হৃষ্ট চিত্ত হইলেন। (২৩)

পরন্তু জনোলোক তপোলোক এবং সত্যলোক নিবাসি মুনিগণ সেই মায়াময় বরাহের তজ্জাত্যনুকরণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঋক, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়ের মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। (২৪)

ঐ বরাহমূর্ত্তি বেদ সকলেরও স্তুত্য অতএব করীন্দ্র তুল্য লীলা করিতে করিতে ঐ সকল মুনির উচ্চারিত বেদমন্ত্র বস্তুতঃ আপনার গুণানুবাদক অবধারণ করিয়া দেবতাদের অভ্যুদয় নিমিত্ত পুনর্ব্বার গর্জ্জন করিলেন, তাহার পরেই জল মধ্যে পবিষ্ট হইলেন। (২৫) পরন্তু ধরিত্রীর উদ্ধারক সেই বরাহ জল প্রবেশের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধ ভাগে পুচ্ছ উৎক্ষেপণ করিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক আকাশচারী হইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধ স্থিত কেশর সকল কম্পিত হইতে লাগিল, আর তিনি খুর দ্বারা মেঘ সকল আহত করিলেন। তাঁহার শরীর অতিশয় কঠিন, এবং ত্বকের উপরে তীব্র রোম ছিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত ছিল বটে কিন্তু তাঁহার নিরীক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ আলোক হইল। (২৬)

তিনি আপনি যজ্ঞাঙ্গ হইলেও বরাহচ্ছলে পশুর ন্যায় ঘ্রাণ দ্বারা পৃথিবীর পদবী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যদিও তাঁহার নেত্রদ্বয় করাল ছিল তথাপি তাহা অকরাল করিয়া তদ্দ্বারা স্তবকারি সেই বিপ্র বৃন্দের প্রতি অবলোকন করিতেং জল প্রবেশ করিলেন। (২৭)

ঐ মহা বরাহ উল্লম্ফন পূর্ব্বক সমুদ্র সলিলে পতিত হইলে তাঁহার পাষাণ-ময় অঙ্গ পতন জন্য বেগে সাগরের কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়া গেল, অতএব জলনিধি আর্ত্তপ্রায় হইয়া শব্দ করিলেন এবং তরঙ্গ রূপ ভুজ প্রসারণ করিতেং উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে রক্ষা কর। (২৮)

সে যাহাহউক, উক্ত যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহ ক্ষুরপ্র অর্থাৎ আয়তাগ্র বাণ তুল্য খর

দ্বারা অপার জলরাশিরও পার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার জল বিদীর্ণ করিতেং রসাতলে গিয়া তথায় ধরার দর্শন পাইলেন। তিনি প্রলয় সময়ে যখন শয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন সমস্ত জীবের আধার ভূতা ঐ ধরণীকে আপনার জঠরে ধারণ করেন, অতএব তাঁহার এখন ধরাকে উদ্ধার করা কঠিন হইবে সম্ভাবনা কি? (২৯) অবলীলাক্রমে আপনার দশন দ্বারা ধরণীকে ধারণ করিয়া ক্ষণ মধ্যে রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল। (৩০) অনন্তর তিনি ঐ জল মধ্যে আদি দৈত্যকে বিনষ্ট করিলেন। ঐ দানব গদা উদ্যম করিয়া আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিরোধ করণার্থ যত্ন করিতেছিল কিন্তু ভগবদ্বিক্রম সহ্য করণে তাহার ক্ষমতা হইবার সম্ভাবনা কি? ভগবান্ চক্রতুল্য তীব্র রোষে প্রজ্বলিত হইয়া, সিংহ যেমন হস্তি বধ করে তাহার ন্যায়, অবলীলাক্রমে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। (৩১) অতএব গজেন্দ্র যেমন ক্রীড়া বশতঃ পৃথ্বী বিদারণ করিতেং গৈরিক মৃত্তিকা দ্বারা অরুণ বর্ণ গণ্ড ও অরুণ বর্ণ তুণ্ড হয় তাহার ন্যায় ঐ দানবের রক্ত রূপ পঙ্কে বরাহ মূর্ত্তি ভগবানের গণ্ড এবং তুণ্ড অঙ্কিত হইয়া অরুণ বর্ণ হইল। (৩২)

অহে বিদুর! সেই অদ্ভুত বরাহ হস্তিবৎ লীলা করিতেং দন্তাগ্রভাগ দ্বারা ধরণীকে ধরিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার শরীর তমালবৎ নীল বর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল ইহাতে বিরিঞ্চি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন এবং বৈদিক সূক্ত সদৃশ বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। (৩৩)

ঋষিগণ সম্ভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে অজিত! হে যজ্ঞভাবন! তোমার জয় হইল! জয় হইল! প্রভো! তুমি আপনার এই বেদময়ী মূর্ত্তিকে কম্পিত করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে বিভো! তোমার এই শরীরের রোমকূপে সাগর সকল বিলীন প্রায় হইতেছে। ফলতঃ তুমি কেবল ধরণীর উদ্ধার কারণেই এই শৌকর কলেবর ধারণ করিয়াছ, বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবান্, তোমাকে নমস্কার (৩৪) হে দেব! তোমার এ রূপ যজ্ঞময়, কিন্তু দুষ্কৃতাত্মা ব্যক্তিরা তাহা দেখিতে পায় না। প্রভো! এই যে তোমার ত্বকে গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ, রোমে বর্হিঃ অর্থাৎ যজ্ঞীয় কুশাদি, চক্ষুর্দ্বয়ে আজ্য অর্থাৎ হবনীয় ঘৃত এবং চরণ চতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোত্রাদি কর্ম্ম চতুষ্টয় প্রকাশমান হইতেছে। (৩৫) অপর হে ঈশ! তোমার মুখাগ্রে স্রুক্ অর্থাৎ জুহূ নামক যজ্ঞপাত্র, তোমার নাসিকা দ্বয়ে স্রুব (যজ্ঞ পাত্র বিশেষ) উদরে ইড়া অর্থাৎ যজ্ঞীয় ভক্ষণ পাত্র, কর্ণরন্ধ্রে চমস (যজ্ঞ পাত্র বিশেষ) মুখে প্রাশিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মভাগ পাত্র, মুখান্তর্বর্ত্তি ছিদ্রে সোমপাত্র নামক যজ্ঞপাত্র বিশেষ দেদীপ্যমান। অপর হে ভগবন্, তুমি যে চর্ব্বণ কর তাহাই আমাদিগের অগ্নিহোত্র। (৩৬) অপিচ হে বিভো! তোমার যে বারম্বার অভিব্যক্তি, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ দীক্ষণীয়েষ্টি, তোমার গ্রীবাদেশই উপসদ অর্থাৎ তিন ইষ্টি বিশেষ, তোমার দংষ্ট্রা প্রায়ণীয়া অর্থাৎ দীক্ষানন্তরেষ্টি এবং উদয়নীয়া অর্থাৎ সমাপ্তীষ্টি, তোমার জিহ্বাই প্রবর্গ্য অর্থাৎ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর নামে যজ্ঞবিশেষ, তোমার শার্ষ অর্থাৎ শিরোদেশ সভ্য অর্থাৎ হোম রহিত অগ্নি তথা আবসথ্য অর্থাৎ ঔপাসনাগ্নি এবং তোমার পঞ্চ প্রাণই চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন। (৩৭।

অপিচ হে দেব! তোমার রেতঃ সোম যজ্ঞ; তোমার অবস্থান অথবা বাল্যাদি অবস্থা প্রাতঃ সবনাদি কর্ম্ম, তোমার ত্বক্ মাংসাদি সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টোম-অত্যগ্নিষ্টোম-উক্থ-ষোড়শী-বাজপেয়-অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যমা এই সপ্ত যজ্ঞ প্রভেদ, আর তোমার শরীরসন্ধি সকল দ্বাদশাহাদি বহু যাগ সমূহ স্বরূপ, অতএব তুমি অসোম যজ্ঞ এবং সসোম ক্রতু উভয় স্বরূপ, আর যজনই তোমার বন্ধন। (৩৮) প্রভো! তুমি অখিল মন্ত্র অখিল দেবতা এবং সমস্ত দ্রব্য স্বরূপ আর তুমিই সর্ব্ব ক্রতু ও সামান্য ব্যাপার স্বরূপ অতএব তোমাকে নমস্কার। অপর হে বিভো! বৈরাগ্য অর্থাৎ সত্বশুদ্ধি হইতে উৎপন্ন যে ভক্তি, তাহা হইতে যে চিত্ত স্থৈর্য্য হয় তাহাতে যে জ্ঞান সাক্ষাৎকৃত হয় তুমি সেই জ্ঞান স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। (৩৯)

হে ভূধর! মত্ত হস্তী জলক্রীড়ানন্তর দন্ত দ্বারা পত্রাদি সহিত পদ্মলতা ধারণ করিয়া জলাশয় হইতে নির্গত হইলে সেই পদ্মিনীর যদ্রূপ শোভা হয় তুমি আপনার দন্তের অগ্রকোটি দ্বারা পর্ব্বতাদি সহিত এই ধরণীকে ধারণ করাতে ইহা তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। (৪০) অপর হে দেব, শিখর দেশে মেঘ ধৃত হইলে তদ্দ্বারা প্রধান কুলাচলের যেরূপ বিলাস হয় তোমার এই বেদময় শৌকর রূপ তোমার দন্ত ধৃত ধরা মণ্ডল দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। (৪১) হে ভগবন্! তুমি এই জগতের পিতা, এবং এই ধরা তোমার পত্নী অতএব ইনি জগতের মাতা, তুমি এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের বাস স্থান নিমিত্ত ইহাঁকে সম্যক প্রকারে স্থাপন কর তাহা হইলে আমরা ইহার উপরি অবস্থিত হইয়া তোমার সহিত আমাদের মাতা এই ধরাকে নমস্কার ও পরিচর্য্যা করিতে পারি। প্রভো! যাজ্ঞিকেরা যেমন মন্ত্র দ্বারা অরণিতে অগ্নি আধান করেন তাহার ন্যায় তুমি এই ধরণীতে আপনার ধারণশক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। (৪২) হে বিভো! তুমি এই যে রসাতলগতা ধরণীর উদ্ধার করিলে এ বিষয়ে তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তির অধ্যবসায় হইতে পারে? কিন্তু তুমি যে ঐ কর্ম্ম করিলে ইহাতে তোমাতে আমাদের বিস্ময় হয় না, যেহেতু তুমি সকল বিস্ময়ের আকর, ফলতঃ তুমি যখন আপনার মায়া দ্বারা অতি বিস্ময়কারি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ তখন তোমাতে কোন বিস্ময়ই নাই। (৪৩) বিভো! তুমি যে এই আপনার বেদময় শৌকর শরীর কম্পন করিতেছ তাহাতে তোমার জটার শিখাগ্র দ্বারা অতিশয় শুভ অম্বুকণা উচ্ছলিত হইতেছে আমরা জনঃ তপঃ সত্যলোক নিবাসী হইলেও ঐ জল কণা দ্বারা অত্যর্থ পবিত্রীকৃত হইলাম। (৪৪) হে ভগবন্! তোমার কর্ম্ম অপার, যে ব্যক্তি তোমার কর্ম্মের পার অবগত হইতে বাঞ্ছা করে সে অতি ভ্রষ্ট বুদ্ধি, প্রভো! তাহা কি কাহারো জানিবার সাধ্য আছে? তোমার যোগমায়ার গুণের সহিত যে যোগ, তাহাতে এই সমস্ত বিশ্ব মোহিত হইয়াছে, অতএব হে ভগবন্! এই বিশ্বের মঙ্গল বিধান কর, এবং লোকে তোমাকে অচিন্ত্য শক্তি জানিয়া যে প্রকারে ভজনা করিতে পারে সেইরূপে অনুগ্রহ কর। (৪৫)

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস, ব্রহ্মবাদি মুনিগণ এই প্রকারে স্তব করিতে থাকিলে রক্ষাকারী সেই বরাহরূপী ভগবান্ আপনার খুর দ্বারা আক্রান্ত সলিলের উপর অবনীকে স্থাপন করিলেন। বিদুর! ভগবান্ হরি এইরূপে লীলা দ্বারা রসাতল হইতে এই পৃথ্বীর উদ্ধার করিয়া জলোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। (৪৬) বৎস, সেই বরাহ রূপি ভগবানের চরিত্র কথনার্হ এবং মায়াবিশিষ্ট, তাঁহার এই সুমঙ্গল কথা যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করে

অথবা কাহাকেও শ্রবণ করায় ভগবান্ তৎক্ষণাৎ আপনার মনে তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। (৪৭) অহে বিদুর, সকল কল্যাণের কর্ত্তা সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে? তখন বরং সকল কল্যাণ তুচ্ছ ও ব্যর্থ বোধ হয়। বিদুর! যে২ ব্যক্তি অহৈতুকী ভক্তি পূর্ব্বক একান্তভাবে ভগবানের ভজনা করে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে আপনার পদ স্বয়ং প্রদান করেন অতএব ঐহিক শ্রেয়ে তুচ্ছ বোধ হইলেও ভগবানের উপাসনা বিফলা হয় না। (৪৮) অহো, এই কারণেই পশু ব্যতিরেকে পুরুষার্থ সার-বেত্তা কোন ব্যক্তি পুরাবৃত্ত মধ্যে ভগবানের কথামৃত শ্রবণাঞ্জলি পুটে পান করিয়া বিরত হয় না। (৪৯)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়!

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দিতির কামনায় কশ্যপ হইতে সন্ধ্যা কালে তাহার গর্ব্বোৎপত্তি।

শুকদেব কহিলেন মুনিবর মৈত্রেয় বরাহরূপি ভগবানের কথা যাহা বর্ণন করিলেন তাহা শুনিয়া বিদুরের পরিতৃপ্তি বোধ হইল না, তদীয় পবিত্র চরিত্র আরো শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সবিনয় বচনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। (১) হে মুনিপুঙ্গব, যে বরাহরূপী ভগবান্ ভূমির উদ্ধার করেন আপনকার প্রমুখাৎ শুনিলাম তিনিই হিরণ্যাক্ষ নামে আদি দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন। (২) মুনে! ভগবান্ বরাহরূপ ধরিয়া লীলাক্রমে দশন দ্বারা ধরণীর উদ্ধার করিয়াছিলেন সে সময় কি কারণে দৈত্য রাজের সহিত তাঁহার সমর হইয়াছিল? প্রভো, ভগবানের পবিত্র কথা শ্রবণে আমার মনঃ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, আরো শুনিতে কৌতূহল জন্মিতেছে, অতএব তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপনকার শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনকার কর্ত্তব্য। (৩)

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরের এই অন্বেষণায় তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করত কহিলেন হে বীর! তুমি সাধু সাধু! যেহেতু তুমি মর্ত্ত্যগণের মৃত্যুপাশ বিমোচনী হরির অবতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। (৪) বৎস! হরিকথা মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব? উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বালক হইয়াও দেবর্ষি নারদ প্রণীত হরিকথা দ্বারা মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক বিষ্ণু পদে আরোহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ হরি কথা প্রভাবে ধ্রুবের বিষ্ণু পুরারোহণ নিমিত্ত যখন বিমান আনীত হয় তখন তাঁহার দেহ ত্যাগ অপেক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যু আসন্ন হইলেও তিনি দেহ ত্যাগ করেন নাই, সোপানের ন্যায় মৃত্যুর মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়া সশরীরে বিষ্ণু লোকে গমন করেন। (৫)

অহে বিদুর, দৈত্যরাজের সহিত ভগবানের কেন সংগ্রাম হয় এ বিষয় দেবগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্রহ্মা তাহাদিগের নিকট যে ইতিহাস বর্ণন করেন তাহা আমার শ্রুত আছে বলি শুন। (৬) দক্ষকন্যা দিতি পূর্ব্বে অপত্যার্থিনী হইয়া আপনার পতি মরীচিতনয় কশ্যপ সমীপে রমণার্থ প্রার্থনা করি-

সূর্য্য অস্ত যাইতেছিলেন সেই সময়েই অগ্নিহোত্র শালায় যেখানে ঐ মুনি যজ্ঞপতি পরম পুরুষ বিষ্ণুর জিহ্বারূপ অগ্নিতে হোম করিয়া সমাধিস্থ হইয়া ছিলেন সেই স্থানেই তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। (৮) তিনি বলিলেন হে বিদ্বন্, কামদেব শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিয়া, মত্তঙ্গজ যেমন কদলী বৃক্ষকে ক্লেশ দেয় তাহার ন্যায় তোমার নিমিত্ত আমাকে সন্তাপিত করিতেছে (৯) অতএব তুমি আমার প্রতি সম্যক প্রকারে অনুগ্রহ কর, আমি সপত্নীগণের সমৃদ্ধি দেখিয়া সর্ব্বদা দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকি, আমার প্রতি করুণা করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। (১০) হে প্রভো! তোমার সদৃশ পুরুষ যে সকল অবলার পতি এবং যাহারা এবম্বিধ ভর্ত্তার নিকট বহু মান প্রাপ্ত হয় তাহাদের যশঃ ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, ফলতঃ পতি আপনিই প্রজা রূপে জায়াতে জন্ম গ্রহণ করেন ইহাতে স্ত্রীলোকদের পুত্রাদি হইলে যশো বিস্তার না হইবার সম্ভাবনাই বা কি?। (১১)

মুনে! আমাদিগের পিতা দক্ষ প্রজাপতি অতিশয় দুহিতৃবৎসল ছিলেন, তিনি আমাদিগকে পাত্রসাৎ করিবার অগ্রে বাৎসল্য বশতঃ এক২ করিয়া পৃথক্২ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তোমরা কোন্ বরকে বরণ করিতে বাসনা কর বল। আমরা ত্রয়োদশ জন তাঁহার কন্যা ছিলাম, তিনি আমাদের সকলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তের জনকেই তোমার হস্তে সম্প্রদান করেন, আমরাও ত্রয়োদশ ভগিনী সমানভাবে তোমার অনুব্রত হইয়া আছি, অতএব আমাদের তের জনেরই তোমার প্রতি সমান ভক্তি, ইহাতে তোমার বৈষম্যাচরণ উচিত হয় না। (১২) অতএব হে কমললোচন! আমি যে কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি তাহা সম্পন্ন করিয়া দাও। হে মহাশয়! আপনি মহত্তম, মহত্তমের নিকট আর্ত্ত জনের উপসর্পণা বিফলা হয় না, সম্পন্ন করুন। (১৩)

অহে ধীর বিদুর! দীনা দিতি প্রবৃদ্ধ অনঙ্গে মুগ্ধা হইয়া এবম্বিধ বহুবিধ বলিতে আরম্ভ করিলে মরীচিকুলবর্দ্ধন ভগবান্ কশ্যপ বাক্য দ্বারা শান্ত্বনা করত তাহাকে কহিলেন (১৪) হে ভীরু, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ এখনি তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিতেছি। প্রিয়ে! যাহা হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সম্বন্ধিনী সিদ্ধি হয় কে না তাহার মানস পূর্ণ করে?। (১৫) গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহিণীবিশিষ্ট হইয়াই আপনার আশ্রম সহিত সকল আশ্রম লইয়া, জলযান দ্বারা যেমন অর্ণব উত্তীর্ণ হয় তাহার ন্যায় ব্যসনার্ণব পার হইয়া থাকে অর্থাৎ গার্হস্থ ধর্ম্মাচরণে অন্নাদি দ্বারা অন্যান্য আশ্রমিদিগকে কষ্ট হইতে নিস্তার করাযায় তাহাতে আপনারও নিস্তার হইয়া থাকে। (১৬)

অপর হে মানিনি! পঞ্চ যজ্ঞাদি কার্য্যে স্ত্রীপুরুষের সহাধিকার হেতু শাস্ত্রে যাহাকে শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির দেহার্দ্ধ করিয়া বলিয়া থাকে এবং পুরুষ যাহার প্রতি আপনার দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে ভ্রমণ করিতে পারে (১৭) অধিকন্তু দুর্গপতি যেমন দস্যুদিগকে জয় করে, সেই রূপে আমরা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবলীলা ক্রমে ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিতে পারি, প্রিয়ে, ঐ ইন্দ্রিয় সকল সামান্য নহে তাহারা প্রবল রিপু, অন্য আশ্রমিদিগের অতি দুর্জ্জেয়। (১৮) হে গৃহেশ্বরি, তুমি সেই অনেকোপকারকারিণী গৃহিণী, আমি সম্পূর্ণ আয়ুর্দ্বারা অথবা জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করিয়া তোমার সদৃশ করিতে সমর্থ হইব না এবং যে সকল ব্যক্তি গুণজ্ঞ, তাঁহারাও শক্ত হইবেন না। (১৯) পরন্তু হে প্রিয়ে! যদিও প্রত্যুপকার

করিয়া তোমার সদৃশ কর্ম্ম করা আমাদের অসাধ্য তথাপি পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত তোমার এই কামনা আমি এখনি সম্পন্ন করিয়া দিতে পারি কিন্তু লোকে আমাকে নিন্দা করিবে অতএব মুহূর্ত্ত কাল প্রতীক্ষা কর। (২০)

প্রিয়ে, এ সময় ঘোর রুদ্রগণের অধিকার, এই বেলা অতি ঘোরতমা এবং ঘোর দর্শনা, এখন রুদ্রানুচর ভূতসকল সর্ব্বত্র চরিয়া বেড়াইতেছে। (২১) অপর হে সাধ্বি, এখন সন্ধ্যাকাল, এ সময় ভগবান্ ভূতভাবন রুদ্রও আপনার পারিষদ ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। (২২) হে সুন্দরি! তাঁহার সম্মুখ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই, তাঁহার মস্তক শ্মশানস্থ বাতমণ্ডলীর ধূলিদ্বারা ধূসর বর্ণ এবং জটাকলাপ পবন বেগে বিক্ষিপ্ত ও নির্ম্মল রজতময় দেহ ভস্মে প্রাবৃত হয় বটে কিন্তু তিনি চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি রূপ তিন নেত্র দ্বারা সকল স্থানের সকল বিষয়ই অবলোকন করিতেছেন। প্রিয়ে, তিনি এক জন উদাসীন ব্যক্তি নহেন, তোমার দেবর যাহারা এক জনের জামাতা হয় তাহারা পরস্পর ভ্রাতা হইয়া থাকে তিনিও তোমার পিতার জামাতা, অতএব আমার ভ্রাতা হওয়াতে তোমার দেবর। (২৩) প্রিয়ে! তিনি আমাকে স্বজন বলিয়া ক্ষমা করিবেন এমত মনে করিও না, ইহলোকে তাঁহার আত্মীয় অথবা পর কেহ নাই, এবং তাঁহার আদৃত ও নিন্দিতও কাহাকে দেখি না। প্রিয়ে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলিব? তিনি যে মায়াময়ী বিভূতিকে ভোগ করিয়া আপনার চরণ দ্বারা দূরে পরিত্যাগ করেন আমরা ব্রত নিয়ম দ্বারা মহা প্রসাদ বলিয়া তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকি। (২৪) প্রিয়ে, তিনি অনর্থক অনিষিদ্ধ সুখ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পিশাচ বলিয়া উপহাস করিও না, পণ্ডিতগণ অবিদ্যাপটল ভেদ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার বিষয়াসক্তি শূন্য আচরণ সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিচিত্র চরিত্রের কথা কি কহিব? স্বয়ং সাধুগণের গতি, অপর তাঁহা অপেক্ষা অতিশয় কেহ নাই, তথাপি আপনি পিশাচবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। (২৫) প্রিয়ে, যে সকল ব্যক্তি দুর্ভগ ও অনভিজ্ঞ, এবং কুক্কুরের ভোজ্য এই দেহকে আত্মা বোধ করিয়া বসন ভূষণ অনুলেপনাদি দ্বারা ইহা লালন করে, তাহারা স্বাত্মরত ঐ দেবের অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়া আচরণ দেখিয়াই উপহাস করে। (২৬) ফলতঃ তাঁহার আচরণ অতর্কণীয়, তাহার প্রমাণ দেখ, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার কৃত স্ব২ অধিকার পালন করিতেছেন, তিনিই সকলের কারণ, তিনিই এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তাঁহারই আজ্ঞাকরী মায়া, তাঁহারই পিশাচবৎ আচার, ইহাতে তাঁহার চরিত্র অতর্ক্য ব্যতীত আর কি বলিব? (২৭)

মৈত্রেয় কহিলেন অহে বিদুর! দিতির ইন্দ্রিয়গণ কাম বশতঃ উন্মথিত হইয়াছিল অতএব তাঁহার স্বামী ঐ প্রকারে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিলেও তিনি বেশ্যার ন্যায় গতত্রপা হইয়া সেই ব্রহ্মর্ষির বসন ধারণ করিলেন। (২৮) ঋষিবর কশ্যপ ভার্য্যার প্রার্থিত বিষয়ে নির্বন্ধ জানিয়া নিষিদ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত দৈবরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন পরে নির্জ্জনে গিয়া প্রিয়ার সহিত সম্ভোগে রত হইলেন। (২৯) হে ভারত! সম্ভোগানন্তর মুনিবর কশ্যপ সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া প্রাণায়াম করিলেন এবং বাগ্যত হইয়া পরম ব্রহ্মের ধ্যান করত গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন (৩০) কিন্তু ঐ নিন্দার্হ ব্যাপার জন্য দিতির অতিশয় লজ্জা হইল, তিনি স্বামির নিকট গিয়া অধোবদনে বলিতে লাগিলেন (৩১) ব্রহ্মন্! ভগবান্ রুদ্র সকল ভূতের পতি, আমি এই ব্যাপারে

তাঁহার নিকট অপরাধিনী হইলাম, আপনি এই বর দেউন ঐ ভূতপতি যেন আমার এই গর্ভ বিনষ্ট না করেন। (৩২)

আর আমি সেই মহৎ দেবকে নমস্কার করি, তাঁহার নাম রুদ্র, তিনি নাম গুণে রুৎ অর্থাৎ দুঃখকে বিদ্রাবণ করেন। পরন্তু তিনি উগ্র অর্থাৎ অলঙ্ঘ্য এবং সকাম জনের ফলদাতা ও নিষ্কাম লোকের পরম মঙ্গল স্বরূপ। তাঁহার হস্তে বস্তুতঃ কোন দণ্ড নাই সত্য কিন্তু দুষ্টের প্রতি তাহা ধারণ করিয়া থাকেন। অপর তিনিই সংহার সময়ে মন্যু স্বরূপ হয়েন, তাঁহাকে নমস্কার। (৩৩) আর সেই ভগবান্ আমার ভগিনীপতি, তাঁহার যথেষ্ট দয়া আছে, আমি অবলা, নির্দয় ব্যাধেরও অবলা জনের উপর অনুকম্পা হইয়া থাকে, তিনিও সতীর পতি, নারীস্বভাব জানেন, সকল বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (৩৪)

মৈত্রেয় কহিলেন অহে বিদুর! প্রজাপতি কশ্যপ সন্ধ্যাকালীন নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন ইহাতে দিতি কম্পিতকলেবরা হইয়া আপনার সন্তানের লোকদ্বয়ার্হ কল্যাণ ঐ প্রকারে প্রার্থনা করিলেও তাহাকে বলিলেন (৩৫) অয়ি অধীরে! তোমার অন্তঃকরণ অপ্রযত এবং এই মুহূর্ত্তের দোষ আছে, আর আমার আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন ও রুদ্রানুচরগণের অবহেলন হইল (৩৬) এই চারি কারণে, হে অভদ্রে, তোমার জঠরে দুইটা অভদ্র পুত্র জন্মিবে, তাহারা লোক পাল সহিত ত্রিলোককে বারম্বার বেদনা দিবে। (৩৭) কিন্তু যখন অনপরাধ দীন হীন প্রাণি নিকরকে বধ করিতে এবং নারীগণকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া সকল মহাত্মার কোপ উৎপাদন করিবে (৩৮) তখন লোকভাবন ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন বজ্রধর দেবরাজ পর্ব্বত সকলে আঘাত করিয়াছিলেন তাহার ন্যায় তাহাদিগকে সংহার করিবেন। (৩৯)

দিতি কহিলেন প্রভো, আমার সন্তানদ্বয় যদিস্যাৎ নিতান্তই বধ্য হয় তবে এই প্রার্থনা করি যে ভগবানের বাহু সুনাভ চক্র দ্বারা উদার হইয়াছে তিনি স্বয়ং যেন তাহাদিগকে বধ করেন, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে যেন তাহাদের বিনাশ না হয় (৪০) কারণ যে ব্যক্তি ব্রহ্ম দণ্ডে দগ্ধ এবং ভূতের ভয়দ হয় তাহার প্রতি নারকিরাও কৃপা করে না এবং সে ব্যক্তি যে২ যোনি প্রাপ্ত হয় তত্রস্থ প্রাণি নিকরেরও অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারে না। (৪১)

কশ্যপ কহিলেন প্রিয়ে! তুমি যে অপরাধ করিলে তাহার নিমিত্ত শোক ও অনুতাপ করিতেছ এবং সদ্যই তোমার যুক্তাযুক্ত বিচার হইল ও ভগবান্ হরির প্রতি তোমার যথেষ্ট ভক্তি আছে, আর তুমি রুদ্রকে এবং আমাকে অতিশয় আদর করিয়া থাক এই পঞ্চ কারণে (৪২) তোমার হিরণ্যকশিপু নামে যে পুত্র হইবে তাহার পুত্রদের মধ্যে একজন সাধুসম্মত হইবে, লোকে ভগবানের যশের তুল্য তাহার নির্ম্মল যশঃ গান করিবে (৪৩) প্রিয়ে, হীনবর্ণ সুবর্ণকে যেমন দাহাদি উপায় দ্বারা সংশোধিত করে তাহার ন্যায় সাধুগণ তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নির্ব্বৈরাদি যোগ দ্বারা স্ব২ চিত্ত শোধন করিবেন। (৪৪) অপর এই বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ এবং যাঁহার প্রসাদে ইহা প্রসন্ন হয় আত্মসাক্ষী সেই ভগবান্ ঐ ব্যক্তির "ভগবান্ই সত্য" এইরূপ নিষ্ঠা দ্বারা সন্তোষ প্রকাশ করিবেন। (৪৫) প্রিয়ে! ভগবান্ যে তোমার সেই পৌত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তাহার কারণ এই, সেই ব্যক্তি মহাভাগবত, অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি, মহাপ্রভাব এবং মহৎ লোকদের মধ্যে অতিশয় মহৎ হইবে। সে প্রবুদ্ধ ভক্তি দ্বারা সংশোধিত

চিত্তে ভগবান্ হরিকে সংস্থাপন পূর্ব্বক দেহাদ্যভিমান পরিত্যাগ করিবে। (৪৬) প্রিয়ে, তোমার সেই পৌত্র মহা ভাগবত কেন হইবে শ্রবণ কর। সে অলম্পট, সুশীল, ধৈর্য্যাদি গুণের আকর, পরসমৃদ্ধিতে আনন্দিত এবং পরদুঃখে দুঃখিত হইবে, আর তাহার কেহ বৈরী হইবেক না। সে এইরূপ হইয়া চন্দ্র যেমন নিদাঘ জন্য তাপ দূর করেন তাহার ন্যায় জগতের শোক হরণ করিবেক। (৪৭) আর হে সুন্দরি! যে ভগবান্ অন্তরে ও বহির্ভাগে অমল, যাঁহার নেত্রদ্বয় পদ্মবৎ আয়ত ও মনোহর, যিনি আপনার ভক্ত জনের বাসনানুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, এবং যিনি লক্ষ্মী রূপা ললনার ভূষণ স্বরূপ ও যাঁহার কর্ণে কুণ্ডল বিদ্যোতিত হওয়াতে মুখ মণ্ডল সদা সুমণ্ডিত, সেই ভগবানকে তোমার ঐ পৌত্র দর্শন করিবেক। (৪৮)

মৈত্রেয় কহিলেন অহে বিদুর! আপনার এক পৌত্র ভাগবত হইবে ইহা শুনিয়া দিতি আনন্দিতা হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে পুত্রদ্বয়ের ভাবি বধের কথা শ্রবণেও তাহার চিত্তে মহোৎসাহ স্পর্শ হইল। অতএব সে এই বিবেচনায় মনকে প্রবোধ প্রদান করিল পুত্রেরা যদি ভগবানের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয় তাহাতে তাহাদের কীর্ত্তি ও সদ্গতি হইতে পারিবে।

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুভৃত্যদ্বয়ের শাপ বৃত্তান্ত কথন।

মৈত্রেয় কহিলেন দিতির গর্ব্ভে প্রজাপতি কশ্যপের যে বীর্য্য নিহিত হইল তিনি শতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহা ধারণ করিলেন। ঐ বীর্য্য সামান্য ছিল না, অন্য তেজের ধ্বংসকারি, কিন্তু তাহাতে যে দুই সন্তান জন্মিবে তাহাদের হইতে দেববৃন্দের কদন হইবে এই বার্ত্তা ভর্ত্তার প্রমুখাৎ শ্রবণ করাতে দিতির অন্তঃকরণে আনন্দ হইল না, সর্ব্বদা সাশঙ্ক চিত্তা হইয়া রহিলেন। (১) তাঁহার গর্ব্ভের তেজঃ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রকাশ নিরস্ত হওয়াতে ত্রিলোক একেকালে আলোক শূন্য হইল, তদবলোকনে লোকপাল সহিত দেবগণ হতপ্রভাব হইয়া বিশ্বস্রষ্টার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক উদ্বেগ প্রকাশ করিতে২ দিক্ সকলের অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার কথা নিবেদন করিলেন। (২)

দেবতারা বলিলেন হে বিভো! আমরা এই যে অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইতেছি ইহা কি, আপনি অবশ্য অবগত আছেন। প্রভো, আপনকার জ্ঞান প্রচারে কাল কদাচ করার্পণ করিতে পারে না, ইহাতে কোন বিষয়ই আপনকার অজ্ঞাত নাই। (৩) হে দেবদেব! আপনি জগতের ধারণ কর্ত্তা এবং লোকপালদিগের চূড়ামণি, পর কিম্বা অপর কোন ভূতেরই অভিপ্রায় আপনকার অগোচর নাই, কি অভিপ্রায়ে দিতির এই ভয়ঙ্কর গর্ব্ভ হইয়াছে আপনি তাহা জানেন। (৪) হে ব্রহ্মন্! বিজ্ঞানই আপনকার বল, আপনাকে নমস্কার, আপনি মায়া দ্বারা এই দেহ এবং গুণ বিশেষ অর্থাৎ রজো গুণ গ্রহণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ আপনকার উৎপত্তি কোন প্রমাণে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না অতএব আপনাকে নমস্কার করি। (৫) প্রভো! আপনি এই সমস্ত ভুবন আপনাতেই গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং স্বয়ং এই চেতনাচেতন প্রপঞ্চের কারণ হইয়াও বস্তুতঃ ইহা হইতে ভিন্ন হইয়া আছেন। হে দেব, আপনা হইতেই এই সমস্ত

জীব উদ্ভাবিত হয়। যে সকল ব্যক্তি কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি দ্বারা আপনকার ধ্যান করেন। (৬) তাঁহাদের প্রাণাদি বায়ু, ইন্দ্রিয়গণ ও মনঃ জিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের যোগও পরিপক্ক হইয়াছে ও তাঁহারা আপনকার প্রসাদও লাভ করিয়াছেন অতএব তাঁহাদের আর কাহা হইতেও পরাভব হইবেক না। (৭) বিভো, গো সকল যেমন রজ্জুতে নিষন্ত্রিত থাকে তাহার ন্যায় এই সমস্ত প্রজা যাঁহার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া পূজোপহার আহরণ করিতেছে আপনি সেই নিয়ামক বেদ স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। (৮) ব্রহ্মন্, আপনি এই প্রকার, এই সকল লোকের কল্যাণ বিধান করুন, অন্ধকার সর্ব্বদা দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া রাখাতে অহোরাত্র বিভাগাভাবে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল লোপ পাইল অতএব আমরা মহা আপদে আপতিত হইয়াছি কৃপা কটাক্ষ দ্বারা আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে যোগ্য হয়েন। (৯) হে দেব, কশ্যপ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বীর্য্যে দিতির যে গর্ব্ভ হইয়াছে ইহা সকল দিক্কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া অগ্নির তুল্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। (১০)

মুনিবর মৈত্রেয় এতাবৎ বর্ণনানন্তর দেবগণের স্তুতির কথা কহিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অহে বিদুর! ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগের ঐ সকল বিজ্ঞাপন বচন শ্রবণ করিয়া দিতির কুচেষ্টিতজ্ঞানে হাস্য করিলেন এবং প্রীতি প্রকাশ করত মনোহর বাক্য দ্বারা প্রত্যুত্তর দিলেন। (১১)

ব্রহ্মা বলিলেন তোমাদের অগ্রে উৎপন্ন সনক প্রভৃতি আমার কএকটী মানস পুত্র লোক মধ্যে স্পৃহা পরিহার পূর্ব্বক আকাশ বর্ত্মে সর্ব্বত্র বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (১২) তাঁহারা এক সময় নির্ম্মলাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বলোক নমস্কৃত বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করেন। (১৩)

সেই বৈকুণ্ঠ ধামে যত পুরুষ বাস করেন সকলেরই ভগবান্ বৈকুণ্ঠের সমান মূর্ত্তি। সেই সকল ব্যক্তি নিষ্কাম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া হরির আরাধনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তন্ময় হইয়া তদীয় ধামে বিরাজ করিতেছেন। (১৪) অপর সে স্থানে বেদান্তৈকবেদ্য ভগবান্ আদ্য পুরুষ রজোগুণাসংপৃক্ত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া স্বজনগণকে মুদিত করিতেছেন। (১৫) সেখানে নিশ্রেয়স নামে একটী বন আছে তাহার সকল তরুই অভিলাষানুরূপ ফল দেয় এবং সকল ঋতুতেই সে সকলের পুষ্পাদি সম্পত্তি হইয়া থাকে তাহাতে সেই বন অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে ফলতঃ তাহা এ রূপে প্রকাশ পায় যেন মূর্ত্তিমান মোক্ষই বিরাজ করিতেছে। (১৬)

অপর সেই স্থানে বিমানচারি গন্ধর্ব্বগণ বনিতা সহ নিরন্তর প্রভুর চরিত্র গান করিতেছে। তাহাদের ঐ বিষয়ে এবম্বিধ অনুরাগ, যে জল মধ্যে বিকাশশীল মকরন্দ যুক্ত বাসন্তী লতার সৌগন্ধ্যে মতি বিচলিতা হইলেও যে বায়ুযোগে ঐ গন্ধ আসিয়া থাকে তাহাকে দূরে অপসারণ করিয়া দেয় তথাচ সঙ্গীত পরিত্যাগ করে না। (১৭) সেখানে ভ্রমরগণ হরিকথা গানের ন্যায় গুন্‌গুন্ ধ্বনি আরম্ভ করিলে তত্রত্য কপোত কোকিল সারস চাতক চক্রবাক শুক হংস ময়ূর তিত্তিরি প্রভৃতি পক্ষিগণের কোলাহল ক্ষণকাল বিরাম পায় ফলতঃ সেখানকার পক্ষিদেরও হরিকথা শ্রবণাদিতে পরম আনন্দ অনুভব হয় অতএব ভ্রমর ধ্বনি আরম্ভ হইলেই, হরিকথা গান হইবে মনে করিয়া, তাহারা নিঃশব্দ হয়। (১৮)

অপর যে বনে মন্দার পারিজাত কুন্দ কুরব (তিলক পুষ্প) চম্পক পুন্নাগ নাগকেশর বকুল উৎপল কমল প্রভৃতি পুষ্প জাতি সকল স্বয়ং সুগন্ধি হইয়াও তুলসী-

ভূষণ ভগবান্ কর্ত্তৃক তুলসীর গন্ধ অর্চ্চিত দেখিয়া তাহার তপস্যাকেই বহু করিয়া মানিয়া থাকে অর্থাৎ গুণগ্রাহিতা গুণ প্রভাবে তরু নিকরও যেখানে অন্য সৌভাগ্য দর্শনে মৎসরী হয় না এবম্বিধ বন সেই বৈকুণ্ঠে সদাই বিরাজমান। (১৯)

আর সে স্থান ভগবদ্ভক্ত গণের ভূরি ভূরি বৈদূর্য্য মারকত এবং হেমময় বিমানে সঙ্কুল, ঐ সকল বিমান ভক্ত গণের কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ নহে, ভগবচ্চরণে প্রণাম মাত্রে লাভ হইয়াছে। তাঁহাদিগের নমস্কার মাত্রে এতাদৃশ প্রসাদ লাভ অসম্ভব নহে, তাঁহাদের মনঃ ভগবানে এবম্প্রকার রত যে যেসকল কামিনীর বিশাল নিতম্ব এবং বদন সুধাকর ঈষদ্ধাস্যে শোভমান, তাহারাও পরিহাসাদি দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির কাম জন্মাইতে সমর্থ হয় না, অতএব তদ্গত চিত্ত ভক্তের প্রতি ভগবানের ঐ প্রকার প্রসাদ হওয়া বিচিত্র নহে। (২০)

অপর যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভার্থ দেবগণও (ব্রহ্মাদিও) যত্ন করিয়া থাকেন সেই লক্ষ্মী মনোহর রূপ ধারণ করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক লীলাপদ্ম দ্বারা উক্ত বৈকুণ্ঠে হরিগৃহ সম্মার্জ্জন করিতেছেন ইহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। তত্রস্থ ভবনের ভিত্তি সকল স্ফটিকময় এবং মধ্যে২ শোভার্থ সুবর্ণখচিত হওয়াতে যদিও তথায় ধূলির সম্পর্ক মাত্র নাই তথাচ লক্ষ্মী স্বর্ণ পটিকাময় ভিত্তিভাগে বহু প্রকারে প্রতিবিম্বিতা হইয়া লীলাপদ্ম ঘূর্ণিত করাতে তাঁহার বিনয় ও ভক্তি দ্বারা ঐ রূপ বোধ হইয়া থাকে। (২১) আর হে দেবগণ, সে স্থানের সরোবর সকলের জল অমৃত তুল্য এবং তট সকল বিদ্রুমময়, লক্ষ্মী সেই তটের নিকটবর্ত্তি নির্জন বনে উপবিষ্টা হইয়া দাসী সমভিব্যাহারে ভগবানের অর্চ্চনা করিতে২ সরোবর জলে প্রতিবিম্বিত আপনার শোভন অলক এবং উৎকৃষ্ট নাসিকা যুক্ত বদন অবলোকন করিয়া মনে করেন ভগবান্ বুঝি মদীয় মুখ চুম্বন করিলেন। (২২) হে দেবগণ, যে সকল ব্যক্তি অঘহারি ভগবান্ হরির সৃষ্ট্যাদি লীলানুবাদ হইতে ভিন্ন অন্য বিষয়ের মতি ভ্রংশিকা কুকথা শ্রবণ করে তাহারা কখন সেই স্থানে (বৈকুণ্ঠে) গমন করিতে পায় না। তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা কি কহিব অন্য বিষয়ক কথা শ্রুতি গোচর হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে। (২৩) আহা, যে মনুষ্যজন্মে ধর্ম্ম সহিত তত্ত্ব জ্ঞান হওয়াতে আমরাও যাহার প্রশংসা করিয়া থাকি সেই মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ভগবানের আরাধনা করে না, কি খেদের বিষয়? তাহারা ভগবানের বিস্তৃতা মায়ায় কি একেবারে বিমোহিত? (২৪) হে অমরবৃন্দ, যে সকল ব্যক্তি নিরহঙ্কারত্ব হেতু আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী, তাঁহারাই সেই স্থানে গমন করিতে পান। তাঁহারা দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান হরির নিরন্তর অনুবৃত্তি করাতে এবম্বিধ প্রভাবশালী যে যমও তাঁহাদের নিকটে যাইতে অসমর্থ, তাঁহাদের ভক্তির কথা কি বলিব পরস্পর বসিয়া ভগবানের যশঃ কথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে তজ্জন্য অবশতা ও বাষ্পোদ্গম হওয়াতে অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাদের করুণাদি শীল সকলেরই স্পৃহণীয়। (২৫)

হে দেববৃন্দ! তদনন্তর মুনিগণ যোগমায়া বলে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাবে উক্ত বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বগুরু ভগবান্ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সুতরাং ঐ স্থল অতি অপূর্ব্ব ও সকল ভুবনের বন্দনীয় ছিল। আর সেই স্থানের চারি দিকে প্রধান২ দেবতাদের বিমান সকল শোভমান ছিল, তাহাতে তৎসমুদায়ের দ্বারা তাহা সদাই দীপ্তি পাইত। (২৬) সে যাহাহউক, মুনিগণ ভগবদ্দর্শনার্থই উৎসুক ছিলেন, অতএব ঐ সমস্ত আশ্চর্য্য দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃকরণ আসক্ত

হইল না, তাঁহারা ক্রমেং ছয় কক্ষা অর্থাৎ প্রাকারদ্বার অতিক্রমণ করিয়া সপ্তম কক্ষাতে গিয়া দুইজন দ্বারপালকে দেখিতে পাইলেন। ঐ দুই ব্যক্তির বয়ঃক্রম সমান, দুইজনই গদাধারী, অত্যুৎকৃষ্ট কেয়ূর কুণ্ডল ও কিরীট দ্বারা অলঙ্কৃত এবং অতি সুন্দর বেশ করিয়াছিল। (২৭) তাহাদের কণ্ঠদেশে বনমালা লম্বিতা ও নীলবর্ণ বাহু চতুষ্টয় মধ্যে তাহা বিস্তৃতা হওয়াতে মহতী শোভা হইয়াছিল, অধিকন্তু তন্মধ্যে অলি-কুল আকুল হইয়া পতিত হইতেছিল সুতরাং অত্যাশ্চর্য্য দেখাইতেছিল। কিন্তু উৎফুল্ল নাসিকা এবং অরুণ নয়ন দ্বারা দুই জনেরই, বদন ঈষৎ মলিন বোধ হইতে-ছিল। (২৮) যাহাহউক, ঐ দুই দ্বারী দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাকিলেও সেই মুনিগণ তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, পূর্ব্বে যেমন ছয় কক্ষায় পুরটালঙ্কৃত বজ্রময় কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক দ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সপ্তম কক্ষার দ্বারেও তদ্রূপেই প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারদের জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষাও ছিল না, সর্ব্বত্র আপনাদের অবিষম দৃষ্টি হেতু সকল স্থানেই নিঃশঙ্ক হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়া-ইতেন, কুত্রাপি কেহ নিবারণ করিত না। (২৯)

অপর ঐ মুনি গণের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছিল ইহাতে তাঁহারা বৃদ্ধ হইলেও পঞ্চ-বর্ষীয় বালক তুল্য প্রকাশ পাইতেছিলেন, অতএব বেত্রাদি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগকে নিবারণ করা কদাপি উচিত হয় না, কিন্তু ঐ দুই দ্বারির স্বভাব ভগবান্ ব্রহ্মণ্য দেবের স্বভাবের প্রতিকূল থাকাতে তাহারা তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র দেখিয়া বেত্র উত্তোলন পূর্ব্বক যাইতে নিষেধ করিল। (৩০)

দেবতা সকল স্বর্গে থাকিয়া অবলোকন করিতেছিলেন তাঁহাদের সমক্ষে ঐ দুই দ্বারপাল পূজ্যতম মুনিদিগকে পুরী প্রবেশে নিষেধ করাতে মুনিরা ভগবদ্দর্শনেচ্ছায় মহা ব্যাঘাত পড়িল বোধ করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং সেই রোষ বশতঃ তাঁহাদের নয়ন অতিশয় ক্ষুভিত হইল। (৩১) তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন অহে! ভগ-বানের সুমহৎ পরিচর্য্যা করিয়া তৎপ্রভাবে বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক যাঁহারা এখানে বাস করেন তাঁহারা সকলেই ভগবদ্ধর্ম্মী এবং সমদর্শী, তোমরাও তাঁহাদের মধ্যেই দুই ব্যক্তি, তোমাদের এমত বিষম স্বভাব কেন? কেহ প্রবেশ করিবে কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না, এ কি? যদি বল দ্বারপাল দিগের প্রভুপরিরক্ষণার্থ এরূপ স্বভাব ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে, এবিষয়ে বক্তব্য এই তোমাদের প্রভু প্রশান্ত পুরুষ, তাঁহার সহিত কাহারো বিরোধ নাই, ইহাতে তাঁহার রক্ষণার্থ ভয় শঙ্কার সম্ভাবনাও দেখি না, বুঝিলাম, তোমরা স্বয়ং কপট, এই নিমিত্ত আত্ম দৃষ্টান্তে শঙ্কা করিতেছ অন্য কোন কপট আসিয়া প্রবেশ করিবে, এখানে ভগবদ্ভক্ত ব্যতিরিক্ত কি অন্য কেহ আসিয়া থাকে! (৩২)

অহে! ভেদ জ্ঞানই ভয়াশঙ্কার কারণ, ভগবানে তো কাহারো ভেদ বুদ্ধি নাই, এই সমস্ত বিশ্ব যাঁহার কুক্ষিতে বিলীন, বিদ্বজ্জন তাঁহাতে কখন আত্মার ভেদ দর্শন করেন না, বরঞ্চ যেমন ঘটাকাশকে মহাকাশ মধ্যে অন্তর্ভূত হইতে দেখেন তাহার ন্যায় সেই পরমাত্মাতে স্বং আত্মার অন্তর্ভাব অবলোকন করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য! তোমাদের দুই জনকে দেববেশী দেখিতেছি অথচ অন্য রাজাদের যদ্রূপ উদরভেদ-কারি ভয় হয়, তোমাদের চিত্তে তাদৃক্ ভয়বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কি কারণে হইল? কোন কারণই তো আমাদের উপলব্ধ হয় না। (৩৩) যাহাহউক, তোমরা পরম পুরুষ ভগবানের ভৃত্য, যদিও তোমরা মন্দ বুদ্ধি, তথাচ তোমাদের মন্দ করা উচিত হয়

না, তোমাদের প্রকৃষ্ট রূপ মঙ্গল করিবার নিমিত্ত এই অপরাধে তোমাদের প্রতি যাহা বিধেয়, তাহা চিন্তা করি, তোমাদের ভেদ দৃষ্টি হেতু তোমরা এই বৈকুণ্ঠ লোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সেই সকল পাপীয়ান্ দেহ প্রাপ্ত হও যাহাতে কাম ক্রোধ লোভ এই রিপু ত্রয় বিরাজমান। (৩৪।

সেই দুই দ্বারপাল মুনিগণের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিল, ইহা ঘোর ব্রহ্মদণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্ম শাপ, অস্ত্র সমূহ দ্বারাও ইহার নিবারণ হইবে না। অতএব তাহারা ভয়ে কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডবৎ পতিত হইল। ঐ দুই দ্বারপাল যে হরির অনুচর, তিনি তাহাদের অপেক্ষাও ঐ মুনিগণ হইতে অধিক ভয় ভাবনা করিতেছিলেন ইহাতে তাহাদের ভয়াতুর হওয়া বিচিত্র ব্যাপার নহে। (৩৫) যাহাহউক, দ্বারপালেরা মুনিদের চরণে নিপতিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিল হে মুনিবৃন্দ! পাপির প্রতি যে রূপ দণ্ড করা উচিত আপনারা আমাদের উপরে সেই দণ্ডই করিলেন, এ স্থলে আপনাদের কোন অপরাধ নাই, আমাদের প্রতি ঐ দণ্ডই হউক, এই দণ্ডে ঈশ্বরাজ্ঞাতিক্রমরূপ অশেষ পাপের ক্ষয় হয়, আমরা অবশ্য নিষ্পাপ হইব। কিন্তু নিবেদন এই, আমরা অধঃ অধঃ মূঢ়যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেও আপনাদের করুণা নিমিত্ত অনুতাপ লেশে আমাদের যেন ভগবানের স্মরণ প্রতিবন্ধক মোহ উপস্থিত না হয়। (৩৬)

ঐ সময়েই ভগবান্ পদ্মনাভ জানিতে পারিলেন আমার দুই জন পুরুষ সাধু সন্নিধানে অপরাধী হইল অতএব যে প্রদেশে ঐ মুনিগণ রুদ্ধ হইয়াছিলেন আপনার চরণ দ্বয় চালন পূর্ব্বক ত্বরায় কমলার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। পদব্রজে গমনের তাৎপর্য্য এই, ভগবানের সুগোচর হইয়াছিল আমার চরণ দর্শনেচ্ছায় ব্যাঘাত হওয়াতেই ঋষিদের রোষ জন্মিয়াছে পদব্রজে গমন করিলে ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের রোষ শান্তি হইবে। আর লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হওনের তাৎপর্য্য এই যে আমি নিষ্কাম দিগকেও ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া থাকি। (৩৭)

যাহাহউক, ভগবান্ ঐ রূপে আগমন করিলে সেই মুনিগণ তাঁহাকে আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফল স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি যেন চক্ষুর্গোচর হইলেন এইরূপ ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন। যদিও ভগবান্ পদব্রজে আসিতেছিলেন তথাচ তাঁহার নিজভৃত্যগণ গমনোচিত ছত্র পাদুকাদি সঙ্গে২ আনিতে ক্রটি করে নাই। অপর তাঁহার দুই পার্শ্বে হংসবৎ অতি শুভ্রবর্ণ দুই ব্যজন এবং মস্তকে শ্বেতাতপত্র ধৃত হইয়াছিল। সেই ছত্রের চতুর্দ্দিকে মুক্তাহার লম্বিত থাকাতে অনুকূল শোভন পবনের সঞ্চারে সে সমস্ত সঞ্চলিত হইতেছিল এবং তাহা হইতে জল কণা বিগলিত হইয়া ভগবানের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল। (৩৮) ভগবানের মুখ প্রসাদে বোধ হইতেছিল যেন মুনি বৃন্দ ও দ্বারপাল সকলেরই প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ফলতঃ তিনি স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের ধাম, সুতরাং তাঁহার প্রেম সহ কটাক্ষেই সকলের অন্তঃকরণে সুখোদয় হইতেছিল। আর লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থলে শোভমানা হওয়াতে তিনি তদ্দ্বারা সত্য লোকের চূড়ামণি স্বরূপ যে বৈকুণ্ঠ, তাহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। (৩৯) অপর তাঁহার নিতম্ব দেশে পীতবসনোপরি মনোভাবন কটি ভূষণ এবং বক্ষঃস্থলে বনমালা লম্বিতা ছিল ও প্রকোষ্ঠে মনোহর বলয় সকল শোভা পাইতেছিল আর তিনি একটী হস্ত নিজবাহন গরুড়ের স্কন্ধে দিয়া অন্য করে লীলাকমল ঘূর্ণায়মান করিতেছিলেন। (৪০) তাঁহার গণ্ড স্থল সৌদামিনীর শোভাধিক্ষেপকারি মকরাকার কুণ্ডলে মণ্ডলাই এবং বদন উচ্চ নাসিকা

বিশিষ্ট, ও কিরীট মণিময় ছিল। অপর বাহু সমূহের মধ্য অর্থাৎ বক্ষঃস্থল মনোহর হারে এবং গলদেশ মহার্হ কৌস্তুভে শোভিত ছিল। (৪১) ফলতঃ ভগবানের ঐ মূর্ত্তি বিবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহার ভক্তগণ এমত তর্ক করিতেছিল "আমিই সৌন্দর্য্যের নিধি" এই বলিয়া লক্ষ্মীর যে অহঙ্কার আছে তাহা অদ্য অস্তগত হইল। অহে দেবগণ! সেই ভগবান্ আমার, (ব্রহ্মার) ঈশ্বরের এবং তোমাদের নিমিত্ত মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া থাকেন, তাঁহার এবম্বিধ সৌন্দর্য্য বিচিত্র নহে। যাহাহউক, মুনিগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া শিরোবনমন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাদের নেত্র পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইল না। (৪২)

মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দনয়ন ভগবানের পদারবিন্দ কেশর মিশ্রিতা তুলসীর মকরন্দ যুক্ত বায়ু তাঁহাদের নাসারন্ধ্র যোগে অন্তঃ প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে যদিও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ হইল। (৪৩) তাঁহারা ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা নীল কমলের কোষ স্বরূপ ভগবদ্বদনের মনোহর অধর এবং হাস্য অবলোকনে লব্ধমনোরথ হইয়া পুনর্ব্বার অধোদৃষ্টি দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয় যাহা নখররূপ অরুণ মণির আশ্রয় ছিল তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। এই রূপে একদা সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য অনুভব বাসনায় বারম্বার ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও অধোদৃষ্টি হইলেন, কিন্তু একেবারে ঊর্দ্ধাধোদৃষ্টি হওয়া অসম্ভব সুতরাং ঐ অভিলাষ পূর্ণ না হওয়াতে পরে ধ্যানস্থ হইলেন। (৪৪)

মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে ভগবান্ যে সকল পুরুষ যোগমার্গ দ্বারা গতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের ধ্যানের বিষয় ভূত এবং অত্যন্ত আদরাস্পদ ও নয়নের আহ্লাদ জনক স্বীয় পৌরুষ শরীর দর্শন করাইতে লাগিলেন, তাহাতে মুনিরা ঐ অবস্থাতেই অসাধারণ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য যুক্ত সেই ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। (৪৫)

ঐ কুমার ঋষিগণ কহিলেন হে অনন্ত! তুমি হৃদয়স্থিত হইয়াও দুরাত্ম ব্যক্তি দিগের নিকট অন্তর্হিত থাক, অর্থাৎ তাহাদিগকে দর্শন দাও না, কিন্তু অদ্য আমাদের সমীপে লুক্কায়িত হইতে পারিলে না, আমাদের নয়নগোচর হইলে। প্রভো, আমাদের পিতা ব্রহ্মা, তোমা হইতে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে তোমার রহস্য আমাদিগকে উপদেশ দেন তৎকালেই তুমি আমাদের শ্রবণ পথ দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছ, ইহাতে কি তোমার আর অন্তর্ধান হইতে পারে? (৪৬) হে ভগবন্! নিরহঙ্কার রাগরহিত মুনিগণ ভক্তিযোগ অর্থাৎ শ্রবণাদি দ্বারা স্ব২ হৃদয়ে যে তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন, আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তুমিই সেই আত্ম তত্ত্বরূপ পরম তত্ত্ব, তুমিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীমূর্ত্তি দ্বারা ভক্ত গণের প্রতিক্ষণ রতি রচনা করিতেছ। (৪৭)

হে ভগবন্! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র, সুতরাং কীর্ত্তনার্হ ও তীর্থ স্বরূপ, যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ যে মোক্ষপদ, তাহাকেও গণ্য করেন না, অন্য ইন্দ্রাদি পদের কথা কি? ফলতঃ ইন্দ্রাদি পদেও তোমার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহিত হয়, তোমার কথা রসজ্ঞ জনেরা সতত নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাঁহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে? (৪৮) হে ভগবন্! ইহার পূর্ব্বে আমাদের পাপ ছিল না, এক্ষণে হইল,

যেহেতু আমরা তোমার ভক্তদিগকে অভিশাপ দিলাম। আমাদের আত্ম পাপ বশতঃ নরকে বাস হইবে। প্রভো! যদিস্যাৎ আমাদের চিত্ত তোমার চরণারবিন্দে ভ্রমর তুল্য হইয়া রমণ করে, অর্থাৎ ভ্রমর যেমন কন্টক দ্বারা বিধ্যমান হইলেও পুষ্পে রমণ করিয়া বেড়ায় তাহার ন্যায় কোন প্রকার বিঘ্ন না গণিয়া যদি আমাদের চিত্ত তোমার চরণে রত হয়, আর যদি আমাদের বাক্য তুলসী তুল্য তোমার পদ যুগল দ্বারা শোভমান হয়, অর্থাৎ তুলসী যেমন আত্ম গুণ নৈরপেক্ষ্যে কেবল তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়; তদ্বৎ যদি আমাদের বাক্য শোভা ধারণ করে এবং তোমার গুণ গণ দ্বারা যদি আমাদের শ্রবণ বিবর পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট নরক হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবেক না। (৪৯) হে বিপুলকীর্ত্তে! তুমি এই যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে ইহা দ্বারা আমাদের নেত্র অত্যর্থ তৃপ্তি প্রাপ্ত হইল। হে ঈশ! তুমি স্বয়ং ভগবান, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের নিকট অপ্রকট হইয়াও এই প্রকারে যে জ্ঞান গোচর হইলে ইহাতে তোমাকে আমরা সহস্রং নমস্কার করি। (৫০)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

ভগবান্ কর্ত্তৃক শান্ত্বিত হইয়া বিপ্রগণের ভগবদ্ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি অনুগ্রহ এবং তাহাদের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন।

ব্রহ্মা কহিলেন হে দেবগণ! বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ সেই মহাযোগি মুনিগণের বচন শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন (১) এই দুই ব্যক্তির নাম জয় এবং বিজয়, ইহারা আমার পার্ষদ বটে কিন্তু যেহেতু আমাকে তুচ্ছ করিয়া তোমাদিগের প্রতি অতিশয় অনুচিত ব্যবহার করিয়াছে, (২) অতএব তোমরা ইহাদের উপরে যে দণ্ড বিধান করিয়াছ ইহাদের প্রভুর প্রতি অবহেলা হেতু আমি সেই দণ্ডই অঙ্গীকার করিলাম। (৩) হে ঋষিগণ! আমি ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকি, অতএব আপনাদিগকে প্রসন্ন করিতেছি আপনারা অপরাধ লইবেন না। হে বিপ্রবৃন্দ! এ বিষয়ে যদিও আমার আপনার কোন অপরাধ নাই সত্য, তথাপি মদীয় পুরুষেরা যে সাধু পুরুষের অসৎকার করিয়াছে তাহা আমার আত্মকৃত জ্ঞান হইতেছে। (৪) ভৃত্যেরা কোন দোষ করিলে লোকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করে কাহার্ ভৃত্য? তাহাতে যে প্রভুর নাম গৃহীত হয়, শ্বেতকুষ্ঠ যেমন ত্বক্ বিনষ্ট করে তাহার ন্যায় ঐ অপবাদে সেই ব্যক্তির যশঃ ক্ষয় পায়। (৫) আমার নাম বিকুণ্ঠ, আমার নির্ম্মল যশঃ শ্রবণে মনোনিবেশ করিলে আচাণ্ডাল সমস্ত জগজ্জন পবিত্রিত হয়, কিন্তু হে দ্বিজগণ! আমার ঐ সুশোভন তীর্থ স্বরূপ যশঃ কোথা হইতে হইল? তোমরাই তো তাহার নিদান, অতএব যে ব্যক্তি তোমাদের প্রাতিকূল্যাচরণ করে সে যদিস্যাৎ আমার বাহু স্থানীয় লোকেশ্বরও হয় তাহাকেও আমি ছেদন করি, অন্যের কথা কি? (৬) যাঁহাদের সেবা করিয়া আমার চরণ পদ্মে পবিত্র রেণু হইয়াছে তাহাতে আমি অখিল লোকের কলুষ বিনাশ করি এবং আপনি এতাদৃশী শীলতা লাভ করিয়াছি যে ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ লেশ লাভ নিমিত্ত বহুবিধ ব্রত নিয়ম করেন আমি বিরক্ত হইলেও তিনি আমাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত ত্যাগ করেন না, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূলাচারী, সে আমার বধ্য ব্যতীত অনুগ্রাহ্য নহে। (৭) হে মুনিগণ! আমি যজ্ঞেতে

অগ্নি রূপ মুখ দ্বারা যজমানের হবিঃ অর্থাৎ চরু পুরোডাশাদি আহার করি সত্য, কিন্তু যে সকল জ্ঞানি ব্রাহ্মণ আমাতে কর্ম্ম ফল সমর্পণ করিয়া প্রতি গ্রাসে রসাস্বাদ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত পায়সাদি ভোজন করেন তাঁহাদের মুখে আমার যেমন ভোজন হয় যজ্ঞে অগ্নি মুখ দ্বারা তদ্রূপ তৃপ্তিকর অশন হয় না। (৮)

অপর হে ঋষিবৃন্দ! আমার যোগমায়ার পরিচ্ছেদ নাই এবং কুত্রাপি তাহার প্রতিঘাত হয় না, আর আমার চরণোদক শশিভূষণ শম্ভু সহিত লোকপাল সকলকে পবিত্রিত করে, ইহাতে আমি পরমেশ্বর এবং পরম পাবন, কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি এ প্রকার হইয়াও যাঁহাদের নির্ম্মল পদধূলি আপনার কিরীট দ্বারা নিরন্তর বহন করিতেছি সেই বিপ্রগণ অপকার করিলেও তাহা কে না সহিষ্ণুতা করিবে? (৯) হে মুনি সকল, ব্রাহ্মণ এবং দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী এই তিনটী আমার শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠান স্থান, "ইহাতে আমার অধিষ্ঠান হয় না" এইরূপ ভেদ দৃষ্টি দ্বারা যে সকল ব্যক্তি এতত্ত্রয় অবলোকন করে তাহাদের দৃষ্টি পাপে বিনষ্টা জানিবে, আমার দণ্ডনায়ক যমের গৃধ্ররূপী দূতগণ সর্পবৎ রোষে পরিপূর্ণ হইয়া চঞ্চু দ্বারা তাহাদের দেহ উৎকৃত্তন করিবে, সন্দেহ নাই। (১০) কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পরুষোক্তি করিলেও যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে, আমাতে যে প্রকার দৃষ্টি করিতে হয় তদ্রূপ দৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ বাসুদেবজ্ঞানে, পূজা করেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে হাস্য করিতে২ পুত্রবৎ সস্নেহ বচন প্রয়োগ করিয়া, আমি যেমন তোমাদিগকে সম্বোধন করি এইরূপে আহ্বান করেন, আমি তাঁহাদের নিতান্ত বশম্বদ, অর্থাৎ বিপ্রভক্তি দ্বারা তাঁহাদের বশীকৃত হইয়া থাকি। (১১) অতএব আমার এই দুই পুরুষ আপন প্রভুর অভিপ্রায় না জানিয়া তোমাদের নিকট অপরাধ করিয়াছে, ইহারা ঐ অপরাধের সমুচিত গতি সদ্যই প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সমীপে আসুক। হে ঋষিগণ! তোমরা এই দুই ব্যক্তির এ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্যত্র বাস অচিরে সম্পন্ন করিলে আমি যথেষ্ট অনুগ্রহ বোধ করিব। (১২)

ব্রহ্মা কহিলেন ঐ ঋষিগণ যদিও সর্পপ্রায় মহাক্রোধে দষ্ট হইয়াছিলেন তথাপি ভগবানের এই প্রকার কমনীয় সুশোভন মুনিকুলার্হ বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের চিত্তে পরিতৃপ্তি বোধ হইল না, অর্থাৎ তাঁহারা এমত মনে করিলেন না যে আর শ্রবণ অনাবশ্যক। (১৩) ফলতঃ তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণ পাতিয়া পরিমিতাক্ষর অথচ গুরুতর অর্থে দুষ্প্রবেশ্য এবং অর্থেও অভিপ্রায়ে গম্ভীর সেই শ্রেষ্ঠ বচন জাত শ্রবণানন্তর যদিও তাহা বিচার করিলেন তথাপি "ভগবান্ কি আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন কিম্বা নিন্দা করিতেছেন অথবা আমরা যে দণ্ড করিয়াছি তাহার সঙ্কোচ করিতেছেন, ইহাঁর কি করিতে বাসনা" সহসা বুঝিতে পারিলেন না। (১৪)

অনন্তর ঋষিদিগের যেন বোধ হইল আমাদের কথায় ভগবান্ আমোদ করিতেছেন, অতএব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক যোগমায়া দ্বারা পরম ঐশ্বর্য্যের পরম উৎকর্ষ প্রকাশক সেই ভগবানকে কহিতে লাগিলেন (১৫) প্রভো, আপনি সকলের ঈশ্বর হইয়া এই যে কহিতেছেন "আমার পুরুষেরা যে অপরাধ করিয়াছে তাহা আমার আপনারই কৃত মানিতেছি, এবং এই দুই ব্যক্তির এ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্যত্র বাস অচিরে সম্পন্ন করিলে আমি যথেষ্ট অনুগ্রহ বোধ করিব" এসকল কথায় আপনকার কি করিতে অভিলাষ, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। (১৬) বিভো! তুমি ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণের হিতকারী, ইহাতে ব্রাহ্মণগণ

তোমার পরম দেবতা সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ বিপ্রগণ দেব পূজ্য হইলেও তুমিই তাঁহাদিগের আত্মা এবং তুমিই তাঁহাদের দেবতা। (১৭) প্রভো! তোমা হইতেই সনাতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং তোমারই অবতারেরা তাহা রক্ষা করিতেছেন, আর তুমিই ঐ ধর্ম্মের গোপ্য ফল, অর্থাৎ তাহা নির্ব্বিকার, স্বর্গাদি ফল তুল্য বিকারী নহে। অতএব তুমি এই প্রকার হইয়া যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ কর উহা কেবল লোক শিক্ষার্থ মাত্র। (১৮) প্রভো! তোমার অনুগ্রহ মাত্রে লোকে বৈরাগ্যযুক্ত ও যোগী হইয়া মৃত্যুর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হয়, তুমি এতাদৃশ পুরুষ, তোমাকে অন্যে অনুগ্রহ করিবে এ কি কথা হইল? (১৯) হে দেব! অন্যান্য অর্থার্থী পুরুষ স্ব২ মস্তক দ্বারা যাঁহার পদরেণু ধারণ করে সেই লক্ষ্মী তোমাকে অবসরে২ সেবা করিয়া থাকেন। প্রভো, ঐ বিষয়ে কমলার আগ্রহ দেখিয়া এইরূপ ভাব বোধ হয় সুকৃতি জনে তোমার চরণে যে নবীন তুলসী দাম অর্পণ করেন তাহাই যাহার আশ্রয় স্থান এমত প্রধান ভ্রমরের স্থান যেন তিনি কামনা করিতেছেন। (২০) বিভো! লক্ষ্মী যে ঐ রূপে তোমার পরিচর্য্যা করেন তাহার তাৎপর্য্য এই, তিনি মনে করেন ইনি অতি সারগ্রাহী ভ্রমর স্বরূপ অথচ অতি চঞ্চল, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহাঁর পদানত হয় তাহার প্রতি অধিক আস্থা করেন, অতএব চরণ বিলগ্ন তুলসীতে সদা সুস্থির হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন তাহাতেই ইহাঁর চরণের মহতী শোভা, আমি বক্ষঃস্থলে আছি বটে কিন্তু এখানে থাকিয়া কি লাভ? চরণে যাই, তুলসীর সহিত তাহারই আরাধনা করিব। হে ভগবন্! কমলা ঐ প্রকার ঔৎসুক্য সহকারে বিশুদ্ধ পরিচর্য্যা দ্বারা তোমার সেবা করিলেও তুমি তাঁহার প্রতি সাতিশয় আদর প্রকাশ কর না, কেননা ভগবদ্ভক্ত জনেতেই তোমার সম্যক সমাদর, তুমি এবম্বিধ এবং স্বয়ং ভজনীয় গুণের ভাজন, তোমাকে কি বিপ্রগণের বর্ত্ম সংলগ্ন ধূলি তথা শ্রীবৎসলক্ষ্ম পবিত্রীকৃত করে? কেন ঐ দুই বস্তুকে ভূষণ বলিয়া ধারণ করিয়াছ? ফলতঃ ঐ উভয়ে তোমার কোন প্রয়োজন নাই, তবে যে পূর্ব্বে বলিলে ব্রাহ্মণদের সেবায় আমার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি, তাহা কেবল লোক সংগ্রহার্থ। (২১) হে ভগবন্! তুমি ত্রিযুগ অর্থাৎ যুগত্রয়েই আবির্ভূত হইয়া থাক এবং ধর্ম্ম স্বরূপ, তোমার অসাধারণ তপস্যা শৌচ দয়া রূপ যে তিনটী চরণ, তাহাই আমাদের প্রতি বরদায়িনী সত্ত্বমূর্ত্তি দ্বারা স্ব২ অভিঘাতক রজ স্তম নিরাকরণ পূর্ব্বক দেব দ্বিজ প্রয়োজনার্থ এই চরাচর পালন করিতেছে। (২২) অতএব ব্রাহ্মণ কুল তোমারই রক্ষণীয়, তুমি ব্যক্ত রূপে অর্চ্চনা ও মধুর বচন দ্বারা তাঁহাদের রক্ষা না করিলে তোমার আপনারই শুভ বর্ত্ম উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, যেহেতু লোকে প্রধান ব্যক্তিরই প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তুমি যদি ব্রাহ্মণকে মান্য না কর তোমার দেখিয়া লোকেরাও বিপ্রকুলের পূজা ও সমাদর করিবে না। (২৩) প্রভো! ঐ বর্ত্মোচ্ছেদ তোমার অভীষ্ট, এমত বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তুমি সত্ত্ব গুণের নিধি এবং লোকদের কল্যাণই বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, এই নিমিত্ত আত্মশক্তি স্বরূপ রাজাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রতিপক্ষ সকলকে সমূলে উন্মূলন কর, অতএব ব্রাহ্মণ কুলে অবনত হওয়া তোমার যুক্ত বটে। হে দেব! তুমি ত্রিভুবনের অধিপতি, এবং এই বিশ্বের পালন কর্ত্তা, ধর্ম্ম রক্ষণ মাত্র প্রয়োজনে ব্রাহ্মণকুলের প্রতি তুমি যে ঐ রূপ অবনত হইলে, ইহাতে তোমার প্রভাব ক্ষীণ হইল না, ঐ অবনতি কেবল বিনোদ মাত্র। (২৪) যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের নিবেদন এই, আপনি এই দুই পুরুষের প্রতি যদি অন্য কোন দণ্ড বিধান করিতে বাসনা করেন, অথবা যদি অন্যান্য গুণ হেতু

ইহাদের বৃত্তি অধিক করিয়া দিতে আপনকার অভিপ্রায় হয়, হে অধীশ, যাহা করিবেন সকলেই আমারদের সম্মতি আছে। আর এই দুই ব্যক্তি নিরপরাধ, আমরা অন্যায় করিয়া ইহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছি; যদিস্যাৎ এমত বোধ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন। (২৫)

মুনিগণের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন ইহারা দুই জনে এখনি অসুরযোনি প্রাপ্ত হউক, ক্রোধাবেশ বশতঃ সমৃদ্ধ সমাধি করাতে ইহাদের যোগ দৃঢ়ীকৃত হইবে, তাহাতে অচিরে পুনশ্চ আমার সমীপে আসিতে পারিবে। হে মুনিগণ! তোমরা যে ইহাদিগকে শাপ দিয়াছ তাহাতে তোমাদের অপরাধ নাই, তোমাদের প্রদত্ত ঐ শাপ আমারই নির্ম্মিত। (২৬)

ব্রহ্মা কহিলেন তদনন্তর সেই মুনিগণ বিকণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ উত্তম রূপে অবলোকন করিলেন। ভগবান্ এবং তদীয় নিবাস ভবন উভয়ই নয়নানন্দ জনক ও স্বয়ং প্রকাশমান সুতরাং তদ্দর্শনে ঋষিদের সাতিশয় প্রমোদ হইল। (২৭) পরে তাঁহারা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ভগবানের আজ্ঞা গ্রহণানন্তর হৃষ্ট চিত্তে ভগবদৈশ্বর্য্যের কথা কহিতে২ স্ব২ স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। (২৮)

মুনিগণ গমন করিলে ভগবান্ আপনার সেই দুই অনুচরকে শান্ত্বনা করত কহিলেন তোমরা প্রস্থান কর, ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। আমি সমর্থ, শাপ মোচন করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্ম তেজের প্রতিঘাত করিতে আমার ইচ্ছা নাই, আর এবিষয় আমারই সম্মত।* (২৯) অতএব গমন কর, তোমাদিগকে অধিক কাল শাপগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইবে না, তোমরা আমার প্রতি ক্রোধযোগে এই ব্রাহ্মণাবমাননা জন্য পাপ উত্তীর্ণ হইয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই পুনর্ব্বার আমার সমীপে প্রত্যাগমন করিবে। ভগবান্ ঐ দুই দ্বারবান্কে এই প্রকার আদেশ করিয়া আপনার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। চারি দিকে ভূরি২ বিমান ভূষণ স্বরূপে শ্রেণিবদ্ধ থাকাতে তাঁহার ভবন সাতিশয় শোভায় শোভমান ছিল। (৩০)

অনন্তর হরিপার্ষদ ঐ দুই ব্যক্তি দুস্তর ব্রহ্মশাপ বশতঃ হরিলোক হইতে পতিত হইতে২ হতশ্রী এবং বিগতগর্ব্ব হইল। (৩১) হে দেবগণ! তাহারা যখন বৈকুণ্ঠ লোক হইতে পতিত হয় তখন সেখানে বিমানাগ্র ভাগে অতিশয় হাহাকার হইয়াছিল। (৩২) হে বৎস সকল! ভগবানের সেই দুই পার্ষদই এক্ষণে দিতির গর্ব্ভে প্রবিষ্ট কশ্যপ বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ কশ্যপের ঔরসে দিতির জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। (৩৩) সেই দুই যমক অসুরের তেজেই অদ্য তোমাদের তেজঃ তিরস্কৃত হইতেছে। হে বৎস গণ! এবিষয়ে প্রতীকার করিতে পারা যাইবেক না, যেহেতু ইদানী এই রূপ বিধান করিতে স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে। (৩৪) হে বৎস

---

* এ বিষয় আমারই সম্মত, ইহার রহস্য এই যদিও সনকাদি মুনির ক্রোধ সম্ভবে না, এবং ভগবানের পার্ষদদিগের ব্রাহ্মণের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণ অসম্ভব, আর ভগবানের নিজ ভক্ত জনে উপেক্ষা নাই, তথা যাহারা বৈকুণ্ঠগত হয় তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, এ সকল সত্য, তথাপি ভগবানের যেমন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয় তদ্রূপ কদাচিৎ যুদ্ধ বাসনা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঐ অভিলাষ কিরূপে পূর্ণ করিতে পারেন, অন্য সকল ব্যক্তিই তাঁহা অপেক্ষা হীনবল, তাহাদের সহিত সমর হইতে পারে না, আর নিজ পার্ষদগণ তুল্যবল হইলেও তাহাদের প্রতিপক্ষ হওয়া অসম্ভব, অতএব আপনি সকলের বুদ্ধি বৃত্তি প্রবর্ত্তক, এপ্রযুক্ত ঐ দুই পার্ষদের ব্রাহ্মণ নিবারণে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া তাহাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ক্রোধ উদ্দীপন করিয়া ব্রহ্মশাপচ্ছলে তাহাদিগকে প্রতিপক্ষ করিলেন সংগ্রাম করণার্থ আপনার যে কৌতুক হইয়াছে অতঃপর তাহা সম্পন্ন করিবেন।

সকল! এবিষয়ের উপায়ার্থ আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন দেখি না, যে আদ্য পুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, যাঁহার যোগমায়া যোগেশ্বরদিগেরও অনুল্লঙ্ঘনীয়া, তিনি ত্রিগুণের অধীশ্বর, যখন সত্বগুণের উৎকর্ষ কাল হইবে তখন আপনিই কল্যাণ বিধান করিবেন, এবিষয়ে আমাদিগের চেষ্টায় কি ফল দর্শিতে পারিবে? (৩৫)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভগবদ্ভৃত্যদ্বয়ের অসুররূপে ভয়ঙ্কর জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষের অদ্ভুত প্রভাব।

মৈত্রেয় কহিলেন ব্রহ্মার প্রমুখাৎ দিতির গর্ব্ভতেজের কারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যেই আপনাদের শঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। (১) এখানে দিতি স্বামির বাক্যে আপনার সন্তানদ্বয় কর্ত্তৃক দেববৃন্দের ভাবি উপদ্রবের বিষয় ভাবনা করিতেছিলেন, শত বৎসর পূর্ণ হইলে দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। (২) তাঁহার দুই সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইল সে সময় স্বর্গ মর্ত্ত আকাশে ভূরি২ ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইয়া সকলেরই মহা২ ভয় উৎপন্ন করিল। (৩) সেই সকল উৎপাতের বিবরণ কত বর্ণন করিব, পর্ব্বত সহিত সমস্ত ভূপ্রদেশ বিচলিত হইল এবং দিক্‌সকল জ্বলিতে লাগিল, আর আকাশ হইতে ভূরি২ ভয়ঙ্কর উল্কা ও বজ্র পতিত হইল ও নভোমণ্ডলে লোকের আর্ত্তির হেতু বহু২ কেতু উদয় হইতে লাগিল। (৪) অপর বায়ু অতিশয় দুস্পর্শ হইয়া বারম্বার ফেৎকার শব্দ করিতে২ বহিতে লাগিল তাহাতে বহু২ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উন্মূলিত হইল। প্রবল বাত্যা তাহার সৈন্য এবং উড্ডীয়মান ধূলি তাহার ধ্বজা স্বরূপ হইয়াছিল। (৫) অপিচ নিবিড়তর ঘনঘটা চতুর্দিগ আচ্ছন্ন করিয়া আসিল, তাহা হইতে ক্ষণে২ ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ বিনির্গত হইতেছিল, তথাপি একরূপ গাঢ় অন্ধকার হইল যে আকাশমণ্ডলে সূর্য্যাদির প্রভাসমূহ যেন এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল, অত্যল্প স্থানও দৃষ্টি গোচর হইল না। (৬) অপর সমুদ্র যেন উদ্বেগাকুল হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, তাহার তরঙ্গ সকল উপর পর্য্যন্ত আসিয়া উঠিল এবং অভ্যন্তরস্থ মকরাদি জলজন্তু সাতিশয় ক্ষুভিত হইল। আর বাপী কূপাদি সহিত নদী সকল একরূপ ক্ষুব্ধ হইল যে সে সকলে যে সমস্ত কমল ছিল তাবৎ শুষ্ক হইয়া গেল। (৭) অপর রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য্যের বারম্বার পরিবেশ হইতে আরম্ভ হইল এবং বিনা মেঘেও মুহুর্মুহু নির্ঘাত অর্থাৎ মেঘগর্জ্জন ও গিরিগহ্বর হইতে রথনির্হ্রাদের তুল্য এক২ টা শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। (৮) গ্রামের প্রান্তে অমঙ্গল শিবা সকল মুখ হইতে ভয়ানক বহ্নি বমন করিতে২ শৃগাল ও পেচকের ধ্বনি সহ অশিব শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। (৯) কুক্কুর নিকর যেখানে সেখানে কন্ধর উন্নত করিয়া কখন সঙ্গীতের ন্যায় কখন বা রোদন তুল্য শব্দ করত স্ব২ বদন হইতে নানা প্রকার বাক্য নির্গত করিতে লাগিল। (১০) অপর গর্দ্দভসকল ভূরি২ দলবদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ খুর দ্বারা ধরাতল উল্লিখন করিতে২ চারি দিকে ধাবমান হইল, তাহারা মত্ত হইয়াছিল এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কেবল আপনাদের জাতীয় খার্কা রবই করিতেছিল। (১১) বিহগ গণ গর্দ্দভশব্দে ভীত হইয়া নানা প্রকার ব্যাকুলতার ধ্বনি করত স্ব২ নীড় হইতে উৎপতিত হইতে

লাগিল, আর কি গোষ্ঠে কি অরণ্যে যাবতীয় পশু ব্যাকুল হইয়া বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিল। (১২) অপর গাভী সকল ভয়ব্যাকুল হইল, তাহাদের স্তন হইতে শোণিতময় দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল, আর মেঘ হইতে পূঁযবৃষ্টি হইল ও দেবপ্রতিমা সকলের নয়ন হইতে অশ্রুপাত আরম্ভ হইল এবং বিনা বায়ুতে তরুসকল পড়িতে লাগিল। (১৩) আর শনি মঙ্গলাদি ক্রূর গ্রহগণ অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া গুরু শুক্রাদি শুভগ্রহগণকে অতিক্রমণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল এবং বক্রগতি দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করত পরস্পর যুদ্ধও আরম্ভ করিল। (১৪)

এই সমস্ত উৎপাতের তত্ত্ব ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ ব্যতীত প্রজাদের বিদিত ছিল না, অতএব এই সকল অনিষ্ট চিহ্ন এবং অন্যান্য বিবিধ ভয়ঙ্কর কুলক্ষণ অবলোকন করিয়া কয়েক ব্রহ্মকুমার ব্যতিরেকে সকল প্রজাই যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইল এবং মনে করিল বুঝি বিশ্ব বিপ্লব উপস্থিত হইল। (১৫)

এ দিকে ঐ দুই আদি দৈত্য দুই প্রকাণ্ড পর্ব্বত তুল্য এবং প্রস্তরবৎ সুকঠিনকায় হইয়া দিন২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহাতে তাহাদিগের পূর্ব্ব সিদ্ধ আত্ম পৌরুষ আপনা হইতেই প্রকাশমান হইল। (১৬) তাহাদের মস্তকস্থ সুবর্ণময় কিরীটের অগ্রভাগ স্বর্গ স্পর্শ করিল এবং দুই জনেই সমুদায় দিক্ ব্যাপিল। আর উভয়ের হস্তেই অঙ্গদাদি ভূষণের দীপ্তি এবং কটিদেশে সুশোভন কাঞ্চীর শোভা প্রকাশমান হইল, কিন্তু চরণাঘাতে পদে২ ভূকম্প হইতে লাগিল এবং কটিদেশ দ্বারা যেন দিবাকরকে অতিক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। (১৭)

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাদের দুই জনের নাম করণ করিলেন, তাহাতে তন্মধ্যে যে জন দিতির স্বদেহ হইতে প্রথমে জন্মিয়াছিল সকলে তাহাকে হিরণ্যকশিপু বলিয়া, এবং দিতি যাহাকে অগ্রে প্রসব করে তাহাকে হিরণ্যাক্ষ বলিয়া জানিল। অর্থাৎ ঐ দুই দৈত্য যমজ, তাহাদের মধ্যে যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হয় তাহার নাম হিরণ্যাক্ষ এবং যে শেষে নির্গত হয় তাহার নাম হিরণ্যকশিপু * বলিয়া বিখ্যাত হইল (১৮)

অগ্রজ হিরণ্যকশিপু স্বীয় বাহুবলে উদ্ধত এবং ব্রহ্মার বরে অমর হইয়া লোকপাল সহিত সমস্ত লোককে আপনার বশবর্ত্তি করিল। (১৯) তাহার অনুজ হিরণ্যাক্ষ তাহার অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিল এবং সদা তাহার প্রীতি জন্মাইত। সে হস্তে গদা লইয়া যুদ্ধ করিবার বাসনায় সমরান্বেষণ করত একদা স্বর্গলোকে গমন করিল। (২০) তাহার চরণদ্বয়ে কাঞ্চনময় নূপুর শব্দায়মান এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা লম্বমানা আর স্কন্ধে মহতী গদা ন্যস্তা ছিল এবং সে অত্যন্ত দুঃসহ বেগে গমন করিতেছিল। (২১) অপর শৌর্য্য বীর্য্য এবং বর দ্বারা গর্ব্বিত ও নিরঙ্কুশ এবং অকুতোভয় হইয়াছিল। তাহাকে অবলোকন করিয়া দেবগণ, গরুড় দর্শনে যদ্রূপ অহিকুল ব্যাকুল হয় তদ্রূপ ভয়ার্ত্ত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। (২২)

* হিরণ্যকশিপু দিতির স্বদেহ হইতে প্রথমে জন্মিলেও যে শেষে ভূমিষ্ঠ হয় তাহার বীজ এই গর্ভাধান সময়ে যোনি পুষ্পে শুক্র প্রবিষ্ট হইয়া যদি দুই বিন্দুতে বিভক্ত হয় তাহা হইলে যমক সন্তান হয় সেই দুই বিন্দু শুক্র যখন সন্তান রূপে পরিণত হইয়া গর্ভ হইতে নিঃসৃত হয় তখন পিতার সেক সময়ে যে বিন্দু অগ্রবর্ত্তী হয় তদুৎপন্ন সন্তান যদিও অগ্রে জন্মে তথাচ প্রসব সময়ে সম্মুখস্থ বালককে লঙ্ঘন করিয়া নিঃসৃত হইতে পারে না সুতরাং পরবর্ত্তি শুক্রবিন্দুজাত সন্তানই প্রথম প্রসূত হয়।

দেবরাজ সহিত সমস্ত দেবগণ স্ব২ তেজে তিরোহিত হইলে কেহ নয়ন গোচর না হওয়াতে ঐ দৈত্যরাজ অতিমাত্র মত্ত হইল এবং বারম্বার গর্জ্জন আরম্ভ করিল। অনেক ক্ষণ পরে আপনিই ক্ষান্ত হইয়া মত্ত হস্তির ন্যায় জল ক্রীড়া করিবার বাসনায় ভয়ঙ্কর রবকারি গম্ভীর সাগরে গিয়া অবগাহন করিল। (২৩) সে জলে প্রবিষ্ট হইলে জলাধিপতি বরুণের সেনা স্বরূপ জলজন্তুগণের বুদ্ধি মহাভয়ে অবসন্না হইল, আপনাদিগের প্রতি আঘাত না হইলেও দৈত্যের দুঃসহ তেজে অভিভূত হইয়া তাহারা দূরে পলাইতে লাগিল। (২৪) যাহাহউক, ঐ মহাবল দৈত্য সমুদ্র মধ্যে বরুণ দেবতার বিভাবরী নামে পুরী প্রাপ্ত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ তন্মধ্যে বিহার করিল। তাহার ভয়ানক নিশ্বাসে বহু২ বৃহত্তর তরঙ্গ হইয়াছিল, সে কৃষ্ণবর্ণ লৌহময়ী গদা দ্বারা সেই সকল তরঙ্গের উপরে আঘাত করিত। (২৫) অনন্তর সাগরমধ্যে জলজন্তুগণের প্রধান এবং পাতাল লোকের পালক বরুণ দেবকে দেখিতে পাইয়া সগর্ব্বে উপহাস করিবার নিমিত্ত প্রণাম করিল এবং নীচবৎ এই বাক্য কহিল, অহে অধিরাজ, আমাকে যুদ্ধ দিতে আজ্ঞা হউক। (২৬) হে মহাশয়! আপনি লোকপালদের অধিপতি বরুণ দেব, এবং মহা যশস্বী, বীরাভিমানি দুর্ম্মদ ব্যক্তিদিগের বীর্য্য বিনাশ করিয়া থাকেন, ইহলোকে দৈত্য দানবদিগকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার সহিত সংগ্রাম করুন দেখি। (২৭)

ঐ দৈত্য এই রূপ উপহাস করিয়া ভর্ৎসনা করিলে জলাধিপতি ভগবান বরুণের সাতিশয় রোষোদয় হইল কিন্তু ঐ দানব মদোৎসিক্ত, তাহার সহিত বলে সমর্থ হইবেন না, আপনার বুদ্ধি দ্বারা ইহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ শান্তি করিলেন এবং কোমল সম্বোধন করত কহিলেন, হে অঙ্গ! আমরা সংপ্রতি যুদ্ধাদি কৌতুক হইতে উপরত হইয়াছি। (২৮) অধিকন্তু অহে অসুরবর! তোমাকে যুদ্ধ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে এমত কোন ব্যক্তি নয়ন গোচর হয় না; কেবল এক পুরাতন পুরুষ ভগবান্ রণ করিয়া তোমার সন্তোষ জন্মাইতে সমর্থ, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তোমার সদৃশ শূর জনে রণ কণ্ডূ বিনোদার্থ তাঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। (২৯) অপর তিনি মহাবীর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে বোধ করি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে এবং তুমি কুক্কুরগণে পরিবৃত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিবে। ফলতঃ ভগবান্ সাধুগণের প্রতি করুণা বিতরণ মানসে তোমার তুল্য অসাধু পুরুষ সংহার করিতে বরাহাদি অবতার ধারণ করিয়া থাকেন। (৩০)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পৃথিবীর উদ্ধারকারি মহাবরাহ সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ।

মৈত্রেয় কহিলেন বরুণের ঐ বাক্য শুনিয়া দুর্ম্মদ দৈত্যের চিত্তে সন্তোষ জন্মিল তাহাতে তিনি যে তাহাকে সমরশায়ী হইবার কথা বলিলেন তাহা গণ্য করিল না। অনন্তর নারদ প্রমুখাৎ হরির গতি অবগত হইয়া সত্বর রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। (১) সেখানে সর্ব্ব জয়ী ধরাধারী বরাহরূপী হরি নেত্রপথবর্ত্তী হইলে সে তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল এ কি আশ্চর্য্য! বরাহ জলে চরে *। ভগবান্ তখন দশনাগ্র ভাগ দ্বারা

* হিরণ্যাক্ষ দৈত্য ভগবানের অধিক্ষেপার্থ যে সকল বাক্য কহিয়াছিল অর্থান্তর অন্বেষণ

অবনীকে উন্নীত করিতেছিলেন, দানব দর্শনে তাঁহার নয়ন রোষে অরুণ বর্ণ হইল, তদ্দ্বারাই ঐ দৈত্যের তেজঃ শোষণ করিতে লাগিলেন। (২) কিন্তু ঐ দৈত্য তাহাতে মনোযোগ না করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল অহে অজ্ঞ এ দিকে আইস, ধরাকে ধরিও না, পরিত্যাগ কর, বিশ্বস্রষ্টা পাতালবাসি অস্মদাদিকে ইহা সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে কেন ইহা পাতালে অবতরণ করিবে, অতএব ত্যাগ কর। অহে সুরাধম ! তুমি শূকরাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আমার সমক্ষে কি এই পৃথিবীর সহিত আমাদের কল্যাণ পাইতে পারিবে ? (৩) আমাদের বৈরিবর্গ আপনাদের অভব অর্থাৎ বিনাশ নিমিত্ত কেন তোমার সেবা করে বলিতে পারি না, তোমার ক্ষমতা কি ! পরোক্ষে থাকিয়া জয় কর, সর্ব্বদাই তো দেখিতে পাই মায়াযোগেই অসুর সংহার করিয়া থাক, অতএব যোগমায়াই তোমার বল, যাহাহউক, আইজ তোমাকে সংস্থাপন করিয়া (মারিয়া) সুহৃদ্গণের শোক মার্জ্জন করিব। (৪) তুমি অতিশয় অল্প পৌরুষ, আমার হস্ত হইতে এই গদা চ্যুতা হইয়া তোমার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলে তুমি পঞ্চত্ব পাইবে, তাহা হইলে যে সকল ঋষি ও দেবতা তোমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকে তাহারা নির্মূল হইয়া আপনা হইতেই আর প্রকাশ পাইবেক না। (৫)

শত্রুর এই প্রকার কটূক্তিশস্ত্রে সাতিশয় ব্যথা জন্মিলেও ভগবান্ বরাহ দন্তাগ্রস্থিতা পৃথ্বীকে অত্যর্থ ত্রস্তা দেখিয়া তাহা সহ্য করিলেন এবং কুম্ভীর বা অন্য প্রকার জলজন্তু কর্ত্তৃক আহত করী যদ্রূপ করেণু সহিত জলাশয় হইতে নির্গত হয়, তাহার ন্যায় অবনীকে লইয়া সলিলের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইলেন। (৬) ভগবান্ যখন জল হইতে নির্গত হয়েন তখন মৎস্য যেমন হস্তির অনুগামী হয় তদ্বৎ ঐ দৈত্য তাঁহার পশ্চাৎ২ আসিয়া তিরস্কার বাক্যে কহিল আঃ ! নির্লজ্জ ও অসৎ লোকের কিছুই গর্হিত নহে, নিন্দা ভয় নাই, সুতরাং পলায়ন অযুক্ত নয়। তৎকালে ঐ

করিলে তাহা হইতে বস্তুতঃ ভগবানের স্তবই হইয়াছিল "কি আশ্চর্য্য বরাহ জলে চরে" এই অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত সে "অহো বনগোচরো মৃগঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে এমত অর্থও হয়, আঃ জলশয়ন নারায়ণ, ইনিই যোগিগণের অন্বেষণীয়। (২) অপর সে ভগবান্কে অজ্ঞ বলিয়া যে সম্বোধন করে তাহার এ অর্থও হয়, যাহা অপেক্ষা জ্ঞ, অর্থাৎ অভিজ্ঞ কেহ নাই, তুমি তাদৃশ পুরুষ, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। অপর সুরাধম বলিয়া যে সম্বোধন করে তাহারও এইরূপ অর্থ হইতে পারে, যাহা অপেক্ষা সুরগণকে অধম বোধহয়, তুমি সেই পুরুষ, অর্থাৎ সুরোত্তম। তৎপরে যাহা বলে তাহারও এমত অর্থ হইতে পারে, তুমি এই পৃথিবীর সহিত বর্ত্তমান হইয়া আমাদের সমস্ত মঙ্গল, অর্থাৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই, তথাপি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এই ধরাকে পরিত্যাগ কর, তুমি কেবল লীলা বশতঃ এই শূকর রূপ স্বীকার করিয়াছ। (৩) ঐ দৈত্য তদনন্তর যে বাক্য বলিয়াছিল তাহার অর্থ ইহাও হইতে পারে, আমাদের বৈরিবর্গ, অর্থাৎ দেব ঋষিগণ অভব অর্থাৎ মোক্ষ নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করে, তুমি পরোক্ষ অর্থাৎ দূরে থাকিয়াও জয় কর, তোমার যোগমায়ারূপ অচিন্ত্য বল, পৌরুষ তোমার নিকট তুচ্ছ পদার্থ মাত্র, তোমাকে সংস্থাপন করিয়া, অর্থাৎ ভক্তি পূর্ব্বক হৃদয় মধ্যে স্থির করিয়া সুহৃদ্গণের সংসার দুঃখ নাশ করি। (৪) তাহার পর যে বাক্য কহে তাহারও এই অর্থ হইতে পারে, যথা আমার হস্ত হইতে চ্যুতা গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ হইবে না, তাহাতে বরং তুমি সুখে অবস্থিতি করিবে। তুমি ঐ রূপ হইলে যে সকল দেবতা ও মুনি তোমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করেন তাঁহারা স্বয়ং অর্থাৎ উদ্যম না করিলেও অমূল হইবেন না, অর্থাৎ দৃঢ়মূল হইবে। (৫)

অসুর ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, তাহার কেশ গুলা কপিশ বর্ণ এবং দংষ্ট্রা অতিশয় করাল, আর সে বজ্র নির্ঘোষ তুল্য ধ্বনি করিতেছিল। (৭) কিন্তু ভগবান্ তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেন না, তাহার সমক্ষেই জলের উপরি ভাগে বসুধাকে সুস্থির করিয়া তাহাতে আধার শক্তি নিহিত করিয়া দিলেন। ভগবানের এই কার্য্য দর্শনে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং আকাশ হইতে দেবগণ সকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। (৮)।

ধরা আধার শক্তি প্রাপ্তা হইয়া জলোপরি সংস্থাপিতা হইলে ভগবান্ নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ অসুরের প্রতি মনোযোগ করিলেন। সে সুবর্ণাভরণ ভূষিত এবং কাঞ্চনময় চিত্র কবচে সুদৃঢ়গাত্র হইয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক কটূক্তি দ্বারা বারম্বার মর্ম্মস্থানে দন্তাঘাত করিতে২ পশ্চাৎ২ আসিতেছিল, ভগবান্ এখন জাতক্রোধ হইয়া তাহার উপহাসে প্রত্যুত্তর করত কহিলেন (৯) অহে আমরা জলচর বরাহ সত্য, কিন্তু তোমাদের সদৃশ কুকুরের অন্বেষণ করিতেছি। অরে অভদ্র! তুই কি আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্, তুই তো মৃত্যু পাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, বীরগণ কদাচ তোর শ্লাঘা গ্রহণ করিবেন না, (১০) আমরা জলবাসিদিগের নিক্ষিপ্ত বস্তু হরণ করাতে তুই গদা প্রহারে আমাদিগকে ভ্রষ্টশ্রী ও পলায়নপরায়ণ করাইতেছিস্ তথাপি এই দেখ্ আমরা কোন প্রকারে কায় ক্লেশে এখানে রহিয়াছি। অথবা আমাদিগকে যুদ্ধে থাকিতেই হইবে, বলবানের সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিয়াছি, কোথা গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব। (১১) আয়, শীঘ্র আমাদের পরাভবার্থ যত্ন কর, তুই পদাতিদিগের যে সকল যূথপ, তাহাদেরও প্রধান, তোর তো ভয় ও সংশয় নাই। আয়, আমাদিগের নিধন নিষ্পন্ন করিয়া আপনার সুহৃদ্গণের শোকাশ্রু মোচন কর, অরে! প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পূর্ণ না করিলে অতিশয় অসভ্যতা প্রকাশ হয়। (১২)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ভগবান্ সেই অসুরকে এই প্রকারে তিরস্কার ও উপহাস করিলে, মহাসর্পকে ক্রীড়া করাইতে গেলে তাহার যেমন ক্রোধ হয় তাহার ন্যায় সে তীব্র রোষে পরিপূর্ণ হইল (১৩) এবং ক্রোধ বশতঃ তাহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কম্পিত কলেবর হইয়া ঘন২ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে২ বেগে ভগবানের প্রতি ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া গদা দ্বারা আঘাত করিল। (১৪) কিন্তু সে ভগবানের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহাতে যোগারূঢ় জনে যেমন মৃত্যুকে বঞ্চনা করে তাহার ন্যায় ভগবান্ বক্রীভূত হইয়া তাহার ঐ গদাবেগ বিফল করিয়া দিলেন। অনন্তর সে পুনর্ব্বার আপনার গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে ভগবানের সমধিক ক্রোধ হইল, রোষ বশতঃ স্বীয় অধর দংশন করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন (১৫) এবং আপনার গদাদ্বারা ঐ অরির দক্ষিণ ভ্রূতে আঘাত করিলেন, কিন্তু ঐ দৈত্য গদাযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিল, ইহাতে ভগবানের ঐ গদা না আসিতে২ প্রতিঘাত করিল। (১৬)

অহে বিদুর! ভগবান্ হরি এবং হিরণ্যাক্ষ দানব এই দুই জনের ঐ রূপে গদা যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়েই জয়েচ্ছায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়াতে দুই জনকেই ভূরি২ আঘাত সহ্য করিতে হইল। (১৭) দুই জনেই পরস্পরের উপর স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন এবং তীক্ষ্ণ গদার আঘাতে দুই জনেরই অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল, অধিকন্তু শরীর হইতে নির্গত রুধিরের আঘ্রাণ পাওয়াতে উভয়েরই ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাতে দুই জনেই পরস্পর জিগীষায় বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন, অতএব গাভী নিমিত্ত

যদ্রূপ মত্ত বৃষদ্বয়ের মহাযুদ্ধ হয় তাহার ন্যায় তাঁহাদের সংগ্রাম ঘোরতর রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। (১৮) হে কুরুনন্দন! ভগবান্ মায়া দ্বারা বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যের সহিত ঐ রূপে সমরে প্রবর্ত্তমান হইলে ব্রহ্মা উভয়ের রণ দর্শন বাসনায় ঋষিগণ পরিবৃত হইয়া আগমন করিলেন। (১৯)

ঋষি সহস্রের নায়ক ব্রহ্মা আগমন করিয়া দেখিলেন দৈত্য শৌর্য্য প্রাপ্ত হওয়াতে মত্ত হইয়াছে, তাহার ভয়মাত্র নাই, এবং যেং প্রতীকার তাহার কর্ত্তব্য, সকলই করিয়াছে, কিন্তু ভগবান্ হইতে কোন প্রকারে তাহার বিক্রমের প্রতিক্রিয়া হইতেছে না। ব্রহ্মা এই সকল অবলোকন করিয়া আদিবরাহ নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন (২০) হে দেব! এই অসুর আমাদের সকাশাৎ বর প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষ শূন্য হইয়াছে, এ ব্যক্তি তোমার চরণাশ্রিত দেবতা ব্রাহ্মণ গাভী এবং অন্যান্য অনপরাধ প্রাণিনিকরের প্রতি বৃথা অপরাধ আরোপ করে, যদি কেহ তাহা পরিহারার্থ প্রবৃত্ত হয় তাহাকে ভয় দেখায়, তাহাতেও ক্ষান্ত হয় না, ভীত দেখিলে ধন প্রাণ হরণ করে। এ কণ্টক প্রতিপক্ষ নিরীক্ষণার্থ সকল লোকে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। (২১) হে দেব! এ দুরাত্মা অতিশয় অহঙ্কৃত মায়াবী এবং দুর্দম্য, বালক যেমন ক্ষুভিত বিষধরের পুচ্ছাকর্ষণাদি দ্বারা তাহার সহিত খেলা করে তাহার ন্যায় আপনি ইহাকে লইয়া ক্রীড়া করিবেন না (২২) হে অচ্যুত! এই দারুণ দৈত্য আসুরী মর্য্যাদার শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়া যাবৎ বর্দ্ধিত না হয় তাবৎ নিজ মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক এ পাপটাকে বিনষ্ট করুন। (২৩) প্রভো! সংপ্রতি লোকনাশকারিণী ঘোরতমা সন্ধ্যা উপস্থিত হইতেছে, এই উপযুক্ত সময়, হে সর্ব্বাত্মন্, এই সময়ে দেববৃন্দের জয় বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। (২৪) হে ভগবন্, এক্ষণে অভিজিৎ নামে শুভদ যোগ ও আছে, এ মুহূর্ত্ত অতি উত্তম, ইহা প্রায় গত হয়, অধিক বিলম্ব নাই, যাবৎ অবশেষ থাকে তাবৎ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত এই দুস্তর দানবকে বধ করুন। প্রভো, আমরা আপনকার সুহৃৎ, আমাদের হিত করা আপনকার কর্ত্তব্য। (২৫) হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং শাপানুগ্রহকালে আপনাকেই ইহার মৃত্যু স্বরূপে নির্ম্মিত করিয়াছেন, এ ব্যক্তি ভাগ্য বশতঃ আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আশু আয়োধনে ইহার নিধন সম্পাদন করিয়া ত্রিভুবনকে সুখি করুন। (২৬)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মার প্রার্থনায় আদিবরাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ।

মৈত্রেয় কহিলেন ব্রহ্মার ঐ সমস্ত সত্য অথচ অমৃত তুল্য বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ আদি বরাহের আস্য ঈষৎ হাস্যে বিকসিত হইল, অর্থাৎ তাঁহার মনে হইল আমি স্বয়ং কাল স্বরূপ, ইনি আমাকে আবার মুহূর্ত্তের বল উপদেশ করিতেছেন, এই বিবেচনা করিয়া হাস্য করিলেন, পরন্তু তৎপরেই প্রেমগর্ভ অপাঙ্গ অবলোকন দ্বারা ব্রহ্মার ঐ বাক্য স্বীকার করিলেন। (১) অনন্তর দানবকে আপনার সম্মুখে অকুতোভয়ে বেড়াইতে দেখিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক তাহার উপরে পতিত হইলেন এবং তাহার হনুদেশে অর্থাৎ কপোলের নিম্ন ভাগে গদাঘাত করিলেন। (২) হিরণ্যাক্ষ

দানবও আপনার গদাদ্বারা ভগবানের গদার প্রতিঘাত করিল, তাহাতে তাঁহার গদা হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিতেং নীচে পড়িয়া সাতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল। অহে বিদুর! ভগবানের কর হইতে যে সময় গদা পতিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিতেছিল (৩) তখন ভগবান্ নিরায়ুধ হওয়াতে ঐ দৈত্য প্রহারের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার প্রতি প্রহার করিল না, কারণ সে যুদ্ধের ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিল, বস্তুতঃ তাহার ঐ রূপ করিবার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে ভগবানের ক্রোধ জন্মাইবে। যাহাহউক, মহাবরাহের হস্ত হইতে গদা পতিতা হইলে সুরগণ মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল। অতএব ভগবান্ দেবতাদিগকে ভীত বিবেচনা করিয়া কহিলেন ভয় নাই, পরে আপনার সুনাভ নামক সুদর্শন চক্র স্মরণ করিলেন। (৪)

দেবতারা যাহাকে অধম দৈত্য বোধ করিয়া ভীত হইলেন সে ব্যক্তি বস্তুতঃ ভগবানের এক জন প্রধান পার্ষদ, তাহাতেই ভগবান্ আপনার চক্র ব্যগ্র করত তাহার সহিত বিশেষ রূপে মিলিত হইতেছিলেন। কিন্তু এ তত্ত্ব বিদিত না থাকাতে আকাশ-চারি সুরগণের বদন হইতে এই চিত্র বাক্য বারম্বার উচ্চারিত হইতে লাগিল, হে দেব! তোমার মঙ্গল হউক, ইহাকে শীঘ্র বধ কর। (৫)

এ দিকে ঐ দৈত্য পদ্মপলাশলোচন ভগবান্‌কে চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল, তাহাতে তাহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষুভিত হইতে লাগিল, পরে রোষ বশতঃ উচ্ছাস ত্যাগ করিতেং আপনি আপনার দন্তচ্ছদ দংশন করিল। (৬) তাহার দংষ্ট্রা সকল অতি ভয়ানক, এবং সে চক্ষুর্দ্বারা যেন দগ্ধ করত নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে ঐ আকারে ভগবানের প্রতি ধাবমান হইয়া "এই হত হইলে" ইহা বলিয়া স্বীয় গদাদ্বারা তাঁহার উপরে আঘাত করিল। (৭) অহে বিদুর! ভগবান্ যজ্ঞশূকর ঐ শত্রুর অক্ষি সমক্ষেই আপনার বাম চরণ দ্বারা বায়ুবৎ বেগবতী তদীয় গদার প্রতিঘাত করিলেন (৮) এবং কহিলেন অরে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, ভাল, আবার আপন আয়ুধ ধরিয়া চেষ্টা কর। বরাহরূপী ভগবান্ এই কথা কহিবামাত্র সে পুনর্ব্বার গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা ক্ষেপণ করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ আরম্ভ করিল। তাহার গদা ক্ষিপ্তা হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাইয়া, গরুড় যেমন সর্পিণী ধরে তদ্রূপ অবলীলা ক্রমে ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিলেন। (৯)

দৈত্য দেখিল আপনার পৌরুষ প্রতিহত হইল, অতএব আপনাকে হত-মান জ্ঞান করিয়া অপ্রতিভ হইল, ইহাতে যদিও ভগবান্ বরাহ তাহাকে তদীয় গদা পুনর্ব্বার প্রদান করিতে চাহিলেন তথাচ লজ্জাবশতঃ তাহা লইতে ইচ্ছা করিল না, (১০) অভিচারে প্রবৃত্ত অকার্য্যকারী পুরুষ যেমন ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া মারণাদি প্রযোগ করে তাহার ন্যায় সে যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহকে লক্ষ্য করিয়া জ্বলন্ত অনলতুল্য গ্রসনলোলুপ ত্রিশিখ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষেপণ করিল। (১১) দানব মহাসৈন্যের ঐ শস্ত্র ভয়ানক তেজঃ সহকারে আকাশ মধ্যে প্রকাশমান হইলে, * ইন্দ্র যেমন গরুড়ের ত্যক্ত পক্ষ ছিন্ন করিয়াছিলেন তাহার ন্যায় ভগবান্ বরাহ তাহার ঐ অস্ত্র আপনার শাণিতাগ্র চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন। (১২) মহাস্ত্র শূল বরাহের চক্রাঘাতে বহু প্রকারে

---

* এবিষয়ের ইতিহাস এই, দেবগণকে পরাজয় করিয়া গরুড় অমৃতকলস লইয়া যাইতেছিল, তাহাতে দেবরাজ তাহার বিনাশার্থ আপনার মহাস্ত্র বজ্র প্রয়োগ করেন। গরুড় ভগবানের বরে অমর

ছিন্ন হইলে দৈত্যের ক্রোধ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল তাহাতে সে সিংহনাদ করিতে২ তাঁহার ভিমুখে আগমন করিয়া তদীয় বিভূতি শালি বিস্তীর্ণ বক্ষে কঠোর মুষ্টি নিপাতনান-র অন্তর্দ্ধান হইল। (১৩) কিন্তু, বিদুর! সে এই প্রকারে আঘাত করিলেও তাহাতে ভগবান্ আদি শূকরের শরীর কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্রও কম্পিত হইল না, মাল্য প্রহারে মদমত্ত মতঙ্গজের কি কায়কম্পন সম্ভবে? (১৪)

অনন্তর ঐ দৈত্য যোগমায়ার ঈশ্বর হরির প্রতি বহু প্রকারে মায়া বিস্তার আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া প্রজা সকল অতিশয় ভয় পাইল এবং মনে করিল বুঝি জগতের প্রলয় উপস্থিত হইল। (১৫) ফলতঃ তাহার পরেই প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহিতে লাগিল এবং ধূলি দ্বারা যাবস্ত দিক্ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল ও যেন ক্ষেপণ নামক যন্ত্র বিশেষ দ্বারা ক্ষিপ্ত হইয়া অগণ্য প্রস্তর চারি দিক্ হইতে পড়িতে থাকিল। (১৬) আর গগণমণ্ডলে ঘোরতর ঘনঘটা উদিতা হইল, তাহা হইতে বারম্বার বিদ্যুৎ ও বজ্রনির্ঘোষ সহ পূঁয শোণিত কেশ অস্থি বিষ্ঠা মূত্র বর্ষণ হইতেছিল এবং তাহা এরূপ বিস্তৃতা হইয়া চারি দিগে ব্যাপিল যে নভোমণ্ডলের নক্ষত্র গণ যেন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল এমত বোধ হইল। (১৭) অপিচ পর্ব্বত সকল এরূপ দৃষ্ট হইল যেন তাহারা বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ করিতেছে। তদনন্তর কতক গুলা রাক্ষসীও দেখা দিল, তাহারা সকলেই দিগ্বাসা অর্থাৎ নগ্না, সকলেরই মস্তকে আলুলায়িত কেশ, এবং সকলেরই হস্তে এক২টা শূল ছিল। (১৮)--আর বহু২ যক্ষ রাক্ষস এবং হস্তি অশ্ব পদাতি আততায়ী রূপে প্রকাশমান হইয়া "মার্ মার্" এইরূপে হিংস্র এবং উগ্র বাক্য কহিতে লাগিল। (১৯)

যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ ঐ দানব কর্ত্তৃক প্রযুক্ত এই সমস্ত মায়া অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশ নিমিত্ত আপনার পরম প্রিয় সুদর্শনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। (২০) এই সময়ে দিতির ভর্ত্তৃবাক্য স্মরণ হইল তাহাতে সহসা তাহার হৃৎকম্প এবং স্তন হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল। (২১)

ভগবানের চক্রদ্বারা দৈত্যের সমস্ত মায়া উৎসাদিত হইলে সে পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং রোষবশতঃ তাঁহাকে ধরিয়া যেন আপনার বাহুদ্বয় মধ্যে স্থাপন করত বলে নিষ্পিষ্ট করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু শেষে দেখিতে পাইল তিনি বাহুর বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছেন (২২) অতএব অপ্রতিভ ও জাতক্রোধ হইয়া বজ্রময় মুষ্টি প্রহার আরম্ভ করিল। তাহাতে ভগবান্ মহাবরাহ, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি আঘাত করিয়াছিলেন তাহার ন্যায় আপনার কর অর্থাৎ সম্মুখস্থ পদদ্বয় দ্বারা তাহার কর্ণমূলে আঘাত করিলেন। (২৩) যদিও ঐ দানব অবজ্ঞা পূর্ব্বক আহত হইল তথাচ একাঘাতেই তাহার সর্ব্ব শরীর বিঘূর্ণিত, লোচন দ্বয় বহির্গত, এবং কর চরণাদি বিশীর্ণ হইল, অতএব বায়ুবেগে উন্মূলিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ যদ্রূপ পতিত হয় তদ্বৎ ভয়ঙ্কররূপে ভূতলে পড়িয়া গেল। (২৪) তাহার অকুণ্ঠ তেজঃ ও ভীষণ দশন ছিল আর আপনি ক্রোধভরে সর্ব্বদাই আপনার

ইয়াছিল, অমররাজের অশনি তাহার অসুনাশ করিতে সমর্থ হইল না, কিন্তু গরুড় বিবেচনা করিল বেন্দ্রের বজ্র অমোঘ, আমার নিকট আসিয়া ইহার হতমান হইয়া যাওয়া উচিত হয় না, তএব তাহার মানদানার্থ একটী পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা আকাশে প্রকাশমান হইলে ইন্দ্র তাহাই ছেদন করেন।

অধর দংশন করিত। সে ঐ প্রকারে পতিত হইয়া ভূমিশায়ী হইলে ব্রহ্মাদি যে সকল অমর সমর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সহর্ষে অবলোকন করিয়া সশ্লেষ বাক্যে পরস্পর কহিতে লাগিলেন অহো এ কে শমন সদনের আতিথ্য লাভ করিতেছে (২৫) এ সেই দৈত্যবর না কি? যোগিগণ আরোপিত লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছায় নির্জ্জনে বসিয়া যোগ ও সমাধি দ্বারা যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন সেই এই মহাবরাহের অগ্রপদ দ্বারা আহত হইয়া ইহাঁর বদনারবিন্দ দর্শন করত সেই কি এই তনু ত্যাগ করিল। (২৬)

তদনন্তর দেবগণ আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক মহাবরাহের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, তুমিই সমস্ত যজ্ঞের কারণ, তুমিই লোক স্থিতির নিমিত্ত নির্মল সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। এই দৈত্য বিবিধ উৎপাত করিয়া জগতের মর্ম্ম পীড়া দিতেছিল, আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ এ তোমাকর্ত্তৃক নিহত হইল, হে ঈশ! আমরা তোমার চরণে ভক্তি করিয়া থাকি তাহাতেই এই উৎপাত দূর করিলে, এখন আমরা নিবৃ্ত হইলাম। (২৭)

মুনিবর মৈত্রের এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন এই প্রকারে অসহ্যবিক্রম হিরণ্যাক্ষ দানবের নিপাত হইলে পর ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ভগবান্ আদি শূকর নিত্যসুখধাম স্বীয় নির্ম্মল ধামে গমন করিলেন। (২৮) ভগবান্ হরি অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রকার চেষ্টা করেন এবং মহা-বরাহের সহিত মহাসমরে উদার বিক্রম হিরণ্যাক্ষ দানব ক্রীড়নক তুল্য যে রূপে নিরাকৃত হয়, অহে বিদুর! তাহার এই বৃত্তান্ত যেমন শুনিয়াছিলাম তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। (২৯)

সূত কহিলেন হে দ্বিজবর শৌনক! মুনিবর মৈত্রেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত ঐ সমস্ত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের পরম ভক্ত বিদুর অতিশয় আনন্দিত হইলেন। (৩০) হে মহাশয়! এ বিষয়ে তাঁহার আনন্দোদয় বিচিত্র নয়, উদ্দামযশঃশালি অন্যান্য পুণ্য শ্লোক দিগের কথা শ্রবণ করিলেও যখন আমোদ উপস্থিত হয় তখন শ্রীবৎসাঙ্ক স্বয়ং ভগবানের কথায় আনন্দ জন্মিবার কথা কি আবার বলিতে হইবে। (৩১) হে ব্রহ্মন্! একদা গজেন্দ্র গ্রাহগ্রস্ত হইয়া মহাবিপদ্জ্ঞানে তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যান পরায়ণ হইতেছিল এবং তাহার করেণু সকল কাতর হইয়া অতিশয় আর্ত্তনাদ করিতেছিল তা-হাতে যিনি অনুধ্যানমাত্রে দয়াপ্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। (৩২) তিনি তো অনন্যগতিক ঋজু মনুজ মাত্রের অতি সুখারাধ্য, কেবল অসাধুলোকেই তাহাকে দুরারাধ্য বোধ করে, ইহাতে কোন্ কৃতজ্ঞ সাধু তাঁহার আরাধনা না করিবেন। (৩৩) হে দ্বিজ! এই হিরণ্যাক্ষবধ বৃত্তান্ত এবং ধরণীর উদ্ধারার্থ ভগবানের শূকর রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া বিবরণ যে ব্যক্তি শ্রবণ কিম্বা গান করেন অথবা ভক্তি সহকারে ইহাতে আমোদ দর্শান্ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও তাহার পরিত্রাণ হইতে পারে। (৩৪) হে মুনে! ভগবানের এই ক্রীড়া বিবরণ অতিশয় পুণ্যজনক, পরম পবিত্র, সদা ধনাবহ, মহাযশস্কর, আয়ু এবং আশীর্ব্বাদের স্থান, এবং যুদ্ধে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধিকারক, যাহারা এতৎ শ্রবণ করেন তাঁহাদের পর-কালেও ভগবান্ নারায়ণে গতি লাভ হয়। (৩৫)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশতিতম অধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রস্তাবিত মনুবংশ বর্ণনার্থ সৃষ্টিপ্রকরণানুস্মরণ।

কুলপতি শৌনক সূতকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, স্বায়ম্ভুব মনু অবনীরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া নবীনজন্মা প্রাণিদিগের নির্গমার্থ কি করেন, অর্থাৎ কিং উপায়ে অর্ব্বাচীন প্রাণিনিকর সৃষ্ট হইল? (১) অপর হে সূত! মহাভাগবত বিদুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অকৃত্রিম মিত্র, তাঁহার অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় অনাদর করাতে তিনি সাপত্য ভ্রাতাকে কৃতাপরাধ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (২) আর আপনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাসের দেহ হইতে উৎপন্ন হন্, ইহাতে মহিমায় ঐ মহর্ষি অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, অপর সর্ব্বান্তঃকরণে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তৎপরায়ণ জনের অনুগামী হয়েন। (৩) তিনি তীর্থপর্য্যটন দ্বারা স্বীয় কলুষ ক্ষয় পুরঃসর গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইয়া তথায় অধ্যাসীন তত্ত্বজ্ঞ মৈত্রেয়কে কি জিজ্ঞাসা করিলেন? (৪) তাঁহারদের পরস্পর কথোপকথন সময়ে অবশ্য ভগবৎপদাশ্রয়া অমল কথাই প্রবৃত্তা হইয়া থাকিবেক, সে সকল কথার মহা মাহাত্ম্য, গঙ্গা জলের তুল্য পাপরাশি বিনাশ করে। (৫) তুমি আমাদিগের নিকট সেই সকল কথা কীর্ত্তন কর, তোমার কল্যাণ হউক, আমরা এত শুনিলাম তথাপি আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় নাই। অহে সূত! যে ভগবানের সকল কর্ম্মই উদার এবং সকলই কীর্ত্তনার্হ, তাঁহার লীলামৃত পান করিয়া রসজ্ঞ কোন্ ব্যক্তিই বা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, যাহা২ জিজ্ঞাসিলাম বল। (৬)

নৈমিষারণ্যবাসি ঋষিগণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রবণৌৎসুক্য প্রকাশ করিলে রোমহর্ষণতনয় উগ্রশ্রবাঃ ভগবানের প্রতি আপনার মনঃ অর্পণ করত কহিলেন তবে শ্রবণ করুন। (৭) হে বিপ্রবৃন্দ! স্বকীয় মায়া দ্বারা শূকর শরীর ধারণ করিয়া ভগবানের রসাতল হইতে ধরণী উদ্ধার লীলা এবং অবহেলা ক্রমে হিরণ্যাক্ষ দানব নিপাতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিদুরের মনে সাতিশয় আনন্দ জন্মিল, তিনি হর্ষে পুলকিত হইয়া মুনিবর মৈত্রেয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৮)

বিদুর কহিলেন ব্রহ্মন্! প্রজাপতিদিগের পতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাপতি গণের সৃজনানন্তর কোন্ কার্য্য আরম্ভ করিলেন? মুনে! অব্যক্ত মার্গ আপনকার বিলক্ষণ বিদিত আছে, অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। (৯) হে মহাশয়! মরীচি প্রভৃতি বিপ্র বৃন্দ তথা স্বায়ম্ভুব মনু, ইহাঁরা ব্রহ্মার আদেশে কি প্রকারে এই জগৎ উৎপাদন করিলেন? (১০) তাঁহারা কি সস্ত্রীক হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন? না স্বতন্ত্র২ সৃজন করেন? অথবা প্রজাসর্গাদি কার্য্যে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর সাপেক্ষ্যে কি ইহা রচনা করিয়াছেন? (১১)

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরের এই সকল প্রশ্নে উত্তর দানার্থ পূর্ব্বে যে সৃষ্টি প্রকরণ কহিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করত কহিতে লাগিলেন, অহে বিদুর, সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয় স্বরূপ প্রধান বা প্রকৃতি নির্ব্বিকার হইয়া ছিল কিন্তু অতর্ক্য দৈব, অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ, আর কাল, এই তিন কারণে তাহা সংক্ষু-

ভিত হওয়াতে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। (১২) রজোগুণ প্রধান ঐ * মহত্ত হইতে পরমেশ্বরেচ্ছায় ভূতাদি অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মে, সেই অহঙ্কার ত্রিগু অর্থাৎ তাহাতে সত্ত্ব রজ স্তমঃ এই গুণত্রয়ই আছে। ঐ অহঙ্কার উৎপন্ন হই: পাঁচ২টী করিয়া বিষয়াদি সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র মহাভূত, জ্ঞানে ন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তত্তদ্দেবতা এই পাঁচ২টী উৎপন্ন হয়। (১৩) ঐ সক: পঞ্চ তন্মাত্রাদি প্রত্যেকে কোন বস্তু সৃজনে সমর্থ হয় নাই, পরে দৈবযো' পরস্পর মিলিত হইয়া ভৌতিক হৈম অণ্ড সৃষ্টি করিল। (১৪) ঐ অণ্ডকো: নিরাত্মক হইয়া সাগরের সলিলে শয়ান হয়, পরমেশ্বর বিষ্ণু তাহার উপ: সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। (১৫) অনন্তর পরমেশ্বরের নাভি দেশ হইতে একটী পদ্ম উৎপন্ন হইল, সহস্র সূর্য্যের তুল্য তাহার কিরণ অতিশয় প্রখর রূপে প্রকাশমান হইয়াছিল। যাহাহউক, ঐ পদ্মই যাবতীয় জীব নিচয়ের স্থান, এবং তাহাতেই ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হন্। (১৬)

অহে বিদুর, সলিলশায়ি ঐ হৈম অণ্ডে যে ভগবান্ শয়ান ছিলেন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই তাঁহা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেন এবং পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল তদ্রূপ নাম রূপাদি ক্রমে লোক সকল রচনা করিলেন। (১৭)

অগ্রে প্রভাপ্রতিযোগিনী ছায়া দ্বারা অর্থাৎ অবুদ্ধি করণক পঞ্চ প্রকার অবিদ্যা অর্থাৎ তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ, মহাতমঃ এই পাঁচটী সৃষ্টি করিলেন। (১৮) কিন্তু এই সৃষ্টি তমোময় অতএব ইহা রাত্রি রূপ হওয়াতে ইহাতে ব্রহ্মার মনঃ প্রীত হইল না, অতএব তিনি এই সৃষ্টিকে বিসর্জ্জন দিলেন, তাহাতে ঐ সৃষ্টি হইতে যে সকল যক্ষ রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারা তাহা গ্রহণ করিল। অহে বিদুর, ঐ সৃষ্টি কেবল তমোময় নহে, তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণারও সমুদ্ভব হইয়া থাকে। (১৯) ঐ কারণেই ঐ সকল ব্যক্তি অশনায়া পিপাসায় অভিভূত হইয়া ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে কেহ২ কহিতে লাগিল ইহাকে দয়া করিয়া রক্ষা করিও না, কেহ২ বলিল খাইয়া ফেল। (২০) ব্রহ্মা তাহাদের ঐ কথায় ভীত হইয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন আমাকে ভক্ষণ করিও না, রক্ষা কর। অহে যক্ষ রাক্ষস সকল, তোমরা আমার পুত্র আমাকে নষ্ট করা তোমাদের উচিত হয় না। (২১)

পরন্তু ঐ ব্রহ্মা প্রভাদ্বারা দীপ্তিমান হইয়া প্রাধান্যরূপে যাহা২ সৃষ্টি করিলেন তাহা দ্যুমৎ অর্থাৎ সাত্ত্বিক হইল। অহে বিদুর! তাঁহারাই দেবতা। ঐ সৃষ্টি অর্থাৎ দেবগণ ক্রীড়া করিতে২ ব্রহ্মার বিসৃষ্ট ঐ প্রভা, যাহা দিবস রূপে প্রকাশ পায়, গ্রহণ করিলেন। (২২) তদনন্তর ঐ ব্রহ্মা আপনার জঘনদেশ হইতে অসুরগণের সৃজন করিলেন, তাহারা অতিশয় লম্পট হইল এবং লাম্পট্য হেতু মৈথুন নিমিত্ত তাঁহার প্রতিই দৌড়িয়া গেল। (২৩)

অহে বিদুর! ভগবান্ পদ্মযোনি অসুর নিকরের উক্তরূপ দুষ্ট চেষ্টা দৃষ্টি করিয়া প্রথমতঃ হাস্য করিলেন, পরে যখন তাহারা লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বেগে পশ্চাৎ ধাবমান হইল তখন তাঁহার ক্রোধ জন্মিল কিন্তু পরিশেষে পরাক্রমে ভয় পাইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলেন। (২৪) তিনি পলাইয়া বিপদ্ক্রান্ত জনের পীড়াহারি

* যদিও মহত্তত্ত্ব স্বতঃ সত্ত্বগুণ প্রধান, তথাপি অহঙ্কারোৎপত্তি কালে কার্য্যানুরূপে রজোগুণ-প্রধান হইয়া থাকে।

সেই হরির নিকট উপস্থিত হইলেন, যিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ আত্মরূপ প্রকাশ করেন। (২৫) ভগবান্ হরির সমীপে উপনীত হইয়া ব্রহ্মা সকাতর বাক্যে বলিতে লাগিলেন হে পরমাত্মন্! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। প্রভো! আপনকার নিয়োগেই আমি প্রজা সৃষ্টি করিতেছিলাম, আমার সেই এই পাপাত্মা প্রজা সকল এখন আমাকে জম্ভন করিবার উপক্রম করিতেছে। (২৬) হে দেব! এক আপনিই ক্লেশে নিপতিত জনগণের ক্লেশহর্ত্তা, যে সকল ব্যক্তি আপনকার এই দুই খানি চরণ আশ্রয় না করে তাহাদিগকে আপনিই ক্লেশ দিয়া থাকেন, আপনার কর্ত্তব্য শীঘ্র করুন। (২৭) ভগবান্ হরি পরচিত্তাভিজ্ঞ, ইহাতে ব্রহ্মাকে দেখিয়াই কহিলেন তোমার এই কায় কামে কশ্মল হইয়াছে ইহা ত্যাগ কর। ব্রহ্মা ভগবান্ হরির কারুণ্য অবধারণ এবং ঐ বচন শ্রবণ করিয়া আপনার সেই শরীর অর্থাৎ তদ্রূপ মনোভাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। (২৮) *

অহে বিদুর, ব্রহ্মা এই যে তনু বিসর্জ্জন করিলেন ইহা সায়ন্তনী সন্ধ্যা হইল, ঐ সন্ধ্যা কামোদ্রেকের কাল, এবং অসুরগণও রাজস প্রকৃতি প্রযুক্ত স্ত্রীলম্পট, অতএব অসুরেরা ঐ সন্ধ্যাকে স্ত্রীরূপিণী কল্পনা করিয়া গ্রহণ করিল। তাহারা কহিতে লাগিল এই স্ত্রীর চরণকমল নূপুর শব্দে শব্দায়মান, ইহার লোচনদ্বয় মদবিহ্বল, ইহার কটিতটস্থিত দুকূল কাঞ্চীকলাপের বিলাসান্বিত। (২৯) অপর ইহার কুচদ্বয় পরস্পর মর্দ্দিত হওয়াতে অতিশয় উন্নত ও নিবিড়, ইহার নাসিকা ও দন্ত অতি সুন্দর এবং হাস্য ও লীলাবলোকন অতিশয় স্নিগ্ধ। (৩০) ইনি কি ব্রীড়া বশতঃ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনাকে আবৃতা করিতেছেন? আহা! ইহাঁর চূর্ণকুন্তল গুলি কি মনোহর নীলবর্ণ। অহে ধর্ম্ম বিদুর, সেই সকল অসুর ব্রহ্মার উৎসৃষ্ট শরীর ঐ সন্ধ্যাকে এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কল্পনা করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইল। (৩১) মুগ্ধ হইয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিল, অহো ইহার কি আশ্চর্য্য রূপ, কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য, কি চমৎকার নবীন বয়স্, আমরা সকলে ইহার প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিতেছি, তথাচ ইনি অকামার ন্যায় গমন করিতেছেন। (৩২) অনন্তর প্রমদা রূপিণী সেই সন্ধ্যাকে স্ত্রী বলিয়া আরো বহু প্রকার তর্ক বিতর্ক করিল শেষে প্রণয়হেতু তাহার যথোচিত সৎকার করিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিল (৩৩) হে রম্ভোরু, তুমি কে? কাহারই বা কন্যা? হে কোপনে, তোমার এ স্থানে প্রয়োজন কি? তোমার এই রূপলাবণ্য অমূল্য পণ্য, ইহা দ্বারা আমাদিগকে কেন পীড়া দিতেছ? (৩৪) অথবা জাতি কুল জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন নাই, তুমি যে কেহ হও, আমাদের ভাগ্যে মহৎ মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইয়াছি, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তুমি কন্দুক ক্রীড়া দ্বারা আমাদের মনঃ কেবল উন্মথিত করিতে লাগিলে, (৩৫) হে শ্লাঘনীয়ে, তুমি করতল দ্বারা এই উচ্চলিত কন্দুকে আঘাত করত ক্রীড়া করিতেছ, ইহাতে তোমার পাদপদ্ম এক স্থানে স্থির হইতেছে না। তোমার এই কৃশতর মধ্যদেশ বৃহৎ স্তনদ্বয়ের ভারে শ্রান্ত হইতেছে, অপর এই নির্ম্মলা দৃষ্টি যেন মন্থরা হইতেছে। আহা তোমার এই কেশপাশ কি শোভন! (৩৬)

দুর্বোধ দানবেরা এই প্রকারে সেই সায়ন্তনী সন্ধ্যার প্রমদা তুল্য বিবিধ চেষ্টা কল্পনা করিয়া লোভে মুগ্ধ হইল এবং তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিল। (৩৭)

* ব্রহ্মার এই যে তনুত্যাগের কথা উক্ত হইতেছে ইহা বস্তুতঃ তনুত্যাগ নহে তত্তন্মনোভাব মাত্রের পরিত্যাগ, অন্য দেহ ধারণও ঐ রূপ তত্তদ্ভাব গ্রহণ মাত্র

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা হাস্য করিয়া কান্তি দ্বারা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ঐ কান্তি আপনিই যেন ভাব গম্ভীর আত্মার ঘ্রাণ লইতেছিল। (৩৮) সে যাহাহউক, ঐ সকলের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মা আপনার ঐ কান্তি স্বরূপা কান্তিমতী তনু পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাহা চন্দ্রিকা রূপা হইলে বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে গ্রহণ করিল। (৩৯)

তাহার পরে ঐ ভগবান্ আপনার আলস্য দ্বারা ভূত ও পিশাচ দিগকে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই দিগম্বর ও মুক্তকেশ হইল, অতএব তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা আপনার নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন (৪০) এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই জৃম্ভা অর্থাৎ আলস্য নামিকা সেই তনুকে বিসর্জ্জন দিলেন। ব্রহ্মার ঐ শরীর বিসৃষ্ট হইলে ঐ সকল ব্যক্তিই তাহা গ্রহণ করিল। বৎস বিদুর! যে তনু দ্বারা ইন্দ্রিয় বিক্লেদ হয় তাহার নাম নিদ্রা, আর যে দেহ ইন্দ্রিয় বিক্লেদে উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ভ্রান্ত করে তাহাকে উন্মাদ বলে। অর্থাৎ আলস্য, জৃম্ভা, নিদ্রা এবং উন্মাদ, এই চারিটীই ঐ সকল ভূত পিশাচাদি গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহাই তাহাদের শরীর হইয়াছে। (৪১)

সে যাহাহউক, ব্রহ্মা তাহার পর আপনাকে বলবস্তু বোধ করিয়া অদৃশ্য রূপদ্বারা সাধ্যগণ ও পিতৃগণের সৃজন করিলেন। (৪২) অহে বিদুর! ব্রহ্মার যে অদৃশ্য কায় হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল, পিতৃগণ সেই অদৃশ্য কায়ই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কায়কেই সম্প্রদানের নিমিত্ত করিয়া পণ্ডিতেরা আপানাদের পিতৃস্বরূপ সাধ্যগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন। (৪৩)

এইরূপে ব্রহ্মা তিরোধান অর্থাৎ দৃশ্যত্ব সত্বেও অন্তর্দ্ধান হইবার শক্তি দ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধর গণের সৃষ্টি করিয়া আপনার সেই অন্তর্দ্ধান নামক অদ্ভুত দেহ তাহাদিগকেই অর্পণ করিলেন। (৪৪) তদনন্তর তিনি প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া প্রতিবিম্বদর্শি সুন্দর আত্মার শিরঃকম্পাদি চেষ্টা কল্পনা করত আত্ম প্রতিবিম্ব দ্বারা কিন্নর গণের সৃষ্টি করিলেন। (৪৫) ঐ সকল কিন্নর ব্রহ্মার পরিত্যক্ত উক্ত প্রতিবিম্ব রূপ দেহ গ্রহণ করিয়াছে এবং পরস্পর মিথুনীভূত হইয়া প্রাতঃকালে তাঁহারই পরাক্রমানুবর্ণন পুরঃসর গান করিয়া থাকে। (৪৬)

কিন্তু বিদুর! পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই প্রকারে কর চরণাদির প্রসারণ সমন্বিত দেহ বিশিষ্ট হইয়াও দেখিলেন আপনার সৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, অতএব সচিন্ত অন্তঃকরণে অনেকক্ষণ শয়ান থাকিয়া পরে ক্রোধ পূর্ব্বক ভোগাদিযুক্ত ঐ শরীরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। (৪৭) তাহাতে ঐ তনু হইতে যে সকল কেশ বিশীর্ণ হইল তাহারা অহি হইয়া জন্মিল। ব্রহ্মা যৎকালে ঐ শরীর পরিত্যাগ করেন, তখন তাহা পদাদির আকুঞ্চন দ্বারা বিচলিত হইয়াছিল, এই কারণে ঐ সকল অহির নাম সর্প অর্থাৎ প্রসর্পণকারী হইল, ঐ কারণে তাহাদিগকে নাগ অর্থাৎ অতি বেগরুক্তও বলা যায়। অপর তাহারা ব্রহ্মার ভোগবিশিষ্ট কায় হইতে উৎপন্ন হওয়াতে ভোগ অর্থাৎ ফণা দ্বারা তাহাদের কন্ধর বিস্তীর্ণ হয়। আর তাহারা ক্রোধ যোগে উৎপন্ন হইয়াছিল, এ নিমিত্ত সকলেই অতিশয় ক্রূর স্বভাব হইয়াছে। (৪৮)

সে যাহাহউক, ব্রহ্মা ঐ প্রকারে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়া অবশেষে মনোদ্বারা মনুদিগকে সৃষ্টি করিলেন (৪৯) এবং আপনার পুরুষাকার দেহ তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। যে ব্যক্তি অগ্রে সৃষ্ট হইয়াছিলেন তিনি ঐ সকল মনুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে২ কহিলেন (৫০)

হে জগৎস্রষ্টঃ ব্রহ্মন্! আপনি অতি উত্তম কর্ম্ম করিলেন, এই যে মনুসৃষ্টি হইল ইহাতে অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাতে আমরাও সকলে একত্র হবির্ভাগাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইব। (৫১)

তদনন্তর ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা, আসনাদি যোগ এবং বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য সমন্বিত সমাধি দ্বারা ইন্দ্রিয় নিচয় বশীভূত করিয়া অন্য এক প্রকার অভিমত প্রজা অর্থাৎ ঋষিগণের সৃষ্টি করিলেন (৫২) এবং তাঁহাদিগকে একং করিয়া আপনার দেহের একং অংশ (যাহা সমাধি, যোগ, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, উপাসনা, বৈরাগ্য, সমন্বিত ছিল) প্রদান করিলেন। (৫৩)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে বিংশতিতম অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

ভগবানের প্রসাদে কর্দ্দম ঋষির মনুকন্যাসহ বিবাহ ঘটনা।

মুনিবর মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বিদুর কহিলেন ভগবন্! সায়ম্ভুব মনুর বংশ অতি মহনীয়, সাধুলোকে সর্ব্বদাই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, ঐ বংশেই মিথুন ধর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ দম্পতিভাবে স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে প্রজা বৃদ্ধি হয়, তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত কহিতে আজ্ঞা হউক। (১) হে মহাশয়! স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ, ইহাঁরা ধর্ম্ম এবং সপ্তদ্বীপ সমন্বিত এই পৃথ্বী কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন? ব্রহ্মন্! আপনি কহিয়াছেন মনুর দেবহূতি নামে যে দুহিতা ছিলেন তিনি কর্দম প্রজাপতির পত্নী হয়েন। (২) ঐ প্রজাপতি মহাযোগী এবং তাঁহার ঐ বনিতাও যম নিয়মাদি যোগ লক্ষণে যুক্ত ছিলেন, তিনি ঐ স্ত্রীতে কত পুত্র উৎপন্ন করেন? মুনে! এ বিষয়ে আমার অতিশয় শুশ্রূষা জন্মিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। (৩) অপর ভগবান্ রুচি মনুকন্যা আকূতিকে এবং ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রসূতিকে ভার্য্যা লাভ করিয়া যে প্রকারে প্রাণি সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাও বলিতে আজ্ঞা হউক। (৪)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ভগবান্ ব্রহ্মা কর্দম প্রজাপতিকে কহিয়াছিলেন তুমি প্রজাসৃষ্টি কর, তাহাতে ঐ প্রজাপতি সরস্বতীর তীরে গমন করিয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। (৫) তাঁহার ঐ তপস্যায় সমাধিযুক্ত পূজাপ্রকরণ দ্বারা ভগবান্ হরির আরাধনা হইতে লাগিল। করুণাময় হরি শরণাগত ভক্ত জনের বরদাতা, (৬) কর্দম ঋষির তপস্যায় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং শব্দৈকবেদ্য যে ব্রহ্ম, তন্ময় রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন। (৭) কর্দম ঋষি তপস্যা করিতেং ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে তাঁহার নয়ন গোচর হইল ভগবান্ বিষ্ণু শরীরী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় আকাশোপরি প্রকাশ পাইয়াছেন, তাঁহার গলদেশে দুই পার্শ্বে শ্বেত পদ্ম ও উৎপল মাল্য, বদন কমলে সুস্নিগ্ধ নীল বর্ণ অলকাবলী, কটিদেশে নির্ম্মল অম্বর, (৮) মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, এবং হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজমান, আর তিনি যে হাস্য ও দর্শন করিতেছেন তাহা যেন সকলের মনে মহাং আনন্দ জন্মাইতেছে, (৯) অপর আপন বাহন গরুড়ের স্কন্ধদেশে তাঁহার চরণদ্বয় বিন্যস্ত রহিয়াছে এবং বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী ও কণ্ঠদেশে কৌস্তুভ মণি শোভা পাইতেছে। (১০) মুনিবর কর্দম এই রূপ ভগবদ্রূপ দর্শন করিয়া হর্ষে পুলকিত হইলেন

এবং মনোরথ পূর্ণ হইল মনে করিয়া মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণিপাত পুরঃসর প্রীতি-যুক্ত চিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয় বচনে স্তব আরম্ভ করিলেন। (১১)

ঋষিবর কর্দ্দম কহিলেন হে ভগবন্! আপনি সমগ্র সত্ত্বগুণের নিধি, আপনকার সুন্দর্শনে অদ্য আমার লোচনদ্বয় সফল হইল। হে স্তুত্য! আপনকার দর্শন কে পায়? যোগিরাও উত্তরোত্তর প্রকর্ষপ্রাপ্ত বহুতর জন্ম না হইলে ভবদীয় সাক্ষাৎ লাভের আশা করিতে পারেন না। (১২) হে ঈশ! যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি আপনকার মায়াদ্বারা বিনষ্ট হয় তাহারাই সকাম হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভোগ প্রার্থনায় আপ-নকার পদারবিন্দ সেবা করে। প্রভো! তোমার চরণ ভব সাগরের তরুণী, তাহার নিকটে কি ঐ সকল কাম প্রার্থনীয়? উহা তো নরকের সাধন। (১৩) কিন্তু হে বিভো! আমি আপনি সকাম ব্যক্তিদিগের এইরূপ নিন্দা করিয়াও দুরাশয়তা প্রযুক্ত স্বয়ং তদ্রূপ হইয়া গৃহাশ্রমের কামধেনু ত্রিবর্গদোগ্ধ্রী সমানশীলা ভার্য্যা পরিণয়ন কামনায় আপনকার পাদ পদ্ম রূপ কল্পপাদপের মূলে উপগত হই-তেছি। হে ঈশ! আমি সকাম হইলেও কামনা পূরণার্থ আপনা ব্যতীত আর কাহার উপাসনা করিব, আপনার অঙ্ঘ্রিমূলই অশেষ পুরুষার্থের মূল। (১৪) হে অধীশ! আপনি প্রজাপতি, আপনকার বাক্যরূপ রজ্জুদ্বারা কামোপহত এই সমস্ত লোক বদ্ধ আছে। হে ধর্ম্মমূর্ত্তে! আমি ঐ সকল লোকেরই অনুবর্ত্তী, এই নিমিত্ত কালাত্মা যে তুমি, তোমার চরণে পূজোপহার আহরণ করিতেছি এবং ভার্য্যা লাভ করিতে অভিলাষ করিতেছি। প্রভো! আমার পত্নীপ্রার্থনা কেবল লোকানুগমনার্থও নহে, ভার্য্যা বিনা দেব ঋষি পিতৃ এই তিনের ঋণ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, তজ্জন্যই দার প্রার্থনা করিতেছি। (১৫) হে ভগবন্! আপনি কালস্বরূপ, ইহাতে আপনাকে ভয় করিয়া আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি, কিন্তু যাহারা আপনকার ভক্ত, তাঁহাদের কোন ভয়ই নাই, কেননা তাঁহারা কালকর্ত্তৃক অভিভূত লোকদিগকে এবং ঐ সকল লোকের অনুগত অস্মৎ সদৃশ কর্ম্মজড় পশুদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনকার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের দেহধর্ম্ম অর্থাৎ অশনায়া পিপাসা আপনকার গুণ কথারূপ অমৃত পানেই নিবারিত হয় (১৬) সুতরাং আপনকার ত্রিনাভি কালচক্র এই জগৎকে আকর্ষণ করিয়া গমন করিতে থাকিলেও ঐ সকল ব্যক্তির আয়ুকে বল দ্বারা লইয়া ধাবমান হইতে পারে না। প্রভো! আপনকার এই চক্র অতি আশ্চর্য্য! অজর ব্রহ্মরূপ অক্ষের উপরে ইহা নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, মলমাসের সহিত ত্রয়ো-দশ মাস ইহার ত্রয়োদশ আর, ইহাতে তিন শত ষষ্টি অহোরাত্র রূপ তিন শত ষইটটা পর্ব্ব রহিয়াছে, ষট্ ঋতু ইহার ছয় টা নেমি, অসংখ্য ক্ষণ লবাদি ইহাতে পত্রাকার ধারা, তিন চাতুর্মাস্য ইহার নাভি অর্থাৎ আধার স্বরূপ বলয়, ইহার বেগ অতি তীব্র অতএব ইহা দুরতিক্রম্য। (১৭)

হে ভগবন্! আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগতের সৃজন বাসনায় আত্মাতে অধিকৃত দ্বিতীয় যোগমায়া প্রভাবে সত্বাদি শক্তিত্রয় স্বীকার পূর্ব্বক সেই তিনটী শক্তি দ্বারা, ঊর্ণনাভির ন্যায়, এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ করিতেছেন। (১৮) হে অধীশ! আমরা আপনকার উপাসক, ইহাতে আমাদের জঘন্য বিষয় সুখ মায়াদ্বারা বিস্তার করিতে যদিও আপনকার ইচ্ছা হইবে না তথাচ আমরা প্রার্থনা করিতেছি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা করিতে আজ্ঞা হউক, তাহাতে আমরা দেব ঋষি ও পিতৃ ঋণ মোচন পুরঃসর মুক্তি লাভ করিতে পারিব। প্রভো! আমরা

।।পনাকে মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তুল্য বিলাসশালিনী তুলসীতে সমন্বিত অবলোকন করিয়াছি, এবম্বিধ ভগবদ্দর্শনের ফল ভোগ মোক্ষ দুই হইয়া থাকে। (১৯) হে ঈশ! আপনার প্রতি জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্মের ফলভোগ উপরত হইয়া যায়, আর আপনি স্বীয় মায়া দ্বারা এই লোক তন্ত্র অর্থাৎ বিশ্বোপকরণকে সর্ব্বদা আবর্ত্তিত করিতেছেন, অধিকন্তু আপনি ক্ষুদ্রজনের অর্থাৎ সকাম পুরুষের অভিলাষ বর্ষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত কি সকাম কি নিষ্কাম সকল পুরুষেই আপনকার পাদপদ্মে নত হয়, অতএব আপনিই ভুক্তি মুক্তি দাতা, আমি আপনাকেই সর্ব্বদা প্রণাম করি। (২০)

মৈত্রেয় কহিলেন পদ্মনাভ ভগবান্ গরুড়ের পক্ষোপরি বিরাজ করিতে২ কর্দ্দমের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত সপ্রেমে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন তাহাতে তাঁহার ভ্রূদ্বয় যেন উদ্ভ্রান্ত হইল। পরে সুখাবহ বচন বিসর্জ্জন পুরঃসর কহিলেন (২১) অহে মুনিবর কর্দ্দম! তুমি যদর্থ আত্ম নিয়ম দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে আমার আরাধনা করিলে, তোমার মনোভিলষিত অবগত হইয়া আমি পূর্ব্বেই তাহার সংযোগ করিয়া রাখিয়াছি। (২২) হে প্রজাধ্যক্ষ! তোমার সদৃশ যে সকল পুরুষ স্ব২ চিত্ত আমাতে একাগ্র করিয়া আমার অর্চ্চনা করে তাহাদের সেই অর্চ্চনা কখন নিষ্ফলা হয় না, তুমি যাহা বাঞ্ছা করিতেছ প্রাপ্ত হইবে। (২৩) প্রজাপতি দিগের পতি যে সম্রাট মনুর সদাচারাদি রূপ মঙ্গল সর্ব্বত্র বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বাস করিয়া সসাগরা ধরা শাসন করিতেছেন (২৪) সেই ধর্ম্মজ্ঞ মনু তোমাকে দেখিবার বাসনায় স্বীয় প্রেয়সী মহিষী শতরূপার সহিত পরশ্ব আগমন করিবেন। তাঁহার একটী সুরূপা কন্যা আছে, সে তরুণবয়স্কা এবং শীল ও গুণ সম্পন্না, আপনার অনুরূপ পতি অন্বেষণ করিতেছে, তুমিই তাহার উপযুক্ত পাত্র, আমি বোধ করি মনু তোমাকে দেখিতে পাইলে তোমাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। (২৫)

বৎস কর্দ্দম! ভার্য্যা নিমিত্ত তোমার অন্তঃকরণ বহু বৎসরাবধি সমাহিত হইয়া আছে, আর চিন্তা করিতে হইবে না, সেই রাজকন্যা অচিরেই তোমার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া সেবা করিবেন (২৬) এবং তোমার যে বীর্য্য আত্মাতে ধৃত আছে তাহা নয় প্রকারে প্রসব করিবেন। অপর তোমার শুক্রে অনেক গুলি কন্যাও জন্মিবে, ঋষি সকল তাহাদের গর্ব্ভে পুত্রাধান করিবেন। (২৭)

বৎস কর্দ্দম! তুমি আমার আজ্ঞা সম্যক্‌রূপে পালন পূর্ব্বক আমাতে সকল কর্ম্মের ফল সমর্পণ কর, তাহা হইলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া শেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। (২৮) অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের প্রতি দয়া করিও, তদনন্তর সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সকল ভূতে অভয় দান করিও, এইরূপ করিলেই শেষে আমাতে তোমার আত্মা ও জগৎ এই দুইকে একীভূত এবং তোমার আত্মাতে আমাকেও অভিন্ন দেখিতে পাইবে। (২৯) তাহার পরে আমিও তোমার বীর্য্য সহ আপনার অংশ কলায় তোমার ক্ষেত্র দেবহূতির গর্ব্ভে অবতীর্ণ হইয়া তত্ত্ব সংহিতা রচনা করিব। (৩০)

কর্দ্দমের স্তবে আবির্ভূত ভগবান্ এই প্রকার উপদেশ করিয়া সরস্বতী নদী বেষ্টিত সেই বিন্দু সরোবর হইতে প্রস্থান করিলেন। (৩১) কর্দ্দম দেখিতে লাগিলেন ভগবান্ তাঁহার সমক্ষেই তদুচ্চারিত সাম বেদের ঋক্ সকল শ্রবণ করিতে২ চলিলেন। ঐ সকল বেদধ্বনি গরুড়ের পক্ষবাতে সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত হইতেছিল সুতরাং সুন্দর রূপে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অহে বিদুর! কর্দ্দম যে ভগবানের

স্তবার্থ সাম বেদীয় ঋক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিও না, মন্ত্রাদিসিদ্ধ অন্যান্য ঈশ্বর গণ যাঁহার স্তব করেন এবং সিদ্ধ জনে যাঁহার বর্ত্ম অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাঁহার স্তুতি কে না করিবে? (৩২)

সে যাহাহউক, ভগবান্ প্রস্থান করিলে ঋষিবর কর্দ্দম সেই কাল প্রতীক্ষা করত বিন্দু সরোবরের তীরেই অবস্থিতি করিলেন। (৩৩) অহে বিদুর! এই সময়ে আদিরাজ মনু ভার্য্যার সহিত স্বুবর্ণময়ী সজ্জায় সুসজ্জিত রথে আরূঢ় হইয়া আপনার কন্যাকে তদুপরি আরোপণ পূর্ব্বক তাহার বর অন্বেষণ নিমিত্ত পৃথ্বী পর্য্যটন করিতে২ (৩৪) ভগবান্ যে দিন নির্ণয় করিয়া বলিয়া গিয়া ছিলেন সেই দিবসেই শান্তব্রত ঐ মুনির (কর্দ্দমের) আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৩৫) বিদুর! ঐ আশ্রম সামান্য নহে, সে স্থানে ঋষিবর কর্দ্দম ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতে তাঁহার প্রতি ভগবানের চিত্ত করুণার্দ্র এবং নয়ন হইতে আনন্দ নীর পতিত হইয়াছিল। (৩৬)

বিদুর! ঐ আশ্রমেরই নাম বিন্দুসরঃ, উহাই সরস্বতীর জলে অভিষিক্ত হয়, বৎস! ঐ স্থান সামান্য নহে, অতি পবিত্র, সেখানকার নীর রোগনাশক এবং অমৃত তুল্য সুস্বাদ, মহর্ষিগণ সদাই সেই সলিল সেবন করিয়া থাকেন। (৩৭) অপর সে স্থান বহুবিধ পবিত্র পাদপ ও লতা সমূহ দ্বারা বিরাজমান, ঐ সকল তরু ও লতার শাখায় পক্ষিকুল এবং তলে মৃগ গণ সুমধুর স্বরে নানা প্রকার অব্যক্ত শব্দ করে। আর তথায় সকল ঋতুর ফল কুসুম সদাই সমৃদ্ধিশালী, এবং সে স্থল বহু২ বন স্থলীর শোভা সমন্বিত। (৩৮) অপিচ সেখানে পক্ষিসকল মত্ত হইয়া গান করাতে কতই কলরব বোধ হয়, আর তথায় ভ্রমর নিকর মত্ত হইয়া নানা প্রকারে আমোদ করে এবং ভূরি২ মত্ত ময়ূর নটের তুল্য নৃত্য করিয়া বেড়ায়। অপর কোকিলকুলও মত্ত হইয়া পরস্পরের আহ্বান নিমিত্ত কতই বাক্য বিরচন করে। (৩৯) বৎস! সেই আশ্রমে কুন্দ, কদম্ব, মন্দার, কুটজ, করঞ্জ, চূত, চম্পক, অশোক, আসন, বকুল বৃক্ষ বহুতর, ঐ সকল তরু যেন অলঙ্কার শ্রী বিস্তীর্ণ করিয়া থাকে। (৪০) অপর সে স্থানে হংস, কারণ্ডব, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর এবং প্লব প্রভৃতি পক্ষিকুলের মনোহর কূজনে সকলের মনোহরণ হয়। (৪১) আর তাহার চারিদিকে বহু২ গবয়, কুঞ্জর, হরিণ, শল্লক, সিংহ, শূকর, মর্কট, গোপুচ্ছ (বানর বিশেষ) এবং কস্তুরী মৃগ ভ্রমণ করে। (৪২) সে যাহাহউক, আদিরাজ মনু অনুচরগণ সহিত সেই তীর্থবরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেখানে একজন মুনি ব্রহ্মচারিযোগ্য হুতাশনে আহুতি প্রদানানন্তর অধ্যাসীন হইয়া আছেন। (৪৩) ঐ মুনি বহুকাল তপস্যায় সমাহিত থাকাতে তাঁহার শরীরে অনেক২ উগ্র যোগ হইয়াছিল ইহাতে তিনি দেহের জ্যোতির্দ্বারা যেন জ্বলিতেছিলেন। (৪৪) যদিও তাঁহার কলেবর তপস্যায় সাতিশয় কৃশ হইয়াছিল তথাপি ভগবান্ তাঁহার প্রতি সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক যে বাক্য বলিয়া যান, যাহা অমৃতমণ্ডলের কলা স্বরূপ অমৃতই ছিল, তাহা শ্রবণ পুটে পান করাতে কৃশ বোধ হইল না। (৪৫) আর তাঁহার শরীর উন্নত, চক্ষু পদ্মপলাশ তুল্য সুন্দর, মস্তকে জটা এবং পরিধান চীর বসন ছিল। মনু নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিলেন তাহাতে অসংস্কৃত মণির ন্যায় ঈষৎ মলিন বোধ হইল। (৪৬)

অনন্তর আদিরাজ মনু মুনিবর কর্দ্দমের কুটীর সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদাগ্রে প্রণত হইলেন, তিনিও আশীর্ব্বচন দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং যথোচিত সপর্য্যা দ্বারা সৎকার করিলেন। মনু অর্চ্চনা গ্রহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট

আসনে উপবিষ্ট হইলে পর ঋষিবর কর্দ্দম ভগবানের সেই আদেশ স্মরণ করিয়া কোমল বচন প্রয়োগ করত কহিতে লাগিলেন (৪৭) হে রাজন্! বোধ করি সাধুজনের পরিপালন ও অসাধুর দমন মানসেই তোমার এই পর্য্যটন আরম্ভ হইয়াছে, কেননা তোমরা ভগবানের শক্তি, ভগবৎ শক্তির লোকপালন ব্যতীত আর কি কার্য্য আছে? (৪৮)

মহর্ষি কর্দম আদিরাজ মনুর প্রতি এই রূপ উক্তি করিয়া তদন্তর্যামি বিষ্ণুকে প্রণাম করত কহিলেন ভগবন্! তুমিই তত্তৎ কার্য্যাবসরে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু যম ধর্ম্ম এবং বরুণ ইত্যাদির আকার গ্রহণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। (৪৯) অনন্তর অভ্যাগত মনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! মণিগণে ভূষিত এই জয়শালি রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া যদি তুমি ভূমণ্ডল পর্য্যটন না কর, তবে সকল বিশৃঙ্খল হয়। প্রভো! তোমার ধনুকের টঙ্কার ধ্বনিতেই পাপি গণ ভয় পায়। (৫০) হে রাজন্! তুমি এই যে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া দিনকরের তুল্য পর্য্যটন করিতেছ ইহাতে তোমার সৈন্যগণের চরণক্ষুণ্ণ হইয়া এই পৃথিবী মণ্ডল কম্পিত হইতেছে। (৫১) যদি তুমি একপে ভ্রমণ না করিতে তাহাহইলে ভগবান বর্ণাশ্রম নিবন্ধনার্থ যে সকল সেতু রচনা করিয়াছেন তাহা কি বর্ত্তমান থাকিত? দস্যুগণ কোন্ কালে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। (৫২) মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ান থাকিলে লোলুপ লোক সকল নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিবে, তাহাতে অধর্ম্ম অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং এই সংসার দস্যুগ্রস্ত হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (৫৩) অতএব যদিও তোমার এই পর্য্যটন নিষ্প্রয়োজন নহে তথাচ আমার জানিতে বাসনা হইতেছে কি নিমিত্ত এখানে আগমন হইল অভিপ্রায় ব্যক্ত কর, যাহা কহিবে হৃষ্টচিত্তে তাহাই স্বীকার করিব। (৫৪)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মনু কর্ত্তৃক কর্দ্দমহস্তে ভগবানের আদেশানুরূপ কন্যা সম্প্রদান।

মৈত্রেয় কহিলেন কর্দ্দম ঋষি এই প্রকারে আদিরাজ মনুর অশেষ গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষ প্রকাশ পুরঃসর প্রশংসা করিলে মনু স্বীয় সুখ্যাতিকথায় লজ্জিতের ন্যায় হইলেন এবং আপনার অভিপ্রেত বিষয়ে প্রত্যাখ্যান আশঙ্কায় কহিতে লাগিলেন। (১) হে ব্রহ্মন্! বেদময় যে ব্রহ্মা আত্ম পর্য্যাপ্তি বাসনায় অর্থাৎ বেদ প্রবর্ত্তন মানসে আপনাদিগকে তপস্যা বিদ্যা এবং যোগ যুক্ত ও অলম্পট করিয়া আত্ম বদন হইতে সৃজন করেন। (২) তিনিই আপনাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত স্বীয় বাহু সহস্র হইতে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোকে আপনাদিগকে (ব্রাহ্মণজাতিকে) ব্রহ্মার হৃদয় এবং আমাদিগকে (ক্ষত্রিয়জাতিকে) তাঁহার অঙ্গ বলিয়া থাকে। (৩) অতএব আমরা (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করি, কিন্তু যদিও এই রক্ষা আমাদের আত্মকৃত বোধ হয় তথাচ যিনি সৎ ও অসৎ স্বরূপ হইয়াও নির্ব্বিকার, সেই পরমেশ্বর হইতেই আমাদিগের বাস্তবিক রক্ষা হয়। (৪) হে মহাশয়! ঐ বিষয়ে আমার যে২ সংশয় ছিল এক্ষণে আপনকার দর্শনেই সে সকল ছিন্ন হইল, যেহেতু আমি

রক্ষা কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, আমার সৌভাগ্য ক্রমে আপনি আমার ধর্ম্ম কহিয়া দিলেন। প্রভো! আমার অদৃষ্ট বড় প্রসন্ন, তাহাতেই আপনকার দর্শন পাইলাম, অকৃতাত্ম লোকে কি আপনকার দর্শন পায়? আমার এমন ভাগ্য যে আপনকার পদধূলি নিজ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিলাম। (৫) অপর ভাগ্য প্রভাবেই আমি আপনকার অনুশাসন ও সুমহৎ অনুগ্রহ লাভ করিলাম। আর অনাবৃত কর্ণ রন্ধ্র দ্বারা যে আপনকার কমনীয় বচনাবলী সেবিত হইল ইহাও আমার মহৎ ভাগ্যের ফল। (৬) হে মহাশয়! আপনি আমার প্রতি নানা প্রকারে অনুকম্পা করিলেন, তনয়ার প্রতি স্নেহ বশতঃ আমার অন্তঃকরণ ক্লিষ্ট হওয়াতে আমি আপনাকে একটী নিবেদন করিতে বাঞ্ছা করি, দীনের প্রতি দয়া করিয়া শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। (৭) হে মহাশয়! এইটী আমার কন্যা, ইনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী, ইনি বয়ঃশালাদি সম্পন্ন বর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, নারদের প্রমুখাৎ আপনকার কুল শীল বয়স্ বিদ্যা এবং রূপ গুণের কথা শুনিয়া আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। (৮) অতএব হে দ্বিজবর! আপনি আমার এই কন্যাটীকে স্বীকার করুন, আমি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপহার স্বরূপে ইহাকে সম্প্রদান করিতেছি। হে মহাশয়! আমার এই দুহিতা সর্ব্ব প্রকারে আপনকার অনুরূপা, ইহা হইতে আপনকার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সুন্দররূপ নির্ব্বাহ হইবে। (৯) মুনে! যে ব্যক্তি সঙ্গত্যাগী, তাঁহার নিকটেও যদি ভোগ্য কোন বিষয় আপনা হইতে উপস্থিত হয় তাঁহার পক্ষেও তাহা ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর হয় না, কামাসক্ত ব্যক্তির কথা কি? অর্থাৎ বিষয়ে যাঁহার অভিলাষ আছে তাঁহার পক্ষে ঐ রূপে উপস্থিত বিষয় উপেক্ষা করা কোন ক্রমেই মঙ্গল দায়ক নহে, অতএব আপনি গ্রহণ করুন। (১০) অহে দ্বিজ! উপস্থিত বিষয়ে অনাদর করিয়া যে ব্যক্তি পশ্চাৎ কৃপণ সন্নিধানে যাচ্ঞা করে তাহার যদিস্যাৎ সুবিস্তীর্ণ যশঃ থাকে তাহাও পরিক্ষীণ হয় এবং অবজ্ঞা দ্বারা মানও বিনষ্ট হইয়া যায়। (১১) হে বিদ্বন্! আমি শুনিলাম আপনি বিবাহ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছেন ইহাতেই এই কন্যার পাণি গ্রহণ করাইতে আগ্রহ করিতেছি, আপনি ব্রহ্মচারী বটেন কিন্তু আপনকার ব্রহ্মচর্য্য তো সাবধিক, ব্রত সমাপন পূর্ব্বক এই কন্যা প্রতিগ্রহ করুন। (১২)

কর্দ্দম ঋষি কহিলেন ভালই হইল, আমিও বিবাহ ইচ্ছা করিতেছিলাম, তোমারও এই কন্যা অদত্তা আছেন, এবং ইনি আমাকেই বরণ করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হওয়াতে তুমি অন্য কোন ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিতে স্বীকারও কর নাই, ইহাতে এ বৈবাহিক বিধি আমাদের উভয়েরই অনুরূপ হইবে। (১৩) অতএব হে নরদেবনাথ! বিবাহ বিধিতে যে২ মন্ত্র প্রসিদ্ধ আছে তাহা তোমার এই পুত্রীর প্রতি প্রয়োগ করা হউক, মহারাজ! তোমার কন্যায় আমার অনুরাগ হইবে কি না এ আশঙ্কাকে আপন অন্তঃকরণে স্থান দিবেন না, ইহার অসামান্য লাবণ্য দ্বারা অলঙ্কার শ্রী অধঃকৃতা হয়, ইহাকে কে না আদর করিবে? (১৪) মহারাজ! তোমার এই কন্যা হর্ম্ম্য পৃষ্ঠে কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন ক্রীড়ন কন্দুকেই ইহার নয়ন সংলগ্ন ছিল, ক্রীড়ার্থ ধাবমানা হওয়াতে ইহার নূপুর শব্দায়মান হয়, তাহাতে চরণের মহা শোভা হয়। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব ইহাকে ঐ প্রকার অবলোকন করিবামাত্র সম্মোহে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আপনার বিমান হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। (১৫) অতএব ইনি কন্যা রত্ন, কমলা

চরণ সেবন ব্যতিরেকে ইহার দর্শন লাভ হইতে পারে না, অপর তুমি আদিরাজ মনু, ইনি তোমার তনয়া, এবং উত্তানপাদের ভগিনী, ইনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি ইঁহার প্রার্থনায় সম্মত না হইবেন? (১৬) কিন্তু আমি একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যাবৎ সন্তানোৎপত্তি না হয় তাবৎ গার্হস্থ্য করিব, অতএব যত দিন পর্য্যন্ত ইনি আপনার এবং আমার তেজঃ ধারণ না করিবেন অর্থাৎ যাবৎ গর্ব্ভবতী না হইবেন, তাবৎ আমি ইহাঁর সহিত বাস করিব। তাহার পরে ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানবিষয়ে মুখ্য শমদমাদি যে সকল ধর্ম্ম স্বয়ং প্রকৃষ্ট রূপে কহিয়াছেন তাহাই অনুষ্ঠেয় রূপে গণ্য করিব। (১৭) মহারাজ! এই বিশ্ব যাঁহা হইতে হইয়াছে, যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, এবং শেষে যাঁহাতে বিলীন হইবে প্রজাপতিদিগের পতি সেই ভগবানই এ বিষয়ে আমার প্রমাণ, অর্থাৎ ভগবান্ আমাকে পিত্রাদির ঋণ মোচন পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেই আজ্ঞা করিয়াছেন। (১৮)

মৈত্রেয় কহিলেন হে উগ্রধন্বন্ বিদুর! ঋষিবর কর্দ্দম এতাবন্মাত্র বলিয়া ভগবান্ পদ্মনাভকে মনোমধ্যে স্মরণ করত তুষ্ণীম্ভূত হইলেন কিন্তু তাঁহার বদন দেবহূতির চিত্তকে লুব্ধ করিতে লাগিল। (১৯) অনন্তর মনু আপনার মহিষীর এবং দুহিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সানন্দমনে বহুগুণভূষিত সেই বরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। (২০) বিবাহ সম্পন্ন হইলে মনুর মহিষী শতরূপা স্নেহ বশতঃ ভূরি২ বহুমূল্য বসন ভূষণ ও বিবিধ গৃহোপকরণ কন্যা জাতামাকে যৌতুক দিলেন। (২১)

সদৃশ বরে কন্যা সম্প্রদান হওয়াতে মনুর চিত্ত সুস্থির হইল, কিন্তু দুহিতৃ বিরহ সম্ভাবনায় তাঁহার অন্তঃকরণে অন্যপ্রকার উৎকণ্ঠা জন্মিল, তাহাতে নূতন প্রকারে মনঃ ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল, অতএব স্নেহভরে কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন (২২) এবং তাহার অদর্শন সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া "মাতঃ" "বৎস" এই রূপ বলিতে২ বারম্বার বাষ্পবারি মোচন পূর্ব্বক তাহার কেশ আর্দ্র করিতে লাগিলেন। পরে মুনিবর কর্দ্দমকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নীর সহিত রথারূঢ় হইলেন এবং সহচর গণ সমভিব্যাহারে আপনার পুরে প্রস্থান করিলেন। (২৩)

ঋষিনদী সরস্বতীর উভয় তটে প্রশান্ত মুনিগণের নানাবিধ আশ্রম ছিল, মনু সে সকলের সম্পত্তি অবলোকন করিতে২ আসিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত পরম পরিতৃপ্ত হইল। (২৪) অনন্তর পুরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রজাগণ সংবাদ পাইল তাহাদের অধিপতি প্রত্যাগমন করিতেছেন, অতএব তাহারা রাজদর্শনমানসে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বিবিধ গাত বাদ্য ও স্তব করিতে২ আপনাদের দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া আনিতে আসিল। (২৫) বিদুর! কোন্ দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত? তাহার পরিচয় শুনিবে? যেখানে সর্ব্বসম্পত্তি যুক্তা বর্হিষ্মতী নামে পুরী আছে তাহাই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। ঐ বর্হিষ্মতী পুরীও যদি জানিতে না পার তাহারও পরিচয় বলি শুন, যেস্থানে বরাহমূর্ত্তি ভগবান্ আপনার অঙ্গ কম্পিত করাতে তাঁহার শরীর হইতে রোম পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম বর্হিষ্মতী পুরী। (২৬) বিদুর! ঐ পুরীতে যথেষ্ট হরিদ্বর্ণ কুশ এবং কাশ সর্ব্বদা পাওয়া যায়, তাহাতে

সততই ঋষিগণ যজ্ঞবিঘ্নকারি রাক্ষসদিগের পরাভব করিয়া তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। (২৭) আদিরাজ মনুও পৃথিবীমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে কুশ ও কাশ আস্তরণ পূর্ব্বক যজ্ঞ পুরুষ ভগবানের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, অতএব ঐ দেশ অতি শ্রেষ্ঠ। (২৮) সে যাহা হউক। আদিরাজ মনু যে বর্হিষ্মতী পুরীতে বসতি করিতেন তথায় প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় নাশক আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন। (২৯) এবং পুত্র কলত্র সমন্বিত হইয়া ধর্ম্মাদির অবিরোধে বিবিধ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যহ প্রত্যুষ সময়ে সস্ত্রীক স্বরগায়ক গণ তাঁহার সৎকীর্ত্তি গান করিত, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আপনার হৃদয় দ্বারা হরি কথাই শ্রবণ করিতেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভাগবৎ-পরায়ণ হইয়াই যাবতীয় বিষয় ভোগ করিতেন। (৩০)

স্বায়ম্ভুব মনু এই রূপে ভগবৎপরায়ণ হইয়া ঐচ্ছিক ভোগরচনায় অবস্থিত হওয়াতে ভোগসকল তাঁহাকে অত্যল্পও অভিভব করিতে পারিল না। (৩১) অতএব কালের যে সকল অবয়ব তাঁহার আপনার মন্বন্তর পূর্ণ করিতেছিল সে সকলের সার বিনষ্ট হইল না। ফলতঃ তিনি সর্ব্বদা ভগবৎকথা শ্রবণ, ভগবানের ধ্যান, এবং আপনার বাক্যদ্বারা ভগবৎকথা রচনা করিতেন, ইহাতে তাঁহার সময় বৃথা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? (৩২) বিদুর! ঐ প্রকারে আদিরাজ মনুর আপনার সময় এক সপ্ততি যুগ যাপিত হইল। ভগবান্ বাসুদেবের কথা প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহার আসঙ্গ থাকাতে তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুসুপ্তি এই তিন অবস্থাকে পরিভূত করিয়াছিলেন। (৩৩) হে ব্যাস-নন্দন! ঐ মনুকে কোন সময়ে কোন প্রকার ক্লেশে বাধা দেয় নাই। বৎস! শরীরোত্থ, মানসোত্থ, অন্তরীক্ষাগত, শত্রুপ্রভব এবং শীতোষ্ণাদি প্রভব ইত্যাদি বহুবিধ ক্লেশ আছে সত্য কিন্তু সে সকল কি ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে পারে? (৩৪) অপর ঐ মনুর জ্ঞানাতিশয্যের কথা কি কহিব? মুনিগণ তাঁহাকে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সর্ব্ব প্রাণির প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বিবিধ শুভাবহ ধর্ম্ম এবং মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম তথা বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে কহিয়া-ছিলেন। (৩৫) বৎস! আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তাঁহার কন্যা দেবহূতির প্রভাব বিবরণ বলি শ্রবণ কর। (৩৬)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

তপঃ প্রভাবে উপস্থিত বিমানে কর্দ্দম ও দেবহূতির বিহার।

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! পিতা মাতা স্বদেশে প্রস্থান করিলে দেবহূতি সন্তুষ্ট চিত্তে পতির অভিপ্রায়ানুসারে অহরহ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ভগবতী যে প্রকারে মহাদেবের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন অবিকল সেই প্রকারে স্বামিসেবায় তৎপর হওয়াতে কি বিশ্বাস, কি শৌচ, কি গৌরব, কি ইন্দ্রিয়দমন, কি সৌহৃদ্যপ্রদর্শন, কি মধুর বাক্য প্রয়োগ, কোন বিষয়েই তাঁহার ত্রুটি হইল না। (১) তিনি কাম কপট দ্বেষ লোভ অহঙ্কার এবং নিষিদ্ধাচরণ এ সকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবহিতা হইয়া সেবাদ্বারা অহরহ কেবল সেই স্বামির সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। (২) বৎস! মনুকন্যা দেবহূতির দৈব অপেক্ষাও গুরুতর পতির নিকট

আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির প্রার্থনা ছিল, ইহাতে তিনি সর্ব্ব প্রকার সেবা শুশ্রূষা দ্বারা ভর্ত্তার চিত্তানুবর্ত্তনে প্রবর্ত্তমানা থাকিলেন। (৩) তাঁহার শরীর একে ব্রতাচরণ দ্বারা শীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে আবার বহুকাল ঐরূপে গত হওয়াতে আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

ঐ সময়ে এক দিন মুনিবর কর্দ্দম সধর্ম্মচারিণীর প্রতি নেত্রপাত করিলেন, অঙ্গনার অঙ্গ গ্লানি অবলোকিত হওয়াতে কর্দ্দমের অন্তঃকরণ করুণাসঞ্চারে পীড়িত হইল, অতএব প্রেম গদ্গদ বচনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন (৪) প্রিয়ে মানবি! তুমি অতি মানদা, তোমার এই শুশ্রূষা এবং ভক্তিতে আমার পরম পরিতোষ জন্মিল। কি আশ্চর্য্য! যে দেহ দেহিমাত্রের অতিশয় প্রিয়, তুমি সেই শরীরকেও আমার নিমিত্ত ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছ? এ কি! আমার সেবায় আসক্তি বশতঃ তুমি পরম স্নেহাস্পদ দেহেও উপেক্ষা করিয়াছিলে? (৫) সুন্দরি! আমি স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া তপস্যা সমাধি এবং উপাসনা এই সকল বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করত তদ্দ্বারা ভগবানের প্রসাদ স্বরূপ শোক ভয় হীন যে২ দিব্য ভোগ জয় করিয়াছি তুমি আমার শুশ্রূষা দ্বারা সেই সমস্ত ভোগ আয়ত্ত করিলে। আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা ঐ সকল দেখিতে পাইবে। (৬) প্রিয়ে! অন্য২ অনেক ভোগ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কি তোমার ভোগ্য? ভগবানের ভ্রূভঙ্গিমাত্রে সে সকলের প্রতি মনোরথ বিভ্রংশিত হয়, অতএব তৎসমুদায় তোমার যোগ্য নহে, তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, আপনার ধর্ম্মে উপার্জ্জিত ঐ সকল দিব্য ভোগ ভোগ কর। হে সুন্দরি! ঐ সকল ভোগ মানবগণের অত্যন্ত দুর্লভ, "আমরা রাজা" এই রূপ বিক্রিয়া অর্থাৎ এই প্রকার যে ভাগ্যবিকৃতি তাহার দ্বারাও ঐ সকল ভোগ ভোগ্য হইতে পারে না। (৭)

মুনিবর কর্দ্দম অখিল যোগ মায়া এবং উপাসনায় সুনিপুণ ছিলেন, আত্মমুখে এই প্রকার কহিতে থাকিলে তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই দেবহূতির মনোব্যথা দূরীভূতা হইল। তিনি ঈষৎ লজ্জা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতে তাঁহার বদনের সাতিশয় শোভা হইল। পরে স্বামিকে সম্বোধন করিয়া বিনয় ও প্রণয় বশতঃ গদ্গদ বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৮)

দেবহূতি কহিলেন হে দ্বিজবর! হে স্বামিন্! আপনি অমোঘ যোগ ও মায়ার অধিপতি, যাহা২ কহিলেন সকলই আপনাতে সিদ্ধ আছে, সংশয় নাই, কিন্তু আপনি আমার পাণিগ্রহণ কালে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন সেটী সুসম্পন্ন করুন, যাহাতে আমার গর্ব্ভধারণ হয় এবম্বিধ অঙ্গ সঙ্গ একবার হউক। প্রভো! পতিব্রতা নারীরা শ্রেষ্ঠ পতি পাইয়া যদি সন্তান প্রসব করিতে পারে তাহাই তাহাদের সুমহৎ লাভ। (৯) হে মহাশয়! যদি অঙ্গীকৃত পালনার্থ অঙ্গসঙ্গ করিতে মানস হয় তবে তদ্বিষয়ের সাধন কামশাস্ত্রে যেরূপ উপদিষ্ট আছে উপকল্পিত করিতে আজ্ঞা হউক অর্থাৎ ভোজনাদি দ্বারা শরীরে বলাধান করিতে অনুমতি দেউন, তাহা হইলে আমার এই দেহ রতি ক্রীড়ায় সমর্থ হইবে। প্রভো! মনোভব কাম আপনার নিকট ক্ষোভ পাইয়া আমার উপরে প্রগল্ভ হইয়াছে, তজ্জন্য আমার মনঃ রমণেচ্ছায় আকর্ষিত হওয়াতে মদীয় দেহ দীন হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে বলাধান করা আবশ্যক। অপর যেখানে আমাদের অঙ্গসঙ্গ হইতে পারে এমত উপযুক্ত ভবনও নিরূপণ করিতে আজ্ঞা হউক। (১০)

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনিবর কর্দ্দম আপনার প্রেয়সীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সন্তোষ নিমিত্ত যোগে বসিলেন। মুনির যোগ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ কামগামি একটী বিমান সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। (১১) সেই দিব্য বিমান সকল-

অভিলাষের দোহনকারী; তাহা বিবিধ রত্ন সমন্বিত এবং তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তির উপচয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হইতেছিল, আর তাহা মণিময় স্তম্ভে সুশোভিত ছিল। (১২) অপর তাহার মধ্যে বহু প্রকার সজ্জা সংকলিত রহিয়াছিল এবং পট্টিকা নামে বস্ত্র বিশেষ তথা বিচিত্র পতাকা ইত্যাদি দ্বারা তাহার অলঙ্কার শ্রী প্রকাশ পাইতেছিল। অতএব দর্শন মাত্রে বোধ হইল ইহা সকল কালেই সুখ বিস্তার করিবে। (১৩) অপিচ সেই বিমান মধ্যে বহুবিধ বিচিত্র মাল্য এবং পুষ্প সঞ্চিত ছিল, সে সকলের মধু গন্ধে ভূরি২ ভ্রমর অন্ধ হইয়া চারি দিকে ভ্রমণ করত মনোহর ধ্বনি করিতে লাগিল। আর তাহার সকল অংশই দুকূল ক্ষৌম কৌষেয় ইত্যাদি বিবিধ বসনে আবৃত ছিল। (১৪) বিদুর! সেই বিমানে উপর্য্যু পরিভাবে যে সমস্ত গৃহ নির্ম্মিত ছিল, সে সকলের মধ্যে উত্তমোত্তম শয্যাও বিরচিত রহিয়াছিল এবং পর্য্যঙ্ক ব্যজন তথা আসন স্থানে২ সুসজ্জিত থাকাতে সকল স্থানই অতিশয় কমনীয় বোধ হইল। আর স্থানে২ নানাবিধ শিল্প-কর্ম্ম এবং কোন স্থানে মরকত মণির স্থল, কোথাও বা মনোহর বিদ্রুম বেদি দৃষ্ট হইল। (১৫) অহে বিদুর! সেই বিমানের দ্বারও অনেক ছিল, সে সকল দ্বার বিদ্রুম দ্বারা রচিত হওয়াতে তাহারই বা শোভা কত? তাহার কপাটে কতই বজ্র (রত্ন বিশেষ) খচিত রহিয়াছিল। তাহার শিখর সকল ইন্দ্রনীল মণিময়, তাহার উপরে আবার স্বর্ণ কলস স্থাপিত ছিল। (১৬) অপর তাহার বজ্রময় ভিত্তি সকলে বৃহৎ২ জ্যোতির্ম্ময় পদ্মরাগ খচিত ছিল এবং বিচিত্র বিতান, হার, তথা সুবর্ণ তোরণ যথা স্থানে বিন্যস্ত থাকাতে সর্ব্ব প্রকারে রমণীয় বোধ হইল। (১৭) অপিচ তাহাতে বহুবিধ হংস পারাবত প্রভৃতি পক্ষী এবম্প্রকারে চিত্রিত রহিয়াছিল যে অকৃত্রিম হংসাদি তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া তদুপরি বারম্বার পতন পূর্ব্বক স্বজাতীয় ভ্রমে শব্দ করিতে লাগিল। (১৮) বৎস বিদুর! অধিক কি বলিব, সেই বিমানে বিহার-স্থান, বিশ্রাম স্থান, শয়ন স্থান, প্রাঙ্গণ, এবং প্রাচীরের বহিস্থ অজির ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার সুখদায়ক স্থানই সুন্দর রূপে রচিত ছিল, তাহা দর্শন করিলে মায়াবিরও পরম বিস্ময় জন্মিত। (১৯)

ঐ প্রকার মহাদ্ভুত রমণীয় ভবনরূপ বিমান সম্মুখে উপস্থিত হইলেও দেবহূতির দেহ মালিন্য এবং পরিচারকাভাব প্রযুক্ত তাহা দেখিয়া চিত্ত সাতিশয় প্রীত হইল না, তাঁহার স্বামী কর্দ্দম যোগবলে সকল প্রাণিরই মানস জানিতেন, প্রেয়সীর ভাব হৃদয়-ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন (২০) হে ভীরু! ঐ হ্রদে অবগাহন করিয়া আসিয়া এই বিমানে আরোহণ কর। ঐ সরোবর উৎকৃষ্ট তীর্থ, ভগবান্ বিষ্ণু ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা আনন্দ বিন্দুপাত দ্বারা মানব গণের অভিলাষ প্রদান করে। (২১)

দেবহূতি সানন্দ মনে ভর্ত্তার এই বচন গ্রহণ করিলেন, তাঁহার পরিধান মলিন এবং কেশ সকল সংস্কার বিরহে বেণীভূত (২২) ও অঙ্গ মলরূপ পঙ্কে আচ্ছন্ন থাকাতে স্তনদ্বয় পর্য্যন্ত বিবর্ণ হইয়াছিল। স্বামির আদেশমাত্রে সরস্বতীসরে গিয়া প্রবেশ করি-লেন। ঐ হ্রদের জলে শিবদ জলচরগণ বাস করিত। (২৩) জল প্রবেশ করিয়াই দেবহূতির বিস্ময় জন্মিল, তাঁহার নয়নগোচর হইল সরোবরের অভ্যন্তর্বর্ত্তি বেশ্মে দশ শত কন্যা রহিয়াছে, তাহাদের সকলের তরুণ বয়স্, সকলের গাত্র হইতে উৎপল গন্ধ বহির্গত হইতেছে। ঐ সকল কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল আমরা আপনকার কর্ম্মকরী, আমাদিগকে আজ্ঞা করুন কি করিব (২৪) এই বলিয়া আপনারাই স্নানযোগ্য মহার্হ তৈলাদি লইয়া

তাঁহার অঙ্গে লেপন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া দিল, তাহার পরে অতি সুন্দর দুই খানি নূতন দুকূল পরিধান করাইল। (২৫) এবং যে সকল উত্তমোত্তম অলঙ্কার তিনি ভাল বাসিতেন এবং যাহা২ অতিশয় দীপ্তিযুক্ত ছিল সে সকল ভূষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিল। তদনন্তর সর্ব্ব গুণোপেত ভক্ষ্য পেয় এবং সুস্বাদু আসব আনিয়া সম্মুখে রাখিল। (২৬)

অনন্তর দেবহূতি অত্রস্থ আদর্শে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল গলদেশে সুশোভন মাল্য দোদুল্যমান এবং অতিশয় নির্ম্মল বসন পরিধান, শরীরের কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র পাংশু নাই, যে অঙ্গে যেরূপ মঙ্গলাবহ ভূষণ করিতে হয় সমুদায় সম্পন্ন করিয়া দিয়া কতকগুলি কন্যা প্রশংসা করিতেছে। (২৭) আরো দেখিলেন আপনার কলেবর উদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা উত্তম রূপে মার্জ্জিত ও ক্ষালিত, এবং মস্তক তৈল দ্বারা অভ্যক্ত হইয়াছে, আর সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বপ্রকার ভূষণে ভূষিত অর্থাৎ কণ্ঠদেশে নিষ্ক, হস্তে বলয়, চরণে শব্দায়মান নূপুর, (২৮) নিতম্বদেশে ভূরি২ রত্নখচিত সুবর্ণময় রসনা, এবং গলদেশে মহার্হ হার ও অন্যান্য মঙ্গল দ্রব্য শোভা বিস্তার করিতেছে। (২৯) আরো দৃষ্টি গোচর হইল শোভন দশন, সুন্দর ভ্রূ, পদ্মকোষের সহিত স্পর্দ্ধাকারি শোভন অপাঙ্গান্বিত নয়ন, এবং বিলাস শালিনী অলকাবলী, এই সকল দ্বারা আপনার বদন সাতিশয় শোভা পাইতেছে। (৩০)

দেবহূতি আপনাকে এই প্রকার অবলোকন করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ প্রিয় পতিকে স্মরণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বামী যেখানে ছিলেন, ক্ষণমাত্রে সেই স্থানে ঐ সকল কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া আপনাকে উপস্থিত দেখিলেন। (৩১) কিন্তু ভর্ত্তার অগ্রে গিয়া যখন স্ত্রীসহস্রে বেষ্টিত আত্মার প্রতি এবং স্বামির যোগপ্রভাবের দিকে তাঁহার নেত্রপাত হইল তখন মনোমধ্যে সংশয় জন্মিল, অর্থাৎ এ সকল কি? এইরূপ বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (৩২)

সে যাহাহউক, দেবহূতি কৃতস্নান হইয়া প্রত্যাগমন করিলে কর্দ্দমের নয়ন গোচর হইল প্রিয়তমার পরম শোভা হইয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে ইহাঁর যে রূপ মনোহর রূপ ছিল পুনর্ব্বার সেইরূপ প্রাপ্তা হইয়াছেন, আর ইহাঁর রুচির বক্ষঃস্থল সুশোভন বসনে পরিবৃত হওয়াতে স্তনদ্বয়েরও শোভার সীমা হইতেছে না। (৩৩) অপর ইহাঁর মনোভাবন বসন পরিধান, এবং সহস্র২ বিদ্যাধরী চারিদিগে সেবার্থ উদ্যত। ঐ মুনি প্রিয়তমাকে এইরূপ দেখিয়া সানন্দ মনে প্রেমবান্ হইয়া কর ধারণ পুরঃসর সেই বিমানোপরি আরোহণ করাইলেন। (৩৪)

কর্দ্দম স্বীয় প্রেয়সীর সহিত সেই বিমানে আরূঢ় হইলে তাঁহার পরম শোভা হইল, তৎকালে তদীয় মহিমাও কোন অংশে বিলুপ্ত হইল না, বিদ্যাধরীগণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার শরীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল, অতএব কুমুদ গণের প্রকাশকারী গগণস্থ শশধর তারাগণে পরিবৃত হইলে তাহার যদ্রূপ সৌন্দর্য্য হয় ঐ মুনির অবিকল তদ্রূপ শ্রী প্রকাশ পাইতে লাগিল। (৩৫) তাহার পরে তিনি অঙ্গনা গণে পরিবৃত হইয়া সেই বিমানে বহুকাল ক্রীড়া করিলেন, তাহাতে সুমেরু পর্ব্বতের যে গুহা শীতল সুগন্ধ মন্দ২ বহনশীল গন্ধবহে কমনীয় এবং যে স্থান স্বর্নদী মন্দাকিনীর পতন শব্দে শব্দায়মান, তথায় সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া ভ্রমণকারি কুবেরের যদ্রূপ প্রীতি জন্মে তিনিও তদ্রূপ প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। (৩৬) অর্থাৎ সেই বিমানে বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক, চৈত্ররথ্য ইত্যাদি

বিবিধ দেবোদ্যান তুল্য উদ্যান এবং মানস সরোবর তুল্য মনোহর সরোবর ছিল, মুনিবর কর্দম স্বীয় প্রেয়সী সহিত প্রীত হইয়া ঐ সকল স্থানে বিহার করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহার অন্তঃকরণে ধনদের তুল্য সন্তোষ জন্মিতে লাগিল। (৩৭) অনন্তর তিনি দীপ্তিশালি কামগামি সেই মহা বিমান যোগে বায়ুর ন্যায় সকল লোকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অত্যল্প ক্ষণ মধ্যেই বৈমানিক লোক সকলকে অতিক্রমণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। (৩৮) অহে বিদুর! কর্দ্দম মুনির সহসা বৈমানিক লোক উল্লঙ্ঘনে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না, ভগবান্ বিষ্ণুর যে চরণদ্বয় স্মরণ মাত্রে সংসার নাশ করে সেই পাদপদ্ম যে সকল উদার চিত্ত ধীর জনে আশ্রয় করেন তাঁহাদিগের কি দুষ্প্রাপ্য থাকে? (৩৯)

মহাযোগী কর্দ্দম ঐ প্রকারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহু বিচিত্রময় অবনী মণ্ডলের দ্বীপ বর্ষাদি যাবন্ত অংশ বনিতাকে দর্শন করাইয়া পরে আপনার আশ্রমে নিবৃত্ত হইলেন। (৪০) অনন্তর প্রিয়তমার দিকে দৃষ্টি পাত হওয়াতে তাঁহার বোধ হইল তিনি সুরতার্থ উৎসুকা হইতেছেন অতএব মুনি আপনাকে নয় প্রকারে বিভক্ত করিয়া সেই রামার সহিত রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদুর! মহামুনি কর্দ্দম বহু২ বৎসর সুরত ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার পক্ষে ঐ সময় মুহূর্ত্তের ন্যায় যাপিত হইল। তাঁহার রমণাও সেই বিমানে রতিকরী উৎকৃষ্ট শয্যায় পতির সহিত সঙ্গতা থাকাতে তাবৎ কাল যে গত হইল তাহা জানিতে পারিলেন না। (৪১) ফলতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষেই যোগ প্রভাবে সুরত ক্রীড়ায় রত হইয়াছিলেন অতএব রমণ ব্যাপারে শত সম্বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও কামে মুগ্ধতা প্রযুক্ত তাঁহাদের পক্ষে ঐ সুদীর্ঘ কালও অত্যল্প ক্ষণ তুল্য শীঘ্রই গত হইল। (৪২)

মুনিবর কর্দ্দম যোগপ্রভাবে সকলেরই সংকল্প জানিতে পারিতেন, আপনার পত্নীর বহু অপত্যার্থ যে সংকল্প ছিল তাহা অবগত হইলেন এবং তাঁহার মানস পূরণে আপনার সামর্থ্য আছে ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন অতএব অতিশয় প্রীতি-প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে আত্মদেহার্দ্ধ তুল্য ভাবনা করিয়া স্বীয় রূপ নয় প্রকারে বিভক্ত করত তদীয় গর্ব্ভে বীর্য্যাধান করিলেন। বৎস বিদুর! প্রজাপতি কর্দ্দম আত্মজ্ঞ ছিলেন ইহাতে পত্নীর প্রতি তাঁহার চিত্ত আসক্ত হয় নাই সুতরাং সমধিক শুক্র পতিত না হওয়াতে ঐ গর্ব্ভে কন্যা জন্মিল। (৪৩) অতএব তাহার পরে সদ্যই অর্থাৎ একদিবসের মধ্যেই তাঁহার বনিতা কতকগুলি কন্যা প্রসব করিলেন, সেই বালিকাদের সকলেরই সকল অঙ্গ অতিশয় মনোহর, সকলেরই কলেবর হইতে উৎপলের সৌরভ বহির্গত হইতেছিল। (৪৪)

মহামুনি কর্দ্দম ঐ সময়ে প্রব্রজ্যায় গমনের উদ্যোগ করিলেন, তাঁহাকে তদ্রূপ দেখিয়া দেবহূতির বাহ্যে বিস্ময় এবং অন্তরে ব্যাকুলতা জন্মিল ও তাঁহার হৃদয় শোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইল। (৪৫) তিনি দুরন্ত চিন্তা প্রকাশ করত অধোমুখী হইয়া পদদ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিলেন, তদনন্তর নয়নাশ্রু সংরোধ করিয়া মৃদুস্বরে কএকটী কোমল বচন প্রয়োগ করিলেন। (৪৬)

দেবহূতি বলিলেন প্রভো! আপনি আমার নিকট যাহা২ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সকলই সম্পন্ন করিয়াছেন, আমি পুনরায় আপনকার শরণাপন্ন হইতেছি আমাকে অভয় দান করুন। হে স্বামিন্! ভাবি দৈন্য ও সংসার হইতে যে ক্লেশ সম্ভাবনা আছে সেইটী নিবর্ত্ত করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। (৪৭) প্রভো! আপনি প্রব্রজ্যাশ্রমে

প্রবিষ্ট হইলে আপনকার এই কন্যা দিগকে স্বয়ং স্ব২ যোগ্য পতি অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা আমার পক্ষে কি রূপ দৈন্য, বিবেচনা করুন। অপর আপনি প্রব্রজ্যার্থ গমন করিতেছেন, আমি কাহার্ নিকট জ্ঞান শিক্ষা পাইব, আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্ত কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক, অর্থাৎ যদি আরো কিয়ৎকাল আপনকার অবস্থান হয় তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞ কোন একটী সন্তান অবশ্য হইতে পারে। (৪৮) প্রভো! আমার সন্তান হইলে তাহারই নিকট আমার জ্ঞান শিক্ষা হইতে পারিবে, আর আমার বিষয় ভোগে স্পৃহা নাই এতাবৎ কাল তাহাতেই যাপন করিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে এমত রত ছিলাম যে তদাসক্তি বশতঃ আমার পরমাত্মা পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। (৪৯) প্রভো! আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রসক্ত হইয়া আপনাতে আসক্তি করিতাম কিন্তু আপনকার পরম ভাব আমার বুদ্ধিতে উদিত হইত না। প্রার্থনা করি আপনকার অনুগ্রহে এখন ঐ সকল বিষয় আমার অভয়ার্থ হউক। (৫০) হে মুনিবর! যদিও বিষয়াসঙ্গ সংসারভয়নাশক হয় না সত্য, তথাচ আমার শ্রুত আছে যে আসক্তি অসৎ বিষয়ে অবুদ্ধি পূর্ব্বক বিধান করিলে সংসারের কারণ হয় তাহাই সাধু পুরুষে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের ফল দেয়। (৫১) প্রভো! যাহার কর্ম্ম ইহলোকে ধর্ম্ম বৈরাগ্য এবং ভগবৎসেবা নিমিত্ত কল্পিত না হয়, অর্থাৎ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত কর্ম্মেরও ধর্ম্মাভিমুখ হওয়া উচিত, পরে নিষ্কাম ধর্ম্ম দ্বারা তাহা বৈরাগ্য জনক হওয়া আবশ্যক, অবশেষে বৈরাগ্যদ্বারা ভগবৎ সেবায় তাহার পর্য্যবসান করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তির কর্ম্ম ঐ প্রকার না হয় সে জীবন সত্ত্বেই মৃত। (৫২) যাহাহউক, আমি ভগবানের মায়াতে অতিশয় বঞ্চিত হইয়াছি, মুনে! এ কি সামান্য খেদের বিষয়। মোক্ষপ্রদ স্বামি প্রাপ্ত হইয়াও আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করি নাই। (৫৩)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

দেবহূতির গর্ব্ভে কপিলের জন্ম এবং তন্মতে কর্দ্দমের প্রব্রজ্যাগমন।

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! মনুর দুহিতা এই প্রকারে মনস্তাপ প্রকাশ পূর্ব্বক নির্বেদ বাক্য বলিতে থাকিলে মহামুনি কর্দ্দমের অন্তঃকরণ করুণাসঞ্চারে আর্দ্র হইল, ভগবান্ বিষ্ণু যাহা কহিয়াছিলেন স্মরণ করত কহিলেন (১) হে অনিন্দিতা রাজনন্দিনি! তুমি আপনাকে ভাগ্যহীনা বলিয়া খেদ করিও না, ভগবান্ অক্ষয় বিষ্ণু অচিরেই তোমার গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইবেন। (২) তুমি ধৃতব্রতাই আছ, এক্ষণে ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যানুষ্ঠান এবং ধনাদিদান দ্বারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পরমেশ্বরের আরাধনা কর। (৩) ভদ্রে! তুমি ভগবানের আরাধনা করিলে তিনি আমার যশঃ বিস্তার করিয়া তোমার পুত্র রূপে উৎপন্ন হইবেন এবং তোমাকে পরম ব্রহ্ম উপদেশ করিয়া তোমার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ সংসার বন্ধন ছেদন করিবেন। (৪)

মৈত্রেয় বলিলেন বৎস বিদুর! যোগিবর কর্দ্দম এই প্রকার আদেশ করিলে দেবহূতি গৌরব করিয়া তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে সম্যক্ বিশ্বাস করিয়া স্বামির উপদেশানুসারে কূটস্থ পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন।

(৫) ঐ রূপ উপাসনায় বহুতর কাল অতিক্রান্ত হইল, তাহার পরে কাষ্ঠে যদ্রূপ অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায় ভগবান্ বিষ্ণু মুনিবর কর্দ্দমের শুক্র আশ্রয় পূর্ব্বক দেবহূতির গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। (৬)

যখন দেবহূতির গর্ব্ভে ভগবান্ বিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন তখন গগণ মণ্ডলে বর্ষণশীল মেঘ সকল হইতে বিবিধ বাদ্য হইল এবং গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য করিতে লাগিল ও অপ্সরা সমূহ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। (৭) অপর আকাশ হইতে খেচর নিকর কর্ত্তৃক পরিমুক্ত দিব্য পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইল, আর দিক্, জল ও সর্ব্বপ্রাণির মনঃ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। (৮)

হে শক্রহন্ বিদুর! তদনন্তর মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা কর্দ্দমাশ্রমে আগমন করিলেন। (৯) স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মার বিদিত হইল বিশেষ রূপে সাংখ্য জ্ঞান বিজ্ঞাপনার্থ পর ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ সত্ব অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। (১০) বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা ভগবানের ঐ চিকীর্ষিত অবগত হওয়াতে ব্রহ্মা তদীয় বাসনার প্রশংসা করিলেন, পরে প্রহৃষ্টেন্দ্রিয় হইয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কর্দ্দম এবং দেবহূতিকে বলিলেন। (১১)

ব্রহ্মা প্রথমতঃ কর্দ্দমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে তাত? তুমি সম্যক্ প্রকারে আমার পূজা করিলে, যেহেতু অকপটে আমার প্রতি মান দান পূর্ব্বক আমার বাক্য গ্রহণ করিয়াছ। (১২) বৎস! পিত্রাদি গুরুলোকে কোন আদেশ করিলে "যে আজ্ঞা" এই কথা বলিয়া গৌরব প্রদর্শন পূর্ব্বক যে মান্য করা ইহাই তো গুরুশুশ্রূষা, পুত্রদের পিতার প্রতি ঐ প্রকার সেবা করাই কর্ত্তব্য। (১৩) হে বৎস! তোমার এই সকল দুহিতা প্রতিব্রতা হইবেন, এবং ইহারা স্ব২ বংশ দ্বারা অনেক প্রকারে আমার সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবেন। (১৪) অতএব এই সকল প্রধান ঋষি মরীচি প্রভৃতি আমার সমভিব্যাহারে উপস্থিত আছেন, যাহার যে রূপ শীল, বিবেচনা করিয়া ইচ্ছানুসারে অদ্যই আপন কন্যাদিগকে এই সকল পাত্রে সমর্পণ কর, ভূমণ্ডলে তোমার যশঃ বিস্তীর্ণ হউক। (১৫) হে মুনে! তোমার এই যে বালকটী, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, দেখিয়াই আমি জানিতে পারিলাম, আদ্য পুরুষ ভগবান্ স্বীয় মায়া দ্বারা প্রাণিদিগের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ এই দেহ ধারণ করিয়া কপিল রূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (১৬)

অনন্তর দেবহূতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন বৎসে! এই বালকটীর চক্ষুর্দ্বয় পদ্মতুল্য, কেশ হিরণ্যবর্ণ, পাদপদ্মে পদ্মমুদ্রা রহিয়াছে, ইনি সামান্য শিশু নহেন, শাস্ত্রজন্য জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা কর্ম্মমূল বাসনাকে সমূলে উন্মূলিত করিবেন। (১৭) হে মানবি! ইনিই ভগবান্ কৈটভারি, তোমার গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইনি তোমার অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপাজ্ঞান এবং সংশয় অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান স্বরূপ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া অবনী মণ্ডলে ভ্রমণ করিবেন। (১৮) বৎসে! ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাঙ্খ্যাচার্য্য কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লোকেতে কপিল এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন, অতএব ইহাঁ হইতে তোমার প্রশংসনীয় কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে। (১৯)

মৈত্রেয় কহিলেন কর্দ্দম এবং দেবহূতিকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া ব্রহ্মা হংসযানে আরোহণ পূর্ব্বক নারদ ও অন্য কতিপয় কুমার সহিত তৃতীয় স্বর্গের পরাসীমা সত্য লোক গমন করিলেন। অর্থাৎ কর্দ্দমের কন্যাগণের পাণিগ্রহণার্থ মরীচি প্রভৃতিকে সেই স্থানে স্থাপন করিয়া পাঁচ জন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। (২০) অহে বিদুর! ব্রহ্মা গমন করিলে

প্রজাপতি কর্দ্দম তাঁহার নিদেশানুসারে সেই সকল বিশ্বস্রষ্টা ঋষিগণকে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মরীচিকে বস্তু, অত্রিকে অনুসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে বহির্ভু নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। (২১) অপর পুলহকে তাঁহার উপযুক্তা গতি নাম্নী কন্যা এবং ক্রতুকে ক্রিয়া ও ভৃগুকে খ্যাতি তথা বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী প্রদত্তা হইল। (২২) আর যে শান্তিদ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ করা গিয়া থাকে সেই শান্তি নামিকা কন্যা ঐ প্রকারে কর্দ্দমের সম্প্রদানে মহামুনি অথর্ব্বার পত্নী হইলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম এই প্রকারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সাদরে ঐ সমস্ত জামাতা বিপ্রবর্য্যকে কিয়ৎকাল লালন করিলেন। (২৩)

তদনন্তর কৃতদার সেই সকল ঋষি শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সহর্ষমনে স্ব২ আশ্রমের প্রতি প্রস্থিত হইলেন। (২৪) তাঁহারা সকলে বিদায় হইয়া গেলে মুনিবর কর্দ্দম ভগবান্ বিষ্ণুকে স্বীয় ভবনে অবতীর্ণ জানিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন (২৫) অহো! কি আশ্চর্য্য! যে সকল ব্যক্তি এই সংসারে স্ব২ পাপরূপ অগ্নিদ্বারা অত্যর্থ দহ্যমান, তাহাদের প্রতি বহু কালে দেবতাদের প্রসন্নতা হয়! (২৬) যতিগণ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিয়া, বহু জন্মে ভক্তিযোগ পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা সুসিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা যাঁহার পাদ পদ্মের দর্শন প্রাপ্ত হন, (২৭) সেই এই ভগবান্ আমাদের লঘুতা গণ্য না করিয়া আমরা গ্রাম্য অর্থাৎ নীচ হইলেও, আমাদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভো! তোমার ইহা উচিতই বটে, যেহেতু তুমি আপনার ভক্তদিগের পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া থাক। (২৮) অপর হে ভগবন্! বুঝিলাম তুমি আপনার বাক্য অর্থাৎ "তোমার পুত্র হই" এই অঙ্গীকার সত্য এবং জ্ঞান সাধন সাঙ্খ্য শাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্তই এই অবতার গ্রহণ করিয়াছ। তুমি ভক্তগণের মানবর্দ্ধন কারী, এইরূপ করিলে ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এতদভিপ্রায়েই এই অবতার স্বীকার করিয়াছ। (২৯) কিন্তু হে প্রভো! যদিও আপনি বস্তুতঃ প্রাকৃত আকৃতি শূন্য, তথাচ আপনকার যে সকল চতুর্ভুজাদি রূপ অলৌকিক এবং যে২ রূপ আপনকার ভক্ত জনেরা বাঞ্ছা করে সে সকল রূপই আপনকার উপযুক্ত। (৩০) হে ঈশ! পণ্ডিত গণ আত্মতত্ত্ব বোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সর্ব্বদা আপনকারই উপাসনা করিয়া থাকেন, আপনকার পাদপীঠই অভিবাদনের যোগ্য, এবং আপনি ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শ্রী এই সকলে পরিপূর্ণ, অতএব আমি আপনকারই শরণাগত হইলাম। (৩১) প্রভো! আপনি পরমেশ্বর, যেহেতু আপনকার শক্তি স্বাধীন, আপনিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি স্বরূপ, আপনিই পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, আপনিই মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, আপনিই কাল অর্থাৎ সকলের ক্ষোভক, আপনিই ত্রিবৃত অর্থাৎ অহঙ্কার স্বরূপ, আপনিই লোকপাল অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারের পালক, এবং এই প্রপঞ্চ যাহাতে জ্ঞানশক্তি দ্বারা লীন হয় আপনি সেই সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষী, অতএব আমি আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। (৩২) হে দেব! তুমি পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবামাত্রে আমার ঋণত্রয় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে যদিও আমি প্রাপ্তকাম হইয়াছি, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পরে আমি পরিব্রাজকদিগের (সন্ন্যাসিদিগের) পথ অবলম্বন করিয়া হৃদয়মধ্যে তোমাকে স্মরণ করত নির্ভয়ে পর্য্যটন করিব। (৩৩)

ভগবান্ কপিল কর্দ্দমের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন বৈদিক এবং লৌকিক কৃত্যে আমার উক্তিই লোকের প্রমাণ হইয়া থাকে, ইহাতে আমি তোমাকে

"তোমার পুত্র হইব" এই যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য করিবার নিমিত্ত তোমার গৃহে এই জন্ম স্বীকার করিয়াছি। (৩৪) কিন্তু ইহলোকে আমার এই জন্ম দুরাশয় লিঙ্গ দেহ মোচনেচ্ছু লোকদের আত্ম দর্শনসম্মত তত্ত্ব প্রসংখ্যানার্থই জানিবে। (৩৫) মুনে! আত্ম জ্ঞানের এই সূক্ষ্ম মার্গ পূর্ব্বাবধি সিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু কালবশতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আমি তাহা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্ত করাইবার নিমিত্ত মায়াদ্বারা এই দেহধারণ করিয়াছি। (৩৬) তুমি আমার নিকট অনুজ্ঞা চাহিতেছ, ভাল, আজ্ঞা দিতেছি, যথা ইচ্ছা গমন কর, কিন্তু আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক দুর্জ্জয় মৃত্যু জয় করিয়া অমৃতত্ব নিমিত্ত আমার ভজনা করিও, (৩৭) এই রূপ করিলেই আত্ম স্বরূপ স্বয়ং প্রকাশক সর্ব্ব-ভূতের অন্তর্যামী যে আমি, আমাকে তোমার আত্মাতে আত্মা দ্বারা অবলোকন পূর্ব্বক শোকহীন হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। (৩৮) পিতঃ! আমি আমার মাতা দেব-হূতিকেও সর্ব্ব কর্ম্মের উন্মূলনী আত্মবিদ্যা প্রদান করিব, তাহাতে তিনি একেবারে সংসারভয় হইতে নিস্তার পাইবেন এবং তাঁহার পরমানন্দ লাভও হইবে। (৩৯)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ভগবান্ কপিল এই প্রকার কহিলেপর প্রজাপতি কর্দ্দম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রীতমনে অরণ্যে গমন করিলেন (৪০) এবং এক আত্মারই শরণাপন্ন হইয়া মুনিদিগের ব্রত অহিংসাদি অবলম্বন পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহার আর অনুরাগ রহিল না, অগ্নি ও নিকে-তন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন। (৪১) পরে সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ রূপে প্রকাশ পান তাঁহার প্রতি মনোযোগ করিলেন, তাহাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা অচিরেই তাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইল। (৪২) অতএব নিরহঙ্কার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি শূন্য, সুতরাং শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল এবং নির্ম্মল ও ভেদবুদ্ধি বিহীন হইয়া কেবল স্বরূপ মাত্রই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রত্যগাত্মমাত্রে প্রবণ হইয়া শান্তভাবে থাকাতে, যেমন তরঙ্গ প্রশান্ত হইলে সাগর নিস্তব্ধ হয় তদ্বৎ তিনি নিশ্চল ও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। (৪৩) তাহার পরেই বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার চিত্ত পরম ভক্তি ভাবে জীবাত্মা স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে সঙ্গত হইল। (৪৪) তাহাতে স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইয়া সকল প্রাণিতে ভগবদ্রূপ আত্মাকে অবস্থিত এবং সকল ভূতকে ভগবদ্রূপ আত্মায় অবস্থিত দেখিতে লাগিলেন। (৪৫) অতএব রাগ দ্বেষ বিহীন এবং সর্ব্বত্র সমদর্শি চিত্ত দ্বারা ভগবদ্ভক্তি যোগে ভগবৎসম্বন্ধিনী গতি অচিরেই লব্ধা হইল। (৪৬)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চ বিংশ অধ্যায়।

জননীর জিজ্ঞাসায় কপিলকর্ত্তৃক বন্ধবিমোচনকারি ভক্তি লক্ষণ কথন।

শৌনক কহিলেন অহে সূত! তত্ত্বসকলের সংখ্যাকর্ত্তা অর্থাৎ সাঙ্খ্যপ্রবর্ত্তক ভগবান্ কপিল জন্মরহিত হইয়াও মানবগণের আত্ম বিজ্ঞাপনার্থ আপনার মায়াদ্বারা স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) তিনি পুরুষদিগের মধ্যে উত্তম এবং সর্ব্ব যোগির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি সেই দেবের বৃত্তান্ত বহুবার শ্রবণ করিয়াছি তথাচ তাঁহার কীর্ত্তি শ্রবণে আমার ইন্দ্রিয় সকল পরিতৃপ্ত হইতেছে না। (২) তিনি ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, আত্মমায়া দ্বারা যেং কর্ম্ম বিধান করেন কীর্ত্ত-

নাই সেই সকল কর্ম্ম আমার নিকট কীর্ত্তন কর, আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিব। (৩)

সূত কহিলেন মুনে! আপনি যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন মহাত্মা বিদুর মুনিবর মৈত্রেয়কে এইরূপই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া আত্ম-বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নে বিদুরকে যেরূপ কহেন তাহা বলি শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। (৪)

মৈত্রেয় কহিয়াছিলেন বিদুর। পিতা অরণ্য প্রস্থান করিলে জননীর প্রিয় করিতে বাসনা করিয়া ভগবান্ কপিল সেই বিন্দুসরেই বাস করিলেন। (৫) তিনি তত্ত্ব মার্গের পারপ্রদর্শক, ইহাতে কর্ম্মশূন্য হইয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। এক দিন দেবহূতি ব্রহ্মবাক্য স্মরণ হওয়াতে আপনার ঐ পুত্রের নিকট গিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন (৬) প্রভো! অসৎ বিষয়াভিলাষে আমার নিতান্ত ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, ঐ অভিলাষ পরিপূর্ণ করাতে আমার অন্ধতমঃ উপস্থিত হইতেছিল (৭) কিন্তু এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে সেই দুষ্পার অন্ধতমের পারগামি সচ্চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইলাম। (৮) অথবা তুমি আদ্য ভগবান্ এবং পুরুষের ঈশ্বর, তমোন্ধ লোকদের পক্ষে দিবাকরের ন্যায় উদিত হইয়াছ, এখন আমার চক্ষুঃ প্রকাশ না হইবে কেন? (৯)

হে দেব! এই দেহে আমার যে "আমি, আমার" ইত্যাদি বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা তুমিই যোজনা করিয়াছ, অতএব তুমি আমার মোহ বিনষ্ট করিতে যোগ্য হও। (১০) প্রভো! তুমি শরণাগত পবিত্রাতা এবং আশ্রিত গণের সংসার রূপ বৃক্ষের ছেদন কর্ত্তা, আমি প্রকৃতি এবং পুরুষ জানিবার বাসনায় তোমার শরণাপন্ন হইলাম, এই আমি প্রণাম করিতেছি তুমি ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, আমার জিজ্ঞাসা পূর্ণ কর। (১১)

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবান্ কপিল আপন জননীর এইরূপ নিরবদ্য বচন শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন এ সকল বাক্য মোক্ষ বিষয়ে রতিকর বটে অতএব তাঁহার মনোমধ্যে মহা২ আনন্দ জন্মিল এবং ঈষৎহাস্যে আস্য কমল বিকসিত হইল, পরে তিনি কহিতে লাগিলেন (১২) আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগই পুরুষের নিঃশ্রেয়ের কারণ, কেননা তাহাতে সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। অতএব তোমাকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন ঐ যোগই বলিতেছি, পূর্ব্বে ঋষিগণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করাতে তাঁহাদের নিকটে উহাই কহিয়াছিলাম। (১৩) কিন্তু এই যোগ চিত্ত সংযমন ব্যতিরেকে হইতে পারে না, ফলতঃ চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন এবং পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলেই তাহার মুক্তি হয়। (১৪) মা! কাম লোভ ইত্যাদি যে সকল মল "আমি, আমার" ইত্যাকার অভিমান উৎপন্ন করিয়া থাকে চিত্ত যখন সেই সকল মলে বিরহিত হইয়া শুদ্ধ হয় অর্থাৎ অদুঃখ ও অসুখ হইয়া সর্ব্বত্র সমান থাকে (১৫) তৎকালে পুরুষ, যে আত্মা প্রকৃতির পর, নির্ভেদ্য, স্বয়ংপ্রকাশ, সূক্ষ্মতর এবং অপরিচ্ছন্ন, (১৬) তাঁহাকে জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ভক্তি যুক্ত চিত্ত দ্বারা উদাসীনের তুল্য অবলোকন করে এবং প্রকৃতিকেও ক্ষীণবলা দেখিতে পায়। (১৭) মা! যোগিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধি বিষয়ে অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগের তুল্য শুভদায়ক বর্ত্ম দ্বিতীয় নাই। (১৮) কিন্তু সাধুসঙ্গই এই সকলের মূল, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে আসঙ্গ আত্মার অজর পাশ, তাহাই সাধু জনের প্রতি বিহিত হইলে নিরাবরণ স্বর্গদ্বার স্বরূপ হয়। (১৯) মা! কিরূপ লোকদিগকে সাধু বলিতে পারা যায় বলি শুন, যে সকল ব্যক্তি সহিষ্ণু, দয়াবান্, সকল প্রাণির সুহৃৎ, এবং শান্তপ্রকৃতি, আর যাঁহাদের কেহ শত্রু নাই, তাঁহারাই সাধু অর্থাৎ শাস্ত্রানুবর্ত্তী, সুশীলতাই তাঁহাদিগের ভূষণ।

তাঁহারা আমার প্রতি অনন্যভাবে দৃঢ়া ভক্তি করিয়া থাকেন, আমার নিমিত্ত কর্ম্ম ত্যাগ করেন, মদর্থ যদি স্বজন ও বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয়েন না। (২০) আর সর্ব্বদা অপ্রগল্ভ হইয়া আমার কথা কহেন ও আমার কথাই শ্রবণ করিয়া থাকেন। মা! তাঁহাদের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট থাকাতে আধ্যাত্মিকাদি যে বিবিধ তাপ আছে তাহাতে তাঁহাদিগের ব্যথা মাত্র জন্মাইতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি উক্ত প্রকারে সর্ব্ব সঙ্গ বর্জ্জিত, তাঁহারাই সাধু। মা! তুমি ঐ প্রকার সাধুজন সহ সঙ্গই বাঞ্ছা করিও, যেহেতু সাধু সঙ্গে সঙ্গদোষ বিনষ্ট হয়। (২১)

হে জননি! সাধুদিগের সহিত সমাগম হইলে উক্তরূপ আমার বীর্য্য প্রকাশক কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, সুতরাং তাহার সেবন দ্বারা আশু আমাতে (ভগবান্ হরিতে) শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি ক্রমে২ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২২) তাহার পরেই পুরুষ আমার সৃষ্ট্যাদি লীলা চিন্তা করে, তাহাতে ভক্তি উৎপন্না হইলে সেই ভক্তি বশতঃ দৃষ্ট শ্রুত অর্থাৎ ইহকালের ও পরকালের ঐন্দ্রিয় সুখ হইতে বিরত হয়, তদনন্তর উদ্যুক্ত হইয়া ঋজু যোগ মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত বশীকরণে যত্ন করে। (২৩) মা! এই প্রকার করিয়াই এই জীব প্রকৃতি-গুণের অসেবন, বৈরাগ্য প্রবর্দ্ধিত জ্ঞান, যোগ, তথা আমাতে অর্পিত ভক্তি, এই সকল দ্বারা এই দেহেতেই আমাকে (প্রত্যগাত্মাকে) প্রাপ্ত হয়। (২৪)

দেবহূতি কহিলেন প্রভো! তোমাতে কি প্রকার ভক্তি করা উচিত? এবং আমি স্ত্রীলোক, আমারই বা কীদৃশী ভক্তি অপেক্ষিতা হয়, কহিতে আজ্ঞা হউক, আমার বাসনা এই, ভক্তি দ্বারা তোমার মোক্ষাত্মক পদ সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত হই। (২৫) অপর ভগবানের প্রতি লক্ষ্যকারি যে যোগকে তুমি মুক্তির কারণ করিয়া বলিলে যাহা হইতে তত্ত্বসকলের অবরোধ হয় সেই যোগই বা কি প্রকার? এবং তাহার অঙ্গই বা কত? (২৬) আমি অবলা, আমার বুদ্ধি অতি মন্দ, এই সকল দুর্বোধ্য বিষয় তোমার অনুগ্রহে যাহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারি সেই প্রকার করিয়া বিশেষ রূপে জ্ঞাপন কর। (২৭)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ভগবান্ কপিল দেবহূতির তনু হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহাতে মাতার ঐ সকল উক্তিতে তাঁহার প্রতি তদীয় চিত্ত স্নেহার্দ্র হইল অতএব জননীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া যাহাতে তত্ত্ব সকলের অনুক্রম আছে এবং যাহাকে সাঙ্খ্য বলিয়া থাকে সেই শাস্ত্র ও যোগ কহিতে আরম্ভ করিলেন। (২৮)

ভগবান্ কপিল কহিলেন মা! যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশাত্মক, যাহাদের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি বিষয় অনুভূত হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি সে সকলের যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলিয়া থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হে দেবি! ইন্দ্রিয় সকলের ঐ বৃত্তি আপনাহইতে হয় না, বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর হয়। (২৯) ঐ প্রকার ভক্তি হইলে প্রসঙ্গতঃ মুক্তিও হইয়া পড়ে, কেননা সেই ভক্তি যেমন জঠরানল ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে তাহার ন্যায়, অচিরেই লিঙ্গ শরীরকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। (৩০) কিন্তু যাহারা আমার চরণ সেবায় অনুরক্ত, যাহাদের আমার নিমিত্তই সমস্ত চেষ্টা, বিশেষতঃ যাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া আমার বীর্য্য বর্ণন করিতে আমোদিত হয়, এবম্বিধ কোন২ ভাগবত

পুরুষ ঐ মুক্তি অর্থাৎ আমার সহিত একাত্মতা ভাল বাসেন না (৩১) বরঞ্চ আমার যে২ মূর্ত্তির প্রসন্ন বদন এবং অরুণ নয়ন, সেই সকল দিব্য ও বরদ মূর্ত্তি দর্শন করিতে অনুরাগী হন। আর ঐ সমস্ত মূর্ত্তির সহিত স্পৃহণীয় বাক্য বলিতেও আনন্দিত হন। ফলতঃ মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিযোগে পরমেশ্বরানুভব সুখ অধিক আছে ইহাতেই ঐ সকল ব্যক্তির মুক্তিতে তাদৃশী রুচি হয় না। (৩২) পরন্তু আমার মনোহর মুখ নেত্রাদি অবয়ব যুক্ত ঐ সমস্ত মূর্ত্তির লীলা হাস্য সম্বলিত অবলোকন এবং মনোভাবন মধুর ভাষণাদি দ্বারা ঐ সকল পুরুষের মনঃ ও ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইলেও এবং তাহাতে তাহাদের মুক্ত্যর্থ ইচ্ছা না থাকিলেও আমার ভক্তি স্বয়ং তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। (৩৩) মা! এরূপ মুক্তিতে অধিক লাভ আছে, এই প্রকারে মুক্ত পুরুষ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর আমার মায়াদ্বারা বিরচিত ভোগ সম্পত্তি এবং ভুক্তির পশ্চাৎ আপনা হইতে উপস্থিত অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য, তথা ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি, এই সকল ভোগ যদিও স্পৃহা না করে তথাচ বৈকুণ্ঠ লোকে উপস্থিত হইয়া বিনা যত্নে প্রাপ্ত হয় (৩৪) মা! আমার ভক্তিযোগে মুক্ত পুরুষ বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, ইহাতে এমত আশঙ্কা করিও না যে স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠস্থ ভোক্তা ও ভোগ্য সকলের কালবশতঃ ক্ষয় হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তি আমাকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করে কোন কালে তাহারা ভোগ্য বস্তুবিহীন হয় না এবং আমার অনিমিষ কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। ফলতঃ আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহ বিষয়, সখার ন্যায় বিশ্বাস ভাজন, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃদের ন্যায় হিতকারী, ইষ্টদেবের ন্যায় পূজ্য অর্থাৎ যাহারা এই প্রকারে সর্ব্বতোভাবে আমার ভজনা করে আমার কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিবে ইহাও কি কখন সম্ভবে? (৩৫) কিন্তু আমি এই রূপ মুক্তি যে কোন ভক্তকে প্রদান করি না, ইহ লোক এবং পরলোক এই উভয় লোক গামি সোপাধিক আত্মা, অপর ঐ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে যে সকল পুত্র কলত্রাদি, এবং আর২ যে সকল ধন ভবন পশু, (৩৬) তথা অন্যান্য যে সমস্ত পরিগ্রহ আছে, এই সমুদায়কে বিসর্জ্জন দিয়া যে সকল ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তি যোগে আমার ভজনা করে কেবল তাহাদিগকেই সংসার হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক উক্ত প্রকার মুক্তি প্রদান করি। (৩৭) মা! আমিই ভগবান্, আমিই প্রধান পুরুষের ঈশ্বর, আমিই সকল প্রাণির আত্মা, আমা ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতেও সংসার ভয় নিবারণের সম্ভাবনা নাই। (৩৮) আমার ভয়েতেই বায়ু বহে, আমার ভয়েতেই সূর্য্য উত্তাপ দেয়, আমার ভয়েই ইন্দ্র বর্ষণ করে, আমার ভয়েই অগ্নি দাহ করে ও মৃত্যু সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। (৩৯) মা! আমার সেবা দ্বারাই যে মোক্ষ হয় এবিষয়ে দৃষ্টান্তও দেখ, যোগিগণ জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা স্ব২ কল্যাণার্থ আমার পাদমূল আশ্রয় করিতেছেন। (৪০) ফলতঃ তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা আমাতে চিত্ত অর্পিত হইয়া যদি সুস্থির হয় তবে তাহাই ইহলোকে পুরুষের সুমহৎ শ্রেয়ঃ। (৪১)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

প্রকৃতি পুরুষের বিবেচনার্থ তত্ত্ব কথন।

ভগবান্ কপিল কহিলেন এক্ষণে তোমাকে তত্ত্ব সকলের পৃথক্২ লক্ষণ বলি, তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় গুণ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। (১) অপর আত্ম দর্শন রূপ যে জ্ঞানে হৃদয় গ্রন্থির ভেদ হয় অর্থাৎ যাহা অহঙ্কার নিবৃত্ত করে এবং পণ্ডিতেরা মুক্তি প্রয়োজনার্থ যাহা কহিয়া থাকেন, তোমার নিকট তাহাও বর্ণন করিতেছি। (২) মা! প্রতিলোম বুদ্ধি বিশিষ্ট যে আত্মা, তিনিই পুরুষ। সেই পুরুষ অনাদি, এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ সঙ্গ রহিত, ও নির্গুণ। তিনি আপনিই প্রকাশ পান, এই বিশ্বও তাঁহার সহিত সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া-থাকে। (৩) সেই পুরুষের নিকট বিষ্ণুর শক্তিরূপা অব্যক্ত গুণময়ী প্রকৃতি লীলা বশতঃ উপগতা হইলে তিনি অবজ্ঞাক্রমে তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। (৪) ঐ প্রকৃতি আপনার গুণদ্বারা আপনার সমান রূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকে তাহাতে তাহাকে দর্শন করিয়া ঐ পুরুষ জ্ঞানাবরক মায়া দ্বারা সদ্যঃ মুগ্ধ হইয়া পড়েন। (৫) তাহার পরে প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য হয় ঐ প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়াতে তদ্দ্বারা ঐ পুরুষ আপনাকে সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিতে আরম্ভ করেন। (৬) মা! পুরুষ কেবল সাক্ষিমাত্র, তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, স্বয়ং সুখ স্বরূপ, তাঁহার ঐ প্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান হইলেই সংসার অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রবাহ এবং কর্ম্ম দ্বারা বন্ধ ও বন্ধকৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হয়। (৭) মা! কার্য্য অর্থাৎ শরীর, কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ দেবতাবর্গ, এ সকলের তত্তদ্ভাব প্রাপ্তি বিষয়ে প্রকৃতি কারণ বটে, কেননা কূটস্থ আত্মার স্বতঃ বিকার নাই, কিন্তু সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতির পর যে পুরুষ, তাঁহাকেই কারণ বলিয়া থাকে। অর্থাৎ যদিও কার্য্যাদি এবং ভোক্তৃত্ব এই দুই অহঙ্কারকৃত হউক, তথাপি কার্য্য মাত্রই জড়াবসান, এই কারণে তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য, পরন্তু ভোগ জ্ঞানা-বসান এপ্রযুক্ত তাহাতে প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্যের প্রাধান্য। (৮)

ভগবান্ কপিলের প্রমুখাৎ এই প্রকারে সংসারি পুরুষ এবং তাহার কারণ প্রকৃতির বিষয় অবগত হইয়া তদনন্তর দেবহূতির জগতের কারণ ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকৃতির বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইল, অতএব পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন হে পুরুষোত্তম! এই বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্য যাহার স্বরূপ, সেই প্রকৃতিই এই বিশ্বের কারণ, সেই প্রকৃতির লক্ষণ কি? বর্ণন কর। (৯)

ভগবান্ কপিল কহিলেন নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রধান ত্রিগুণ অতএব ব্রহ্ম নহেন, এবং তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অকার্য্য, অতএব মহত্তত্ত্বও নহে, অপিচ তাহা কার্য্য ও কারণ স্বরূপ, অতএব কালাদিও নহে, এবং তাহা নিত্য, অতএব জীবের প্রকৃতিও নয়। (১০) উক্ত প্রধানের কার্য্য স্বরূপ চতুর্বিংশতি গণ আছে, তাহা পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং দশ, এই প্রকার সংখ্যার সংকলনে সংখ্যাত হইয়াছে। (১১) ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত। গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, এই পঞ্চ তন্মাত্র। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, তথা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই দশ ইন্দ্রিয়। (১২) এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়, যদিও অন্তঃকরণই

অন্তরিন্দ্রিয়, তথাচ তাহার বৃত্তিভেদে উক্ত চারি প্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে। (১৩) মা! আমি যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলিলাম, এই সকলের গণনা দ্বারাই তাহা সংখ্যাত হইয়াছে। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান, এতদ্ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। (১৪) এই কালের প্রতি মতদ্বয় আছে, কতকগুলি পণ্ডিতে পরমেশ্বরের বিক্রমকেই কাল বলিয়া থাকেন। ঐ কাল হইতে প্রকৃতি প্রাপ্ত দেহে অহংবুদ্ধি দ্বারা বিমূঢ় জীবের ভয় উৎপন্ন হয়। (১৫) অপরে কহেন গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা রূপ প্রকৃতির চেষ্টা যাহা হইতে হয় সেই ভগবানই "কাল" এই সংজ্ঞায় উপলক্ষিত হয়েন। (১৬) ভগবান্ কে? তাহাও শুন বলি, যিনি আত্মমায়া দ্বারা প্রাণি সকলের অন্তরে নিয়ন্তৃত্ব রূপে এবং বহির্ভাগে কাল স্বরূপে সম্যক্ প্রকারে অর্থাৎ তাহাদের বিকারে অসংস্পৃষ্ট হইয়া অনুস্যূত আছেন তিনিই ভগবান্, তিনিই কাল, অতএব কাল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। (১৭)

মা! এক্ষণে তত্ত্ব সকল যে প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং সে সকলের যেরূপ লক্ষণ, বলি, শ্রবণ কর। জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে পরম পুরুষ সেই প্রকৃতিতে আপনার বীর্য্য অর্থাৎ চিৎশক্তি আহিত করেন তাহাতে সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। ঐ তত্ত্ব হিরণ্ময়, অর্থাৎ প্রকাশ বহুলই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। (১৮) ঐ তত্ত্ব কূটস্থ অর্থাৎ লয় বিক্ষেপ শূন্য এবং জগতের অঙ্কুর স্বরূপ, ঐ সময়ে তাহা আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে প্রকটিত করিয়া আপনার তেজঃ দ্বারা প্রলয়কালীন তমঃ পান করিল অর্থাৎ প্রলয় সময়ে যে তমঃ ঐ মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে লীন করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে দূরীকৃত করিয়া দিল। (১৯) মা! সত্ত্বগুণ-যুক্ত, বিশদ, রাগাদি রহিত, এবং উপলব্ধিস্থান যে চিত্ত, যাহার নাম বাসুদেব, সেই চিত্তই ঐ মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। অর্থাৎ এক চিত্তই অধিভূত রূপে মহত্তত্ত্ব, আধ্যাত্মরূপে চিত্ত, উপাস্য রূপে বাসুদেব, এবং অধিষ্ঠাতৃ রূপে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া থাকে। (২০) কিন্তু ভিন্ন২ বৃত্তি দ্বারা সেই চিত্তের স্বচ্ছত্ব অর্থাৎ ভগবদ্বিম্ব গ্রাহিত্ব, অবিকারিত্ব অর্থাৎ লয় বিক্ষেপ রহিত্য, এবং শান্তত্ব রূপ লক্ষণ জানিও, ফলতঃ যেমন জলের পরা প্রকৃতি ভূমিসংসর্গ ভেদে মধুর এবং স্বচ্ছ হয় তাহার ন্যায় চিত্তেরও বৃত্তি ভেদে ভিন্ন২ লক্ষণ হইয়া থাকে। (২১)

এক্ষণে অহঙ্কার কি রূপে উৎপন্ন হয় এবং তাহার লক্ষণ কি, বলি শুন। ভগবানের বীর্য্য প্রভাবে উৎপন্ন ঐ মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তাহারই ক্রিয়া বিষয়ে শক্তি আছে। এই অহঙ্কার তিন প্রকার (২২) যথা—বৈকারিক, তৈজস, এবং তামস। এই অহঙ্কার হইতে মনঃ ইন্দ্রিয় এবং মহাভূত সকলের উৎপত্তি হয়। (২৩) মা! এই অহঙ্কারের মধ্যেও উপাস্য দেব আছেন, যে সংকর্ষণ নামক পুরুষের সহস্র শীর্ষ, যাঁহাকে মহর্ষিরা সাক্ষাৎ অনন্ত বলিয়া থাকেন, সেই পুরুষ এই অহঙ্কারের কার্য্য যে ভূত ইন্দ্রিয় এবং মনঃ, এসকলের স্বরূপ। (২৪) অপর এই অহঙ্কারে দেবতারূপে কর্তৃত্ব এবং ইন্দ্রিয়রূপে কারণত্ব ও ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে, আর শান্তত্ব ও ঘোরত্ব এবং বিমূঢ়ত্ব, এ তিনও এই অহঙ্কারে বর্ত্তমান, কিন্তু এ তিন ইহার তিন কারণের গুণ, কারণ গুণ স্বরূপে ইহাতে আছে। (২৫)

এক্ষণে কিরূপে মনের উৎপত্তি হয় ও তাহার লক্ষণ কি, বলি শুন। উপরে য বৈকারিক অহঙ্কারের কথা বলিলাম, সেই বৈকারিক অহঙ্কার বিকৃত অর্থাৎ সৃষ্টি

বিষয়ে উন্মুখ হইলে তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাহারই সংকল্প (চিন্তা) এবং বিকল্প (বিশেষ চিন্তা) দ্বারা কামের সম্ভব হয়, অর্থাৎ কামরূপা যে বৃত্তি তাহাই মনের লক্ষণ। (২৬) পণ্ডিতেরা ঐ মনস্তত্ত্বকেই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ বলিয়া জানেন। তিনি শরৎকালীন ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং যোগিরা তাঁহাকেই ক্রমেং বশীভূত করিতে পারেন। (২৭) মা! এই প্রকারে তৈজসতত্ত্বও বিকৃত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা দ্রব্য স্ফুরণ রূপ যে বিজ্ঞান, তৎস্বরূপ, এবং ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহরূপও বটে। (২৮) উক্ত বুদ্ধির বৃত্তি ভেদে সংশয়, বিপর্য্যাস অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান, নিশ্চয় অর্থাৎ প্রমাণ স্মৃতি এবং নিদ্রা এই কএকটী লক্ষণ। (২৯)

এক্ষণে ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তির বিবরণ বলি শ্রবণ কর। ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ হয়, যথা—কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই তৈজস অর্থাৎ তেজঃপ্রভব অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, যেহেতু প্রাণের ক্রিয়া-শক্তি ও বুদ্ধির বিজ্ঞান শক্তি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, অতএব প্রাণ তৈজস হওয়াতে তাহার ক্রিয়া শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সকলও তৈজস, এবং বুদ্ধির তৈজসত্ব হেতু তদীয় জ্ঞান শক্তি যুক্ত ইন্দ্রিয় সকলেরও তৈজসত্ব জানিও। (৩০)

সে যাহা হউক, এখন তন্মাত্র সকলের উৎপত্তি পূর্ব্বক মহাভূতের উৎপত্তি ও লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর। তামস অহঙ্কার তত্ত্ব ভগবানের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ঐ তন্মাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দ গ্রহণকারি শ্রোত্র হয়। (৩১) মা! শব্দ কাহাকে বলে, জ্ঞান, আকাশের যে তন্মাত্রত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই শব্দের লক্ষণ বলিয়া থাকেন। ঐ শব্দ অর্থের আশ্রয় এবং দ্রষ্টার লিঙ্গ অর্থাৎ ভিত্তি ইত্যাদির ব্যবধানে থাকিয়াও কেহ কথা কহিলে উহাই সেই বক্তাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। (৩২) আকাশের বৃত্তি ও লক্ষণ কিরূপ, তাহাও বলিতেছি শুন, প্রাণি সকলের অবকাশ দান এবং বাহিরে ও অন্তরে ব্যবহারাস্পদ হওয়া আর প্রাণ ইন্দ্রিয় এবং মনঃ এই তিনের আশ্রয় হওয়া, এই সকল গুলিই আকাশের বৃত্তি ও লক্ষণ। (৩৩)

উক্ত শব্দ তন্মাত্র রূপ আকাশ কালগতিক্রমে বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শ তন্মাত্র এবং তদনন্তর বায়ু ও ত্বক্ উৎপন্ন হয়, সেই ত্বক্ হইতেই স্পর্শ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। (৩৪) স্পর্শের স্বরূপ ও লক্ষণ কি, শুনিবে? মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শীতত্ব, এবং উষ্ণত্ব এই সকলের নাম স্পর্শত্ব, ঐ স্পার্শত্বকেই বায়ু তন্মাত্র বলে। (৩৫) বৃক্ষ শাখাদি সঞ্চালন, তৃণাদি মিলাইয়া দেওন, সংযোজন, এবং গন্ধান্বিত দ্রব্যকে প্রাণের প্রতি, অথবা শৈত্যাদি বিশিষ্ট দ্রব্যকে স্পর্শের প্রতি, তথা শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি সন্নয়ন, এই সকল বায়ুর কর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন সকল ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব অর্থাৎ সঞ্চালকত্বও তাহার কর্ম্ম, অর্থাৎ এই সকল দ্বারাই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে।

উক্ত স্পর্শ তন্মাত্ররূপ বায়ু বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে রূপ, তদনন্তর তেজঃ এবং রূপের গ্রাহক চক্ষু উৎপন্ন হয়। (৩৬) মা! তেজঃ কাহাকে বলে তাহাও বলি শুন, দ্রব্যের আকার সম্পর্ক হওয়া, গুণতা অর্থাৎ দ্রব্যের উপসর্গ রূপে জ্ঞান, এবং দ্রব্যের পরিণামস্বরূপে প্রতীতি, এই সকলই তেজের তেজস্ত্ব অর্থাৎ অসাধারণ লক্ষণ। (৩৭) দ্যোতন (প্রকাশকরণ)

তণ্ডুলাদি পাককরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পান, ভোজন, শোষণ, এবং হিমমর্দ্দন, এই সকল ঐ তেজের বৃত্তি। (৩৮)

মা! এই প্রকারে রূপ তন্মাত্র স্বরূপ তেজঃ ভগবদিচ্ছায় প্রেরিত হইলে তাহা হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে জল এবং রসনেন্দ্রিয় হয়, তাহা-হইতেই রসগ্রহ হইয়া থাকে। (৩৯)

সেই রস এক (মধুর মাত্র) হইয়াও সংসর্গিদ্রব্য সকলের বিকার বশতঃ কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল, লবণ, এই রূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন হয়। (৪০) ঐ জলের বৃত্তি অনেক প্রকার, যথা ক্লেদন (আর্দ্রীকরণ) মৃত্তিকাদি পিণ্ডকরণ, তৃপ্তিদান, প্রাণন অর্থাৎ জীবন, আপ্যায়ন অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্য কাতর্য্য নিবারণ, উন্দন অর্থাৎ মৃদুকরণ, তাপ নিবারণ এবং ভূয়স্ত্ব অর্থাৎ কূপাদিতে উদ্ধৃত হইলেও পুনঃ২ উদ্গাত হওন। (৪১)

অতঃপর ভূমির উৎপত্তিবিবরণ বলি শুন। রস তন্মাত্র স্বরূপ জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে ভূমি ও গন্ধের গ্রহণকারি ঘ্রাণ জন্মে। (৪২) ঐ গন্ধ এক হইয়াও সংসর্গি দ্রব্যের বৈষম্যহেতু করম্ভ (মিশ্র-গন্ধ) দুর্গন্ধ, (পূতিগন্ধ) সৌরভ্য (কর্পূরাদিগন্ধ) শান্ত (পদ্মাদিগন্ধ) এবং উগ্র (লশুনাদি গন্ধ) এইরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন হয়। (৪৩) মা! উল্লিখিত ভূমির বৃত্তি এই২, যথা ব্রহ্মের ভাবন অর্থাৎ প্রতিমাদি রূপে সাকারতা জন্মাইয়া দেওন, স্থান অর্থাৎ অন্য নৈরপেক্ষ্যে স্থিতি, ধারণ অর্থাৎ জলাদির আধার হওন, সদ্বিশেষণ অর্থাৎ আকাশাদির অবচ্ছেদক হওন, এবং সকল প্রাণির ও প্রাণিগুণের প্রকটীকরণ। (৪৪)

হে দেবি! শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি গ্রহ হয় পুর্ব্বে যাহা কহিয়াছি তাহাই ঐ সকল শ্রোত্রাদির লক্ষণ জানিবে, যেহেতু আকাশের গুণবিশেষ শব্দ যাহার বিষয়, তাহাকে শ্রোত্র বলিয়া থাকে, এইরূপ বায়ুর গুণবিশেষ স্পর্শ যাহার বিষয়, তাহাকে স্পর্শন অর্থাৎ ত্বক্, তেজের গুণবিশেষ রূপ যাহার বিষয়, তাহাকে চক্ষু, জলের গুণবিশেষ রস যাহার বিষয়, তাহাকে রসনা, এবং ভূমির গুণবিশেষ গন্ধ যাহার বিষয়, তাহাকে ঘ্রাণ বলে। (৪৫)

কিন্তু মা! বায়ুইত্যাদি অপর২ পদার্থে পর২ আকাশাদির বিশেষ২ গুণ অর্থাৎ শব্দাদি কারণান্বয়হেতু সমন্বিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত আকাশাদি চারি পদার্থের সকল বিশেষগুণ ভূমিতেই দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ভূমিতে যথাক্রমে কারণ স্বরূপে আকাশাদি চারি ভূতের সম্বন্ধ থাকাতে তাহা শব্দাদি সকল বিশেষ গুণই ধারণ করে। (৪৬)

সে যাহা হউক, উপরি উক্ত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত হইল তখন জগদাদি ঈশ্বর কালধর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া ঐ সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। (৪৭) তাহাতে ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইল, তদনন্তর তাহাদের হইতে অচেতন একটী অণ্ড উত্থিত হইল। সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হয়েন, তাহার নাম বিশেষ, তাহা বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশ গুণ বর্দ্ধিত প্রধানাবৃত জলাদি দ্বারা বেষ্টিত আছে। (৪৮) সেই অণ্ডেতেই ভগবানের মূর্ত্তি স্বরূপ লোক সকল বিস্তৃত রহিয়াছে। (৪৯)

সেই মহান্ দেব আবির্ভাবের পর জলশায়ি ঐ হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া ঔদাসীন্য ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ অণ্ডে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আকাশ

অর্থাৎ ছিদ্র ভেদ করিয়া দিলেন। (৫০) তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহার মুখ নির্ভিন্ন হইল, তৎপরে বাক্য হইল, তদনন্তর বাক্যসহ অগ্নি হইল, তৎপশ্চাৎ নাসিকাদ্বয় হইল, তাহার পর ঐ দুই নাসিকা হইতে প্রাণ বায়ু বিশিষ্ট ঘ্রাণ উৎপন্ন হইল। (৫১)

ঘ্রাণানন্তর বায়ু প্রাণযুক্ত হইয়া নির্ভিন্ন হইল, তাহার পরে অক্ষি অর্থাৎ দুইটী চক্ষুর্গোলক নির্ভিন্ন হইল, তদনন্তর ঐ দুই অক্ষি হইতে চক্ষুঃ প্রকাশ পাইল, পশ্চাৎ তাহা হইতে সূর্য্য নির্ভিন্ন হইল। তাহার পরে কর্ণ শস্কুলিদ্বয় ও কর্ণেন্দ্রিয় প্রকাশিত হইল, পরে ঐ কর্ণেন্দ্রিয় হইতেই দিক্ সকল আবির্ভূত হইল। (৫২) তৎপরে বিরাজপুরুষ নির্ভিন্ন হইলেন, তাহার পরে ত্বক্, রোম, শ্মশ্রু, কেশ ইত্যাদি প্রকাশ পাইল। তদনন্তর ওষধি সকল হইল, তাহার পরে শিশ্ন নির্ভিন্ন হইল এবং ঐ শিশ্ন হইতে শুক্র হইল, তৎপশ্চাৎ জল হইল। তদনন্তর পায়ুদেশ নির্ভিন্ন হইল। পরে ঐ পায়ু হইতে অপান এবং অপান হইতে লোকের ভয়জনক মৃত্যু প্রকাশ পাইল। (৫৩)

তদনন্তর হস্তদ্বয় নির্ভিন্ন হইল। তাহার পরে ঐ দুই হস্ত হইতে বল প্রকাশ পাইল। তৎপশ্চাৎ ইন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তাহার পরে চরণ দ্বয় নির্ভিন্ন হইল। পরে ঐ দুই চরণ হইতে গতি নির্ভিন্ন হইল। তৎপরে বিষ্ণু প্রকাশ পাইলেন। (৫৪) অনন্তর নাড়ী সকল নির্ভিন্ন হইল। পরে সে সমস্ত হইতে রক্ত জন্মিল। অনন্তর ঐ রক্ত হইতে নদী সকল হইল। তাহার পরে উদর নির্ভিন্ন হইল। তদনন্তর ক্ষুধা ও পিপাসা প্রকাশ পাইল, তাহাদের হইতে সমুদ্র হইল।

অনন্তর বিরাট পুরুষের হৃদয় নির্ভিন্ন হইল। পরে সেই হৃদয় হইতে মনঃ উৎপন্ন হইল। (৫৫) পশ্চাৎ ঐ মনঃ হইতে চন্দ্র জন্মিলেন, তাহা হইতে বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা প্রকাশ পাইলেন। পরে অহঙ্কার হইল, তাহা হইতে রুদ্র, তদনন্তর চিত্ত, তাহার পরে চৈত্ত্য অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের আবির্ভাব হইল। (৫৬)

কিন্তু এই সকল দেবতা প্রকাশমান হইয়াও বিরাট পুরুষকে উত্থিত করিতে পারিলেন না। ইহাঁরা তাঁহার উত্থান নিমিত্ত পুনর্ব্বার স্ব২ ইন্দ্রিয় রন্ধ্রে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইলেন। অর্থাৎ বহ্নি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মুখে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না। পরে বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। তদনন্তর মৃত্যু অপান দ্বারা পায়ুদেশে প্রবেশ করিলেন, তখনও বিরাটের উত্থান হইল না। তৎপশ্চাৎ ইন্দ্র বল দ্বারা হস্তদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতেও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। পরে বিষ্ণু গতিশক্তি দ্বারা চরণদ্বয় আশ্রয় করিলেন, তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না। তদনন্তর নদী সকল লোহিতদ্বারা নাড়ীতে প্রবেশ করিল তাহাতেও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। তাহার পরে সমুদ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা উদরে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না। অনন্তর চন্দ্র মনোদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উত্থিত হইলেন। পরে ব্রহ্মা বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না। অনন্তর রুদ্র অভিমান দ্বারা সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উত্থিত হইলেন না। অবশেষে চৈত্ত্য অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ যখন চিত্তদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন তখন বিরাট্ পুরুষের জলশয়ন হইতে গাত্রোত্থান হইল। (৫৭) মা! প্রাণ ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি ইহারা ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্ত ব্যতিরেকে প্রসুপ্ত পুরুষকে সহসা উত্থিত করিতে প্রভু হয় না। (৫৮) অতএব যোগপ্রবৃত্তা বুদ্ধি এবং ভক্তি ও

বৈরাগ্য, তথা জ্ঞান, এই সকল দ্বারা এই আত্মাতে উহার বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিবেক। (৫৯)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পুরুষও প্রকৃতির বিবেক দ্বারা মোক্ষরীতি বর্ণন।

ভগবান্ কপিল পুনর্ব্বার জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন পরম পুরুষ পরমাত্মা নিগুর্ণ, সুতরাং অকর্ত্তা ও নির্ব্বিকার, অতএব তিনি দেহস্থ হইলেও প্রকৃতির গুণ জন্য সুখ দুঃখাদিতে লিপ্ত হয়েন না। কিন্তু সেই পুরুষ যখন প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ তজ্জন্য সুখদুঃখে আসক্ত হন তখন তাঁহার আত্মা অহঙ্কারে মুগ্ধ হয়, তাহাতে "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান করিয়া থাকেন (১) সুতরাং অবশ হইয়া প্রাসঙ্গিক কর্ম্ম দোষে সৎ অসৎ ও মিশ্রযোনিতে অর্থাৎ দেব তির্য্যক্ এবং নরাদিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসার পদবী প্রাপ্ত হন্। সে সময় তিনি কোন অবস্থাতেই স্বচ্ছন্দ হইতে পারেন না। (২) মা! সংসারের অর্থ সকল বস্তুতঃ মিথ্যা, এ প্রযুক্ত তাহা বিদ্যমান না থাকিলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না, বিষয় চিন্তা করিতে২ স্বপ্নে যেমন বস্তু সকল বস্তুতঃ অবিদ্যমান হইলেও তৎ সহ সমাগম হয় তাহার ন্যায় এই সংসার অবাস্তব হইয়াও উপস্থিত থাকে। (৩) ফলতঃ বিষয় ধ্যানই অনর্থের হেতু, অতএব সংসার নিস্তারার্থি পুরুষ ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় রূপ পথে চিত্ত প্রসক্ত হইলে প্রভূত ভক্তিযোগ এবং সুদৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে ক্রমে২ নিবৃত্ত করিয়া আত্মবশ করেন। (৪) অপর যম নিয়ম প্রভৃতি যোগ মার্গদ্বারা চিত্তকে পুনঃ২ একাগ্র করিয়া থাকেন এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার প্রতি যথার্থ ভাব প্রকাশ ও আমার কথা শ্রবণ করেন। (৫) অপিচ সকল প্রাণিতে সমদৃষ্টি এবং একেবারে বৈরশূন্য হইয়া সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অথবা মৌনব্রত কিম্বা ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত হন্। (৬) আর অযত্নতঃ যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট, এবং পরিমিত ভোজী, মুনি, নির্জ্জনবাসী, শান্ত, দয়াবান্, ও আত্মবান্ হইয়া সকলের সহিত মিত্রতা ব্যবহার করেন। (৭) অধিকন্তু এই দেহে কিম্বা এই দেহের আনুষঙ্গি পুত্র কলত্রাদিতে "আমি আমার" ইত্যাদি অসৎ আগ্রহ করেন না, বরঞ্চ যে জ্ঞানে প্রকৃতি এবং পুরুষের তত্ত্ব দর্শন হয় কেবল সেই জ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন। (৮) এইরূপ করাতে বুদ্ধির অবস্থা বিশেষ যে জাগ্রৎ স্বপ্নাদি, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অন্য দর্শন দূরীভূত হয়, সুতরাং তখন ঐ পুরুষ আত্মদর্শী হইয়া, চক্ষুরবচ্ছিন্ন অর্ক দ্বারা যেমন গগনস্থ অর্ক দর্শন করে তাহার ন্যায়, অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন আত্ম দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধ করত (৯) নিরুপাধি এবং মিথ্যাভূত অহঙ্কারে সদ্রূপে ভাসমান ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন্। মা! এই ব্রহ্ম, শুদ্ধ জীবের স্বরূপ হইতেও ভিন্ন, যেহেতু ইনি সতের অর্থাৎ প্রধানের বন্ধু অর্থাৎ অধিষ্ঠান এবং অসতের অর্থাৎ তাহার কার্য্যের চক্ষুঃ, অর্থাৎ প্রকাশক। ফলতঃ ইনি কার্য্য কারণ সকলেতেই অনুস্যূত হইয়া আছেন অথচ আপনি পরিপূর্ণ স্বরূপ। (১০)

মা! অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন আত্মাদ্বারা ঐ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, ইহা অসম্ভব বোধ করিও না, যেমন জলস্থিত আভাস অর্থাৎ সূর্য্য প্রতিবিম্ব যখন গৃহান্তর্ব্বর্ত্তি

ভিত্তির উপরে পরিস্ফুরিত হয় তখন সেই গৃহের কোণস্থিত পুরুষেরা স্থলস্থ ঐ সূর্য্য প্রতিবিম্ব দ্বারা যেমন সূর্য্যকে দর্শন করে অথবা যেমন জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দ্বারা আকাশস্থ সূর্য্য লক্ষ্য হয়েন। (১১) সেই রূপ দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ এতন্ত্রিতয় অবচ্ছিন্ন আত্মপ্রতিবিম্ব দ্বারা ত্রিগুণ অহঙ্কার সদাভাসের অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে দৃষ্ট হয়, পরে সেই সদাভাস বিশিষ্ট অহঙ্কার দ্বারা সত্যদৃক্ অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞপ্তি রূপ আত্মা দৃশ্য হয়েন। (১২)

মা! এই আত্মা যে শুদ্ধ ও পরমার্থজ্ঞান স্বরূপ, তাহা অনুভব সিদ্ধও হইতেছে, সুষুপ্তি অবস্থায় যখন সূক্ষ্ম ভূত, ইন্দ্রিয়, মনঃ বুদ্ধি ইত্যাদি সকল নিদ্রাদ্বারা অসত্তুল্য অব্যাকৃত প্রকৃতিতে লীন হয় সে সময় ঐ আত্মা বিনিদ্র ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১৩) তখন সেই আত্মা আপনার সাক্ষী স্বরূপ থাকেন, আপনার উপাধি অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়াতে স্বয়ং নষ্ট না হইলেও আপনাকে মিথ্যা নষ্টতুল্য জ্ঞান করেন। উপাধির বিনাশে আপনার বিনাশ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব নহে, ধন বিনষ্ট হইলে আপনিই যেন নষ্ট হইল এরূপ আতুর হইতে সর্ব্বদাই লোকদিগকে দেখাযায়। (১৪) মা! আমার বোধ হয় তোমার এমত সন্দেহ হইতেছে সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বিষয়ের অনুভব হয় না ইহাতে তখন আত্মা সাক্ষিস্বরূপে থাকেন কি প্রকারে মানিব? আর যখন কোন বিষয়েরই প্রকাশ হয় না তখন আত্মাকে সাক্ষী মানাই বা কেন? কিন্তু মা! যদি বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে তোমার এ সংশয় স্থান প্রাপ্ত হইবে না, সুষুপ্তির পরে সুপ্তোত্থিত সকল ব্যক্তিই এই রূপ কহিয়া থাকে "আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" নিদ্রাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া যখন এই রূপ স্মরণ হয় তখন সুতরাং বোধ হইতেছে সুষুপ্ত কালে শুদ্ধ আত্মা সাক্ষী থাকেন তাহা না থাকিলে ঐ রূপ জ্ঞান সম্ভবে না। মা! ঐ রূপ জ্ঞানে অহঙ্কারযুক্ত আত্মা প্রতীয়মান হওয়াতে ঐ অবস্থায় আত্মা নিরহঙ্কৃিয় হয়েন না এমত আশঙ্কাও করিও না, ঐ আত্মাই অহঙ্কার বিশিষ্ট দ্রব্যের অর্থাৎ কার্য্য কারণ সংঘাতের প্রকাশক এবং তাহার আধার, অর্থাৎ তখন ঐ অহঙ্কারও দৃশ্য স্বরূপ হয় তদ্ব্যতিরিক্ত দ্রষ্টা আত্মাই শুদ্ধ আত্মস্বরূপ অনুভব করেন। (১৫)

দেবহূতি জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা যদিও বিবেক হইতে পারে তথাচ পুরুষ ও প্রকৃতি ইহারদের পরস্পর নিত্য সংযোগ হেতু প্রকৃতি পুরুষকে কখন পরিত্যাগ করে না, তবে কি প্রকারে মুক্তি হইবে? (১৬) ফলতঃ যেমন ভূমি ও গন্ধ এই দুইয়ের মধ্যে একটা অন্য বিনা থাকিতে পারে না অথবা যেমন রস এবং জল এই দুইয়ের পরস্পর বিনা পরস্পরের সত্তা হয় না তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে এক ব্যতিরেকে অন্যের সত্তা হইতে পারে না, ঐ দুইয়ের পরস্পর পরিত্যাগ হইলে তো মুক্তি হইবে? পরস্পর বিয়োগের সম্ভাবনা কই! (১৭) অপিচ পুরুষ অকর্ত্তা সত্য, কিন্তু তাঁহার এই কর্ম্মবন্ধ প্রকৃতির যে সকল গুণকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছে প্রকৃতির সেই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকিতে পুরুষের মুক্তি কি প্রকারে হইবে? (১৮) এই নিমিত্তই তো কখন২ তত্ত্ব বিচার দ্বারা কোন২ পুরুষের সংসারভয় নিবৃত্ত হইলেও তৎকারণ একেবারে নিবৃত্ত না হওয়াতে পুনর্ব্বার সেই ভয়ের উদ্ভব দেখা গিয়া থাকে, অতএব এ বিষয়ের যথাতত্ত্ব কহিতে আজ্ঞা হউক। (১৯)

ভগবান্ কপিল কহিলেন নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মনঃ, আমার কথা শ্রবণ দ্বারা পরিপুষ্ট মদ্বিষয়ক তীব্র ভক্তি যোগ, তত্ত্ব দর্শি জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ এবং

দৃঢ়তর আত্ম সমাধি এই সকল দ্বারা (২০) অহর্নিশ পুরুষের প্রকৃতি ভূয়োভূয়ঃ অভিভূয়মান হইলে ক্রমে২ অগ্নিযোনি অরণির ন্যায় তাহা তিরোহিতা হইতে পারে। (২১) পুরুষের প্রকৃতি এই রূপে তিরোহিত হইলে আর তাহার পুনরুদ্ভব হয় না, তখন পুরুষ তাহাকে এই রূপ বোধ করেন ইহার ভোগ ভুক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বদাই তাহার দোষ দর্শন করিতে থাকেন সুতরাং সে পরিত্যক্ত হওয়াতে পুরুষের আর অশুভ জন্মাইতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ যখন পুরুষ আপনার মহিমায় অবস্থিত হইয়া স্বানন্দ প্রাপ্ত হন তখন আর তাঁহার নিকট প্রকৃতির প্রসর হইবার সম্ভাবনা কি? (২২) মা! যেমন পুরুষ যখন অপ্রতিবুদ্ধ থাকে তখনই তাহার স্বপ্নযোগে বহু২ অনর্থ ঘটে কিন্তু সেই পুরুষ জাগরিত হইলে সংস্কার বশতঃ ঐ স্বপ্ন যদিও স্মৃতিপথারূঢ় হয় তথাচ তাহা পুরুষের মোহ জন্মাইতে পারে না, তাহার ন্যায় পুরুষ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া যখন আমার প্রতি আপনার মানস যোগ করত আত্মারাম হইয়া বসে তখন প্রকৃতি আর তাহার অপকার করিতে সমর্থ হয় না। (২৩) পুরুষ বহুজন্মে এই প্রকারে অধ্যাত্ম রত হইয়া যখন ব্রহ্ম লোকাবধি সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য এবং মুনি (২৪) ও আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তিমান হইয়া আমার প্রসাদে আত্ম তত্ত্ব অবগত হয় তখন কৈবল্য ধামে দেহ ব্যতিরিক্ত স্বরূপ সদাশ্রয় নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়। (২৫) তৎকালে তাহার লিঙ্গ শরীর নাশ হওয়াতে ঐ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আর তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হয় না, আর আত্মজ্ঞান দ্বারা তাহার মিথ্যা জ্ঞানসকলও বিনষ্ট হইয়া যায়। (২৬) মা! ঐ রূপ হইলেই সে সময় অনিমাদি সিদ্ধি সকলও বিঘ্ন স্বরূপ বোধ হয়, ফলতঃ ঐ সকল সিদ্ধি যোগ দ্বারা সমৃদ্ধ, এবং যোগ ব্যতীত তাহার অন্য কারণ নাই, এইরূপ বোধ হওয়াতে তাহাতে চিত্ত আসক্ত হয় না, কেবল এই রূপ বোধ হয় সীমার অতিক্রমণ-কারী যে আত্মা তৎসম্বন্ধিনী গতিই আমার হউক যাহাতে মৃত্যু হাস্য করিতে পারিবে না। (২৭)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জ্ঞানশোভিত অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত স্বরূপ দর্শন।

ভগবান্ কপিল কহিলেন মা! এক্ষণে সাবলম্বন যোগের লক্ষণ বলি শ্রবণ কর। এই যোগ অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা মনঃ প্রসন্ন হইয়া সৎপথে গমন করে। (১) যথা শক্তি স্বধর্ম্মের আচরণ, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকন, যদৃচ্ছা লাভে সন্তোষ, আত্মজ্ঞ লোকের চরণ সেবন, (২) গ্রাম্য ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম বিষয়ক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মোক্ষ ধর্ম্মে অনুরাগ, পরিমিত অথচ শুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ, নিরন্তর নির্বাধ বিজন স্থানে অবস্থান, (৩) হিংসা পরিত্যাগ, সত্য কথন, চৌর্য্য না করণ, যাবৎ পরিমিত বিষয়ে প্রয়োজন তাবন্মাত্রের পরিগ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য-আচরণ, তপস্যা, বাহ্যে ও অভ্যন্তরে শুচি থাকন, বেদাধ্যয়ন, ভগবানের অর্চ্চন, (৪) মৌনাবলম্বন, আসন জয় পূর্ব্বক স্থির হইয়া থাকন, ক্রমশঃ প্রাণবায়ু জয় করণ, ইন্দ্রিয় সকলকে মনোদ্বারা বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া হৃদয়ে আনয়ন, (৫) প্রাণস্থান যে মূলাধারাদি তাহাদের মধ্যে এক দেশে মনের সহিত প্রাণের ধারণ, বৈকুণ্ঠ লীলা সকল চিন্তা করণ, এবং মনের সমাধান অর্থাৎ মনকে আত্মাকার করণ, (৬) এই সকল উপায়

এবং এতদ্ভিন্ন অন্যা২ ব্রতাদি দ্বারা অসৎ পথ প্রবৃত্ত দুর্দ্দম্য মনকে বুদ্ধি পূর্ব্বক ক্রমে যোগ বিষয়ে নিয়োগ করিবেক এবং অনলস হইয়া প্রাণ বায়ুকেও জয় করিবেক (৭) অনন্তর জিতাসন হইয়া পবিত্র স্থানে যথাক্রমে উপরি২ কুশা অজিন চেল আস্তরণ পূর্ব্বক আসন স্থাপন করিবে এবং তদুপরি স্বস্তিকাসনে অথবা যাহাতে ক্লেশ না হয় তদ্রূপ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আপনার শরীর ঋজু করিয়া প্রাণ সংযমন অভ্যাস করিতে থাকিবেক। (৮) প্রথমতঃ পূরক (বাহ্য বায়ুর অন্তঃ প্রবেশন) কুম্ভক (অন্তঃ প্রবেশিত বায়ুর ধারণ) রেচক (অন্তর্ধৃত বায়ুর বহির্নিঃসরাণ) এই তিন কার্য্য প্রতিলোম ক্রমে করিয়া তদ্দ্বারা চিত্তকে এবম্প্রকারে শোধন করিবে যেন তাহা স্থির হইয়া পুনর্ব্বার আর চঞ্চল হইতে না পারে। (৯) মা! এই প্রকারে শ্বাস জয় হইলে যোগির মনঃ, যেমন বায়ু ও অগ্নিদ্বারা সুতপ্ত সুবর্ণ আশু মলিনতা ত্যাগ করে তাহার ন্যায়, শীঘ্র নির্ম্মল হইবে, তাহার পরেই তাহার আর চঞ্চলতা থাকিবেক না (১০) তদনন্তর সমাধি বিষয়ে প্রাণায়ামাদি চারিটী কার্য্য আছে, তাহা বলি শুন, প্রাণায়াম করিলে তদ্দ্বারা যোগির বাত পিত্ত শ্লেষ্মাদি দোষ সকল দগ্ধ হইয়া যায়. * ধারণা করিলে তদ্দ্বারা অকিল্বিষ ও নির্মল হয়, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সঙ্গ সকল নিবৃত্তি পায় এবং ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর ভিন্নে গুণরাগাদি ভস্মীভূত হয়। (১১)

এই প্রকারে যখন অন্তঃকরণ সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মল ও যোগদ্বারা সুস্থির হইবে তখন লয় বিক্ষেপ পরিহারার্থ আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি সংযোজন পূর্ব্বক ভগবন্মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। (১২) মা! ঐ মূর্ত্তি কি প্রকার, তাহাও বলিতেছি শুন, তাঁহার বদন কমল প্রসন্ন, নয়নদ্বয় পদ্ম গর্ব্ভবৎ অরুণবর্ণ, শরীর নীল উৎপলের তুল্য শ্যামল এবং হস্ত চতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজমান (১৩) অপর তাঁহার পীত বসন সুশোভন পঙ্কজের কিঞ্জল্ক তুল্য মনোহর, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, এবং কন্ধরে দীপ্তি শালি কৌস্তুভ মণি সংশ্লিষ্ট আছে। (১৪) আর তাঁহার গলদেশ বনমালায় ব্যাপ্ত, তাহাতে মত্ত ভ্রমরগণ গুণ২রবে মধুর ধ্বনি করিতেছে। অপর বহুমূল্য হার বলয় কিরীট অঙ্গদ এবং নূপুর যথা স্থানে পরিহিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। (১৫) অপিচ তাঁহার কটিদেশে কাঞ্চীগুণ দীপ্তি পাইতেছে আর তিনি স্বয়ং যেন ভক্ত গণের হৃদয় রূপ পদ্মকে আসন করিয়া তদুপরি বসিয়া আছেন। এবং ঐ প্রকার সর্ব্ব ভূষণে ভূষিত হওয়াতে যেন অধিক দর্শনীয় অথচ শান্ত হইয়া মনঃ এবং নয়নের দর্শনেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন (১৬) আর তাঁহার ভক্তবিষয়ক দর্শন অতি সুন্দর এবং তিনি সর্ব্ব লোকের নমস্কৃত, ও কৈশোর বয়সে বর্ত্তমান হইয়াও ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ কাতর। (১৭) অপিচ তাঁহার যশঃ কীর্ত্তনার্হ ও তীর্থ স্বরূপ পবিত্র, তাঁহা হইতে পুণ্যশ্লোক বলি প্রভৃতির যশঃ বিস্তীর্ণ হয়। মা! এইরূপ সমগ্র অঙ্গ বিশিষ্ট ভগবানের মূর্ত্তি ক্রমাগত ধ্যান করিবে, যাবৎ মনঃ আপনা হইতে ক্ষান্ত না হয় তাবৎ তাহাতে বিরত হইবে না। (১৮) মা! ঐ প্রকার ভগবন্মূর্ত্তি সকলেরই অন্তর্যামী, ভাবশুদ্ধ চিত্তদ্বারা তাঁহাকে উপবিষ্ট অথবা গমনশালী কিম্বা শয়ান চিন্তা করিবে, তাঁহার লীলা সকলেরই দর্শনীয়। (১৯)

হে দেবি! এই প্রকারে ভগবানের সকল অবয়বে সম্যক্ প্রকারে চিত্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে যখন বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিবে তখন এক২ অঙ্গে তাহা যোগ

---

* বায়ুর সহিত মনের যে স্থিরীকরণ তাহার নাম ধারণা। বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় গণকে বিষয় হইতে প্রত্যানয়নের নাম প্রত্যাহার। ধারণা দ্বারা স্থিরীকৃত মনের যে বৃত্তি বিস্তার তাহার নাম ধ্যান।

করিবে। (২০) কিন্তু সে সময় প্রথমতঃ ভগবানের চরণারবিন্দ চিন্তা করিতে হইবে তাহাতে অঙ্গুলি সকলের অগ্রে ধ্বজ, বজ্র অঙ্কুশ এবং পদ্মের চিহ্ন বিরাজমান, অপর উত্তুঙ্গ অরুণ বর্ণ ও বিলাসশালি উজ্জ্বল নখরাজী বিন্যস্ত থাকাতে সে সকলের কিরণে ধ্যানকারি পুরুষ দিগের হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট হয়, অতএব চরণদ্বয়ের চিন্তন সময়ে ঐ সকলেরও চিন্তা করিবে। (২১) মা! ভগবানের ঐ চরণ চিন্তা করিতে কাহার্ প্রবৃত্তি না হইবে? ঐ চরণ ক্ষালনে যে সরিৎপ্রবরা গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়াছেন সেই গঙ্গার বারি সংসার তারক জ্ঞান করিয়া মস্তকোপরি ধারণ করাতে শিবও শিব হইয়াছেন অর্থাৎ আপনাকে অধিক সুখী জ্ঞান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই পাদপদ্ম ধ্যান করে তাহার মনের পাপরূপ পর্ব্বতে বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়. অতএব যোগিরা পরম সুখে চিরকাল ঐ চরণ ধ্যান করিবেক। (২২) অপর ব্রহ্মার জননী দেববন্দিতা কমলনয়না লক্ষ্মী ভগবানের জানুদ্বয় আপনার উরু দ্বয়ের উপরি স্থাপন করিয়া স্বীয় কর পল্লব দ্বারা স্পর্শ চাতুর্য্য সহকারে সেবা করিয়া থাকেন, দুঃখ মোচনেচ্ছু যোগী সংসার তারক বিভুর সই দুই জানু ও আপনার হৃদয় মধ্যে আনিয়া ধ্যান করিবেক। (২৩) এই রূপে ভগবানের উরুদ্বয়, যাহা গরুড়স্কন্ধোপরি শোভমান এবং বলের আধার ও অতসীপুষ্পের তুল্য কান্তিদ্বারা দীপ্তিমান, তাহাও হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিবেক এবং তাঁহার নিতম্ব বিম্ব যাহাতে গুল্ফ পর্য্যন্ত লম্বমান পীত বসন ও কাঞ্চীকলাপের সংশ্লেষ আছে তাহাও ধ্যান করিবেক। (২৪)

অনন্তর ভগবানের নাভিহ্রদ এই রূপে ধ্যান করিবে যে, যে উদর ভুবন সমূহের অধিষ্ঠান স্থান, এই নাভি তাহাতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং এই নাভিহ্রদেই আত্মযোনি ব্রহ্মার আসন যে অখিল লোকাত্মক পদ্ম, তাহা উত্থিত হইয়াছিল। তাহার পরে ভগবানের যে স্তনদ্বয় শ্রেষ্ঠ মরকত মণি তুল্য এবং যাহা বহু২ বিশদ হারের কিরণে গৌরবর্ণ, তাহার চিন্তা করিবেক। (২৫) এই রূপে ভগবানের বক্ষঃস্থল যাহা শ্রেষ্ঠ মহা বিভূতির অর্থাৎ লক্ষ্মীর আবাস স্থান এবং কণ্ঠদেশ যাহাতে তত্রস্থ কৌস্তুভ মণি স্বয়ং অলঙ্কৃত হয়, ঐ দুই অঙ্গও ধ্যান করিবে। মা! অখিল লোক নমস্কৃত ভগবানের বক্ষঃস্থল এবং কণ্ঠদেশ পরম রমণীয়, ঐ দুই অবয়ব স্মরণ বা দর্শন করিলে মনঃ ও নয়নের যৎপরোনাস্তি প্রীতি জন্মে। (২৬) অনন্তর তাঁহার বাহুচতুষ্টয়ের চিন্তা করিবে, ঐ বাহুদ্বারাই মন্দর পর্ব্বত সঞ্চালিত হইয়াছিল, তাহাতে তত্রস্থ অঙ্গদ সকল সাতিশয় উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে এবং লোকপাল সকল তন্মধ্যে অধিশ্রিত হইয়া আছেন। তাহার পরে তদীয় হস্তে যে চক্র আছে, যাহার তেজঃ অসহ্য, তাহার ও তদীয় করপদ্মের রাজহংস স্বরূপ শঙ্খের চিন্তা করিবেক। (২৭)

তদনন্তর ভগবানের দয়িত কৌমোদকী গদা, যাহা শত্রু সেনার শোণিত রূপ কর্দমে লিপ্ত আছে, তাহা চিন্তা করিবে। পরে তাঁহার কণ্ঠ দেশে যে মালা আছে, যাহা মধুকর নিকরের রব দ্বারা নিনাদিত হইতেছে ও তত্রস্থ মণি যাহা জীবের তত্ত্ব স্বরূপ, ঐ দুইয়ের চিন্তা করিবেক। (২৮) মা! ভগবান্ হরি স্বীয় ভৃত্যগণের প্রতি অনুকম্পা বিতরণ বুদ্ধিতেই মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, অতএব তাঁহার সমস্ত অবয়ব চিন্তা করাই কর্ত্তব্য, ঐ রূপে কণ্ঠদেশ ও তত্রস্থ মালা এবং মণির চিন্তা সমাপ্ত হইলে তাঁহার বদনারবিন্দ চিন্তা করিবেক। ভগবানের বদনের শোভার কথা কি বলিব? দীপ্তি শালি মকর কুণ্ডল দ্বয়ের সঞ্চালন দ্বারা তত্রস্থ দুই কপোল সর্ব্বদাই বিদ্যোতিত হইতেছে এবং তাহাতে উন্নত নাসিকা মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। (২৯) অপর ঐ বদন স্বীয় শোভা ও

অলি সমূহে সতত সেব্যমান, এবং কুটিল কুন্তল সমূহে রমণীয়, ও মীনদ্বয়ে সুশোভিত, অতএব তাহা লক্ষ্মীর নিকেতন পদ্মকেও তিরস্কার করিতে পারে, আর তাহাতে যে দুই চক্ষু আছে, তাহা সরোজের তুল্য, এবং তাহার ভ্রূদ্বয় সদাই উল্লাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সেই বদন সর্ব্বদাই মনোমধ্যেও আবির্ভূত হইয়া থাকে। (৩০)

তদনন্তর সেই ভগবানের নয়নদ্বয়ের যে দৃষ্টি সুস্নিগ্ধ হাস্য যোগে মনোহর, যাহা ঘোরতর আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উপশমার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যাহাতে তাঁহার বিপুল প্রসন্নতা অনুমান করা যায়, সেই দৃষ্টি আপনার হৃদয়মধ্যে সতত ভাবনা করত ধ্যান করিবেক। (৩১) পরে ভগবানের হাস্য ধ্যান করিবে, তদীয় হাস্য সামান্য নহে, অখিল লোক অবনত হওয়াতে তাহা তাহাদের তীব্রশোক জনিত অশ্রুসাগর শোষণ করিয়াছিল, অতএব তাহার চিন্তনে মহা ফল হইবে। পশ্চাৎ তাঁহার উদার ভ্রূমণ্ডল, যাহা মুনিদিগের উপকারার্থ কামদেবকে মুগ্ধ করিতে নিজমায়া দ্বারা রচিত হয় তাহারও ধ্যান করিবেক। (৩২) তদনন্তর ভগবানের উচ্চ হাস ধ্যান করিবে, ঐ হাস্যে অধর এবং ওষ্ঠের বহুল কান্তিদ্বারা কুন্দমুকুল তুল্য তদীয় দন্তপংক্তি অরুণবর্ণ হইয়া বিরাজমান হওয়াতে তাহা অতি সুন্দর রূপেই অর্থাৎ বিনাযত্নেই ধ্যান গোচর হইতে পারিবে। এই রূপ চিন্তা দ্বারা আপনার হৃদয়াবকাশে ভগবান্ যখন জ্ঞাত হইয়া প্রকাশমান হইবেন তখন প্রেমরসার্দ্র ভক্তি দ্বারা তাঁহার প্রতিই মনঃ অর্পণ করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেক না, অর্থাৎ তাঁহাতে ঐ প্রকারে চিত্ত স্থিরীভূত হইলে আর তাহা বিচলিত করিবেক না। (৩৩)

মা! এই প্রকার ধ্যানপথে বর্ত্তমান হইলেই ভগবানের প্রতি যোগির প্রেম জন্মে এবং ভক্তি বশতঃ তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে থাকে ও প্রমোদহেতু তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, তখন তিনি ঔৎসুক্য জনিত অশ্রুকলা দ্বারা আনন্দ সংপ্লবে মগ্ন হন্ তাহাতে দুর্গ্রাহ ভগবানের গ্রহণবিষয়ে বড়িশের তুল্য উপায় স্বরূপ যে তাঁহার চিত্ত, তাহা ক্রমে২ ধ্যেয় পদার্থ হইতে অন্তরিত হয় অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত ধারণার্থ প্রযত্ন শিথিল হইয়া পড়ে। (৩৪) এই প্রকারে চিত্ত যখন নির্ব্বিষয় হয় তখন তাহার আর কোন আশ্রয় থাকে না, কেননা ধ্যেয়সম্বন্ধ ব্যতিরেকে চিত্ত কেবল ধ্যাতা হইয়া থাকিতে পারে না, এবং তদবস্থায় পরমানন্দানুভব হওয়াতে তাহা অন্য বিষয়ে বিরক্ত হয়, সুতরাং যেমন অগ্নির শিখা আশ্রয় ও বিষয় বিনষ্ট হইলে মহাভূত জ্যোতি-রাকারে পরিণত হইয়া যায় তাহার ন্যায় ঐ চিত্ত সহসা লয় প্রাপ্ত হয় তাহাতে যোগী ঐ অবস্থায় দেহাদি উপাধি বর্জ্জিত হইয়া ধ্যাতৃ ধ্যেয় বিভাগ শূন্য অখণ্ড আত্মাকেই অনুগত দেখিতে পান (৩৫) এবং তিনি আপনিও যোগাভ্যাস জনিত অবিদ্যারহিত চরম নিবৃত্তি দ্বারা সুখ দুঃখ বাহ্য ব্রহ্মরূপ মহিমায় অবসান প্রাপ্ত হন। যদিও সুখ ও দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম, তথাপি তৎকালে ব্রহ্মের সহিত তাহার আত্মার ঐক্য হইবার অসম্ভাবনা নাই, কারণ, সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব পূর্ব্বে যাহা আত্মাতে ছিল অবিদ্যাকৃত কর্ত্তা অর্থাৎ অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়াতে তৎকালে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যোগী তাহা তন্নিষ্ঠই (ব্রহ্মস্থিতই) অবলোকন করিয়া থাকেন। (৩৬) ফলতঃ তৎকালে যোগী জীবন্মুক্তই হয়েন, তখন উক্ত প্রকারে সিদ্ধ হও-য়াতে আপনার দেহই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না, সুখ দুঃখ জ্ঞান কোথা হইতে হইবে? তাঁহার শরীর আসন হইতে উত্থিত হউক, অথবা উত্থিত হইয়া তাহাতেই থাকুক, কিম্বা তৎস্থান হইতে অপগতই হউক, অথবা দৈব বশতঃ পুনর্ব্বার স্থান প্রাপ্তই হউক,

তিনি স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াতে, মদিরামদে হতজ্ঞান ব্যক্তি যেমন আপনার কটিতটে পরিবেষ্টিত বস্ত্র বর্ত্তমান আছে কি পড়িয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান করে না, তাহার ন্যায় তাঁহার দেহ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান থাকে না। (৩৭) তাঁহার দেহও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ স্বীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করত যাবৎ আপনার আরম্ভক কর্ম্মের সমাপ্তি না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সহিত বর্ত্তমান হইয়া জীবিত থাকে, কিন্তু সমাধিপর্য্যন্ত যোগপথ আরোহণ করিয়া আত্মতত্ব অবগত হওয়াতে স্বপ্নাদি দেহ তুল্য পুত্র কলত্রাদি সহিত ঐ দেহ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হন্ না, অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার "আমি, আমার" এই রূপ অভিমান পরিত্যাগ হয়। (৩৮) আত্মতত্ব বোধ কি প্রকার, তাহা বলি শুন, যেমন অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ পুত্র ও বিত্ত আত্মস্বরূপে কল্পনা করিলেও মনুষ্য বস্তুতঃ তাহা হইতে পৃথক্ এই রূপ প্রতীয়মান হয়, তেমনি এই দেহ আত্মস্বরূপে অভিমত হইলেও ইহার দ্রষ্টা পুরুষ ইহা হইতে পৃথক্ এই রূপ প্রতীয়মান হয়। (৩৯) ফলতঃ যেমন জ্বলন্ত কাষ্ঠ এবং অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম যদিও অগ্নি স্বরূপে অভিমত হয় তথাচ দাহক ও প্রকাশক অগ্নি যেমন ঐ ধূম ও জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে পৃথক্ এরূপ বোধ হয় তাহার ন্যায় (৪০) দেহ ভূত ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ এবং যাহার নাম জীব সেই প্রধান এ সকল হইতে দ্রষ্টা আত্মা পৃথক্। মা! জীবসংজ্ঞিত আত্মা হইতে আবার ব্রহ্মসংজ্ঞিত আত্মা পৃথক্ এই রূপে প্রধান অপেক্ষা আবার তাহার প্রবর্ত্তক ভগবান্ পৃথক্। (৪১) কিন্তু যদিও এই প্রকারে উপাধি বশতঃ দেহাদি হইতে আত্মা ভিন্ন, এই রূপ প্রতীয়মান হয় তথাপি যোগী সকল ভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে অনন্যভাবে দর্শন করেন, যেমন সকল ভূতকে মহাভূতস্বরূপ দেখিয়া থাকে তদ্বৎ। (৪২) অপর যেমন অগ্নি এক হইলেও আপনার উৎপত্তি স্থান কাষ্ঠাদির দীর্ঘ হ্রস্বত্বাদি ভেদ হেতু নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয় সেই রূপ দেহস্থিত আত্মাও দেহের গুণ বৈচিত্র্য প্রযুক্ত নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয়েন। (৪৩) অতএব জীবের বন্ধহেতু এবং বিষ্ণুর শক্তি রূপা, ও সৎ অসৎ স্বরূপা এই দুর্বিভাব্যা প্রকৃতিকে আত্মপ্রসাদ দ্বারা জয় করাতে যোগী ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হন। (৪৪)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্যোৎপাদন নিমিত্ত কাল বল এবং ঘোর সংসার বর্ণন।

দেবহূতি কহিলেন হে দেব! মহদাদির এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ সাঙ্খ্যশাস্ত্রে যে প্রকার আছে, আপনি কহিলেন। প্রভো! ঐ লক্ষণ দ্বারাই ঐ সকলের স্বরূপ, যাহা পরস্পর বিভক্ত, তাহা লক্ষিত হয়। পরন্তু আপনকার ঐ সকল কথনের প্রয়োজন যে ভক্তি যোগ, তাহার প্রকার কি? বিস্তার করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। (১) অপর, হে ভগবন্! জীবলোকের যে রূপ বিবিধ সংসার হয় তাহাও আমাকে বলুন। প্রভো! শ্রুত আছে, ঐ সংসার কথন দ্বারাই পুরুষের তদ্বিষয়ক রাগ অপগত হইয়া থাকে। (২) হে ভগবন্! লোকেরা সংসারভয়েই মহাপ্রভাব এবং শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে তোমার স্বরূপ কাল, তৎস্বরূপ

পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। (৩) প্রভো! যে সকল লোক অজ্ঞ, মিথ্যা স্বরূপ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিকারী, ও কর্ম্মাসক্ত বুদ্ধি দ্বারা ভ্রান্ত, অতএব অপার সংসারে চির প্রসুপ্ত, তাহাদের প্রবোধ নিমিত্ত তুমি যোগ প্রকাশক ভাস্করস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছ। (৪)

মৈত্রেয় কহিলেন হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ কপিল জননীর এই বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া সন্তোষপ্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন (৫) মা! ভক্তি যোগ বহু প্রকার, বিশেষ২ মার্গদ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়, অতএব স্বভাব স্বরূপ যে সকল গুণ, তাহাদের বৃত্তিভেদে পুরুষের অভিপ্রায় বিভিন্ন হয় অর্থাৎ পুরুষের গুণানুসারি ফলসংকল্প ভেদে ভক্তিভেদ হইয়া থাকে। (৬) হিংসা অথবা দম্ভ কিম্বা মাৎসর্য্য করিয়া ক্রোধী পুরুষ ভেদ দর্শন পূর্ব্বক আমাতে যে ভক্তি করে ঐ ত্রিবিধই তামস ভক্তি। (৭) অপর, বিষয় অর্থাৎ স্রক্ চন্দন বনিতাদি, কিম্বা যশঃ, অথবা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া ভেদদর্শন পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে আমার যে অর্চ্চনা করে অর্থাৎ ভক্তি করে তাহা রাজস। (৮) আর কর্ম্ম নির্হার অর্থাৎ পাপক্ষয় অথবা ভগবানের প্রীতি কিম্বা কেবল "যজ্ঞ করিতে হইবে" এই উদ্দেশ করিয়া ভেদদর্শন পূর্ব্বক যে যজ্ঞ করে অর্থাৎ ভক্তি প্রকাশ করে তাহা সাত্ত্বিক *। (৯)

মা! নির্গুণ ভক্তি যোগ কি রূপ, তাহাও বলি শুন, আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি, আমাতে অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান শূন্যা এবং ভেদদর্শনরহিতা মনোগতি রূপ যে ভক্তি হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তি যোগের লক্ষণ। অর্থাৎ যেমন গঙ্গার জল সাগরেতে সাগরেরই স্বরূপ হয়, তাহার ন্যায় আমার প্রতি অবিচ্ছিন্না ভক্তিই নির্গুণ ভক্তি যোগের স্বরূপ। (১০) যে সকল ব্যক্তি এই রূপ ভক্তি পরায়ণ হয় তাহাদের কোন কামনাই থাকে না, অধিক কি বলিব, তাঁহাদিগকে সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত এক লোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য, আমার সামীপ্য, আমার সমান রূপত্ব অথবা সাযুজ্য অর্থাৎ আমার সহিত ঐক্য, এই সকল বস্তু দিতে চাহিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। (১১) এই কারণেই ভক্তিযোগ পরম পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। মা! ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি পরম ফল ইহা প্রসিদ্ধ আছে সত্য কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, ভক্তি যোগেই ত্রিগুণ অতিক্রমণ করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (১২)

মা! ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক স্ব২ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতিহিংস্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পূজাদি করণ, (১৩) আমার প্রতিমাদি দর্শন স্পর্শন পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণিতে আমার ভাব ভাবনা করণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ লোকের মানদান, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আপনার সমান ব্যক্তিতে মিত্রতা, যম (বাহ্য ইন্দ্রিয় সংযম) নিয়ম (অন্তরিন্দ্রিয় দমন) আত্মবিষয়কশ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতাচরণ, নিঃসঙ্গতাচরণ, এবং নিরহঙ্কারতা প্রদর্শন (১৪) এই সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষের চিত্ত সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ হয়

* তামস রাজস এবং সাত্ত্বিক এই তিন প্রকার ভক্তির মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ। ঐ তিন প্রকার ভক্তিতেই তিন২টী করিয়া অভিসন্ধি আছে, ইহাতে ঐ সকল ভেদে সগুণ ভক্তিভাব প্রথমে নয় প্রকারে বিভক্ত হইয়া পরে প্রত্যেকের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নয় প্রকার ভেদ হইতে পারে, তাহাতে সগুণ ভক্তি অশীতি প্রকার হয় বলিলেও বলা যায়।

এবং সেই ব্যক্তি আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। (১৫) ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে তাহার ন্যায় যোগরত অবিকারি চিত্তও বিনাপ্রযত্নেই আত্মাকে আয়ত্ত করে। (১৬)

এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সকল প্রাণিতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয় কিন্তু আমি সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ হইয়া সর্ব্ব ভূতে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছি তথাচ কোন২ মনুষ্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাতে পূজা বিড়ম্বন করিয়া থাকে। (১৭) পরন্তু আমি সকল ভূতে বর্ত্তমান, সকলের আত্মা, এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূর্খতা প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে তাহার কেবল ভস্মে হোমকরা হয়। সে পরদেহে আমার দ্বেষ করে এবং স্বয়ং অভিমানী, ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণির সহিত বদ্ধ-বৈর হয়, স্মতরাং মনের শান্তি প্রাপ্ত হয় না। (১৮)

অপর যে ব্যক্তি প্রাণি পুঞ্জের নিন্দক, সে যদ্যপি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্না ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমাকে পূজা করে তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। (১৯) হে দেবি! আমার এই কথায় এমত মনে করিও না যে প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করা বিফল, পুরুষ যাবৎ সকল ভূতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে তাহার আপনার হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে তাবৎ পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মে রত হইয়া দেব প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবেক। (২০) পরন্তু যে মূঢ় লোক আপনার এবং পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে আমি সেই ভিন্নদর্শি ব্যক্তির উপরে মৃত্যু স্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। (২১) একারণ পুরুষের কর্ত্তব্য, আমাকে সর্ব্ব ভূতের অন্তর্যামী এবং সকল প্রাণিতে অবস্থিত জানিয়া দান মান ও সকলের সহিত মিত্রতা, এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দ্বারা অর্চ্চনা করে। (২২)

মা! অচেতন পদার্থ অপেক্ষা জীব অর্থাৎ সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, সচেতন পদার্থ হইতে প্রাণবৃত্তি শালি ব্যক্তিরা প্রধান, প্রাণধারিদের অপেক্ষা জ্ঞানবানেরা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান ব্যক্তিদের হইতে আবার ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিশিষ্ট জীব সকল প্রবর। (২৩) হে দেবি! তরু সকলে স্পর্শনেন্দ্রিয় বৃত্তিই অধিক। কিন্তু স্পর্শবেদী জীব যে বৃক্ষাদি, তাহাদের অপেক্ষা রসবেদী জীব অর্থাৎ মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ। ঐ রসবেদি জীব অপেক্ষা গন্ধবেত্তা ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ, তাহাদের অপেক্ষা শব্দবেদী সর্পাদি আবার উৎকৃষ্ট। (২৪) শব্দবেদি সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবেত্তা কাকাদি প্রধান, তাহাদের হইতে যে সকল জীবের বদনে উভয় পার্শ্বে রদন আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। পদহীন ঐ সকল জীব অপেক্ষা বহুপদ জীব শ্রেষ্ঠ, বহুপদ জীব অপেক্ষা চতুষ্পদ জীব ভাল, তাহাদের অপেক্ষা দ্বিপদ জীব উৎকৃষ্ট। (২৫) দ্বিপদ জীব সকল মধ্যে চারি বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা শ্রেষ্ঠ, ঐ বর্ণ চতুষ্টয় মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ উত্তম। ব্রাহ্মণ মধ্যে বেদজ্ঞ বিপ্র উত্তম, বেদজ্ঞ অপেক্ষা আবার অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। (২৬) এইরূপ যে সকল বিপ্র বেদের অর্থজ্ঞ, তাহাদের অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা অর্থাৎ মীমাংসাকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী প্রধান। পরন্তু যে ব্যক্তি সঙ্গত্যাগী, তিনি ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহার আপনার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মেরও ফল লাভার্থ আকাঙ্ক্ষা নাই। (২৭) ঐ ব্যক্তি আপনার অশেষ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল এবং দেহ আমার প্রতি অর্পণ করেন, অতএব আমার অব্যবহিত হইয়া থাকেন, অপর তাঁহার আত্মা আমাতে অর্পিত ও তাঁহার কর্ম্ম সকল আমাতেই সংন্যস্ত হয় এবং সর্ব্বত্র সম-

দৃষ্টি হেতু কর্ত্তৃত্ব অভিমান শূন্য হয়েন, ইহাতে তিনিই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহা অপেক্ষা আর কোন জীবই আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বোধ হয় না। (২৮)

অতএব ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামিত্ব রূপে এই সকল ভূতে প্রবিষ্ট আছেন এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মনের দ্বারা বহু মান পুরঃসর সকল ভূতকেই প্রণাম করিবে। (২৯)

হে মনুপুত্রি ! আমি এই ভক্তিযোগ এবং যোগ, উভয়ই কহিলাম, এই দুইয়ের মধ্যে একতর দ্বারা পুরুষ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে (৩০) হে জননি! ইহাই পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভগবানের রূপ, ইহাই প্রধান ও পুরুষ স্বরূপ, ইহাই পর অর্থাৎ প্রধান পুরুষ হইতে ভিন্ন, ইহাই সেই দৈব, যাহা হইতে নানা সংসার স্বরূপ কর্ম্মের ববিধ বিচেষ্টিত হয়, ফলতঃ দৈব প্রেরিত কর্ম্মবৃত সংসারই নানাবিধ হইয়া থাকে। অপিচ ভগবানের এই রূপকেই রূপভেদের অর্থাৎ বস্তু সকলের অন্যথাত্বের আশ্রয় ও আশ্চর্য্য প্রভাবশালী কাল কহা গিয়াথাকে। (৩১) ঐ কাল হইতেই মহদাদি ভূত সকলের অর্থাৎ তত্তদভিমানি ভিন্নদৃষ্টি জীব সমূহের ভয় উৎপন্ন হয়। (৩২) ঐ কাল অখিলের আশ্রয়, অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূতদ্বারাই ভূত সকলকে সংহার করেন। অপর ঐ কাল ভগবান বিষ্ণুর সংজ্ঞা বিশেষ, অতএব তিনিই যজ্ঞের ফলদাতা, এবং যে২ পদার্থ অন্যকে বশ করে সকলের প্রভু। তাঁহার প্রিয় কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই, এবং বান্ধবও কেহ নাই, তিনি সকলের অন্তকারী, আপনি অপ্রমত্ত হইয়া প্রমত্ত জনকে আক্রমণ করেন। তাঁহার ভয়েতেই এই বায়ু বহিতেছে, তাঁহার ভয়েতেই সূর্য্য উত্তাপ দিতেছেন, তাঁহার ভয়েতেই ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ভয়েতেই নক্ষত্র গণ দীপ্তি পাইতেছে।. (৩৩) তাঁহার ভয়েতেই ওষধির সহিত বৃক্ষ ও লতা সকল স্ব২ কালে ফল পুষ্প গ্রহণ করিতেছে (৩৪) তাঁহার ভয়েতেই নদী সকল নিঃসৃত হইয়া বহিতেছে, তাঁহার ভয়েতেই সমুদ্র আপনার বেলা উল্লঙ্ঘন করিতেছে না, তাঁহার ভয়েতেই অগ্নি জ্বলিতেছে, তাঁহার ভয়েতেই এই ভূমি ভূধর সহ রসাতলে নিমগ্ন হইতেছে না। (৩৫) অপর তাঁহার আজ্ঞায় এই আকাশ শ্বাসত্যাগার্থ অবকাশ দিতেছে, তাঁহার আজ্ঞায় এই মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব সপ্তপদার্থে আবৃত অহঙ্কারতত্ত্বাত্মক স্বীয় দেহকে লোকত্বরূপে বিস্তার করিতেছে। (৩৬) তাঁহার ভয়েতেই গুণ নিয়ন্তা দেবগণ বারম্বার এই বিশ্বের সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবর্ত্তমান হইতেছেন, এই কারণে এই চরাচর জগৎকে দেবতাদের বশবর্ত্তি বলাগিয়া থাকে। (৩৭) মা ! সেই এই কাল পিত্রাদি জন দ্বারা পুত্রাদি জনকে উৎপন্ন করিতেছেন, অতএব তিনি সকলের আদিকর্ত্তা, অপর তিনি মৃত্যু দ্বারা যমকে বিনষ্ট করেন, ইহাতে সকলেরই অন্তকর, কিন্তু স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়। (৩৮)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পুত্রকলত্রাদিতে আসক্ত চিত্ত কামিদিগের তামসী গতির বিবরণ।

ভগবান্ কপিল কহিলেন মা! এই সমস্ত লোক সেই মহাবল কাল কর্ত্তৃক নিরন্তর বিচাল্যমান হইয়াও, যেমন মেঘপংক্তি পবনের বেগ জানে না তাহার ন্যায়, তাঁহার সুমহৎ বিক্রম অবগত নহে। (১) অতএব ইহারা সুখের নিমিত্ত সাতিশয় প্রয়াস

করিয়া যে২ অর্থ উৎপাদন করে ভগবান্ কাল তৎসমুদয়ই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। তাহার নিমিত্ত পুরুষ শোকে নিমগ্ন হয় (২) কারণ, পুত্র কলত্রাদি সহিত অনিত্য দেহ সম্বন্ধি যে সকল গৃহ ক্ষেত্র দ্রব্যাদি, ঐ দুর্ম্মতি ব্যক্তি মোহ বশতঃ সে সমুদায়কে নিত্য বলিয়া মানে। (৩) তাহাতে ঐ জীব এই সংসারে যে২ যোনি প্রাপ্ত হয় সেই২ যোনিতেই নির্বৃতি লাভ করে কিন্তু তাহার বৈরাগ্য হইতে পারে না (৪) মা! সে ব্যক্তি দেবমায়াতে এপ্রকার বিমুগ্ধ যে যদি নরকস্থ হয় নরকাহারাধীন নির্বৃতি হইলে তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করে তখনও দেহ ত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। মা! সকল ব্যক্তির এরূপ মোহ হয় না, যে মানুষ সৎসঙ্গ রহিত, এবং বৃদ্ধসেবায় বিমুখ, কেবল কুটুম্বের প্রতি আসক্তমনাঃ, কখন আমার আরাধনা করে না, তাহারই ঐরূপ দুর্গতি হয়। (৫) শরীর পুত্র কলত্র মিত্র গৃহ পশু দ্রবিণে তাহার হৃদয় প্রসক্ত হওয়াতে নানা মনোরথ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সে আপনার আত্মাকে বহু করিয়া মানে। (৬) এবং ঐ সমস্ত পুত্র কলত্রাদির ভরণ পোষণ কি রূপে করিবে এই চিন্তায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে, সুতরাং সেই দুরাশয় মূঢ় দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। (৭) অপিচ তাহার আত্মা এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আক্ষিপ্ত হওয়াতে সে পুংশ্চলী দিগের বিরলে রচিত সম্ভোগাদি রূপ মায়া তথা মধুরভাষি বালকদিগের মধুর আলাপ দ্বারা (৮) আপনাকে সুখির তুল্য বোধ করে এবং যে গৃহাশ্রমে বিত্ত শাঠ্যাদি কাপট্যই বহুল এবং যাহাতে দুঃখই প্রধান, সেই গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া আলস্য পরিহার পূর্ব্বক দুঃখ প্রতীকারার্থ যত্ন করিতে থাকে। (৯) অপর গুরুতর হিংসা স্বীকার করিয়াও ইতস্ততঃ স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করত সেই অর্থ দ্বারা এমত সকল লোকের পোষণ করে যাহাদের ভরণে অধোগতি হয়। ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি ঐ প্রকারে ধনসংগ্রহ করিয়া স্বয়ং ভোগ করুক তাহাও তাহার পক্ষে ঘটে না, সকলকে ভোজন করাইয়া আপনি অবশিষ্ট ভক্ষণ করে। (১০) পরে যদি কদাচিৎ জীবিকা বিলুপ্তা হয় অন্য জীবিকা অবলম্বন নিমিত্ত পুনঃ২ যত্ন করে কিন্তু যখন তাহা বিফল হয় তখন লোভে অভিভূত হইয়া অন্যের ধনে স্পৃহা করিতে বাধ্য হয়। (১১) তাহার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত ধনার্জ্জনার্থ সমস্ত উদ্যোগ যখন বিফল হয় তখন অতি দীন ও শ্রীবিহীন সুতরাং কুটুম্বভরণে অসমর্থ হইয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হয় এবং বুদ্ধি বিমূঢ় হওয়াতে কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে। (১২)

কিন্তু মা! আশ্চর্য্য দেখ! ঐ পুরুষ ঐ প্রকারে যখন আত্ম স্বজনের ভরণ পোষণে অসমর্থ হয় তখন যেমন নিষ্ঠুর কৃষকেরা বলীবর্দ্দ বৃদ্ধ হইলে তাহার প্রতি আর যত্ন করে না তাহার ন্যায় ঐ ব্যক্তির পুত্র কলত্রাদি পূর্ব্ববৎ আর তাহার প্রতি আদর করে না। (১৩) পরন্তু তৎকালেও ঐ পুরুষের নির্বেদ জন্মে না, যে সকল ব্যক্তিকে আপনি পোষণ করিয়া ছিল তাহাদের কর্ত্তৃক পুষ্যমাণ হইয়া গৃহেতেই থাকে, তখন জরা দ্বারা তাহার আকৃতি যৎপরোনাস্তি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অধিক কাল জীবিত থাকিবে এমত আশা থাকে না, বরং মরণার্থ অভিমুখ হইতেছে এইরূপ জ্ঞান হয় (১৪) তথাচ সে যাহাদিগকে পোষণ করিয়াছিল তাহারা যত্ন পূর্ব্বক তাহার পোষণ করে না, যথা কালে অবজ্ঞা পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সম্মুখে রাখিয়া আইসে, গৃহপাল কুক্কুরের তুল্য তাহাই তাহাকে ভোজন করিতে হয়। তৎকালে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকুক তাহারও সম্ভাবনা নাই, সে ব্যক্তি অগ্নির তেজঃ না থাকাতে সদাই রুগ্ন, এবং অল্পাহার ও অল্পচেষ্ট হইয়া থাকে। ১৫)

অনন্তর ঐ পুরুষের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখনও তাহার সুখ নাই, তাহার দেহস্থ বায়ুর উৎক্রমণ আরম্ভ হইলে ঐ বায়ুর বর্ত্মরূপ নাড়ী সকল কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়. তাহাতে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে কিম্বা কাসিতেও বিজাতীয় কষ্ট হয়, কেবল কণ্ঠ দেশে "ঘুর ঘুর" শব্দ হইতে থাকে। (১৬) সে ঐ অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে, তাহার বন্ধুগণ চারি দিকে বেষ্টন করিয়া শোক করে, তাহাদের মধ্যে কেহ "বন্ধো" কেহ "তাত" এই বাক্য বলিয়া আহ্বান করিলেও কালের বশবর্ত্তী হওয়াতে সে কিছুই উত্তর দিতে পারে না। (১৭) অতএব যে অজিতিন্দ্রিয় পুরুষ সর্ব্বদা কুটুম্ব ভরণে ব্যাপৃত, মরণ সময়েও তাহার সুখ হয় না, রোরুদ্যমান আত্মীয় স্বজনের কাতরতায় তাহার হৃদয়ে গুরুতর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাতে সে জ্ঞান শূন্য হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করে। (১৮)

ঐ প্রকারে কালের কবলে পতিত হইলে পুণ্য ও পাপ অনুসারে তাহার দুই প্রকার গতি হয়, তন্মধ্যে পাপগতির বিবরণ অগ্রে বলি, শ্রবণ কর। তাহার মৃত্যু হইবা মাত্র সক্রোধ নয়ন দুই জন যমদূত সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াই সে ত্রস্তহৃদয় হইয়া বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করে। (১৯) পরে ঐ দূতেরা তাহার দেহের যাতনা সকল নিরুদ্ধ করত, যেমন রাজপুরুষেরা দণ্ডার্হ লোককে বাঁধে তাহার ন্যায় গলদেশে পাশ বন্ধন পূর্ব্বক দীর্ঘ পথে লইয়া যায়। (২০) তাহাদের দুই জনের তর্জ্জনে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং অত্যন্ত কম্প উপস্থিত হয়। পথি মধ্যে তাহাকে কুক্কুরে ভক্ষণ করিতে আইসে। তখন সে আপনার পাপ স্মরণ করত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হয়। (২১) অপিচ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাপ্ত এবং পৃষ্ঠদেশে কশাদ্বারা তাড়িত, আর তপ্ত বালুকাময় পথে সূর্য্য কিরণ দাবানল ও উষ্ণ বায়ু দ্বারা সন্তাপিত হইয়া ভ্রমণ করে। সেখানে ছায়া অথবা জল পাইয়া যে সন্তাপ দূর করিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, সেই পথ আশ্রয়স্থান ও উদকে বর্জ্জিত। ঐ বর্ত্ম এরূপ ভয়ানক বলিয়া তাহা হইতে যে বিমুখ হইয়া আসিবেক তাহার সুযোগ নাই, সামর্থ্য না থাকিলেও কশাপ্রহার ভয়ে কষ্টসৃষ্টে চলিতে হয়। (২২) কিন্তু শক্তি ব্যতিরেকে কি প্রকারে চলিতে পারিবে? শ্রান্তি বশতঃ বারম্বার পড়িয়া মূর্চ্ছা যায়, আবার মূর্চ্ছাপগমে আপনিই গাত্রোত্থান করে। এই প্রকারে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে২ ঐ ভয়ঙ্কর পথ দ্বারা শমন সদনে নীত হয়। (২৩)

মা! যে পথ দিয়া যমলোকে যাইতে হয় তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন, উক্ত পরিমাণের বর্ত্ম ঐ ব্যক্তিকে তিন মুহূর্ত্ত এবং তদপেক্ষা গুরুতর পাপিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রমণ করিয়া উপনীত হইতে হয়। সেখানে উপ-স্থিত হইয়াও সে স্থির হইতে পারে না, গতমাত্রে যাতনা প্রাপ্ত হয়। (২৪) কোন স্থান শিখাদি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া প্রজ্বলিত হয়, কোথাও বা দেখে আপনার দ্বারা অথবা অন্যের দ্বারা ছিন্ন আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে। (২৫) পরে যমনিকে-তনে উপনীত হইয়া দেখে কুক্কুর ও শকুনি প্রভৃতি জীবন সত্ত্বেই অন্ত্র নাড়ী ইত্যাদি গ্রহণ করিতেছে ও সর্প বৃশ্চিক দংশাদি নিষ্ঠুর রূপে দংশন করিতেছে, ইহাতে সে যৎপরোনাস্তি বেদনার্দ্দিত হয়। (২৬) অপিচ কোথাও অবয়ব সকলের কৃন্তন, কোথাও বা হস্তি ইত্যাদি দ্বারা বিদারণ, কোথাও বা পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পতন, কোথাও বা জল ও গর্ত্তের অবরোধ অনুভব করে। আর তামিস্র অন্ধতামিস্র রৌরব ইত্যাদি

যে সকল যাতনা পরস্পর সঙ্গ দ্বারা নির্ম্মিত হয় ঐ মৃত ব্যক্তি নরই হউক অথবা নারীই হউক তৎসমুদায়ও তাহাকে ভোগ করিতে হয়। (২৭) মা ! এই যে সকল যাতনার কথা কহিলাম ইহা অসম্ভব, এমত মনে করিও না, এখানেই ঐ সকল দৃশ্য হয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন এই স্থানেই নরক ও এই স্থানেই স্বর্গ। ফলতঃ নরকে যে সমস্ত যাতনা হয় তাহা এখানেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। (২৮)

অতএব সংসারে থাকিয়া কুটুম্ব ভরণেই ব্যাপৃত হউক অথবা কেবল উদরভরণ মাত্র কর্ম্মে নিয়ত রত হইয়া জীবন যাপন করুক, মৃত্যুর পর ইহলোকে কুটুম্ব ও স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে কেবল আপনাকে ঐ সকল কর্ম্মের ঐ প্রকার ফল ভোগ করিতে হয়। (২৯) সে ব্যক্তি, পাপকার্য্য দ্বারা যে ধন অর্জ্জন করিয়া রাখিয়া যায় তাহা ভোগ করিতে অনেক লোক থাকে কিন্তু তজ্জন্য নরক বাস কেবল তাহাকেই করিতে হয়, সে আপনার কলেবর যাহা প্রাণিদ্রোহ করিয়া পুষ্ট করিত তাহাও ধনসম্পত্তি সহিত এখানেই পরিত্যাগ করিয়া একাকী পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঘোর অন্ধকারময় নরকে প্রবিষ্ট হয়। (৩০) মা ! ঐ ব্যক্তির অন্যান্য সমস্ত বস্তু যেমন ইহলোকে পরিত্যক্ত হয় তেমন পাপ পরিত্যক্ত হইতে পারে না, তাহার তো ইচ্ছা ত্যাগ করে, কিন্তু সে ত্যাগ করিলে কি হইবে, ঈশ্বর তাহার অন্যায়ে কুটুম্ব পোষণের পাপ পরকালে উপস্থিত করিয়া দেন, তাহাতে সে ব্যক্তিকে আতুরের ন্যায় হৃতচিত্ত হইয়াও নরকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। (৩১)

মা ! কুটুম্ব ভরণ বিহিত ও আবশ্যক বটে কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্ম করিয়া তাহাদের ভরণার্থ উৎসুক হয় তাহাকে নরকের চরম পদ অন্ধতামিস্রে গমন করিতে হইবে। (৩২) সেই নরক ভোগের পর পুনর্ব্বার মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কুক্কুর শূকরাদি যোনিতে যত২ যাতনা হইতে পারে সমুদায় ক্রমে২ প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দ্বারা যখন পাপ ক্ষয় হইবে তখন শুচি হইয়া পুনর্ব্বার এখানে আগমন পূর্ব্বক নরত্ব প্রাপ্ত হইবে। (৩৩)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

মিশ্রিত পুণ্যপাপ দ্বারা মনুষ্যযোনি প্রাপ্তি রূপ রাজসী গতির বিবরণ।

ভগবান্ কপিল কহিলেন জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ঈশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে জীব সেই কর্ম্ম বশতঃ দেহ ধারণ নিমিত্ত পুরুষের শুক্রবিন্দু অবলম্বন করিয়া মাতৃ গর্ভে প্রবেশ করে। (১) রেতঃকণা গর্ত্তমধ্যে পতিত হইলে একরাত্রে তাহার কলন অর্থাৎ শোণিতের সহিত মিশ্রণ হয়, ঐ রূপ হইয়া পাঁচ রাত্রি থাকিলে তাহা বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়। তাহার পর দশ দিন গেলে তাহা বদরীফলের তুল্য হইয়া কঠিন হয়, তদনন্তর তাহা যোনির মধ্যেই পেশী অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের আকার কিম্বা অণ্ডাকার হয়। (২) এই রূপে এক মাস গত হইলে তাহার শিরোদেশ, এবং মাসদ্বয়ে হস্ত পদাদি অঙ্গ সকলের বিভাগ, তথা নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, এবং লিঙ্গ ও ছিদ্রের উদ্ভব হয়। (৩) চারি মাসে সপ্ত ধাতু ও পাঁচ মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে। পরে যখন ছয়মাসের হয় তখন গর্ত্তবেষ্টন চর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইয়া মাতার দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে। (৪) সেই সময় হইতে মাতৃভুক্ত অন্ন পানাদি দ্বারা

তাহার ধাতু পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ঐ রূপে বৃদ্ধিশীল হইয়াও তাহাকে সেই বিষ্ঠামূত্রের গর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়, যেহেতু সেই স্থানেই জন্তু সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, পরন্তু তাহাতে শয়ন করিতে কাহারো আপনা হইতে ইচ্ছা হয় না, অগত্যা অসম্মত স্থানেও শয়ান হইতে বাধ্য হয়। (৫) সেখানে ঐ জীবের ক্লেশের কথা কত কহিব, শরীরের কোমলতা হেতু তত্রস্থ ক্ষুদ্র২ কৃমিসকল ভক্ষণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে, তাহাতে সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ক্ষণে২ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। (৬) অপর মাতা যে সকল কটু তিক্ত উষ্ণ লবণ ক্ষার অম্ল ইত্যাদি বস্তু ভক্ষণ করেন সে সকলের দুঃসহ রসে স্পৃষ্ট হওয়াতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা উপস্থিত হয়। (৭) সে ঐ প্রকার বেদনার্দ্দিত হইয়াও শরীর বিস্তার করিবার উপায় প্রাপ্ত হয় না কুক্ষিদেশে মস্তক দিয়া পৃষ্ঠ এবং গ্রীবা বক্রীকৃত করিয়া থাকে। অপর ভিতরে জরায়ু দ্বারা এবং বাহিরে অন্ত্রসকলে আবৃত হওয়াতে পঞ্জরস্থ শকুন্তের ন্যায় আপনার অঙ্গচেষ্টাতেও তাহার সামর্থ্য মাত্র থাকে না। (৮)

হে মানবি! গর্ব্ভমধ্যে ঐ জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম বশতঃ স্মৃতি লাভ হয় কিন্তু তাহাতে তাহার সুখানুভব হয় না, অনুচ্ছাস প্রায় হইয়া অবস্থিতি করত শত২ জন্মে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে থাকে, তাহাতে কি সুখ লাভ করিবেক? (৯) পরে যদিও জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তথাচ সপ্তম মাস হইতে আবার প্রসবকারণ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহাতে আপনার সমানোদর জন্মা কৃমির ন্যায় এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতেও পায় না। (১০) অতএব ঐ জীব দেহাত্মদশা হইয়া পুনর্ব্বার গর্ব্ভবাসে আসিতে ভীত হয় এবং যাচমান হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে আকুল বাক্য দ্বারা সেই ঈশ্বরের স্তব করে যিনি গর্ব্ভে অর্পণ করিয়াছেন। (১১)

জীব কহে আমি সেই ভগবানের ভূমিতে বিচরণ শাল ভয়হীন চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করি। তিনি এই সমীপবর্ত্তি জগতের রক্ষণার্থ স্বেচ্ছাক্রমে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। আমি যেমন অসৎ এই যে গতি হইয়াছে ইহা আমার উপযুক্ত বটে তিনিই ইহা দেখাইয়াছেন। (১২)

যাহাহউক তাঁহাতে আমাতে অনেক প্রভেদ আছে এই নিমিত্ত আমি সেবক ভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি। এই মাতৃদেহে ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ী অর্থাৎ দেহাকারে পরিণতা মায়াকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মদ্বারা আবৃত অতএব বদ্ধবৎ হইয়া এই যে রহিয়াছে এ আমি, তিনিও এই দেহেই আছেন কিন্তু তিনি অখণ্ডবোধ সম্পন্ন, বিশুদ্ধ এবং নির্ব্বিকার, আমার সন্তাপিত হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতীত হইতেছে, তিনিই আমার আরাধ্য, আমি তাঁহাকেই নমস্কার করি। (১৩) আমিও বস্তুতঃ শরীরহীন ও অসঙ্গ হওয়াতে এই পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহে মিথ্যা আচ্ছন্ন সুতরাং আমারও ইন্দ্রিয় বিষয় এবং চিদাভাস স্বরূপ হওয়া মিথ্যা বটে কিন্তু আমার উপাস্য পুরুষের মহিমা এই শরীর দ্বারাও কুণ্ঠিত হয় না, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা অতএব আমি তাঁহারই বন্দনা করি। (১৪) এই সংসার সম্বন্ধীয় পথে গুণ নিমিত্ত বহু২ কর্ম্ম আছে, সে সকলই বন্ধন। সংসার বর্ত্মে যাঁহার মায়া দ্বারা নষ্ট স্মৃতি হইয়া এই জীব ভ্রমণ করিতেছে সেই মহৎ পুরুষের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কি যুক্তিতে এ জীব নিজস্বরূপ লোককে সম্যক্ প্রকারে উপাসনা করিতে পাইবে? ফলতঃ ঈশ্বর প্রসাদ বিনা জ্ঞান হয় না অতএব তিনিই উপাস্য। (১৫) অপর এই যে ত্রিকাল বিষয়ক জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন্

ব্যক্তি আমাতে বিধান করিতে সমর্থ হয়? অর্থাৎ অন্য কাহারো ক্ষমতা নাই, সেই দেবই বিধান করিয়াছেন। আমরা জীবরূপ কর্ম্ম পদবীর অনুবর্ত্তী, তাহাতে জীব হইতে যে ঐ জ্ঞান হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না, অতএব যিনি আমাদের জ্ঞানপ্রদ এবং স্থাবর ও জঙ্গমে যাহার অংশ অনুবর্ত্তমান, তাপত্রয়ের উপশমনার্থ তাঁহারই ভজনা করি। (১৬)

জীব এই রূপে তাঁহাকে উপাস্য বলিয়া স্থির করত পরে আপনার দুঃখ জ্ঞাপন পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বলেন হে ভগবন্! এই দেহী (আমি) অন্যদেহবিবরে অর্থাৎ মাতার উদর কুহরে শোণিত ও বিষ্ঠামূত্রের কূপে পতিত হইয়া রহিয়াছে, এখানে কেবল বিষ্ঠামূত্র জন্য ক্লেশ ভোগ করিতেছে এমত নহে মাতার জঠরাগ্নি দ্বারা দেহ অত্যর্থ সন্তপ্ত হইতেছে। ইহাতে এ দেহী অতিশয় দীনমতি হইয়া এস্থান হইতে নির্গমনের মানসে আপনার মাস গণনা করিতেছে কিন্তু এ কখন্ বহির্গত হইবে? (১৭) হে ঈশ! ভবাদৃশ অনুপম মহা দয়াশীল যে পুরুষ দশমাসমাত্র বয়স্ক এই দেহিকে এবম্বিধ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন সেই দীননাথ আপনার কৃত কর্ম্ম দ্বারাই সন্তোষ প্রাপ্ত হউন, অঞ্জলি বন্ধন মাত্র ব্যতিরেকে তাঁহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে কাহার্ সাধ্য আছে? (১৮) প্রভো! পশ্বাদি অপর জীব স্ব২ দেহে শরীরোৎপন্ন সুখ দুঃখাদিই কেবল দেখিতে পায় কিন্তু আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেক জ্ঞান দ্বারা শমদমাদি সম্পন্ন শরীর বিশিষ্ট হইয়াছি সেই অনাদি পরিপূর্ণ স্বরূপ পুরুষকে বাহিরে এবং হৃদয়ে দর্শন করি, তিনিই অপরোক্ষত্ব রূপে প্রতীত চৈত্ত্য তুল্য, অর্থাৎ অহঙ্কারাস্পদ ভোক্তা। (১৯) কিন্তু হে বিভো! এই প্রকারে ভূরি২ ক্লেশ অনুভব পূর্ব্বক এই গর্ব্বে বাস করিয়াও নির্গত হইয়া বহির্ভাগে যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ তাহা এস্থান হইতেও অন্ধকূপ তুল্য, যে প্রাণী সেখানে যায় আপনকার মায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করে, পরে সেই মায়ার পশ্চাৎ২ মিথ্যা মতি অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধি এবং এই সংসার চক্র তাহাকে ব্যাপে। (২০) অতএব আমি এখানেই থাকি, এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই সুহৃদ্ স্বরূপ আত্মা দ্বারা অর্থাৎ সারথি রূপ বুদ্ধি যোগে সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব, গর্ভবাস রূপ এই দুঃখ পুনরায় যেন আমার না হয়, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ দ্বয় আপন হৃদয়ে আনিয়াছি, ইহাতে আমার ঐ বিষয়ের সাধন সামগ্রীর অভাব মাত্র নাই। (২১)

ভগবান্ কপিল কহিলেন মা! দশমাস বয়স্ক জীব এই প্রকারে কৃতমতি হইয়া যখন গর্ব্ভ মধ্যে পরমেশ্বরের স্তব করিতে থাকে সেই সময়েই প্রসবের হেতুভূত মারুত তাহাকে অধোমস্তক করিয়া প্রসবার্থ প্রেরণ করে। (২২) জীব ঐ পবন কর্ত্তৃক এই প্রকারে অধঃক্ষিপ্ত হওয়াতে সাতিশয় আতুর হয়, অতএব অধঃশিরা হইয়া অতিকষ্টে নির্গত হইতে থাকে, তৎকালে তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ এবং স্মরণ শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। (২৩) তদনন্তর ঐ জীব শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় ভূতলে পড়িয়া অঙ্গ সঞ্চালন করে, তদনন্তর জ্ঞান গত হইলে পর বিপরীত গতি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ২ রোদন করিতে থাকে। (২৪)

অপর তৎকালে তাহাকে এমত ব্যক্তি লালন পালন করে যে তাহার অভিপ্রায় অবগত নহে, সুতরাং অনভিপ্রেত বস্তু সম্মুখে ধরিলেও সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ সে স্তন্যার্থ রোদন করিলে যদি তাহার পালক উদর ব্যথা কল্পনা

করিয়া নিম্বরস পান করিতে দেখে কিম্বা উদর ব্যথায় রোদন করিলে স্তন্যার্থ ক্রন্দন করিতেছে অনুমান. করিয়া যদি স্তন্য দিতে চাহে সে তাহাতে নিষেধ করিতে পারে না। (২৫) আর স্বেদজ কীটাদি দ্বারা দূষিত অশুচি শয্যায় শায়িত হইয়াও আপনার অঙ্গ কণ্ডূয়নে অথবা উপবেশন উত্থানাদি চেষ্টায় সমর্থ হয় না, কেবল অবিশ্রান্ত রোদন করিতে থাকে। (২৬) অপিচ কৃমি সকল যেমন কৃমিকে দংশন করে তাহার ন্যায় দংশ মশক মৎকুণাদি তাহার কোমল ত্বকে দংশন করিয়া পীড়া দেয়, গর্ব্ভেই জ্ঞান জন্মিবাতে তাহার ঐ পীড়া বিলক্ষণ অনুভব হয়, কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতা নাই, সুতরাং কেবল ক্রন্দন করিতে থাকে। (২৭)

মা! জীব এই প্রকারে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শৈশব দুঃখ ভোগ করিয়া পরে যখন পৌগণ্ড অবস্থা প্রাপ্ত হয় তৎকালেও অধ্যয়নাদি দুঃখ অনুভব করিতে হয়। পরে যৌবন দশায় প্রবিষ্ট হইলেও অভীপ্সিত লাভ না হওয়াতে শোকে ব্যাপ্ত হয় এবং অজ্ঞান বশতঃ তাহার শোক প্রদীপ্ত হইতে থাকে। (২৮) অপর সেই কামী আপনার দেহের সহিত বৃদ্ধিশীল অভিমান ও মন্যু বশতঃ আপনার বিনাশার্থ অন্য কামিদের সহিত বিরোধ করে। (২৯) আর প্রকৃত জ্ঞান বিহীন হওয়াতে পঞ্চভূত দ্বারা আরব্ধ এই দেহে তাহার "আমি, আমার" ইত্যাদি অসৎ আগ্রহ হয় সুতরাং কুবুদ্ধি বশতঃ তাহাতে আত্মবুদ্ধি করে। (৩০) অতএব যে সকল কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া সংসার প্রাপ্ত হইবে ঐ দেহের নিমিত্ত সেই সকল কর্ম্ম করিতে তাহার অনুরাগ জন্মে। কিন্তু ঐ দেহ শ্রেয়স্কর নহে, অবিদ্যা ও কর্ম্ম দ্বারা তাহার বন্ধন হয়, তাহা ক্লেশ প্রদান করত পুনঃ২ অনুবর্ত্তমান হয়। (৩১)

অপর ঐ জন্তু যদি সন্মার্গে বর্ত্তমান হইয়াও শিশ্নোদরপরায়ণ অসৎ পুরুষের সহিত সংসর্গ করে তাহা হইলেও তাহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নরকবাসী হইতে হয়। (৩২) মা! অসৎ সঙ্গ অতিশয় অনিষ্টকর, তাহাতে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (৩৩) এই কারণে ঐ সকল মূঢ় অশান্ত দেহে আত্মবুদ্ধি কারী এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় স্ত্রীর বশতাপন্ন হয়, অতএব শোচ্য ঐ সকল অসৎ লোকের সহিত সঙ্গ করা বিধেয় নহে। (৩৪)

মা! অসৎসঙ্গ মধ্যেও যোষিৎ সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গির সঙ্গ অতিশয় ভয়ানক। পুরুষের ঐ দুই সঙ্গে যেমন মোহ ও বন্ধ হয় অন্য ব্যক্তির সঙ্গে তদ্রূপ হয় না। (৩৫) মা! যোষিৎসঙ্গ কি রূপ অনর্থকর, বিস্তার করিয়া বলি শুন। প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার কন্যাকে অবলোকন করিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইয়াছিলেন. পিতার এই উৎকট অভিলাষ দেখিয়া তদীয় তনয়া ভয়ে মৃগী রূপ ধারণ পূর্ব্বক ধাবমানা হইয়া ছিলেন তথাচ ব্রহ্মা ক্ষান্ত হন্ নাই. তিনিও লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মৃগ রূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিলেন। (৩৬) অতএব যোষিৎসঙ্গে ব্রহ্মারও যখন ঐরূপ অবস্থা হইল তখন তিনি যে মরীচ্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ মরীচি প্রভৃতি যে কাশ্যপাদি সৃষ্টি করিয়াছেন সেই কাশ্যপাদির সৃষ্ট যে সকল দেবমনুষ্যাদি, তাহাদের মধ্যে কোন্ পুরুষের মনঃ যোষিন্ময়ী মায়ায় আকৃষ্ট না হইবেক? (৩৭) মা! আমার স্ত্রীময়ী মায়ার বল অবলোকন কর, এই মায়া দিগ্বিজয়ি শূরদিগকেও ভ্রূভঙ্গি মাত্রে আপনার পদানত করে। (৩৮)

এই কারণে যে ব্যক্তি যোগের উপরে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহার প্রমদার সহিত সঙ্গ কদাচ কর্ত্তব্য হয় না। ফলতঃ যোগিরা বলেন সৎসঙ্গ দ্বারা যাহার আত্মরূপ

লাভ প্রতিলব্ধ হয় তাহার পক্ষে স্ত্রীগণ নরকের দ্বার স্বৰূপ, সুতরাং তাহার যোষিৎ-সহবাস কদাচ বিধেয় নহে। (৩৯) মা! স্ত্রীৰূপা দেবনির্ম্মিতা মায়া শুশ্রূষাদিচ্ছলে ধীরে২ নিকটে গমন করে কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় আপনার মৃত্যু স্বৰূপ অবলোকন করিবেন। (৪০)

হে দেবি! জীব স্ত্রীসঙ্গ বশতঃ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোহপ্রযুক্ত পুরুষের তুল্য আচরণ কারিণী আমার যে মায়াকে বিত্ত অপত্য ও গৃহপ্রদ পতি করিয়া মানে (৪১) যদি ঐ স্ত্রীদেহে মুক্তি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ঐ পতি পুত্র গৃহ স্বৰূপ মায়াকে দৈবকর্ত্তৃক রচিত আপনার মৃত্যু স্বৰূপ জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ যেমন ব্যাধের সংগীত যদিও কর্ণসুখাবহ হওয়াতে অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয় তথাপি তাহা মৃগের পক্ষে মৃত্যু স্বৰূপ, তদ্রূপ পতি পুত্র গৃহাদি অনুকূল বোধ হইলেও ঐ সকলকে আপনার অনিষ্টকর জ্ঞান করিবে। (৪২)

হে দেবি! জীবের কর্ম্ম বশতঃ এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন এবং জন্ম মরণের কথা যাহা কহিয়াছি তাহাতে এমত আশঙ্কা করিও না যে জীব ব্যাপক, তাহার এক লোকহইতে লোকান্তরে গমন কিৰূপে সম্ভবিবে এবং তাহার নিত্যত্ব প্রযুক্ত জন্ম-মরণই বা কি প্রকারে হইতেপারিবে? মা! জীবের উপাধিৰূপে উৎপন্ন একটী লিঙ্গ দেহ আছে, সেই দেহের সহিত জীব এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন করে এবং ফল ভোগ করত অবিরত কর্ম্ম করিতে থাকে। (৪৩) হে দেবি! জীবের জন্ম মরণ কি ৰূপে হয় তাহাও বলি শুন। জীবের উপাধি লিঙ্গ দেহ, এবং আত্মার অনুবর্ত্তি স্থূলভূতাদির বিকার ৰূপ ভোগায়তন এই স্থূল দেহ, এই দুইয়ের যে নিরোধ অর্থাৎ কার্য্যে অযোগ্যতা হওয়া, তাহাই জীবের মরণ, এবং ঐ দুইয়ের যে আবির্ভাব, তাহাই জীবের জন্ম। (৪৪) অথবা দ্রব্যের উপলব্ধি স্থান যে এই স্থূল শরীর, ইহার যখন দ্রব্যদর্শনে অযোগ্যতা হয় তখন জীবের মরণ হইল এমত বলাযায়, আর "আমি" এৰূপ অভিমানে যখন স্থূল শরীরের দর্শন হয় তখনই জীবের উৎপত্তি হইল, উক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ যেমন দ্রব্যোপলব্ধি স্থান যে নেত্র গোলোকাদি, তাহা যখন মলাদি দোষ হেতু ৰূপাদি দর্শনে অসমর্থ হয় তখনই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা এবং জীবের দ্রষ্টৃত্ব বিষয়ে অক্ষমতা হয় এই ৰূপ স্থূলশরীরের বৈকল্যই জীবের মরণ জানিবে। (৪৫) অতএব যদি বস্তুতঃ জীবের জন্ম মরণ না হইল তবে মরণ হইতে সংত্রাস এবং জীবনে দৈন্য তথা জীবনার্থ যত্ন করা অনুচিত। মা! বুদ্ধিমান ব্যক্তি জীবের এই প্রকার গতি অবগত হইয়া সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিবেন। (৪৬) এবং সম্যক্ বিচার কারিণী ও যোগ বৈরাগ্য যুক্তা বুদ্ধি দ্বারা আপনার কলেবর মায়াবিরচিত এই লোকে নিক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ দেহে আসক্তি ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিবেন এই ৰূপ করিলে সঙ্গ ত্যাগেও তাঁহার জীবন সম্ভব হইবেক না। (৪৭)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সাত্ত্বিক ধর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধগতি ও তত্ত্বজ্ঞান বিহীন ব্যক্তির পুনরাবৃত্তির বিবরণ।

ভগবান্ কপিল কহিলেন যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমেতেই বাস করত কাম এবং অর্থ হইতে স্বীয় ধর্ম্ম দোহন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সে সকলকে পরিপূর্ণ করে। (১) সে ব্যক্তি মূঢ় ও ভগবানের আরাধনা রূপ ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ, সে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা প্রাকৃত দেবতা ও পিতৃ গণের অর্চ্চনায় রত হয়। (২) ঐ সকল দেব ও পিতৃগণের প্রতি তাহার ভক্তি উদয় হইয়া তাহার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তাহাতে সে তাহাদের নিমিত্তই ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু তজ্জন্য ফলে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াও তথায় সোমরস পানানন্তর তাহাকে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। (৩) হে দেবি! কেবল ঐ গৃহমেধির পুণ্য ক্ষয়ে পুনরাবৃত্তি হইবে এমত নহে, গৃহাশ্রম বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যে২ লোক প্রাপ্ত হইবে সে সকলও চিরকাল থাকিবেক না। ফলতঃ যখন ভগবান্ অনন্ত অনন্তশয্যায় শয়ন করিবেন তখন গৃহমেধিদিগের সকল লোকই লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। (৪)

কিন্তু যে সকল ধীর পুরুষ কাম এবং অর্থের নিমিত্ত ধর্ম্ম দোহন করেন না, সঙ্গ রহিত হইয়া ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিবৃত্তি ধর্ম্মরত, নির্ম্মল, এবং নিরহঙ্কৃত হইয়া থাকেন ও স্বধর্ম্ম লব্ধ সত্ত্ব এবং শুদ্ধ চিত্ত বিশিষ্ট হন। (৫) তাঁহারা সূর্য্য রশ্মিরূপ দ্বার যোগে সেই পরাবরেশ পরিপূর্ণ পুরুষকে লাভ করেন, যিনি এই বিশ্বের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। (৬) মা! যে সকল ব্যক্তি পরমেশ্বর বোধে হিরণ্য গর্ব্ভের উপাসনা করিয়া থাকে তাহাদের ক্রমে২ তৎপ্রাপ্তি হয়, তাহারা পরার্দ্ধদ্বয় বৎসরাবসানে যাবৎ ব্রহ্মার প্রলয় না হয় তাবৎ কালপর্য্যন্ত ঐ লোকে বাস করে। (৭) মা! ব্রহ্মার প্রলয় কি রূপে হয় তাহাও বলি শুন, ভূমি, জল, অনিল, অনল, আকাশ, মনঃ, ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি এবং অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে ব্রহ্মার অভিলাষ হয় তাহাতে তিনি গুণত্রয় স্বরূপ হইয়া পরার্দ্ধ দ্বয় কাল ভোগ করিয়া অব্যাকৃত ঈশ্বরে প্রবেশ করেন। (৮) হে দেবি! ঐ প্রকারে দূরে গিয়া যে সকল যোগী ভগবান্ হিরণ্যগর্ব্ভে অনুপ্রবেশ করেন, প্রাণ ও মনঃ জিত এবং রাগ বিগত হওয়াতে তাঁহারা সেই হিরণ্যগর্ব্ভের সঙ্গেই পরমানন্দ স্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরাণ পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন যেহেতু তৎকালেও তাঁহাদের অভিমান বিনষ্ট হয় না। (৯)

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ভগবানের উপাসক, তাঁহাদিগকে ঐ রূপ ক্রমে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। অতএব হে দেবি! সেই ভগবান্ যিনি সর্ব্ব প্রাণির হৃৎপদ্মে বাস করিতেছেন তাঁহাতেই ভক্তি করিয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। (১০) মা! ভেদ দর্শন পূর্ব্বক উপাসনা করিলে ব্রহ্মা প্রভৃতিকেও পুনর্ব্বার আবৃত্ত হইতে হয় অন্যের কথা কি? ফলতঃ সত্ত্বাদিগুণের ব্যতিকর অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লেষ হইলে চরাচরের আদ্যস্রষ্টা যে বেদগর্ব্ভ ব্রহ্মা, তিনিও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এবং যোগেশ্বরাদি কুমার নিকর তথা অন্যান্য সিদ্ধ ও যোগ প্রবর্ত্তক মহাত্মাদের সহিত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা গুণাধিষ্ঠাতা ও প্রথমাবতার রূপ ব্রহ্ম

প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ঈশ্বররূপি কালবশতঃ যেমন পূর্ব্বে ছিলেন তদ্রূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার সমভিব্যাহারি ঐ সকল ঋষ্যাদিও স্ব২ কর্ম্মার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পূর্ব্ববৎ পুনরায় স্ব২ অধিকারে আসিয়া থাকেন। (১১)

হে দেবি! যখন ব্রহ্মোপাসক দিগেরও ভেদ দর্শন ও অভিমান বশতঃ ঐ রূপ আবৃত্তি হয় তখন কাম্য কর্ম্মকারিদিগের সাংসারাবৃত্তির কথা কি আর বলিতে হয়, অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে কাম্য ও নিত্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে অথচ কামাত্মতা ও অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত রজঃ প্রভাবে কুণ্ঠিত মনাঃ, এবং নিরন্তর গৃহাদি নিমিত্তই আগ্রহান্বিত হইয়া পিতৃ লোকের যজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধশান্তি করে (১২) অপর যাহারা কেবল ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের নিমিত্তই মহাব্যস্ত, কিন্তু যে মধুদ্বিট্ ভগবানের মহৎ বিক্রম সকলেরই কমনীয় তাঁহার কথায় বিমুখ হয়। (১৩) আর যাহারা ভগবানের কথামৃত পরিত্যাগ করিয়া, বিষ্ঠাহারী শূকর যেমন বিষ্ঠা ভোজনে অনুরাগী হয় তাহার ন্যায় অসৎ গাথা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে অসংশয় দৈবকর্ত্তৃক নিহত জানিবে। (১৪) তাহারা সূর্য্যের দক্ষিণ পথ দিয়া অর্থাৎ ধূম মার্গ দ্বারা পিতৃলোকে গমন করে পয়ে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্ব২ পুত্রাদিতে উৎপন্ন হয় এবং পুনর্ব্বার গর্ব্ভাধানাদি শ্মশানান্ত ক্রিয়া যথোক্ত প্রকারে করিয়া থাকে। (১৫) মা! ঐ সকল ব্যক্তি পিতৃলোক হইতে পতিত হইয়া কেন জন্মে? কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহাদের সুকৃত কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায় সুতরাং ভোগের সাধন বিনষ্ট হওয়াতে দৈব বশতঃ অবশ হইয়া পুনর্ব্বার এই লোকের দিকে পতিত হয়। (১৬)

অতএব তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে এবং যে ভক্তি ভগবানের গুণকে আশ্রয় করে সেই ভক্তি যোগে পরমেশ্বরের উপাসনা কর, তাঁহার পদাম্বুজই ভজনীয়। (১৭) মা! তাঁহার আরাধনা করিলে তোমার জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনা হইতে হইবে ফলতঃ ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ প্রয়োজিত হয় তাহা শীঘ্রই বৈরাগ্য ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারক জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। (১৮) মা! ভক্তের চিত্ত ভগবানের গুণানুরাগ দ্বারা যখন তাঁহাতেই নিশ্চল হইয়া সমান বিষয়েতেও প্রিয় ও অপ্রিয় এই রূপ ভেদ জ্ঞান পূর্ব্বক বৈষম্য গ্রহণ না করে (১৯) তখনই সেই ভক্ত আত্মদ্বারা স্বপ্রকাশ আত্মাকে এইরূপ অবলোকন করেন যে ইনি নিঃসঙ্গ এবং হেয় ও উপাদেয় শূন্য, এপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র সমান ও জ্ঞান স্বরূপ হইয়া "আমিই পরমানন্দ" ইত্যাকার নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। (২০) মা! জ্ঞানমাত্র স্বরূপ ভগবানই পর ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, এবং পরম পুরুষ ইত্যাদি শব্দে প্রসিদ্ধ। তিনি এক হইয়াও জ্ঞানমাত্রত্ব রূপে সমান পদার্থেও দৃশ্যাদি পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ দৃশ্য দ্রষ্টা ও করণ রূপে পৃথক্ প্রতীয়মান হন। (২১)

হে মনুপুত্রি! জ্ঞানমাত্র আত্মার স্বরূপ এই যাহা কহিলাম ইহাতে এমত মনে করিও না, তাহা তো নিত্য প্রাপ্ত আছে তবে এই সাধনসাধ্য যোগদ্বারা আর কি প্রাপ্য হইবে? মা! সমগ্র যোগ দ্বারা যে সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গরহিত আত্ম প্রাপ্তি, ইহাই যোগির অভিমত অর্থ, অর্থাৎ প্রপঞ্চ সঙ্গ নিবৃত্তিই যোগের ফল। (২২) মা! এই প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষাদিতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে কি রূপে ইহার নিবৃত্তি হইবে এমত আশঙ্কা করিও না, প্রপঞ্চের যে প্রতীতি হইতেছে তাহা ভ্রান্তি মাত্র, শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই পরাঙ্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ভ্রান্তি বশতঃ শব্দাদি যাহার ধর্ম্ম তাদৃশ অর্থরূপে অবভাসমান হয়েন, বস্তুতঃ পৃথক্ অর্থমাত্র নাই। (২৩) হে দেবি! যেমন এক মহত্তত্ত্ব অহ-

ঙ্কার রূপে সত্ব রজ স্তম এই ত্রিগুণ স্বরূপ হইয়া পুনর্ব্বার ভূত রূপে পঞ্চ প্রকার এবং ইন্দ্রিয় রূপে একাদশ প্রকার হইয়াছে ও ঐ মহদাদি হইতে স্বরাট্ অর্থাৎ জীব এবং জীবের শরীর এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ প্রকাশমান হইতেছে তাহার ন্যায় পরব্রহ্মেও এই প্রপঞ্চ অর্থ রূপে প্রকাশ পাইতেছে। (২৪) মা! যে ব্যক্তির মতি সমাহিত, এবং যিনি সঙ্গরহিত ও সংসারে বিরক্ত, তিনি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং যোগাভ্যাস দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকেই দেখিতে পান, তাঁহার সম্বন্ধে ঐ প্রপঞ্চ প্রকাশমান হয় না। (২৫)

হে পূজনীয়ে, আমি এই ব্রহ্মদর্শন জ্ঞান কহিলাম, এই জ্ঞান দ্বারাই প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ব বোধগম্য হয়। (২৬) মা! নির্গুণ্য জ্ঞানযোগ এবং আমাতে ভক্তি রূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন, অর্থাৎ দুইয়েতেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২৭) হে দেবি! শাস্ত্রে জ্ঞানযোগের ফল আত্মলাভ এবং ভক্তি-যোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বর প্রাপ্তি অবগত হইয়া এমত মনে করিও না ঐ দুইয়ের এক প্রয়োজন নয়, যেমন বহুগুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি এক২ বিষয় হইলেও ভিন্ন২ মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয় তাহার ন্যায় ভগবান্ বস্তুতঃ এক, ভিন্ন২ শাস্ত্র বর্ত্ম দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয়েন। (২৮) অর্থাৎ জলাশয়োৎসর্গাদি রূপ পূর্ত্তকর্ম্ম, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, মীমাংসা করণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয় জয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ পরিত্যাগ, সন্ন্যাস, (২৯) বিবিধাঙ্গ যোগ, ভক্তিযোগ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিশিষ্ট সকাম নিষ্কাম উভয় প্রকার ধর্ম্ম (৩০) আত্মতত্ব জ্ঞান, দৃঢ় বৈরাগ্য, এই সকল বর্ত্ম দ্বারা স্বপ্রকাশ ও নির্গুণ ব্রহ্মও সগুণ রূপে প্রতীয়-মান হয়েন। (৩১)

মা, ভক্তি যোগের চতুর্বিধ স্বরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণরূপে তিন এবং নির্গুণরূপে এক, এই চারি প্রভেদ তথা যে কাল সকল জন্তুর উৎপত্তি বিনাশাদি করে এবং যাহার গতি অব্যক্ত সেই কালের স্বরূপ এই কহিলাম। (৩২) অপর জীবের অবিদ্যা কর্ম্ম নির্ম্মিত বহুবিধ সংসার যাহাতে মনঃ প্রবিষ্ট হইলে আত্মার গতি জানিতে পারে না তাহাও এই কহিলাম। (৩৩) কিন্তু মা! এ বিষয়টী পর পীড়ক খলকে তথা অবিনীত ব্যক্তিকে কখন উপদেশ করিও না। আর স্তব্ধ অর্থাৎ জড়, দুরাচার দাম্ভিক, লোভী, গৃহে আসক্ত চিত্ত, আমাতে ভক্তিহীন, অথবা আমার ভক্তের দ্বেষী, এ সকল ব্যক্তির নিকটেও প্রকাশ করিও না! (৩৪) যে ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাশালী, ভক্ত, বিনীত, অসূয়াশূন্য, সর্ব্ব প্রাণির মিত্র, শুশ্রূষারত, বাহ্য বিষয়েতে জাতবৈরাগ্য, শান্ত চিত্ত, নির্মৎসর এবং শুচি দেখিবে এবং যে আমাকে প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় বোধ করে তাহাকে প্রদান করিও। (৩৫)

মা! যে পুরুষ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করে কিম্বা যে ব্যক্তি আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করে সেও নিশ্চয় আমার পদবী প্রাপ্ত হয়। (৩৬)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কপিলের উপদেশে দেবহূতির জ্ঞান লাভ এবং জীবন্মুক্তি।

মৈত্রেয় কহিলেন আপননন্দন ভগবান্ কপিলের ঐ সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া কর্দ্দমদয়িতা দেবহূতির মোহ রূপ আবরণ বিস্রস্ত হইল, তিনি সাঙ্খ্য জ্ঞান প্রবর্ত্তক ঐ ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। (১)

দেবহূতি কহিলেন। হে ভগবন্! অজ ব্রহ্মাও তোমার জঠর হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমার সলিলশায়ি এই ব্যক্ত দেহ যাহা ভূত, ইন্দ্রিয়, বিষয়, আত্মা এবং মনঃ এই সকলে ব্যাপ্ত এবং যাহা অশেষ কার্য্যের বীজ ও যাহাতে গুণ সকলের প্রবাহ বর্ত্তমান, তন্মাত্রের চিন্তা করিয়াছিলেন। (২) বিভো, তুমি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণ প্রবাহ রূপে আপনার শক্তি বিভাগ করিয়া অর্থাৎ শক্তিদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধান কর। প্রভো! তুমি সত্য সংকল্প, এবং জীব সকলের ঈশ্বর, জীবদের ভোগার্থই ঐ রূপ কর। হে ভগবন্! তুমি এক হইলেও তোমা হইতে বিচিত্র ভোগ বিধান হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতু তোমার সহস্র শক্তি অতর্ক্য। (৩) প্রভো! প্রলয় কালে এই বিশ্ব তোমার উদরে অবস্থিত হইয়াছিল, অতএব আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে আমি তোমাকে কি প্রকারে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। হে নাথ! তুমি শিশু সত্য, কিন্তু তোমার শিশুত্বও আশ্চর্য্য মায়া, নচেৎ তুমি আপন চরণের অঙ্গুষ্ঠ চূষিতেং কি প্রকারে একাকী বটপত্রে শয়ন করিয়াছিলে। (৪) অথবা তুমি আমার জঠরে ধৃত হও নাই, যেমন বরাহাদি অবতার তোমার স্বেচ্ছায় হয় তদ্রূপ তুমি দুষ্ট দিগের দমন ও আজ্ঞানুবর্ত্তি লোকের ঐশ্বর্য্য তথা জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন নিমিত্ত এই মূর্ত্তি আপন ইচ্ছাতে স্বীকার করিয়াছ। (৫)

হে ভগবন্! চণ্ডালেও যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করে কিম্বা তোমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক আহ্বান অথবা স্মরণ করে তাহা হইলে সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া সোমযাগের নিমিত্ত যোগ্য হয়, তোমার দর্শনে পবিত্র হইবে একথা আর বক্তব্য কি? অতএব তোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। (৬) প্রভো! যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে শ্বপচ হইলেও ঐ কারণেই পূজ্য হয়। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই তীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচার এবং তাহারাই বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ তোমার নাম কীর্ত্তন করিলেই তপস্যাদি সিদ্ধ হয় অতএব তোমার নাম সংকীর্ত্তন করিয়া পবিত্র হন্। (৭) অপর হে দেব! তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই পরম পুরুষ, তুমিই প্রত্যাহৃত মনে চিন্তনীয় হইয়া থাক, তোমারই স্বীয় তেজঃ দ্বারা গুণ প্রবাহ বিনষ্ট হয়, প্রলয়কালে তোমারই গর্ব্ভে বেদ সকল বর্ত্তমান ছিল, তুমিই সেই বিষ্ণু, অতএব আমি তোমাকেই প্রণাম করি। (৮)

মৈত্রেয় কহিলেন পরম পুরুষ ভগবান্ কপিল এই প্রকারে স্তুত হইয়া স্নেহ বশতঃ গম্ভীর বচন দ্বারা মাতাকে কহিলেন (৯) মা! আমি এই যে পথ প্রকাশ করিলাম ইহা তোমার অতি সুখ সেব্য, তুমি ইহার অনুষ্ঠান কর, ইহার দ্বারা

অচিরেই পরা কাষ্ঠা অর্থাৎ জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। (১০) হে জননি! ব্রহ্মবাদি মুনি গণ আমার এই মতে অনুষ্ঠান করেন তুমিও ইহাতে শ্রদ্ধা কর, তাহা করিলেই অভয় স্বরূপ যে আমি, আমাকে প্রাপ্ত হইবে, মা! যাহারা আমার এই মত জানে না তাহারা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। (১১)

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবান্ কপিল এই প্রকারে আপনার কমনীয় বর্ত্ম প্রকাশ করিয়া জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। (১২) দেবহূতিও তনয়োক্ত যোগ বর্ত্ম দ্বারা যোগ যুক্তা হইয়া সরস্বতীর পুষ্প মুকুট তুল্য সেই আশ্রমেতেই সমাধি আরম্ভ করিলেন। (১৩) ত্রিষবণ অবগাহন করাতে তাঁহার কুটিল কেশ জটিল ও পিঙ্গল বর্ণ হইল এবং উগ্র তপস্যা হেতু চীর ধারি দেহ সাতিশয় কৃশ হইতে লাগিল। (১৪)

অহে বিদুর! প্রজাপতি কর্দ্দমের গার্হস্থ্যাশ্রম তদীয় তপোযোগে বৃদ্ধিশীল হওয়াতে অনুপম হইয়া ছিল, বিমান চারিরাও তাহা প্রার্থনা করিত। (১৫) ফলতঃ তাঁহার গৃহের আস্তরণ সকল দুগ্ধফেন তুল্য শুভ্র, মঞ্চ সকল দন্ত নির্ম্মিত, তাহার উপরে আবার স্বর্ণময় পরিচ্ছদ থাকিত, অপর পীঠাদি আসন সকল সুবর্ণ নির্ম্মিত, তাহাতে আবার সুখস্পর্শ আস্তরণ বিস্তৃত থাকিত। আর গৃহভিত্তি সকল নির্ম্মল স্ফটিক ও মহামূল্য মরকতে খচিত ছিল এবং সর্ব্বদা রত্ন প্রদীপ সকল আলোক বিস্তার করিত আর তত্রস্থ সমস্ত ললনা নানা রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা থাকিত। (১৬) অপিচ তাঁহার গৃহের সংলগ্ন উদ্যান কুসুমিত ভূরি২ অমরদ্রুম দ্বারা রমণীয় ছিল তাহাতে বিহঙ্গ মিথুন বসিয়া আহ্লাদে বিবিধ মধুর ধ্বনি করিত এবং ভ্রমর নিকর মত্ত হইয়া গান করিত। (১৭) ঐ উদ্যানে উৎপল গন্ধ সুবাসিত সরোবরে দেবহূতি যখন প্রবেশ করিতেন তখন দেবানুচর গণ তাঁহার যশঃ গান করিত, অপর তাঁহার স্বামী কর্দ্দম সর্ব্বদাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। (১৮) অতএব ঐ গার্হস্থ্য ইন্দ্রযোষিৎদিগেরও প্রার্থনীয় ছিল, কিন্তু দেবহূতি অবলীলাক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার ক্ষোভ মাত্র হইল না, কেবল পুত্র বিয়োগ জন্য আতুর হওয়াতে তাঁহার বদন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইল। (১৯) অপর তাঁহার পতি প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন এবং সে সময় পুত্র বিরহ হইল অতএব যদিও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিল তথাচ, বৎস বিনষ্ট হইলে বৎসলা ধেনু যেমন আতুরা হয় তাহার ন্যায়, তিনি কাতরা হইলেন। (২০) বৎস বিদুর! দেবহূতি আপনার তনয় সেই ভগবান্ কপিলেরই ধ্যান পরায়ণা হইয়াছিলেন তাহাতেই অচিরে তাঁহার উক্ত রূপ গৃহেও বাসনা বিগতা হয়। (২১)

সে যাহাহউক, দেবহূতি তদনন্তর আপনার তনয় প্রসন্ন বদন কপিল ভগবানের রূপের বিষয়ে যাহা২ কহিয়াছিলেন তাহা সমস্ত ও ব্যস্তভাবে চিন্তা করিয়া ধ্যান পরায়ণা হইলেন, এবং ভক্তি প্রবাহ রূপ যোগ, প্রবল বৈরাগ্য, পরিমিত আহার বিহারাদির অনুষ্ঠান, তথা ব্রহ্মত্বাপাদক জ্ঞান, এই সকলদ্বারা বিশুদ্ধ মনে সর্ব্বগত সেই আত্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন, যাঁহার মায়াগুণকৃত পরিচ্ছেদ স্বরূপপ্রকাশ দ্বারা তিরোভূত হয়। বৎস বিদুর! ঐ দ্বিবিধ ধ্যান দ্বারাই জীব সকলের আশ্রয় স্বরূপ যে ভগবান্ ব্রহ্ম, তাঁহাতে দেবহূতির বুদ্ধি অবস্থিতা হইল, (২২) তাহাতে তাঁহার জীব ভাব নিবৃত্ত হওয়াতে ক্লেশ মোচন ও নির্বৃতি লাভ হইল। অপর তাঁহার সমাধি লব্ধ প্রতিষ্ঠ হওয়াতে গুণ জন্য ভ্রমও দূরীভূত হইয়া গেল সুতরাং যেমন স্বপ্নোত্থিত পুরুষের স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয়ে

ৃতি হয় না, তাহার ন্যায় তখন তাঁহার স্বীয় দেহ স্মরণ হইল না। (২৩) কিন্তু াহার দেহ কর্দ্দম সৃষ্ট বিদ্যাধরী গণ কর্তৃক পালিত হইয়া রহিল, মনঃপীড়াদি না কাতে তাহা কৃশও হইল না, অতএব মলদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও ধূমযুক্ত পাবকের ায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। (২৪) তাঁহার তপস্যা ও যোগযুক্ত অঙ্গ কখন ক্তকেশ অথবা বিগত বসন হইলেও ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার মতি প্রবিষ্টা হও- তে তিনি তাহা জানিতেও পারিতেন না, ফলতঃ তাঁহার শরীর প্রারব্ধ কর্ম্মেতেই ালিত হইতে লাগিল। (২৫)

বৎস বিদুর! দেবহূতি এই রূপে কপিলোক্ত বর্ত্ম দ্বারা অচিরেই নিত্য মুক্ত রব্রহ্ম আত্ম স্বরূপ সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেন। (২৬) তিনি যে স্থানে িদ্ধি প্রাপ্তা হন্ সে স্থান সিদ্ধপদ নামে ত্রিভুবন বিখ্যাত পুণ্য ক্ষেত্র হইয়াছে। (২৭) ার তাঁহার সেই দেহ যোগ দ্বারা যাহার ধাতুমল বিলীন হয় তাহা নদী হইয়া হিয়াছে। হে সৌম্য! সেই নদী সকল স্রোতস্বতীর শ্রেষ্ঠা ও সিদ্ধিদায়িনী, সিদ্ধগণ তত তাহার সেবা করিয়া থাকেন। (২৮)

বিদুর! মহাযোগী ভগবান্ কপিল জননীর নিকট অনুমতি লইয়া পিতার াশ্রম হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। (২৯) তাঁহার গমন ময়ে সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব মুনি এবং অপ্সরা গণ স্তব করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র াহাকে অর্ঘ ও স্থান দান করিয়াছিল। (৩০) তিনি এখনও তিন লোকের উপশম িমিত্ত যোগ অবলম্বন করিয়া সমাহিত হইয়া আছেন, অদ্যাপি সাংখ্যাচার্য্য গণ াহার স্তব করিতেছেন। (৩১)

বৎস বিদুর! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই কহিলাম। হ অনঘ! কপিল এবং দেবহূতির এই সংবাদ অতিশয় পাবন। (৩২) ভগবান্ পিলের আত্ম যোগ গুহ্য এই মত যে ব্যক্তি শ্রবণ অথবা পাঠ করেন ভগবান্ রুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মতি সুস্থিরা হয় এবং তিনি চরমে ভগবানের পদার- িন্দ প্রাপ্ত হয়েন। (৩৩)

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইতি শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কৃত ভাগবতার্থানুবাদে তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

ইতি তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

চতুর্থ স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা যন্ত্রাধ্যক্ষের কারণ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৮।

চতুর্থ স্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ পৃষ্ঠাঙ্ক।

শ্রীমদ্ভাগবত।

চতুর্থ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

মনুকন্যাদিগের পৃথক্২ বংশ।

মৈত্রেয় কহিলেন মনুর শতরূপা নাম্নী ভার্য্যাতে তিনটী কন্যা উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম আকূতি দেবহূতি এবং প্রসূতি। কেবল এই তিনটী কন্যামাত্র মনুর অপত্য এমত নহে এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজ ঔরসজাত দুইটী পুত্রও ছিল। (১) মনু স্বীয় বনিতা শতরূপার সম্মতি ক্রমে ঐ কন্যাত্রয় মধ্যে আকূতিকে পুত্রিকা ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক রুচির হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যদিও অপুত্র ব্যক্তির ভ্রাতৃ রহিত কন্যা সম্প্রদান কালে "আমার এই কন্যা ভ্রাতৃহীনা. তোমাকে সম্প্রদান. করিতেছি ইহার গর্ব্ভে যে পুত্র হইবে সে পুত্র আমার" এইরূপ ভাষাপ্রবন্ধই পুত্রিকা ধর্ম্ম, তাহাতে পুত্রবান্ ব্যক্তির পুত্রিকা করা হইতে পারে না তথাচ পুত্র-বাহুল্য কামনায় মনু ভ্রাতৃমতী কন্যাকেও পুত্রিকা করিয়া দান করেন। (২)

প্রজাপতি রুচি ঈশ্বর ধ্যান দ্বারা ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ছিলেন, ঐ কন্যা প্রতি-গ্রহ করিয়া তাঁহার গর্ব্ভে একটী স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন করিলেন। (৩) ঐ দুই স্ত্রী পুরুষ মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, যজ্ঞরূপ ধরিয়া জন্মিয়াছিলেন। আর যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম দক্ষিণা, তিনি লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা, অতএব পরে ঐ দুই স্ত্রীপুরুষের পরস্পর বিবাহ বিরুদ্ধ হয় নাই। সে যাহা হউক। মনু যখন শুনিলেন আপনার পুত্রী আকূতির পুত্র জন্মিয়াছে এবং সেই বালকের তেজঃ ও প্রভা অতি চমৎকার, তখন পরমাহ্লাদিত হইয়া ঐ পুত্রটীকে স্বীয় সদনে আনাইলেন। সুতরাং প্রজাপতি রুচি কেবল কন্যাটী লইয়া থাকিলেন। (৪)

যজ্ঞপতি বিষ্ণু, যিনি যজ্ঞরূপী হইয়া রুচির ঔরসে ঐ কন্যার সহিত যমক রূপে জন্মিয়াছিলেন কিয়ৎ কাল পরে ঐ কন্যার তাঁহাকেই বিবাহ করিতে অভিলাষ হইল, অতএব ভগবান যজ্ঞ তাঁহার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্তুষ্টা সেই পত্নীতে স্বয়ং সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশটী সন্তান উৎপন্ন করিলেন। (৫) ঐ দ্বাদশ পুত্রের নাম যথা—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব এবং রোচন। (৬) বৎস বিদুর! এই দ্বাদশটীই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা হইয়াছিলেন। হে কুরুপ্রবীর! প্রত্যেক মন্বন্তরে এক২ মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, ঋষি এবং ভগবানের অংশাবতার এই ছয় হইয়া থাকে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় ঐ ষট্‌কের বিবরণ বলিতেছি শুন। এই মন্বন্তরে মরীচি প্রভৃতি ঋষি, যজ্ঞ ইন্দ্র, প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ এই দুই মনুপুত্র অর্থাৎ পৃথ্বী পালক হয়েন এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি বংশ এই মন্বন্তরের পালন করেন। (৭)

সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত কথা শুন, মনু আপনার অন্য দুই তনয়ার মধ্যে দেবহূতিকে প্রজাপতি কর্দ্দমহস্তে সম্প্রদান করেন। হে তাত! আমি তাঁহাদের দুই জনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছি তাহাতে তৎসম্বন্ধীয় প্রায় সকল কথাই তোমার শ্রুত হইয়াছে। মনু আপনার কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতির বিবাহ ব্রহ্মপুত্র দক্ষের সহিত দিয়াছিলেন। হেবৎস ঐ প্রসূতির কৃত সৃষ্টিই এই ত্রিলোকী মধ্যে সুবিস্তীর্ণ আছে। (৮)

এক্ষণে প্রজাপতি কর্দ্দমের যে কন্যাগুলি নয় জন ব্রহ্মর্ষির পত্নী হইয়াছিলেন তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশ বিস্তার বর্ণন করি মনোযোগ করিয়া শুন। (৯) কর্দ্দমকন্যা কলা, যিনি মরীচির ভার্য্যা হইয়াছিলেন, তাঁহার গর্ব্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই সন্তান হয়। তাঁহাদের দুই জনের বংশেই এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। (১০) হে বৎস! ঐ পূর্ণিমার বিরজ এবং বিশ্বগ নামে দুই পুত্র, ও দেবকুল্যা নামে এক কন্যা হয়। এই কন্যাই জন্মান্তরে ভগবান্ হরির পাদ শৌচ দ্বারা স্বর্গ নদী অর্থাৎ গঙ্গা হইয়াছিলেন। (১১) অপর অনুসূয়া নাম্নী যে কর্দ্দম কন্যা, তিনি মহর্ষি অত্রির পত্নী হয়েন। অত্রির ঔরসে তাঁহার গর্ব্ভে দত্ত, দুর্ব্বাসা এবং সোম নামে তিনটী যশস্বী সন্তান জন্মে। হে বৎস! বিষ্ণু রুদ্র এবং ব্রহ্ম এই তিনের অংশে ঐ তিনটীর উদ্ভব হইয়াছিল। (১২)

বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদান ঐ তিন দেবশ্রেষ্ঠ কি করিবার মানসে অত্রির গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন? গুরো! করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক এ বিষয়টী আমার নিকট কহিতে আজ্ঞা হউক। (১৩)

মৈত্রেয় কহিলেন। বৎস! ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর প্রজাপতি অত্রিকে প্রজাসৃষ্ট্যর্থ আদেশ করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ মহর্ষি তপস্যান্বিত হইয়া স্বীয় পত্নী সহিত ঋক্ষ নামক কুলাদ্রিতে গমন করেন। (১৪) সেই পর্ব্বতের এক প্রদেশে একটী কানন ছিল। তত্রস্থ পলাশ ও অশোক বৃক্ষ সকলে স্তবকে২ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত এবং অদূরবর্ত্তি নির্ব্বিন্ধ্যা নাম্নী নদীর বারি পতনে সেই স্থান নিনাদিত হইত। মহর্ষি অত্রি সেই কাননে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া যোগাসনে অধ্যাসন পূর্ব্বক তপস্যায় রত হইলেন। তিনি প্রাণায়াম দ্বারা মনঃসংযম করিয়া "যিনি জগতের ঈশ্বর, আমি সেই প্রভুর শরণাপন্ন হইলাম, সেই প্রভু আমাকে আত্ম তুল্য প্রজা প্রদান করুন" এই চিন্তা করত বর্ষ শত যাবৎ এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিলেন। এই কালমধ্যে তাঁহার শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জন্য দুঃখ অনুভব হয় নাই এবং তাবৎ কাল কেবল অনিল মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। (১৫)

ঐ প্রকারে তপস্যা করিতে২ ঐ মুনির মস্তক হইতে সহসা অগ্নি নির্গত হইল, এবং তাঁহার প্রাণায়াম দ্বারা সেই অগ্নি উদ্দীপিত হইতে লাগিল। তাহাতে ত্রিভুবন দহ্যমান দেখিয়া তিন প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র (১৬) তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্রম পদে গমন করিলেন। অপ্সরা মুনি গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর এবং উরগগণ এতদ্দর্শনে তাঁহাদের যশঃ গান করিয়া তাহা সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল। (১৭) সে যাহাহউক, ঐ প্রভুত্রয়ের প্রাদুর্ভাব হইবামাত্রে মহর্ষি অত্রির মনঃ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্ববৎ এক পদেই প্রকৃষ্ট রূপে অবস্থিত থাকিয়া ঐ দেবশ্রেষ্ঠদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন। (১৮) অনন্তর ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অঞ্জলি দ্বারা পুষ্পাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিলেন। (১৯) তাঁহারা হংস

গরুড় এবং বৃষের উপরি আরূঢ় ছিলেন এবং স্ব২ চিহ্ন অর্থাৎ কমণ্ডলু চক্র ত্রিশূলে চিহ্নিত হইয়াছিলেন। আর তাঁহাদের বদনে কৃপাবলোকন ও হাস্য দেদীপ্যমান হইতেছিল তাহাতে বোধ হইল যেন প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছেন। (২০) যাহা হউক, মুনিবর অত্রি তাঁহাদের জ্যোতির্দ্বারা প্রতিহত স্বীয় নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক আপনার চিত্ত যাহা তাঁহাদের প্রতিই প্রবণ হইয়াছিল তাহাকে তাঁহাদের প্রতি যোগ করিয়া মধুর অথচ গম্ভীরার্থ বচন দ্বারা স্তব আরম্ভ করিলেন। (২১)

অত্রি কহিলেন হে সুরবরত্রয়! আপনারা কল্পে২ এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিমিত্ত মায়ার গুণ বিভাগ পূর্ব্বক দেহ ধারণ করেন, আপনারাই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র, আমি আপনাদিগকে প্রণাম করি, কিন্তু আমি আপনাদের তিন জনের মধ্যে এককে এখানে আহ্বান করিতেছিলাম সেই এক জন আপনাদের মধ্যে কে? আপনারাই বলুন। (২২) কি আশ্চর্য্য! আমি আপনার পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত একটী বিবুধপ্রধান ভগবানকে চিত্ত মধ্যে চিন্তা করিতেছিলাম আপনারা দেহিগণের মনেরও অগোচর হইয়া কি প্রকারে তিন জনেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে দেবদেবগণ! প্রসন্ন হইয়া এ বিষয় বলিতে আজ্ঞা হউক, আমার সাতিশয় বিস্ময় জন্মিয়াছে। (২৩)

দেবদেবগণ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! তুমি যে প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছ সেই সঙ্কল্প সেই প্রকারই হইবেক, অন্যথা হইবেক না। মুনে! তোমার সঙ্কল্প অতি উত্তম, যদি বল এক জনের ধ্যান করিতেছিলাম তিন জনে আসিয়া উপস্থিত হইলে ইহাতে আমার সঙ্কল্প কিরূপে ভাল হইল? তাহার উত্তর এই, তুমি যে এক জগদীশ্বরাখ্য তত্ত্বের ধ্যান করিতেছিলে আমরা এই তিন জনেই সেই এক তত্ত্ব, আমাদের পরস্পর ভেদ নাই। (২৪) হে অঙ্গ! তোমার মঙ্গল হউক, আমাদের অংশে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই তনয়গণ লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়া তোমার যশঃ বিস্তার করিবেন। (২৫) বৎস বিদুর! সেই তিন সুরেশ্বর এই রূপে প্রজাপতি অত্রিকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের কৃত যথাবিধি পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। (২৬)

অনন্তর প্রজাপতি অত্রির পত্নীর গর্ব্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম এবং বিষ্ণুর অংশে যোগবিৎ দত্ত আর শঙ্করের অংশে দুর্ব্বাসা উৎপন্ন হইলেন। বৎস বিদুর! এক্ষণে অঙ্গিরার প্রজা বিবরণ শ্রবণ কর। (২৭)

অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা চারিটী কন্যা প্রসব করেন যথা—সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং চতুর্থী অনুমতি। এই কন্যা চতুষ্টয় ব্যতীত তাঁহার দুই পুত্রও হইয়াছিল, তাঁহারা স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একের নাম উতথ্য, তিনি সাক্ষাৎ ভগবদবতার। দ্বিতীয়ের নাম বৃহস্পতি, তিনি পরমব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। (২৮)

হে বৎস! মহর্ষি পুলস্ত্য আপনার হবির্ভূ নাম্নী পত্নীর গর্ব্ভে অগস্ত্যকে উৎপন্ন করেন। ঐ অগস্ত্যই অন্য জন্মে জঠরাগ্নি স্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিদুর! মহর্ষি পুলস্ত্যের ঐ অগস্ত্য ব্যতীত আরো এক পুত্র হইয়াছিল, তাঁহার নাম বিশ্রবস্, তিনি বড় তপস্বী ছিলেন। (২৯) সেই বিশ্রবসের ইলবিলা নামে ভার্য্যায় যক্ষপতি কুবের জন্ম গ্রহণ করেন এবং অপর স্ত্রীতে অর্থাৎ কেশিনীতে রাবণ কুম্ভকর্ণ তথা বিভীষণ উৎপন্ন হয়।

হে মহামতি বিদুর! মহর্ষি পুলহের ভার্য্যার নাম গতি, তিনি তিনটী তনয় প্রসব করেন, তাঁহাদের নাম কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স্, এবং সহিষ্ণু। (৩০)

অপর মহামুনি ক্রতুর ভার্য্যা ক্রিয়া, তিনি বালিখিল্য নামে ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করেন। ঐ ষাইট সহস্র ঋষি ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা সদাই উদ্দীপ্ত থাকিতেন। (৩১)

হে শত্রুদমন বিদুর! মহর্ষি বশিষ্ঠের বনিতা ঊর্জ্জার গর্ব্ভে চিত্রকেতু প্রভৃতি সাতটী পুত্র উৎপন্ন হয়েন, তাঁহারাই সপ্তর্ষি। (৩২) তাঁহাদের নাম এই২, যথা— চিত্রকেতু, স্বরোচিঃ, বিরজাঃ, মিত্র, উল্বন, বসুভৃদ্যান, এবং দ্যুমান্। বশিষ্ঠের এতদ্ভিন্ন অন্য যে পত্নী ছিল তাহাতে শক্তি, ইত্যাদি অন্য২ পুত্র হইয়াছিল। (৩৩)

অপর মহর্ষি অথর্ব্বার পত্নী চিত্তি, তাহার গর্ব্ভে দধ্য অর্থাৎ দধীচি এবং অশ্ব-শিরা নামে দুই পুত্র হয়। তাঁহারা দুই জনেই তপোনিষ্ঠ ছিলেন। হে বৎস! অতঃপর ভৃগুর বংশ বলি শ্রবণ কর। (৩৪)

মহাভাগ ভৃগুর পত্নী খ্যাতি, তাঁহার গর্ব্ভে ভৃগুর ধাতা বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রী নাম্নী এক কন্যা উৎপন্ন হয়। (৩৫) ঐ ধাতা বিধাতাকে মেরু আপ-নার দুই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম আয়তি এবং নিয়তি। এই দুই কন্যার গর্ব্ভে ঐ ধাতা বিধাতা হইতে মৃকণ্ড এবং প্রাণ এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়েন। (৩৬) ঐ মৃকণ্ডের পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের সন্তান বেদশিরা। বৎস বিদুর! উক্ত ভৃগুর কবি নামে আরো এক পুত্র হয় তাহার পুত্র উশনা। ঐ সকল পুত্র সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত লোক প্রকাশ করিয়াছেন!

বিদুর! প্রজাপতি কর্দ্দমের দৌহিত্র বংশ এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। বৎস! ইহা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করিলে সদ্যঃ পাপ ক্ষয় করে। (৩৭)

বিদুর! প্রজাপতি দক্ষ, যিনি ব্রহ্মার আত্মজ, মনুকন্যা প্রসূতির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ঐ প্রসূতির গর্ব্ভে ষোলটী তনয়া উৎপাদন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের সকলের লোচন অনলতুল্য দেদীপ্যমান। (৩৮) দক্ষ ঐ ষোড়শ কন্যার মধ্যে তেরটী ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে অর্থাৎ অগ্ন্যভিমানি দেবতাকে, একটী মিলিত পিতৃগণকে এবং অন্য একটী সংসারতারক শঙ্করকে সম্প্রদান করেন। ঐ সকল কন্যার নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রদ্ধা মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী এবং মূর্ত্তি, এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী। ইহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা সত্যকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি শমকে, তুষ্টি মুদ অর্থাৎ হর্ষকে, পুষ্টি স্ময় অর্থাৎ গর্ব্বকে, ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি অর্থকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিক্ষা ক্ষেমকে, শ্রী প্রশ্রয় অর্থাৎ বিনয়কে, প্রসব করেন (৩৯) আর মূর্ত্তি, যাঁহাতে সর্ব্ব গুণের উৎপত্তি হয়, তিনি নর নারায়ণ নামে দুই ঋষি উৎপন্ন করেন।

বৎস বিদুর! ঐ ঋষিদ্বয়ের জন্ম সময়ে এই চরাচর বিশ্বের পরম স্বাস্থ্য ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়াছিল এবং সকল প্রাণির মনঃ, সকল দিক্, অখিল অনিল, সমস্ত সরিৎ, যাবন্ত পর্ব্বত, প্রসন্ন হইয়াছিল। আর সে সময় স্বর্গে তূর্য্য বাদ্য হয় ও আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি পড়ে। অপর মুনিগণ সন্তুষ্ট চিত্তে স্তব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর নিকর প্রসন্ন মনে গান এবং দেবাঙ্গনা সকল পরম কৌতুকে নৃত্য করিয়া-ছিলেন, ফলতঃ সেই সময় সমুদায়ই সুপ্রসন্ন ও পরম মঙ্গল জনক হইয়াছিল। (৪০)

বিদুর! অধিক কি বলিব দেবতা সকল ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি মুনিগণ বিবিধ স্তব দ্বারা ঐ দুই বালকের উপাসনা করিয়াছিলেন। (৪১) হে তাত! দেবগর্ণ তাঁহাদের এইরূপে স্তব করেন যথা,—যে আত্মার নিজ মায়া দ্বারা, আকাশে রূপভেদ অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায়, এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, সেই আত্মার প্রকাশ নিমিত্ত যিনি ধর্ম্মের ভবনে ঋষি রূপে আপনাকে প্রকটিত করিলেন সেই পরম-পুরুষকে নমস্কার করি। (৪২) সেই এই ভগবান্ লোচন দ্বারা আমাদিগকে অবলোকন করুন, তাঁহার নয়ন কমলার নিকেতন নির্ম্মল কমলকেও তিরস্কৃত করিয়া থাকে। তাঁহার তত্ব আমারদিগের অপরোক্ষ নহে, কেবল শাস্ত্র দ্বারাই বিচার্য্য হইতে পারে। আমরা তাঁহার অনুগ্রহ পাত্র, এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি এই জগতের নিয়ম ব্যতিক্রমের উপশমার্থ সত্ব গুণ দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন অতএব তাঁহা হইতেই আমরা দেবতা হইয়াছি। (৪৩)

হে তাত! সেই দুই ভগবান্ নর নারায়ণ এই প্রকারে সুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। পরে দর্শনলাভে সন্তুষ্ট সেই সকল দেবতার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক দুই জনেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করেন। (৪৪) বৎস! ভগবান্ হরির সেই দুই অংশ অবনীর ভার হরণার্থ এই দুই কৃষ্ণ রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে এক জন যদুশ্রেষ্ঠ অন্য জন কুরু প্রবীর। (৪৫)

বৎস! এক্ষণে অবশিষ্ট দক্ষকন্যাত্রয়ের নাম ও বংশ বলি শুন। অগ্নি অর্থাৎ অগ্ন্যভিমানি দেবতার পত্নীর নাম স্বাহা। এই স্বাহা ঐ দেব হইতে পাবক পবমান, এবং শুচি নামে তিনটী পুত্র উৎপন্ন করেন। ঐ তিন পুত্র হুতভোজী। (৪৬) অনন্তর ঐ তিন হইতে পঞ্চচত্বারিংশৎ অগ্নি জন্মে, তাঁহারা পিতৃ পিতামহ সহিত ঊন পঞ্চাশৎ সংখ্যক হইয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহারা নিজে পঁয়তাল্লিশ, তাঁহাদের পিতা তিন, এবং পিতামহ এক, এই সকলের সংকলনে তাঁহাদের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ হইয়াছে। (৪৭) বৎস! বৈদিক কর্ম্মে অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদিতে ব্রহ্মবাদি বিপ্রগণ যাঁহাদের নামদ্বারা অগ্নি সম্বন্ধীয় আহুতি সকল প্রদান করেন তাঁহারাই এই সকল অগ্নি, এ সমস্ত লৌকিক নহে অতএব বহু সংখ্যক দেখিয়া ব্যর্থতার আশঙ্কা করিও না। (৪৮)

বৎস! অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ সোমপ আজ্যপ ইহারা পিতৃগণ। ইহাদের মধ্যে যাঁহাদের অগ্নৌকরণ কর্ম্ম আছে তাঁহারা সাগ্নি, যাঁহাদের ঐ কর্ম্ম নাই তাঁহারা অনগ্নি, মিলিত এই পিতৃ গণের পত্নী দক্ষকন্যা স্বধা। (৪৯) ইহাঁদের ঔরসে স্বধা দুইটী কন্যা উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম বয়ুনা, ও ধারিণী। কিন্তু ঐ দুই কন্যা জ্ঞান বিজ্ঞানের পার গামিনী হইয়া ব্রহ্ম নিষ্ঠা হয়েন অর্থাৎ জীবন্মুক্তা প্রযুক্ত তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হয় নাই। (৫০)

বিদুর! শঙ্কর যে দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন তাঁহার নাম সতী, কিন্তু তিনি পতিপরায়ণা হইয়াও গুণে শীলে আত্ম সদৃশ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই (৫১) কারণ তাঁহার পিতা দক্ষ বিনা দোষে তদীয় ভর্ত্তা ভবের প্রতিকূল হওয়াতে তিনি রোষ পরবশ হইয়া নবীন বয়সেই যোগাবলম্বন পূর্ব্বক স্বয়ং আত্ম দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (৫২)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভব এবং, দক্ষের পরস্পর বিদ্বেষের মূল বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞ বৃত্তান্ত।

বিদুর কহিলেন ব্রহ্মন্! প্রজাপতি দক্ষ দুহিতৃবৎসল ছিলেন, কি নিমিত্ত সতী নাম্নী স্বীয় তনয়াকে অনাদর করিয়া শীলবানের শ্রেষ্ঠ মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ করেন? (১) মুনে! ঐ দেববর তো কাহারো দ্বেষার্হ নহেন, তিনি এই চরাচর জগতের গুরু, এবং মহৎ দেবতা, আত্মাতেই তাঁহার রতি, ইহাতে তদীয় দেহ শান্তিময়, সুতরাং কাহারো সহিত তাঁহার বৈরিভাব নাই, তাঁহার দ্বেষ কে করিবে? (২) অতএব হে ব্রহ্মন্! জামাতার এবং শ্বশুরের যে কারণে পরস্পর দ্বেষ ভাব হয় তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। মুনে! শ্রুত আছে ঐ বিদ্বেষের কারণেই সতী আপনার দুস্ত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (৩)

মৈত্রেয় কহিলেন। বৎস! পূর্ব্বে বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে মহর্ষি গণ এবং অমর-নিকর তথা অনুচর সহ সমস্ত মুনি ও যাবন্ত অগ্নি একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। (৪) সেই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ দিবাকরের তুল্য স্বীয় তেজে দীপ্তি পাইতে২ তাঁহা-দের সভায় গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। দক্ষের জ্যোতিতে সেই প্রশস্ত পরিষদ্ বিগতান্ধকার হইল। (৫) সভাসদ্গণ তাঁহাকে অবলোকন করিবা মাত্রে স্ব২ আসন হইতে অগ্নি সহিত উত্থিত হইলেন, কেবল বিষ্ণু ও শিব ইহাঁরা দুই জনে উঠিলেন না, কারণ দক্ষের শরীর প্রভা দর্শনে তাঁহাদের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইল। যাহা হউক, সভা-পতি গণ দক্ষের যথোপযুক্ত সৎকার করিলে তিনি লোকগুরু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই আসনে উপবেশন করিলেন। (৬) দক্ষের আসন পরিগ্রহের পূর্ব্বাবধি ভগবান্ ভব স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, দক্ষ তাঁহার প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করিলেন ইনি আমার আদর করিলেন না। অনন্তর অনাদর সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া দুই চক্ষুদ্বারা কুটিল ভাবে অবলোকন পূর্ব্বক যেন দগ্ধ করিতে২ কহিলেন (৭) অগো ব্রহ্মর্ষিগণ! আমি সাধুদিগের আচরণের কথা বলিব, আপনারা এই সমস্ত দেবতা ও অগ্নির সহিত আমার বচন শ্রবণ করুন। আমি মাৎসর্য্য অথবা অজ্ঞানের পরতন্ত্র হইয়া কহিব না, যথার্থই বলিব। (৮) হে সভ্যগণ! এই নির্লজ্জ পাষণ্ড হইতে লোক পালদিগের যশঃ বিনষ্ট হইল, কারণ এ ব্যক্তি উচিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া সাধুজনের আচরিত পথ দূষিত করিতেছে। (৯) এ মূঢ় ব্রাহ্মণদের এবং অগ্নির সমক্ষে সাবিত্রী তুল্য আমার কন্যার পাণিগ্রণ করিয়াছে, ইহাতে এক প্রকার আমার শিষ্য, কিন্তু ইহার আচরণ দেখিলে! (১০) এই মর্কট-লোচন আমার মৃগনয়না কন্যার পাণিগ্রহণ করে ইহাতে আমার প্রতি ইহার প্রত্যু-থান ও অভিবাদন করা উচিত, কিন্তু এ বাক্যদ্বারাও আমার উচিত সম্মান করিল না। (১১) আঃ আমার কি দুর্দৈব! এ ব্যক্তি লুপ্তক্রিয়, অশুচি, অভিমানী, এবং মর্য্যাদা-ভেদী, ইহাকে জামাতা করিতে আমার কখনই ইচ্ছা ছিল না, তথাচ শূদ্রকে যেমন বেদবাক্য প্রদান করে, তাহার ন্যায় আমি ইহাকে কন্যা দান করিয়াছি। (১২) ইহার কর্ম্ম কি জানেন? বিবস্ত্র ও বিকীর্ণকেশ হইয়া ভয়ঙ্কর ভূত প্রেত গণ সম-ভিব্যাহারে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন করত সর্ব্বদা শ্মশানে২ উন্মত্তের ন্যায় পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। (১৩) অমঙ্গল চিতাভস্ম দ্বারা ইহার স্নান হয়, গলায় প্রেতের মালা,

মৃত নরের অস্থি ইহার অলঙ্কার, ইহার নাম মাত্র শিব, বস্তুতঃ এ নিজে অশিব, অপর সর্ব্বদাই মাদকসেবনে মত্ত, এবং মত্ত জনেরাই ইহার প্রিয়পাত্র। (১৪) অপিচ যাহাদের স্বভাব কেবল তমোরূপ, এ ব্যক্তি তাদৃশ প্রমথনাথদিগের পতি, এবং উন্মাদ নামে যে ভূতবিশেষ আছে তাহাদের অধ্যক্ষ, আর স্বয়ং সর্ব্বদাই অশুচি ও দুষ্ট চিত্ত। হায় কি খেদের বিষয়! জগদীশ্বরের কি বিড়ম্বনা! এমত ব্যক্তিকে আমি সাধ্বী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি। (১৫)

মৈত্রেয় কহিলেন দেববর গিরিশ দক্ষের কোন অনিষ্ট করেন নাই, স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, তথাচ দক্ষ এইরূপ নিন্দা করিয়া তদনন্তর ক্রোধে প্রজ্বলিত হওত জল স্পর্শ পূর্ব্বক এই অভিশাপ দিলেন (১৬) দেবতাদিগের যজ্ঞসময়ে এই দেবাধম ইন্দ্র-উপেন্দ্রাদি অমর বৃন্দের সঙ্গে যেন যজ্ঞভাগ না পায়। (১৭) হে কুরুবংশপ্রবীব বিদুর! সেই সভায় অবস্থিত যাবন্ত প্রধান২ সদস্য নানাপ্রকারে দক্ষকে নিষেধ করিতে লাগিলেন তিনি কাহারো নিবারণ না মানিয়া অকারণে ভগবান্ ভবকে ঐ প্রকার শাঁপ দিয়া কোপভরে সে স্থান হইতে নির্গমন পূর্ব্বক নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। (১৮)

অনন্তর শিবানুচরগণের অগ্রণী নন্দী এই বিষয় অবগত হইলেন, তাহাতে রোষবশতঃ তাঁহার নয়নদ্বয় কষায়িত হইল, তিনি দক্ষকে এবং যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ সভায় থাকিয়া মহাদেবের নিন্দ্যতা প্রমাণার্থ দক্ষের বাক্যে আমোদ করিয়াছিল তাহাদিগকে প্রতিশাপ দিলেন (১৯) আর কহিলেন যে অজ্ঞ এবং ভেদদর্শী ব্যক্তি এই দক্ষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া ভগবান্ ভব, যিনি কাহারো প্রতি বিদ্রোহ করেন না, তাঁহাতে দ্রোহাচরণ করিবে সে পরমার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে অর্থাৎ কখনই তাহার পরমার্থ সিদ্ধি হইবেক না। (২০) অপর সেই অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি বেদে যে সমস্ত অর্থবাদ আছে যথা চাতুর্মাস্য-যাগ কারির অক্ষয় পুণ্য হয় ইত্যাদি, তাহাতেই বিনষ্টা হইয়াছে অতএব সে গ্রাম্য সুখের অভিলাষে কূটধর্ম্মযুক্ত গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড বিস্তার করুক। (২১) অপর এই দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে তাহাতে এ আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে অতএব এ ব্যক্তি পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরে ছাগমুখ তুল্য ইহার মুখ হউক। (২২) ফলতঃ এই দক্ষের ছাগতুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত, যেহেতু কর্ম্মময়ী যে অবিদ্যা, এ তাহাকে তত্ত্ববিদ্যা বোধ করিয়া থাকে অতএব এ বস্তুতই ছাগল। (২৩) অপিচ এই দক্ষ মহাদেবের অপমানকারী, যে সকল ব্রাহ্মণ ইহার অনুগামী হইয়াছে তাহারাও এই সংসারে জন্ম মরণাদি অনুভব করুক। (২৪) আর শিববিদ্বেষী ঐ সকল বিপ্র কর্ম্মকাণ্ডেও আসক্ত হউক। অর্থবাদ বিশিষ্ট অর্থাৎ পুষ্পবৎ মনোহর যে সকল বেদবাক্য, তাহার মধুগন্ধে অর্থাৎ মধুগন্ধ তুল্য মনঃক্ষোভক প্ররোচনায় ঐ সকল ব্যক্তির অন্তঃকরণ উন্মথিত হইয়াছে, ইহাতে ঐ বিষয়ে তাহাদের অনুরাগ হইবেক, সন্দেহ নাই। (২৫) অপর ঐ সকল ব্রাহ্মণ সর্ব্ব ভক্ষক, বৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ দেহাদি পোষণার্থ বিদ্যা তপস্যা ও ব্রতধারী, এবং ধন জন দেহ ইন্দ্রিয়েতেই অনুরাগী, তথা যাচক হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। (২৬)

বৎস বিদুর! শিবানুচর নন্দী এই প্রকারে বিপ্রকুলের প্রতি অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিলে ভৃগু তাহা শুনিতে পাইয়া ব্রহ্ম দণ্ডরূপ এই দুরত্যয় প্রতিশাপ প্রদান করিলেন (২৭) যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রত ধারণ করিবে কিম্বা

যাহারা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সৎ শাস্ত্রের প্রতি কূলাচারী, অতএব পাষণ্ডী এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হউক। (২৮) অপর নষ্টশৌচ ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরা জটাভস্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক যেখানে গৌড়ী পৈষ্টী এবং মাধ্বী সুরা তথা আসব অর্থাৎ তালাদিজাত মদ্য দেববৎ আদরণীয় হয়। (২৯) অহে! যেহেতু তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদা স্বরূপ এবং বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট পুরুষদিগের ধারণকারি বেদ সকলের তথা ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিতেছ, অতএব তোমাদিগকে পাষাণ্ডাশ্রিত কহিলাম। (৩০) ফলতঃ বেদই লোকদিগের সনাতন এবং শিবদ বর্ত্ম। পূর্ব্বতন ঋষিগণ যে বেদকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ জনার্দ্দন যাহার প্রমাণ অর্থাৎ মূল (৩১) তোমরা সেই পরম শুদ্ধ ও সাধুগণের বর্ত্মরূপ সনাতন বেদের নিন্দা করিলে, অতএব যেখানে তামস ভূতদিগের পতি বর্ত্তমান, তোমরা সেই স্থানে গিয়া সেই পাষণ্ডদেবকে প্রাপ্ত হও। (৩২)

মৈত্রেয় কহিলেন ভৃগু এই প্রকারে অভিশাপ দিতে থাকিলে ভগবান্ ভব পরস্পরের শাপে উভয় পক্ষের বিনাশ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ বিমনার ন্যায় হইয়া স্বীয় অনুচগণ সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। (৩৩) বৎস বিদুর! তদনন্তর সেই সকল বিশ্বস্রষ্টৃগণও যে যজ্ঞে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হরি পূজ্য হয়েন সেই যজ্ঞ সহস্র বৎসর যাবৎ সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেন। (৩৪) পরে যে স্থানে (প্রয়াগে) সরিদ্বরা গঙ্গা যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন তথায় অবভৃত স্নান করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে সকলে সে স্থান হইতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। (৩৫)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

দক্ষযজ্ঞ দর্শনার্থ সতীর পিতৃগৃহে গমন প্রার্থনা এবং গিরিশ কর্ত্তৃক নিবারণ।

মৈত্রেয় কহিলেন প্রজাপতি দক্ষ এবং তাঁহার জামাতা গিরিশ সর্ব্বদা এই রূপে পরস্পর দ্বেষ করেন, তাহাতেই তাঁহাদের অনেক কাল গত হইল। (১) অনন্তর যখন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপাত্যে অভিষিক্ত করিলেন তখন তাঁহার মনোমধ্যে সমধিক গর্ব্ব হইল। (২) দক্ষ ঐ গর্ব্ব বশতঃ ব্রহ্মিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে নির্ভর্ৎসিত করিয়া বাজপেয় যজ্ঞদ্বারা যাগ করণানন্তর বৃহস্পতি সব নামে পরমোৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। (৩) সেই যজ্ঞে যাবতীয় দেবর্ষি পিতৃ এবং দেবতাদের পূজা হইল এবং তাঁহাদের পত্নীসকলও স্ব২ ভর্ত্তৃ সহিত যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা প্রাপ্তা হইলেন। (৪)

খেচরগণ আকাশে বিহার করিতে২ ঐ বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন তাঁহাদের প্রমুখাৎ ভবজায়া সতী পিতৃযজ্ঞ মহোৎসবের কথা শুনিতে পাইলেন এবং আপনার আগার সমীপে অবলোকন করিলেন সকল দিক্ হইতে উপদেবগণের বনিতা সকল স্ব২ প্রিয়তম সহিত বিমান যানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন। তাঁহাদের কণ্ঠদেশে পদক, পরিধান শোভন বসন, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, চক্ষু অতিশয় চঞ্চল, তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সতীরও যজ্ঞস্থলী দর্শনার্থ মনোমধ্যে সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিল, তাহাতে আপনার পতি ভূতপতি গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন (৫)

বিভো! সংপ্রতি আপনকার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ মহোৎসব প্রবর্ত্ত হইয়াছে যদি আপনকার ইচ্ছা হয় চলুন তথায় গমন করি। প্রভো! আমার বোধ হইতেছে ঐ উৎসব এখনও সমাপ্ত হয় নাই যেহেতু এই সকল দেবগণ গমন করিতেছেন। (৬) হে প্রিয়! আমার ভগিনীগণ বন্ধুবর্গের দর্শনাভিলাষে ঐ উৎসবে আসিয়া থাকিবেন আমিও আপনকার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করি। আমার পিতা মাতা ঐ উৎসবে অলঙ্কারাদি দ্রব্য দান করিবেন সন্দেহ নাই, তাঁহাদের দত্ত ভূষণাদি প্রতিগ্রহ করি আমার বড় বাসনা। (৭) আর সেখানে গমন করিলে আমার ভগিনীগণ যাঁহারা স্ব২ যোগ্য ভর্ত্তৃ সহ মিলিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এবং মাতৃস্বসাদিগকে তথা স্নেহার্দ্র চিত্তা মাতাকে দেখিতে পাইব। প্রভো! তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অনেক দিনাবধি আমার অন্তঃকরণ উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে। অপর পিতার যজ্ঞে এত দিন অবশ্য যজ্ঞীয় ধ্বজা উত্থিতা হইয়া থাকিবেক, তাহাও দেখিতে পাইব, তাহাতে পরম কৌতুক জন্মিবেক। (৮) হে অজ! গুণত্রয় স্বরূপ এই আশ্চর্য্য বিশ্ব আপনকার আত্মমায়া দ্বারা বিরচিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ইহাতে যদিও তথায় আপনকার আশ্চর্য্যকর কিছুই নাই সত্য, তথাচ আমি যোষিৎ, ঔৎসুক্যই আমার স্বভাব, অধিকন্তু আমি আপনকার তত্ত্বও জানিনা, অতএব কাতরা হইয়া জন্মভূমি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। (৯) প্রভো! আপনি অভব অর্থাৎ জন্মরহিত, ইহাতে সুহৃদ্বিয়োগ দুঃখ আপনকার অনুভূত নাই। দেখুন দেখি এই সকল অপর২ স্ত্রীগণ অলঙ্কৃত হইয়া স্ব২ স্বামি সহিত আমার পিতার যজ্ঞে দলে২ গমন করিতেছেন। দেখুন না! কলহংসের তুল্য পাণ্ডর বর্ণ গমনশীল বিমান দ্বারা নভোমণ্ডল কেমন মণ্ডিত হইতেছে! (১০) হে সুরবর! পিতৃগৃহে উৎসব হইতেছে একথা শুনিলে তদ্দর্শনার্থ কন্যার অন্তঃকরণ কি চঞ্চল হয় না? অবশ্যই হয়, যদি বল নিমন্ত্রণ হয় নাই কি প্রকারে যাইব? প্রভো! সুহৃজ্জনের গৃহে এবং পতি গুরু ও জন্মদ পিতার নিকেতনে বিনা আহ্বানেও গমন করিতে পারাযায়। (১১) অতএব হে অমর্ত্ত্য! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, করুণা বিতরণ পুরঃসর আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! আপনকার জ্ঞান অনল্প হইলেও আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার দেহার্দ্ধ রূপে নিরূপণ করিয়াছেন এই নিমিত্ত অর্দ্ধ নারীশ্বর বলিয়া আপনকার খ্যাতি হইয়াছে অতএব আমি এই যে যাজ্ঞা করিতেছি এবিষয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে আজ্ঞা হউক। (১২)

মুনিবর মৈত্রেয় কহিলেন ভগবান্ ভব প্রেয়সীর এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং তাঁহার পিতা দক্ষ বিশ্বস্রষ্টাদিগের সমক্ষে মর্ম্মভেদি যে সকল কুবাক্য বাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলেন (১৩) হে শোভনে! যদি দেহাদিতে অহংবুদ্ধি জন্য মদ ও মন্যু দ্বারা বন্ধুগণের দোষ দৃষ্টি না জন্মে তাহা হইলে তুমি যাহা বলিতেছ অর্থাৎ বিনা আহ্বানে বন্ধুগৃহে গমন করিতে পারা যায় একথা শোভা পায়। (১৪) প্রিয়ে! তোমার পিতা বিদ্যাদি গুণযুক্ত সত্য, কিন্তু বিদ্যা তপস্যা বিত্ত বপুঃ বয়স্ এবং কুল এসকল সাধু পুরুষদিগেরই গুণ, এই সকলই আবার অসৎ পুরুষদের হইলে অগুণ অর্থাৎ দোষ স্বরূপ হইয়া উঠে। ফলিতঃ এই সকল দ্বারা অসৎ পুরুষদের বিবেক জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য অভিমানে তাহাদের দৃষ্টি দূষিত হয় তাহাতে তাহারা স্তব্ধ তুল্য হইয়া মহৎ ব্যক্তিদের তেজঃ দেখিতে পায় না। (১৫) অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিদিগকে বন্ধুজন বোধ করিয়া তাহাদের গৃহে দৃক্ পাতও করা উচিত হয় না, তাহারা অতিশয় অব্যবস্থিত-

চিত্ত, বাটীতে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে ভ্রূভঙ্গি করিয়া সরোষ নয়নে কুটিল বুদ্ধিতে অবলোকন করে। (১৬)

হে দেবি! যে সকল আত্মীয় লোকের মনঃ কুটিল, তাহাদের দুর্ব্বাক্য যেমন মর্ম্ম পীড়া দেয় এবং তজ্জন্য মনস্তাপদ্বারা যে রূপ সন্তাপিত হইতে হয় শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও তদ্রূপ সন্তাপ বোধ হয় না, ফলতঃ বাণ বিদ্ধ হইয়াও পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শয়ন করা যাইতে পারে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের দুর্বাক্যে ধৈর্য্যাবলম্বনের সম্ভাবনা থাকে না তাহাতে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়। (১৭) হে সুভ্রু! প্রজাপতি দক্ষের মর্য্যাদা অতি উৎকৃষ্ট এবং তুমিও তাঁহার সকল কন্যা অপেক্ষা প্রিয়তমা সত্য, আমিও ইহা অসংশয় স্বীকার করি, কিন্তু আমার সম্বন্ধ বশতঃ তুমি পিতার নিকট মান প্রাপ্ত হইবে না, দেখনা কেন, ব্রহ্মাকে আমার সম্পর্ক জন্য পরিতাপ পাইতে হইতেছে। (১৮) প্রিয়ে! আমি তোমার পিতার কোন অপকার করি নাই, নিরহঙ্কার ব্যক্তিদের ঐশ্বর্য্য দেখিলে তাঁহার হৃদয় অতিশয় সন্তাপিত হয়, তিনি তাহাতেই দুঃখিত হইয়া আছেন, পরন্তু পুণ্য ও সৎকীর্ত্তি প্রভৃতিদ্বারা আপনি কখন ঐ সকল ব্যক্তির স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সুতরাং অসুরগণ যেমন ভগবান্ হরির কেবল দ্বেষ করে তাহার ন্যায় তিনিও আমার কেবল দ্বেষ করিয়া বেড়ান্। (১৯) প্রিয়ে! তিনি বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে আগত হইলে আমি তাঁহার প্রতি প্রত্যুত্থান বিনয়াদি করি নাই এমত মনে করিও না, হে সুমধ্যমে! লোকে পরস্পর যে প্রত্যুদ্গমন বিনয় অভিবাদন করিয়া থাকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ ব্যবহার সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করেন যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বান্তর্যামী পরম পুরুষ যে ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহার প্রতিই অন্তঃকরণ দ্বারা তাহা করিয়া থাকেন, দেহাভিমানি পুরুষের প্রতি করেন না। অর্থাৎ আমি মনো দ্বারা তাঁহার প্রতি প্রত্যুত্থানাদি সকলি করিয়া ছিলাম, অবজ্ঞা করি নাই। ২০) প্রিয়ে! আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমত নহে নিত্যই ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি, বিশুদ্ধ যে সত্ত্বগুণ তাহাই বাসুদেব এই শব্দে উক্ত হয়, কেননা সত্ত্বগুণে নির্ম্মল পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান্। এই কারণে সেই সত্ত্ব স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি মনোদ্বারা সদাই নমস্কার পূর্ব্বক সেবা করি। (২১) অতএব প্রজাপতি দক্ষ আমার দ্বেষ্টা হওয়াতে যদিও তিনি তোমার জন্মদাতা পিতা তথাচ তাঁহার ও তাঁহার মতাবলম্বি লোকদিগের মুখাবলোকন করা তোমার উচিত হয় না। হে সতি! এ কি সামান্য সন্তাপের বিষয়! বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে তিনি আমাকে বিনা অপরাধে বিবিধ দুর্বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিলেন। (২২) অতএব যদি আমার বাক্য উলঙ্ঘন করিয়া তথায় গমন কর তোমার মঙ্গল হইবেক না। প্রিয়ে! সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজন সন্নিধানে পরাভব প্রায় তাহার মরণের নিমিত্ত হয়। (২৩)

ইতি চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভবের বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভবানীর পিত যজ্ঞে গমন
এবং পিতার অপমানে দেহ ত্যাগ।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবান্ ভব ভবানীকে এই প্রকার কহিয়া কথনে বিরত হইলেন

কিন্তু তাঁহার এই চিন্তা হইল গমনের অনুমতি দি, অথবা নিবারণ করি, দুই দিকেই প্রিয়তমার দেহ নাশ সম্ভাবনা। এ দিকে ভবানীও সুহৃদ্গণ দর্শন বাসনায় একবার গৃহ হইতে নির্গতা হন আবার স্বামির ভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন অতএব তাঁহারও চিত্ত দুই প্রকারে আন্দোলিত হইতে লাগিল। (১) পরন্তু বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা ব্যাহত হইল ভাবিয়া অতিশয় দুর্মনা এবং স্নেহ বশতঃ রোদন করিয়া অশ্রু কলায় অতিমাত্র ব্যাকুলা হইলেন। অনন্তর অতুল্য পুরুষ ভগবান্ ভবকে যেন ভস্মসাৎ করিবেন এই ভাবে তাঁহার প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পমান হইল। (২) অপর বন্ধুগণকে দেখিবার বাসনা প্রতিহত হওয়াতে রোষ ও শোক বশতঃ তাঁহার হৃদয়ে সাতিশয় সন্তাপ জন্মিল অতএব বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রী স্বভাব বশতঃ বুদ্ধি বিমূঢ়া হওয়াতে যে শঙ্কর প্রেম বশতঃ আপনার দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃ গৃহে যাত্রা করিলেন। (৩) সতী একাকিনী দ্রুত বেগে গমন আরম্ভ করিলে পার্ষদ যক্ষাদি সহিত মণিমা প্রভৃতি সহস্র২ শিবানুচর ভীত হইয়া বৃষেন্দ্রকে অগ্রে করত তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। (৪) তাহারা সতীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সেই বৃষেন্দ্রে আরোহণ করাইল এবং সারিকা, কন্দুক, দর্পণ, পদ্ম, শ্বেত মাল্য, তথা গীতাশ্রয় শঙ্খ, বেণু, দুন্দুভি ইত্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া লইয়া চলিল। (৫)

অনন্তর সতী পিত্রালয় প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ স্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞীয় পশু বধের কোলাহল বেদপাঠের শব্দে মিশ্রিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিল এবং দেব বৃন্দ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্থানে২ উপস্থিত ছিলেন আর যজ্ঞ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি রক্ষার্থ মৃত্তিকা কাচ লৌহ সুবর্ণ কুশ এবং চর্ম্ম নির্ম্মিত ভূরি২ ভাণ্ড সর্ব্বত্র সংস্থাপিত ছিল। (৬) কিন্তু দক্ষ সতীকে দেখিয়া অবজ্ঞা করাতে সতীর জননী ও ভগিনীগণ ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিই দক্ষভয়ে তাঁহার সমাদর করিল না। পরন্তু তাঁহার মাতা ও ভাগিনীরা প্রেমাশ্রুদ্বারা নিরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সাদরে আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। (৭) সতী দেখিলেন পিতা আদর মাত্র করিলেন না ইহাতে যদিও ভাগিনীরা সহোদরা বলিয়া নানা প্রকারে প্রেম প্রদর্শন করিল এবং মাতা ও মাতৃস্বসারা পূজা পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন তথাচ তিনি কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিগ্রহ করিলেন না। (৮)

অপর সতীর দৃষ্টিগোচর হইল ঐ যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রের অংশ নাই, এবং পিতা দেববর রুদ্রকে আহ্বানাদি না করাতে তাঁহার প্রতি যে অনাদর করিয়াছেন ইহাও বুঝিতে পারিলেন আর যজ্ঞসভায় আপনারও বিশেষ সমাদর দেখিলেন না অতএব অতিশয় কোপান্বিতা হইলেন। অবিলম্বেই তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া এবম্বিধ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল যেন সমস্ত লোক দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করে। (৯)

সতীর শরীরে রোষের সঞ্চার হইবামাত্র দক্ষবিনাশ নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সতীর তেজে কতকগুলি ভূত উৎপন্ন হইল কিন্তু দেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং শিবদ্বেষী দক্ষ কর্ম্ম মার্গে বহুতর পরিশ্রম করিয়া তজ্জন্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হওয়াতে জগতীস্থ সর্ব্ব প্রাণির সমক্ষেই কোপাব্যক্ত বচনে তাহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। (১০)

সতী কহিলেন পিতঃ! ইহলোকে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তথা প্রিয় কেহ নাই,

এবং যিনি দেহধারিদের প্রিয় যে আত্মা তৎসমুদায়ের কারণ স্বরূপ, সেই ভগবান্ শিব মুক্তবৈর, কাহারো সহিত তাঁহার বিরোধ নাই, তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি প্রতিকূলতাচরণ করিবেক? (১১) অহে দ্বিজ! তোমার সদৃশ ব্যক্তিরা প্রায় অসূয়ক হয়, পরের গুণ সহিতে পারে না, অন্যের গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও দোষই গ্রহণ করে, গুণ লয় না, পরন্তু যে সকল ব্যক্তি তোমাদের তুল্য অসূয়াপরবশ নহে অর্থাৎ মধ্যস্থ, তাহারা কাহারো দোষ গুণ থাকিলে দোষমাত্র গ্রহণ করেন না, দোষ গুণ যেমন থাকে তেমনি বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করেন, পিতঃ, এই সকল ব্যক্তিকে মহৎ বলাযায়। আর যে সকল সাধু পুরুষ কেবল গুণই গ্রহণ করেন কখন দোষ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা মহত্তর। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অন্যের দোষ থাকিলেও তাহাতে দৃক্পাত করা দূরে থাকুক প্রত্যুত অতিতুচ্ছ যৎকিঞ্চিৎ গুণ দেখিতে পাইলে তাহাকেই বহুল করেন তাঁহারা মহত্তম। কি আশ্চর্য্য! আপনি সেই সকল মহত্তম পুরুষের পাপ কল্পনা করিলেন! (১২) পরন্তু যাহারা এরূপ কহে যে এই জড় দেহই আত্মা, তাদৃশ দুর্জ্জন পুরুষের ঈর্ষা পূর্ব্বক ঐ প্রকার মহাজন নিন্দন আশ্চর্য্য নহে, বরঞ্চ তাহা আবশ্যক, যেহেতু যদিও মহাপুরুষেরা আপনাদের নিন্দা সহ্য করেন তথাপি তাঁহাদের পাদরেণু তাহা সহিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদের পদধূলি ঐ সকল ব্যক্তির তেজঃ নিরস্ত করিয়া দেয় অতএব সদ্যঃ প্রতিফল হওয়াতে অসৎ পুরুষেরা মহাজনের নিন্দা করিলেই ভাল হয়। (১৩) পিতঃ! যাঁহার "শিব" এই দুইটী অক্ষর মাত্র প্রসিদ্ধ নাম প্রসঙ্গতঃ কেবল বাক্য দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারিত হইলেও তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ ধ্বংস করে অপর যাঁহার শাসন কাহারো লঙ্ঘনীয় নহে তুমি সেই শিবের দ্বেষ করিতেছ, কি আশ্চর্য্য! তুমি এমন অমঙ্গল স্বরূপ। (১৪) পিতঃ যাঁহার পাদপদ্মে মহত্তম ব্যক্তিদিগের মনোরূপ ভ্রমর সকল ব্রহ্মানন্দ রূপ মকরন্দপানার্থী হইয়া নিরন্তর সেবা করে এবং যাঁহার চরণ সকাম পুরুষের সম্বন্ধে অভিলষিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া থাকে তুমি সেই বিশ্ববন্ধু মহাদেবের বিদ্রোহ করিতেছ? (১৫) পিতঃ! তোমা ব্যতীত ব্রহ্মাদি কোন দেবতাই বুঝি শিব নামে সেই অশিব দেবের তত্ত্বও জানেন না কেননা দেখিতেছি ঐ দেব জটা বিকীর্ণ করিয়া চিতামাল্য, ভস্ম ও মৃত মনুষ্যের কপাল ধারণ পূর্ব্বক পিশাচগণ সহিত শ্মশানে বাস করেন তথাচ ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার চরণ ভ্রষ্ট নির্ম্মাল্য স্ব২ মস্তকে ধারণ করিতেছেন, তোমার ন্যায় তাঁহারা যদি ঐ দেবের তত্ত্ব জানিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের তাঁহার নিকট দাস্য স্বীকার উপপন্ন হইত না। (১৬)

যাহাহউক, নিরঙ্কুশ মানব কুল যে স্থানে ধর্ম্মরক্ষক স্বামির নিন্দা করে সেখানে যদি প্রতিক্রিয়ায় সামর্থ্য না হয় কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া তথা হইতে নির্গত হইয়া যাইবে যদি শক্তি থাকে তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ রূপ অকল্যাণ বচন প্রয়োগ করে তাহার জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া দিবে, তাহার পরে আপনার প্রাণও পরিত্যাগ করিবেক। এইরূপ করাই ধর্ম্ম। ১৭). অতএব তুমি মহাদেবের নিন্দক, তোমাহইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে ইহা আমি আর ধারণ করিব না। পিতঃ! নিন্দিত অন্ন অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যদি ভক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা উদ্গার করিয়া ফেলিলেই পুরুষের শুদ্ধি হয় অতএব তুমি শিব নিন্দক, তোমা হইতে প্রমাদত উৎপন্ন আমার এই যে দেহ, ইহার পরিত্যাগ ব্যতিরেকে এক্ষণে আর অন্য শুদ্ধি নাই। (১৮)

হে দ্বিজ! আত্মাতেই রমমাণ এবং সম্যক্ প্রকারে বিরক্ত যে পুরুষ, তাঁহার মতি কখন বিধি নিষেধ রূপ বেদ বাক্যের অনুগামিনী হয় না, দেব ও মনুষ্য এই দুইয়ের গতি যেমন পৃথক্ অর্থাৎ দেবতাদের যেমন আকাশে ও মনুষ্যদের যদ্রূপ কেবল পৃথিবীতে গমন হওয়াতে পরস্পরের গতি ভিন্ন২, সেইরূপ প্রবৃত্তি লক্ষণই হউক আর নিবৃত্তি লক্ষণই হউক, ভিন্ন২ স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া কখন অন্য ধর্ম্মের অথবা অন্য পুরুষের নিন্দা করিবেক না। (১৯) অপর প্রবৃত্তি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি এবং নিবৃত্তি অর্থাৎ শম দমাদি এই দুই প্রকারই কর্ম্ম সত্য, যেহেতু বেদে দুইয়েরই বিধান আছে, পরন্তু ঐ দুই কর্ম্ম বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা দ্বারা বিহিত হইয়াছে, অবিশেষে তদ্দ্বয়ের বিধান হয় নাই। অতএব ঐ দুই কর্ম্ম একদা এক কর্ত্তাতে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। পিতঃ! ইহাতে এমত বলিতে পার না যে তবে নিবৃত্তি রূপ কর্ম্মও ভগবান্ শিবের কর্ত্তব্য, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তাঁহাতে কোন কর্ম্মই উপস্থিত হয় না। (২০)

পিতঃ! তুমি মহাদেবের চিতাভস্ম স্নান ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভোগসম্পত্তির অভাব কি প্রকারে কহিলে? আমরা অণিমাদি যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়া আছি তোমরা কখন তাহা চক্ষেও দেখ নাই, তোমাদের ঐশ্বর্য্য তো কেবল যজ্ঞশালাতেই থাকে, এবং যজ্ঞের অন্নে তৃপ্ত প্রাণিগণই তাহার প্রশংসা করে ও অগ্নিই তাহা ভক্ষণ করিয়াথাকে, আমাদের ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি তদ্রূপ নহে, তাহা ইচ্ছা মাত্রে উৎপন্ন হয় একারণ তাহার হেতু অব্যক্ত, এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা সেবা করিয়া থাকেন। অতএব রুদ্র দরিদ্র, আমি আঢ্য, এমত গর্ব্ব করিও না। (২১) অথবা তোমার সহিত আর অধিক কথা কহি কেন? তুমি ভগবান্ রুদ্রের নিকট অপরাধী, তোমার দেহ হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে ইহার জন্ম অতি কুৎসিত, ইহা আর ধারণ করা উচিত হয় না, তুমি অতি কুজন, তোমার সম্পর্ক রাখিতে আমার বড় লজ্জা হইতেছে, যে ব্যক্তি মহতের অপ্রিয় করে, তাহা হইতে যে জন্ম তাহাকে ধিক্। (২২) অহে দ্বিজ! ভগবান্ বৃষধ্বজ আমার সহিত পরিহাস সময়ে কৌতুক করিয়া যখন আমাকে সম্বোধন করিবার নিমিত্ত তোমার সম্বন্ধ বাচক দাক্ষায়ণী এই নাম গ্রহণ করেন তখন আমার পরিহাস বিষয়ক হাস্য অন্তর্হিত হয়, আমি মনোমধ্যে সাতিশয় দুঃখিত হই, অতএব তোমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই দেহ আমি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিব, ইহা মৃত দেহের তুল্য, আর ধারণ করা অনুচিত। (২৩)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! সতী এই প্রকারে যজ্ঞ মধ্যে দক্ষের প্রতি নিন্দা বাক্য প্রয়োগের পর উত্তরমুখী হইয়া অবনীতলে নিষণ্ণা হইলেন। ঐ অবধিই তাঁহার মৌনাবলম্বন হইল। অনন্তর পীতবর্ণ পট্ট বসন দ্বারা শরীর আবরণ পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া যোগ পথে প্রবেশ করিলেন। (২৪) অর্থাৎ উর্দ্ধাধো বৃত্তি বিশিষ্ট যে প্রাণ ও আপন বায়ু, তদ্দ্বয়কে নিরোধ দ্বারা নাভিচক্রে সমান অর্থাৎ একরূপ করিলেন, তাহার পরে ঐ স্থান হইতে (নাভিচক্র হইতে) উদান বায়ুকে উত্তোলন করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে রাখিলেন, তদনন্তর হৃদয়স্থ ঐ উদান বায়ুকে কণ্ঠমার্গ দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্য স্থলে লইয়া গেলেন। (২৫)

এই রূপে সতী আপনার যে দেহকে মহদ্ব্যক্তিদিগের পূজ্যতর জনেরাও সমাদর করিয়া বারম্বার ক্রোড়ে আরোপণ করিতেন দক্ষের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া সেই দেহও পরিত্যাগ করিবার বাসনায় সর্ব্বাঙ্গে বায়ু ও অগ্নির ধারণা ধারণ করিলেন।

(২৬) তদনন্তর জগদ্গুরু যে আপনার পতি, তাঁহারই পাদপদ্মের মধু চিন্তা করাতে অর্থাৎ ভজনানন্দ অনুভব হওয়াতে পতি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না।. তৎপরেই তাঁহার দেহ বিনষ্ট কলুষ অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়া সমাধি সমুৎপন্ন অনলদ্বারা সদ্যঃ প্রজ্বলিত হইল।. (২৭)

বৎস বিদুর! এই ব্যাপার অবলোকনে আকাশে ও অবনীতলে অতিশয় হাহাকার উপস্থিত হইল, সকলে বিষাদ করিয়া কহিতে লাগিল আহা! কি খেদের বিষয়! পূজ্যতম দেবের প্রিয়া সতী দেবী দক্ষ কর্ত্তৃক প্রকোপিতা হইয়া আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন! (২৮) অহো! প্রজাপতি দক্ষ এমত দুর্জ্জন! এই চরাচর বিশ্ব তাঁহার প্রজা, ইহাতে সকলের প্রতি তাঁহার স্নেহ করা উচিত হয়, তাহা দূরে থাকুক, আপনার আত্মজা সতীর অপমান করিয়াছেন তাহাতে সেই মনস্বিনী প্রাণ ত্যাগ করিলেন! এই দেবী সততই সম্মান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যা, কি আশ্চর্য্য! দক্ষ ইহাঁর অপমান করিয়াছেন। (২৯) যাহাহউক, শিবদ্বেষী এই দক্ষ অতিশয় কঠিনহৃদয় এবং ব্রহ্মদ্রোহী, এব্যক্তি ইহলোকে অতুল অকীর্ত্তি এবং পরলোকে অবশ্য নরক প্রাপ্ত হইবে। কি নিষ্ঠুর! এ আপনি অপমান করাতে ইহার অঙ্গজা ইহার সমক্ষে মরণার্থ উদ্যম করিলেন এ ব্যক্তি চক্ষে দেখিয়াও তাঁহাকে বারণ করিল না। (৩০)

যখন সকল ব্যক্তি সতীর ঐ রূপ অদ্ভুত প্রাণত্যাগ অবলোকন করিয়া ঐ প্রকার কহিতে থাকিল সেই সময় সতীর পার্ষদগণ স্ব২ শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষ বিনাশার্থ উত্থিত হইল। (৩১)

যজ্ঞ পুরোহিত ভৃগু ভগবতীর পার্ষদগণকে আক্রমণোন্মুখ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যে মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ বিঘ্ন কারিদের বিনাশ হয় সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। (৩২) ভৃগু যজ্ঞপুরোহিত, তিনি আহুতি প্রদান করিবামাত্র ঋভু নামে যে দেবগণ তপস্যা দ্বারা সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা সহস্র২ সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া উত্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান হওত অঙ্গার আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক প্রমথ ও গুহ্যকগণের সহিত সমর আরম্ভ করিলেন ও নানা প্রকারে তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন অতএব প্রমথ গণ ও গুহ্যকগণ তাড়িত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। (৩৩)

ইতি চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

সতীর দেহত্যাগ শ্রবণ করিয়া শঙ্করের রোষে বীরভদ্র সৃষ্টি এবং তাঁহার দ্বারা দক্ষ বধ।

মৈত্রেয় কহিলেন যখন মহাদেব শুনিলেন ভবানী দক্ষ কর্ত্তৃক অপমানিতা হওয়াতে তাঁহার প্রতি কোপ করিয়া আপনার দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং দক্ষের যজ্ঞে ঋভু নামে কতকগুলি দেবতা উৎপন্ন হইয়া আপনার পার্ষদ সৈন্য সামন্তদিগকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। (১) তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ওষ্ঠদ্বয় দংশন পূর্ব্বক মস্তক হইতে জটা উৎপাটন করিলেন। তাহাতে সেই জটা বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখার ন্যায় অতি উগ্রভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। যাহাহউক, তিনি তদনন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গম্ভীর শব্দে হাস্য করিতে২ সেই জটা

ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। (২) তাহাতে সেই জটা হইতে মহাকায় বীরভদ্র উৎপন্ন হইলেন। ঐ বীরভদ্রের কলেবর এমত উচ্চ, যে তিনি ক্ষীণ দেহ দ্বারাই স্বর্গ স্পর্শ করিতেছিলেন। অপর তাঁহার সহস্র বাহু, এবং মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ, আর তিনটী চক্ষু যেন তিন সূর্য্য। অপিচ তাঁহার দন্ত অতিশয় করালি, এবং মস্তকের কেশ অগ্নির তুল্য জ্বলিতেছিল। আর গলায় নরকপালের মালা ও হস্তে বিবিধ অস্ত্র উদ্যত রহিয়া ছিল। (৩)

বীরভদ্র এই রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশের পর অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক ভগবান্ রুদ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন প্রভো! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। তাঁহার এই প্রার্থনায় ভগবান্ ভূতনাথ সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে রুদ্রভট! তুমি অতিশয় যুদ্ধ কুশল, আমার সেনাগণের অগ্রণী হইয়া যজ্ঞ সহ ঐ দক্ষকে বিনষ্ট কর। তুমি আমার অংশ, ইহাতে ব্রহ্মতেজঃ দুর্জ্জয় বলিয়া ভয় করিও না। (৪)

ভূতনাথ শঙ্কর রোষান্বিত হইয়া এই প্রকার আজ্ঞা করিলে ঐ বীরভদ্র ভগবান্ ভবকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। বৎস বিদুর! সে সময় তাঁহার অনিবার্য্য ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল ইহাতে আপনাকে অতিশয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও বল সহিষ্ণুতা করণে সক্ষম বোধ করিয়া ছিলেন। (৫) সে যাহাহউক। ভগবান্ ভূতনাথের আদেশে তদীয় পার্ষদগণও সিংহনাদ করিতে২ তাঁহার অনুগত হইল অতএব বীরভদ্র আপনার শূল উদ্যম পূর্ব্বক ভয়ানক রূপে শব্দ করিলেন। বৎস বিদুর! তাঁহার ঐ শূল জগতের অন্তকারী যে যম, তাহারও অন্তক। অনন্তর তিনি ভৃগু সৃষ্ট দেবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যখন বেগে গমন করেন তখন তাঁহার চরণদ্বয়ের নূপুরাদি ভূষণের ভয়ানক শব্দ হইয়াছিল। (৬)

অনন্তর দক্ষের যজ্ঞ সভাস্থ ঋত্বিক্ যজমান এবং সদস্য সকল তথা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীগণ উত্তর দিকে ভয়ানক ধূলি অবলোকন করিয়া সবিস্ময় চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন ও কি অন্ধকার না কি? অথবা উহা অন্ধকার নহে, ধূলি, ঐ রূপ ধূলা কোথা হইতে হইল? (৭) এখন তো ধূলা উড়িবার কোন কারণ দেখিতে পাই না? পবন তো বড় বেগে বহিতেছে না, আর এসময়ে দস্যুদের প্রসর কোথায়? রাজা প্রাচীনবর্হি অতিশয় উগ্রদণ্ড, তিনি এখনও জীবদ্দশায় আছেন, তিনি জীবিত থাকিতে কোন দস্যু দৌরাত্ম্য প্রকাশার্থ ঐপ্রকারে উত্থিত হইবে এমত বোধ হয় না। এ কি আশ্চর্য্য! গো সকলও যে শীঘ্র নীত হইতেছে না? এ কি! সমস্ত লোকই প্রলয় নিমিত্ত উপস্থিত হয় না কি? (৮)

পরে দক্ষপত্নী প্রভৃতি স্ত্রীগণ উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া কহিতে লাগিল আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইহা সেই পাপের ফল, প্রজাপতি দক্ষ অন্যান্য কন্যাদের সমক্ষে বিনা অপরাধে আপনার তনয়া সতীর যে অনাদর কহিয়াছেন তজ্জন্যই এই উৎপাত উপস্থিত হইতেছে সন্দেহ নাই। (৯) প্রজাপতি কেবল সতীর প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছেন এতাবন্মাত্রও তো নহে ভগবান্ রুদ্রের ও যে অপমান করিয়াছেন ইহাতে এরূপ উৎপাত উপস্থিত হওয়া বিচিত্র কি? ফলতঃ যিনি প্রলয়কালে জটা সমূহ বিকীর্ণ এবং আপনার শূলের অগ্রভাগে দিক্ হস্তি সকল বিদ্ধ করিয়া বাহু রূপ যে ধ্বজা, যাহাতে বিবিধ শস্ত্র দেদীপ্যমান, সে সকলকে বিস্তার করত আহ্লাদে নৃত্য করিয়া থাকেন এবং তৎকালীন যাঁহার অতি উচ্চ ও কঠোর হাস্য রূপ মেঘ গর্জ্জনে দিক্ সকল বিদীর্ণ হইয়া যায় (১০) তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মাও মঙ্গল দর্শন করিতে পান না, তাহার কারণ তদীয় তেজঃ অতি

অসহ্য, তিনি সহজেই ক্রোধোদ্দীপ্ত আছেন এমত ভ্রূকুটী করেন যে দৃষ্টি করা অসাধ্য. অপর তাঁহার দন্ত সকল অতিশয় ভয়ঙ্কর, তদ্দ্বারা নক্ষত্রগণ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় অতএব এতাদৃশ উগ্র মূর্ত্তি রুদ্রকে পুনর্ব্বার কোপান্বিত করিলে অন্যের মঙ্গল হইবে সম্ভাবনা কি ? (১১)

তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি উদ্বেগ বশতঃ সচকিত লোচন হইয়া বারম্বার এই প্রকার কহিতে লাগিল. ইতিমধ্যে হঠাৎ আকাশে ও অবনীতলে সহস্র২. উৎপাত আরম্ভ হইল। ঐ সকল এরূপ ঘোরতর, যে তাহাতে মহাত্মা দক্ষেরও ভয় জন্মিল। (১২) বৎস বিদুর! তাহার পরেই খর্ব্বাকৃতি রুদ্রানুচরগণ স্ব২ শস্ত্র উদ্যত করিয়া চারি দিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং দক্ষের যজ্ঞ সভা অবরুদ্ধ করিল। তাহাদের হস্তে বিবিধ আয়ুধ ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ পিশঙ্গ, কেহবা পিঙ্গলবর্ণ, কাহারো মকরের তুল্য উদর, কাহারো মকরের ন্যায় বদন, অর্থাৎ সকলেই বিকটাকার। (১৩) তাহারদের মধ্যে কেহ২ যজ্ঞশালার প্রাগ্বংশ অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম স্তম্ভের উপরি স্থাপিত পূর্ব্ব পশ্চিমায়ত কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, অন্যেরা যজ্ঞশালার পশ্চিমস্থ পত্নীশালা ভগ্ন করিয়া দিল, অপরেরা যজ্ঞশালার সম্মুখবর্ত্তি মণ্ডপ এবং মণ্ডপের অগ্রস্থিত হবির্দ্ধান ও তাহার উত্তর দিক্স্থ অগ্নীধ্র শালা তথা যজমানগৃহ এবং পাক ও ভোজন শালা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিল। (১৪) অন্যেরা কেহ২ যজ্ঞ পাত্র ভাঙ্গিল, কেহবা অগ্নি নষ্ট করিয়া দিল, কেহ২ কুণ্ডে প্রস্রাব করিতে লাগিল, কেহবা বেদির মেখলা অর্থাৎ সীমাসূত্র সকল ভগ্ন করিল। আর কতকগুলি রুদ্রানুচর সভাস্থ মুনিদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল, কেহ২ বা দক্ষপত্নীদিগকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। অপরেরা নিকটবর্ত্তি ও পলায়ন পরায়ণ দেবতাদিগকে ধরিতে আরম্ভ করিল। আর মণিমান নামক রুদ্রানুচর ভৃগুকে ধরিয়া বন্ধন করিল ও বীরভদ্র প্রজাপতিকে তথা চণ্ডেশ সূর্য্যদেবকে, এবং নন্দী ভগদেবকে গ্রহণ করিলেন। (১৫)

যজ্ঞ সভাস্থিত ঋত্বিক্ গণ এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অবশিষ্ট দেবতাদের সহিত চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন কিন্তু রুদ্রানুচরেরা তাঁহাদের প্রতি যে সকল প্রস্তর প্রক্ষেপ করিল তাহাতে তাঁহারাও বিলক্ষণ রূপে বেদনার্দ্দিত হইলেন। (১৬)

বৎস বিদুর! মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞস্থলে বসিয়া শ্রুব নামক যজ্ঞ পাত্র হস্তে করিয়া হোম করিতেছিলেন রুদ্রানুচর বীরভদ্র যজ্ঞস্থলেই তাঁহার শ্মশ্রু ধারণ পূর্ব্বক উৎপাটন করিতে লাগিলেন। ভৃগুকে এপ্রকার পীড়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে তিনি দাড়ি দেখাইয়া মহাদেবকে উপহাস করিয়াছিলেন। (১৭) অনন্তর যজ্ঞ সভাস্থ ভৃগুকে রোষ বশতঃ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উদ্ধৃত করিলেন কারণ দক্ষ যখন শিব নিন্দা করেন তখন তিনি কটাক্ষ দ্বারা সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে ঐ ব্যাপারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১৮) পরে বলভদ্র যেমন দন্ত সকল পাতিত করেন তাহার ন্যায় কলিঙ্গরাজ পূষার দশন সকল ভাঙ্গিয়া দিলেন কারণ দক্ষ যখন পরমগুরু মহাদেবের নিন্দা করেন তখন তিনি দন্ত দর্শাইয়া হাস্য করিয়াছিলেন। (১৯)

অবশেষে বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষের বক্ষঃস্থলে আক্রমণ করিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন কিন্তু পুনঃ২ অস্ত্রাঘাত করিয়াও মুণ্ড ছেদন করিয়া তুলিতে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। (২০) এত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারাও ইহার

ত্বক নির্ভিন্ন হয় না কেন? ইহা বিবেচনা করিয়া বীরভদ্রের বিস্ময় উপস্থিত হইল। অনন্তর অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। (২১) পরে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল যজ্ঞস্থলে পশুমারণার্থ একটা যন্ত্র রহিয়াছে অতএব যজমান রূপ পশুকে সেই যন্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া শেষে ঐ উপায় দ্বারা তাহার মুণ্ড দেহ হইতে পৃথক্ করিলেন। (২২) বীরভদ্রের এই কর্ম্ম দেখিয়া তত্রস্থ সমস্ত ভূত প্রেত পিশাচগণ, যাহারা দর্শন করিতেছিল, তাহাদের সাধুবাদে মহা কোলাহল হইল কিন্তু অন্য ব্যক্তিদের অর্থাৎ যজ্ঞস্থলস্থিত ব্রাহ্মণাদির তদ্বিপরীত ধ্বনি অর্থাৎ অসাধুবাদ আরম্ভ হইল। (২৩) তদনন্তর রুদ্রানুচর বীরভদ্র ক্রোধবশতঃ দক্ষের ছিন্ন মুণ্ড তত্রস্থ দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিয়া যজমানকে ভস্মসাৎ করিলেন তাহার পরে স্বগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। (২৪)

ইতি চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেবগণের সহিত গমন করিয়া দক্ষাদির জীবনার্থ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবান্ ভবের শান্ত্বনা।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবান্ রুদ্রের সেনাগণ দেবতাদের পরাভব করিয়া শূল, পট্টিশ (অস্ত্রবিশেষ), কবচ, গদা, পরিঘ (বৃহৎ যষ্টি) এবং মুদ্গর ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলে তাঁহারা ভয়াকুল হইয়া পুরোহিত ও সভ্যগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং দক্ষযজ্ঞে যে২ দুর্ঘটনা হয় তদ্বৃত্তান্ত অশেষ রূপে নিবেদন করিলেন। (১)

ভগবান্ পদ্মযোনি এবং বিশ্বাত্মা নারায়ণ দেবগণের নিবেদিত বিষয় অগ্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তাঁহারা দুই জনে দক্ষযজ্ঞে গমন করেন নাই। (২) সে যাহা হউক। ব্রহ্মা দেবতাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন বৎসগণ! যে ব্যক্তির অপরাধ করা যায় তিনি যদি তেজস্বী হন তাহা হইলে তাঁহার নিকট জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেও সেই ইচ্ছা প্রায় মঙ্গলার্থ হয় না, ফলতঃ ঐ রূপ স্থলে জীবনাশাই হইতে পারে না। (৩) ভগবান্ ভব যজ্ঞভাগভাগী, তোমরা তাঁহার ভাগ রহিত করাতে তাঁহার নিকটে মহা অপরাধী হইয়াছ, ইহাতে যদিও তোমাদের মঙ্গল সম্ভাবনা দেখি না, তথাচ এক কর্ম্ম কর, তাঁহার চরণ পদ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে যত্ন কর, তিনি আশুতোষ, তোমাদের অনুনয়ে অবশ্য প্রসন্ন হইবেন। (৪) হে বৎস সকল! তিনি সামান্য দেবতা নহেন, তাঁহার কোপে লোকপাল সহিত সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যায়। তোমরা আপনাদের যজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিয়া অচিরে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ক্ষমা চাহ। তিনি একে আপনার প্রেয়সীতে বিরহিত হইয়া ক্ষুণ্ণ আছেন তাহাতে আবার তোমাদের দুর্ব্বাক্য দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, শীঘ্র ক্ষমা না করাইলে অতিশয় কুপিত হইবেন। (৫)

হে বৎসগণ! এ স্থলে তোমরা এমত কহিও না যে তাঁহার সমীপে যাইতে আমাদের ভয় হয় আপনিই কোন উপায় করিয়া দেউন। বৎস সকল! আমি এবং ইন্দ্র ও তোমরা তথা অন্য যত২ দেহধারী দেব ও মুনি আছেন কেহই যাঁহার তত্ত্ব এবং

বল বিক্রমের পরিমাণ জানেন না সেই আত্মতন্ত্র ভগবান্ ভবের নিকট কোন্ ব্যক্তি উপায় বিধানের বাসনা করিতে পারে?

ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া তাঁহাদের সহিত পিতৃগণ ও প্রজা পালকদিগকে লইয়া আপন স্থান হইতে নির্গত হইলেন এবং যে কৈলাস পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রভু মহেশের প্রিয়তর আলয়, তথায় গমন করিলেন। (৬) ঐ গিরি জন্ম ওষধি তপস্যা মন্ত্র এবং যোগ, এই সকল দ্বারা সিদ্ধ দেবগণে তথা গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও অপ্সরা সকলে সদা সেবিত ছিল। (৭) আর তাহার মণিময় শৃঙ্গ সকল বিবিধ ধাতু দ্বারা চিত্রিত ও বহুবিধ বৃক্ষ লতা গুল্মে সমন্বিত এবং নানা মৃগকুলে আবৃত ছিল। (৮) অপিচ নানা প্রকার নির্ম্মল প্রস্রবণ (ঝর্না) ও বিবিধ কন্দর অর্থাৎ গহ্বর এবং সানু থাকাতে তদ্দ্বারা ঐ পর্ব্বত রমণসঙ্গে বিহারকারিণী সিদ্ধাঙ্গনাদিগের রতিপ্রদ হইয়াছিল। (৯) অপর তথায় ময়ূরসকল শব্দ করিতেছিল তাহাতে তাহাদের কেকা রবে ঐ নগ নিনাদিত এবং মদান্ধ ভ্রমর সমূহ দ্বারা সর্ব্বত্র যেন মূর্চ্ছনা (রাগ গতি বিশেষ) ব্যাপ্ত হইতেছিল। আর রক্তকণ্ঠ কোকিল কুল প্লুত স্বরে গান ও পক্ষি সকল কলরব করাতে এবং উপরি ভাগে ভূরিং কামদোহি কল্প তরু উচ্চ হইয়া শোভমান হওয়াতে (১০) বোধ হইতেছিল যেন ঐ গিরি স্বয়ং ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া উচ্চস্বরে দ্বিজকুলকে আহ্বান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন সেখানে বহুং মত্ত মাতঙ্গ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করাতে বোধ হইতেছিল যেন ঐ গিরিই গমন করিতেছে। অপর স্থানেং নির্ঝর হইতে সশব্দে বারি পাত হওয়াতে সেই ধ্বনি দ্বারা এমত অনুভব হইতেছিল যেন ঐ শৈল সম্ভাষা করিতেছে। হে বৎসগণ! ঐ পর্ব্বতের শোভার কথা কত কহিব, মন্দার পারিজাত সরল তাল তমাল সাল কোবিদার অর্জ্জুন ইত্যাদি বৃক্ষে পরম রমণীয় হইয়াছিল। (১১) অপর আম্র, কদম্ব, নীপ, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরবক, স্বর্ণ বর্ণ শতপত্র, বীর, রেণুক (এলা), জাতি (মালতী). কুব্জক, মল্লিকা, মাগধী (লতা বিশেষ) ইত্যাদি বৃক্ষ ও লতা দ্বারা মণ্ডিত এবং পনস, উড়ুম্বর, অশ্বথ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, হিঙ্গু, ভূর্জ্জ, বিবিধ ওষধি, পূগ (গুবাক্) রাজপূগ, জম্বু, খর্জ্জুর, আম্রাতক, আম্র, ইত্যাদি ও প্রিয়াল, মধূক, ইঙ্গুদ তথা অন্যান্য দ্রুম জাতিতে, বিশেষতঃ বেণু, কীচক বৃক্ষে বিরাজিত ছিল। (১২) আর কুমুদ উৎপল, কহ্লার শতপত্র ইত্যাদির সমৃদ্ধি হেতু তত্রস্থ সরোবরে কলস্বরে যে সকল পক্ষি শব্দ করিতেছিল তদ্দ্বারাও ঐ পর্ব্বতের সাতিশয় শোভা হইয়াছিল। (১৩) সেখানে মৃগ, শাখামৃগ, ক্রোড় (শূকর), সিংহ, গজ, ভল্লূক, শল্যক, গবয়, শরভ, ব্যাঘ্র, রুরু, (মৃগ বিশেষ) মহিষ, ইত্যাদি বিবিধ পশু বিশেষতঃ বৃক ও কস্তূরী মৃগ সর্ব্বদা চরিয়া বেড়াইত। (১৪) তথায় কদলী সমূহে নলিনী সকলের পুলিন আবৃত থাকাতে তদ্দ্বারা পর্ব্বতের সমধিক শোভা হইয়াছিল। (১৫) আর গঙ্গা সেই পর্ব্বতের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়াছিলেন, ভগবতী সতীর স্নান দ্বারা তাহার জল অতিশয় সুগন্ধ হইয়াছিল। অতএব ঐ অদ্ভুত পর্ব্বত অবলোকনে দেবতাদের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। (১৬)

অনন্তর তাঁহারা সেখানে অলকা নামে একটী পুরী, তথা সৌগন্ধিক নামে এক বন দেখিতে পাইলেন। বৎস বিদুর! সেই স্থানেতেই সুগন্ধি নামে পদ্ম হইয়া থাকে। (১৭) অলকার বহির্ভাগে দুই দিকে নন্দা এবং অলকনন্দা নামে দুই নদী। ঐ দুই সরিৎ সামান্য নহে, তীর্থপাদ ভগবান্ হরির পাদপদ্মের ধূলায় অতিশয় পাবন।

(১৮) বৎস বিদুর! দেবাঙ্গনাগণ রতি কর্ষিত হইয়া স্ব২ স্থান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ঐ তটিনী দ্বয়েই গিয়া অবগাহন করেন এবং পুরুষদিগের গাত্রে জল সেচন করত জল ক্রীড়া করিয়া থাকেন। (১৯)

বিদুর! ঐ দুই নদীতে সুরাঙ্গনাগণ স্নান করাতে তাঁহাদের অঙ্গ হইতে পরিভ্রষ্ট নূতন কুঙ্কুমে ঐ দুইয়ের জল পিঞ্জর বর্ণ হইয়া আছে। করিকুল জল ক্রীড়ার্থ ঐ দুই তটিনীতে অবতীর্ণ হইয়া হস্তিনীদিগকে জল পান করাইবার সময় পিপাসা না থাকিলেও আপনারাও তাহা পান করে। (২০)

সে যাহা হউক, রজতময় শত২ বিমানে সঙ্কীর্ণা এবং বিদ্যুৎ ও মেঘযুক্ত আকাশের ন্যায় যক্ষ স্ত্রী গণে নিষেবিতা যক্ষেশ্বর পুরী (২১) অতিক্রমণ করিয়া দেবতারা পরমানন্দে সৌগন্ধিক বন অবলোকন করিলেন। এই বনস্থ বৃক্ষ সকলে বিচিত্র মাল্য, ফল এবং পত্র রহিয়াছিল, তাহাতে সেই সমস্ত তরু দ্বারা তাহার মনোহর শোভা হইতেছিল। (২২) অপর সেখানে ভ্রমর সকল গুন্ গুন্ স্বরে গান করাতে তাহাদের স্বর রক্তকণ্ঠ পক্ষি সংঘের স্বরে মণ্ডিত হইতেছিল। আর তত্রস্থ জলাশয় সকল কলহংস কুলের প্রিয় কমল সমূহে সততই শোভা পাইত। (২৩) বিদুর! ঐ বনে বহু২ হরিচন্দনের তরু আছে, বন্য হস্তি সকল তাহাতে গাত্রকণ্ডূয়ন করাতে সে সকল বৃক্ষ সংঘৃষ্ট হইয়া যায় কিন্তু ঐ ঘৃষ্ট দ্রুম সম্পর্কে তত্রস্থ পবন এমত সুরভি হইয়া বহে যে তদ্দ্বারা কিন্নরাঙ্গনা গণেরও মনঃ বারম্বার উন্মথিত হয়। (২৪)

অনন্তর দেবগণ যে সকল বাপীতে বৈদুর্য্য মণি দ্বারা সোপান শ্রেণী বিরচিত এবং যাহাতে উৎপলমালা বিরাজমান, তথায় কিন্নর নিকর বর্ত্তৃক প্রাপ্ত বন নিরীক্ষণ করিয়া সমীপে একটী বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। (২৫) সেই বৃক্ষ শত যোজন উচ্চ, তাহার শাখা সকল পঞ্চসপ্ততি যোজন পরিমাণ, সেই সকল শাখায় ঐ তরু অতিশয় প্রকাণ্ড হইয়াছিল। অপর তাহা চারি দিগে অচল ছায়া বিস্তারিয়া রহিয়াছিল, কিন্তু এতাদৃশ প্রকাণ্ড হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাতে একটা পক্ষিকুলায়ও না। (২৬) নিকটে উপনীত হইলে দেবতাদের দৃষ্ট হইল মহাযোগময় এবং মুমুক্ষু জনের আশ্রয় স্বরূপ সেই তরুর তলে ভগবান্ পশুপতি অধ্যাসীন রহিয়াছেন। তখন তাঁহার কোপ শান্তি হইয়াছিল, ইহাতে হঠাৎ বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত ক্রোধ ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। (২৭) ফলতঃ তৎকালে তাঁহার মুর্ত্তি অতি প্রশান্ত হইয়াছিল, চারি দিকে সনন্দাদি মহাসিদ্ধ ঋষি গণ তথা গুহ্যক ও রক্ষোগণের অধিপতি কুবের উপাসনা করিতেছিলেন। (২৮) পরন্তু তখন সেই অধীশ্বর বিদ্যা (উপাসনা) তপস্যা (চিত্তের একাগ্রতা) এবং সমাধি এই সকলের পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের সুহৃৎ, এ প্রযুক্ত স্নেহ বশতঃ লোকের হিতকর তপস্যা আচরণ করিতেছিলেন। (২৯) তাঁহার অঙ্গের আভা সন্ধ্যাকালীন মেঘের প্রভা তুল্য ছিল, সেই অঙ্গ দ্বারা তপস্বিদের অভীষ্ট চিহ্ন জটা ভস্ম অজিন এবং চন্দ্র রেখা ধারণ করিতে ছিলেন। (৩০) আর ব্রতিরা যদ্রূপ আসনে বসিয়া থাকেন তদ্রূপ কুশময় আসনে তাঁহার উপবেশন হইয়াছিল এবং সাধু শ্রোতৃগণের সমক্ষে দেবর্ষি নারদকে সনাতন ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছিলেন। (৩১) আর তাঁহার বামপদ তাঁহার দক্ষিণ উরুর উপরে এবং দক্ষিণ হস্ত বাম জানুতে বিন্যস্ত ও অক্ষমালা মণিবন্ধে সংলগ্ন রহিয়াছিল ইহাতে বোধ হইতেছিল তর্কমুদ্রা বিশিষ্ট হইয়া স্পষ্টই যেন বীরাসনে বসিয়া আছেন। (৩২) ফলেও তিনি যোগপট্ট আশ্রয়

করিয়া ব্রহ্মানন্দে সমাধি অর্থাৎ একাগ্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অতএব লোক-পাল সহ মুনিগণ নিকটে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক মননশীলদের আদ্য সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন। (৩৩)

অনন্তর মহাদেবের বিদিত হইল আত্মযোনি ব্রহ্মা আসিয়াছেন এবং সুর ও অসুর সকল চরণ তলে পতিত হইয়া বন্দনা করিতেছেন। অতএব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রো-থান পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা সেই রূপে ব্রহ্মার অভিবাদন করিলেন. যেমন ভগবান্ বিষ্ণু বামন মূর্ত্তি হইয়া মহামুনি কশ্যপের পদে অভিবাদন করিয়াছিলেন। (৩৪) পরে যে সকল সিদ্ধগণ মহর্ষিদের সহিত ভগবান্ নীললোহিতের অনুবৃত্তি করি-তেন তাঁহারাও ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মার বন্দনা করিলেন।

ভগবান্ শঙ্কর নমস্কার করিলে ব্রহ্মা হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন (৩৫) ভগবন্! যদিও আপনি নীচবৎ আমাকে নমস্কার করিতেছেন তথাপি আমি আপনকার ঐশ্বর্য্য অবগত আছি। আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর। এই জগতের যোনি এবং বীজ যে প্রকৃতি ও পুরুষ, যাহাকে শিব ও শক্তি বলে, সেই দুইয়ের কারণ যে নির্ব্বিকার ব্রহ্ম, তাহা আপনারই স্বরূপ। (৩৬) হে ভগবন্! আপনিই উর্ণনাভির ন্যায় অবিভক্ত শিব এবং শক্তিতে ক্রীড়া করত এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। (৩৭) হে দেব! আপনি ধর্ম্ম এবং অর্থের দোহনকারী, ধর্ম্মাদি প্রাপ্তির নিমিত্ত দক্ষকে সূত্র করিয়া আপনিই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। নাথ! ইহ-লোকে ব্রাহ্মণগণ ধৃতব্রত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন আপনিই সেই সকলের বর্ণাশ্রমময়ী সেতু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। (৩৮)

হে ভগবন্! আপনি মঙ্গলের স্বরূপ, যে সকল ব্যক্তি শুভকর্ম্ম করেন আপনিই তাঁহাদিগের স্বর্গ অথবা মোক্ষ ফল বিস্তার করিয়া থাকেন এবং যাহারা অশুভ কর্ম্মকারী, তাহাদেরও আপনিই ঘোর নরক বিস্তার করেন, তবে কোন২ ব্যক্তির পক্ষে ঐ২ কর্ম্মে বিপর্য্যয় কেন হয়? (৩৯) প্রভো! ঐ বিষয়ে আপনার কোপই কারণ এমতও বলিতে পারি না, যেহেতু যে সকল সাধু পুরুষ আপনার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া সকল প্রাণির মধ্যে আপনাকে অবলোকন করেন এবং আপনাদের আত্মাতে সকল প্রাণিকে অভেদরূপে দেখিয়া থাকেন, আপনকার রোষ যেমন দক্ষকে অভিভব করিল তেমন তাঁহাদিগকে কখন অভিভব করে না, অর্থাৎ অসতের উপরেই তোমার কোপ হয়, সতের প্রতি হয় না। (৪০) পরন্তু যে সকল ব্যক্তি ভেদদর্শী, যাহাদের আশয় দুষ্ট, কেবল কর্ম্মেতেই আসক্তি, পরের সম্পত্তিতে যাহাদের হৃদয় রোগ উপস্থিত করে, এবং যাহারা বাক্য দ্বারা পরের মর্ম্মপীড়া জন্মায়, ভবাদৃশ অনুপম সাধুর তাহাদিগকে বধ করা উচিত হয় না। প্রভো! ঐ সকল ব্যক্তি দৈব হইতেই হত হইয়াছে। (৪১) হে দেব! যে সকল ব্যক্তি ভগবানের দুরন্তা মায়ায় মোহিত-চিত্ত হইয়া ভেদদর্শী হয় তাহাদের কোন অপরাধ দেখিলে সাধুরা আপনাদের পর-দুঃখাসহিষ্ণুতা গুণে অনুকম্পা করিয়া থাকেন, তাহাদের উপরে পরাক্রম প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ মায়ামুগ্ধ লোকে যদি দৈবাৎ কোন অপ্রিয় কর্ম্ম করে, তাহাতে সাধু ব্যক্তিরা "আমারই এই রূপ অদৃষ্ট ছিল ইহাতে উহার অপরাধ কি" এই প্রকার বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে নষ্ট করিতে যান না। (৪২) প্রভো! সামান্য সাধু লোকের যখন এই রূপ ব্যবহার, তখন যে সকল ব্যক্তির আত্মা ভগবন্মায়ায় হত হওয়াতে চিত্ত স্ব২ কর্ম্মের অনুগত, তাহাদের অপরাধে আপনকার অনুগ্রহ

করা নিতান্ত উচিত, যেহেতু আপনি পরম পুরুষের মায়ায় অস্পৃষ্টমতি এবং সর্ব্বজ্ঞ। (৪৩) প্রভো! আপনি যজ্ঞ ফল দাতা, এবং যজ্ঞ ভাগ ভাগী, কুৎসিত যাজ্ঞিকেরা আপনাকে যজ্ঞীয় ভাগ প্রদান না করাতে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ আপনাকর্ত্তৃক হত হইয়া অসমাপ্ত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া সেই যজ্ঞ উদ্ধার করুন। এই যজমান পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠুক, এই ভগ আপনার চক্ষুর্দ্বয় পুনঃ প্রাপ্ত হউন, শুক্রের শ্মশ্রু ও পূষার দন্ত পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ প্ররোহিত হইয়া উঠুক। (৪৪) প্রভো! আপনকার প্রমথগণের অস্ত্র এবং শিলা প্রহারে অনেক দেবতার ও পুরোহিতের গাত্র ভগ্ন হইয়াছে আপনকার অনুগ্রহে তাঁহারাও আশু আরোগ্য লাভ করুন। (৪৫) হে রুদ্র! এই আপনকার ভাগ রহিল, অতঃপর যজ্ঞ করিলে যত অবশিষ্ট বস্তু থাকিবে সকলই আপনকার অংশ হইবেক। হে যজ্ঞঘ্ন! অদ্য আপনার ভাগ পাইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। (৪৬)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

দক্ষ ভবাদির স্তবে ভগবান্ বিষ্ণুর আবির্ভাব এবং তাঁহাকর্ত্তৃক দক্ষদ্বারা পুনশ্চ যজ্ঞ প্রবর্ত্তন।

মৈত্রেয় কহিলেন হে মহাবাহু বিদুর! পিতামহ ব্রহ্মা স্তব স্তুতি করিয়া ভগবান্ ভবের নিকট ঐ প্রকার প্রার্থনা করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া হাস্য পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে যাহা বলেন, বর্ণন করি, শ্রবণ কর। (১) মহাদেব বলিলেন প্রজানাথ! বালকেরদের অপরাধ আমি কখন বর্ণনা করি না এবং তদ্বিষয়ের চিন্তাও কদাচিৎ আমার মনে উদিত হয় না, যে সকল ব্যক্তি দেবমায়ায় অভিভূত, আমি তাহাদেরই দণ্ড করিয়াছি। (২) আপনি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, ভাল, প্রজাপতি দক্ষের মস্তক দগ্ধ হইয়াছে তাহার মুণ্ডে ছাগতুল্য মুখ পুনর্ব্বার হইবে। অপর এই ভগ মিত্র নামক দেবতার চক্ষুর্দ্বারা হবিঃ সম্বন্ধি স্বীয় ভাগ দেখিতে পাইবেন। (৩) আর পূষা পিষ্টভোক্তা হইলেন, ইনি যজমানের দন্ত দ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন। অপিচ এই সকল দেবতা, যাঁহারা আমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ভাগ দিলেন তাঁহাদের অঙ্গ ভগ্ন হইয়াছিল পুনর্ব্বার প্রকৃষ্ট রূপে কৃত হইল। (৪) কিন্তু যাঁহাদের অঙ্গ একেবারে নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের বাহু দ্বারা বাহু বিশিষ্ট এবং পূষার হস্ত দ্বারা হস্তবান হইবেন, অন্যান্য ঋত্বিকেরাও এই রূপ হইবেন আর ছাগের শ্মশ্রুই ভৃগুর শ্মশ্রু হইবেক। (৫)

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! মহাদেবের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল ব্যক্তির চিত্ত পরিতৃপ্ত হইল, সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে "সাধু সাধু" এই বাক্য বলিতে লাগিলেন। (৬) পরে দেবগণ এই বলিয়া মহাদেবকে আমন্ত্রণ করিলেন প্রভো! স্বয়ং আসিয়া সকল সম্পন্ন করুন। তদনন্তর দেবতারা শিব ও ব্রহ্মার সহিত মিলিয়া ঋষিগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন (৭) এবং ভগবান্ ভব যে প্রকার কহিয়াছিলেন সেই প্রকারে হস্ত বাহু প্রভৃতি সকল অঙ্গ সম্পন্ন করিয়া দক্ষের কায়ে যজ্ঞপশুর শিরঃ অর্থাৎ ছাগলের মুণ্ড বসাইয়া দিলেন। বৎস বিদুর! প্রজাপতি দক্ষের মস্তক ঐ প্রকারে সংযোজিত হইলে ভগবান্ রুদ্র একবার তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত

করিলেন। রুদ্রের ঈক্ষণ মাত্রে প্রসুপ্তের ন্যায় তাঁহার গাত্রোত্থান হইল, উঠিয়াই সম্মুখে ভগবান্ ভবকে দেখিতে পাইলেন। (৮)

দক্ষের আত্মা পূর্ব্বে শিবদ্বেষ হেতু আবিল হইয়াছিল ঐ সময় শিবসন্দর্শনে শরৎ কালীন হ্রদের তুল্য নির্ম্মল হইল। তিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে মানস করিলেন কিন্তু আপনার মৃতা দুহিতার স্মরণ হওয়াতে উৎকণ্ঠাজন্য বাষ্পে কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল সুতরাং ঐ মানস পূর্ণ করিতে পারিলেন না। যদিও প্রেমবশতঃ তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইয়াছিল তথাচ অনেক ক্ষণ পরে সংস্তম্ভন করিয়া একান্ত ভাবে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন (৯) ভগবন্! যদিও আমি আপনকার পরাভব করিয়াছিলাম তথাপি আপনি আমার প্রতি যে এই দণ্ড বিধান করিলেন ইহাতে আমার প্রতি আপনকার মহৎ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে, যেহেতু আপনি উপেক্ষা না করিয়া আমাকে শিক্ষা দিলেন। প্রভো! আপনাদের এই রূপ করা যুক্ত বটে, আপনকার এবং ভগবান্ হরির অব্রাহ্মণের প্রতিও অবজ্ঞা নাই, ইহাতে ধৃতব্রত বিপ্রের প্রতি উপেক্ষা হইবে সম্ভাবনা কি?। (১০) বিভো! আপনিই আত্মতত্ত্ব রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা হইয়া বিদ্যা তপস্যা এবং ব্রতধারি বিপ্রদিগকে মুখ হইতে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কারণে, হে সর্ব্বোৎকৃষ্ট! পশুপাল যেমন দণ্ডধারী হইয়া পশুগণকে রক্ষা করে তাহার ন্যায় আপনি সকল বিপদেতেই ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। (১১) প্রভো! ঐ বিষয়ে আপনকার প্রত্যুপকার আকাঙ্ক্ষা আছে এমতও বলিতে পারি না যেহেতু আমি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতে যজ্ঞ সভায় আপনার প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম আপনি আমার নিমিত্ত তাহা বিস্মৃত হইলেন এবং পূজ্যতমের নিন্দা করিয়া আমার যে অধঃপতন হইতেছিল তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন অতএব পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিলেই যাঁহার সন্তোষ হয় আমি কি তাঁহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব? (১২)

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর! প্রজাপতি দক্ষ এই প্রকারে ভগবান্ শঙ্করকে ক্ষমা করাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায় ঋত্বিক্ প্রভৃতি দ্বারা পুনরায় যজ্ঞ প্রবর্ত্ত করাইলেন। (১৩) অনন্তর ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ বিস্তার নিমিত্ত বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ত্রিকপাল হবিঃ (তিনটী কপালাকার পাত্র বিশেষ দ্বারা পাককরা চরু) নির্ব্বপণ করিলেন এবং শিবপারিষদ প্রমথাদির সংসর্গ জন্য দোষ শোধনার্থ পুরোডাশ (যজ্ঞীয় হবির্বিশেষ) নির্ব্বাপিত হইল। (১৪) তদনন্তর যজমান অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্বেদজ্ঞ পুরোহিতের সহিত যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ধ্যানস্থ হইলেন তাহাতে ভগবান্ হরির আবির্ভাব হইল। (১৫) তিনি দশ দিকের উদ্দ্যোতনকারিণী স্বীয় প্রভা দ্বারা সকল ব্যক্তির তেজঃ অধঃকৃত করিতে২ আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার বাহন গরুড়, ঐ পক্ষী বৃহৎ রথন্তর স্বরূপ দুইটী পক্ষ ধারণ করিয়াছিল। (১৬) তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ, কটিদেশে হিরণ্যের তুল্য রসনা, মস্তকে অর্কতুল্য কিরীট শোভা পাইতে ছিল, আর কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখমণ্ডল নীলবর্ণ অলক রূপ ভ্রমরে মণ্ডিত হইয়াছিল। অপর হরিণ্ময় ভুজ সকলে ভৃত্যরক্ষণার্থ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধনুর্ব্বাণ খড়্গ চর্ম্ম ব্যগ্র হওয়াতে পুষ্পিত কর্ণিকারের ন্যায় পরম শোভা হইতেছিল। (১৭) বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছিলেন এবং আপনি বনমালাধারী হইয়া উদার হাস্যকলা তথা কটাক্ষ লেশ দ্বারা বিশ্বসংসারের পরম প্রীতি জন্মাইতেছিলেন। আর উভয় পার্শ্বে ব্যজন ও চামর রাজহংসের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল এবং উপরে শ্বেত ছত্র শশিতুল্য

শোভাতিশয় বিস্তার করিয়া রহিয়াছিল। (১৮) যাহাহউক। তাঁহাকে এই প্রকারে সমাগত দেখিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্র ত্রিলোচন প্রভৃতি সুরগণ সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং সকলেই যথোচিত বিনয় সহকারে প্রণাম করিলেন। (১৯) যদিও ভগবান্ বিষ্ণুর তেজঃ দ্বারা দেবতাদের প্রভা তিরস্কৃত এবং ভয়ে চিত্ত ক্ষুভিত ও জিহ্বা অবসন্ন হইল, তথাপি তাঁহারা স্বং মস্তকোপরি অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিলেন। (২০) অপর যে সকল ব্রহ্মাদি তাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বৃত্তি বিশিষ্ট হওয়াতে তাঁহার মহিমা স্বরূপে গণ্য হন তাঁহারাও এই বলিয়া স্তব করিলেন এই ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ এই বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। (২১)

অনন্তর দক্ষ শোভন ভাজনে আসনাদি অর্হণ দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে করিতে ঐ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিকট গিয়া শরণাপন্ন হইলেন। বিদুর! ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বস্রষ্টাদেরও পরম গুরু, তৎকালে সুনন্দ নন্দাদি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। (২২) সে যাহা হউক। দক্ষ তদনন্তর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন প্রভো! আপনি স্বীয় স্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন, শুদ্ধ চৈতন্যঘনই আপনকার স্বরূপ, আপনকার সমস্ত বুদ্ধ্যবস্থা উপরত হইয়াছে, অতএব আপনি এক, অর্থাৎ ভেদ শূন্য এবং অভয়, কেননা দ্বিতীয় থাকিলেই তাহা হইতে ভয় সম্ভাবনা হয়। কিন্তু প্রভো! আপনি এ রূপ হইলেও জীব স্বরূপ নহেন, যেহেতু মায়াকে অভিভব করিয়া স্বতন্ত্র আছেন অথচ তাহার দ্বারা পুরুষনাট্য স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতেই আবার অবস্থিতি করিতেছেন অতএব অপরিশুদ্ধ অর্থাৎ রাগাদি বিশিষ্টের তুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন। (২৩)

ঋত্বিকেরাও আপনাদের অপরাধ পরিহার নিমিত্ত স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন হে অনঞ্জন! নন্দীশ্বরের শাপে আমাদের বুদ্ধি কর্ম্মেতেই আগ্রহান্বিত হইয়াছে, ইহাতে আমরা আপনকার তত্ত্ব জানি না সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের উপলক্ষণভূত বেদপ্রতিপাদ্য যজ্ঞ নামক যে আপনকার রূপ, তাহা অবগত হইলাম, তাহার নিমিত্ত আপনি ইন্দ্রাদি অধিদেবতার রূপ বিশেষ রূপে আশ্রয় করিয়াছেন। (২৪)

সভ্যগণ নিরীশ্বর যজ্ঞে ধনলোভ বশতঃ আপনাদের প্রবৃত্তি স্মরণ করিয়া অনুতাপ করত মনে করিলেন ভগবান্ বুঝি বিরক্ত হইয়াছেন অতএব সাশঙ্ক মনে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ভগবন্! এই সংসার বর্ত্ম অশরণ, ইহাতে বিশ্রামস্থান মাত্র নাই, প্রত্যুত গুরুতর ক্লেশ রূপ দুর্গম স্থান বিস্তর আছে। যমরূপ উগ্র ব্যাল সদা ইহাকে লক্ষ্য করিতেছে, এখানে মৃগতৃষ্ণারও অল্পতা নাই, বিষয় রূপ বহুং মৃগতৃষ্ণা দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সকলই এখানে বহুতর গর্ত্ত স্বরূপ, খল রূপ ব্যাঘ্রাদির ভয় এ স্থানে সদাই বর্ত্তমান, এবং শোক রূপ দাবাগ্নি এখানে সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে, এই সংসারে অজ্ঞ সমূহ কোন্‌কালে আপনকার চরণ রূপ নিবাস প্রাপ্ত হইবে? প্রভো! অহঙ্কারাস্পদ শরীর এবং মমত্বাস্পদ গৃহই তাহাদের গুরুতর ভার, তাহারা কাম দ্বারা সদাই পীড়িত হয়। (২৫)

অনন্তর ভগবান্ রুদ্র, যিনি আপনার নিন্দা পূর্ব্বে অসহ্য বোধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তাহাতে উপেক্ষা করত কহিলেন হে বরদ! আপনকার বর চরণ অখিলার্থের সাধক, এই নিমিত্ত নিষ্কাম মুনিরাও পরম সমাদরে তাহার পূজা করিয়া থাকেন। ঐ চরণে আমার চিত্ত নিবেশিত হওয়াতে অজ্ঞ লোকে যদি আমাকে আচার ভ্রষ্ট বলিয়া জল্পনা করে আমি তাহা গণ্য করিব না। আপনকার পরম অনুগ্রহ জ্ঞান করিয়া মনোমধ্যে সুসন্তুষ্ট থাকিব। (২৬)

পরে মহর্ষি ভৃগু অজ্ঞান কৃত অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনায় কহিতে লাগিলেন ভগবন্, আপনকার গহনা মায়া দ্বারা ব্রহ্মাদি দেহিরাও আত্মবোধে বঞ্চিত হইয়া অজ্ঞান তিমিরে শয়ান আছেন, আপনকার তত্ত্ব তাঁহাদের আত্মাতে অনুগত, এখনও তাহা জানিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আপনি প্রণত জনের আত্মা ও বন্ধু, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৭)

মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মাদির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ রূপ উক্তি করিলে ব্রহ্মা সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া আপনার তত্ত্ব জ্ঞান প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন ভগবন্! পদার্থের ভেদ গ্রাহক ইন্দ্রিয় গণ দ্বারা পুরুষ যাহা২ দর্শন করে কিছুই আপনকার স্বরূপ নহে। আপনি বিষয় ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের আশ্রয় সত্য, কিন্তু মায়াময় যে অসৎ পদার্থ, তাহা হইতে আপনি ভিন্ন। (২৮)

ব্রহ্মার ঐ রূপ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল পদার্থই মিথ্যা, ইন্দ্র ঐ রূপ উক্তি সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন হে অচ্যুত! তোমার এই শরীর প্রপঞ্চের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় নহে, এই যে দেহ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, এই শরীর হইতেই কি বিশ্ব প্রকাশ পায়? আহা এই মূর্ত্তি মনঃ ও নয়নের কেমন আনন্দজনক, এবং দেবারিগণের বিনাশকারি আটটী বাহু দণ্ডে কেমন সুশোভন হইয়া রহিয়াছে! (২৯)

তদনন্তর ঋষিপত্নীরা স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন হে পদ্মনাভ! এই যজ্ঞ তোমার যজনার্থ প্রথমে ব্রহ্মা সৃজন করেন, অদ্য ভগবান্ পশুপতি দক্ষের প্রতি কোপ করিয়া ইহা নষ্ট করিলেন। হে যজ্ঞমূর্ত্তে! আমাদের যজ্ঞের উৎসব উপরত হইয়াছে, আপনি নলিন নয়ন দ্বারা একবার দেখিয়া ইহা পবিত্র করুন। (৩০)

তৎপশ্চাৎ ঋষিরা স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন হে ভগবন্! আপনকার বিচেষ্টিত অঘটমান ও পরস্পর অসঙ্গত এমত বোধ হয় না, যেহেতু আপনি স্বয়ং কর্ম্ম করেন অথচ তাহাতে লিপ্ত হন না। অপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অন্য ব্যক্তিরা সম্পত্তির নিমিত্ত যে ঈশ্বরীর উপাসনা করেন সেই দেবী আপনকার সেবা নিমিত্ত স্বয়ং অনুবর্ত্তমানা, তথাচ আপনি তাঁহাকে আদর করেন না। (৩১)

সিদ্ধগণ ভগবানের কথা রূপ অমৃতে আনন্দ প্রকাশ করত এই বলিয়া স্তব করিলেন হে ভগবন্! আমাদের মনোরূপ এই মাতঙ্গ ক্লেশ রূপ দাবানলে দগ্ধ এবং তৃষ্ণায় আর্ত্ত হইয়াছে, আপনকার কথা রূপ পরিশুদ্ধ পীযূষ নদীতে অবগাহন করুক। তাহা হইলে সংসারের তাপরূপ দাবাগ্নি বিস্মৃত হইবেক এবং পর ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্তের ন্যায় হওয়াতে তাহা হইতে আর নির্গতও হইবেক না। (৩২) পরে যজমানপত্নী স্তব করিয়া বলিলেন হে ঈশ! আপনকার সুখে আগমন হইয়াছে? হে শ্রীনিবাস! প্রসন্ন হউন, আপনাকে প্রণাম করি। প্রভো! মস্তক হীন কবন্ধ পুরুষ সুশোভন কর চরণাদি দ্বারাও যেমন শোভা পায় না তাহার ন্যায় আপনা ব্যতিরেকে যজ্ঞ প্রযাজাদি অঙ্গ বিশিষ্ট হইলেও শোভা পায় না। অতএব আপনি আপন কান্তা সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন। (৩৩) লোকপাল সকল স্বয়ং ঈশ্বরাভিমানী অথচ ভগবানের তত্ত্ব দেখিতে পান না ইহাতে তাঁহারা আক্ষেপ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন ভগবন্! তুমি প্রত্যেক জীবের দ্রষ্টা, যেহেতু বিশ্ব সংসার দর্শন করিয়া থাক। অসৎ পদার্থ প্রকাশক ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা তুমি কি দৃষ্ট হও না? অবশ্যই হও, কিন্তু প্রভো! তুমি যে স্বয়ং ষষ্ঠ স্বরূপ হইয়া পঞ্চ ভূত দ্বারা প্রকাশ পাও ইহা তোমার

মায়ামাত্র, ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি শুদ্ধচিত্ত, তুমি তাহাদের নিকটে শুদ্ধসত্ব মূর্ত্তি স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাক, আমাদের ইন্দ্রিয় বহির্মুখপ্রবৃত্ত, ইহাতে আমাদের সমক্ষে পঞ্চভূতোপলক্ষিত জীব বিশেষের ন্যায়ংপ্রকাশ পাও, বস্তুতঃ তুমি আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হও না, অতএব তুমি আমাদিগের জীবনাধিক। (৩৪)

তদনন্তর যোগেশ্বরেরা স্তব করিয়া কহিলেন প্রভো! তুমি বিশ্বের আত্মা, পর ব্রহ্ম, তোমাতে যে ব্যক্তি আপনার পৃথক্ত্ব দর্শন না করেন তাহা অপেক্ষা তোমার প্রিয়তর অন্য কেহ নাই, যদিও ইহা সত্য, তথাপি হে ভক্তবৎসল! তোমার নিকট আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা যে সকল ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা তোমার ভজনা করে তাহা-দের প্রতি যেন অনুগ্রহ থাকে। ৩৫) হে দেব! জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং বিনাশ এই সকল নিমিত্ত তোমার যে মায়ার গুণ জীব সকলের অদৃষ্ট বশতঃ বহু প্রকারে বিভিন্ন হয় সেই মায়া দ্বারা তুমি আপনাতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে ব্রহ্মাদি ভেদ বুদ্ধি রচনা করিয়াছ এবং কেবল স্বরূপাবস্থান দ্বারা আত্মাতে ভেদভ্রম গুণ ও তাহার হেতু সকল নিবর্ত্তিত করিয়া থাক, অতএব তোমার মহিমা অপার, তোমাকে নমস্কার। (৩৬)

অনন্তর ব্রহ্মা এই বলিয়া স্তব করিলেন হে দেব! আপনি সত্বগুণ অব-লম্বন করিয়াছেন, এই কারণে ধর্ম্মাদি প্রসব করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার করি। বিভো! আপনি নির্গুণও হন, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! একের সগুণত্ব নির্গুণত্ব যদিও ঘটে না তথাচ আপনাতে কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনার তত্ব আমি জানি না, এবং রুদ্রাদিও তাহা অবগত নহেন। (৩৭)

তৎপরে অগ্নি ঐ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া কহিলেন যাঁহার তেজঃদ্বারা আমার তেজঃ সুন্দর রূপে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, যাঁহাতে আমি প্রশস্ত যজ্ঞ সকলে ঘৃতাক্ত হবিঃ (হোমীয় দ্রব্য) বহন করি, সেই যজ্ঞপালক যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্‌কে প্রণাম করি। তিনি অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, এবং পশুযাগ, এই পঞ্চ প্রকার যজ্ঞেরই স্বরূপ, এবং ঐ পঞ্চ প্রকার যজ্ঞমন্ত্র দ্বারাই সুন্দর রূপে পূজিত হন। (৩৮)

তৎপরে দেবগণ স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রভো! আপনিই আদ্য পুরুষ, প্রলয়কালে আপনিই স্বকৃত এই সমস্ত কার্য্য উদর মধ্যে সংহার করিয়া জলো-পরি শেষ রূপ শয্যায় শয়ন করেন। সে সময় জনলোক নিবাসি সিদ্ধগণ সবিস্ময় চিত্তে আপনকার জ্ঞানমার্গ চিন্তা করিয়া থাকেন। প্রভো! আপনি সেই পুরুষ, এক্ষণে এই আমাদের চক্ষুর পথে ভ্রমণ করিতেছেন এবং আমরা যে আপনকার ভৃত্য, আমাদি-গকে রক্ষা করিতেছেন। (৩৯)

অনন্তর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণ স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন হে মহত্তম! এই সকল মরীচি প্রভৃতি ঋষি এবং রুদ্র প্রমুখ এই সমস্ত ব্রহ্মা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা, এই সমুদায় যাঁহার অংশ অথবা অংশের অংশ, অপর এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ক্রীড়া ভাণ্ড, আপনি সেই পুরুষ, আপনাকে নিত্য নমস্কার করি। (৪০)

তৎপশ্চাৎ বিদ্যাধরেরা কহিতে লাগিলেন প্রভো! পুরুষার্থ সাধন এই কলেবর প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে আপনকার মায়াবশতঃ "আমি, আমার" ইত্যাদি অভিমান করিয়াও যে ব্যক্তি আপনকার কথামৃত পান করে কেবল সেই জন ঐ মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে, অন্য কাহারো সাধ্য নাই। প্রভো! উন্মার্গগামি পুত্রাদি কর্ত্তৃক অধিক্ষিপ্ত হইলে কোন২ ব্যক্তির গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হয় কিন্তু তাহাতেও

তাহার মোহ পরিত্যাগ হয় না, কারণ সে অসদ্বিষয়েতেই লালসান্বিত। (৪১) শেষে ব্রাহ্মণেরা স্তব করিতে লাগিলেন ভগবন্! তুমিই যজ্ঞ, তুমিই হবিঃ তুমিই হুতাশন, তুমিই মন্ত্র, তুমিই সমিৎ, তুমিই দণ্ড, তুমিই যজ্ঞপাত্র। তুমিই সদস্য, তুমিই ঋত্বিক্, তুমিই যজমানরূপ স্ত্রীপুরুষ, তুমিই দেবতা, তুমিই অগ্নিহোত্র, তুমিই স্বধা, তুমিই সোমরস, তুমিই আজ্য, তুমিই যজ্ঞীয় পশু। (৪২) হে দেব! এই ধরা পূর্ব্বে রসাতলগতা হইতেছিল তাহা দেখিয়া, যেমন হস্তী অবলীলাক্রমে পদ্মিনীর উদ্ধার করে তাহার ন্যায়, তুমি মহাবরাহ রূপে লীলা করিয়া গর্জ্জন করিতেং ইহার উদ্ধার করিয়াছ। হে বেদমূর্ত্তে! যজ্ঞই তোমার কর্ম্ম, তোমার ঐ কার্য্য দর্শন করিয়া যোগিগণ কতই স্তব করিয়াছিলেন। (৪৩) অতএব তুমিই সেই ভগবান্, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমাদের যজ্ঞ কর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হওয়াতে আমরা তোমারই দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, আমাদের যজ্ঞটী উদ্ধার করিয়া দাও। হে যজ্ঞেশ! এ কর্ম্ম তোমার অশক্য নহে, যেহেতু তোমার নাম সংকীর্ত্তন করিলে যজ্ঞবিঘ্ন সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (৪৪)

মৈত্রেয় কহিলেন হে ভদ্র! এই প্রকারে সকলে যজ্ঞপতি বিষ্ণুর গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলে দক্ষ আপনার যে যজ্ঞ রুদ্ররোষে বিনষ্ট হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্ত করাইলেন। (৪৫)

হে অনঘ বিদুর! বিষ্ণু সকলের আত্মা স্বরূপ, এ প্রযুক্ত যদিও সকলের ভাগভোক্তা, এবং স্বয়ং ভগবান্, ইহাতে যদিও নিত্য আনন্দে পরিতৃপ্ত, তথাপি ঐ যজ্ঞে আপনার ভাগ ত্রিকপাল পুরোডাশ প্রাপ্ত হওয়াতে যেন সাতিশয় প্রীত হইলেন এই রূপ ভাব প্রকাশ করত দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন (৪৬) দক্ষ! এই যে আমি জগতের কারণ, আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষী, স্বপ্রকাশ এবং উপাধিশূন্য, এই আমিই শঙ্কর এবং আমিই ব্রহ্মা, (৪৭) কারণ এই আমিই গুণময়ী আত্ম মায়ায় অধিষ্ঠান করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার নিমিত্ত ঐ তিন ক্রিয়ার উপযুক্ত নাম গ্রহণ করিয়া থাকি। (৪৮) অতএব আমি অদ্বিতীয়, সমান অসমান ভেদরহিত, পরব্রহ্ম স্বরূপ পরমেশ্বর। অজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাতে ব্রহ্ম রুদ্র এবং ভূত এই প্রকার ভেদ দর্শন করে। (৪৯) পরন্তু যে পুরুষ বিদ্বান্, তাহার যেমন আপনার মস্তক হস্তাদি অঙ্গেতে পরকীয় বুদ্ধি হয় না তাহার ন্যায় মৎপর ব্যক্তি ভূত সকলে ভেদ জ্ঞান করেন না। (৫০) অতএব আমারদের তিন জনের একই স্বরূপ, আমরা তিন জনেই সকল প্রাণির আত্মা, যে ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে ভেদ দর্শন না করে সেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। (৫১)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ভগবান্ বিষ্ণু এই প্রকার আদেশ করিলে প্রজাপতিদের পতি দক্ষ ত্রিকপাল যজ্ঞ রূপ অসাধারণ যাগ দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া পরে অঙ্গ এবং প্রধান উভয়বিধ যজ্ঞ করণক দেবতাদের পূজা করিলেন। (৫২) তদনন্তর সমাহিত চিত্তে রুদ্রেরও নিজ ভাগ (যজ্ঞাবশিষ্ট অংশ) দিয়া সপর্য্যা করিয়া সমাপনীয় কর্ম্ম দ্বারা সোমপ ও অন্যান্য দেবতাদিগের পূজা করিলেন। (৫৩) তাহার পরে কর্ম্ম সমাপন হইল, ঋত্বিক্ গণের সহিত যজমান অবভৃত স্নান করিলেন। (৫৪) বৎস বিদুর! যদিও দক্ষের স্বীয় মাহাত্ম্য দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হইল তথাচ তাহাকে ধর্ম্ম বিষয়ক মতি দিয়া দেবতারা কর্ম্মাবসানে স্বর্গ গমন করিলেন।

বৎস! বিদুর! আমরা শুনিয়াছি, দক্ষকন্যা সতী এই প্রকারে পূর্ব্ব কলেবর পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ক্ষেত্র মেনকার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৫৫) কিন্তু প্রলয়কালীন সুপ্তা শক্তি যেমন ঈশ্বরকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় তিনি পুনরায় সেই দয়িত পতিকেই প্রাপ্ত হন; যেহেতু যে সকল ব্যক্তি অনন্য ভাব, ভগবান্ ভব তাহাদের একমাত্র গতি। (৫৬) বিদুর! দক্ষাধ্বরধ্বংসকারি ভগবান্ ভবের এই সমস্ত কর্ম্মের বিবরণ বৃহস্পতি শিষ্য উদ্ধবের নিকট আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে কুরু বংশাবতংস! ভগবান্ শঙ্করের এই চরিত্র পরম পবিত্র এবং যশস্কর, ইহাতে কলুষ রাশি বিনাশ হয়। যে মনুষ্য ইহা আকর্ণন করিয়া ভক্তি ভাবে কীর্ত্তন করিবেন তাঁহার সংসার দুঃখ দূরীভূত হইবে। (৫৭)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

বিমাতার বাক্যে রোষ পরবশ হইয়া পুরহইতে নির্গমন পূর্ব্বক ধ্রুবের তপস্যা দ্বারা হরি তোষণ।

মুনিবর মৈত্রেয় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনু কন্যার বংশ বর্ণন দ্বারা ব্রহ্মপুত্র মরীচি প্রভৃতির বংশ বর্ণনা করিয়া এক্ষণে অবশিষ্ট বিষয়ের বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস! সনকাদি ঋষিগণ এবং নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি, যতি, এই সকল মুনি, ইহারা ব্রহ্মার পুত্র, কদাপি গার্হস্থ্যাশ্রম করেন নাই, কারণ ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন, অতএব ইহাদের বংশ নাই। (১) হে শত্রুহন্! অধর্ম্মও ব্রহ্মার পুত্র, তাঁহার ভার্য্যা মিথ্যা। ঐ মিথ্যা মায়া নামে এক কন্যা এবং দম্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। বৎস! যদিও ঐ পুত্র কন্যা পরস্পর সোদর, তথাচ অধর্ম্মাংশ প্রভব, এ প্রযুক্ত তাহারা পরস্পর মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, নিঋতি আপনি অপুত্র ছিলেনএকারণ ঐ মিথুন অর্থাৎ বালক বালিকাকে গ্রহণ করিলেন। (২) হে মহামতে! উক্ত দম্ভ এবং মায়া হইতে লোভ ও নিকৃতি (শঠতা) নামে দুইটী পুত্র কন্যা হইল। তাহারাও পরস্পর স্ত্রীপুরুষ ভাবাপন্ন হওয়াতে তাহাদের হইতে ক্রোধ এবং হিংসা এই মিথুন উৎপন্ন হইল। অনন্তর তাহাদের হইতে কলি ও তাহার ভগিনী দুরুক্তি জন্মিল। (৩) হে সত্তম! ঐ দুরুক্তির গর্ব্ভে কলির এক কন্যা ও এক পুত্র হইল। কন্যার নাম ভীতি, পুত্রের নাম মৃত্যু। তাহারাও পতিপত্নী হইয়াছিল, তাহাদের দুই জনের আবার তীব্রবেদনা কন্যা ও নিরয় নামে পুত্র জন্মে। (৪) হে অনঘ! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে এই প্রতিসর্গ অথবা অধর্ম্মবংশ বর্ণন করিলাম, ইহা পুণ্যের হেতু, কারণ পরিত্যাগ করিলে পুণ্য সঞ্চার হয়। যে পুরুষ এই বৃত্তান্ত তিন বার শ্রবণ করিবেন তাঁহার আত্মমল দূরীভূত হইবে। (৫)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রবংশ বর্ণন করি, শুন। বৎস! ঐ মনুর কীর্ত্তি অতিশয় পবিত্র, যেহেতু ভগবান্ হরির অংশ যে ব্রহ্মা, তাঁহার অংশ অর্থাৎ দেহার্দ্ধ হইতে তিনি উৎপন্ন হয়েন। (৬) উক্ত স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপার পতি, তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র হয়। ভগবান্ বাসুদেবের অংশে তাহাদের জন্ম, অতএব দুই জনেই জগতের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। (৭)

ঐ দুই মনুপুত্রের মধ্যে উত্তানপাদ দুইটী দার পরিগ্রহ করেন যথা সুনীতি ও সুরুচি। তন্মধ্যে সুরুচি পতির অতিশয় প্রেয়সী হয়েন, সুনীতি তদ্রূপ হইতে পারেন নাই, ইহাঁরই পুত্র ধ্রুব। (৮)

একদা রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে ছিলেন, তাহা দেখিয়া ধ্রুবও পিতার অঙ্ক আরোহণের বাঞ্ছা করিলেন, কিন্তু রাজা কোলে লওয়া দূরে থাকুক, বাক্যদ্বারাও তাঁহাকে আহ্লাদ করিলেন না। (৯) সে সময় সুরুচি রাজসন্নিধানে দণ্ডায়মানা ছিলেন, সপত্নীপুত্র ধ্রুবকে পিতৃক্রোড়ে আরোহণার্থ ইচ্ছুক দেখিয়া রাজার সমক্ষেই ঈর্ষা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন (১০) অরে ধ্রুব! তুই রাজপুত্র হইলেও নৃপতির আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহিস্ কারণ আমি তোকে গর্ব্ভে ধারণ করি নাই, তুই বালক, আপনি যে রাজার অন্য স্ত্রীর গর্ব্ভে জন্মিয়াছিস্ নিশ্চয় তাহা জানিস্ না, তাহাতেই এই দুর্লভ বিষয়ে অভিলাষ করিতেছিস্। (১১) অরে! যদি নৃপাসনে আরোহণের বাসনা থাকে এক কর্ম্ম কর্, তপস্যা করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা কর্ এবং তাঁহার অনুগ্রহে আমার উদরে আসিয়া জন্ম ল। (১২)

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! বিমাতার এই প্রকার দুরুক্তিতে বিদ্ধ হইয়া ধ্রুব দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা দেখিতেছিলেন তথাচ কোন কথা কহিলেন না, তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইল। অতএব ধ্রুব পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে২ জননীর সন্নিধানে গমন করিলেন। (১৩)

সন্তান দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, বাষ্পবশতঃ তাহার ওষ্ঠ ও অধর বারম্বার কাঁপিতেছে, অবলোকন করিয়াই সুনীতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন, পরে সপত্নী যাহা২ বলিয়াছিল সে সকল কথা যখন অন্তঃপুরস্থ লোকদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন তখন তাঁহার অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যথিত হইল। (১৪) শোক রূপ দাবানল প্রজ্বলিত হওয়াতে দাবাগ্নিগতা লতার ন্যায় পরিম্লান হইয়া ধৈর্য্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সপত্নীর বাক্য স্মরণ হওয়াতে তাঁহার কমল তুল্য সুশোভন লোচন বাষ্পকলায় আকুল হইল। (১৫) সুনীতি বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কোন রূপেই দুঃখের পার দেখিতে পাইলেন না। অতএব বালককে কোমল সম্বোধন করিয়া বলিলেন তাত! এ বিষয়ে অন্যের অপরাধ মনে করিও না, যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দেয় সে আপনার প্রদত্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। (১৬) সুরুচি সত্যই বলিয়াছে আমি অতি দুর্ভাগাই বটে, তুমি আমার গর্ব্ভে ধৃত ও আমার স্তন্য দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ, ইহাতে কি প্রকারে রাজাসন পাইবার যোগ্য হইবে? বৎস! আমি এমন দুর্ভাগ্যা, যে আমাকে ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জা বোধ হয়। (১৭) তাত! তোমার বিমাতা যাহা বলিয়াছেন তপস্যা করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা কর ইত্যাদি, তাহা যথার্থ, যদি তোমার বৈমাত্রেয় উত্তমের তুল্য রাজাসন আরোহণে অভিলাষ থাকে তাহা হইলে ভগবান্ হরির পাদপদ্ম আরাধনা কর। (১৮)

বৎস! সেই ভগবান্ অধোক্ষজ বিশ্বের পালন নিমিত্ত সত্ত্বগুণাধিষ্ঠান স্বীকার করেন। তাঁহার মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব, ব্রহ্মা তাঁহারই পাদ পদ্ম সেবা করিয়া পারমেষ্ঠ্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, মন ও প্রাণের জয়কারি যোগিগণ যে পদের সর্ব্বদা বন্দনা করিয়া থাকেন। (১৯) অপর তোমার পিতামহ ভগবান্ মনু তাঁহাকেই

সর্ব্বান্তর্যামি জানিয়া যথেষ্ট দক্ষিণা যুক্ত বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন তাহাতে তাঁহার অন্যদুর্লভ দিব্য পার্থিব সুখ এবং অন্তে অপবর্গ প্রাপ্তি হয়। (২০) অতএব হে পুত্র! তুমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তিনি ভক্ত বৎসল, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁহারই পাদপদ্মের পথ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। তাহার পরে অন্য ভাব ত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম্ম দ্বারা শোধিত চিত্তে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারই উপাসনা করিও। (২১) বৎস! সেই পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি হইতে তোমার দুঃখ বিনাশের সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাওয়া অতি দুরূহ। তাত! ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমলা আপনার হস্তে প্রদীপের তুল্য কমল লইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ান্। (২২)

জননীর এই প্রকার বিলাপ এবং অর্থসাধক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব মনোদ্বারা মনঃ সুংযম পূর্ব্বক পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

যখন এই বিষয়ের সংবাদ নারদের সুগোচর হইল, তিনি ধ্যানযোগে ধ্রুবের মানস জানিতে পারিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং যে হস্ত সংস্পর্শে পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেই হস্ত দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া মনেং সবিস্ময় বচনে কহিতে লাগিলেন (২৩) অহো ক্ষত্রিয়দিগের কি তেজঃ! ইহারা কিঞ্চিন্মাত্র মানভঙ্গ সহিষ্ণুতা করিতে পারে না, ইনি বালক হইয়াও বিমাতার সেই অসদ্বাক্য এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন, তাহাতেই ইহাঁর এ রূপ নির্ব্বন্ধ।

অনন্তর দেবর্ষি প্রকাশ করিয়া ধ্রুবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন পুত্র! এখন তুমি বালক, ক্রীড়াদিতে আসক্ত, এখন তোমার মান বা অপমান কিছুই তো আমাদের লক্ষ্য হয় না। (২৪) আর যদি তোমার মান অপমানের বিবেচনা হইয়া থাকে, তথাপি মোহ ব্যতীত অসন্তোষের অন্য কারণ দেখিতে পাই না, যেহেতু লোকে সুখ অথবা দুঃখ যে কিছু হয় কর্ম্মই তাহার বীজ, (২৫) অতএব ঈশ্বর গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরানুকূল্য ব্যতিরেকে কোন উদ্যম ফলদ হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া দৈব বশতঃ যাবৎ উপস্থিত হয় তাবন্মাত্রেই পরিতুষ্ট হওয়া উচিত। (২৬)

বৎস! তোমার এ উদ্যম অতি দুষ্কর। তুমি আপন জননীর উপদিষ্ট যোগ দ্বারা যাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ তিনি পুরুষমাত্রের অতিশয় দুরারাধ্য। (২৭) মুনিরা নিঃসঙ্গ এবং তীব্রযোগ যুক্ত সমাধি দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও বহু জন্মে তাঁহার পদবী জানিতে পারেন না (২৮) এই কারণে তাঁহার আরাধনা অতি কঠিন। অতএব তুমি এই নিষ্ফল নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ কর। যখন তোমার শ্রেয়ঃসময় (বৃদ্ধত্ব) উপস্থিত হইবে, তখন এ বিষয়ের নিমিত্ত যত্ন করিও। (২৯) তাত! যাহার প্রতি দৈব যাহা বিধান করিয়াছেন সে ব্যক্তির তাহাতেই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখা উচিত হয় অর্থাৎ অদৃষ্ট বশতঃ সুখ উপস্থিত হইলে মনে করা উচিত আমার পুণ্য ক্ষয় হইতেছে, দুঃখ উপস্থিত হইলে এই মনে করা কর্ত্তব্য পাপ ক্ষয় হইতেছে। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া আপনাতে সন্তোষ জন্মাইবে, এ রূপ করিলেই দেহী মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। (৩০) অপর যে ব্যক্তি গুণাধিক পুরুষকে দেখিয়া প্রীতি করে, কদাচ অসূয়া করে না, গুণাধমের প্রতি দয়া করে, তাহাকে তিরস্কার বা অপমান করে না, এবং সমান লোকের সহিত মিত্রতা করে, স্পর্দ্ধা করে না, তাহাকে কখন সন্তাপে অভিভূত হইতে হয় না।

দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত কহিলেন ভগবন্! সুখ দুঃখে হতাত্ম পুরুষদের এই যে শম আপনি দয়া করিয়া প্রদর্শন করি-

লেন ইহা আমার সমান লোকদের দুর্দর্শ, সত্য (৩১) কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় স্বভাব প্রাপ্ত হওয়াতে দুর্বিনীত হইয়াছি এবং স্থরুচির দুর্ব্বাক্য রূপ বাণ দ্বারা আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই বিদীর্ণ হৃদয়ে ইহা স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না। (৩২) প্রভো! আমার পিতৃগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যে পদে কখন অধিষ্ঠান করেন নাই এবং যাহা ত্রিভুবন মধ্যে উৎকৃষ্ট, আমি সেই পদ জয় করিতে ইচ্ছা করি, তদ্বিষয়ের যাহা উত্তম বর্ত্ম, বলিয়া দেউন। (৩৩) আপনি পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার অঙ্গজ, পরম ভাগবত, দিবাকরের ন্যায় জগতের হিতার্থ বীণা বাজাইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আমার প্রতি দয়া করুন।

মৈত্রেয় কহিলেন ধ্রুবের এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদের পরম প্রীতি জন্মিল, সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে এই সদ্বাক্য কহিলেন। (৩৪)

নারদ কহিলেন। বৎস! তোমার জননী যাহা বলিয়াছেন তাহাই তোমার অভিপ্রেতার্থের সিদ্ধির পথ। সেই পথ ভগবান্ বাসুদেবই, তুমি তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া তাঁহাকেই ভজনা কর। হে তাত! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ রূপ আপনার কল্যাণ অভিলাষ করে তাহার ঐ বিষয়ে এক হরি চরণ সেবনই কারণ হইতে পারে, অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্ম সেবা করিলেই ঐ অভিলাষ পূর্ণ হয়। (৩৫) অতএব হে তাত! যমুনার পরিষ্কৃত তটে মধুবন নামে যে বন আছে যেখানে অধ্যয়নাদির অভাবেও ভগবান্ হরি নিত্য সন্নিহিত আছেন, তথায় গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। (৩৬) বৎস! সেখানে গিয়া যমুনার পুণ্য জলে সায়ং প্রাতঃ স্নান করহ এবং আপনার কর্ত্তব্য দেব নমস্কারাদি কর্ম্ম করিয়া কুশাদি ও স্বস্তিকাদি দ্বারা আসন বিরচন পূর্ব্বক উপবেশন কর। (৩৭) পরে রেচক পূরক কুম্ভক রূপ ত্রিবৃত প্রাণায়াম করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য জয় করিয়া ধীর মনঃ দ্বারা পরম গুরু ভগবান্ হরির ধ্যান করিও। (৩৮) বৎস! ভগবান্ হরি সুরগণ মধ্যে পরম সুন্দর, তাঁহার নাসিকা এবং ভ্রূ পরম রমণীয়, কপোল মনোহর, বদন ও নয়ন সদাই প্রসন্ন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন প্রসন্ন হইবার নিমিত্ত অভিমুখ হইতেছেন। (৩৯) তাঁহার অঙ্গ সকল রমণীয়, ওষ্ঠ এবং চক্ষু অরুণ বর্ণ। তিনি স্বয়ং তরুণ, প্রণত জনের আশ্রয় দাতা, সকলের সুখকর, শরণাগত রক্ষক এবং করুণার সমুদ্র। (৪০) আর তিনি শ্রীবৎসাঙ্ক, ঘন শ্যাম, পুরুষ লক্ষণ যুক্ত এবং বনমালাধারী। তদীয় চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সর্ব্বদা শোভমান। (৪১) তাঁহার মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ূর ও বলয়, গলদেশে কৌস্তুভ মণি এবং পরিধান পীত কৌষেয় বসন। (৪২) কটিদেশে কাঞ্চী-কলাপ পর্য্যস্ত, চরণে কাঞ্চন নূপুর দেদীপ্যমান। তিনি অতিশয় দর্শনীয় এবং মনঃ ও নয়নের আনন্দকারী। (৪৩) বৎস! যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অর্চ্চনা করে নখরূপ মণি শ্রেণিতে দেদীপ্যমান চরণ দ্বয় দ্বারা তিনি তাহাদের হৃৎ পদ্মের কর্ণিকাস্থান আক্রমণ করিয়া মনোমধ্যে স্থিতি করেন। (৪৪) বৎস! তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত ধারণা দ্বারা সুস্থির এবং একাগ্র মনে বরদ শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্‌কে ঈষৎ হাস্যকারি এবং অনুরাগ সহিত দর্শনকারির ন্যায় ধ্যান করিও। (৪৫) ধ্রুব! এই রূপে ভগবানের সুভদ্র রূপ ধ্যান করিলে তোমার মনঃ অচিরেই পরা নির্বৃতি সম্পন্ন হইবে আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না। (৪৬)

হে রাজনন্দন! পরম গুহ্য যে মন্ত্র, তাহাও তোমাকে বলি শ্রবণ কর। সেই মন্ত্রের এ রূপ মাহাত্ম্য যে সপ্তরাত্র পাঠ করিলে তৎপ্রভাবে পুরুষ খেচর দিগকে দেখিতে

পায়। সেই মন্ত্র এই " ওঁনমো ভগবতে বাসুদেবায় "। হে বৎস ! দেশ কালের বিভাগজ্ঞ সাধক এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিবিধ দ্রব্য দিয়া ভগবানের দ্রব্যময়ী পূজা করিবেক। (৪৭) অর্থাৎ পবিত্র জল মাল্য, বন্য ফল মূল, প্রশস্ত দূর্ব্বাঙ্কুর এবং আরণ্য বসন অর্থাৎ ভূর্জ্জত্বক্ ইত্যাদি, তথা প্রিয়া তুলসী, এই সকল দ্রব্য দিয়া অর্চ্চনা করিবেক। (৪৮) যদি দ্রব্যময়ী অর্চ্চা অর্থাৎ শিলাদি নির্ম্মিতা প্রতিমা প্রাপ্ত হয় তাহাতেই পূজা করিবেক, অভাবে মৃত্তিকা জলাদিতেও অর্চ্চনা করিবে। (৪৯) কিন্তু পূজা করিবার নিমিত্ত পূজককে ধৃতচিত্ত, মনন শীল, শান্ত, যতবাক্ এবং পরিমিত অথচ বন্য ফল মূলাহারী হইতে হইবেক। (৫০) তদনন্তর উত্তম শ্লোক ভগবান্ স্বেচ্ছাবতারের চরিত্র দ্বারা নিজ মায়ায় রচনা পূর্ব্বক যাহা২ করিবেন তাহা হৃদয় মধ্যে কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবেক। (৫১) অপর ভগবানের যত প্রকার পরিচর্য্যা পূর্ব্বে কার্য্যত্ব রূপে বিহিত হইয়াছে উল্লিখিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিবেক। (৫২)

হে ধ্রুব ! এই প্রকারে কায় মনোবাক্যে ভক্তিমতী পরিচর্য্যা দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিলে অকপট উপাসকের ভাব বর্দ্ধনকারী ভগবান্ হরি দেহধারি নরের ধর্ম্মাদির অবিরোধি যে শ্রেয়ঃ, তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। (৫৩) কিন্তু যে ব্যক্তি সদ্যঃ মুক্তি লাভের বাসনা করিবেন তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মহতী ভক্তি যোগ দ্বারা একান্ত ভাবে ভজনা করা আবশ্যক, অর্থাৎ তদ্দ্বারাই সদ্যঃ মুক্তি হয়। (৫৪)

দেবর্ষি নারদ এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে রাজকুমার ধ্রুব তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের চরণাঙ্কিত পুণ্য মধুবনে গমন করিলেন। (৫৫)

ধ্রুব তপস্যার্থে বন গমন করিলে দেবর্ষি নারদ নরপতির নিকেতনে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা হইল। রাজা সৎকার পূর্ব্বক অর্ঘাদি দিয়া উপবেশনার্থ আসন দিলেন। দেবর্ষি সুখাসীন হইয়া রাজাকে অন্যমনস্ক দেখাতে জিজ্ঞাসা করিলেন (৫৬) রাজন্ ! বিমনাঃ কেন? কি চিন্তা করিতেছ ? বদন ম্লান দেখিতেছি, অর্থ সংযুক্ত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে না কি ?। (৫৭)

রাজা কহিলেন ব্রহ্মন্ ! আমি স্ত্রৈণতা বশতঃ নির্দয়হৃদয় হইয়া পঞ্চম বর্ষীয় সুবিদ্বান্ শিশু সন্তানকে তাহার গর্ব্ভধারিণীর সহিত বনবাস দিয়াছি (৫৮) তাহাতে এখন এই চিন্তা হইতেছে শ্রান্তিবশতঃ সেই বালকের বদনপদ্ম এত ক্ষণ পরিম্লান হইয়া থাকিবে। সে ক্ষুধিত হইয়া অনাথবৎ শয়ন করিলে বৃকাদি হিংস্র জন্তু কি তাহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করিবে না ? আহা আমি কি দুরাত্মা, হে ভগবন্ ! আমি স্ত্রীজিত, আমার দৌরাত্ম্য বিবেচনা করুন, আমার সেই বালকটী আমাকে পিতা বলিয়া প্রেমভাবে আমার অঙ্কারোহণের অভিলাষ করিয়াছিল, আমি এমন অসৎ, তাহাকে লইয়া আনন্দ করি নাই। (৫৯)

রাজার কাতর্য্য দর্শনে দেবর্ষির দয়া উপস্থিত হইল, তাঁহাকে শান্ত্বনা করত কহিলেন রাজন্ ! দেবতারা তোমার তনয়কে রক্ষা করিতেছেন তাঁহার যশঃ জগৎ ব্যাপিবে, তুমি তাঁহার প্রভাব না জানিয়া খেদ কর কেন ? তদর্থ শোক করিও না, বিষাদ পরিত্যাগ কর। (৬০) রাজন্ ! সেই প্রভু ধ্রুব লোকপালদেরও সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া তোমার যশঃ বিস্তার করত অচিরেই প্রত্যাগমন করিবেন।

দেবর্ষির বাক্য শুনিয়া উত্তানপাদ রাজার ঔদাস্য উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনাদর করিয়া সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর কেবল পুত্রেরই চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। (৬১)

এ দিকে ধ্রুব মধুবনে উপনীত হইয়া তত্রত্য তীর্থে স্নান করিলেন এবং প্রযত হইয়া সেই রাত্রি উপবাস করিয়া থাকিলেন। অনন্তর সমাহিত হইয়া দেবর্ষির উপদেশানুসারে পরম পুরুষ ভগবানের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। (৬২) প্রতি ত্রিরাত্র পরে কপিত্থ ও বদরী ফল মাত্র আহার করিতেন। এই প্রকারে দেহধারণ করিয়া ভগবদর্চ্চনায় তাঁহার প্রথম মাস যাপিত হইল। তদনন্তর প্রতি ষষ্ঠ দিবসে অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ দিন পরে শীর্ণ তৃণ পর্ণাদি ভোজন করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করত দ্বিতীয় মাস যাপন করিলেন। (৬৩) তাহার পরে প্রত্যেক নবম দিবসে অর্থাৎ অষ্টাহ উপবাসী থাকিয়া নবমাহে জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া সমাধি যোগে ভগবানের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তৃতীয় মাস যাপিত হইল। তৎপশ্চাৎ প্রতি দ্বাদশাহে অর্থাৎ একাদশ দিন অনাহার থাকিয়া দ্বাদশতম দিনে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া শ্বাস জয় পূর্ব্বক ধ্যানযোগে অভীষ্ট দেবের ধারণা করিতে লাগিলেন, তাহাতে চতুর্থ মাস গত হইল। এই প্রকারে ক্রমে প্রতিমাস আহার সঙ্কোচের পর যখন পঞ্চম মাস সম্প্রাপ্ত হইল তখন সেই নৃপবালক শ্বাস জয় করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করত এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া অচল স্থাণুর ন্যায় থাকিতে আরম্ভ করিলেন। (৬৪) এবং শব্দাদিভূতের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শয়ন স্থান মনকে সর্ব্ব প্রকার বস্তু হইতে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া কেবল ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎকালে অন্য কোন পদার্থ তাঁহার দৃষ্টি পথে উদিত হইল না। (৬৫)

এই রূপে ধ্রুব মহদাদির আধার এবং প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর পরম ব্রহ্মের ধারণা করিলে ত্রিভুবন তাঁহার তেজঃ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া কম্পমান হইল। (৬৬) তিনি যখন একপদে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতেন তখন পৃথ্বী তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, যেমন গজরাজ নৌকায় আরোহণ করিলে তাহার বাম ও দক্ষিণ প্রত্যেক পদের ভরে সেই তরণী নুইয়া পড়ে, তাহার ন্যায় অবনী অর্দ্ধাংশে নত হইয়া পড়িলেন। (৬৭)

অপিচ ধ্রুব আপনার প্রাণ ও তাহার দ্বার নিরোধ পূর্ব্বক আপনার সহিত অভেদ দর্শন করিয়া বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের ধ্যান পরায়ণ হইলে, লোকপাল সহিত সমস্ত লোক নিশ্বাস রোধে অত্যর্থ নিপীড়িত হইলেন, পরে ভগবান্ হরির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণ প্রার্থনা করিলেন। (৬৮)

দেবতারা এই ব্যাপার অবলোকনে সভয় হইয়া ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে ভগবন্! চরাচর সমস্ত প্রাণি শরীরের এ প্রকার প্রাণ রোধ কস্মিন্ কালেও দেখি নাই, এই ক্লেশ হইতে আমাদিগকে শীঘ্র পরিত্রাণ করুন, আপনি শরণ্য, আমরা আপনকার শরণাগত হইলাম। (৬৯)

ভগবান্ কহিলেন হে দেবগণ! তোমরা ভয় পাইও না, যে বালক হইতে তোমাদের এই নিশ্বাস রোধ হইয়াছে, তাঁহাকে দুরূহ তপস্যা হইতে আমি নিবৃত্ত করিতেছি। তোমরা সেই বালককে জান? সেই শিশুটী উত্তানপাদ রাজার পুত্র, এক্ষণে ধ্যানযোগে বিশ্ব স্বরূপ যে আমি, আমার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। (৭০)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

ভগবানের আরাধনা করিয়া বর লাভ পূর্ব্বক ধ্রুবের প্রত্যাগমন এবং পিতৃদত্ত রাজ্য করণ।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবানের বাক্যে দেবতাদের ভয় দূরীভূত হইল, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সকলে সুরপুরে প্রস্থান করিলেন। সহস্র শীর্ষা ভগবান্‌ও তাহার পর আপনার ভৃত্যকে দেখিবার অভিলাষে গরুড়বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক মধুবনে গমন করিলেন। (১) সে সময় ধ্রুবের মতি সুদৃঢ় যোগদ্বারা নিশ্চল হওয়াতে তিনি তদ্দ্বারা হৃৎপদ্ম কোষে স্ফুরিত বিদ্যুত্তুল্য ভগবদ্দর্শন করিতেছিলেন, অতএব ভগবান গরুড়ারূঢ় হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাঁহার প্রতি ধ্রুবের দৃষ্টি পতিত হইল না। এতদবলোকনে ভগবান্ যখন অন্তঃস্থ রূপ আকর্ষণ করিয়া লইলেন তখন ধ্রুব সহসা ভগদ্রূপের তিরোধান দেখিয়া যোগ ভঙ্গ করত উত্থিত হইলেন। কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র অন্তঃকরণ মধ্যে যে রূপকে স্ফুরিত দেখিতেছিলেন অবিকল সেই রূপই দেখিতে পাইলেন। (২) ভগবান্‌কে বহির্ভাগে অবলোকন করিয়া ধ্রুবের সন্ত্রাস জন্মিল, অতএব আপনার অঙ্গ অবনত করিয়া বন্দনা করিলেন। তিনি ভগবান্‌কে নেত্রদ্বয় দ্বারা যেন পান করে এই রূপে দর্শন ও মুখ দ্বারা যেন চুম্বন এবং বাহু দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। (৩) তাঁহার ইচ্ছা হইল ভগবানের গুণ বর্ণনা করেন, কিন্তু ভগবান্ হরি তাঁহার এবং সকলেরই অন্তর্যামী, বুঝিতে পারিলেন তিনি বালক স্তব স্তুতি জানেন না, অতএব করপুটে দণ্ডায়মান ধ্রুবের প্রতি দয়া করিয়া বেদময় শঙ্খ দ্বারা তাঁহার কপোল দ্বয় স্পর্শ করিলেন। (৪)

ভগবানের শঙ্খদ্বারা স্পৃষ্ট হইবামাত্র ধ্রুব জীব ও ঈশ্বরের নির্ণয় জানিতে পারিলেন এবং ভগবান যে বাক্য বলিলেন তাহা তাঁহার বোধগম্য হইল। অনন্তর ভক্তি যোগে প্রেমবান্ হইয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। ভগবানের মহীয়সী কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিশ্রুত ছিল এবং তৎকালে ধৈর্য্য বশতঃ ধ্রুবেরও ত্বরা ছিল না, অতএব তিনি উত্তম রূপেই ভগবানের স্তব করিলেন। বৎস বিদুর! এই কারণে ধ্রুব পরে নিত্য স্থান প্রাপ্ত হয়েন। (৫)

ধ্রুব কহিলেন প্রভো! যিনি সমস্ত চক্ষুরাদি জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি ধারণ করেন এই কারণে আমার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় চিৎ শক্তি দ্বারা বাক্য এবং কর চরণ কর্ণ ত্বক্ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে জীবিত করিতেছেন, তুমিই সেই ভগবান্ অন্তর্যামী পুরুষ, তোমাকে নমস্কার করি। (৬) ভগবন্! অগ্ন্যাদি দেবতারা বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করেন লোকে এমত প্রসিদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু তুমিই তো সেই সকল দেবতা। প্রভো! মায়ানামে যে তোমার আত্মশক্তি, তাহার বিস্তর গুণ, তাহার দ্বারা একা তুমিই মহদাদি অশেষ পদার্থের সৃষ্টি কর এবং অন্তর্যামী একা তুমিই সেই মায়ার অসদ্গুণ যে ইন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অবস্থিত হইয়া সেই২ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপ হও, অতএব যেমন অগ্নি এক হইলেও ভিন্ন২ কাষ্ঠে নানা রূপ হইয়া প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় তুমি এক হইয়াও নানা রূপে প্রকাশ পাইয়া থাক, বস্তুতঃ তোমা ব্যতীত জ্ঞান ক্রিয়া শক্তিধারী অন্য কেহই নাই। (৭)

হে নাথ! ব্রহ্মা তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা, যেমন সুপ্ত পুরুষ জাগ্রৎ হইয়া দর্শন করে তাহার ন্যায়, এই বিশ্ব অবলোকন করিয়াছিলেন, অতএব তোমার পাদ মূল মুক্ত পুরুষদেরও আশ্রয়। হে আর্ত্তবন্ধো! যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয় ও জীবন দ্বারা তোমার কৃত উপকার অবগত আছে সে কি প্রকারে তোমার পাদ মূল বিস্মৃত হইবে? (৮) প্রভো! তুমি জন্ম মরণ মোচনের কারণ, মাদৃশ যে সকল ব্যক্তি কামাদি নিমিত্ত তোমার ভজনা করে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তোমার মায়াতে তাহাদের বুদ্ধি বঞ্চিত হইয়াছে। প্রভো! এ কি সামান্য খেদের বিষয়! তাহারা কল্পতরুর উপাসনা করিয়া শবতুল্য দেহের উপভোগ্য অকিঞ্চিৎকর বিষয় সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। হায়! বিষয় সম্বন্ধজন্য সুখ কি সুখ বলিয়া গণ্য? তাহা কি কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিতে হয়? ঐ সুখ যে নরকেও আছে! (৯) হে নাথ! তোমার পাদ পদ্ম ধ্যান অথবা তোমার ভক্ত জনের কথা শ্রবণে দেহিদিগের যে নির্বৃতি হয় নিজানন্দ রূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সে নির্বৃতি লভ্য হয় না, ইহাতে যে সকল লোক করাল কাল কর্তৃক কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে তাহাদের কথা কি? অর্থাৎ ঐ সকল লোকের ঐ নির্বৃতি লাভ সম্ভাবনা নাই ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। (১০)

অতএব, হে ভগবন্! আমি এই প্রার্থনা করি যে সকল অমলাশয় মহাপুরুষ তোমার প্রতি নিরন্তর ভক্তি করেন, তোমার কথা শ্রবণার্থ তাঁহাদের সহিত আমার যেন প্রসঙ্গ হয়। প্রভো! মহৎ সঙ্গ হইলেই আমি তোমার গুণ কথামৃত পানে মত্ত হইয়া অনায়াসে এই ভীষণ সংসার সাগর পার হইতে পারিব, ইহাতে যদিও ভূরি২ গুরুতর ব্যসন আছে, তথাচ তখন ইহা আমার দুস্তর হইবে না। (১১)

হে ঈশ! তোমার পদারবিন্দের সৌগন্ধ্যে যাহাদের অন্তর নিরন্তর লোলুপ, অর্থাৎ যাঁহারা তোমার একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের সহিত যে সকল ব্যক্তি সহবাস করেন তাঁহারা অত্যন্ত প্রিয় যে দেহ এবং এই দেহের অনুবর্ত্তি যে গৃহ ক্ষেত্র পুত্র মিত্র কলত্র, সে সকল কিছুই স্মরণ করেন না। (১২) হে অজ! আপনকার এই যে বিরাট্ রূপ, যাহা তির্য্যক নগ বিহগ সরীসৃপ দেব দৈত্য মর্ত্ত্য ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত, সৎ এবং অসৎ এতদ্দ্বয়ই যাহার বিশেষ, মহৎ প্রভৃতি অনেক বস্তু যাহার কারণ, আমি কেবল এই রূপই জানি, এতদ্ভিন্ন যে ঈশ্বর স্বরূপ আছেন এবং যাহা শব্দ ব্যাপারের বিষয় নহে, তাহা ব্রহ্ম স্বরূপ, আমি তাহার সন্ধানও জানি না। অতএব আমার অভিমান নিবৃত্তি হয় নাই, সুতরাং সৎসঙ্গই অভিলাষ করি। (১৩)

বৎস বিদুর! ধ্রুব এই প্রকার প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণেই যেন তাঁহার প্রতি ভগবানের অনুকম্পা হইল, তাহাতে ভগবানের যে দুই রূপ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল তাহা যেন জানিতে পারিলেন। অতএব তিনি ভগবানকে ঈশ্বরত্ব রূপে বর্ণন করিয়া নমস্কার করিতে২ কহিতে লাগিলেন যে পুরুষ কল্পান্তে শেষ নাগকে সহায় করিয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্ম জঠরে গ্রহণ পূর্ব্বক যোগ নিদ্রা অবলম্বন করেন এবং আপনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ নাগের অঙ্ক রূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান হন্, যাঁহার নাভি রূপ সাগরে উৎপন্ন কাঞ্চন লোকপদ্মের কর্ণিকায় মহাতেজা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন্, আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানকে প্রণাম করি। (১৪) প্রভো! যদিও তোমার স্বপ্নাদি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি তুমি জীব হইতে সর্ব্ব প্রকারেই ভিন্ন, যেহেতু তুমি নিত্যমুক্ত, জীব তদ্রূপ নহে, তোমার প্রসন্নতা ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না। তুমি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, জীব তাদৃশ

নয়, অতিশয় মলিন। তুমি বিবুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, জীব অজ্ঞ। তুমি আত্মা, জীব জড়। তুমি কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার, জীব বিকারী। তুমি আদিপুরুষ, জীব আদিমান্। তুমি ভগবান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন, জীব ঐশ্বর্য্যাদি হীন। তুমি তিন গুণের অধীশ্বর, জীব গুণের অধীন। প্রভো! এই রূপ ভিন্নতা না হইবেই বা কেন? যেহেতু তুমি অখণ্ডিত চিৎ শক্তি দ্বারা বুদ্ধির অবস্থা সর্ব্বদা অবলোকন করিতেছ এবং ঐ রূপ হইয়াও সংসার পালন বিষয়ে যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু স্বরূপে বর্ত্তমান আছ, অতএব তুমি জীব হইতে সর্ব্বাংশে ভিন্ন, ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। (১৫)

অহো! যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ, এবং যাহাদের শক্তি বিবিধ প্রকার, সেই সকল বিদ্যাদি নিরন্তর যথাক্রমে যাঁহা হইতে উদ্ভাবিত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এই বিশ্বের উৎপাদক, তিনি অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, অবিকার এবং আনন্দ মাত্র, অদ্য আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। (১৬)

হে ভগবন্! তোমার মূর্ত্তি আনন্দময়, যে সকল ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া তোমাকেই পুরুষার্থ জানিয়া ভজনা করেন তাঁহাদের পক্ষে যদিও তোমার পাদ পদ্ম রাজ্যাদি অপেক্ষাও পরম অর্থ ইহা সত্য, তথাচ হে স্বামিন্! গাভী যেমন বৎসকে দুগ্ধপান করায় এবং বৃকাদি হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করে তাহার ন্যায়, অতিদীন ও সকাম যে আমরা, আমাদিগকে আপনি সংসার ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন কারণ আপনি সদাই লোকের হিতাচরণার্থ তৎপর। (১৭)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! সৎসঙ্কল্প ধীমান ধ্রুব এই রূপ স্তব করিলে পর ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন অহে ক্ষত্রিয়-বালক! তোমার হৃদয়ের সংকল্প অবগত হইলাম। হে সুব্রত! আমি তোমাকে অতি দুষ্প্রাপ্য স্থান প্রদান করিতেছি। (১৮) সেই স্থান সদাই দীপ্তি শালি, সেখানে নিত্য নির্ব্বাণ বিদ্যমান, তথায় গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিশ্চক্র অর্পিত আছে, অন্য ব্যক্তিরা কখন সে স্থান অধিষ্ঠান করেন নাই। (১৯) বৎস! মেধিতে (ধান্য আক্রমণার্থ ভ্রাম্যমাণ পশুবন্ধন স্তম্ভে অর্থাৎ মেইকাঠে) বলীবর্দ্দ সমূহ তুল্য অনন্তকল্পবাসিদিগের পরেও তাহা থাকিবে অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোক বিনষ্ট হইলেও ঐ স্থান কখন নষ্ট হইবেক না। (২০) বৎস! ধর্ম্ম, অগ্নি, কাশ্যপ, ইন্দ্র এবং সপ্ত ঋষি ইহারা তারকাগণের সহিত নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। (২১) ধ্রুব! আমি যে স্থানের কথা বলিতেছি তুমি রাজ্যভোগানন্তর তাহা প্রাপ্ত হইবে. সংপ্রতি তোমার পিতা ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তোমাকে রাজ্য দিয়া বন গমন করিবেন তাহাতে তুমি ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবে। এই কালের মধ্যে তোমার কোন ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবেক না। (২২) বৎস! তোমার বিমাতা সুরুচি সর্ব্বদা তোমার হিংসা করিত যদিও তাহার প্রতিহিংসা করিতে তোমার মানস নাই, তথাচ তুমি আমার ভক্ত, আমার ভক্তের দ্রোহাচরণজন্য তাহার এই প্রতিফল হইবে যে তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গমন করিয়া বিনষ্ট হইলে সে তন্মনা হইয়া বনে২ তাহার অন্বেষণ করত দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবেক। (২৩)

সে যাহা হউক। বৎস! তোমাকে যে স্থানের কথা অগ্রে কহিলাম রাজ্যভোগের পর সে স্থানেও তোমাকে চিরকাল থাকিতে হইবে না, যজ্ঞই আমার [illegible] মূর্ত্তি, তুমি যদি প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা কর, তাহা হইলে ইহলোকে পরম অর্থ সকল ভোগ করিয়া অন্তে আমাকে স্মরণ করিবে (২৪) তাহাতে

ঐ স্থান হইতে আমার স্থানে গমন করিতে পাইবে। বৎস! আমার স্থান সর্ব্বলোকের নমস্কৃত এবং ঋষিদের স্থানেরও উপরি বর্ত্তমান, যতিরা সেই স্থানে গমন করিয়া থাকেন, তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। (২৫)

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! ভগবান্ এই প্রকারে অর্চ্চিত হইয়া বালক ধ্রুবকে আপনার পদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষেই গরুড় বাহনে আপন ধামে প্রস্থান করিলেন। (২৬) ধ্রুবও ভগবানের চরণ সেবায় আপনার মনোরথ লাভ করিয়া অনতিপ্রীত চিত্তে পিতার পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। বিদুর! ধ্রুব বালক ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার মনোরথ অতি মহৎ, তাহা হইতে সকল সঙ্কল্পের নির্ব্বাণ হয়। (২৭)

এতাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরির পরম পদ সকাম পুরুষের অত্যন্ত দুর্লভ, তদীয় চরণার্চ্চন দ্বারাই তাহা উপার্জ্জিত হইতে পারে। ধ্রুব নির্বোধ নহেন, পরম পুরুষার্থ স্বরূপ ভগবানের সেই পদ এক জন্মে লাভ করিয়াও আপনাকে কেন অপ্রাপ্তমনোরথের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন? তিনি যখন অনতিপ্রীত চিত্ত হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন তখন বোধ হয় মনোরথ পূর্ণ হইল এমত বোধ করেন নাই।

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! বিমাতার বাক্যবাণ ধ্রুবের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল তাহা স্মরণ হওয়াতে তিনি মুক্তি ইচ্ছা করেন নাই, সুতরাং তাঁহার মনস্তাপ হইয়াছিল। (২৮) এই নিমিত্ত খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন হায় কি কষ্ট! সনন্দ প্রভৃতি ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ বহু জন্মের অভ্যস্ত সমাধি দ্বারা যে পদ জানিতে পারেন ভগবানের সেই চরণের ছায়া উপস্থিত হইলেও আমি ভেদদৃষ্টি হইয়া তাহা দর্শন করিলাম, (২৯) আমি কি মন্দভাগ্য, অহে আমার অজ্ঞত্ব দেখ, আমি সংসারোচ্ছেদনকর্ত্তার পাদ মূলে গমন করিয়া বিনশ্বর বস্তু যাচ্ঞা করিয়াছি। (৩০) আমার বোধ হয় দেবতারা আমা অপেক্ষা অধঃস্থান প্রাপ্ত হইতেছিলেন ইহাতে তাঁহারা ঈর্ষাবশতঃ অসহিষ্ণু হইয়া আমার বুদ্ধি ভ্রংশ করিয়া দিয়া থাকিবেন, অতএব নারদের সেই হিত বাক্য গ্রহণ করিতে আমার মনঃ হয় নাই। (৩১) যাহা হউক, আমি অতি অসৎ, এখন আর উপায় নাই, প্রসুপ্ত লোকে যেমন স্বপ্ন দর্শন করে তাহার ন্যায়, দৈবী মায়া আশ্রয় পূর্ব্বক ভিন্ন দৃষ্টি হইয়া, বস্তুতঃ দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও ভ্রাতাকে শত্রু বোধ করিয়া মনস্তাপে তাপ অনুভব করি। (৩২) হায়! জগতের আত্মা যে ভগবান্ অতিকষ্টে প্রসন্ন হন আমি তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া এ কি প্রার্থনা করিয়াছি! গতায়ু ব্যক্তিতে চিকিৎসা যেমন নিষ্ফলা হয় তদ্রূপ আমার প্রার্থিত বিষয় ব্যর্থ হইয়াছে। (৩৩) আমি এমন হতভাগ্য! সংসারচ্ছেদনকারি ভগবানের নিকট সংসার যাচ্ঞা করিয়াছি! হায় কি খেদের বিষয়! তিনি আমাকে স্বারাজ্য অর্থাৎ নিজানন্দ দিতেছিলেন আমি এমত ক্ষীণ পুণ্য ও এতাদৃশ মূঢ় যে মোহবশতঃ তাঁহার নিকট অভিমান ভিক্ষা করিলাম। যেমন হতভাগ্য অধন ব্যক্তি চক্রবর্ত্তি রাজার নিকট গিয়া সতুষ তণ্ডুলকণা যাচ্ঞা করে আমার প্রার্থনা অবিকল তদ্রূপ হইয়াছে! (৩৪)

মৈত্রেয় কহিলেন হে তাত! যে সকল ব্যক্তি তোমার তুল্য এবং পদারবিন্দের রজঃ সেবা করেন তাঁহাদের ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য বিষয়ে অভিলাষ হয় না। বিদুর! তোমার সমান লোকদের অন্য বিষয়ে বুদ্ধিই নাই, যদৃচ্ছাক্রমে যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই মনের সমৃদ্ধি লব্ধ হইল জ্ঞান করেন। তাঁহাদের আর কোন বিষয়ে অভি-

লাষ হইবার সম্ভাবনাই বা কি? (৩৫) সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত কথা বলি অবধান কর। উত্তানপাদ রাজার বার্ত্তাবহগণ দূর হইতে ধ্রুবকে আসিতে দেখিয়া রাজসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল মহারাজ রাজকুমার ধ্রুব প্রত্যাগমন করিতেছেন। কিন্তু পরলোকে গমন করিয়া তথা হইতে আগমন করিতেছে এরূপ বলিলে যেমন কেহ বিশ্বাস করে না তাহার ন্যায়, আত্মজ আসিতেছেন একথা শুনিয়াও রাজার বিশ্বাস হইল না, বরং এই মনে করিলেন আমি অতি অভদ্র, আমার কি আবার ভদ্র হইবে? (৩৬) অনন্তর দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ হইল, তিনি বলিয়াছিলেন অচিরেই তোমার তনয় প্রত্যাগমন করিবেন, সেই বাক্যে বিশ্বাস হওয়াতে হর্ষাবেগে অস্থির হইলেন এবং পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বার্ত্তাবহকে মহামূল্য হার পারিতোষিক দিলেন। (৩৭)

তৎপরে তনয় সন্দর্শনার্থ তাঁহার অতিশয় ঔৎসুক্য হইল। উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত রথ সুসজ্জিত করিয়া আরোহণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ কুলবৃদ্ধ ও অমাত্য বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া অবিলম্বেই পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। যাত্রা কালে মঙ্গলার্থ ভূরি২ শঙ্খ দুন্দুভি এবং বংশীধ্বনি ও বেদপাঠ হইতে লাগিল। (৩৮) সুনীতি ও সুরুচি নামে তাঁহার যে দুই মহিষী ছিলেন, যাঁহারদের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণে ভূষিত থাকিত, তাঁহারাও ঐ সমাচার প্রাপ্ত হওয়াতে দুই জনে এক শিবিকা আরোহণ করিয়া রাজার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। (৩৯)

অনন্তর যখন দৃষ্টিগোচর হইল ধ্রুব উপবন সমীপে আগমন করিতেছেন, তখন রাজা রথ হইতে ত্বরায় অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে নিকটে গেলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া বাহুদ্বয় দ্বারা সন্তানকে আলিঙ্গন করিলেন। বিদুর! দীর্ঘ উৎকণ্ঠা বশতঃ তখন রাজার ঘন২ নিশ্বাস হইতেছিল। (৪০) রাজা যাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন বিষ্বক্সেন ভগবান্ হরির পদ স্পর্শে তাঁহার অশেষ কলুষ বন্ধন বিনষ্ট হইয়াছিল। (৪১) অনন্তর রাজা বারম্বার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং নয়ন জলে তাঁহাকে স্নান করাইলেন। বিদুর! ধ্রুবকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজার ঐ রূপ অশ্রুপাত হওয়া বিচিত্র নহে, যাঁহার উদ্দাম মনোরথ, তাঁহাকে দেখিলে কাহার না আনন্দাশ্রু পড়ে। (৪২)

পিতা এই প্রকারে আলিঙ্গন করিয়া আশীঃপ্রয়োগ পুরঃসর সম্ভাষা করিলে ধ্রুব তাঁহার পাদদ্বয় বন্দন করিয়া মাতা ও বিমাতাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। তিনি সজ্জনের অগ্রণী, এই কারণে তাঁহার দুই মাতাই তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। সুরুচি আপনার চরণে অবনত বালককে উঠাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বাক্যে বলিলেন বৎস! চিরজীবী হইয়া থাক। (৪৩) বাছা! ভগবান্ হরি মৈত্র্যাদি গুণ দ্বারা যাহার প্রতি প্রসন্ন হন্, যেমন জল স্বয়ং নিম্নদিকে গমন করে তাহার ন্যায়, সেই ব্যক্তির প্রতি সকল লোকে আপনা হইতে নত হইয়া থাকে। (৪৪)

তদনন্তর উত্তম এবং ধ্রুব পরস্পর প্রেমবিহ্বল হইয়া অন্যোন্যের অঙ্গ সঙ্গে পুলকিত হইলেন। সে সময় তাঁহাদের দুই জনেরই নেত্র হইতে মুহুর্মুহুঃ অশ্রুধারা বহিয়াছিল। তৎপরে ধ্রুবজননী সুনীতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া আপনার আন্তরিক তাপ পরিত্যাগ করিলেন এবং অঙ্গজের সুকোমল অঙ্গস্পর্শে তাঁহার পরম স্বাস্থ্য বোধ হইল। (৪৫) হে বীর! তৎকালে বীরসূ সুনীতির শুভ নেত্রজলে অভিষিচ্যমান স্তনদ্বয় হইতে বারম্বার দুগ্ধ ক্ষরিতে লাগিল। (৪৬)

ঐ সময়ে তত্রস্থ সমস্ত মানব সুনীতির শুভাদৃষ্টের প্রশংসা করিয়া কহিতেছিল রাজ্ঞি! তোমার ভাগ্যবলে চিরকালের অনুদ্দিষ্ট সন্তান পুনর্ব্বার লব্ধ হইলেন, ইনি তোমার ক্লেশ নিবারক, ইহাঁ হইতেই ভূমণ্ডলের রক্ষা হইবে। হে রাজ্ঞি! আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে তুমি ভগবান্ হরির মহতী আরাধনা করিয়াছিলে, তিনি প্রণত জনের পীড়া বিনষ্ট করেন, তাঁহার ধ্যান করিয়া বীরগণ দুর্জ্জয় মৃত্যুপর্য্যন্ত জয় করিয়া থাকেন। (৪৭)

এই প্রকারে পুরবাসি জনগণ মহাত্মা ধ্রুবের গুণানুবাদ করিতে থাকিলে রাজা উত্তানপাদ তাঁহাকে তদীয় ভ্রাতার সহিত করিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আপনার সমভি-ব্যাহারে লইয়া পুরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত লোক তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। (৪৮) পুরের প্রত্যেক দ্বারে ফলমঞ্জরী যুক্ত কদলী স্তম্ভ এবং তাদৃশ নবীন গুবাক বৃক্ষ ও তোরণ অর্থাৎ বহির্দ্বারোপরি মাল্য সজ্জিত ছিল, ঐ তোরণে মকরের আকার শোভা পাইতে ছিল। (৪৯) অপর আম্রপল্লব, নব বস্ত্র, মাল্য, এবং পুষ্পদাম শোভিত প্রদীপসহ পূর্ণকুম্ভ বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। (৫০) আর প্রাচীর, গোপুর (ফটক) এবং আগার দ্বারা সেই পুরী চারি দিকে অলঙ্কৃতা হইয়া রহিয়াছিল। ঐ সকল প্রাচী-রাদিতে স্বর্ণময় পরিচ্ছদ থাকাতে সুশোভন বিমানের শিখর তুল্য সর্ব্বদা শোভা হইত। (৫১)

অপর সেই পুরের অঙ্গন, রাজপথ, উচ্চ হর্ম্ম্যের উপরি নির্ম্মিত রম্য ভূমিকা সকল (গৃহবিশেষ) সম্মার্জ্জিত ও চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত এবং লাজ অক্ষত পুষ্প ফল তণ্ডুল ও অন্যান্য পূজোপহারে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছিল। (৫২)

সে যাহা হউক পতিব্রতা পুরনারীরা ধ্রুবকে পথে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদিত হইল এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে২ শ্বেতসর্ষপ অক্ষত দধি দূর্ব্বা পুষ্প ফল উপহার প্রদান করিল। পরে তাহারা যে গুণগান আরম্ভ করিল ধ্রুব তাহা শ্রবণ করিতে২ আপন পিতার ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজা উত্তানপাদ অত্যন্ত স্নেহ করিয়া তাঁহার বাসার্থ মহামণি সমূহে খচিত উৎকৃষ্ট ভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাহাতে, দেবতা যেমন স্বর্গে বাস করেন তাহার ন্যায়, ধ্রুব পরম সুখে সেই সদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (৫৩) তাঁহার প্রভাবে সেই মন্দিরে দুগ্ধ ফেণ তুল্য শয্যা, হস্তি দন্ত, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ, মহার্হ আসন এবং সুবর্ণময় সম্মার্জ্জনী হইল। অপর স্ফটিক ও মহামূল্য মরকতময় ভিত্তিতে মণিময় প্রদীপ সকল সুরম্যা রমণীদের হস্ত-স্থিত রত্নালঙ্কারের সহিত দীপ্তি পাইতে লাগিল। আর তত্রত্য মনোহর উদ্যান সকল বিচিত্র অমর তরুতে অতিশয় রমণীয় হইল। সেই সকল বৃক্ষে বিহগকুল মধুরস্বরে গান এবং মত্ত ভ্রমর সকল গুনগুন ধ্বনি করিতে লাগিল। (৫৪) ঐ উদ্যা-নস্থ বাপী সকলে বৈদূর্য্য মণির সোপান এবং জলে পদ্ম কুমুদ উৎপল পরম শোভা বিস্তার করিল, আর তথায় হংস কারণ্ডব চক্রবাক এবং সারসাদি জলচর পক্ষী নিতান্ত সুখী হইয়া কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইল। (৫৫)

রাজা উত্তানপাদ আপনার আত্মজের ঐ সকল আশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সতিশয় বিস্ময়পন্ন হইলেন (৫৬) অনন্তর তনয়কে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং রাজ্যাঙ্গ প্রকৃতি প্রভৃতির সম্মত তথা প্রজারঞ্জনে অনুরক্ত দেখিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর করিলেন। (৫৭) শেষে আপনারও অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন অধিক বয়স হইয়াছে আর মৃত্যুর অতিশয় বিলম্ব নাই, অতএব সংসারে বিরক্ত হইয়া কি উপায়ে

আপনার সদ্গতি হইতে পারে যুক্তি দ্বারা স্থির করণানন্তর বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বন প্রবেশ করিলেন। (৫৮)

তি চতুর্থ স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

ধ্রুবের বিক্রম বর্ণন।

মৈত্রেয় কহিলেন ধ্রুব রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া শিশুমারের কন্যা ভ্রমির পাণিগ্রহণ করিলেন তাহাতে কল্প ও বৎসর নামে তাঁহার দুই তনয় হইল। (১) ভ্রমি ব্যতীত বায়ুকন্যা ইলাও ধ্রুবের অন্য এক ভার্য্যা ছিল, তাহাতেও তিনি উৎকল নামে এক পুত্র এবং যোষিৎদের মধ্যে রত্ন তুল্যা অতি মনোহরা একটী কন্যা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। (২) তাঁহার ভ্রাতা উত্তম দার পরিগ্রহ করেন নাই, অবিবাহিতাবস্থায় এক দিন মৃগয়ায় গমন করিয়া অরণ্য মধ্যে একটা বলবান্ কিন্নরের হস্তে নিহত হইলেন। উত্তমের মাতা সুরুচিও পুত্রের অনুসন্ধানার্থ গমন করিয়া তাহার গতি প্রাপ্ত হইল। (৩)

অনন্তর ধ্রুব যখন শুনিতে পাইলেন একটা কিন্নরে ভ্রাতার প্রাণ বধ করিয়াছে তখন কোপ, অক্ষমা এবং শোকে ব্যাপ্ত হইয়া জয়শালি রথে আরোহণপূর্ব্বক কিন্নরদিগের ভবনাভিমুখে অর্থাৎ অলকার দিকে যাত্রা করিলেন। (৪) উত্তর দিকে গমন করিলে হিমালয়ের উপত্যকায় রুদ্রানুচর ভূতগণে সেবিত এবং গুহ্যক সকলে সঙ্কুল এক পুরী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। (৫)

তিনি ঐ পুরীর অদূরে উপস্থিত হইয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন, তাহাতে দিক্ সকল অনুনাদিত হইল। বৎস বিদুর! সেই শঙ্খ নাদে যক্ষাঙ্গনাগণ উদ্বিগ্ন দৃষ্টি হইয়া সাতিশয় সংত্রস্ত হইয়াছিল। (৬)

যক্ষ সেনাগণ মহাবল পরাক্রম, তাহারা ঐ শব্দ সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া সশস্ত্র হইয়া নির্গত হইল এবং স্ব২ আয়ুধ উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া আসিতে লাগিল। (৭) উগ্রধন্বা ধ্রুব তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া এক২ জনকে তিন২ বাণ দ্বারা আঘাত করত একেবারে সকলকেই নিহত করিলেন। যক্ষ সেনাগণ ললাটলগ্ন ঐ সকল বাণ দ্বারা আপনাদিগকে পরাভূত জানিয়া তাঁহার ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল। (৮)

পরন্তু যেমন সর্পগণ চরণস্পর্শ সহিতে পারে না অর্থাৎ কেহ পাদ দ্বারা স্পর্শ করিলে রোষাবিষ্ট হইয়া উঠে তাহার ন্যায়, যক্ষ সেনারাও ধ্রুবের ঐ বাণ বর্ষণ সহিষ্ণুতা করিতে পারিল না, অতএব দ্বৈগুণ্য রূপে তাঁহার প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যেকে ছয়২ টা বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। (৯) তদনন্তর তের অযুত সেনা একেবারে কুপিত হইয়া আসিল এবং পরিঘ (অস্ত্রবিশেষ) নিস্ত্রিংশ (অস্ত্রবিশেষ) ভুষণ্ডী (অস্ত্রবিশেষ) ও বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট শর তাঁহার উপরে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ষণ করিতে লাগিল। (১০)

ধ্রুব ঐরূপ ভূরি ভূরি শস্ত্রবর্ষণে এমত আচ্ছন্ন হইলেন যে ধারা পতনে আচ্ছন্ন পর্ব্বত যেমন অদৃশ্য হয় তাহার ন্যায় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না (১১) এই সময় সিদ্ধগণ স্বর্গে থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা ঐ ব্যাপার দর্শনে এই বলিয়া হাহা করিতে লাগিলেন হায়! এই সূর্য্য তুল্য তেজস্বী মানব যক্ষ সেনা সাগরে

পতিত হইয়া মগ্ন হইল। (১২) অনন্তর রাক্ষসেরা যুদ্ধে "জয় করিলাম, জয় করিলাম" এই বলিয়া শব্দ করত জয় প্রকাশ আরম্ভ করিলে, যেমন নীহার মধ্য হইতে ভাস্কর উদিত হন্ তাহার ন্যায় রণস্থল হইতে ধ্রুবের রথ উত্থিত হইল। (১৩) তিনি অতিশয় উগ্র ধনুঃ বিস্ফূর্জ্জিত করিয়া বিপক্ষপক্ষের খেদ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পরে পবন যেমন মেঘরূপ সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় তাহার ন্যায় আপনার বাণ দ্বারা বৈরির অস্ত্রসমূহ চূর্ণ করিয়া দিলেন। তাঁহার ধনুর্নির্ম্মুক্ত বাণসকল রাক্ষসদিগের কবচ বিদীর্ণ করিয়া, বজ্র যেমন পর্ব্বতমধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহার ন্যায়, শরীরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। (১৪) হে বীর! ভল্ল অস্ত্র দ্বারা যক্ষগণ ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে তাহাদের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, স্বর্ণময় তাল তরু তুল্য উরু এবং বলয় বিভূষিত বাহু সকলে তথা মহামূল্য হার কেয়ূর মুকুট উষ্ণীষে সেই রণভূমি আকীর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল অর্থাৎ ঐ সকল দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্র অতি মনোহর হইল। (১৫) হে ক্ষেত্রিয়বর্য্য বিদুর! এই রূপে অধিকাংশ যক্ষ ও রক্ষঃ হত হইল, অবশিষ্ট ব্যক্তিদেরও অবয়ব শর প্রহার দ্বারা বাহুল্য রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অতএব সিংহ কর্ত্তৃক বিদারিত হইয়া যূথপতি যেমন পলায়ন করে তাহার ন্যায়, তাহারা ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হইল। (১৬)

অনন্তর রণস্থলে শস্ত্রহস্ত এক প্রাণীও দৃষ্ট না হওয়াতে যদিও মানবোত্তম ধ্রুবের ইচ্ছা হইল বিপক্ষদিগের পুরী দর্শন করিয়া আসি, তথাপি তথায় প্রবেশ করিলেন না, কারণ মায়াবিদিগের কি করিতে মানস, তাহা মনুষ্যের বোধগম্য হয় না। (১৭) ফলতঃ তিনি ঐ কথা "অর্থাৎ মায়াবিদিগের কি করিতে মানস, তাহা লোকের বোধগম্য হয় না" আপনার সারথিকে বলিয়া মনে২ এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন বৈরিগণ পুনরায় উদ্যোগ করিবে না কি। তাহার পরে জলধির ধ্বনি তুল্য গভীর শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল এবং বায়ুহেতুক সকল দিক্ ধূলিধূসরিত দেখা গেল। (১৮) ক্ষণকাল মধ্যেই মেঘাড়ম্বর হইয়া চারি দিগে গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ঐ মেঘে বিদ্যুৎ সকল বিস্ফুরিত এবং ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতের ধ্বনি হইতেছিল। (১৯) হে অনঘ বিদুর! তাহার পরেই মহাত্মা ধ্রুবের সম্মুখে রুধির শ্লেষ্মা পূঁয বিষ্ঠা মূত্র মেদঃ বর্ষণ হইতে লাগিল এবং বহু২ কবন্ধ অর্থাৎ নির্মস্তক দেহ পতিত হইল। (২০)

তদনন্তর আকাশে বৃহৎ একটা পর্ব্বতাকার দৃষ্ট হইল এবং সকল দিকে প্রস্তর বর্ষণ সহিত গদা পরিঘ (অস্ত্র বিশেষ) নিস্ত্রিংশ (অস্ত্র বিশেষ) এবং মুষল বৃষ্টি হইতে লাগিল। (২১) আর বহু২ সর্প অশনি তুল্য ভয়ঙ্কর নিশ্বাস ফেলিতে২ রোসবশতঃ নয়ন দ্বারা অগ্নি বমন আরম্ভ করিল এবং সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তি সকল মত্ত হইয়া যূথে২ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অপর সমুদ্র প্রবল তরঙ্গে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইল এবং পুনঃ২ উত্থলিত হইয়া চারি দিকের ভূমি জল প্লাবিত করিল। আর কল্পান্তের ন্যায় ভীষণ নির্ঘাত শব্দ হইতে লাগিল। (২২)

বিদুর! যক্ষগণ অতিশয় ক্রূর চেষ্টান্বিত, তাহারা আসুরী মায়া দ্বারা এবম্বিধ বিবিধ উৎপাত সৃজন করিতে থাকিল কিন্তু ঐ সকল উৎপাতে অপ্রশস্তমনা ব্যক্তিদেরই ভয় হইল। (২৩)

অসুরেরা ধ্রুবের প্রতি ঐ প্রকার দুস্তর মায়া বিস্তার করিলে ঋষিগণ তাহা অবগত হইয়া সকলে তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং কল্যাণ প্রার্থনা করিতে২ কহিলেন (২৪) হে উত্তানপাদ তনয়! যে ভগবান শার্ঙ্গধন্বা বিষ্ণু

প্রণত জনের আর্ত্তিহারী, তিনি তোমার বিপক্ষ পক্ষের ক্ষয় করুন। বৎস ! সেই ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে পরম সুখে করাল কৃতান্তের কর হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২৫)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

যক্ষগণের ক্ষয় দর্শনে মনুর রণক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ধ্রুবকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করণ।

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর ! ঋষিগণ আগমন করিয়া উক্ত প্রকার কহিতে থাকিলে ধ্রুব তাঁহাদের উপদেশ তুল্য বচন শ্রবণ করিয়া জলোপস্পর্শ পূর্ব্বক আপনার ধনুকে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করিলেন। (১) কিন্তু তাঁহার ধনুকে শর সন্ধান হইতে হইতেই, যেমন জ্ঞানোদয় হইলে রোগাদি ক্লেশ বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায়, যক্ষনির্ম্মিত মায়া সকল তৎক্ষণাৎ ক্ষয় পাইল। (২)

ধ্রুব আপনার ধনুকে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করিতে থাকিলে তাহা হইতে ভূরি২ শর নিঃসৃত হইয়া, যেমন ময়ূর নিকর অরণ্যে প্রবেশ করে তাহার ন্যায়, বিপক্ষ পক্ষের সেনা গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বিদুর! ঐ সকল শর দেখিতে চমৎকার, সকলের পুঙ্খ অর্থাৎ মূলের দুই প্রান্ত ভাগ স্বুবর্ণময় এবং কল হংসদের পক্ষের তুল্য অতিশয় মনোহর পক্ষ। (৩) সে যাহা হউক, খর ধারান্বিত ঐ সকল শর দ্বারা যক্ষগণ রণস্থলে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইল, অতএব সকলে কুপিত হইয়া উঠিল এবং যেমন সর্পগণ ফণা উন্নত করিয়া গরুড়ের অভিমুখে গমন করে তাহার ন্যায়, স্ব২ অস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। (৪)

যক্ষদিগকে শস্ত্রোদ্যম পূর্ব্বক ধাবমান হইতে দেখিয়া ধ্রুব বাণ বর্ষণ দ্বারা তাহাদের বাহু উরু কন্ধর এবং উদর ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই লোক প্রাপ্ত করাইলেন, ঊর্দ্ধরেতাঃ সন্ন্যাসিগণ সূর্য্য মণ্ডল ভেদ করিয়া যে লোকে গমন করিয়া থাকেন। (৫)

মহারথী ধ্রুব এই প্রকারে নিরপরাধ যক্ষগণের প্রাণ বধ আরম্ভ করিলে পিতামহ মনুর অন্তঃকরণ অতিশয় দয়াবিষ্ট হইল। অতএব তিনি মুনিগণ সমভিব্যাহারে ধ্রুবের সন্নিধানে স্বয়ং আগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন। (৬)

মনু কহিলেন বৎস! অতিক্রোধ মহৎ পাপ এবং নরকের সাক্ষাৎ দ্বার, আর ইহাতে প্রয়োজন নাই, তুমি এই রোষের পরবশ হইয়া অল্পাপরাধ এই সকল পুণ্যজনকে (যক্ষকে) বধ করিলে। হে তাত ! তুমি এই যে নিরপরাধ উপদেবতাদের বধ আরম্ভ করিয়াছ, ইহা আমার কুলের উচিত কর্ম্ম নহে, সাধু ব্যক্তিরা ইহার অতিশয় নিন্দা করেন। (৭)

বৎস ! তোমার ভ্রাতা ইহাদের হস্তে নিহত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহারা সকলে কিছু তাহাকে বধ করে নাই, এক ব্যক্তি করিয়া থাকিবে, এক জনের অপরাধে তাহার সঙ্গে কি প্রকারে অনপরাধ এত ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করিলে। (৮) বৎস প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান দেহকে আত্মা বোধ করিয়া, পশুগণ যেমন দেহাভিমান হেতু পরস্পর বধ

করে তাহার ন্যায়, প্রাণি সকলের যে হিংসা করা ইহা হৃষীকেশের অনুবৃত্তিকারি সাধু পুরুষদিগের বর্ত্ম নহে। অতএব যদিও যক্ষদের অপরাধ থাকে তথাপি তাহাদের প্রতি এরূপ করা উচিত হয় না। (৯) বৎস! তুমি বাল্যকালে তাদৃশ সাধু ছিলে এখন এরূপ কর্ম্ম করিয়া কি রূপে তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছ? তুমি সর্ব্ব প্রাণিতে আত্মভাব চিন্তন করিয়া ভূতের নিবাসভূমি ভগবান্ হরির আরাধনা করত তাঁহার সেই পরম পদ, যাহা অতি দুরারাধ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ! (১০) তাহ'তে আমাদের জ্ঞাত আছে তুমি ভগবান্ হরির হৃদয়ে অবস্থিতি কর এবং তাঁহার পুরুষেরা তোমাকে সাধু বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। বৎস! তুমি এরূপ হইয়া এবং সাধুদিগের ব্রত শিক্ষা করিয়া কি প্রকারে এমত কদর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে? (১১) বৎস! মহৎ লোকের প্রতি তিতিক্ষা অর্থাৎ তাঁহারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে সহিষ্ণুতা করা, নীচ জনের প্রতি করুণা, সমান ব্যক্তির সহিত মিত্রতা এবং সকল প্রাণিকে সমান রূপে অবলোকন কর; এই সকল দ্বারাই সর্ব্বাত্মা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। (১২) আর ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই পুরুষ কৃতার্থ হইলেন, তখন তিনি প্রকৃতির গুণে বিমুক্ত হন্, অতএব গুণের কার্য্য যে লিঙ্গ শরীর, তাহাতে বিরহিত হইয়া সুখ স্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। (১৩)

বৎস! যদি তুমি আত্মতত্ত্ব বিচার কর তাহা হইলে জানিতে পারিবে তোমার ভ্রাতাও কেহ নাই এবং তাহাকে কেহ বধও করে নাই। এই পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ ভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ হয়, একথা অতি প্রসিদ্ধ। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংসর্গে এই সংসারে অন্য স্ত্রীপুরুষ হইয়া থাকে। (১৪) বৎস! এই প্রকারেই সৃষ্টি প্রবর্ত্তমানা হয়। ঐ সকল ভূত পালকের আকারে পরিণত হইলেই তদ্দ্বারা স্থিতি এবং হন্তার দেহাকারে পরিণত হইলেই তাহার দ্বারা সংহার হইয়া থাকে, কিন্তু এই যে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার, এ সকল পরমাত্মার মায়া দ্বারা গুণ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ হইলেই হয়, আপনা হইতে হয় না। (১৫)

বৎস! গুণ সকল কি প্রকারে সৃষ্ট্যাদির কারণ হয় এমত অশঙ্কা করিও না, নির্গুণ ঈশ্বর ঐ বিষয়ে কারণ হয়েন, তিনি নিমিত্ত হওয়াতেই, যেমন অয়স্কান্ত রূপ নিমিত্ত থাকিলে লৌহ ভ্রমণ করে তাহার ন্যায়, এই কার্য্য কারণ স্বরূপ বিশ্ব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। (১৬) বৎস ধ্রুব! সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে ঈশ্বর নিমিত্ত হইলেও একেবারে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই তিন হইতে পারে না, কালশক্তি দ্বারা অর্থাৎ ক্রমে গুণসকলের বিক্ষোভ হয় তাহাতেই তাহার সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ক শক্তি বিভক্ত হইয়া যায় সুতরাং ক্রমেতে সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে। বৎস! কালক্রমে যখন গুণক্ষোভ হয় তখন স্বয়ং ভগবান্ অকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং হন্তা না হইয়াও হত্যা করেন। ধ্রুব! ভগবানের কালশক্তি অচিন্তীয়া, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারাযায় না। (১৭) বৎস! এমত মনে করিও না যে পিত্রাদি হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে ও চৌরাদিরা সংহার করে, সেই ঈশ্বরই পিত্রাদি জন দ্বারা পুত্রাদি জনকে উৎপন্ন করেন এবং তিনিই অন্তক অর্থাৎ চৌরাদিকেও তাহাদের মৃত্যুর হেতু দ্বারা সংহার করিয়া থাকেন অতএব তাঁহা হইতেই সৃষ্টি ও সংহার হয় অর্থাৎ পিত্রাদিরা উৎপন্ন করেন সত্য কিন্তু তাঁহারাও আবার অন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন অতএব তাঁহাদের সৃষ্টি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই, ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা, ইহাতে তিনিই সকলের কারণ, পরন্তু তিনি স্বয়ং অনাদি ও অনন্ত, তাঁহার শক্তির কখন ক্ষয় হয় না। (১৮) বৎস! ঈশ্বর সকল সংহার করিয়া থাকেন এ-

কথায় এমত আশঙ্কা করিও না যে এক কালে সকলের মৃত্যু দৃষ্ট হয় না অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে তবে তো ঈশ্বরের পক্ষপাত আছে? বৎস! ঈশ্বরের স্বপক্ষ অথবা বিপক্ষ কেহ নাই, তিনি মৃত্যু রূপা, সমান রূপে সকল প্রজাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। প্রাণিসকল স্ব২ কর্ম্মের অধীন, আপন২ কর্ম্মের পরবশ হইয়া, যেমন ধূলিপটল বহনশীল পবনের পশ্চাৎ২ ধাবমান হয় তাহার ন্যায়, ঈশ্বরের অনুসরণ করে। (১৯) ঈশ্বর স্বয়ং স্বস্থ এপ্রযুক্ত উপচয় এবং অপচয় বিহীন হইয়া, কর্ম্মাধীনতা প্রযুক্ত দুস্থ প্রাণি সকলের আয়ুর অপচয় ও উপচয় বিধান করেন অর্থাৎ কাহারো অকাল মৃত্যু বিধান করেন কাহাকেও বা কাল মৃত্যু হইতেও রক্ষা করিয়া থাকেন। (২০).

বৎস! ঈশ্বর এই প্রকার, সকলেই মানিয়া থাকে, তাঁহার বিষয়ে কেবল নাম মাত্রে বিবাদ আছে, কোন ব্যক্তিরা তাঁহাকে কর্ম্ম বলিয়া থাকে, অন্যেরা স্বভাব বলে, কতকগুলি লোকে কাল কহে, আর কতিপয় ব্যক্তি দৈব বলে, অপরেরা পুরুষের কাম অর্থাৎ বাসনা বলিয়া থাকে। (২১) পরন্তু হে তাত! ঈশ্বর অব্যক্ত, অতএব অপ্রমেয়, ইয়ত্তা দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ করাযায় না, তাঁহা হইতে মহত্ত্বাদি নানা শক্তির উদয় হইতেছে এই নিমিত্ত আছেন এই মাত্র বলা যাইতে পারে। বৎস! যিনি এরূপ, তাঁহার কি চিকীর্ষিত, অর্থাৎ করিতে বাসনা কি, তাহাই কেহ জানে না, তাঁহার আবার উৎপাদক ঈশ্বরকে কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারিবে? (২২)

অতএব হে তাত! এই সকল যক্ষ তোমার ভ্রাতৃহন্তা নহে। বৎস! পুরুষের সৃষ্টি ও সংহার এই দুই বিষয়ে এক ঈশ্বরই কারণ হন, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহা হইতেও ঐ দুই কর্ম্ম হয় না। (২৩) কিন্তু যদিও কেবল তিনিই এই বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, তিনিই রক্ষা করিতেছেন, অন্তে তিনিই সংহার করিতেছেন, তথাপি তাঁহার ঐ সকল বিষয়ে অহংবুদ্ধিমাত্র নাই সুতরাং তিনি গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয়েন না, সর্ব্বদা নির্লেপ হইয়াই আছেন। (২৪) বৎস! ঈশ্বরের যে অহংবুদ্ধি হয় না তাহার কারণ এই, তিনি আপনার শক্তি যে মায়া, তাহাতে সংযুক্ত হইয়া প্রাণি সকলের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার কি রূপে সম্ভব হইবে? সে যাহা হউক, ঈশ্বর ভূতসকলের প্রকাশক এবং তিনিই তাহাদের প্রভু ও তিনিই তাহাদের আত্মা। (২৫) অতএব হে তাত! যদি তুমি অহঙ্কারাদি ত্যাগ করিতে অশক্ত হও, তবে এক কর্ম্ম কর, সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তিনি অভক্ত জনের মৃত্যুরূপী সত্য, কিন্তু ভক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অমৃত স্বরূপ। বৎস! তিনি কেবল তোমারই উপাস্য এমত নহে, তিনি এই জগতের পরম স্থান। অতএব নাসিকাতে রজ্জু বদ্ধ বলীবর্দ্দ সকলের ন্যায় বিশ্বস্রষ্টারাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বলি অর্থাৎ পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন। (২৬) বৎস! তাঁহার আরাধনা করা তোমার পক্ষে কঠিন হইবেক না, অনায়াসে করিতে পারিবে, তুমি পঞ্চবর্ষ বয়সের সময় বিমাতার দুর্বাক্য দ্বারা বিদীর্ণ হৃদয় হওয়াতে আপনার জননীকে পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিয়াছিলে। হে তাত! সেই সময় যাঁহার আরাধনা করিয়া ত্রিলোকীর মস্ত[illegible] স্থান লাভ করিয়াছিলে (২৭) এক্ষণে আত্মদর্শী হইয়া সেই নির্গুণ অনশ্বর এক আত্মারই অন্বেষণ কর। বৎস! যাহার অন্তঃকরণ নির্ব্বিরোধ, তাহার মনে তিনি সদাই অবস্থিত আছেন এবং সকল সময়েই বিমুক্ত স্বরূপ। বৎস! ভেদ জ্ঞান বশতঃ তাঁহাতেই এই অসৎ বিশ্ব প্রতীয়মান হইতেছে। (২৮) হে তাত! তিনি প্রত্যগাত্মা, ভগবান্, অনন্ত এবং সমস্ত শক্তি-

সম্পন্ন, আনন্দমাত্র তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রতি ভক্তি করিলে ক্রমে "আমি, আমার" ইত্যাকার সুদৃঢ় অহঙ্কার গ্রন্থি ভেদ করিতে পারিবে। (২৯) অতএব হে বৎস! কোপ সম্বরণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। আর, হে রাজন্! লোকে ঔষধদ্বারা যেমন রোগ শান্তি করে তাহার ন্যায় বহু২ শ্রবণ দ্বারা তুমি আপনার শ্রেয়ঃপ্রতিকূল যে সকল বিষয়, তৎসমুদায়ের শান্তি কর। (৩০) রাজন্! কোপ অতি অহিতকর রিপু, যে পুরুষ তাহাতে আক্রান্ত হয়, তাহা হইতে লোকদের সুমহৎ ভয় জন্মে, অতএব যে ব্যক্তি আপনার অভয় বাসনা করে তাহার পক্ষে রোষের পরবশ হওয়া বিধেয় নহে। (৩১) বৎস! ধনাধিপ কুবের ভগবান্ ভবের ভ্রাতা, তুমি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছ, যেহেতু বহু২ যক্ষকে ভ্রাতৃহন্তা বোধ করিয়া রোষবশতঃ বধ করিয়াছ। ধ্রুব! মহতের তেজঃ অতি ভয়ঙ্কর, যাবৎ আমাদের কুলকে অভিভব না করে, তাবৎ শীঘ্র গিয়া প্রণাম ও প্রণয় বচন দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন কর।

মৈত্রেয় এতাদৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! স্বায়ম্ভুব মনু এই প্রকারে স্বীয় পৌত্র ধ্রুবকে উপদেশ করিয়া তাঁহা কর্তৃক অভিনন্দিত হওত ঋষিগণ সমভিব্যাহারে আপনার পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। (৩২)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কুবের কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া স্বপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ধ্রুবের যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তদনন্তর হরিধামে আরোহণ।

মৈত্রেয় কহিলেন ধনাধিপ কুবের শুনিলেন ধ্রুব পিতামহের বাক্যে কোপ বিসর্জ্জন পুরঃসর যক্ষদিগের ক্ষয় ক্রিয়া হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন অতএব তিনি চারণ যক্ষ কিন্নরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া ধ্রুবের সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন (১) অহে অনঘ ক্ষত্রিয় সন্তান! আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তুমি পিতামহের আদেশে দুস্ত্যজ বৈর পরিত্যাগ করিলে। (২) অহে! আমাদের পরস্পর শত্রুতার কারণ কিছুই নাই, যে সকল যক্ষ বিনষ্ট হইল তুমি তাহাদিগকে বধ কর নাই, এবং তোমার ভ্রাতা যে বিনষ্ট হইয়াছে যক্ষগণ তাহার প্রাণ হত্যা করে নাই, কারণ কালই সকল প্রাণির জনন মরণ সম্পাদনে সমর্থ, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারো কোন প্রাণির সৃষ্টি ও বিনাশে ক্ষমতা নাই! (৩) বৎস! পুরুষের অজ্ঞান হইতেই, স্বপ্নকালীন জ্ঞানের ন্যায়, "তুমি, আমি" ইত্যাকার অলীক বুদ্ধি হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধি দ্বারা দেহানুসন্ধান করাতেই বন্ধ ও দুঃখাদি হয়। (৪)

সে যাহা হউক এক্ষণে তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, গিয়া আপনার কল্যাণার্থ সর্ব্ব প্রযত্নে ভগবান্ অধোক্ষজের ভজনা কর। বৎস! তাঁহার শরীর সর্ব্ব ভূতময়, তিনি কখন শক্তি রূপ গুণময়ী আত্মমায়াতে যুক্ত হন, কখন বা তাহাতে বিরহিত হইয়া থাকেন, পরন্তু তাঁহা হইতেই সংসার নিস্তার হয়, অতএব তাঁহার চরণ ভজনীয়। (৫) অহে রাজন্! যদি তোমার মনে কোন অভিলাষ থাকে সঙ্কোচ না করিয়া আমার নিকট তদ্বিষয়ের বর প্রার্থনা কর। বৎস! তুমি বর পাইবার উপযুক্ত পাত্র,

যেহেতু আমাদের নিশ্চয় শ্রুত আছে তুমি ভগবান্ পদ্মনাভের পাদপদ্মের অতি নিকটে থাক। (৬)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! রাজরাজ কুবের এই প্রকারে বর গ্রহণার্থ বারম্বার কহিলে মহাভাগবত ধ্রুব তাঁহার নিকট এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করিলেন মহাশয়! আমাকে এই বর দেউন ভগবান্ হরির প্রতি আমার যেন অচলা স্মৃতি থাকে, কারণ হরিস্মৃতি দ্বারাই দুস্তর সংসার হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। ধ্রুবের ঐ বাক্য শুনিয়া যক্ষরাজ কুবের সম্প্রীত চিত্তে তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ বরই প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান হইলেন।

যক্ষরাজ কুবের স্বগণ সহিত দৃক্‌পথাতীত হইলে ধ্রুব আপনার পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। (৭) কিয়দ্দিনানন্তর ভূরি২ দক্ষিণা দিয়া বহু২ যজ্ঞ করত যজ্ঞেশ বিষ্ণুর অর্চনা করিতে লাগিলন। বৎস বিদুর! ভগবান্ বিষ্ণু দ্রব্য ক্রিয়া এবং দেবতার কর্ম্ম সাধ্য ফল রূপ এবং আপনি কর্ম্ম ফল প্রদান করিয়া থাকেন। (৮) কিন্তু ধ্রুব কেবল যজ্ঞ করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন এতাবন্মাত্র নহে, তিনি সকলের আত্মাস্বরূপ অথচ সর্ব্বোপাধি বিবর্জ্জিত ভগবানে প্রগাঢ় ভক্তি যোগ করিয়া আপনার আত্মাতে ও সকল প্রাণিতে সেই বিভুকে অবস্থিত অবলোকন করিতে লাগিলেন। বৎস বিদুর! তিনি শীলসম্পন্ন, ব্রহ্মণ্য এবং দীনবৎসল হইয়া কেবল ধর্ম্ম নিমিত্ত প্রজা রক্ষণে যত্নবান হইয়াছিলেন অতএব প্রজাগণ তাঁহাকেই আপনাদের পিতা বলিয়া মান্য করিত। (৯) ঐ রূপে ধ্রুব ছত্রিশ সহস্র বৎসর অবনীমণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন। ভোগ দ্বারা তাঁহার পুণ্য ক্ষয় হইত এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অশুভ বিনষ্ট হইয়া যাইত। (১০)

বিদুর! এই প্রকারে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধ্রুব বহুবৎসর কাল ত্রিবর্গ সাধন করিয়া পরে স্বীয় তনয়কে রাজাসন প্রদান করিলেন। (১১) তৎকালে তাঁহার বোধ হইল যেমন স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব নগর বিরচিত হয় তাহার ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা এই দেহাদি সমস্ত জগৎ ভগবানের মায়া দ্বারা আত্মাতে রচিত হইয়াছে। (১২) অতএব দেহ, পুত্র, কলত্র, মিত্র, সামর্থ্য, বৃদ্ধিশীল ধনাগার, অন্তঃপুর, রমণীয় বিহার ভূমি এবং সসাগরা ধরা, এ সমস্তকে মায়া রচিত ও অনিত্য বিবেচনা করিয়া বৈরাগ্য বশতঃ বদরিকাশ্রমে আশ্রয়ার্থ গমন করিলেন। (১৩) অনন্তর ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগে প্রবৃত্ত হইলেন, প্রথমতঃ তত্রস্থ পুণ্যজলে অবগাহন করিয়া শমদমাদি দ্বারা বিশুদ্ধেন্দ্রিয় হইলেন পরে আসন বন্ধন পূর্ব্বক প্রাণায়ামাদি করণক প্রাণ জয় করিয়া মনোদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিলেন তদনন্তর বিরাট মূর্ত্তি ভগবানের স্থূল রূপে মনঃ ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরক্ষণেই ধ্যান করিতে২ ধ্যাতৃ ধ্যেয় ভেদ শূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইলেন সুতরাং তখন তাঁহার সেই স্থূল রূপের ধ্যান পরিত্যাগ হইল। (১৪)

ধ্রুব এই প্রকারে ভগবান্ হরির প্রতি নিত্য২ উত্তরোত্তর অধিক ভক্তি বহন করিতে লাগিলেন, শরীরাভিমান পরিত্যাগ হেতু তাঁহার "আমি" এরূপে আপনারও স্মরণ হইল না, নয়নদ্বয় হইতে অজস্র আনন্দাস্রু বিগলিত হইত, তাহার প্রবাহে যেন অভিষিক্ত হইতেন, অধিকন্তু তাঁহার হৃদয় আনন্দে গলিত প্রায় হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ব্যাপিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন একটী শ্রেষ্ঠ বিমান গগণ মণ্ডল হইতে নীচে অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ঐ বিমান এমন জ্যোতির্ম্ময়, যে প্রভা দ্বারা

পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় দশ দিক্ উদ্দীপিত করিতেছিল। (১৫) তাহার পরেই তিনি দুইটী শ্রেষ্ঠ দেবের দর্শন পাইলেন, তাঁহারা দুই জনেই কিশোর, চতুর্ভুজ এবং শ্যাম বর্ণ। দুই জনেরই নয়ন অরুণবর্ণ কমলের তুল্য, বসন অতি সুশোভন। উভয়ে মনোহর কিরীট হার অঙ্গদ এবং কুণ্ডলে অলঙ্কৃত হইয়া গদাবলম্বনে দাঁড়াইয়াছিলেন। (১৬) ধ্রুব তাঁহাদিগকে ভগবান্ হরির কিঙ্কর বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহারা মধুরিপুর প্রধান পার্ষদ এই ভাবিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের কেবল নাম গুলি উচ্চারণ করিতে২ প্রণাম করিলেন, ব্যস্ততা প্রযুক্ত যথাবিধি পূজা করিতে তাঁহার স্মরণ হইল না।

বৎস বিদুর! ভগবানের যে দুই পার্ষদ বিমানারোহণ করিয়া আগমন করিলেন তাঁহাদের নাম সুনন্দ ও নন্দ, দুই জনই ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র। তাঁহারা সন্নিধানে আসিয়া দেখিলেন ধ্রুবের চিত্ত ভগবৎপদারবিন্দেই একান্ত নিবিষ্ট, আমাদের অভ্যর্থনা নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি ও বিনয়ে নতকন্ধর হইয়া দণ্ডায়মান মাত্র। এতদবলোকনে সহাস্য বদনে কহিলেন (১৭) অহে রাজা! তোমার কল্যাণের সীমা নাই, যেহেতু সশরীরে বিষ্ণু পদে আরোহণ করিবে, অবহিত হইয়া আমাদের বচন শ্রবণ কর। তুমি পঞ্চ বর্ষ বয়সের সময় তপস্যা দ্বারা যাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলে (১৮) সেই অখিল জগতের ধারণ কর্ত্তা দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণুর পার্ষদ আমরা, তোমাকে ভগবানের স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এখানে আসিলাম। (১৯) রাজন্! তুমি অতি সুদুর্জ্জয় বিষ্ণুপদ জয় করিয়াছ, অতএব সপ্তর্ষিরাও যেখানে যাইতে পারেন না, অধঃস্থলে অবস্থিত হইয়া কেবল দর্শন করিয়া থাকেন এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রগণ যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিবে চল। হে অঙ্গ! তোমার পিতৃগণ অথবা অন্য কোন লোক এপর্য্যন্ত কখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ নাই, অন্যের তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? ঐ স্থান ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ, অতএব জগতের পরম বন্দনীয়, যাহা হউক, তুমি তাহা জয় করিয়াছ, তাহাতে অধিষ্ঠান কর। (২০) হে আয়ুষ্মন্! ভগবান্ এই শ্রেষ্ঠ বিমান তোমার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন, সশরীরে ইহাতে আরোহণ কর। (২১)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ভগবান্ হরির সেই দুই ভৃত্যের ঐ সমস্ত বাক্যে যেন অমৃত ক্ষরিতেছিল, ভাগবতপ্রধান ধ্রুব তাহা শ্রবণ করিয়া অবগাহন পূর্ব্বক নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিলেন তদনন্তর অলঙ্কৃত হইয়া প্রণাম পুরঃসর ঋষিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে কহিলেন। (২২) তাহার পর ঐ স্থান প্রদক্ষিণ ও অভ্যর্চ্চন করিয়া সেই দুই পার্ষদকে অভিবাদন করিলেন। পরিশেষে হিরণ্ময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিতে তাঁহার অভিলাষ হইল। বিদুর! ধ্রুবের স্বাভাবিক যেরূপ ছিল তাহাই বিষ্ণু পদারোহণ সময়ে হিরণ্ময় হইল। বৎস! ঐ সময়ে দুন্দুভি মৃদঙ্গ পণবাদি বহুবিধ বাদ্য বাদিত হইল, গন্ধর্ব্বগণ আনন্দে গান আরম্ভ করিল, এবং চারি দিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে লাগিল। (২৩) অনন্তর ধ্রুব স্বর্গলোকে আরোহণ করেন ইত্যবসরে স্বীয় জননী সুনীতিকে স্মরণ হইল তাহাতে মনে২ এই চিন্তা করিলেন আমার জননী অতিশয় দুঃখিনী, তিনি কোথায় রহিলেন? তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সুরপুরে গমন করিব? (২৪)

ভগবানের যে দুই পার্ষদ ধ্রুবকে লইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ধ্রুবের অভি-

প্রায় বুঝিতে পারিলেন অতএব তাঁহার মাতা যিনি অগ্রে যানযোগে গমন করিতেছিলেন তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। মাতাকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া ধ্রুবের চিত্ত সুস্থির হইল, পরে সানন্দ মনে গমন আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ গ্রহ সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বিদুর! ধ্রুবের গমন সময়ে পথিমধ্যে স্থানে২ বিমানচারি সুরগণ প্রশংসা করিতে২ কুসুম বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। (২৫) সে যাহা হউক। তিনি বিমানযোগে ক্ষণকাল মধ্যে ত্রিলোকী এবং সপ্তর্ষিদিগকেও অতিক্রমণ করিয়া তাহার পরে যে বিষ্ণুর স্থান ছিল তাহাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৎস! তাঁহার স্থান নিত্য, ঐ স্থান হইতে কখন পতন হইবেক না। (২৬) বিদুর! ঐ স্থানের প্রভার কথা কি বলিব? তাহা আপনার জ্যোতির্দ্বারা সদাই দীপ্তিশীল, তাহার কিরণেতেই এই সকল লোক সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছে। যে সকল ব্যক্তি প্রাণিগণের প্রতি নির্দয়, তাহারা কখন সে স্থানে যাইতে পারে না, নিরন্তর শুভাচারি ব্যক্তিরাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (২৭) অর্থাৎ যাঁহারা শমগুণান্বিত, সর্ব্বত্র সমদর্শী, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র, সকল ভূতের মনোরঞ্জক, এবং ভগবান্ অচ্যুতই যাঁহাদের প্রিয় বান্ধব, তাঁহারাই যথার্থরূপে ভগবান্ অচ্যুতের পদ প্রাপ্ত হন্।

বিদুর! এই প্রকারে উত্তানপাদ নৃপতনয় ভগবৎপরায়ণ ধ্রুব বিষ্ণুর স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিলোকের নির্ম্মল চূড়ামণি তুল্য হইলেন। (২৮) বৎস কৌরব্য! ধ্রুব যে স্থান প্রাপ্ত হইলেন তথায় জ্যোতিশ্চক্র অর্পিত হইয়া, গো সকল যেমন গম্ভীর বেগে মেধিতে (মেই কাষ্ঠে) ভ্রমণ করে তাহার ন্যায়, নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। (২৯)

সে যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ প্রচেতাদিগের ব্রহ্মসত্রে ধ্রুবের এই মহিমা অবলোকন করিয়া বীণা বাদন পূর্ব্বক ভগবানের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ধ্রুবের মহিমা প্রতিপাদক তিনটী শ্লোক গান করিলেন। (৩০) তাহার অর্থ এই, অহো পতিপরায়ণা সুনীতির সন্তান ধ্রুবের কি তপঃপ্রভাব! আমার বোধ হয়, বেদাধ্যয়নশীল ব্রহ্মর্ষিগণ অভ্যুপায় অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্ম দর্শন করিয়াও ঐ তপঃপ্রভাবের ফল প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন না, ইহাতে রাজাদের কথা কি? (৩১) কি আশ্চর্য্য! তিনি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মাতৃসপত্নী সুরুচির বাক্য রূপ বাণ দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে বিষণ্ণ ও ভগ্ন মনে একাকী অরণ্যানী প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং আমার উপদেশানুরূপ আচরণ করিয়া অজিত ভগবানকে জয় অর্থাৎ বশম্বদ করেন। তাঁহার এই প্রভাব দর্শনে আমার বোধ হইতেছে ভগবানের অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। (৩২) আহা! তিনি যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন পৃথিবী মধ্যে আর যে২ ক্ষত্রিয় আছে তাহারা কি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া বহু২ বর্ষেও সেই পদে আরোহণার্থ ইচ্ছা করিতে পারে? অর্থাৎ ঐ পদের নিমিত্ত সঙ্কল্প করাও তাহাদের অসাধ্য, তাহাতে আরোহণের কথা তো সুদূর পরাহত। তিনি পাঁচ বা ছয় মাত্র বৎসর বয়সে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া কএক দিবসের মধ্যেই ভগবান্‌কে প্রসন্ন করত তদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৩৩)

মৈত্রেয় এতাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস বিদুর! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই সমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। হে কুরু নন্দন! মহাত্মা ধ্রুব মহা যশস্বী, তাঁহার এই চরিত্রে সাধুজন মাত্রে পবিত্র জ্ঞান করিয়া আমোদ করিয়া থাকেন। (৩৪) বৎস! এই ধ্রুব চরিত যশঃপ্রাপক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, এবং ধনাদির হেতু, আর ইহা অতি পবিত্র, পাপ নাশক ও মহৎ স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ। ইহাতে স্বর্গ ও ধ্রুব স্থান প্রাপ্তি হয়, অতএব অতিশয়

প্রশংসার্হ। (৩৫) বৎস! অচ্যুতপ্রিয় মহাত্মা ধ্রুবের এই চরিত্র শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রবণ করেন তাঁহার ভগবানের প্রতি সেই ভক্তি উদিতা হয় যাহাতে ক্লেশ রাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৩৬) বিদুর! মহত্ত্ব ইচ্ছাকারি ব্যক্তির পক্ষে এই চরিত্র মহত্ত্ব প্রাপ্তির স্থান স্বরূপ, ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার শীলাদি গুণ জন্মে, অপর যে ব্যক্তি তেজঃপ্রার্থী, তাহার ইহাতে তেজঃ, এবং যে পুরুষ মনস্বী, তাহার ইহাতে প্রশস্ত মনঃ লব্ধ হইয়া থাকে। (৩৭) অতএব প্রযত হইয়া প্রাতঃকালে এবং সায়ং সময়ে ব্রাহ্মণ সভায় এই সুমহৎ ধ্রুবচরিত্র কীর্ত্তন করিবে আর অমাবস্যা পূর্ণিমা দ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্র ত্র্যহস্পর্শ ব্যতীপাত সংক্রান্তি অথবা আদিত্য বারেও ইহা পাঠ করিবেক। (৩৮) অপর নিষ্কাম হইয়া শ্রদ্ধাশালি ব্যক্তিদিগকে ইহা শ্রবণও করাইবে। তাহাতে আত্মাই আত্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, সুতরাং অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। (৩৯) ফলতঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞাত তত্ত্ব, তাহাকে যিনি ভগবন্মার্গের অমৃত রূপ জ্ঞান দান করেন সেই দয়াশীল দীনবন্ধুর প্রতি দেবতারা সমধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। (৪০) হে কুরুবর বিদুর! মহাত্মা ধ্রুবের এই চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। বৎস! তাঁহার কর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ, তিনি শৈশব সময়ে ক্রীড়া ও মাতৃসদন বিসর্জ্জন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। (৪১)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মহাত্মা ধ্রুবের বংশে পৃথুর জন্ম বর্ণনার্থ বেণ পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত কথন।

সূত কহিলেন মুনিবর মৈত্রেয় মহাভাগবত ধ্রুব মহাশয়ের বৈকুণ্ঠ পদাধিরোহণের বিষয় যাহা বর্ণনা করিলেন তৎশ্রবণে ভগবানের প্রতি বিদুরের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল, অতএব পুনর্ব্বার মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া সবিনয় বচনে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। (১) বিদুর বলিলেন মুনে! আপনি কহিলেন দেবর্ষি নারদ প্রচেতাদের সত্রে থাকিয়া ধ্রুবের মাহাত্ম্য সূচক শ্লোক সঙ্গীত করেন। ব্রহ্মন্! ঐ সকল প্রচেতা কে? কাহার সন্তান? কোন্ ব্যক্তির বংশে উৎপন্ন? কোন্ স্থানেই বা সত্র করিতেছিল? (২) ব্রহ্মন্! আমি জানি দেবর্ষি নারদ মহাভাগবত, দেবতার ন্যায় তাঁহার দর্শন অতি পুণ্যদ, তিনি ভগবান্‌ই হরির পরিচর্য্যা প্রকার ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ পঞ্চরাত্র কহিয়াছিলেন। (৩) হে মহাশয়! শ্রুত আছে স্বধর্ম্মশীল প্রচেতাগণ আপনাদের সত্রে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতেছিলেন সেই সময় দেবর্ষি নারদ বিবিধ বিনয় বচন দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! দেবর্ষি নারদ সে সময় যে২ ভগবৎ কথা বর্ণন করেন তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার বড় বাসনা হইতেছে অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর সম্পূর্ণ বলিতে আজ্ঞা হউক। (৪)

মৈত্রেয় কহিলেন মহাত্মা ধ্রুবের পুত্র উৎকল, পিতা বন প্রস্থান করিলে সকল দেশের আধিপত্য ও রাজাসন উপস্থিত হইলেও ঐ দুই পদ গ্রহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। (৫) বিদুর! তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তিত্ব ও রাজাসন গ্রহণে অনিচ্ছার হেতু শ্রবণ কর, তিনি জন্মিয়া অবধি প্রশান্ত মনাঃ নিঃসঙ্গ এবং সর্ব্বত্র সম-

দর্শী ছিলেন, সর্ব্বদা আপনার আত্মাকে লোক মধ্যে বিতত এবং আপন আত্মাতে লোক সকলকে বিস্তীর্ণ দর্শন করিতেন। (৬)

তাঁহার আত্মা প্রশান্ত হইয়া জ্ঞানরূপ রসের সহিত অভিন্ন হইয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন যোগ রূপ অগ্নি দ্বারা সমস্ত আশয় দগ্ধ করিয়াছিলেন অতএব উক্ত প্রকার সুবিস্তীর্ণ আনন্দময় আত্মাকে পরব্রহ্ম জানিয়া আত্মভিন্ন অন্য কোন বস্তু দর্শন করিতেন না। (৭) তাহাতে বালকেরা জড় অথবা অন্ধ, কিম্বা বধির অথবা উন্মত্ত কিম্বা মূক, এরূপ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার আকার দর্শন করিত, বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন ইহাতে তাঁহার বুদ্ধি কোন অংশেই ঐ সকল ব্যক্তির তুল্য ছিল না। কেবল অগ্নির শিখা প্রশান্ত হইলে লোকে সেই অগ্নিকে যেমন অকর্ম্মণ্য বলিয়া মানে তাহার ন্যায় তিনি অকর্ম্মণ্যভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। (৮) তাঁহার আকার প্রকার নিরীক্ষণ করিয়া কুলবৃদ্ধ মন্ত্রিগণ বিবেচনা করিলেন ইনি জড় অথবা উন্মাদগ্রস্ত হইলেন সন্দেহ নাই, রাজা না হইলে রাজ্য রক্ষা হইবেক না, অতএব পরামর্শ করিয়া, ভ্রমির পুত্র বৎসর যদিও উৎকলের কনিষ্ঠ, তথাচ তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। (৯)

অনন্তর বৎসর স্ববীথী নামে দার পরিগ্রহ করিলেন তাহাতে তাঁহার সেই প্রিয়া ভার্য্যা ছয়টী সন্তান প্রসব করিল। তাহাদের নাম যথা—পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ্জ, বসু এবং জয়। এই ছয়ের মধ্যে পুষ্পার্ণের দুই ভার্য্যা, প্রভা এবং দোষা। প্রভার তিন পুত্র—যথা প্রাতঃ, মধ্যন্দিন, এবং সায়ং। (১০) দোষারও তিন তনয়, যথা—প্রদোষ, নিশীথ, এবং ব্যুষ্ট। (১১) এই ব্যুষ্টের ভার্য্যা পুষ্করিণী, তাহাতে ব্যুষ্ট সর্ব্বতেজা নামে এক সন্তান উৎপন্ন করেন। ঐ সর্ব্বতেজার নাম পরে চক্ষু হইয়াছিল, সেই চক্ষুই আকূতি নাম্নী স্বীয় পত্নীর গর্ব্ভে মনুর জন্ম দেন। (১২)

মনুর মহিষী নড্বলা, তিনি পুরু প্রভৃতি পরম পবিত্র দ্বাদশটী সন্তান প্রসব করেন, তাঁহাদের এই২ নাম—পুরু, কুতস্ম, অমৃত, দ্যুমান্, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি, এবং উল্মুক। এই উল্মুকের বনিতা পুষ্করিণী, তাহাতে উল্মুকের ছয়টী সুসন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, যথা—অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, এবং গয়।

বৎস বিদুর! অঙ্গের পত্নীর নাম সুনীথা, তিনি অঙ্গের ঔরসে উগ্রস্বভাব সেই বেণকে প্রসব করেন যাহার দুঃশীলতা হেতু রাজর্ষি অঙ্গ মহা ক্ষুণ্ণ হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপন পুর হইতে নির্গত হন্। (১৩) হে কৌরবনন্দন! বাগ্বজ্র মুনিগণ কুপিত হইয়া ঐ বেণকেই অভিশাপ দিয়াছিলেন। পরে তাহার মৃত্যু হইলে পুনরায় তদীয় দক্ষিণ কর মন্থন করেন। (১৪) বিদুর! ঋষিগণ বেণকে বিনষ্ট করিয়া আবার যে তাহার পুত্রার্থ তাহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলেন তাহার কারণ এই, পৃথিবী অরাজক হওয়াতে প্রজাগণ দস্যুকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল। যাহা হউক, মুনিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলে ভগবান নারায়ণের অংশে আদি রাজা পৃথুর জন্ম হইল। (১৫)

বিদুর কহিলেন মুনে! মহাত্মা অঙ্গ রাজা অতিশয় শীল সম্পন্ন, সাধু এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার ঐ প্রকার কুসন্তান কিরূপে হইল যে তাহার ভয়ে লোক সকল উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল? (১৬) আর বেণ রাজা হইয়া স্বয়ং দণ্ডব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কি অপরাধ দেখিয়া তাঁহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ড নিপাত করিলেন। (১৭) রাজা পাপবান্ হইলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে নাই, যেহেতু

নরপতি স্বীয় তেজঃ দ্বারা সকল লোকপালের প্রভাব ধারণ করেন। (১৮) অতএব হে ব্রহ্মন্! সুনীথাতনয় বেণের চরিত্র বিস্তারিত করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপনকার ভক্ত, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি পরাপর বেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনকার কিছুই অবিদিত নাই, সবিশেষ বলুন। (১৯)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! বৃত্তান্ত বলি, শুন। রাজর্ষি অঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মবক্তা ঋত্বিগ্‌গণ মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিলেও দেবতাদের আগমন হয় নাই, অতএব পুরোহিতেরা বিস্ময়ান্বিত হইয়া যজমানকে কহেন মহারাজ! তোমার এই যজ্ঞে যে সকল হবিঃ হোম করা যাইতেছে দেবতারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। (২০) মহারাজ! এ যজ্ঞের হবিঃ সকলে দোষ মাত্র নাই, আপনি শ্রদ্ধা সহকারে সমগ্র সামগ্রী আহরণ করিয়াছেন, এই সকল ঋত্বিগ্ ধৃতব্রত হইয়া যে২ বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছেন তাহাও নির্ব্বীর্য্য নয়, এ স্থলে কোন অংশে দেবতাদের কিঞ্চিন্মাত্র হেলন তো আমরা দেখিতে পাই না, তবে তাঁহারা এস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া স্ব২ ভাগ গ্রহণ করিতেছেন না কেন? দেবতারাই কর্ম্মসাক্ষী. তাঁহাদের অধিষ্ঠান না হওয়াতে সকলই যে বৃথা হইতেছে। (২১)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ব্রাহ্মণদিগের এই বচন শ্রবণ করিয়া যজমান অঙ্গরাজা অতিশয় ক্ষুণ্ণমনা হইলেন এবং যদিও যজ্ঞার্থ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তথাচ সদস্যদিগের অনুমতি লইয়া বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন (২২) হে সভাপতিগণ! দেবতাদের আহ্বান হইতেছে তথাচ তাঁহারা এ যজ্ঞে সোমপাত্র সকল যে গ্রহণ করিতেছেন না ইহার কারণ কি? আমি কি দোষ করিয়াছি। (২৩)

সভাপতিরা কহিলেন নরনাথ! ইহ জন্মে তোমার কিঞ্চিন্মাত্র পাপ নাই, কোনরূপে যে কিছু জন্মিয়াছিল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার ক্ষালন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের একটী পাপ আছে, তাহার কারণেই তুমি এ প্রকার গুণাধিক হইয়াও অনপত্য হইয়া রহিয়াছ (২৪) অতএব হে রাজন্! তুমি আপনাকে সৎপুত্রবান্ কর, তোমার মঙ্গল হউক, পুত্রবান হইলেই দেবতারা তোমার যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিবেন। মহারাজ! পুত্রকামনা করিয়া যজ্ঞভুক্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে তিনি তোমাকে অবশ্য পুত্র প্রদান করিবেন। (২৫) আর তুমি অপত্যার্থ যজ্ঞপুরুষ হরিকে সাক্ষাৎ বরণ করিলে তাঁহার সহিত অন্যান্য দেবতারাও আসিয়া স্ব২ ভাগ গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই। (২৬)

হে রাজন্! পুত্রাদি কাম অতি তুচ্ছ, ভগবান্ হরি কি তাহা প্রদান করিবেন এমত আশঙ্কা করিও না, লোকে যাহা২ কামনা করে ভগবান্ হরি সেই২ কামই প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে পুরুষ যে প্রকারে আরাধনা করে ভগবান্ তাহাকে সেই প্রকার ফলেই যোগ করেন। (২৭)

ব্রাহ্মণেরা এই প্রকার কহিয়া অঙ্গ রাজার পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে হবিঃ প্রদান করিলেন। বিদুর! ভগবান্ বিষ্ণু পশু সকলে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট আছেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে শিপিবিষ্ট বলে, শিপি-অর্থ পশু, বিষ্ট-অর্থ প্রবিষ্ট। (২৮) সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুকে হবি দিবার নিমিত্ত যে যজ্ঞ করিলেন সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে একটী পুরুষ উত্থিত হইল। তাহার গলদেশে কাঞ্চনমালা, পরিধান নির্ম্মল বসন এবং হস্তোপরি হিরণ্ময় পাত্রে সিদ্ধ পায়স ছিল। (২৯) তদবলোকনে ব্রাহ্মণেরা রাজাকে ঐ পায়স গ্রহণার্থ অনুমতি করিলেন তাহাতে রাজা অঞ্জলি দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক আদৌ আপনি আঘ্রাণ করিলেন, অনন্তর হর্ষান্বিত হইয়া পত্নীর হস্তে

দিলেন। (৩০) বিদুর! ঐ পায়স সন্তানোৎপাদক, সুনীথা অনপত্যা ছিলেন, তাহা ভক্ষণ করিবা মাত্র ভর্ত্তৃসকাশাৎ গর্ভ গ্রহণ করিলেন এবং যথাযোগ্য কাল উপস্থিত হইলে একটী কুমার প্রসব করিলেন। (৩১)

হে বৎস! অঙ্গ রাজার পত্নী সুনীথা মৃত্যুর কন্যা, তাহার গর্ভজ ঐ কুমার বাল্য-কালাবধি মাতামহের তুল্য আচার ব্যবহারের অনুরাগী হইল। মাতামহ মৃত্যু, স্বয়ং অধর্ম্মাংশ প্রভব, তাহার বর্ত্মানুবর্ত্তী হওয়াতে অঙ্গরাজতনয় ক্রমে অধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। (৩২) সে মৃগয়ানুরাগী হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে যাইত এবং অসতের তুল্য নির্দয় হইয়া দীন মৃগগণকে বধ করিত। তাহার নিষ্ঠুরতায় প্রজাজনে এবম্বিধ ভীত হইত যে কদাচিৎ নয়নগোচর হইলে "ও মা বেণ গো" বলিয়া কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক চীৎকার করিত। (৩৩) বিদুর! বেণের নির্দয়তার কথা কত কহিব, বাল্যকালে বাল বয়স্য গণ সঙ্গে খেলা করিত, নির্দয় স্বভাব হেতু ক্রীড়া স্থলেই খেলিতে২, যেমন লোকে পশু মারে তাহার ন্যায়, হঠাৎ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত। (৩৪)

রাজা অঙ্গ পুত্রের ঐ প্রকার আচরণ অবলোকন করিয়া নানা প্রকারে শাসন করিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন কোন রূপেই সে শাসিত হইল না তখন অতিশয় দুর্ম্মনাঃ হইলেন (৩৫) এবং আপনাপনি কহিতে লাগিলেন যে সকল গৃহস্থ নিঃসন্তান, তাহারা প্রায় দেবতাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহাদের অভিপ্রায় এই যে কুৎসিত অপত্য দ্বারা যে দুঃখ জন্মে যাহা সহিষ্ণুতা করিতে পারা যায় না তাহা হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি। (৩৬) ফলতঃ যাহা হইতে মনুষ্যলোকে পাপীয়সী কীর্ত্তি এবং মহৎ অধর্ম্ম হয়, যাহা দ্বারা সকলের সহিত বিরোধ সম্ভবে, এবং যাহাতে অশেষ মানস পীড়া হয় (৩৭) এমত যে পুত্র, সে নাম মাত্রে পুত্র হইলেও বস্তুতঃ মোহকরণক আত্মার বন্ধন কারক। এপ্রকার পুত্রকে কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ বহু করিয়া মানিবেন? এমন সন্তানে গৃহাশ্রম মহা২ ক্লেশদ হয়। (৩৮) অথবা সৎসন্তান জন্মিলে অনিষ্টাশঙ্কা হয় সুতরাং ঐ পুত্র শোকস্থান হয় তাহা অপেক্ষা কুৎসিত সন্তান ভাল, কারণ ঐ রূপ পুত্র হইতে মানবগণের গৃহ ক্লেশদ হয় তাহাতে বৈরাগ্য জন্মিয়া দেয়। (৩৯) বিদুর! এই প্রকারে অঙ্গ রাজার বৈরাগ্য জন্মিল। এক দিন রজনীযোগে তিনি বেণ প্রভৃতির সহিত নিদ্রা যাইতেছিলেন হঠাৎ অর্দ্ধরাত্র সময়ে জাগ্রৎ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সুপ্তা বেণমাতাকে পরিত্যাগ করিয়া মহা সম্পত্তিশালি আলয় হইতে বহির্গত হইলেন। কোন্ সময় কোন্ দিকে গেলেন কোন মনুষ্য লক্ষ্য করিতে পারিল না। (৪০)

প্রজাগণ এবং অমাত্য পুরোহিত বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই রাজার ঔদাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গমন অবগত হইয়া শোকে সাতিশয় কাতর হইল এবং কুৎসিত যোগিরা, যেমন আপনার দেহেই নিগূঢ় পরম পুরুষকে অন্যত্র অনুসন্ধান করে তাহার ন্যায়, সর্ব্ব স্থানে রাজার অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা সেই স্থানেই ছিলেন, অন্যত্র কি রূপে দেখিতে পাইবেক? (৪১) অতএব প্রজারা ভগ্নোদ্যম হইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করিল এবং অশ্রুপাত করিতে২ ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট আপনাদের প্রভুর বিপদ নিবেদন করিল। (৪২)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অঙ্গরাজার প্রব্রজ্যায় গমনের পর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেণের রাজ্যাভিষেক, তদনন্তর তাহার বধ।

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! অঙ্গরাজা রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যায় গমন করিলে ভৃগু প্রভৃতি যে সকল ঋষির লোক মঙ্গল চিন্তাই কর্ম্ম ছিল, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন নৃপবিরহে প্রজাপুঞ্জের অবস্থা পশুর সমান হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই, (১) অতএব বীরপ্রসবিনী সুনীথাকে আহ্বান করিয়া তাহার নিকট বেণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং যদিও অমাত্য প্রভৃতির তাহাতে আন্তরিক সম্মতি হইল না তথাচ সকলে বেণকে ভূপতি করিয়া অভিষেক করিলেন। (২)

বেণ দোর্দণ্ড প্রতাপ এবং নিষ্ঠুর শাসন, তিনি নৃপাসনে অধ্যাসীন হইলেন, শুনিবামাত্র চোর সকল, যেমন ইন্দুরগণ সর্প হইতে ভয় পাইয়া লুক্কায়িত হয় তাহার ন্যায়, একেবারে অন্তর্হিত হইল। (৩) বেণও রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সকল লোকপালের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করত দিন২ অধিক উদ্ধত হইতে লাগিল এবং আপনিই আপনাকে অতি মহৎ জ্ঞান করিয়া মহা২ মহাভাগ ব্যক্তিকেও অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে ঐশ্বর্য্য মদে অন্ধ ও অহঙ্কৃত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তির ন্যায় রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিত। তাহার ভ্রমণে স্বর্গ মর্ত্ত কম্পমান হইত। অনন্তর সে সকল স্থানে ভেরী দ্বারা ঘোষণা দিয়া এই কথা বলিল অহে ব্রাহ্মণেরা। সাবধান, কখন যাগ বা যজ্ঞ, দান বা হোম করিও না। এই প্রকারে আপনার অধিকার মধ্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারে রহিত করিয়া দিল। (৪)

দুর্বৃত্ত বেণের এই প্রকার আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া মুনিগণ বিবেচনা করিলেন লোক সকলের তো মহা বিপদ্ উপস্থিত। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া সদয় বচনে বলিতে লাগিলেন (৫) কাষ্ঠখণ্ডের মূল ও অগ্রভাগ অগ্নি দ্বারা উদ্দীপিত হইলে তত্রস্থ কীটাদির যেমন কোন দিকে নিস্তার থাকে না, উভয় দিক্ হইতে বিপদ হয়, তাহার ন্যায় ইদানী প্রজা সকলের তস্কর ও পালক দুই হইতে দুঃখ উপস্থিত। (৬) এই বেণ রাজপদের যোগ্য পাত্র নয়, কেবল আমরা অরাজক ভয়ে ইহাকে রাজত্বে বরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য ইহা হইতেই প্রজাজনের মহৎ উৎপাত উপস্থিত হইল। এখন মানবমণ্ডলীর মঙ্গলোপায় কি? (৭) হায়! আমরা উহাকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলাম, তাহাতে সর্পকে যেমন দুগ্ধ দিয়া পালন করিলে সে পালনকর্ত্তারও অনিষ্ট করে তাহার ন্যায় এ দুরাত্মা আমাদেরও অনিষ্ট করিতেছে। (৮) অহো! সুনীথাগর্ব্ভজ বেণ স্বভাবতঃ খল, আমরা তাহাকে পালকত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলাম! সে প্রজাদিগকে পালন না করিয়া স্বয়ং উচ্ছিন্ন করিতেছে! (৯) যাহা হউক, এখন তাহার পাতক আমাদিগকে স্পর্শ না করে এ কারণ আমরা গিয়া তাহাকে শান্ত করি চল, অন্যের পাপ অন্যত্র সংক্রান্ত হয় না সত্য, কিন্তু তাহার পাপ অস্মদাদিকে স্পর্শ করিবার কারণ আছে, আমরা দুরাত্মা ও পাপি জানিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক সেই দুরাচারকে রাজা করিয়াছি। অতএব তাহার নিকট গিয়া প্রথমে বিবিধ প্রকারে বুঝাই, প্রবোধিত হইয়াও যদি সে আমাদের বাক্য স্বীকার না করে তাহা হইলে, একে সে লোকের ধিক্কারে দগ্ধ আছে আবার আমরা স্ব২ তেজঃ দ্বারা দগ্ধ করিব। (১০)

বৎস বিদুর! মুনিগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া স্ব২ মন্যু সম্বরণ পূর্ব্বক বেণের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং প্রিয় বচন দ্বারা শান্ত্বনা করিয়া কহিলেন হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমরা তোমাকে যাহা বিজ্ঞাপন করিব অবহিত হইয়া হৃদয়ঙ্গম কর। হে তাত! তাহাতে মনোযোগ করিলে তোমার আয়ুঃ শ্রী বল কীর্ত্তি বৃদ্ধিশীল হইবে। (১১) মহারাজ! বাক্য মনঃ কায় শোধন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম আচরিত হয় তাহাতে পুরুষদের এমত লোক প্রাপ্তি হয় যে সেখানে শোকের সম্পর্ক মাত্র নাই। আর নিষ্কাম পুরুষদিগের ঐ ধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। (১২) অতএব হে বীর! ধর্ম্ম পরম পদার্থ, প্রজাদিগের কল্যাণ স্বরূপ, তাহা যেন নষ্ট না হয়। মহারাজ! ধর্ম্ম নষ্ট হইলে নরপতির রাজ্যৈশ্বর্য্য সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। (১৩)

হে রাজন্! দুষ্ট অমাত্য এবং চৌরাদি হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া যে রাজা বিহিত কর গ্রহণ করেন তাঁহার পরকালে ও ইহকালে পরম সুখ সম্ভোগ হয়। মহারাজ! যাঁহার রাজ্য ও পুর মধ্যে প্রজারা স্ব২ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করে সেই রাজার প্রতি বিশ্বমূর্ত্তি ভগবান্ পরম পরিতুষ্ট হন্। হে নরনাথ! ভগবান্ হরি জগতের ঈশ্বর সকলেরও ঈশ্বর, যাবন্ত লোক ও লোকপাল সকলেই পরম আদর সমন্বিত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন। তিনি তুষ্ট হইলে আর কি অপ্রাপ্য রহিল? (১৪) মহারাজ! সেই ভগবান্ সকল লোক, লোকপাল এবং যজ্ঞের নিয়ামক, আর বেদময় দ্রব্যময় ও তপোময়। তোমার স্বদেশীয় যে২ লোকেরা বিবিধ যজ্ঞ দ্রব্যাদি দ্বারা মঙ্গলার্থ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে তুমি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইতে যোগ্য হও। (১৫) হে বীর! দ্বিজাতিরা তোমার দেশে যজ্ঞ বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা ভগবানের অংশ যে সকল দেবতার পূজা করিতেছেন তাঁহারা তুষ্ট হইলে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মে প্রতিকূল হওয়া তোমার উচিত হয় না। (১৬)

মুনিগণের ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বেণ সক্রোধ হইল এবং কহিল অহে তোমরা বড় মূর্খ, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম করিয়া মানিতেছ। আমি সকলের ভয়াদিপ্রদ পতি, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাহারা উপপতির তুল্য অন্যের উপাসনা করে তাহারা অতি মূঢ়, নৃপরূপী ঈশ্বর যে আমি, আমাকে তাহারা অবজ্ঞা করে, কিন্তু ঐ অপরাধে ইহলোকে বা পরলোকে কুত্রাপি আপনাদের কল্যাণ দেখিতে পায় না। (১৭) অহে ঋষিগণ! যজ্ঞপুরুষ কে? যেমন পতিস্নেহ বিমুখী অসতী যোষারা উপপতির প্রতি স্নেহবতী হয় তাহার ন্যায় তোমরা আপন প্রভুর প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়া কাহার প্রতি এত ভক্তি করিতেছ? অহে! তোমরা কি জান না? ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কুবের যম সূর্য্য মেঘ পৃথিবী জল (১৮) এই সকল ও অন্যান্য যে২ দেবগণ বর ও শাপ দানে সমর্থ, তাহারা সকলই নরপতির দেহে বর্ত্তমান, ইহাতেই রাজা সর্ব্ব দেব স্বরূপ সুতরাং তিনিই ঈশ্বর, অন্য সকল তাঁহার অংশ মাত্র। (১৯) হে দ্বিজগণ! আমি সেই রাজা, তোমরা মৎসর পরিহার পূর্ব্বক কার্য্য দ্বারা আমারই যজ্ঞ কর, এবং আমার নিমিত্ত পূজোপহার ও করাদি আহরণ করহ। আমা ভিন্ন আর কোন্ পুরুষ আরাধ্য আছে?। উন্মার্গগামী পাপাত্মা বেণ বিপরীত বুদ্ধি হইয়া এই প্রকার কহিলে মুনিগণ পুনরায় বিবিধ বিনয়বাক্যে অনুনয়ন করিতে লাগিলেন কিন্তু সে পাপাত্মা সমস্ত মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল অতএব মুনিদের প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিল না। (২০)

বেণ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া বারম্বার অনাদর করাতে মুনিগণ তাহার প্রতি সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সকলে এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন এই পাপাত্মা অতিশয় দারুণ প্রকৃতি, শীঘ্র ইহার প্রাণ বধ কর। এ পাপটা জীবিত থাকিলে নিশ্চয় জগৎকে ভস্মসাৎ করিবেক। এ অতি দুরাচার কখন নরদেবের বরাসনে অধ্যাসীন হইবার যোগ্য নয়। এমত নির্লজ্জ, যজ্ঞাধিপতি বিষ্ণুর নিন্দা করে! (২১) এই অশুভ এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মুখে কখন ভগবানের নিন্দা শুনি নাই। এ পাপাত্মা অতিশয় কৃতঘ্ন, যাঁহার অনুগ্রহ ভাজন হইয়া এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারই নিন্দা করিতেছে। (২২)

বৎস বিদুর! মুনিগণের ক্রোধ পূর্ব্বে গূঢ় ছিল এক্ষণে তাঁহারা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোপ-প্রজ্বলিত করত ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দেই বেণকে নিহত করিলেন। হে কৌরববর! ঐ দুরাত্মা ভগবান্ অচ্যুতের নিন্দা করিত ইহাতে পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল। (২৩)

সে যাহা হউক, ঋষিরা বেণের প্রাণ সংহার করিয়া স্ব২ আশ্রমে গমন করিলে বেণমাতা সুনীথা সাতিশয় শোকার্ত্তা হইলেন এবং বিদ্যাযোগে সন্তানের কলেবর পালন করিতে লাগিলেন। (২৪) একদা ঐ সকল ঋষি সরস্বতীর জলে স্নান করিয়া হোম সমাপন পূর্ব্বক তটে উপবিষ্ট হইলেন এবং পরস্পর সৎকথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। (২৫) ইত্যবসরে হঠাৎ কতক গুলা ভয়ঙ্কর উৎপাত দৃষ্টিগোচর হইল, ইহাতে তাঁহারা সচকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন এরূপ কেন হইতেছে? পৃথিবী কি অনাথা হইয়া আছে? দস্যু দুরাত্মাদের হইতে ইহার কোন অমঙ্গল হইয়াছে না কি! (২৬) ঋষিরা বসিয়া এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন সেই সময় এক দিকে ধাবমান তস্করগণের প্রচুর ধুলি উত্থিত হইল। (২৭) ঐ সকল চোর ভূপতির মরণে নির্ভয় হইয়া প্রজাজনের ধন লুণ্ঠন ও পরস্পরের প্রাণহত্যা আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ প্রকার উপদ্রব অবগত হইয়া এবং জনপদকে অরাজক ও হীনসত্ত্ব দেখিয়া সমর্থ ব্যক্তিরাও ঐ সকল দস্যুকে নিবারণ করিতেছিল না যদিও তাদৃশ উপদ্রব নিবারণ না করিলে দোষ হয় ইহা তাহাদের জ্ঞাত ছিল। (২৮) কিন্তু এরূপ উপদ্রব নিবারণ না করিলে শক্তিমান্ ক্ষত্রিয় জাতির যে গুরুতর দোষ হয় একথা বক্তব্য কি? সর্ব্বত্র সমদর্শী প্রশান্তেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরাও যদি দীন জনের ক্লেশ মোচনে উপেক্ষা করেন তাঁহাদেরও ব্রহ্মতপঃ, ভগ্ন ভাণ্ড হইতে দুগ্ধ ক্ষরণের ন্যায়, ক্ষরিয়া পড়ে। (২৯) অতএব আপনাদের উপেক্ষা দোষ না হয় এ নিমিত্ত ঐ সকল ঋষি এই স্থির করিলেন রাজর্ষি অঙ্গের বংশ একেবারে উচ্ছিন্ন হয় ইহা উচিত হয় না, ঐ বংশে অব্যর্থ বীর্য্য পরম ভাগবত ভূরি২ ভূপতি হইয়াছিলেন। বিদুর! মুনিগণ এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মৃত বেণের ঊরুদেশ মন্থন করিলেন তাহাতে খর্ব্বাকৃতি একটা পুরুষ উৎপন্ন হইল। (৩০) সে কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহার অঙ্গ সকল অতিশয় হ্রস্ব, বাহুদ্বয় অদীর্ঘ, কপোলের দুই প্রান্তভাগ বৃহৎ, চরণ খর্ব্ব, নাসাগ্র নিম্ন, চক্ষু লাল, এবং কেশ তাম্রবর্ণ। সে ব্যক্তি দীনভাবে নত হইয়া "কি করিব" এই কথা বলিতে লাগিল। ঋষিরা ঐ কথায় নিষীদ (বৈস) এই মাত্র বলিলেন। বিদুর! মুনিগণ নিষীদ বলাতেই ঐ উৎপন্ন ব্যক্তি নিষাদ নামে বিখ্যাত হইল। (৩১) অনন্তর তাহার যে বংশ হয় তাহার নাম নৈষাদ হইয়াছে। ঐ বংশীয় ব্যক্তিরা পর্ব্বতে ও বনে বাস করিতেছে। বিদুর! বেণ জন্মিয়া অবধি গুরুতর পাপ করিয়াছিল এ কারণ তাহার বংশীয় ঐ ব্যক্তিরা ঐ প্রকার হইল। (৩২)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বেণের বাহু মন্থনে পৃথুর উৎপত্তি এবং তাহার রাজ্যাভিষেক।

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! অনন্তর ব্রাহ্মণেরা মৃত মহীপতি বেণের বাহুদ্বয় পুনরায় মন্থন করিলেন তাহাতে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ উৎপন্ন হইল। বেণ-বাহু হইতে মিথুন (স্ত্রী পুরুষ) উৎপন্ন দেখিয়া সকল ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই দুইটীকে ভগবানের অংশ জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন (১) এই পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিভুবন পাবন অংশ, এবং এই স্ত্রীও ভগবতী লক্ষ্মীর অনপায়িনী কলা। (২) অতএব যিনি পুরুষ, ইনি সকল রাজার প্রথম হইয়া যশঃ বিস্তার করিবেন, ইহাঁর নাম পৃথু, ইনি রাজাধিরাজ হইবেন। (৩) আর এই যে দেবী, যিনি শোভন দশন বিশিষ্টা ও ভূষণ সকলের ভূষণ স্বরূপা, ইহাঁর নাম অর্চ্চিঃ, ইনি এই পৃথুকেই ভর্ত্তা বলিয়া ভজিবেন। (৪) কারণ এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ, কেবল লোক রক্ষণ বাসনায় জন্মগ্রহণ করিলেন। এই স্ত্রীও ঐ ভগবানের লক্ষ্মী, তদ্ব্যতিরেকে থাকেন না, অতএব এক সঙ্গে জন্মিলেন। (৫)

মৈত্রেয় এতাবৎ কথা কহিয়া বলিলেন বিদুর! পৃথু উৎপন্ন হইলে বিপ্রবর্গ তাঁহার গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গান আরম্ভ করিল, সিদ্ধসঙ্ঘ সন্নিধি হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। আর স্বর্গে শঙ্খ তূর্য্য মৃদঙ্গাদিবাদ্য ও দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ হইল। অনন্তর সমস্ত দেব ঋষি ও পিতৃগণ ঐ স্থানে আগমন করিলেন। (৬) জগদ্গুরু ব্রহ্মা সমস্ত সুর ও সুরেশ্বর সহিত আগমন করিয়া দেখিলেন বেণোদ্ভব পৃথুর দক্ষিণ করে ভগবানের চক্ররেখা ও পদ দ্বয়ে পদ্ম চিহ্ন রহিয়াছে অতএব অনুমান করিলেন এই ব্যক্তি ভগবানের অংশ, সংশয় নাই। (৭) ফলে যাঁহার চক্ররেখা রেখান্তরে প্রতিহত না হয় তিনি পরমেষ্ঠির অংশ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অভিষেকার্থ উদ্যোগ করিলেন। (৮) তদর্থ সকল স্থান হইতে আভিষেচনিক দ্রব্য আহৃত হইতে লাগিল। সরিৎ, সমুদ্র, নগ, নাগ, গো, মৃগ, এবং পৃথিবী আকাশ ও সকল ভূত যথোপযুক্ত উপায়ন আনিয়া উপস্থিত করিল। অনন্তর মহারাজ পৃথু শোভন বসন পরিধান করিয়া ও সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত হইয়া যথাবিধি অভিষিক্ত হইলেন তাহার পরে অলঙ্কৃতা অর্চ্চি নাম্নী পত্নীর সহিত, অপর অগ্নির ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। (৯)

হে বীরবর! পৃথু রাজার নিমিত্ত ধনদ কুবের স্বর্ণময় আসন আহরণ করিলেন এবং জলাধিপতি বরুণদেব চন্দ্রবৎ শুভ্র সুপ্রভ্র ছত্র আনিয়া দিলেন। বিদুর! বরুণের ঐ আতপত্র অতি চমৎকার, তাহা হইতে সলিল ক্ষরিত হইত। (১০) অপর বায়ু দুইটী বালব্যজন দিলেন এবং ধর্ম্ম কীর্ত্তিময়ী মালা আনয়ন করিলেন। আর ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরীট ও ধর্ম্মরাজ দমনকারক দণ্ড আনিয়া উপহার দিলেন। (১১) অপিচ, ব্রহ্মা বেদময় কবচ, বাগ্দেবী মনোহর হার, হরি সুদর্শন চক্র, এবং তাহার বনিতা শ্রী বিবিধ সম্পত্তি প্রদান করিলেন। (১২) অধিকন্তু ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে একখানি অসি দিলেন। সেই অসির কোষে দশটী শশির আকার ছিল। অম্বিকাও ঐরূপ এক চর্ম্ম আনিয়া উপহার দিলেন, সেই চর্ম্ম শত২ চন্দ্রের আকারে সুশোভিত ছিল। অপর সোম [illegible]

আর অগ্নি ছাগ ও গো শৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ, এবং সূর্য্য রশ্মিময় বাণ, ও ভূমি যোগময়ী পাদুকা (যাহা অভীষ্টদেশ প্রাপ্ত করায়) তাঁহার নিমিত্ত আহরণ করিল, আর আকাশ সর্ব্বদাই পুষ্পাবলী আনিয়া দিত। (১৪)। বিদুর! তদনন্তর নাট্যাদি কুশল খেচরগণ তাঁহাকে নৃত্য গীত বাদ্য এবং অন্তর্ধান বিদ্যা প্রদান করিলেন। আর ঋষিবর্গ আশিষ্ এবং সমুদ্র সকল স্বং সলিলে উৎপন্ন শঙ্খ ও সিন্ধু পর্ব্বত এবং নদী সকল ভূরি২ রথ আনিয়া দিল। (১৫)

অনন্তর সূত মাগধ এবং বন্দীগণ স্তব করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। (১৬) পরন্তু যখন বেণপুত্র মহা প্রতাপী পৃথু জানিতে পারিলেন ঐ সকল ব্যক্তি স্তব করিতে আসিয়াছে তখন হাসিতে২ মেঘগর্জ্জন তুল্য বচন দ্বারা কহিতে আরম্ভ করিলেন। (১৭)

পৃথু কহিলেন অহে সূত! অহে মাগধ! অহে বন্দিগণ! লোক মধ্যে আমার গুণ ব্যক্ত হইলে স্তব করা উচিত হয় এখন তোমরা কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া আমার স্তব করিবে? যাও, আমার প্রতি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবেক না। (১৮) এখন স্তব থাকুক, এক্ষণে আমার গুণ অব্যক্ত রহিয়াছে, কালান্তরে ব্যক্ত হইবে, সে সময় স্তুতি করিও, তখন প্রত্যেক স্তোত্রে আমার যশঃ অলঙ্কৃত হইবে। অহে! তোমাদিগকে কে এখানে পাঠাইয়াছে? সভ্যেরা এ বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছেন এমত বলিতে পারি না, কারণ উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ করণীয়, তাহা থাকিতে তাঁহারা কখন তোমাদিগকে অর্ব্বাচীনের স্তব করিতে কহিবেন না। (১৯) এ বিষয়ে আমার আপনারও চেষ্টা নাই, কারণ আপনাতে মহতের গুণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া কোন্ ব্যক্তি অসৎ গুণের সম্ভাবনা মাত্রে স্তব করাইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তি মিথ্যা গুণস্তবে আত্মশ্লাঘা জ্ঞান করে সে নিতান্ত মূঢ়, অতি কুবুদ্ধি। শাস্ত্রাভ্যাসাদি করিলে বিদ্যাদি হইত এইরূপ বাক্যকেও সে স্তব বোধ করে অতএব লোকেরদের উপহাসও বুঝিতে পারে না। (২০) এই কারণে বিখ্যাত প্রভু ব্যক্তিরাও আপনাদের স্তবে লজ্জা বোধ করিয়া তাহা নিন্দা করিয়া থাকেন অর্থাৎ যেমন কোন ব্যক্তি অতি স্তুতি করিতে থাকিলে তন্মধ্যে বিগর্হিত ব্রহ্মবধাদি পৌরুষ নিন্দনীয় জ্ঞান হয় তাহার ন্যায় ঐরূপ যথার্থ স্তুতিও সহ্য হয় না। (২১) সে যাহা হউক, হে সূতাদিগণ! আমরা কোন প্রধান কর্ম্মের দ্বারা লোকে বিখ্যাত হই নাই, কি প্রকারে বালকের ন্যায় আপনাদের গুণানুবাদ করাইব? (২২)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

মুনিদিগের নিয়োগে সূতাদি কর্তৃক সভার্য্য পৃথুর স্তব।

মৈত্রেয় কহিলেন। পৃথু রাজা এই প্রকার কহিলেও সূতাদি গায়কগণ মুনিদিগের প্রেরণায় তাঁহার স্তব আরম্ভ করিল। পৃথুর বাক্য রূপ অমৃত সেবনেই তাহাদের চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। (১) তাহারা কহিল রাজন্! আপনকার মহিমা বর্ণনে আমাদের সামর্থ্য নাই, আপনি প্রধান দেব, মায়া দ্বারা এই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজ! আপনি বেণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেও আপনকার পৌরুষ

এমন অবিতর্ক্য যে তদ্বিষয়ে ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া পড়ে ইহাতে আমরা বর্ণন করি আমাদের সাধ্য কি? (২)

মহাত্মা পৃথু উদারকীর্ত্তি এবং ভগবান্ হরির অংশে অবতীর্ণ, ইহাঁর গুণনিকরের যথাবৎ বর্ণন করিতে যদিও আমাদের শক্তি নাই, তথাচ ইহাঁর কথারূপ অমৃতে আমাদের অতিশয় আদর জন্মিয়াছে, অপর এই সকল ঋষি আমাদিগকে নিয়োগ করিতেছেন, ইহাঁরা যোগবলে আমাদের হৃদয়ে যেরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন আমরা সেই প্রকারে এই মহাত্মার কর্ম্ম সকল বর্ণন করি। ইনি ধর্ম্মজ্ঞ জনগণের অগ্রগণ্য হইয়া সকল লোককে ধর্ম্মের অনুগামী করিবেন এবং ধর্ম্মের যেং সেতু আছে সে সকলের রক্ষক ও ধর্ম্মদ্রোহিগণের শাসন কর্ত্তা হইবেন। (৩) অপর ইনি এক হইয়াও কালেং পালন অনুরঞ্জনাদি কার্য্যানুসারে আপনার দেহে লোকপালি সকলের মূর্ত্তি এপ্রকারে ধারণ করিবেন যে তাহাতে প্রজাদের পক্ষে উভয় লোকে অর্থাৎ যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা স্বর্গে এবং বৃষ্ট্যাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা পৃথিবী মধ্যে হিত সম্পাদন হইবেক। (৪)

আমরা এই মহাত্মার গুণের কথা কত কহিব, ইনি সর্ব্ব প্রাণির প্রতি সমান হইয়া সূর্য্যের তুল্য সর্ব্বত্র সমান প্রতাপ বিস্তার করিবেন এবং সূর্য্য যেমন অষ্ট মাস রস আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ষা কালে সমুদায় বর্ষণ পুরঃসর বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন তাহার ন্যায় ইনিও করাদান সময়ে প্রজাজন হইতে ধন গ্রহণ করিয়া দুর্ভিক্ষ কালে মুক্ত হস্তে সমুদায় বিতরণ করিবেন। (৫) অপিচ, ইনি আর্ত্ত প্রাণিদিগের প্রতি সর্ব্বদাই করুণান্বিত হইবেন, আপনার উপরে পীড়িত ব্যক্তিরা আক্রমণ করিলেও তাহাদের আক্রমণ সহিষ্ণুতা করিবেন, অতএব পৃথিবীর তুল্য ইহাঁর সহিষ্ণুতা হইবে। (৬) ইনি কেবল শরীর মাত্রে নরদেব, বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবান্ হরি। অতএব দেবতা বর্ষণ না করিলে যদি প্রজাজন কষ্টে পড়ে ইনি স্বয়ং ইন্দ্রের তুল্য বৃষ্টি করিয়া প্রজাদিগের রক্ষা করিবেন। (৭) আহা! ইহাঁর এই বদন সুধাকর কি চমৎকার? ইহাতে কেমন সুন্দর অনুরাগ যুক্ত অবলোকন দেদীপ্যমান হইতেছে এবং বিশদ হাস্যে ইহা কেমন মনোহর হইয়া রহিয়াছে। ইনি এই বদন সুধাকর দ্বারা ভুবনমণ্ডল আপ্যায়িত করিতেছেন। (৮)

অপর ইনি বরুণের তুল্য হইবেন যেহেতু ইহাঁরও বরুণের ন্যায় প্রবেশ নির্গম-মার্গ অব্যক্ত থাকিবে, আর নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ইহাঁরও কার্য্য কেহ জানিতে পারিবেক না। ইনি সমস্ত কার্য্য অতি গম্ভীর ভাবে অর্থাৎ কি নিমিত্ত কৃত হইতেছে কেহ না জানিতে পারে এবম্প্রকারে বিধান করিবেন। ইহাঁরও বিত্ত অতি সুরক্ষিত হইবে। অপর অনন্ত মাহাত্ম্য সম্পন্ন এবং গুণ সকলের এক আলয় যে ভগবান্ বিষ্ণু, তিনি ইহাঁতে বর্ত্তমান থাকিবেন। আর ইহাঁর শরীর সদাই সংযত হইবেক। জলাধিপ বরুণেরও এই সকল গুণ, অতএব ইনি তাঁহার সমান হইবেন। (৯)

অপিচ এই মহারাজ পৃথু অতি দুরাসদ হইবেন অর্থাৎ বৈরিগণ মনের দ্বারাও ইহাঁকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবেক না এবং ইহাঁর তেজঃ দুর্ব্বিসহ হইবেক অর্থাৎ শত্রুরা কোনরূপে সহিষ্ণুতা করিতে পারিবেক না। অপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইনি নিকটে থাকিলেও দূরবর্ত্তির ন্যায় কেহ পৌরুষদ্বারা অভিভব করিতে সমর্থ হইবেক না। ইহাঁর প্রতাপ দর্শনে বোধ হয় বেণরূপ অরণি হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়াছেন। (১০)

অপর ইনি গুপ্ত চরদিগের দ্বারা প্রাণিগণের ভিতরের ও বাহিরের কর্ম্ম সকল অবলোকন করিয়াও দেহধারিদিগের অধিকৃত বায়ুর তুল্য অর্থাৎ সূত্রাত্মার ন্যায়, স্বীয় স্তুতি নিন্দা ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীনের ন্যায় থাকিবেন। (১১) আর ইহার ব্যবহার ধর্ম্মরাজের তুল্য হইবে তাহাতে আপনার শত্রুর সন্তানও যদি দণ্ড পাইবার অযোগ্য হয় কদাপি দণ্ড করিবেন না, অপর আপনার পুত্রও দণ্ডার্হ হইলে তাহারও দণ্ড করিবেন। (১২) অধিকন্তু ইহাঁর রথ চক্র কোথাও প্রতিহত হইবেক না, ভগবান্ সূর্য্য যত দূর পর্য্যন্ত কিরণ সমূহ দ্বারা উত্তাপ দেন মানসাচল ব্যাপিয়া তত দূর পর্য্যন্ত ইহাঁর রথচক্রের গতি হইবেক। (১৩) ৮

এই পৃথু মনোরঞ্জক কর্ম্ম দ্বারা সকল লোকের মনোরঞ্জন করিবেন এই কারণে প্রজারা ইহাঁকে রাজা বলিয়া আহ্বান করিবেক। অপিচ ইনি দৃঢ়ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বৃদ্ধসেবী, সর্ব্ব প্রাণির রক্ষক, সকলের মানদাতা, এবং দীন দরিদ্রের প্রতি স্নেহবান্ হইবেন। (১৪) অপর পরস্ত্রীতে ইহার মাতৃবৎ ভক্তি এবং আত্ম পত্নীতে দেহার্দ্ধ তুল্য প্রীতি আর প্রজাজনে পুত্রবৎ স্নেহ হইবে। অধিকন্তু ইনি ব্রহ্মবাদি গণের নিকট কিঙ্কর তুল্য বশম্বদ হইয়া থাকিবেন। (১৫)

ইনি দেহধারি প্রাণি মাত্রেরই আত্মতুল্য প্রিয় হইয়া সুহৃজ্জনের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, অপর যে সকল ব্যক্তি সঙ্গ পরিত্যাগী, তাহাদের সঙ্গে ইহাঁর প্রকৃষ্ট রূপ সংসর্গ হইবেক। পরন্তু যাহারা অসাধু তাহাদের অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান করিতে ইনি আলস্য করিবেন না। (১৬) ফলতঃ ইনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, নির্ব্বিকার আত্মা স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্, অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র। ইহাঁতে অবিদ্যা দ্বারা নানাত্ব রচিত হইয়া প্রতীত হয় সত্য কিন্তু জ্ঞানিরা তাহাকে অর্থ শূন্য স্বরূপ অবলোকন করেন। (১৭)

এই নরদেব অবনীমধ্যে অদ্বিতীয় বীর হইয়া উদয়াদ্রি পর্য্যন্ত অখণ্ড ধরামণ্ডল রক্ষা করিবেন। তদর্থ জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া ধনুর্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্যবৎ অহরহ সকল স্থান প্রদক্ষিণ করিতে যাইবেন। (১৮)

ইনি ঐ প্রকারে যখন ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিবেন তখন তত্তৎ স্থানের নরপতি সকল লোকপাল দিগের সহিত উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে উপহার প্রদান করিবেন এবং সেই সমস্ত নরপতির মহিলাগণ চক্র অস্ত্র দেখিয়া ইহাঁর যশঃ গান করিতে২ আদিরাজ বলিয়া মান্য করিবেক। (১৯) ইনি রাজাধিরাজ হইয়া প্রজাপতির ন্যায় প্রজাগণের বৃত্তি বিধানার্থ পৃথিবী দোহন করিবেন। আর ইন্দ্রের তুল্য অবলীলাক্রমে ধনুষ্কোটি দ্বারা পর্ব্বত সকলের অগ্রভাগ ভগ্ন করিয়া তৎসমুদায়কে পরস্পর সমান করিয়া দিবেন। (২০) অপিচ, মৃগেন্দ্র যেমন লাঙ্গূল উচ্চ করিয়া ভ্রমণ করে তদ্বৎ যখন ইনি স্বয়ং মহাদেবের ধনুঃ বিস্ফূর্জ্জিত করিয়া অবনী মণ্ডলে বেড়াইবেন তখন অসৎ লোকে ইহাঁর তেজঃ সহিষ্ণুতা করিতে অসমর্থ হইয়া দিকে দিকে বিলীন হইবেক। (২১) এই রাজা শত সংখ্যা অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করিবেন, ইহাঁর সেই যজ্ঞে স্বয়ং সরস্বতীর প্রাদুর্ভাব হইবে। কিন্তু অন্তিম যজ্ঞটী সমাপ্ত না হইতে হইতে দেবরাজ ইন্দ্র ইহাঁর যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিবেন। তদনন্তর ইনি আপনার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভগবান্ সনৎকুমারের আরাধনা করিবেন তাহাতে ইহাঁর সেই জ্ঞান লাভ হইবে পণ্ডিতেরা যাহাকে পরব্রহ্ম করিয়া জানেন। (২২)

এই মহীপতি পৃথুর বিক্রম অতি বিখ্যাত এবং পরাক্রম অতি বিপুল হইবেক,

ইনি নানাস্থানে আপন পরাক্রমের প্রশংসা ও আত্ম গুণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ শ্রবণ করিবেন। (২৩) ইহাঁর রথ চক্র কোথাও প্রতি রুদ্ধ হইবেক না, নিজ তেজঃদ্বারা লোকদের শল্য উদ্ধৃত করিয়া দিবেন, অতএব সুর অসুর সকলেই ইহাঁর মাহাত্ম্য গান করিবেক। (২৪)

ইতি চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রজাগণকে কাতর দেখিয়া গ্রস্তবীজা ধরণীর বধার্থ পৃথুর উদ্যোগ ও ধরণী কর্ত্তৃক পৃথুর স্তব।

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! বেণতনয় পৃথু স্বীয় গুণ ও কর্ম্মের ঐ প্রকার বর্ণনা শুনিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর সমাদর করিয়া সমুচিত পরিতোষিক দান দ্বারা স্তুতিপাঠক দিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। (১) তদনন্তর ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলকে এবং ভৃত্য অমাত্য ও পুরোহিত দিগকে তথা পুরবাসি, দেশবাসি, এবং তৈলিক তাম্বূলিক প্রভৃতি পৌরবিশেষদিগকে ও নিযুক্ত ব্যক্তি বর্গকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন। (২)

বিদুর জিজ্ঞাসিলেন মুনে! বহুরূপা ধরণী কি কারণে গো রূপ ধারণ করিয়াছিলেন? অপর শ্রুত আছে পৃথু রাজা পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন, হে মহাশয়! তিনি কেন দোহন করেন? সেই দোহন সময়ে কে বৎস ও কি দোহনপাত্র হইয়াছিল? (৩) আর এই পৃথ্বী স্বভাবতঃ বিষমা, পৃথু ইহাকে কি প্রকারে সমা করিলেন? অন্য জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্র কেন হরণ করেন? (৪) অপিচ, হে ব্রহ্মন্! ঐ রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান ভগবান্ সনৎকুমার সন্নিধানে অপরোক্ষ জ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিয়া কিরূপ গতি প্রাপ্ত হন্? (৫) মুনে! এই সকল বিষয় এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৃথু অবতারের কথা সংক্রান্ত অন্য২ যে২ পবিত্র যশঃ আছে তৎসমুদায় (৬) আমার নিকট বলিতে আজ্ঞা হউক। ব্রহ্মন্, আমি আপনকার এবং ভগবান্ অধোক্ষজের ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য, ভগবান্ই বেণপুত্র রূপা হইয়া পৃথিবী দোহন করিয়া থাকিবেন, তাঁহার বিবরণ শ্রবণার্থ আমার রূঢ় অভিলাষ হইতেছে।

সূত কহিলেন বিদুর এই প্রকার বিনয় করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের কথা কহিবার নিমিত্ত অনুনয় করিলে মুনিবর মৈত্রেয়ের মহতী প্রীতি জন্মিল, সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া প্রতিবচন প্রদান আরম্ভ করিলেন! (৭)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস! ব্রাহ্মণেরা পৃথুকে "তুমি লোক সকলের পালক হইলে" বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যখন রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন সেই সময়ে পৃথ্বী নিরন্ন হইয়া থাকাতে প্রজাপুঞ্জ ক্ষুধায় ক্ষীণদেহ হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল এবং কাতর্য্য প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিল (৮) মহারাজ! বৃক্ষ সকল যেমন কোটরস্থ অনলদ্বারা সন্তপ্ত হয় আমরা তদ্রূপ জঠর অগ্নি দ্বারা অত্যন্ত সন্তাপিত হইতেছি। ব্রাহ্মণেরা আপনাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ প্রভু বলিয়া স্তব করিয়াছেন অতএব আপনি আমাদের শরণ্য অর্থাৎ রক্ষক, আমরা আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। (৯) হে নরদেব দেব! আমরা বুভুক্ষায় সাতিশয় পীড়িত হইতেছি যাবৎ অন্নাভাবে বিনষ্ট না হই তাবৎ পর্য্যন্ত আপনি অন্ন প্রদান করিয়া আমা-

দিগকে রক্ষা করুন। প্রভো! আপনি অখিল লোকের পালক এবং সকলের জীবন দাতা। (১০)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস কৌরববর বিদুর! মহারাজ পৃথু প্রজাজনের ঐ প্রকার বিলাপ শ্রবণ করিয়া অনেক ক্ষণ অনন্য চিত্তে ধ্যান করিলেন তাহাতে প্রজাদের ক্লেশের হেতু জ্ঞাত হইল। (১১) এবং বিবেচনা দ্বারা এই নিশ্চয় হইল পৃথিবী ওষধি সকলের বীজ গ্রাস করিয়া রাখিয়া থাকিবে তাহাতেই শস্যাদি হয় না সুতরাং দুর্ভিক্ষে প্রজাদের ক্লেশ হইতেছে অতএব কুপিত ত্রিপুরারির তুল্য, ধনুঃ গ্রহণ করিয়া পৃথ্বীকে লক্ষ্য করত বাণ সন্ধান করিলেন। (১২)

পৃথুকে অস্ত্র উদ্যম করিতে দেখিয়া ধরণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ভীতা হইয়া গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক, ব্যাধকর্ত্তৃক অনুগতা মৃগীর ন্যায়, পলায়ন পরায়ণা হইলেন। পৃথুরও কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তিনিও নয়নদ্বয় অরুণ বর্ণ করিয়া ধনুকে শর সন্ধান পূর্ব্বক, পৃথিবী যেখানে২ পলাইতে লাগিলেন সেই২ স্থানে পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন। (১৩) অতএব ধরণী যে কোন স্থানে দৌড়িয়া যান সেই স্থানেই পৃথুকে উদ্যতাস্ত্র দেখিতে পান্। সুতরাং যেমন মৃত্যু হইতে প্রজাদের পরিত্রাণ হয় না তাহার ন্যায় কোন স্থানে বেণনন্দন পৃথু হইতে পৃথিবী আপনার পরিত্রাণ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যে ব্যাকুল হইতে লাগিল, ভীতা হইয়া কাতরান্তঃকরণেই পলায়নে ক্ষান্তা হইলেন এবং সবিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন হে মহাভাগ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, এবং আশ্রিত বৎসল, সকল প্রাণির পালনার্থ গৃহীতব্রত হইয়াছেন, আমাকেও রক্ষা করুন। (১৪) প্রভো! লোকে আপনাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া থাকে আপনি তদ্রূপ হইয়া কি রূপে এই দীনা অনপরাধিনী অবলাকে বধ করিবেন? মহারাজ সদয় ও দীন বৎসল! ব্যক্তির কথা কি? সামান্য জন্তুরাও নারীজনের অপরাধ পাইলেও তাহাদের প্রতি প্রহার করে না (১৫) অপর হে রাজন্! আপনি প্রজাপালনার্থ আমাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের দৃঢ় তরণী স্বরূপ হইয়া আছি কারণ আমার উপরেই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমাকে বিদীর্ণ করিয়া জলরাশি মধ্যে আপনি আপনার আত্মাকে ও এই সমস্ত প্রজাকে কি প্রকারে ধারণ করিবেন? (১৬)

পৃথিবীর এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পৃথু উত্তর করিলেন তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর না এই কারণে আমি তোমাকে বধ করিব। কি! তুমি যজ্ঞে দেবতা রূপে ভাগ গ্রহণ করিতেছ অথচ আমাদিগের ধান্যাদি বস্তু বিস্তার কর না? (১৭) যে গোরূপিণী হইয়া অহরহ তৃণ ভোজন করে কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র দুগ্ধ দেয় না, সেই দুষ্টার প্রতি কি দণ্ড বিধান উচিত হয় না? অবশ্যই হয়। (১৮) ব্রহ্মা অগ্রে যে সকল ওষধি বীজ সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমুদায়ই তুমি আপনার দেহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে সকল ত্যাগ করিতেছ না, তুমি বড় দুষ্ট বুদ্ধি। (১৯) অতএব বাণ দ্বারা তোমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করি তাহা হইলে আমি তোমার মাংস দিয়া এই সকল ক্ষুধাতুর প্রজার আর্ত্তনাদ শান্তি করিতে পারিব (২০) যে ব্যক্তি সর্ব্ব ভূতে দয়াহীন এবং আত্মম্ভরি, তাহার তুল্য পামর আর নাই, সে পুরুষই হউক, অথবা স্ত্রীই হউক, কিম্বা নপুংসকই হউক, তাহার প্রাণবধ বধ নহে অর্থাৎ তাহাকে হত্যা করিলে হত্যাজন্য পাপ হয় না।

(২১) তুমি অতি দুর্ম্মদ, তোমাকে ত্রই বাণ দিয়া ছিন্ন করিয়া খণ্ড২ করি পরে যোগ বলে আমি আপনিই এই সমস্ত চারাচর ধারণ করিব (২২)

বৎস বিদুর! পৃথু রাজা এই প্রকারে কৃতান্তের ন্যায় মন্যুময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ রূপ কহিলে পৃথিবী কম্পিতকলেবরা হইয়া প্রণামানন্তর করপুটে বচনারম্ভ করিলেন (২৩) অগ্রে বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন আমি এই পরম পুরুষকে নমস্কার করি, ইনি মায়া দ্বারা নানা শরীর রচনা করেন। কিন্তু বস্তুতঃ আপনার স্বরূপ অনুভব হেতু দ্রব্য ক্রিয়া কারকে ইহাঁর অহঙ্কার ও তন্নিমিত্ত রাগদ্বেষাদি কিছুই নাই। অতএব ইহাঁকে নমস্কার। (২৪) অহো! যিনি আমাকে জীব সকলের আধার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহাতে আমি চতুর্বিধ ভূত গ্রাম ধারণ করিতেছি তিনিই যদি শস্ত্রো-দ্যম করিয়া এক্ষণে আমার প্রাণ বধার্থ উপস্থিত হইলেন তবে আর কোন্ ব্যক্তিকে শরণার্থ আশ্রয় করিব? (২৫) এ কি! যিনি অচিন্ত্য মায়া দ্বারা আদৌ এই সমস্ত চরা-চর সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি সেই মায়া দ্বারাই সকলের রক্ষার্থ যত্ন করিয়া থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্ম পরায়ণ পুরুষ অদ্য কেন আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যম করিতেছেন? (২৬) অথবা ঈশ্বর চেষ্টিত অতি দুর্জ্ঞেয়, তাঁহার মায়ায় জীব সকলের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, একারণ কেহ তাঁহার চেষ্টা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং ব্রহ্মার দ্বারা চরাচর জগৎ নির্ম্মাণ করান্। অপর স্বতঃ এক স্বরূপ হইয়াও মায়া বশতঃ অনেক হইয়া থাকেন। (২৭) অধিকন্তু আপনার শক্তি স্বরূপ যে সকল মহাভূত ইন্দ্রিয় দেবতা আত্মা এবং অহঙ্কার, এই সমুদায় দ্বারা এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও ভঙ্গ করিতেছেন, তাঁহার ঐ শক্তি নিরন্তর বৃদ্ধিশীল, সেই বিধাতা পুরুষকে আমি কেবল নমস্কার করি। (২৮)

বিভো! যিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, আপনি সেই পুরুষ। হে অজ! আপনি স্বনির্ম্মিত ভূত ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ স্বরূপ এই জগৎকে আমার উপরে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত আদি শূকর হইয়া জলময় রসাতল হইতে আমাকে উদ্ধার করেন (২৯) আপনি সেই ধরাধর বরাহ, জলের উপরে নৌকা স্বরূপ হইয়া আছি যে আমি, আমাতে অবস্থিত এই সমস্ত প্রজার রক্ষণ বাসনায় সংপ্রতি বীর মূর্ত্তি পৃথুরূপ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! সেই আপনি এক্ষণে দুগ্ধের নিমিত্ত ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়েছেন! (৩০) প্রভো! আমার সদৃশ জনগণের চিত্তবর্গ ঈশ্বরের গুণ সৃষ্টি স্বরূপ মায়া দ্বারা অসংশয় মোহিত হই-য়াছে এই কারণে অস্মদ্বিধ জনে ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিবর্গেরই চেষ্টা জানিতে সমর্থ হয় না, ঈশ্বরের চেষ্টিত অবগত হইবে, সম্ভাবনা কি? অতএব আমরা যেমন পরমেশ্বরে নিরন্তর প্রণতি বিধান করি তদ্রূপ পরমেশ্বরভক্ত পুরুষ দিগকেও নমস্কার করি। তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় জনগণের যশঃ বর্দ্ধিত করুন অর্থাৎ যে প্রকারে ঐ সকল ব্যক্তির বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ যত্ন করুন। (৩১)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পৃথু প্রভৃতি কর্ত্তৃক বৎস পাত্রাদি ভেদে ক্রমশঃ পৃথিবী দোহন।

মৈত্রেয় কহিলেন ধরণী এই প্রকারে স্তব করিয়া দেখিলেন তখনও রোষাবেগ

হেতু পৃথুর অধর স্ফুরিতেছে অতএব ভীতা হইয়া আপনিই আপনাকে সংস্তম্ভিত করত পুনরায় কহিলেন (১) প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ করুন, যাহা২ নিবেদন করিলাম প্রণিধান করিতে আজ্ঞা হউক। হে মহারাজ! আমার কথায় অনাদর করিবেন না, পণ্ডিত ব্যক্তিরা মধুকরের ন্যায় সকল হইতেই সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। (২) তত্ত্বদর্শি মুনিগণ লোকদের পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ইহ লোকে কৃষ্যাদি উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন এবং আপনারাও ঐ২ উপায় অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। (৩) যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বতন মুনিদের প্রদর্শিত সেই সকল উপায় সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠান করে সে অর্ব্বাচীন হইলেও যথার্থতঃ শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে (৪) কিন্তু সেই সকল উপায়ে অনাদর করিয়া যদ্যপি বিদ্বান্ ব্যক্তিও কোন বিষয় আরম্ভ করেন তবে তাঁহারও সে বিষয় কখন সিদ্ধ হয় না, যত বার আরম্ভ করেন প্রত্যেক বারেই বিফল হয়। (৫) মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সমস্ত ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন আমি দেখিলাম অধৃত ব্রত অসৎ লোকেই সে সকল ভোগ করিতেছে, (৬) আর আপনার সদৃশ লোকপালকেরাও চৌরাদি নিবারণ দ্বারা আমার পালন ও যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা আমার আদর করিতেছেন না, সকল লোকই চোর হইয়া উঠিতেছে, অতএব যজ্ঞার্থ সেই সমস্ত ওষধি গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি। মহারাজ! আমি এরূপ না করিলে অসৎ ব্যক্তিরা সমুদায় ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, ওষধি সকলের নামও শুনিতে পাইতেন না, ইহার পর আর যজ্ঞাদি সিদ্ধিও হইতে পারিত না। (৭) সেই সকল ওষধি আমার উদরে থাকাতে কাল বশতঃ জীর্ণ হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি উপায় করিয়া সে সকল আকর্ষণ করুন, আমাকে বধ করিলে কি হইবে। (৮)

অহে বীর! আমি তোমার প্রতি বৎসলা হইয়াছি, তুমি আমার বৎস এবং দোহন পাত্র ও দোগ্ধা আনিয়া উপস্থিত কর, তাহা হইলে আমি ক্ষীরময় সকল অভিলাষ দোহন করিয়া দিব। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় প্রাণি সকলের অভীপ্সিত এবং বলপ্রদ অন্নও নিঃসৃত করিয়া সকলের বাসনা পূর্ণ করিব। (৯) রাজন্! অগ্রে আমাকে সমান কর, তোমার মঙ্গল হউক, দেবতা যেমন সর্ব্বত্র সমানভাবে জলবর্ষণ করেন তাহার ন্যায় যেন আমার দুগ্ধ (ওষধ্যাদি) বর্ষা অপগত হইলেও সর্ব্ব স্থানে সমান রূপ দৃষ্ট হয়।

পৃথিবীর এই সমস্ত প্রিয় অথচ হিত বচন শ্রবণ করিয়া পৃথ্বীপতি পৃথুর সন্তোষ জন্মিল, মনুকে বৎস করিয়া আপনার হস্তরূপ পাত্রে ওষধি সকল দোহন করিলেন। (১০) হে কৌরববর বিদুর! যেমন পৃথু দোহন করিলেন তেমনি অন্যান্য ব্যক্তিরাও সর্ব্বত্র দোহন করিয়া পৃথিবী হইতে সার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। (১১) পৃথুর দোহন করা হইলে পর ঋষি প্রভৃতি অন্যান্য পঞ্চদশ ব্যক্তি যাহার যেমন অভিলাষ, তদনুসারে পৃথুর বশীভূতা পৃথ্বী দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন। (১২)

পৃথুর পরে ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনাদের শ্রোত্ররূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে বেদময় পবিত্র দুগ্ধ দোহন করিলেন। (১৩) তদনন্তর দেবতা সকল ইন্দ্রকে বৎস কল্পনা করিয়া হিরণ্ময় পাত্রে অমৃত, মানসিক শক্তি এবং ইন্দ্রিয় শক্তিরূপ পয়ঃ দোহন করিলেন। (১৪) তৎপরে দৈত্য ও দানবগণ প্রহ্লাদকে বৎস করিয়া লৌহময় পাত্রে সুরা ও আসব (তালাদি মদ্য) দোহন করিলেন। (১৫) পশ্চাৎ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল বিশ্বাবসুকে বৎস কল্পনা করিয়া পদ্মময় পাত্রে সৌন্দর্য্য

ও মাধুর্য্য সহিত মধু দোহন করিয়া লইলেন। (১৬) হে মহাভাগ! তৎপরে শ্রাদ্ধদেব পিতৃগণ অর্য্যমাকে বৎস করিয়া অপক্ক মৃণ্ময় ভাজনে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কব্য (পিতৃলোকের অন্ন) দোহন করিলেন। (১৭) পরে সিদ্ধসজ্ঘ ভগবান্ কপিলকে বৎস কল্পনা করিয়া সঙ্কল্পময়ী সিদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি দোহন করেন এবং বিদ্যাধর প্রভৃতি যে সকল খেচর, তাঁহারাও ঐ কপিলকেই বৎস করিয়া আকাশরূপ পাত্রে খেচরত্বাদি বিদ্যা দোহন করিয়া লয়েন। (১৮) তদনন্তর কিন্নর প্রভৃতি অন্যান্য মায়াবি ব্যক্তিরা ময়নামক দানবকে বৎস কল্পনা করিয়া যে সকল ব্যক্তি অন্তর্ধান দ্বারা অদ্ভুতাত্মা, তাঁহাদের মায়া দোহন করিয়া লইল। ঐ মায়া অতি আশ্চর্য্য, সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন হয়। (১৯) তাহার পরে যক্ষ রাক্ষস ভূত পিশাচ ইত্যাদি মাংসভোজি ব্যক্তিরা রুদ্রকে বৎস করিয়া কপাল পাত্রে রুধির রূপ আসব দোহন করিল। (২০) বিদুর! এই প্রকারে ফণাহীন অহিগণ এবং সফণ সর্পজাতি ও বৃশ্চিকাদি দন্দশূক সকল তক্ষককে বৎস কল্পনা করিয়া বিলরূপ পাত্রে স্ব২ জাতির বিষ দোহন করিয়া লইল। (২১)

তদনন্তর পশুগণ ধরণী দোহনার্থ রুদ্রবাহন বৃষভকে বৎস রূপে কল্পনা করিল এবং অরণ্য রূপ পাত্রে তৃণরূপ ক্ষীর দোহন করিল। (২২) এইরূপে বৃহদ্দন্ত বিশিষ্ট মাংসাশি জন্তুসকল মৃগেন্দ্রকে বৎস কল্পনা করিয়া স্ব২ শরীর রূপ পাত্রে মাংস রূপ দুগ্ধ নিঃসারণ করিয়া লইল, তথা পক্ষিগণ গরুড়কে বৎস করিয়া চর অর্থাৎ কীটাদি এবং অচর অর্থাৎ ফলাদি রূপ দুগ্ধ দোহন করিল। এই প্রকারে তরুনিকর বট বৃক্ষকে বৎস কল্পনা করিয়া প্রত্যেকের পৃথক্২ রস রূপ দুগ্ধ আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। অপর পর্ব্বত সকল হিমালয়কে বৎস করিয়া স্ব২ সানুরূপ পাত্রে বিবিধ ধাতু দোহন করিয়া লইল। (২৩) হে কৌরববর! বিস্তার করিয়া কত বলিব, সকলেই স্ব২ জাতির প্রধান ব্যক্তি বা জন্তুকে বৎস রূপে কল্পনা করিয়া পৃথুর বশীভূতা সর্ব্বকামদোহিনী পৃথিবী হইতে স্ব২ পাত্রে পৃথক্২ বস্তুরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল। (২৪)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই প্রকারে অন্নভোজি রাজা পৃথু প্রভৃতি এই অবনী হইতে বৎস ও পাত্র ভেদে স্ব২ ভিন্ন২ অভীষ্ট অন্ন আকর্ষণ করিয়া লয়েন। (২৫) সে যাহা-হউক, যখন উক্ত প্রকারে সকলের অভীষ্ট দোহন হইল তখন পৃথ্বীপতি পৃথু পৃথিবীর প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং দুহিতৃ বাৎসল্য প্রদর্শন করত স্নেহ পূর্ব্বক তাঁহাকে দুহিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। (২৬)

বেণতনয় রাজরাজ পৃথু স্বীয় ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল চূর্ণ করাতে পৃথিবী প্রায় সমীকৃত হইলেন, এবং তাহাকে দোহন করিয়া ঐ রাজা প্রজাদের জীবনোপায় করিয়া দিলেন, অতএব তদনন্তর তিনি পৃথিবীর উপরে নানা স্থানে যেখানে যাহার বাস উপযুক্ত হয় বিবেচনা করিয়া প্রজাদের পৃথক্২ নিবাস নির্দ্দিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। (২৭) তাহাতে গ্রাম (হট্টাদি শূন্য জনস্থান) পুর (হট্টাদি যুক্ত লোকালয়) পত্তন (বৃহৎ২ পুরী) বিবিধ দুর্গ, গোপনিবাস স্থান, গোনিবাস স্থান, শিবির (সেনা নিবেশ স্থান) আকর (স্বর্ণাদি ধাতু স্থান) কর্ষক গ্রাম, গ্রামান্ত, পর্ব্বতপ্রান্ত ইত্যাদি নির্ম্মিত হইল। হে কুরুবর! পৃথুর পূর্ব্বে পৃথ্বী মধ্যে এ প্রকার পুর গ্রামাদি ছিল না। মহারাজ পৃথু ঐ প্রকারে ভিন্ন২ স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতে প্রজাজন অকুতোভয় হইয়া স্ব২ স্থানে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। (২৮)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করাতে পৃথুর ইন্দ্রবধার্থ উদ্যম এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিবারণ।

মৈত্রেয় কহিলেন অনন্তর রাজর্ষি পৃথু যজ্ঞ করিতে মানস করিয়া মনুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে যেখানকার পূর্ব্বভাগে সরস্বতী নদী আছেন তথায় বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শত অশ্বমেধের সঙ্কল্প করিলেন। মহা সমারোহে যজ্ঞ মহোৎসব আরম্ভ হইল। (১) দেবরাজ ইন্দ্র এই ব্যাপার অবগত হইয়া বিবেচনা করিলেন আমিই শত অশ্বমেধ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমারই নাম শতক্রতু হইয়াছে, এ ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অতিশয় কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইল না কি? অতএব তিনি পৃথুর এই যজ্ঞ মহোৎসব সহ্য করিতে পারিলেন না। (২) ফলেও পৃথুর যজ্ঞের আয়োজন অতিশয় গুরুতর হইয়াছিল, ভগবান্ তাহাতে সাক্ষাৎ যজ্ঞপতি রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আবার একাকী নহেন, ব্রহ্মা এবং শিব তাঁহার সহিত বর্ত্তমান ছিলেন। আর মুনিগণ গন্ধর্ব্ববর্গ ও অপ্সরা সমূহ স্ব২ অনুচর ও লোকপালদের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যশঃ গান করিতেছিলেন। (৩) অপর সিদ্ধ বিদ্যাধর দৈত্য দানব এবং গুহ্যক প্রভৃতি, তথা সুনন্দ নন্দ ইত্যাদি পার্ষদগণ, আর কপিল নারদ দত্তাত্রেয়, এবং সনকাদি যোগীশ্বর, এই সমস্ত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি ভগবান্ হরির সেবার্থ উৎসুক হইয়া সেই যজ্ঞ স্থলে তাঁহার অনুগামী হইয়া গিয়াছিলেন। (৪)

সেই স্থানে সর্ব্বকাম দোহিনী ভূমি স্বয়ং যজ্ঞীয় হবি আনিয়া দিতেছিল। অপর সর্ব্বকাম দুঘা সেই ভূমি যজ্ঞীয় হবির্দোগ্ধ্রী ধেনু রূপা হইয়া যজমানের বাঞ্ছিত যাবন্ত অর্থও নিঃসারণ করিতেছিল। (৫) তাহাতে তথাকার নদী সকল ইক্ষু দ্রাক্ষাদির সমস্ত রস বহন করিতেছিল এবং তরু সকল প্রকাণ্ড কলেবর ও মধুক্ষরণশীল হইয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত তক্র প্রসব করিতেছিল। (৬) সিন্ধু সকল বিবিধ রত্ন ও পর্ব্বত সকল চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ অন্ন ভূরি পরিমাণে পাঠাইয়া দিতেছিল। অপর লোকপালদিগের সহিত সকল লোক নানা প্রকার উপহার আহরণ করিতেছিল। (৭) পৃথুরাজা ভগবান্ হরিকে আপনার নাথ বলিয়া আশ্রয় করাতে তাঁহার যজ্ঞ কর্ম্মের ঐ রূপ অত্যাশ্চর্য্য বৃদ্ধি হইল কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র সহিতে না পরিয়া তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। (৮) বেণতনয় পৃথু যখন চরম অশ্বমেধ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন সেই সময়ে দেবরাজ অদর্শন হইয়া ঈর্ষাবশতঃ যজ্ঞ পশুটী অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন। (৯) তিনি অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া আকাশ মার্গে পলাইয়া যান্ মহর্ষি অত্রি দেখিতে পাইলেন। অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া যে ভ্রম, তাহা বর্ম্মধারি পাষণ্ড তুল্য, মহর্ষি অত্রি দেখিয়াই বিরক্ত হইয়া পৃথুপুত্রকে বলিলেন অশ্বাপহারিকে ধারণ কর। তাহাতে মহারথ পৃথুতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন এবং "থাক থাক" এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন। (১০) কিন্তু ইন্দ্রের আকার দেখিয়া রাজকুমারের বোধ হইল ইনি বুঝি শরীরধারী ধর্ম্ম, যেহেতু ইহাঁকে জটিল ও ভস্মাচ্ছন্ন দেখিতেছি। অতএব কুমার ইন্দ্রের প্রতি বাণ ত্যাগ করিলেন না। (১১) অত্রি দেখিলেন রাজকুমার অশ্বাপহারির প্রাণ সংহার না করিয়া নিবৃত্ত হন, অতএব পুনরায় বধার্থ নিয়োগ করত উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন হে তাত! এই দেবাধম তোমার পিতার যজ্ঞ বিনাশকারী, ইহাকে বধ কর।

মহর্ষি অত্রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথুপুত্র আপন কোপ প্রজ্বলিত করিলেন এবং,গৃধ্রুরাজ যেমন হস্তির পশ্চাৎ ধাবমান হয় তাহার ন্যায়, ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বহারি দেবরাজের পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া গেলেন। বৎস বিদুর! সে সময় দেবেন্দ্র যজ্ঞপশু লইয়া আকাশমার্গে অতিত্বরায় যাইতেছিলেন, (১২) পৃথুপুত্রকে দেখিতে পাইবা মাত্র তাঁহার নিমিত্ত অশ্ব এবং আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অতএব সেই অশ্ব মহাবীর পৃথুপুত্রের হস্ত গত হইল। তিনি যজ্ঞপশু লইয়া পিতার যজ্ঞস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। (১৩) বিদুর! পৃথুপুত্রের ঐ অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া ঋষিরা যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তুষ্ট হইয়া তাঁহার নাম "বিজিতাশ্ব" রাখিলেন। (১৪)

দেবরাজ পৃথুপুত্রের ভয়ে পৃথুর যজ্ঞপশু ত্যাগ করিয়া গেলেন বটে কিন্তু যজ্ঞে ব্যাঘাত করিবার বাসনা তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর হইল না, অতএব সেই অশ্ব যখন যূপ কাষ্ঠে বদ্ধ হইল সেই সময় ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা আত্ম শরীর আচ্ছাদিত করত কাষ্ঠময় কটকে সুশোভিত যজ্ঞীয় যূপ হইতে পুনরায় হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বিদুর! সেই অশ্ব স্বর্ণ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল, দেবরাজ শৃঙ্খল ছেদন করিতে না পারিয়া তাহা সমেত উঠাইয়া লয়েন। সে যাহা হউক। ইন্দ্র অশ্ব লইয়া আকাশ পথে যাইতে আরম্ভ করিলে অত্রি পুনরায় দেখিতে পাইলেন অতএব পুনর্ব্বার পৃথুপুত্রকে দেখাইয়া দিয়া প্রত্যাহরণার্থ প্রেরণ করিলেন। দেবরাজ কপাল ও খট্বাঙ্গ ধারণ করিয়া দৌড়িতেছিলেন এবার পৃথুতনয় তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন না, অত্রির কথায় তাঁহার প্রতি সরোষে খরতর শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে দেবরাজ তাঁহার নিমিত্ত অশ্ব এবং আপনার রূপ বিসর্জ্জন করিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। অতএব মহাবীর পৃথুতনয় ঘোটক লইয়া পিতার যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করিলেন। (১৫)

বিদুর! ইন্দ্র যে২ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিলেন তাহা নিন্দিত, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা ঐ সকল গ্রহণ করিল। (১৬) দেবরাজ যজ্ঞাশ্ব হরণ বাসনায় ঐ সকল রূপ ধারণ করিয়াছিলেন অতএব ঐ সকলই পাপময়। (১৭) ফলেও পৃথুর যজ্ঞ ব্যাহত করিবার ইচ্ছায় দেবরাজ যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করত যে২ রূপ গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করেন সে সকল জৈন বৌদ্ধ কাপালিক ইত্যাদি পাষণ্ড মত হইয়াছে। যদিও সে সকল যথার্থ ধর্ম্ম বর্ত্ম নহে, ধর্ম্মের আভাসমাত্র, তথাপি ভ্রমবশতঃ ধর্ম্ম বলিয়া প্রায় ঐ সকলেই মানবদিগের বুদ্ধি আসক্ত হয়। বিদুর! ঐ সকল মত আপাততঃ রমণীয় এবং যুক্তি উক্তি বিষয়ে চতুর, ইহাতেই আশু মনঃ আকর্ষণ করে।

সে যাহা হউক। এই সকল ব্যাপার যখন প্রবলপরাক্রম পৃথুর সুগোচর হইল তখন তিনি ইন্দ্রের প্রতি সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং ধনুঃ উদ্যম করিয়া শর সন্ধানের উপক্রম করিলেন। (১৮) যজ্ঞস্থলে যে সকল ঋত্বিক্ যজ্ঞ করিতেছিলেন তাঁহারা যজমানকে ইন্দ্রবধার্থ ক্রোধে দুষ্প্রেক্ষ্য হইতে দেখিয়া নিবারণ করত কহিতে লাগিলেন রাজন্! এ সময় পশু বধ ব্যতীত অন্যবধ করা তোমার উচিত হয় না। (১৯) ইন্দ্র বিপক্ষতা করিয়া তোমার যজ্ঞ বিনাশার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন তোমার প্রতাপ দ্বারাই তিনি হতপ্রভ হইলেন, আমরা বীর্য্যবান আহ্বান মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে এখানে আনিতেছি, আগমন করিলে পর

আমরাই অগ্নিতে আহুতি দিয়া সংহার করিব। তাহা হইলেই তিনি যেমন অহিত চেষ্টা করিতেছিলেন তদুপযুক্ত প্রতিফল হইবেক। (২০)

বৎস! বিদুর! ঋত্বিকেরা যজ্ঞকর্ত্তা পৃথুকে এই প্রকার কহিয়া ক্রোধে যজ্ঞ-পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক হোম আরম্ভ করেন এমত সময় ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া নিষেধ করত কহিলেন (২১) অহে মুনিগণ! তোমরা যজ্ঞ করিয়া যাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ যজ্ঞ দ্বারা পূজিত সমস্ত দেবতা তাঁহার শরীর, সেই ইন্দ্র তোমাদের বধ্য হইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার একটী নাম যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ ভগবানের অবতার। (২২) অপর, হে দ্বিজগণ! ইন্দ্র অতিশয় বলবান্, তাঁহার সহিত সখ্য করাই উচিত হয় নতুবা পুনরায় পাষণ্ড পথ সৃষ্টি করিতে পারেন, দেখনা এই একবার অন্যায় করিয়া রাজার যজ্ঞে ব্যাঘাত করিবার বাসনায় মহৎ ধর্ম্মবিপর্য্যয় অনুষ্ঠান করিলেন। (২৩) অতএব আর যজ্ঞ করিও না, রাজার একোন শত যাগ যাহা সম্পন্ন হইয়াছে তাহাই থাকুক, এক ন্যূন শত ক্রতুর দ্বারাই ইহাঁর কীর্ত্তি মহেন্দ্র অপেক্ষা মহৎ হইবেক।

অনন্তর পৃথুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন রাজন্! তুমি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ, মুক্তির অভি-লাষ কর, তোমার সকল যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিয়া অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন কি? অনেক হইয়াছে, ক্ষান্ত হও। (২৪) তোমার মঙ্গল হউক, ইন্দ্র তোমার আত্মা-স্বরূপ, আত্মাদ্বারা আত্মাকে ক্রোধিত করা উচিত হয় না। মহারাজ! ইন্দ্র এবং তুমি, দুই জনেই ভগবানের শরীর, অতএব তোমরা পরস্পর অভিন্ন। (২৫) তোমার যজ্ঞে এই যে বিঘ্ন হইল, এ বিষয় আর চিন্তা করিও না, অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। যে কর্ম্ম দৈবকর্ত্তৃক বিনাশিত হয় তাহা করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি চিন্তা করে তাহার মনঃ অতিশয় কষ্টভাগি হইয়া ঘোরতর মোহে প্রবিষ্ট হয়, কখন শান্তি লাভ করিতে পারে না। (২৬) অতএব যজ্ঞ করণে ক্ষান্ত হও, ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই, যেহেতু তাহা করিলে দেবতাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ হইবে। মহারাজ! যজ্ঞে বিরত হইতে বলিবার তাৎপর্য্য এই, ইন্দ্র যে সকল পাষণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের উৎপাতে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবেক। (২৭) এই দেখনা, যে ইন্দ্র অশ্ব হরণ করিয়া তোমার যজ্ঞদ্রোহী হইয়াছিলেন তাঁহার অধিষ্ঠিত এই সকল চিত্তাকর্ষক পাষণ্ড এই ব্যক্তিকে (ধর্ম্মকে) হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। (২৮) মহারাজ! তুমি এই ধর্ম্মের পরিপালন নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, সাংখ্য যোগাদি নানা সিদ্ধান্তানুরূপ এই ধর্ম্ম তোমার পিতা বেণের অত্যাচারে লুপ্ত হইতেছিল ইহার পরিত্রাণার্থে বেণদেহ হইতে তোমার উৎ-পত্তি হইয়াছে, তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। (২৯) অতএব হে প্রজাপতে! এই বিশ্বের উদ্ভবের বিষয় বিচার করিয়া যাহাদের দ্বারা তুমি উৎপন্ন হইয়াছ বিশ্বস্রষ্টা সেই সকল ঋষির সঙ্কল্প পূর্ণ কর। রাজন্! এই যে পাষণ্ডমার্গ, ইহা ইন্দ্র সম্বন্ধীয়া মায়া, ইহা উপধর্ম্মের জননী, ইহাকে বিনষ্ট কর। (৩০)

মৈত্রেয় কহিলেন লোকগুরু ব্রহ্মা এই প্রকার আদেশ করিলে পৃথুরাজা যজ্ঞ বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন। পরে স্নেহ প্রকাশ করাতে ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সন্ধি হইল। (৩১)

অনন্তর পৃথু অবভৃথ স্নান (যজ্ঞান্তে কর্ত্তব্য স্নান) করিয়া উপবিষ্ট হইলে যে সকল দেব ও ঋষি তাঁহার যজ্ঞে তর্পিত হইলেন তাঁহারা স্বয়ং বরদ হইয়া

বর প্রদান করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত দক্ষিণা লাভ হওয়াতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া শুভাশীঃ প্রয়োগ করত কহিলেন (৩২) মহারাজ! আপনি যে২ পিতৃ দেব ঋষি এবং মানবদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন আপনকার যজ্ঞে তাঁহাদের সকলেরই সমাগম হইয়াছিল, দান মান দ্বারা সকলেই সৎকৃত ও পরিতুষ্ট হইয়াছেন। (৩৩)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞে বরদান প্রসঙ্গে ভগবান্ কর্ত্তৃক পৃথুর প্রতি সাক্ষাৎ উপদেশ প্রদান এবং তাঁহাদের পরস্পর প্রীতির বিষয়।

মৈত্রেয় কহিলেন যজ্ঞপতি ভগবান্ বিষ্ণুও পৃথুর যজ্ঞে ইন্দ্রের সহিত বর্ত্তমান হইয়া বহুতর যজ্ঞদ্বারা সুন্দর রূপ অর্চ্চিত হইলেন পরে দেবরাজকে দেখাইয়া দিয়া পৃথুর প্রতি কহিতে লাগিলেন (১) রাজন্! ইনিই তোমার শত অশ্বমেধে ব্যাঘাত করিয়াছিলেন এক্ষণে ক্ষমা চাহিতেছেন, ইহাকে ক্ষমা কর। (২) হে নরদেব! লোকে যে সকল ব্যক্তি সুবুদ্ধি, সাধু ও প্রধান, তাঁহারা কোন প্রাণির অনিষ্ট করেন না, যেহেতু তাঁহাদের এ জ্ঞান আছে যে শরীর আত্মা নহে, সুতরাং শরীরাভিমান বশতঃ পরদ্রোহে প্রবৃত্তি হয় না। রাজন্! তোমার সদৃশ পুরুষেরাও যদি ঐশ্বরী-মায়াতে মুগ্ধ হয় অর্থাৎ তোমাদেরও যদি মোহবশতঃ ঐ রূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তবে তোমাদের দীর্ঘকাল বৃদ্ধ সেবা কেবল শ্রম মাত্র, তাহার কি ফল হইল? (৩) অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই দেহকে আদৌ অবিদ্যায় (স্বরূপাজ্ঞানে) তদনন্তর কাম, তাহার পর কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া জানেন সুতরাং আত্মজ্ঞান হওয়াতে আর তাঁহাদের দেহেতে আসক্তি হয় না। (৪) রাজন্! শরীরের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন গৃহ সম্পদ এবং পুত্রাদিতে আর কোন্ ব্যক্তির মমতা হইবে? (৫) ফলতঃ "এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইনি এক, শুদ্ধ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, নির্গুণ, কারণ ভূত গুণের আধার, সর্ব্বগত ও সর্ব্বত্র অনাবৃত, এবং সাক্ষি স্বরূপ, দেহ এরূপ নহে" (৬) এই প্রকারে দেহস্থিত আত্মাকে যে পুরুষ জানিতে পারে, তিনি দেহধারী হইলেও দেহের বিকার দ্বারা লিপ্ত হন্ না, ব্রহ্ম স্বরূপ যে আমি, আমাতেই তাঁহাকে অবস্থিত জানিবে। (৭) হে রাজন্! এই রূপ অবস্থা সকলের হয় না, যে ব্যক্তি নিষ্কাম ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্বধর্ম্ম দ্বারা নিত্য আমার উপাসনা করে তাহারই মনঃ ক্রমে২ প্রসন্ন হয়। (৮) মহারাজ! মনঃ প্রসন্ন হইলেই সকল গুণ পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ দর্শী হয় তখন আমার ঔদাসীন্য রূপে অবস্থান রূপ যে শান্তি, যাহার নাম কৈবল্য, তাহাই অনুভব করিতে থাকে। (৯) ফলতঃ আত্মা উদাসীন হইলেও কূটস্থ, এই আত্মাকে যে সকল ব্যক্তি দেহ জ্ঞান কর্ম্ম ইন্দ্রিয় ও মনের অধ্যক্ষ স্বরূপে অবস্থিত বোধ করেন তাঁহাদের আর সংসার ভয় হয় না। (১০) ঐ সকল জ্ঞানি ব্যক্তির অন্তঃকরণে এমত বোধ উদিত হয় যে লিঙ্গদেহ দ্রব্য ক্রিয়া কারক এবং চেতনা স্বরূপ, ঐ দেহেরই সংসার হইয়া থাকে, অতএব সম্পদই উপস্থিত হউক অথবা অপদই আপতিত হউক, হর্ষ শোকাদি দ্বারা তাঁহাদের কোন বিকার হয় না, আমাতেই সৌহৃদ্য বদ্ধ করিয়া নিশ্চল হইয়া থাকেন। (১১)

মহারাজ! তুমিও জ্ঞানী, অতএব সুখ দুঃখে সমান ও উত্তম মধ্যম অধমে সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয় ও মনঃ জয় করত এই সকল লোকের রক্ষণাবেক্ষণ কর। রাজন্! একাকী কি রূপে সমুদায় পরিরক্ষণ করিব এমত আশঙ্কা করিও না। আমি তোমার অমাত্যাদি সমুদায় রাজ্যাঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাও, তাহাদের সহিত মিলিত হও। (১২) বৎস! রাজার পক্ষে অন্য তপস্যাদি অপেক্ষা প্রজা পালনই শ্রেয়ঃ, যেহেতু প্রজারা যে সকল পুণ্যানুষ্ঠান করে পরলোকে রাজা তাহার ষষ্ঠ অংশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি রাজা হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ না করেন তাঁহার পুণ্য প্রজারা হরণ করিয়া লয়। তিনি যে প্রজাদের নিকট কর গ্রহণ করেন তাহা কেবল তাঁহার পাপ ভোজন হয়। (১৩) রাজন্! তুমি যদি এই প্রকারে পরম্পরায় আগত এবং দ্বিজাগ্র্যদিগের অনুমত এই ধর্ম্মকেই প্রধান ও অর্থ কামকে প্রাসঙ্গিক বোধ করিয়া এই ধর্ম্মেই অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক পৃথিবীর রক্ষা কর, সমস্ত লোক তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং তুমি অল্প কাল মধ্যেই সনকাদি সিদ্ধ মহর্ষিদিগকে আপনার গৃহে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। অতএব এই ধর্ম্মে তোমার অনায়াসে মোক্ষলাভেরও সম্ভাবনা আছে। (১৪) হে মানবেন্দ্র! আমি তোমার শমাদি গুণ ও নির্ম্মৎসরত্বাদি স্বভাবে বশীভূত হইয়াছি, আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা কর। মহারাজ! যজ্ঞ অথবা তপস্যা কিম্বা যোগ দ্বারা আমি সুলভ নহি, যে সকল ব্যক্তির চিত্ত সমান, তাহাদের মধ্যেই আমি বর্ত্তমান থাকি। (১৫)

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! পৃথুরাজা এই প্রকারে লোকগুরু ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক অনুশাসিত হইয়া তদীয় নিদেশ মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বাপহরণ রূপ স্বীয় কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া অপরাধ মার্জ্জন করাইবার নিমিত্ত পৃথুর চরণ স্পর্শ করিতে গেলেন তাহাতে পৃথু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার প্রতি যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিলেন। (১৬) অনন্তর ভগবানের ইচ্ছা হইল স্বস্থানে প্রস্থান করেন, কিন্তু তাঁহার জিগমিষা জন্মিলেও পৃথুর প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থ কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলেন। ঐ অবসরে পৃথু নানা প্রকার উপহার আহরণ করিয়া তাঁহার পূজা এবং বুদ্ধিশীল ভক্তি দ্বারা তদীয় চরণাম্বুজের বন্দনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সাধুজনের সুহৃদ্, পৃথুর ঐ প্রকার ভক্তি দর্শনে পদ্ম পলাশ লোচন দ্বারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। (১৭) পরে আদিরাজ পৃথু দর্শন ও স্তব করণার্থ বদ্ধাঞ্জলি হইলেন কিন্তু তাঁহার লোচনদ্বয় অশ্রুদ্বারা পরিপূর্ণ হইল সুতরাং দর্শনে সামর্থ্য হইল না, আর বাষ্পোদ্গম হওয়াতে কণ্ঠও অবরুদ্ধ হইয়া আসিল তাহাতে কিছু কহিতেও শক্তি হইল না, অতএব তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইয়া হৃদয় দ্বারা ভগবানকে কেবল আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। (১৮)

তদনন্তর চক্ষুর্দ্বয়ের অশ্রু মোচন করিয়া নয়নপথস্থ ভগবান্‌কে অতৃপ্ত নেত্রে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ আপনার চরণ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতেছিলেন অর্থাৎ করুণা পরবশতা হেতু যেন তাঁহার আত্ম বিস্মৃতি হইয়াছিল, অতএব পাছে পড়িয়া যান এই আশঙ্কায় গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে হস্তাগ্র বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। (১৯)

পৃথু ভগবান্‌কে অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রভো! আপনি বর প্রার্থনা করিতে কি রূপে কহিলেন? ব্রহ্মাদি যে সকল দেবতা বরপ্রদ, আপনি তাঁহাদেরও ঈশ্বর, আপনকার নিকট হইতে বুদ্ধিমান লোকে কি দেহাভিমানিদের

ভোগ্য বর যাজ্ঞা করিতে পারে ? যদি কেহ করে তাহাকে আমি বুদ্ধিমান্ই বলি না, কারণ, ঐ সকল বর নরকবাসি দেহি সকলেরও বিদ্যমান আছে। অতএব হে ঈশ্বর! হে কৈবল্যপতে! ঐ সকল বরে আমার প্রয়োজন নাই। (২০) হে ভগবন্! আমি আপনাকে "কৈবল্যপতে" বলিয়া সম্বোধন করিলাম ইহাতে এমত মনে করিবেন না যে আমি মুক্তি প্রার্থনা করি। প্রভো! মোক্ষপদেও যদি মহত্তম সাধু পুরুষদিগের বদন কমল দ্বারা হৃদয়াভ্যন্তর হইতে আপনকার পাদপদ্মের রেণু পাইবার আশা না থাকে অর্থাৎ আপনকার যশঃ শ্রবণাদি দ্বারা সুখ লাভের সম্ভাবনা না হয় তবে ঐ পদও আমি কখন প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই, হৃদয় [illegible] করিয়া আপনকার যশঃ শ্রবণ করিতে পারি, তদর্থ আমাকে সহস্র২ কর্ণ প্রদান করুন। প্রভো! ইহাই আমার বর। (২১) হে দেব! মুক্তি না হইলে রাগ দ্বেষাদিতে আকুল ব্যক্তিদের ভক্তি সুখ হইতে পারে না এমত আশঙ্কাও করিতে পারি না যেহেতু মহৎ ব্যক্তি-দের মুখ হইতে আপনকার চরণাম্বুজের কণমাত্র সুধাসংক্রান্ত যে বায়ু, তাহা যে সকল কুযোগী আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে তাহাদিগকেও স্মৃতি প্রদান করে অর্থাৎ দূর হইতেও আপনকার কিঞ্চিন্মাত্র যশঃ শ্রবণ করিয়া কুৎসিত যোগিদেরও পুনর্ব্বার আত্মতত্ত্বের বর্ত্ম স্মরণ হয়। অতএব আমাদের অন্য বরে আবশ্যক নাই, আমরা সারগ্রাহী, ঐ মাত্র বর প্রার্থনা করি। (২২) প্রভো! আমি ফল বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া যে কেবল ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি ইহাতে অন্যথা আশঙ্কা করিবেন না। আপ-নকার যশঃ পরম মঙ্গল স্বরূপ, সাধু সঙ্গদ্বারা যে ব্যক্তির যদৃচ্ছাক্রমে তাহা একবার শ্রবণ গোচর হয় সে গুণজ্ঞ হইলে কি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারে? ফলতঃ পশু ব্যতিরেকে অন্য কাহারো তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয় না, যেহেতু স্বয়ং লক্ষ্মী সমস্ত পুরুষার্থ একত্র করিবার অভিলাষে ঐ যশঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (২৩) অতএব আমি লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক হইয়া আপনকার উপাসনা করিব। প্রভো! আপনি সামান্য পুরুষ নহেন, যাবতীয় পুরুষের মধ্যে উত্তম এবং সকল গুণের নিলয়। কিন্তু লক্ষ্মীর অন্তঃকরণ আপনকার চরণদ্বয়ে একতান, আমিও তাহাতেই আত্ম মনঃ বিস্তার করিতেছি ইহাতে এক পতির নিমিত্ত দুই জনে অভি-লাষুক হওয়াতে আমাদের তো পরস্পর বিবাদ হইবেক না। (২৪) হে জগদীশ! লক্ষ্মীর কর্ম্মের নিমিত্ত আমার যত্ন হইতেছে ইহাতে তাঁহার সহিত যদি আমার বিবাদ হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আপনি দীনবৎসল, দীনের প্রতি দয়া করিয়া তুচ্ছ কার্য্যও বহু করিয়া থাকেন, আমার কার্য্য অবশ্য গণ্য করিবেন। প্রভো! আপনি স্বরূপেই সদা অবস্থিত আছেন লক্ষ্মীতে আপনকার বিশেষ প্রয়োজনই বা কি। (২৫)

প্রভো! আপনি দীনবৎসল, মায়াগুণের যে সকল কার্য্য তাহা আপনাতে নাই, অতএব সাধু পুরুষেরা জ্ঞানোদয়ের পরেও আপনকার ভজনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের ঐ প্রকার ভজনের প্রয়োজন আপনকার পাদপদ্ম স্মরণ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাই না। (২৬) অতএব সাধু পুরুষদিগকে বাক্য দ্বারা লোভ দেখান আপনকার উচিত হয় না। প্রভো! আপনি "বর প্রার্থনা কর" এই যে কথাটী বলিয়াছিলেন, বোধ হইতেছে, তাহা জগতের মোহকারিণী, কারণ আপনকার বাক্য রূপ রজ্জুতে জগতীস্থ জনগণ বদ্ধ না হইলে কি ফলকরণক বিমোহিত হইয়া পুনঃ২ কর্ম্ম করিত। (২৭) হে ঈশ্বর! আপনি সত্য স্বরূপ, আপনকার মায়া দ্বারা খণ্ডিত অর্থাৎ পৃথক্ কৃত হইয়া এই সমস্ত জন পুত্রাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে কিন্তু আপনকার

উচিত হয় পিতা যেমন আপনা হইতে বালকের হিত চেষ্টা করেন তাহার ন্যায় আপনি বিজ্ঞাপিত না হইয়াও স্বয়ং ইহাদের হিত চেষ্টা দেখেন। (২৮)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! আদিরাজা পৃথু এই প্রকারে স্তব করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন রাজন্। তুমি ভক্ত্যর্থ অত্যন্ত অভিলাষ করিতেছ, ভাল, আমাতে তোমার ভক্তিই হইবে। মহারাজ! তোমার প্রবল অদৃষ্ট, তাহাতেই এই প্রকার বুদ্ধি উদিত হইয়াছে, এবম্বিধ বুদ্ধি দ্বারাই পণ্ডিত গণ মদীয়া মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। আমি যাহা আদেশ করিলাম এক্ষণে অবহিত হইয়া পালন কর। মহারাজ! যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞানুরূপ কর্ম্ম করে তাহার সর্ব্বত্র শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়।

বৎস বিদুর! ভগবান্ এই প্রকারে বেণনন্দন পৃথুর বচনে আনন্দ প্রকাশ করিলে পৃথু তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। অনন্তর ভগবানের মানস হইল পৃথুর প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। অতএব দেব ঋষি পিতৃ গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ পন্নগ কিন্নর অপ্সরা মর্ত্ত্য খেচর এবং অন্যান্য যে সকল প্রাণী ও ভগবানের যে সমস্ত অনুচর ও পার্ষদ যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন মহারাজ পৃথু সম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহাদের সকলের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন। (২৯)

বিদুর! ভগবান্ যখন স্বধামে যাত্রা করিলেন তখন তদীয় মনোভাবন বচন দ্বারা পৃথুর ও উপাধ্যায়গণের মনঃ হৃত হইতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ দৃক্পথাতীত হইলে পৃথু সেই দেবদেব বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া আপনার পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। (৩০)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

মহাযজ্ঞে দেবতাপ্রভৃতির সভায় পৃথুকর্ত্তৃক প্রজাদের প্রতি অনুশাসন।

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! মহারাজ পৃথু যজ্ঞান্তে যখন পুর প্রবেশ করেন তখন মঙ্গলার্থ তাঁহার পুর স্থানে২ মুক্তা, পুষ্প, মাল্য, দুকূল, এবং স্বর্ণ তোরণে সুশোভিত ও সুগন্ধি ধূপে সুবাসিত হইযাছিল। (১) অপর চন্দন ও অগুরু মিশ্রিত জলে তত্রস্থ রাজপথ, ক্ষুদ্র বর্ত্ম এবং চত্বর সকল সিক্ত ও পুষ্প ফল আতপতণ্ডুল ধান্যাঙ্কুর লাজ (খৈ) প্রদীপ ইত্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। আর কদলী স্তম্ভ, ক্ষুদ্র গুবাক বৃক্ষ, এবং বিবিধ তরু পল্লব দ্বারা চারি দিক্ অলঙ্কৃত ছিল। (২) বিদুর! কেবল পৃথুর রাজপুর ঐ রূপ মাঙ্গল্য দ্রব্যে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল এমত নহে প্রজাজন এবং পুরস্থা বালিকা সকল কুণ্ডলাদি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া দীপমালা ও বিবিধ মঙ্গল দ্রব্য সহ তাঁহাকে আনয়নার্থ প্রত্যুগমন করিয়াছিল। (৩) মহারাজ পৃথু শঙ্খ দুন্দুভি শব্দ এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণ গণের উচ্চারিত বেদধ্বনি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া আপনার উক্ত রূপ পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিদুর! রাজাধিরাজ পৃথুর তাদৃক্ ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তাঁহার অহঙ্কারমাত্র ছিল না। (৪) আগমন সময়ে স্থানে২ পুরবাসি ও জনপদ নিবাসি যে সমস্ত ব্যক্তি মিলিত হইয়া উপায়ন প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিল তিনি প্রীতি প্রকাশ করিয়া প্রিয় বর প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের

প্রতিপূজা করিলেন। (৫) মহারাজ পৃথুর চেষ্টা পরমোৎকৃষ্ট, তিনি গুণদ্বারা অতি মহৎ, অতএব সকলের পূজ্য ছিলেন। উক্ত প্রকার ভূরি২ কর্ম্ম করিয়া আপনার যশঃ বিস্তার পূর্ব্বক ধরাতল শাসন করিয়াছিলেন তদনন্তর চরমে পরম পদে আরূঢ় হয়েন। (৬)

এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণনানন্তর কুলপতি শৌনককে সম্বোধন করিয়া সূত কহিলেন হে সভাপতে! ভাগবতপ্রধান বিদুর ঐ প্রকারে আদিরাজ পৃথুর যশঃ বর্ণনকারি মহর্ষি মৈত্রেয়ের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। হে মহাশয়! পৃথুর যশঃ সামান্য নহে, তাহা বিবিধ গুণে সদা বৃদ্ধিশীল এবং গুণিগণ নিরন্তর তাহার সমাদর করিয়া থাকেন। (৭) সে যাহা হউক, তদনন্তর বিদুর সেই মুনিকে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! ঋষিগণ যে পৃথুর অভিষেক করেন, অশেষ দেবতার নিকট যাঁহার পূজা লাভ হয়, এবং যে বাহুদ্বয় করণক ধরণী দোহন হয় সেই দুই বাহুতে যিনি বিষ্ণু সম্বন্ধীয় তেজঃ ধারণ করেন, সেই পৃথু আর কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? (৮) ব্রহ্মন্! সমস্ত ভূপাল এবং সকল লোকপাল সহিত অখিল লোক যাঁহার পৃথ্বী দোহন রূপ বিক্রমের উচ্ছিষ্ট তুল্য কাম উপলক্ষ করিয়া অদ্যাপি জীবন ধারণ করিতেছে কোন্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ না করিবে? অতএব হে মহাশয়! তাঁহার পরিশুদ্ধ কর্ম্ম সকল বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। (৯(

বিদুরের এই প্রকার প্রার্থনা বচন শ্রবণ করিয়া মুনিবর মৈত্রেয় কহিতে লাগিলেন বিদুর! মহারাজ পৃথু গঙ্গা এবং যমুনা এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি ক্ষেত্রে বাস করিয়া ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় করিবার বাসনায় প্রাক্তন কর্ম্মারব্ধ বিবিধ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভোগান্তরের নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। (১০) একমাত্র তিনিই সপ্তদ্বীপ মধ্যে দণ্ডধারী হইলেন, তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্র অস্খলিত হইল। বিদুর! একাকী মহারাজ পৃথু দণ্ডধারী ছিলেন ইহাতে এমত মনে করিও না যে সকলের প্রতিই দণ্ড বিধান করিতেন, ব্রাহ্মণ কুল এবং ভগবান্ অচ্যুত যে সকল ব্যক্তির গোত্র প্রবর্ত্তক তুল্য, সেই সমস্ত বৈষ্ণব জন ঐ বিষয়ে বর্জ্জিত ছিলেন অর্থাৎ তিনি এই দুই প্রকার লোকের প্রতি কখন দণ্ড বিধান করেন নাই। (১১)

মহারাজ পৃথু একদা একটী মহাসত্রে দীক্ষিত হইলেন। সেই সত্রে দেবতা ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি সকলের সমাগম হইয়া সভা হইল। (১২) তাহাতে পূজ্য ব্যক্তি সকলের যথাযোগ্য পূজা হইলে পৃথ্বীপতি পৃথু সভা মধ্যে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন। (১৩) বিদুর! সে সময় পৃথু রাজাকে কি রূপ সুন্দর দেখাইতে লাগিল তাহার কথা কি বলিব? তাঁহার শরীর উন্নত, দুই বাহু স্থূল অথচ দীর্ঘ, চক্ষুর্দ্বয় পদ্মতুল্য অরুণ বর্ণ, নাসিকা ও বদন সুশোভন, স্কন্ধদ্বয় পীন, দন্তপংক্তি ও হাস্য অতিশয় সুদৃশ্য। (১৪) অপর তাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, নিতম্বদেশ বৃহৎ, উদর ত্রিবলী দ্বারা মনোহর ও আধোগ্র অশ্বত্থপত্রের তুল্য উপরে বিস্তৃত, অধোভাগে সঙ্কুচিত, নাভিস্থল আবর্ত্তের ন্যায় ঘূর্ণিত, উরুদেশ সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল, চরণদ্বয় উন্নতাগ্র। (১৫) আর তাঁহার মস্তকের কেশ সূক্ষ্ম কুটিল ও কৃষ্ণবর্ণ অথচ সুস্নিগ্ধ, গলদেশ কম্বুর ন্যায় তিনটী রেখায় অঙ্কিত, পরিধান ও উত্তরীয় মহামূল্য পট্ট বসন (১৬) সত্রের নিয়ম হেতু তাঁহার শরীরে কোন ভূষণ ছিল না অতএব অলঙ্কারে অনাবৃত হওয়াতে গাত্রের স্বাভাবিক কান্তি প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি কৃষ্ণাজিনধারী ও কুশহস্ত

হইয়া যজ্ঞের সমুচিত সমস্ত কর্ম্ম স্বয়ং করিয়াছিলেন। (১৭) তাঁহার যে চক্ষুর্দ্বয়ের তারকা সন্তাপহারী অথচ স্নিগ্ধ, তাহার দ্বারা চারি দিক্ অবলোকন করিয়া নিম্ন লিখিত বাক্য বলিলেন। বিদুর! মহারাজ পৃথুর ঐ সকল বচন অতিশয় শ্রবণ প্রিয়, তাহাতে যে কএকটী পদ ছিল সকলই বিচিত্র, আর তাহা প্রশস্ত, শুদ্ধ, গম্ভীরার্থ এবং অনাকুল। অতএব তিনি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির যেন হর্ষ জন্মাইতে লাগিলেন। (১৮)

পৃথু রাজা বলিলেন হে সভাস্থ মহাশয় গণ! সমস্ত সাধু জনেরই এখানে আগমন হইয়াছে আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাদের শ্রেয়ঃ হউক। হে মহোদয় সকল! ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু লোকদিগকে সাধু ব্যক্তিদের নিকট স্ব২ মনের অভিলাষ নিবেদন করিতে হয়, অতএব আমি প্রজানুশাসনচ্ছলে আপনাদের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিব, আপনাদের প্রতি কোন উপদেশ করিব না, বিশেষ মনোযোগ করুন। (১৯) ব্রহ্মা আমাকে দণ্ডধর করিয়া প্রজাদের বৃত্তি প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে পৃথক্২ সেতুতে সকলকে স্থাপন করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (২০) হে মহাশয় গণ! আমি ঐ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি, তাহাতে ধর্ম্ম সাক্ষী ঈশ্বর যাহার প্রতি প্রীত হয়েন বেদবাদি পণ্ডিতেরা তাহার যে সমস্ত লোকের কথা বলিয়া থাকেন ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার সেই সকল লোক হউক। আমি শুনিয়াছি ঐ সকল লোক সামান্য নহে, সর্ব্ব কামে পরিপূর্ণ। (২১) হে সভ্যগণ! আমি যদি ঐ কর্ম্ম না করি আমার মহৎ অনিষ্ট হইবে কারণ যে রাজা প্রজাদিগকে তাহাদের স্ব২ ধর্ম্ম শিক্ষা না দিয়া কর গ্রহণ করেন তিনি প্রজাজনের পাপভাগী ও আপন ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হন। (২২) অতএব হে প্রজাগণ! আমি তোমাদের প্রভু, আমার পিণ্ডার্থ অর্থাৎ পিণ্ডদানবৎ পরলোক হিতার্থ তোমরা ভগবান্ বাসুদেবে মতি রাখিয়া কেবল আপন২ ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে আমার প্রতি তোমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ হইবে। (২৩)

হে অমল পিতৃ দেব ঋষিগণ! কর্ত্তার, শিক্ষাদাতার এবং অনুমোদয়িতার পরকালে যে ফল হয় তাদৃশ ফলে আপনাদের আমোদ হউক। (২৪) হে মহাশয়গণ! আপনারা এমত কহিবেন না যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে অনুমোদন করা যাইতে পারে, কিন্তু বেণাদি রাজগণ অঙ্গীকার করেন নাই ইহাতে বাসুদেবে অর্পণ কর্ত্তব্য নহে, অহে পূজ্যতম মহোদয়গণ! কতিপয় ব্যক্তির মতে যজ্ঞপতি নামে পরমেশ্বর আছেন এবং কোন২ মতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই ভোগের ভূমি শরীর সকল দৃশ্য হইয়া থাকে। অতএব পরমেশ্বর ও ভোগভূমি এই দুই যদি থাকিল তবে কর্ম্মও কর্ত্তব্য এবং বাসুদেবে অর্পণও আবশ্যক হইতেছে। (২৫) হে সভ্যগণ! রাজর্ষি মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত, এবং আমাদের পিতামহ অঙ্গরাজা (২৬) এই সকল মহাত্মার এবং তাদৃশ অন্যান্য ব্যক্তিদের তথা অজ ভব প্রহ্লাদ বলি ইহাঁদের মতেও কর্ম্ম আছে, অর্থাৎ এই সকল ব্যক্তির মত এই যে কর্ম্ম ফলদাতা পরমেশ্বর একজন অবশ্য আছেন। ফলতঃ কর্ম্ম ফলদাতা আছেন একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন কেবল মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি কতক গুলা ধর্ম্ম বিমোহিত লোক যাহাদের জন্য শোক করিতে হয় তাহারাই স্বীকার করে নাই। (২৭) হে সভ্যগণ! তত্তৎ কর্ম্ম অথবা দেবতারাই ফলদান করিবেন পরমেশ্বর স্বীকারে প্রয়োজন কি, এমত বলিতে পারা যায় না, কারণ ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম) স্বর্গ (ধর্ম্মের ফল)

এবং মোক্ষ এই তিনের পরস্পর একাত্মতা দৃষ্ট হইতেছে। কর্ম্ম পর ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার এমত ক্ষমতা নাই যে উজ্জীবিত হইয়া ফল দিতে পারে এবং স্বাতন্ত্র্যাভাব প্রযুক্ত দেবতাদেরও ফলদানে সামর্থ্য নাই। অপর, কর্ম্ম কোথাও সিদ্ধ হয়, কোথাও অসিদ্ধ হয়, কোথাও বা অন্যথা হইয়া থাকে, অতএব সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান্ পরমেশ্বর অবশ্যই আছেন, তাঁহা হইতেই কর্ম্মফল হয়। (২৮)

অহে প্রজাগণ! পরমেশ্বরই জীব সকলের মোক্ষদাতা, তদ্ভিন্ন অন্য দেবতাদের হইতে মুক্তি সম্ভাবনা নাই, কারণ তাঁহারাও জীববিশেষ। অতএব যাঁহার চরণদ্বয়ের সেবাভিলাষও পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিদ্বরা গঙ্গার ন্যায়, সংসারতপ্ত জীবদিগের অশেষ জন্ম সমৃদ্ধ বুদ্ধিমালিন্য সদ্যঃ বিনষ্ট করিয়া অহরহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (২৯) এবং যাঁহার চরণমূল আশ্রয় করিলে পুরুষের মানসিক অশেষ মল দূরীভূত ও বৈরাগ্য দ্বারা বিজ্ঞান সহ সাক্ষাৎকার হয়, যাহাতে পুনরায় ক্লেশাবহ সংসার প্রাপ্ত হইতে হয় না (৩০) তাঁহাকেই আত্মবৃত্তি অর্থাৎ অধ্যাপনাদি এবং মনঃ বাক্য দেহের কর্ম্ম অর্থাৎ ধ্যান স্তব ও পরিচর্য্যা দ্বারা নিত্য উপাসনা কর। কিন্তু কপটতা পরিত্যাগ করিও। তাঁহার দুইটী পাদপদ্ম হইতেই সকল অভিলাষ দোহন হইবে! তোমরা এমত মনে করিও না যে তিনি কেবল ব্রহ্মাদিরই সেব্য, আমাদের উপাস্য নহেন, তোমাদের যেমন অধিকার আছে তদনুরূপ উপাসনা কর, তাহাতেই প্রয়োজন সিদ্ধি হইবেক। (৩১) অহে! সেই ভগবান্ যদিও স্বরূপতঃ বিজ্ঞানঘন এবং নির্বিশেষণ, তথাপি পৃথক্২ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও মন্ত্র, তথা অর্থ (অঙ্গসাধ্য উপকার) আশয় (সঙ্কল্প) লিঙ্গ (পদার্থ সকলের শক্তি), নাম (জ্যোতিষ্টোমাদি), এই সকল দ্বারা নানা বিশেষণ বিশিষ্ট হওত কর্ম্মমার্গে যজ্ঞরূপ হইয়া থাকেন। অতএব যাবতীয় যাগ যজ্ঞ ও তদ্ভাবতের অঙ্গ সকলে ভগবদ্দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। (৩২) হে সভ্যগণ! যাগযজ্ঞের ন্যায় ঐ সকলের ফলও ভগবানের স্বরূপ, যেহেতু তিনি বিভু অর্থাৎ পরম আনন্দ স্বরূপ হইয়াও শরীরে বিষয়াকারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, যেমন অগ্নি কাষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত হইয়া কাষ্ঠের ধর্ম্ম দৈর্ঘ্য হ্রস্বত্বাদি বিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশ পায় তাহার ন্যায়, ক্রিয়া ও ফল স্বরূপে প্রতীয়মান হন্। অহে সভ্যগণ! এই দেহ প্রধান (অব্যক্ত) কাল (ক্ষোভক) আশয় (বাসনা) ধর্ম্ম (অদৃষ্ট) এই সকলের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে ইহাতে বিষয়াকারা বুদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে। (৩৩)

বৎস বিদুর! মহারাজ পৃথু এই প্রকারে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে ভগবানের ভজনায় প্রবৃত্ত করিয়া পরে যে সকল ব্যক্তি আপনাহইতে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করত কহিলেন আহা! এই সমস্ত পুরুষ আমার পরম আত্মীয়, ইহাঁরা আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ বিতরণ করেন, যেহেতু দৃঢ়ব্রত হইয়া স্বধর্ম্মযোগে নিরন্তর যজ্ঞভোগিদের অধীশ্বর ও সকলের গুরু ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়া থাকেন। (৩৪) আমি এক্ষণে প্রার্থনা করি যেন কোন রাজকুলের তেজঃ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের কুলে কখন আপন প্রভাব প্রকাশ না করে। আহা! ঐ সকল ব্যক্তিদের কুল বিনা সমৃদ্ধিতেও তিতিক্ষা তপস্যা ও বিদ্যা এই তিন মহর্দ্ধি দ্বারা আপনিই সর্ব্বদা দীপ্তি পায়! (৩৫) তদনন্তর সভাসদ্গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন অহে সভ্যগণ! পুরাতন পুরুষ হরি মহত্তমদিগের অগ্রণী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য-

দেব, তিনি যাঁহাদের চরণ নিত্য বন্দনা করিয়া অচলা লক্ষ্মী এবং জগতের পবিত্রকারি যশঃ লাভ করিয়াছেন (৩৬) অপর যাঁহাদের সেবায় সর্ব্বান্তর্যামী স্বপ্রকাশ বিপ্রপ্রিয় পরমেশ্বর পরম প্রীত হন্, তোমরা বিনীত ও লোকসংগ্রহ রূপ হরি ধর্ম্মে-তৎপর হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিও। (৩৭) অহে সভ্যগণ! ব্রাহ্মণদিগের নিত্য সেবা করিলে অতিশীঘ্রই চিত্ত শুদ্ধি হয় তাহাতে জ্ঞানাভ্যাসাদি ব্যতিরেকেও পুরুষের পরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। অতএব দেবতাদের পক্ষেও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। তোমরা ব্রাহ্মণদিগেরই সেবা কর, তাহা করিলেই যজ্ঞাদির ফল প্রাপ্ত হইবে। (৩৮)

অহে সভ্যগণ! ব্রাহ্মণজাতি ভগবান্ হরিরও মুখ, "ভগবান্ অনন্ত সর্ব্ব-দেবময় চৈতন্যমূর্ত্তি" এই তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিরা যজনীয় ইন্দ্রাদি দেবতার নাম দ্বারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদের মুখে হোম করিলে ভগবান্ অনন্ত সেই হবিঃ যেমন ভোজন করেন অচেতন হুতাশনে প্রক্ষেপ করিলে তাঁহার তেমন ভোজন হয় না যেহেতু উপনিষদে তাঁহাকে জ্ঞানঘন করিয়া বলিয়াছেন। (৩৯)

অপর যে বেদে, আদর্শের ন্যায়, এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, যাঁহারা শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল (প্রশস্তাচরণ ও অপ্রশস্ত বর্জ্জন), মৌন (অধ্যয়ন বিরোধি বার্ত্তা পরিত্যাগ), ইন্দ্রিয় সংযম, এবং সমাধি (চিত্ত স্থৈর্য্য) দ্বারা সেই সনাতন নির্ম্মল বেদকে অর্থ দর্শনার্থ নিত্য ধারণ করেন অর্থাৎ যথার্থ অর্থ নিঃসারণার্থ অহরহ বেদার্থেরও বিচার করিয়া থাকেন (৪০) হে আর্য্যগণ! আমি যেন যাবজ্জীবন সেই ব্রাহ্মণদিগের পাদ পদ্মের রেণু আপনার মুকুটোপরি বহন করিতে পাই। ব্রাহ্মণদিগের পদ রেণু সামান্য বস্তু নহে, যে পুরুষ তাহা নিত্য ধারণ করেন তাঁহার পাপ আশু বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সমস্ত গুণ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে থাকে। (৪১) হে আর্য্যবর্গ! ব্রহ্মসেবী পুরুষ এই প্রকারে সকল গুণের অভিলষণীয় হওয়াতে আপনা হইতেই সুশীল কৃতজ্ঞ ও বৃদ্ধজনের আশ্রয় হয় তাহাতে সম্পত্তি সকল স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে অবলম্বন করে। এই কারণে আমি সর্ব্বদা প্রার্থনা করি ব্রহ্মকুল এবং গোসকল তথা অনুচরগণ সহিত ভগবান্ জনার্দ্দন আমার প্রতি যেন সদা প্রসন্ন থাকেন।

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! মহারাজ পৃথু ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক এই প্রকার কহিতে থাকিলে পিতৃগণ দেবগণ এবং দ্বিজগণ শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং সাধুবাদ করিয়া পরম পরিতোষ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন (৪২) অহো! "পুত্রদ্বারা লোক সকল জয় হয়" এই শ্রুতি অতি যথার্থ, যেহেতু মহা পাপী বেণ ব্রহ্মদণ্ডে বিনষ্ট হইয়াছিল সে ব্যক্তিও পুত্রদ্বারা নরক হইতে নিস্তার পাইল। অপর দানবাধম হিরণ্যকশিপু ভগবানের নিন্দা করিয়া নরক প্রবেশোন্মুখ হইয়াছিল, পরে আপন পুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে তাহারও নিরয়পাত হইতে পরিত্রাণ হইয়াছে। যাহা হউক। হে মহারাজ! হে বীরবর্য্য! তুমি পৃথিবীর পিতা, তুমি শতং বৎসর জীবিত থাক। আহা! সর্ব্বলোকের এক ভর্ত্তা ভগবান অচ্যুতের প্রতি তোমার এমত ভক্তি! সাধু! সাধু! (৪৩)

হে রাজন্! তোমার কীর্ত্তি অতি পবিত্র, এবং পরম মনোহর। তুমি আমাদের নাথ হওয়াতে আমরা তোমার দ্বারাই মুকুন্দনাথ হইলাম। আমাদের নিশ্চয় বোধ হইল তুমি ভগবান্ মুকুন্দকে নাথ বলিয়া দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছ যেহেতু ব্রহ্মণ্যদেব ও উত্তম শ্লোক সেই বিষ্ণুর বাক্য সকল অবিকল ব্যক্ত করিতেছ। (৪৪) হে

নাথ! আমরা তোমার সেবক, আমাদিগকে তুমি এ প্রকারে সদুপদেশ দিবে ইহা অতি অদ্ভুত নহে, কারণ দয়াবান্ মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রজানুরঞ্জনই স্বভাব। (৪৫) প্রভো! অদ্য আমরা তোমা হইতে অজ্ঞানান্ধকারের পার প্রাপ্ত হইলাম। দৈব-নামক কর্ম্ম দ্বারা এত কাল কেবল ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদের দৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। (৪৬) আহা! আমরা সেই বিশ্বমূর্ত্তি মহীয়ান পুরুষকে নমস্কার করি। যিনি ব্রাহ্মণ জাতিতে অধিষ্ঠান করিয়া ক্ষত্রিয় জাতির এবং ক্ষত্রিয় জাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের পালন করেন আর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়ে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় তেজঃ দ্বারা এই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। (৪৭)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভগবানের আদেশে মহর্ষি সনৎকুমার কর্ত্তৃক পৃথুর প্রতি জ্ঞানোপদেশ।

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! অপর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। যখন লোকেরা মহা-বল পরাক্রান্ত পৃথুকে ঐ প্রকার কহিতেছিল সেই সময় সূর্য্য তুল্য তেজস্বী চারিটী ব্রহ্মর্ষি আগমন করিলেন। (১) ঐ চারি সিদ্ধেশ্বর লোকসকলকে নিষ্পাপ করত আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতেছিলেন। জ্যোতিঃ দেখিয়া বোধ হইল তাঁহারা সনকাদি ঋষি, অতএব রাজা অনুচরগণ সহিত মিলিত হইয়া আদর পূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিলেন। (২) সদস্যগণ সমভিব্যাহারে মহারাজ পৃথুর গাত্রোত্থান করিবার তাৎপর্য্য এই, ঋষিদিগের দর্শন দ্বারা প্রাণ যেন উদ্গত হইতেছিল, প্রত্যুত্থান করিয়া তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। ফলতঃ ঐরূপ বিবেচনা করিয়াই, জীব যেমন উৎসুক হইয়া গন্ধাদি গুণের প্রতি উদ্গত হয় তদ্বৎ রাজা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উত্থিত হইলেন। (৩) তিনি ঋষিদিগের গৌরব স্মরণ করিয়াই বশীভূত হইয়াছিলেন অতএব তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া অর্ঘ্য ও আসন গ্রহণ করিলে বিনয়ে আপন কন্ধর নত করত যথাবিধি পূজা করিলেন (৪) এবং তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই জলে আপনার কেশ বন্ধন ধৌত করিলেন তাহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যেন শীলবান্ লোকের আচার মান্য করিয়া স্বয়ং তাহা আচরণ করিতেছেন। (৫)

বৎস বিদুর! সেই ঋষিচতুষ্টয় ভগবান্ ভবের অগ্রজ, এই নিমিত্ত মহামান্য। স্বস্থানস্থ অনলের ন্যায় তাঁহারা সুবর্ণময় আসনে অধ্যাসীন হইলে রাজা প্রীতি এবং শ্রদ্ধা ও সংযম সংযুক্ত হইয়া তদর্থ ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। (৬) পৃথু কহিলেন অহো মহোদয়গণ! মঙ্গলই আপনাদের স্থান, কিন্তু আমি এমন কি মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম যে আপনাদের দর্শন পাইলাম, আপনারা যোগিদেরও দুর্দর্শ। অথবা যে ব্যক্তির প্রতি বিপ্রগণ এবং অনুচরবর্গ সহিত ভগবান্ ভব ও বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন তাহার ইহলোকে বা পরকালে কোন বস্তু দুর্লভ থাকে না। (৭) হে মহোদয়গণ! আপনারা এমত দুর্দর্শ যে সকল ভুবনে সর্ব্বদা পর্য্যটন করিয়া বেড়ান্ তথাচ, যেমন সকল দৃশ্য পদার্থ অর্থাৎ মহদাদি, যাঁহারা এই বিশ্বের হেতু, তাঁহারা সর্ব্বদর্শি আত্মাকে দেখিতে পান না, তাহার ন্যায়, কোন ব্যক্তি আপনাদিগকে দেখিতে পায় না (৮) আহা! সেই সকল সাধু গৃহস্থ অতি ধন্য, পূজ্য ব্যক্তিরা যাঁহাদের গৃহে গিয়া তৃণ, জল,

ভূমি, গৃহস্বামি ও ভৃত্যাদিগকে স্বীকার করেন। (৯) কিন্তু যে সমস্ত ভবন সাধু বৈষ্ণবদিগের পাদতীর্থে বর্জ্জিত, সে সকল আলয় যদিও অখিল সম্পদে পরিপূর্ণ হয় তথাপি সর্পদিগের আবাস বৃক্ষের তুল্য। (১০) যাহা হউক। হে মহাভাগ ঋষিগণ! আপনাদের তো সুখে আগমন হইল? অথবা আপনাদিগের প্রতি এ জিজ্ঞাসা বিফল যেহেতু আপনারা ধীর, বাল্য কালাবধি বৃহৎ২ ব্রত আচরণ করিতেছেন, ইহাতে সুখে আগমন না হইবার সম্ভাবনা কি? (১১)

হে নাথগণ! এই সংসার সকল ব্যসনের বপনক্ষেত্র, আমরা স্ব২ কর্ম্ম বশতঃ ইহাতে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়কেই পুরুষার্থ বোধ করিতেছি, আমাদের কি এখানে কোন কুশল সম্ভাবনা আছে? (১২) হে ঋষিবৃন্দ! আপনারা আমার ভবনে অভ্যাগত হইয়াছেন, গৃহস্থকে অভ্যাগতেরই কুশল প্রশ্ন করিতে হয়, আত্ম মঙ্গল জিজ্ঞাসা করা সদাচার নহে, সত্য, কিন্তু আপনারা আত্মারাম, আত্মাতেই আপনাদের রতি, তাহাতে শুভ অথবা অশুভ কোন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিই নাই, সুতরাং আপনাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক। (১৩) অতএব আমি আপনাদিগকে আমার কথাই জিজ্ঞাসা করি এই সংসারে যথার্থ কল্যাণ কি উপায়ে হইতে পারে? হে নাথগণ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে আপনারা সন্তপ্ত ব্যক্তি-দিগের বন্ধু, অনুগ্রহ করিয়া ঐ উপায় বলিতে আজ্ঞা হউক। (১৪) হে মহোদয়-গণ! আপনারা অন্য যোগিদের তুল্য নহেন, আপনারা সাক্ষাৎ ভগবান্। ফলতঃ ভগবানই ধীর যোগিদিগের আত্মা, ঐ সকলে আত্মবৎ প্রকাশমান হইয়া ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ সিদ্ধরূপে অবনীমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া থাকেন। (১৫)

মৈত্রেয় কহিলেন পৃথুর এই প্রকার অল্পাক্ষর গম্ভীরার্থ শ্রোত্রপ্রিয় অথচ ন্যায্য বচন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারের বদন আনন্দে যেন প্রসন্ন হইল, পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিবচন প্রদান করত কহিলেন মহারাজ! সাধু২! ভাল প্রশ্ন করিলে। না হইবেক কেন? সকল প্রাণির হিত চিন্তাই তোমার স্বভাব, এবং তুমি বিদ্বান্ ও সাধু পুরুষ। সাধুদিগেরে এই প্রকার মতিই হইয়া থাকে। (১৬) মহারাজ! তোমার সঙ্গে সঙ্গত হওয়াতে আমার মহা২ আহ্লাদ হইল। সাধুসঙ্গ বক্তা ও শ্রোতা উভ-য়েরই অভিলষণীয়, কারণ সাধুগণ সম্ভাষণ পূর্ব্বক যে প্রশ্ন করেন তাহাতে সকলেরই সুখ বিস্তার হয়। (১৭)

হে রাজন্! ভগবান্ মধুরিপুর পদারবিন্দের গুণানুবাদ করণে অর্থাৎ শ্রবণার্থ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্তি দানে তোমার একান্ত রতি আছে, আমি জানি। ঐ রতি সামান্য পদাথ নহে, তাহা অন্তরাত্মার কামরূপ মল, যাহা অত্যন্ত কষায় অর্থাৎ ধাতু-রাগ তুল্য অনিবর্ত্ত্য, তাহাকেও বিনষ্ট করে। (১৮) মহারাজ! শাস্ত্রসকলে সম্যক্ বিচার করিয়া ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে আত্মভিন্ন পদার্থে আসক্তি ত্যাগ এবং নিগুর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মাতে রতি এই দুইটীই কল্যাণের হেতু। (১৯)

হে রাজন্! আত্মভিন্নে সঙ্গত্যাগ ও আত্মায় রতি, এ দুই পদার্থ দুর্ঘট নহে। শ্রদ্ধা, ভগবদ্ধর্ম্ম চর্য্যা, জিজ্ঞাসা, যোগনিষ্ঠা, যোগেশ্বরদিগের উপাসনা, পবিত্র হরিকথা, (২০) আর যে সকল ব্যক্তি অর্থপ্রিয় এবং যাহারা ইন্দ্রিয়প্রিয় অর্থাৎ কামার্থী, তাহাদের সহিত সহবাস করণে বিতৃষ্ণতা, এবং ঐ সকল ব্যক্তির সম্মত অর্থঅগ্রহণ ও আত্মাতে পরিতোষ জন্মিলে নির্জ্জনে অবস্থানাভিলাষ, এই সকল দ্বারা অনায়াসেই আত্মরতি ও আত্মভিন্নে সঙ্গত্যাগ জন্মিতে পারে, কিন্তু যদি হরিগুণামৃত পান সম্ভাবনা না

থাকে তাহা হইলে নির্জ্জনে বাসেচ্ছা ও আত্মাতে পরিতোষও কর্ত্তব্য নহে। (২১) অপর অহিংসা, পারমহংস্য চর্য্যা অর্থাৎ উপশমাদি প্রধান বৃত্তি, স্মৃতি অর্থাৎ আত্ম-হিতানুসন্ধান, মুকুন্দ চরিত্রানুস্মরণ, ইন্দ্রিয় দমন, কামাদি পরিত্যাগ, ব্রতাদি নিয়ম, ধর্ম্মান্তরের অনিন্দা, অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষণার্থ ক্রিয়াপরিহার, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহন। (২২) হরিভক্তদিগের কর্ণালঙ্কার স্বরূপ যে হরিগুণ তাহার বারম্বার উচ্চারণ, এবং কার্য্য ও কারণ স্বরূপ আর নির্গুণ ব্রহ্ম রূপ আত্মাতে উদ্রিক্তা ভক্তি, এই সকল দ্বারাও আত্মরতি ও আত্মভিন্নে অসঙ্গ জন্মিয়া থাকে। (২৩)

মহারাজ! যখন ঐ আত্মরতি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় তখন পুরুষ আচার্য্যবান্ হইয়া, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি আপনার উৎপত্তিস্থানকে দাহ করে, তাহার ন্যায়, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বলে বাসনা শূন্য হৃদয়কে অর্থাৎ অহঙ্কারকে দগ্ধ করেন। রাজন্! অহঙ্কারই জীবের আবরক, এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত তাহার প্রধান অংশ। (২৪) সে যাহাহউক। ঐ প্রকারে পুরুষের হৃদয় রূপ উপাধি দগ্ধ হইলে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমুদায় উপাধি গুণ পরিত্যক্ত হইয়া যায় তাহাতে তিনি আত্ম ভিন্ন বাহ্য বিষয় ঘটপটাদি ও আন্ত-রিক বিষয় সুখ দুঃখাদি কিছুই দেখিতে পান্ না। কারণ দৃশ্য ও দ্রষ্টা এ দুয়ের ভেদক যাহা পূর্ব্বে ছিল ঐ সময় তাহা নষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব স্বপ্নে যেমন আমি রাজা ইত্যাকার আরোপিত সৈন্যাদি দ্রষ্টা ও দৃশ্য সৈন্যাদি ঐ অবস্থার বিনাশ হইলে নষ্ট হয় তাহার ন্যায়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই ভেদ বুদ্ধির কারণ যে অন্তঃকরণ, তাহার নাশ হওয়াতে ঐ ভেদবুদ্ধিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (২৫) ফলতঃ অন্তঃকরণ রূপ উপাধি থাকাতেই পুরুষ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আত্মা অর্থাৎ দ্রষ্টা, ইন্দ্রিয়বিষয় অর্থাৎ দৃশ্য, এবং ঐ দুয়ের পরস্পর সম্বন্ধের কারণ অহঙ্কার, এই সকলকে দেখিতে পায়, অন্য অবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে অন্তঃকরণ বিলীন হওয়াতে দ্বৈত জ্ঞান হয় না। (২৬) রাজন্! আত্মা বস্তুতঃ এক, উপাধি বশতই তাঁহাতে দৃশ্যাদি ভেদ প্রতীতি হয়, লোকে-তেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে, দেখ, জল দর্পণ প্রভৃতি ভেদের কারণ পদার্থ সকল থাকিলেই পুরুষ আত্মার ও প্রতিবিম্ব স্বরূপ অন্য একটীর ভেদ দেখিতে পায় জল অথবা দর্পণাদি না থাকিলে ঐ রূপ ভেদ দর্শন হয় না। (২৭)

মহারাজ! অসঙ্গ ও আত্মরতি যে প্রকারে মুক্তির কারণ হয় তাহা এই কহিলাম। সংপ্রতি আত্মভিন্নে রতি করিলে যে রূপে তাহা সংসারের হেতু হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল পুরুষ বিষয় স্মরণ করে তাহাদের ইন্দ্রিয় সেই বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, সেই বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয় মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া দেয়। মনঃ বিষয়াসক্ত হইলে, যেমন তীরস্থ কুশাদিস্তম্ব মূল দ্বারা হ্রদাদি হইতে জল আকর্ষণ করে তাহার ন্যায় ঐ মনঃ বুদ্ধির নিকট হইতে তাহার ধর্ম্ম যে চেতনা অর্থাৎ বিচারসামর্থ্য, তাহাকে হরণ করিয়া লয়। অবিবেকী পুরুষ এ সকল কিছুই দেখিতে পায় না। (২৮) চেতনা অপহৃতা হইলে তাহার পরেই স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, স্মৃতি নাশ হইলে সুতরাং জ্ঞান ভ্রংশ হয়। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা ঐ জ্ঞানভ্রংশকেই আত্মা হইতে আত্ম বিনাশ বলিয়া থাকেন। (২৯) মহারাজ! আত্ম হইতে আত্মনাশ যেমন ক্ষতি, তদপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি আর কি কিছু আছে? ফলতঃ আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অন্য পদার্থ সকল প্রিয় হয় কেননা শ্রুতিতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে আত্মার নিমিত্তই সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে অতএব

গণের অভীষ্টপ্রদ হইয়া মেঘবৎ সন্তোষ প্রদান পূর্ব্বক যাহার যেমন কামনা তাহারি প্রতি তদ্রূপ অভিলষিত বস্তু বর্ষণ করিতেন। (৫৩) অপর সমুদ্র যেমন গাম্ভীর্য্য হেতু এত বলিয়া অনুমেয় হয় না তিনিও তদ্রূপ অভিপ্রায় বিষয়ে দুর্বোধ্য ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার কি মানস, কেহই অনুমান করিতে পারিত না। অপর তিনি সত্বদ্বারা সুমেরু তুল্য, শিক্ষাবিষয়ে ধর্ম্মরাজ সদৃশ, আশ্চর্য্যে হিমালয় সমান, এবং কুবের তুল্য কোষাঢ্য ছিলেন, আর বরুণের ন্যায় অর্থ গোপন করিতেন। (৫৪) অপিচ সর্ব্বত্র গমনাগমনে ক্ষমতা থাকাতে বল সাহস ও প্রতাপ বিষয়ে বায়ুর তুল্য ছিলেন। (৫৫) তাঁহার এমত উগ্র ভাব ছিল যে সাক্ষাৎ রুদ্র বোধ হইত এবং কন্দর্পতুল্য সৌন্দর্য্যবান্ ও মহেন্দ্র ন্যায় প্রশস্তমনা ছিলেন। (৫৬) অপর তিনি প্রজাবাৎসল্যে মনুর তুল্য, মনুষ্য-দের উপর প্রভুত্বে ব্রহ্মার সদৃশ, বেদবাদে বৃহস্পতির সমান, এবং জিতেন্দ্রিয়তা বিষয়ে স্বয়ং হরি ভগবানের স্বরূপ ছিলেন। (৫৭) আর গো ব্রাহ্মণ গুরু ও বিষ্ণুভক্ত জনের প্রতি ভক্তি এবং লজ্জা বিনয় ও শীল এই সকলে ও পরার্থ উদ্যমে তাঁহার উপমা স্থান ছিল না। (৫৮) ত্রিভুবন মধ্যে সর্ব্ব স্থানে সকল পুরুষেই তাঁহার যশঃ গান করিত তাহাতে সীতাপতি রামচন্দ্র যেমন সাধু পুরুষদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়েন তাঁহার ন্যায় তিনিও কুলাঙ্গনা গণের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইতেন। (৫৯)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ভার্য্যাসহ বন প্রস্থান করিয়া সমাধিদ্বারা পৃথুর বৈকুণ্ঠ গমন।

মৈত্রেয় কহিলেন যোগীশ্বর সনৎকুমারের প্রমুখাৎ আত্মতত্ত্ব শ্রবণাবধি আদি-রাজ পৃথু সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠ থাকিতেন এবং অন্নাদি দান ও পুরগ্রামাদির উৎসর্গ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ঐ রূপে কালযাপন করিতে২ একদা বিবেচনা করিলেন এক্ষণে প্রাচীন হইয়া পড়িলাম, (১) পৃথিবীস্থ স্থাবর জঙ্গমের বৃত্তি বিধান ও সাধুদিগের ধর্ম্ম-পালন করিয়াছি, অপর যে প্রজা রক্ষণার্থ ভূমণ্ডলে আমার জন্ম হয় যথাসাধ্য তাহা নির্ব্বাহ করাতে জগদীশ্বরের আদেশও নিষ্পাদিত হইয়াছে। (২) এক্ষণে আর এ আশ্রমে কি প্রয়োজন? এই প্রকার বিবেচনা করিয়া আপনার পুত্রী স্বরূপা পৃথ্বীকে পুত্র হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তপস্যার্থ ভার্য্যা সহ তপোবন গমন করিলেন। তাহার বিরহে পৃথিবী ক্রন্দন রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রজাকুল অতিশয় চিন্তা-কুল হইল। (৩) আদিরাজ পৃথু পূর্ব্বে যেমন ধরামণ্ডল জয়ে মহৎ যত্ন পূর্ব্বক প্রবৃত্ত ছিলেন তপোবনে গিয়া তেমনি বানপ্রস্থাশ্রমের সম্মত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রতাপে সেখানে তপস্যা বিষয়ক কোন নিয়ম বিঘ্নদ্বারা প্রতিহত হইল না। (৪)

বৎস বিদুর! মহারাজ পৃথুর কঠোর তপস্যার বিবরণ বলি শ্রবণ কর। কদাচিৎ কন্দ মূল ও ফল মাত্র আহার করিতেন, কখন বা কেবল শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিতেন। কতক পক্ষ বারিমাত্র পানে যাপন হইত, তাহার পরে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। (৫) গ্রীষ্ম ঋতুতে চারি পার্শ্বে চারি অগ্নি ও উপরে প্রখর দিনকরের উত্তাপ সহ্য করত পঞ্চতপা হইয়া থাকিতেন। বর্ষা-

কালে অনাবৃত স্থানে বসিয়া বারিধারা বর্ষণ সহিষ্ণুতা করিতেন। শীতকালে জলাশয়ে গিয়া জল মধ্যে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া থাকিতেন। আর মৌনব্রত ও ভূমিশয়ন সর্ব্বদাই ছিল। অপর দান্ত সহিষ্ণু ও ঊর্দ্ধরেতা হইয়া বাক্য ও প্রাণবায়ু সংযমন করিয়া থাকিতেন। এই রূপে নিরন্তর ভগবানের আরাধন বাসনায় অনুত্তম তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। (৬) তপস্যার প্রভাবে তাঁহার কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল অতএব চিত্ত নির্ম্মল হইতে লাগিল এবং প্রাণায়াম দ্বারা কামাদি ছয় রিপুর প্রচার রুদ্ধ ও বাসনা ছিন্ন হইয়া গেল। তদনন্তর ভগবান্ সনৎকুমার যে আধ্যাত্মিক যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়া পরম পুরুষের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বৎস বিদুর! আদিরাজ পৃথু সাধু এবং ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, শ্রদ্ধা সহকারে এবম্প্রকার যত্ন করাতে অচিরেই ভগবান্ ব্রহ্মে তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি হইল। (৭) ভগবানের পরিচর্য্যা দ্বারা পৃথুর চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছিল অতএব শীঘ্রই বৈরাগ্য বিশিষ্ট জ্ঞান উদিত হইল। সেই জ্ঞান ভগবানের অনুস্মরণে পরিপুষ্ট ভক্তির দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত হওয়াতে তদ্দ্বারা তিনি অসম্ভাবনাদির আশ্রয় যে হৃদয়গ্রন্থি, তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (৮) অপর তাঁহার অন্য বিষয়ক বুদ্ধি ছিন্না হইয়া গেল এবং আত্মগতি অধিগত হওয়াতে উপস্থিত সিদ্ধিতেও আর স্পৃহা রহিল না। অতএব যে জ্ঞান দ্বারা অসম্ভাবনাদির আস্পদ হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হইল পরে তাহাও পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যত্ন বিধান করিতে বিরত হইলেন। বিদুর! ঐ অবস্থায় যোগগতি বিষয়ে পৃথুর নিঃস্পৃহ হওয়া যুক্ত বটে কারণ যাবৎ পর্য্যন্ত ভগবৎকথায় রতি হইয়া তাহাতে লোভ না জন্মে তাবৎ পর্য্যন্তই যোগগতি বিশিষ্ট যতি অপ্রমত্ত হইতে পারেন না, মত্ত থাকেন। ভগবৎকথায় লোভ জন্মিলে আর তাহাতে প্রয়োজন কি?

সে যাহা হউক। ধীরবর পৃথু এই প্রকারে আত্মাতে আত্ম যোজন পূর্ব্বক ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াছিলেন। তদনন্তর কাল উপস্থিত হইলে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। (৯) বিদুর! আদিরাজ পৃথুর কি প্রকারে দেহ পরিত্যাগ হইল তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি চরণদ্বয়ের পার্ষ্ণি দ্বারা গুহ্যদ্বার নিপীড়িত করিয়া মূলাধার হইতে ক্রমে বায়ুকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন তাহার পরে ঐ বায়ুকে নাভি স্থলে স্থাপন পূর্ব্বক ক্রমে কোষ্ঠ সকলে অর্থাৎ হৃদয় বক্ষঃস্থল কণ্ঠদেশ ও ভ্রূমধ্যে নীত করিলেন। (১০) তাহার পরে সেই বায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন পূর্ব্বক স্থাপন করিয়া (১১) দেহারম্ভক পঞ্চ ভূতকে বিভাগ করত যথাস্থানে মহা ভূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলেন অর্থাৎ দেহস্থ বায়ুকে বায়ুতে, দেহের কঠিন ভাগকে পৃথিবীতে, দৈহিক তেজকে তেজে, দেহস্থ ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকলকে আকাশে, দেহের রসভাগকে জলে যোজন করিলেন। (১২)

বৎস বিদুর! মহারাজ পৃথু এই প্রকারে দেহ বিলয় করিয়া পরে অদ্বিতীয় আত্মপ্রাপ্ত্যর্থ মহাভূত সকলেরও লয় করিলেন। যথা—প্রথমে ক্ষিতিকে জলে লয় করিয়া সেই জলকে তেজে বিলীন করিলেন। তাহার পরে তেজকে বায়ুতে লয় করিয়া ঐ বায়ুকে আকাশে মিশাইয়া দিলেন। এই প্রকারে তামস অহঙ্কারের কার্য্য সকলের লয় হইলে তদনন্তর সাত্ত্বিক ও রাজসিক অহঙ্কারের কার্য্য সকলকে যথাস্থানে লীন করি-

লেন অর্থাৎ আকাশকে ইন্দ্রিয় পঞ্চকে এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়কে তাহাদের উৎপত্তি ক্রমে অপঞ্চীকৃত পঞ্চতন্মাত্রে বিলীন করিলেন। (১৩) তাহার পরে অহঙ্কারের সহিত পূর্ব্বাবশিষ্ট আকাশ ও সেই ইন্দ্রিয় সকলকে অহঙ্কারে ক্ষেপণ পূর্ব্বক তাহার সহিত মহত্তত্ত্বে সংযোগ করিলেন। ঐ মহত্তত্ত্বেই সকল গুণ অবস্থিত হয়। পরে ঐ মহত্তত্ত্বকে মায়োপাধি প্রধান জীবে যোজন করিলেন। (১৪) বৎস বিদুর! মহারাজ পৃথু এই অবস্থায় পূর্ব্বে অনুশয়ী জীব ছিলেন এক্ষণে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বলে আত্মস্থ হইয়া অনুশয়োপাধি জীবকেও পরিত্যাগ করিলেন। (১৫)

বিদুর! অতঃপর পৃথুপত্নী অর্চ্চিঃ নাম্নী মহারাজ্ঞীর কথা বলি, শ্রবণ কর। তিনি যদিও অতিশয় কোমলাঙ্গী ছিলেন, চরণ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ তাঁহার যোগ্য ছিল না, তথাচ পতির সহিত পদব্রজে বন গমন করিয়াছিলেন। (১৬) স্বামির যে ভূমিশয়নাদি ব্রত, তাহাতেই তাঁহারও অতিশয় নিষ্ঠা হয়, ঋষি সম্বন্ধীয় দেহ যাত্রা অর্থাৎ কন্দ মূল ফল বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক নিরন্তর স্বামির শুশ্রূষা করিতেন। এ সকল কঠোরে অত্যন্ত কৃশা হইলেও তাঁহার পীড়া বোধ হইত না যেহেতু প্রিয়তম কর দ্বারা স্পর্শ ও আদর করাতে তাহাতেই স্বস্থা থাকিতেন। (১৭) অর্চ্চিঃ যখন দেখিলেন আপনার ও পৃথিবীর স্বামী পৃথুর দেহে চেতনাদি সমুদায় বিনষ্ট হইল তখন কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া পরে পর্ব্বতের প্রস্থে চিতা রচনা পূর্ব্বক তদুপরি স্বামি কলেবর আরোপণ করিলেন। (১৮) তদনন্তর অন্যান্য কৃত্য যথাবিধি নির্ব্বাহ করিয়া নদীজলে অবগাহন পূর্ব্বক ভর্ত্তার তর্পণ করিলেন। পরে অন্তরিক্ষস্থ দেবগণকে প্রণাম করিয়া তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করণানন্তর ভর্ত্তৃচরণ চিন্তা করিতে২ বহ্নি প্রবেশ করিলেন। (১৯)

বিদুর! পতিব্রতা অর্চ্চিকে বীরবর পতি পৃথুর সহিত সহমরণ করিতে দেখিয়া আকাশ পথে দণ্ডায়মান দেবাঙ্গনা সকল দেবতাদের সহিত সহস্র প্রকারে স্তব করিলেন। (২০) অনন্তর দেবতাদের দুন্দুভি বাদিত হইলে দেবী সকল ঐ পর্ব্বত প্রস্থে পুষ্পবৃষ্টি করিতে২ পরস্পর কহিতে লাগিলেন আহা! এই বধূ অর্চ্চিঃ অতি ধন্যা, ইনি আমাদের বধূ লক্ষ্মীর তুল্যা, মহীপতিদিগের পতি আপন পতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনা করিয়াছিলেন। সেই দুর্বিভাব্য আত্ম কর্ম্ম দ্বারা এখন আমাদিগকে অতিক্রমণ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে পতির পশ্চাৎ২ গমন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! দেখ! দেখ! (২১) অথবা এ বিষয় বিস্ময়কর নহে, যে সকল ব্যক্তি চঞ্চল পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াও এমত জ্ঞান সাধন করে যাহাতে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাদের দেবাদি পদ কি দুর্লভ হয়? অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে উহাও কিছুই নহে। (২২)

আহা! পৃথিবী মধ্যে মনুষ্যজন্ম অপবর্গের সাধন, অতিকৃচ্ছ্রে সেই মানব জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি তদর্থ যত্ন না করিয়া বিষয়ে আসক্ত হয় তাহার প্রতি বিধাতার কি বিড়ম্বনা! সে আপনা হইতে আপনার সুমহৎ অনিষ্ট করে।

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! এদিকে অমরাঙ্গনা গণ এই প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন, ও দিকে পৃথুপত্নী অর্চ্চিঃ পতিলোকে গিয়া উপনীত হইলেন। অথবা আত্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভগবন্নিষ্ঠ মহারাজ পৃথুর যে লোক প্রাপ্তি হইল অর্চ্চিও সেই লোকেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৎস! আদিরাজ পৃথু এই প্রকার মহানুভব ও উদ্দাম চরিত, তাঁহার এই চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি অবহিত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই পুণ্য চরিত্র শ্রবণ করাইবে অথবা করিবে তাহার পৃথুর পদবীতেগতি

হইবে। (২৩) ব্রাহ্মণেরা এই চরিত্র পাঠ করিলে ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন, ক্ষত্রিয়ে পড়িলে পৃথিবীপতি, বৈশ্য পাঠ করিলে পশ্বাদির পতি, হইবে। আর যদি শূদ্রে অধ্যয়ন করে সে অতি সাধু হইবেক। নর অথবা নারী যদি শ্রদ্ধা সহকারে এই চরিত্র তিন বার শ্রবণ করে তবে যে ব্যক্তি নিঃসন্তান, সে উত্তম সন্তানান্বিত ও যে নির্দ্ধন সে মহাধন সম্পন্ন হইবেক, আর যাহার কীর্ত্তি অব্যক্ত, তাহার যশঃ সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইবে, এবং ইহা শুনিয়া মূর্খ ব্যক্তিরাও পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারিবেক।

এই চরিত্র অতিশয় পবিত্র ও স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ, ইহাতে পুরুষদিগের অমঙ্গল নষ্ট হয়। ইহা আয়ুঃ ধন ও যশের বৃদ্ধি কারি, এবং স্বর্গের সাধন ও কলিমল বিনাশক। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের সম্যক্ সিদ্ধ্যর্থি পুরুষেরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিবেন, যেহেতু ইহা ঐ চতুষ্টয়ের প্রধান কারণ। বিজিগীষু রাজা এই চরিত্র শ্রবণ করিয়া যদি অন্য রাজাদের অভিমুখে যাত্রা করেন তাহা হইলে রাজারা অগ্রে পৃথুকে যে প্রকারে কর প্রদান করিত সেই প্রকারে স্বয়ং বশীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট কর আনিয়া দিবেক। (২৪) অতএব এই চরিত্র শ্রবণে বহুতর ফল হয় কিন্তু অন্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ বুদ্ধি ধারণ পূর্ব্বক শ্রবণ অথবা শ্রাবণ করিতে হইবেক। (২৫)

এই চরিত্র ভগবানের মাহাত্ম্য সূচক। যে মানব ইহাতে আপনার মতি স্থির করিবেন তাঁহার পৃথুর তুল্য সদ্গতি লাভ হইবেক। (২৬) বৎস বিদুর! সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেণনন্দন পৃথুর এই পবিত্র চরিত্র অনুদিন শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে ভগবানে নিশ্চলা রতি লাভ হইবেক। ভগবানের পাদপদ্ম এই সংসার সাগর নিস্তারের তরণী স্বরূপ, ইহাতে আর ভবার্ণব দুস্তর হইবেক না। (২৭)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পৃথুপৌত্র প্রাচীনবর্হিঃ হইতে প্রচেতাদিগের উৎপত্তি ও তাঁহাদের নিমিত্ত রুদ্রগীতা।

মৈত্রেয় কহিলেন পৃথুর পরে তাঁহার যশস্বী পুত্র বিজিতাশ্ব ধরণীর অধীশ্বর হইয়া স্নেহ বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে এক২ দিক্ দান করিলেন। (১) অর্থাৎ হর্য্যক্ষকে পূর্ব্ব, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ, বৃককে পশ্চিম, এবং দ্রবিণসকে উত্তর দিক দান করিলেন। (২) মহারাজ পৃথু যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তখন অশ্বজয়াবসরে বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের নিকট অন্তর্ধানগতিবিদ্যা প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্ত পরে তাঁহার "অন্তর্ধান" নাম হইয়াছিল। সে যাহা হউক। শিখণ্ডিনী নাম্নী তাঁহার যে ভার্য্যা ছিল, তাঁহার গর্ব্ভে তিনি আত্মতুল্য তিনটী পুত্র উৎপন্ন করিলেন। (৩) পাবক, পবমান, এবং শুচি, এই তিন অগ্নির প্রতি পূর্ব্বে বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপ হইয়াছিল তাহাতে ঐ তিন অগ্নিই অন্তর্ধানের তিন পুত্র হইয়া জন্মিলেন। কিন্তু পরে তাঁহারা পুনরায় আপনাদের যোগ-গতি অর্থাৎ অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হন। (৪) বৎস বিদুর! অন্তর্ধানের শিখণ্ডিনী ভিন্ন আর একটী ভার্য্যা ছিল, তাঁহার নাম নভস্বতী, তাঁহার গর্ব্ভে অন্তর্ধান হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র লাভ করেন। অন্তর্ধানের মহাত্মতার কথা কি বলিব, ইন্দ্রকে পিতৃযজ্ঞের অশ্বহারি

জানিয়াও বধ করেন নাই, তাহাতেই ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অন্তর্ধানগতিবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। (৫)

সে যাহা হউক। অন্তর্ধান পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করণানন্তর একদা বিবেচনা করিলেন কর আদায়, দণ্ড বিধান, শুল্কগ্রহণ ইত্যাদিই রাজাদের বৃত্তি, এ সকল তো পরপীড়া দায়ক। অতএব একটী দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই ছলে রাজবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন (৬) এবং যে যজ্ঞ আরব্ধ হইল তাহাতেও পরাত্মদর্শী হইয়া আত্মীয় জনের ক্লেশ হারি পূর্ণ পরম পুরুষের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন অতএব পুণ্য সমাধি দ্বারা অচিরেই তাঁহার তল্লোক প্রাপ্তি হইল।

বৎস বিদুর! আদিরাজ পৃথুর দ্বিতীয় পুত্র হবির্ধান, তাঁহার ভার্য্যা হবির্ধানী। হবির্ধানের ঔরসে হবির্ধানী ছয়টী তনয় প্রসব করিলেন যথা—বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য এবং জিতব্রত। (৭) হে কুরুবর! ঐ ছয়ের মধ্যে বর্হিষদ্ মহাভাগ্যবান্ ও প্রজাপতি ছিলেন, সর্ব্বদা ক্রিয়া কাণ্ড ও প্রাণায়ামাদি যোগে রত থাকিতেন। (৮) তিনি যেখানে একটী যজ্ঞ করিতেন তাহার সমীপে পুনরায় যজ্ঞান্তর করিয়া অবনীতলকে যজ্ঞবেদিময় করিয়াছিলেন এবং তদীয় পূর্ব্বাগ্র কুশাদ্বারা বসুধাতল আস্তৃত হইয়াছিল। অতএব লোকে এখনও তাঁহাকে প্রাচীনবর্হিঃ বলিয়া থাকে। (৯) তিনি ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্র কন্যা শতদ্রুতির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১০) ঐ শতদ্রুতির রূপ লাবণ্যের কথা কি বলিব, বিবাহার্থ অলঙ্কৃত হইয়া সেই বালা যখন অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন হুতাশন শুকীর * ন্যায় তাঁহার প্রতি কাম ভাব প্রকাশ করেন (১১) সে যাহা হউক, নব বিবাহিতা সেই কন্যা নূপুর দ্বারা চরণ ধ্বনি করিয়াই সকল দিকের সুর, অসুর, সিদ্ধ, মুনি, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও নর সকলকে জয় করিলেন। (১২) সময়ক্রমে তাঁহার গর্ব্ভে প্রাচীনবর্হির দশটী পুত্র হইল। তাহাদের সকলেরই "প্রচেতা" এইনাম এবং সকলেই সমান ব্রতধারী ও বেদপারগ। (১৩) প্রাচীনবর্হিঃ তাঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে সক্ষম হইবার মানসে তপস্যার্থ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং দশ সহস্র বৎসর যাবৎ তপস্যা করিয়া তদ্দ্বারা তপঃপতি ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন। পরে ভগবান্ গিরিশের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি প্রসন্ন হইয়া যাঁহার উপদেশ করেন নিরন্তর সংযত হইয়া কেবল তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই জপ, তাঁহাকেই পূজা করিতে লাগিলেন। (১৪)

বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! পথিমধ্যে গিরিশের সহিত প্রচেতাদিগের যে প্রকারে সঙ্গম হয় এবং ভগবান্ ভব প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা কহেন অনুগ্রহ করিয়া যদি বলেন শ্রবণ করি। (১৫) হে বিপ্রর্ষে! মুনিগণ সঙ্গত্যাগ করিয়া অভীপ্সিত যে শিবের ধ্যান মাত্র করেন, দর্শন প্রাপ্ত হন না, সেই শিবের সহিত শরীরি পুরুষদিগের মিলন যে অসম্ভব! প্রচেতারা কি রূপে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন? (১৬) ভগবান্ ভব আত্মারাম হইয়াও আপনার কৃত লোক রচনার পালনার্থ ঘোর শক্তি সংযুক্ত হইয়া বেড়ান্ অতএব কেহ এমত বলিতে পারিবেন না যে তিনি ঘোর বলিয়া মুনিদের ধ্যেয় নহেন। (১৭)

* এ বিষয়ের আখ্যায়িকা এই, পূর্ব্বে সপ্তর্ষিদিগের সত্রে তাঁহাদের ভার্য্যাকে অবলোকন করিয়া অগ্নি কামাতুর হইয়াছিলেন, তাহাতে অগ্নির ভার্য্যা স্বাহা সপ্তর্ষিদের ভার্য্যার রূপ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে রমণ করান্ এবং রমণানন্তর শুকী রূপিণী হইয়া অগ্নির তেজঃ শরস্তম্বে রাখিয়া আইসেন।

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস! যে সকল ব্যক্তি গুরুর আজ্ঞাকারী তাহাদের দুর্লভ কি? পিতা প্রজাসৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিলে প্রচেতারা তদীয় বাক্য মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং আদরান্বিত হইয়া তপস্যার্থ পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। (১৮) কিয়দ্দূর গমন করিলে একটী সরোবর তাঁহাদের নয়নগোচর হইল, সেই সরোবর সমুদ্র তুল্য বৃহৎ এবং মহতের মানস তুল্য নির্ম্মল, তাহাতে মৎস্যাদি সর্ব্ব প্রকার জলচর ছিল। (১৮)

অপর সেই সরোবরে ভূরি২ নীলোৎপল রক্তোৎপল ও কমল কহ্লার শোভা পাইতেছিল এবং হংস, সারস, চক্রবাক, বক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করত কোলাহল করিতেছিল। (১৯) তাহার তীরে তরু ও লতা সকল মত্ত ভ্রমর নিকরের মিষ্ট স্বরে রোমাঞ্চিত হইয়া রহিয়াছিল। তথায় বহনশীল বায়ু পদ্ম সকলের কোষ হইতে পরাগ আকর্ষণ পূর্ব্বক সকল দিকে বিস্তীর্ণ করাতে তদ্দ্বারা যেন মহোৎসব হইতেছিল। (২০) সে যাহাহউক, প্রচেতাগণ সেই স্থানে উত্তীর্ণ হইলে মৃদঙ্গ পণবাদি বাদ্যের পর মনোহর গীত তাঁহাদের কর্ণ গোচর হইল তাহাতে সকলে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। (২১) সেই সময়ে ভগবান্ গিরিশ আপন অনুচরগণ সহিত ঐ সরোবর হইতে নির্গত হইতে ছিলেন। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চন রাশির তুল্য, কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, এবং কপাল লোচনত্রয়ে ভূষিত। চতুর্দ্দিকে দেবগণ বেষ্টন করিয়া স্তব করিতেছিলেন। প্রচেতারা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কৌতুকাক্রান্ত হওত প্রণাম করিলেন।

বিদুর! ভগবান্ রুদ্র শরণাগত জনের আর্ত্তিহারী এবং অতিশয় ধর্ম্ম বৎসল। প্রচেতাদিগের ভাব দর্শনে তাঁহার বোধ হইল এ সকল ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞ ও সুশীল এবং প্রীতিমান্, অতএব প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন (২২) অহে বৎসগণ! তোমরা বর্হিষদের পুত্র বটে, তোমাদের ভগবদারাধনা কর্ম্ম আমি অবগত আছি, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ স্বয়ং দর্শন দিলাম। (২৩) হে রাজনন্দন গণ! প্রধান এবং জীবসংজ্ঞক পুরুষ হইতে পর, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা যে ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহার শরণাপন্ন যে ব্যক্তি হয় সে আমার অতিশয় প্রিয়। (২৪) অহে বৎসগণ! স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ পুরুষ বহু জন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার পরে আমাকে পায় কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব পদ লাভ হয়, ইহার প্রমাণ দেখ, এই আমি রুদ্র হইয়া অধিকৃতের ন্যায় বর্ত্তমান আছি এবং এই দেবতারা অধিকৃত হইয়া আছেন কিন্তু যখন আমাদের অধিকারের শেষ হইবে তখন লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই প্রপঞ্চাতীত পদ প্রাপ্ত হইব। (২৫)

অহে তোমরা ভগবানের ভক্ত, এই নিমিত্ত ভগবানের ন্যায় আমারও প্রিয় পাত্র। ফলতঃ ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগের আমা ব্যতীত অন্য কেহ প্রিয়তর নাই ইহাতে তোমাদেরও আমার প্রতি প্রীতি করা কর্ত্তব্য। (২৬) অতএব মঙ্গলাবহ ও নিশ্রেয়সকর যে পবিত্র জপ অসঙ্কীর্ণ রূপে করিতে হইবে, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবান্ রুদ্র এই প্রকারে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া সেই রাজপুত্রদিগকে নারায়ণপর বাক্য উপদেশ করিলেন। (২৭) বৎস বিদুর! সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া স্বীয় তনয়দিগকে যে স্তোত্র বলিয়াছিলেন ভগবান্ রুদ্র প্রচেতাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাই উপদেশ করেন।

রুদ্র স্তব করত কহিলেন ভগবন্! আত্মজ্ঞবর ব্যক্তিদিগের স্বানন্দ লাভ নিমিত্ত তোমার উৎকর্ষ হইয়া থাকে অতএব আমার স্বস্তি অর্থাৎ স্বানন্দসত্তা হউক। প্রভো! তোমার স্বানন্দরূপতা নিত্যই সিদ্ধ, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বদাই নিরতিশয় পরমানন্দ রূপে অবস্থিত আছ, অতএব তুমি উক্তরূপ আত্মা এবং সর্ব্ব স্বরূপ, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। (২৮) প্রভো! লোকাত্মক পদ্ম তোমার নাভিদেশে বর্ত্তমান, ইহাতে তুমি কারণ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। ভগবন্! যেহেতু তুমি কারণ স্বরূপ, এইহেতু সূক্ষ্ম প্রাণি সকলের যে সকল উপাধি অর্থাৎ পঞ্চ ভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ তত্তাবতের নিয়ন্তা তুমি। (২৯) প্রভো! তুমি চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাসুদেব, এবং শান্ত, নির্ব্বিকার ও স্বপ্রকাশ। (৩০) অপর তুমি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সঙ্কর্ষণ এবং অব্যক্ত, অনন্ত ও অন্তক অর্থাৎ মুখাগ্নি দ্বারা লোক-দাহক, তোমাকে নমস্কার করি। প্রভো! তোমাহইতে এই বিশ্বের প্রকৃষ্ট রূপে বোধ হয় এবং তুমিই বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৩১) ভগবন্! তুমিই অনিরুদ্ধ এবং ইন্দ্রিয় সকলের প্রধান যে মনঃ, তাহার স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। (৩২)

অহো পরম হংস অর্থাৎ সূর্য্য রূপি সেই প্রভুকে নমস্কার করি, তিনি পূর্ণ অর্থাৎ তেজঃ দ্বারা বিশ্বব্যাপী, ক্ষয় বৃদ্ধি শূন্য ও স্বর্গ মোক্ষের দ্বার এবং সকলের অন্তর্যামী। (৩৩) অপিচ হিরণ্যবীর্য্য অর্থাৎ অগ্নিরূপি সেই প্রভুকে নমস্কার করি। তিনি চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সাধন, যেহেতু তাঁহা হইতেই ঐ কর্ম্মের বিস্তার হয়। অপিচ তিনিই ঊর্জ্জ অর্থাৎ পিতৃলোকের অন্ন, তিনি হর্ষ অর্থাৎ দেবতাদের অন্ন, অতএব তিনিই ভগবান্ সোমের স্বরূপ এবং দেবতা ও পিতৃলোকের অন্ন রূপ ত্রয়ীপতি, তাঁহাকে নমস্কার করি। (৩৪)

আহা সেই ভগবান্ জলরূপী, ইহাতে সকল জীবেরই তৃপ্তি দাতা, তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি পৃথ্বীর স্বরূপ এবং সকল প্রাণির যে সমস্ত আত্মা, তাহাদের দেহরূপী ও বিরাট্ মূর্ত্তি, তাঁহাকে নমস্কার। (৩৫) অপিচ তিনি ত্রৈলোক্যের পালন কর্ত্তা বায়ুমূর্ত্তি, এবং সামর্থ্য ইত্যাদির স্বরূপ, অপর আকাশরূপী ও পদগুণত্ব প্রযুক্ত অর্থ সকলের প্রকাশক, এবং আন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারের অবলম্বন স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার। (৩৬) অপিচ সেই ভগবান্ পুণ্যলোক ও বহুবর্চ্চস্বী এবং স্বর্গস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি যথাক্রমে পিতৃ ও দেব প্রাপ্তি যাহার ফল, তাদৃশ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্ম্মের স্বরূপ। (৩৭) অপর তিনিই অধর্ম্মের ফলরূপ দুঃখদায়ক মৃত্যু, তাঁহাকে নমস্কার।

হে ঈশ! তুমি সকল কর্ম্মের ফল দাতা এবং সর্ব্বজ্ঞ, তোমাকে নমস্কার করি। (৩৮) প্রভো! তুমি পরম ধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, অকুণ্ঠ মেধাবী, পুরাণ পুরুষ এবং সাঙ্খ্য ও যোগের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। (৩৯) অপর তুমি অহঙ্কারাত্মা রুদ্র, এবং কর্ত্তা করণ ও কর্ম্ম এই তিন শক্তিতে সমন্বিত, তোমাকে নমস্কার করি। হে ঈশ! তুমিই ব্রহ্মা, যেহেতু জ্ঞান এবং ক্রিয়া স্বরূপ। প্রভো! তোমা হইতেই বাক্যের বিবিধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। (৪০

ভগবন্! আমরা তোমার রূপ দর্শনার্থ অভিলাষ করিতেছি, যে রূপ তোমার নিজ ভক্তদিগের প্রিয়তম ও ভাগবত জনের পূজিত এবং যাহা স্বীয় গুণ দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে প্রকাশ করে সেই রূপ আমাদিগকে দেখাও। (৪১) প্রভো! তোমার সেই রূপ বর্ষাকালীন স্নিগ্ধ মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ এবং

মনোহর চারি বাহুতে বিভূষিত। অপর তত্রস্থ সমস্ত অবয়ব সুজাত এবং তদীয় রুচির বদন অতিশয় দেদীপ্যমান। (৪২) প্রভো! তোমার ঐ মূর্ত্তির চক্ষুর্দ্বয় পদ্মমধ্যস্থ পত্র তুল্য মনোহর, ভ্রু ও নাসিকা অতি সুন্দর, দন্ত পংক্তি চমৎকার, বদন সুন্দর কপোলদ্বয়ে সুশোভিত, আর কর্ণ দ্বয় পরস্পর এরূপ সমান যে তাহাই যেন ভূষণ হইয়াছে। (৪৩)

অপর ঐ মূর্ত্তির দুইটী অপাঙ্গ প্রীতিকরণক যেন হাসিতেছে, আর চূর্ণকুন্তলে অতি সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। অপিচ ঐ দেহে পদ্মকেশরের সমান বর্ণ পট্টবসন দেদীপ্যমান ও কর্ণদ্বয়ে দুইটী কুণ্ডল সংমৃষ্ট আছে। (৪৪) আর মুকুট বলয় হার নূপুর মেখলা সকল তাহাতে মনোহর রূপে দীপ্তি পাইতেছে এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মালা ও মণি এই সমুদায় সাতিশয় উৎকর্ষান্বিত হইয়া রহিয়াছে। (৪৫) অপর ঐ মূর্ত্তির গলদেশে যে কৌস্তুভ মণি আছে তাহার শোভার কথা কি কহিব, সিংহের স্কন্ধদেশে যেমন সর্ব্বতোভাবে প্রসরণশীল কেশর থাকে তাহার ন্যায় শোভন কান্তি ধারণ করিয়াছে এবং তাহার গ্রীবা সৌভগ যুক্ত হইয়া আছে। ফলতঃ কৌস্তুভ মণি দ্বারা বক্ষঃস্থলের এরূপ শোভা হইতেছে যে তদ্দ্বারা স্বর্ণরেখাঙ্কিত নিকষ পাষাণেরও যেন তিরস্কার হইয়া থাকে। (৪৬) অপর ঐ মূর্ত্তিতে এরূপে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে যে ত্রিবলি সকল অতিশয় চঞ্চল হয় এবং তদ্দ্বারা উদর অশ্বত্থপত্রের তুল্য প্রকাশ পায়। অপিচ গভীর আবর্ত্ত যুক্ত নাভি এরূপে স্ফুরিতেছে যেন এই বিশ্ব যাহা হইতে নির্গত হয় তাহার দ্বারাই পুনরায় অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। (৪৭) অপর সেই মূর্ত্তিতে যে পীতবর্ণ পট্টবসন আছে তাহা শ্যামলবৎ শ্রোণিদ্বারা অধিক দীপ্তিশালি, ও তাহাতে স্বর্ণময় মেখলা শোভমান রহিয়াছে। আর সমান অথচ মনোহর চরণ, ঊরু এবং অত্যুচ্চ জানুদ্বয় দ্বারা তাহার দর্শন অতিশয় সুশোভন হইয়াছে। (৪৮)

ভগবন্! যেহেতু তুমিই অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পথ প্রদর্শক গুরু, অতএব তোমার যে মূর্ত্তির চরণদ্বয় শরৎকালীন পদ্ম পলাশ তুল্য দীপ্তিমান্ এবং নখদীপ্তি দ্বারা যাহা আমাদিগের আন্তরিক অজ্ঞান বিনাশ করে সেই চরণোপলক্ষিত মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাইতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! তোমার এই মূর্ত্তি হইতে প্রহ্লাদাদিরও ভয় দূরীভূত হয়, অতএব তাহা সকলের রক্ষক। (৪৯)

প্রভো! তোমার এই রূপ অতি দুর্লভ, যে সকল ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি বাসনা করেন তাঁহারা ইহা কেবল ধ্যান করিতে সমর্থ, তাঁহারাও প্রত্যক্ষ দেখিতে পান্ না। ভগবন্! এই রূপের প্রতি ভক্তি যোগ করিলে স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ি পুরুষদের অভয় লাভ হয়। (৫০) প্রভো! যে ব্যক্তি ভক্তিমান্, সেই তোমাকে লাভ করিতে পারে, পরন্তু তুমি অন্য সকল দেহির দুর্লভ। অতএব যে ব্যক্তির স্বর্গে রাজ্য আছে তিনিও তোমার দর্শন পাইবার স্পৃহা করিয়া থাকেন। অপর যে ব্যক্তি একান্ত আত্মজ্ঞ তিনিও তোমাকে পাইতে অভিলাষী হন। (৫১)

প্রভো! আমি তোমার অর্চ্চনা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই বাঞ্ছা করি না। ফলতঃ তুমি সাধু পুরুষদিগেরও দুরারাধ্য, একান্ত ভক্তিদ্বারা তোমার আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার পাদমূল ব্যতীত বাহ্য স্বর্গাদি সুখ অভিলাষ করিবেক? (৫২) ভগবন্! আমি যে তোমার পাদমূল মাত্র বাঞ্ছা করি তাহার কারণ এই, কৃতান্ত প্রভাব ও উৎসাহ করণক আপনার ভ্রূলতা কম্পিতা করত তদ্দ্বারা বিশ্ব বিধ্বংসনে সমর্থ হইয়াও তোমার ঐ পাদমূলে শরণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে "এ আমার বশ্য" বলিয়া অভি-

মান করিতে পারেন না। (৫৩) অথবা তোমার পাদমূলে শরণাগত ব্যক্তির কৃতান্ত-ভয় নিবারণ হয় এবড় লাভ নহে যেহেতু তোমার সঙ্গিদিগের সহিত যে সঙ্গ, তাহার ক্ষণার্দ্ধের সহিত স্বর্গ অথবা মোক্ষও সমান বলিয়া গণ্য হয় না ইহাতে মানবদিগের রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা কি? অর্থাৎ সে সকল কখনই উহার তুল্য হইতে পারিবেক না। (৫৪) অতএব হে ভগবন্! তোমার যশঃ এবং তীর্থ (গঙ্গা) এই দুইয়ে ক্রমে অন্তর্বহিঃ স্নানদ্বারা যে সকল পুরুষের পাপ বিধৃত হইয়াছে তাহাতে সে সকল ব্যক্তিতে দয়া, রাগাদি রহিত চিত্ত এবং আর্জ্জবাদি গুণ বিদ্যমান, সেই সমস্ত পুরুষের সহিত আমাদের মিলন হউক। প্রভো! ইহা হইলেই আমরা তোমার মহৎ অনুগ্রহ বোধ করিব। (৫৫)

প্রভো! তোমার ভক্তজন সহ সঙ্গদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানও হইয়া থাকে। ফলতঃ যখন তোমার ভক্ত সাধু ব্যক্তিদিগের প্রতি ভক্তি যোগ দ্বারা পুরুষের চিত্ত অনুগৃহীত ও বিশুদ্ধ হওয়াতে বাহ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হয় এবং তমোরূপ গুহাতে লয় না পায় তখন পুরুষ তোমার তত্ত্ব দেখিতে পান্। (৫৬) ভগবন্! তোমার তত্ত্ব অত্যদ্ভুত, তাহাতে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রকাশ পায় এবং বিশ্ব মধ্যেও তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে অতএব সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম ও পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ, এবং আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ। (৫৭) প্রভো! যিনি বহু রূপা মায়াদ্বারা এই বিশ্বকে সৃজন পালন ও পুনরায় সংহার করিতেছেন, অথচ স্বয়ং বিকার শূন্য। যাহার মায়া অন্য ব্যক্তিদের ভেদ বুদ্ধি জন্মাইয়া দেয় অথচ আপনাতে স্বীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, তুমি সেই আত্মা, নিরস্ত ভেদ, আমরা যেন তোমাকে অবগত হই। (৫৮) কিন্তু হে ভগবন্! যদিও তুমি এইরূপ ভেদ-বিহীন পরব্রহ্ম, তথাপি যে সকল যোগী শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সিদ্ধি নিমিত্ত তোমার পূর্ব্বোক্ত সাকার রূপের অর্চ্চনা করেন বেদে ও আগমে তাঁহারাই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য, যাহারা ঐ রূপের অনাদর করিয়া কেবল জ্ঞানে প্রবৃত্ত, তাহারা পণ্ডিত নহে, যেহেতু তোমার ঐ রূপ ভূত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা উপলক্ষিত পদার্থ সকলের নিয়ন্তা। (৫৯)

প্রভো! তুমি অদ্বিতীয় আদ্য পুরুষ, তোমার মায়াশক্তি সুপ্তা থাকে, সত্য, কিন্তু পরে তোমার ঐ শক্তি দ্বারাই রজঃ সত্ব ও তমোগুণ বিভিন্ন হয়। তাহাতে ঐ সকল হইতে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী, দেব, ঋষি, এবং ভূত সকল এতৎ সমুদায়াত্মক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। (৬০) ফলতঃ যিনি আপনার শক্তি দ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ রূপ চতুর্বিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া আপনার অংশ দ্বারা ঐ সকলে প্রবিষ্ট হন তাঁহাকে পুর অর্থাৎ শরীর মধ্যে শয়ন হেতু পণ্ডিতেরা পুরুষ বলিয়া থাকেন। ভগবন্ ইহাতে এমত মনে করিবেন না যে আমি ঈশ্বরকে সংসারী বলিতেছি, যেমন মধু মক্ষিকারা আপনাদের সৃষ্ট মধু পান করিয়া থাকে তাহার ন্যায় যিনি অবিদ্যায় আবৃত হইয়া ক্ষুদ্র বিষয় সুখ ভোগ করেন তিনিই সংসারী জীব। (৬১) আপনি সত্ত্ব গুণের নিয়ন্তা, আপনার সংসার কোথায়? ফলতঃ যিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তুমি সেই পুরুষ, তোমার বেগ অতি প্রচণ্ড, এবং কালই তোমার যান, তুমি তাদৃশ হইয়া, বায়ু যেমন মেঘ পংক্তিকে বিচালিত করে তাহার ন্যায়, ভূতদ্বারা ভূত সকলকে সঞ্চালিত করত আকর্ষণ করিয়া থাক। কিন্তু কেহই তোমার স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারে না। (৬২) ভগবন্! লোকেরা বিষয়ার্থ অতিশয় অভিলাষী, ইহাতে বিষয় প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের লোভ নিবৃত্ত হয় না, বরং বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সুতরাং এই কর্ম্ম এইরূপে করিব এই চিন্তায় প্রমত্ত থাকে।

পরন্তু তুমি অপ্রমত্ত অন্তক হইয়া, যেমন ক্ষুধাহেতু জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত স্পর্শকারী সর্প ইন্দুরকে আক্রমণ করে তাহার ন্যায়, ঐ সকল ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাক। (৬৩)

অতএব তোমার প্রতি অবমান দ্বারা যাহার শরীর ব্যয়ীভূত না হয় তাদৃশ কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি তোমার পাদ পদ্ম পরিত্যাগ করিবেক? প্রভো! তোমার চরণ কমল কি সামান্য, আমাদের গুরু ব্রহ্মাও তাহার পূজা করেন এবং সর্ব্ব নাশ শঙ্কাহেতু দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া চতুর্দ্দশ মনুও তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। (৬৪)

হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্ব রূদ্রভয়ে বিনষ্ট হইতেছে এতদবস্থায় তুমি আমাদের গতি হও। হে পরমাত্মন্! তুমি গতি হইলে আর কাহা হইতেও ভয় সম্ভাবনা থাকিবেক না।

ভগবান্ রুদ্র এই রূপে উপাস্য বস্তুর বর্ণন করিয়া প্রচেতাদিগকে সম্বোধন করত কহিলেন হে রাজনন্দন গণ! তোমরা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানে মনঃ অর্পণ করিয়া উপরি বর্ণিত বিষয় জপ কর, তোমাদের মঙ্গল হউক। অপর যিনি আত্মা ও সকল প্রাণিতে অবস্থিত, সেই হরিকে আত্মস্থ জানিয়া জপ ও বারম্বার ধ্যান করত পূজা কর। (৬৫) হে বৎসগণ! এই স্তোত্রের নাম যোগোপদেশ। আমার পাঠ দ্বারা তোমরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া মুনিব্রত আচরণ পূর্ব্বক মনোমধ্যে ধারণ কর এবং সমাহিতমতি হইয়া সাদরে ইহা জপ কর। (৬৬)

হে রাজনন্দন গণ! আমি যে স্তোত্র তোমাদিগের নিকট কহিলাম ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমারদিগের এবং সৃজন কার্য্যে সমুৎসুক ভৃগু প্রভৃতি আত্মজ গণের সন্নিধানে ইহা কহিয়াছিলেন। (৬৭) আমরা প্রজা সৃষ্ট্যর্থ প্রেরিত হইয়া এই স্তোত্র দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ পূর্ব্বক বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি। (৬৮)

অতএব যে পুরুষ বাসুদেব পরায়ণ এবং অবহিত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া নিত্য এই স্তোত্র জপ করিবেন তাঁহারও অচিরে শ্রেয়ঃ লাভ হইবেক। (৬৯) হে বৎসগণ! যত প্রকার কল্যাণকর বিষয় আছে জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরম কল্যাণ স্বরূপ, কারণ যে ব্যক্তির জ্ঞান রূপ তরী থাকে তিনি দুষ্পার ব্যসনার্ণবকেও পরম সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। (৭০)

হে রাজনন্দন গণ! আমি ভগবানের এই যে স্তব গান করিলাম যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া ইহা অধ্যয়ন করিবে তাহার তাহাতেই হরির আরাধনা করা হইবেক। (৭১) হে বৎসগণ! আমি এই যে স্তোত্র গান করিলাম ইহা দ্বারা ভগবান্ হরি স্তুত হইলে অতিশয় প্রীত হন। তিনি কল্যাণ সকলের এক আশ্রয়, তাঁহার তুষ্টি জন্মিলে পুরুষ যাহা২ বাঞ্ছা করিবেক স্থির হইয়া তাহাই তাঁহা হইতে লাভ করিতে পারিবেক। (৭২)

হে বৎসগণ! যে পুরুষ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে এই স্তোত্র শ্রবণ করিবে অথবা শুনাইবে তাহার কর্ম্ম বন্ধন মোচন হইবেক সন্দেহ নাই। (৭৩) হে নরদেব নন্দন সকল! পরম পুরুষ পরমাত্মার এই স্তব যাহা আমি গান করিলাম তোমরা একাগ্রচিত্তে ইহা জপ করত তপস্যাচরণ করহ, এরূপ করিলেই তপস্যার শেষে আপনাদের অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারিবে।

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চ বিংশ অধ্যায়।

প্রচেতাগণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে প্রাচীন বর্হির সন্নিধানে নারদাগমন এবং পুরঞ্জন কথাচ্ছলে বিবিধ সংসার কথন।

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবান্ রুদ্র প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাদিগকে এই প্রকার উপদেশ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। অনন্তর দর্শনকারি সেই সকল রাজপুত্রদিগের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। পরে প্রচেতা সকল রুদ্রগীত ভগবানের স্তোত্র জপ করত দশ সহস্র বৎসর যাবৎ জলমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। (১)

বৎস বিদুর! এই সময়ে প্রচেতাদের পিতা প্রাচীনবর্হিঃ কর্ম্মে আসক্তচিত্ত হইয়া রহিয়াছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ কৃপা প্রকাশ পুরঃসর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোপদেশ করত তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন। (২) দেবর্ষি ঐ রাজার সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন রাজন্! তুমি এই কর্ম্ম দ্বারা কত শ্রেয়ঃ বাঞ্ছা করিতেছ? মহারাজ! দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এই দুইটীই শ্রেয়ঃ, তোমার এই কর্ম্ম দ্বারা ঐ দুই তো লভ্য হইতে পারিবেক না। (৩)

রাজা প্রাচীনবর্হিঃ কহিলেন হে মহাভাগ! আমার চিত্ত কর্ম্ম দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে ইহাতে পরম কল্যাণ যে মুক্তি পদার্থ, তাহা আমি জানিতে পারি নাই, আপনি আমাকে নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করুন যাহাতে কর্ম্ম সকল হইতে মুক্ত হইতে পারি। (৪) ব্রহ্মন্! গৃহে অবস্থিত ব্যক্তির পুত্র কলত্র ধন ইত্যাদিতেই পুরুষার্থ বুদ্ধি হইয়া থাকে তাহাতে সেই মূঢ় ব্যক্তি সংসার পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কদাপি পরমার্থ লাভ করিতে পায় না। (৫)

রাজার কর্ম্মফলে বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিয়া ব্রহ্ম বিদ্যা উপদেশ করিবার নিমিত্ত দেবর্ষি নারদ স্বীয় যোগ মহাত্ম্যে বিনাশিত যজ্ঞ পশুসকলকে পুনরায় উজ্জীবিত করণানন্তর দেখাইতে২ কহিলেন অহে প্রজাপতি! ওহে রাজা! তুমি নির্দয় হইয়া আপনার যজ্ঞে যে সহস্র২ জীব বিনষ্ট করিয়াছ সেই জীব সমূহকে এই দর্শন কর। (৬) ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে তুমি কবে মৃত হইবে। তোমাকে কালগ্রস্ত হইতে দেখিলেই তুমি যে ইহাদিগকে যাতনা দিয়াছ ইহারা তাহা স্মরণ করিয়া লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা তোমার অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিবে। (৭) অতএব তোমার মহা সঙ্কট উপস্থিত, হে রাজন্! এই সঙ্কটে নিস্তারক পুরঞ্জনের চরিত্র ঘটিত একটী পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। (৮)

হে রাজন্! পুরঞ্জন নামে মহা যশস্বী এক রাজা ছিলেন, তাঁহার একটী সখা ছিল তাহার নাম ও কর্ম্ম কোন ব্যক্তির জ্ঞাত ছিল না। মহারাজ! আমি যে পুরঞ্জনের কথা কহিতেছি তিনি অন্যান্য ব্যক্তির তুল্য নহেন, পুর অর্থাৎ শরীর জন্মান্, অতএব তিনি জীব। আর তাঁহার যিনি সখা, যাহার নাম ও কর্ম্ম অজ্ঞাত বলিলাম, তিনি ঈশ্বর। (৯)

সেই পুরঞ্জন (জীব) আপনার ভোগস্থান অন্বেষণ করত সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি উপযুক্ত স্থান লব্ধ হইল না, ইহাতে অন্য মনস্কের ন্যায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন (১০) আমি অবনীতলে যত পুর (দেহ) দর্শন করিলাম কোনটাই ভাল বোধ হইতেছে না। ফলতঃ অভিলাষ সকল পূর্ণ করিতেই তাঁহার কামনা ছিল অথচ কোন পুরকেই অভিলষিত সিদ্ধির উপযোগি

দেখিতে পাইলেন না। (১১) অতএব বিমনা হইয়া পুনরায় পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন। একদা হিমালয়ের দক্ষিণ সানুস্থ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পুর (মনুষ্য শরীর) তাঁহার নয়ন গোচর হইল। ঐ পুর (শরীর) সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন অর্থাৎ অন্ধপঙ্গুত্বাদি দোষ রহিত এবং নব দ্বারে উপলক্ষিত। (১২) তথায় ত্বক্ প্রভৃতি অবয়ব রূপ প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা সুশোভিত ছিল, ইন্দ্রিয় রূপ গবাক্ষ ও বহির্দ্বার দেদীপ্যমান, আর আধার চক্রাদিরূপ স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহময় শিখর যুক্ত গৃহ সর্ব্বতোভাবে শোভিত ছিল। (১৩) অপর নীলকান্ত মণি, স্ফটিক, বৈদূর্য্য, মুক্তা, ও মাণিক্য এই সকলে তত্রস্থ হর্ম্ম্যস্থলী রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ নীলমণি প্রভৃতির তুল্য নাড়ী সকল দ্বারা সেই শরীরের অভ্যন্তর রচিত ছিল। অতএব ঐ পুর (শরীর) শোভা দ্বারা ভোগবতী অর্থাৎ নাগপুরীর সদৃশী হইয়া রহিয়াছিল। (১৪) অপিচ সমাজ স্থান, চতুষ্পথ, রাজমার্গ, দ্যূত ক্রীড়াদি স্থান, এবং বিশ্রামস্থান, ও পতাকা এই সকলে তথা বিক্রম বেদিতে তাহা চমৎকার শোভা পাইতেছিল। (১৫)

ঐ পুরের বহির্ভাগে একটী উপবন ছিল, তাহাও অতি মনোহর। সেই আরাম বিবিধ দিব্য তরু ও লতায় সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছিল। তত্রস্থ জলাশয়ে জলচর পক্ষিগণ নিনাদ করিতেছিল তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন জলাশয়েই কোলাহল হইতেছে। (১৬) অপর সরোবর সকলের তটে যে সকল তরু ছিল তাহাদের শাখা ও পল্লব হিমকণাবাহি মলয় সমীরণ দ্বারা বিচলিত হওয়াতে তদ্দ্বারা তৎ সমুদায়ের সমৃদ্ধি যেন বৃদ্ধিশীল হইতেছিল। (১৭) আর আরণ্য জন্তু সকল পরস্পর হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করাতে তাহাদের দ্বারা যে বাধা হইতে পারে তথায় তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। অপর সেখানে বৃক্ষোপরি কোকিলকুল এ প্রকারে কলরব করিত যে পান্থজন তদ্দ্বারা আপনাকে আহূত বোধ করিত। (১৮)

সে যাহা হউক। পুরঞ্জন (জীব) ঐ উপবনে যদৃচ্ছাক্রমে আগত একটী উত্তমা প্রমদা (বিষয় বিবেকবতী বুদ্ধি) দেখিতে পাইলেন। সেই যুবতীর সহিত দশটী ভৃত্য (ইন্দ্রিয়) ছিল, তাহারা প্রত্যেকে শত২ নায়িকার (বৃত্তির) পতি। (১৯) ঐ প্রমদা অপ্রৌঢ়া, এবং কামরূপিণী। পাঁচটী যাহার মস্তক (বৃত্তি), তাদৃশ এক সর্প (প্রাণ) দ্বারপাল হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার রক্ষণারেক্ষণ করিতেছিল। তিনি অন্য কার্য্যার্থ ঐ উপবনে আইসেন নাই, আপনার ভর্ত্তার অন্বেষণ করিতে আসিয়াছিলেন। (২০) ঐ যুবতীর রূপের কথা কি বলিব, তাঁহার নাসিকা ও দন্ত অতি সুন্দর, কপোলদ্বয় মনোহর, বদন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি সমানরূপে রচিত কর্ণদ্বয় দ্বারাই কুণ্ডলের শোভা ধারণ করিতেছিলেন। (২১) তাঁহার নীবি পিশঙ্গবর্ণ, নিতম্ব সুশোভন, এবং স্বর্ণময় কাঞ্চীতে অলঙ্কৃত। তিনি চরণ দ্বারা নূপুরধ্বনি করিয়া সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনার ন্যায় চলিয়া বেড়াইতেছিলেন। (২২) তাঁহার স্তনদ্বয় নূতন উদ্ভিন্ন হওয়াতে যদিও যৌবনোপক্রম প্রকাশ পাইতেছিল তথাচ ঐ দুই স্তন এরূপ সম ও বৃত্ত হইয়াছিল যে তন্মধ্যে স্থান মাত্র ছিল না। অতএব তিনি লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বারম্বার স্তন আচ্ছাদন করত গোপন করিতেছিলেন। (২৩)

ঐ যুবতীর কটাক্ষ যেন প্রকৃত বাণ তুল্য বোধ হইতেছিল, যেহেতু চক্ষুর্দ্বয়ের প্রান্ত ভাগই তাহার পুঙ্খ অর্থাৎ মূলপ্রান্ত এবং উপরে ভ্রমণশীল ভ্রূলতাই ধনুর স্থানীয় হইয়াছিল। আর সলজ্জ আস্য মনোহর হাস্যে শোভা পাইতেছিল।

পুরঞ্জন (জীব) ঐ যুবতীর কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হওয়াতে সুললিত বাক্য দ্বারা

তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন (২৪) হে পদ্ম পলাশাক্ষি! তুমি কে? কাহার নন্দিনী? হে সতি! কোন্ স্থান হইতে এখানে আসিয়াছ? পুরীর সমীপস্থ এই ভূমি অবলম্বন করিয়া কি করিতে বাঞ্ছা করিতেছ? আমাকে বল। (২৫) হে সুভ্রু! এই যে সকল ব্যক্তি তোমার অনুবর্ত্তী, ইহাদের মধ্যে একাদশতম ব্যক্তিকে মহাবল দেখিতেছি, ইহারা কে? আর এই সমস্ত রমণী ও তোমার অগ্রবর্ত্তী এই সর্প (প্রাণ) ইহারাই বা কে? (২৬) হে সাধ্বি! তুমি কি লজ্জা? না ভবানী? না সরস্বতী? না লক্ষ্মী? মুনিবৎ সংযতা হইয়া এই নির্জ্জন বনে কি আপনার পতি অন্বেষণ করিতেছ? হে সুভ্রু! তোমাকে তো পতির অন্বেষণ করিতে হয় না যেহেতু তোমার চরণদ্বয়ের কামনা দ্বারাই তোমার পতি সমস্ত কাম লব্ধ করিতে পারেন ইহাতে তিনিই তোমার অন্বেষণ করিতে পারেন। সে যাহা হউক, তোমার করাগ্র হইতে সেই পদ্মকোশ কোথায় পড়িল? (২৭)

হে বরোরু! আমি লজ্জা প্রভৃতি যাহা২ কহিলাম তুমি ঐ সকলের মধ্যে এক-জনও নহ, যেহেতু ভূমি স্পর্শ করিয়া রহিয়াছ, দেবতারা কখন অবনী স্পর্শ করেন না। যাহা হউক। হে সুভ্রু! আমি শ্রেষ্ঠ বীর, এবং আমার কর্ম্ম অতি মহৎ, অতএব লক্ষ্মী যেমন যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠ পুরী অলঙ্কৃতা করিতেছেন তাহার ন্যায়, তুমি আমার সহিত এই পুরী অলঙ্কৃতা করিতে যোগ্য হও। (২৮) হে সুন্দরি! তোমার অপাঙ্গ নিক্ষেপে আমার মনঃ বিখণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার সলজ্জ ঈষদ্ধাস্যে ভ্রমণকারিণী ভ্রূলতা দ্বারা প্রেরিত ভগবান্ মদন আমাকে সমধিক পীড়া দিতেছেন। অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। (২৯)

হে সুন্দরি! তোমার বদন শোভন ভ্রূদ্বয়ে ভূষিত, তত্রস্থ দুইটী লোচনে কেমন মনোহর তারা। আহা! ঐ বদন দীর্ঘ নীলবর্ণ চূর্ণ কুন্তলে কেমন সুন্দর অলঙ্কৃত হই-য়াছে, তাহাতে কেমন মনোজ্ঞ বাক্য সকল বিলাস পাইতেছে। হে শুচিস্মিতে! লজ্জাবশতঃ তোমার ঐ বদন আমার সম্মুখীন হইতেছে না, উন্নত করিয়া একবার দেখাও দেখি। (৩০)

হে রাজন্! পুরঞ্জন এই প্রকারে অধীরের ন্যায় হইয়া রমণীর নিকট যাচ্ঞা করিতে থাকিলেন। তাঁহাকে নয়ন গোচর করিয়া সেই যুবতীরও সম্মোহ জন্মিয়াছিল, অত-এব সেই মহিলাও হাস্য করিতে২ তাঁহার সহিত আমোদ করিয়া কহিল (৩১) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার আপনার এবং তোমার কর্ত্তা কে, আমি ভালরূপ জানি না এবং যাহাতে গোত্র ও নাম হয় তাহাও আমার বিদিত নাই। (৩২) হে বীর! অদ্য এখানে যে আত্মা অবস্থিত, তিনিও আমার জ্ঞাত নহেন এবং যিনি আমার নিজের গৃহ রূপ এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহাকেও আমি অবগত নহি। (৩৩) হে মানদ! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে আমার অনুবর্ত্তি ব্যক্তিসকল কে? হে মহাশয়! এই নর সকল আমার সখা, এবং এই নারীগণ আমার সখী, আর এই সর্প (প্রাণ) এই পুরীর পালন কর্ত্তা, আমি নিদ্রিতা হইলে এ ব্যক্তি জাগরিত হইয়া থাকে। (৩৪) সে যাহা হউক, আমার পরম ভাগ্য যে তুমি এখানে আসিয়াছ, তোমার মঙ্গল হউক, যে সকল গ্রাম্য ফল ইচ্ছা করিতেছ আমি আপনার সখা ও সখীগণ দ্বারা তৎসমুদায় সম্পাদন করিয়া দিব। (৩৫) প্রভো! তোমারই এই পুরী, ইহা নবদ্বারে অন্বিত, তুমি শত বৎসর যাবৎ ইহাতে অধিষ্ঠান করিয়া থাক, আমি তোমার অভিলষিত ভোগ আহরণ করিয়া দিতেছি গ্রহণ কর। (৩৬)

বিভো! আমি তোমা ভিন্ন কোন্ পুরুষের সহিত ক্রীড়া করিব? অন্য নৈষ্ঠিক পুরুষ। সে কি রতি জানে? সে অনিষিদ্ধ সুখেরও পরিত্যাগ কারী, অতএব তাহার পরলোক চিন্তা নাই, আর কল্য ইহা করিতে হইবে-ইত্যাদি লৌকিক চিন্তারও কোন সম্পর্ক রাখে না, অতএব পশু তুল্য। (৩৭) প্রভো! গার্হস্থ তুল্য সুখ কোথায় আছে? এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পুত্রসুখ, যশঃ, মুক্তি, এবং বিশোক ও নির্ম্মল লোক, দেদীপ্যমান যতিরা তাহার নামও জানেন না। (৩৮) প্রভো! পণ্ডিতেরা বলেন সংসারে যে গৃহাশ্রম, ইহা পিতৃ, দেব, ঋষি, মানব, ভূত, এ সকলের এবং আপনার কল্যাণকর স্থান। হে বীর! এই আশ্রমে আমার সদৃশী কোন্ যুবতী তোমার তুল্য বিখ্যাত, বদান্য, প্রিয়দর্শন, স্বয়ং উপস্থিত পতিকে বরণ না করিবে? (৩৯) প্রভো! তোমার দুই বাহু সর্পের দেহাকার, ইহাতে যাহার মন আসক্ত না হয় এমত কোন্ স্ত্রী আছে? অর্থাৎ কেহই নাই। প্রভো! তুমি কি সাধারণ পুরুষ? দয়াতে পরিপূর্ণ যে সহাস্য অবলোকন, তদ্দ্বারা দীন জনের মনঃপীড়া একেবারে দূর করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাক। (৪০)

হে রাজন্! এই প্রকারে সেই দম্পতী পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শত বৎসর যাবৎ আমোদ করিতে লাগিলেন। (৪১) সেখানে স্থানে২ গায়কগণ কোমল স্বরে পুরঞ্জনের যশঃ গান করিতেছিল এবং তিনি অবলা বর্গ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। অনন্তর যখন নিদাঘ সময় অর্থাৎ সুসুপ্ত্যবস্থা উপস্থিত হইল তখন হ্রদিনী মধ্যে (হৃদয়াকাশে) প্রবেশ করিলেন। (৪২)

রাজন! সেই দম্পতী যে পুরীতে প্রবেশ করিলেন সেই পুরীর মধ্যে পৃথক২ বিষয় অনুভব করিবার নিমিত্ত উপরিভাগে সাতটী দ্বার আছে অর্থাৎ নেত্রদ্বয় নাসিকাদ্বয় কর্ণদ্বয় এবং মুখ এই সাতটী ইন্দ্রিয় উপরিস্থ দ্বারের তুল্য হইয়া রহিয়াছে। আর অধোভাগে গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ এই দুইটী দ্বার। (৪৩)

হে রাজন্! ঐ পুরীর যে সকল দ্বারের কথা বলিলাম তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে পাঁচটী, দক্ষিণে একটী, এবং পশ্চিমে দুইটী। ঐ সকলের নাম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। (৪৪) খদ্যোতের তুল্য অল্প প্রকাশ যুক্ত বামনেত্র, এবং বহুপ্রকাশ যুক্ত দক্ষিণ নেত্র রূপ যে দুই দ্বার, এই দুইটী একত্র সংলগ্ন। এই দুই দ্বার দিয়া যে রূপের প্রকাশ হয় চক্ষুঃ সহিত বর্ত্তমান জীব তাহাই গ্রহণ করেন। (৪৫) এইরূপ নলিনী ও নালিনী অর্থাৎ ছিদ্রদ্বয় বিশিষ্ট যে বাম ও দক্ষিণ নাসিকা রূপ দুই দ্বার, তাহারাও একত্র সংলগ্ন। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বায়ু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ দুই দ্বার যোগেই গন্ধ অনুভব করেন। (৪৬) অপর সম্মুখবর্ত্তী যে দ্বার, অর্থাৎ মুখ, তাহা প্রধান, দেহস্থ জীব বাগিন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া ঐ দ্বার দিয়া ভাষণ ও অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। (৪৭) অপর হে নৃপ! ঐ পুরীর দক্ষিণ দিকে যে দ্বার আছে অর্থাৎ দক্ষিণ কর্ণ তাহার নাম পিতৃহূ। পুরঞ্জন (জীব) শ্রবণেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া তাহার দ্বারা দক্ষিণ পঞ্চাল রাজ্য প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পঞ্চ বিষয়ের প্রকাশক শাস্ত্র সকল শ্রবণ করিয়াথাকেন। এই রূপ উত্তরদিকে যে দ্বার আছে অর্থাৎ বামকর্ণ তাহার নাম দেবহূ। পুরঞ্জন (জীব) শ্রবণেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া ঐ দ্বার দ্বারা উত্তর পঞ্চাল রাজ্য প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নিবৃত্তি লক্ষণ শাস্ত্র সকল শ্রবণ করিয়াথাকেন। (৪৮) হে রাজন্! ঐ পুরীর পশ্চাদ দিকস্থ যে দ্বার অর্থাৎ শিশ্ন, তাহার নাম আসুরী। পুরঞ্জন গুহ্যেন্দ্রিয় যুক্ত

হইয়া ঐ দ্বার দ্বারা গ্রাম্য বিষয় অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ জন্য সুখ অনুভব করেন। (৪৯) রাজন্! পশ্চাৎ দিকে আসুরী ভিন্ন আর এক দ্বার আছে, তাহার নাম নির্ঋতি। পুরঞ্জন পায়ু ইন্দ্রিয় সমন্বিত হইয়া ঐ দ্বার যোগে মলোৎসর্গ করিয়াথকেন। (৫০) হে নৃপ! ঐ পুরীতে যত ইন্দ্রিয় আছে তাহাদের মধ্যে হস্ত ও পদ এই দুইটী অন্ধ, যেহেতু তাহাদের ছিদ্র অথবা জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি নাই। পরন্ত ইন্দ্রিয় সমন্বিত দেহ সকলের অধিষ্ঠাতা পুরঞ্জন ঐ দুই ইন্দ্রিয় দ্বারা গমন ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন। (৫১)

অপর, হে রাজন্! সেই পুরঞ্জন যে সময় অন্তঃপুরে (হৃদয়ে) গমন করেন তখন সর্ব্বতোমুখ যে মনঃ, তাহার সহিত মিলিত হইয়া কখন মোহ, কখন প্রসন্নতা, কখন হর্ষ প্রাপ্ত হন। রাজন্! ঐ সকল মোহাদি তাহার পুত্র ও কলত্র (ইন্দ্রিয় পরিণাম) হইতে উৎপন্ন হয়। এই রূপে কামাত্মা ও কর্ম্মে আসক্ত হওয়াতে ঐ পুরঞ্জন অজ্ঞের তুল্য বঞ্চিত হয়েন। তাঁহাকে আপনার মহিষী যাহা২ করেন তত্তদ্বিষয়ের অনুবর্ত্তী হইতে হয়। (৫২) অর্থাৎ কখন জায়া মদিরা পান করিলে আপনি মদ বিহ্বল হইয়া পান করেন, কখন তিনি অন্ন ভোজন করিলে আপনি ভোজন করেন, কখন বা তিনি মোদকাদি ভক্ষণ করিলে আপনি তাহা ভক্ষণ করেন। কখন তিনি গান করিলে আপনি গান করেন, কখন বা তিনি রোদন করিলে আপনি রোদন করেন। কখন তিনি হাস্য করিলে আপনি হাস্য করেন, কখন তিনি গল্প করিলে আপনি গল্প করেন। (৫৩) কখন তাঁহাকে ধাবমানা দেখিয়া আপনি ধাবমান হন্, কখন তিনি অবস্থিত হইলে আপনি অবস্থিতি করেন, কখন তিনি শয়ন করিলে আপনি শয়ন করেন, কখন তিনি বসিলে আপনি বসেন। কখন তিনি শ্রবণ করিলে আপনি শ্রবণ করেন, কখন তিনি দেখিলে আপনি দর্শন করেন। কখন তিনি গন্ধাদি আঘ্রাণ করিলে আপনি আঘ্রাণ করেন, কখন বা তিনি স্পর্শ করিলে আপনি স্পর্শ করেন। কখন জায়াকে শোক করিতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ আপনি দীনের ন্যায় হইয়া শোক করেন কখন তিনি হৃষ্টা হইলে আপনি হৃষ্ট, মুদিত হইলে আপনি মুদিত হন। (৫৪)

হে রাজন্! পুরঞ্জন এই প্রকারে আপনার বনিতা কর্ত্তৃক প্রতারিত হওয়াতে তাঁহার অসঙ্গত্বাদি রূপ স্বভাব রহিত হইয়া যায়। সুতরাং পরতন্ত্র হওয়াতে ইচ্ছা না থাকিলেও ক্রীড়ামৃগের তুল্য হইয়া বনিতার অনুকরণ করেন। (৫৫)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

পুরঞ্জনের মৃগয়া বর্ণন ছলে স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থা কথন দ্বারা সংসার কথন।

নারদ কহিলেন সেই পুরঞ্জন একদা রথে (স্বপ্নদেহে) অধিষ্ঠান করিয়া যেখানে পাঁচটী সানু (শব্দাদি বিষয়) আছে সেই বনে (ভজনীয় দেশে) গমন করিলেন। হে রাজন্! তাঁহার শরাসন (কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদ্যভিমান) অতি মহৎ। যে রথে আরোহণ করিলেন তাহার বিচিত্রতার কথা কি কহিব? পাঁচটী অশ্ব (জ্ঞানেন্দ্রিয়) তাহাতে নিযোজিত ছিল। অপর তাহা অতিশয় দ্রুতগামী, এবং দুইটী দণ্ডে (অহন্তা ও মমতায়) নিবদ্ধ, তাহার চক্র দুই (পুণ ও পাপ), অক্ষ এক (প্রধান), ধ্বজা তিন (সত্ব রজঃ তমঃ), বন্ধন পাঁচ (প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। (১) প্রগ্রহ এক (মনঃ), সারথি

এক (বুত্তি), নীড় অর্থাৎ রথির উপবেশন স্থান এক (হৃদয়), এবং যুগবন্ধন স্থান দুই (শোক ও মোহ)। তাহাতে পাঁচটী বিষয় (শব্দাদি) প্রক্ষিপ্ত হয়। তাহার আবরণ (ধাতু) এবং গতিপ্রকার পাঁচ (কর্ম্মেন্দ্রিয়) (২) আর তাহা স্বর্ণ নির্ম্মিত আভরণে অলঙ্কৃত ছিল। হে রাজন্! পুরঞ্জন মৃগয়াকারির বেশে ঐ রথে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহার গাত্রে স্বর্ণময় কবচ (রজোগুণ) এবং পৃষ্ঠদেশে অক্ষয় তূণ ছিল। একাদশ অর্থাৎ অহঙ্কারোপাধি মনঃ তাঁহার সেনাপতি হইয়া সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। (৩)

সে যাহা হউক, অরণ্যে প্রবেশানন্তর পুরঞ্জন ধনুর্ব্বাণ (ভোগাদ্যভিনিবেশ ও রাগ দ্বেষাদি) গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মৃগয়া বিষয়ে আসক্তি হেতু পুরঞ্জনের তদর্থ সাতিশয় স্পৃহা হইয়াছিল একারণ সমভিব্যাহারিণী ধর্ম্মপত্নী (বিবেকবতী বুদ্ধি) যদিও ত্যাগানর্হা, তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। (৪) অপর মৃগয়ার্থ আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন অতএব ভয়ঙ্কর ও নির্দয়মূর্ত্তি হইয়া নিশিত বাণ (রাগাদি) দ্বারা অরণ্যে (ভজনীয় দেশে) যত বনচারী (ভজনীয় বিষয়) ছিল সমুদায়কে নিহত (আত্মায়ত্ত) করিলেন। (৫) রাজন্! মৃগয়া (বিষয় ভোগ) রাগপ্রাপ্ত বটে কিন্তু তাহা নিয়মিত হইয়াছে, শাস্ত্রে লেখেন রাজা প্রসিদ্ধ তীর্থে (শ্রাদ্ধাদিতে) পবিত্র পশু (বিষয়) সকলকে যাবৎ আবশ্যক, তাবন্মাত্র বধ (ভোগ) করিবেন। (৬) অতএব হে রাজেন্দ্র! ঐ রূপে কর্ম্ম যদি নিয়মিত হইল তবে তাহার আবশ্যকতা নাই স্পষ্টই বোধ হইতেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ রূপে কর্ম্ম (ভোগ) নিয়মিত জানিয়া তদনুষ্ঠান করেন তিনি জ্ঞানহেতু সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্ম (ভোগ) দ্বারা কদাচ লিপ্ত হয়েন না। (৭) পরন্তু যে ব্যক্তি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম করে চিত্ত শুদ্ধি না হওয়াতে সে কর্ত্তৃত্বাভিমানে আরূঢ় হইয়া সেই কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় তাহাতে গুণপ্রবাহে পতিত ও হতজ্ঞান হওত অধোগমন করে। (৮)

সে যাহা হউক। হে রাজন্! পুরঞ্জন অরণ্যে মৃগয়া আরম্ভ করিলে তদীয় বাণ দ্বারা ভূরি২ মৃগ নির্ভিন্ন হইল তাহাতে তাহারা কাতর হইয়া এমত বিলাপ করিতে লাগিল যে কৃপালু জনগণের দর্শন করাও দুঃসহ হইল। তিনি শশক, শল্যক, শূকর, মহিষ, গবয়, রুরু, (মৃগবিশেষ) এবং অন্যান্য বিবিধ পবিত্র পশু বধ করিয়া সাতিশয় শ্রান্ত হইলেন (৯)

হে রাজন্! অনবরত মৃগয়া করাতে পুরঞ্জনের ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মিয়াছিল অতএব তিনি নিবৃত্ত হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্নান ও উপযুক্ত আহার দ্বারা শ্রান্তি নিবারণ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ান হইলেন। অনন্তর ধূপ ও গন্ধানুলেপন এবং মাল্যাদি ধারণ দ্বারা আপনাকে সুসজ্জিত এবং যথাস্থানে উপযুক্ত অলঙ্কার পরিধান দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া মহিষীর সহিত সুখসম্ভোগার্থ অভিলাষ করিলেন। কারণ হৃষ্টপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হওয়াতে তাঁহার মনঃ মদন বাণে উন্মথিত হইয়াছিল (১০) কিন্তু তিনি রাজসী বৃত্তিতে বর্ত্তমান থাকাতে আপনার গৃহিণীকে (সাত্ত্বিকী বুদ্ধিকে) দেখিতে পাইলেন না অতএব বিমনা হইয়া সখীগণকে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন (১১) হে সখীগণ! তোমাদের এবং তোমাদের স্বামিনীর কুশল তো? আমার গৃহস্থিত সম্পৎসকল পূর্ব্বে যদ্রূপ রুচিকর বোধ হইত এখন তদ্রূপ ভাল লাগিতেছে না। (১২) গৃহে মাতা অথবা পতিব্রতা পত্নী না থাকিলে কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই বা তাহা ভাল বোধ হইতে পারে, চক্রাদি হীন রথে কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? অতএব জিজ্ঞাসা করি

আমার সেই প্রাজ্ঞী মহিলা কোথায়? আমি ব্যসনার্ণবে মগ্ন হইতেছিলাম তিনি আপন প্রজ্ঞা দ্বারা পদেং উদ্দীপিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। (১৩)

হে রাজেন্দ্র! পুরঞ্জনের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার গৃহিণীর সখী রামাগণ উত্তর করিল হে নরনাথ! আপনকার প্রেয়সী কি করিতে চাহেন আমরা অবগত নহি, ঐ দেখুন, তিনি ধূলায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। (১৪)

পুরঞ্জন ইহা শুনিবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বীয় মহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন যখন দৃষ্ট হইল প্রেয়সী নিজ দেহের প্রতি যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন তখন তৎ সঙ্গমাত্রে তাঁহার ব্যাকুলিত চিত্ত পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। (১৫)

অনন্তর যদিও মধুর বাক্যদ্বারা শান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন তথাপি তাঁহার হৃদয় সাতিশয় সন্তাপিত হইতে লাগিল কারণ প্রেয়সীর প্রণয় কোপের কোন চিহ্ন ভ্রূভঙ্গাদি প্রাপ্ত হইলেন না। (১৬) যাহা হউক, তিনি অনুনয় বিষয়ে পারগ ছিলেন বহুং বিনয় ও চরণ ধারণ করিলেন পরে ক্রোড়ে লইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গ স্পর্শ করিতেং কহিলেন (১৭) সুন্দরি! অপরাধ করিলেও যে সমস্ত ভৃত্যকে স্বামিরা "ইহারা আমার অধীন" এই রূপ মানিয়া শিক্ষার্থ দণ্ড বিধান না করেন আমার বোধ হয় সে সকল ভৃত্য মন্দভাগ্য। (১৮) হে তন্বি! ভৃত্যের প্রতি প্রভু যে দণ্ড বিধান করেন তাহা দণ্ড নহে, পরম অনুগ্রহ। কিন্তু ক্রোধী বালক ঐ বিষয় যে শিক্ষার কারণ, তাহা জানে না। (১৯) হে সুদতি! হে সুভ্রু! হে মনস্বিনি! তুমি আমাদের প্রভু, অতএব আমরা তোমার আত্মীয়, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া একবার তোমার বদনপদ্ম দর্শন করাও। হে তরুণি! তোমার এই বদন অতি চমৎকার, অনুরাগ ভরে যে লজ্জা জন্মিয়াছে তাহাতে আনত হওয়াতে ইহার সহাস্য অবলোকন কেমন বিলাস পাইতেছে? আহা! ইহাতে কেমন সুন্দর উন্নত নাসিকা, কেমন মনোহর বাক্য! (২০)

হে বীরপত্নি! কোন্ ব্যক্তি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে বল, যদি ব্রহ্মকুল ও ভগবানের দাস না হয়, এখনি তাহার দণ্ড বিধান করিব। কিন্তু ত্রিলোকীমধ্যে অথবা ইহার বহির্ভাগে কুত্রাপি তো ঐরূপ নির্ভয় কেহ দৃষ্ট হয় না। (২১) হে সুন্দরি! তোমার বদন এরূপ মলিন পূর্ব্বে তো কখন দেখি নাই, কি নিমিত্ত তিলকহীন, কোপাবেশে ভয়ঙ্কর, অনুজ্জ্বল, এবং নিঃস্নেহ হইয়াছে? অপর তোমার এই সুজাত স্তনদ্বয় কেন শোকাশ্রু দ্বারা উপহত হইয়াছে? আর এই বিম্বাকার অধরকে কুঙ্কুম পঙ্ক তুল্য তাম্বূলরাগে রহিত কেন দেখিতেছি? (২২) হে সুন্দরি! আমি তোমাকে না বলিয়া স্বেচ্ছানুসারে মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলাম ইহাতে তোমার নিকট আমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা মার্জ্জনা কর, তোমার কোপ দর্শনে আমি অতিশয় দুঃখিত হইতেছি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। প্রিয়ে! আমি তোমার সুহৃদ, ইহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়া উচিত। সুন্দরি! যে কান্ত বশবর্ত্তী, মদন বাণে যাহার ধৈর্য্য বিধ্বংস হয়, এমত কান্তকে কামযমানা কোন্ কামিনী ভজনা না করে? (২৩)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

পুত্র কলত্রাদিতে আসক্তিহেতু পুরঞ্জনের আত্ম বিস্মরণ এবং কালকন্যাদির উপাখ্যান দ্বারা জরা যোগাদি বর্ণন।

নারদ কহিলেন হে মহারাজ! সেই যুবতী এই প্রকারে হাব ভাব বিলাস দ্বারা আপন পতি পুরঞ্জনকে সম্যক্ বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। (১) হে রাজন্! রাজা পুরঞ্জনও সুস্নাতা শোভনবসনা এবং কুঙ্কুম সিন্দূরাদি দ্বারা কৃতমঙ্গলা সেই মহিষী সহবাসে অতিশয় আমোদী হইলেন। (২) কখন তরুণী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন, কখন তিনি তরুণীর স্কন্ধদেশ আশ্লেষ করিয়া ধরিতেন। অপর সেই যুবতী নির্জ্জনে তাঁহার সহিত রহস্য কথা কহিতেন তাহাতে তাঁহার বিবেক বিগত হইত, অতএব আপনার যে বৃথা আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। (৩) ফলতঃ যদিও পুরঞ্জন মহামনা ছিলেন তথাচ মদান্ধ হওয়াতে মহার্হ শয্যায় স্বীয় মহিষীর ভুজরূপ বালিশে শয়ন করিয়া তাহাকেই পরম পুরুষার্থ করিয়া মানিতে লাগিলেন। আপনি অজ্ঞানে অভিভূত হইয়াছিলেন, মুগ্ধতা প্রযুক্ত আপনার নিজরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা বিস্মৃত হইলেন। (৪)

হে রাজন্! এই প্রকারে কামাসক্ত চিত্ত হইয়া মহিষীর সহিত ক্রীড়া করিতে২ পুরঞ্জনের নবীন বয়স্ মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তদনন্তর যখন তিনি আপন রমণী পুরঞ্জনীর গর্ভে একাদশ শত পুত্র উৎপন্ন করিলেন তখন তাঁহার আয়ুর অর্দ্ধাংশ গত হইল। তাহার পরে তাঁহা হইতে একশত দশটী কন্যা জন্মিল, তাহারা শীল ঔদার্য্য ও গুণে সুভূষিতা, এবং পিতা মাতার যশোবর্দ্ধিনী। অহে প্রজাপতি! ঐ সকল কন্যা পুরঞ্জন হইতে উৎপন্ন হওয়াতে পৌরঞ্জনী বলিয়া বিখ্যাত হয়। (৫)

সে যাহা হউক। পঞ্চালপতি পুরঞ্জন আপনার ঐ সমস্ত সন্তানকে উপযুক্ত দারের (হিতাহিত চিন্তার) সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং কন্যা সকলও সদৃশ বর সহিত সংযোজিত হইল। (৬) হে রাজন্! পুরঞ্জনের যে সকল পুত্র হয় তাহাদের প্রত্যেকের আবার শত২ পুত্র জন্মিল। তাহাতে পঞ্চালদেশে (শব্দাদি বিষয়ে) পৌরঞ্জন বংশ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। (৭) সেই সকল পুত্র ও তাহাদের পুত্র যাহারা গৃহরূপ কোষের অনুজীবী, তাহাদের প্রতি উত্তরোত্তর প্রগাঢ় মমতা হওয়াতে তাহাদের দ্বারা পুরঞ্জন বিষয়ে অতিশয় আবদ্ধ হইলেন এবং তোমার ন্যায়, পশুমারক ভূরি২ ভয়ানক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তদ্দ্বারা নানা কামনায় দেব পিতৃ ও ভূতপতিদিগের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। (৮) এই প্রকারে কুটুম্বাসক্ত চিত্ত হইয়া পুরঞ্জন আত্মহিত বিষয়ে অনবধান আছেন, ইতিমধ্যে যে কাল নারীপ্রিয় ব্যক্তির অতিশয় অপ্রিয়, সে আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। (৯) হে রাজন্! সেই কাল চণ্ডবেগ নামে বিখ্যাত, গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি। মহারাজ! তাহার অধীনে তিন শত ষাইট বলবান্ গন্ধর্ব্ব (দিবস) আছে। (১০) তদ্ভিন্ন ঐ প্রকার তিন শত ষাইট গন্ধর্ব্বীও (রাত্রিও) আছে। তাহারা শুক্ল ও কৃষ্ণ। ঐ সকল গন্ধর্ব্ব (দিবস) মিথুন হইয়া অবস্থিতি করে এবং পরিভ্রমণ দ্বারা সমস্ত কাম সহ নির্ম্মিত পুরীকে (দেহকে) অপহরণ করিয়া থাকে। (১১)

হে রাজন্ প্রাচীনবর্হিঃ! চণ্ডবেগ কালের অনুচর ঐ সকল গন্ধর্ব্ব (দিবস) যখন পুরঞ্জনের পুরী (দেহ) হরণ করিতে আরম্ভ করিল তখন তত্রস্থ প্রজাগর (প্রাণ) তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বাধা দিতে লাগিল। (১২) কিন্তু ঐ গন্ধর্ব্বগণের সংখ্যা তাহাদের বনিতা সমেত সাত শত বিশ, পুরঞ্জনপুরীর অধ্যক্ষ প্রজাগর (প্রাণ) একাকী, বাধা দিয়া কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? তথাপি বলবত্তা প্রযুক্ত সে শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিল। (১৩) অনেকের সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধে কদাচ জয় হয় না, প্রজাগর তাহার পরেই পরিক্ষীণ হইয়া পড়িল। পুরঞ্জন আপনার পুরাধ্যক্ষকে (প্রাণকে) ক্ষীণ হইতে দেখিয়া রাষ্ট্র পুর ও বান্ধব সহিত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। (২৪) হে রাজন্! ইতিপূর্ব্বে তিনি স্ত্রীজিত ও ক্ষুদ্র সুখে রত হইয়া পঞ্চালদেশে আপনার পুরীমধ্যে (দেহে) স্বীয় সৈন্য (ইন্দ্রিয়) গণ কর্ত্তৃক আহৃত ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিতেন, তাঁহাকে কখন কোন প্রকার ভয়ের বিষয় আলোচনা করিতে হয় নাই। (১৫)

সে যাহা হউক। হে রাজন্! অগ্রে যে কালের কথা কহিলাম তাহার একটী কন্যা (জরা) ছিল। সে আপনার অনুরূপ বর অভিলাষ করত ত্রিলোকী ভ্রমণ করিয়াছিল কিন্তু কেহই তাহাকে পরিণয় করিতে স্বীকার করে নাই। (১৬) এই দৌর্ভাগ্য হেতু সে লোকে দুর্ভগা বলিয়া বিখ্যাতা হয়। অনন্তর পুরঞ্জন তাহাকে পরিগ্রহ করিতে স্বীকার করিলেন তাহাতে সে সন্তুষ্টা হইয়া পুরুর ন্যায়, তাঁহার বর (রাজ্য) লাভ করাইয়া দিল। *

হে প্রাচীনবর্হিঃ! উল্লিখিত কালকন্যা একদা ভ্রমণ করিতেছিল সেই সময় আমি ব্রহ্মলোক হইতে আসিতেছিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র সে কামমোহিতা হইয়া বরণ করিল। (১৭) আমি ব্রতনিষ্ঠ, তাহাকে কেন স্বীকার করিব, ঘৃণা প্রকাশ পুরঃসর প্রত্যাখ্যান করিলাম। ইহাতে আমার প্রতি তাহার বিজাতীয় ক্রোধ হইল! রোষ পরবশ হইয়া এই দুঃসহ শাপ প্রদান করিল "যেহেতু তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করিতে বিমুখ হইলে এই কারণে কখন এক স্থানে সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না।" (১৮)

হে রাজন্! আমি এই প্রকারে অভিশপ্ত হইয়াও তাহার অবস্থা দেখিয়া বিবেচনা করিলাম এই অবলার অভিলাষ বিফল হইল এজন্য ইহার মনোদুঃখ হইতেছে অতএব দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে যবনদের (আধি ব্যাধির) ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বরণ করিতে বলিলাম। সে আমার ঐ উপদেশে সেই ব্যক্তির নিকটে গেল এবং পতি বলিয়া তাহার গলে বরমাল্য প্রদান করিল, (১৯) আর কহিল হে বীর! তুমি যবনদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং আমার বাঞ্ছিত পতি, আমি তোমাকে বরণ করিলাম। প্রাণি সকলের সংকল্প তোমাতে কখন নষ্ট হইবেক না। (২০) হে বীর! লোকে ও শাস্ত্রে যে বস্তু দেয় ও গ্রাহ্য বলিয়া সম্মত, সেই বস্তু কেহ প্রার্থনা করিলে যে না দেয় এবং কেহ দিলে যে গ্রহণ না করে, সেই দুই ব্যক্তিরই

* পুরুর পিতা যযাতি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়া আপনার পুত্রদিগকে কহিয়াছিলেন আমার এই জরা গ্রহণ করিয়া তোমাদের যৌবন আমাকে দাও, আমি তদ্দ্বারা বিষয় ভোগ করি। তাহাতে তাহার জ্যেষ্ঠ চারি তনয় সম্মত হন্ নাই কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতৃ ভক্তি প্রদর্শন পুরঃসর পিতার জরা গ্রহণ করেন। অতএব যযাতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার রাজ্য দান করিয়াছিলেন। জরা স্বীকার হেতু পুরুর রাজ্য প্রাপ্তি হওয়াতে জরা হইতেই রাজ্য লাভ হয় বলা গিয়া থাকে।

নিমিত্ত লোকে শোক করিয়া থাকে। (২১) অতএব হে বীর! আমি প্রার্থনা করিতেছি, দয়া প্রকাশিয়া আমাকে স্বীকার কর। হে মহাশয়! আর্ত্ত ব্যক্তির প্রতি যে অনুকম্পা করা, ইহাই পুরুষের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম। (২২)

হে রাজন্! কালকন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই যবনেশ্বর মৃত্যু তাহাকে স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ঈষদ্ধাস্য করত কহিলেন (২৩) আমি জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারা অগ্রেই তোমার ভোগ স্থান নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি সকলকে প্রার্থনা করিতেছ বটে কিন্তু তোমাকে অভদ্রা ও অসম্মতা জানিয়া কোন লোক্ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। (২৪) তুমি অলক্ষিত গতি হইয়া কর্ম্ম নির্ম্মিত এই লোক সকলকে উপভোগ কর। এরূপ করিলে সকলেই তোমার পতি হইবে। তোমাকে প্রতিকূলা দেখিয়া লোকে বধ করিবে এমত আশঙ্কা করিও না বরং আমার এই যে যবন সেনা আছে ইহাদের সহিত মিলিয়া যাও, তুমিই প্রজা নাশ করিয়া আসিবে এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। (২৫) দেখ! এই বৈষ্ণব জ্বর আমার ভ্রাতা, তুমিও আমার ভগিনী হও। আমার আরো ভয়ঙ্কর সেনা আছে, সে সকল থাকুক, আমি স্বয়ং অলক্ষিত হইয়া তোমাদের দুই জনের সহিত লোকে চরিয়া বেড়াইব। (২৬)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী চিন্তা দ্বারা পুরঞ্জনের পুংদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি এবং প্রাক্তন অদৃষ্টবশতঃ জ্ঞানোদয়ে মুক্তি লাভ।

দেবর্ষি নারদ পুনরায় প্রাচীনবর্হিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে রাজন্! ভয় নামক যবনাধিপতির যে সকল সেনা মৃত্যুর আদেশকারী, তাহারা বৈষ্ণব জ্বর ও কাল কন্যার সহিত পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। (১) একদা ঐ সকল ব্যক্তি বেগে পুরঞ্জনের পুরীতে প্রবেশ করিল। সেখানে একটী জীর্ণ সর্প (প্রাণ) রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। তাহারা ঐ পুরীকে সুবর্ণময় এবং পার্থিব ভোগে পূর্ণ দেখিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক রুদ্ধ করিল। অতএব যে কালকন্যা কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে পুরুষ সত্বর নিঃসার হয় সেও বল পূর্ব্বক ঐ পুরী ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। (২)

হে রাজন্! কালকন্যা পুরঞ্জন পুরী ভোগ করিতে আরম্ভ করিলে, পূর্ব্বোক্ত যবনগণও সকল দিক্ হইতে সকল দ্বার (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণ) দ্বারা রোগরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পীড়া দিতে লাগিল। ঐ পুরী এই প্রকারে পীড়্যমান হওয়াতে তদভিমানি পুরঞ্জনের সাতিশয় সন্তাপ হইল। তিনি মমতায় আকুল হইয়া পড়িলেন। (৩) অপর ঐ কালকন্যা তাঁহাকে গিয়া আলিঙ্গন করিল তাহাতে তাঁহার শরীরের শ্রী নষ্ট হইয়া গেল সুতরাং অতি দীন ও প্রজ্ঞাহীন হইলেন। অনন্তর যবন গন্ধর্ব্বগণ বলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া লইল কারণ তখন তাঁহার উত্থানাদিতেও সামর্থ্য ছিল না। (৪) পরে পুরঞ্জন দেখিলেন আপনার পুরী বিশীর্ণ এবং পুত্র পৌত্র সহচর ও অমাত্যগণ প্রতিকূল অর্থাৎ অনপেক্ষিত বিষয় প্রাপক ও হতাদর হইল আর জায়ারও পূর্ব্বের ন্যায় সৌহৃদ্যভাব নাই। (৫) আরো দৃষ্টিগোচর হইল আপনি জরাকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছেন এবং পঞ্চাল বিষয় অরি কর্ত্তৃক দূষিত হইতেছে। অতএব দুরন্ত চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সেই চিন্তার প্রতীকারোপায় কিছুই দৃষ্ট হইল না। (৬) তিনি দীন

হইয়াছিলেন অথচ বিষয়ে অভিলাষ ছিল, অপর যদিও আত্মার পারলৌকিক গতি ও ঐহিক পুত্রাদি স্নেহ বিগত হইয়াছিল তথাপি পুত্র কলত্রের লালন পালন করিতেন। কিন্তু যখন দেখিলেন আপনার পুরী যবন গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল ও কালকন্যা আসিয়া গ্রাস করিয়া নানা প্রকারে বাধা দিতে লাগিল তখন যদিও ইচ্ছা হইল না তথাপি ঐ পুরী ত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। তাহাতে ভয়ের অগ্রজ ভ্রাতা প্রজ্বার (বৈষ্ণব জ্বর) তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ভ্রাতার প্রিয় করণাভিপ্রায়ে সেই পুরী সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া দিল। (৭)

হে রাজন্! ঐরূপে পুরী দহ্যমানা হইলে কুটুম্ব সহ ক্রীড়াকারী সেই পুরঞ্জন পুরবাসি ও ভৃত্যবর্গ এবং পুত্রাদি সহিত সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। (৮)

মহারাজ! কালকন্যা পুরঞ্জনের পুরীকে গ্রাস করিলে ঐ পুরীর পালক (প্রাণ) প্রজ্বার কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া সন্তাপযুক্ত হইতে লাগিল। রাজন্! তাহার সন্তাপ অসম্ভব নহে, যবনেরা তাহার আয়তন পর্য্যন্ত রুদ্ধ করাতে সে মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছিল। (৯) সে যাহা হউক। ঐ সন্তাপজন্য তাহার গুরুতর ক্লেশ ও সাতিশয় কম্প হইল অতএব তথায় অবস্থিতি করিতে পারিল না। সর্প যেমন অগ্নিযুক্ত কোটর পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহার ন্যায়, অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিল। (১০) এইরূপে যখন পুরঞ্জনের অবয়ব সকল শিথিল হইল এবং গন্ধর্ব্ব বৃন্দ তাঁহার পৌরুষ হরণ করিয়া লইল আর বিপক্ষ পক্ষ যবনগণ আসিয়া কণ্ঠদেশ রোধ করিল তখন তিনি রোদন অর্থাৎ ঘুর ঘুর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। (১১)

হে রাজন্! ঐ সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে মন্দ বুদ্ধি ঐ গৃহী পুত্র, পৌত্র, দুহিতা, স্নুষা, জামাতা, পারিষদ এবং অন্য বস্তু সকল যাহাতে স্বত্বমাত্র অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদায়ে "আমি ও আমার," ইত্যাকার মমতা হেতু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন পরে প্রমদার নিমিত্ত নিতান্ত দীন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। (১২) আমি লোকান্তর গমন করিলে আমার এই কুটুম্বিনী অনাথা ও একাকিনী হইয়া কি প্রকারে থাকিবেন? বালকদের নিমিত্ত ইহাঁকে বারম্বার শোক করিতে হইবেক সন্দেহ নাই। (১৩) আহা! আমি ভোজন না করিলে ইনি কখন আহার করিতেন না, আমি স্নান না করিলে স্নান করিতেন না। যদি কোন কারণ বশতঃ আমার ক্রোধ উপস্থিত হইত, অতিশয় ভীতা হইতেন। যখন ভর্ৎসন করিয়াছি নীরব হইয়া শুনিয়াছেন, আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর মাত্র করেন নাই। (১৪) কোন সময় আমি ভ্রান্তিবশতঃ অবিজ্ঞ হইয়া কোন বিষয় করিতে গেলে ইনি প্রবোধ দেন এবং প্রবাসস্থ হইলে শোকে কৃশা হন্, এসকল গৃহধর্ম্ম। এই অবলা যদিও এখন বীরপ্রসবিনী হইয়াছেন তথাপি এখন কি এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিবেন না? অবশ্য করিবেন। (১৫) কিন্তু আমার পুত্র ও কন্যাগুলি অতি দীন, ইহাদের অন্য আশ্রয় নাই। আমি গমন করিলে ইহারা, সমুদ্র মধ্যে যাহাদের নৌকা ভগ্ন হইয়া যায় তাহাদের ন্যায়, কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে? (১৬) হে রাজন্! পুরঞ্জন স্বয়ং বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার ঐ রূপ চিন্তা করিয়া শোক করা উচিত ছিল, তথাপি দীনচিত্ত হইয়া ঐরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভয়নামা মৃত্যু গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কৃতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। (১৭) এবং যবনদের দ্বারা পশুর তুল্য বন্ধন করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। হে রাজন্! যখন পুরঞ্জন নীত হন তখন তাঁহার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় আকুল হইল এবং শোক করিতে২ পশ্চাৎ২ গমন করিল। (১৮)

হে রাজন্! পুরঞ্জনের পুরীমধ্যে যে সর্প (প্রাণ) রুদ্ধ ছিল সে পুরী ত্যাগ করিলে তাহার পরেই ঐ পুরী (দেহ) বিশীর্ণ হইতে লাগিল সুতরাং অনতিবিলম্বেই তাহা মহাভূতের স্বরূপ হইয়া তৎসহ মিলিত হইল। (১৯)

মহারাজ! বলবান্ যবন কর্ত্তৃক পুরঞ্জন যখন হঠাৎ আকৃষ্ট হন তখন অজ্ঞান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল অতএব আপনার পূর্ব্ব সখা যে ঈশ্বর, তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারেন নাই। (২০) সে যাহা হউক, তিনি যমালয়ে নীত হইলে আপনি পূর্ব্বে নির্দয় হইয়া কাম্য কর্ম্ম সকলে যে সমস্ত পশু বধ করিয়াছিলেন সেই পশুগণ তাঁহার পূর্ব্ব নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক মহাক্রোধে তদ্দারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। (২১) অতএব পুরঞ্জন যাহার অন্ত ও পার নাই এমত ক্লেশে মগ্ন হইলেন। তাঁহার স্মৃতি নষ্ট হইয়া গেল, প্রমদাসঙ্গ দোষে শত বৎসর যৎপরোনাস্তি কেবল কষ্ট ভোগ করিলেন।

হে রাজন্! পুরঞ্জন অন্তকালে আপনার প্রমদাকে মনে করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন অতএব যমালয়ে স্বীয় কর্ম্ম ফলের ভোগাবসানে যখন পুনরায় জন্ম হইল তখন বিদর্ভ রাজার গৃহে প্রমদা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। (২২) মহারাজ! মৃত্যুকালে স্ত্রী চিন্তা দ্বারা যদিও পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি হইল তথাপি পতিব্রতার ধ্যান এবং পূর্ব্বতন শুভাদৃষ্ট বশতঃ ধার্ম্মিক বিদর্ভরাজ হইতে তাঁহার উদ্ভব এবং ধার্ম্মিক সঙ্গ হেতু বিবাহের পরে বিশুদ্ধ ভাগবত মলয়ধ্বজ সহ সমাগম হইল। তদনন্তর বিষ্ণু ভক্তি, তৎপরে বৈরাগ্য, তাহার পর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম দ্বারা পতিসেবা করাতে ভগবৎ প্রসাদলব্ধ জ্ঞানযোগে মুক্তি হইয়াছিল। হে রাজন্! এই সকল বিষয় বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। (২৩)

পুরঞ্জন বিদর্ভরাজের কন্যা বৈদর্ভী হইয়া জন্মিলে যখন বয়োবৃদ্ধি ক্রমে তাঁহার বিবাহ কাল উপস্থিত হইল তখন সেই বিবাহে বীর্য্য পণ হওয়াতে রণে ক্ষত্রিয় বর্গকে পরাভব করিয়া মলয়ধ্বজ তাঁহার পাণি গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্ মলয়ধ্বজ নামের অর্থ জান? মলয়োপলক্ষিত দক্ষিণ দেশে ধ্বজ তুল্য দর্শনীয় অর্থাৎ ঐ দেশ বিষ্ণুভক্তিপ্রধান, তথায় ঐ ব্যক্তি প্রধান ছিলেন। অপর তাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ছিল অতএব পুরঞ্জন স্ত্রী হইয়া জন্মিলেও ঐ পুরঞ্জনের সহিত বিবাহ হওয়াতে তাঁহার পুনরায় ভাগবত সঙ্গ লাভ হইল। (২৪)

সে যাহা হউক। মহাভাগবত মলয়ধ্বজ ঐ বৈদর্ভীর গর্ব্ভে একটী আত্মজা (শ্রীকৃষ্ণ সেবারুচি) উৎপন্ন করিলেন। সেই কন্যা অসিতেক্ষণা (তাঁহা হইতে অজিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়)। অপর মলয়ধ্বজের ঐ স্ত্রীতে সাতটী পুত্র (সাত প্রকার ভক্তি) উৎপন্ন হইল। হে রাজন্! এই সাত ব্যক্তি দ্রবিড় ভূমির পালক। (সাত প্রকার ভক্তি দ্বারাই দ্রবিড় ভূমি সুরক্ষিতা আছে ইহা লোকে অতি প্রসিদ্ধ)। (২৫) মহারাজ! ঐ সাত পুত্রের প্রত্যেকের অর্ব্বুদ সংখ্যক সন্তান হয়। যাহাদের বংশধরেরা অখিল ভূমণ্ডলকে মন্বন্তর কাল এবং তাহার পরেও ভোগ করিবেক। (শ্রবণাদি ভক্তি প্রকার হইতেই বিবিধ সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হয় তাহারা অবিদ্যা কাম কর্ম্ম হইতে পৃথিবীস্থ জনগণের রক্ষা করে)। (২৬)

হে রাজন্! মলয়ধ্বজের প্রথমে যে কন্যা জন্মিল সেটী অতিশয় ধৃতব্রতা হইল। মহামুনি অগস্ত্য তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন। সেই কন্যাতেই দৃঢ়চ্যুত নামে মুনির জন্ম হয়। (অগস্ত্য শব্দের অর্থ মনঃ। অতএব পুরঞ্জনের মনঃ কৃষ্ণসেবারুচিকে

গ্রহণ করিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় রত হইল)। (২৭) হে মহারাজ! মলয়ধ্বজের এইরূপে পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে তিনি তনয়দের মধ্যে পৃথিবী বিভাগ করিয়া দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা বাসনায় কুলাচলে গমন করিলেন। (অর্থাৎ শ্রবণাদি ভক্তিভেদ ব্যবস্থা করিয়া ভগবৎসেবার্থ গেলেন ২৮) হে রাজন্! মলয়ধ্বজ ভগবৎসেবার্থ প্রস্থান করিলে তাঁহার পত্নী বৈদর্ভী পুত্র গৃহ ও সংসার ভোগ পরিত্যাগ করিয়া জ্যোৎস্না যেমন নিশাকরের অনুগতা হয় তাহার ন্যায়, স্বামির অনুগামিনী হইলেন। (২৯)

হে রাজন্! মলয়ধ্বজ যে স্থানে গমন করিলেন তথায় চন্দ্রসরা, তাম্রপর্ণী, এবং বটোদকা নামে নদী ছিল। সে সকলের জল অতি পবিত্র। মলয়ধ্বজ সেই সকল সলিলে অহরহ আপনার আন্তরিক ও বাহ্য মল ক্ষালন করিতেন। (৩০) ফল, মূল, কন্দ, বীজ, পুষ্প, পত্র, তৃণ, এবং জল দ্বারা তাঁহার জীবন ধারণ হইত। তিনি ঐ রূপে ক্রমে কৃশ করিয়া তপস্যায় অবস্থিত হন্। শীত উষ্ণ, বায়ু বর্ষা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, প্রিয় অপ্রিয় ও সুখ দুঃখ এই সকল জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি হইয়াছিল। (৩১)

হে রাজন্! তপস্যা, উপাসনা, বিবিধ নিয়ম ও শম দম দ্বারা মলয়ধ্বজের কামাদি বাসনা দগ্ধ হইল এবং তিনি ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনঃ জয় করিলেন অতএব শেষে আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিতে লাগিলেন। (৩২) রাজন্! মলয়ধ্বজ স্থির হইয়া ঐ প্রকার পরব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব চিন্তা করত, স্থাণুর ন্যায় দিব্য শত বৎসর যাবৎ অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে ভগবান বাসুদেবেই রতি বহন করাতে তাঁহার অন্য দেহাদিজ্ঞান ছিল না। (৩৩) তিনি পরমাত্মাকে ব্যাপক অর্থাৎ দেহাদি প্রকাশক বলিয়া জানিয়াছিলেন অপর পরাত্মা দেহাদি হইতে পৃথক্, ইহাও তাঁহার বোধ হইয়াছিল, অতএব স্বপ্নে যেমন আমার এই শিরশ্ছিন্ন হইল এরূপ প্রতীতি হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত আত্মাকে জানিতে পারে তাহার ন্যায় পরাত্মাকে জানিতে পারিয়া অন্য সমস্ত বৃত্তি হইতে বিরত হইলেন। (৩৪) ফলতঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ গুরু হইয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান উপদেশ করাতে তাঁহার সেই জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছিল (৩৫) তাহাতে তিনি পরব্রহ্মে আপনাকে এবং আপনাতে পরব্রহ্মকে অবলোকন করিতেছিলেন অতএব পরে ঐ অবলোকনও পরিত্যাগ করিয়া এই সংসার হইতে উপরত হইলেন।

হে রাজন্! মলয়ধ্বজের পত্নী বৈদর্ভী পতিপরায়ণা ছিলেন। সমস্ত ভোগ বিসর্জ্জন পুরঃসর সাতিশয় ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা পতির সেবা করিতেন। (৩৬) কেবল স্বামি শুশ্রূষাই তাঁহার কার্য্য ছিল না, চীর বসন পরিধান পূর্ব্বক আপনিও ব্রত করিতেন অতএব তাঁহার শরীর শীর্ণ এবং কেশ সকল বেণীভূত হইয়া গিয়াছিল। স্বামির উপরম হইলে তৎসমীপে তাঁহার শরীর অঙ্গরাবস্থ অনলের তুল্য দীপ্তি পাইতে লাগিল। (৩৭) পরন্ত তখনও স্বামির আসন সুস্থির ছিল, অতএব স্বামী যে উপরম প্রাপ্ত হইলেন ইহা তিনি জানিতে পারিলেন না, সুতরাং পূর্ব্বে যেমন পরিচর্য্যা করিতেন তেমনি সেবা শুশ্রূষা করিতে গেলেন। (৩৮) অর্চ্চনা করিতে করিতে যখন স্বামির চরণে উষ্ণতা বোধ হইল না তখন যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় উদ্বিগ্নচিত্তা হইলেন (৩৯) এবং আপনাকে প্রিয় পতিতে বিহীন ও দীন জানিয়া শোক করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার স্তনদ্বয় অভিষিক্ত হইল পরে সেই নির্জ্জন বিপিনে করুণস্বরে রোদন

আরম্ভ করিলেন। (৪০) অনন্তর বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! গাত্রো-খান কর, গাত্রোত্থান কর। মহারাজ! এই সসাগরা ধরা দস্যু ও অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ হইতে ভীতা হইতেছে তাহাদের আক্রমণ হইতে ইহাকে পরিত্রাণ কর। (৪১)

অহে বর্হিষ্মন্! বৈদর্ভী পতির সহিত অরণ্যে গিয়া তাঁহার উপরতির পর এই-রূপে বিলাপ করিতে২ তদীয় পদতলে পতিতা হইলেন এবং অজস্র রোদন করত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৪২)

অনন্তর পতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার্থ কাষ্ঠ চয়ন পূর্ব্বক চিতা রচনা করিয়া তাহাতে স্বামির মৃত দেহ স্থাপন করিলেন পরে অগ্নিদান দ্বারা চিতা প্রজ্বলিত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে সহমরণার্থ মনঃ স্থির করিলেন। (৪৩) হে রাজন্! সেই স্থানে প্রাচীন কোন একটী আত্মবান্ ব্রাহ্মণ (ঈশ্বর) ছিলেন, তিনি মলয়ধ্বজের সখা। সেই বিপ্র মলয়ধ্বজবনিতাকে ঐ প্রকারে সহমরণোদ্যতা দেখিয়া মনোহর প্রিয় বচনে সান্ত্বনা করত কহিলেন (৪৪) হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার দুহিতা? এই শয়ান পুরুষ কে? যাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ। হে সুব্রতে, আমি তোমার সখা আমাকে কি জান? আমার দ্বারাই অগ্রে সখ্য সুখ অনুভব করিয়াছ। (৪৫)

অনন্তর তাহার পূর্ব্বতন পুরুষভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া তদ্রূপে সম্বোধন করত কহিলেন সখে! তোমার আপনাকে কি স্মরণ হয়? কোন ব্যক্তি সখা ছিল এমত কি মনে পড়ে? তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সংসারের ভোগে রত হইয়াছিলে। (৪৬) হে আর্য্য! তুমি এবং আমি, দুই জনে মানস সরোবরে দুই হংস হইয়াছিলাম, আমরা দুই জনে বিনা গৃহেতেই সহস্র বৎসর অর্থাৎ মহা প্রলয় যাবৎ সহবাস করি। (৪৭) বন্ধো! আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি সেই ব্যক্তি। তোমার সুখ ভোগার্থ অভিলাষ হইয়াছিল তাহাতেই আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন? অহে! তুমি অবনী মণ্ডল ভ্রমণ করিয়াছ কোন অবলার (মায়ার) নির্ম্মিত একটী স্থান কি তোমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে? (৪৮) বন্ধো! ঐ স্থান অতি চমৎকার তথায় পাঁচটী উপবন, নয়টী দ্বার, একজন পালন কর্ত্তা, তিনটী কোষ্ঠ, ছয়টী কূল, (অভীষ্ট বিষয় প্রাপক) আছে। অপর তথায় হট্ট পাঁচ ও তাহার প্রকৃতি (উপা-দান কারণ) পাঁচ, আর বুদ্ধি রূপ এক স্ত্রী তাহার স্বামিনী। (৪৯) সখে! পাঁচটী ইন্দ্রিয় বিষয়ই ঐ পাঁচ উপবন, প্রাণ সকলই ঐ দ্বার। তেজঃ জল ও অন্ন এই তিনই তথায় তিন কোষ্ঠ। ইন্দ্রিয় সকলই তথাকার কূল (অভীষ্ট বিষয় প্রাপক) (৫০) ক্রিয়াশক্তিই ঐ পাঁচ হট্ট, পঞ্চ ভূতই ঐ পাঁচ প্রকৃতি। বন্ধো! পুরুষ শক্তির বশবর্ত্তী হইয়াঐ স্থানে প্রবিষ্ট হয়েন সুতরাং আত্মাকে জানিতে পারেন না। (৫১) মিত্র! তুমি সেই স্থানে স্ত্রীকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত ক্রীড়ায় রত হইয়া ছিলে তাহাতে তোমার ব্রহ্মত্ব বিস্মরণ হয়। সেই যোষার সঙ্গ বশতই তোমার এতাদৃশী পাপীয়সী দশা হইয়াছে। (৫২) বন্ধো! তুমি বিদর্ভ রাজের দুহিতা নহ, এবং এই বীরও তোমার সুহৃৎ পতি নহেন। আর আপনি পূর্ব্বে যে পুরঞ্জনী দ্বারা নবদ্বার পুরে রুদ্ধ হইয়াছিলে তুমিও তাহার পতি ছিলেন না। (৫৩) সখে! এ সকল আমার সৃষ্ট মায়ার বিলাস মাত্র, তাহার দ্বারাই তুমি আপনাকে পূর্ব্ব জন্মে পুরুষ বলিয়া মানিয়াছিলে এবং এক্ষণে শ্রেষ্ঠা যোষা বলিয়া মানিতেছ। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ উভয়ই নহে। যেহেতু আমরা দুই জনেই শুদ্ধ। আমাদের স্বরূপ বর্ণন করি, দর্শন কর। (৫৪)

সখে! তুমি আমারই স্বরূপ, আমা হইতে অন্য বস্তু নহ। এবং আমিও তোমারই স্বরূপ। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ। পণ্ডিতেরা আমাদের দুই জনের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ দেখিতে পান্ না। (৫৫) মিত্র!'আমার এই [illegible]য় তোমার এমত আশঙ্কা হইতে পারে যদি আমরা দুই জনে একই পদার্থ, তবে আমাদের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞত্ব এই ধর্ম্মভেদ কি রূপে হয়? সখে! বিবেচনা করিলে এ আশঙ্কা স্থান প্রাপ্ত হইবেক না, যেমন পুরুষ আপনার এক দেহকে আদর্শে নির্ম্মল মহৎ ও স্থির দেখিয়া থাকে এবং লোকের চক্ষুতে তদ্বিপরীত দৃষ্ট হয় এই রূপে তাহার দেহ যেমন উপাধি-ভেদে ভিন্ন হয় আমাদের দুই জনের ভিন্নতাও তদ্রূপ। ফলতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যা কৃতই ধর্ম্মভেদ হইয়া থাকে। (৫৬)

এই রূপে সেই মানস হংস (অসর্ব্বজ্ঞ জীব) হংস (সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর) কর্ত্তৃক প্রবোধিত হওয়াতে তাঁহার (ঈশ্বরের) বিয়োগেও সুস্থ রহিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব নষ্টা স্মৃতি পুনরায় উদিতা হইল। (৫৭) হে বর্হিষ্মন্! আমি পুরঞ্জনোপাখ্যানচ্ছলে তোমাকে এই অধ্যাত্ম জ্ঞান উপদেশ করিলাম যেহেতু ভগবান্ বিশ্বভাবন অতিশয় উপাখ্যানপ্রিয়। (৫৮)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

উপাখ্যানের অর্থ ব্যাখ্যা দ্বারা তাৎপর্য্য কথন।

প্রাচীনবর্হি দেবর্ষি নারদের নিকট যে পুরঞ্জনোপাখ্যান শ্রবণ করিলেন তাহার মর্ম্ম বোধগম্য না হওয়াতে বিনয় প্রকাশ পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! আপনার কথার তাৎপর্য্য ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না। পণ্ডিতেরাই তন্মর্ম্ম পরিজ্ঞানে সমর্থ, আমরা সাংসারিক বিষয়ে মোহিত, আমাদের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনাই বা কি? (১)

নারদ কহিলেন হে রাজন্! আমি যাহাকে পুরঞ্জন কহিলাম তাঁহাকেই পুরুষ জানিও। তিনি পুরকে (দেহকে) প্রকটিত করেন এজন্য তাঁহার নাম পুরঞ্জন। ঐ পুর (দেহ) এক প্রকার নহে, কাহারো এক, কাহারো দুই, কাহারো তিন, কাহারো চারি, কাহারো বহুতর চরণ, কেহ বা একেবারে পদশূন্য। (২) হে রাজন্! আমি যাহাকে অবিজ্ঞাত শব্দে কহিয়াছি তিনি ঈশ্বর, ঐ পুরুষের সখা। মহারাজ! ঈশ্বরকে অবিজ্ঞাত শব্দে কহিবার কারণ শুন। পুরুষেরা তাঁহাকে নাম বা ক্রিয়া অথবা গুণযোগেও জানিতে পারেন না সুতরাং তিনি অবিজ্ঞাত। (৩)

হে রাজন্! পুরুষ যদিও পুরমাত্র (দেহমাত্র) প্রকটিত করাতে পুরঞ্জন শব্দ বাচ্য হয়েন তথাচ যখন প্রকৃতির সমস্ত গুণ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তখন উক্ত সমস্ত পুরমধ্যে দুই হস্ত দুই পদ ও নবদ্বার যুক্ত যে পুর, তাহাকেই উত্তম বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। (৪) অপর পুরঞ্জনের যে প্রমদার কথা কহিয়াছি তাহাকে বুদ্ধি বলিয়া জানিও, তাহা হইতে "আমি আমার ইত্যাদি জ্ঞান হয়। রাজন্! ঐ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষ এই দেহে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা তত্তদ্বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। (৫) আর পুরঞ্জনের সখা ও সখী যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই, ইন্দ্রিয় সকলই তাঁহার সখা ও ইন্দ্রিয় গণের বৃত্তিই তাঁহার সখী, জ্ঞান ও কর্ম্ম তাহাদেরই দ্বারা

কৃত হয়। অপর যে পঞ্চশিরাঃ সর্পের কথা কহিয়াছি সে প্রাণ। তাহার পাঁচ প্রকার বৃত্তি, এ কারণ সে পঞ্চশীর্ষ সর্পের তুল্য। (৬) অপিচ হে রাজন্! যে একাদশতম ব্যক্তিকে নায়ক বলিয়াছি তাহা মনঃ, তাহার মহৎ বল এবং তাহা উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের নায়ক। অপর আমার উল্লিখিত পঞ্চালদেশ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়। ঐ পাঁচ বিষয়ের মধ্যেই নবদ্বার পুর বর্ত্তমান থাকে। (৭)

হে রাজন্! আমি যে দুই২ দ্বারের কথা বলিয়াছি তাহার অর্থ চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, এবং পায়ু উপস্থ। যিনি ঐ সকল ইন্দ্রিয় যুক্ত, তিনি আত্মা, ঐ সকল দ্বার দিয়া বহির্গমন করেন। (৮) অপিচ দুই চক্ষুঃ, দুই নাসিকা, এবং মুখ, এই পাঁচটী পূর্ব্বভাগস্থ, আর দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণ ভাগস্থ, ও বামকর্ণ বামভাগস্থ এবং পায়ু ও উপস্থ এই দুই অধোদ্বার পশ্চিম ভাগস্থ বলিয়া কথিত হইয়াথাকে। (৯) আর খদ্যোতাবির্মুখী এই যাহা কহিয়াছি তাহা একত্র নির্ম্মিত দুই নেত্র মাত্র। তাহাদের দ্বারা রূপ প্রকাশিত হইলে পুরঞ্জন চক্ষুতে করিয়া অনুভব করেন। (১০) অপর নলিনী ও নালিনী এ দুই নাসিকা এবং গন্ধ সৌরভ ইহা অবগত হও। আর দ্রাণ এই যাহা বলিয়াছি তাহা উচ্ছ্বাস সহ একত্র অবস্থানহেতু বায়ু মাত্র। রাজন্! বিপণ এই যাহা বলিয়াছি তাহা মুখ, আর রসনেন্দ্রিয়ই রসবেত্তা। (১১) অপর আপণ এই যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ ব্যবহার, আর যে বিচিত্র অন্নের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার অর্থ প্রচুর অন্ন। অপিচ পিতৃহূ এই যে শব্দ বলিয়াছি তাহার অর্থ দক্ষিণকর্ণ, এইরূপ দেবহূ শব্দের অর্থ বাম কর্ণ জানিবে। আর শাস্ত্র এই যাহা বলিয়াছি তাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ক। ঐ শাস্ত্রেরই নাম পঞ্চাল। ঐ দুই শাস্ত্র যথাক্রমে পিতৃযান ও দেবযান। অর্থাৎ শব্দগ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষ ঐ দুই শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃলোক প্রাপক পিতৃযান এবং দেবলোক প্রাপক দেবযান প্রাপ্ত হয়। (১২) হে রাজন্! পশ্চাৎ দিকস্থ যে দ্বারকে আসুরী বলিয়াছি তাহার অর্থ মেঢ্র। আর গ্রাম্য বিষয় এ শব্দের অর্থ ব্যবায় (স্ত্রীসঙ্গ)। অপর গুহ্যেন্দ্রিয় (দুর্ম্মদ) শব্দে উপস্থ ও নিঋতি শব্দে পায়ুদেশ জানিও। আর ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে হস্ত ও পদ এই যে দুইটীকে অন্ধ বলিয়াছি সেই দুই ইন্দ্রিয় যুক্ত হইয়াই পুরুষ গমন ও কর্ম্ম করিয়া থাকে। (১৩)

হে রাজন্! পূর্ব্বে কহিয়াছি পুরঞ্জন অন্তঃপুরে গমন করেন, ঐ অন্তঃপুর শব্দের অর্থ হৃদয়। আর সর্ব্বতোমুখ যে মনের উল্লেখ করিয়াছি তাহার গুণ যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, তদ্দ্বারাই পুরুষ মোহ বা প্রসন্নতা অথবা হর্ষ প্রাপ্ত হন। (১৪) অপর হে রাজন্! বুদ্ধি স্বপ্নে যেমন২ বিকৃত হয় কিম্বা জাগ্রদবস্থায় যেমত২ বিকার করাইয়া দেয় বুদ্ধির গুণে লিপ্ত আত্মা তাহার বৃত্তি সকলের (দর্শন স্পর্শনাদির) কেবল উপদ্রষ্টা হইয়া সেই২ প্রকারে অনুকারিত হয়। (১৫)

হে রাজন্! পূর্ব্বে পুরঞ্জনের মৃগয়ার্থ যে রথে আরোহণের কথা বলিয়াছি সেই রথ এই দেহ, ইন্দ্রিয়গণ সেই রথের অশ্ব, সম্বৎসরের তুল্য তাহার বেগ অপ্রতিহত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা গতিহীন, কারণ বুদ্ধিতেই স্বপ্নশরীরাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে সুতরাং দেশান্তর গমন অসম্ভব। সে যাহা হউক। ঐ রথের চক্র পুণ্য ও পাপ এই দুই কর্ম্ম। আর সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ঐ রথের ধ্বজা এবং পঞ্চ প্রাণ তাহার পাঁচ বন্ধন। (১৬) অপিচ মনঃ সেই রথের রশ্মি, বুদ্ধি তাহার সারথি, হৃদয়

তাহাতে নীড় অর্থাৎ রথির উপবেশন স্থান। তাহার যুগন্ধর দুই—শোক ও মোহ। তাহাতে ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়। আর সপ্ত ধাতুই তাহাতে কবচ স্বরূপ হইয়া থাকে। (১৭)

পুরুষ ঐ রথে আরূঢ় হইয়া মৃগতৃষ্ণারূপ মৃগয়ায় গমন করেন। একাদশ ইন্দ্রিয়ই পুরুষের সেনা, তন্মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি বিষয় সেবা করিয়া থাকেন। অপর যে চণ্ডবেগ কালের কথা বলিয়াছি তাহা সম্বৎসর। তাহারই দিবস সকল গন্ধর্ব্ব, আর তাহারই রাত্রিগণ গন্ধর্ব্বী। (১৮) ঐ সকল দিবসের সংখ্যা তিনশত ষাইট্। তাহারা নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া পুরুষের পরমায়ুঃ হরণ করে। (১৯)

হে রাজন্! পূর্ব্বে যে কালকন্যার কথা বলিয়াছি সে সাক্ষাৎ জরা। লোকে তাহাকে লইয়া আমোদ করে না। যবনেশ্বর মৃত্যু লোকদের ক্ষয়ার্থ তাহাকে ভগিনী রূপে গ্রহণ করিয়াছে। (২০) আধি ও ব্যাধি সকল সেই মৃত্যুর সঞ্চারি সেনা, তাহারা অতিশয় বেগবান্। আর হে রাজন্! পূর্ব্বে যে দ্বিবিধ জ্বরের কথা বলিয়াছি তাহার মধ্যে যে প্রজ্বার, তাহার বেগ অতি ভয়ানক, তাহা প্রজাদিগের শীঘ্র মৃত্যুর হেতু। (২১)

হে রাজন্! দেহী অজ্ঞানে আবৃত হওয়াতে এই রূপে এই দেহে বহুবিধ আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বারা ক্লেশভোগ করত শত বৎসর যাবৎ বর্ত্তমান থাকে। তাহার আত্মা নির্গুণ, তথাচ সে মোহ বশতঃ প্রাণের ধর্ম্ম যে সকল ক্ষুধা তৃষ্ণাদি ও ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম যে সকল কামাদি এবং মনের ধর্ম্ম যে সঙ্কল্পাদি, তাহা ঐ আত্মাতে আরোপ করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ বিষয় সুখ ধ্যান করত "আমি, আমার" এই বোধে কর্ম্ম করে। (২২)

মহারাজ! যখন পুরুষ প্রকাশভাব হইয়াও ভগবান্ ও পরম গুরু স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহাকে না জানাতে প্রকৃতির গুণ সকলে আসক্ত হয় (২৩) তখন গুণাভিমান-হেতু সেই ব্যক্তি অবশ হইয়া কর্ম্ম করে এবং তাহার কর্ম্ম যে রূপ সাত্ত্বিক বা রাজস বা তামস হয় তদনুসারে সেই রূপ হইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। (২৪) অর্থাৎ তাহার কর্ম্ম যদি শুক্ল অর্থাৎ সাত্ত্বিক হয় তাহা হইলে যে সকল লোকে প্রকাশই বহুল, সেই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয়। আর তাহার কর্ম্ম যদি লোহিত অর্থাৎ রাজস হয় তাহা হইলে যে সকল লোকে বিস্তর আয়াস সুতরাং দুঃখই যেখানে উত্তর ফল, সেই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয়। এবং তাহার কর্ম্ম যদি কৃষ্ণ অর্থাৎ তামস হয় তাহা হইলে শোক মোহ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৫) অপর সে ব্যক্তি কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন নপুংসক, হইয়া দেবতা বা মনুষ্য বা তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মায়। ফলতঃ যে রূপ কর্ম্ম ও গুণ থাকে তাহার তদনুরূপ উৎপত্তি হয়। (২৬) অপর যেমন দীন কুক্কুর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে২ অদৃষ্ট বশতঃ কোথাও দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়, কোথাও বা অন্ন পাইয়া থাকে তাহার ন্যায় জীব ঐ সকল যোনিতে ভ্রমণ করিতে২ আপনার কর্ম্মানুসারে কোথাও সুখ, কোথাও বা দুঃখ, প্রাপ্ত হয়। (২৭) ফলতঃ জীবের আশয় কামে ব্যাপ্ত হওয়াতে সে তদনুসারে উচ্চ বা নীচ পথে ভ্রমণ করে তাহাতে কখন উপরে কখন মধ্যে কখন বা অধোভাগে তাহার গতি হয় এবং আপনার যেমন অদৃষ্ট তদনুসারে প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৮)

হে রাজন্! আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও অধ্যাত্মিক, এই তিন প্রকার দুঃখ মধ্যে যদিও সকলেরই প্রতিক্রিয়া আছে তথাপি সেই প্রতিক্রিয়াও দুঃখরূপ

হওয়াতে একটা না একটা ক্লেশ হইয়াই থাকে। (২৯) যেমন পুরুষ মস্তক দ্বারা গুরুতর ভার বহন করিতেং যখন ক্লেশে অত্যন্ত কাতর হয় তখন প্রতীকারার্থ সেই ভার স্কন্ধে গ্রহণ করে কিন্তু তাহাতে কি একেবারে ক্লেশের শান্তি হইয়া থাকে? কখন হয় না। সেই রূপ অন্যং প্রতিক্রিয়াতেও দুঃখ আছে। (৩০) অপর জ্ঞানরহিত কর্ম্ম দ্বারা কখন সবাসন কর্ম্ম সকলের একেবারে প্রতীকার হইতে পারে না যেহেতু সবাসন ও জ্ঞানরহিত এই দ্বিবিধ কর্ম্মই অবিদ্যা দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাতে পরস্পর নিবর্ত্ত্য ও নিবর্ত্তক কিরূপে হইবে? স্বপ্নাবস্থায় যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয় জাগরণ ব্যতিরেকে ঐ অবস্থা কি একেবারে তাহার প্রতীকার করিতে পারে? (৩১) রাজন্! পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও সংসার নিবর্ত্ত হয় না, স্বপ্নে ভ্রমণকারি পুরুষের ন্যায় উপাধিকৃত মনঃ দ্বারা বর্ত্তমান থাকে। (৩২)

অতএব পুরুষার্থ স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার অজ্ঞানহেতুই অনর্থ পরম্পরারূপ সংসার হয়। কিন্তু পরম গুরুস্বরূপ যে ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহার প্রতি দৃঢ়া ভক্তি করিলে ঐ সংসার বিনষ্ট হইতে পারে। (৩৩) মহারাজ! ভগবদ্বিষয়া ভক্তি অন্য ভক্তির তুল্য নহে, ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ বিহিত হইলে তাহা সম্যক্ প্রকারে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেয়। (৩৪) সেই ভক্তিযোগ একান্ত দুর্লভ নহে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ অচ্যুতের কথা আশ্রয় করিয়া তাহা অচিরেই উৎপন্ন হয়। (৩৫) মহারাজ! যে স্থানে বিশদাশয় ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভগবানের গুণ সকলের কথন ও শ্রবণ নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন (৩৬) সেই স্থানে সকল মহাজন কর্ত্তৃক ভগবান্ বাসুদেবের পবিত্র চরিত্র প্রায়ই কীর্ত্তিত হয়। রাজন্! ভগবানের চরিত্র কথা সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী, যে সকল ব্যক্তি অলংবুদ্ধি শূন্য হইয়া সাবধানে ঐ নদীর সেবা করেন তাঁহাদিগকে ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বা ভয় বা শোক বা মোহ কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। ফলতঃ ভক্তিরসিক ব্যক্তিদিগকে ক্ষুধা প্রভৃতি বাধা দিবে সম্ভাবনা কি? (৩৭) কিন্তু যদি সৎসঙ্গ না হয় এবং স্বয়ং হরি কথা চিন্তনাদিতে যত্ন না করে, তাহা হইলে জীব স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত ঐ সকল ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দ্বারাই নিত্য উপদ্রুত হইয়া পড়ে সুতরাং ভগবানের কথা রূপ অমৃত নিধিতে তাহার রতি হয় না। (৩৮) ফলে ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কাহারো জ্ঞান সম্ভাবনা নাই। অহে নৃপ! প্রজাপতিদের পতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, ভগবান্ মহেশ, এবং মনু ও দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি, আর সনকাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, (৩৯) তথা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং আমি (নারদ) ও আমা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিগণ (৪০) এই সমস্ত ব্যক্তি বাক্য সকলের পতি হইয়াও এবং তপস্যা বিদ্যা সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা সতত অন্বেষণ করিয়াও সর্ব্বসাক্ষি পরমেশ্বরকে দেখিতে পান্ না। (৪১) কারণ যে বেদের বিস্তার অতি মহৎ, এবং যাহার অর্থের পার নাই, সেই বেদে বর্ত্তমান হইয়া ইহাঁরা সকলেই কর্ম্মাদিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মন্ত্র সকলের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে ইন্দ্রাদি দেবতা, কেবল তাঁহাদেরই ভজনা করিয়া থাকেন, পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন না। (৪২)

রাজন্! এমত মনে করিও না যে যদি ব্রহ্মাদি দেবতা কর্ম্মের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের ভজনা করিতে অক্ষম, তবে অন্যে কিরূপে পারিবেক? মহারাজ! ভগবান্ হরি আত্মাতে ভাবিত হইয়া যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন তাহার

লোক ব্যবহারে ও কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতা মতি পরিত্যাগ হয়। (৪৩) অতএব হে বর্হিষ্মন্! কর্ম্ম সকল যদিও পরমার্থ রূপে প্রকাশ পায় তথাপি তাহাতে পরমার্থ বুদ্ধি করিও না। ঐ সকল কেবল শ্রোত্রপ্রিয়, তাহাতে বস্তুতঃ যথার্থ বস্তুর সম্পর্ক মাত্র নাই। (৪৪) যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি মলিন, স্মুতরাং বেদকে কর্ম্মপর বলে, তাহারা বেদের কিছুই জানে না, কারণ যেখানে ভগবান্ জনার্দ্দন আছেন সেই স্বস্বরূপ লোক যে আত্মতত্ত্ব, তাহা তাহারা অবগত নহে। (৪৫)

হে রাজন্! তুমি অতি অজ্ঞ, তোমার বোধ মাত্র নাই। প্রাগগ্র দর্ভ দিয়া অবনী-মণ্ডল আস্তরণ পূর্ব্বক বহু২ পশুবধ করিয়া আপনাকে মহাযজ্বা বলিয়া অভিমান করি-তেছ, অতএব স্তব্ধ হইয়া কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য যে বস্তু, তাহাই জানিতেছ, যাহা বিদ্যা স্বরূপ; অর্থাৎ পরম বস্তু, তাহা বিদিত হইতেছ না। (৪৬) মহারাজ! কর্ম্ম ও বিদ্যা কাহাকে বলে শুন, যাহাতে ভগবান্ হরির পরিতোষ হয় তাহাই কর্ম্ম এবং যাহা দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে তাহাই বিদ্যা। (৪৭)

হে রাজন্! ভগবান্ হরি স্বাতন্ত্র্যরূপে সকলের কারণ, এই হেতু তিনি দেহধারি যাবন্ত জীবের আত্মা, কারণ এবং ঈশ্বর। অতএব তাঁহার পাদমূলই দেহিদিগের আশ্রয়, সেই পদমূলেই তাহাদের মঙ্গল হইবেক। (৪৮) মহারাজ! অন্য সেবার ন্যায় ভগবান্ হরির সেবাতে দুঃখ অথবা ভয় সম্ভাবনা নাই, যেহেতু "ভগবান্ হরিই প্রিয়তম ও তিনিই আত্মা, তাঁহাতে ভয়ের লেশ মাত্র নাই," যিনি এইরূপ জানেন সেই মনুষ্যই বিদ্বান্, যিনি বিদ্বান্, তিনিই গুরু, তিনিই হরি। (৪৯(

নারদ এই প্রকার কহিয়া অবশেষে আপনার বাক্য সমাপ্ত করত কহিলেন হে শ্রেষ্ঠ পুরুষ! তুমি যে২ সংশয়যুক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলে সে সকলের উত্তর দিয়া এই সন্দেহ ভঞ্জন করিলাম। (৫০)

পরন্তু যদিও কথার রূপক দ্বারা আত্মার বন্ধ ও মোক্ষের প্রকার কথিত হইল তথাপি রাজার চিত্ত স্মুস্থ হইল না, তিনি আপনার পুত্রাগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন এবং মহাভয়ে তাঁহার সকল গাত্র কম্পিত হইতে লাগিল অতএব তাঁহাকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করিবার মানসে দেবর্ষি পুনরায় বলিলেন মহারাজ! আমি আর একটী গুহ্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। (৫১) রাজন্! পশ্চাদ্ভাগে ব্যাধহত ঐ মৃগটীকে অবলোকন কর। দেখ উহা ক্ষুদ্র স্মুখের অন্বেষণ করিয়া চরিতেছে, পুষ্প সকলের আশ্রমে অর্থাৎ বৃক্ষবাটিকাতে স্ত্রীর সহিত একং বার মিলিত হইতেছে। অপর ভ্রমর সকলের সংগীতে কর্ণ দিতেছে। উহার সম্মুখে বৃকগণ বর্ত্তমান, তাহারা সামান্যও নহে, অন্যের প্রাণদ্বারা আপনাদের প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে, তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া যাইতেছে, ব্যাধের বাণে এই বিদ্ধ হয়, আর বিলম্ব নাই, (৫২) অর্থাৎ ব্যাধহত মৃগ তুল্য নির্ভিন্ন হৃদয় এই আত্মার পর্য্যালোচনা কর। ইনি পুষ্প সকলের সমান ধর্ম্ম শালি অর্থাৎ পুষ্পবৎ পরিণাম বিরস যে সকল যোষিৎ, তাহা-দের আশ্রমে থাকিয়া পুষ্পমধু তুল্য অতি তুচ্ছ এবং কাম্য কর্ম্মের পরিপাক-জন্য যে যৎকিঞ্চিৎ কাম স্মুখ, তাহাই জিহ্বা উপস্থাদি দ্বারা সতত অন্বেষণ করি-তেছেন এবং স্ত্রীর সহিত মিথুন হইয়া তাহারই প্রতি মনোনিবেশ করিতেছেন, ভ্রমর গণের সঙ্গীত তুল্য যে পুত্র কলত্রাদির মনোহর আলাপ, তৎশ্রবণার্থ ই উহার কর্ণ লোলুপ হইতেছে, অগ্রে বৃকযূথের সদৃশ অহোরাত্রাদি কাল বিশেষ সকল উহার আয়ুঃ হরণ করিতেছে, উনি তাহাদিগকে গণ্য না করিয়া গৃহ মধ্যেই বিহার করিতে-

ছেন। ব্যাধের তুল্য কৃতান্ত উঁহার পৃষ্ঠভাগে অর্থাৎ পরোক্ষে থাকিয়া দূর হইতে গূঢ় শর সন্ধান পূর্ব্বক এই বিদ্ধ করে, বিলম্ব নাই। (৫৩)

অতএব হে মহারাজ! তুমি আপনার হৃদয়ে আত্মার মৃগতুল্য চেষ্টার বিষয় বিচার করিয়া হৃদয় মধ্যে চিত্তকে এবং কর্ণদ্বয়ের নদী স্বরূপ চিত্তের বহির্বৃত্তিকে চিত্তমধ্যে নিরুদ্ধ করহ। আর যে অঙ্গনাগণের আশ্রম কামুক সমূহের বার্ত্তাতেই পরিপূর্ণ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া জীব সকলের শরণ ঈশ্বরকে প্রীত কর, যাও, বিলম্ব করিও না, ক্রমেং সকল হইতে বিরত হও। (৫৪)

রাজা প্রাচীনবর্হি অন্য জিজ্ঞাসা করিবার মানসে নারদোক্ত ঐ বিষয়ের অনুবাদ পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন শ্রবণ করিলাম এবং বিচার করিয়াও দেখিলাম। আপনি যাহা বলিলেন আমার বোধ হয় আমার উপদেশক উপাধ্যায়গণ এ সকল জানিতেন না, তাঁহারা বিদিত থাকিলে কি আমাকে বলিতেন না? (৫৫) আমার উপাধ্যায়দের বাক্য সহিত বিরোধ হওয়াতে আত্মতত্ত্বে অসম্ভাবনা রূপ মহৎ সংশয় ছিল আপনি তাহার উচ্ছেদ করিয়া দিলেন কিন্তু এক্ষণেও ঐ বিষয়ে একটী জিজ্ঞাস্য আছে তাহাও সামান্য নহে তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলের অপ্রবৃত্তি হেতু ঋষিগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। (৫৬) হে মহাশয়! জীব ইহলোকে যে দেহ দ্বারা কর্ম্ম করে সে দেহকে এখানেই পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার এখানকার কর্ম্ম দ্বারা পরলোকে অন্য এক দেহ হয়, সেই দেহ দ্বারা বারম্বার ঐ সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করে (৫৭) বেদবেত্তাদিগের এইরূপ বাক্য, তত্তৎ প্রসঙ্গে শুনা গিয়া থাকে। ফলতঃ শরীর জন্য কর্ম্ম দোষে স্থাবর জঙ্গমতা হয় এমত শ্রুতিও স্পষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু ইহা কি রূপে অসঙ্গত হয়, এক দেহে কর্ম্ম, অন্য দেহে ফলভোগ, এ কেমন কথা? (৫৮) অপিচ লোকে বেদোক্ত যে কর্ম্ম করে তাহা পরক্ষণেই পরোক্ষ অর্থাৎ অদৃশ্য হয় পরে আর প্রকাশ পায় না ইহাতে বোধ হয় ঐ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়, যদি কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল তাহা হইলে তাহার ফল ভোগ কি রূপে ঘটিবে? (৫৯)

নারদ কহিলেন রাজন্! জীব ইহলোকে যে দেহদ্বারা কর্ম্ম করে পরলোকে অব্যবধানেই অর্থাৎ কর্ত্তা ভোক্তার বিচ্ছেদ না হইতে হইতেই সেই দেহ দ্বারা ফল ভোগ করিয়া থাকে, ফলতঃ যদিও স্থূল দেহ বিনষ্ট হয় তথাচ মনঃপ্রধান লিঙ্গদেহের ধ্বংস না হওয়াতে তাহার দ্বারাই ফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয়ের বিষয় কি? (৬০) জাগ্রদবস্থায় এই যে দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে এতদভিমানি জীব শয়ান হইলে যেমন জাগ্রদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া মনোমধ্যে সংস্কাররূপে স্থিত কর্ম্ম সকলকে স্বপ্নদেহ দ্বারা ভোগ করে তাহার ন্যায় স্বপ্নদেহ সদৃশ কর্ম্ম জন্য পশ্বাদি দেহ অথবা অন্য কোন দেহ দ্বারা লোকান্তরে ফল ভোগ করিবে ইহাতে তোমার আশ্চর্য্য বোধ কেন হইতেছে? (৬১) "আমার এই সকল পুত্র" "এই আমি ব্রাহ্মণ" এই প্রকার কহিয়া জীব মনোদ্বারা যেং দেহ গ্রহণ করে সেইং দেহ হইতে সিদ্ধ কর্ম্ম পুনরায় প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্ম অহঙ্কার দ্বারা পরিগৃহীত হওয়াতে তদ্দ্বারাই পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনোবিশিষ্ট অভিমন্তাই কর্ত্তা, অভিমানের বিষয় যে দেহ, তাহা দ্বারমাত্র। (৬২) হে রাজন্! কর্ম্ম সকল পরক্ষণে নষ্ট হইয়া যায় ইহাতে পরকালে সে সকলের ভোগ কি রূপে হইবে বলিয়া যে সংশয় প্রকাশ করিলে তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যেমন ইন্দ্রিয় সকলের জ্ঞান ও কর্ম্ম রূপ দ্বিবিধ প্রবৃত্তি দ্বারা চিত্তের অনুমান করা যায় সেই রূপ চিত্তবৃত্তি দ্বারা পূর্ব্ব দেহ জন্য কর্ম্ম-সকলের অনুমান হইয়া

থাকে। (৬৩) অপর যে বস্তু যে প্রকার ও যৎস্বরূপ, তাহা যদি সেই প্রকারে ও তৎস্বরূপে এই দেহ দ্বারা কোথাও অনুভূত বা দৃষ্ট অথবা শ্রুত না হয় তাহা হইলে কখন স্বপ্ন অথবা মনোরথ ইত্যাদিতে সেই বস্তু উপলব্ধ হইতে পারে না। (৬৪) অতএব, বাসনাশ্রয় জীবের তত্তৎ অনুভবাদিযুক্ত পূর্ব্ব দেহ হইতে পারে ইহা বিশ্বাস করহ, নচেৎ মনঃ অননুভূত বিষয় স্পর্শ করিতে অক্ষম। (৬৫) হে মহারাজ! মনই মনুষ্যের পূর্ব্ব রূপ সকল প্রকাশ করিয়া দেয় আর মনই মনুষ্যের ভবিষ্যতে উন্নতি প্রাপ্তি অথবা নীচত্ব প্রাপ্তি হইলে যেমন২ রূপ হইবেক তাহা ঔদার্য্য কার্পণ্যাদি বৃত্তিদ্বারা জানাইয়া থাকে অতএব কাহারো ঔদার্য্য বা কার্পণ্যাদি দেখিলেই লোকে বলিয়া থাকে এ ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মেও এরূপ ছিল পরেও এপ্রকার হইবে। (৬৬) অপর যেমন কখন২ অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয়ও মনোমধ্যে প্রকাশমান হয় সেই রূপ পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্র, দিবসে নক্ষত্র দর্শন, আপনার শিরশ্ছেদন, ইত্যাদি অসম্ভব বিষয়ও দেশ কাল ও ক্রিয়া আশ্রয় করিয়া নিদ্রাদোষে স্বপ্নাবস্থায় প্রতীয়মান হইতে পারে ইহা অনুমত করিয়া লইতে হইবে। (৬৭) অপিচ সকল মনুষ্যেরই মন আছে, এবং সকল বস্তুই ক্রমানুরোধে মন ও ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া ভোগ্যত্ব রূপে উপস্থিত ও ভোগানন্তর গত হইয়া থাকে, অতএব সকল পদার্থই ক্রমশঃ মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে কোন বস্তুই কাহারো একান্ত অননুভূত নহে, সুতরাং স্বপ্নযোগে রাজার আপনাকে দরিদ্র করিয়া দর্শন ও দরিদ্রের আপনাকে মহারাজ করিয়া অবলোকন ইত্যাদিও অসম্ভব হইতে পারে না। (৬৮) হে রাজন্! রাহু যেমন চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় সত্বৈকনিষ্ঠ এবং ভগবদ্ধ্যান পরায়ণ যে মনঃ, তাহাতে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব সংযুক্তবৎ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ফলতঃ শুদ্ধ মনের মধ্যে সকল বিষয়ের স্ফুরণ যোগিদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, একথা প্রসিদ্ধই আছে। (৬৯) অপর বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় ও গুণ এই সকলের পরিণাম যাবৎ থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত "আমি, আমার" এই ভাব অর্থাৎ স্থূল দেহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না, অতএব কদাচিৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিরহে মুক্তি প্রসঙ্গ হয় এমত আশঙ্কাও করিতে পার না। (৭০) আর নিদ্রা মূর্চ্ছা ও উপতাপ (ইষ্ট বিয়োগজন্য দুঃখ) তথা মৃত্যু ও জরা এই সকল অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন অহঙ্কারাস্পদ বস্তু গ্রহণ হয় তখনই অহঙ্কারের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। অতএব নিদ্রাদি অবস্থায় অহঙ্কার একেবারে থাকে না এমত মনে করিও না। (৭১) হে রাজন্! যুবা ব্যক্তির একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রূপ অহঙ্করণ সুব্যক্ত দৃশ্য হয় অমাবস্যায় চন্দ্রকলার ন্যায় গর্ব্তস্থ ও বাল্য অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ না হওয়াতে, উহা তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। (৭২) অতএব অহঙ্কারের আস্পদ যে স্থূলদেহ, তাহার বিচ্ছেদ না হওয়াতে যদিও বিষয় সকল বস্তুতঃ বিদ্যমান থাকে না, তথাচ সংসার নিবৃত্ত হয় না, বিষয় ধ্যানকারি পুরুষের যেমন স্বপ্নে অনর্থাগম হয় তাহার ন্যায়, প্রকারান্তরে সংসার বিদ্যমান থাকে। (৭৩)

রাজন্! পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ এবং ত্রিগুণ ও ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত লিঙ্গদেহ এই প্রকারে চেতনার সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকেই জীব বলা যায়। এই লিঙ্গ দেহ দ্বারাই পুরুষ স্থূলদেহ সকল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আর ইহার দ্বারাই শোক, হর্ষ, সুখ, দুঃখ, ও ভয় প্রাপ্ত হয়। (৭৪) যেমন তৃণ জলৌকা পূর্ব্ব তৃণ

একেবারে ত্যাগ করে না, তৃণান্তর ধরিয়া ত্যাগ করে তাহার ন্যায়, পুরুষ ম্রিয়মাণ হইলেও পূর্ব্ব দেহের আরম্ভক কর্ম্ম সকলের সমাপন দ্বারা যাবৎ অন্য দেহ অবলম্বন না হয় তাবৎ পূর্ব্বদেহাভিমান পরিত্যাগ করে না। (৭৫) ফলে মনই প্রাণি সকলের সংসার কারণ। (৭৬) ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে সমস্ত বিষয় উপভুক্ত হয় তাহা ধ্যান করিয়াই পুরুষ পুনঃ২ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকে যেহেতু কর্ম্ম থাকিলেই অবিদ্যা থাকে, অবিদ্যা থাকিলেই দেহাদির কর্ম্মেতে বন্ধন হয় (৭৭) অতএব ঐ অবিদ্যার নিবারণার্থ সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান হরির ভজনা কর এবং এই বিশ্বকে তন্ময় দেখ, তাঁহা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। (৭৮)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ভাগবতপ্রধান ভগবান্ নারদ এই প্রকারে জীব ও ঈশ্বরের গতি উপদেশ দিলেন, তদনন্তর প্রাচীনবর্হি নৃপতিকে আমন্ত্রণ করিয়া তথা হইতে সিদ্ধ লোকে প্রস্থান করিলেন। (৭৯)

তাহার পর রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের অগ্রে কহিলেন আমার পুত্রদিগকে প্রজা সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কহিও। এইরূপে স্বীয় তনয়দের প্রতি আদেশ করিয়া তপস্যার্থ কপিলাশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রমে সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রমনা হইয়া ভগবান্ গোবিন্দের পাদপদ্ম ভজনা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐকান্তিকী ভক্তি প্রভাবে অচিরেই তাঁহার ভগবৎ সাম্য লাভ হইল।

বৎস বিদুর! দেবর্ষি নারদ এই প্রকারে পরোক্ষ অধ্যাত্ম তত্ত্বের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে কিম্বা কাহাকেও শুনাইবে সে লিঙ্গদেহ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। (৮০) অপিচ হে বৎস! দেবর্ষি শ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদের বদন নিঃসৃত এই অধ্যাত্ম তত্ত্ব, ভগবান্ মুকুন্দের যশে ত্রিভুবন পবিত্র করে এবং ইহা মনের সংশোধক, কোন ব্যক্তি ইহা কীর্ত্তন করিলে যিনি শ্রবণ করিবেন তাঁহার সমস্ত বন্ধন মোচন হইবেক, এ সংসারে আর কখন তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হইবেক না। (৮১) বৎস! এই পরোক্ষ অদ্ভুত অধ্যাত্মতত্ত্ব বৃত্তান্ত আমিই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ইহা দ্বারা বুদ্ধিযুক্ত আত্মার অহঙ্কার ছিন্ন হয় এবং পরকালে কি প্রকারে কর্ম্মের ফলভোগ হয় এ সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়। (৮২)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

তপস্যায় তুষ্ট পরমেশ্বর সন্নিধানে বর লাভানন্তর প্রত্যাগমন করিয়া দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রাচীনবর্হিপুত্রদের রাজ্য করণ।

বিদুর জিজ্ঞাসিলেন মুনে! আপনি প্রাচীনবর্হির যে সকল পুত্রের কথা কহিলেন তাঁহারা রুদ্রগীতা জপ দ্বারা ভগবান্ হরিকে তুষ্ট করিয়া কি রূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হন্? (১) হে ব্রহ্মন্! আপনি বৃহস্পতির শিষ্য, সকল জানেন, ঐ সকল ব্যক্তি তপঃ প্রভাবে যদৃচ্ছাক্রমে ভগবান্ গিরিশকে প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্যনাথ প্রিয় সেই মহেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী অর্থাৎ অনুগ্রহ ভাজন হওত অবশ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইহলোকে ও পরলোকে কি প্রাপ্ত হয়েন? (২)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! প্রচেতারা আপনাদের পিতা প্রাচীনবর্হির আজ্ঞা পালন করত সমুদ্রের জলমধ্যে থাকিয়া রুদ্রগীতা জপ রূপ যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা পুরঞ্জন হরির সন্তোষ জন্মাইতে ছিলেন। (৩) দশ সহস্র বৎসর তপস্যা হইলে সনাতন পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় কান্তিদ্বারা তাঁহাদের তপঃক্লেশ শান্তি করত সত্ত্ব মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। (৪) মেঘ যেমন সুমেরু শৃঙ্গের উপরে থাকে তাহার ন্যায় তিনি গরুড়ের উপরে আরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহার বসন পীতবর্ণ, গলায় কৌস্তুভ মণি, কান্তিদ্বারা দশ দিক্ প্রকাশ হইতেছিল। (৫) অপর উজ্জ্বল কনকময় ভূষণ দ্বারা বদন ও গণ্ডস্থল অনির্ব্বচনীয় দ্যুতি প্রকাশ করিতেছিল এবং মস্তকে চমৎকার কিরীট দেদীপ্যমান রহিয়াছিল। অপিচ অনুচর মুনি গণ এবং প্রধান২ দেব বৃন্দ চারিদিকে সেবা করিতেছিলেন, আর গরুড় স্বয়ং কিন্নর স্বরূপ হইয়া পক্ষশব্দ দ্বারা কীর্ত্তি গান করিতেছিল। (৬) তিনি যে বনমালায় পরিবৃত হইয়াছিলেন, সে মালার শোভা সামান্য হয় নাই, পীন অথচ আয়ত যে আটটী বাহু, তৎসমূহের মধ্যস্থিত লক্ষ্মীর সহিত আস্পর্দ্ধা করিতেছিল। বৎস বিদুর! এই প্রকার ঐশ্বর্য্য সহ সমুৎপন্ন সেই আদ্য পুরুষ সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মেঘ গম্ভীর বাক্য দ্বারা প্রাচীনবর্হির পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন (৭) হে নৃপনন্দন গণ! তোমাদের পরস্পর সৌহৃদ্যহেতু এক প্রকারই ধর্ম্ম, অতএব এই সৌহৃদ্যে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। (৮) হে রাজতনয় সকল! তোমরা আমার অতি প্রিয় পাত্র, তোমাদের সম্মানার্থ আমি এই এক বর দিতেছি যে মনুষ্য অনুদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদিগকে স্মরণ করিবে তাহার ভ্রাতৃপ্রতি আত্মতুল্য স্নেহ এবং প্রাণি সকলে সৌহৃদ্য হইবেক। (৯) হে বৎসগণ! তোমরা যে রুদ্রগীতা গান করিলে যাহারা সায়ং ও প্রাতঃকালে সমাহিত হইয়া তাহা পাঠ করিয়া আমার স্তব করিবে আমি তাহাদিগকেও বাঞ্ছিত বর এবং শোভনা প্রজ্ঞা প্রদান করিব ইহাতে তোমাদিগের অভিলষিত বর দানে কার্পণ্য করিব এমত কখনই মনে করিও না। (১০) হে বৎস সকল! তোমরা যেহেতু হর্ষান্বিত হইয়া আপনাদের পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছ সেই হেতু সকল লোকে তোমাদের এই কমনীয়া কীর্ত্তি পরিব্যাপ্ত হইবেক। (১১)

হে রাজ নন্দন গণ! তোমাদের একটী বিখ্যাত পুত্র জন্মিবেক। সেই সন্তান গুণদ্বারা ব্রহ্মার সমান হইবে এবং তাহার আত্মজ গণ এই ভুবন পরিপূর্ণ করিবেক। (১২) তোমাদের ভার্য্যা হয় নাই, সন্তান কি রূপে হইবে এমত আশঙ্কা করিও না, প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরা, যাহাকে দেবরাজ ইন্দ্র কণ্ডু মুনির তপস্যানাশার্থ পাঠাইয়াছিলেন, সে ঐ ঋষির সহিত বিহার করিয়া তাঁহার ঔরসে এক কন্যা উৎপন্ন করিয়াছে। সেই কন্যা দুর্লভা নহে, কণ্ডুর তপস্যা ভ্রংশ করিয়া যখন ঐ অপ্সরা স্বর্গে যায় তখন আপনার গর্ভ্ভ বৃক্ষ সকলের উপর পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতএব তরুগণ পরিত্যক্তা সেই কন্যাটিকে প্রাপ্ত হয়। (১৩) ঐ কন্যাটী একদা ক্ষুধায় কাতরা হইয়া রোদন করিতেছিল তাহাতে তরুদের রাজা সোম সদয় হইয়া আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি যাহা হইতে অমৃত ক্ষরিত হয় তাহার মুখে প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব সেই কন্যা একে অপ্সরার গর্ভ্ভজাতা, তাহাতে আবার অমৃতাহার করিয়াছিল সুতরাং তাহার রূপ লাবণ্য অতি চমৎকার, স্বেদ দৌর্গন্ধ্যাদি কিছুই নাই। (১৪) তোমাদের পিতা

আমার অনুবৃত্তি করিয়া তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টি নিমিত্ত নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন সেই নিয়োগ পালন করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তোমরা প্রজা সৃষ্ট্যর্থ ঐ কন্যাটীর পাণিগ্রহণ কর, এ বিষয়ে কাল বিলম্ব করিও না। (১৫) হে বৎসগণ! তোমাদের ধর্ম্ম ও শীল পরস্পর পৃথক্ নহে, অতএব ঐ এক কন্যা তোমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইতে পারিবেক। অপর ঐ বালার ধর্ম্ম ও শীল তোমাদের হইতে পৃথক্ নহে এবং সে তোমাদের সকলেরই প্রতি আপনার মানস অর্পণ করিয়াছে অতএব ধর্ম্ম ও শীলের ঐক্য এবং আমার বাক্য হেতু তোমাদের সকলেরই ঐ এক কন্যা পত্নী হইবেক, এবিষয়ে দোষ আশঙ্কা করিও না। (১৬) তোমরা আমার অনুগ্রহে অপ্রতিহত বল হইয়া দিব্য বহু সহস্র বৎসর পার্থিব ও দিব্য ভোগ লাভ করিবে (১৭) তদনন্তর আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি হইবে তাহাতে তোমাদের কামাদি মল ও আশয় দগ্ধ হইয়া যাইবে সুতরাং নিরয় তুল্য পার্থিব ও দিব্য ভোগে বিরক্ত হইয়া অবশেষে আমার স্থানে গমন করিতে পাইবে। (১৮)

হে বৎসগণ! এস্থলে এমত আশঙ্কা করিও না যে গৃহে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতেই আসক্তি জন্মিবে সুতরাং বন্ধ হইবারই সম্ভব, তবে তো ভক্তি ও নির্ব্বেদ হইল না। বৎস সকল! গৃহাশ্রম বন্ধের কারণ সত্য, কিন্তু যদি গৃহে প্রবেশ করিয়াও কুশলকর্ম্মা হয় অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া আমাতেই অর্পণ করে এবং আমার কথা প্রসঙ্গে সময় যাপন করিতে অনুরাগী হয়, তাহা হইলে গৃহ কখন বন্ধের কারণ হয় না। (১৯) হে বৎসগণ, আমার কথাশ্রবণকারিদের কেন গৃহদ্বারা বন্ধ হয় না, বলি শুন। আমার কথা শ্রবণ করিলে আমি যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, আমি স্বয়ং সংকীর্ত্তকদের দ্বারা শ্রোতাদের হৃদয় যাহা প্রত্যেক পদে নূতন তুল্য হয়, তাহাতে আবির্ভূত হই, সুতরাং তাহাদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, কারণ আমিই ব্রহ্ম, আমাকে প্রাপ্ত হইলেই পুরুষদিগকে শোক বা মোহ বা হর্ষ অনুভব করিতে হয় না, আমার সম্বন্ধ মাত্রে ঐ সকল দূরীভূত হইয়া যায়। (২০)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! পুরুষার্থ প্রাপক ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া এই প্রকার কহিতে থাকিলে প্রচেতা সকল কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্গদ বাক্যে সুহৃত্তম সেই ভগবানের স্তব করিলেন। (২১) তাঁহারা কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি ক্লেশ নাশন, তোমাকে কোটি২ নমস্কার করি। প্রভো! বেদে তোমার উদার গুণ ও তোমার মহৎ নামকে সকল বিষয়ের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে দেব! তোমার বেগ মন ও বাক্যেরও অগ্রবর্ত্তী, অর্থাৎ তুমি বাক্য ও মনের অগোচর অতএব ইন্দ্রিয় সকলের পথ তোমার বর্ত্ম অবগত হইতে পারে না। প্রভো। তোমাকে নমস্কার করি। (২২) হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বদাই স্বরূপে অবস্থিত, অতএব সদাই নির্ম্মল ও শান্ত, তোমাকে নমস্কার। প্রভো! মনঃ নিমিত্ত কারণ হওয়াতেই তোমাতে দ্বৈত বুদ্ধি স্ফূরিত হয়। হে দেব! তুমি জগতের স্থিতি লয় ও উদয় নিমিত্ত মায়াগুণ দ্বারা ব্রহ্মাদি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। (২৩)

হে ভগবন্! তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ, তোমার জ্ঞানে এই সংসার বিনষ্ট হয়, তোমাকে নমস্কার করি। প্রভো! তুমি বাসুদেব, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি সমস্ত ভাগবতজনের প্রভু, তোমাকে নমস্কার করি। ভগবন্! তোমার নাভিদেশে কমল, গলায় কমলমালা, চরণে কমল, নয়নদ্বয় কমল, তোমাকে নমস্কার। (২৪) ভগবন্! তোমার নির্ম্মল বসন পদ্মকেশর তুল্য পিশঙ্গ বর্ণ, তোমাকে নমস্কার করি। প্রভো! তুমি সর্ব্ব ভূতের নিবাস ভূমি এবং সকলের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার। (২৫) ভগবন্!

তোমার এই রূপ হইতে অশেষ ক্লেশের সংক্ষয় হয়। আমরা নানা যাতনা ভোগ করিতেছিলাম আমাদের নিমিত্ত তুমি এই মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে ইহাতেই আমাদের প্রতি পরম অনুকম্পা প্রদর্শিতা হইল, তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব। (২৬) হে অমঙ্গল নাশন! প্রভুগণ দীন ব্যক্তিদিগকে "ইহারা আমাদের লোক" এই রূপ বুদ্ধি দ্বারা উচিতকালে যদি স্মরণ করেন তাহা হইলেই তাঁহাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। (২৭) কারণ ঐ রূপ স্মরণ দ্বারাই ঐ সকল ব্যক্তির সুখ হইয়া থাকে। অপর, হে ভগবন্! তুমি ক্ষুদ্র প্রাণিদিগের হৃদয় মধ্যে অন্তর্যামি রূপে অবস্থিতি করিতেছ ইহাতে সকলেরই মনোরথ জান। প্রভো! আমরা তোমার উপাসক, আমরা কি ইচ্ছা করি, আমাদের বরণীয় কি, তাহা কি তুমি জান না? অবশ্যই জান, (২৮) তথাপি কোন্ বর আমাদের বাঞ্ছিত, যদি আমাদের মুখে শুনিতে ইচ্ছা করেন তবে বক্তব্য এই যে তোমার প্রসন্নতাই আমাদের প্রার্থনীয় বর। প্রভো! তুমি মোক্ষপথ-প্রদর্শক এবং স্বয়ং পুরুষার্থ স্বরূপ, তমি আমাদের প্রতি প্রসন্নই আছ (২৯) তথাপি আমরা তোমার প্রসন্নতাই প্রার্থনা করি। প্রভো! তুমি পরাৎপর, এবং সর্ব্বাভীষ্ট দানে সমর্থ, তোমার বিভূতির অন্ত নাই, এই কারণে লোকে তোমাকে অনন্ত বলিয়া থাকে (৩০) আমরা তোমার নিকট কি বর চাহিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। ভগবন্! যেমন পারিজাত বৃক্ষ অনায়াসে প্রাপ্ত হইলে যদিও অন্য বৃক্ষ সুলভ হয় তথাপি ভ্রমর তাহার সেবা করে না তদ্রূপ আমরা তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইয়া অন্য কি প্রার্থনা করিব। (৩১) কিন্তু তুমি বর গ্রহণার্থ আদেশ করিতেছ অতএব এই বর চাহি আমরা তোমার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হওয়াতে কর্ম্ম বশতঃ এ সংসারে যাবৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব তাবৎ যেন জন্মে২ তোমার সঙ্গি ব্যক্তিদের সহিত আমাদের সঙ্গ হয়। (৩২) প্রভো! আমরা তোমার সঙ্গিদের সঙ্গ লেশের সঙ্গে স্বর্গ ও মোক্ষও তুলনা করি না, ইহাতে মানবগণের প্রার্থনীয় অন্য২ বিভবের কথা কি? অর্থাৎ সে সকল উহার সহিত তুলনা করিব সম্ভাবনা কি? (৩৩) প্রভো! তোমার যে সকল সঙ্গিদের সন্নিধানে পবিত্র কথার প্রস্তাব হয়, যাঁহাদের হইতে তৃষ্ণার শান্তি হয়, যাঁহারা সকল প্রাণিতে বৈরবিহীন, যাঁহাদের সমীপে কোন প্রকার উদ্বেগ নাই, অপর যাঁহারা মুক্ত সঙ্গ হইয়া সৎকথার অবসরে সন্ন্যাসিদিগের গতি সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের পুনঃ২ প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন (৩৪) তাঁহাদের সহিত সমাগম প্রাপ্ত হইতে কোন্ ভীত ব্যক্তির স্পৃহা না হইবে? প্রভো! তোমার ঐ সকল পুরুষ পাদ দ্বারা পৃথিবী পবিত্র করিবার বাসনায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা তীর্থ স্বরূপ। (৩৫) প্রভো! সৎসঙ্গের ফল আমরাই অনুভব করিতেছি, দেখ, তোমার প্রিয় সখা যে ভগবান্ ভব, তাঁহার সহিত ক্ষণকাল সঙ্গ হওয়াতে তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। তুমি এই দুশ্চিকিৎস্য সংসারের এবং মৃত্যুর সদ্বৈদ্য ও আদ্য গতি। তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া সামান্য লাভ নহে। (৩৬) প্রভো! আমরা যে উত্তম রূপ বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু বিপ্র ও বৃদ্ধগণকে যে প্রসন্ন করিয়াছি, মান্য লোক সুহৃজ্জন ও ভ্রাতৃগণকে যে নমস্কার করিয়াছি, সকল প্রাণিকে অসূয়া পরিত্যাগ দ্বারা যে সন্তুষ্ট করিয়াছি (৩৭) অপর আমরা অশন পান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বহুকাল পর্য্যন্ত জল মধ্যে যে সুন্দর তপস্যা করিলাম সেই সমস্ত কর্ম্ম তোমার পরিতোষের নিমিত্ত হউক। প্রভো! তুমি পরম পুরুষ! তোমার পরিতোষই আমাদের প্রার্থনীয়, তাহাই আমরা প্রার্থনা করি। (৩৮)

প্রভো! যদিও আমরা অজ্ঞ, তথাপি তোমার স্তব করা আমাদের অযুক্ত হে, যেহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তথা প্রজাপতি এবং তপস্যা ও জ্ঞান দ্বারা বশুদ্ধ সত্ব অন্যান্য যোগী, ইহাঁরাও তোমার মহিমার পার দর্শন করিতে না পারিয়া ২ শক্ত্যনুসারে স্তব করিয়া থাকেন অতএব আমরাও যথাসাধ্য স্তব করিলাম। (৩৯) প্রভো! তুমি সর্ব্বত্র সমান, এবং পরিশুদ্ধ পরম পুরুষ, তোমাকে নমস্কার। ভগবন্! তুমি সত্বমূর্ত্তি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। (৪০)

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতা গণ এই প্রকারে স্তব করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রীত হইয়া কহিলেন তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হউক। অনন্তর যদিও তাঁহার দর্শনে প্রচেতাদের নয়ন পরিতৃপ্ত না হওয়াতে তাহার প্রয়াণ তাঁহাদের অভিমত হইল না তথাচ তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন যাহার প্রভাব অকুণ্ঠিত, বারণ করিয়া রাখে কাহার্ সাধ্য? (৪১)

তাহার পর প্রচেতাগণ সাগর সলিল হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন রাজ্য অ-রাজক হওয়াতে কৃষ্যাদি বিরহে ভূমি বিবিধ বৃক্ষে আচ্ছন্ন হইয়াছে, ঐ সকল তরু এত উন্নত যেন স্বর্গ রোধ করিতে উদ্যত। অতএব বৃক্ষ সকলের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় কোপ হইল। (৪২) প্রলয়কালীন কালাগ্নির ন্যায় অনল দ্বারা অবনীতলকে তরু তায় শূন্য করিবার মানসে রোষ বশতঃ মুখহইতে অগ্নি মারুত নির্গত করিয়া পরি-ত্যাগ করিলেন। (৪৩) তাহাতে পৃথ্বীতলস্থ সমস্ত বৃক্ষ ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। পিতামহ ব্রহ্মা তদবলোকনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রচেতাদের নিকট আগমন করিলেন এবং যুক্তি যুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন। (৪৪)

বৎস বিদুর! ঐ দাহ সময়ে যে সকল বৃক্ষ অবশিষ্ট রহিল তাহারা ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে আপনাদের সেই কন্যাটী প্রচেতাদিগকে সম্প্রদান করিল। (৪৫) ব্রহ্মা প্রচেতাদিগকেও আদেশ করিলেন তোমরা এই কন্যা গ্রহণ কর। অতএব তাঁহারা মারিষা নাম্নী ঐ কন্যাকে স্বীকার করিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন। তাহার গর্ব্ভে দক্ষ উৎপন্ন হন্। বৎস! যদিও এই দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র, তথাচ পূর্ব্বে একবার মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন সেই অপরাধে এই ক্ষত্রিয় জাতিতে তাঁহার জন্ম হইল। (৪৬) চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে কাল বশতঃ পূর্ব্ব দেহ বিগমে যিনি ঈশ্বরের নিয়োগ দ্বারা ইষ্ট প্রজা সকলের সৃষ্টি করেন ইনি সেই দক্ষ। (৪৭) অপর যিনি উৎপন্ন হইয়া আপন প্রভাব দ্বারা সমস্ত তেজস্বির তেজঃ আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন এবং কর্ম্ম সকলে দক্ষতা হেতু যাঁহাকে সকলে দক্ষ বলিতেন (৪৮) সেই এই দক্ষকেই ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি রক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। এই দক্ষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া অন্যান্য মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (৪৯)

ইতি চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

দক্ষ হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক প্রচেতাদের বন গমন এবং নারদোক্ত বর্ত্ম অনুসরণ দ্বারা মুক্তি লাভ।

মৈত্রেয় কহিলেন তদনন্তর দিব্য সহস্র সহস্র বৎসর রাজ্যভোগের পর প্রচেতা-দের বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইল অতএব তাঁহারা "আমার ধামে গমন করিবে" ভগ-

বানের সেই বাক্য স্মরণ করত পুত্রের নিকট পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া আশু গৃহ হইতে প্রব্রজিত হইলেন (১) এবং যে স্থানে বসিয়া আত্ম বিচার করিলে সকল প্রাণিতে আত্ম জ্ঞান হয় সমুদ্র তটের সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তদর্থ সংকল্প করিলেন সেই খানেই জাজ্জ্বলি ঋষি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। (২)

প্রচেতারা সমুদ্রতটে গিয়া প্রাণ, মনঃ, বাক্য, ও চক্ষুঃ জয় পূর্ব্বক জিতাসন হইয়া এবং আপনাদের শরীর মূলাধার অবধি ঋজু করিয়া বিষয় হইতে উপরত হওত নির্ম্মল পরব্রহ্মে আত্ম সংযোগানন্তর বসিয়া আছেন ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন। (৩)

দেবর্ষি উপস্থিত হইবামাত্র প্রচেতারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া উপবেশনার্থ আসন দিলেন। অনন্তর দেবর্ষি সুখোপবিষ্ট হইলে যথেষ্ট শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনকার সুখে আগমন হইল? আমাদের পরম ভাগ্য, তাহাতেই দর্শন পাইলাম। ব্রহ্মন্! দিবাকরের ভ্রমণ তুল্য আপনকার ভ্রমণ লোক সকলের অভয়ের নিমিত্ত হয়। (৪) মুনে! ভগবান্ বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমাদিগকে যে২ উপদেশ করিয়াছিলেন আমরা গৃহাশ্রমে আসক্ত থাকিয়া সে সকল প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট অধ্যাত্ম জ্ঞান প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক, যাহাতে আমাদের তত্ত্বার্থ দর্শন হয় এবং আমরা দুস্তর ভব সাগর পার হইতে পারি। (৫)

মৈত্রেয় কহিলেন প্রচেতাগণ এই প্রকার কহিলে দেবর্ষি নারদ ভগবানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বাক্যে প্রতিবচন প্রদান করিলেন। (৬)

নারদ কহিলেন হে নৃপগণ! মনুষ্যদের সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্ম্মই কর্ম্ম, সেই পরমায়ুই পরমায়ু, সেই মনই মনঃ, সেই বাক্যই বাক্য, যাহাদ্বারা তাহারা বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরির সেবা করিয়া থাকে অর্থাৎ হরিসেবাই জন্ম কর্ম্মাদির ফল, হরি সেবা ব্যতিরেকে ঐ সকলই ব্যর্থ হয় অতএব তোমরা বিনা হরিসেবায় গৃহাসক্ত হইয়া আপনাদের জন্ম কর্ম্মাদি বিফল করিয়াছ। (৭) হে বৎসগণ! শুক্র শোণিতের সংযোগ, উপনয়ন সংস্কার, দীক্ষা গ্রহণ, এই তিন প্রকারে মনুষ্যদের যে ত্রিবিধ জন্ম হয় হরিসেবা বিনা সেই জন্মত্রয়ে কি ফল? বেদোক্ত কর্ম্ম সকলেই বা কি উপকার? দেবতাদের তুল্য দীর্ঘ পরমায়ুতেই বা কি লাভ? (৮) অপর হরিসেবা ব্যতিরেকে বেদ শ্রবণ, তপস্যা, বাগ্বিলাস, বিবিধ প্রকার বিচার সামর্থ্য রূপ চিত্ত বিলাস এই সকলেতেই বা কি ফল দর্শে? আর নিপুণ বুদ্ধি ও বল এবং ইন্দ্রিয় পাটবেতেই বা কি হইতে পারে? (৯) যেখানে আত্মপ্রদ ভগবান হরি নাই সেখানে প্রাণায়ামাদি যোগ, সাঙ্খ্য অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান এবং সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়নে কি লাভ? আর অন্যান্য শ্রেয়ঃ সাধন ব্রত বৈরাগ্যাদিতেই বা কি ফল দর্শিবে? (১০) হে বৎস সকল! ঐ সকল কর্ম্ম অন্যান্য নানাবিধ ফল সাধক সত্য কিন্তু সেই সকল ফলের পরা কাষ্ঠা পরমার্থতঃ আত্মা, কারণ অন্য বস্তু সকল আত্মার্থই প্রিয় হইয়া থাকে, সকল প্রাণিরই ঐ আত্মা ভগবান্ হরি, যেহেতু তিনি আত্মপ্রদ অর্থাৎ অবিদ্যা নিরাস দ্বারা স্বরূপের অভিব্যঞ্জক এবং আনন্দ স্বরূপত্ব প্রযুক্ত সকল প্রাণির প্রিয়। (১১)

হে বৎসগণ! নানা প্রকার কর্ম্ম দ্বারা তত্তদ্দেবতার প্রীতি নিমিত্ত যে সকল ফল হয় তাহাও ভগবানের প্রীতিহেতু হইয়া থাকে নিরবচ্ছিন্ন তত্তদ্দেবতার আরাধনে

কিছুই হয় না। ফলতঃ যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে তাহার স্কন্ধ শাখা উপশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয় মূলসেক বিনা স্কন্ধ প্রভৃতি এক২ অবয়বে জল দিলে কিছুই হয় না এবং যেমন প্রাণের উপহার অর্থাৎ ভোজন দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় এক২ ইন্দ্রিয়ে পৃথক্ অনুলেপনাদি করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি হয় না, তেমনি ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনাই সকল দেবতার আরাধনা, অর্থাৎ তাহাতেই সকল দেবের সন্তোষ হয় (১২) ইহার কারণ ভগবান্ সকলেরই মূল। ফলতঃ যেমন জল বর্ষাকালে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং গ্রীষ্ম কালে পুনরায় তাহাতেই প্রবেশ করে, অথবা স্থাবর জঙ্গম ভূত সকল যেমন ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় এবং শেষে ঐ ভূমিতেই বিলীন হইয়া যায় তাহার ন্যায়, চেতনাচেতন স্বরূপ এই প্রপঞ্চ ভগবান হরি হইতে উদ্ভূত ও ভগবান্ হরিতেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে অতএব ভগবান্ই সকলেরই মূল। (১৩) হে নৃপগণ! যেমন আকাশে মেঘ, অন্ধকার ও প্রকাশ ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয় সেই রূপ সকল শক্তি ভগবানেতেই লয় হয় অর্থাৎ রজঃ তমঃ সত্ত্ব এতদ্রূপ জগৎ প্রবাহ পরব্রহ্মেই ক্রমে বিলীন হইয়া থাকে। (১৪) অতএব ভগবান্ যদি এইরূপে সর্ব্ব কারণের কারণ হইলেন, তবে তোমরা সকলে অভিন্নত্ব রূপে তাঁহাকেই সাক্ষাৎ ভজনা কর। তিনি সমুদায় দেহির এক আত্মা, এবং এই জগতের কাল অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ, আর প্রধান, অর্থাৎ উপাদান কারণ ও পুরুষ অর্থাৎ কর্ত্তা। তিনি আপনার তেজঃদ্বারা সত্ত্বাদি গুণ প্রবাহ বিনষ্ট করেন, অতএব পরম ঈশ্বর। (১৫)

হে নৃপগণ! সর্ব্বভূতে দয়া, যদৃচ্ছা লাভে সন্তোষ, এবং সকল ইন্দ্রিয়ের দমন, এই কএকটী কর্ম্মদ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দন আশু সন্তুষ্ট হয়েন। (১৬) ফলতঃ যে সকল সাধুর মনঃ সকল কামনা শূন্য, তাঁহারা সেই মনের মধ্যে নিরন্তর বর্দ্ধিত ভাবনা দ্বারা ভগবান্‌কে সন্নিহিত করিতে পারিলে ভগবান্ হরি তাঁহাদের মনোবর্ত্তি আকাশের ন্যায় ঐ মনঃ হইতে কখন সরিয়া যান না, নিজ জনের বশতাপন্ন হইয়াছি বোধ করিয়া সেই স্থানেই থাকেন। (১৭) কিন্তু যে সকল ব্যক্তি কুৎসিত মতি, ধন বিদ্যা কুল ও কর্ম্মের অহঙ্কারে অকিঞ্চন সাধুগণের তিরস্কার করে, ভগবান্ তাহাদের পূজাও গ্রহণ করেন না, কারণ ভক্ত জনেরাই তাঁহার প্রিয় এবং তিনি ভক্তি সুখেরই রস জানেন অতএব ভক্ত জনের র্ভৎসনা তাঁহার অসহ্য হয়। (১৮)

অহে নৃপগণ! যিনি আপনাতেই পরিপূর্ণ এবং আপনার ভক্ত জনেই অনুরক্ত হওয়াতে অনুবর্ত্তমানা শ্রী ও সকাম রাজগণ এবং দেবতাদিগেরও অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না তাদৃশ ভগবানকে কোন্ কৃতজ্ঞ পুরুষ অত্যল্পও পরিত্যাগ করিতে পারে? (১৯)

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! ব্রহ্মপুত্র নারদ এই সকল এবং অন্য২ ভগবৎ কথা প্রচেতাদিগকে শ্রবণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। প্রচেতারাও তাঁহার বদন হইতে বিনির্গত ভগবান্ হরির লোকমলাপহ যশঃ শ্রবণ করিয়া তদীয় পাদপদ্ম ধ্যান করিতে২ তৎস্বরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন। (২০)

বিদুর! তুমি আমাকে যাহা২ জিজ্ঞাসিয়াছিলে তাহা এই সমুদায় প্রচেতাদের ও দেবর্ষি নারদের সংবাদ দ্বারা তোমার নিকট বলিলাম। বৎস! এই সংবাদে ভগবান্ হরির কীর্ত্তন আছে। (২১)

মহর্ষি শুকদেব এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্নন করিয়া রাজা পরিক্ষিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে নৃপবর! মনু পুত্র উত্তানপাদের বংশ এই বর্ণিত হইল। এক্ষণে প্রিয়-

ব্রতের বংশ বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ করহ। (২২) ঐ রাজা (প্রিয়ব্রত) নারদের নিকট আত্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন পরে এই পৃথিবী আপনার পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া ঐশ্বরিক পদ প্রাপ্ত হন্। (২৩)

হে রাজন্! মুনিবর মৈত্রেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত এই সমস্ত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া বিদুরের ভক্তি ভাব প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া মস্তক দ্বারা ঐ মুনির চরণ এবং হৃদয়ের দ্বারা ভগবানের পদারবিন্দ ধারণ করিলেন। অনন্তর আনন্দ গদ্গদ বাক্যে বলিলেন হে তাত! হে মহাযোগিন্! আপনি করুণায় পরিপূর্ণ, অনুগ্রহ প্রকাশিয়া আমাদিগকে তমোগুণের পার দর্শন করাইলেন যেখানে অকিঞ্চন ভক্তজনের গোচর ভগবান্ হরি বর্ত্তমান। এই প্রকারে সেই ঋষিকে সম্ভাষিয়া প্রণামানন্তর জ্ঞাতিগণ দর্শন বাসনায় হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন। (২৪)

ভগবান্ হরির প্রতি অর্পিত চিত্ত প্রচেতাদিগের এই পবিত্র চরিত্র যে ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করিবেন তাঁহার আয়ু, ধন, ঐশ্বর্য্য, যশঃ কল্যাণ ও সদ্গতি প্রাপ্তি হইবে। (২৫)

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়।

ইতি শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্রসম্পাদক কৃত ভাগবতার্থানুবাদে চতুর্থ স্কন্ধ।

চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

পঞ্চম স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শকাব্দাঃ ১৭৭৮

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ। প্রকাশক।

পঞ্চম স্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবত।

পঞ্চম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রিয়ব্রতের রাজ্যভোগ এবং তদনন্তর পুনরায় জ্ঞান নিষ্ঠা।

প্রিয়ব্রতের প্রথমে আত্মজ্ঞান তদনন্তর গৃহাশ্রমে আসক্তি তাহার পর সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরিক্ষিত সবিস্ময় চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন মুনে! মহাত্মা প্রিয়ব্রত পরম ভাগবত, ইহাতে তাঁহার আত্মাতেই রতি হইতে পারে, তিনি কি প্রকারে গৃহাশ্রমে রত হইয়াছিলেন? ঐ আশ্রম নির্দোষ নহে, তাহা কর্ম্মদ্বারা বন্ধ ও স্বস্বরূপের তিরস্কারের মূল। (১) অপর, গৃহাশ্রমে রতি তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ দ্বারা হইয়াথাকে, মুক্তসঙ্গ ভাগবত পুরুষদিগের তো কখন গৃহে অভিনিবেশ হইতে পারে না! (২) কুটুম্বস্পৃহা দ্বারা গৃহাশ্রমে রতি হয় সত্য, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মহৎ, তাঁহাদের চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের ছায়াতেই নির্বৃত থাকে, ইহাতে তথাবিধ পুরুষদের কুটুম্বের প্রতি স্পৃহাযুক্ত মতি হইবার সম্ভাবনাই বা কই? তাহাও তো দেখিতে পাই না। (৩) অপিচ হে ব্রহ্মন্! প্রিয়ব্রত পুত্র কলত্র গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন্ এবং ভগবানে যে তাঁহার অচলা ভক্তি হয় ইহাও আমার মহৎ সংশয় স্থল, গৃহাসক্ত পুরুষের কি প্রকারে সিদ্ধি ও ভগবানে অচলা ভক্তি হইয়াছিল? (৪)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! সত্য কহিলে, ভগবানের চরণারবিন্দ মকরন্দ রসে যে সকল ব্যক্তির চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয় তাঁহারা ভগবৎকথাকেই আপনাদের পরম মঙ্গল পদবী জ্ঞান করেন, তাহা কদাচিৎ কোন প্রকার বিঘ্নে প্রতিহতা হইলেও প্রায় পরিত্যাগ করেন না, একথা অতি যথার্থ। (৫) ফলেও মনু আপনার পুত্র প্রিয়-ব্রতকে রাজনীত্যুক্ত সমস্ত প্রধান২ গুণের আশ্রয় জানিয়া ধরাতল পরিপালনার্থ নিযুক্ত করিলে ঐ রাজপুত্র আদৌ তাহা গ্রহণ করেন নাই। হে রাজন্! প্রিয়ব্রতের রাজ্য পালন ভার না লইবার কারণ এই, তিনি পরম ভাগবত ছিলেন এবং দেবর্ষি নারদের চরণারাধন করাতে তাঁহার আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, অতএব আত্ম ধ্যান রূপ কার্য্য দ্বারা নিয়ম গ্রহণ করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। আর তিনি পূর্ব্বেই চিত্তৈকাগ্র্য দ্বারা ভগবান বাসুদেবে, আপনার ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়াকলাপ সমর্পণ করেন। মহারাজ! যদিও পিতার আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত, তথাচ প্রিয়ব্রত এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে রাজ্যাধিকার অলীক, আর রাজ্যপ্রপঞ্চ হইতে পরাভব

হইবার সম্ভাবনা, অতএব তাহাতে তিনি প্রথমতঃ সম্মত হয়েন নাই। (৬) কিন্তু ভগবান্ আদিদেব ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান নিখিল বেদ ও মরীচি প্রভৃতি সমস্ত নিজ জনে পরিবৃত হইয়া আপনার ভবন সত্য লোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া আসিলেন। হে রাজন্! যেমন রাজা চরদ্বারা মণ্ডলেশ্বরদিগের অভিপ্রায় অবগত হন তাহার ন্যায় গুণ সৃষ্টির সমৃদ্ধি চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মা সমস্ত জগতের অভিপ্রায় অবগত হইতেন, প্রিয়ব্রতের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াতে নারদ সন্নিধানে গমনার্থ স্বস্থান হইতে নির্গত হইয়া আসিতে লাগিলেন। (৭) অবতীর্ণ হইবার সময় স্থানে২ চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইল এবং পথে২ দেবেন্দ্রগণ তাঁহার পূজা ও সিদ্ধ সাধ্য গন্ধর্ব্ব চারণ এবং মুনি প্রভৃতি যশঃ গান করিলেন। ব্রহ্মা এই প্রকারে সম্মানিত হইতে হইতে আসিয়া স্বীয় দ্যুতি দ্বারা গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বর উদ্দ্যোতিত করত তথায় উপস্থিত হইলেন। (৮) সেই সময় গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বরে নারদ প্রিয়ব্রতকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিতেছিলেন এবং মনুও প্রিয়ব্রতকে লইবার নিমিত্ত তথায় আসিয়াছিলেন। হংস যান দেখিয়াই নারদ জানিতে পারিলেন আমার পিতা ভগবান্ ব্রহ্মার আগমন হইল, অতএব মনু ও প্রিয়ব্রতের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান করিলেন এবং পূজা সামগ্রী হস্তে করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। (৯) হে ভারত! তদনন্তর দেবর্ষি নারদ পূজোপহার সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাঁহার গুণ ও যশঃ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টতার বিষয় বর্ণন করিলেন। অতএব ব্রহ্মা দয়া প্রকাশার্থ ঈষৎ হাস্য ও কটাক্ষপাত করিয়া প্রিয়ব্রতের প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (১০)

ব্রহ্মা স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন হে তাত! আমি যাহা বলি অবধান কর, সত্য স্বরূপ অপ্রমেয় ভগবানে আরোপ করিয়া দোষ দর্শন করা উচিত হয় না। বৎস! তুমি, তোমার পিতা, এবং তোমার এই গুরু মহর্ষি ও আমি, আমরা সকলেই অবশ হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। (১১) কোন জীব তপস্যা অথবা বিদ্যা কিম্বা যোগ বা সমাধি বর্দ্ধিত বল দ্বারা স্বতঃ অথবা পরতঃ কোন রূপে তাঁহার নির্ম্মিত বিষয় নষ্ট করিতে সমর্থ নহে এবং অর্থ ও ধর্ম্ম দ্বারাও তাঁহার কৃত কার্য্য অন্যথা করিতে কাহারো ক্ষমতা নাই। (১২) হে প্রিয়ব্রত! সকল লোকে উৎপত্তি, নাশ, শোক, মোহ, ভয়, সুখ, দুঃখ, এই সকলের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে পরমেশ্বরদত্ত দেহযোগ সর্ব্বদাই ধারণ করে, তাহা অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে। (১৩) বৎস! কর্ম্ম করণেও কাহারো স্বাধীনতা নাই, আমরা পরমেশ্বরের বাক্যরূপ রজ্জুতে, সত্বাদি গুণ পূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণাদি শব্দদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকেই (পরমেশ্বরকেই) পূজোপহার প্রদান করি। ফলতঃ বলীবর্দ্দাদি চতুষ্পদ সকল নাসিকায় বদ্ধ হইয়া যেমন দ্বিপদ মনুষ্যদের ইচ্ছায় তাহাদের নিমিত্ত কর্ম্ম করে তেমনি আমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি। (১৪) বৎস! যেমন সচক্ষুঃ ব্যক্তিরা অন্ধ দিগকে ছায়া অথবা আতপ যেখানে ইচ্ছা হয়, লইয়া যায় সেই রূপ পরমেশ্বর আমাদের প্রভু, তিনি আপন ইচ্ছায় আমাদের প্রতি পশু পক্ষি ইত্যাদি যে কোন দেহ যোজন করেন আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, সেই সুখ ও দুঃখ গুণ কর্ম্মের সঙ্গহেতু তিনিই প্রদান করেন অর্থাৎ বলীবর্দ্দাদি যেমন স্বামী প্রদান করিলে ঘাসাদি ভক্ষণ করিতে পায় আপনাদের ইচ্ছায় খাইতে পায় না তদ্রূপ আমরা পরমেশ্বর দত্ত সুখ বা দুঃখই ভোগ করি, আমাদের নিজ ইচ্ছায় কিছুই হয় না। (১৫)

হে রাজকুমার! মুক্ত ব্যক্তিও, নিদ্রোত্থিত পুরুষের স্বপ্নানুভূত বিষয় স্মরণ ন্যায়, অভিমানশূন্য হইয়া আরব্ধ কর্ম্ম ভোগ করত দেহ ধারণ করেন কিন্তু তাঁহার দেহান্তরের আরম্ভক গুণ বা কর্ম্ম অথবা বাসনা থাকে না। (১৬) এ স্থলে এমত মনে করিও না যে গৃহে থাকিয়া ঐহিক ভোগ করিলে অভিমান ত্যাগ বা মোক্ষ সম্ভাবনা হয় না অতএব গৃহ পরিত্যাগ করা উচিত। বৎস! যে ব্যক্তি প্রমত্ত ও অজিতেন্দ্রিয়, সে যদি সঙ্গভয়ে সর্ব্বদা বন হইতে বনান্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় তাহার বনেতেও ভয় হইতে পারে, কারণ সে ব্যক্তি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এই ছয় রিপুর সহিত মিলিয়া থাকে। পরন্তু যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, অতএব আত্মাতেই যাহার রতি জন্মিয়াছে, তাহার গৃহাশ্রম কি অনিষ্ট করে? (১৭) বৎস প্রিয়ব্রত! যে পুরুষ ছয়টী রিপু জয় করিতে ইচ্ছুক, তাহার প্রথমে গৃহে থাকিয়া ঐ সকলের গতি নিরোধ পূর্ব্বক জয়ার্থ যত্ন করাই বিধেয়। রিপু সকল দুর্ব্বল হইলে পশ্চাৎ পথে বা অন্যত্র ভ্রমণ করা উচিত। অতএব লোকেও দুর্গাশ্রয় করিয়াই বলবান্ বৈরি জয় করিয়া থাকে, পশ্চাৎ যেমন ইচ্ছা, তদনুসারে দুর্গে অথবা অন্যত্র বর্ত্তমান হয়। (১৮) হে বৎস! এই যে গৃহ দুর্গ আশ্রয়, ইহা প্রাকৃত লোকের পক্ষেই জানিবে, তোমার পক্ষে নহে। তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মরূপ দুর্গ আশ্রয় করিয়াছ, অতএব যদিও তোমার ছয় রিপু, জিত হইয়াছে তথাপি যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত ঈশ্বর দত্ত ভোগ সকল ভোগ কর, পরে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপের ভজনা করিও অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ হইও। (১৯)

মহর্ষি শুকদেব এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রাজা পরিক্ষিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রাজন্! মহাভাগবত প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন আমি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাকে ত্রিভুবনগুরু ব্রহ্মা এরূপ সদুপদেশ দিলেন অতএব নতশিরাঃ হইয়া "যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাই করিব" বলিয়া তাঁহার অনুশাসন গ্রহণ করিলেন। (২০)

এই ব্যাপারে মনুর সাতিশয় সন্তোষ জন্মিল, তিনি সানন্দ চিত্তে যথাবিধি ব্রহ্মার পূজা করিলেন। ব্রহ্মা তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রিয়ব্রত ও নারদের সমক্ষেই আপনার ধাম, যাহা মনঃ ও বাক্যের অগোচর, সুতরাং ব্যবহার শূন্য, তথায় প্রস্থানার্থ অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা মনে করিয়াছিলেন প্রিয়ব্রতের যোগভ্রংশ হইল এবং নারদের একটী শিষ্য গেল ইহাতে তাহারা আমার গমন সময়ে কোপদৃষ্টি করিবে কিন্তু তদ্রূপ ঘটিল না, প্রিয়ব্রত ও নারদ অনিমিষ নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। প্রিয়ব্রতকে যোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মা কৃতকার্য্য হইলেও নিবৃত্তকে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত করাতে তাঁহার নিজ অন্তঃকরণ মধ্যে বিষাদ জন্মিয়াছিল। (২১)

সে যাহা হউক। মনু মনোমধ্যে এই অভিলাষ করিয়াছিলেন পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক বন প্রস্থান করিব ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে তাঁহার সেই মনোরথ সিদ্ধ হওয়াতে তিনি নারদের অনুমতিক্রমে অখিল ভূমণ্ডল পালন ও রক্ষণ নিমিত্ত আত্মজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দুস্তর সংসারের ভোগ বাসনা হইতে উপরত হইলেন। (২২) অতএব প্রিয়ব্রত যদিও যে ভগবান্ আদিপুরুষের অনুভাবে অখিল জগতের বন্ধন বিনষ্ট হয় তাঁহার চরণদ্বয়ের অনবরত ধ্যানানুভাব দ্বারা রাগাদি মল দগ্ধ করাতে শুদ্ধ চিত্ত হইয়াছিলেন তথাচ আজ্ঞা পালন দ্বারা ব্রহ্মাদির মান বর্দ্ধনার্থ পৃথিবীপতি হইয়া পৃথ্বী শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহরাজ! প্রিয়ব্রত নিবৃত্তি মার্গের পথিক হইলেও ঈশ্বরেচ্ছায় পুনরায় তাঁহার কর্ম্মাধিকার প্রাপ্তি হইল।

সে যাহা হউক, কিয়ৎকাল গত হইলে তিনি প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। (২৩) ঐ ভার্য্যায় তাঁহার দশটী পুত্র এবং ঊর্জ্জস্বতী নামে এক কন্যা জন্মিল। দশটী সন্তানই তাঁহার সমান রূপ গুণ শীল বীর্য্য ও কর্ম্ম দ্বারা উদার হইল। কন্যাটী তাহাদের কনিষ্ঠা। (২৪) হে রাজন্! প্রিয়ব্রতের ঐ দশ পুত্রের এই২ নাম, যথা—অগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতাঃ, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র, এবং কবি। অগ্নির নামে সকলেরই নাম।

এই দশ পুত্রের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন, এই তিনটী ঊর্দ্ধরেতাঃ। (২৫) তাঁহারা বাল্য কালাবধি আত্মবিদ্যায় পরিশ্রম করিয়া পারমহংস্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। (২৬) অতএব তিন জনেই উপশমশীল ও পরম ঋষি, ভগবান্ বাসুদেব, যিনি সকল ভূতের আবাস ও ভবভীত জনগণের রক্ষক, তাঁহার চরণারবিন্দ অনবরত স্মরণ করিয়া অখণ্ডিত ভক্তি যোগ প্রভাবে স্ব২ অন্তঃকবণ বিশেষরূপে শোধিত করিলেন তাহাতে তাঁহাদের সেই অন্তঃকরণ মধ্যে সকল ভূতের আত্মা ভগবান অধিগত হওয়াতে সেই প্রত্যাগাত্মাতে দেহাদি উপাধি বিসর্জ্জন দ্বারা তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হইল।

হে রাজন্! প্রিয়ব্রতের আর এক ভার্য্যা ছিল তাহাতে তিন পুত্র, হয়, যথা—উত্তম, তামস ও রৈবত। ইহারা তিন জন মন্বন্তরের অধিপতি। (২৭)

সে যাহা হউক। উপরি লিখিত প্রকারে তিনটী তনয় উপশম আশ্রয় করিলে মহামনা প্রিয়ব্রত একাদশ অর্ব্বুদ বৎসর যাবৎ পৃথিবী ভোগ কারলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড অখণ্ডনীয় বলে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার করিলে যুদ্ধ ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম প্রতিপক্ষ সমস্ত ব্যক্তি নিরস্ত হইয়া যাইত। তাঁহার বিষয় ভোগও অল্প ছিল না, পরম প্রেয়সী বর্হিষ্মতীর সহিত অনুদিন আমোদ প্রমোদাদি দ্বারা বিজ্ঞান বিবেক যেন পরাভূত হইয়াছিল। ফলতঃ তিনি বিষয়াসক্তিহেতু বিষয় ভোগ সময়ে যেন আত্ম বিস্মৃত হইয়া থাকিতেন। (২৮) একদা ভগবান্ আদিত্য যখন সুমেরু পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতেছিলেন তাহাতে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ প্রকাশমান ও অর্দ্ধভাগ অন্ধকারাবৃত হইতেছিল তখন ঐ রাজা দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিলেন ভগবান্ আদিত্য সুমেরু প্রদক্ষিণ করিয়া লোকালোক পর্য্যন্ত প্রকাশ করাতে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ অংশে প্রকাশ ও অর্দ্ধ ভাগে অন্ধকার হইতেছে, ইহা তো ভাল দেখাইতেছে না, অতএব ঐ বিষয়ে অনাহ্লাদ প্রকাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন আমি নিজ প্রভাবে রজনীকেও দিন করিব। পরে আদিত্যের সমান বেগবান আপনার জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সাত বার সূর্য্যের চারি দিকে ভ্রমণ করিলেন। হে রাজন্! প্রিয়ব্রতের এপ্রকার আচরণ অসম্ভব নহে, কারণ ভগবানের উপাসনা করাতে তাঁহার অলৌকিক প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পরন্তু যখন তিনি ঐ রূপ করিতেছিলেন সেই সময়েই চতুর্ব্বদন ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন বৎস! এ তোমার অধিকার নহে। (২৯)

পৃথ্বীপতি প্রিয়ব্রতের রথ চক্রাগ্র দ্বারা সাতটী গর্ত্ত হইয়াছিল, ঐ সপ্ত খাত, সাত সমুদ্র হইয়াছে। (৩০) সেই সপ্ত সাগর দ্বারাই জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর নামে পৃথিবীর সপ্ত দ্বীপ বিরচিত হয়। (৩১) হে রাজন্! ঐ সকল দ্বীপের পরিমাণ শ্রবণ কর, পূর্ব্ব২ দ্বীপের যে বিস্তার পরিমাণ তাহার পর২ দ্বীপের পরিমাণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐ সকল দ্বীপ সমুদ্রের বহির্ভাগে চারি দিকে

বিরচিত আছে। (৩২) যেমন সমুদ্র সকলের বহির্ভাগে এক২ দ্বীপ, এই রূপ দ্বীপ সকলের বাহিরে এক২ সমুদ্র অর্থাৎ লবণ জল, ইক্ষু রস জল, সুরা জল, ঘৃত জল, দধি জল, দুগ্ধ জল, এবং শুদ্ধ জল, এই সপ্ত সমুদ্র ঐ সপ্ত দ্বীপের পরিখা তুল্য হইয়া আছে। ঐ সমস্ত সাগরে বেষ্টিত যে সকল দ্বীপ, তৎসমুদায়ের যে রূপ পরিমাণ তত্তুল্য যথাক্রমে পূর্ব্ব২ এক২টী সাগর পর পর এক একটী সাগরের পরিমাণের সমান। ঐ সমস্ত সাগর পৃথক্২ অসঙ্কীর্ণ রূপে বহির্ভাগেই ব্যপ্ত হইয়া আছে, অভ্যন্তরে নাই। (৩২)

. সে যাহা হউক, প্রিয়ব্রত রাজা উল্লিখিত জম্বূ প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপে আপনার তুল্য চরিত্রবান্ সাতটী পুত্রকে অর্থাৎ অগ্নীধ্র ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি, বীতিহোত্র নামক সপ্ত ব্যক্তিকে এক২ করিয়া এক২ দ্বীপে অধিপতি রূপে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার উর্জ্জস্বতী নামে যে একটী কন্যা ছিল শুক্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়, তাহারই গর্ব্ভে দেবযানী নামে শুক্রকন্যা উৎপন্না হয়েন। (৩৩)

হে রাজন্! যে সকল পুরুষ ভগবানের ভক্ত, অতএব ভগবানের চরণ রেণু দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের এ প্রকার পুরুষকার অসম্ভাবিত নহে, যেহেতু অন্ত্যজ ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে সংসার বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। (৩৪)

সে যাহা হউক, রাজা প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের শ্রীচরণ আশ্রয় সময়ে যে রাজ্যাদি প্রপঞ্চ উপস্থিত হয় তাহার সংসর্গ দ্বারা একদা আপনাকে অনির্বৃত বোধ করিয়া মনে২ নির্ব্বেদ করত কহিলেন (৩৫) অহো! আমি ভাল করি নাই, অবিদ্যা বিরচিত বিষয় রূপ বিষম অন্ধকূপে ইন্দ্রিয় গণ আমাকে অভিনিবেশিত করিয়াছিল, সকল বিষয়ই বৃথা। হায়! আমি এই বনিতার ক্রীড়া মর্কট হইয়াছি, আমাকে ধিক্, এই বলিয়া আপনিই আপনার কুৎসা করিতে লাগিলেন। (৩৬) রাজন্! ভগবান্ হরির প্রসাদে প্রিয়ব্রতের বিবেক উপস্থিত হইল, অতএব অনুগত পুত্রদিগের মধ্যে বিষয় ভাগ করিয়া দিয়া ঐশ্বর্য্য সহিত স্বীয় মহিষীকে মৃত শরীরের তুল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় দেবর্ষি নারদের উপদিষ্ট বর্ত্মের অনুসরণ করিলেন। (৩৭) হে রাজন্! মহিষী ও সম্পত্তি অনেক দিন ভোগ করিলেও তাহা পরিত্যাগ করা যদিও কঠিন হয় তথাচ প্রিয়ব্রতের হৃদয়ে নির্ব্বেদ ও ভগবান্ হরির বিহার চিন্তা উদিত হওয়াতে বিশেষ প্রভাব জন্মিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভার্য্যা ও সম্পত্তি ত্যাগ দুরূহ হইল না। (৩৮) তাঁহার মহিমোপনিবদ্ধ পূর্ব্বসিদ্ধ কএকটী শ্লোক আছে, বলি, শ্রবণ কর। (৩৯) যথা—প্রিয়ব্রত যে কর্ম্ম করিয়া গেলেন ঈশ্বর বিনা কোন্ ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ হয়? তাঁহার প্রভাবের কথা কে বর্ণিতে পারে, তিনি অন্ধকার ধ্বংস করণার্থ ভ্রমণ করিতে২ স্বীয় রথচক্রের দ্বারা সাতটা সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন। (৪০) অপর বিভাগক্রমে দ্বীপ রচনা করিয়া পৃথিবীর সংস্থান এবং প্রাণি সকলের বিবাদ ভঞ্জনার্থ নদী পর্ব্বত বনাদি দ্বারা প্রত্যেক দ্বীপের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। (৪১) তিনিই ভূমিজ, স্বর্গজ, মনুষ্যজ, এবং যোগ ও কর্ম্মজ বৈভবকে নরক তুল্য বোধ করিয়াছিলেন, ভগবদ্ভক্তজনই তাঁহার প্রিয় ও প্রীতিভাজন হইত। (৪২)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অগ্নীধ্র চরিত্র বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন এই প্রকারে প্রিয়ব্রত পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় তনয় অগ্নীধ্র তাঁহার অনুশাসনে বর্ত্তমান হইয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক জম্বূদ্বীপ নিবাসি প্রজাদিগকে ঔরসবৎ পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। (১) তিনি একদা পুত্র কামনা করিয়া মন্দর পর্ব্বতের গহ্বরে প্রস্থান করেন এবং পুষ্পাদি বিবিধ পূজোপকরণ আহরণ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন (২) এই ব্যাপার অবিলম্বেই ভগবান্ আদিপুরুষের সুগোচর হইল। তিনি অগ্নীধ্রের তপস্যার কারণ অবগত হইয়া দেবসভায় পূর্ব্বচিত্তি নামে যে এক অপ্সরা গান করিতেছিল তাহাকে অগ্নীধ্রের সম্ভোগার্থ তন্নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। (৩)

পূর্ব্বচিত্তি অপ্সরা আদিপুরুষের নিয়োগানুসারে গমন করিয়া অগ্নীধ্রের আশ্রম সমীপবর্ত্তি উপবনে পর্য্যটন করিতে লাগিল। ঐ উপবন অতিশয় রমণীয় ছিল, তথায় নিবিড়তর বিবিধ বৃক্ষের স্কন্ধে ভূরি২ স্বর্ণবল্লরী সংশ্লিষ্ট হইয়া ছিল তাহার উপরে বহু২ স্থলচর বিহঙ্গম স্ত্রীপুরুষে বসিয়া ষড়্জাদি মধুর স্বরে গান করিতেছিল। তাহাদের কণ্ঠধ্বনি আকর্ণনে হংস কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণও প্রতিবোধিত হইয়া বিচিত্ররূপে শব্দ করিতেছিল তাহাতে বোধ হইল যেন তত্রস্থ জলাশয় সকলই কোলাহল করিতেছে। (৪) সে যাহা হউক। ঐ অপ্সরা সুললিত গমনার্থ যে রূপ ভাব ভঙ্গি করিয়া পদ ন্যাস করিতে লাগিল তাহাতে বিলক্ষণ গতিবিলাস প্রকাশ পাইল এবং প্রত্যেকপদে তাহার মনোহর চরণের আভরণ খণ খণ ধ্বনি করিতে থাকিল। ঐ নিনাদ নরদেব কুমার অগ্নীধ্রের শ্রবণ গোচর হওয়াতে তিনি আপনার নয়ন দ্বয় (যাহা সমাধিযোগে সর্ব্বতোভাবে নিমীলিত হইয়া ছিল) ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া অবলোকন করিলেন (৫) তাহাতে ঐ অপ্সরা নয়নগোচর হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্র রাজকুমার কন্দর্পের বশম্বদ হইলেন। হে রাজন্! বিপ্রচিত্তিকে দর্শন করিয়া অগ্নীধ্রের কামবশগ হওয়া বিচিত্র নহে, ঐ অপ্সরা অনতিদূরে মধুকরীর তুল্য পুষ্প সকল আঘ্রাণ করিতেছিল, তাহার গতিবিহার, বিনয়ান্বিত অবলোকন, সুস্বর বাক্য এবং নেত্রাদি অবয়ব অতিশয় মনোহর ছিল। ঐ সকল দ্বারা সে দর্শকগণের মনোমধ্যে যেন কামদেবের প্রবেশ দ্বার করিয়া দিতেছিল। অপর তাহার মুখ হইতে অমৃতবৎ সুস্বাদ এবং আসব তুল্য মাদক যে সহাস্য বাক্য বিগলিত হইতেছিল তাহার সঙ্গে সুরভি নিশ্বাস নির্গত হওয়াতে তদ্গন্ধে মধুকর নিকর অন্ধ হইয়া তদীয় বদন আবরণ করিতেছিল। তাহাতে ভয় ব্যাকুল হইয়া শীঘ্র২ পদক্ষেপ করাতে তাহার স্তন ও কবরী এবং রসনা মনোহর রূপে কাঁপিতেছিল। এতাদৃশ হাব ভাব অবলোকনে কাহার না মোহ জন্মে? অতএব অগ্নীধ্র মুগ্ধ হইয়া কামদেবের বশবর্ত্তী হইলেন এবং অচেতন হইয়া কখন পুরুষ, কখন বা স্ত্রী, সম্বোধন করত তাহার প্রতি নিম্ন লিখিত বচন আরম্ভ করিলেন। (৬)

অগ্নীধ্র কহিলেন হে মুনিবর্য্য! তুমি কে? এই পর্ব্বতে কি করিতে বাসনা করিতেছ? তুমি কি ভগবান্ পরদেবতার মায়া?। পরে তাহার ভ্রূদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন সখে! তুমি এই দুইটী গুণ রহিত ধনুঃ কি আপনার নিমিত্ত ধারণ

করিতেছ? এ দুটীতে তোমার কি নিজের কোন কার্য্য আছে? অথবা মৃগতুল্য অজিতেন্দ্রিয় অস্মদাদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত ইহা সঙ্গে রাখিয়াছ? অর্থাৎ আমাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত কি এ দুটী ধনু ধারণ করিতেছ?। (৭) অনন্তর তাহার কটাক্ষের প্রতি অক্ষিপাত করিয়া কহিলেন বন্ধো! তোমার এই দুইটী কটাক্ষ দুইটী বাণ স্বরূপ হইয়াছে, তোমার দুটী নয়নকমল যেন ইহার দুই পত্র, আহা! দুইটীই বিভ্রমে মন্থর হইতেছে। যদিও উহাতে পুঙ্খ নাই তথাচ অতিশয় রুচির দৃষ্ট হইতেছে। অপর দুইটীরই অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ। তুমি কি উহা প্রয়োগ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না? কাহার প্রতি ক্ষেপণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, অথচ ভয়ে জড়বৎ হইতেছি, অতএব এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করি তোমার এই বিক্রম (পর্য্যটন) যেন আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হয়। (৮) তাহার পর তদীয় গাত্র-সৌগন্ধ্যে অন্ধ হইয়া কতিপয় ভ্রমরকে অনুগমন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন হে ঈশ! তোমার এই সকল শিষ্য চারি দিকে দাঁড়াইয়া সরহস্য সামবেদ পাঠ ও গান করিতেছে না কি? তোমার মস্তকের শিখা হইতে এই যে সকল কুসুম খসিয়া পড়িতেছে ঐ সকল ভ্রমর, ঋষিগণের বেদশাখা সেবনের ন্যায়, ঐ কুসুম সেবন করিতেছে। (৯) তদনন্তর নূপুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কহিলেন ব্রহ্মন্! তোমার চরণস্থ নূপুর-দ্বয়ের অন্তর্গত রত্ন সকলের বাক্য মাত্র আমার শ্রবণ গোচর হইতেছে। ঐ বাক্য কে বলিতেছে তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। পরে তাহার পীতবর্ণ পরিধান বসনকে নিতম্বের কান্তিরূপে কল্পনা করিয়া বলিলেন তুমি আপনার সুন্দর নিতম্ব মণ্ডলে এই কদম্বকুসুমের দীপ্তি কোথায় লাভ করিলে? পশ্চাৎ মেখলা অবলোকন করিয়া বলিলেন ঐ যাহাতে অঙ্গারের রেখা রহিয়াছে উহা কি? আর তোমার বল্কল কোথায় গেল? (১০) তদনন্তর স্তনদ্বয় দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে দ্বিজ! এই দুই স্তনের মধ্যে কি মনোহর কোন বস্তু পরিপূর্ণ আছে? কারণ দেখিতেছি, তুমি মধ্যভাগে কৃশা হইয়া অতি কষ্টে ইহা বহন করিতেছ, ভাব দেখিয়া আমার উহাই অনুমান হইতেছে এবং আমার দৃষ্টি ঐ দুইয়ের প্রতিই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এই দেখ। তাহার পরে স্তনের উপর কুঙ্কুম দেখিয়া কহিলেন তোমার কুচদ্বয়ের উপরে এই অপূর্ব্ব অরুণবর্ণ সুরভি পঙ্ক কোথা হইতে হইল যাহার দ্বারা তুমি আমার এই আশ্রম আমোদিত করিতেছ। (১১) যাহা হউক, হে সুহৃত্তম! তুমি কোন্ স্থানে থাক, আমাকে দেখাও। আমার বোধ হয় তোমার অবস্থান স্থান অতিশয় চমৎকার, আহা! সেখানকার লোকে বক্ষঃস্থল দ্বারা এমত অপূর্ব্ব অবয়ব ধারণ করে। তোমার বক্ষঃস্থলের এই অবয়ব দ্বয়ের চমৎকারিতার কথা কি বলিব, ইহা দেখিয়া আমার সদৃশ লোকের মনঃ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়। বন্ধো! তোমার স্থানস্থ লোকে কেবল ঐ আশ্চর্য্য অবয়ব ধারণ করে এমত নহে তাহাদের মুখে মধুর আলাপ ও বিলাস সহিত অদ্ভুত অধরামৃতও আছে। (১২)

সখে! তোমাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি। লোকমধ্যে তুমি দেহ ধারণার্থ কি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাক? আমার বোধ হয় ভোজন তোমার জীবনবৃত্তি নহে, বিনা অশনেই তুমি প্রাণ ধারণ কর, যেহেতু তুমি বিষ্ণুর অংশ। বিষ্ণু ভোজন করেন না, তুমি তাঁহার অংশ হইয়া আহার করিবে ইহা কি রূপে সম্ভবিবে? সখে আমি কল্পনা করিয়া তোমাকে বিষ্ণুর অংশ বলিতেছি না, এই যে দেখিতেছি তোমার কর্ণ দ্বয়ে বিষ্ণুর ন্যায় মকরাকার কুণ্ডলদ্বয় দীপ্তি পাইতেছে, তাহার নিকটে নিমেষ শূন্য দুইটী নয়ন শোভা বিস্তার করিতেছে। অপর তোমার এই বদনটী যেন অবিকল

সরোবরের তুল্য, ইহাতে এই দুইটী নয়ন দুইটী মৎস্যের ন্যায় চঞ্চল হইতেছে, অভ্যন্তরে এই দন্তশ্রেণি হংসশ্রেণির সদৃশ শোভা বিস্তার করিতেছে এবং সমীপে এই কেশকলাপ অলিকুলের তুল্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। (১৩) বন্ধো! তুমি আপনার কর কমল দ্বারা এই যে কন্দুকটীকে আহত করিয়া উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলে ইহা সকল দিকে ঘুরিতে২ আমার চক্ষুর্দ্বয়কে চঞ্চল করিতেছে। সখে! তোমার এই কেশ বন্ধন খসিয়া পড়িতেছে তুমি কি ইহা জানিতে পারিতেছ না, আর এই ধূর্ত্ত পবন তোমার কটিবন্ধন হরণ করিতেছে ইহাও কি তোমার স্মরণ হইতেছে না। (১৪) হে তপোধন! তোমার এই রূপ তপস্বিদিগের তপোনাশক, তুমি কি প্রকার তীব্র তপস্যা করিয়া এই অপূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়াছ? হে মিত্র, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত তপস্যা কর অথবা সেই ভবভাবন ব্রহ্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আমার ভার্য্যা করিয়া দেউন। (১৫) আমার বোধ হয় ভগবান ব্রহ্মা তোমাকে আমার নিমিত্তই পাঠাইয়া দিয়াছেন অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না, তোমাতে আমার চক্ষুঃ ও মনঃ লগ্ন হইয়াছে, উহা আর নিবৃত্ত হইবেক না। অতএব হে চারুশৃঙ্গি! যেখানে তোমার চিত্ত আছে সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল, আমি তোমার অধীন। আর তোমার এই সখীগণ অনুকূল হইয়া আমার অনুবৃত্তি করুক। (১৬)

হে রাজন্! অগ্নীধ্র রাজা দেব তুল্য বুদ্ধিমান্ ছিলেন, কামিনীদের অনুনয় বিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল, এই প্রকার গ্রাম্য বৈদগ্ধ্য পরিপূর্ণ আলাপ দ্বারা দেবাঙ্গনা পূর্ব্বচিত্তির অনুবৃত্তি করত সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। (১৭) তাঁহাকে বীরসমূহের পতি, এবং তাঁহার উত্তম বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স্, রূপ, শ্রী; উদারতা, শীলতা দেখিয়া পূর্ব্বচিত্তিরও চিত্ত আকৃষ্ট হইল অতএব সে বহু অযুত বৎসর পরিমিত কাল জম্বুদ্বীপাধিপতি ঐ ভূপতির সহিত পার্থিব ও দিব্য ভোগে আসক্ত হইয়া রহিল। কালক্রমে তাহার গর্ব্ভে রাজবর্য্য অগ্নীধ্র হইতে নয়টী পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহাদের নাম যথা—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, এবং কেতুমাল। (১৮)

পূর্ব্বচিত্তি বৎসর২ এক২ সন্তান এই ক্রমে নয় তনয় প্রসব করিল তদনন্তর গৃহে থাকিয়াই সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনায় অভিনিবিষ্ট হইল। (১৯)

হে রাজন্! অগ্নীধ্রের যে নয় সন্তান জন্মেন তাঁহারা সকলেই জননীর অনুভাবে স্বভাবতঃ দৃঢ়াঙ্গ ও বলসম্পন্ন হইয়াছিলেন। অতএব অগ্নীধ্র তাঁহাদিগের মধ্যে পৃথিবী বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা বিভাগানুসারে এক২ বর্ষে অর্থাৎ আপন২ নামের জম্বূদীপাদি নয় বর্ষে নয় জন অধিকারী হইলেন। (২০)

অগ্নীধ্র রাজা বিষয় সকল ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, সর্ব্বদা বিষয় সুখাস্বাদনকেই প্রধান করিয়া মানিতেন, অতএব বেদোক্ত কাম্য কর্ম্ম করাতে তাহার সদৃশ লোক প্রাপ্ত হইলেন যেখানে পিতৃ গণ আমোদ করেন। (২১)

অগ্নীধ্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার নয় তনয় মেরুর নয়টী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যা সকলের নাম এই মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উদগ্রদংষ্ট্রা, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা, বেদদীধিতি। (২২)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

অগ্নীধ্রপুত্র নাভির মঙ্গলাবহ চরিত্র এবং যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! তদনন্তর অগ্নীধ্রপুত্র নাভি অপত্য কামনা করিয়া আপন মহিলা মেরুদেবীর সহিত একাগ্রচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ যজ্ঞ পুরুষের অর্চ্চনা করিলেন। (১) শ্রদ্ধা সহ বিশুদ্ধভাবে পূজায় বর্ত্তমান ঐ রাজার যে সময় প্রবর্গ্য নামক কর্ম্ম সকল হইতেছিল সেই সময় যদিও ভগবান্ বিষ্ণু দ্রব্য, দেশ, কাল, মন্ত্র, ঋত্বিক্, দক্ষিণা, এবং বিধি, এই সপ্ত উপায়সম্পত্তি দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য, তথাপি ভাগবত জনের প্রতি দয়াহেতু স্বয়ং শোভন অবয়ব যুক্ত হইয়া তাঁহার সমক্ষে আত্ম প্রকাশ করিলেন। হে মহারাজ! ভগবানের স্বরূপ দ্বারা আবির্ভূত হইবার তাৎপর্য্য এই যে ভক্ত ব্যক্তিদিগের অভিপ্রেত বিষয় সম্পন্ন করিয়া দিবেন। ফলতঃ ঐরূপ বাসনাতেই তদীয় চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে যাহা হউক। তিনি নাভির সম্মুখে যে মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন তাহা স্বতন্ত্র, তত্রস্থ অবয়ব সকল মনঃ ও নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন, সুতরাং তাহা অতিশয় সুন্দর ও সুখকর। (২) হে রাজন্! ভগবানের যে মূর্ত্তি নাভির সমক্ষে প্রকটিত হইল তাহাতে চারিটী বাহু প্রকাশমান ছিল, তাহা তেজোময় এবং কপিশবর্ণ কৌষেয় বসনধারী। তাহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন বিলাস পাইতেছিল, আর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনমালা ও কৌস্তুভমণি প্রভৃতিতে শোভিত হইয়াছিল। অধিকন্তু প্রবর মণিময় মুকুট, কুণ্ডল, কটক, কটিসূত্র, হার, কেয়ূর, নূপুর প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ ভূষণের মনোহর প্রভা, তৎসমুদায়ে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত ছিল। অতএব ঋত্বিক সদস্য এবং গৃহপতি সকলেই ঐ আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, নির্ধন জন যেমন নিধি দেখিতে পাইলে বহু সম্মান করে তাহার ন্যায়, বহু মান প্রদান করিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া বিবিধ উপহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। (৩)

ঋত্বিক্ প্রভৃতি স্তব করিতে২ কহিলেন হে পূজ্যতম! তুমি পরিপূর্ণ হইলেও আমাদের সদৃশ ভৃত্য জনের পূজা বারম্বার স্বয়ং স্বীকার করিতে যোগ্য হও। (৪) প্রভো! তোমার স্তব করিতে পারি আমাদের এমত ক্ষমতা নাই, তোমার স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয়, এপ্রযুক্ত সাধুগণের নিকট আমরা কেবল "নমস্কার নমস্কার" এই মাত্র স্তব শিক্ষা পাইয়াছি। (৫) হে ভগবন্! প্রকৃতি পুরুষের পর যে ঈশ্বর, তাঁহার যে২ নাম রূপ ও আকার লোকে কল্পনা করিয়া থাকে সে সকল কখনই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব সেই সকল কল্পিত নাম রূপ ও আকার দ্বারা কোন্ পুরুষ তোমার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রকৃতির গুণ প্রপঞ্চেই আসক্ত থাকাতে সে আপনি আপনারই প্রভু নহে, তোমার যে সকল শিবতম ও প্রবর গুণ জন নিকরের অশেষ কলুষ বিনাশ করে তাহার এক দেশের কথন ব্যতীত ঐ ব্যক্তির অন্য বিষয়ে ক্ষমতাই বা কি আছে? অর্থাৎ ঐ প্রকার লোকে তোমার গুণৈকদেশের কীর্ত্তন মাত্র করিতেই সমর্থ। (৬)

হে পরমেশ! পরিজনগণ অনুরাগ বশতঃ গদ্গদাক্ষর বাক্য দ্বারা তোমারযে স্তব এবং জল, তুলসী, দুর্ব্বাঙ্কুর ও পবিত্র পল্লব দ্বারা তোমার যে সপর্য্যা করে তুমি তদ্দ্বারাও

পরিতুষ্ট হইয়া থাক। (৭) আমরা অনেক অঙ্গে সমৃদ্ধ এই যে যজ্ঞ করিতেছি ইহাতে তোমার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না (৮) কারণ সর্ব্বদা আপনা হইতে অত্যন্ত রূপে উৎপত্তিশীল যে অশেষ পুরুষার্থ, তাহা তোমার স্বরূপ। (৯) অতএব হে নাথ! যদিও এই যাগ যজ্ঞ দ্বারা আরাধনায় তোমার কোন উপকার নাই তথাচ আমরা সকাম পুরুষ, ফল আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের এই যাগাদি অনুষ্ঠান আমাদের আপনাদেরই নিমিত্ত হউক। (১০) প্রভো! মূর্খ ব্যক্তিরা স্বয়ং আপনাদের শ্রেয়ঃ অবগত নহে, তাহাদের নিকট প্রকৃষ্ট করুণা দ্বারা অপবর্গ নামক স্বীয় মহিমা ও তাহাদের অভিলষিত সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তুমি পূজিত না হইয়াও অন্যান্য সাপেক্ষ ব্যক্তির ন্যায় দৃষ্ট হও। অতএব আমাদের এই পূজায় তোমার কোন উপকার দর্শিবেক না, ইহা আমাদেরই উপযোগী হউক। (১১) হে পূজ্যতম! যদিও তুমি বর প্রদানার্থ আবির্ভূত হইয়াছ, তথাপি আমাদের রাজর্ষির এই যজ্ঞে যখন বরদবর তুমি নিজভক্ত জনের অর্থাৎ অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইলে তখন ইহাই আমাদিগের বর হইল। (১২) হে ভগবন্! তোমার দর্শন অতি দুর্লভ, যে সকল আত্মারাম মুনির বৈরাগ্য দ্বারা তীক্ষ্ণীভূত জ্ঞান রূপ অনলে অশেষ মল নির্দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের পক্ষেও তোমার কেবল গুণ কথন পরম মঙ্গল জনক। অতএব তাঁহারা অনবরতই তোমার গুণগণের স্তব করিয়া থাকেন। (১৩) প্রভো! যদিও তোমার দর্শনেই আমরা কৃতার্থ হইলাম তথাপি একটী বর প্রার্থনা করি। ক্ষুধা, পতন, স্খলন, জৃম্ভণ এবং দুরবস্থাদির সময় আমরা যখন তোমাকে স্মরণ করিতে অসমর্থ হইব তৎকালে এবং জ্বর ও মৃত্যুর সময়েতে তোমার গুণ সহিত নাম সকল যেন আমাদের বচনগোচর হয়। ভগবন্! তোমার নাম সকলের প্রভাবের কথা কি বলিব? উচ্চারণ মাত্রে সকল কলুষ বিনাশ করিয়া ফেলে। (১৪) হে দেব! আমাদের আরো প্রার্থনীয় আছে, তুমি স্বর্গ ও অপবর্গের প্রভু, তোমার নিকট পুত্রার্থী এই রাজর্ষি, অধন ব্যক্তির ধনদ সন্নিধানে তুষকণা প্রার্থনার ন্যায়, ঐহিক ফল প্রার্থনায় ধাবমান হইতেছেন, কারণ প্রজাতেই ইহাঁর পুরুষার্থ বোধ হইয়াছে। অতএব ঐ রূপ প্রার্থনা করিতেছেন। (১৫) প্রভো! এই রাজর্ষির এ প্রকার প্রার্থনা অসঙ্গতা নহে, তোমার মায়া অপরাজিতা, তাহার বর্ত্ম কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না, তাহার নিকট কোন্ ব্যক্তি অপরাজিত আছে? তাহার দ্বারা কাহার্ বুদ্ধি আবৃতা না হয়? আর মহাপুরুষগণের চরণ উপাসনা না করিলে কাহার্ প্রকৃতি বিষয় রূপ বিষের বেগে আচ্ছন্ন না হয়? (১৬) হে বহুকার্য্যকারিন্! আমরা অতি ক্ষুদ্র কার্য্যের নিমিত্ত তোমাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি, আমরা অতি মূঢ়, কিছুই জানি না, পুত্রকেই পরম পুরুষার্থ বোধ করিতেছি। হে দেবদেব! তোমার প্রতি আমাদের যে এই অবহেলন হইতেছে, ইহা সহিষ্ণুতা করিতে যোগ্য হও। প্রভো! সকলের প্রতি তোমার সমান জ্ঞান, অতএব আমরা যদি বিরুদ্ধ ব্যবহার করি তথাচ তাহাতে তোমার অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হয় না।

হে রাজন্! অগ্নীধ্রতনয় নাভি রাজার ঋত্বিগ্‌গণ এই প্রকার গদ্যময় বাক্যের দ্বারা ভগবানের স্তব করিলেন। তদনন্তর ভারতবর্ষাধিপতি ঐ নরপতি যে সকল ব্যক্তিকে বন্দনার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা যখন ভগবানের চরণ বন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন ভগবান্ দয়া প্রকাশ করিয়া বচনারম্ভ করিলেন।

ভগবান্ কহিলেন অহে ঋষিগণ! তোমাদের বাক্য কখন ব্যর্থ হয় না, কিন্তু তোমরা

আমার নিকট যে বড় অসুলভ বর যাজ্ঞা করিলে, এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হয় এই তোমাদের প্রার্থনা; ইহাতো সুলভ নহে, (১৭) কারণ আমার দ্বিতীয় নাই, আমিই আমার সদৃশ, ইহাতে কি রূপে এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হইবে? আমি কি রূপে তোমাদের এ প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিব। (১৮) অথচ তোমরা ঐ রূপ বর প্রার্থনা করিলে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হওয়া উচিত হয় না যেহেতু ব্রাহ্মণগণ দেবতার তুল্য ও ব্রাহ্মণকুল আমার মুখ, (১৯) অতএব আমার সদৃশ ব্যক্তি দেখিতে না পাওয়াতে আমাকেই নাভির সন্তান হইয়া অবতীর্ণ হইতে হইল। হে রাজন্! ভগবানের এই সকল কথা নাভির বনিতা মেরুদেবী শুনিতেছিলেন এবং নাভিও সে সময় তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন অতএব ভগবান্ ঋত্বিক্দিগের প্রতি যে কথা বলিলেন তাহা ঐ রাজাকেও শুনাইয়া অন্তর্ধান হইলেন। (২০)

হে বিষ্ণুদত্ত পরিক্ষিত! মহর্ষিগণ যজ্ঞে ঐ প্রকারে প্রসন্ন করাতে নাভির প্রিয় করিতে ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছা হইল, তদনন্তর নগ্ন, তপস্বি, জ্ঞানি, তথা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি দিগের ধর্ম্মোপদেশ প্রদানার্থ ঐ রাজার (নাভির) অন্তঃপুরে তদীয় মহিলা মেরুদেবীর গর্ব্ভে শুক্ল মূর্ত্তি ঋষভ রূপে অবতীর্ণ হইলেন। (২১)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

নাভিপুত্র ঋষভের রাজ্য বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ঋষভদেব উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহার অঙ্গে ভগবল্লক্ষণ সকল অর্থাৎ পাদতলাদিতে বজ্র অঙ্কুশাদির চিহ্ন ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হইল এবং সর্ব্বত্র সমত্ব, উপশম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ও মহৈশ্বর্য্য সহিত তাঁহার প্রভাব দিন২ বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল। তদবলোকনে প্রজা প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গ সকলের এবং ব্রাহ্মণ ও দেবগণের মনোমধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা হইল ইনিই যেন রাজা হইয়া অবনীতল পালন করেন। (১) হে মহারাজ! ঋষভদেবের আকৃতি কবিদিগের বর্ণনীয় ও অতিশয় শ্রেষ্ঠ হইল এবং তিনি স্বয়ং তেজঃ, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি ও যশঃ ইত্যাদি গুণে সর্ব্ব প্রধান হইলেন। অতএব সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাঁহার পিতা নাভি তাঁহার নাম "ঋষভ" রাখিলেন। (২) অহে পরিক্ষিত! ঋষভদেবের প্রভাবের কথা কি বলিব? একদা দেবরাজ ইন্দ্র স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহার রাজ্যমণ্ডলে বর্ষণ করেন নাই, এই যোগেশ্বর ভগবান্ তাহা অবগত হইয়া ঈষদ্ধাস্য করত যোগ মায়া দ্বারা আপনার মণ্ডলকে বৃষ্টি সমন্বিত করিয়াছিলেন। (৩) সে যাহা হউক। অভিলাষানুরূপ সন্তান লাভ হওয়াতে নাভি রাজা হর্ষভরে অতিশয় বিহ্বল হইলেন এবং ভগবান্ পুরাণ পুরুষ, যিনি স্বেচ্ছাক্রমে মানবাকার স্বীকার করিলেন, তাঁহাকে "বৎস! তাত!" এই প্রকার সস্নেহ বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক সুমহৎ অনুরাগ সহকারে লালন পালন করিয়া সাতিশয় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! নাভি রাজার এ প্রকার আচরণ অসম্ভব নহে, কারণ যদিও সাক্ষাৎ ভগবান্ তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইলেন তথাচ মায়া দ্বারা "ইনি আমার পুত্র" তাঁহার এই রূপ দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল। (৪)

কিয়ৎ কাল গত হইলে নাভি রাজা দেখিলেন আপনার তনয় যোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন, পুরবাসী জন ও রাজ্যাঙ্গ সকলও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে, অতএব ধর্ম্ম

মর্য্যাদা রক্ষার্থ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মহিষী মেরুদেবীর সহিত বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং অনুদ্বেগকর অথচ তীব্র তপস্যা অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা নরনারায়ণ নামক ভগবান বাসুদেবের উপাসনা করত যথা কালে সমাধি যোগ দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হইলেন। হে পাণ্ডবেয়! তদ্বিষয়ে মহর্ষিরা দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন (৫) তাহার অর্থ যথা—ভগবান্ নাভির সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম তাঁহার পরে আর কোন্ পুরুষ করিতে পারিবেক? তিনি কি সামান্য পুরুষ! তাঁহার শুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ হরি স্বয়ং পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৬) অপর সেই নাভি ব্যতীত অন্য ব্রহ্মণ্যই বা (ব্রাহ্ম তেজঃ সম্পন্ন) কে আছে? তাঁহার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাদি দ্বারা পূজিত হইয়া মন্ত্রবলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্কে দেখাইয়াছিলেন। (৭)

সে যাহা হউক। পিতা রাজ্যে অভিষেক করিয়া প্রস্থান করিলে ভগবান্ ঋষভদেব আপনার রাজ্য মণ্ডলকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মান্য করত অন্য লোকের উপদেশার্থ কিয়দ্দিন গুরুকুলে বাস করিলেন পরে গুরুগণের অনুজ্ঞায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান এবং শ্রুতি স্মৃতি রূপ উভয়বিধ কর্ম্ম বিধি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে জয়ন্তী নামে যে একটী কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন, কাল ক্রমে সেই ভার্য্যায় তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল। হে রাজন্! সেই শত পুত্র মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ, তিনি মহা যোগী ও শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারই নামে লোকে এই বর্ষকে ভারতবর্ষ বলিয়া থাকে। (৮) হে মহারাজ! ঋষভ দেবের অন্য যে নবাধিক নবতি সন্তান ছিল তাহাদের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃশ্, বিদর্ভ, এবং কীকট এই নয়টী প্রধান, ইহাঁরা নয় জনেই ঐ ভরতের অনুগত হইলেন। (৯) হে রাজন্! উল্লিখিত নয় পুত্রের পরবর্ত্তী অন্য নয় জন অর্থাৎ কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্লায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস, এবং করভাজন, ইহারা ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত, ইহাদের চরিত্র ভগবানের মহিমায় বর্দ্ধিত করিয়া পশ্চাৎ (একাদশাধ্যায়ে) বর্ণন করিব। তাহাতেই বসুদেব ও নারদের সংবাদ থাকিবেক। (১০) হে রাজন্! ঐ সকলের কনিষ্ঠ যে একাশীতি পুত্র, তাঁহারা পিত্রাজ্ঞাপালক, অতিশয় বিনীত, বেদজ্ঞ, যজ্ঞশীল, বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী এবং ব্রাহ্মণ হইলেন। (১১)

সে যাহা হউক। ভগবান্ ঋষভদেব যদিও আপনিই আপনার প্রভু, সুতরাং অনর্থ পরম্পরা হইতে নিবৃত্ত, এবং শুদ্ধ আনন্দ ও জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বর, তথাপি অনীশ্বরের তুল্য বিবিধ কর্ম্ম করিলেন, ইহার কারণ এই, আপনার সহিত যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে স্বয়ং আচরণ দ্বারা তাহা অনভিজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা দিবেন। অপর স্বয়ং শান্ত দান্ত ছিলেন তথাচ কারুণিকতা প্রযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, যশঃ, প্রজা, ভোগ, মোক্ষ সংগ্রহ দ্বারা গৃহের প্রতি লোকদিগকে নিয়মিত করিলেন। (১২) হে রাজন্! যেহেতু প্রধান ব্যক্তিরা যাহা২ আচরণ করেন অন্য লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে এই কারণে ভগবান্ ঋষভদেব ঐ রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (১৩)

যদিও তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রতিপাদক বেদ রহস্য স্বয়ং অবগত ছিলেন তথাপি ব্রাহ্মণদিগের প্রদর্শিত বর্ত্ম দ্বারা সামাদি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। (১৪) তিনি সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞ দ্বারা শত বার যথাবিধি যাগ করিলেন। তাঁহার সেই সকল যজ্ঞ যৎ সামান্য হয় নাই, দ্রব্য, দেশ, কাল, যৌবন, শ্রদ্ধা, ঋত্বিক,

নানা দেবতার উদ্দেশ, ইত্যাদি দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইয়াছিল। (১৫) হে রাজন্! ভগবান্ ঋষভদেব এই ভারতবর্ষের ভর্ত্তা হইয়া সর্ব্বতোভাবে এখানকার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিলে অত্রস্থ কোন পুরুষের অন্য ব্যক্তি হইতে আপনার নিমিত্ত গগণকুসুমের ন্যায় কিছুই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় নাই, এবং কোন পুরুষ অন্যদীয় বস্তুর প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। ফলতঃ ঋষভ দেবের রাজত্ব সময়ে প্রজাদের স্বামির প্রতি অনুক্ষণ বৃদ্ধিশীল স্নেহোদ্রেক ব্যতীত আর কিছুই কেহ বাঞ্ছা করিত না। (১৬)

ঐ ভগবান্ ঋষভ এক সময় দেশ পর্য্যটনার্থ বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্ত বর্ষে গমন করিলেন। তথায় প্রধান২ ব্রহ্মর্ষিদিগের সভায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন আপনার সন্তানগণ উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা যদিও সংযতচিত্ত ও বিনয় এবং প্রণয়দ্বারা সুযন্ত্রিত, তথাচ প্রজানুশাসনার্থ তাঁহাদিগকে প্রজাদের সমক্ষে শিক্ষা প্রদান করত বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন। (১৭)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষভ কর্ত্তৃক পুত্রদিগের প্রতি মোক্ষ ধর্ম্মোপদেশ এবং পারমহংস্য জ্ঞান কথন।

ঋষভদেব কহিলেন হে পুত্রগণ! যে সকল ব্যক্তি মনুষ্যলোকে জন্মিয়া মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের এই দেহে দুঃখদ বিষয় সকল ভোগ করা উচিত হয় না, কারণ ঐ সকল বিষয় বিষ্ঠাভোগি বরাহ প্রভৃতিরও আছে। হে বৎস সকল! তপস্যাই উৎকৃষ্ট বস্তু, যেহেতু তদ্দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয় যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মসুখ হইয়া থাকে। (১) হে পুত্রগণ! পণ্ডিতেরা মহৎ সেবাকে মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিদিগের সঙ্গকে সংসারের কারণ বলিয়া থাকেন। এক্ষণে কি প্রকার লোকদিগকে মহৎ বলে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল ব্যক্তি সকলের সুহৃদ্, প্রশান্ত, মন্যু রহিত, এবং সদাচার, আর যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্ব প্রাণিতে সমান, তাঁহারাই মহৎ। (২) অপিচ, যে সকল ব্যক্তি আমি যে ঈশ্বর, আমাতেই প্রীতি করিয়া তাহাই পুরুষার্থ বোধ করেন, যাঁহাদের বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সকলে তথা পুত্র কলত্র মিত্রাদিযুক্ত গৃহেতে প্রীতি নাই, এবং যাঁহারা লোকমধ্যে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ অপেক্ষা অধিক ধনে স্পৃহা শূন্য, তাঁহারাই মহৎ। (৩)

হে বৎস সকল! লোকে যখন ইন্দ্রিয় প্রীতি নিমিত্ত ব্যাপৃত হয় তখন প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া বিরুদ্ধ কর্ম্ম (পাপ) করিয়া থাকে। একবারকার বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে আত্মার এই ক্লেশদ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে পুনরায় সেই বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা কি ভাল? আমি ভাল বলিয়া মানিতে পারি না। (৪) হে পুত্র সকল! পুরুষ যাবৎ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে বাঞ্ছা না করে তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আত্ম স্বরূপের অভিভব হইয়া থাকে, যেহেতু যে পর্য্যন্ত ক্রিয়া থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত এই মনঃ কর্ম্ম স্বভাব হইয়া প্রকাশ পায়, সেই কর্ম্মস্বভাব মনই শরীরবন্ধের কারণ। (৫)

অতএব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই মনকে আপনার বশবর্ত্তি অর্থাৎ পুনরায় কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করায়। যাবৎ অবিদ্যা দ্বারা উপাধি যুক্ত আত্মা স্বরূপ যে আমি বাসুদেব, আমাতে প্রীতি না করে তাবৎ দেহযোগ হইতে মুক্ত হয় না। (৬) হে বৎসগণ! কেবল দেহ

হইতে মুক্ত হয় না এতাবন্মাত্র নহে, অন্য অনর্থও বর্ত্তমান থাকে যেহেতু স্বার্থ বিষয়ে অনবধান থাকাতে পুরুষ যখন বিবেকযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের চেষ্টাকে অলীক বলিয়া না দেখে অর্থাৎ ঐ সকল আত্মার নহে এরূপ নিশ্চয় না করে তখন আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হওয়াতে মিথুন সুখ প্রাপক গৃহ প্রাপ্ত হইয়া সন্তাপ পায়। (৭)

হে বৎসগণ! সংসারাশ্রমে বনিতার সহিত মিলিত হইলে সুখানুভব হয়, সন্তাপ বোধ হয় না, ইহা যাহারা কহে তাহারা অতিশয় ভ্রান্ত, যেহেতু স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদের প্রত্যেকের জন্মাবধি একটা হৃদয় গ্রন্থি আছে, পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে তাহাদের পরস্পরের আর একটী হৃদয় গ্রন্থি হয়, তাহা অতি স্থূল ও দুর্ভেদ্য। প্রত্যেকের হৃদয় গ্রন্থি দ্বারা কেবল দেহ ও ইন্দ্রিয় সকলে "আমি আমার" এই রূপ জ্ঞান দ্বারা মোহ জন্মে, ঐ দুর্ভেদ্য হৃদয় গ্রন্থি হইতে গৃহ ক্ষেত্র পুত্র স্বজন ধন ইত্যাদি বিষয়ে মহা মোহ জন্মিয়া থাকে। অতএব সংসারাশ্রমে মহিলা সহ মিলন সুখের কারণ নহে, বরঞ্চ মহামোহের উৎপাদক হওয়াতে আত্যন্তিক দুঃখের নিদান। (৮) কিন্তু ইহাতে এমত মনে করিও না যে পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিথুনীভূত হইলে তাহার ঐ ভাব কখনই নিবৃত্ত হয় না, যখন সেই ব্যক্তির কর্ম্ম দ্বারা অনুবদ্ধ দৃঢ়তর মনোরূপ হৃদয় গ্রন্থি সেই মিথুনী ভাব হইতে নিবর্ত্ত হয় তখন সংসারের হেতু ভূত যে অহঙ্কার, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত ও পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। (৯)

হে পুত্রগণ! অহঙ্কারত্যাগ যে কোন প্রকারে হইতে পারে না, তাহা পরিত্যাগের চব্বিশটী কারণ আছে, বলি, শুন। হংস ও শুক স্বরূপ যে আমি, আমাতে ভক্তিকরণ, আমার অনুবৃত্তি করণ, বিতৃষ্ণা, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, ইহ লোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র সকল প্রাণির দুঃখ দর্শন, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, তপস্যা, কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ, (১০) আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করণ, আমার কথা কথন, যে সকল ব্যক্তি আমাকেই পরমারাধ্য দেব বলিয়া জানে তাহাদের সহিত নিত্য সহবাস, আমার গুণ কীর্ত্তন, নির্বৈরতা, সমতা, উপশম, আত্ম দেহে ও গেহে "আমি আমার" এইরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগের বাসনা। (১১) অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জ্জনে বাস, প্রাণ ইন্দ্রিয় মনের সম্যক্ জয়, সৎশ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপরিত্যাগ, বাক্য সংযম, (১২) সর্ব্বত্র আমার চিন্তন করণে নিপুণ অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান, সমাধি, এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য যত্ন ও বিবেক যুক্ত হইয়া অহঙ্কার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে। (১৩)

হে বৎস সকল! ঐ প্রকারে অহঙ্কার নিরস্ত হইলে তাহার পরে কর্ম্ম সকলের আধার রূপ হৃদয় গ্রন্থিবন্ধন, যাহা অবিদ্যা দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল, প্রমাদ শূন্য হইয়া এই উপায় দ্বারা, যেমন উপদেশ করিলাম, সেই প্রকারে সম্যক্ রূপে পরিত্যাগ করিয়া শেষে ঐ উপায় হইতেও বিরত হইবে। (১৪) হে পুত্রগণ! আমার লোক কামনা করিয়া আমার অনুগ্রহ রূপ প্রয়োজনোদ্দেশে পিতা পুত্রদিগকে এবং গুরু শিষ্যকে ও রাজা প্রজাপুঞ্জকে ঐ প্রকার শিক্ষা দিবেন। কিন্তু উপদিষ্ট হইয়া যদি কেহ শিক্ষিত বিষয় না করে তাহাতে তাঁহারা যেন কোপ না করেন। অধিকন্তু যে সকল ব্যক্তি তত্ত্ব জানে না, শ্রেয়ঃ বোধে কর্ম্মেতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে যেন পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত না করেন। (১৫) যে ব্যক্তি অতিশয় কামনা যুক্ত, অতএব আপনার শ্রেয়ঃ বিষয়ে নষ্টদৃষ্টি হইয়া অর্থচেষ্টা করে এবং সুখলেশার্থ পরস্পর বৈরিতা করিতে চাহে, সে অতি মূঢ়, অন্তে আপনার যে দুঃখ হইবে তাহা জানিতে পারে না। (১৬) ঐ রূপ কুবুদ্ধি ব্যক্তি অবিদ্যায় বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে দেখিয়া

কোন্ সদয় বিদ্বান্ মনুষ্য স্বয়ং জানিয়াও ঐ বিষয়েই পুনরায় প্রবর্ত্ত করাইবে অর্থাৎ কেহই তাহাতে নিয়োগ করিবেক না। অন্ধ ব্যক্তি কুৎসিত পথে গমন করিলে তাহাকে দেখিয়া কি কোন বিজ্ঞ লোকে সেই পথেই যাইতে উপদেশ দেন? (১৭) পরন্তু ঐ প্রকার সংসার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভক্তি মার্গ উপদেশ দিয়া মুক্ত করা আবশ্যক, যে ব্যক্তি তাহাকে মোচন না করেন তিনি তাহার গুরু নহেন, স্বজন নহেন, পিতা নহেন, জননী নহেন, দেবতা নহেন এবং পতি নহেন। (১৮)

হে বৎস সকল! আমার এই মনুষ্যাকার শরীর অবিতর্ক্য অর্থাৎ আমার ইচ্ছা বিলসিত, এ দেহ প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে। আর আমার হৃদয় যাহাতে সত্ত্ব বর্ত্তমান তাদৃশ তত্ত্ব স্বরূপ। কারণ আমি অধর্ম্মকে পশ্চাদ্ভাগে নিরাকৃত করিয়াছি। অতএব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা আমাকে শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকেন। (১৯) তোমরা সকলে আমার শুদ্ধ সত্ত্বময় হৃদয় দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছ অতএব মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে স্থির বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের সহোদর এই মহত্তম ভরতের উপাসনা কর। হে বৎস সকল! ইহার শুশ্রূষা করিলেই তোমাদের প্রজাপালন করা হইবে অর্থাৎ এই ভরত তোমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর, ইহার অনুবৃত্তি করা তোমাদের আবশ্যক, তাহাতেই তোমাদের সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম কৃত হইবেক। (২০) হে বৎস গণ! ব্রাহ্মণদিগের সেবা করাও তোমাদের কর্ত্তব্য, যেহেতু চেতনাচেতন ভূত সকলের অপেক্ষা স্থাবর শ্রেষ্ঠ। স্থাবর অপেক্ষা সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী শ্রেষ্ঠ। সরীসৃপ অপেক্ষা পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ। পশ্বাদি অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদের অপেক্ষা ভূত প্রেতাদি প্রমথগণ প্রধান। প্রমথগণ অপেক্ষা গন্ধর্ব্ব গণ শ্রেষ্ঠ। গন্ধর্ব্ব গণ অপেক্ষা সিদ্ধগণ প্রধান। সিদ্ধগণ অপেক্ষা কিন্নর গণ শ্রেষ্ঠ। কিন্নরগণ অপেক্ষা অসুরগণ শ্রেষ্ঠ। অসুরদের অপেক্ষা দেবতারা প্রধান। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র অপেক্ষা ব্রহ্মপুত্র দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ। দক্ষাদির মতে শঙ্কর শ্রেষ্ঠ। ঐ শঙ্কর আবার ব্রাহ্মার বলে বলবান্, অতএব তাঁহা অপেক্ষা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা মৎপরায়ণ অতএব সেই ব্রহ্মা হইতে আবার আমি শ্রেষ্ঠ। আমি ঐ ব্রাহ্মণদের পূজা করিয়া থাকি, অতএব ব্রাহ্মণেরা আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হওয়াতে সর্ব্ব পূজ্য, এই নিমিত্ত তোমরা অবশ্য তাঁহাদের সেবা করিবে। (২১)

অনন্তর তত্রস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে বিপ্রগণ! আমি কোন প্রাণিকে ব্রাহ্মণের সমানও দেখি না, ইহাতে কোন প্রাণিকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিব সম্ভাবনা কি? অর্থাৎ যখন আমার মতে ব্রাহ্মণের সমানই নাই তখন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোথা হইতে হইবেক। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন, বলি, শ্রবণ কর। মানবগণ ব্রাহ্মণ হস্তে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে অন্নাদি হোম করিলে তাহাতে আমার যেমন তৃপ্তিকর ভোজন হয় অগ্নিহোত্রে সমর্পণ করিলে আমার তদ্রূপ তৃপ্তিকর আহার হয় না। (২২) ফলতঃ যাঁহারা ইহলোকে আমার স্পৃহণীয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের মধ্যে পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ, শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রতাপ এই অষ্ট গুণ বিরাজমান, তাঁহাদের অপেক্ষা আমি কাহাকে শ্রেষ্ঠ দেখিব। (২৩) হে বিপ্রগণ! ব্রাহ্মণদিগের নিঃস্পৃহত্বের কথাই বা কি বলিব। আমি যে অনন্ত ও পরাৎপর বিষ্ণু এবং স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি, আমার নিকটেও তাঁহাদের কিছু প্রার্থনীয় নাই, ইহাতে তাঁহাদের অন্য রাজ্যাদি কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? কখনই হইবার সম্ভব নহে। ফলতঃ তাঁহারা অকিঞ্চন, কেবল আমাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কিরূপেই বা অন্য প্রার্থ-

নীয় হইবার সম্ভাবনা হইবেক। (২৪) হে পুত্রগণ! স্থাবর জঙ্গম যত ভূত আছে সে সকলকেও আমার অধিষ্ঠান জানিয়া তোমরা ক্ষণে ক্ষণে সম্মান করিও, তৎকালে তোমাদের দৃষ্টি যেন মৎসরাদি দোষ রহিত হয়। হে বৎসগণ! সর্ব্ব ভূতের প্রতি সম্মান করাই আমার পূজা। (২৫) এবং আমার পূজাই মনঃ বাক্য চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। আমার উপাসনা ব্যতিরেকে পুরুষ মহামোহময় কৃতান্ত পাশ হইতে কদাপি মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। (২৬)

শুকদেব কহিলেন মহানুভাব ভগবান্ ঋষভদেব যদিও আপনার পুত্রগণ স্বয়ং সুশিক্ষিত, তথাপি লোকদিগের অনুশাসন নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ঐ প্রকার উপদেশ দিয়া আপনি উপশমশীল উপরতকর্ম্মা প্রধান মুনিদিগের ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যলক্ষণ পারমহংস্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার বাসনায় স্বীয় শত সন্তানের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভরতকে ধরণী পালনার্থ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে তাঁহার শরীরমাত্র পরিগ্রহ অবশিষ্ট রহিল। অতএব উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর ও আলুলায়িত কেশ হইয়া আহবনীয় অগ্নি আপনাতেই সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যায় প্রবেশার্থ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রস্থান করিলেন। (২৭) লোকেরা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে গেলেও তিনি তাহাদের মধ্যে জড় বা মূক, বা অন্ধ, বা বধির, কিম্বা পিশাচ, অথবা উন্মত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বাক্য শূন্য হইয়া থাকিতেন, কারণ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অবধূত অর্থাৎ সন্ন্যাসির ন্যায় তাঁহার বেশ হইয়াছিল। (২৮) তিনি ঐ প্রকারে একাকী অবনী মণ্ডল ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুর, গ্রাম, আকর, খেট (কৃষী বল গ্রাম) বাট (পুষ্পাদি বাটিকা) শিবির, গোস্থান, গোপস্থান, যাত্রিকজন সম্মিলন স্থান, পর্ব্বত, বন, এবং আশ্রম ইত্যাদি যেখানে যান্ সেই স্থানেই পথে, পথে মক্ষিকাগণ যেমন বন্য হস্তিকে ব্যাকুল করে তাহার ন্যায়, দুষ্ট দুরাত্মা জনগণ ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, গাত্রে প্রস্রাব ও শ্লেষ্মা পরিত্যাগ, প্রস্তর বিষ্ঠা ও ধূলি প্রক্ষেপ, সম্মুখে অধোবায়ু ত্যাগ এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা নানা প্রকারে তাঁহাকে অভিভূত করিতে লাগিল কিন্তু তিনি সে সকল কিছুই গণ্য করিলেন না, যেহেতু মিথ্যাময় এই সংসার যাহা নাম মাত্রে সৎ, ইহাতে সৎ ও অসতের অনুভব স্বরূপ যে স্বীয় মহিমায় অবস্থান, তাহার দ্বারা তাঁহার "আমি আমার" এরূপ অভিমান দূরীভূত হইয়াছিল। অতএব কিছুতেই তাঁহার মনোমধ্যে বিকার জন্মাইতে পারিল না। (২৯) যদিও তাঁহার কর, চরণ, বাহু, বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ এবং বদন প্রভৃতি অবয়ব সকল অতিশয় কোমল, এবং উত্তমরূপে সন্নিবেশিত হওয়াতে সকলই মনোহর শোভা ধারণ করিতেছিল, আর তিনি স্বয়ং স্বভাবতঃ সুন্দর ছিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ ঈষদ্ হাস্যে তাঁহার আস্যদেশ শোভন, আর নয়নদ্বয় নবীন নলিন দল তুল্য আয়ত ও অরুণবর্ণ এবং তত্রস্থ তারকা সন্তাপ হারিকা হইয়া রহিয়াছিল অপর তাঁহার কপোল কর্ণ এবং নাসিকা অন্যূন অনধিক ও অতিশয় সুভগ ছিল, অতএব যদিও গূঢ় হাস্যযুক্ত বদন বিভ্রম দ্বারা পুরঙ্গনাগণের মনোমধ্যে মদনকে উদ্দীপিত করিতেছিলেন তথাচ অগ্রভাগে কপিশবর্ণ জটাযুক্ত কুটিল কেশভার লম্বিত হইয়া পড়াতে বোধ হইল যেন তদীয় শরীর যত্নাভাবে মলিন হইয়াছে সুতরাং সে সময় গ্রহগৃহীতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। (৩০) অনন্তর যখন দেখিলেন লোক সকল প্রতিপক্ষ হইল তখন ঐ সকলের প্রতিক্রিয়া করণ আবশ্যক বোধ করিয়া আজগর নামক ব্রত অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ এক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শয়ন করিয়াই অশন, পান, চর্ব্বণ ও মলমূত্র পরিত্যাগ ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন

ও বিষ্ঠার উপর অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন তাহাতে দেহের অনেক স্থানে বিষ্ঠা লিপ্ত হইল। (৩১) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ বিষ্ঠায় দুর্গন্ধ মাত্র ছিল না বরং তাহার সৌগন্ধ্যে তত্রস্থ পবন পর্য্যন্ত সাতিশয় সুরভি হইল তাহাতে সে স্থানের নিকটস্থ দশ যোজন সৌরভে সুবাসিত হইল। (৩২)

সে যাহা হউক। ভগবান্ ঋষভদেব প্রব্রজ্যায় প্রবিষ্ট হইয়া ঐ রূপে গো অথবা মৃগ কিম্বা কাকের তুল্য আচরণ করত কখন যাইতে২, কখন অবস্থিতি করিতে২, কখন বা উপবেশন করিতে২, পান ভোজন ও মল মূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলতঃ গো বা মৃগ বা কাক তুল্য তাঁহার সমস্ত আচরণ হইয়াছিল। (৩৩) হে রাজন্! যোগিবর ঋষভদেব এই প্রকারে লোক যাত্রা পরিহারার্থ অর্থাৎ যোগিদের যে প্রকার প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত তাহা দেখাইবার নিমিত্ত বিবিধ যোগচর্য্যা আচরণ করিলেন, কিন্তু তিঁনি স্বয়ং ভগবান্ ও কৈবল্যপতি, এবং পরম মহৎ অর্থাৎ উত্তরোত্তর শতগুণ রূপে বর্দ্ধিত হয় যে আনন্দ, তাহার স্বরূপ। অপর সকল ভূতের আত্মা যে বাসুদেব, তাঁহাতে উপাধি ভাব পরিত্যাগ করাতে স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত ফলে পরিপূর্ণ ছিলেন। অতএব যদৃচ্ছালব্ধ খেচরত্ব মনোজবত্ব অন্তর্ধান পরকায়প্রবেশ এবং দূর গ্রহণাদি যোগৈশ্বর্য্য সকলেও তাঁহার আমোদ ছিল না। (৩৪)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষভদেবের দেহ ত্যাগ ক্রমাভিধান এবং দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলেও তাহাতে অমনোযোগ।

রাজা পরিক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! যে সকল ব্যক্তির আত্মাতেই রতি, তাঁহাদের যোগ দ্বারা উদ্দীপিত জ্ঞানরূপ অগ্নিতে কর্ম্মবীজ রাগাদি দগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাদের নিকট যদৃচ্ছাক্রমে যোগৈশ্বর্য্য সকল যদিও উপস্থিত হয়, তথাচ সে সকল তো ক্লেশদ হইতে পারে না, তবে কেন ভগবান ঋষভদেব যদৃচ্ছায় উপস্থিত যোগৈশ্বর্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন না? (১)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! যাহা কহিলে সত্য বটে কিন্তু এ পৃথিবীতে কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যেমন শঠ কিরাত মৃগ ধৃত হইলেও তাহাতে বিশ্বাস করে না তাহার ন্যায় চাঞ্চল্য প্রযুক্ত মনের মধ্যে সম্যক্ রূপ বিশ্বাস প্রাপ্ত হয় না। (২) অতএব তত্ত্ববেত্তারা কহিয়াছেন মনঃ চঞ্চল থাকিলে কুত্রাপি কাহারও সহিত সখ্য করা কর্ত্তব্য নহে যেহেতু ঐ প্রকার মনে বিশ্বাস করাতে ঈশ্বরেরও (বিষ্ণুরও) বহু কালের সঞ্চিত তপস্যা মোহিনীরূপ দর্শন দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। (৩) হে রাজন্! ইহার কারণ এই, যোগী ঐ প্রকার চঞ্চল মনে বিশ্বাস করিলে তাঁহার মনঃ, যেমন বিশ্বস্ত পতির ভ্রষ্টা জায়া জারদিগকে অবকাশ দিয়া পতিকে নিহত করায় তাহার ন্যায়, কামকে ও কামের অনুচর রিপুগণকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে অবকাশ দেয়। (৪) মহারাজ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক, মদ, এবং ভয়াদি ও কর্ম্মবন্ধ, এ সকল যাহার কারণে হয় সেই মনকে কোন্ জ্ঞানী পুরুষ আপনার অধীন বলিয়া মানিতে পারিবেন? (৫)

সে যাহা হউক। ভগবান ঋষভদেব যদিও অখিল লোকপালের অলঙ্কার স্বরূপ, তথাপি তদনন্তর তাঁহার সঙ্গে অনুচর জন মাত্র রহিল না, সন্ন্যাসির ন্যায় নানা বেশ, নানা ভাষা ও নানা আচার অবলম্বন করাতে তন্নিষ্ঠ ভগবৎ প্রভাবও লক্ষিত হইল না। তিনি ঐ প্রকারে কিয়ৎ কাল ভ্রমণ করিয়া কি প্রকারে দেহ ত্যাগ করিতে হয় তাহা যোগিদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতএব আত্মাতেই সাক্ষাৎ অবস্থিত পরমাত্মাকে আপনার সহিত অভেদ রূপে অবলোকন করিয়া দেহাভিমান হইতে উপরত হইলেন। (৬) কিন্তু যদিও তাঁহার ঐ প্রকারে দেহাভিমান নিবৃত্ত হইল তথাপি যোগমায়া ও বাসনা দ্বারা তদীয় দেহ, যেমন কুলালচক্র সংস্কার বশতঃ কিয়ৎক্ষণ স্বয়ং ঘূর্ণায়মান হয় তাহার ন্যায়, সংস্কারবশতঃ পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক, এবং দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে আপনা হইতে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় কুটকাচলের উপবন সন্নিকটে তিনি কোন বাসনায় কতকগুলা ক্ষুদ্র শিলা লইয়া মুখের মধ্যে দিলেন পরে উন্মত্তের ন্যায় বিকীর্ণ কেশ হইয়া নগ্ন দেহেই বেড়াইতে লাগিলেন। (৭) দৈবাৎ বায়ুবেগে সেই উপবনের বেণু সকল অতিশয় কম্পিত হইল, সে সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে অচিরেই ভয়ানক দাবানল উত্থিত হইয়া বনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করত তাঁহার দেহ সহিত সমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলিল। (৮)

হে রাজন্! ভগবান্ ঋষভদেব প্রাগুক্ত অবস্থায় ভ্রমণ করিতে২ যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহা অবগত হইয়া কোঙ্ক বেঙ্কট কুটকাদি দেশের অর্হৎ নামা রাজা স্বয়ং ঐ রূপ শিক্ষা করিবেন এবং অকুতোভয়ে আপন ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা পাষণ্ডরূপ কুপথ প্রবর্ত্ত করাইবেন, কারণ কলিযুগে অধর্ম্মই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে অতএব ভবিতব্য অর্থাৎ প্রাণিদিগের পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপ ফল দ্বারা ঐ রাজার মতি বিমোহিত হইবেক। (৯) হে মহারাজ পরিক্ষিত! ঐ অর্হৎ রাজা হইতেই কলিযুগের কুবুদ্ধি মানবগণ দেবমায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ব২ শৌচ আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবতাদের অবজ্ঞা ও অস্নান, অনাচমন, অশৌচ, এবং কেশোল্লুঞ্চনাদি রূপ অপব্রত স্ব২ ইচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিবেক। অপর কলিকালে অধর্ম্ম বহুল হইবে তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তির বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যাইবে সুতরাং তাহারা প্রায় সর্ব্বদা ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপুরুষ ও লোকদিগের বিদূষক হইবেক। (১০) কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি অন্ধপরম্পরার তুল্য অবেদমূলক ঐ রূপ স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্বস্ত হইয়া আপনা হইতেই ঘোর অন্ধকারে পতিত হইবেক। (১১)

হে রাজন্! ভগবানের ঐ অবতার যদিও ঐ রূপ অনর্থকারী, তথাপি যে সকল ব্যক্তি রজোগুণে ব্যাপ্ত, তাহাদিগের মোক্ষমার্গ শিক্ষা নিমিত্ত উহা অতিশয় প্রয়োজনীয়, অতএব পণ্ডিতেরা তাঁহার গুণ বর্ণন পূর্ব্বক অনেক শ্লোক গান করিয়া থাকেন (১২) সে সকলের অর্থ যথা—আহা! সসাগরা ধরার সকল দ্বীপ মধ্যে এই ভারতবর্ষ অতিশয় পুণ্যবান্, যেহেতু অত্রত্য জনগণ ভগবানের ঋষভাবতারযুক্ত উত্তমোত্তম কর্ম্ম সকল সর্ব্বদা গান করিয়া থাকে। (১৩) অহো! প্রিয়ব্রতের বংশ যশঃদ্বারা আশ্চর্য্যরূপ পবিত্র হইয়া আছে, যেহেতু পুরাণ পুরুষ ভগবান্ তাঁহার বংশে অবতার গ্রহণ করিয়া মোক্ষজনক ধর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন। (১৪) তিনি অজ, জন্ম গ্রহণ করেন নাই, অন্য কোন্ যোগী মনোরথ দ্বারাও তাঁহার দিকের অনুগামী হইতে

মায়া অর্থাৎ সিদ্ধি উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন অন্য যোগিরা তাহাই প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা করে এবং তদর্থ বিবিধ যত্ন পায়। (১৫)

হে রাজন্! ভগবান ঋষভদেব লোক, বেদ, দেব, ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরম গুরু। তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের মধ্যে ঐ যাহা কথিত হইল তাহা পুরুষদিগের সমস্ত দুরিত হারী এবং পরম মহৎ মঙ্গলের নিকেতন। যে ব্যক্তি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করে অথবা শ্রবণ করায় তাহাদের দুই জনেরই ভগবান্ বাসুদেবে সেই ঐকান্তিকী ভক্তি অনুবৃত্তা হয় (১৬) যাহাতে কবিগণ আপনাদের আত্মা যাহা বিবিধ পাপ রূপ সংসারের সন্তাপে অনবরত সন্তপ্ত হইতেছে তাহাকে বারম্বার স্নান করাইয়া তদ্দ্বারা পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হন, তাহাতে পরম পুরুষার্থ যে মুক্তি পদার্থ, তাহা বিনা প্রার্থনায় ভগবানের প্রসাদে স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাহার প্রতি আদর করেন না। কারণ তাঁহারা ভগবানের পুরুষ, এতদ্যুক্ত সকল পুরুষার্থই সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। (১৭) হে রাজন্! ভগবান্ হরি তোমাদের এবং যদুদিগের পতি অর্থাৎ পালক, গুরু অর্থাৎ উপদেশক, দৈব অর্থাৎ উপাস্য, প্রিয় অর্থাৎ সুহৃদ্, কুলের নিয়ন্তা, এবং কদাচিৎ দৌত্যাদি কার্য্যে কিঙ্করও হইয়াছেন। মহারাজ! ভগবান্ তোমাদের প্রতি এই-রূপ হয়েন এবং যাহারা তাঁহার ভজনা করে তাহাদিগকে মুক্তিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ কখনও কাহাকেও দেন না। (১৮) সে যাহা হউক। আমি ভগবান্ ঋষভদেবকে নমস্কার করি। নিত্য অনুভূত যে নিজ স্বরূপ, তল্লাভেই তাঁহার সমস্ত তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছিল। দেহাদি নিমিত্ত মনোরথ হেতু কল্যাণ বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি চির সুপ্ত রহিয়া ছিল তিনি তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া অভয় নিজ-লোক উপদেশ করিয়াছিলেন। (১৯)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজ্য করিতে২ যাগাদি দ্বারা ভরতের ভগবদারাধন।

শুকদেব কহিলেন মহাভাগবত ভরত ভগবানের সঙ্কল্পমাত্রে অবনীতল পালনার্থ নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে বিশ্বরূপদুহিতা পঞ্চজনীর পাণিগ্রহণ করি-লেন। (১) অহঙ্কার হইতে যেমন সূক্ষ্ম ভূত সকল উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায় ঐ বনিতার গর্ব্ভে তাঁহার পাঁচটী আত্মজ উৎপন্ন হইল। সেই পাঁচ তনয় সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আপনার অনুরূপ হইল। তাহাদের নাম যথা—সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূমকেতু। (২) হে রাজন্! পৃথিবীর এই বর্ষের নাম অগ্রে অজনাভ ছিল, ভরত রাজা হইলে পর তদবধি ইহা তাঁহার নামে ভারতবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (৩) সে যাহা হউক। ভরত সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, পৃথিবীর পতি হইয়া আপনার পিতৃ পিতামহের তুল্য প্রজা বাৎসল্য প্রকাশ করত স্ব২ কর্ম্মে নিরত প্রজাপুঞ্জকে পালন করিতে লাগিলেন (৪) এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বহু২ ক্ষুদ্র ও মহৎ যজ্ঞ করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞ ও ক্রতুমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার যে২ অগ্নি-হোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ এবং সোমযাগে অধিকার ছিল সে সকল দ্বারা কখন সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন, কখনবা বিকলাঙ্গ করিয়া দুই প্রকারেই ভগবানের আরাধনা করিলেন। আর চাতুর্হোত্র বিধি দ্বারা অহরহ অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। (৫) হে

রাজন্! যখন অঙ্গক্রিয়ার অনুষ্ঠানানন্তর বিবিধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তমান হইত এবং ঋত্বিক্‌গণ প্রক্ষেপার্থ হবিগ্রহণ করিতেন তখন যজমান ঐ রাজা তত্তদনুষ্ঠান জন্য অপূর্ব্ব যাহা ঐ সকল ক্রিয়ার ফল, ও যাহার নাম ধর্ম্ম, তাহা পরব্রহ্ম ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বাসুদেবেতেই বর্ত্তমান আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া যজ্ঞ ভাগ হারি সূর্য্যাদি দেবগণকে ঐ বাসুদেবের চক্ষুরাদি অবয়বে ধ্যান করিতেন। হে মহারাজ! রাজর্ষি ভরত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াজন্য অপূর্ব্ব ভগবান্ বাসুদেবে যে চিন্তা করেন তাহার কারণ এই, ঐ দেব তত্তদ্দেবতাপ্রকাশক মন্ত্র সকলের অর্থ যে ইন্দ্রাদি দেবতা, তাঁহাদের সকলেরই নিয়ামক, ইহাতে সকলেরই কর্ত্তা, অতএব তিনিই পরম দেবতা। সে যাহা হউক। ভরতের ঐ প্রকার চিন্তা রূপ আত্ম কৌশল দ্বারা অচিরেই রাগাদি পরিক্ষীণ হইল (৬) এবং ঐ সকল বিশুদ্ধ কর্ম্ম করাতে তাঁহার সত্ত্ব শুদ্ধ হইতে লাগিল তাহাতে হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থিত যে আকাশ, তাহাই যাঁহার অভিব্যক্তি স্থান, ও যিনি মহাপুরুষাকার ও শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, শঙ্খ ও গদা প্রভৃতিতে বিরাজমান, এবং নিজপুরুষ নারদাদির হৃদয়ে চিত্রিত তুল্য নিশ্চল পুরুষ রূপে আপনা হইতেই দেদীপ্যমান, সেই পর ব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার মহতী ভক্তি জন্মিল এবং তাহার বেগ অনুদিন অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল (৭)

হে রাজন্! মহাত্মা ভরত আপনার রাজ্যভোগাদৃষ্ট সমাপ্তির কাল সহস্র অযুত বৎসর পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়াছিলেন সেই কাল ঐ প্রকারে যাপিত হইলে পিতৃ পৈতামহ ধন যাহা অধিকার করিয়া ভোগ করিতেছিলেন তাহা যথা শাস্ত্র আপনার সন্তানদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন পরে সকল কল্যাণের নিকেতন নিজনিকেতন হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক পুলহাশ্রমে (হরিক্ষেত্রে) গিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। (৮) মহারাজ! সেই ক্ষেত্রে ভগবান্ হরি অদ্যাবধি নিজ ভক্ত জনের ইচ্ছা, রূপ বাৎসল্য দ্বারা সন্নিহিত হইয়া থাকেন। (৯) অপর সেখানে সরিৎশ্রেষ্ঠা গণ্ডকী নদী শিলামধ্যগত চক্র দ্বারা আশ্রম স্থান সকলকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিতেছে। সেই সকল শিলার গঠনইবা কেমন চমৎকার! প্রত্যেকের উপরে ও নিম্নভাগে এক২ নাভি আছে। (১০)

হে রাজন্! উক্ত প্রকার হরিক্ষেত্রের উপবনে রাজর্ষি ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম কিশলয় তুলসী জল এবং ফল মূলাদি উপহার প্রদান পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করত পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহার বিষয়াভিলাষ উপরত ও শমগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। (১১)

হে মহারাজ! রাজর্ষি ভরত এইরূপে অবিরত পরিচর্য্যায় রত হওয়াতে ভগবানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধিশীল হইল এবং সেই অনুরাগের আতিশয্যে তদীয় হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, সুতরাং তাহাতে আর উদ্যম রহিল না। অপর হর্ষাবেগ হেতু তদীয় দেহে ভূরি২ রোমাঞ্চ উদ্ভিন্ন হইল আর ঔৎসুক্য বশতঃ প্রেমাশ্রু প্রবৃত্ত হইয়া নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি যখন এই প্রকারে বর্ত্তমান হইলেন তখন আপনি ভগবানের যে আরাধনা করিতেছিলেন তাহাও আর তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল না, কারণ আপনার প্রীতিদায়ক ভগবানের অরুণ চরণারবিন্দ ধ্যান করাতে ভক্তিযোগ উদীপ্ত হইল তাহাতে হৃদয়রূপ হ্রদের সর্ব্বত্র পরম আনন্দ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল সেই আনন্দে তাঁহার মনঃ নিমগ্ন হইল। (১২) হে রাজন্! তিনি মৃগাজিন পরিধান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা অভিষেক করিতেন তাহাতে তাঁহার কুটিল ও কপিশবর্ণ

জটা সমূহ সতত আর্দ্র থাকাতে তাঁহার সমধিক শোভা হইত। সে যাহা হউক। এই রূপে বিবিধ ভগবদ্‌ব্রত ধারণ করিয়া উদয়শালি সূর্য্য মণ্ডলে সূর্য্য প্রকাশিত ঋক্ (মন্ত্র বিশেষ) দ্বারা ভগবান্ হিরণ্ময় পুরুষের উপাসনা করিতে২ তিনি এই কথা বলিলেন (১৩) প্রকৃতির পর ও শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ সূর্য্য দেবের সেই ভর্গ অর্থাৎ তাঁহার আত্ম স্বরূপ তেজঃ অস্মদাদির কর্ম্ম সকলের ফলদাতা, যেহেতু তাঁহা হইতে মনের দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে এবং স্বয়ং স্বসৃষ্ট বিশ্বের সর্ব্বত্র অন্তর্যামি রূপে প্রবেশ করিয়া আপনার চিৎশক্তি দ্বারা, পালনাকাঙ্ক্ষি জীবদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন অতএব আমরা বুদ্ধি বৃত্তি প্রবর্ত্তক সেই ভর্গেরই শরণাপন্ন হই। (১৪)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

ভগবদারাধনা করিতে২ দয়াবশতঃ মৃগ পোষণে প্রসক্ত হইয়া
ভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তি।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! একদা ঐ ভরত মহানদীতে স্নান এবং নিত্য নৈমিত্তিক ও আবশ্যক কর্ম্ম সকল যথাবৎ সমাপনের পর নদী তীরে বসিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন। (১) সেই সময় একটী হরিণী জল পানেচ্ছায় একাকিনী সেই জলাশয়ের সমীপে আগমন করিল। (২) সে পিপাসা বশতঃ আসক্ত হইয়া জলপান করিতেছে ইতিমধ্যে অদূরে একটা সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল তাহাতে লোক ভয়ঙ্কর মহৎ নাদ উদ্গত হইল। (৩) হরিণীর হৃদয় একে স্বভাবতঃ ব্যাকুল, ঐ ধ্বনি কর্ণগোচর হওয়াতে মনোমধ্যে মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়া তদীয় হৃদয়কে যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল করিল অতএব সে পরিভ্রান্তনেত্রা হইয়া সচকিত নিরীক্ষণ করিতে২ যদিও তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় নাই, তথাচ ভয়ে তৎক্ষণাৎ উল্লম্ফন পূর্ব্বক নদী উল্লঙ্ঘন করিয়া পড়িল। (৪) রাজন্! ঐ হরিণী গর্ব্ভবতী ছিল, বিজাতীয় ভয়ে তাহার সেই গর্ব্ভ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইল। অতএব যখন উল্লম্ফন পূর্ব্বক নদীপার হইবার উপক্রম করিল তখন তাহার গর্ব্ভ যোনি হইতে নিঃসৃত হইয়া নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল। (৫) মহারাজ! হরিণীর অন্তঃকরণে মহাভয় রহিয়াছিল আবার গর্ব্ভ পাত হইল ও নদী উল্লঙ্ঘন করিয়া পড়িল অতএব পরিশ্রমে সাতিশয় পীড়িতা এবং স্বগণ কর্ত্তৃক বিরহিতা হইয়া একটা পর্ব্বতের গুহায় পড়িবামাত্র অবিলম্বেই তাহার প্রাণত্যাগ হইল। (৬)

হে রাজন্! এখানে রাজর্ষি ভরত নদীতীরে বসিয়া দেখিলেন দীন হরিণ শিশুর মাতা যে সন্তান পরিত্যাগ করিয়া গেল সে নদীরস্রোতে বাহিত হইতে লাগিল অতএব বন্ধুর ন্যায় অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া মৃতমাতৃক সেই শাবককে ধরিয়া আপনার আশ্রমে লইয়া গেলেন। (৭) সেই হরিণ বালকে ক্রমে তাঁহার "এ আমার স্বীয়" এইরূপ অভিমান হইল অতএব অহরহ তৃণাদি দিয়া তাহার পোষণ, ও বৃকাদি হইতে রক্ষণ, কণ্ডূয়নাদি দ্বারা প্রীতি সম্পাদন এবং চুম্বনাদি দ্বারা লালনেই ব্যস্ত হইলেন। ঐ সকল দ্বারা তাহার প্রতিই আসক্ত হওয়াতে তাঁহার নিয়ম (স্নানাদি) যম (অহিংসাদি) এবং অর্চ্চা, (ঈশ্বরপরিচর্য্যাদি) প্রতিদিন একে২ নিবৃত্ত হইয়া কিয়দ্দিবস মধ্যে সমুদায়ই উৎসন্ন হইল। (৮) ফলতঃ তিনি অহরহ কেবল এই চিন্তা

করিতেন আহা! এই হরিণ শিশুটী অতিদীন, কাল গতি ক্রমে স্বগণ ও বন্ধু বান্ধব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল, পরমেশ্বর ইহাকে আমার শরণাপন্ন করাইয়াছেন, এ আমাকেই মাতা পিতা ভ্রাতা জ্ঞাতি ও যূথপতি বলিয়া জানে, আমাব্যতীত অন্য কাহাকেও জানে না, আমাতেই অতিশয় বিশ্বস্ত। (৯) অতএব আমার অসূয়া ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ইহার নিমিত্ত আমার স্বার্থ নষ্ট হইতেছে এই দোষদৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক আমার আশ্রিত এই হরিণ শিশুকে তৃণাদি দিয়া পুষ্ট, বৃকাদি হইতে রক্ষিত, গাত্রকণ্ডূয়নাদি দ্বারা প্রীত এবং চুম্বনাদি দ্বারা লালিত করা উচিত হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে কি দোষ হয় তাহা আমি জানি, ইহাকে উপেক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য হয় না। (১০) উপশমশীল মান্য সাধুগণই দীন জনের সুহৃৎ, তাঁহারা এবম্বিধ বিষয়ের নিমিত্ত আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। (১১)

এই প্রকারে সেই মৃগ শাবকের সহিত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, ভোজনাদি ব্যাপারেই আসক্ত হইলেন এবং তাহার প্রতিই তাঁহার হৃদয় স্নেহাবদ্ধ হইল। (১২) আপনার কুশ কুসুম সমিৎ পত্র ফল মূল জল আহরণ করিবার নিমিত্ত যখন বনে যাইতেন তখন পাছে বৃক কক্কুরাদি আসিয়া ঐ মৃগশাবককে নষ্ট করে এই ভয়ে তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বন প্রবেশ করিতেন। (১৩) তাহার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় স্নেহভরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, অতএব যাইতে যাইতে পথে২ মুগ্ধভাবে আসক্তমতি হইয়া স্নেহ বশতঃ এক২বার তাহাকে স্কন্ধে লইয়া বহন করিতেন। কখন ক্রোড়ে, কখন বক্ষঃস্থলে, রাখিয়া লালন করত পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইতেন। (১৪) আপনার কর্ত্তব্য যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত না হইতে২ মধ্যে২ এক২বার গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে অবলোকন করিতেন তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ সুস্থ হইত এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করত ইহা কহিতেন, বৎস! তোমার সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল হউক। (১৫) যদি কদাচিৎ তাহার অদর্শন হইত তাহা হইলে কৃপণ ব্যক্তি ধননাশে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইতেন এবং অত্যন্ত ঔৎসুক্যহেতু তাহার বিরহ হইলে তজ্জন্য তাঁহার হৃদয় অতিশয় বিকল ও সন্তপ্ত হইত, অতএব মহামোহে নিক্ষিপ্ত হইয়া সকরুণ বচনে তাহার নিমিত্ত শোক করিতে২ এই কথা বলিতেন। (১৬) আহা! সেই ক্ষীণ হরিণ শিশু মৃত হরিণার সন্তান, অতি দীন! যদিও আমি অনার্য্য, ও ভাগ্যহীন, এবং শঠ ও কিরাতের ন্যায় আমার মতি বঞ্চনপরা ও অতি ক্রূরা, তথাচ সে আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে অতএব সুজনের ন্যায় অত্মপ্রত্যয় দ্বারা আমার অপরাধ (শাঠ্যাদি) অগণ্য করিয়া কি আসিবেক না? (১৭) বোধ হয় আমি তাহাকে এই আশ্রম স্থানে নির্ব্বিঘ্নে কোমল তৃণ ভক্ষণ করিতে দেখিতে পাইব, দেবতারা তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। (১৮) অনুমান করি কোন বৃক অথবা কুক্কুর কিম্বা যূথচর শূকরাদি তাহাকে ভক্ষণ করে নাই। (১৯) যাঁহার উদয়ে সকল জগতের মঙ্গল হয় সেই বেদ স্বরূপ সূর্য্যদেব অস্ত গমন করেন এখনও সেই মৃগ বধূর নিক্ষেপ স্বরূপ মৃগশাবকটী আসিল না কেন? (২০)

আহা! সেই রাজকুমার তুল্য হরিণশিশু দর্শনীয় মনোহর বিবিধ বাল বিলাস দ্বারা আত্মীয় ব্যক্তিদিগের খেদ নিবারণ করিতে২ আসিয়া পুনরায় কি আমাকে সুখী করিবেক? আমি কোন সুকৃত করি নাই, আমার ভাগ্যে কি ঐরূপ ঘটিবেক?

(২১) আহা! খেলার সময় প্রণয় কোপহেতু সমাধিচ্ছলে আমি নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া থাকিলে সেই মৃগপোত আমার চারি দিকে বেড়াইত এবং সচকিত হইয়া কোমল বিষাণাগ্র দ্বারা ধীরে ধীরে আমাকে স্পর্শ করিত। (২২) অপর! দর্ভের উপরে আমরা হোমীয় দ্রব্য স্থাপন করিলে সেই হরিণ বালক ক্রীড়া করিতে২ চাপল্য প্রযুক্ত দন্ত দিয়া কুশা আকর্ষণ পূর্ব্বক যদি দূষিত করিত আমি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতাম তাহাতে সে অতিশয় ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঋষিকুমারের ন্যায় ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চল হইয়া থাকিত। (২৩)

হে রাজন্! রাজর্ষি ভরত এই প্রকারে বহুবিধ বিলাপ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বহির্নির্গত হইলেন তাহাতে খুরখাত ভূভাগ নয়নগোচর হওয়াতে সম্ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া পুনরায় আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন আহা! এই ভূমি অতিশয় ভাগ্যবতী, এ কি তপস্যাই করিয়াছিল যেহেতু স্থানে২ অঙ্কিত সেই মৃগ শিশুর পদ পংক্তি দ্বারা আমার নিকটে তাহার বর্ত্ম প্রকাশ করিয়া দিতেছে এবং আপনাকেও এতদ্দ্বারা ভূষিত করিয়া দ্বিজগণের যজ্ঞস্থান করিতেছে। আমি সেই মৃগ শাবকের বিরহে অতিশয় দুঃখিত হইতেছিলাম এই খুরখাত ভূভাগ অবলোকনে আমার আশ্বাস হইল। (২৪)

অনন্তর চন্দ্রোদয় হওয়াতে চন্দ্রমণ্ডলে মৃগ চিহ্ন দর্শন করিয়া তাহাকেই আপনার মৃগশাবক অনুমান করত কহিলেন অহো! আমার এই মাতৃহীন মৃগশাবক আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র পড়িয়া থাকিবেক, দীন বৎসল ভগবান্ চন্দ্র বুঝি সিংহ ভয়ে দয়া করিয়া আপনার নিকট স্থাপন পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। (২৫)

পরে চন্দ্রকিরণ স্পর্শ সুখ অনুভব হওয়াতে কহিলেন অহো! আমি সেই মৃগীতনয়ের অনুগামী হওয়াতে তাহার বিয়োগ জন্য তাপ দাবাগ্নি শিখার ন্যায় আমার হৃদয় রূপ স্থলপদ্মকে সন্তপ্ত করিতেছিল বুঝি ভগবান চন্দ্র দয়া করিয়া সুশীতল শান্ত বদন সলিলরূপ অমৃতময় কিরণ দ্বারা আমার সুখ জন্মাইতে লাগিলেন। (২৬).

হে রাজন্! সেই যোগ তাপস ভরত এই প্রকারে অসম্ভব মনোরথ দ্বারা আকুলহৃদয় হইয়া মৃগশাবকের ন্যায় প্রকাশমান আপন আরব্ধ কর্ম্ম দ্বারা যোগানুষ্ঠান হইতে তথা ভগবানের আরাধনা রূপ কর্ম্ম হইতে ভ্রংশিত হইলেন। (২৭) মহারাজ! আপনার কর্ম্ম হইতেই তাঁহার যোগ ও আরাধনা বিনষ্ট হইল, তাহা না হইলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া দুস্ত্যজ ঔরস সন্তানদিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহার অন্য জাতীয় মৃগশাবকে হঠাৎ আত্ম পুত্রবৎ আসক্তি কেন হইবে? (২৮) যাহা হউক। এই প্রকার বিঘ্ন দ্বারা যোগারম্ভ ব্যাহত হইলে আত্মচিন্তনে জলাঞ্জলি দিয়া রাজর্ষি ভরত সেই মৃগশাবকেরই লালন পালনে আসক্ত আছেন, ইতিমধ্যে সর্প যেমন মূষিকের গর্ত্ত প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় তীব্রবেগ দুরতিক্রম মৃত্যুসময় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল। (২৯)

হে রাজন্! সে সময়েও তিনি ধ্যানযোগে দেখিতেছিলেন যেন সেই মৃগশাবক সন্তানের ন্যায় পার্শ্বে বসিয়া শোক করিতেছে, অতএব মৃগেতেই আসক্ত চিত্ত হইয়া সেই মৃগশাবক সহিত আত্মদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাকৃত পুরুষের তুল্য মৃগ শরীর প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব জন্ম স্মৃতি দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হইল না। (৩০) অতএব আপনার মৃগত্বের কারণ স্মরণ করিয়া ভগবানের আরাধনার্থ প্রাক্তন চেষ্টার অনুভবে অতিশয় মনস্তাপ করিতে লাগিলেন এবং আপনাআপনি কহিলেন (৩১)

অহো কি কষ্ট কি কষ্ট! আমি সেই বীর বর্ত্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। (৩২) সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য অরণ্যে অবস্থিতি করত অতি ধীর ভাবে শ্রবণ, মনন, সংকীর্ত্তন, আরাধন, অনুস্মরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিনিবেশ দ্বারা ক্ষণমাত্রও বৃথা ক্ষেপণ না করিয়া বহুকালে সর্ব্ব ভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে মনকে স্থাপিত ও স্থিরীকৃত করিয়াছিলাম তাহা সেই মৃগশাবকের সঙ্গে তাঁহা হইতে একেবারে নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছে, আঃ আমি কি মূর্খ। (৩৩)

এই প্রকারে তাঁহার মনোমধ্যে যৎ পরোনাস্তি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলেন না, আপনার মৃগী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যে কালঞ্জর পর্ব্বতে জন্মিয়াছিলেন সে স্থান হইতে পুনরায় হরিক্ষেত্রে পুলমহাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। (৩৪) হে রাজন্! ঐ আশ্রম উপশমশীল মুনিগণের প্রিয়, তাহার অদূরে শাল বৃক্ষোপলক্ষিত এক গ্রাম ছিল। সেখানে গিয়া সঙ্গ ভয়ে সোদ্বেগ মনে একাকী শুষ্ক লতা পত্র ও তৃণ মাত্র ভোজন দ্বারা জীবন ধারণ করত কবে মৃগত্বের নিমিত্ত অবসান হইবার সময় উপস্থিত হইবে এতাবন্মাত্র গণনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কাল আগত হইলে তত্রত্য তীর্থের অর্দ্ধোদকে স্থিত আপন মৃগ শরীর পরিত্যাগ করিলেন। (৩৫)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

মৃগত্ব প্রাপ্ত্যনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মবলে ভরতের জড় বিপ্র রূপে জন্ম গ্রহণ।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! অনন্তর একজন ব্রাহ্মণের নয়টী পুত্র জন্মিল। সেই বিপ্র আঙ্গিরস গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ, এবং শম, দম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, অধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান ও আনন্দে সদা অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার যে পুত্রগুলি হইল তাঁহারাও তাঁহার সদৃশ বিদ্যা, শীলতা, আচার, ঔদার্য্য, ইত্যাদি গুণে ভূষিত হইলেন। ঐ নয় তনয় এক জননীর গর্ব্ভজাত, অতএব পরস্পর সহোদর। (১) উক্ত ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা ভার্য্যাতেও এক পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইল। সকলে বলেন এই পুত্রটী পরম ভাগবত সেই রাজর্ষি ভরত, মৃগদেহ বিসর্জ্জন করিয়া এই দেহে বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২) হে রাজন্! রাজর্ষি ভরত বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সঙ্গ বশতঃ পাছে পুনরায় আপনার পতন হয় এই ভয়ে ভগবানের যে চরণারবিন্দ যুগলের শ্রবণ স্মরণ ও গুণবর্ণনে কর্ম্ম বন্ধ বিধ্বংস হয় তাহা মনোমধ্যে বিশেষ রূপে ধারণ করত লোকদের নিকট আপনাকে উন্মত্ত বা জড় অথবা অন্ধ, কিম্বা বধির স্বরূপে প্রকাশ করিলেন। হে মহারাজ! তাঁহার মনে আত্মভ্রংশ ভয় জন্মিবার কারণ এই ভগবদনুগ্রহে জাতিস্মর হইয়া উৎপন্ন হওয়াতে প্রাক্তন জন্ম বিবরণ স্মরণ হইয়াছিল। (৩)

যদিও ঐ সন্তানটী জড় হইল তথাচ সেই ব্রাহ্মণের মনঃ সন্তান স্নেহে অনুবদ্ধ হওয়াতে তিনি উহার সমাবর্ত্তনান্ত সংস্কার সকল যথা শাস্ত্র বিধান করিলেন এবং উপনয়ন দিয়া উপনীতের যে সকল শৌচ আচমনাদি কর্ম্মনিয়ম তাহা যদিও ঐ পুত্রের অনভিমত ছিল তথাচ সে সকল তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। (৪) কারণ পুত্র পিতার নিকটেই শিক্ষিত হইবেক। (৫) কিন্তু ঐ পত্র পিতার শিক্ষা নির্বন্ধ নিবৃত্তি

নিমিত্ত অসমীচীনের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। (৬) অতএব তাঁহার পিতা বেদ ব্রতাদির পরে শ্রাবণাদি মাসে তাঁহাকে বেদ অধ্যয়ন করাইবেন বলিয়া আদৌ বসন্ত ও গ্রীষ্ম-ঋতুতে অর্থাৎ চৈত্রাদি চারি মাসে প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী শিক্ষাইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই অর্থাৎ তিনি চারি মাসেও প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী শিখেন নাই। (৭) ঐ ব্রাহ্মণ আত্মজকে আত্ম তুল্য বোধ করিতেন সুতরাং তাঁহার প্রতি সে ব্যক্তির চিত্ত অনুরাগ সহ নিবিষ্ট হইয়াছিল এই কারণে "সন্তানকে সুশিক্ষিত করা আবশ্যক" এই অসৎ আগ্রহে ব্যগ্র হইয়া উপকুর্ব্বাণের অর্থাৎ নিয়মিত কালপর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যকারির কর্ত্তব্য যে শৌচ-অধ্যয়ন-ব্রত-নিয়ম-গুরুশুশ্রূষাদি, তাহাতে যদিও পুত্রের যত্ন ছিল না তথাচ স্নেহবশতঃ সর্ব্বদাই উপদেশ করিতেন কিন্তু পুত্র কোনরূপে পণ্ডিত হয় তাঁহার মনের মধ্যে এই যে বাসনা ছিল তাহা কোন প্রকারে সুসিদ্ধ হইল না। আশা মাত্রেই কাল ক্ষেপ হইতে লাগিল। ঐ বিপ্র ঐ প্রকারে প্রমত্ত হইয়া আছেন ইতিমধ্যে অপ্রমত্ত কাল আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিল। (৮) ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী নিজ গর্ব্ভজ ঐ পুত্র ও কন্যাটীকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি অনুমরণ দ্বারা পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। (৯)

পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ভরতের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে জড়মতি বলিয়া স্থির করত উপদেশ বা শিক্ষা দানের নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিল। হে রাজন্! ভরতের ভ্রাতৃগণের বুদ্ধি বেদ বিদ্যাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহারা আত্মবিদ্যায় পরিশ্রমমাত্র করে নাই একারণ ভরতের মহিমা বুঝিতে পারিল না। (১০) প্রাকৃত দ্বিপদ পশুগণ তাঁহাকে জড় অথবা বধির কিম্বা মূক জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত যেরূপে বাক্যালাপ করিত তিনিও তদনুরূপ করিতেন এবং যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করাইত তাহার ইচ্ছায় সেই কর্ম্ম করিয়া দিতেন। (১১) লোকে বিনা বেতনে কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত ধরিয়া লইয়া গেলে যে কিছু খাদ্য পাইতেন অথবা বেতন হইতে কিম্বা যাচ্ঞা বা যদৃচ্ছাক্রমে যৎকিঞ্চিৎ কুৎসিত অন্ন যাহা উপস্থিত হইত তাহা ভোজন মাত্র করিতেন, তাহাতে ইন্দ্রিয়-প্রীতি হইবে ইহা মনেও করিতেন না (১২) কারণ উৎপাদকশূন্য ও অভিব্যঞ্জক রহিত যে বিশুদ্ধ অনুভব, তৎস্বরূপ যে আনন্দময় আত্মা, তাঁহার প্রীতিতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অর্থাৎ আত্মা ঐরূপ, তাঁহার এবম্বিধ জ্ঞান হইয়া ছিল। অপর মান ও অপমানাদিরূপ যে দ্বন্দ্ব ও তজ্জন্য যে সুখ ও দুঃখ, তদ্বিষয়েও তাঁহার দেহাভিমান ছিল না। (১৩) অতএব শীত উষ্ণ বাত বর্ষাদিতে অনাবৃত শরীর হইয়া ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার শরীর বৃষের ন্যায় পুষ্ট ও অবয়ব সকল কঠিন ছিল। ভূমি শয়ন, তৈল-অমর্দ্দন এবং অস্নান দ্বারা সর্ব্বদা গাত্রে ধূলি উড্ডীয়মান হইত, তাহাতে ব্রাহ্মতেজঃ মহামণির ন্যায় অপ্রকাশিত থাকিত। অপর কটিদেশে কুৎসিত বসন এবং বক্ষঃস্থলে মলিন উপবীত থাকাতে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব না জানিত তাহারা কেহ "এ ব্যক্তি কুৎসিত দ্বিজাতি," কেহ "ব্রহ্মবন্ধু" এইরূপ বলিয়া অবজ্ঞা করিত। (১৪) যখন তিনি কাহারো কর্ম্ম করিয়া দিয়া বেতন স্বরূপে আহার পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন তখন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে আহারের লোভ দেখাইয়া শালিক্ষেত্রের কর্দ্দম বিলোড়নাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তিনি তাহাও করিতেন (১৫) কিন্তু কিরূপ করিলে ক্ষেত্র সম বা বিষম কিম্বা ন্যূন হইবেক তাহা জানিতেন না। (১৬) তাঁহার ভ্রাতারা তণ্ডুল-কণা (ক্ষুদ) পিণ্যাক (খইল), তুঁষ, কীটনিষ্কুষিত কলায় এবং স্থালী লগ্ন দগ্ধ অন্নাদি যাহা দিত তাহাই অমৃত তুল্য বোধ করিয়া ভোজন করিতেন। (১৭)

মাকে জরা আক্রমণ করিয়াছে না কি? কেন এ সকল ব্যক্তি কি তোমার সহচর নহে? রহূগণ সগর্ব্ব হইয়া এই রূপে তর্জ্জন করত উপহাস বাক্য কহিতে থাকিলে ভরত তাহাতে কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না, মৌনী হইয়া পূর্ব্ববৎ শিবিকা বহিতে লাগিলেন। হে রাজন্ পরিক্ষিত! ভরতের মৌনী হইবার কারণ এই, তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ হওয়াতে আপনার চরম কলেবর যাহাতে ভূত-ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম (পাপপুণ্য) ও অন্তঃকরণ অবিদ্যা দ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহাতে "আমি আমার" এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক। তিনি বহিতে থাকিলে পুনরায় ঐ শিবিকা অসমান হইল তাহাতে রহূগণ সাতিশয় রোষান্বিত হইয়া কহিলেন (৭) অরে এ কি? তুই জীবন সত্বে মৃত না কি? আমাকে বুঝি মান্য করিস্ না, আমি তোর প্রভু, আমার আজ্ঞায় তাচ্ছল্য করিতেছিস্। (৮) তুই বড় প্রমত্ত, থাক, যম যেমন লোক সকলের শাসন করেন তেমনি আমি তোর এই প্রমত্ততার শাস্তি দিতেছি, তাহা হইলে আপনার প্রকৃতি (অপ্রমত্ততা স্বভাব) প্রাপ্ত হইবি। (৯)

হে রাজন্! রহূগণ রাজার আপনাতে নরদেব ও পণ্ডিত বলিয়া অভিমান ছিল। অতএব রজঃ ও তমোগুণে বর্দ্ধিত মদে মত্ত হইয়া ঐ প্রকার অনেক অসঙ্গত বাক্য কহিয়া ভগবানের প্রিয় আশ্রয় ভরতকে তিরস্কার করিলে সেই ভরত যিনি সকল প্রাণির সুহৃদ্ ও আত্মা এবং পর ব্রহ্ম স্বরূপ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তিনি গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করিলেন। অহে পরিক্ষিত! যোগেশ্বরদিগের আচার কি প্রকার, এ বিষয়ে রহূগণের বুদ্ধি পরিচিতা ছিল না এই কারণেই তিনি ভরতকে ঐ রূপ তিরস্কার করেন। (১০)

সে যাহা হউক, হাস্যের পর ভরত রহূগণ রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন অহে বীর! তুমি শ্লেষ করিয়া যাহা২ কহিলে সে সকল বড় মিথ্যা কথা নহে, যেহেতু যদি বহনকর্ত্তার কোন ভার থাকে এবং সেই ভার যদি আমাতে পড়ে তথা গমনকর্ত্তার যদি প্রাপ্য বর্ত্ম থাকে ও তাহা যদি আমার হইবার প্রসক্তি হয়, তাহা হইলে এক্ষণে ভার না থাকাতে তোমার ঐ সকল বাক্য বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমার তাহা কিছুই নাই সুতরাং যাহা২ বলিলে মিথ্যা বা অসঙ্গত নহে। পরন্তু তুমি আমাকে "স্থূল নহ" এই যাহা বলিলে ঐরূপ বাক্য পণ্ডিতজনে চেতন উদ্দেশ করিয়া কখন বলেন না, মূর্খ লোকেই কহিয়া থাকে, কারণ ঐরূপ বাক্য দেহের প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে, আত্মার প্রতি কখন প্রযুক্ত হইতে পারে না। ফলতঃ আমার দেহই স্থূল, আমি স্থূল নহি। (১১) অপর যে ব্যক্তি দেহের সহিত তদভিমান দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে তাহারই স্থূলত্ব, কৃশত্ব, আধি, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, জরা, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, শোক, ভয় এবং অহঙ্কারজন্য মদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার দেহাভিমান নাই, সুতরাং স্থূলত্ব কৃশত্বাদি আমার নাই। (১২) অপিচ তুমি যে আমাকে জীবন্মৃত বলিলে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে কেবল আমি জীবন্মৃত নহি, বিকারি অর্থাৎ পরিণামশীল পদার্থ মাত্রেরই জীবন্মৃতত্ব দৃষ্ট হয় এবং বিকারি পদার্থ মাত্রের আদি ও অন্ত আছে। অপর তুমি আমাকে "স্বামির আদেশ অমান্য করিতেছিস্" এই যাহা বলিলে তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে স্থলে আপনার ও স্বামির ভাব ব্যবস্থিত হয়, সেই স্থানেই আদেশ ও কর্ম্ম এ দুই যুক্ত হইতে পারে, নচেৎ তোমার রাজ্যভ্রংশ ও আমার রাজ্য হইলে উহাই আবার বিপরীত হইবার সম্ভব। (১৩) যদিও যাবৎ তুমি রাজা হইয়া আছ তাবৎ আমার স্বামী এমত বলিতে

পার তথাপি একমাত্র ব্যবহার ব্যতীত এই বিশেষ বুদ্ধির অত্যল্পও অবকাশ দেখিতে পাই না। কারণ প্রভু কে? প্রভুত্বই বা কি? সে যাহা হউক, যদি তোমার আপনাকে প্রভু বলিয়া অভিমান থাকে তবে আজ্ঞা কর, আমি তোমার কি কর্ম্ম করিব। (১৪)

হে রাজন্! তুমি যে আমাকে বলিলে "তুই উন্মত্ত, তোর চিকিৎসা করিতেছি, তাহা হইলে আপনার প্রকৃতি পুনরায় প্রাপ্ত হইবি" এ কথায় আমার বক্তব্য এই, আমি উন্মত্ত বা মত্ত অথবা জড় তুল্য হইয়া আছি সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ আমি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া আছি, তুমি চিকিৎসা করিয়া দণ্ডই কর আর শিক্ষাই দাও তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেক না, যেহেতু আমি মুক্ত, আমার অর্থ বা অনর্থ কিছুই সম্ভবিবে না। আর যদি আমাকে তোমার মুক্ত বোধ না হয়, যেরূপ স্তব্ধ বলিয়া অনুমান করিতেছ তোমার মতে আমি তদ্রূপ স্তব্ধই হই, তথাপি আমার দণ্ড বা শিক্ষা দেওয়া পিষ্ট পেষণমাত্র, কারণ বস্তুতঃ জড় স্বভাব লোক কখন শিক্ষা দ্বারা পটু হইতে পারে না। (১৫)

শুকদেব কহিলেন অহে পরিক্ষিত! উপশমশীল সেই মুনিবর ভরত উক্ত প্রকার কহিয়া রহূগণ রাজার কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন এবং আপনার প্রাক্তন কর্ম্ম যাহার ফল আরব্ধ হইয়াছিল ভোগদ্বারা তাহা ক্ষয় করত পূর্ব্ববৎ ঐ রাজার যান বহিতে লাগিলেন। দেহে আত্মবুদ্ধির কারণ যে অবিদ্যা, তাঁহা হইতে তাহা অপগত হইয়াছিল, অতএব যানবহনে ক্লেশ অথবা অপমান বোধ হইল না। (১৬)

হে পাণ্ডবেয়! সিন্ধু ও সৌবীর দেশের অধিপতি রহূগণ রাজা হৃদয়গ্রন্থিবিমোচন ও বহু২ যোগ গ্রন্থে সমন্বিত ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া শিবিকা হইতে অবরোহণ করিলেন। সম্যক শ্রদ্ধা উৎপন্না হওয়াতে তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় তাঁহার অধিকার জন্মিল। অতএব "আমি অধিরাজ" এই গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনিবর ভরতের পাদ মূলে গিয়া আপনার অপরাধ ক্ষমা করাইতে২ কহিতে লাগিলেন (১৭) ব্রহ্মন্! আপনকার স্কন্ধদেশে উপবীত দেখিতেছি, আপনি কি ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন ব্যক্তি? না দত্তাত্রেয়াদির মধ্যে কোন অবধূত? কেন প্রচ্ছন্নভাবে বেড়াইতেছেন? আপনি কাহার সন্তান? কোথায় থাকেন? এখানে কি কারণে আসিয়াছিলেন? যদি আমাদের মঙ্গলার্থ আগমন হইয়া থাকে তবে কি আপনি শুক্লমুনি অর্থাৎ কপিলদেব? (১৮) হে যোগিন্! আমি দেবরাজের বজ্রকে ভয় করি না, মহেশ্বরের শূল হইতেও আমার ভয় হয় না, যমের দণ্ড দেখিয়াও আমার শঙ্কা জন্মে না এবং অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও কুবেরের অস্ত্রেও কখন আমার ত্রাস উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির অপমানে আমি অত্যন্ত ভয় করি। (১৯) অতএব আপনাকে যে প্রশ্ন করিলাম তাহার উত্তর প্রদান করুন। আপনি যদিও নিজ বিজ্ঞানরূপ প্রভাব তিরোহিত করিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়বৎ বেড়াইতেছেন তথাচ আমাদের নিকট আপনকার অনন্ত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, যেহেতু আপনি যোগগ্রথিত যে সকল বাক্য কহিলেন আমরা মনের দ্বারাও তাহার অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না। (২০) ব্রহ্মন্! আপনকার ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞান বিষয়ে অর্থী হইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে অতএব যোগেশ্বর ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিদের প্রধান এবং জ্ঞান শক্তি দ্বারা অবতীর্ণ কপিলরূপী সাক্ষাৎ হরি যে আপনি, আপনাকে গুরু করিয়া আমি এই সংসারের নিস্তার কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। (২১) প্রভো! আমি যেরূপ বর্ণন

করিলাম, আপনি তদ্রূপই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি ঐ রূপ হইয়াও লোক সকলকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত বুঝি স্বীয় চিহ্ন গোপন পূর্ব্বক এপ্রকারে ভ্রমণ করিতেছেন? হায়! গৃহাবিষ্ট মন্দ বুদ্ধি মূঢ় লোকে কি প্রকারে যোগেশ্বর আপনাদিগের গতি দেখিতে পাইবে! (২২)

প্রভো! আপনি অগ্রে আমার বাক্যে যে সকল উত্তর দিলেন তাহা আমার সঙ্গত বোধ হইতেছে না, আপনি বলিলেন "আমার শ্রম নাই" ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? যে ব্যক্তি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হয় তাহার কর্ম্ম ও শ্রম অবশ্যই থাকে, যখন আমার আপনার প্রভুত্ব ও যুদ্ধাদি ক্রিয়ায় কর্ত্তৃত্ব করিবার সময়ে কর্ম্ম ও শ্রম দেখিতেছি তখন সহজেই অনুমান হইতেছে আপনকারও ভারবহনে শ্রম হইয়াছে। অপর আপনি বলিলেন "একমাত্র ব্যবহার ভিন্ন অন্য দেখিতে পাই না"। হে ব্রহ্মন্! এ কথাও সঙ্গত হইতেছে না, ফলতঃ ব্যবহারবস্তু অলীক, এমত বোধ হয় না, বরং সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতে পারে যেহেতু ঘটাদি পদার্থ মিথ্যা হইলে তাহাতে কি জলানয়নাদি ক্রিয়া হইতে পারে (২৩) অপর আপনি যে বলিলেন "স্থূলত্বাদি উপাধির ধর্ম্ম, তাহা বস্তুতঃ আমার নাই" এ কথাতেও আমার এই সংশয় হইতেছে যে ঐ সকল উপাধির ধর্ম্ম হইলেও সত্য কেন না হইবে, যেহেতু দেখিতেছি স্থালীকে অগ্নির দ্বারা তপ্ত করিলে সেই স্থালীর তাপে তন্মধ্যবর্ত্তি দুগ্ধাদি তপ্ত হয়, সেই দুগ্ধাদির উত্তাপে তত্রস্থ তণ্ডুলাদির বহির্ভাগ তপ্ত হয়, পরে বর্হিভাগের উত্তাপে তণ্ডুলের মধ্যভাগের পাক নিষ্পন্ন হয়। এই ক্রম যথার্থও বটে, কোন অংশে মিথ্যা নহে। অতএব পরম্পরায় অগ্নি সম্বন্ধদ্বারা যেমন তণ্ডুল পাক হয় তেমনি দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ এবং মনঃ এই সকল উপাধি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি দ্বারা পুরুষের সংসার হইবেক অসম্ভব কি। ফলতঃ গ্রীষ্মাদিহেতু দেহের সন্তাপ হইলে তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকলের, তাহার পরে প্রাণের, তদনন্তর মনের সন্তাপ যখন দৃষ্ট হইতেছে তখন দেহ স্থূল হইলে পরম্পরায় আত্মাও স্থূল না হইবেক কেন? (২৪) আর আপনি যে বলিলেন স্বাম্য ভাব নিত্য নহে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু নিত্য না হইলেও যখন যে ব্যক্তি নরপতি হয় তখন তো সে প্রজাদের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। অপর আপনি বলিলেন "স্তব্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া পিষ্ট পেষণ অর্থাৎ বিফল শ্রম" ইহাও আমার সঙ্গত বোধ হইতেছে না, কারণ যে ব্যক্তি ভগবানের দাস হয়েন, তিনি কখন নিষ্ফল কর্ম্ম করেন না। অর্থাৎ স্তব্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়া যদিও তাহার স্তব্ধত্ব দূর করিতে না পারা যাউক তথাচ সর্ব্বশাস্তা পরমেশ্বরের আজ্ঞা সম্পাদন করাতে তদর্থ যত্ন বিফল হয় না। পরমেশ্বরের আরাধনা করাই স্বধর্ম্ম, আজ্ঞা সম্পাদন দ্বারা তদর্থ চেষ্টা করিলে পাপরাশি হইতে পরিত্রাণ হয়। (২৫) প্রভো! এই রূপে আপনকার কথিত সকল কথাই আপাততঃ আমার অসঙ্গত বোধ হইতেছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করুন। আমি নরদেবাভিমানে আপনকার সদৃশ সাধু পুরুষের অপমান করিয়াছি, এমত অনুগ্রহ প্রকাশ করুন যেন তাহাতে সাধুজনের অপমান করণজন্য পাতক হইতে নিস্তার পাইতে পারি। (২৬) প্রভো! আপনি বিশ্ব সংসারের সুহৃৎ ও সখা, সুতরাং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হেতু নিজ দেহেও আপনকার আত্মীয়ত্বাভিমান নাই, ইহাতে আমি যে আপনকার অপমান করিয়াছি তদ্দ্বারা যদিও আপনকার কোন বিকার হয় নাই তথাপি আমার সদৃশ লোক শূলপাণির ন্যায় সমর্থ হইলেও মহৎ ব্যক্তির অপমানে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। (২৭)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

রহূগণ রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎপ্রতি জড় ভরতের জ্ঞানোপদেশ।

রহূগণ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া জড়রূপী সেই ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন অহে বীর! তুমি অবিদ্বান্ হইয়াও বিদ্বান্ লোকের বাক্য তুল্য বাক্য বলিতেছ, কিন্তু আমার বোধ হয় তুমি শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ নহ, যেহেতু তুমি স্বামি ভৃত্যাদি লৌকিক ব্যবহারকে অম্লানমুখে সত্য বলিতেছ, পণ্ডিতেরা তত্ত্ববিচার করিয়া কখন ঐরূপ বলেন না। ফলতঃ তত্ত্ববিচার না করিলেই স্বামি ভৃত্যাদি ব্যবহার প্রকাশ পায় অতএব তাহা সত্য নহে। (১) অপর লৌকিক স্বামি ভৃত্যাদি ব্যবহারের ন্যায় বৈদিক ধর্ম্মফল ব্যবহারও সত্য নহে, যেহেতু যে সকল বেদবাক্য ভূরি২ গৃহ সম্বন্ধীয় যজ্ঞ বিষয়ক বিদ্যায় অধিক বিলসিত, তন্মধ্যে শুদ্ধ অর্থাৎ হিংসাদি শূন্য এবং সাধু অর্থাৎ রাগাদি রহিত তত্ত্ববাদ প্রায় নিশ্চিতরূপে প্রকাশ পায় না। (২) তবে যে শ্রুতবেদান্ত কোন২ পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা বৈদিক ধর্ম্ম সকলের সত্যতার প্রমাণ হইতে পারে না, যেহেতু স্বপ্ন দৃষ্টান্তে দৃশ্যত্বাদিহেতু গৃহসম্বন্ধীয় যজ্ঞাদি জন্য সুখ হেয় বলিয়া যাহারা মনের মধ্যে নিশ্চয় না করে তাহাদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানার্থ প্রধান২ বেদবাক্য সকলও সম্যক্ সমর্থ হয় না। (৩)

হে রাজন্ পরিক্ষিত! রহূগণ রাজা জগৎ প্রপঞ্চকে যে সত্য বলিয়াছিলেন বিপ্ররূপী যোগিবর ভরত এই প্রকারে তাহা খণ্ডন করিয়া তদনন্তর তদুক্ত সংসারের নিত্যতা খণ্ডনার্থ কহিতে লাগিলেন অহে বীর! যাবৎ পর্য্যন্ত পুরুষের মনঃ রজঃ অথবা সত্ত্ব কিম্বা তমোগুণের বশীভূত থাকে তাবৎ পর্য্যন্তই তাহা নিরঙ্কুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষের ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম বিস্তার করে। (৪) রাজন্! মনই ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনাযুক্ত এবং তাহাই আত্মার উপাধিহেতু আত্মস্বরূপ, অতএব সকল বিষয়ে অনুবিদ্ধ হয়, তাহাতে বিষয়ের দ্বারা সঞ্চালিত ও বিকৃত অর্থাৎ কামাদি পরিণাম বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ মনঃ ভূত ও ইন্দ্রিয় রূপ ষোড়শ কলার মধ্যে মুখ্য, তাহাই পৃথক২ নাম সহিত পশু পক্ষ্যাদি বিশেষ২ দেহ ধারণ করে এবং সেই২ দেহের কারণেই আত্মার উৎকৃষ্টত্ব অথবা নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ পায়। (৫) অপর ঐ মনঃ সংসার চক্রচ্ছলে মায়াদ্বারা জীবোপাধি রচনা করিয়া আপনার আত্মাকে আলিঙ্গন করত সুখ দুঃখ অথবা মোহ যাহা আপনার কর্ম্মের কালপ্রাপ্ত দুর্নিবার ফল, তাহাও সর্ব্বতোভাবে সৃজন করে। (৬) অতএব যেহেতু যাবৎ মনঃ থাকে তাবৎ জাগ্রৎ স্বপ্নরূপ ব্যবহার প্রকাশমান হইয়া সদা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের দৃশ্য হয় সেই হেতু পণ্ডিতেরা ঐ মনকে গুণাভিমানিত্ব রূপ পর ও তদ্রাহিত্য রূপ অবরেরও কারণ বলিয়াথাকেন। (৭)

অপর হে বীর! প্রাণিদের মনঃ গুণে অনুরক্ত হইলেই তাহা ব্যসনের নিমিত্ত হয় এবং তাহাই গুণহীন হইলে কল্যাণার্থ হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপ যখন ঘৃতের বর্ত্তি জ্বালায় তখন ধূমযুক্ত শিখা ধারণ করে, কিন্তু অন্য সময়ে অর্থাৎ ঘৃত শেষ হইলে তাহা স্বীয় পদ অর্থাৎ শুক্লতাই ধারণ করিয়া থাকে, সেই রূপ মনও যখন গুণকর্ম্মে অনুবিদ্ধ হয় তখনই নানা বৃত্তি আশ্রয় করে, অন্য সময়ে আপনার তত্ত্বই অবলম্বন করিয়া

থাকে। (৮) রাজন্! বৃত্তি সমুদায়ে একাদশ প্রকার হয়, তন্মধ্যে পাঁচটী ক্রিয়াকার, এবং পাঁচটী জ্ঞানাকার আর একটী অভিমান। পণ্ডিতেরা শব্দাদি বিষয়, গ্রহণাদি কর্ম্ম এবং পুরকে (শরীরকে) ঐ একাদশ প্রকার বৃত্তির বিষয় বলিয়া থাকেন। (৯) সেই সকল বিষয় এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ। এই পাঁচটী পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানাকার বৃত্তি সকলের বিষয় হইয়া থাকে। আর কথন গ্রহণ গমন বিষ্ঠাত্যাগ ও রমণ এই পাঁচটী পাচ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মাকার বৃত্তি সকলের বিষয় হয়। অপর শরীর, একাদশতম, তাহা "আমার" এইরূপ ভোগায়তনত্ব রূপে অভিমানের বিষয় হয়। কোন২ ব্যক্তিরা কহেন তদ্ভিন্ন মূঢ় ব্যক্তিদিগের দ্বাদশতম বৃত্ত্যন্তর আছে, তাহারও ঐ শরীরই শয্যা নাম গ্রহণ করিয়া বিষয় হয়। শরীরের নাম পুর, তাহাতে জীব অহঙ্কার দ্বারা শয়ন করাতে পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। (১০)

রাজন্! উল্লিখিত একাদশ প্রকার বৃত্তির বিষয়, স্বভাব সংস্কার অদৃষ্ট এবং কাল এই সকলের কারণে, প্রথমে শত প্রকার, তদনন্তর সহস্র প্রকার, তাহার পর কোটি প্রকার হয়। কিন্তু ঐ সকল ঐ রূপে কোটি প্রকার হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেই হইয়া থাকে এবং তাঁহার সত্তাতেই সত্তা লাভ করে, পরস্পর হইতে অথবা আপনা হইতে হয় না। (১১)

সে যাহা হউক। মনঃ যাহা মায়া রচিত জীব অর্থাৎ জীবোপাধি এবং অবিশুদ্ধ কর্ত্তা, ঐ সকল বৃত্তি তাহার বিভূতি। ঐ সকল প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন, কখন২ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় আবির্ভূত হয়, কখন বা সুষুপ্তি দশায় তিরোহিত থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী এপ্রযুক্ত সকল অবস্থাতেই ঐ সকলকে দেখিতে পান। (১২)

হে রাজন্! ক্ষেত্রজ্ঞ দুই প্রকার, এক জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর। জীবের স্বরূপ পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছি, দ্বিতীয়ের স্বরূপ বলি শুন। তিনি আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ, পুরাণ অর্থাৎ জীবের কারণভূত, সাক্ষাৎ অর্থাৎ অপরোক্ষ, কিন্তু স্বয়ং-প্রকাশ। অপর তাঁহার জন্মাদি নাই, এবং তিনি পর যে ব্রহ্মাদি, তাঁহাদেরও প্রভু, আর তিনি নারায়ণ অর্থাৎ জীব সমূহ তাঁহার অয়ন (অবস্থান স্থান) অপর তিনি ভগবান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন। অপিচ তিনি বাসুদেব অর্থাৎ সকল ভূতের আশ্রয় এবং আপনার অধীন যে মায়া, তাহার দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ জীবে নিয়ন্তৃত্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। (১৩) রাজন্! যেমন বায়ু প্রাণ স্বরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া চরাচর ভূত সকলের উপরে আধিপত্য করে সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপরেও প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। (১৪)

হে নরেন্দ্র! দেহী জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা যাবৎ মায়া পরিত্যাগ না করে এবং সঙ্গত্যাগী ও ছয় রিপুর জয়কারী হইয়া যাবৎ আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, তাবৎ সংসার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় (১৫) অপর যাবৎ এই মনকে আত্মার উপাধি এবং সংসার তাপ সকলের ক্ষেত্র বলিয়া নিশ্চয় না করে তাবৎ পর্য্যন্ত সংসার হইতে নিষ্কৃতি পায় না। রাজন্! মনকে সংসার তাপের ক্ষেত্র কেন বলে, ইহার কারণ বলি শুন। রোগ, শোক, মোহ, লোভ, রাগ, বৈর, এই সকলে সংযুক্ত হইয়া মনঃ মমতা জন্মায় তাহাতেই সংসার তাপ হয়, সুতরাং মনঃ সংসার তাপ সকলের ক্ষেত্র। (১৬) অতএব তুমি আপনার গুরুরূপ যে হরি, তাঁহার চরণোপাসনারূপ অস্ত্রদ্বারা অপ্রমত্ত হইয়া ঐ মনকে বিনাশ কর। রাজন্! উহা প্রবল শত্রু, উপেক্ষা করিলে অতিশয় প্রবৃদ্ধ

হয় এবং যদিও বস্তুতঃ স্বয়ং মিথ্যা স্বরূপ, তথাপি আত্মাকে বিলুপ্ত করিতে পারে অতএব ইহার প্রতি উপেক্ষা করিও না। (১৭)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রহূগণ নরপতির জিজ্ঞাসায় জড়ভরত কর্ত্তৃক তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন।

রহূগণ কহিলেন হে যোগেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। আপনকার এই দেহ পরমেশ্বরের ন্যায় লোক সকলের রক্ষণার্থ মাত্র, বস্তুতঃ আপনি আত্ম স্বরূপ অর্থাৎ পরমানন্দ প্রকাশ দ্বারা দেহকে তুচ্ছীকৃত করিয়াছেন। প্রভো! এই দ্বিজবন্ধুর বেশে আপনকার নিত্য অনুভব নিগূঢ় হইয়াছে। (১) ব্রহ্মন্! জ্বররোগে আর্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে সুস্বাদ ঔষধ যেমন হয় এবং নিদাঘ দ্বারা সন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সুশীতল জল যদ্রূপ হইয়া থাকে, আমার পক্ষে আপনকার ঐ সকল বচন তদ্রূপ হইল। এই কুৎসিত কায়রূপ ভুজঙ্গে আমার দৃষ্টি দষ্ট হইয়াছিল আপনকার বাক্যে এক্ষণে অমৃত তুল্য ঔষধ পাইল। (২) অতএব আমার যেং বিষয়ে সংশয় আছে সে সকল পশ্চাৎ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব সংপ্রতি আপনি অধ্যাত্ম যোগ বিস্তার পূর্ব্বক যে বাক্যগুলি বলিলেন সে সকল অতি দুর্বোধ্য, আমি বুঝিতে পারি নাই, যাহাতে সুন্দররূপে বোধগম্য হয় এপ্রকার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক। এ বিষয়ের নিমিত্ত আমার চিত্ত অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইতেছে। (৩) অপর হে যোগেশ্বর! আপনি যে বলিলেন "ভার-বহনাদি ক্রিয়া এবং তাহার ফল শ্রম প্রভৃতি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে দৃশ্যমান হওয়াতে অবাধিত ব্যবহারের মূল অর্থাৎ কারণ হইলেও যথার্থরূপে তত্ত্ব বিমর্শনার্থ সমর্থ নহে" এ বিষয়ে আমার মনঃ অত্যন্ত ভ্রান্ত হইতেছে। (৪)

জড়রূপী ব্রাহ্মণ এতৎশ্রবণে রহূগণকে সম্বোধিয়া কহিলেন রাজন্! যাহা পার্থিব বিকার, তাহাই কোন কারণে পৃথিবীতে পদ ক্ষেপণ করিলে এইরূপ জন অর্থাৎ ভার-বাহকাদি ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। সেই পার্থিব বিকারের উপরেও অবয়বী কেহ নাই, তাহার চরণদ্বয়ের উপরে ক্রমে গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, জানু, ঊরু, মধ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, গল-দেশ ও স্কন্ধ এই সকলই রহিয়াছে। (৫) স্কন্ধের উপরে কেহ অবয়বী থাকুক, তাহাও নাই, তাহার উপরে দারুময়ী শিবিকা। ঐ শিবিকাতেও অবয়বী কেহ নাই, তদুপরি সৌবীর রাজা এই নামে একটী পার্থিব বিকার দেখিতেছি। ঐ পার্থিব বিকা-রেই তোমার আত্মাভিমান বিরূঢ় হইয়াছে, তাহাতেই তুমি আপনাকে "আমি সিন্ধু-দেশ সকলের রাজা" বলিয়া মদান্ধ হইতেছ। (৬) এই সকল ভারবাহক ব্যক্তি অধিক কষ্টভোগ করিয়া অতিশয় দীন হইতেছে, দেখিলে খেদ জন্মে, ইহাদিগকে তুমি বলে ধরিয়া অবলীলাক্রমে নিগ্রহ করিতেছ ইহাতে তুমি অতিশয় নির্দ্দয়। অতএব "আমি সকলের রক্ষক" এই বলিয়া যে আত্মশ্লাঘা কর তাহা মিথ্যা। তুমি অতি দুষ্ট, মহাজন-দের সভায় শোভা পাইতে পার না। (৭)

হে রাজন্! যখন পৃথিবীতেই চরাচর পদার্থ সকলের নাশ এবং উৎপত্তি অব-গত হওয়া যাইতেছে তখন পৃথিবী ভিন্নের বিকার নাই, নামমাত্রে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ঐ সকল ব্যবহারের মূল, অর্থ ক্রিয়া দ্বারা তাহা জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহা নিশ্চয় কর।

(৮) এইরূপ যাহাতে পৃথিবী শব্দের ব্যবহার আছে তাহাকেও মিথ্যা বলিয়া নিরূপণ করিও, যেহেতু তাহাও আপনার কারণীভূত সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় পাইয়া থাকে। রাজন্! ইহাতে এমত মনে করিও না "তবে পরমাণু সকল নিত্য" অহে বীর! মনোদ্বারা কার্য্যের অনুপপত্তি হেতুক পরমাণু সকল বাদিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হয়, তাহাদের সমূহেতেই অর্থাৎ পৃথিবী ইত্যাদি বোধে অবলম্বনেই বিশেষ২ পদার্থ রচিত হয়। মহারাজ! এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়া বিলসিত, একারণ পরমাণু সকলও অবিদ্যা কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু যেরূপ হউক, কোন রূপেই সে সকল সত্য নহে। (৯) রাজন্! আত্মাতে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ, কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূল, কখন কার্য্য, কখন কারণ, এবং কখন চেতন ও কখন জড়ের ধর্ম্ম দেখিয়া যে দ্বৈত প্রতীতি হয় সেই দ্বৈতও মিথ্যা, দ্রব্য স্বভাব আশয় কাল কর্ম্ম ইত্যাদি নামোপলক্ষিত অবিদ্যা প্রযুক্ত তাহা প্রতীত হইয়া থাকে (১০)

মহারাজ! বিশুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তর শূন্য, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন এবং নির্ব্বিকার যে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সত্য, সেই জ্ঞানের নাম ভগবৎ শব্দ, সেই জ্ঞানকেই পণ্ডিতেরা বাসুদেব বলিয়া থাকেন। (১১) অহে রহূগণ! সেই জ্ঞান মহৎ পুরুষদিগের পদধূলির অভিষেক ব্যতিরেকে তপস্যা বা বৈদিক কর্ম্ম কিম্বা অন্নাদি সংবিভাগ, অথবা গৃহস্থ ধর্ম্মার্থ পরোপকার, কিম্বা বেদাভ্যাস অথবা জল অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না। (১২) রাজন্! মহাপুরুষদের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবানের গুণানুবাদেরই প্রস্তাব হইয়া থাকে, তাঁহাদের নিকট গ্রাম্য কথার সম্পর্ক মাত্র নাই, সেই ভগবদ্গুণানুবাদ অনুদিন সেব্যমান হইলে তাহাই ভগবানের প্রতি মুমুক্ষু জনের সৎ বুদ্ধি প্রদান করে। (১৩)

অহে রহূগণ! আমি পূর্ব্ব জন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। প্রথমে বহু২ দর্শন ও শ্রবণ করাতে আমার সঙ্গ নিমিত্ত বন্ধ মোচন হইয়াছিল, ভগবানের আরাধনা করিতাম। পরে দৈবাৎ একটা মৃগের সহিত সঙ্গ হওয়াতে আমি মৃগত্ব প্রাপ্ত হই সুতরাং আমার উদ্দেশ্য উৎসন্ন হইয়া যায়। (১৪) কিন্তু হে বীর! ভগবদর্চ্চনা ভ্রষ্টা হইলেও উদ্ধার করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্ব জন্মে ভগবানের যে আরাধনা করিয়াছিলাম তদুৎপন্না স্মৃতি ঐ মৃগদেহেও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, তজ্জন্য আমি জন সঙ্গ হইতে শঙ্কা করিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নরূপে ভ্রমণ করিতেছি। (১৫)

অতএব মনুষ্যেরা অসঙ্গ মহাপুরুষ গণের সঙ্গদ্বারা জ্ঞানরূপ অসি উৎপন্ন করত তাহা দিয়া স্বীয় মোহ ছেদন করিলে সংসার মার্গের পার ভগবান্ হরিকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে কারণ মহৎ সঙ্গে ভগবানের কর্ম্ম সকল দৃষ্ট ও শ্রুত হয় তাহাতে স্মৃতি লাভ হইয়া থাকে। (১৬)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রহূগণ রাজার বৈরাগ্য দার্ঢ্যার্থ ভরত কর্ত্তৃক ভবাটবী বর্ণন।

ব্রাহ্মণ পুনরায় রহূগণ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন রাজন্! সংসার বর্ত্ম অতি দুর্গম, তাহাতে স্থাপিত হইয়া রজঃ তমঃ ও সত্ত্বগুণে বিভক্ত যে সকল কর্ম্ম, তৎ সমুদায়কেই কার্য্য বলিয়া অবলোকন করত এই বণিক্‌সার্থ অর্থোপার্জ্জনার্থ চারি

দিকে ভ্রমণ করে, কিন্তু তাহাতে ভবাটবী মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়, কোন প্রকারে সুখ প্রাপ্ত হয় না। (১)

হে নরদেব! ভবাটবীতে ছয়টা দুর্দ্দান্ত দস্যু আছে, তাহারা ঐ বণিক্ সার্থের নায়ককে কুৎসিত অর্থাৎ অযোগ্য দেখিয়া বলপূর্ব্বক বণিক্দের অর্থ লুঠ করিয়া লয়। অপর সেখানে বহু২ গোমায়ু (শৃগাল) আছে, সে সকল ঐ বণিক্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যেমন বৃকগণ মেষকে হরণ করে তাহার ন্যায়, তাহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। (২) উক্ত অটবী মধ্যে ভূরি২ তৃণ লতা ও গুল্ম দ্বারা আচ্ছন্ন-অতি দুর্গম গহ্বর আছে, বণিকেরা তথায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়া ভয়ঙ্কর দংশ মশকে অতিশয় উপদ্রুত হয়। কোথাও আশ্চর্য্য গন্ধর্ব্ব পুর দেখিতে পায়, কোন২ স্থানে অতিশয় বেগবান্ উল্মুকাকার গ্রহ (পিশাচ বিশেষ) দেখিয়া সুবর্ণ বোধে উপাদেয় বলিয়া অবলোকন করে এবং তদর্থ সস্পৃহ হয়। (৩)

নিবাসস্থান, জল ও ধন এই সকলে ঐ বণিক্দের আত্ম বুদ্ধি হওয়াতে তত্তৎ বস্তু নিমিত্ত তাহারা নিরন্তর ধাবমান হইয়া বেড়ায়। কোথাও রজোব্যাপ্তনয়ন হওয়াতে বাত্যায় উত্থিত ধূলি দ্বারা ধূম্রা দিক্ জানিতে পারে না। (৪) কোথাও ঝিল্লী নামে ভূরি২ অদৃশ্য কীটের ধ্বনিতে তাহাদের কর্ণশূল জন্মে কোথাও পেচক সকলের শব্দে তাহাদের মনঃ সাতিশয় ব্যথিত হয়। হে বীর! ঐ সকল বণিক্ ঐ প্রকারে খিন্ন হইয়া যখন ক্ষুধার্ত্ত হয় তখন যাহাদের ছায়াও পাপের কারণ, তাদৃশ অপুণ্য বৃক্ষ সকলকেও আশ্রয় করে। কোথাও বা সূর্য্য কিরণে জল বোধ করিয়া সেই দিকে ধাবমান হয়। (৫)

অপর তাহারা কখন২ জলশূন্য জলাশয়ে গমন করে, কিন্তু তন্মধ্যে পড়িলেই অঙ্গ ভঙ্গ হইতে পারে ইহাতে সেখানে যে রূপ দুঃখভোগের সম্ভাবনা, জল লাভের তদ্রূপ সম্ভাবনা নাই। আর কখন২ নিরন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট অর্থাৎ দায়াদদিগের সন্নিধানে যাচ্ঞা করিতে বাধ্য হয়। কখন বা দাবানলের নিকট গিয়া অগ্নিতে সন্তপ্ত হওয়াতে বিষাদ করে। কখন২ যক্ষগণ প্রাণ তুল্য ধন হরণ করিয়া লওয়াতে নির্ব্বেদান্বিত হয়। (৬) কোন২ স্থানে অন্যান্য শূর কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বিষণ্ণচিত্ত হয় এবং তদর্থ শোক করিতে২ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কোথাও বা গন্ধর্ব্বপুরে প্রবেশ করিয়া পিতৃ পিতামহাদির সমাগমে নির্বৃত তুল্য হওত মুহূর্ত্তকাল আহ্লাদ আমোদ করে। (৭) কোথাও চলিতে২ পদে কণ্টক শর্করাদি বিদ্ধ হওয়াতে পর্ব্বতারোহণের বাসনায় অন্যমনস্কের ন্যায় হইয়া থাকে। কখন বা কোন২ পরিবারী পুরুষ অভ্যন্তরবর্ত্তি জঠরানলে পীড়িত হওয়াতে ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষণে২ লোকের উপরে ক্রুদ্ধ হয় (৮)

হে রাজন্! উক্ত অটবীর কোন২ স্থানে কোন২ ব্যক্তি অজগর সর্প কর্ত্তৃক গিলিত হইয়া কিছুই জানিতে পারে না। কোথাও বা কোন২ লোক অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের তুল্য পড়িয়া থাকে, হিংস্র জন্তুরা যথেচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে দংশন করে। কোথাও অন্ধ লোকেরা অন্ধকূপে পড়িয়া অন্ধকারে নিমগ্ন হয় (৯) কোন২ স্থানে কোন২ ব্যক্তি ক্ষুদ্ররস অর্থাৎ মধুক্রম অন্বেষণ করিতে গিয়া তাহার মক্ষিকার নিকট অবজ্ঞাত হওয়াতে সাতিশয় ব্যথিত হয়। যদি কদাচিৎ কষ্টে ঐ বিষয়ে মান লাভ হয় অর্থাৎ যদি ক্ষুদ্র রস লাভ করিতে পারে তাহাও ভোগ করিতে পায় না, অন্যেরা বল দ্বারা হরণ করিয়া লয়। (১০) কোথাও কোন লোক শীত গ্রীষ্ম বায়ু বর্ষা ইত্যাদির প্রতীকার করিতে না পারিয়া বসিয়া থাকে। কোথাও কোন২ লোক ক্রয়াদি দ্বারা অত্যল্প

দ্রব্য পরস্পর বিনিময় করিয়া বিত্তশাঠ্য করাতে বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। (১১) কোন২ প্রদেশে কোন২ ব্যক্তি ক্ষীণধন হওয়াতে শয্যা আসন স্থান এবং বিহার বিহীন হইয়া অন্যের নিকট যাচ্ঞা করে। কিন্তু যখন অন্য হইতে কামনা পূর্ণ না হয় তখন পরকীয় বস্তুর প্রতি অভিলাষ করিয়া তজ্জন্য অপমান সহ্য করে। (১২)

হে রাজন্! ভবাটবী মধ্যে কোন২ ব্যক্তি পরস্পর ধন বিনিময় করিয়া বৈরানুবন্ধ বর্দ্ধিত করিতেছে। কেহ২ পরস্পরের সহিত বিশেষ রূপে সম্বন্ধ করিতেছে। কোন২ লোক সুমহৎ পরিশ্রম এবং ধননাশ ও অন্যান্য উপসর্গ দ্বারা বিপন্ন হইতেছে। (১৩) হে বীর! সেই সকল বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে সেই২ স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন উৎপন্ন গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তি অদ্যাবধি প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে না অর্থাৎ যে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে তথায় পুনরাগমন করিতেছে না। আর ঐ বণিক্-সার্থ মধ্যে কোন লোক অদ্যাবধি ঐ পথের পারও প্রাপ্ত হইতেছে না। (১৪) হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি শূর এবং প্রধান২ দিগ্ হস্তি সকলের জয়কারী, তাহারাও ঐ ভবাটবীতে "আমার এই ভূমি, আমার এই ভূমি" এই রূপ কহিয়া ভূমির নিমিত্ত পরস্পর বৈর বদ্ধ করিয়া রণাঙ্গণে শয়ন করে, অতএব সন্ন্যাসী ব্যক্তিরা বিষ্ণুর যে পরম পদ প্রাপ্ত হন তাহারা তাহা কখনই প্রাপ্ত হইবেক না। (১৫)

রাজন্! ভবাটবী মধ্যে ভ্রমণকারিদের আরো বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। কোথাও কোন ব্যক্তি লতাশাখা আশ্রয় করিয়া এবং তত্রস্থ পক্ষিদের অস্ফুটাক্ষর ধ্বনি শ্রবণার্থ সস্পৃহ হইয়া তাহাতে আসক্ত হয়। কোথাও কখন কখন হরিচক্র (সিংহ সমূহ) হইতে ভীত হইয়া বক কঙ্ক ও গৃধ্র সকলের সহিত সখ্য করে। (১৬) কিন্তু তাহাদের নিকটে বঞ্চিত হইয়া পশ্চাৎ আপনি গিয়া হংসকুলে প্রবেশ করে, শেষে তাহাদেরও আচার ব্যবহার প্রিয় বোধ না হওয়াতে বানরদের নিকট গমন করিয়া তজ্জাতীয়দের ক্রীড়া দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয় সকলকে নির্বৃত করে। পরস্পরের সন্দর্শনে মুগ্ধ হওয়াতে আপনাদের অবধি কত অর্থাৎ জীবনকাল কিয়ৎ, তাহা যেন বিস্মৃত হয়। (১৭) কোথাও কোন২ ব্যক্তি পুত্রকলত্রের প্রতি বাৎসল্য হেতু তাহাদের নিমিত্ত বৃক্ষ সকলে অর্থাৎ দৃষ্টার্থ বিষয়ে ক্রীড়া করিয়া ব্যবসায়ে অতিদীন সুতরাং আপনার বন্ধনে বিবশ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয়। কোথাও কোন ব্যক্তি অনবধানতা প্রযুক্ত পর্ব্বত কন্দরে পতিত হইয়া তত্রস্থ হস্তি ভয়ে লতা অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। (১৮) হে অরিন্দম! ঐপুরুষ ঐ প্রকার বিপদ হইতে কদাচিৎ কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া আপনার সঙ্গিদের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ মিলিত হইতে পারে কিন্তু সংসার মার্গে মায়া কর্ত্তৃক স্থাপিত ভ্রমণকারী কোন লোক অদ্যাপি যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিল না। (১৯) হে রহূগণ! তুমিও মায়া কর্ত্তৃক সংসার বর্ত্মে স্থাপিত হইয়াছ অতএব আপনার রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রাণির সহিত মিত্রতা কর এবং বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া হরিসেবা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানরূপ অসি গ্রহণ পূর্ব্বক এই সংসারের পারে উত্তীর্ণ হও। (২০)

রাজা কহিলেন ব্রহ্মন্! মানবজন্ম যাবতীয় জন্ম অপেক্ষা সুশোভন সত্য, কিন্তু স্বর্গীয় দেবাদি জন্ম অপেক্ষা ঐ জন্ম শ্রেষ্ঠ নহে। পরন্তু স্বর্গেতেও যদি আপনকারদের সদৃশ মহাত্মাপুরুষদিগের সহিত সতত সমাগম না হয় তাহা হইলে সেখানে দেবাদি জন্ম প্রাপ্তি হইলেও কি লাভ? প্রভো! আপনারা কি সামান্য ব্যক্তি, ভগবানের যশঃ শ্রবণে আপনারদের আত্মা শোধিত হইয়াছে। (২১) অতএব আপনাদের চরণ রেণুর নিরন্তর

উপাসনা করিলে তদ্দ্বারা পুরুষের পাপরাশি দূরীভূত হইয়া ভগবান্ অধোক্ষজে যে অমলা ভক্তি জন্মাইয়া দিবেক ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি আত্ম দৃষ্টান্তে দেখিতে পাইতেছি মুহূর্ত্তমাত্র আপনকার সহিত সমাগম হওয়াতে আমার কুতর্কের মূলীভূত অবিবেক বিনষ্ট হইয়া গেল। (২২)

তদনন্তর ব্রহ্মবেত্তা জনগণ কিরূপে ভ্রমণ করেন তাহা না জানাতে সকলকেই নমস্কার করত কহিলেন মহৎ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার, শিশুদিগকে নমস্কার, যুবাদিগকে নমস্কার। খেলায়মান বিপ্রকুমার অবধি সকল বিপ্রকে নমস্কার। অপর যে সকল ব্রাহ্মণ অবধূতের চিহ্ন ধারণ করিয়া অবনীমণ্ডলে ভ্রমণ করেন তাঁহাদেরও প্রতি আমার বহু২ নমস্কার। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে রাজাদিগের মঙ্গল হউক। (২৩)

শুকদেব কহিলেন হে উত্তরাসুত পরিক্ষিত! সিন্ধুদেশাধিপতি রহূগণ রাজা যদিও অপমান করিয়াছিল তথাচ ব্রহ্মর্ষি তনয় মহানুভব জড়ভরত পরম কারুণিকত্ব প্রযুক্ত দয়া করিয়া তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। তদনন্তর রহূগণ সেই ব্রহ্মর্ষির চরণ বন্দন করিলে তিনি পূর্ণার্ণবের তুল্য আনন্দ পূর্ণ হইলেন কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সদাই অক্ষুব্ধ ছিল। যাহা হউক। তাহার পরে ভরত পুনরায় পূর্ব্বের মত ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। (২৪)

সৌবীরপতি রহূগণ রাজাও ভরত সন্নিধানে তত্ত্ব সহিত পরাত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি (যাহা অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত হইয়াছিল) পরিত্যাগ করিলেন। (২৫) হে রাজন্! ভগবানের আশ্রিত মহানুভব ভরতের আশ্রয় গ্রহণ করাতে রহূগণ রাজার অহঙ্কার সদ্যই বিনষ্ট হইল। (২৬)

পরিক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন! হে ভাগবতবর! আপনি বহুজ্ঞ, অপরোক্ষ বাক্য দ্বারা বণিক্‌সার্থ সহিত রূপক করিয়া এই যে সংসার মার্গ বর্ণন করিলেন (২৭) বিবেকি পুরুষদিগের বুদ্ধি দ্বারা ইহার বিষয় কল্পিত হইতে পারে অর্থাৎ তাঁহারা বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয়গণকে দস্যু তুল্য ও পুত্রকলত্রাদিকে গোমায়ু ইত্যাদি সদৃশ বোধ করিয়া ঐ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন কিন্তু অব্যুৎপন্ন মানবের সম্যক্ প্রকারে বুদ্ধিগম্য হওয়া সুকঠিন। (২৮) অতএব যাহা২ কহিলেন তত্ত্বাবতের অনুরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া এই দুর্গম্য বিষয় নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হউক। (২৯)

ইতি পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রূপকরূপে বর্ণিত ভবাটবীর ব্যাখ্যা।

রাজা পরিক্ষিতের ঐরূপ প্রার্থনায় শুকদেব কহিলেন (১) রাজন্! এই সংসারে জীবগণ অর্থার্জ্জন পর বণিক্ সমূহের তুল্য। ইহারা ভগবানের মায়ায় সংসার মার্গে আপতিত হইয়াছে। অতএব গুরু যে ভগবান্ হরি, তাঁহার চরণারবিন্দ সেবকদের পদবী অর্থাৎ ভাগবত জনের অনুষ্ঠিত ভক্তিমার্গ অদ্যাপি প্রাপ্ত হইতেছে না। অহে পরিক্ষিত! সংসারমার্গ সুগম নহে। যে সকল ব্যক্তি দেহে আত্মাভিমান করে তাহাদের সত্ত্বাদি বিশেষ২ গুণদ্বারা বিভক্ত কর্ম্ম সকল মঙ্গল অমঙ্গল ও উভয় মিশ্রিত হয়। তাহাতে বিবিধ দেহ শ্রেণী নির্ম্মিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সংযোগ বিয়োগাদি রূপ অনাদি সংসার হয়, সেই সংসার অনুভবের দ্বার স্বরূপ ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়, তাহাতে ঐ সংসার

মার্গ দুর্গম মার্গের তুল্য অতিশয় অসুগম হইয়াছে। হে রাজন্! ঐরূপ দুর্গম মার্গে পদার্পণ করিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইবে না এমত বলিতে পার না, ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া দ্বারা অবশ হইয়া সকলেই তাহাতে স্থাপিত হয় এবং স্ব২ দেহ দ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্ম সকলের ফল ভোগ করে। তাহাদের চেষ্টা কখন সফল হয়, কখন বা ভূরি২ বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইয়া থাকে। রাজন্! ঐরূপ সংসারাটবীতে যে বিবিধ তাপ আছে ভগবচ্চরণারবিন্দ সেবকদিগের পদবী সে সকলের বিনাশ করণে সক্ষম। কিন্তু ভগবন্মায়া বশতঃ জীবলোকের তাহা সহজে লভ্য হয় না। (২) সে যাহা হউক। এই সংসাররূপ অটবীতে যে ছয়টী ইন্দ্রিয় আছে তাহারাই কর্ম্ম দ্বারা দস্যুর তুল্য, যেহেতু সংসারে বহু কষ্ট উপস্থিত হইলেও পুরুষ ধর্ম্মের উপযোগি যে কিছু ধন প্রাপ্ত হয় পণ্ডিতেরা যাহাকে ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া থাকেন, সে অনবহিত হইলে, যেমন সঙ্গী লোকে সঙ্গির ধন হরণ করে তাহার ন্যায়, ঐ সকল ইন্দ্রিয় দস্যু দর্শন স্পর্শন শ্রবণ আস্বাদন আঘ্রাণ সংকল্প ইত্যাদি দ্বারা তাহার ঐ ধন হরণ করিয়া লয়, সে ব্যক্তি অজিতাত্মা ও গৃহ মধ্যে গ্রাম্য বস্তু উপভোগে আসক্ত থাকে, ইহাতে তাহা কিছুই জানিতে পারে না। (৩)

হে রাজন্! "সেখানে বহু২ গোমায়ু আছে" ইত্যাদি যাহা কহিয়াছি তাহার অর্থ এই, সংসারে পরিবার সংক্রান্ত যে সকল পুত্র কলত্র প্রভৃতি, তাহারাই কার্য্যতঃ গোমায়ু ও বৃক স্বরূপ, যেহেতু অতিলুব্ধ কুটুম্বী পুরুষ মেষশাবক তুল্য যে বস্তুজাত রক্ষা করেন, তাঁহার ইচ্ছা না হইলেও ঐ সকল ব্যক্তি ছলে তাহা অপহরণ করিয়া লয়। (৪) অপর ভবাটবী মধ্যে "ভূরি২ তৃণ গুল্মে আচ্ছন্ন দুর্গম গহ্বর আছে" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই, যেমন প্রতি বৎসর ক্ষেত্র কর্ষণ করিলেও তত্রস্থ বীজ সকল দগ্ধ না হওয়াতে পুনরায় আবপন সময়ে তৃণ গুল্ম লতা ইত্যাদি দ্বারা তাহা দুর্গম গহ্বর তুল্য হয় তাহার ন্যায় এই গৃহাশ্রম কর্ম্ম সকলের ক্ষেত্র স্বরূপ, ইহাতেও কর্ম্ম সকল একেবারে উৎসন্ন হয় না, কারণ এই গৃহ কাম-সকলের করণ্ড। ফলতঃ যেমন কর্পূর পাত্রের কর্পূর ক্ষয় হইয়া গেলেও তাহার সদ্গন্ধ ক্ষয় হয় না তাহার ন্যায়, কর্ম্ম সকল নষ্ট হইলেও বাসনা ক্ষয় না হওয়াতে একেবারে উৎসন্ন হয় না। সে যাহা হউক। এই গৃহাশ্রমে যে পুরুষ রত হয় তাহার বহিঃপ্রাণ অর্থাৎ ধন সম্পত্তি দংশ মশক তুল্য নীচ ব্যক্তিরা এবং পতঙ্গ শকুন্ত মূষিক প্রভৃতির তুল্য তস্করেরা পীড়ন করিয়া লয় তথাপি ঐ পুরুষ গৃহাশ্রমের পথে ভ্রমণ করিতে ক্ষান্ত হয় না বরং মিথ্যা দৃষ্টি হওয়াতে অবিদ্যা কাম ও কর্ম্ম দ্বারা উপরক্তমনা হইয়া গন্ধর্ব্ব নগর তুল্য অঘটমান নরলোককে সত্যরূপে দর্শন করে। অপর কোন স্থানে পান ভোজন স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ার্থ লোলুপ হইয়া মৃগ তৃষ্ণার জল তুল্য বিষয় সকলের প্রতি ধাবমান হয়। (৫) আর "কোন স্থানে উল্মুকাকার গ্রহ দেখিয়া তাহার সুবর্ণ উপাদেয় বোধে তদর্থ সস্পৃহ হয়" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই, যেমন শীতার্ত্ত অগ্নিকামী লোক অরণ্যে অগ্নিবৎ জাজ্বল্যমান পিশাচ বিশেষকে দেখিয়া ধাবমান সেই পিশাচের পশ্চাং ধাবন করিয়া বেড়ায় তাহার ন্যায়, এই সংসারে পুরুষ কোথাও সুবর্ণ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া দৌড়িয়া বেড়ায় কিন্তু ঐ বস্তু অশেষ দোষের আস্পদ, পবিত্রও নহে, বিষ্ঠা বিশেষ, কারণ শ্রুত আছে অগ্নির পুরীষে স্বর্ণ হয়, পুরুষের তদর্থ অত্যর্থ ইচ্ছা হইবার কারণ এই সুবর্ণবৎ লোহিত বর্ণ যে রজোগুণ, তাহাতে তাহার চিত্ত অভিভূত থাকে। (৬)

হে বীর! "নিবাস জল ধন" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই—নিবাস

জল ধন ইত্যাদি যে সকল বস্তু আপনার উপজীব্য, তদর্থ অভিনিবিষ্ট হইয়া পুরুষ এই সংসার গহনে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়। (৭) অপর " কোথাও রজোব্যাপ্ত-নয়ন হওয়াতে বাত্যায় উত্থিত ধূলি করণক ধূম্রা দিক্ দেখিতে পায় না." ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই, •সংসার মধ্যে কখন২ বাত্যার তুল্য যে প্রমদা, তাহা কর্তৃক ক্রোড়ে আরোপিত হয় তাহাতে তৎকালে যে অনুরাগ জন্মে তদ্দ্বারা ধূলি দূষিত-নয়ন তুল্য হইয়া মর্য্যাদা অতিক্রমণ করে, রাত্রিকালীন ভূতের ন্যায় দিগ্দেবতা সকল মর্য্যাদাতিক্রমের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া যে বর্ত্তমান আছেন সে তাহা জানিতে পারে না। (৮) অপর " কোথাও বা সূর্য্য কিরণে জল বোধ করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হয় " ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই—সংসার মধ্যে পুরুষ কখন২ আপনিই এক২বার বিষয় সকলকে ব্যর্থ বলিয়া নিশ্চয় করে। কিন্তু দেহাভিমান-হেতু অবিলম্বে স্মৃতি ভ্রষ্ট হইয়া যায় তাহাতে মৃগতৃষ্ণার জল তুল্য সেই সকল বিষয়ের নিমিত্ত পুনরায় ধাবমান হয়। (৯) রাজন্! " কোথাও ঝিল্লী নামে ভূরি২ অদৃশ্য কীটের ধ্বনিতে কর্ণশূল জন্মে " এই যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই—সংসার মধ্যে কোথাও ঝিল্লীরব তুল্য অতি কর্কশ বিষয়ে উৎসাহহেতু প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে শত্রুপক্ষের ও রাজকুলের ভর্ৎসনায় পুরুষের কর্ণশূল ও হৃদয়বেদনা হয়। (১০) আর " ঐ সকল বণিক্ ঐ প্রকারে যখন ক্ষুধার্ত্ত হয় তখন যে সকলের ছায়াও পাপের কারণ তাদৃশ অপুণ্য বৃক্ষ আশ্রয় করে " ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই, সংসারে যখন পুরুষের পূর্ব্ব সুকৃত উপভুক্ত হয় তখন বিষতিন্দুক প্রভৃতি অপুণ্য বৃক্ষ লতা ও বিষকূপ তুল্য দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনশূন্য ধন উপজীব্য করিয়া স্বয়ং ম্রিয়মাণ হয় এবং জীবন্মৃত লোকের নিকট ধাবমান হইয়া বেড়ায়। (১১)

হে বীর! ভবাটবীতে পড়িয়া বণিক্সার্থ " কখন২ জলশূন্য জলাশয়ে গমন করে " ইত্যাদি মদুক্ত বাক্যের অর্থও বলি শ্রবণ কর। সংসার মধ্যে কখন২ অসৎ প্রসঙ্গে পুরুষের বুদ্ধি বঞ্চিত হয় তাহাতে নির্জ্জল নদীর গর্ত্তে পতিত হইলে যেমন তৎক্ষণাৎ মুণ্ড ফাটিয়া যায় পরেও ক্লেশ হয় তাহার ন্যায় পুরুষ পাষণ্ড সন্নিধানে গমন করিয়া ইহকালে ও পরকালে দুঃখ পায়। (১২) অপর " কখন২ নিরন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট যাচ্ঞা করিতে বাধ্য হয় " ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই, সংসারের মধ্যে পুরুষ যখন ক্ষুধা পিপাসায় পীড়িত ও তজ্জন্য ক্লেশে অন্ধ হওয়াতে আপনার অন্ন উপস্থিত দেখিতে না পায় তখন যে সকল ব্যক্তি পিতা পুত্রের কুশাদি দর্শন করে তাহাদিগকে, কখন বা পিতৃ পুত্রকে, বাধা দেয়। (১৩)

রাজন্! " কখন দাবানলের নিকট গিয়া অগ্নিতে সন্তপ্ত হওত বিষাদ করে " ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই—এই যে গৃহ, ইহা দাবানল তুল্য এবং প্রিয় বস্তুর নিমিত্ত সন্তপ্ত, অতএব ইহাতে সুখের সম্পর্ক নাই, পুরুষ ইহা প্রাপ্ত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হওত সাতিশয় সন্তাপ প্রাপ্ত হয়। (১৪) " কখন যক্ষগণ প্রাণতুল্য ধন হরণ করাতে নির্ব্বেদান্বিত হয় " এই উক্তির তাৎপর্য্য এই, সংসার মধ্যে কখন২ রাজগণ কালবশতঃ প্রতিকূল হইয়া রাক্ষস তুল্য ব্যবহার করত প্রিয়তম ধন রূপ প্রাণ অপহরণ করিয়া লয় তাহাতে পুরুষকে মৃতকের তুল্য জীবনের লক্ষণে বিরহিত হইয়া থাকিতে হয়। (১৫)

রাজন্! " কোথাও গন্ধর্ব্বপুরে প্রবেশ করিয়া নির্বৃত তুল্য হওত মুহূর্ত্তকাল আহ্লাদ আমোদ করে " ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই—পুরুষ কখন২ পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি

অতীত ব্যক্তিদিগকে চিন্তাযোগে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা যেন বর্ত্তমান আছেন এইরূপ মনে করত ক্ষণকাল স্বপ্ন সুখ অনুভব করে। (১৬) অপর "কোথাও চলিতে চলিতে পদে কন্টকাদি বিদ্ধ হওয়াতে পর্ব্বতারোহণের বাসনায় অন্যমনস্কের ন্যায় হইয়া থাকে" এ বাক্যের ভাব এই, গৃহাশ্রমে যে সকল কর্ম্মের বিধি আছে তাহা বহুল, অতএব সে সকল পর্ব্বত তুল্য অতি দুর্গম, তাহার অন্ত প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হওয়াতে পুরুষের মনঃ কখন২ লৌকিক ব্যসনে আকর্ষিত হয় সুতরাং কন্টক শর্করাক্ষেত্রে প্রবেশ কারির ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। (১৭) "কখন২ পরিবারী পুরুষ অভ্যন্তর-বর্ত্তি অনল দ্বারা পীড়িত হওয়াতে ক্ষণে২ লোকের উপর ক্রুদ্ধ হয়" এই যাহা বলিয়াছি তাহার ভাব এই, বহু কুটুম্বী পুরুষ সচ্ছন্দ ভোজনাভাবে দেহাভ্যন্তরবর্ত্তি দুঃসহ জঠরানলে পাড়িত হওয়াতে নিঃসার হইয়া কখন২ পরিবারস্থ লোকের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে। (১৮)

রাজন্! "ভবাটবীর কোন২ স্থানে কোন২ লোক অজগর সর্প কর্ত্তৃক গিলিত হইয়া কিছুই জানিতেছে না" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য বলি শুন। সংসার মধ্যে পুরুষ নিদ্রা ও জাগরণের বশতাপন্ন হয়, নিদ্রার সময় শূন্যাগারের ন্যায় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, কিছুই জানিতে পারে না। অতএব তাহাকে পরিত্যক্ত শব তুল্য বোধ হয়। (১৯) "কোথাও অন্ধ লোকেরা অন্ধকূপে পড়িয়া নিমগ্ন আছে" ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায় এই, সংসার মধ্যে পুরুষের কখন২ গর্ব্বরূপ দংষ্ট্রা ভগ্ন হয় এবং দুর্জ্জন রূপ দন্দশূকেরা তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না। অতএব হৃদয় ব্যথিত হওয়াতে তাহার বিজ্ঞান ক্ষয় পাইতে থাকে সুতরাং অজ্ঞানান্ধ হইয়া অন্ধবৎ অন্ধকূপে পতিত হয়। (২০)

হে রাজন্! এই সংসারে কাম সকল মধুকণার তুল্য। পুরুষ কখন২ ঐ কাম অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। কিন্তু যখন পরদার ও পরধনের উপর আক্রমণ করে তখন স্বামী অথবা রাজা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অপার নরকে পতিত হয়। (২১) অতএব পণ্ডিতেরা কহেন প্রবৃত্তি মার্গে আপনার কর্ম্মই ইহকালে ও পরকালে সংসারের জন্ম ক্ষেত্র। (২২) ফলতঃ সংসার যদি এক জনের আক্রমণ হইতে মুক্ত হয় তবে অন্য ব্যক্তি দেবদত্ত তাহা হইতে বলদ্বারা হরণ করিয়া লয়। তাহার নিকট হইতে আবার আর এক জন বিষ্ণুমিত্র কাড়িয়া লয়, এইরূপ ধারাবাহিক হইতে থাকে, সুতরাং তাহাতে অনবস্থা হইয়া উঠে। (২৩)

অপর সংসার মধ্যে কখন২ শীত বায়ু প্রভৃতি বহুবিধ আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা নিবারণ করিতে অসমর্থ হওয়াতে পুরুষ দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ন হইয়া থাকে। (২৪) কোথাও পরস্পর পরস্পরের ধন ব্যবহার করিয়া অন্যের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ কাকিণী মাত্র (বিংশতি সংখ্যক কপার্দ্দক) কিম্বা তাহা অপেক্ষা ন্যূন কিঞ্চিৎ অপহরণ পূর্ব্বক বিত্তশাঠ্য করিয়া বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। (২৫)

হে রাজন্! এই সংসার বর্ত্মে বিস্তর উপসর্গ, মহৎ২ কষ্ট ইত্যাদি উপসর্গ তো নিত্যই বর্ত্তমান, তদ্ব্যতীত সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, অবমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু, ইত্যাদিও সুমহৎ উপসর্গ। (২৬) অপর সংসার মধ্যে কোথাও দেবমায়া রূপ স্ত্রীর ভুজলতায় আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ বিবেক ও বিজ্ঞানে বিরহিত হয় তাহাতে সেই স্ত্রীর ক্রীড়াগৃহ আরম্ভার্থ তাহার হৃদয় ব্যাকুল হয় অতএব তাহার আশ্রয়ে যে সকল

পুত্র কলত্র ইত্যাদি থাকে তাহাদের বাক্য শ্রবণ এবং চেষ্টা অবলোকনে হৃতহৃদয় হইয়া আত্মাকে অপার ঘোর অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত করে। (২৭)

রাজন্! হরিচক্রের অর্থ ভগবান্ বিষ্ণুর চক্র, তাহা পরমাণু অবধি দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে কাল, তৎস্বরূপ। সেই চক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া অর্থাৎ ভ্রমণ করিয়া বাল্যাদিক্রমে তৃণ স্তম্ব অবধি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতকে বেগে হরণ করিতেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে সমর্থ হইতেছে না, যেহেতু ঐ চক্র সর্ব্বতোভাবে অপ্রমত্ত অর্থাৎ অতিশয় সতর্ক। অতএব পুরুষ কালস্বরূপ ঐ হরিচক্র হইতে ভীত হইয়া, ঐ কালচক্রই যাঁহার নিজ অস্ত্র, সেই ঈশ্বর যে সাক্ষাৎ ভগবান্ যজ্ঞ পুরুষ, তাঁহার অনাদর করত যে সকল পাষণ্ড দেব কঙ্ক, গৃধ্র, বক ও করট-তুল্য, অতএব আর্য্য জনের আচারে বর্জ্জিত, তাহাদিগকেই পাষণ্ডাগমানুসারে আশ্রয় করে। (২৮)

কিন্তু পাষণ্ডদেবতা সকল আত্মবিষয়ে বঞ্চিত, অতএব ঐ পুরুষ যখন তাহাদের নিকট অতিশয় বঞ্চিত হয় তখন ব্রহ্মকুলে গিয়া বাস করে। পরন্তু তদবস্থায় ব্রাহ্মণ-দিগের যে আচার ব্যবহার এবং শ্রুতি স্মৃতি বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞ পুরুষের আরাধনারূপ যে কর্ম্ম, সে সকল তাহার ভাল লাগে না, নিগমোক্ত আচার অশুদ্ধি বহুল এপ্রযুক্ত সে ব্যক্তি তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া শূদ্র তুল্য হয়। শূদ্রের অগ্নি হোত্রাদি অন্য কর্ম্ম নাই, বানর জাতির ন্যায় কেবল স্ত্রীসংসর্গ ও কুটুম্বভরণ মাত্র কর্ম্ম। (২৯) অপর ঐ ব্যক্তি শূদ্র তুল্য হওয়াতে প্রতিবন্ধক রহিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া বেড়ায়। তাহার বুদ্ধি অতিশয় মন্দ, ইহাতে পরস্পরের মুখ দর্শ-নাদি রূপ গ্রাম্য কর্ম্মে এবম্প্রকার অনুরাগী হয় যে আপনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া থাকে। (৩০)

হে রাজন্! সংসার মধ্যে পুরুষ কখন২, যেমন বানরেরা বৃক্ষ সকলে ক্রীড়া করে তাহার ন্যায়, গৃহাদি ঐহিক বিষয়ে ক্রীড়ার্থ অনুরাগা হইয়া থাকে, তাহাতে পুত্র কলত্রাদির প্রতিই প্রীতিমান্ হয় এবং মৈথুন ক্রিয়াকেই পরম উৎসব করিয়া মানে। (৩১)

এই প্রকারে সংসার মার্গে অবরুদ্ধ হওয়াতে পুরুষ মৃত্যুরূপ হস্তির ভয়ে কখন২ গিরিগহ্বর তুল্য ঘোর অন্ধকারে অর্থাৎ রোগ শোকাদি আপদে আপতিত হয় (৩২) কখন বা শীত বাত প্রভৃতি আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিবিধ দুঃখ নিবারণে অসমর্থ হইয়া ক্লেশ পায় এবং দুরন্ত বিষয় বাসনায় বিষণ্ণ হইয়া থাকে। (৩৩)

কখন২ পরস্পর ব্যবহার করিতে২ বিত্তশাঠ্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করে কিন্তু তাহাতে সুখী না হইয়া বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। (৩৪) কখন২ ক্ষীণধন হওয়াতে শয্যা আসন ইত্যাদি উপভোগেও বঞ্চিত হয় সুতরাং মনোরথের দ্বারা যাহা বাঞ্ছিত, সদুপায়ে তাহা প্রাপ্ত না হওয়াতে অসৎ উপায় দ্বারা লাভ করিতে মনস্থ করে তাহাতে লোকের নিকট অপমান ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। (৩৫) পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রকারে অর্থাসক্তিদ্বারা পরস্পরের বৈর বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও প্রাক্তন বাসনায় পরস্পর ধন আহরণ ও অপহরণ করিতে অনুরাগী হয়। (৩৬)

হে রাজন্! এইরূপ সংসার বর্ত্মে নানা ক্লেশ ও নানা উপসর্গ দ্বারা বাধিত হইয়া যে ব্যক্তি আপদ্গ্রস্ত অথবা বিনষ্ট হয় ইতর লোকে তাহাকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নূতন২ উৎপন্ন ব্যক্তিকে গ্রহণ করত কখন শোক করে, কখন মুগ্ধ হয়, কখন

ভয় পায়, কখন সিংহনাদ করে, কখন বিবাহ করে, কখন হৃষ্ট হয়, কখন বা গান করে। এই প্রকারে সংসার মধ্যে অধিক আবদ্ধ হইতে থাকে, সাধু ব্যতিরেকে কেহ অদ্যাবধি ঐ সংসার হইতে আবৃত্ত হইতে পারিল না। সে যাহা হউক। যে বর্ত্মে এই নরলোক সমূহ আবদ্ধ আছে পণ্ডিতেরা সেই বর্ত্ম পার হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই উপদেশ করিয়া থাকেন। (৩৭) রাজন্! সাধু ব্যতিরিক্ত অন্য ব্যক্তির এই সংসার বর্ত্ম হইতে আবৃত্ত না হইবার কারণ এই, এ বর্ত্ম যোগানুষ্ঠান দ্বারাও অবরুদ্ধ করিতে পারা যায় না, উপশমশীল প্রশান্তাত্মা যে সকল মুনি দণ্ড পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাও ইহা অবগত আছেন। ফলতঃ তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ বর্ত্ম নিরোধে অসমর্থ হইয়াছেন। (৩৮) অপর যে সকল রাজর্ষি দিগ্বিজয়ী, সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ করেন, তাঁহারাও ঐ বর্ত্ম রুদ্ধ করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হন না, তাঁহারা কেবল রণশায়ী হয়েন, অর্থাৎ ঐ রাজর্ষি গণ আমার "এই রণ ভূমি" এই বোধে বৈরানুবন্ধ করত রণাঙ্গণে আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকেন। (৩৯)

কোন২ লোক আপনার কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া নরকাপদ্ হইতে কষ্টসৃষ্টে মুক্ত হয় কিন্তু পুনরায় সংসার বর্ত্ম প্রাপ্ত হওয়াতে নরলোক সমূহের নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বর্গগত লোকদেরও এই প্রকার গতি হইয়া থাকে। (৪০)

যোগিবর শুকদেব এই প্রকারে ভরতোক্ত ভবাটবীর প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া রাজা পরীক্ষিতকে কহিলেন রাজন্! সেই রাজর্ষি ভরতের পবিত্র চরিত্র এই প্রকারে সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া লোকে সর্ব্বদা গান করিয়া থাকে। যথা—যদ্রূপ মক্ষিকা সকল গরুড়ের বর্ত্মানুসরণ করিতে পারে না তাহার ন্যায়, অন্য কোন রাজা সেই ঋষভপুত্র রাজর্ষি ভরতের বর্ত্ম অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। (৪১) সেই ভরত ভগবানের প্রতি ভক্তি হেতু যৌবন কালেই পুত্র কলত্র মিত্র রাজত্ব ইত্যাদি বিষয় মনোজ্ঞত্ব প্রযুক্ত দুস্ত্যজ হইলেও বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (৪২) ফলতঃ তাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভক্তি নিমিত্ত প্রবণ ছিল, ইহাতে তিনি যে দুস্ত্যজ রাজ্য ও পুত্র কলত্র ধন জন ইত্যাদিতে এবং সুরবরদিগের প্রার্থনীয়া লক্ষ্মী, যিনি দয়া-ভাজন হইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি দীনভাবে দৃষ্টি করিতেন, তাঁহাতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন ইহা তাঁহার উচিত কর্ম্ম বটে যেহেতু যে সকল মহাপুরুষের চিত্ত ভগবানের সেবাতে অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকট পরম পুরুষার্থ মুক্তিও অতি তুচ্ছ পদার্থ হয়। (৪৩)

রাজন্! যিনি মৃগদেহ পরিত্যাগ করিবার সময় "যে ভগবান্ যজ্ঞরূপ, যজ্ঞাদিফলদাতা, ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তা, অষ্টাঙ্গ যোগরূপী, জ্ঞানই যাহার প্রধান ফল তাদৃশ যোগমূর্ত্তি, মায়ানিয়ন্তা, অতএব নার (জীব সমূহ) যাঁহার অয়ন (আশ্রয়) অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব জীবের নিয়ন্তা, সেই ভগবান্ হরিকে নমস্কার করি" এই বাক্য উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ত্মানুবর্ত্তন করিতে কোন্ ব্যক্তি যোগ্য হইবেন? (৪৪)

হে রাজন্! রাজর্ষি ভরতের গুণ ও কর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিমাত্রে ঐ দুইয়ের সম্মান করিয়া থাকেন। অতএব ঐ মহাত্মার এই চরিত্র অতিশয় মঙ্গল জনক, আয়ুর্বর্দ্ধক, ধন্য, যশস্য এবং স্বর্গ মোক্ষের সাধক। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক এই চরিত্র শ্রবণ অথবা পাঠ করিবেন কিম্বা যিনি ইহাতে আমোদ করিবেন তিনি আপনা হইতেই সকল কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন, অন্যের নিকট হইতে তাঁহার কল্যাণ গ্রহণের অপেক্ষা থাকিবেক না। (৪৫)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জড়ভরতের বংশে উৎপন্ন নৃপতিদিগের বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন ভরতের পুত্র সুমতি। কোন২ পাষণ্ডিরা ইহাঁকে জীবন্মুক্ত-বর্ত্মানুবর্ত্তি দেখিয়া আপনাদের পাপীয়সী বুদ্ধি দ্বারা "সাক্ষাৎ বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছেন" বলিয়া কলিযুগে দেবতারূপে কল্পনা করিবেক কিন্তু বেদে ঐ দেবতার প্রসঙ্গমাত্র নাই। সে যাহা হউক। এই সুমতি হইতে বৃদ্ধসেনার গর্ব্ভে দেবতাজিৎ নামে এক সন্তান হয়। (১) সেই দেবতাজিতের আসুরী নাম্নী ভার্য্যায় দেবদ্যুম্ন নামক এক তনয় জন্মে, তাহার পত্নী ভানুমতী, তদ্গর্ব্ভজ তাহার সন্তানের নাম পরমেষ্ঠী। পরমেষ্ঠির সহধর্ম্মিণী সুবর্ণা, তাহাতে পরমেষ্ঠির প্রতীহ নামা সেই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হয়েন (২) যিনি ভূরি২ লোকের নিকট আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারা স্বয়ং পবিত্র হওত ভগবান্ বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। (৩)

ঐ প্রতীহ সুবর্চ্চলা নাম্নী মহিলায় প্রতিহর্ত্তা, প্রতিস্তোতা ও উদ্গাতা, এই তিন পুত্র উৎপন্ন করেন। এই তিন ব্যক্তিই যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। (৪) ইহাঁদের মধ্যে প্রতিহর্ত্তার বনিতা স্তুতি, তাহার গর্ব্ভে অজ ও ভূমা নামে দুই পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ ভূমার দুই পত্নী, ঋষিকুল্যা ও দেবকুল্যা। ভূমা ঋষিকুল্যায় প্রথমে উদ্গীথ নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন পরে দেবকুল্যার গর্ব্ভে প্রস্তাব নামে তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান হয়। (৫) এই প্রস্তাবের পত্নী বিরুৎসা, তদ্গর্ব্ভে বিভু নামা এক সন্তান জন্মে। বিভুর স্ত্রী রতি, তাহাতে পৃথুসেন নামা এক পুত্র উৎপন্ন হয়েন। ঐ পৃথুসেন হইতে আকৃতির গর্ব্ভে নক্তের জন্ম হয়। নক্তের স্ত্রী দ্যুতি, তাহাতে গয়নামক সেই রাজর্ষিবর জন্ম গ্রহণ করেন যাঁহার যশের পরিসীমা হয় নাই (৬) এবং যিনি জগতের রক্ষণ বাসনায় গৃহীতসত্ত্ব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ হওয়াতে আত্মবত্ত্বাদি লক্ষণদ্বারা মহাপুরুষতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৭)

ঐ রাজর্ষি প্রবর, রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াতে রাজধর্ম্ম বলিয়া প্রজাদিগের লালন পালন শাসনাদি রূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন এবং গৃহাশ্রমে থাকাতে তাঁহাকে যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মও আচরণ করিতে হইত, কিন্তু তাঁহার ঐ দ্বিবিধ ধর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে ভগবানে অর্পিত হওয়াতে পরমার্থ স্বরূপ হইয়াছিল সুতরাং ঐ দুই ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞ জনের চরণসেবাজনিত ভক্তিযোগ দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি সংস্কৃতা ও বিশুদ্ধা হয় এবং তাঁহার চিত্ত হইতে দেহাদ্যভিমান দূরীভূত হইয়া যায় অতএব তিনি সর্ব্বদাই স্বয়ং প্রকাশমান ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন। পরন্তু এ প্রকার হইয়াও নিরভিমানেই অবনী মণ্ডল পালন করেন। হে পাণ্ডববংশাবতংস পরীক্ষিত! এই কারণে পুরাবৃত্ত বেত্তারা বহু২ গাথা রচনা করিয়া তাঁহার যশঃ গান করিয়া থাকেন (৮) তাহার অর্থ এই—মহাত্মা গয় যজ্ঞস্বরূপ, মনস্বী, বহুজ্ঞ, ধর্ম্মগোপ্তা, শ্রীমান্, সাধুজনের সভাপতি, এবং সাধুদিগের সেবক, ইহাতে ভগবানের অংশ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ নৃপতি কর্ম্মাদি দ্বারা তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিবেন? অর্থাৎ তিনি ভগবানের অংশ, আপনিই আপনার অনুকরণ করিতে পারেন। (৯) অপিচ যে সকল সাধ্বী দক্ষকন্যার আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, তাঁহারা সরিদ্গণের সহিত পরম হর্ষে যাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন এবং যিনি কল্যাণ বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইলেও গুণ রূপ বৎস দ্বারা স্তন প্রস্নুত হওয়াতে ধরণী যাঁহার

প্রজাদিগের নিমিত্ত ভূরিং কল্যাণ স্বয়ং দোহন করিয়া দিয়াছিলেন, কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অনুকরণ করিতে কে সমর্থ হইবে? (১০) অপর, যিনি কামনা শূন্য হইলেও বেদ সকল অথবা বেদবিহিত কর্ম্ম সকল যাঁহার নিমিত্ত স্বয়ং বিবিধ কাম দোহন করিয়া দিতেন এবং রাজগণ সমরক্ষেত্রে শরদ্বারা প্রতিপূজিত হইয়া যাঁহাকে কর দান করিতেন আর বিপ্রগণ পালন ও দক্ষিণাদি দ্বারা পূজিত হইয়া স্ব২ ধর্ম্ম ফলের ষষ্ঠ ভাগ যাঁহার নিমিত্ত আহরণ করিতেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সদৃশ করিতে সমর্থ হইবেন? (১১) অপিচ যাঁহার যজ্ঞে প্রচুর সোম পান হওয়াতে যজ্ঞমূর্ত্তি ইন্দ্র অতিশয় মত্ত হইতেন তাহাতে যিনি শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ সমর্পিত যজ্ঞ ফল পূজাদ্রব্যের ন্যায় প্রত্যক্ষে স্বীকার করিতেন, তাঁহার অনুকরণ করিতে কে সমর্থ হইবে? (১২) অথবা যে ভগবানের প্রীতি জন্মিলে দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী লতা তৃণ প্রভৃতি আব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি হয় সেই সর্ব্বান্তর্যামী সাক্ষাৎ প্রীতি স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু গয় রাজার যজ্ঞে "প্রীত হইলাম" বলিয়া স্বয়ং প্রীতি প্রকাশ করিতেন, অতএব কোন্ ব্যক্তি ঐ গয় রাজার তুল্য হইতে পারিবেক?

সে যাহা হউক। উক্ত গয় হইতে গায়ন্তীর গর্ব্ভে চিত্ররথ, সুগতি এবং অবিরোধন নামে তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে চিত্ররথের ভার্য্যা ঊর্ণা, তাহার গর্ব্ভে সম্রাট্ নামা এক পুত্র জন্মেন। তিনি উল্কা নাম্নী পত্নীতে মরীচি নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন। মরীচির ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ব্ভে বিন্দুমান উৎপন্ন হয়েন, তাঁহা হইতে সরঘার গর্ব্ভে মধু নামা রাজর্ষির জন্ম হয়। (১৩) ঐ মধুর পত্নী সুমনাঃ, তাহাতে বীরব্রত উৎপন্ন হন্। ঐ বীরব্রত ভোজা নামিকা স্বীয় বনিতার গর্ব্ভে মন্থু ও প্রমন্থু নামে দুই তনয় উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মন্থুর জায়া সত্যা, তাহাতে ভৌবনের জন্ম হয়। ঐ ভৌবন হইতে ত্বষ্টা জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ত্বষ্টার পত্নী বিরোচনা, তাঁহার গর্ব্ভে বিরজঃ উৎপন্ন হন। বিরজঃ অতি মহাত্মা ছিলেন, তাঁহার বনিতা বিষূচী, তাহার গর্ব্ভে বিরজের শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। সেই সকল পুত্রের মধ্যে শতজিৎ শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন ছিলেন। (১৪) তাঁহার গুণকীর্ত্তন বিষয়ে এক শ্লোক আছে, তদর্থ যথা—প্রিয়ব্রতের বংশে সর্ব্ব শেষে বিরজঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া, যেমন ভগবান বিষ্ণু সুরগণকে অলঙ্কৃত করেন তাহার ন্যায়, স্বীয় গুণ ও কীর্ত্তি দ্বারা ঐ বংশের শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন। (১৫)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

প্রিয়ব্রতের চরিত্রে প্রসঙ্গতঃ কথিত দ্বীপাদির বিশেষ পরিজ্ঞানেচ্ছায় পরীক্ষিতের প্রশ্ন ও ভুবন কোষ বর্ণনা।

অনন্তর শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া রাজা পরীক্ষিত কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় কর দ্বারা যত দূর পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন আর যেখানে যেখানে নিশাকর শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে নক্ষত্রগণ সহ পরিদৃশ্যমান হন তাবৎ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার বিশেষ আপনি কহিয়াছেন। তাবৎ পরিমিত ভূমণ্ডল মধ্যেই প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের সাতটী খাতদ্বারা সপ্ত সাগর কল্পিত আছে। (১) অপর হে ব্রহ্মন্! আপনি ঐ সপ্ত সমুদ্র হইতেই এই ভূমণ্ডল মধ্যে সংক্ষেপে সপ্ত দ্বীপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ সকল দ্বীপের পরিমাণ ও লক্ষণ সহিত সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে আমার

অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। (২) হে যোগিন্! ভগবানের গুণময় স্থূল রূপেতে নিবেশিত মনও কদাচিৎ নিগুর্ণ সূক্ষ্মতম জ্যোতির্ম্ময় পর ব্রহ্ম স্বরূপ যে পরম পুরুষ বাসুদেব, তাঁহাতে নিবিষ্ট হইতে সক্ষম হয়, অতএব হে গুরো! অনুগ্রহ করিয়া ঐ বিষয় বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক।" (৩)

শুকদেব কহিলেন। মহারাজ! পুরুষ যদি দেবতুল্য পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হন্ তথাচ বিশেষ২ দ্বীপাদি রচনার নাম বা রূপ দ্বারা ভগবানের মায়া বিভূতির অন্ত বাক্য ও মনোদ্বারাও অবগত হইতে সমর্থ হইবেন না, অতএব প্রধান২ দ্বীপ সকলের নাম, সন্নিবেশ এবং চিহ্ন বর্ণন করিয়াই তোমার নিকট ভূগোলস্থ স্থান সকলের বিষয় ব্যাখ্যা করি। (৪)

রাজন্! এই ভূমণ্ডল এক প্রকাণ্ড পদ্ম স্বরূপ, সপ্ত দ্বীপ তাহার কোষ। ঐ সপ্ত দ্বীপ রূপ কোষ মধ্যে অভ্যন্তর কোষ জম্বুদ্বীপ। ঐ দ্বীপ প্রথম, তাহার দীর্ঘতা নিযুত যোজন এবং বিস্তার লক্ষ যোজন। উক্ত জম্বুদ্বীপ পদ্মপত্রের ন্যায় চারি দিকে সমান বর্তুলাকার। (৫) ঐ দ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে। তাহাদের মধ্যে ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষ ব্যতিরেকে প্রত্যেকের বিস্তার নয় সহস্র যোজন। ঐ নয় বর্ষ আটটী সীমা পর্ব্বত দ্বারা পরস্পর সুন্দর রূপে বিভক্ত হইয়া আছে। (৬) ঐ সকল বর্ষের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষ অভ্যন্তর বর্ষ, তাহার মধ্যস্থলে কুলপর্ব্বত সকলের রাজাও সর্ব্বতোভাবে স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সুমেরুর উচ্চতা ঐ দ্বীপের বিস্তার পরিমাণের তুল্য লক্ষ যোজন। তাহা মস্তকের দিকে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন এবং মূলে ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ, আর ভূমির মধ্যেও তত সহস্র যোজন প্রবিষ্ট আছে, বহির্ভাগে চতুরশীতি সহস্র যোজন দৃশ্য হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, উক্ত পর্ব্বত ঐ প্রকারে ভূমণ্ডল রূপ প্রকাণ্ড কমলের কর্ণিকার স্বরূপ হইয়া আছে। (৭)

রাজন্! ইলাবৃত বর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিক্‌ক্রমে ক্রমশঃ নীলগিরি শ্বেতগিরি ও শৃঙ্গবান্ গিরি, এই তিন পর্ব্বত যথাক্রমে রম্যক্ বর্ষ, হিরণ্ময় বর্ষ ও কুরু বর্ষের সীমা পর্ব্বতস্বরূপ হইয়া আছে। এই তিন পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে দীর্ঘ। এই পর্ব্বত ত্রয়ের উভয় পার্শ্বে লবণোদ সাগর পর্য্যন্ত সীমা, ইহাদের বিস্তার দ্বিসহস্র যোজন। কিন্তু অগ্রস্থিত পর্ব্বত হইতে পরবর্ত্তী পর্ব্বত দশাংশের অধিক যে অংশ, তাবন্মাত্র অর্থাৎ কেবল একাদশ অংশ দৈর্ঘ্য পরিমাণে হ্রস্ব। (৮)

এই প্রকারে ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামে ক্রমে তিন পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতত্রয় পূর্ব্বোক্ত নীলাদি পর্ব্বতের ন্যায় পূর্ব্ব দিকে আয়ত এবং প্রত্যেকে অযুত যোজন উচ্চ। হে রাজন্! উক্ত তিন পর্ব্বত যথাক্রমে হরিবর্ষ কিম্পুরুষ বর্ষ এবং ভারত বর্ষের সীমা পর্ব্বত। (৯) ঐ রূপে উক্ত ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে যথাক্রমে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত। এই গিরিদ্বয় উত্তরে নীল পর্ব্বত এবং দক্ষিণে নিষধাচল পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। এই দুই গিরিই যথাক্রমে কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ব বর্ষের সীমা হইয়া আছে। (১০) সুমেরুর চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদ নামে চারিটী অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের প্রত্যেকের বিস্তার ও উচ্চতা অযুত যোজন। উক্ত পর্ব্বত চতুষ্টয় মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের পর্ব্বত দক্ষিণোত্তরে বিস্তীর্ণ এবং দক্ষিণ ও উত্তর দিকের পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। (১১) উক্ত চারি পর্ব্বতে যথাক্রমে আম্র, জম্ব, কদম্ব, ন্যগ্রোধ এই চারিটী প্রধান পাদপ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত-

যোজন। তাহারা পর্ব্বতীয় ধ্বজার ন্যায় একাদশ শত যোজন উচ্চ এবং তাহাদের শাখা সকলও তাবৎ শত যোজন বিস্তীর্ণ। (১২)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! উক্ত চারিটী বৃক্ষের অদূরে চারিটী হ্রদ আছে, তন্মধ্যে একটী দুগ্ধজল, দ্বিতীয় মধুজল, তৃতীয় ইক্ষুরস জল, চতুর্থ শুদ্ধজল। ঐ চারি হ্রদেরই সলিল অতিশয় আশ্চর্য্য, উপদেবতারা তাহা সেবন করিয়া স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্য্য ধারণ করিতেছেন। ঐ স্থানে উল্লিখিত চারিটী হ্রদ ব্যতীত চারিটী উৎকৃষ্ট উদ্যানও আছে। সে সকলের নাম যথা—নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র। (১৩) ঐ সকল উদ্যানে প্রধান২ দেবগণ, যাঁহারা দেবাঙ্গনাদের অলঙ্কার স্বরূপ যে সমস্ত শ্রেষ্ঠা রামা, তাহাদের পতি, তাঁহারা স্ব২ রমণী সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন। ঐ রূপ বিহার কালে উপদেবগণ তাঁহাদের মহিমা গান করেন। (১৪)

মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড়স্থলে দেবচূত নামে একটী বৃক্ষ আছে, তাহা একাদশ শত যোজন উন্নত। সেই তরুর অগ্রভাগ হইতে সর্ব্বদা ভূরি২ অমৃত তুল্য ফল পতিত হয়। সেই সকল ফল পর্ব্বত শৃঙ্গের তুল্য স্থূল। (১৫) সেই সকল বিশীর্য্যমাণ ফলের অতি মধুর সুগন্ধি এবং অন্য সৌরভে সুবাসিত অরুণবর্ণ বহুল রসই জল স্বরূপ হওয়াতে তদ্দ্বারা অরুণোদা নামে এক নদী হইয়াছে। সেই নদী মন্দর পর্ব্বতের শিখর হইতে নির্গতা হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত বর্ষকে আপ্যায়িত করিতেছে। (১৬) ঐ জল সেবন করাতেই ভবানীর অনুচরী যক্ষাঙ্গনাদিগের অঙ্গ সৌগন্ধ্য হয়। তাহাদের অবয়ব স্পর্শী পবন এমত সুগন্ধ হয় যে চারি দিকে দশ যোজন আমোদিত করে। (১৭) এই প্রকারে জম্বূবৃক্ষের জম্বূফল সকল যাহা হস্তির গাত্র তুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহাদের বীজ অতি সূক্ষ্ম, তাহা উচ্চ হইতে পতনানন্তর বিশীর্ণ হওয়াতে সে সকলের রসে জম্বূনদী নামে এক নদী হইয়াছে। সেই নদী মেরুমন্দরের শিখর হইতে অযুত যোজন অন্তরে অবনিতলে পতিত হইতেছে এবং যে স্থানে পড়িতেছে সেই স্থান অবধি আপনার দক্ষিণে সমুদায় ইলাবৃত বর্ষ ব্যাপিয়া বহমান আছে (১৮) ঐ নদীর উভয় তটের মৃত্তিকা তাহার জল রসে অনুবিদ্ধ হইয়া বায়ু ও সূর্য্য সংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়াতে জাম্বূনদ নামে মহামূল্য সুবর্ণ হয়, যাহা অমর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্যাদিগের আভরণ, এবং দেবাদি সকলেই স্ব২ যুবতিগণের সহিত যাহাতে মুকুট কটক কটিসূত্র ইত্যাদি আভরণ করিয়া ধারণ করিয়া থাকেন। (১৯) অপর সুপার্শ্ব পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে যে প্রকাণ্ড কদম্ব তরু নিরূঢ় আছে তাহার কোটর সকল হইতে পাঁচটী মধুধারা ঐ পর্ব্বতের শিখর হইতে নিঃসৃত হইয়া আপনার পশ্চিমে ইলাবৃতবর্ষকে স্বীয় সৌগন্ধ্য দ্বারা আমোদিত করিতেছে। যে সকল প্রজা ঐ পর্ব্বতের মধুধারা সেবা করে তাহাদের বদন সৌগন্ধ্যে বায়ু সুগন্ধি হইয়া চারি দিকে শতযোজন পর্য্যন্ত সুবাসিত করিয়া দেয়। (২০) এই প্রকারে কুমুদ পর্ব্বতে শতবর্ণ নামে যে বট বিটপী আছে, তাহার স্কন্ধ হইতে অধোমুখে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু গুড় অন্ন প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ শয়ন আসনাদি সমুদায় অভিলষিত বস্তু দোহনকারী নদ সকল ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া তাহার উত্তরে ইলাবৃত বর্ষের মহোপকার করিতেছে। কারণ ঐ সকল সামগ্রী উপযোগ করাতে তত্রস্থ প্রজাজনের কখন অঙ্গ বৈকল্য, ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণ জন্য বৈবর্ণ্য এবং অন্যান্য উপসর্গ, যাহা সন্তাপ বিশেষ, সে সকল কিছুই হয় না, যাবজ্জীবন কেবল নিরতিশয় সুখ সম্ভোগে কালযাপন হয়।

হে রাজন্! কুরঙ্গ, কুরব, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতিবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর, এবং নীরদ-প্রভৃতি গিরি সকল সুমেরুর মূলদেশে চারি দিকে বিরচিত আছে। তাহাতে ঐ সকল পর্ব্বত কর্ণিকার ন্যায় অবস্থিত সুমেরু পর্ব্বতের কেশর স্বরূপ হইয়াছে। (২১) সুমেরুর পূর্ব্ব দিকে জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত। ঐ দুই গিরি প্রত্যেকে উত্তরদিকে অষ্টাদশ যোজন আয়ত এবং দ্বিসহস্র যোজন বিস্তৃত ও তাবৎ সংখ্যক যোজন উচ্চ। এইরূপ পশ্চিম দিকে পবন ও পারিপাত্র পর্ব্বত, দক্ষিণদিকে কৈলাস ও করবীর গিরি। ঐ সকল শৈল পূর্ব্ব দিকে আয়ত। উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্ব্বত। এই প্রকারে মূল হইতে সহস্র যোজন পরিত্যাগ করিয়া চারি দিকে, অগ্নির পরিধির ন্যায় ঐ অষ্ট পর্ব্বতে বেষ্টিত হইয়া কাঞ্চনগিরি অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত সর্ব্বতোভাবে শোভা পাইতেছে। ইতিবৃত্ত বেত্তারা বলেন এই সুমেরুর মস্তকোপরি মধ্যস্থলে ভগবান্ আত্মযোনি ব্রহ্মার পুরী বিরচিতা আছে, তাহার বিস্তার সহস্র অযুত যোজন। ঐ পুরী সুবর্ণে নির্ম্মিত এবং চারি দিকে সমান চতুষ্কোণ। (২২) ঐ পুরীর উপরি-ভাগে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলে ক্রমে ইন্দ্রাদি অষ্ট লোকপাল দিগের আটটী পুরী নির্ম্মিত আছে, সেই সকল পুরীর বর্ণ তত্তৎ লোকপালের বর্ণের অনুরূপ এবং প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রাহ্ম পুরীর পরিমাণের চতুর্থ অংশ অর্থাৎ সার্দ্ধ দুই সহস্র যোজন। (২৩)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইলাবৃত বর্ষের চতুর্দ্দিকে গঙ্গাগমন এবং রুদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণ স্তব।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি হইয়া বলি রাজার যজ্ঞস্থলে গমনানন্তর যখন পদক্ষেপ করেন সে সময় দক্ষিণ চরণ দিয়া ভূমি আক্রমণ পূর্ব্বক যেমন ঊর্দ্ধদিকে বাম পাদ উৎক্ষেপণ করিতেছিলেন তৎক্ষণাৎ সেই বাম পাদের অঙ্গুষ্ঠ নখে অণ্ড কটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হওয়াতে যে বিবর হইয়াছিল সেই বিবর দিয়া তদীয় চরণ বিহারিণী গঙ্গার যে বাহ্য ধারা উপরিস্থিত অণ্ড কটাহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় সেই এই ধারা স্বর্গ মস্তক হইতে বিশীর্ণা হইয়া ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছে। ঐ জলধারা সামান্যা নহে, প্রক্ষালন দ্বারা ভগবানের পাদপদ্মস্থ যে কুঙ্কুম অরুণ বর্ণ হইয়াছিল তাহাই কিঞ্জল্ক তুল্য হওয়াতে তদ্দ্বারা সাতিশয় শোভা ধারণ করে। অতএব যদিও তাহার স্পর্শে অখিল জগতের মল বিনাশিত হয় তথাচ ঐ বারিধারা স্বয়ং সাতিশয় নির্ম্মল, তাহা ভগবানের পাদোদ্ভবা, এই কারণে তাহার প্রতি "জাহ্নবী, ভাগীরথী ইত্যাদি" পদ ও নাম প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। হে রাজন্! ভগবানের চরণপদ্ম চারিণী গঙ্গা যদিও বলিরাজার যজ্ঞ সময়ে উপরিস্থ অণ্ডকটাহের অভ্যন্তর বিবরে প্রবিষ্টা হন তথাচ সহসা তথা হইতে অবনীতলে অবতীর্ণা হন্ নাই, সুমহৎ কাল অর্থাৎ দ্বিসহস্র যুগ পরিমিত কাল পরে স্বর্গমস্তক হইতে ভূতলে পতিতা হইয়াছে। (১) রাজন্! স্বর্গ শিরোদেশ কাহাকে বলে তাহারও বিবরণ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা যাহাকে বিষ্ণুপদ বলিয়া থাকেন, তাহাই স্বর্গের মস্তক। (২) সে যাহা হউক। উত্তানপাদ

পুত্র পরম ভাগবত ধীরব্রত ঐ বিষ্ণু পদে অবস্থিতি করিয়া "ইহা আমাদের কুল দেবতা ভগবান্ হরির চরণোদক" এই মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এখনও প্রতিদিন পরম আদরে মস্তক দ্বারা ঐ বারিধারা (গঙ্গা) ধারণ করিতেছেন। ঐ মহাত্মার হৃদয়ের মধ্যভাগ ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিশীল ভক্তিযোগ দ্বারা অতিশয় আর্দ্র হইয়া থাকে অতএব ঔৎকণ্ঠ্য দ্বারা বিবশ ও ঈষৎ নিমীলিত লোচনরূপ কুট্মল হইতে বাষ্পকলা গলিত এবং সর্ব্ব শরীরে রোমাঞ্চ অভিব্যক্ত হইতেছে। (৩)

হে রাজন্! প্রভাবাভিজ্ঞ সপ্তর্ষিগণ "ইনিই তপস্যার পরা সিদ্ধি, ইহাঁ অপেক্ষা অধিক সিদ্ধি আর নাই," এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্ব২ জটাসমূহ দ্বারা ঐ গঙ্গাকে ধারণ করিতেছেন। হে ভরতবংশাবতংস! সপ্তর্ষিদিগের ঐ রূপ নিশ্চয় হইবার হেতু এই, সকলের আত্মা স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ লাভ করাতে অন্য পুরুষার্থ ও আত্মজ্ঞানে তাঁহাদের আস্থামাত্র নাই, বরং উপেক্ষা জন্মিয়াছে, অতএব অন্যত্র নিঃস্পৃহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যেমন মুক্তি ধারণ করেন তাঁহাদের ন্যায় পরম যত্ন পুরঃসর তাঁহারা গঙ্গাধারণে অবহিত থাকেন। (৪) সে যাহা হউক। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ঐ স্থান হইতে আকাশ মার্গদ্বারা অবতীর্ণ হইয়া চন্দ্রমণ্ডল আপ্লাবিত করত আদৌ সুমেরু পর্ব্বতের মস্তকস্থ ব্রহ্মসদনে পতিতা হন। (৫) তথায় পৃথক্২ নামে চারি ধারায় বিভিন্না হইয়া চা'র দিকে সর্ব্বতোভাবে গমন করত সরিৎপতি সাগরে প্রবিষ্টা হইয়াছেন। সেই চারিটী ধারার নাম এই, সীতা, অলকনন্দা, বংক্ষু, এবং ভদ্রা। (৬) তন্মধ্যে সীতা প্রথমতঃ ব্রহ্মসদন হইতে বহির্গত হইয়া অত্যুচ্ছ্রিতত্ব প্রযুক্ত আদৌ প্রধান২ শৃঙ্গে পতিত হয়। তাহার পর ঐ সকল শৃঙ্গ হইতে ক্রমে অধোভাগে প্রসৃতা হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখরে পড়িয়াছে। পরে ভদ্রাশ্ব বর্ষের মধ্য দিয়া গিয়া পূর্ব্ব দিকে লবণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। (৭) এই প্রকারে বংক্ষু নদী মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখর হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম দিকে সমুদ্রের সহিত মিলিতেছে। (৮) ভদ্রা নদী উত্তর দিকে সুমেরু শিখর হইতে নিপতিতা হইয়া এক পর্ব্বত শিখর হইতে অন্য পর্ব্বত শিখর অতিক্রমণ পূর্ব্বক কুমুদ পর্ব্বতের শিখর হইতে চলিতা হইয়া নীলগিরি শিখরে, তথা হইতে উচ্চলিতা হইয়া শ্বেতপর্ব্বত শৃঙ্গে, পরে তাহাও অতিক্রমণ করিয়া শৃঙ্গবান পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নিম্নে, প্রসৃতা হওত উত্তর কুরুদেশ ব্যাপিয়া উত্তর দিকে লবণার্ণবে প্রবেশ করিতেছে। (৯) অলকনন্দা নদীও ঐ প্রকারে ব্রহ্মসদনের দক্ষিণে বহু২ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রমণ করিয়া অস্খলিত তীব্রবেগে হেমকূট ও হিমকূটে লুণ্ঠন করত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দক্ষিণ দিকে লবণ সমুদ্রে প্রবিষ্টা হইতেছে। (১০)

রাজন্! অন্যান্য বহুবিধ নদ ও নদী সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যেক বর্ষে শত২ ধারায় বহমান আছে। পরন্তু যাবতীয় বর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্র বলা গিয়া থাকে। (১১) অন্য অষ্ট বর্ষ স্বর্গিদিগের পুণ্য শেষ উপভোগের স্থান। হে মহারাজ! দিব্য ভৌম ও বিল ভেদে স্বর্গ তিন প্রকার, তন্মধ্যে ভৌম স্বর্গের স্থান ঐ অষ্ট বর্ষ, বিজ্ঞেরা ইহা কহিয়া থাকেন। (১২) এই অষ্ট বর্ষে যে সকল পুরুষ বাস করেন তাঁহাদের পুরুষমানে অযুত বৎসর পরমায়ু, অযুত নাগের তুল্য প্রাণ, বজ্রবৎ সুদৃঢ় শরীর, সেই শরীরে এ রূপ বল ও বয়স্ এবং হর্ষ যে তদ্দ্বারা মহা সুরত সম্বন্ধীয় মিথুন (স্ত্রী পুরুষ) অতিশয় প্রমুদিত হয় এবং সম্ভোগাবসানে এক বৎসর আয়ুঃশেষ থাকিতে তাহাদের কলত্র গর্ব্ভধারণ করে। এইরূপে বিষয় সুখের উৎকর্ষ হেতু এই সকল বর্ষে পুরুষদের ত্রেতাযুগের তুল্য পরম সুখে কালযাপন হইয়া থাকে। (১৩)

ফলতঃ এই সকল বর্ষের লোকেরা দেবপতি, তাঁহারা তত্তৎ স্থানে স্ব২ সেবকগণ কর্ত্তৃক মহা২ উপচার দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে আশ্রমায়তন সকলে, গিরি গহ্বরে, তথা অমল জলাশয়ে পরম সুখে বিহার করিয়া বেড়ান্। অপর তথায় সুরাঙ্গনাদিগের জলক্রীড়া ও অন্যান্য বিচিত্র ব্যাপার, তথা কামোন্মত্ত সেই সকল সুন্দরীর সবিলাস হাস্য ও লীলাবলোকন, এ সকলে তত্রস্থ পুরুষদিগের মনঃ এবং দৃষ্টি অতিশয় আকৃষ্ট হয়। হে রাজন্! যে আশ্রমায়তনে পুরুষদের বিহারের কথা বলিলাম তাহার শোভার কথা কি বলিব? তত্রস্থ তরু সকলের শাখা যাবতীয় ঋতুর পুষ্প স্তবক, ফল ও নবীন কিশলয়ের সমৃদ্ধি দ্বারা বারম্বার নত হইয়া পড়িতেছে, সেই শাখায় আবার বহুতর লতা আশ্রয় লইয়াছে, অতএব ঐ সকল বৃক্ষে ঐ আশ্রমের আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। অপর যে সকল জলাশয়ের প্রসঙ্গ করা গেল তাহাদেরই বা শোভার কথা কত বলিব? প্রস্ফুটিত বিবিধ নবীন পদ্মের আমোদে তথা রাজহংস, কলহংস, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক ইত্যাদির কলরবে এবং ভ্রমর নিকরের ধ্বনিবিশেষে সে সকল অনির্ব্বচনীয় হইয়াছে। (১৪)

সে যাহা হউক। হে রাজন্! উল্লিখিত নয় বর্ষেতেই মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত আপনার মূর্ত্তি সমূহ, যাহা আপনা হইতে অভিন্ন, তদ্দ্বারা অদ্যাপি সন্নিহিত হইয়া থাকেন। (১৫)

পরন্তু ইলাবৃত বর্ষে ভগবান্ শিবই এক পুরুষ, তথায় অন্য কোন পুরুষ নাই, কারণ যে সকল পুরুষ ভবানীর শাপের নিমিত্ত অবগত আছেন তাঁহারা কখন সে স্থানে প্রবেশ করেন না। যে কেহ না জানিয়া প্রবেশ করে সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ (নবম স্কন্ধে) বর্ণন করা যাইবেক। (১৬) ঐ বর্ষে ভগবান্ ভব ভবানী ও তাঁহার অধীন সহস্র অর্ব্বুদ সংখ্যক স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হন্ এবং ভগবান্ মহাপুরুষের যে চারি প্রকার মূর্ত্তি, তন্মধ্যে চতুর্থী যে তামসী মূর্ত্তি, যাহার নাম সঙ্কর্ষণ এবং যাহা তাঁহার আপনার প্রকৃতি, তাঁহাকে আত্ম সমাধি মধ্যে স্থাপন করিয়া নিম্ন লিখিত বাক্য উচ্চারণ করত এক২বার ধাবমান হইয়া বেড়ান্। (১৭)

ভগবান্ শিব এই বাক্য বলেন আমি সেই মহাপুরুষকে নমস্কার করি, যাঁহা হইতে সকল গুণ ব্যক্ত হয় অথচ যিনি স্বয়ং অব্যক্ত এবং অপ্রমেয়, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার। (১৮) অপিচ হে ভজনীয়! আপনি পরম ঈশ্বর, অতএব আপনাকেই ভজনা করি। প্রভো! আপনকার পদপঙ্কজ সর্ব্ব প্রাণির শরণ অর্থাৎ রক্ষক এবং আপনি ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত ষড়্গুণের পরম আশ্রয়। ভক্ত জনের হিতার্থ আপনি স্বরূপ প্রকটিত করেন এবং আপনা হইতে ঐ সকল ব্যক্তির সংসার বিনষ্ট হয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক আপনকার অভক্ত, আপনি তাহাদের সংসার জন্মাইয়া দেন। (১৯) অহো! আমরা ক্রোধ বেগ জয় করণে অসমর্থ হওয়াতে আমাদের দৃষ্টি যেমন ভগবান্ ঈশ্বরে বিলিপ্ত হয় না তেমনি যিনি নিরীক্ষণ করিলেও যাঁহার দৃষ্টি মায়ার গুণ যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, তাহাতে এবং অন্তঃকরণে অত্যল্পও লিপ্ত হয় না, ইন্দ্রিয় জয়েচ্ছু এবং মুমুক্ষু কোন্ পুরুষ তাঁহার সমাদর না করিবেক? (২০) অপর যিনি অসদ্দৃষ্টি হইয়া নিজ মায়া দ্বারা মত্তবৎ ভয়ঙ্কর আকারে প্রকাশ পান এবং মধু ও মদ্য সেবনে যাঁহার নয়ন তাম্রবর্ণ হয়, অপর নাগ বধূগণ পদার্চ্চন সময়ে যাঁহার পাদ-

স্পর্শে মোহিতচিত্ত হয় সুতরাং লজ্জায় যাঁহার ভুজাদির পূজা করিতে পারেনা, তাঁহার সমাদর কে না করিবেক? (২১)

অপিচ যাঁহাকে ঋষিগণ এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারণ বলিয়া থাকেন অথচ যিনি স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি বিনাশে বিরহিত। আর যিনি অনন্ত, আপনার সহস্র মস্তক রূপ গৃহের এক প্রদেশে সর্ষপ তুল্য ভূমণ্ডল কোথায় অবস্থিত আছে তাহার অনুসন্ধানও লয়েন না, (২২) অপর যাঁহার গুণ নিমিত্ত মহৎ নামে প্রথম শরীর হয়, সত্ত্ব গুণ যাঁহার আশ্রয় অর্থাৎ যিনি চিত্তরূপত্ব প্রযুক্ত সত্ত্ব প্রধান ভগবান্ বাসুদেব, এবং ভগবান্ ব্রহ্মার স্বরূপ, যাঁহা হইতে আমি (রুদ্র) উৎপন্ন হইয়া ত্রিগুণিত স্বতেজঃ দ্বারা দেববর্গ, ভূতবর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সৃজন করি, (২৩) অপিচ যাঁহার বশে থাকিয়া এই আমরা অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার দেব ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ সূত্রবদ্ধ পক্ষির ন্যায় ক্রিয়াশক্তি দ্বারা যন্ত্রিত হইয়া আছি, আর যাঁহার অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছি, (২৪) অপর যাঁহার নির্ম্মিত মায়াকে মাদৃশ জন কেবল জানিতে পারে কিন্তু কি প্রকারে তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া যায় তাহার উপায় কদাচ অবগত হইতে পারে না, আর যাঁহার মায়া কর্ম্ম রূপ গ্রন্থির প্রাপক, সেই ভগবানকে আমি নমস্কার করি, তাঁহার স্বরূপ হইতেই এই বিশ্ব প্রকাশমান হয় এবং তাঁহাতেই ইহা বিলীন হইয়া থাকে। (২৫)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সুমেরুর পূর্ব্বাদিক্রমে তিন দিকে উত্তরবর্ষত্রয়ে সেব্য সেবক বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ভদ্রাশ্ব বর্ষে ধর্ম্মপুত্র ভদ্রশ্রবা নামে বর্ষপতি এবং তাঁহার প্রধান২ সেবক পুরুষ বাস করেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের ধর্ম্মময়ী সেই মূর্ত্তি, যাহার নাম হয়শীর্ষ, পরম সমাধিদ্বারা স্ব২ হৃদয়মধ্যে তাহা ধারণ করিয়া নিম্ন লিখিত বাক্য উচ্চারণ করত অদূরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান্। (১) ভদ্রশ্রবা প্রভৃতি বলেন আমরা সেই ভগবান্ ধর্ম্মকে নমস্কার করি। যাঁহা হইতে আত্মার সংশোধন হয় তাঁহাকে নমস্কার। অহো! ভগবানের চেষ্টিত কি চমৎকার! লোকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও প্রাণ হিংসক মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা করে না। (২) শিশু সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা কৃতান্তের করাল কবলে পতিত হইলে ঐ দুই জনেরই ধন সমানভাবে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বয়ং জীবন ধারণ করিতে ব্যস্ত হয়, তাহাতে ধর্ম্ম সঞ্চয় করুক, তাহাও করে না, তুচ্ছ বিষয় সুখ সম্ভোগ লালসায় কেবল পাপ কর্ম্মেরই চিন্তা করিয়া থাকে। (৩) প্রভো! অবিদ্বান্ ব্যক্তি ঐ বিষয় আলোচনা করে না এমত বলিতে পারিব না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি পণ্ডিতগণ এই বিশ্বকে নশ্বর বলিতেছেন এবং যে আত্মতত্ত্ববেত্তারা সমাধি সময়ে ইহার নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন তাঁহারা তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়েন, তোমার এ চেষ্টিতও সামান্য চমৎকার নহে। যাহাহউক, আমরা শাস্ত্রাদি জ্ঞানার্থ আর বৃথা আয়াস করিব না, তদ্বিষয়ে পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া কেবল তোমার চরণেই প্রণত হইয়া থাকিব। (৪) প্রভো! তুমি নিরাবরণ ও অকর্ত্তা হইলেও বেদে যে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য তোমার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা যুক্তই হইয়াছে, তোমাতে কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতু তুমি মায়াদ্বারা সকলের আত্মস্বরূপ ও কার্য্য মাত্রের পালক, ইহাতে তোমারই কর্ত্তৃত্বযুক্ত হয় আর তুমি সকল হইতে ভিন্ন বস্তুর স্বরূপ,

ইহাতে তোমার অকর্তৃত্বও ন্যায্য হইতে পারে। (৫) প্রভো! বেদ সকল দৈত্যদের কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়কালে জলমগ্ন হইয়াছিল প্রলয়াবসানে যিনি নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রসাতল হইতে ঐ সকলকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা যাচ্ঞা করিলে যিনি তাঁহাকে ঐ সকল দান করেন তুমি সেই ভগবান্, তুমি সত্যসঙ্কল্প, তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

রাজন্! হরিবর্ষেতে ভগবান্ হরি নরসিংহ রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। (৬) হে ভরতবংশাবতংস! ভগবান্ ঐ মূর্ত্তি কেন ধারণ করেন ইহার কারণ পরে প্রহ্লাদ চরিত্রে বর্ণন করিব। মহাপুরুষগুণভাজন পরম ভাগবত প্রহ্লাদ, যাঁহার শীল এবং আচার দৈত্য দানব কুলের তীর্থ স্বরূপ, তিনি ঐ বর্ষস্থ পুরুষদিগের সহিত অব্যভিচারি ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ দয়িত মূর্ত্তির উপাসনা করিতেছেন। (৭)

প্রহ্লাদ উপাসনা সময়ে এই বাক্য বলেন যথা—হে ভগবন্ নৃসিংহ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি তেজঃ সকলেরও তেজঃ স্বরূপে প্রকটিত হও। প্রভো! আমাদের কর্ম্ম বাসনা সকল দগ্ধ কর; অন্ধকার বিনাশ কর। ভগবন্! আমার আত্মাতে অভয় হউক, আপনি আমাদিগকে অভয় দান করুন, আপনাকে নমস্কার করি। (৮) ভগবন্! বিশ্বের মঙ্গল হউক, খল ব্যক্তিরা ক্রূরতা পরিত্যাগ করুক, প্রাণি সকল অন্তঃকরণ দ্বারা পরস্পর কল্যাণ চিন্তায় রত থাকুক, এবং তাহাদের মনঃ উপশমাদিকে আশ্রয় করুক, আর অস্মদাদির ও অন্যান্য প্রাণিগণের মতি নিষ্কামা হইয়া ভগবান্ অধোক্ষজে অভিনিবিষ্টা হউক। (৯) প্রভো! আমাদের যেন কুত্রাপি সঙ্গ না হয় যদি নিতান্তই হয় তবে যেন পুত্র কলত্র মিত্র গৃহ ক্ষেত্রে না হইয়া ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গেই হয়। যেহেতু অসঙ্গ আত্মবান্ পুরুষ প্রাণবৃত্তি মাত্রে যদ্রূপ আশু পরিতুষ্ট হন্ গৃহাদিতে আসক্ত লোক যাবস্ত ইন্দ্রিয় সেবা দ্বারাও তদ্রূপ পরিতুষ্ট হইতে পারে না। (১০) প্রভো! ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ হইতে ভগবান্ মুকুন্দের বিক্রম অবগত হইতে পারা যায়, সেই বিক্রমের অসাধারণ প্রভাব, যে সকল পুরুষ শ্রবণ দ্বারা তাহা সেবা করেন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া মানস মল হরণ করিয়া দেন। বারম্বার তীর্থাদি সেবা করিলে মল্লোপশান্তি হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে অঙ্গজ মল মাত্র বিনষ্ট হয়, অন্তর্গত মল তদবস্থই থাকে। ইহাতে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি দিগের সেবা করিতে কাহার্ ইচ্ছা না হইবে? (১১) ফলতঃ ভগবানের প্রতি যাঁহার নিষ্কামা ভক্তি জন্মে মনঃ শুদ্ধ হওয়াতে তিনি স্বয়ং হরিভক্ত হন তাহার পরে তৎপ্রতি হরির প্রসাদ হয় তাহাতে দেবতা সকল ধর্ম্মজ্ঞানাদি সহিত ঐ ব্যক্তিতে গিয়া নিত্য বসতি করেন। পরন্তু যে ব্যক্তি গৃহাদিতে আসক্ত, তাহার প্রায় হরিভক্তি সম্ভবে না ইহাতে তাহার মহদ্গুণ জ্ঞান বৈরাগ্যাদি হইবার সম্ভাবনা কি? সে সর্ব্বদা কেবল বিষয় সুখ দর্শন করে, যদি তাহা না পায়, মনোরথ দ্বারাও তদর্থ বহির্ধাবমান হয়। (১২) যেহেতু জল যেমন মীনগণের আত্মা, কেননা তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের জীবন ধারণ হয় না, সেই রূপ ভগবান্ হরি শরীরি প্রাণিমাত্রের আত্মা। অতএব যে ব্যক্তি মহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি যদি হরি পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন তাহা হইলে শূদ্রাদি জাতিতেও স্ত্রীপুরুষদিগের কেবল বয়স্ দ্বারা যে মহত্ব প্রসিদ্ধ আছে তিনি সেই মহত্বই ধারণ করেন, জ্ঞানাদি দ্বারা পূজ্য স্ত্রীপুরুষ মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের যে রূপ মহত্ব হয়, সেরূপ মহত্ব তাঁহাতে থাকে না। (১৩) সুতরাং হে অসুরগণ! গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, যে নৃসিংহ পাদে কোথা হইতেও ভয় সম্ভাবনা নাই, তাঁহারই উপাসনা

করহ। গৃহে আসক্ত হওয়া কোন প্রকারে উচিত হয় না, যেহেতু তাহা তৃষ্ণা রাগ বিষাদ মন্যু মান স্পৃহা ভয় দৈন্য মনঃপীড়া ইত্যাদির নিদান, অতএব তাহা হইতে জন্ম মরণাদি সংসার কখন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। (১৪)

রাজন্! কেতুমাল বর্ষে ভগবান্ নারায়ণ কামদেবরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বাসনা এই যে লক্ষ্মীর প্রিয় করিবেন তথা সম্বৎসর এবং তাহার কন্যা রাত্র্যভিমানি দেবতা ও তাহার পুত্র দিবসাভিমানি দেবগণ, যাহারা ঐ বর্ষের পতি, যাহাদের সংখ্যা পুরুষায়ুষে অর্থাৎ শতবর্ষে যত দিবারাত্রি, তাবৎ সংখ্যক, অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র, এ সকলেরও প্রিয় করিবেন। হে ভারতবংশাবতংস! সম্বৎসরগণের প্রিয় করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছা হইবার বিশেষ হেতু এই, মহাপুরুষের চক্রতেজঃ দ্বারা ঐ সকল কন্যার অন্তঃকরণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হয় তাহাতে তাহাদের গর্ভ গতায়ু হইয়া বিধ্বস্ত হওত সম্বৎসরান্তে পতিত হইয়া যায়। (১৫) সে যাহা হউক। ভগবান্ ঐ বর্ষে কামদেব রূপে ললিত গতি বিলাস ও সস্মিত অবলোকন লীলা প্রকাশ পুর্ব্বক ভ্রূমণ্ডল ঈষৎ উন্নত করিতে২ বদনারবিন্দের শোভা দ্বারা রমাকে রমণ করাইয়া আপনার ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। (১৬) সেই রমা দেবীও সম্বৎসরের রাত্রিসকলে তাহার কন্যাদের অর্থাৎ ঐ সকল রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের সহিত এবং দিবস সকলে ঐ সকল কন্যার স্বামিদের অর্থাৎ দিবসাধিষ্ঠাতৃ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের ঐ মায়াময় রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। আর সর্ব্বদা এই বাক্য উচ্চারণ করেন (১৭) যথা—সেই ভগবান্ হৃষীকেশের প্রতি নমস্কার। তাঁহার আত্মা যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুর দ্বারা লক্ষিত হয়। তিনি ক্রিয়া, জ্ঞান, (সঙ্কল্প অধ্যবসায়াদি) এবং তাহার বিষয় সকলের অধিপতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় এই ষোড়শ পদার্থ তাঁহার অংশ। তিনি বেদময়, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, অপর তাঁহার দেহ অন্নোপবর্দ্ধনীয়--এই হেতু অন্নময়, পরমানন্দ প্রকাশক--একারণ অমৃতময়, সকলের বিষয়--এ প্রযুক্ত সর্ব্বময়, আর তিনি সাহস সামর্থ্য ও বল এ সকলের কারণ--এই প্রযুক্ত এ সকল তাঁহার স্বরূপ, এবং কান্ত ও কামও তাঁহার মূর্ত্তি, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আমাদের প্রতি উভয় লোকে অনুকূল হউন। (১৮)

তদনন্তর স্তব করিয়া বলেন প্রভো! তুমি স্বতই ইন্দ্রিয় সকলের পতি, যে সকল স্ত্রী বিবিধ ব্রত দ্বারা তোমার আরাধনা করিয়া অন্য পতি কামনা করে তাহাদের সেই পতিগণ তাহাদের প্রিয়তর সন্তান সন্ততি অথবা ধন কিম্বা পরমায়ু রক্ষা করিতেও সমর্থ নহে, যেহেতু তাহারা অস্বতন্ত্র। (১৯) অতএব সে সকল পতি পতিই নহে। ফলতঃ যে ব্যক্তি স্বয়ং নির্ভয় এবং ভয়াতুরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন তিনিই পতি। প্রভো! এই কারণে এক আপনিই সকলের পতি, আপনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি পতি হইতে পারে না, আপনি আত্মলাভাপেক্ষা অন্য কোন বস্তুকেই অধিক বোধ করেন না, অতএব আপনকার সুখ কাহারো অধীন নহে। প্রভো! আমি যাহা বলিতেছি ইহাই সত্য, নচেৎ যদি আপনকার অস্বতন্ত্রত্ব ও নানা রূপ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মণ্ডলেশ্বরদিগের ন্যায় আপনকারও পরস্পর হইতে ভয় সম্ভাবনা হইতে পারে। (২০)

ভগবন্! যে স্ত্রী আপনকার পাদপদ্মের পুজাই কামনা করে ফলান্তর বাঞ্ছা করে না, সে অতি চতুরা, তাহার অখিল কামে প্রয়াস স্পষ্টই প্রকাশ পায়। পরন্তু যে কোন

অবলা ফল বিশেষ কামনা করিয়া তোমার অর্চনা করে তাহা হইতে বড় নির্বোধ আর নাই, যেহেতু তুমি তাহাকে তাহার অভিলষিত ফল মাত্র প্রদান করিয়া থাক, ভোগের দ্বারা ঐ ফল বিনষ্ট হইলে তজ্জন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হয়। (২১) হে অজিত! আমি লক্ষ্মী, ইহাতে সুখ সম্পত্তি কামনা করিয়া কখন২ ব্রহ্মা মহেশ্বর এবং অন্যান্য সুর অসুরগণও আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু আপনকার চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ ব্যতিরেকে তাঁহারা আমার বিলসিত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারেন না, যেহেতু আপনাতেই আমার হৃদয় নিহিত হইয়া আছে অতএব আমি আপনকার অধীনা, যে সকল ব্যক্তি আপনকার অনুবর্ত্তী, তাহাদের প্রতিই আমি অবলোকন করি। (২২) অতএব হে প্রভো! যাঁহার সেবা ব্যতীত কোন পুরুষার্থ হয় না আপনি সেই পুরুষ। আপনকার যে হস্ত হইতে সকল কাম বর্ষণ হয় এই নিমিত্ত সাধুরা সর্ব্বদা যাহার স্তব করিয়া থাকেন এবং যাহা আপনি ভক্ত জনের মস্তকে কৃপা করিয়া বিন্যস্ত করেন অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর আমার মস্তকে সেই হস্ত স্থাপন করুন। হে বরেণ্য! আমার প্রতি আপনকার আদর নাই এমত বলিতে পারি না, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি লক্ষ্ম স্বরূপে বক্ষঃস্থলোপরি আমাকে ধারণ করিতেছেন। কিন্তু প্রভো! এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! আমাতে কেবল আদরমাত্র, ভক্তজনে আপনকার মহা অনুগ্রহ। অথবা আপনি ঈশ্বর, আপনকার মায়ার চেষ্টা বুঝিয়া উঠিতে পারে কাহার্ সাধ্য?

রাজন্ এক্ষণে অন্য বর্ষের বিবরণ শুন। রম্যকবর্ষে ভগবানের অবতার স্বরূপ তদীয় প্রিয়তম মৎস্যমূর্ত্তি ঐ বর্ষের অধিপতি যে মনুর প্রতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হয় সেই মনু অদ্যাবধি মহাভক্তিযোগে সেই মূর্ত্তির আরাধনায় নিযুক্ত আছেন এবং এই বাক্য নিরন্তর উচ্চারণ করিতেছেন (২৩) যথা—মহা মৎস্যরূপি সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি, যিনি সত্ত্ব প্রধান এবং মুখ্যতম প্রাণ ও সাহস, বল ও সামর্থ্য ইত্যাদির স্বরূপ। (২৪) অপর স্তব করিয়া ইহা বলিতেছেন প্রভো! তুমি সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভ্রমণ করিয়া থাক অথচ লোকপালকেরাও তোমার রূপ দর্শন করিতে পান না, কিন্তু তোমার বেদাত্মক ধ্বনি অতি মহৎ। হে ভগবন্! লোকে যেমন দারুময়ী যোষাকে বশতাপন্ন করে তাহার ন্যায় যিনি ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা এই বিশ্বকে নিয়মিত করিয়াছেন আপনি সেই ঈশ্বর। (২৫) প্রভো! ইন্দ্রাদি লোকপালগণ মৎসর রূপ জ্বরে অভিভূত, তাঁহারা যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ রূপে অথবা মিলিত হইয়া যত্ন করিলেও দ্বিপদ চতুষ্পদ অথবা স্থাবর জঙ্গম যাহা২ দৃষ্ট হয় কোন বস্তুই পালন করিতে সমর্থ হন না আপনি সেই প্রাণরূপী, সকলের পালক, পরম ঈশ্বর। (২৬) ভগবন্! এই অবনী ওষধি ও লতা সকলের আশ্রয়, এই কারণে আপনি প্রলয়কালীন প্রবলতর তরঙ্গমালায় সঙ্কুল সাগর জলে নিমগ্না এই ধরাকে এবং আমাকে ধারণ করিয়া রক্ষার্থ অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি জগতীস্থ প্রাণিগণের নিয়ন্তা, আপনাকে নমস্কার। (২৭)

রাজন্! হিরণ্ময় বর্ষে ভগবান্ নারায়ণ কূর্ম্ম শরীর ধারণ করিয়া অবস্থিতি করেন। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা তদ্বর্ষীয় পুরুষদিগের সহিত নিরন্তর তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত আছেন এবং অনুক্ষণ এই মন্ত্র জপ করিতেছেন (২৮) যথা—আমরা ভগবান্ কূর্ম্মকে নমস্কার করি। প্রভো! সমস্ত সত্ত্বগুণ আপনকার বিশেষণ, আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! জল রত হেতু আপনকার স্থান কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না, আপনাকে নম-

স্কার। হে দেব! আপনি অতিশয় বর্ষীয়ান অর্থাৎ কালদ্বারা আপনকার অবচ্ছেদ হয় না, আপনাকে নমস্কার। প্রভো। আপনি সর্ব্বগত ও সকলের আধার, আপনাকে নমস্কার। (২৯) ভগবন্! আপনি নিজ মায়া দ্বারা এই যে আকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন দৃশ্য পৃথিব্যাদি পদার্থ সকল ইহারই প্রতিকৃতি, যেহেতু ইহা ভিন্ন কিছুই নাই। ভগবন্! আপনকার এইরূপ বহু২ রূপদ্বারা নিরূপিত হয়, কিন্তু ইহা মিথ্যা কল্পিত এপ্রযুক্ত মরীচিকা জলের ন্যায় ইহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনকার আকারের বিশেষ কেহই নির্ব্বচিতে পারিবেন না। (৩০) হে ভগবন্! জরায়ুজ (মনুষ্য গবাদি), অণ্ডজ (পক্ষি প্রভৃতি), স্বেদজ (কৃমি দংশাদি), উদ্ভিজ্জ (লতা বৃক্ষাদি), স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, ইন্দ্রিয়, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ এবং নক্ষত্র, এ সকল আপনারই নাম, আপনি এক। (৩১) ভগবন্! আপনকার নাম রূপ ও আকৃতির প্রভেদ কত আছে তাহার সংখ্যা হইবেক না, তথাচ কপিলাদি কবিগণ চতুর্বিংশত্যাদি সংখ্যা কল্পনা করিয়াছেন সেই সংখ্যা যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অপনীত হয় আপনি তাহার নিদর্শন অর্থাৎ পরমার্থ ধ্যানরূপী, আপনাকে নমস্কার করি।

রাজন্! উত্তর কুরুদেশে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বরাহ রূপ প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। (৩২) এই পৃথ্বী দেবী কুরুগণের সহিত অস্খলিত ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন এবং এই পরমা উপনিষদ্ আবৃত্তি করিয়া থাকেন (৩৩) যথা—আমরা ভগবান্কে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ পান্। অপর সযূপ যজ্ঞ, এবং অযূপ ক্রতু ইত্যাদি যাহা২ দৃশ্য হয়, সকলি আপনকার স্বরূপ। অপিচ মহৎ২ যজ্ঞ সকল আপনকারই অবয়ব। অতএব আপনি মহাপুরুষ, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধ অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠাতা, এবং তিনযুগ স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। (৩৪) আহা! কাষ্ঠাভ্যন্তরে যেমন অগ্নি অপ্রকাশ থাকে তাহার ন্যায় যাঁহার স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি মধ্যে নিগূঢ় আছে, নিপুণ বিদ্বদ্গণ বিবেকসাধন মনঃ এবং কর্ম্ম ও তৎফল দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিবার বাসনায় সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়া বেড়ান এবং সেই অন্বেষণে যাঁহার আত্মা প্রকটিত হয়, সেই ভগবানকে আমি নমস্কার করি। (৩৫) অপর যিনি মায়াকার্য্য যে বিষয়, ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার, দেবতা, দেহ, কাল এবং অহঙ্কার, এ সকল উপলক্ষণ দ্বারা বস্তুস্বরূপে নিরীক্ষিত আত্মার স্বরূপ, এবং যম নিয়মাদি দ্বারা যে সকল সাধু নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি সম্পন্ন, তাঁহাদের নিকট যাঁহার মায়া নির্মিত আকৃতি নিরস্ত হয়, সেই ভগবন্কে আমি নমস্কার করি। (৩৬) যদ্রূপ অয়স্কান্ত মণির সন্নিকর্ষ হেতু লৌহ তদভিমুখবর্ত্তী হইয়া ভ্রমণ করে তাহার ন্যায় মায়া যে দ্রষ্টা পরমেশ্বরের ঈক্ষণ হেতু জীবের নিমিত্ত আপনার ঈপ্সিত না হইলেও জীবের ঈপ্সিত এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন সেই গুণ কর্ম্ম এবং অদৃষ্টের সাক্ষিস্বরূপ ভগবান্কে আমি নমস্কার করি। (৩৭) অপর যিনি জগতের কারণ স্বরূপ বরাহ মূর্ত্তি হইয়া আমাকে (পৃথিবীকে) দংষ্ট্রার অগ্রে ধারণ করিয়া, হস্তির ন্যায়, রসাতলাবধি প্রলয় সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তদনন্তর প্রতিহস্তির তুল্য দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া ক্রীড়া করিতে২ বর্ত্তমান হয়েন, সেই বিভুকে আমি প্রণাম করি। (৩৮)

ইতি পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষে সেব্য সেবক ভাব এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব।

শুকদেব কহিলেন কিম্পুরুষ বর্ষে ভগবান্ আদিপুরুষ সীতাপতি লক্ষণাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সন্নিকর্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া তদীয় ভক্ত পরম ভাগবত হনুমান দৃঢ়তর ভক্তি প্রকাশ পুরঃসর কিম্পুরুষগণ সহিত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন এবং গন্ধর্ব্বগণ ভগবান্ রামচন্দ্রের যে পরম কল্যাণকর চরিত্র গান করেন আর্ষ্টিষেণের সহিত তাহা শ্রবণ ও স্বয়ং গান করিতেছেন। (১) যথা সেই ভগবান্ উত্তমঃশ্লোককে নমস্কার করি। যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর চিহ্ন ও শীল এবং ব্রত তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান। তাঁহার চিত্ত সদাই সংযত। সকল লোকের বিষয় তাঁহার জ্ঞাত আছে। তিনি নিকষ প্রস্তরবৎ সাধুত্বপ্রসিদ্ধির নির্দ্ধারণ স্থান। অপিচ তিনি ব্রহ্মণ্য দেব, মহাপুরুষ এবং মহারাজ। তাঁহাকে নমস্কার করি। (২) অপর আমরা সেই পরাত্ম স্বরূপ ভগবান্ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হই। বেদান্ত বাক্যে যাহা এক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি সেই পদার্থ। বিশুদ্ধ অনুভব তাঁহার স্বরূপ। তিনি শান্ত, স্বরূপের প্রকাশ হওয়াতে গুণ সকলের জাগ্রদাদি বিবিধ অবস্থা তাঁহাতে বিনষ্ট হইয়াছে। অপিচ দৃশ্য হইতে ভিন্ন এ প্রযুক্ত তিনি প্রত্যক্ স্বরূপ, নাম ও রূপ বর্জ্জিত, তথা নিরহঙ্কার। কেবল শুদ্ধ চিত্ত দ্বারা ব্রহ্মত্ব রূপে উপলভ্য হইতে পারেন। (৩)

সেই বিভুর দশরথ তনয় হইয়া মানব রূপে অবতার গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে রাবণ বধ করিবেন, কারণ ঐ দুর্দান্ত রাক্ষস মনুষ্য ভিন্ন অন্য হস্তে বধ্য হইবেক না এ রূপ বর পাইয়াছিল। ঐ অবতার গ্রহণের কেবল তন্মাত্র উদ্দেশ্য এমত নহে, স্ত্রীসঙ্গাদি কৃত দুঃখ দুর্নিবার, ইহা মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিবেন ইহাও এক অভিপ্রায় ছিল, নচেৎ যিনি জগতের আত্মা, ঈশ্বর, এবং আপনার স্বরূপে সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, তাঁহার সীতা বিরহ জন্য দুঃখাদি কেন? (৪) অপর তিনি ত্রিলোকী মধ্যে কিছুতেই আসক্ত নহেন এবং যেহেতু ধীর দিগের আত্মা ও পরম বন্ধু অতএব স্ত্রীকৃত মোহ কখন প্রাপ্ত হইতে পারেন না, আর দ্বারস্থ লক্ষ্মণ দুর্ব্বাসার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপনার্থ গৃহ প্রবেশ করিলে দৈব দূতের মন্ত্রণানুসারে প্রাণ বধার্থ উদ্যত হইয়াও বশিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাও যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না? (৫) অপিচ মহৎ কুলে জন্ম, অথবা সৌন্দর্য্য, কিম্বা বাক্য, অথবা বুদ্ধি, কিম্বা জাতি, কিছুই তাঁহার সন্তোষের কারণ হইতে পারে না; একমাত্র ভক্তি করিলেই তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হন্। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, আমরা বনচর বানর, মহৎকুলে জন্ম বা সৌন্দর্য্য ইত্যাদি কিছুই আমাদের নাই, তথাচ কেবল ভক্তির বশতাপন্ন হইয়া সেই ভগবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ হইয়াও আমাদিগের সহিত সখ্য করিয়াছেন। (৬) অতএব দেব অথবা দানব, নর কিম্বা বানর, যে কোন ব্যক্তি হউক, সকলেরই সর্ব্ব প্রযত্নে সেই মানব রূপি হরির সেবা করা কর্ত্তব্য, তিনি বিলক্ষণ কৃতজ্ঞ, অর্থাৎ অত্যল্প ভজনা করিলেও তাহা বহুল করিয়া মানেন। তাঁহার উপাসনায় মহাফল সম্ভাবনা আছে, তিনি অযোধ্যা বাসি সমস্ত মানবকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। (৭)

রাজন্! ভারতবর্ষে ভগবান নরনারায়ণ যাঁহার গতি অব্যক্ত, তিনি আত্মবান জন-

গণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ মাত্রোদ্দেশে দুশ্চর তপস্যা আচরণ করিতেছেন। তপস্যার সময় তাঁহার ধর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য একপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তিনি এ প্রকার জিতেন্দ্রিয় ও নিরহঙ্কার হইয়া থাকিতেন যে তাহাতেই আত্মার উপলব্ধি হইতে পারিত। (৮) সে যাহা হউক। দেবর্ষি নারদ, যে পঞ্চরাত্রে ভগবানের অনুভব বর্ণনা আছে, সেই পঞ্চরাত্র ভগবদুক্ত সাংখ্য যোগ সহিত সাবর্ণি মনুকে উপদেশ করিবেন বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রমাচারান্বিত প্রজাজনের সহিত পরম ভক্তিভাবে ঐ ভগবানের উপাসনা করিতেছেন এবং এই বাক্য কহিতেছেন (৯) যথা--আমরা ঋষিঋষভ ভগবান্ নর নারায়ণকে নমস্কার করি। তিনি উপশমশীল, নিরহঙ্কার ও অকিঞ্চন জনের পরম ধন, পরমহংস দিগের পরম গুরু, এবং আত্মারাম জনগণের অধিপতি, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার। আর ইহা গান করিতেছেন। (১০) যিনি এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তা হইয়াও "আমি কর্ত্তা" বলিয়া অভিমান করেন না, যিনি দেহস্থিত হইয়াও দেহের ধর্ম্ম ক্ষুধা পিপাসাদি দ্বারা অভিভূত হয়েন না, দ্রষ্টা হইলেও যাঁহার দৃষ্টি দৃশ্য বিষয় দ্বারা বিকৃত হয় না, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার রি, তিনি কিছুতেই আসক্ত নহেন, সকল হইতে বিবিক্ত অথচ সকলের সাক্ষী। (১১) তদনন্তর বলিতেছেন হে যোগেশ্বর! যোগী পুরুষ জন্মাবধি ভক্তিযোগ দ্বারা অন্তকালে দেহাভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তোমাতে যে মনঃসংযোগ করেন তাহাই তাহার যোগ কৌশল। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা তাহাকেই পুরুষযোগ বলিয়াছিলেন। (১২) পরন্তু ঐহিক ও পারত্রিক কাম বিষয়ে মূর্খ ব্যক্তি যেমন পুত্র কলত্র ও বিত্তের যোগ ক্ষেম চিন্তা করত মৃত্যুর নিকট হইতে ভয় পায় তদ্রূপ যে পুরুষ বিদ্বান্ হইয়াও ভীত হন্ তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাসার্থ কেবল পরিশ্রম মাত্র। (১৩) হে অধোক্ষজ! যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তিরও এইরূপ অবস্থা, অতএব আপনি আমাকে সহজ বাসনারূপ সেই যোগ উপদেশ করুন যাহাতে আপনকার মায়া দ্বারা আমাদের এই কুৎসিত কলেবর "আমি, আমার" এই মমতা অর্পিতা হইয়াছে যাহা সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে পারা যায় না বলিয়া উপায়ান্তর দ্বারা দুর্ভেদ্য, তাহা পরিত্যাগ করিতে আমি সমর্থ হই। (১৪)

হে রাজন্! ভারতবর্ষেতেও ভূরি২ সরিৎ ও শৈল আছে। (১৫) অর্থাৎ মলয়, মঙ্গল প্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি, এবং অন্য২ শত২ সহস্র২ পর্ব্বত, তথা ঐ সকলের তট হইতে উৎপন্ন অসংখ্য নদ নদী আছে। (১৬) তন্মধ্যে চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণ্বা, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী, এবং অন্ধ ও শোণনদ, তথা মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসহমা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুৎ, বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, এবং বিশ্বা, এই সকল গুলি প্রধানা। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ নামদ্বারাই পবিত্রকারিণী এই সকল নদীর জল পান করে এবং স্ব২ দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। (১৭)

রাজন্! এই বর্ষেতে জন্মলাভ করিয়া পুরুষগণ স্ব২ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম দ্বারা যথাক্রমে আপনাদের দিব্য মানুষ ও নারক গতি বিধান করেন যেহেতু এখানে সকল ব্যক্তির সকল প্রকার গতিই কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। (১৮) অপর যে

বর্ণের যে রূপ মোক্ষপ্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস বানপ্রস্থাদি বিহিত আছে, তাহার অনতিক্রমে মানবগণের মোক্ষলাভও এই বর্ষেতেই হইয়া থাকে। (১৯) রাজন্ মোক্ষ কি প্রকারে হয় তাহা বলিতেছি শুন। যখন বিষ্ণুভক্ত পুরুষদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপ সঙ্গ হয় তখন ভগবান্ বাসুদেব, যিনি সকল ভূতের আত্মা, রাগাদি রহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার, অতএব পরাত্মস্বরূপ, তাঁহাতে যে অহৈতুক ভক্তিযোগ হয়, তাহাই মোক্ষের স্বরূপ, কারণ তাহাতে নানা গতির নিদান যে অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহার ছেদন হয়। (২০) অতএব ভারতবর্ষে মানব জন্ম সর্ব্ব পুরুষার্থের সাধন বলিয়া দেবতারাও গান করিয়া থাকেন। (২১) যথা—অহো! এই মানবগণ কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছিল যেহেতু ভগবান্ হরি স্বয়ং বিনা সাধনেও ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আছেন। অথবা এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি! এই সকল ব্যক্তি ভারতভূমির মধ্যে মানবকুলে মুকুন্দসেবার উপযোগি জন্ম লাভ করিয়াছে। আমরা ভারতাঙ্গনে জন্মার্থ কেবল স্পৃহাই করিয়া থাকি। (২২) হায়! আমাদের যজ্ঞ, দুশ্চর তপস্যা, কঠিন২ ব্রতানুষ্ঠান ও দানাদি দ্বারা কি হইল এবং এই যে তুচ্ছ স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতেই বা কি ফল দর্শিতেছে? এখানে স্বচ্ছন্দে ভগবান্ নারায়ণের পাদপদ্ম স্মরণ হয় না, কদাচিৎ যাহা হইত আত্যন্তিক ইন্দ্রিয় সেবায় তাহাও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। (২৩) অপর আমরা কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া এই যে স্থান জয় করিয়াছি ইহার পরেও আবার জন্মিতে হইবেক, অতএব আমাদের এ স্থানজয় অপেক্ষা মানবগণ অল্পায়ু হইয়া যে ভারতভূমি জয় করে তাহা শ্রেষ্ঠ, কারণ সেই সকল ব্যক্তি মানবদেহ দ্বারা ক্ষণকালেতেই স্ব২ কৃত কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক ভগবান্ হরির অভয় পদ সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। (২৪) যাহা হউক। যে স্থানে ভগবান্ হরির কথামৃত রূপ নদী নাই, হরিকথাশ্রয় ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ নাই, এবং নৃত্যাদি উৎসব সম্বলিত হরিপূজা নাই, সে স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও সেবা করিবার যোগ্য নহে। (২৫)

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই ভারত ভূমিতে জ্ঞান, তদর্থ ক্রিয়া ও দ্রব্য সমূহে পরিপূর্ণ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষার্থ যত্ন না করে তাহারা পক্ষিদের ন্যায় পুনরায় বন্ধন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জালবদ্ধ পক্ষিগণ ব্যাধকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াও পুনরায় যেমন অসাবধান হইয়া বৃক্ষে বিহার করিতে গেলে বদ্ধ হয় তাহার ন্যায় ঐ সকল ব্যক্তি ভারত ভূমিতে মোক্ষার্থ জন্মলাভ করিয়াও স্ব২ কর্ম্ম দোষে পুনরায় বদ্ধ হইতে পারে। (২৬)

সে যাহা হউক। ভারতবর্ষবাসী মানবগণ অতিশয় ভাগ্যবান, যেহেতু ইহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পৃথক্২ করিয়া বিধি মন্ত্র ও পুরোডাশাদি ভেদে তত্তদ্দেবতার উদ্দেশ করিয়া যে হবিঃ পরিত্যাগ করে এক ভগবান্ ইন্দ্রাদি পৃথক২ নামদ্বারা আহূত হইয়া তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদিও তিনি কল্যাণ সকলের প্রভু এবং স্বয়ং পরিপূর্ণ স্বরূপ, তথাপি উহা উপেক্ষা করেন না। (২৭) পরন্তু যদিও ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম পুরুষদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন, তথাচ তাহাদিগের প্রতি পরমার্থ দাতা হন না যেহেতু ঐ প্রকার প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় তাহাদিগকে অর্থী হইতে হয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি নিষ্কাম, তাহারা কোন বিষয় প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ তাহাদিগের সর্ব্বাভিলাষ পূরক নিজ পাদ পল্লব স্বয়ং প্রদান করেন। (২৮)

অতএব আমরা সম্যক্ প্রকারে যে যাগ যজ্ঞ করিয়াছি, বেদাধ্যয়ন এবং অন্য যে কোন শুভ কর্ম্ম করিয়াছি, যাহা হইতে এই স্বর্গ সুখ ভোগ হইতেছে, যদি তাহার কিছু অবশেষ থাকে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে আমাদের জন্ম হউক, তাহা হইলে "ভগবান্ হরিই সেব্য" ইহা স্মরণ হইবেক। অধিকন্তু ভগবান্ হরি এই বর্ষে ভজনাকারি-দিগের কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকেন তাহাতে আমরা কুশলও দর্শন করিতে পারিব।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ পরীক্ষিত! কোন২ ঋষিরা বলেন জম্বূদ্বীপের আটটী উপদ্বীপ আছে, সগর রাজার তনয়গণ যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণ সময়ে যখন এই অবনীর চতুর্দ্দিক্ খনন করেন তখন তাঁহারা ঐ সকল রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল উপদ্বীপের নাম যথা—স্বর্গপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্র, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল, এবং লঙ্কা। হে ভারতবংশাবিতংস! এই তোমার নিকট জম্বূদ্বীপের বর্ষ-বিভাগ, যেমন উপদেশ পাইয়াছিলাম, বর্ণন করিলাম। (২৯)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

সাগর সহ প্লক্ষাদি ছয় দ্বীপ এবং অন্তর ও বহির্ভাগাদির পরিমাণানুসারে লোকালোক পর্ব্বতের স্থিতি।

মুনিবর শুকদেব কহিলেন রাজন্! অতঃপর প্লক্ষাদি ছয় দ্বীপের প্রমাণ লক্ষণ ও আকার দ্বারা বর্ষ সকলের বিভাগ বর্ণন করি। (১) জম্বূদ্বীপের বিস্তার যত পরিমাণ তাবৎ পরিমিত অর্থাৎ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ লবণ সাগরে তাহা পরিবেষ্টিত আছে, ফলতঃ যেমন জম্বূ নামক দ্বীপ দ্বারা সুমেরু পর্ব্বত বেষ্টিত, প্লক্ষ দ্বীপও লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ লবণ সাগরের দ্বারা তদ্রূপ বেষ্টিত। (২) ঐ প্লক্ষদ্বীপ পূর্ব্বোক্ত জম্বূদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ, ঐ দ্বীপের দ্বারা লবণ জলধি পরিবেষ্টিত আছে অর্থাৎ যেমন বহির্ভাগস্থ উপবন দ্বারা পরিখা পরিবেষ্টিতা থাকে তাহার ন্যায় প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা লবণ জলধিও বেষ্টিত রহিয়াছে। (৩) তথায় একটী প্রকাণ্ড প্লক্ষ বৃক্ষ উত্থিত হইয়া আছে, তাহার উচ্চতা পরিমাণ অগ্রে লিখিত জম্বূ বৃক্ষের পরিমাণ তুল্য। ঐ প্লক্ষ বৃক্ষ হইতেই উক্ত দ্বীপের "প্লক্ষদ্বীপ" এই নাম হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ হির-ণ্ময়, তাহাতে সপ্তজিহ্ব অগ্নি অবস্থিতি করিতেছেন। (৪)

সে যাহাহউক, প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব ঐ দ্বীপের অধিপতি। তিনি উহাকে সপ্ত বর্ষে বিভাগ করিয়া আপনার সপ্ত পুত্র, ঐ সাত বর্ষের নামে যাহাদের নাম, তাহাদিগকে সমর্পণ করণানন্তর আপনি সমাধিযোগে উপরত হয়েন। ইধ্মজিহ্ব কর্ত্তৃক বিভক্ত সপ্ত বর্ষের নাম যথা--শিব, বয়স, সুভদ্র, শমন্ত, ক্ষেম, অমৃত, এবং অভয়। (৫) ঐ সপ্ত বর্ষে সাতটী নদী ও সাতটী পর্ব্বত অতিশয় প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সেখানে যদিও সহস্র২ সরিৎ ও শৈল আছে তথাচ সাতটী বিখ্যাত। তত্রস্থ প্রসিদ্ধ সপ্ত গিরির নাম যথা--মণিকুট, বজ্রকুট, ইন্দ্রসোম, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব এবং মেঘমাল। প্রসিদ্ধ সপ্ত নদীর নাম যথা--অরুণা, নৃবলা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা, এবং সত্যম্ভরা। (৬) ঐ সকল নদীর জলোপস্পর্শে ব্রাহ্মণাদিবর্ণস্থানীয় হংস পতঙ্গ ঊর্দ্ধায়ন এবং সত্যাঙ্গ নামে চারি বর্ণ রজস্তমোরহিত এবং সহস্রায়ু হয়েন, তাঁহাদের

সন্দর্শন ও অপত্যোৎপাদন দেব তুল্য হয় অতএব তাঁহারা বেদবিদ্যা দ্বারা, ভগবান্ বেদময় সূর্য্য, যিনি আত্মস্বরূপ, তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। (৭)

হে রাজন্! দ্বীপ সকলের পৃথক্২ মন্ত্র আছে তাহার অর্থ বলি শ্রবণ কর। যথা,—পুরাণ পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তিস্বরূপ সেই সূর্য্যদেবের শরণ গ্রহণ করি, তিনি অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্ম, প্রতীয়মান ধর্ম্ম, তদ্বোধক দেব এবং শুভাশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! প্লক্ষ প্রভৃতি পাঁচ দ্বীপে পুরুষদের আয়ু, ইন্দ্রিয়, সামর্থ্য, সাহস, বল, বিক্রম, বুদ্ধি এবং স্বাভাবিকী সিদ্ধি অবিশেষে সকলেরই দেদীপ্যমান।

সে যাহা হউক, প্লক্ষ দ্বীপ যদ্রূপ সমান পরিমাণ ইক্ষুরসোদ সাগরে পরিবেষ্টিত, তদ্রূপ শাল্মল দ্বীপ, যাহা প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিশাল, তাহাও তৎসমান পরিমাণ সুরোদ সমুদ্রে বেষ্টিত হইয়া আছে। (৮) রাজন্! যেখানে প্লক্ষবৃক্ষের তুল্য বিস্তীর্ণ বিশাল শাল্মলী তরু আছে লোকে যাহাকে গরুড়ের আবাস বলিয়াথাকে সেই দ্বীপ শাল্মল দ্বীপ। শাল্মলী বৃক্ষ হইতেই উহার নাম শাল্মল হয়।

ঐ শাল্মল দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্র মহারাজ যজ্ঞবাহ। তিনি ঐ দ্বীপকে আপনার সপ্ত পুত্রের মধ্যে তাহাদের নামে সপ্ত বর্ষে বিভাগ করিয়া দেন। সেই সপ্ত বর্ষের নাম যথা-সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন, এবং অভিজ্ঞাত। ঐ সপ্তবর্ষে সাতটী পর্ব্বত ও সাতটী নদী অতিশয় প্রসিদ্ধ। সাত পর্ব্বতের নাম যথা—সুরস, শতশৃঙ্গ, বাসদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি। সপ্ত নদীর নাম যথা--অনুমতী, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা এবং রাকা। রাজন্! ঐ সকল বর্ষের পুরুষদের নাম শ্রুতিধর বীর্য্যধর বসুন্ধর ইক্ষুন্ধর ইত্যাদি। তাঁহারা বেদময় আত্মাস্বরূপ ভগবান সোমকে বেদবিধান ক্রমে অহরহ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন (৯) আর এই বাক্য উচ্চারণ করেন ভগবান সোম স্বীয় রশ্মি দ্বারা কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে যথাক্রমে পিতৃ ও দেবতাদিগের অন্ন বিভাগ করত আমাদের সকল প্রজার রাজা হউন। (১০)

রাজন্! সুরোদ সাগরের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ, তাহা উপরি বর্ণিত প্লক্ষ দ্বীপ অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণ, পূর্ব্বোক্ত দ্বীপের ন্যায় সমান পরিমাণ ঘৃতোদ সাগরে বেষ্টিত আছে। ঐ দ্বীপে দেবকৃত একটী কুশস্তম্ব থাকাতেই উহার "কুশদ্বীপ" এই খ্যাতি হইয়াছে। সেই কুশস্তম্ব দ্বিতীয় বহ্নির ন্যায় কোমল শিখার দীপ্তি দ্বারা দিক্ সকলকে সদা উদ্দীপিত করিতেছে।

রাজন্! উক্ত কুশদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রততনয় রাজা হিরণ্যরেতা আপনার দ্বীপকে স্বীয় সপ্ত পুত্রের মধ্যে যথাভাগে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনি তপস্যায় রত হয়েন। তাঁহার সপ্ত পুত্রের নাম যথা--বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম, ও দেবনাম। এই সাত ব্যক্তির সাত বর্ষে সাতটী সীমা পর্ব্বত ও সাতটী নদী প্রসিদ্ধ। সেই সপ্ত পর্ব্বত যথা--কভ্রু, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্দ্ধরোমা, এবং দ্রবিণ। সপ্তনদীর নাম যথা--রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবৃন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা, এবং মন্ত্রমালা। এই সকল নদীর জল সেবন দ্বারা কুশদ্বীপ নিবাসী জনগণ কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত এবং কুলক ইত্যাদি নামধারী হইয়া কর্ম্ম কৌশল দ্বারা অগ্নিস্বরূপ ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন (১১) এবং এই বাক্য উচ্চারণ করেন হে জাতবেদ! তুমি পর ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হব্য বহন কর। অতএব দেবতাদের

যজ্ঞ দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের অর্চনা করত তাঁহার অঙ্গ সকলের নাম দ্বারা দত্ত হব্য সেই অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া থাক। (১২)

রাজন্! উপরি লিখিত কুশদ্বীপের বহির্ভাগে ক্রৌঞ্চদ্বীপ। এই দ্বীপ কুশদ্বীপ অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণ, যদ্রূপ কুশদ্বীপ ঘৃতোদ সাগরে বেষ্টিত, তাহার ন্যায় এই দ্বীপ ক্ষীরোদ সমুদ্র দ্বারা পরিবৃত আছে। এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে একটী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে, তাহা হইতেই এই দ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। (১৩) রাজন্! যদিও কার্ত্তিকেয়ের আয়ুধে ঐ পর্ব্বতের নিতম্বদেশ এবং নিকুঞ্জ সকল উন্মথিত হইয়াছিল তথাচ ঐ গিরি চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষীরোদ সাগরের সলিলে অভিষিচ্যমান এবং জলাধিষ্ঠাতৃ বরুণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে নির্ভয় হয়। (১৪) সে যাহাহউক। এই ক্রৌঞ্চ দ্বীপেও প্রিয়ব্রত রাজার বংশোদ্ভব ঘৃতপৃষ্ঠ নামা এক ব্যক্তি অধিপতি হন। তিনি আপনার দ্বীপকে আপনার সপ্তপুত্রের নামে সপ্ত বর্ষে বিভাগ করিয়া সেই সকল বর্ষে সেই সপ্ত পুত্রকে অধিপতি রূপে স্থাপন করেন তদনন্তর আপনি জ্ঞানী হইয়া যে ভগবান্ হরির যশঃ পরম কল্যাণ স্বরূপ এবং যিনি সকলের আত্মা, তাঁহার চরণারবিন্দ আশ্রয় করেন। রাজন্! ঘৃতপৃষ্ঠের সাত পুত্রের এই২ নাম যথা--আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতান, এবং বনস্পতি।

উক্ত সপ্ত বর্ষ মধ্যে সাতটী বর্ষপর্ব্বত আছে এবং তথায় সপ্ত মহানদী অতিশয় প্রসিদ্ধ। সেই সাত পর্ব্বতের নাম যথা--শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন, এবং সর্ব্বতোভদ্র। সপ্ত মহানদীর নাম যথা--অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা। (১৫) এই সকল নদীর জল অতি পবিত্র ও নির্ম্মল, উক্ত বর্ষবাসী পুরুষগণ ঐ জল পান করেন এবং "পুরুষর্ষভ, দ্রবিণ, দেবক" ইত্যাদি নামধারী হইয়া জল পূর্ণ অঞ্জলি দ্বারা জলময় ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। (১৬) আর সদা এই বাক্য উচ্চারণ করেন হে জল সকল, তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছ অতএব ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক রূপ ত্রৈলোক্য পবিত্র করিতেছ। আমরা তোমাদিগকে স্পর্শ করিতেছি, তোমরা আমাদের শরীর পবিত্র কর। তোমরা স্বীয় রূপ দ্বারাই পাপ নাশক, অনায়াসে আমাদিগকে পবিত্র করিতে পারিবে। (১৭)

হে রাজন্! এই দ্বীপের পর শাক দ্বীপ, তাহার বিস্তার দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ যোজন, আপনার সমান পরিমাণ দধিজল সাগর দ্বারা তাহা চারি দিকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত আছে। (১৮)

ঐ দ্বীপে শাক নামে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তাহার পত্র সকল অন্তরে খরস্পর্শ, বাহিরে মৃদুস্পর্শ। সেই বৃক্ষ হইতেই ঐ দ্বীপের নাম শাক দ্বীপ হইয়াছে। সেই বৃক্ষের গন্ধ অতিশয় সুরভি, তাহাতে ঐ দ্বীপ সর্ব্বদা সুবাসিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বীপেরও অধিপতি প্রিয়ব্রতবংশোদ্ভব এক রাজা। তাঁহার নাম মেধাতিথি। ঐ মেধাতিথি উক্ত দ্বীপকে আপনার সপ্ত পুত্রের নামে সপ্ত বর্ষে বিভাগ করিয়া সেই সকল বর্ষে যথা ক্রমে পুরোজব, মনোজব, বেপমান, ধুম্রানীক, চিত্ররথ, বহুরূপ, বিশ্বাধার, এই২ নামে সাত সন্তানকে অধিপতি রূপে স্থাপন করেন। তদনন্তর আপনি ভগবান্ অনন্তে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তপস্যার্থ তপোবনে প্রবিষ্ট হন।

উক্ত সপ্ত বর্ষে সাতটী পর্ব্বত তত্তৎ বর্ষের সীমা স্বরূপ হইয়া আছে। এবং তথায় সাতটী মহানদী অতি প্রসিদ্ধ। সেই সপ্ত পর্ব্বতের নাম যথা—ঈশান, উরুশৃঙ্গ,

বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোতা, দেবপাল এবং মহানস। প্রসিদ্ধ সপ্ত নদীর নাম যথা—অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রশ্রুতি এবং নিজ-ধৃতি।

উক্ত বর্ষ সকলের পুরুষগণ "ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত, অনুব্রত" ইত্যাদি নাম-ধারী হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা রজ স্তমঃ বিলয় করত পরম সমাধি যোগে বায়ুরূপি ভগ-বানের উপাসনা করিয়া থাকেন (১৯) এবং এই বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন যিনি প্রাণাদি বৃত্তি দ্বারা প্রাণি সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিপালন করিতেছেন, যিনি সকলের অন্তর্যামী, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অখিল জগত্ যাঁহার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এই প্রকারে দধিজল সাগরের পরে পুষ্কর দ্বীপ। এই দ্বীপ উক্ত শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ এবং চারি দিকে স্বাদুজল সাগর, যাহার পরিমাণ আপনার পরিমাণের সমান, তাহার দ্বারা বহির্ভাগে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত। (২০) এই দ্বীপে একটী বৃহৎ পুষ্কর আছে তাহাতে অগ্নিশিখার ন্যায় লক্ষ সংখ্যক নির্ম্মল কনকময় পত্র সদা দীপ্তি পায়। সেই পদ্মে ভগবান্ নারায়ণের উপবেশন স্থান কল্পিত হইয়া থাকে। সে যাহাহউক। এই দ্বীপের মধ্যে মানসোত্তর নামে একটী পর্ব্বত আছে, তাহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম বর্ষের সীমা পর্ব্বত স্বরূপ, তাহার বিস্তার ও উচ্চতা অযুত যোজন। অপর এই দ্বীপে লোকপালদিগের চারিটী পুরী আছে, (২১) সেই সকল পুরীর উপরি-ভাগে সূর্য্যরথ, যাহা সুমেরু পর্ব্বতের চারি দিগে সর্ব্বদা পরিক্রমণ করে, তাহার চক্র দেবতাদের অহোরাত্র অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুই অয়ন পরিমিত কালে পরিভ্রমণ করিতেছে।

এই দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতবংশীয় বীতিহোত্র নামা রাজা। তাহার দুই পুত্র রমণক ও ধাতক। বীতিহোত্র রাজা ঐ দ্বীপকে বর্ষদ্বয়ে বিভাগ করিয়া তাহাতে নিজ দুই পুত্রকে বর্ষপতিরূপে নিযুক্ত করত আপনি ভগবানের আরাধনায় নিবিষ্ট হয়েন। (২২) উক্ত দুই বর্ষের পুরুষগণ ব্রহ্মসালোক্যাদি সাধন দ্বারা পদ্মাসন মূর্ত্তি ভগ-বানের আরাধনা করেন এবং ইহা কহিয়া থাকেন (২৩) যিনি সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম-ফলের চিহ্ন স্বরূপ, যাহা হইতে ব্রহ্ম প্রকাশ পান্, এক পরমেশ্বরেতেই যাঁহার নিষ্ঠা, অতএব যিনি অদ্বিতীয়, লোকে ভক্তিযোগে তাঁহারি অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আমরাও সেই ভগবান্‌কেই নমস্কার করি। (২৪)

উক্ত স্বাদুজল সাগরের পর লোক অর্থাৎ সূর্য্যাদির আলোক বিশিষ্ট এবং অলোক অর্থাৎ তদ্রহিত দেশ। ঐ দুই দেশের বিভাগার্থ ঐ দুয়ের মধ্যস্থলে লোকালোক পর্ব্বত স্থাপিত হইয়াছে। (২৫) মানসোত্তর ও সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যাবৎ পরিমিত ভূমি, স্বাদু জল সাগরের পরেও তাবৎ পরিমিত ভূমি আছে। তথায় বহু২ প্রাণী বসতি করিতেছে। তদনন্তর স্বর্ণময়ী ভূমি, তাহা দর্পণতলের তুল্য অতিশয় নির্ম্মল, তাহাতে কোন পদার্থ স্থাপন করিলে অতি কষ্টে পুনঃ প্রতিলভ্যমান হয়, এই কারণে ঐ ভূমি দেবতা ব্যতিরিক্ত অন্যান্য প্রাণিনিকরে বর্জ্জিত। রাজন্! উক্ত বর্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি পর্ব্বতের নাম লোকালোক হইবার কারণ এই—ঐ পর্ব্বত মধ্যস্থলে থাকিয়া লোক অর্থাৎ সূর্য্যাদির আলোক বিশিষ্ট দেশ এবং অলোক অর্থাৎ তদ্রহিত দেশ, এই দুইকে পরস্পর পৃথক্২ রূপে ব্যবস্থাপিত করিতেছে, এই কারণে তাহার নাম লোকালোক বলা গিয়া থাকে। (২৬) পরমেশ্বর ঐ পর্ব্বতকে লোকত্রয়ের

প্রান্তভাগে সীমারূপে স্থাপিত করিয়াছেন। (২৭) ঐ গিরি প্রতিবন্ধক স্বরূপ হওয়াতেই সূর্য্যাদি ধ্রুব পর্য্যন্ত জ্যোতির্গণের কিরণ নিম্নস্থ লোকত্রয়কে চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিয়াও কদাচ তাহার পরে গমন করিতে শক্ত হয় না। সে যাহা হউক। ঐ পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ ও অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ফলতঃ ধ্রুবলোক অপেক্ষাও উচ্চ হওয়াতে তাহা ত্রিলোকীর সীমা স্বরূপ হইয়া আছে।

হে রাজন্! এই প্রকারে পণ্ডিতেরা নাম লক্ষণ ও আকার দ্বারা এই সকল লোক রচনা বর্ণন করিয়াছেন। (২৮) হে ভরতবংশাবতংস! যে লোকালোক পর্ব্বতের কথা অগ্রে কহিলাম তাহা পঞ্চাশৎ কোটি গুণিত ভূগোলের চতুর্থ অংশ অর্থাৎ সুমেরুর এক দিকে সার্দ্ধ দ্বাদশ কোটি পরিমিত। (২৯) উক্ত পর্ব্বতের উপরিভাগে চারি দিকে গজপতি সকল বিশ্বগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত আছে। ঐ চারিটী দিগ্‌হস্তির নাম এই—ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন, এবং অপরাজিত। ইহাদের হইতেই সকল লোকের স্থিতি হইতেছে। (৩০) অপর যে ভগবান্ মহাপুরুষ মহৈশ্বর্য্যাদির পতি এবং সকল প্রাণির অন্তর্যামী, তিনি ঐ সকল দিগ্‌হস্তির এবং আপনার বিভূতি স্বরূপ মহেন্দ্রাদি লোকপালের বিবিধ বীর্য্য বর্দ্ধন এবং সকল লোকের মঙ্গল নিমিত্ত ঐ গিরিবরে অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকেন না, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব, যাহাতে জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি উপলক্ষিত আছে, তাহা প্রকাশ করেন। তাঁহার চারিদিকে প্রধান২ পার্ষদগণ বেষ্টন করিয়া থাকেন। যদিও ভগবান্ ঐ পর্ব্বতে থাকিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব আবিষ্কৃত করেন তথাচ সে সময়েও তাঁহার হস্ত অশস্ত্র থাকে না, অর্থাৎ দোর্দ্দণ্ডসকলে প্রধান২ শস্ত্র সদাই সাতিশয় শোভা পায়। (৩১)

রাজন্! উপরে ভগবানের যে প্রকারে অবস্থানের কথা কহিলাম তাহার তাৎপর্য্য বলি শুন। এই যে সকল বিবিধ লোকযাত্রা, এ সমস্ত ভগবানের আত্ম মায়া দ্বারা বিরচিত হইয়াছে, এ সকলের রক্ষণার্থ ভগবান্ লীলা দ্বারা ঐ প্রকার বেশ রচনা স্বীকার করেন। (৩২) অপর হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অগ্রে লোকালোক নামে বর্ষদ্বয়ের প্রসঙ্গ করিয়া অলোক বর্ষকে যে মধ্যভাগে বিস্তৃত বলিয়াছি তাহাতেই তাহার পরিমাণ অনুসন্ধান করিও যেহেতু ঐ বর্ষ লোকালোকাচলের বর্হিভাগে আছে, অতএব তাহার পরিমাণ সুমেরুর এক পার্শ্বে সার্দ্ধ দ্বাদশ কোটি যোজন। (৩৩)

সে যাহা হউক। ঐ অলোক বর্ষের পর যোগেশ্বরদিগের গন্তব্য স্থান, ইহা ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। দ্বিজপুত্রের আনয়ন সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থান অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন এই কারণে তাহা অতিশয় শুদ্ধ এবং যোগেশ্বর দিগের গতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। (৩৪)

রাজন্! বিস্তারাংশে ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ বলিয়াছি, এক্ষণে চারি দিকের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া বলি, অবধান কর। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য্য আছেন। স্বর্গ ও ভূমির যে অন্তর, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থান। সূর্য্য ও অণ্ডগোলক এই দুইয়ের মধ্যস্থলের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে পঞ্চ বিংশতি কোটি। (৩৫) রাজন্! সূর্য্যের নাম মার্ত্তণ্ড হইবার কারণ এই, যেহেতু মৃত অর্থাৎ অচেতন অণ্ডে তিনি বৈরাজ রূপে প্রবিষ্ট হন এই নিমিত্ত মার্ত্তণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। অপর তিনি হিরণ্ময়াণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হন্ এইকারণে হিরণ্যগর্ভ এই শব্দও তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। (৩৬)

হে ভারতবংশাবতংস! সূর্য্য দ্বারাই দিক্ আকাশ পৃথিবী এবং অন্যান্য বিভাগ বিভক্ত হয়। অপর ভোগস্থান ও মোক্ষ স্থান, নরক এবং অতলাদি সর্ব্ব প্রকার লোক এ সকলকেও সূর্য্যই পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া বিভাগ করিতেছেন। (৩৭) অতএব সূর্য্যের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তিনি দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ লতা এবং বীজ সমূহের আত্মা তথা নেত্রাধিষ্ঠাতা। (৩৮)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

কালচক্র যোগে ভ্রমণশীল সূর্য্যের গতিক্রমে রাশিসঞ্চার ও তদ্দ্বারা লোক যাত্রা।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ভূমণ্ডলের সংস্থান এতাবৎ পরিমাণ, অর্থাৎ বিস্তারে পঞ্চাশৎ কোটি এবং উচ্চে পঞ্চবিংশতি কোটি, তোমার নিকটে প্রমাণ ও লক্ষণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম। স্বর্গ মণ্ডলের বিবরণবেত্তারা এই ভূমণ্ডলের পরিমাণ দ্বারাই স্বর্গ মণ্ডলের পরিমাণ উপদেশ করিয়া থাকেন। (১) ফলতঃ যেমন চণকাদি দ্বিদলের মধ্যে একটী দলের যে পরিমাণ হয় অন্য দলেরও সেই পরিমাণ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ভূমণ্ডলের যে পরিমাণ, তাহাই স্বর্গ মণ্ডলের পরিমাণ। ঐ দুইয়ের মধ্যভাগে যে আকাশ আছে তাহা তদুভয় দ্বারা উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন। সেই আকাশের মধ্যস্থলে থাকিয়া ভগবান্ সূর্য্য ত্রিলোকীতে তাপ দিয়াথাকেন এবং আপনার দীপ্তি দ্বারা ত্রিভুবন উদ্দীপিত করেন। (২) সূর্য্যই আপনার উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন ও বিষুব সংজ্ঞক মন্দ শীঘ্র সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্র সকলকে দীর্ঘ হ্রস্ব ও সমান করিয়া থাকেন। (৩) অর্থাৎ যখন সূর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে গমন করেন তখন অহোরাত্র সকল অত্যন্ত বৈষম্যাভাবে প্রায় সমান হয়। (৪) যখন বৃষাদি পঞ্চ রাশিতে ভ্রমণ করেন তখন দিবস সকল বর্দ্ধিত হয় এবং মাসে২ এক২ ঘণ্টা করিয়া রাত্রি হ্রস্ব হইতে থাকে। (৫) আর যখন সূর্য্য বৃশ্চিকাদি পঞ্চ রাশিতে বর্ত্তমান হন তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ দিবস হ্রস্ব ও রাত্রি দীর্ঘ হইয়া থাকে। (৬) বস্তুতঃ যাবৎ দক্ষিণায়ন থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত দিন দীর্ঘ এবং যাবৎ উত্তরায়ণ, তাবৎ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ থাকে। (৭)

রাজন্! এই প্রকারে দিবাকরের মন্দ শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা মানসোত্তর গিরি পরিবর্ত্তনের পরিমাণ নয় কোটি এক পঞ্চাশৎ যোজন, ইহা বহুজ্ঞ পণ্ডিতেরা উপদেশ করিয়া থাকেন। (৮)

ঋষিগণ কহেন উল্লিখিত মানসোত্তরে সুমেরুর পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্র সম্বন্ধিনী পুরী, তাহার নাম দেবধানী, দক্ষিণদিকে যম সম্বন্ধিনী পুরী, তাহার নাম সংযমনী, পশ্চিমদিকে বরুণ সম্বন্ধীয়া পুরী, তাহার নাম নিম্লোচন্তী, উত্তরদিকে চন্দ্র সম্বন্ধিনী পুরী তাহার নাম বিভাবরী। (৯) ঐ সকল পুরীতে সুমেরুর চতুর্দ্দিকে বিশেষ২ সময়ে উদয় মধ্যাহ্ন অস্ত ও অর্দ্ধরাত্র হইয়া থাকে। ঐ সকল উদয়াদিই প্রাণিগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ। অর্থাৎ দিবাকরের উদয়াদি উপলক্ষ করিয়াই প্রাণিদের চেষ্টাদি হইয়া থাকে। (১০) পরন্তু যে সকল প্রাণী সুমেরুতে অবস্থিতি করে আদিত্য দিবামধ্য

গত হইয়া তাহাদিগকে উত্তাপ দিয়া থাকেন। (১১) যদিও তিনি বামদিকে চলেন অর্থাৎ নক্ষত্রাভিমুখ হইয়া গমন করাতে যদিও সুমেরুকে বামে রাখিয়া গমন করিয়া থাকেন তথাচ প্রদক্ষিণাবর্ত্তের প্রবর্ত্তক প্রবহ নামে বায়ু জ্যোতিশ্চক্রকে ভ্রাম্যমাণ করাতে প্রত্যহ এক২ বার দক্ষিণ দিকে যাইয়া থাকেন, অতএব চক্র গতির কারণে অতিদূর হইতে সূর্য্যকে ভূমি লগ্ন প্রায় যে দেখা যায় তাহাই তাঁহার উদয়। তাঁহার আকাশারূঢ়ের ন্যায় দর্শনই মধ্যাহ্ন। তথা হইতে অধিক দূর গমনই অর্দ্ধরাত্র। বেদেও সমুদ্রতীরস্থ দৃষ্টিক্রমে কথিত আছে যে দিবাকর প্রাতঃকালে জলমধ্য হইতে উদিত ও সায়ংকালে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা কল্পিত মাত্র, সত্য নহে। (১২)

পরন্তু দিবাকর যেখানে উদিত হন্ তাহার সম সূত্রপাত স্থানেই অস্ত যান। মধ্যাহ্ন কালে যেখানকার প্রাণিগণকে স্বেদোদ্গম সহকারে উত্তাপ দেন তাহার সমসূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্র হওয়াতে তত্রস্থ ব্যক্তিকে ঐ সময় নিদ্রিত করিয়া রাখেন। অতএব যাহারা তাঁহার অস্ত দেখিতে পায় তাহারা তিনি ঐ স্থানে গেলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। (১৩) সে যাহা হউক। যখন দিবাকর ইন্দ্রসম্বন্ধিনী পুরী হইতে প্রচলিত হন তখন পঞ্চদশ ঘটিকায় যম সম্বন্ধীয়া পুরীতে সওয়া দুই কোটী ও পঞ্চ বিংশতি সহস্রাধিক সার্দ্ধ দ্বাদশ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করিয়া যান। ঐ প্রকারে তথা হইতে বরুণ-সম্বন্ধিনী ও চন্দ্রসম্বন্ধিনী পুরী গমন করিয়া পুনরায় ইন্দ্র সম্বন্ধীয়া পুরীতে গমন করেন। (১৪)

রাজন্! এইরূপে অন্যান্য সোমাদিগ্রহ সকলও নক্ষত্র গণের সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন্ ও তাহাদের সঙ্গে অস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১৫) রাজন্! এই প্রকারে সূর্য্যদেবের বেদময় রথ এক মুহূর্ত্ত মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পুরী চতুষ্টয়ের চারি দিকে চৌত্রিশ লক্ষ অষ্ট শত যোজন ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। (১৬) ঐ রথের একমাত্র চক্র, তাহার নাম সম্বৎসর। কথিত আছে, দ্বাদশ মাস তাহার দ্বাদশ আর, ছয় ঋতু তাহার ছয় নেমি। তিন চাতুর্মাস্য তাহার নাভি। (১৭) তাহার অক্ষের একভাগ সুমেরুর মস্তকে এবং অন্যভাগ মানসোত্তর পর্ব্বতে স্থাপিত আছে। সেই মানসোত্তরে সূর্য্যের রথ স্থাপিত হওয়াতেই তৈলযন্ত্র চক্রবৎ অহরহ ভ্রমণ করিয়া থাকে। (১৮)

রাজন্! সূর্য্য রথের দুই অক্ষ, প্রথম অক্ষ সুমেরু ও মানসোত্তর পর্য্যন্ত আয়ত, তাহার পরিমাণ এক কোটি সার্দ্ধ সপ্ত পঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন। দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ। প্রথম অক্ষে দ্বিতীয় অক্ষের পূর্ব্বভাগ নিবদ্ধ আছে। এবং তৈলযন্ত্রের অক্ষের ন্যায় ধ্রুবলোকে বায়ুপাশের দ্বারা তাহার উপর ভাগ সংলগ্ন রহিয়াছে (১৯) অপর ঐ রথের নীড় অর্থাৎ উপবেশন স্থান ছত্রিশ লক্ষ যোজন আয়ত, তাহার চতুর্থ ভাগ উচ্চ। ঐ রথের যুগ পরিমাণ তাবৎ সংখ্যক যোজন। উল্লিখিত রথে গায়ত্র্যাদি নামধারী সাত অশ্ব অরুণ কর্ত্তৃক যোজিত হইয়া দিবাকর দেবকে বহন করিয়া বেড়াইতেছে। (২০) সূর্য্যের সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অরুণ যদিও অগ্রে স্থাপিত হইয়াছেন তথাচ প্রত্যঙ্মুখ হইয়া আছেন। (২১) অপর বালিখিল্য নামক মুনিগণ, যাঁহাদের দেহের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বমাত্র, এবং যাঁহাদের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র, তাঁহারা ঐ সূর্য্যদেবের সম্মুখে সম্ভাষণার্থ নিযুক্ত হইয়া নানা প্রকারে স্তব করিতেছেন। (২২) ঐ রূপে অন্যান্য ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, উরগ, রাক্ষস, অসুর, সুর ইত্যাদি যাঁহাদের সংখ্যা একে একে চতুর্দ্দশ হয় তাহারা দুই২ ব্যক্তিতে সপ্তগণ হইয়া পৃথক্২ নাম ধারণ পূর্ব্বক

পৃথক্২ কর্ম্ম দ্বারা নানা নামধারি পরাত্মরূপি ঐ ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন। (২৩) রাজন্! দিবাকর এই প্রকারে পরিবৃত হইয়া ভূমণ্ডলের নব কোটি একান্ন লক্ষ যোজন গমন করত প্রত্যেক ক্ষণে দুই সহস্র দুই যোজন ভ্রমণ করিয়া থাকেন। (২৪)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

খগোলমধ্যে সোম শুক্রাদির স্থান এবং তাহাদের গত্যনুসারে মানব গণের ইষ্টানিষ্ট।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! আপনি এই যে বর্ণন করিলেন ভগবান্ আদিত্য সুমেরু ও ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতে২ রাশি সকলের অভিমুখে অথচ অপ্রদক্ষিণে গমন করেন ইহা আমাদের বিবেচনায় পরস্পর বিরুদ্ধ প্রতীত হইতেছে, এ বিষয় কি প্রকারে নির্ণয় করিতে পারিব? (১)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! যেমন কুলালচক্র এক দিকে মুখ করিয়া এক প্রকারে ভ্রমণ করিতে থাকিলেও সেই চক্রে আশ্রিত পিপীলিকা, যাহারা অন্য দিকে মুখ করিয়া ভ্রমণ করে, তাহাদের অন্য প্রদেশে অন্য প্রকার গতি উপলব্ধ হয় তাহার ন্যায়, যে কালচক্র ধ্রুব ও সুমেরু প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহা নক্ষত্র ও রাশি চক্রে উপলক্ষিত হইলেও ঐ সকল চক্রে পৃথক্২ ভ্রমণকারি সূর্য্যাদি গ্রহগণের অন্য প্রকার গতি হইবে অসম্ভাব্য কি? ফলতঃ এই নিমিত্তই নক্ষত্রান্তরে ও রাশ্যন্তরে অন্য প্রকার গতি উপলব্ধ হইয়া থাকে। (২)

রাজন্! সাক্ষাৎ নারায়ণ সেই ভগবান্ আদিপুরুষই লোকদিগের মঙ্গলার্থ কর্ম্মশুদ্ধির নিমিত্ত স্বরূপ যে আপনার বেদময় আত্মা, তাহাকে দ্বাদশ প্রকারে বিভাগ করত আদিত্যরূপী হইয়া ছয় ঋতুতে কর্ম্ম সকলের ভোগানুসারে তত্তৎ ঋতুর গুণ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি বিধান করেন। পরম পুরুষের এই ব্যাপারে আত্মতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বজ্জন গণও বেদ শাস্ত্র পর্য্যালোচন পূর্ব্বক বিতর্ক করিয়া থাকেন। (৩) অতএব যে সকল পুরুষ বর্ণাশ্রমাচারানুবর্ত্তী, তাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রাদি রূপি এবং ধ্যানাদি যোগ বিস্তার দ্বারা অন্তর্যামিরূপি সেই ভগবানের অর্চ্চনা করত যথার্থতঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৪) ঐ আদিত্য সকল লোকের আত্মা, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশ মণ্ডল রহিয়াছে তন্মধ্যস্থিত কালচক্রে অবস্থিত হইয়া দ্বাদশ মাস (রাশি) ভোগ করেন। মেষাদি রাশির নামই ঐ সকল মাসের নাম, ঐ সকল সম্বৎসরের অবয়ব। (৫) রাজন্! মাস সকল ভিন্ন২ প্রকারে হইয়াথাকে যথা—চান্দ্রমানে দুই পক্ষে মাস হয়, সৌরমানে সূর্য্যের সওয়া দুই নক্ষত্র ভোগ কাল এক মাস। ঐ এক মাস পিত্র্য মাসের এক অহোরাত্র অর্থাৎ যে দুই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষে এক মাস হয় তাহা যথাক্রমে পিতৃলোকদের দিন ও রাত্রি। (৬) অপর হে রাজন্! দিবাকর যত কালে সম্বৎসরের ষষ্ঠ ভাগ অর্থাৎ দুই রাশি ভোগ করেন সেই কালকে ঋতু বলা গিয়া থাকে। অতএব ঐ ঋতুও সম্বৎসরের এক অবয়ব। এই প্রকারে দিবাকর যত কালে আকাশের অর্দ্ধ ভাগে ভ্রমণ করেন সেই কাল অয়ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। (৭) এইরূপ সূর্য্য যাবৎ কালে

স্বর্গমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল এই দুই মণ্ডল নভোমণ্ডল সহিত সম্পূর্ণ রূপে ভ্রমণ করিয়া ভোগ করেন সেই কাল সম্বৎসর। ঐ সম্বৎসর সূর্য্যের মন্দ শীঘ্র ও সমান গতিদ্বারা সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদা বৎসর, অনুবৎসর, এবং ইদ্বৎসর এই পাঁচ নামে পাঁচ প্রকার হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। (৮)

রাজন্! সূর্য্য মণ্ডলের উপরে লক্ষ যোজন হইতে চন্দ্রগ্রহ দৃশ্য হয়েন। তিনি দুই পক্ষে সূর্য্যের সম্বৎসর এবং সওয়া দুই দিনে সূর্য্যের মাস ও এক২ দিনে সূর্য্যের এক২ পক্ষ ভোগ করেন। কখন২ চন্দ্রের গতি অতিশয় দ্রুত হয় তাহাতে ঐ গ্রহ সূর্য্য অপেক্ষাও অগ্রচারী হইয়া থাকেন। (৯) সে যাহা হউক। চন্দ্রমণ্ডলের কলা সকল যখন আপূর্য্যমাণ অর্থাৎ বৃদ্ধশীল হয় তখন দেবগণের দিন, এবং যখন ক্রমে২ ক্ষীণ হয় তখন পিতৃলোকদের দিন হয়। রাজন্! চন্দ্রগ্রহ এই প্রকারে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা পিত্র্য অহোরাত্র বিধান করত ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক২ নক্ষত্র ভোগ করেন। ঐ গ্রহ অন্নময় ও অমৃতময়, এ প্রযুক্ত সকল জীবের প্রাণ এবং তিনি সকলের জীবন হেতু, ইহাতে তাঁহাকে জীবও বলিতে পারা যায়। (১০) অতএব ষোড়শ কলাবিশিষ্ট চন্দ্ররূপী ভগবান পরম পুরুষ মনোময়, অন্নময় এবং অমৃতময়। অধিকন্তু তিনি দেব পিতৃ মনুষ্য ভূত পশু পক্ষি সরীসৃপ লতা গুল্ম এ সকলের প্রাণকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন ইহাতে ঋষিরা তাঁহাকে সর্ব্বময় বলিয়াও বর্ণন করেন। (১১)

রাজন্! উল্লিখিত চন্দ্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্র সকল সুমেরুর দক্ষিণ দিকে কালচক্রে ঈশ্বরকর্ত্তৃক যোজিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। ঐ সকলের সংখ্যা অভিজিৎ নক্ষত্র সহিত অষ্টাবিংশতি। (১২)

হে ভারত! নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে শুক্রগ্রহ আছেন। সম্মুখে সূর্য্য কোন নক্ষত্র ভোগ করিতে থাকিলে ঐ গ্রহ তাহার পশ্চাৎ দিকে ভোগ করেন, এক সঙ্গে ভোগ করিবার সময় হইলে অতিচারী হইয়া অর্থাৎ ক্রমস্থ নক্ষত্রাদিকে অতিক্রমণ করিয়া ভোগ করেন। এই শুক্র গ্রহেরও সূর্য্যের ন্যায় শীঘ্র মন্দ ও সমান গতি হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা লোকদের অনুকূল এবং তাঁহার সঞ্চারে প্রায় বৃষ্টি হয়। ফলতঃ যে সকল গ্রহ বৃষ্টির স্তম্ভনকারী, তাঁহা হইতে তাহাদিগের শান্তি হইয়া থাকে। (১৩)

রাজন্! শুক্রের যে রূপ সংস্থান ও গতি, বুধেরও এইরূপ জানিবে অর্থাৎ বুধগ্রহও কখন সূর্য্যের অগ্রে ও পশ্চাৎ, কখন বা এক সঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। (১৪) পরন্তু শুক্রগ্রহ হইতে দুই লক্ষ যোজন উপরে এই বুধগ্রহ দৃশ্য হয়, এই গ্রহ লোকদের প্রায় শুভকারী, কিন্তু যখন সূর্য্য হইতে অতিচারী হইয়া যান্ তখন প্রায় অতিশয় বায়ু, নির্জ্জল মেঘাড়ম্বর এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতির ভয় বিস্তার করিয়া থাকেন। (১৫)

বুধগ্রহের ঊর্দ্ধে মঙ্গলগ্রহ, তিনিও দুই লক্ষ যোজন হইতে দৃশ্য হয়েন। এই গ্রহ তিন২ পক্ষে ক্রমে২ দ্বাদশ রাশি ভোগ করে কিন্তু যদি ইহার বক্র গতি না হয় তাহা হইলে প্রায় অমঙ্গলসূচক অশুভগ্রহ হইয়া থাকে। (১৬)

মঙ্গল গ্রহের উপরে দুই লক্ষ যোজনের পর বৃহস্পতিগ্রহ। তাঁহার যদি বক্রা গতি না হয় তবে এক এক রাশিতে পরিবৎসর ভ্রমণ করেন। এই গ্রহ ব্রাহ্মণকুলের প্রতি প্রায়ই অনুকূল থাকেন।

বৃহস্পতির উপরে দুই লক্ষ যোজনের পর শনৈশ্চর গ্রহ প্রকাশ পায়। তাহার

প্রত্যেক রাশিতে ত্রিশ ত্রিশ মাস বিলম্ব হয় এবং তাবৎ সংখ্যক পরিবৎসরে অর্থাৎ ত্রিশ বর্ষে সকল রাশিচক্রে ভ্রমণ সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই গ্রহ প্রায় সকল প্রাণিরই অশান্তিকারী।

শনিগ্রহের উত্তর দিকে একাদশ লক্ষ যোজন অন্তরে দেবর্ষিগণ দৃশ্য হয়েন। তাঁহারা যাবতীয় লোকের শান্তি বিধান করত ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পরিক্রমণ করিতেছেন। (১৭)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জ্যোতিশ্চক্রের আশ্রয় ধ্রুবস্থান এবং শিশুমার স্বরূপে ভগবানের স্থিতি।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! দেবর্ষিদিগের যে স্থান বলিয়াছি, তাহা হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন অন্তরে বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ স্থান। (১) যেখানে উত্তানপাদ রাজার পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব যে সকল অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম্ম এক সময়ে নক্ষত্ররূপী হইয়াছিলেন তাঁহাদের কর্ত্তৃক এক্ষণেও প্রদক্ষিণীকৃত এবং কল্পজীবিদিগের উপজীব্য হইয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছেন। ঐ ধ্রুবের মহিমা সর্ব্বত্র বর্ণিত আছে। অনিমেষ ও অব্যক্ত বেগ বিশিষ্ট কালের গতিক্রমে যে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ নিরন্তর গগণ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে তাহাদের অবলম্বনার্থ পরমেশ্বর ঐ ধ্রুবকে স্তম্ভ স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রকাশ নিরন্তরই হইয়া থাকে। (২) যেমন ধান্যাক্রমণার্থ (ধান মাড়িবার নিমিত্ত) মেধি স্তম্ভে (মেইকাঠে) বদ্ধ পশুগণ তিন দিবসে যথাস্থানে মণ্ডল বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে সেই রূপ গ্রহাদি নক্ষত্রগণ এই কালচক্রের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আবদ্ধ হইয়া ঐ ধ্রুবকেই অবলম্বন করিয়া আছে এবং বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চারিত হইয়া কল্লান্ত পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। (৩) পরন্তু যেমন মেঘ ও শ্যেনাদি পক্ষিগণ কর্ম্মসহায় বায়ু বশতঃ নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করে, পড়ে না, তেমনি জ্যোতির্গণ, যাহাদের গতি কর্ম্ম নির্ম্মিত, সে সকল ও সেই পরম পুরুষের অনুগ্রহে আকাশে ভ্রমণ করে, ভূতলে পতিত হয় না। (৪) কেহ২ বলেন এই জ্যোতিশ্চক্র শিশুমার রূপে ভগবান্ বাসুদেবের যোগধারণায় অবস্থিত আছে, অতএব ঐ সকলের পতন শঙ্কাই নাই। (৫) সে যাহা হউক। ঐ শিশুমার অধঃশিরা ও কুণ্ডলীভূত শরীর হইয়া রহিয়াছে, তাহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, ইন্দ্র, এবং ধর্ম্ম, পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা, আর কটিদেশে সপ্ত ঋষি অধিষ্ঠিত আছেন। (৬)

অপর ঐ শিশুমারের দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত দেহের দক্ষিণ পার্শ্বে অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যাদি উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত আছে। অতএব কুণ্ডলের বিস্তারানুসারে তাহার নিজের সন্নিবেশ হওয়াতে দুই পার্শ্বেরই অবয়ব সংখ্যা সমান। অপিচ ঐ শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং উদরে আকাশ গঙ্গা। (৭)

রাজন্! উল্লিখিত শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে যে সকল নক্ষত্র আছে তাহাদের বিশেষ২ স্থান নিরূপণ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা এই দুই নক্ষত্র যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে সন্নিবেশিত আছে। অপর আর্দ্রা

ও অশ্লেষা যথাক্রমে তাহার দক্ষিণ ও বামপদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া যথাক্রমে তাহার দক্ষিণ ও বাম নাসিকায়, শ্রবণা ও পূর্ব্বাষাঢ়া যথাক্রমে তাহার দক্ষিণ ও বাম নেত্রে, ধনিষ্ঠা ও মূলা যথাক্রমে তাহার দক্ষিণ ও বাম কর্ণে, আর মঘা আদি অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন সম্বন্ধীয় অষ্ট নক্ষত্র তাহার বাম পার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত হইয়া আছে। (৮) এই রূপে মৃগশিরা প্রভৃতি বিলোম ক্রমে পূর্ব্বভাদ্র পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় যে অষ্ট নক্ষত্র, সে সকল তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে নিবদ্ধ আছে। (৯) আর শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে। (১০) অপিচ ঐ শিশুমারের উত্তর হনুতে অগস্ত্য, অধর হনুতে যম, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, পৃষ্ঠশৃঙ্গে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে সূর্য্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমার, প্রাণ ও আপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং রোম-সকলে তারাগণ সন্নিবেশিত আছে। (১১)

হে রাজন্! উক্ত প্রকারে যে শিশুমারের আকার বর্ণিত হইল ইহাই ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্ব দেবময় রূপ, সকল ব্যক্তির অহরহঃ সন্ধ্যার সময় প্রযত ও বাগ্‌যত হইয়া ইহা নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। অহো! জ্যোতির্গণের আশ্রয় এবং কালচক্র রূপি দেবাধি-পতি সেই মহাপুরুষের প্রতি নমস্কার, নমস্কার। আমরা নিরন্তর তাঁহাকে চিন্তা করি। (১২) ঐ ভগবান্ গ্রহ নক্ষত্রাদির স্বরূপ, সকল দেবতার অধিষ্ঠাতা এবং যাহারা ত্রিকালে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করে তাহাদের পাপ নাশক। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে নমস্কার বা স্মরণ করিবেক তাহার তাৎকালিক পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবেক। (১৩)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

সূর্য্যের নীচে রাহু প্রভৃতির অবস্থানক্রমে অতলাদি অধোভুবন বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! কেহ২ বলেন সূর্য্যের অধোভাগে দশ সহস্র যোজন অন্তরে রাহুগ্রহ নক্ষত্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে। (১) ঐ রাহু সিংহিকার পুত্র, অসুরা-ধম, কোন প্রকারে দেবত্ব ও গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত ছিল না, কেবল ভগবানের অনুকম্পায় দেবত্ব ও গ্রহত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার জন্ম ও কর্ম্ম বৃত্তান্ত পরে বর্ণন করিব। (২) ঐ রাহুর অধোভাগে থাকিয়া সূর্য্যদেব উত্তাপ দেন। কথিত আছে সূর্য্য মণ্ডল দশ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং সোমমণ্ডলের বিস্তার দ্বাদশ সহস্র, (৩) কিন্তু রাহুমণ্ডল তদপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণ অর্থাৎ তাহা ত্রয়োদশ সহস্র যোজন। ঐ রাহু অমৃত পান সময়ে সূর্য্য চন্দ্রের মধ্যস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবধান করিয়াছিল এবং সেই সময় আপনার কর্ম্ম তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়াতে তাঁহাদের প্রতি বৈর অনুব-ন্ধন করে। ঐ কারণে এখনও পর্ব্বে পর্ব্বে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে। (৪) ভগবান্ বিষ্ণু এতদ্বিষয় অবগত হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের রক্ষা নিমিত্ত সুদর্শন নামে স্বীয় প্রিয় অস্ত্র অর্থাৎ ভাগবত চক্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই চক্রের তেজঃ অতিশয় দুঃসহ, তাহা সদাই ঘূর্ণায়মান হইতেছে। অতএব তাহা দেখিয়া ঐ রাহু গ্রহণার্থ মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিত হয়, তৎপরেই ভীত হইয়া দূর হইতে নিবৃত্ত হইয়া আইসে। (৫) হে রাজন্! এই প্রকারে সূর্য্য ও চন্দ্রের অন্তরালে রাহু গ্রহের যে অবস্থিতি, তাহাকেই

লোকে গ্রহণ বলিয়া থাকে। (৬) সে যাহা হউক, রাহু গ্রহের তাবৎ পরিমিত যোজন নিম্নে অর্থাৎ দশ সহস্র যোজন অধোভাগে সিদ্ধ চারণ ও বিদ্যাধরদিগের বাস স্থান। (৭) তাহার নীচে যক্ষ রাক্ষস ভূত প্রেত পিশাচগণের বিহারাঙ্গণ। ঐ স্থান শূন্যমাত্র, তথায় গ্রহাদি নাই। ঐ স্থানের পরিমাণ বলিতেছি, অবধান কর। যত দূর পর্য্যন্ত মেঘ সকল দৃশ্য হয় এবং বায়ু প্রকৃষ্ট রূপে বহে ঐ স্থান তত দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। (৮)

রাজন্! যক্ষাদি স্থানের নীচে শত যোজন অন্তরে এই পৃথিবী। ইহার উপরিভাগস্থ ভূর্লোকাদির সীমা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে পর্য্যন্ত পার্থিব বিকারু হংস ভাস শ্যেন সুপর্ণ প্রভৃতি প্রধান২ পক্ষী উড্ডীয়মান হয় তাহাই ভূর্লোকাদির সীমা। হে কৌরব বংশ প্রবীর! ভূমির যে২ সন্নিবেশে যে২ স্থান যে প্রকারে অবস্থিত, তাহা এই সমুদায় বর্ণন করিলাম। (৯)

রাজন্! অবনীর অধোভাগে সাতটী বিবর আছে। সে সকলের মধ্যে এক২টী দশ সহস্র যোজন করিয়া অন্তরে থাকাতে পর পর হইতে প্রথম প্রথমটী উচ্ছ্রিত এবং ভূমির যে বিস্তার, প্রত্যেকের বিস্তার তাবৎ পরিমিত। ঐ সপ্ত ভূবিবরের নাম যথা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, এবং পাতাল। (১০) এই সপ্ত অধোভুবনে ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, বিহারস্থান সকল স্বর্গাপেক্ষাও অধিক রম্য এবং কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ, সন্ততি ও সম্পত্তি দ্বারা অতিশয় সমৃদ্ধ। ঐ সকল স্থানে দৈত্য দানব এবং কদ্রু নন্দনগণ গৃহপতি হইয়া পরম সুখে বসতি করিতেছে। তাহাদের পুত্র কলত্র সুহৃৎ মিত্র ও অনুচর গণ নিত্য অনুরক্ত ও সতত প্রমোদান্বিত, অধিকন্তু ঈশ্বর হইতেও তাহাদের অভিলাষ কখন প্রতিহত হয় না। তাহারা সর্ব্বদাই মায়াযোগে আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। (১১) অপিচ হে মহারাজ! ঐ সকল বিবরে মায়াবিবর ময় দানবের ভূরি২ পুরী সদা দীপ্তি পাইতেছে। তত্রস্থ ভবন, প্রাচীর, গোপুর (ফটক) সভা, চৈত্য (পাষাণাদি বদ্ধ) চত্বর, আয়তন ইত্যাদি স্থান প্রধান২ মণি সমূহে বিরচিত। বিবরেশ্বরদিগের বৃহৎ২ গৃহসকলের ভূভাগ নাগ, অসুর, কপোত মিথুন, এবং শুক, শারিকায় আকীর্ণ, অতএব ঐ সকল বিবর ঐ সমুদায় দ্বারা সর্ব্বতোভাবে যেন অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। (১২) অপর তত্রস্থ উদ্যান সকল অমর লোকের শ্রী অপেক্ষাও সমধিক শ্রীযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। ফলতঃ উদ্যানস্থ লতালিঙ্গিত তরু নিকরের শাখা সকল পুষ্প ও ফলের স্তবকে এবং কোমল কিশলয় ভরে অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এমত শোভা হইতেছে যে দর্শনমাত্রে মনঃ ও ইন্দ্রিয়চয় আহ্লাদে পুলকিত হয়। অপর তড়াগাকার জলাশয় সকল নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ, মীনগণ উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন করাতে ক্ষণে২ ঐ জল চঞ্চল হয়। অপিচ জলের উপরে কমল কহ্লার কুমুদ কুবলয় নীলোৎপল রক্তপদ্মাদির বন আছে। তাহাতে বিবিধ বিহঙ্গমিথুন বাস করে। সে সকলের মনোহর বিহার সময়ে এমত নিস্বন নির্গত হয় যে তদ্দ্বারা শ্রোতৃগণের ইন্দ্রিয়চয় অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। (১৩) অপর ঐ সকল ভূবিবরে সূর্য্যাদি গ্রহ না থাকাতে তথায় অহোরাত্রাদি কাল বিভাগ নাই, সুতরাং কাল হইতে যে ভয় সম্ভাবনা, তাহাও সে স্থানে দৃশ্য হয় না। আর সেই সকল স্থান মহাসর্প অনন্তের শিরস্থ প্রধান রত্নের কিরণে সদাই নিরন্ধকার। (১৪)

রাজন্! ঐ সকল স্থানে যাহারা বাস করে দিব্য ওষধিরস নিরন্তর অশন পান করাতে তদ্দ্বারা তাহাদের কখন আধি (মনঃপীড়া) অথবা ব্যাধি, কিম্বা মাংস লোহিত

অথবা জরা আদি হয় না সুতরাং তাহাদের দেহ বৈবর্ণ্য সম্ভাবনা নাই। অপর দৌর্গন্ধ্য, অথবা ঘর্ম্ম, কিম্বা শ্রম, অথবা অনুৎসাহ ইত্যাদিও কখন হয় না, অধিকন্তু বয়সের নিমিত্ত অবস্থা প্রভেদও হইবার সম্ভাবনা নাই। (১৫) ফলতঃ তত্রস্থ ব্যক্তি সকল পরম কল্যাণ ভাজন, অতএব ভগবানের তেজঃস্বরূপ তদীয় চক্র ব্যতিরেকে তাহাদের উপরে মৃত্যুও প্রভুত্ব করিতে সমর্থ নহে। (১৬) রাজন্! ভগবানের চক্র সর্ব্ব বিষয়েই সমর্থ। তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, তাহা প্রবিষ্ট হইলে ভয়ে দেবাঙ্গনাদিগেরও গর্ব্ভস্রাব ও গর্ব্ভপাত হয়।

সে যাহা হউক। এক্ষণে অতলাদি অধোভুবনবাসিদের বিবরণ বলি শ্রবণ কর। অতল নামক ভূবিবরে ময় দানবের পুত্র বল নামা অসুর বাস করে। ঐ বলাসুর হইতেই ছেয়ানব্বুই প্রকার মায়া সৃষ্ট হয়, কোন২ মায়াবী অদ্যাবধি সেই সকল মায়ার কতক২ ধারণ করিতেছে। (১৭) অপর ঐ বলাসুরের মুখ হইতেই স্বৈরিণী কামিনী ও পুংশ্চলী এই ত্রিবিধ স্ত্রীগণ উৎপন্ন হয়। রাজন্! যে সকল স্ত্রী সবর্ণপুরুষে রতা, তাহারা স্বৈরিণী, যাহারা সবর্ণ ও অসবর্ণে রতা, তাহারা কামিনী, যাহারা কামিনী অথচ অতি চঞ্চলা, তাহারা পুংশ্চলী। (১৮)

ঐ সকল নারী উল্লিখিত বিবর স্বরূপ আবাসে প্রবিষ্ট পুরুষকে হাটক রস দ্বারা সম্ভোগ সমর্থ করিয়া আপনাদের অসাধারণ বিলাস সহিত অবলোকন, সানুরাগ হাস্য, সানুরাগ সম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে কেলি করায়। (১৯) রাজন্! হাটক রসের আশ্চর্য্য গুণ, তাহা সেবন করিলে পুরুষ আপনাকে "আমি ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ" এই প্রকার বোধ করে এবং দশ সহস্র মত্ত হস্তির তুল্য সামর্থ্য সম্পন্ন হইয়া মদান্ধের ন্যায় সকলকে অবজ্ঞা করিয়া বেড়ায়।

সে যাহা হউক। অতল নামক ভূবিবরের অধোভাগে বিতল নামে ভূবিবর। তথায় ভগবান হাটকেশ্বর শিব স্বীয় পার্ষদগণে পরিবৃত ও প্রজাপতির সৃষ্টি বৃদ্ধি নিমিত্ত ভবানীর সহিত মিলিত হইয়া আছেন। (২০) হে রাজন্! ঐ বিতল নামক ভূবিবর হইতেই ভব ও ভবানীর শুক্রে হাটকী নামে নদী উৎপন্না হইয়াছে। (২১) হে কৌরবনন্দন! একদা বায়ু দ্বারা সমিদ্ধ অগ্নি ভব ও ভবানীর শুক্র পান করিতে ছিলেন তাহাতে তিনি ফুৎকার করিয়া হাটক নামে সুবর্ণ পরিত্যাগ করেন। ঐ স্থানস্থ অসুরেন্দ্রদিগের অন্তঃপুরে পুরুষগণ স্ত্রীদের সহিত সেই সুবর্ণ ধারণ করিতেছেন (২২)

রাজন্! বিতলের অধোভাগে সুতল। তথায় মহাযশাঃ পুণ্যকীর্ত্তি বিরোচনপুত্র বলি অদ্যাপি বসতি করিতেছেন। হে মহারাজ! ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজের প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়া অদিতি হইতে বটু বামন রূপে শরীর গ্রহণ করত প্রথমে ঐ বলির ত্রিভুবন রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে আবার আপনিই অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে নিজ রাজ্যে প্রবেশ করান্। তাহাতে বলি এতাদৃশ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয় যে ইন্দ্রাদিরও তদ্রূপ সম্পদ্ হয় নাই। সে যাহা হউক। ঐ বলি ঐ স্থানে থাকিয়া আরাধনীয় সেই ভগবানেরই নিরন্তর আরাধনা করত নির্ভয়ে আছেন। (২৩) রাজন্! বলিরাজার সুতলমধ্যে যে ঐ রূপ ঐশ্বর্য্য, ইহা তাঁহার সেই ভূমিদানের ফল নহে, মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব যিনি অশেষ জীব সমূহের নিয়ন্তা ও আত্মারাম অতএব সাক্ষাৎ পরমাত্মা স্বরূপ, তাঁহাকে তীর্থতম পাত্র প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সমাহিত মনে পরম আদরে বলিরাজা যে ভূমি দান করেন তাহা সাক্ষাৎ অপবর্গের দ্বার, তাহার ফল

পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থই হইতে পারে, অনিত্য ঐশ্বর্য্য কখন তাহার ফল হইতে পারে না। (২৪) অপিচ ক্ষুধা পতনাদি সময়ে পুরুষ অবশ হইয়া একবারমাত্র যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে যথার্থতঃ কর্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্ত হয়, (২৫) রাজন্! কর্ম্মবন্ধ সামান্য বন্ধন নহে, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাহারই নিবৃত্তি নিমিত্ত যোগানুষ্ঠানাদি সুকঠিন ক্লেশ সহ করেন। (২৬) অতএব সেই ভগবানে সমর্পিত ভূমিদানের ফল উক্ত প্রকার ঐশ্বর্য্য মাত্র, ইহা কখনই সম্ভবিতে পারে না। বিশেষতঃ ভগবান্ ভক্তদিগের ও আত্মজ্ঞ জ্ঞানিগণের আত্মদ তথা আত্মা স্বরূপ, তিনি কি আপনার পরম ভক্ত বলির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করিতে পারেন?—(২৭) ফলতঃ সুতল মধ্যে বলির যে উক্ত রূপ ঐশ্বর্য্য ইহা বলির প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ চিহ্ন নহে (২৮) যেহেতু ভোগৈশ্বর্য্য মায়াময় মাত্র, তাহা দ্বারা কেবল পরমেশ্বরের স্মরণ বিনষ্ট হইয়া যায়। (২৯) রাজন্! বলিরাজার ঐকান্তিক ভক্তির বিবরণ বলি, শ্রবণ কর। ভগবান্ অন্য উপায় না পাইয়া ভিক্ষাচ্ছলে বলির ত্রিভুবন অপহরণ করিয়া লইয়াছিলেন তাহার শরীর মাত্র অবশেষ ছিল। ঐ রূপ করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, তদনন্তর বরুণের পাশ দিয়া সম্যক্ প্রকারে বন্ধন করেন এবং পর্ব্বত গুহায় ফেলিয়া দেন। কিন্তু বলি এই প্রকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া এতাবন্মাত্র বলিয়াছিলেন (৩০) এই ইন্দ্র, যাঁহার বৃহস্পতি একান্ত সহায় এবং যিনি মন্ত্রণা নিমিত্ত তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন আমার বোধ হয় এব্যক্তিরও পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই যেহেতু ইনি সেই উপেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারা আমার নিকট ত্রিভুবন যাচ্ঞা করিলেন, স্বয়ং তাঁহার দাস্য প্রার্থনা করিলেন না! (৩১) ফলতঃ যখন ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন তখন তাঁহার নিকট দাস্যই প্রার্থনা করা উচিত হয়, এ ত্রিভুবন গম্ভীর বেগবান্ কালের যে মন্বন্তর, তাহাতে পরিবৃত, ইহা কিয়ৎ পদার্থ। (৩২) অতএব আমাদের পিতামহ (প্রহ্লাদ) সেই ভগবানের নিকট দাস্যই ভিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের পিতা উপরত হইলে ভগবান্ তাঁহাকে পিত্র্য পদ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে যদিও কোন ভয় সম্ভাবনা ছিল না তথাচ তাহা ভগবান্ হইতে ভিন্ন, ইহা বোধ করিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই। (৩৩) কিন্তু আমার সদৃশ ব্যক্তির রাগাদি পরিক্ষীণ হয় নাই সুতরাং ভগবানের অনুগ্রহে বিরহিত মাদৃশ কোন্ ব্যক্তির তাঁহার বর্ত্মানুগামী হইতে ইচ্ছা হইবেক? (৩৪)

যোগিবর শুকদেব এই প্রকারে বলির প্রভাব কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া বলিলেন রাজন্! এই বলির চরিত্র পরে বিস্তারিত করিয়া বলিব। (৩৫) হে ভারত! বলির মহিমার কথা কি কহিব, অখিল জগতের গুরু ভগবান্ নারায়ণ হস্তে গদা ধারণ করিয়া তাহার দ্বারে নিরন্তর অবস্থিতি পূর্ব্বক দ্বারপালতা করিতেছেন। একদা দশকন্ধর রাবণ বলির দ্বারে প্রবেশ করিতেছিল ভগবান্ নিজ পদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহাকে দশ সহস্র যোজন দূরে ফেলিয়া দেন। পরন্তু নিজ ভক্ত জনের প্রতি তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই সদয়। (৩৬)

হে রাজন্! সুতলের অধোভাগে তলাতল নামক ভূবিবর। যেমন সুতলে ভগবদ্ভক্ত বলি ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া সুখে বাস করিতেছেন সেই রূপ যে ময় নামা দানব মায়াবিদিগের গুরু এবং ত্রিপুরাসুরের অধিপতি, সে মহাদেব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া তলাতলে পূজ্য হইয়া আছে। ভগবান্ ত্রিপুরারি ত্রিলোকীর কল্যাণ কামনায় প্রথমে তাহার পুরত্রয় দগ্ধ করিয়াছিলেন পশ্চাৎ তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন তাহাতেই ঐ দানব শেষে তদীয় পাদপদ্ম লাভ করিয়া নির্ভয় ও পূজ্য হয়। (৩৭)

তলাতলের অধোভাগে মহাতল। সেখানে বহুশত ফণধারী স্বভাবতঃ সরোষ সর্প-সঙ্ঘ বাস করিতেছে। সেই সকল সর্প মধ্যে কুহক তক্ষক কালিয় সুষেণ ইত্যাদি প্রধান, তাহাদের দেহ অতিশয় দীর্ঘ। তাহারা ভগবদ্বাহন গরুড়ের ভয়ে নিরন্তর উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে, কদাচিৎ অনবধানতা প্রযুক্ত পুত্র কলত্র সুহৃৎ কুটুম্ব সঙ্গে কোথাওং বিহার করিতে যায়। (৩৮)

মহাতলের নীচে রসাতল। তথায় দিতিপুত্র দানবগণ ও নিবাত কবচ প্রভৃতি কালেকেয় অসুর কুল, যাহারা হিরণ্যপুরে বাস করাতে দেবারি বলিয়া বিখ্যাত হয়, তাহারা বিলেশয় (সর্প) দিগের ন্যায় বাস করিতেছে। ঐ সকল ব্যক্তি যদিও জন্মাবধি মহাবল পরাক্রান্ত ও মহা সাহসী, তথাচ যে ভগবানের অনুভাব সকল লোকে দেদীপ্যমান, তাঁহারই তেজে তাহাদের বলাবলেপ বিনষ্ট হইয়াছে, (৩৯) তাহারা এখনও ইন্দ্রদূতী সরমার উচ্চারিত মন্ত্ররূপ বাক্য দ্বারা দেবরাজ হইতে ভয় পায়। * (৪০)

মহাতলের অধোভাগে পাতাল। তথায় বাসুকি প্রভৃতি নাগলোকাধিপতিগণ অর্থাৎ শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর, ও দেবদত্ত প্রভৃতি মহা ফণধারী ও মহা ক্রোধী সর্প সকল বাস করিতেছে। (৪১) ঐ সকল নাগের মধ্যে কাহারো পঞ্চ মস্তক, কাহারো সপ্ত, কাহারো দশ, কাহারো শত, কাহারো সহস্র শীর্ষ। তাহাদের ফণায় দীপ্তিশালী যে সকল বৃহৎ২ মণি বিরচিত আছে, ঐ সকল মণি স্ব২ জ্যোতির্দ্বারা পাতাল বিবরস্থ তিমির রাশি দূরীভূত করিয়া দেয়। (৪২)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পাতালের অধোভাগে শেষ নাগ অনন্ত যে প্রকারে আছেন তাহার বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন পাতালের মূলদেশে সহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের তামসী নামে বিখ্যাতা এক কলা (অংশ) আছে, তাহার নাম অনন্ত। সাত্বত তন্ত্রনিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত জনগণ তাহাকে সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ বলিবার হেতু এই "আমি আমার" ইত্যাদি অভিমান যাহার চিহ্ন, সেই অহঙ্কারের অধিষ্ঠান দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আকর্ষণ করিয়া থাকেন। (১) রাজন্! সহস্র শীর্ষা অনন্ত মূর্ত্তি যে ভগবানের এক মাত্র মস্তকে এই অবনিমণ্ডল ধৃত আছে তাহাতে যাঁহাকে সিদ্ধার্থের সদৃশ দেখা যায়, (২) অপর যিনি এই জগৎকে প্রলয়কালে সংহার করিতে বাসনা করিয়া সঙ্কর্ষণ নামে একাদশ ব্যূহে রুদ্র হন্ এবং ক্রোধ বশতঃ ঘূর্ণায়মান মনোহর ভ্রূদ্বয়ের বিভঙ্গি করত ত্রিশিখ শূল উদ্যমন পুরঃসর উত্থান করেন (৩)

---

* এ বিষয়ের ইতিহাস এই, একদা অসুরগণ দেবধেনু হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল, দেবরাজ তাহার অনুসন্ধানার্থ সরমা নাম্নী দেবশুনীকে পাঠাইয়া দেন। সরমাকে দেখিয়া অসুরদিগের মনোমধ্যে এই আশঙ্কা হয় বুঝি দেবরাজ জানিতে পারিয়াছেন, অতএব তাহারা সন্ধি করিবার মানসে ঐ দেবশুনীকে কহিয়াছিল কি অভিলাষ কর। কিন্তু দেবশুনীর সন্ধি করিতে ইচ্ছা ছিল না, সে ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া তাহাদিগকে সরোষ বচনে কহে অরে অসুর নিকর, তোরা দেবরাজ কর্ত্তৃক নিহত [illegible]

যাঁহার চরণ কমল যুগলের অরুণবর্ণ নখর রূপ মণিমণ্ডল দর্পণ স্বরূপ হওয়াতে তন্মধ্যে নাগপতিগণ প্রধান২ ভক্তদিগের সহিত একান্ত ভক্তিযোগে নমস্কার করিতে২ প্রহৃষ্ট-মনে স্ব২ বদনের প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতেছেন। হে মহারাজ! নাগপতিদিগের বদন প্রতিবিম্ব দর্শনীয় বটে, তাঁহাদের কর্ণমূলে অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডল দেদীপ্যমান থাকাতে তদীয় প্রভামণ্ডল দ্বারা গণ্ডস্থল অতিশয় মণ্ডিত হয়। (৪) অপর নাগরাজের কুমারীগণ স্ব২ কল্যাণ কামনায় সলজ্জ নয়নে তাঁহার বদনারবিন্দ অবলোকন করিতে-ছেন। ফলতঃ ভগবানের বলয় বিলসিত বিপুল ধবল সুভগ অথচ রুচির ভুজরূপ যে দুইটী রজত স্তম্ভ, তাহাতে নাগরাজের কন্যাগণ সদা অগুরু চন্দন ও কুঙ্কুম পঙ্ক লেপন করেন। কিন্তু তাহা স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহাদের হৃদয় উন্মথিত হইয়াউঠে ও মনোমধ্যে মনোভবের আবির্ভাব হয়, সেই সময় তাঁহাদের হাস্য অতিশয় রুচির ও ললিত হইয়াথাকে। হে ভারত! নাগরাজের কুমারীগণ ভগবানের যে বদন নিরীক্ষণ করেন তাহা দর্শনীয় বটে কারণ তাহা অনুরাগ ও মদে সতত সহর্ষ এবং তত্রস্থ করুণা-বলোকন যুক্ত লোচনদ্বয় সর্ব্বদা মদ বিঘূর্ণিত ও ঈষৎ অরুণ বর্ণ। (৫) সে যাহা হউক। অনন্ত গুণসাগর ভগবান্ আদি দেব অনন্ত আপনার রোষামর্ষের আবেগ উপ-সংহার করিয়া সকল লোকের সুমঙ্গলার্থ ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। (৬) তথায় সুর অসুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর উরগ ও মুনিগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করেন। তাঁহার নয়নদ্বয় মদদ্বারা সদা মুদিত ও বিকৃত এবং বিহ্বল। তিনি সুললিত বচনা-মৃত দ্বারা আপনার পার্ষদ দেবগণকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করেন। তাঁহার বসন নীল-বর্ণ, কর্ণে এক কুণ্ডল, সুভগ ও সুন্দর ভুজদ্বয় হলপৃষ্ঠে বিন্যস্ত আছে। অপর দেবরাজ যেমন কাঞ্চনময়ী গজরজ্জু ধারণ করেন তাহার ন্যায়, তিনি বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া আছেন। ঐ মালার শোভাই বা কত? তন্মধ্যস্থ অম্লান নবীন তুলসীর সুরভি মধুরসে ভ্রমরগণ মত্ত হওয়াতে তাহাদের মধুর গীতে চমৎকার শ্রী ধারণ করিতেছে। সে যাহা হউক। ভগবান্ ধ্যায়মান হইয়া মুমুক্ষু জনের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করত তাহা-দের অনাদি কাল কর্ম্ম বাসনায় গ্রথিত অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থি আশু নির্ভেদ করিয়া দেন। (৭)

অপিচ দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সভায় তুম্বুরুর সহিত সেই ভগবানের মহিমা এইরূপে বর্ণন করিয়া ছিলেন, (৮) যথা—এই জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির কারণ সত্ত্বাদিগুণত্রয় যাঁহার কটাক্ষে স্ব২ কার্য্যে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহার স্বরূপ অনাদি ও অনন্ত, যিনি এক মাত্র বস্তু স্বরূপ হইয়া আত্মাতে নানাকার্য্য প্রপঞ্চ বিধান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব কি লোকে জানিতে পারে? (৯) অপর যাঁহাতে সৎ অসৎ বস্তুজাত প্রকাশ পায়, যিনি অস্মদাদি ভক্ত জনের প্রতি প্রচুর কৃপা প্রকাশ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। স্বীয় জনগণের মনঃ বশীভূত করণার্থ যাঁহার কৃত লীলা মহা-বল পরাক্রম সিংহেরা শিক্ষা করিয়াছে। (১০) অপিচ যাঁহার নাম অন্যের মুখে শুনিয়া আর্ত্ত অথবা পতিত ব্যক্তিও যদি অকস্মাৎ অথবা পরিহাসক্রমে একবার উচ্চারণ করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি হইতেও অন্য মানবদিগের অশেষ কলুষ সদ্যঃ বিনষ্ট হয় ইহাতে সে স্বয়ং যে শুদ্ধ হয় তাহা আর বক্তব্য কি? অতএব মুমুক্ষু জনে সেই ভগ-বান্ ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষকে আশ্রয় করিবেক? (১১) অহো! যাঁহার সহস্র মস্তক, তন্মধ্যে একটী মাথায় সরিৎ সমুদ্র পর্ব্বতাদি সহিত এই অখিল ভুগোল অর্পিত

রহিয়াছে। অপর যাঁহার বিক্রম আনন্ত্য প্রযুক্ত অপরিমিত, কোন্ ব্যক্তি সহস্র মস্তক লাভ করিয়াও সেই মহাকায় বহুরূপ মহাবীর্য্য পরমেশ্বরের বীর্য্য গণনা করিতে পারিবে? (১২) অহো! ভগবান্ অনন্তের এই রূপ প্রভাব, তাঁহার বল ও অনুভাবের অন্ত নাই। কিন্তু তিনি তাদৃশ হইয়াও এই ধরার অধোভাগে অবস্থান করত লোক স্থিত্যর্থ নানা মস্তক দ্বারা ইহাকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহার আধার কেহ নাই, আপনিই আপনার আধার। (১৩)

শুকদেব এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণনানন্তর রাজা পরীক্ষিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন রাজন্! আমি যেমন উপদেশ পাইয়াছিলাম তদনুসারে ঐ সকল বিষয় বর্ণন করিলাম। লোকদের কর্ম্মানুসারে ঐ সকল গতি নির্ম্মিত হয়। সকাম মানবগণ ঐ সকল গতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১৪) ফলতঃ পুরুষগণ প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম করিলে তাহার ফল স্বরূপে তাহাদের ঐ সকল ক্ষুদ্র ও মহৎ ভিন্ন২ গতি হইয়া থাকে। তুমি যেমন প্রশ্ন করিয়াছিলে তদনুসারে সমুদায় ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে অন্য কোন্ বিষয় বর্ণন করিব বল। (১৫)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

পাতালের অধোভাগস্থ নরক সকলের বিবরণ এবং তথায় পাপিদের দণ্ড।

অনন্তর রাজা পরীক্ষিত নিকটস্থ সমস্ত ঋষিগণকে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহর্ষি গণ! পুরুষদের এরূপ বিভিন্ন গতি কেন হয়? (১) এতৎ প্রশ্নে উত্তর প্রদানার্থ শুকদেব কহিলেন রাজন্! সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের তারতম্য-হেতু কর্ত্তা ত্রিবিধ হওয়াতে শ্রদ্ধার বিভিন্নতায় কর্ম্ম সকলের ফল ভিন্ন২ হয় অর্থাৎ সাত্বিকী শ্রদ্ধা সহকারে কর্ত্তকর্ম্মা সুখী, রাজসী শ্রদ্ধা সহকারে কর্ম্মকর্ত্তা সুখী ও দুঃখী এবং তামসী শ্রদ্ধা সহকারে কর্ম্মকারী দুঃখী ও মূঢ় হয়। পরন্তু যদি ঐ২ শ্রদ্ধার তারতম্য থাকে তাহা হইলে সকল প্রকার গতিই তারতম্য ভাবে হইতে পারে। (২) ফলতঃ অধর্ম্মকারির তমোগুণের তারতম্যে শ্রদ্ধার বৈপরীত্য হেতু বিপরীত কর্ম্মফল হয়। (৩) অতএব অনাদি অবিদ্যা কৃত কামনা সকলের পরিণাম স্বরূপ যে সহস্র২ প্রকার নরক গতি হইয়া থাকে এক্ষণে সে সকল প্রাচুর্য্য রূপে বর্ণন করি শ্রবণ কর। (৪)

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! নরক সকল কি পৃথিবী মধ্যস্থ কোন২ দেশ বিশেষ? অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে বা অন্তরালে স্থিত কোন২ দেশ?

শুকদেব কহিলেন রাজন্! কোন২ ঋষিরা বলেন ত্রিলোকীমধ্যে দক্ষিণ দিকে ভূমির নীচে এবং জলের উপরে যে স্থানে অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃগণ বাস করিয়া পরম সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব২ বর্ণের ব্যক্তিদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন (৫) অথবা যেখানে পিতৃপতি যম স্বগণ সহিত বসিয়া স্বীয় পুরুষদের কর্ত্তৃক আপনার স্থানে আনীত মৃতগণের কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচার পূর্ব্বক দণ্ড করিতেছেন, ঐ বিষয়ে কোন অংশে ভগবানের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতেছেন না, সেই স্থানে নরক সকল আছে। তাঁহারদের মতে নরক সকলের সংখ্যা এক বিংশতি। রাজন্! তোমার নিকট ঐ সকল

নরকের নাম রূপ লক্ষণ নিরূপণ পূর্ব্বক বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ! এক-বিংশতি নরকের নাম এই—যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকন্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান। (৬) এতদ্ব্যতীত ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন, এবং সূচীমুখ এই সপ্ত নরক আছে অতএব সমুদায়ে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক নরক, ঐ সকলই বিবিধ যাতনার স্থল। (৭)

রাজন্! যে ব্যক্তি পর ধন, পর স্ত্রী, পরের পুত্র অপহরণ করে, ভয়ঙ্কর যমপুরুষেরা তাহাকে ঘোরতর কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক তামিস্র নরকে ফেলিয়া দেয়। (৮) ঐ নরক অন্ধকার প্রায়, তাহাতে পতিত হইয়া পাপা অশন পানাভাবে এবং দণ্ড তাড়ন ও তর্জ্জন ইত্যাদি বিবিধ যাতনায় নিপীড়িত হইতে থাকে অতএব কাতর হইয়া অবিলম্বেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। (৯)

যে সকল ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি লইয়া সম্ভোগ করে তাহারা অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। যেমন বৃক্ষকে পাতিত করিবার নিমিত্ত তাহার মূল ছেদন করে তাহার ন্যায় যমপুরুষেরা ঐ পাপকারিদিগকে বিবিধ যাতনা দিয়া ঐ নরকে ফেলিয়া দেয়। রাজন্! যেহেতু ঐ নরকে পতিত ব্যক্তিদের বেদনাবশতঃ স্মৃতি ভ্রষ্ট ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায় এই কারণে ঋষিরা তাহাকে অন্ধতামিস্র নরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১০)

রাজন্! যে ব্যক্তি এই সংসারে "এই শরীরই আমি" এবং "এই ধনাদি আমার" এই রূপ জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া প্রাণিগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া অনুদিন কেবল আপনার শরীর ও স্ত্রীপুত্রাদি কুটুম্বের ভরণ পোষণ করে সে ব্যক্তি ঐ দেহ ও কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া তজ্জন্য পাপে স্বয়ং রৌরব নরকে পতিত হয়। (১১) মহারাজ! ঐ নরকের নাম রৌরব কেন হইয়াছে, কারণ বলি শুন। এ সংসারে লোক যে প্রকারে যে সকল প্রাণির হিংসা করে সে স্বকৃত কর্ম্ম দোষে পরলোকে যমযাতনা প্রাপ্ত হইলে সেই সকল প্রাণী রুরু হইয়া অর্থাৎ তাহার আত্মকৃত হিংসা কর্ম্ম সকল রুরুরূপে পরিণাম পাইয়া সেই প্রকারে তাহার প্রতি হিংসা করে অতএব ঋষিগণ ঐ নরককে রৌরব বলিয়া থাকেন। (১২) রাজন্! রুরু কাহাকে বলে জান। সর্প হইতেও অতিশয় খল ভারশৃঙ্গ নামে এক প্রকার প্রাণী আছে, তাহার নাম রুরু। (১৩)

মহারৌরব নরকও ঐপ্রকার, যে সকল ব্যক্তি এ সংসারে কেবল আত্ম দেহের ভরণপোষণ করে তাহারা ঐ মহারৌরব নরকে পতিত হয়। সেখানে ক্রব্যাদ নামে রুরুগণ মাংস গ্রহণার্থ তাহাকে বিবিধ যাতনা দিয়া বিনষ্ট করে। (১৪)

যে ব্যক্তি ইহ লোকে অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি, আপনার প্রাণ সকলের পোষণার্থ পশু অথবা পক্ষি বধ করিয়া তাহাদের মাংস পাক করে (১৫) সে অতি নির্দ্দয়, রাক্ষসেরাও তাহার নিন্দা করে। উল্লিখিত কর্ম্মদোষে পরকালে যমকিঙ্করেরা তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ত তৈলে পাক করে। (১৬)

যে ব্যক্তি পৃথিবীমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বিদ্রোহাচরণ করে সে কালসূত্র নামক নরকে প্রক্ষিপ্ত হয়। ঐ নিরয়ের পরিধি দশ সহস্র যোজন, তাহা তাম্রময় অত্যুষ্ণ সমান ভূমি। ব্রহ্মদ্রোহী ঐ নরকে স্থাপিত হইয়া উপরে অর্ককিরণে এবং নীচে অগ্নির উত্তাপে সন্তাপিত হইতে থাকে, ক্ষুধা ও পিপাসায় তাহার দেহের অন্তর ও বাহ্য ভাগ

দগ্ধ হয়। সে ঐ রূপ যাতনায় পীড়িত হইয়া কখন শয়ন করে, কখন বৈসে, কখন দাঁড়ায়, কখন চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়ায়। পশুদেহে যত সংখ্যক রোম আছে, তত সহস্র বৎসর তাহাকে ঐ রূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়। (১৭)

যে ব্যক্তি অনাপৎকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম বেদমার্গ পরিত্যাগ এবং পাষণ্ডধর্ম্ম অবলম্বন করে যমকিঙ্করেরা তাহাকে অসিপত্রবন নরকে প্রবেশ করাইয়া প্রহার করে। ঐ পাপী তথায় প্রহারের যাতনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া বেড়ায় তাহাতে তালবন ও অসিপত্র, যাহাদের দুই দিকে ধার, তদ্দ্বারা তাহার সকল অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে, তখন সে "হা মারা পড়িলাম" বলিয়া সাতিশয় যন্ত্রণা প্রকাশপূর্ব্বক তীব্র বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পদে২ পড়িতে থাকে। রাজন্! স্বধর্ম্মত্যাগী এই প্রকারে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও পাষণ্ড মতাবলম্বনের ফল ভোগ করিয়া থাকে।

যে রাজা অথবা রাজপুরুষ দণ্ডানর্হ ব্যক্তির প্রতি দণ্ড প্রণয়ন করেন কিম্বা ব্রাহ্মণ জাতির উপরে দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন সেই রাজা ও রাজপুরুষ অতিশয় পাপী, তাহারা সেই পাপবশতঃ পরকালে শূকরমুখ নামক নরকে পতিত হয়। (১৮) লোকে যেমন ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করে তাহার ন্যায় ঐ নরকে অতিশয় বলশালী যমকিঙ্করগণ ঐ রাজা অথবা রাজপুরুষের সকল অবয়ব নিপীড়িত করে তাহাতে ঐ সকল পাপী আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে এবং যেমন ঐ রাজা অথবা রাজপুরুষ নির্দ্দোষ ব্যক্তি সকলকে অবরুদ্ধ করিলে তাহারা মোহ গ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হয় তাহার ন্যায় ঐ ব্যক্তি মোহিত ও মূর্চ্ছিত হয়। (১৯)

পরমেশ্বর যে ব্যক্তির ব্রাহ্মণাদি স্বভাব দেখিয়া বিধি নিষেধ ব্যবস্থা পূর্ব্বক বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন এবং পরমেশ্বর দত্ত বিবেক বলে অন্যের বেদনা অবগত হইতে যাঁহার ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তি যদি যে সকল প্রাণির মনুষ্যরক্ত পানাদিরূপ বৃত্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত, তাহাদের পীড়া দেয়, তাহাহইলে তজ্জন্য পাপে পরকালে তাহাকে অন্ধকূপে পতিত হইতে হয়। (২০) ঐ সকল প্রাণী অর্থাৎ পশু পক্ষী সরীসৃপ মশক যূক মৎকুণ মক্ষিকা এবং অন্য যে কোন প্রাণী ঐব্যক্তি কর্ত্তৃক হিংসিত হয় তাহারা সকলে চারি দিক্ হইতে ঐ নরকে তাহার প্রতি হিংসা করিতে থাকে। অপর অন্ধকারে তাহার নিদ্রা রূপ নির্বৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়, কুত্রাপি অবস্থানের স্থান পায় না, জীব যেমন কুৎসিত শরীর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দুঃখভোগ করে তাহার ন্যায় ঐ ব্যক্তি অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়া ক্লেশ পায় (২১)

যে ব্যক্তি কোন প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য উপস্থিত হইলে বন্টন করিয়া সকলকে না দিয়া আপনি ভোজন করে এবং যে জন পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিমুখ হয়, ঋষিরা তাহাকে লৌহনির্ম্মিত বস্তুর তুল্য করিয়া বর্ণনা করেন। সে পরকালে কৃমি ভোজন নামক নরকে পতিত হয়। (২২) ঐ নরকে শত সহস্র যোজন দীর্ঘ একটা কৃমিকুণ্ড আছে, ঐ ব্যক্তি সেই কুণ্ডে পড়িয়া স্বয়ং কৃমি হইয়া ঐ সকল কৃমি ভোজন করে এবং তত্রস্থ কৃমি সকলও তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে। এই প্রকারে যাবৎ পর্য্যন্ত তাহার বন্টন করিয়া না দিয়া একাকী আহার করণ ও অহুত সামগ্রী ভক্ষণ জন্য পাপ ক্ষয় না হয় তাবৎ সে অকৃত প্রায়শ্চিত্ত আপনার আত্মাকে নানা যাতনা ভোগ করায়। (২৩)

রাজন্! যে পুরুষ চৌর্য্য অথবা বল দ্বারা ব্রাহ্মণের হিরণ্য রত্নাদি অপহরণ করে অথবা অনাপৎকালে যে কোন ব্যক্তির ঐ সকল বস্তু হরণ করিয়া লয় পরকালে যম কিঙ্করেরা লৌহময় অগ্নি পিণ্ড ও সন্দংশ দ্বারা তাহার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে।

রাজন্ ! ইহলোকে যে পুরুষ অগম্যা স্ত্রী গমন করে কিম্বা যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে উপগতা হয় (২৪) যমপুরুষেরা ঐ দুই জনকে পরকালে নির্দয় কশাঘাত পুরঃসর তাড়ন করে এবং পুরুষকে লোহনির্ম্মিত তপ্ত স্ত্রীপ্রতিমা দ্বারা, আর স্ত্রীকে পুরুষাকৃতি লৌহ প্রতিমা দ্বারা আলিঙ্গন করায়। (২৫)

যে ব্যক্তি ইহ কালে পশ্বাদি সকল যোনিতে গমন করে যমকিঙ্করেরা তাহাকে নিরয়ে নিক্ষেপ করিয়া বজ্রকণ্টকময় শাল্মলীর উপর আরোপণ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করে। (২৬)

রাজন্ ! এই পৃথিবীমধ্যে যে সকল রাজন্য অথবা রাজপুরুষ সৎকুলোদ্ভব হইয়া ধর্ম্ম মর্য্যাদা ভেদ করে সেই সকল ব্যক্তি বৈতরণীতে পতিত হয়। ঐ নদী নরক সকলের পরিখা স্বরূপ, তথায় জলজন্তুগণ ইতস্ততঃ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে তাহাতে তাহাদের আত্মা বিযুক্ত ও প্রাণ বিগত হয়। তাহারা আপনাদের অধর্ম্মজন্য কর্ম্ম-বিপাক স্মরণ করত বিষ্ঠা মূত্র পূয শোণিত কেশ নখ অস্থি মেদ মাংস বসা বাহিনী সেই নদীতে পতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে উপতপ্ত হয়। (২৭)

যে সকল ব্যক্তি ইহ লোকে শূদ্রাপতি হইয়া স্ব২ শৌচ আচার ও নিয়ম উৎসন্ন করে এবং নির্লজ্জ হইয়া পশুবৎ স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়ায় তাহারা পরকালে পূয বিষ্ঠা মূত্র শ্লেষ্মা ও লাল পূর্ণ অর্ণবে পতিত হয় এবং অতি ঘৃণিত ঐ সকল বস্তু ভক্ষণ করে। (২৮)

রাজন্ ! এ সংসারে যে সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কুক্কুর ও গর্দ্দভ স্বামী হইয়া মৃগয়া দ্বারা বিহার করত অবিহিত সময়ে মৃগ বধ করে তাহাদের মৃত্যু হইলে যমপুরুষেরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া থাকে। (২৯)

যাহারা ইহ লোকে দম্ভান্বিত হইয়া দম্ভার্থ কৃত যজ্ঞে পশু ছেদন করে তাহারা পরলোকে বৈশসন নামক নিরয়ে পতিত হয়। যমপুরুষেরা ঐ নরকে তাহাদিগকে বিবিধ যাতনা দিয়া তাহাদের অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে। (৩০)

দ্বিজ কুলোদ্ভব যে ব্যক্তি ইহ লোকে কামমোহিত হইয়া সবর্ণা ভার্য্যাকে রেতঃ পান করায় যমকিঙ্করেরা সেই পাপাত্মাকে রেতের নদী মধ্যে ফেলিয়া দিয়া রেতঃ পান করাইয়া থাকে। (৩১)

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে দস্যু বৃত্তি করে কিম্বা গৃহে অগ্নি দেয় অথবা প্রাণ বিনাশার্থ বিষ পান করায় এবং যে সকল রাজা অথবা রাজসেনা গ্রাম কিম্বা স্বার্থ বিলোপ করে সেই সকল ব্যক্তির মৃত্যুর পর সপ্তশত বিংশতি সংখ্যক যমদূত কুক্কুর স্ব২ বজ্রতুল্য দংষ্ট্রা দ্বারা তাহাদিগকে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করে। (৩২)

যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্যদান সময়ে অথবা ক্রয় বিক্রয় কালে কিম্বা দানাবসরে কোন প্রকারে মিথ্যা কহে, পরলোকে যমকিঙ্করেরা তাহাকে অধঃশিরা করিয়া শত যোজন উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে অতি সঙ্কীর্ণ অবীচিমৎ নরকে ফেলিয়া দেয়। (৩৩) রাজন্ ! অবীচিমৎ নরকের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। যেখানে স্থল ও অশ্মপৃষ্ঠ জলের ন্যায় প্রকাশমান হয় তাহাকে অবীচিমৎ নরক বলে। যমদূতেরা পাপিকে ঐ নরকে নিক্ষেপ করিয়া তিল২ করিয়া তাহার শরীর কর্ত্তন করিতে থাকে তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় না। পুনরায় তাহাকে পর্ব্বতের উপরে লইয়া যায় এবং তথা হইতে ঐ নরকে ফেলিয়া দেয়। এইরূপে নানা যাতনা দিয়া থাকে। (৩৪)

রাজন্ ! ইহলোকে যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী সুরাপান করে কিম্বা অন্য যে

কোন ব্যক্তি ব্রতস্থ হইয়া এবং ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য যজ্ঞার্থ সোমপান করিয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত মদ্য সেবন করে যজ্ঞদেবতারা তাহাদিগকে নরকে লইয়া যাইতে২ পদদ্বারা বক্ষঃস্থলে আক্রমণ পূর্ব্বক অগ্নি সংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ দিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে অভিষেক করে। (৩৫)

রাজন্! ইহলোকে স্বয়ং অধম যে পুরুষ আপনাকে মহৎ বলিয়া অহঙ্কার করত জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, সদাচার, বর্ণ ও আশ্রম ইত্যাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে অসম্মান করে সে মৃত্যুর পূর্ব্বেও মৃত তুল্য থাকে মরণানন্তর পরলোকে ক্ষার কর্দ্দমময় নরকে অধঃশিরা হইয়া পতিত হয় এবং দুরন্ত যাতনা ভোগ করে। (৩৬)

যে সকল পুরুষ ইহলোকে অন্য পুরুষের হিংসা করিয়া ভৈরবাদি দেবতার যাগ করে এবং যে সকল স্ত্রী মনুষ্য ও পশুর মাংস ভক্ষণ করে সেই সকল নিহত মানুষ ও পশু পরকালে তমোরূপ রাক্ষস হইয়া যেমন ইহলোকে ঐ সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভক্ষণ করত নৃত্য করিয়াছিল সেই রূপে যম সদনে ঐ সকল পুরুষ ও স্ত্রীদিগকে সৈনিকদিগের ন্যায় অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে এবং আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাদের শোণিত পান করিতে২ নৃত্য করিতে থাকে। (৩৭)

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে অনপরাধ প্রাণিদিগকে গ্রামে অথবা অরণ্যে বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বস্ত করিয়া শূল বা সূত্রাদিতে বদ্ধ করে এবং জীবন রক্ষণার্থ লোলুপ ঐ সকল প্রাণিকে ক্রীড়া সামগ্রার ন্যায় করিয়া তাহাদের সহিত নির্দ্দয় ক্রীড়া করত নানা প্রকারে যাতনা দেয় তাহারা মরণানন্তর পরলোকে শূলাদি যম যাতনায় প্রোথিতদেহ এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিহত হইতে থাকে আর কঙ্ক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর তুণ্ডধারী হিংসক পক্ষিগণ তাহাদিগকে ইতস্ততঃ আঘাত করে। তখন তাহারা বিষণ্ন ও আর্ত্ত হইয়া আপনাদের পাপকর্ম্ম স্মরণ ও তদর্থ অনুতাপ করিতে থাকে। (৩৮)

যে সকল মনুষ্য রাক্ষসদের তুল্য উগ্র স্বভাব, ইহলোকে প্রাণিনিকরের উদ্বেগ জন্মায়, তাহারা পরকালে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। হে রাজন্! সেখানে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ রাক্ষস সকল তাহাদিগকে ইন্দুরের ন্যায় ধারণ করিয়া গ্রাস করে। (৩৯)

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে অন্ধকারময় গর্ত্ত ও কুশূল এবং গুহাদিতে প্রাণিদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া যাতনা দেয় তাহারা পরলোকে ঐ সকলের মধ্যে প্রবেশিত হইয়া রুদ্ধ হয় ও বিষ সহিত বহ্নি এবং ধূম দ্বারা গুরুতর যাতনা পায়। (৪০)

যে ব্যক্তি ইহ লোকে গৃহস্বামী হইয়া অতিথি ও অভ্যাগত লোক দেখিয়া ক্রুদ্ধ হয় এবং রোষ বশতঃ বক্রীকৃত চক্ষুর্দ্বারা যেন দগ্ধ করত তাহাদিগকে অবলোকন করে সেই ব্যক্তি পরলোকে নিরয়ে পতিত হয় এবং সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় বজ্রতুল্য তুণ্ডধারী কঙ্কাদি পক্ষিগণ বলে উৎপাটন করে। (৪১)

যে পুরুষ ইহলোকে ধন গর্ব্বে "আমি শ্রেষ্ঠ" এইরূপ অভিমান করিয়া বক্র দৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ধন অপহরণ করিবে বলিয়া সকলের প্রতি সন্দেহ করে। আর ধন ব্যয় চিন্তায় যাহার হৃদয় ও বদন সদা শুষ্ক থাকে সুতরাং কোন প্রকারে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পায় না প্রহরির ন্যায় অর্থের রক্ষা মাত্র করে। (৪২) সে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ধনের উপার্জ্জন বর্দ্ধন ও রক্ষণ মাত্রে চিত্তের অভিনিবেশ জন্য পাপী হওয়াতে পরকালে সূচীমুখ নরকে পতিত হয়। (৪৩) তথায় সেই ধনপর

পাপি ব্যক্তিকে যম পুরুষেরা তন্তুবায়দিগের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিয়া সূত্র প্রোত করে।

হে রাজন্! যমালায়ে উক্ত প্রকার শত২ সহস্র২ নরক আছে। এ স্থলে যে সকল পাপা উল্লিখিত হইল তাহারা সকলেই পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল নিরয়ে প্রবেশ করে। (৪৪)

হে ভূপাল! যেমন পাপকারী লোকে উল্লিখিত নরকে গমন করে তেমনি ধর্ম্মাচারী জনগণ স্ব২ কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৪৫)

পরন্তু যে সকল ব্যক্তির ভোগদ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের শেষ হয়, তাহারা পুনরায় জন্ম নিমিত্ত এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে। (৪৬) রাজন্! নিবৃত্তি স্বরূপ যে বর্ত্ম, তাহা অগ্রেই (দ্বিতীয় স্কন্ধে) ব্যাখ্যা করিয়াছি।

হে রাজন্! পুরাণ সকলে যে ভুবনকোষকে চতুর্দ্দশ প্রকার করিয়া কল্পনা করেন তাহা এই রূপ, অর্থাৎ যে রূপ বর্ণন করিলাম তদ্রূপ। ইহাই মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের মায়াগুণময় স্থূল রূপ। ইহার বিবরণ যে ব্যক্তি আদর পূর্ব্বক পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করান্ (৪৭) শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় এবং তিনি ভগবান্ পরমাত্মার অগ্রাহ্য হইলেও উপনিষৎ সম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইতে পারেন। (৪৮) ফলতঃ যতিরাও ভগবানের স্থূল সূক্ষ্ম রূপ যথাবৎ শ্রবণ করিয়া স্থূল বিষয়ে চিন্তনাদি দ্বারা আত্মাকে জয় করত পরে বুদ্ধি দ্বারা ক্রমে২ সূক্ষ্ম বিষয়ে স্থাপন করিয়া থাকেন। (৪৯)

হে রাজন্! পৃথিবী মধ্যে দ্বীপ বর্ষ পর্ব্বত নদী সমুদ্র আকাশ দিক্ নক্ষত্র পাতাল নরক ইত্যাদি লোক রচনা যে প্রকারে হইয়াছে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। মহারাজ! এই সকল লোক রচনা ঈশ্বরের সেই স্থূল শরীর, যাহা জীব সমূহের আশ্রয়। (৫০)

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ইতি শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কৃত শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণ চন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৯।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ পৃষ্ঠাঙ্ক।

ভ্রম সংশোধন।

যদিও গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে সর্ব্ব শেষে শুদ্ধিপত্র করা যাইবে তথাপি পাঠকদিগের পাঠ করিতেং কুসংস্কার না হয় এতদর্থ প্রথম ও পঞ্চম স্কন্ধে যেং ভ্রম দৃষ্ট হইল আপাততঃ শোধিত হইতেছে।

(অশুদ্ধ)	(শুদ্ধ)
১ স্কং। ১০ অং। ২৯ পৃষ্ঠ ২৭ শ্লোকে ইনি যে সকল ব্রজঙ্গনার পাণি গ্রহণ	ইনি যে সকল ব্রজঙ্গনাকে গ্রহণ
৫ স্কং। ২ অং। ৮ পৃষ্ঠ ২০ শ্লোকে জম্বুদ্বীপাদি নয় বর্ষ - - - - -	জম্বু দ্বীপের নয় বর্ষ।
৫ স্কং। ৬ অং। ১৭ পৃষ্ঠ ৩ শ্লোকে ঈশ্বরেরও (বিষ্ণুরও) বহু কালের সঞ্চিত তপস্যা মোহিনীরূপ দর্শনদ্বারা	ঈশ্বরেরও (শিবেরও) বহুকালের সঞ্চিত তপস্যা বিষ্ণুর মোহিনী রূপ দর্শন দ্বারা
৫ স্কং। ১৮ অং। ৫১ পৃষ্ঠ ৬ শ্লোকে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক - - -	হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক

শ্রীমদ্ভাগবত।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

অজামিল কথা—অজামিল মোচনার্থ আগত বিষ্ণুদূতের প্রশ্নে যমদূত কর্ত্তৃক ধর্ম্মাদি লক্ষণ কথন ও অজামিলের পাপ বর্ণন।

রাজা পরীক্ষিত যোগিবর শুকদেবকে সম্বোধিয়া সবিনয় বচনে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন ভগবন্! আপনি অগ্রে (দ্বিতীয় স্কন্ধে) নিবৃত্তি মার্গ যথাবৎ কহিয়াছেন। তাহাতে ক্রমে অর্চ্চিরাদি লোক প্রাপ্তি হইয়া পরে তদ্দ্বারা ব্রহ্মার উপলব্ধি ও তাঁহার সহিত মুক্তি হয়। (১) অপর প্রবৃত্তি রূপ যে মার্গ, স্বর্গাদি সুখই যাহার প্রাপ্য এবং প্রকৃতির বিলয় না হওয়াতে যাহা পুরুষের পুনঃ২ ভোগার্থ দেহারম্ভ স্বরূপ, তাহাও তৎপরে (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণন করিয়াছেন। (২) আর অধর্ম্ম স্বরূপ যে নানাবিধ নরক, তাহাও তদনন্তর বর্ণিত হইয়াছে। অপিচ আপনি মন্বন্তরেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম হয়েন। তাহার পর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ রাজার বংশ ও তাঁহাদের চরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন। (৩) তথা—দ্বীপ, বর্ষ, সমুদ্র, নদী, উদ্যান, বৃক্ষ, এবং বিভাগ লক্ষণ ও পরিমাণ অনুসারে ধরামণ্ডলের তথা জ্যোতির্গণের এবং বিবর সকলের সংস্থান ভগবান্ হরি যে প্রকারে সৃষ্টি করেন তদ্রূপে সমুদায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (৪) হে মহাভাগ! এক্ষণে মানবগণ যে উপায়ে ঘোরতর বিবিধ যাতনার আধার নরকসকল প্রাপ্ত হইতে না পারে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। (৫)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! পুরুষ শরীর অথবা মনঃ কিম্বা বাক্যের দ্বারা পাপ করিয়া যদি ইহ লোকেতেই ঐ সকল দ্বারা যথাবিধি মন্বাদি মুন্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে যে সকল নরকের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি যাহাতে ঘোরতর যাতনা দেদীপ্যমান, মৃত্যুর পর অসংশয় সেই সকল নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৬) অতএব দেহপাতের পূর্ব্বে যাবৎ বিপত্তি শূন্য হইয়া থাকে তাবৎ সংযত মনে সত্বর পাপের নিষ্কৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে যত্ন করা উচিত, নচেৎ অধিক কাল অতীত হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত অর্হে। পরন্তু রোগ সকলের নিদানবেত্তা ভিষক্ যেমন রোগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকে তাহার ন্যায় পাপের অল্পত্ব ও মহত্ত্ব বিবেচনা করিয়া অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তার্থ যত্ন করা বিধেয়। (৭)

রাজা কহিলেন ব্রহ্মন্! পাপ করিলে যে রাজদণ্ডাদি হয় ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে এবং পরলোকে তজ্জন্য যে নরকপাত হইবেক তাহাও শাস্ত্রে শুনিতেছি, ইহাতে পাপ যে আপনার অহিতকারি তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে কিন্তু ঐ রূপ জানিয়াও প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুরুষ বিবশ হইয়া পুনরায় পাপ করিয়া থাকে অতএব দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদিকে কি প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য করিতে পারি? (৮) তাহাতে তো মূল সহিত দোষের নিবৃত্তি হয় না! অপর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কদাচিৎ সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখন বা তদ্রূপ পাপ পুনরায় করিয়া থাকে। অতএব যদি একেবারে পাপের উচ্ছেদ না হইল এবং তজ্জন্য নরকপাত অবশ্যই হইবে এমত প্রমাণ দেখা যাইতে লাগিল তবে প্রায়শ্চিত্তে প্রয়োজন কি? আমি বোধ করি তাহা হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ। কারণ হস্তী স্নাত হইয়াও যদ্রূপ পুনরায় ধূলি দ্বারা আপনাকে মলিন করে পুরুষও তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পুনরায় পাপ করিলে তজ্জন্য নরক ভাগী হইবেক? (৯)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! চান্দ্রায়ণাদি যে সকল প্রায়শ্চিত্ত, তদ্দ্বারা পাপের একেবারে মূল সহিত উচ্ছেদ হইবেক এমত বাঞ্ছা কখন হইতে পারে না, কারণ ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী অবিদ্বান্ পুরুষ, তাহাদের অবিদ্যা বিনাশ না হওয়াতে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কার বশতঃ পুনরায় পাপান্তরের প্ররোহ হইয়া থাকে। রাজন্! আমার এই কথায় এখন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহার উত্তর এই জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। (১০) কিন্তু নিত্য অপ্রমত্ত হইয়া যত্ন করিলে ক্রমে২ ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, একেবারে লভ্য হয় না, যেমন যে ব্যক্তি নিত্য কেবল পথ্য অন্নই আহার করিয়া থাকে তাহাকে অভিভব করিতে ব্যাধি সকল ক্রমে অসমর্থ হয় তাহার ন্যায় নিয়মকারী পুরুষও ক্রমে২ তত্ত্বজ্ঞানার্থ সমর্থ হইয়া থাকেন। (১১) ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞ ধীর পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তপস্যা (মন ও ইন্দ্রিয় সকলের একাগ্রতা) ব্রহ্মচর্য্য, শম (মনের নিগ্রহ) দম (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ) দান, সত্য, শৌচ, যম (অহিংসা) অথবা নিয়ম (জপাদি) দ্বারা কায় মনোবাক্য কৃত সুমহৎ দুষ্কৃতকেও, অগ্নির দ্বারা বেণুগুল্ম নাশের ন্যায়, সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। (১২) অতএব ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্তই মুখ্য। পরন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য প্রায়শ্চিত্তও আছে। অর্থাৎ বাসুদেব পরায়ণ কোন২ ব্যক্তি দিবাকরের কিরণে নীহার বিনাশের ন্যায় কেবল ভক্তি দ্বারা সমুদায় কলুষ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন। (১৩)

হে কৌরবরাজ! এই ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পাপী পুরুষ ভগবানে মনঃ সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত পুরুষদিগের সেবা করিয়া যেমন পবিত্র হইতে পারে তপস্যাদি দ্বারা তদ্রূপ তাহার পবিত্রতা জন্মে না। (১৪) অতএব ইহ লোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ এবং পরম কল্যাণদায়ক, এই পথে কোন প্রকার বিঘ্নাদি সম্ভাবনাও নাই। ফলতঃ সুশীল দয়ালু নিষ্কাম ও নারায়ণপরায়ণ সাধুগণ এই বর্ত্মে নিত্য বর্ত্তমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই মার্গে সহায়তার অভাব নিমিত্ত ভয় অথবা কর্ম্ম মার্গের ন্যায় মৎসরান্বিত পুরুষ হইতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। (১৫)

রাজন্! এক ভক্তিই অন্য নিরপেক্ষ হইয়া পবিত্র করিতে সমর্থ হয়, কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্ত ভক্তিবিনা স্বাতন্ত্র্যে পবিত্র করিতে পারক নহে। ফলতঃ যেমন নদী সকল

সুরাকুম্ভ পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না, তাহার ন্যায়, সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত আচরিত হইলেও তাহা নারায়ণপরাঙ্মুখ পুরুষকে শোধিত করিতে সমর্থ নহে। (১৬)

অধিকন্তু ভক্তি অত্যল্প পরিমাণা হইলেও পবিত্রকরণে সুন্দররূপ সমর্থ হয়। ইহার প্রমাণ দেখ, যে সকল পুরুষ ভগবানের পদারবিন্দে এক বার মাত্র আপনাদের মনঃ নিবেশিত করেন তাহাতে তাঁহাদের সেই মনঃ ভগবানে অনুরাগিমাত্র হয়, তদীয় জ্ঞান বিশিষ্ট হয় না, তথাচ যম অথবা পাশহস্ত যমপুরুষগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, কারণ ভগবানে একবার মাত্র মনো নিবেশ করাতেই তাহাদের কর্ত্তৃক সমুদায় প্রায়শ্চিত্ত পরিচরিত হয়। (১৭) হে রাজেন্দ্র! এ বিষয়ে অনেকে একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, বিষ্ণুদূত ও যমদূতের সংবাদে ঐ ইতিহাস রচিত হইয়াছে। তোমার নিকট তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১৮)

রাজন্! কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীর পতি হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বদা দাসী সংসর্গে দূষিত হয় এবং তাহার সমুদায় সদাচার বিনষ্ট হইয়া যায়। (১৯) সেই ব্রাহ্মণ দূত ক্রীড়ার পাশা, পণ, প্রতারণা, চৌর্য্য ইত্যাদি দ্বারা নিন্দিত জীবিকা অবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহার দ্বারাই কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিত, অতএব তাহা হইতে সর্ব্বদাই মানবগণের ক্লেশ হইত। (২০)

হে রাজন্! ঐ প্রকারে নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা পুত্র কলত্রাদির ভরণ পোষণ পূর্ব্বক বাস করিতে২ কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মণের পরমায়ুঃ সম্বন্ধি মহৎ কাল গত হইল অর্থাৎ তাহার অষ্টাশীতি বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইল। (২১) অতএব সে অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার দশটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ, শিশু বলিয়া সেই পুত্র পিতা মাতার অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়। (২২) ফলেও জরাজীর্ণ অজামিল মধুরভাষি সেই শিশুতেই বদ্ধহৃদয় হইয়া সর্ব্বদা তাহারই ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করত আনন্দ অনুভব করিত। (২৩) স্নেহযন্ত্রিত হইয়া ভোজন সময়ে অথবা জল পান কালে সেই বালককে আপনার সঙ্গে লইয়া ভোজন পান করাইত। এইরূপে সর্ব্বদা কনিষ্ঠ তনয়েই নিরন্তর নিবিষ্ট চিত্ত থাকাতে কালবশতঃ কাল যে আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল তাহাও সে জানিতে পারে নাই।

হে রাজন্! অজ্ঞ অজামিল জীবদ্দশায় ঐ প্রকারে বর্ত্তমান ছিল, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও নারায়ণ নামক সেই বালকেই আপনার মনঃ নিবেশিত করিল। (২৪) অনন্তর তাহার দৃষ্টিগোচর হইল অতিশয় ভয়ানক বক্রবদন ঊর্দ্ধরেখাঙ্কিত তিনটা পুরুষ পাশ হস্তে করিয়া সম্মুখে আসিতেছে, তাহাদের ইচ্ছা এই যে তাহাকে যমপুরে লইয়া যাইবেক। (২৫) এতদবলোকনে সে অতিশয় ব্যাকুল হইল এবং কিয়দ্দূরে আপনার পরম স্নেহভাজন নারায়ণ নামক যে তনয় ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল প্লুতস্বরে উচ্চরূপে নাম ধরিয়া তাহাকেই ডাকিতে লাগিল। (২৬)

হে মহারাজ! আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মৃত্যুর সময় অজামিলের মুখে নারায়ণ নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ বিষ্ণুর পার্ষদগণ তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুদূতদিগের সহসা আগমনের কারণ এই, তাঁহারা মনে করিলেন এ ব্যক্তি অন্তকালে আমাদের প্রভুর নাম গ্রহণ করিতেছে। ফলতঃ নারায়ণ নাম উচ্চারণ করাতেই বিষ্ণুদূতগণ দাসীপতি অজামিলের আত্মাকে তাহার হৃদয়মধ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং যমদূতদিগকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করত কহিলেন ইহাকে স্পর্শ করিও না। (২৭)

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজের ভৃত্যগণ অজামিলকে লইতে নিষেধিত হওয়াতে সরোষ বচনে সেই চক্রদর্শন পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে হে? আমাদিগকে ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা পালন করিতে বারণ করিলে? (২৮) তোমরা কাহার লোক? কোথা হইতে আসিলে? কি কারণেইবা এই দুরাচার পাপিকে যমপুরে লইয়া যাইতে নিষেধ করিলে? তোমরা কি দেবতা! না উপদেবতা! না প্রধান সিদ্ধ! (২৯) আমরা তোমাদিগের পরিচয় পাই নাই, অতএব আমাদের এই সকল প্রশ্নে কোপ করিও না। দেখিতেছি তোমাদের সকলেরই চক্ষু পদ্মপলাশের সদৃশ, সকলকারই পীতবর্ণ কৌষেয় বসন, সকলেই কুণ্ডলধারী, সকলেরই গলদেশে পুষ্করমালা শোভা পাইতেছে। (৩০) অপর তোমাদের সকলেরই অভিনব বয়স্, সকলেরই মনোহর চারি২ বাহু, ধনু তুণ খড়্গ গদা শঙ্খ চক্র ও পদ্মের দ্বারা সকলেরই চমৎকার শ্রী হইয়াছে। (৩১) অধিকন্তু তোমাদের তেজে দিক্ সকলের অন্ধকার ও অন্যান্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইল। তোমরা কে? কি নিমিত্ত ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর যে অস্মদাদি, আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ? এরূপ করা তোমাদের উচিত হয় না! (৩২)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! যমদূতেরা এই প্রকার কহিলে ভগবানের আজ্ঞাবহ সেই সকল দূত বিবেচনা করিলেন ইহাদের দণ্ড্যাদণ্ড্য জ্ঞান নাই, অসংশয় ইহারা তস্কর, আমাদের ভয়ে মিথ্যা করিয়া ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেছে। অতএব ক্ষণকাল বিস্ময় প্রকাশের পর হাস্য করিয়া মেঘধ্বনি তুল্য উচ্চস্বরে প্রতিবচন প্রদান করিলেন। (৩৩)

বিষ্ণুদূতেরা কহিলেন অহে পাশহস্ত পুরুষগণ! তোমরা কেমন ধর্ম্মরাজের দূত, তোমাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করি, বল দেখি ধর্ম্মের লক্ষণ ও প্রমাণ কি? (৩৪) অপর দণ্ড ধারণ কি প্রকারে করিতে হয়, দণ্ডের ঈপ্সিত স্থলই বা কি, আর যে সকল ব্যক্তি দণ্ডনীয় হয় তাহাদের কর্ম্মই বা কি? মনুষ্যেরাই কর্ম্ম করিয়া থাকে, পশ্বাদি কর্ম্ম করে না, কর্ম্মি মনুষ্যদের মধ্যে কত ব্যক্তিই বা দণ্ডার্হ? (৩৫)

যমদূতেরা প্রত্যুত্তর করিল যাহা বেদবিহিত অর্থাৎ যাহার প্রমাণ বেদে পাওয়া যায় তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা তাহার বিপরীত, অর্থাৎ বেদ নিষিদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম। অতএব বিধি নিষেধ স্বরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণও বেদই হইয়াছেন। হে দেবগণ! বেদের প্রামাণ্য কি? এমত আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ। অপর পরমেশ্বরের নিশ্বাসমাত্রে বেদ স্বয়ং উদ্ভূত হয়, এ কারণ তাহা স্বয়ম্ভু বলিয়াও শ্রুত হইয়া থাকে। (৩৬) যদি বল নারায়ণ কে? শুন। যিনি আপনার স্বরূপে সত্ত্ব রজ স্তমোময় প্রাণি সকলকে শান্তত্বাদি গুণ, ব্রাহ্মণাদি নাম, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ দ্বারা যথাবৎ ব্যক্ত করেন তিনিই নারায়ণ। (৩৭) হে দেবগণ! অধর্ম্মও নারায়ণের কৃত, যেহেতু তিনি স্বয়ং অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দেবতা, চন্দ্র, সূর্য্য, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং ধর্ম্ম এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহারা জীব সকলের আচরণের সাক্ষী। (৩৮) অতএব উল্লিখিত সূর্য্যাদি হইতে যেমন ধর্ম্ম জ্ঞাত হয় তদ্রূপ অধর্ম্মও পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। সেই অধর্ম্মই দণ্ডের স্থান। পরন্তু যাবতীয় দণ্ডার্হ কর্ম্মী লোক যাহার যেমন অপরাধ, তদনুরূপ দণ্ড যথাক্রমে প্রাপ্ত হয়। (৩৯) হে অনঘ দেবগণ! কর্ম্মি পুরুষদিগের ভদ্র ও তাহার বিপরীত অর্থাৎ অভদ্র, দুই সম্ভাব্য, যেহেতু তাহাদের গুণসঙ্গ আছে। ফলতঃ যদি

কোন দেহী সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম শূন্য হয় তবেই তাহার অভদ্র হইতে পারে না, কিন্তু তদ্রূপ জীব কই? দেহধারী হইয়া কর্ম্ম না করে এমত প্রাণী প্রায় নাই। অতএব সকলেই কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্মিদের পাপ অবশ্যই হয়, সুতরাং সকল কর্ম্মীই দণ্ডার্হ। (৪০) অপর যে ব্যক্তি ইহলোকে যে প্রকারে যত ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম আচরণ করে সে স্বয়ং পরলোকে সেই প্রকারে তাবৎ পরিমিত ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ধর্ম্মানুসারে যেমন তাহার সুখ হয়, অধর্ম্মানুসারে তদ্রূপ দণ্ডও অবশ্য হইয়া থাকে। (৪১)

হে দেবপ্রবরগণ! কেবল সূর্য্যাদিই ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্রষ্টা ও প্রকাশক এমত নহে, যুক্তি দ্বারাও তাহা অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ ইহ জন্মে শান্তত্ব ঘোরত্ব মূঢ়ত্ব অথবা সুখিত্ব দুঃখিত্ব তদুভয় মিশ্রত্ব ইত্যাদি গুণ বৈচিত্র্যহেতু প্রাণিসকলকে যদ্রূপ ত্রিবিধ দেখা যায় অন্য জন্মেতেও তাহারা তদ্রূপ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতিরেকে ঐ রূপ ত্রৈবিধ্য সম্ভবে না সুতরাং তাহা অনুমান সিদ্ধ হয়। (৪২) অপিচ বর্ত্তমান বসন্তাদি কাল যেমন অতীত অনাগত বসন্তাদি কালের গুণ সকলের (পুষ্পফলাদির) জ্ঞাপক হয়, তেমনি উপস্থিত জন্মও ভূত ভবিষ্যৎ জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মের নিদর্শক হইয়া থাকে। (৪৩)

হে দেবগণ! উপরি লিখিত ধারানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিজ্ঞান অন্যান্য জীব সকলের হয় কিন্তু আমাদের প্রভু ধর্ম্মরাজ আপন পুরীতে বসিয়া মনের দ্বারাই যাবতীয় জীবের পূর্ব্ব রূপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষ রূপে অবলোকন করেন পশ্চাৎ অপূর্ব্ব রূপে অর্থাৎ যাহার যেমন উপযুক্ত, তদ্রূপ বিচার করিয়া থাকেন। তিনি ভগবান্ এবং অজ, অতএব তাঁহার ঐ প্রকার করা অসম্ভব নহে। (৪৪) হে মহাশয়গণ! জীব অজ্ঞ অবিদ্যোপাধি, প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা অভিব্যক্ত যে এই বর্ত্তমান দেহ, ইহারই উপাসনা করে, অর্থাৎ এই দেহকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া থাকে, পূর্ব্ব অথবা অপর, কিছুই জানে না, তৎ কারণ তাহার জন্মান্তরীয় স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। (৪৫) অপর ঐ জীব হস্তাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণাদি পাঁচটী কর্ম্ম করে এবং শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি পাঁচটী বিষয় অবগত হয়। অধিকন্তু ষোড়শ পদার্থ যে মনঃ, তাহার সহিত মিলিত হইয়া সপ্তদশতম হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি ষোড়শ উপাধির অন্তর্গত হইয়াও সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুসন্ধান করাতে একাকী কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই তিনের সকল বিষয়ই ভোগ করিতে পায়। (৪৬) হে দেবপ্রবরনিকর! ষোড়শ কলাবিশিষ্ট শরীর এবং সত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য তিন শক্তি, ইহারা অনাদি, ইহারা ঐ জীবের কেবল সেই স্মৃতি জন্মাইয়া দেয় যাহাতে হর্ষ শোক ভয় এবং পীড়া এতাবন্মাত্র উপস্থিত করিয়া থাকে। (৪৭)

হে দেবশ্রেষ্ঠ সকল! জীব অজ্ঞ ও ষড়্‌বর্গজয়ী, ইহাতে যদিও কিছু করিতে ইচ্ছা করে না তথাচ লিঙ্গশরীর তাহাকে কর্ম্ম করায়। সুতরাং কোষকার কৃমির ন্যায় সে আপনার কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া মুগ্ধ হয়, অর্থাৎ আপনার নির্গমোপায় জানিতে পারে না। (৪৮) যদি বল লিঙ্গ শরীর যে জীবকে কর্ম্ম করায় ইহাতে প্রমাণ কি? উত্তর, অনুভবই ঐ বিষয়ে প্রমাণ, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে কোন ব্যক্তি এক ক্ষণের নিমিত্তও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না, সকলেই অবশ হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মের সংস্কারোৎপন্ন গুণ অর্থাৎ গুণকার্য্য রাগাদি দ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। (৪৯) সেই সকল কর্ম্ম জন্য যে অদৃষ্ট, তাহাই জীবের স্থূল অথবা সূক্ষ্ম শরীরের কারণ, অর্থাৎ যাহার যেমন অদৃষ্ট, তদনুরূপ বাসনা হইয়া থাকে, সেই বাসনা

সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, তাহার দ্বারা জীবের পিতৃসদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ দেহ প্রাপ্তি হয়। (৫০)

হে দেবদূতগণ! প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ পুরুষের এইরূপ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে কিন্তু যদিস্যাৎ পুরুষ স্বয়ং ঈশ সঙ্গ করে অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসনাপরায়ণ হয়, অচিরে তাঁহাতে বিলয় পাইতে পারে। (৫১) হে মহাশয় সকল! এই ব্রাহ্মণ প্রথম বয়সে শ্রুতসম্পন্ন, মৃদু, সুস্বভাব এবং সদাচার থাকাতে বিবিধ গুণের আধার ছিল। ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক সর্ব্বদাই ব্রত নিয়ম করিত। ইহার তুল্য সত্যবাদী মন্ত্রজ্ঞ ও পবিত্র পুরুষ অন্য কেহ ছিল না। (৫২) অপর এ ব্যক্তি অহঙ্কারশূন্য হইয়া গুরু অগ্নি অতিথি বৃদ্ধ ইত্যাদির সেবা করিত, সকল প্রাণির সঙ্গেই ইহার সৌহৃদ্য ছিল। বিশেষতঃ এ অতি সাধু ও পরিমিতভাষী এবং অনসূয়ু ছিল। (৫৩)

একদা এই ব্রাহ্মণ পিত্রাজ্ঞা পালনার্থ অরণ্যে গমন করিয়াছিল, তথা হইতে ফল পুষ্প সমিৎ ও কুশা আহরণ করণানন্তর প্রত্যাবৃত্ত হয় (৫৪) ইত্যবসরে পথিমধ্যে একটা কামুক শূদ্রকে একটা ভোগ্যা দাসীর সহিত মিলিতে অবলোকন করিল। সেই দাসীর নেত্রদ্বয় সুরাপানে আরক্ত হইয়া ঘুরিতেছিল, অতএব সে মত্তা হইয়াছিল। আর তাহার নীবীর বস্ত্র বিশেষে শ্লথ হইয়া পড়িতেছিল। (৫৫) সেই কামুক শূদ্রটা সদাচারে জলাঞ্জলি দিয়া এই ব্রাহ্মণের সমক্ষেই নির্লজ্জ হইয়া সেই দাসীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সহিত হাস্য পরিহাস ও এক সঙ্গে গান এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিল। (৫৬) এ ব্রাহ্মণ সেই কামুককে হরিদ্রাদি লিপ্ত বাহু দ্বারা সেই যুবতীকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ ও কন্দর্পের বশীভূত হয়। (৫৭) ইহার যত দূর ধৈর্য্য ও জ্ঞান ছিল তাহার বলে যদিও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি আপনাকে সংস্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিল তথাচ কাম কম্পিত মনকে একেবারে দমন করিতে সমর্থ হয় নাই। (৫৮) অতএব সেই দাসীর দর্শনই সূত্র করিয়া কন্দর্প ছলে দুষ্ট গ্রহ ইহাকে গ্রাস করিয়াছিল তাহাতে ইহার স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। এ সেই তরুণীকে চিত্তমধ্যে নিরন্তর চিন্তা করত স্বধর্ম্ম হইতে বিরত হয়। (৫৯) সেই দাসী কিসে প্রসন্না হইবে তদর্থ ব্যগ্র হইয়া পৈতৃক সমুদায় ধন ও মনোহর বহু২ ভোগ্য বস্তু দিয়া সর্ব্বদা তাহার সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা করিত (৬০) এক ব্রাহ্মণী ইহার পরিণীতা ভার্য্যা ছিল, সে অবলা সৎকুলজাতা, অপ্রৌঢ়া, এ পাপাত্মা স্বৈরিণীর কটাক্ষবাণে বিদ্ধচিত্ত হইয়া অচিরে সেই সতীকেও পরিত্যাগ করে। ন্যায় ও অন্যায় করিয়া যেখান সেখান হইতে আপনি যত ধন সম্পত্তি আনিত সমুদায় দিয়া কেবল সেই দাসীরই কুটুম্বদিগের ভরণ পোষণ করিত। (৬১)

অতএব হে দেবদূতগণ! ঐ ব্যক্তি অতিশয় পাপাত্মা, ইহার পরমায়ুও পাপরূপ ছিল, এ জীবদ্দশায় মলরূপ দাসীর অন্ন ভোজন করিয়াছে। যেহেতু শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া চিরকাল যাপন করিয়াছে (৬২) সেই কারণে এ পাপিকে আমরা দণ্ডপাণি যমরাজের সমীপে লইয়া যাইব। ঐ দুরাত্মা আত্মকৃত পাপের নিষ্কৃতি নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, ধর্ম্মরাজ সন্নিধানে দণ্ডিত হইয়া শুদ্ধ হউক। (৬৩)

ইতি ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক যমদূতদিগের নিকট হরিনাম মাহাত্ম্য বর্ণন পূর্ব্বক অজামিলকে বিষ্ণুলোকে নয়ন।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! যমদূতদিগের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া ন্যায়-নিপুণ সেই সকল বিষ্ণুদূত বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিবচন প্রদান করিলেন। (১) বিষ্ণুদূতেরা কহিলেন আ! কি কষ্ট! ধর্ম্মদর্শি সাধুদিগের সভাকে অধর্ম্ম সংস্পর্শ করিল! যেহেতু ঐ সভায় ধর্ম্মদর্শী পুরুষেরা দণ্ডানর্হ নিষ্পাপ ব্যক্তিতে অনর্থক দণ্ড বিধান করিতেছেন। (২) অহো! যে সকল সাধু পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া প্রজাদিগকে পিতৃবৎ পালন ও শিক্ষাদান করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের মধ্যে যদি অদণ্ড্য দণ্ডনাদি বৈষম্য দৃষ্ট হয় তবে প্রজাজন আর কাহার শরণাপন্ন হইবেক? (৩) ইঁহারা একরূপে অধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইলে অন্যলোকেও তদ্রূপ হইতে অনুরাগী হইবেক যেহেতু শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যাহা২ আচরণ করেন অন্য লোকে তাহাই করিতে চেষ্টা পায় এবং মহাজন যাহা প্রমাণ করিয়া থাকেন সাধারণ লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। (৪) কি আশ্চর্য্য! লোকে যাহার ক্রোড়ে মস্তক অর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রাযায়, আপনি পশুর ন্যায়, ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম কিছুই জানেনা। (৫) সেই পুরুষ সর্ব্ব প্রাণির বিশ্বাসস্থান, তাঁহার যদি দয়া থাকে তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে ঐ লোক, যে মিত্রতা করিয়া বিশ্বাস হেতু আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, তাহার অনিষ্ট করিতে যোগ্য হইবেন? (৬)

অহে যমানুচরগণ! যদিও এই পুরুষ (অজামিল) জন্মাবধি কোটি২ পাপ করিয়া আপনার ও আপন পরিজনের ভরণ পোষণ করিয়াছিল তথাচ যে হরিনাম কেবল প্রায়শ্চিত্ত নহে পরম স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ, এ ব্যক্তি অবশ হইয়া তাহা উচ্চারণ করিয়াছে। (৭) অর্থাৎ এই পুরুষ আপনার প্রিয় পুত্রকে আহ্বান করিবার মানসে "নারায়ণ! এখানে আইস" এই প্রকার চীৎকার করাতে ঈষৎ আভাষ মাত্রে নারায়ণ এই চতুরক্ষর নাম উচ্চারণ করিয়াছে তাহাতেই এই পাপি কর্ত্তৃক সকল পাপের নিষ্কৃতি কৃত হইয়াছে। (৮) যেহেতু স্বর্ণস্তেয়ী, সুরাপানকারী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নী-গামী, স্ত্রীহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী, গো হত্যাকারী, এবং অন্যান্য যে সকল মহাপাতকী নর। (৯) তাহাদের সকল পাপের ইহাই (নারায়ণনামই) শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। তাহার কারণ এই; নামোচ্চারণ করিবামাত্র তাহাদের বিষয়ে ভগবানের মতি হয় অর্থাৎ তিনি মনে করেন এই নামোচ্চারক ব্যক্তি আমার পুরুষ, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। (১০)

অহে যাম্য পুরুষবর্গ! মন্বাদি ব্রহ্মবাদি মুনিগণ পাপ নিষ্কৃত্যর্থ যে সকল ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন তাহাতে পাপী ব্যক্তি তদ্রূপ শুদ্ধ হয় না ভগবান্ হরির নাম মাত্র উচ্চারণে যদ্রূপ শুদ্ধ হইয়া থাকে। অপর নামোচ্চারণে পাপনাশ ব্যতীত অন্য ফলও জন্মিয়া থাকে যেহেতু নামোচ্চারণে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণ সকলও প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয়মাত্রে পরিক্ষীণ হয় না। (১১) ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নিষ্কৃতি হয় সত্য কিন্তু যদি অসৎ পথে অর্থাৎ পাপমার্গে পুনরায় মনঃ ধাবমান হয় তাহা হইলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত একেবারে

পাপের শোধক হইতে পারে না, অতএব যে সকল ব্যক্তি একেবারে পাপ ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে ভগবান্ হরির গুণকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু এক ভগবানই চিত্ত সংশোধক। (১২) অতএব তোমরা এ ব্যক্তিকে (অজামিলকে) পাপ-মার্গে লইয়া যাইও না, ইহার অশেষ পাপের নিষ্কৃতি হইয়াছে, যেহেতু এ মৃত্যু সময়ে ভগবান্ নারায়ণের নাম সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। (১৩) অহে ধর্ম্মরাজসেনাগণ! পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপপূরণার্থেই হউক, অথবা অবজ্ঞাক্রমেই হউক, ভগবান্ নারায়ণের নাম গ্রহণ করিলে তাহাতেও অশেষ কলুষের শোধন হয়। (১৪) অধিক কি বলিব? উচ্চগৃহ প্রভৃতি হইতে পতিত, কিম্বা পথে যাইতে২ স্খলিত, অথবা ভগ্নাঙ্গ, কিম্বা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, অথবা জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত, কিম্বা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে কোন পুরুষ যদি "হরি" এই শব্দটী উচ্চারণ করে তাহারও নরকযাতনা অর্শে না। (১৫) মন্বাদি মহর্ষিগণ পাপ সকলের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া গুরু পাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু পাপে লঘু প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি যাহা কহিয়াছেন তদ্বিষয়ে সেই ব্যবস্থাই বটে কিন্তু হরি নামে তদ্রূপ ব্যবস্থা নহে, ইহা স্মরণ মাত্রে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। (১৬) আর মহর্ষি-দিগের কথিত তত্তৎ ব্রত দান তপস্যাদি দ্বারা তত্তৎ পাপেরই শোধন হয় কিন্তু পাপ-কারির অধর্ম্ম জন্য যে মলিন হৃদয় অথবা কৃত পাপের যে সূক্ষ্মরূপ সংস্কার, তাহা শোধিত হইতে পারে না। পরন্তু ভগবানের পাদপদ্ম সেবায় অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তনে পাপবাসনারও শোধন হইয়া থাকে। অতএব অন্য২ প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা হরিনাম কীর্ত্তন প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। (১৭) এস্থলে এব্যক্তি "পাপের প্রায়শ্চিত্ত" ইহা মনে করিয়া হরিনামোচ্চারণ করে নাই, বলিয়াও আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু অজ্ঞানতই হউক অথবা জ্ঞানতই হউক, উত্তমঃশ্লোক ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে তেমনি তাহা পাপ রাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। (১৮) যদি বল এ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত পুরুষের নিকট উপদিষ্ট হয় নাই এবং নামোচ্চারণ সময়ে ইহার শ্রদ্ধাও ছিল না, ইহাতে ইহা কর্ত্তৃক হরিনাম কীর্ত্তন কি রূপে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইয়া পাপ নাশক হইবে? উত্তর, যেমন কোন ব্যক্তি না জানিয়াও যদৃচ্ছাক্রমে অতিশয় বীর্য্যবৎ ঔষধ ভক্ষণ করিলে সেই ঔষধও আপনার গুণ অর্থাৎ আরোগ্য দর্শাইয়া থাকে তেমনি হরিনাম রূপ মন্ত্র অজ্ঞানতঃ উচ্চারণ করিলেও আপনার কার্য্য অবশ্যই করে, ইহার কারণ এই যে বস্তুশক্তি কখন শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না। (১৯)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! সেই সকল বিষ্ণুদূত এই প্রকারে ভাগবত ধর্ম্ম নির্ণয় পূর্ব্বক কহিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে (অজামিলকে) যমপাশ হইতে মোচন করত মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিলেন। (২০) যমদূতেরা নিরাকৃত হইয়া আপনাদের প্রভু সন্নিধানে গমন করিল এবং যাহা২ ঘটিল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া ধর্ম্মরাজের সুগোচর করিল। (২১)

এ দিকে ঐ ব্রাহ্মণ (অজামিল) যম পাশ মুক্ত হওয়াতে গতভয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়া মস্তক দ্বারা ঐ সকল ভগবৎকিঙ্করদিগকে প্রণাম করিল, এবং তাঁহাদিগের দর্শনে পরম উৎসব জ্ঞান করিতে লাগিল। (২২) অনন্তর ভগবানের কিঙ্করগণ তাহার ভাব অবলোকনে বুঝিতে পারিলেন এ কিছু বলিবার মানস রাখে, অতএব তাঁহারা তখনি তাহার সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। (২৩)

অজামিল উভয় দূতের কথোপকথনে সগুণ ও নির্গুণ ধর্ম্ম শ্রবণ করাতে

এক্ষণে যমদূর্তদিগের প্রমুখাৎ বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য সগুণ ধর্ম্ম এবং বিষ্ণুদূতদিগের মুখে ভগবৎপ্রণীত নির্গুণ ধর্ম্ম জানিতে পারাতে ভগবানে সাতিশয় ভক্তিমান হইল অর্থাৎ ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহার প্রতি তাহার আশু ভক্তি জন্মিল। অতএব আপনার পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল। (২৪) সে খেদ করিতে২ কহিল অহো! অজিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকাতে আমার সুমহৎ কষ্ট হইয়াছে! কি ঘৃণার বিষয়! আমি বৃষলীগর্ব্ভে সন্তান উৎপন্ন করিয়া আপনার ব্রাহ্মণ জাতি বিনষ্ট করিয়াছি! (২৫) অত্যন্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি, আমি নিজ কুলের কজ্জল, সজ্জনগণের নিন্দা পাত্র, আমাকে ধিক্! আমার এ কি সামান্য দুষ্কর্ম্ম! আপনার পরিণীতা তরুণী সাধ্বী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অসতী সুরাপী সম্ভোগে কালক্ষেপণ করিয়াছি! (২৬) অপর আমার পিতা মাতা বৃদ্ধ, অনাথ, অন্য পুত্রাদি বন্ধু বান্ধব বিহীন, সুতরাং সর্ব্বদা দুঃখ সন্তাপে থাকিতেন, আমি নীচবৎ অকৃতজ্ঞ হইয়া সেই সময়ে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি এবম্বিধ পাপী, স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে আমাকে সেই ঘোরতর নরকে পড়িতে হইবে যেখানে ধর্ম্মঘ্ন কামী পুরুষেরা যম যাতনা প্রাপ্ত হয়। (২৭)

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ গত হইল এখানে প্রত্যক্ষে যে একটী আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম তাহা কি স্বপ্ন! জাগ্রদবস্থাতেই কি ঐ স্বপ্ন দর্শন হইল? যাহারা পাশ হস্তে করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে কোথায় গেল? (২৮) আমি পাশে বদ্ধ হইয়া ভূমির অধোভাগে নীত হইতে ছিলাম হঠাৎ আসিয়া যাঁহারা আমাকে সেই পাশ হইতে মোচন করিলেন সেই চারিটী সিদ্ধ পুরুষই বা কোথায় গেলেন? তাঁহাদের দর্শন অতি মনোহর, দেখিয়া নয়নদ্বয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। (২৯) যাহা হউক, যদিও আমি ইহজন্মে অতিশয় পাপী, তথাপি সেই দেবগণের দর্শন পাওয়াতে আমার অনুমান হইতেছে পূর্ব্ব জন্মের মহৎ পুণ্য ছিল যেহেতু তাঁহাদের দর্শন দ্বারা এখন আমার এই আত্মা প্রসন্ন হইতেছে। (৩০) ফলতঃ যদি আমার জন্মান্তরীণ পুণ্য না থাকিত তাহা হইলে আমি অশুচি, বৃষলীপতি, মুমূর্ষু সময়ে আমার রসনা কি নারায়ণ নাম বলিতে সমর্থ হইত? (৩১) আমি কিতব, নির্লজ্জ, পাপী, ব্রাহ্মণ্য নাশক, আমি কোথায়! আর "নারায়ণ" এই পরম মঙ্গল ভগবন্নামই বা কোথায়? পূর্ব্ব পুণ্য না থাকিলে কি ঐ নাম আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে পারে? যাহা হউক, এক্ষণে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক সেই প্রকার যত্ন করি যে প্রকারে ঘোর অন্ধকারে পুনরায় নিমগ্ন না হই। এক্ষণে অবিদ্যা কাম কর্ম্মজ এই বন্ধন মোচন করিয়া সর্ব্ব প্রাণির সুহৃৎ, শান্ত, দয়াবান্ ও আত্মবান্ হইয়া আপনার আত্মাকে মুক্ত করি, ইহার যোষিন্ময়ী নিজ মায়া ইহাকে গ্রাস করিয়াছিল। অহো! ঐ মায়া জঘন্য ক্রীড়ামৃগের ন্যায় আমাকে লইয়া বিশেষরূপে ক্রীড়া করিয়াছে, (৩২) করুক, এখন সত্য বস্তুতে আমার বুদ্ধি উদিত হইয়াছে, ইদানী আমি দেহ প্রভৃতিতে "আমি, আমার" ইত্যাদি বুদ্ধি বিসর্জ্জন করিয়া ভগবানেতেই চিত্ত নিবেশিত করি। তাঁহার নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, অবশ্য তাঁহাতে নিবিষ্ট হইতে পারিবেক। (৩৩)

হে রাজন্! আজামিলের ক্ষণকাল মাত্র সাধু সহ সমাগম হইয়াছিল তাহাতেই তাঁহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। অনন্তর তিনি পুত্রাদি স্নেহ রূপ সমস্ত বন্ধন

মোচন করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন (৩৪) এবং তত্রস্থ একটী দেব সদনে যোগাসন পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক যোগস্থ হইলেন। তিনি আদৌ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া পরে আত্মাতে মনঃ সংযোগ করিলেন। (৩৫) তাহার পরে দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি হইতে আত্মাকে বিশেষ রূপে শোধন করিয়া চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা তাহাকে জ্ঞানময় স্বস্বরূপ পরব্রহ্মে যোগ করিলেন। (৩৬) হে রাজন্! তাহার পর ব্রহ্মেই তাঁহার চিত্ত নিশ্চল হইয়া রহিল। তৎকালে তিনি একটী পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবা মাত্র তাঁহার স্মরণ হইল ইহাঁদিগকে একবার দেখিয়াছি, অতএব মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। রাজন্! তাঁহাদের দর্শনের পরেই অজামিল ঐ তীর্থে আপনার কলেবর গঙ্গায় পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের পার্শ্ববর্ত্তিদিগের স্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং মহাপুরুষের কিঙ্কর সেই সকল ব্যক্তির সহিত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণ করিয়া যেখানে ভগবান্ শ্রীপতি বিরাজমান, তথায় আকাশপথে গমন করিলেন। (৩৭)

হে রাজন্! অজামিল ব্রাহ্মণ হইয়া দাসীর পতি হওয়াতে নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা পতিত হইয়াছিল, তাহার সমুদায় ধর্ম্ম উৎসন্ন ও স্বদার নিয়মাদি যাবতীয় ব্রত বিনষ্ট হয়, ইহাতে যমদূতগণ কর্ত্তৃক নরকে নিপাতিত হইতেছিল, কিন্তু ভগবন্নামের মহিমা দেখ, মুমূর্ষুকালে পুত্রকে আহ্বান করিবার মানসে "নারায়ণ" নাম গ্রহণ করাতে সদ্যঃ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইল। (৩৮) অতএব তীর্থপদ ভগবানের কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুই পাপের মূলোচ্ছেদক নহে। এতদ্ভিন্ন যেং প্রায়শ্চিত্তান্তর আছে তাহাতে রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা মনঃ মলিনই থাকে, কিন্তু ভগবৎকীর্ত্তনে সেই মনঃ একান্ত নির্ম্মল হয়, পুনরায় কর্ম্মে আসক্ত হয় না।

রাজন্! এই ইতিহাস পরম গুহ্য এবং পাপনাশক। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে কিম্বা ভক্তির সহিত অন্যকে শ্রবণ করায় (৩৯) তাহার কখন নরকে পতন হয় না। অধিক কি বলিব যমকিঙ্করেরা তাহার প্রতি দৃক্পাত করিতেও পারে না। সে ব্যক্তি যদিও দুরাচার ও অতিশয় অমঙ্গল হয় তথাচ বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। (৪০) হে মহারাজ! অজামিল মৃত্যু সময়ে পুত্রের নামে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়াছিল তাহাতে সে যখন পাপ নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবদ্ধামে গমন করিল তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তন্নাম উচ্চারণ করিলে পাপমোচন পুরঃসর ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইবেক ইহা কি আবার বলিতে হয়! (৪১)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

যমকর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মোৎকর্ষ বর্ণন দ্বারা আপন দূতদিগকে সান্ত্বনা করণ।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! ধর্ম্মরাজের দূতগণ ভগবানের দূতগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া আসিয়া আপনাদের প্রভুর নিকট অবশ্য ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। এই সমুদায় লোক যাঁহার বশবর্ত্তী, তিনি ঐ প্রকারে হতাজ্ঞ হইয়া দূতমুখে ঐ বিষয় শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে কি উত্তর করিয়াছিলেন? (১) হে যোগিবর! যমের দণ্ড ভঙ্গ হয় ইহা কস্মিন্‌কালে কাহারো মুখে শ্রুত হয় নাই, এ বিষয়ে সকল

লোকেরই সুমহৎ সংশয় হইবেক। আপনি ব্যতীত অন্য কেহ এ সংশয় ছেদন করিতে পারিবেক না, আমার নিশ্চয় জানা আছে। অতএব কহিতে আজ্ঞা হউক। (২)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ভগবানের দুতেরা যমদূতদিগকে নিরস্ত করিয়া দিলে তাহারা ভগ্নচিত্ত হইয়া আপনাদের প্রভু ধর্ম্মরাজ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। (৩) যমদুতেরা যমের নিকট নিবেদন করিল প্রভো! জীবলোকের শাসনকর্ত্তা কয় জন আছেন? আমরা তো দেখিতে পাই জীব তিন প্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে কিন্তু তাহার কর্ম্ম ফল প্রকটিত করণের কারণ কয়টী? (৪) যদি বহুতর শাসনকর্ত্তা ও দণ্ডধারী থাকেন তাহা হইলে সেই সকল শাসনকর্ত্তাদিগের পরস্পর বিরোধ স্থলে কাহারো প্রতি সুখ ও দুঃখ উভয়ই হইতে পারে এবং তাঁহাদের ঐকমত্যস্থলে কাহারো প্রতি ঐ উভয়ই হইতে পারে না। (৫) কর্ম্মী পুরুষ বহুতর, তাহাদের কর্ম্মফলের ব্যবস্থা নিমিত্ত যদি শাস্তাও বহুতর হয় তাহা হইলে শাস্তৃত্ব ঘটে বটে কিন্তু তাহাতে সর্ব্বশাস্তায় মুখ্য যে শাস্তৃত্ব, তাহা মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তি শাসনকর্ত্তাদিগের শাস্তৃত্বের ন্যায় একদেশে উপচার মাত্র হইয়া পড়ে অর্থাৎ যেমন চক্রবর্ত্তীই মুখ্য শাস্তা, মণ্ডলবর্ত্তি রাজাদের শাস্তৃত্ব উপচার মাত্র তাহার ন্যায়, সর্ব্বশাস্তার শাস্তৃত্ব অন্য শাসনকর্ত্তায় উপচরিত হইয়া পড়ে। (৬) অতএব যেহেতু শাসনকর্ত্তার বহুত্ব ঘটে না এইহেতু আমরা জানিতাম এক আপনিই ঈশ্বর সহিত প্রাণিনিকরের অধীশ্বর, শাসনকর্ত্তা এবং দণ্ডধর, আপনিই মানবদিগের শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া থাকেন। (৭) কিন্তু আপনকার বিহিত দণ্ড এক্ষণে লোকমধ্যে থাকিতেছে না, চারি জন অদ্ভুত সিদ্ধপুরুষ অবলীলাক্রমে আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গেল। (৮) আমরা আপনকার আদেশে একজন পাতকিকে বন্ধন করিয়া যাতনা গৃহে আনিতেছিলাম তাহারা হঠাৎ আগমন পূর্ব্বক আপনকার পাশ ছেদন করিয়াতাহাকে মোচন করিয়া দিল। (৯) প্রভো! যদি আমাদের হিত ইচ্ছা করেন তবে তাহারা কে, বলুন, আপনকার নিকট আমরা অবগত হইতে বাসনা করি, নচেৎ আমরা অজ্ঞানতঃ তাহাদের অবজ্ঞা করিলে তজ্জন্য আপনকারও মন্দ হইতে পারিবে। হে দেব! ঐ ব্যক্তিদিগের অতর্ক্য প্রভাব, সেই পাতকী "নারায়ণ" এই শব্দটী উচ্চারণ করিবামাত্র তাহারা "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিতেং দ্রুতগতি আগমন করিয়াছিল। (১০)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! প্রজা সংযমনকারী যম নিজ দুতগণের এই প্রকার জিজ্ঞাসায় প্রীত হইয়া ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ স্মরণ করত প্রতিবচন প্রদান করিলেন। (১১)

যম কহিলেন অহে দুতগণ! আমা ভিন্ন অন্য এক ব্যক্তি এই জঙ্গম ও স্থাবর সকলের সর্ব্ব প্রধান অধীশ্বর আছেন। আমি তাঁহার কিঙ্কর, তাঁহার নিয়োগে জঙ্গম পদার্থ সকলের ঈশ্বর হইয়াছি, তন্মধ্যেও কেবল পাপি মনুষ্যদের উপরেই প্রভুত্ব করিতে আমার ক্ষমতা আছে। যেমন সূত্র সকলে বসন ওত প্রোত থাকে তাহার ন্যায় যাঁহাতে এই বিশ্ব ওত প্রোত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার অংশ স্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে, এই সমস্ত লোক নাসিকা প্রোত বলীবর্দ্দের ন্যায় যাঁহার বশে চলিতেছে, (১২) অপর যিনি রজ্জুতে বলীবর্দ্দ বন্ধনের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা বাক্য রূপ নিজ সূত্রে লোক সকলকে বন্ধন করিয়াছেন, অধিকন্তু এই সকল জীব, যাহারা নাম ও কর্ম্মরূপ বন্ধন দ্বারা বদ্ধ, ইহারা চকিত হইয়া যাঁহার নিমিত্ত বলি বহন করিতেছে, অর্থাৎ যাঁহার অধীনে রহিয়াছে এবং কর্ম্ম করিতেছে,

(১৩) অপিচ যাঁহার লীলা অচিন্ত্য, অতএব আমি মহেন্দ্র, নিঋ্ঁতি, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, এবং সিদ্ধগণ, (১৪) তথা অন্যান্য প্রধান২ দেবতা, যাঁহারা এই বিশ্বের স্রষ্টা, আর ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি, যাঁহারা কদাচ রজঃ ও তমোগুণ স্পর্শ করেন না, এ সকল ব্যক্তি সত্ত্ব প্রধান হইয়াও যাঁহার চেষ্টিত জানিতে পারেন নাই, হে দূতগণ! ঐ সকল হইতে ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তি সকল, যাহারা মায়া কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট, তাহারা তাঁহাকে জানিবে সম্ভাবনা কি? (১৫) অপর মায়া মোহিতত্ব প্রযুক্ত কেহই যাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন্ না এবং যিনি ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ও নহেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, চিত্ত এবং বাক্য, ইত্যাদি কোন উপায় দ্বারাই প্রাণিগণ যাঁহাকে দেখিতে পায় না, অথচ যিনি সকল জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে দ্রষ্টা স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। অতএব রূপাদি যেমন চক্ষুঃ প্রকাশ করিতে পারে না তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি যাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ, এ প্রকার অধীশ্বর এক ব্যক্তিমাত্র আছেন। (১৬) তিনি আত্মতন্ত্র, সকলের প্রভু, পরম মায়াধিপতি, অতিশয় মহাত্মা। তোমরা যে সকল ব্যক্তির কথা কহিতেছ আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে তাহারা সেই ভগবানেরই দূত। কারণ ভগবান্ হরির দূতগণ প্রায় তাঁহার তুল্য রূপ গুণ প্রভাব ও স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া মনোহর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন। (১৭) হে সেনাগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর ভৃত্যগণ সুরপূজিত, তাঁহাদিগের রূপ অতিশয় দুর্দ্দর্শ্য, অতএব তাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য, তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত মানবদিগকে শত্রু হইতে, আমা হইতে এবং অগ্নি জল ইত্যাদি সকল পদার্থ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। (১৮) তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত হইয়া কি প্রকারে অজামিলকে মোচন করত অধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাত করিলেন এমত আশঙ্কা করিও না, সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত যে ধর্ম্ম, তাহা কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষি, কি দেবগণ, কি সিদ্ধসংঘ, কি অসুরনিকর, কি বিদ্যাধর, কি চারণ কেহই জানেন না, মনুষ্যেরা কি প্রকারে জানিতে পারিবেক? (১৯) কেবল স্বয়ম্ভু, শম্ভু, নারদ, সনৎকার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, এবং আমি, (২০) আমরা দ্বাদশ জনেই ভাগবত ধর্ম্ম অবগত আছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় গুহ্য, অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু জানিতে পারিলে তদ্দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। (২১)

হে সেনাগণ! নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই ইহলোকে পুরুষদিগের পরম ধর্ম্ম, তাহাকেই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। (২২) হে পুত্র সকল! ভগবন্নামোচ্চারণের মাহাত্ম্য দেখ, কেবল নাম উচ্চারণ করিয়া মহাপাপা অজামিলও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইল। (২৩) অতএব ভগবানের গুণ কর্ম্ম ও নাম এই সকলের যে সম্যক্ কীর্ত্তন, তাহা পুরুষদিগের পাপ ক্ষয়মাত্রে উপযোগী এমত বলিতে পারি না, কারণ মহাপাপা অজামিল অশুচি ও মুমূর্ষু সময়ে অসুস্থচিত্ত হইয়াও নারায়ণ বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করাতে কেবল তাহার পাপ নির্হার হইল এমত নহে সে মুক্তিও প্রাপ্ত হইল। (২৪) যদি বল ভগবন্নাম স্মরণমাত্রে যদি অশেষ কলুষ ক্ষয় হয় তবে দ্বাদশবার্ষিক ইত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক স্মৃতি সকল কেন? উত্তর, ঐ সকল স্মৃতিকার মন্বাদি মহাজনের মতি দৈবী মায়া দ্বারা অত্যন্ত বিমোহিত হইয়াছিল, সুতরাং এই গুহ্য নাম মাহাত্ম্য না জানিয়া তাঁহারা দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত স্মরণ করিয়াছেন। অপর অর্থবাদ দ্বারা মনোহর যে সকল বেদ বিধি তাহাতেই তাঁহাদের চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া ছিল, অতএব আপনারাও শ্রদ্ধা সহকারে বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি গুরুতর যাগ যজ্ঞেই প্রবৃত্ত থাকিতেন। (২৫)

হে বৎসগণ! যে সমস্ত সুবুদ্ধি মানব এই সকল বিবেচনা করিয়া ভগবান্ অনন্তে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তিযোগ বিধান করেন তঁহারা কদাচ আমার দণ্ড প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহেন, তাঁহাদের পাপ হইতেই পারে না, যদি কদাচিৎ হয় ভগবন্নাম কীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। (২৬) অতএব এক্ষণে তোমরা আমার অনুশাসন বচন শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করিয়া রাখ। যে সকল সাধু ভগবানের শরণাপন্ন, সর্ব্বত্র সমদর্শী, দেবগণ ও সিদ্ধগণ অনুক্ষণ যাঁহাদের পবিত্র কথা বর্ণন করিয়া থাকেন, তোমরা কদাচ সেই সকল সাধুর নিকটে যাইও না, তাঁহাদিগকে ভগবানের গদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে, অতএব তাঁহাদিগের দণ্ড বিধানে আমরাও সমর্থ নহি কালও সমর্থ নহেন। (২৭) পরন্তু যে সকল মানব অসাধু, নিষ্কিঞ্চন পরমহংস সমূহ সঙ্গবিহীন হইয়া অজস্র যাঁহার সেবা করেন সেই মুকুন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ রস পানে বিমুখ, নিরয়ের বর্ম্ম স্বরূপ যে স্বধর্ম্ম শূন্য গৃহ তাহাতেই বদ্ধতৃষ্ণ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন করিও। (২৮) অপিচ যাহাদের জিহ্বা কখন ভগবানের গুণ বর্ণন অথবা নামোচ্চারণ না করে, যাহাদের চিত্ত ভগবানের চরণারবিন্দ স্মরণ না করে, যাহাদের মস্তক কখন ভগবানের প্রতি প্রণত না হয়, যাহারা একবারো ভগবদ্ব্রত করে নাই, সেই সকল অসৎ মানবকে আমার নিকট আনিও। (২৯)

ধর্ম্মরাজ আপনার ভৃত্যদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া তদনন্তর ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার স্বীয় পুরুষেরা যে অন্যায্য কর্ম্ম করিয়া আসিল পুরাণ পুরুষ সেই ভগবান্ আপনিই তাহা ক্ষমা করুন। আমরা তাঁহার স্বকীয় লোক, মাহাত্ম্য না জানিয়া অপরাধ করিয়া এই অঞ্জলি রচনা করিতেছি, আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জন করুন। অহো! সেই ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাঁহাতে ক্ষমা অবশ্যই আছে, প্রার্থনা করি কেন? সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করি। (৩০)

যোগিবর শুকদেব এতাবৎ উপাখ্যান বর্ণন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক রাজাকে বলিলেন হে কৌরব্য! ভগবান্ বিষ্ণুর নাম সংকীর্ত্তন জগতের মঙ্গল স্বরূপ, নিশ্চয় জানিও, তদ্দ্বারা মহৎ২ পাপ সকলেরও ঐকান্তিক নিষ্কৃতি হয়। (৩১) রাজন্! ভগবান্ হরির উদ্দাম বীর্য্য সকল মুহুর্মুহু শ্রবণ অথবা কীর্ত্তনকারি পুরুষদিগের চিত্ত সুজাতা ভক্তি দ্বারা যেমন শোধিত হয় ব্রতাদি দ্বারা তাহার তদ্রূপ শোধন হয় না। (৩২) ফলতঃ যে ব্যক্তি একবার ভগবানের পাদপদ্মের মধুর আস্বাদ প্রাপ্ত হয় পাপাবহ মায়া বিষয়ে তাহার আর পুনরায় রতি হয় না। কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্যক্তি, যে তদাস্বাদে বঞ্চিত, সে কামহত হইয়া আপনার পাপ মোচনার্থ প্রায়শ্চিত্তরূপ সেই কর্ম্মই করিতে চেষ্টা পায় যাহা হইতে পুনরায় পাপ জন্মে। (৩৩)

হে রাজন্! যমকিঙ্কর সকল আপনাদের প্রভুর প্রমুখাৎ উক্ত প্রকার ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইল। তদবধি ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিকে দেখিলে "অহে! এ ব্যক্তি আমাদিগকেই বিনষ্ট করিবে" এইরূপ শঙ্কা বহন করত তাহার প্রতি নেত্রপাত করিতেও ভয় করিত। (৩৪) হে কৌরব্য! মহর্ষি অগস্ত্য মলয়াচলে বসিয়া বিশ্বাসার্থ পুনঃপুনঃ ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ অর্চ্চনা করিতে২ এই গুহ্য ইতিহাস কহিয়াছিলেন। (৩৫)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রজা সৃষ্ট্যর্থ দক্ষ কর্ত্তৃক তপস্যা দ্বারা হরির আরাধন।

রাজা পরীক্ষিত কহিলেন ব্রহ্মন্! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সুর-অসুর-নর এবং নাগ-মৃগ-পক্ষি ইত্যাদি সৃষ্টির কথা আপনি (তৃতীয় স্কন্ধে) সংক্ষেপে যাহা কহিয়াছেন (১) তাহারই বিস্তারিত বিবরণ আপনকার নিকট অবগত হইতে বাসনা করি। অপর পরম পুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রত্যেক সর্গে যে শক্তির দ্বারা যে প্রকারে সৃষ্টি করেন সেই শক্তি ও সেই প্রকারও বিদিত হইবার নিমিত্ত অভিলাষ হইতেছে।

এতাবদ্বর্ণনের পর পুরাণবক্তা সূত শৌনকাদি মুনিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে ঋষিবর্য্য বর্গ! মহাযোগী ব্যাসপুত্র শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের উক্ত প্রকার প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হইলেন এবং আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন। (২)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! প্রাচীনবর্হির পুত্র দশ প্রচেতা সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন অবনীমণ্ডল বিবিধ বৃক্ষ লতায় পরিবৃত হইয়াছে। হে কুরুবংশাবতংস! পৃথিবী ঐ রূপে বৃক্ষলতাকীর্ণ হইবার কারণ এই, নারদের উপদেশে প্রচেতারা নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করাতে রাজবিরহে পৃথ্বীতলে কৃষ্যাদি হয় নাই। (৩) তপস্যা করাতে প্রচেতাদের ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়াছিল ধরামণ্ডলকে ঐ রূপ তরুলতাক্রান্ত অবলোকন করিবামাত্র তাঁহারা বৃক্ষ সকলের উপরে কোপান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং ঐ সকলকে দগ্ধ করিয়া নির্ম্মূল করিবার মানসে তৎক্ষণাৎ আপনাদের মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। (৪)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই বায়ু ও অগ্নি দ্বারা দ্রুম সকল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে বৃক্ষদের রাজা ভগবান্ সোম প্রচেতাদিগের কোপ শান্তি কামনায় তাঁহাদিগকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন (৫) হে মহাভাগ গণ! দ্রুম সকল অতি দীন, ইহাদিগের দ্রোহ করা তোমাদের উচিত হয় না। তোমরা প্রজাদিগের পতি, প্রজাদিগকে বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, বৃক্ষ সকলকে এরূপে নির্ম্মূল করা তোমাদের অতিশয় অকর্ত্তব্য। (৬) অহে বৎসগণ! প্রজাপতিদিগের পতি ভগবান্ পৃথিবীস্থ বৃক্ষ ও ওষধি সকলকে ভক্ষ্য ও অন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব অচর বস্তু সকল চর ব্যক্তিদিগের খাদ্য, অপদ পদার্থ সকল পাদচারিদিগের ভক্ষ্য, হস্তবিহীন প্রাণী হস্তযুক্ত প্রাণিদিগের ভোজ্য, চতুষ্পদ জন্তু দ্বিপদ জন্তুদিগের আহার হইয়া থাকে। সেই ভক্ষ্য ভোজ্য দগ্ধ করিয়া উৎসন্ন করা প্রজাপতিদিগের উচিত হয় না। অপর হে অনঘ বৎসগণ! তোমাদের পিতা দেবদেব প্রাচীনবর্হি তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন ইহাতে তোমরা কি প্রকারে প্রজাদের উপজীব্য বৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করিতে উদ্যত হইতেছ? (৭) স্থির হও, সাধু পুরুষদিগের বর্ত্ম অবলম্বন কর, আপনাদের যে কোপ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে ইহাকে সম্বরণ কর। হে বৎসগণ! আমি তোমাদিগকে যে পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছি তোমাদের পিতা পিতামহ তথা প্রপিতামহ এই বর্ত্ম সেবন করিয়া গিয়াছেন। (৮) অপর বিবেচনা করিয়া দেখ, যেমন বালকদিগের পিতা মাতাই বন্ধু, চক্ষুর পক্ষ্মই বন্ধু, স্ত্রীলোকের পতিই বন্ধু, ভিক্ষুদিগের গৃহীই বন্ধু, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানদ পণ্ডিত জনই বন্ধু, তেমনি

প্রজাদিগের প্রজাপতিরাই বন্ধু। তোমরা প্রজাপতি, প্রজাদের জীবিকা বিনষ্ট করা তোমাদের উচিত হয় না। (৯) আর সকল ভূতেরই দেহাভ্যন্তরে আত্মা স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান্ হরি বর্ত্তমান আছেন অতএব সকল ভূতকেই ভগবান্ হরির স্থান বলিয়া অবলোকন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলেই তোমরা ভগবানের সন্তোষ জন্মাইতে পারিবে। (১০) হে বৎসগণ! যে ব্যক্তি আত্মাকে আকাশ হইতে সমুৎপতিত অর্থাৎ অকস্মাৎ উৎপন্ন জানিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা তীব্র কোপ দমন করেন তিনিই গুণ সকলকে অতিক্রমণ করিতে পারেন। (১১) অতএব তোমরা এই দীন বৃক্ষ সকলকে আর দগ্ধ করিও না, অবশিষ্ট এই সকল বৃক্ষের এবং তোমাদের মঙ্গল হউক। এই সকল বৃক্ষ একটী কন্যাকে প্রতিপালন করিয়া রাখিয়াছে, তোমাদিগকে সেই এই কন্যা সম্প্রদান করিতেছে, এ কন্যা অতি শ্রেষ্ঠা, তোমরা পাণি গ্রহণ করিয়া ইহাকে আপনাদের পত্নী কর। (১২)

হে রাজন্! সোম রাজা এই প্রকারে সান্ত্বনা করণানন্তর আপনি উদেযাগী হইয়া প্রম্লোচা অপ্সরার সেই কন্যাটী প্রচেতাদিগকে দান করিলেন। তাঁহারাও ধর্ম্মতঃ তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন। সেই কন্যার গর্ব্ভে ঐ প্রচেতাদের ঔরসে দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েন যাঁহার সৃষ্ট প্রজা সমুহে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইয়াছে। (১৩) রাজন্! ঐ দক্ষ দুহিতৃবৎসল ছিলেন, তিনি যে প্রকারে শুক্র ও মনের দ্বারা ভূত সকলকে সৃষ্টি করেন অবহিত হইয়া আমার নিকট তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করহ। (১৪)

হে কৌরববর! প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে স্বর অসুর মনুষ্য প্রভৃতি খেচর ভূচর জলচর প্রজা সকলকে মনের দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (১৫) কিন্তু ঐ প্রজাসৃষ্টি কোন প্রকারেই বর্দ্ধিত হয় নাই। তদবলোকনে ঐ প্রজাপতি প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বিন্ধ্য গিরির সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই গিরির অদূরে অঘমর্ষণ নামে যে একটী পাপহারী তীর্থ ছিল, সেই তীর্থে ত্রিসন্ধ্য স্নান করিয়া তপস্যা করত ভগবান্ হরির সন্তোষ জন্মাইতেন (১৬) এবং হংসগুহ্য নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্র পাঠ করত ভগবানের স্তব করিতেন। হে রাজন্! ভগবান্ হরি যে প্রকারে প্রজাপতি দক্ষের প্রতি পরিতুষ্ট হয়েন্ তোমার নিকট তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। (১৭)

প্রজাপতি দক্ষ এই প্রকারে স্তব করিয়া ছিলেন সর্ব্বোত্তম সেই পরাত্মাকে আমি নমস্কার করি। তাঁহার চিৎশক্তি অবিতথ। অতএব তিনি জীব ও মায়া এই দুইয়ের নিয়ামক। পরন্তু এ প্রকার হইলেও যে সকল জীবের গুণেতেই তত্ত্ববুদ্ধি, তাহারা তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পায় না, কারণ তাঁহার পরিমাণ ও সীমা নাই, আর তিনি স্বয়ং প্রকাশ পান্ এই কারণে সিদ্ধ বস্তু। (১৮) অপর গুণ অর্থাৎ বিষয় যেমন গুণির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের সখ্য অর্থাৎ প্রকাশত্ব জানে না তেমনি সখা জীবও এই দেহ রূপ পুর মধ্যে বাস করিয়া এই স্থানেই বাসকারি যে সখার ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকত্বাদি রূপ সখ্য জানিতে পারেন না, কারণ প্রপঞ্চেতেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, সেই মহেশকে আমি নমস্কার করি। (১৯)

অহো! দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চ ভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, ইহারা আত্মাকে অর্থাৎ স্বস্বরূপকে, অন্য ইন্দ্রিয় বর্গকে এবং ঐ দুইয়ের শ্রেষ্ঠ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, যদিও পুরুষ অর্থাৎ জীব এই তিন এবং এই তিনের মূলীভূত গুণ সকলকেও জানেন তথাচ তিনি ঐরূপ জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন না সেই অনন্ত ভগবান্‌কে আমি স্তব করি। (২০) যাহার দ্বারা নাম রূপ আরোপ হয় সেই

মনের দৃষ্টি স্মৃতি বিনাশ হেতু যখন উপরম অর্থাৎ সমাধি হয় তখন কেবল স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা যিনি প্রতীত হয়েন সেই শুদ্ধ হংসকে আমি নমস্কার করি, তাঁহার প্রতীতি স্থানও অতিশয় শুদ্ধ। (২১)

যিনি প্রকৃতি পুরুষ মহৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই নয় তথা তিন গুণ ও ষোড়শ বিকার স্বরূপ আপনার শক্তি দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে নিশ্চলীভূত হইয়া আছেন এবং পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ্য হইয়া থাকেন। অতএব অলৌকিক বহ্নির ন্যায় অতিশয় গূঢ় হওয়াতে বিবেকী পুরুষেরা আপনাদের বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা পূর্ব্বক নিষ্কর্ষণ করিয়া যাঁহার ধ্যান করেন (২২) সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যে মায়ার অশেষ বিশেষ, সেই মায়ার নিষেধ হওয়াতে নির্ব্বাণ সুখেতেই যাঁহার অনুভব হয় তিনিই সকলের নামধারী, তিনিই বিশ্বরূপ, তাঁহার আত্মাতে কি-রূপ শক্তি (মায়া) আছে তাহা কেহ কখন নির্ব্বচিতে পারে নাই, অতএব তিনি অবস্তু নহেন। (২৩)

অহো! যিনি স্বপ্রকাশ, সুতরাং বাক্য দ্বারা যাহা অভিহিত হয়- বুদ্ধি দ্বারা যাহা ব্যবসিত হয়- ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যাহা নিরূপিত হয়- কিম্বা মনের দ্বারা যাহা২ সংকল্পিত হয়, এ সমুদায়ই যাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না যেহেতু এ সকল পদার্থ গুণ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা এ সকল হইতে ভিন্ন, কারণ তিনি গুণ সকলের প্রলয় ও উৎপত্তি দ্বারা লক্ষ্য হয়েন। (২৪) অপর যে অধিকরণে, যে অপাদন হইতে, যে করণ দ্বারা, যৎ সম্প্রদানক, যৎকর্ম্মক, যৎকর্ত্তৃক যে প্রকারে কোন কর্ম্ম কৃত অথবা কারিত হয় তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ঐ সকলের কারণ, যেহেতু সকলের অগ্রে আপনাহইতেই সিদ্ধ আছেন। তিনি পর ও অপর সকলের, পরম কারণ এবং বিজাতীয় শূন্য। (২৫) যাঁহার অবিদ্যাদি শক্তি সকল বিবাদকারি বাদিদিগের নিকট কখন বিবাদের কখন বা সংবাদের স্থান হইয়া থাকে এবং সেই সকল বাদিদিগের আত্মাতে মুহুর্মুহু মোহ উপস্থিত করিয়া দেয় সেই অনন্ত গুণে অলঙ্কৃত পরম পুরুষ ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি। (২৬)

অহো! যে যোগ শাস্ত্রে পাদাদি আছে বলিয়া তদ্রূপে যাঁহার উপাসনার বিধি দিয়া থাকেন এবং যে সাঙ্খ্য শাস্ত্রে পাদাদি নাই বলিয়া যাঁহার উপাসনা নিষেধ করেন, পরস্পর বিরুদ্ধ সেই দুই যোগ ও সাঙ্খ্য শাস্ত্রের দ্বারা যে কিছু প্রতীত হয় সেই বৃহৎ বস্তু ব্রহ্মবিবাদেও অবিবাদের আস্পদ অর্থাৎ তাহাই পরব্রহ্ম। যোগ ও সাঙ্খ্য শাস্ত্র মধ্যে যদিও কেহ "পাদাদি আছে" এবং কেহ "পাদাদি নাই" বলিয়া বিবাদ করাতে ঐ দুইয়ের ধর্ম্ম ভিন্ন২ হউক তথাপি ঐ দুইয়ের বিধি নিষেধ এক বস্তু নিষ্ঠ হওয়াতে তাহাদের বিষয় একই হইয়াছে। সে যাহা হউক। সেই বস্তু পরম, যেহেতু বিধি নিষেধের বিষয় নহেন, এবং বিনা অধিষ্ঠানে পাদাদি কল্পনা ও বিনা বিধিতে নিষেধ অসম্ভব হওয়াতে সেই বস্তু অনুকূল অর্থাৎ ঐ দুইয়ের উপপাদকরূপেও সিদ্ধ আছেন (২৭)

অহো! যিনি প্রাকৃত নাম রূপ রহিত হইয়াও পাদমূলের উপাসনাকারি পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত অবতার সকল দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব বহু২ রূপ এবং কর্ম্ম সকল দ্বারা ভূরি২ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অচিন্তনীয়, সেই অনন্ত পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৮) যেমন বায়ু পদ্মাদি বিশেষ২ পদার্থের বিশেষ২ গন্ধ আশ্রয় করিয়া নানা গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় এবং রেণুর

ধূসরত্বাদি আশ্রয় করিয়া নানা রূপবিশিষ্ট দৃষ্ট হয় তেমনি যে ভগবান অর্ব্বাচীন উপাসনা মার্গ দ্বারা মানবগণের বাসনানুসারে দেহগত হইয়া তত্তদ্দেবতারূপে বিবিধাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ যে এক পরমেশ্বরই উপাসকদিগের বাসনানুসারে তত্তদ্দেবতারূপে বিশেষ২ ফল প্রদান করেন, সেই পরমেশ্বরই আমার মনোরথ সফল করুন, দেবতান্তরে আমার প্রয়োজন নাই। (২৯)

শুকদেব কহিলেন হে কুরুশ্রেষ্ঠ! প্রজাপতি দক্ষ ঐ প্রকার স্তুতি করিলে ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রসন্ন হইয়া সেই তীর্থেই প্রাচুর্ভূত হওত চমৎকার রূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। (৩০) ভগবানের পদদ্বয় গরুড়ের স্কন্ধোপরি অর্পিত হইয়া ছিল, আটটী বিশাল বাহু জানুপর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া রহিয়াছিল, আট হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধনুঃ বাণ খড়্‌গ পাশ এই অষ্ট দ্রব্য শোভা পাইতেছিল। কটিদেশ পীত বসনে আচ্ছাদিত, শরীর ঘন শ্যামবর্ণ। বদন ও নয়ন সর্ব্বদাই প্রসন্ন। (৩১) অপর কণ্ঠ অবধি চরণ পর্য্যন্ত বনমালা পরিব্যাপ্ত। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তুভমণি। মস্তকে মহার্ঘ কিরীট। কর্ণে মকরাকার কুণ্ডল। (৩২) অপিচ সেই ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান পদভূষণ, নূপুর, কটিভূষণ, অঙ্গুরী, অঙ্গদ ইত্যাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পুরুষোত্তম নামক ত্রৈলোক্যমোহন রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। (৩৩) রাজন্! ঐ প্রকার বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া ভগবান একাকী আবির্ভূত হয়েন নাই, নারদ নন্দ ইত্যাদি পার্ষদগণ এবং লোকপাল সকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছিলেন আর গানকারি সিদ্ধ চারণ ও গন্ধর্ব্ববর্গ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তব করিতেছিল।

হে কুরুবর্য্য! এই প্রকার মহৎ আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া প্রজাপতি দক্ষের অন্তঃকরণে ভয় জন্মিল কিন্তু অনতি বিলম্বেই হৃষ্টচিত্ত হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। (৩৪) পরন্তু কোন কথা কহিতে তাঁহার শক্তি হইল না কারণ যেমন নির্ঝরোদকে নদী সকল পরিপূর্ণ হয় তাহার ন্যায় গুরু হর্ষে তাঁহার যাবতীয় ইন্দ্রিয় দ্বার পরিপূর্ণ হইয়াছিল, অর্থাৎ সুমহৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হওয়াতে তদীয় বাগাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন শূন্য হইল সুতরাং বাক্য প্রয়োগ করিতে সামর্থ্য হইল না। (৩৫) যদিও তিনি কিছু কহিলেন না তথাচ ভগবান্ সর্ব্বভূতের চিত্তজ্ঞ, সেই প্রকার প্রণত পরম ভক্ত ঐ প্রজাপতিকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন। (৩৬)

ভগবান্ কহিলেন হে প্রচেতঃপুত্র মহাভাগ দক্ষ! মদ্বিষয়ক শ্রদ্ধা সহকারে আমাতে ভক্তি করাতেই তুমি তপঃসিদ্ধ হইলে। (৩৭) হে প্রজানাথ! তোমার তপস্যা এই বিশ্বের বৃদ্ধিকরী, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। কারণ প্রাণি সকলের বিভূতি হয় ইহাই আমার কামনা, অতএব তোমা হইতে আমার কামনা পূর্ণ হওয়াতে তোমার প্রতি আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। (৩৮) বৎস! তোমরা, (প্রজাপতি সকল) ব্রহ্মা, ভব, মনুগণ এবং দেবেশ্বরগণ, আমার বিভূতি ও প্রাণি সকলের উদ্ভবের কারণ। (৩৯) হে ব্রহ্মন্! তপস্যা অর্থাৎ যম নিয়মাদি সহিত ধ্যান আমার হৃদয়। বিদ্যা অর্থাৎ সাঙ্গ মন্ত্রজপ আমার শরীর, ক্রিয়া অর্থাৎ ভাবনাশব্দবাচ্য পুরুষব্যাপার আমার আকৃতি, যজ্ঞ আমার অঙ্গ, ধর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য অপূর্ব্ব আমার মনঃ, যজ্ঞভোক্তা দেবগণ আমার প্রাণ। (৪০)

অহে দক্ষ! অগ্রে কেবল আমিই ছিলাম, আমা ব্যতীত অন্তরস্থ কোন গ্রাহক

অথবা বহিঃস্থিত কোন গ্রাহ্য বস্তু ছিল না। অর্থাৎ কেবল চৈতন্যমাত্র ছিল, তাহাও ইন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারা ব্যক্ত হইত না। অতএব এই জগৎ সর্ব্বত্র প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল। (৪১) অনন্তর অনন্তগুণ যে আমি, আমাতে মায়া দ্বারা গুণময় বিগ্রহ এই ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকাশ পাইল সেই সময়েই আদ্য স্বয়ম্ভু অযোনিজ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। (৪২) সেই স্বয়ম্ভু আমার বীর্য্যে বর্দ্ধিত হওয়াতে সৃষ্টি কার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু যখন আপনাকে তদ্বিষয়ে অসমর্থের ন্যায় বোধ করিলেন। (৪৩) তখন আমি তাঁহাকে তপস্যা করিতে উপদেশ করিলাম তাহাতে তিনি দারুণ তপস্যা করিলেন এবং সেই তপস্যা দ্বারা আদৌ তোমাদের নয় জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করিলেন। (৪৪)

অতএব হে দক্ষ! প্রসিদ্ধ প্রজাপতি পঞ্চজনের এই কন্যা এখানে আছেন, ইহার নাম অসিক্লী, তুমি ইহাকে পত্নীত্ব রূপে প্রতিগ্রহ কর। (৪৫) স্ত্রী পুরুষের রতি ক্রীড়া রূপ যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঐ রূপধর্ম্ম শালিনী এই নারীতে ভূরিং প্রজা উৎপন্ন করিতে পারিবে। (৪৬) আমার মায়া বশতঃ তোমার পর প্রজা সকল স্ত্রীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া পুত্রাদি রূপে উৎপন্ন হইবেক এবং আমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিবেক।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বিশ্বভাবন ভগবান্ এই প্রকার কহিয়া দর্শন-কারি দক্ষের সমক্ষে স্বপ্ন লব্ধ পদার্থের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। (৪৭)

ইতি ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদের কূট বাক্যে পুত্র নাশের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎ প্রতি দক্ষের অভিশাপ।

শুকদেব কহিলেন প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণু মায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া সেই পাঞ্চজনীর গর্ভে হর্য্যশ্ব নামক দশ সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন। (১) ঐ তনয়দিগের এক প্রকার আচার ও এক প্রকার স্বভাব হইল। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টি নিমিত্ত আদেশ করিলে তাঁহারা সকলেই পশ্চিম দিগে প্রস্থান করিলেন। (২) পশ্চিমদিকে যে স্থানে সিন্ধুনদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে নারায়ণসরঃ নামে এক তীর্থ আছে, তাহা অতিশয় পুণ্যাবহ, মহাং মুনি ও সিদ্ধগণ সতত তাহার সেবা করিয়া থাকেন। (৩) দক্ষনন্দন হর্য্যশ্বগণ ঐ তীর্থে গমন করিয়া তাহার জল স্পর্শ করিবা-মাত্র যদিও তাঁহাদের অন্তঃকরণের রাগাদি অশেষ মল বিশেষ রূপে নির্ধূত এবং পারমহংস্য ধর্ম্মে বুদ্ধি উদিত হইল। (৪) তথাপি পিতা প্রজাসৃষ্ট্যর্থ যে আদেশ করেন তাহাতে নিযন্ত্রিত হইয়া প্রজা সৃজন কামনায় তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ ঐ স্থান দিয়া যাইতেং দেখিলেন ঐ সকল হর্য্যশ্ব শুদ্ধসত্ত্ব হই-য়াও পিতার নিদেশে প্রজা সৃজনার্থ ঐ রূপ উদ্যুক্ত রহিয়াছেন। (৫) অতএব দেবর্ষি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন অহে হর্য্যশ্বগণ! তোমরা বালক! কি খেদের বিষয়! পালক হইয়াও তোমরা এমত মূর্খ, প্রজাসৃষ্ট্যর্থ তপস্যা করিতেছ! ভূমির অন্ত না জানিয়া কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিবে? (৬) তথা যেখানে একমাত্র পুরুষ সেই রাজ্য, এবং যাহা হইতে কাহাকেও কখন নির্গত হইতে দেখা যায় নাই সেই বিল, আর যাহার বহু রূপ সেই স্ত্রী এবং যিনি পুংশ্চলীর পতি সেই পুরুষ, (৭)

অপর সেই নদী যাহা উভয়দিকে বহিতেছে, অথবা সেই গৃহ যাহা পঞ্চবিংশতি পদার্থ দ্বারা অতিশয় অদ্ভুত, এবং সেই চিত্রধ্বনি যুক্ত হংস, অপর যাহা বজ্র দ্বারা নির্ম্মিত, স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং ভ্রমণশীল সেই বস্তু, (৮) এ সকল না জানিয়া কি রূপে সৃষ্টি করিবে? তোমাদের পিতা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন তাঁহার অনুরূপ আদেশ কি, তাহাও বিশেষ রূপে অগ্রে জানা কর্ত্তব্য, তাহা না জানিয়া সৃষ্টি নিমিত্ত সত্বর হওয়া উচিত হয় না। (৯)

হর্য্যশ্বগণ পরস্পর বিচার করিতে২ কহিতে লাগিলেন দেবর্ষি "ভূমির অন্ত না জানিয়া" ইত্যাদি যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই, ভূমি অর্থাৎ ক্ষেত্র, তাহা জীবসংজ্ঞক এই লিঙ্গ শরীর, যাহা আত্মার বন্ধের কারণ। অতএব দেবর্ষির ঐ বাক্যের এই তাৎপর্য্য হইবে যে লিঙ্গ শরীরের অন্ত অর্থাৎ বিনাশ দর্শন না করিয়া মোক্ষানুপযোগি অসৎ কর্ম্ম সকল করিলে কি ফল দর্শিবেক? (১০) অপর ঐ মুনি "যেখানে একমাত্র পুরুষ আছেন সেই রাজ্য" ইত্যাদি যাহা কহিলেন তাহারও এই অর্থ যে একমাত্র ঈশ্বর সকলের সাক্ষী, তাঁহার অন্য আশ্রয় নাই, আপনিই আপনার আধার। সেই নিত্য মুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া ও তাঁহাতে সমর্পণ না করিয়া বৃথা কর্ম্ম করিলে তাহাতে কি ফল হইবেক? (১১) অপিচ দেবর্ষি "যাহা হইতে কাহাকেও কখন নির্গত হইতে দেখাযায় নাই তাদৃশ বিল না দেখিয়া" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ যেখানে গমন করিলে বিলস্বর্গ অর্থৎ পাতালগত ব্যক্তির ন্যায় তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না তাহা পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া নিরর্থক নশ্বর স্বর্গসাধন কর্ম্ম সকল করিলে তাহাতে কি ফল দর্শিবেক? (১২) আর দেবর্ষি "যাহার বহুরূপ সেই স্ত্রী" এই যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ এই বোধ হয় যে আপনার বুদ্ধি স্বৈরিণী স্ত্রীর ন্যায় মোহকারিণী ও রজঃ প্রভৃতি নানা গুণে সমন্বিতা। যে ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অন্ত প্রাপ্ত না হয় তাহার অশাস্ত্র কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইতে পারিবেক? (১৩) অপর দেবর্ষি "পুংশ্চলীর পতি সেই পুরুষ" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, মায়াসঙ্গ বশতঃ যাঁহার ঐশ্বর্য্য ভ্রংশিত হইয়াছে অতএব কুৎসিত ভার্য্যার ভর্ত্তার ন্যায় যিনি সেই মায়ার সুখ দুঃখরূপ গতির অনুগমন করিয়া থাকেন সেই জীবকে যে পুরুষ না জানে তাহার অবিবেক কৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল দর্শিবেক? (১৪)

অপিচ দেবর্ষি "সেই নদী যাহা উভয়দিকে বহিতেছে" এই যে কথা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, সংসার মধ্যে সৃষ্টি ও প্রলয়কারিণী যে মায়া আছেন ইনিই নদী স্বরূপ, কারণ সৃষ্টি ও প্রলয় ইহার দুই প্রবাহ, দুইদিকে বহনশীল। যদিও তপস্যা ও বিদ্যা ইত্যাদি ঐ নদীর বেলাকুল অর্থাৎ নির্গম স্থান, তথাপি নির্গম প্রতিবন্ধার্থ তাহার সমীপে ক্রোধ অহঙ্কার ইত্যাদি রিপু অতিশয় বেগিত হইয়া আছে। ঐ বেগে বিবশ হইয়া যে পুরুষ উক্ত নদীর তথ্য বিচার না করে তাহার মায়িক কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল দর্শিবেক? (১৫) অপর দেবর্ষি "সেই গৃহ যাহা পঞ্চবিংশতি পদার্থের দ্বারা অতিশয় অদ্ভুত" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, অন্তর্যামী পুরুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অত্যাশ্চর্য্য আশ্রয়, তিনি কার্য্য কারণ সংঘাতের অধিষ্ঠাতা, তাঁহাকে যে ব্যক্তি না জানে, তাহার মিথ্যা স্বাতন্ত্র্য কৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইবেক? (১৬) আর দেবর্ষি "বিচিত্র কথা যুক্ত হংস" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর প্রতিপাদক শাস্ত্রে চিৎ ও জড়রূপ বস্তু

বিশেষ রূপে বিবেচিত হয় অতএব তাহা হংস স্বরূপ, ঐ শাস্ত্র কিং কর্ম্মে বন্ধ ও কিং কার্য্যে মোক্ষ হয় তাহা দর্শাইয়া থাকে সুতরাং তাহার কথা সকল বিচিত্র, ঐ শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ না জানিয়া বহির্মুখ কর্ম্মমাত্র করিলে তদ্দ্বারা কি ফল দর্শিবেক? (১৭) অপর দেবর্ষি ক্ষুর ও বজ্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত স্বয়ং ভ্রমণশীল যে বস্তুর কথা বলিয়াছেন তাহার অর্থ সুতীক্ষ্ণ কালচক্র, কারণ তাহাই স্বয়ং ভ্রমণশীল এবং এই সমস্ত জগৎকে নিষ্কর্ষিত করিতেছে, অতএব তাহা স্বতন্ত্র। সেই কালচক্রের বিষয় না জানিয়া অসৎ কর্ম্ম সকল করিলে কি লভ্য হইবেক? (১৮) আর নারদ আমাদিগকে বলিলেন তোমাদের স্বপিতার অনুরূপ আদেশ কি, তাহা বিশেষরূপে না জানিয়া কি প্রকারে সৃষ্টি করিবে? ইহারও তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে শাস্ত্রই আমাদের স্ব পিতা, কারণ তাহা দ্বিতীয় জন্মের কারণ, নিবর্ত্তকই তাহার আদেশ। সেই নিবর্ত্তক আদেশ যে ব্যক্তি না জানে সে গুণময় প্রবৃত্তি মার্গে বিশ্বাসবান্ হইয়া সৃষ্টি ইত্যাদি কার্য্যে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইতে পারে? (১৯)

হে রাজন্! এই প্রকার নিশ্চয় করণানন্তর দক্ষাত্মজ হর্য্যশ্বগণ ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক দেবর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেই পথে প্রস্থান করিলেন যাহা হইতে পুনরায় আবৃত্তি হয় না। (২০) দেবর্ষিও স্বরব্রহ্ম ভগবান্ হৃষীকেশের পদাম্বুজে আপনার মনঃ সম্পূর্ণরূপে নিবেশিত করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। (২১)

কিয়ৎ কাল গত হইলে প্রজাপতি দক্ষ দেবর্ষি নারদেরই প্রমুখাৎ শুনিলেন তাঁহার ঐ পুত্রগণ, যাহারা সুশীলতা দ্বারা সর্ব্বদা শোভা পাইত, অদর্শন হইয়াছে। অতএব তিনি বিষণ্ণ হইয়া তাহাদের নিমিত্ত শোক সন্তাপ করিতে লাগিলেন। সৎপুত্রবত্ত্বই শোকের স্থান, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৎসন্তান হর্য্যশ্বগণের নিমিত্ত দক্ষের শোক না হইবেক কেন? (২২)

হে রাজন্! দক্ষ শোকাকুল হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া গেলেন। প্রজাসৃষ্টি নিমিত্ত দক্ষের অন্তঃকরণ উৎসুক ছিল, সান্ত্বিত হইয়া পুনরায় প্রজাসৃজন মানসে আপনার পত্নী সেই পাঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্ব নামে সহস্র সংখ্যক পুত্র উৎপন্ন করিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ সবলাশ্ব নামক এই পুত্রদিগকেও প্রজাসৃষ্ট্যর্থ আদেশ করিলে ইহারাও ধৃতব্রত হইয়া সেই নারায়ণ সরোবরে গমন করিলেন যেখানে ইহাঁদের পূর্ব্বজ ভ্রাতৃগণ তপঃসিদ্ধ হইয়াছিলেন। (২৩) হে রাজন্! নারায়ণ সরোবরের পবিত্র জল স্পর্শ করিবামাত্রে সবলাশ্বগণের পাপ নির্ধূত ও চিত্ত সংশোধিত হইল। তাঁহারা পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণব জপ করত সুমহৎ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। (২৪) কএক মাস জলমাত্র ভক্ষণে কএক মাস বায়ুমাত্র ভোজনে যাপন করিয়া ছিলেন এবং এই মন্ত্র অভ্যাস করত মন্ত্রপতি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন, (২৫) যথা-পরম পুরুষ মহাত্মা নারায়ণ, বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণের আশ্রয়, পরম হংসরূপী, তাঁহাকে চিন্তা করি। (২৬)

হে রাজেন্দ্র! সবলাশ্বগণ প্রজাসৃষ্টি কামনায় এই প্রকার তপস্যায় প্রবৃত্ত আছেন এই সময়ে এক দিন দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকটে আগমন করিলেন এবং পূর্ব্বে হর্য্যশ্বদিগকে যেমন কূটবাক্যে কহিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও সেই প্রকার কহিলেন। (২৭) নারদ বলিলেন অহে দক্ষনন্দন সবলাশ্বগণ! আমি যে উপদেশ

বাক্য বলি, শ্রবণ কর। ভ্রাতৃবৎসল হইয়া আপনাদের অগ্রজগণের পদবী অবলোকন কর। (২৮) অহে যে ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতা আপনার ভ্রাতার প্রকৃষ্ট গতির অনুগামী হয় তাহার পুণ্যই বন্ধু, ভ্রাতৃবৎসল দেবগণ তাহাকে লইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। (২৯)

হে আর্য্যরাজবর্য্য! দেবর্ষি নারদ এতাবন্মাত্র কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার দর্শন ব্যর্থ হয় না, সুতরাং তাঁহার ঐ কথায় সবলাশ্বগণও অগ্রজ ভ্রাতৃগণের বর্ত্মানুবর্ত্তী হইলেন। (৩০) তাঁহারা প্রত্যগ্‌বৃত্তি লভ্য সমীচীন ও অনুকূল পথে প্রস্থান করিয়াছেন অতএব গতা নিশার ন্যায় অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন না।

হে রাজন্! এদিকে প্রজাপতি দক্ষের অকস্মাৎ বহুং উৎপাত দর্শন হইতে লাগিল, কিয়দ্দিন পরেই শুনিলেন নারদের মন্ত্রণায় সবলাশ্ব নামক পশ্চাজ্জাত পুত্রগণও বিনষ্ট হইয়াছে। (৩১) অতএব তিনি পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া নারদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। দেবর্ষি অগ্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে পুত্রদিগের পারমহংস্য ধর্ম্মে নিষ্ঠার কথা শুনিলে দক্ষ বিরক্ত হইবেন অতএব তিনি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ নিকটে গেলে দক্ষ রোষাবেগ বশতঃ কম্পিতোষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। (৩২)

দক্ষ কহিলেন অহে! তোমার বেশই সাধুর তুল্য, বস্তুতঃ সাধু নহ, কারণ আমার পুত্রগণের প্রতি অতিশয় অসাধু ব্যবহার করিয়াছ। আমার তনয়েরা স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিল, তুমি তাহাদিগকে ভিক্ষুর বর্ত্ম উপদেশ করিলে, এ কি সাধুর কর্ম্ম? (৩৩) ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্রে তিন ঋণে ঋণী হয়, আমার ঐ পুত্রগণের সেই ঋণত্রয় মোচন হয় নাই, তাহারা কর্ম্ম সকলের বিচার করে নাই ইহাতে তাহাদের ঋষি ঋণ মোচনই হয় নাই, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান তদনন্তর করিতে হয় ঐ দুই কার্য্য করিয়া দেবঋণ ও পিতৃঋণ হইতে কি প্রকারে মুক্ত হইল? যাহা হউক, তুমি অতিশয় পাপী, বিষয় ভোগ ত্যাগ করাইয়া আমার সেই পুত্রদিগের কেবল ইহলোকের শ্রেয়ঃ ব্যাহত করিলে এমত নহে তাহাদের মোক্ষে অধিকার না হওয়াতে পরলোকেও শ্রেয়োবিঘাত করিলে। (৩৪) তুমি অতি নির্দয়, বালকদিগের পুত্রাদি বিষয়িকা বুদ্ধির ভেদ করিয়া দাও। কি আশ্চর্য্য! তুমি এ প্রকারে ভগবানের যশোনাশক হইয়া কি রূপে তাঁহার পার্ষদগণ মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও! কি নির্লজ্জ? (৩৫) অহে! আমি দেখিতেছি তোমা ভিন্ন সকল ভাগবত পুরুষই ভূতগণে অনুগ্রহ করিতে তৎপর। কিন্তু তুমি লোকের সৌহৃদ্য বিনষ্ট কর এবং নির্ব্বৈর লোকদিগের উপরে বৈরিতা করিয়া থাক। এ প্রকারে প্রাণি সকলের বিপ্রিয় করিয়া তোমার কি লজ্জা হয় না? (৩৬) যদি তুমি এমত মনে কর যে বৈরাগ্য হইতে উপশম ও উপশম হইতে স্নেহপাশ ছেদন হইয়া থাকে এবং বিরক্ত পুরুষের ঋণত্রয় অপাকরণ অনাবশ্যক, তথাপি জ্ঞান ব্যতিরেকে মিথ্যা এপ্রকার বেশ ধরিয়া ঐ প্রকারে মতি বিচলিত করিলে তাহাতে পুরুষদের কখনই বৈরাগ্য হইতে পারে না, বৈরাগ্য না হইলে উপশম কোথা হইতে হইবেক, উপশম না হইলে স্নেহপাশ নিকৃন্তনেরই বা সম্ভাবনা কি? (৩৭)

অহে ঋষি! অনুভব না করিলে পুরুষ কখন বিষয় সকলের তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ তাহা যে দুঃখের কারণ ইহা জানিতে পারেন না। বিষয় অনুভব করিয়া তীক্ষ্ণত্ব জানিতে পারিলে তাহাতে যদ্রূপ নির্ব্বেদ জন্মিয়া থাকে অন্যের উপদেশে ভিন্নবুদ্ধি হইলে তদ্রূপ হয় না। (৩৮) যাহা হউক। আমরা সাধু, গৃহমেধী, কখন কাহারো বিপ্রিয় করিতে জানি না, তুমি আমাদের এই যে দুঃসহ বিপ্রিয় করিলে তাহা আমরা সহি-

ষ্ণুতা করিলাম (৩৯) কিন্তু তুমি সন্তানোচ্ছেদক, আমার যে অভদ্র অর্থাৎ পুত্রগণের স্থান ভ্রংশ করিয়া অমঙ্গল করিলে, তজ্জন্য লোক মধ্যে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইবে না। (৪০)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! দেবর্ষি নারদ সাধুসম্মত পুরুষ, পুত্র শোকার্ত্ত হইয়া প্রজাপতি দক্ষ ঐ রূপ অভিশাপ দিলে তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন কারণ প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হইয়াও যে সহিষ্ণুতা করা তাহাই সাধুবাদ। (৪১)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দক্ষ সৃষ্ট ষষ্টিকন্যার পৃথক্২ বংশ বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! তদনন্তর প্রচেতঃপুত্র দক্ষ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার অনুনয়ে স্বীয় অসিক্লী নাম্নী ভার্য্যায় ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপন্ন করিলেন। সেই কন্যাগুলি সকলেই অতিশয় পিতৃবৎসলা হইল। (১) তিনি ঐ ষাইটটী কন্যার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, তেরটী কশ্যপকে এবং সাতাইশটী চন্দ্রকে দান করিলেন। অপর ভূত অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব এই তিন মুনিকে দুই দুইটী দান করিয়া অবশিষ্ট চারিটী কন্যা তার্ক্ষ্যকে সম্প্রদান করিলেন। (২) হে রাজন্! প্রজাপতির সকল কন্যাই পুত্রবতী হয়, তাহাদের পৃথক্২ নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি দ্বারাই ভুবন পরিপূর্ণ হইয়াছে। (৩)

হে মহারাজ। ভগবান্ ধর্ম্ম যে দশটী দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন তাঁহাদের এই২ নাম, যথা—ভানু, লম্বা, ককুদ্, যামী, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা, এবং সঙ্কল্পা। ইহাদিগের প্রত্যেকের বংশ বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করহ। হে রাজন্! ভানুর পুত্র দেবর্ষভ, তাহার সন্তান ইন্দ্রসেন। অপর লম্বা নাম্নী যে ধর্ম্মপত্নী, তাহার গর্ব্ভে বিদ্যোত নামা এক পুত্র হয়, তাহার সন্তান মেঘ সকল। (৪)

রাজন্! ককুদ নামে যে ধর্ম্মপত্নী, তাঁহার পুত্র সঙ্কট। ঐ সঙ্কটের সন্তান সেই কীকট, যাহা হইতে পৃথিবীর দুর্গ সকল অর্থাৎ দুর্গাভিমানী দেবতা সকল উৎপন্ন হন্। অপর যামীর পুত্র স্বর্গ, যাহা হইতে নন্দির উৎপত্তি হয়। (৫) রাজন্! বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ. লোকে তাহাদিগকে অপ্রজা বলিয়া থাকে। এই রূপ সাধ্যার সন্তান সাধ্যগণ, তাঁহাদের তনয় অর্থসিদ্ধ। অপর মরুত্বতীর গর্ব্ভে দুই পুত্র হয়; তাহাদের নাম মরুত্বান্ ও জয়ন্ত। তন্মধ্যে জয়ন্ত বাসুদেবের অংশে উৎপন্ন হন্ এই নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে উপেন্দ্র বলিয়া জানেন।

হে রাজন! মুহূর্ত্তার গর্ব্ভে মৌহূর্ত্তিক নামে দেবগণ উৎপন্ন হয়েন, তাঁহারা প্রাণিদিগকে স্বস্ব কালজাত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অপর সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প, তাহার পুত্র কাম। (৬)

হে রাজন্! বসুর পুত্র অষ্ট বসু, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু এবং বিভাবসু, এই অষ্ট বসু। (৭) তন্মধ্যে দ্রোণের পত্নী অভিমতি। তাহার গর্ব্ভে হর্ষ, শোক, ভয়, ইত্যাদি পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রাণের ভার্য্যা ঊর্জস্বতী, তাহার পুত্র সহ, আয়ু ও পুরোজব। (৮) ধ্রুবের পত্নী ধরণী,

তিনি বিবিধ পুত্র প্রসব করেন। অর্কের বনিতা বাসনা, তাহাতে তর্ষ আদি বহুতর তনয় উৎপন্ন হয়। (৯) অগ্নির ভার্য্যার নাম বসুধারা, তাহার গর্ভে দ্রবিণক প্রভৃতি বহু পুত্র এবং স্কন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ স্কন্দকে লোকে কৃত্তিকার পুত্রও বলিয়া থাকে। সে যাহা হউক, তাহা হইতে বিশাখাদির উৎপত্তি হয়। (১০) হে রাজন্! দোষ নামক যে বসু, তাহার পত্নী শর্ব্বরী, তাহাতে শিশুমার উৎপন্ন হন, তিনি ভগবান্ হরির অংশ। অপর বাস্তু নামক বসুর ভার্য্যা আঙ্গিরসী, তাহাতে বিশ্বকর্ম্মা নামে সেই পুত্র জন্মেন যিনি শিল্পাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (১১) হে রাজন্! ঐ বিশ্বকর্ম্মা হইতে চাক্ষুষ মনু উৎপন্ন হয়েন, যাহার পুত্র বিশ্বেদেব ও সাধ্যগণ। (১২)

হে কৌরববর! বিভাবসু নামা বসুর পত্নী উষা, তিনি ঐ বসু হইতে ব্যুষ্ট, রোচিষ ও আতপ এই তিন পুত্র প্রসব করেন। ঐ তিন পুত্রের মধ্যে আতপ হইতে পঞ্চযাম অর্থাৎ দিবসের উৎপত্তি হয় যাহাতে প্রাণি সকল স্ব২ কর্ম্মে ব্যাপৃত ও জাগরিত থাকে। (১৩)

হে রাজন্! প্রজাপতি দক্ষ আপনার দুইটী কন্যা ভূতকে সম্প্রদান করাতে ভূতের দুই ভার্য্যা হয়। এক্ষণে তাহার বংশ বলি শ্রবণ কর। ভূতের সুরূপা নাম্নী ভার্য্যা রুদ্রগণকে প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম যথা—রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বহুরূপ, এবং মহান্। রাজন্! এই একাদশ রুদ্রের পার্ষদ যে সকল প্রেতাদি, তাহারা ঐ ভূতের অন্য ভার্য্যায় উৎপন্ন হয়। (১৪)

হে রাজন্! অঙ্গিরা প্রজাপতির দুই ভার্য্যা স্বধা ও সতী। তন্মধ্যে স্বধানাম্নী পত্নী পিতৃগণকে পুত্রত্ব রূপে স্বীকার করেন এবং সতী অথর্ব্বাঙ্গিরস নামে এক দেবকে পুত্রীকৃত করিয়াছিলেন। (১৫)

রাজন! কৃশাশ্ব প্রজাপতির দুই ভার্য্যা হয় যথা—অর্চ্চি ও ধিষণা। কৃশাশ্ব ঐ দুই পত্নী মধ্যে অর্চ্চির গর্ভে ধূমকেতুকে উৎপন্ন করেন এবং ধিষণায় বেদশিরা, দেবল, বয়ুন, ও মনু এই কয় তনয় উৎপন্ন হয়।

তার্ক্ষ্যপ্রজাপতির চারি পত্নী বিনতা, কদ্রু, পাতঙ্গী ও যামিনী। তন্মধ্যে পতঙ্গী পতঙ্গগণকে প্রসব করেন, যামিনী হইতে শলভ সকল উৎপন্ন হয়। (১৬) বিনতা গরুড় ও অনুরু নামে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গরুড় সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ ভগবানের বাহন, আর অনুরু সূর্য্যদেবের সারথি। হে রাজন্! কদ্রুর গর্ভে অনেক২ নাগ উৎপন্ন হইল। (১৭) অপর হে ভারত! সোমের পত্নী কৃত্তিকা প্রভৃতি তারা সকল। কিন্তু প্রজাপতি সোম সকল পত্নীকে অবজ্ঞা করিয়া রোহিণীর প্রতি সাতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতেন অতএব অন্য কন্যাদিগের দুঃখ দর্শনে কুপিত হইয়া দক্ষ অভিশাপ দেওয়াতে ঐ প্রজাপতি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন সুতরাং তাঁহার আদৌ কোন পত্নীর গর্ভে সন্তান বা সন্ততি হয় নাই। (১৮) অনন্তর প্রজাপতি সোম বিবিধ বিনয় করিয়া দক্ষকে প্রসন্ন করিলেন তাহাতে তাঁহার কেবল কলা লাভ হইল, সন্তান সন্ততি লব্ধ হইল না। ঐ সকল কলা কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

হে রাজন্! কশ্যপের যে সকল পত্নী, তাঁহারাই সকল লোকের জননী, কারণ তাঁহাদের হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের নাম কল্যাণকর, আমি তোমার নিকট তাঁহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা, এবং তিমি, এই সকল কশ্যপ পত্নী। (১৯) ইহাদের মধ্যে তিমি হইতে যাদোগণ অর্থাৎ জলজন্তু সকল

উৎপন্ন হয়। সরমার পুত্র শ্বাপদ সকল, সুরভির সন্তান মহিষ গো এবং দ্বিখুর যুক্ত অন্যান্য পশু। তাম্রার পুত্র শ্যেন, গৃধ্র ইত্যাদি বিহঙ্গগণ। মুনির সন্তান অপ্সরা-সকল। ক্রোধবশার আত্মজ দন্দশূক ও সর্প প্রভৃতি। (২০) হে রাজন! ইলার পুত্র সর্ব্বপ্রকার ভূরুহ (বৃক্ষ লতাদি)। সুরসার সন্তান রাক্ষস প্রভৃতি। অরিষ্টার পুত্র গন্ধর্ব্বগণ। কাষ্ঠার সন্তান দ্বিখুরেতর পশুগণ। (২১)

হে ভারত! কশ্যপ প্রজাপতির দনু নাম্নী পত্নীর এক ষষ্টি সন্তান। তন্মধ্যে অষ্টাদশ পুত্র প্রধান, তাহাদিগের নাম বলি শ্রবণ কর। দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়-গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, অনু-তাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি, দুর্জয়।

রাজন! উল্লিখিত দানবগণ মধ্যে স্বর্ভানুর সুপ্রভা নামে যে এক কন্যা হয় নমুচি তাহার পাণিগ্রহণ করে। অপর বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠা নামে যে কন্যা হয় নহুষ পুত্র বলী যযাতি তাহাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন। (২২)

হে রাজন্! দনুর পুত্র যে বৈশ্বানর, তাহার চারিটী চারুদর্শনা কন্যা হয়। যথা উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা এবং কালকা। তন্মধ্যে উপদানবীকে হিরণ্যাক্ষ বিবাহ করে এবং হয়শিরা ক্রতুর পত্নী হয়। (২৩) আর পুলোমা ও কালকা এই দুই কন্যাকে প্রজাপতি কশ্যপ ব্রহ্মার অনুরোধে বিবাহ করিয়াছিলেন। (২৪) তাহা-দিগের নিবাতকবচ প্রভৃতি ষষ্টি সহস্র পুত্র হয়, সেই সকল পুত্র পৌলোম ও কালক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং শৌর্য্য বীর্য্যে অত্যন্ত উদ্রিক্ত থাকাতে যুদ্ধ বিগ্রহে অনু-রক্ত থাকিত, অপর ঋষি মুনি প্রভৃতির যাগ যজ্ঞে সর্ব্বদা ব্যাঘাত করিত, অতএব তোমার পিতামহ অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়া একাকী ঐ সকলকে নিহত করেন। হে রাজন্! ঐ কর্ম্ম দ্বারা তোমার পিতামহ দেবরাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছি-লেন। (২৫)

হে রাজন্! বিপ্রচিত্তি নামা দানব সিংহিকার গর্ভে এক শত এক পুত্র উৎপন্ন করে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাহু, তদ্ভিন্ন শত পুত্র কেতু। তাহারা সকলেই গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অতঃপর অদিতির বংশ বর্ণন করি, আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। ঐ বংশে ভগ-বান্ বিভু আপনার অংশে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে রাজন্! বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র, এবং উরুক্রম, এই কয়টী অদিতির পুত্র। (২৬) তন্মধ্যে বিবস্বান হইতে সংজ্ঞা শ্রাদ্ধদেব নামে মনুকে প্রসব করেন আর ভাগ্যবতী যামী যম ও যমুনা এই দুইটী পুত্র কন্যা উৎপন্ন করিয়া ছিলেন। (২৭) হে রাজন! ঐ যামীই বড়বা হইয়া অবনী মণ্ডলে চরিতে চরিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। অপর ছায়া ঐ বিবস্বান হইতে শনৈশ্চর ও সাবর্ণি মনু দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা যিনি সম্বরণকে পতিরূপে লাভ করেন এই সকলকে উৎপন্ন করিলেন। (২৮)

হে ভারত! অর্য্যমার পত্নী মাতৃকা, তাহার গর্ভে জ্ঞানবান বহু২ সন্তান হয়। ঐ সকল পুত্র মধ্যে আত্মানুসন্ধান বিশেষ দ্বারা ভগবান ব্রহ্মা মনুষ্যজাতি কল্পনা করিয়া দিয়াছেন। (২৯)

পূষা প্রজাপতির সন্তান সন্ততি নাই, তিনি অনপত্য ও অদন্ত পিষ্টসামগ্রী ভক্ষণ করেন। পূর্ব্বে দক্ষকে দর্শন করিয়া আপনার দশন সকল প্রকটন পূর্ব্বক উচ্চস্বরে হাস্য

করিয়াছিলেন এই কারণে তাঁহার দন্ত সকল ভগ্ন হইয়া যায়। হে রাজন্! ত্বষ্টা প্রজাপতির ভার্য্যা রচনা, তিনি দৈত্যকন্যা। তাঁহার গর্ব্ভে ঐ প্রজাপতি হইতে সন্নিবেশ ও বিশ্বরূপের উদ্ভব হয়। (৩০) যদিও ঐ বিশ্বরূপ শত্রুদিগের ভগিনীতনয় তথাপি সুরগণ যখন অবজ্ঞাত বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন তখন তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। (৩১)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেবগণ দ্বারা বৃত হইয়া বিশ্বরূপের পৌরোহিত্য করণ।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! দেবগণ বৃহস্পতির নিজের শিষ্য, তাঁহাদিগকে দেবগুরু কি কারণে পরিত্যাগ করেন? বৃহস্পতির শিষ্যগণ কি অপরাধ করিয়াছিলেন? বলিতে আজ্ঞা হউক। (১)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র একদা ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লাভে মদোন্মত্ত হইয়া সৎপথ অতিক্রমণ পূর্ব্বক মরুদ্গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয়ে পরিবৃত হইয়া অধ্যাসীন আছেন। (২) সভামধ্যস্থ সিংহাসনের সমীপে দাঁড়াইয়া সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মবাদি মুনি বিদ্যাধর অপ্সরা কিন্নর পতঙ্গ উরগ প্রভৃতি সেবা ও স্তব করিতেছে, গন্ধর্ব্বগণ সন্তোষোৎপাদনার্থে সুললিত স্বরে গীত গাইতেছে, (৩) অপর মস্তকে চন্দ্রমণ্ডল তুল্য সুচারু ছত্র এবং দুই পার্শ্বে চামর ব্যজন ইত্যাদি মহারাজচিহ্ন সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সকলে যুক্ত হইয়া দেবরাজ আপনার আসনার্দ্ধে স্বীয় প্রেয়সী শচীকে বসাইয়া তাঁহার সহিত বিরাজ করিতেছেন (৪) ইত্যবসরে দেবতাদের ও ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতি, যিনি একজন প্রধান মুনি, সুর অসুর সকলেই যাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণত হয়, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র আপনার ও দেবতাদের পরম আচার্য্য ঐ মুনিকে সভাগত দেখিয়াও প্রত্যুত্থান অথবা আসন দান দ্বারা সম্মান করিলেন না এবং আপনার আসনে থাকিয়াও গৌরব প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ চলিত হইলেন না। (৫)

হে রাজন্! দেবরাজের এই ব্যবহারে দেবগুরু তাঁহার ঐশ্বর্য্যমদ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে নির্গত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তুষ্ণীভাবে আপনার আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। (৬)

হে কৌরববর! বৃহস্পতি নির্গত হইয়া আসিবামাত্র তখনই দেবরাজের চৈতন্য হইল। গুরুকে যে অবহেলা করিলেন তাহা স্মরণ করিয়া সভামধ্যে আপনিই আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। (৭) ইন্দ্র কহিলেন আমি যে কর্ম্ম করিলাম তাহা অতিশয় অসাধু। কি খেদের বিষয়! আমি কি অল্প বুদ্ধি! আমাদের গুরু সভায় আসিয়াছিলেন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তাঁহার সৎকার না করিয়া তিরস্কার করিলাম! (৮) আমার ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিকে ধিক্! অতঃপর কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্গাধিপতির লক্ষ্মীতে লোভ করিবেক? আমি সাত্ত্বিক দেবগণের ঈশ্বর, আমাকেও এই লক্ষ্মী এবম্বিধ আসুর ভাব প্রাপ্ত

করাইল! (৯) যে সকল প্রাচীন পুরুষ কহিয়া থাকেন সিংহাসনস্থ ব্যক্তি কাহারও প্রত্যুত্থান করিবেন না, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কি, তাহা অবগত নহেন। (১০) ঐ সকল ব্যক্তি কুৎসিত বর্ম্মের উপদেশক, তাঁহারা স্বয়ং অধঃপাতে গিয়াছেন। যাহারা তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করে তাহারা প্রস্তরময় তরণীযোগে তরণেচ্ছু লোকে যদ্রূপ তরী মগ্ন হওনের পশ্চাৎ২ আপনারাও মগ্ন হয় তাহার ন্যায় অন্ধ তমোতে নিমগ্ন হইবেক, সন্দেহ নাই। (১১) যাহা হউক। এক্ষণে আমি শাঠ্য হীন হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করি। তিনি সকল দেবতার আচার্য্য এবং সুব্রাহ্মণ, তাঁহার বুদ্ধি অতি গম্ভীর, গিয়া মস্তক দ্বারা চরণে প্রণত হই। (১২)

হে রাজন্! দেবরাজ এই প্রকারে অনুতাপ করিতেছেন, বৃহস্পতি অবগত হইয়া সমধিক ত্বরা করত তাঁহার ভবন হইতে নির্গমন পূর্ব্বক অদৃশ্যা গতি প্রাপ্ত হইলেন। (১৩) অনন্তর মহেন্দ্র দেববৃন্দ সমভিব্যাহারে গুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের উপায় দ্বারা সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না; অতএব সুরগণ সহিত সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, কোন প্রকারে তাঁহার মনে স্বাস্থ্য বোধ হইল না। (১৪)

হে রাজন্! দেবরাজের এই প্রকার বিমর্ষের কথা শ্রবণ করিবামাত্র অসুরগণ আপনাদের আচার্য্য শুক্রের মত অবলম্বন পূর্ব্বক উদ্যতাস্ত্র হইয়া দেবতাদের সহিত যুদ্ধোদ্যোগ করিল। (১৫) তাহাদের তীক্ষ্ণ২ বাণ বর্ষণে দেবগণের মস্তক বাহু এবং উরু সকল নির্ভিন্ন হইতে লাগিল অতএব দেবতারা কাতর হইয়া দেবরাজের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং নতশিরা হইয়া শরণ প্রার্থনা করিলেন।

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেববৃন্দকে ঐ প্রকার আর্ত্ত হইয়া আসিতে দেখিয়া অতিশয় দয়াবিষ্ট হইলেন এবং সকরুণ বচনে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন। (১৬)

ব্রহ্মা কহিলেন হে সুরবরগণ! তোমরা অতিশয় মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ! দান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে যে সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা কর নাই (১৭) সেই অন্যায়াচরণের ফল এই পরাভব, নচেৎ তোমরা সমৃদ্ধিশালী, তোমাদের বৈরিবর্গ আপনারাই আপনাদের বৈরী অর্থাৎ হন্তা হইয়া ক্ষীণ হইতেছিল, তাহারা কি তোমাদের উপর আবার এপ্রকার প্রগল্ভ হইয়া উঠিতে পারিত? (১৮) অগো ইন্দ্র! গুরুর তিরস্কার ও সৎকারই ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, তোমাদের বিদ্বেষী অসুরগণ আচার্য্যের অতিক্রম করিয়া একেবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এক্ষণে ভক্তি পূর্ব্বক আপনাদের সেই আচার্য্যের আরাধনা করাতে পুনরায় কেমন বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠিয়াছে। (১৯) শুক্রাচার্য্যকে দেবতা জ্ঞান করাতে এখন তাহাদের এমত প্রভাব যে আমারও বাসস্থল বলে হরণ করিয়া লইল। (২০) হে দেবরাজ! শুক্রশিষ্য অসুরগণ এক্ষণে অভেদ্যমন্ত্র না হইবেক কেন? গো ব্রাহ্মণ এবং ভগবান্ গোবিন্দ ইহাঁরা যে সকল নরেশ্বরের অনুগ্রাহক, তাহাদের কদাপি অভদ্র হয় না। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদের পদে২ অমঙ্গল। (২১) যাহা হইয়া গিয়াছে এক্ষণে তাহার উপায় নাই, এখন তোমরা এক কর্ম্ম কর। ত্বষ্টৃতনয় বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং তপস্বী, পূজিত হইলে অবশ্য তোমাদিগের অভীষ্ট অর্থ বিধান করিবেন যদি তোমরা তাঁহার অসুর পক্ষপাত ক্ষমা কর। (২২)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ব্রহ্মার এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া দেবগণ ত্বষ্টৃতনয় দ্বিজবর বিশ্বরূপ ঋষি সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া

কহিতে লাগিলেন আমরা অতিথি, তোমার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তোমার মঙ্গল হউক, হে তাত! পিতৃগণের সময়োচিত কামনা পূর্ণ কর। হে বৎস! সৎপুত্রদিগের পিতৃ শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। যে সকল পুত্র পুত্রবান্, তাহাদেরও পিতৃসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে ব্রহ্মচারিদিগের কথা কি?(২৩) হে তাত! উপনয়ন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করান্ যে আচার্য্য, তিনি বেদের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, ভ্রাতা মরুদ্গণের মূর্ত্তি, মাতা সাক্ষাৎ পৃথ্বীর তনু, (২৪) ভগিনী দয়ার মূর্ত্তি, অতিথি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি, অভ্যাগত ব্যক্তি অগ্নির মূর্ত্তি, এবং সকল প্রাণী আপনার মূর্ত্তি। অর্থাৎ সকল প্রাণিতে আত্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য। (২৫) অতএব হে তাত! আমরা তোমার পিতৃগণ, দানবদিগের উৎপাতে অতিশয় আর্ত্ত হইয়াছি, আমাদের বৈরি হইতে পরাভবরূপ আর্ত্তি তপস্যা দ্বারা নিবারণ করিয়া অস্মদাদির আদেশ পালন করিতে যোগ্য হও। (২৬) হে বৎস! তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অতএব গুরু, আমরা তোমাকে উপাধ্যায় রূপে বরণ করিতে বাসনা করি, কারণ তোমার তেজঃদ্বারা সপত্নগণকে পরাভব করিতে পারিব। (২৭) হে বৎস! তুমি আমাদের কনিষ্ঠ, তোমাকে উপাধ্যায়স্বরূপে বরণ করিয়া অভিবাদন করিলে লোক মধ্যে নিন্দা হইবেক এমত আশঙ্কা করিও না যেহেতু লোকে প্রয়োজন নিমিত্ত কনিষ্ঠের পাদবন্দনকে নিন্দা করে না। অপর মন্ত্র ভিন্ন স্থলেই বয়স্ জ্যেষ্ঠতার কারণ, অতএব মন্ত্র দান করিলে তুমিই আমাদের জ্যেষ্ঠ হইবে।

শুকদেব কহিলেন মহাতপাঃ বিশ্বরূপ এই প্রকারে দেবতাদের কর্ত্তৃক পৌরোহিত্যার্থ অভ্যর্থিত হওয়াতে প্রসন্ন হইয়া কোমল বচনে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন। (২৮)

বিশ্বরূপ কহিলেন হে দেবগণ! যদিও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরা অধর্ম্মের হেতু বলিয়া পৌরোহিত্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন এবং ঐ কর্ম্ম পূর্ব্বসিদ্ধ ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারি তথাপি আপনাদিগের প্রার্থনা ভঙ্গ ভয়ে আমাকে স্বীকার করিতে হইবেক। (২৯) হে নাথগণ! আপনারা লোকদিগের ঈশ্বর, আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয় আমার সদৃশ ব্যক্তি কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইবেক? আমি আপনাদিগের শিষ্য অর্থাৎ শিক্ষণার্হ, শিক্ষাদাতাদিগকে প্রত্যাখ্যান না করাই শিষ্যের স্বার্থ। (৩০) হে অধীশ্বরগণ! যে সকল ব্যক্তি অকিঞ্চন, যাঁহাদিগের শিল অর্থাৎ ক্ষেত্রে স্বামির উপেক্ষিত শস্য কণাগ্রহণ ও উঞ্ছ অর্থাৎ হট্টাদিতে পতিত ধান্যাদি গ্রহণই ধন, আমি তাঁহাদিগের বৃত্তি দ্বারাই গৃহাশ্রমে সাধুদিগের কর্ত্তব্য সৎক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। দুর্ম্মতি লোকে যে পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইলে হর্ষান্বিত হয় আমার পক্ষে তাহা বিগর্হ্য। অতএব যদিও পৌরোহিত্য কর্ম্ম আমার অকর্ত্তব্য, (৩১) তথাপি আপনারা আমার গুরু, আপনাদের এই প্রার্থনা অত্যল্প মাত্র, অস্বীকার করা আমার উচিত হয় না। আপনাদিগের প্রার্থিত সকল বিষয় আমি প্রাণ দ্বারা ও ধন দ্বারাও সাধন করিব। (৩২)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! দেবগণের নিকট এই প্রকার প্রতিশ্রুত হইয়া মহাতপাঃ বিশ্বরূপ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক বৃত হওত পরম উদ্যম সহকারে পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। (৩৩) শুক্রাচার্য্যের বিদ্যাদ্বারা যদিও দেবদ্বেষ্টা দানবদিগের শ্রী পরিরক্ষিতা হইতেছিল তথাচ ঐ মহর্ষি নারায়ণ কবচ স্বরূপ বৈষ্ণবী বিদ্যার বলে তাহাদের নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া তাহা মহেন্দ্রকে অর্পণ করিলেন। হে কৌরব্য! দেবরাজ যে বিদ্যা দ্বারা রক্ষিত অসুর সেনা জয় করেন বিশ্বরূপ সেই বিদ্যা তাঁহাকে প্রদান করেন। (৩৪)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়।

বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের প্রতি নারায়ণ কবচোপদেশ এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রের দানব জয়।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! আপনি কহিলেন দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণ কবচ দ্বারা রক্ষিত হইয়া বাহনসহিত রিপুসেনা সমূহকে অবলীলাক্রমে জয় করত ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! ঐ কবচ কি প্রকার? দেবরাজ তদ্দ্বারা রক্ষিত হইয়া কি রূপে যুদ্ধে উদ্যতাস্ত্র শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন? কহিতে আজ্ঞা হউক।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া দেবরাজ কবচের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বরূপ তাঁহাকে নারায়ণ নামক বর্ম্ম উপদেশ দেন। ঐ বর্ম্ম যে প্রকার, ও বিশ্বরূপ যে রূপে উপদেশ করেন, বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করহ। (১)

দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলে পর বিশ্বরূপ তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিয়াছিলেন হে মহেন্দ্র! হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া পবিত্র হস্তে উত্তরাস্য হইয়া বসিবে পরে অষ্টাক্ষর অথবা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া শুচি ও বাগ্যত হইবেক। (২) তদনন্তর নারায়ণময় বর্ম্ম বন্ধন করিবেক। কোন প্রকার ভয় উপস্থিত হইলেই ঐ বর্ম্ম বন্ধন করা কর্ত্তব্য। (৩) হে দেবেন্দ্র! অঙ্গন্যাস এই প্রকারে করিতে হয়—পদদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, উদর, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, মুখ, তথা মস্তক এই সকল অঙ্গে যথাক্রমে প্রণব পুটিত মন্ত্রের এক একটী বর্ণ ন্যাস করিবেক (৪) সেই মন্ত্র এই "ওঁ নমো নারায়ণায়"। হে দেবরাজ! উল্লিখিত অঙ্গ সকলে যথাক্রমে ন্যাস না করিয়া বিপরীতক্রমে করিলেও হইতে পারিবে। অর্থাৎ পদাদি মস্তকান্তে ন্যাস না করিয়া মস্তক অবধি চরণ পর্য্যন্ত ন্যাস করিলেও হইতে পারিবেক। (৫)

উক্ত প্রকারে অঙ্গ ন্যাস হইলে তদনন্তর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা কর ন্যাস করিবেক। তন্মধ্যে "ওঁ নমো নারায়ণায়" অর্থাৎ প্রণব অবধি য় কার পর্য্যন্ত এই সকল অক্ষর মধ্যে এক একটী অক্ষর প্রণব পুটিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অবধি বাম হস্তের তর্জ্জনী পর্য্যন্ত অঙ্গুলী সকলে ন্যাস করিবেক, অবশিষ্ট চারিটী অক্ষর দুই অঙ্গুষ্ঠের আদ্য ও অন্ত্য পর্ব্বে ন্যাস করিবেক। (৬) হে সুররাজ! ঐ মন্ত্র ন্যাস না করিয়া মন্ত্রান্তর ন্যাস করিলেও হইতে পারিবেক। অর্থাৎ হৃদয়ে প্রণব, মস্তকে "বি" এই অক্ষর, ভ্রূদ্বয়-মধ্যে ষ কার, শিখায় ণ কার, নেত্রদ্বয়ে "বে" এই অক্ষর, সন্ধিস্থান সকলে ন কার, (৭) ন্যাস করিয়া শেষে "ম" এই অক্ষরকে অস্ত্র রূপে ধ্যান করত স্বয়ং মন্ত্রমূর্ত্তি হইবেক। তদনন্তর ঐ মকারকে বিসর্গযুক্ত ও ফট্ শব্দ অন্ত করিয়া সকল দিকে নির্দ্দেশ করিবেক। অর্থাৎ "মঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র পূর্ব্বাদি দিগ্বন্ধেতে নির্দ্দিষ্ট করিবেক। হে দেবেন্দ্র! সেই মন্ত্রান্তর এই "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ"। (৮)

হে সুররাজ! ঐ প্রকার ন্যাসের পর ধ্যেয় ঈশ্বরস্বরূপ সেই আত্মার ধ্যান করিবেক, যিনি ঐশ্বর্য্যাদি ছয় শক্তিতে সংযুক্ত। তদনন্তর নারায়ণ কবচাখ্য মন্ত্র যাহা পরে বলিতেছি, বিদ্যা তেজঃ ও তপস্যাই যাহার মূর্ত্তি, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেক। (৯) সেই মন্ত্র এই "যাঁহার পাদপদ্ম পতগেন্দ্র পৃষ্ঠে বিন্যস্ত, যিনি অষ্ট বাহু সমন্বিত,

এবং সেই অষ্ট বাহুতে শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ ধনুর্ব্বাণ চর্ম্ম পাশ ধারণ করিতেছেন, সেই ভগবান্ হরি আমার সর্ব্ব রক্ষা বিধান করুন। (১০) অপিচ মৎস্যমূর্ত্তি সেই ভগবান্ জলমধ্যে জলজন্তু সমূহ রূপ বরুণপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। যিনি মায়াযোগে বটু বামন হইয়াছিলেন তিনি স্থলমধ্যে আমাকে রক্ষা করুন। যিনি বিশ্বরূপ ও ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি, তিনি অন্তরীক্ষে আমাকে রক্ষা করুন। (১১) যিনি অসুর যূথপের অরি নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং যাঁহার বিকট অট্ট হাস্যে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত ও গর্ভ্ভ সকল পতিত হয় তিনি সংগ্রামোপক্রমাদি সঙ্কট স্থান সকলে আমাকে রক্ষা করুন। (১২) যিনি অবয়ব রূপ যজ্ঞ দ্বারা নিরূপণীয় হয়েন এবং আপনার দশন দ্বারা ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই প্রসিদ্ধ বরাহ আমাকে পথে রক্ষা করুন। অপর জামদগ্ন্য মূর্ত্তি সেই ভগবান্ গিরিশিখরে আমাকে রক্ষা করুন। আর ভরতাগ্রজ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র রূপী সেই প্রভু লক্ষ্মণ-সহিত প্রবাসে আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১৩) তথা ভগবান্ নারায়ণ অভিচারাদি স্বরূপ সমস্ত উগ্র ধর্ম্ম ও অনবধানতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আর নররূপী সেই প্রভু গর্ব্ব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অপর দত্তাত্রেয় রূপী সেই হরি, যিনি যোগ সকলের নাথ, তিনি যোগভ্রংশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। কপিলমূর্ত্তি সেই প্রভু, যিনি গুণসকলের ঈশ্বর, তিনি কর্ম্মবন্ধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১৪) সনৎকুমার রূপী ভগবান্ কামদেব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হয়শীর্ষ-মূর্ত্তি ভগবান্ পথে দেবহেলন অর্থাৎ দেবতাদিগকে নমস্কার না করিয়া গমন রূপ অপ-রাধ হইতে রক্ষা করুন। দেবর্ষিবর্য্য অর্থাৎ নারদরূপী ভগবান্ দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ রূপ যে দেবপূজাচ্ছিদ্র, তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কূর্ম্ম রূপী হরি অশেষ নিরয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন। (১৫) অপিচ “ধন্বন্তরি রূপী ভগবান্ অপথ্য হইতে আমাকে রক্ষা করুন। জিতেন্দ্রিয় ঋষভমূর্ত্তি ভগবান্ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভয় হইতে রক্ষা করুন। যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ জনাপবাদ হইতে পরিত্রাণ করুন। বলভদ্ররূপী ভগবান্ জননিমিত্ত উপঘাত হইতে রক্ষা করুন। শেষরূপী ভগবান্ ক্রোধ বশম্বদ সর্পগণ হইতে পরিত্রাণ করুন। (১৬) কল্কিরূপী ভগবান্, যিনি ধর্ম্ম রক্ষার্থ ঐ মহৎ অবতার স্বীকার করিয়াছেন, তিনি কলির মলস্বরূপ কাল হইতে রক্ষা করুন। (১৭)

হে দেবেন্দ্র! তদনন্তর প্রাতর্মধ্যাহ্নাদি দিন ষড়্ভাগে এবং রাত্রির প্রদোষাদি ছয় সময়ে এই প্রকার প্রার্থনা করিবেক। যথা—ভগবান্ কেশব প্রাতঃকালে গদা দ্বারা রক্ষা করুন। ভগবান্ গোবিন্দ বেণুধারী হইয়া সঙ্গবপর্য্যন্ত কালে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করুন। ভগবান্ নারায়ণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাহ্ণকালে রক্ষা করুন। ভগবান্ বিষ্ণু শঙ্খপাণি হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে রক্ষা করুন। (১৮) ভগবান মধুসূদন উগ্রধনুর্ধারী হইয়া অপরাহ্ণ কালে রক্ষা করুন। ত্রিধামা অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বররূপী ভগবান্ সায়ং-কালে রক্ষা করুন। ভগবান্ মাধব প্রদোষ সময়ে রক্ষা করুন। আর সেই এক পদ্মনাভ দেব, যিনি বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর, তিনি অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত কালে তথা অর্দ্ধরাত্র সময়ে রক্ষা করুন। (১৯) অপর সেই ভগবান্ ঈশ, শ্রীবৎসই যাঁহার ধাম, তিনি অপররাত্রে রক্ষা করুন। ভগবান্ জনার্দ্দন, যিনি অসিধারী, তিনি প্রত্যুষ কালে রক্ষা করুন। ভগবান্ দামোদর প্রভাত সময়ে রক্ষা করুন। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর যিনি কালমূর্ত্তি, তিনি প্রতিসন্ধ্যায় রক্ষা করুন। (২০)

অহো! ভগবানের এই চক্রের নেমি প্রলয়কালীন অনলের তুল্য অতিশয় তীক্ষ্ণ।

হে চক্র! তুমি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, যেমন বায়ুসখ বহ্নি শুষ্ক তৃণ দাহ করে তাহার ন্যায়, আমাদের শত্রু সেনা সকলকে অত্যর্থ দগ্ধ কর দগ্ধ কর। (২১) হে গদে! তোমার স্ফুলিঙ্গ সকলের স্পর্শ অশনির সদৃশ এবং তুমি অজিত ভগবানের প্রিয়া, আমিও সেই ভগবানের দাস। অতএব কুষ্মাণ্ড বৈনায়ক যক্ষ রাক্ষস তথা ভূত প্রেত ও গ্রহগণকে নিষ্পেষণ কর নিষ্পেষণ কর এবং শত্রু সকলকে চূর্ণ কর চূর্ণ কর। (২২) হে পাঞ্চজন্য! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর মুখমারুত দ্বারা পূরিত হইয়া ভয়ঙ্কর রব করত রাক্ষস প্রমথ ভূতপ্রেত পিশাচ প্রভৃতিকে এবং ব্রহ্মরাক্ষস ও অন্যান্য ঘোর দশন দুরাত্মা সকলকে বিদ্রাবিত কর বিদ্রাবিত কর তাহাতে শত্রুদিগের হৃদয় কম্পিত হউক। (২৩) হে অসিবর! তোমার ধার অতি প্রখর। তুমি ভগবান ঈশকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া অরিসেনা সকলকে ছেদন কর ছেদন কর। হে শতচন্দ্র! তোমাতে মণ্ডলাকার শত চন্দ্র দেদীপ্যমান। তুমি পাপিষ্ঠ বিদ্বেষ্টাদিগের চক্ষু আচ্ছাদন কর আচ্ছাদন কর, আর উগ্র দৃষ্টি ঐ সকল ব্যক্তির দৃষ্টি হরণ কর হরণ কর। (২৪)

অহো! যে সকল গ্রহ, কেতু, সর্প এবং করাল দশন হিংস্র জন্তু তথা পাপিষ্ঠ ভূত প্রেতাদি হইতে অস্মদাদির ভয় হইয়া থাকে (২৫) ভগবানের নামরূপ কীর্ত্তনে সে সমস্ত সদ্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। আর যাহারা আমাদের ইষ্টবিষয়ে ব্যাঘাত করে তাহাদেরও বিনাশ হউক। (২৬) অপর ভগবান্ গরুড়, যিনি বৃহদ্রথন্তরাদি সামরূপ স্তোত্র সকল দ্বারা স্তুত হইয়া থাকেন, বেদ সকল যাঁহার মূর্ত্তি, যাঁহাকে বিষ্বক্সেন কহা যায়, তিনি আপনার নাম সকল দ্বারা অশেষ কৃচ্ছ্র হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। (২৭) অপিচ ভগবানের নাম রূপ যান বাহন এবং অস্ত্র শস্ত্র তথা প্রধান২ পার্ষদগণ আমাদিগের বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনকে অশেষ আপদ হইতে রক্ষা করুন। (২৮) অহো! মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই সমস্ত জগৎ বস্তুতঃ ভগবানেরই স্বরূপ, আমাদের এই নিশ্চয় আছে। এই সত্যে আমাদিগের সকল উপদ্রব বিনাশ প্রাপ্ত হউক। (২৯) অপর যে সকল ব্যক্তি ঐকাত্ম্য ধ্যান করেন তাঁহাদের হইতে অভিন্ন হইয়াও যে ভগবান্ স্বীয় মায়াচ্ছলে ভূষণ আয়ুধ ও লিঙ্গাদি বিবিধ শক্তি ধারণ করিতেছেন, (৩০) এবং তাহাই যাঁহার সত্যতার প্রমাণ, সেই স্বস্বরূপ প্রমাণের হেতু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ হরি আপনার সকল স্বরূপ দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা সকল স্থানে রক্ষা করুন। (৩১) অপিচ সেই ভগবান্ নৃসিংহ দিক্ সকলে, বিদিক্ সকলে, ঊর্দ্ধে, অধোভাগে, অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের রক্ষা করুন। তাঁহার ধ্বনি দ্বারা সকল লোকের ভয় দূরীভূত হইয়া যায় এবং তাঁহার নিজ প্রভাবে দিগ্‌গজ, বিষ, শস্ত্র, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির তেজঃ বিধ্বস্ত হয়। (৩২)

হে দেবরাজ! নারায়ণময় বর্ম্ম এই প্রকার, তোমার নিকট কহিলাম। এই বর্ম্ম দ্বারা আবৃত হও, অবশ্য অসুর যূথপতিদিগকে জয় করিতে পারিবে। (৩৩) হে মহেন্দ্র! এই কবচ ধারণ করিয়া লোকে যাহাকে চক্ষুর্দ্বারা অবলোকন অথবা চরণ দ্বারা স্পর্শ করে সে ব্যক্তিও সদ্যঃ ভয় হইতে পরিত্রাণ পায় ইহাতে ধারণকারির ভয় সম্ভাবনা কোথায়? ফলতঃ যে ব্যক্তি এই বিদ্যা ধারণ করে তাহার কি রাজা, কি দস্যু, কি গ্রহাদি, কি ব্যাধি ইত্যাদি কাহা হইতেও কদাচিৎ ভয় হয় না। (৩৪) হে মহেন্দ্র! পূর্ব্বকালে কৌশিক নামে কোন বিপ্র এই বিদ্যা ধারণ করিয়া নিরুদক দেশে যোগ ধারণা দ্বারা স্বদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। (৩৫) একদা চিত্ররথ নামা গন্ধর্ব্বপতি স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া বিমান যোগে যেখানে সেই দ্বিজের দেহ ক্ষয় হয় তাহার উপর

দিয়া যাইতে ছিলেন। (৩৬) ঐ স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার গতিরোধ হইল, তৎক্ষণাৎ বিমান সহিত অধঃশিরা হইয়া গগণ মণ্ডল হইতে পড়িয়া গেলেন। (৩৭) এই ঘটনায় ঐ গন্ধর্ব্বপতির সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তদনন্তর তিনি বালিখিল্য মুনি-দিগের উপদেশে তত্রস্থ বিপ্রদেহাস্থি সকল সংকলন পুরঃসর সরস্বতী জলে প্রক্ষেপ করিয়া আসিলেন পরে ঐ নদীতে স্নান করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্ পরীক্ষিত! যে ব্যক্তি এই নারায়ণ কবচ উপযুক্ত সময়ে শ্রবণ করে অথবা যে জন আদর পূর্ব্বক ধারণ করে সকল প্রাণী তাহাকে নমস্কার করে। আর সেই ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়। (৩৮) অধিক কি বলিব দেব-রাজ ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বরূপের সকাশাৎ এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমরে অসুর নিকরকে সংহার করত ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী ভোগ করিয়াছিলেন। (৩৯)

ইতি ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক রোষবশতঃ বিশ্বরূপ নিহত হইলে ত্বষ্টার বৃত্রাসুরসৃষ্টি এবং ভীত দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! শ্রুত আছে যে বিশ্বরূপ দেবতাদের পুরোহিত হইলেন তাঁহার তিনটী মুণ্ড ছিল। এক মুণ্ড সোম পান, অন্য মুণ্ড সুরা পান এবং অপর মুণ্ড অন্ন ভোজন করিত। (১) সে যাহাহউক। বিশ্বরূপ যজ্ঞকালে বিনীত-ভাবে দেবগণকে প্রকাশ্য রূপে হবির্ভাগ প্রদান করিতেন কারণ দেবতারা তাঁহার পিতৃপক্ষ। (২) কিন্তু মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত যজ্ঞ করিতে২ আপনি গোপনে অসুরদিগকেও হবির ভাগ দিতেন। তাঁহার এই অন্যায়াচরণ এক দিন দেবরাজ ইন্দ্রের নয়নগোচর হইল। তাহাতে ইন্দ্র সাতিশয় ভীত হইলেন এবং রোষাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তদীয় তিন মস্তকই ছেদন করিলেন। হে রাজন্! বিশ্বরূপের যে মুণ্ড সোম পান করিত তাহা ছিন্ন হইয়া কপিঞ্জল হইল। সুরাপায়ি মুণ্ড কর্ত্তিত হইয়া কলবিঙ্ক অর্থাৎ চটক আর অন্নাদ মুণ্ড তিত্তিরি হইল। (৩)

হে কৌরববংশাবতংস! এই রূপে বিশ্বরূপের মুণ্ডপাত করাতে দেবরাজের যে ব্রহ্মহত্যা হইল যদিও তিনি তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ ছিলেন তথাচ অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলেন (৪) এবং সংবৎসর পর্য্যন্ত ঐ পাপে কলুষিত হইয়া রহিলেন। এক বৎসর পরে লোক নিন্দায় ভীত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে আপনার বিশুদ্ধি অর্থাৎ অপবাদ পরিহার নিমিত্ত ঐ পাপকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও যোষিৎ এই চারি ব্যক্তির প্রতি এক২ অংশ অর্পণ করিলেন। (৫) হে রাজন্! ভূমি খাত পূরণ বর পাইয়া অর্থাৎ আপনা হইতেই খাত পূরণ হইবেক এইবরে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা পাপের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করে। সেই পাপ অদ্যাবধি উষরত্ব রূপে ভূমিমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই কারণে ঋষিগণ উষর ভূমিতে অধ্যয়নাদি নিষেধ করিয়াছেন। (৬) অপর বৃক্ষসকল ছিন্ন হইলেও পুনরায় প্ররূঢ় হইতে পারিবে এই বর পাইয়া ঐ ব্রহ্ম-হত্যার অন্য চতুর্থাংশ লইয়াছে। হে ভূপাল! বৃক্ষ সকলে যে নির্য্যাস (আটা) দেখিতে পাও তাহাই ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপের অংশ (৭) আর স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা সম্ভোগ করিবার বর পাইয়া মহেন্দ্রের কৃত ব্রহ্মহত্যার অন্য চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছে।

স্ত্রীগণের মাসে২ যে ঋতু হয় তাহাই ঐ পাপের চিহ্ন। অতএব যদিও ইন্দ্রবরে সকল সময়ে এবং গর্ভিণ্যবস্থাতেও প্রসব কাল পর্য্যন্ত গর্ভোপঘাত না হয় এ প্রকার করিয়া স্ত্রীসঙ্গ বিহিত আছে তথাচ ঋতুকালে তাহা অতিশয় নিষিদ্ধ। (৮) সে যাহা হউক। দেবরাজের ব্রহ্মহত্যা পাপের অবশিষ্ট চতুর্থাংশ জল সকল স্বীকার করিয়া লয়। ইন্দ্র তাহাদিগকে ক্ষীরাদি দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইবার বর দিয়া ঐ পাপাংশ সমর্পণ করেন। হে মহারাজ! জলে যে বুদ্বুদ দেখিতে পাও তাহা সেই ব্রহ্মহত্যা পাপের চিহ্ন। (৯)

হে কৌরব্য! বিশ্বরূপ নিহত হইলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা জাতক্রোধ হইয়া ইন্দ্র বিনাশার্থ তদীয় শত্রুর উৎপত্তি কামনায় হোম আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আহুতি দিয়া প্রার্থনা কালে যখন এই বাক্য বলিতে লাগিলেন হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও এবং শীঘ্র শত্রু বিনাশ কর, তখন দৈববশতঃ "ইন্দ্রশত্রো" ইহার আদ্য শব্দটী উদাত্তস্বরে উচ্চারিত হওয়াতে ইন্দ্রের শত্রু এরূপ অর্থ না বুঝাইয়া হে ইন্দ্র! হে শত্রু! এই অর্থ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। (১০) সুতরাং কতিপয় আহুতি প্রক্ষেপের পরেই যজ্ঞীয় দক্ষিণাগ্নি হইতে, যুগান্ত কালীন কৃতান্তের ন্যায়, ভয়ঙ্কর আকার এক অসুর উৎপন্ন হইল। (১১) তাহার শরীর বাণক্ষেপের পরিমাণে যেন দিন২ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিশীল হইতে ছিল, তাহার বর্ণ দগ্ধশৈলের সদৃশ মলিন, তাহার দীপ্তি সন্ধ্যাকালীন অভ্র সমূহের তুল্য ভয়ানক। (১২) অপর তাহার শিখা ও শ্মশ্রু তাম্রের সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ। লোচনদ্বয় মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের সমান অতিশয় উগ্র এবং ত্রিশিখ শূল দ্বয় যেন ভূমি ও স্বর্গের মধ্যভাগে আরোপিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছিল। (১৩) ঐ অসুর পদাঘাতে পৃথ্বীকে সঞ্চালিত করত নৃত্য আর পর্ব্বত গুহার ন্যায় গভীর বদন দ্বারা মুহুর্মুহু জৃম্ভা ত্যাগ করিতেছিল। হে রাজন্! তাহার ঐ বদন যেন নভস্তল পানে উদ্যত হইতেছিল এবং জিহ্বা যেন নক্ষত্র সকলকে আলীঢ় করিতেছিল অতএব সে যেন ত্রিভুবন গ্রাসে প্রবৃত্ত হইতেছিল। (১৪) অপর তদীয় বদন অতিশয় বিস্তীর্ণ, তত্রস্থ দশন সকল অত্যন্ত ভীষণ। তাহাকে ঐ রূপ ভয়ানক বদন দ্বারা পুনঃ২ জৃম্ভা ত্যাগ করিতে দেখিয়া সমস্ত লোক ভীত হইল এবং আবাল বৃদ্ধ সকলেই কান্দিশীক ও পলায়ন পরায়ণ হইল। (১৫) হে কৌরবরাজ! ঐ ত্বাষ্ট্র অসুর, যাহার মূর্ত্তি বর্ণিত হইল, সে তপস্যা দ্বারা এই সমস্ত লোককে আবৃত করিয়াছিল এই কারণে পরম দারুণ ঐ পাপাত্মা "বৃত্র" এই নাম প্রাপ্ত হয়। (১৬)

সে যাহা হউক। দেবগণ ঐ দানবকে অবলোকন করিবামাত্র দল বল সহিত ধাবমান হইয়া স্ব২ দিব্য অস্ত্র বর্ষণ পুরঃসর আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাহার সংহার হইল না। সে দেবতাদের সমস্ত শস্ত্রই খাইয়া ফেলিল। (১৭) এতদবলোকনে দেবগণের যৎপরোনাস্তি বিস্ময় ও বিষাদ জন্মিল এবং তাঁহাদের প্রভাব যেন অস্ত পাইবার উপক্রম হইল। অনন্তর সকলে পরামর্শ করিয়া ভগবান্ আদি পুরুষ, যিনি অন্তর্যামী ও ত্রিভুবন ব্যাপী, সমাহিত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাভয় উপস্থিত হইলে হরি ব্যতীত অন্য কাহা হইতেও পরিত্রাণ সম্ভাবনা নাই এই বিবেচনায় দেবতারা সমাহিত হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হইলেন। (১৮)

দেবতারা কহিলেন পবন গগণ অনল জল এবং ধরণী এই পঞ্চ ভূত তথা এই পঞ্চ ভূতে নির্ম্মিত ভুবনত্রয় এবং ঐ সকলের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেব ও তাঁহাদের

অপেক্ষা অর্ব্বাচীন আমরা, সকলেই সভয় হইয়া যে কালকে পূজোপহার প্রদান করি সেই কাল যাঁহাকে ভয় করেন সেই পরমেশ্বর হইতেই আমাদের রক্ষা হউক। (১৯) তিনি নিরহঙ্কার, রাগাদি শূন্য, আত্মলাভেই পূর্ণকাম, উপাধিকৃত পরিচ্ছেদ হীন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের নিকট শরণার্থ উপসর্পণ করে সে অতি অজ্ঞ যেহেতু কুক্কুরের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া সাগর পার হইতে তাহার ইচ্ছা। ফলতঃ যদ্রূপ কুক্কুরপুচ্ছাবলম্বনে গভীর সমুদ্র তরণ অসম্ভব তদ্রূপ ঈশ্বর ভিন্ন অন্যকে আশ্রয় করিয়া ব্যসনার্ণব নিস্তার কদাপি সম্ভাব্য নহে। (২০) অহো! মহাভয় সময়ে আমরা তাঁহাকেই রক্ষক দেখিয়াছি কারণ মহা প্রলয়কালে সত্যব্রত মনু তাঁহারই বিশাল বিষাণে এই ধরণীরূপ স্বীয় তরণী নিবদ্ধ করিয়া তাৎকালিক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব আমরা সেই বারিচর অর্থাৎ মৎস্যমূর্ত্তি ভগবানেরই শরণাপন্ন হই। তিনি আশ্রিত অস্মদাদিকে অসংশয় রক্ষা করিবেন। (২১) অহো! প্রলয় কালীন পয়োধির জলে যখন প্রচণ্ড পবন দ্বারা ভয়ঙ্কর ঊর্ম্মি উত্থিত হইতেছিল তখন সেই তরঙ্গে নাভিকমল হইতে পতিতপ্রায় পিতামহ ব্রহ্মা যাঁহার দ্বারা ভয় হইতে উত্তীর্ণ হন তিনিই আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পার করুন। (২২) তিনি এক ঈশ্বর, নিজ মায়া দ্বারা অস্মদাদি সমুদায়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছি, যদিও তিনি আমাদের পূর্ব্ব হইতে অন্তর্যামি রূপে চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছেন তথাচ আমরা তাঁহার রূপ দেখিতে পাইলাম না কারণ "ঈশ্বর পৃথক্২" এইরূপ মানিয়া থাকি। (২৩)

অহো! বিপক্ষগণ যখন আমাদিগকে নির্দ্দয় মর্দ্দন করে তখন যিনি মায়াবলম্বন পূর্ব্বক দেবতা, ঋষি, তির্য্যক ও মনুষ্য মধ্যে বিবিধ আকারে অবতীর্ণ হইয়া এইসকল লোককে আত্মাধীন করত যুগে২ পালন করেন (২৪) সেই পরমাত্মরূপি দেবতারই আমরা সকলে শরণ প্রাপ্ত হই। তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রধান। অতএব চল আমরা সকলে গিয়া শরণ্য সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই, তাঁহা হইতে অবশ্যই আমাদিগের কল্যাণ বিধান হইবেক। (২৫)

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ পরীক্ষিত! দেবতারা এই প্রকারে স্তব করিতে থাকিলে কিয়ৎ ক্ষণ পরে পশ্চিম দিকে তাঁহাদের হৃদয়ে শঙ্খ চক্র গদাধারী ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন। (২৬) তৎপরেই দেবতারা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। দর্শন জন্য আনন্দে বিবশ হইয়া সকলেই অবনিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। অনন্তর ধীরে২ উত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনশ্চ স্তব আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ যখন দেবতাদের অগ্রে আবির্ভূত হইলেন তখন শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ ব্যতীত তাঁহার আত্ম তুল্য সুনন্দাদি ষোড়শটী পার্ষদ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেবা করিতেছিলেন। আর তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল শারদ পদ্মের তুল্য প্রকাশ পাইতেছিল! (২৭) হে মহারাজ! দেবগণ এই বলিয়া স্তব করিলেন যথা—হে ভগবন্! যজ্ঞই যাঁহার বীর্য্য অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলোৎপাদনার্থ সামর্থ্য, তুমি সেই পুরুষ, তোমাকে নমস্কার করি। অপর তুমি স্বয়ং ঐ ফলের পরিচ্ছেদক কালরূপী হইয়াও যে সকল দৈত্য তাহার বিঘাতক, তাহাদের প্রতি আপনার অভেদ্য চক্র ক্ষেপণ করিয়া থাক। প্রভো! ঐ প্রভাবের কারণ তোমার ভূরি২ সুশোভন সংজ্ঞা হইয়াছে, তোমাকে আমরা নমস্কার করি। (২৮) হে ধাতঃ! তুমি গুণত্রয়ের ঈশিতা, তোমার ত্রিগুণাত্মিকা তিন গতির যে পরম

পদ অর্থাৎ নির্গুণ স্বরূপ, তাহাকে অর্ব্বাচীন অর্থাৎ ইদানীন্তন ব্যক্তি কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইবেক? অতএব তোমাকে নমস্কার করি। (২৯) হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদিপুরুষ! হে মহাপুরুষ! হে মহানুভাব! হে পরম মঙ্গল! হে পরম কল্যাণ! হে পরম কারুণিক! হে কেবলজ্ঞ! হে গদাধর! হে লোকৈকনাথ! হে সর্ব্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজকেরা, অষ্টাঙ্গ সমন্বিত পরম আত্মযোগ দ্বারা যে সমাধি অর্থাৎ চিত্তৈকাগ্র্য হয়, সেই সমাধির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যে পরিস্ফুট পারমহংস্য ধর্ম্মের অনুশীলন করেন তাহাতে যখন তাঁহাদের চিত্তের তমোরূপ কবাট উদ্ঘাটিত এবং প্রত্যগ্‌রূপ আত্মলোক প্রকাশমান হয় সেই সময় যে নিজ সুখ স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়াথাকে তুমি তাহার অনুভব স্বরূপ, অতএব আমরা তোমাকে নমস্কার করি (৩০)

কিন্তু হে ভগবন্! তোমার বিহারযোগ অর্থাৎ ক্রীড়োপায় আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্যের ন্যায় বোধ হইতেছে যেহেতু তোমার আশ্রয় নাই ও শরীর নাই এবং তুমি স্বয়ং অগুণ, তথাপি আপনার আত্মার দ্বারা এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছ, অথচ কোন প্রকারে তোমার আত্মার বিকারমাত্র হইতেছে না। অপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুমি ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে আমাদিগেরও সাহায্য অপেক্ষা কর না। (৩১) অতএব দেবদত্ত (ঐ নামে কোন ব্যক্তি) যেমন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার কৃত শুভাশুভের ফল প্রাপ্ত হয় তুমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও জীবরূপে গুণ সৃষ্টি রূপ সংসারে পতিত হওত কি তদ্রূপ স্বকৃত কুশলাকুশল ভোগ কর? না স্বয়ং যে আত্মারাম ও উপশমশীল, তদ্রূপই থাকিয়া অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তি প্রভাবে ঐ বিষয়ে উদাসীন হও অর্থাৎ কেবল কি সাক্ষি স্বরূপেই বর্ত্তমান থাক? আমরা ইহার তথ্য জানিতে পারিতেছি না। (৩২) পরন্তু হে প্রভো আপনাতে ঐ উভয়ই অবিরুদ্ধ, একারণ অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনাতে সন্দেহ করা যুক্ত হয় না, যেহেতু আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ স্বতন্ত্র, আপনাতে অপরিমিত গুণরাশি সতত দেদীপ্যমান, আপনকার মাহাত্ম্য অতর্কণীয়। অতএব যে সকল শাস্ত্রে বিকল্প অর্থাৎ "এই রূপ কি এই রূপ" ইত্যাকার সংশয়, বিতর্ক অর্থাৎ "এবিষয়ে যুক্তি কি" এই রূপ চিন্তা, বিচার অর্থাৎ "ইহা এই প্রকারই" এই রূপ বিবাদ, এবং তদনুকূল প্রমাণাভাস ও কুতর্ক, এ সকল দেদীপ্যমান, (কিন্তু এ সকল কোন প্রকারেই বস্তু স্বরূপ স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে,) সেই সকল শাস্ত্র দ্বারা যে দুরবগ্রাহের আশ্রয় ব্যাকুলিত তাদৃশ দুরবগ্রাহ অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি বিবাদ করে আপনি তাহাদিগের বিবাদের অগোচর। অপর আপনি সমস্ত মায়াময় সংসার বর্জ্জিত এবং কেবল স্বস্বরূপ। মায়াকে মধ্যে রাখিয়া আপনাতে কর্ত্তৃত্বাদি কোন্ বিষয় না সম্ভবে? ফলতঃ যদি বস্তুতঃ আপনাতে কর্ত্তৃত্বাদি হয় তবেই বিরোধ সম্ভাবনা, তাহা কদাপি নাই, কারণ আপনার স্বরূপদ্বয় দেখিতেপাই না। (৩৩) প্রভো! যদিও আপনকার অনুগ্রহ নিগ্রহ নাই তথাপি মানবদিগের মতি একপ্রকার নহে, কতক ব্যক্তির বুদ্ধি সমান, কতক লোকের মতি বিষমা, অতএব সর্পাদি বিষয়ক বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পভ্রম জন্মাইয়া থাকে তাহার ন্যায় আপনিও ঐ সকল সম ও বিষম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের অভিপ্রায়ের অনুগামী হইয়া নানারূপ হয়েন। (৩৪)

অহো! যিনি বস্তু সকলে নানা রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, তিনিই সেই বস্তু অর্থাৎ সৎস্বরূপ, সকলের ঈশ্বর, অখিল জগৎ কারণের-কারণ এবং সমস্ত জীবের

অন্তর্যামিত্ব হেতু সর্ব্ব বিষয়ের প্রকাশে উপলক্ষিত, অর্থাৎ তদ্ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই প্রকাশ হয় না। পরন্তু তাঁহার কোন প্রকার আকার নাই, শ্রুতিতে "ইহা নহে, ইহা নহে" এই রূপ উক্তি দ্বারা এক মাত্র বলিয়া পর্য্যবসন্ন করিয়াছেন। (৩৫) হে মধুমথন! যেহেতু আপনিই ঐ রূপ পরমেশ্বর, অতএব এই সকল পরম ভাগবত পুরুষ আপনকার পাদপদ্ম পরিসেবন কি প্রকারে বিসর্জ্জন করিতে পারেন? প্রভো! এ সকল পুরুষ পুরুষার্থ বিষয়ে অতিশয় কুশল একারণ আত্মা যে আপনি, আপনাকেই প্রিয় ও সুহৃৎ বোধ করিয়াছেন, অতএব ইহাঁরা সাধু অর্থাৎ রাগাদি শূন্য! অপর হে প্রভো! আপনকার মহিমাই অমৃত রসের সাগর, সেই সাগরের বিন্দুমাত্র একবার আস্বাদিত হইলে তদ্দ্বারা মনোমধ্যে যে সুখ নিরন্তর নিঃস্যন্দিত হইয়া থাকে তাহাতে এই সকল মহাপুরুষ শ্রুতি দৃষ্টি বিষয়ক ক্ষুদ্র সুখ বিস্মৃত হইয়াছেন অতএব আপনাতেই ইহাঁদের মনঃ নিতান্ত রত ও নির্বৃত হইয়া আছে। প্রভো! আপনকার সেবায় যৎসামান্য ফল হয় কেহই এমত বলিতে পারিবেন না তাহাতে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। (৩৬)

হে ভগবন্! আপনি ত্রিভুবনের আত্মা ও ভবন। আপনকার তিন বিক্রম৭ আপনি এই ত্রিলোক প্রণয়ন করিয়াছেন। আপনকার অনুভাব লোকত্রয়ের মনোহর। প্রভো! দৈত্য দানব প্রভৃতি সকলই আপনকার বিভূতি। হে দণ্ডধর! আপনি সকল দৈত্য দানবের এই উপক্রম কাল ইহা মনে করিয়া তাহাদের প্রতি যদ্রূপ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন যদি ইচ্ছা হয় এক্ষণেও তদ্রূপ দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক এই ত্বষ্টৃতনয় বিশ্বরূপের সংহার করুন। (৩৭)

হে তাততাত! হে হরে! আমরা আপনকারই লোক, আপনকার চরণে প্রণত হইতেছি এবং নিরন্তর আপনকারই পাদপদ্ম দ্বয় ধ্যান করি তাহাতে আমাদের হৃদয়ে নিগড় নিবদ্ধ হইয়াছে এবং আপনিও নিজমূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে নিজজন বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতএব হে অনঘ! অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সানুরাগ বিশদ-রুচির সুস্নিগ্ধ স্মিত সহিত অবলোকন তথা বদনবিগলিত মধুর মনোহর বচন রূপ অমৃত কলা দ্বারা আমাদের অন্তস্তাপ শান্তি করিতে যোগ্য হয়েন। (৩৮) হে ভগবন্! আমাদের প্রার্থনীয় কি বিষয় আপনাকে জ্ঞাপন করিব। যেমন অগ্নির অংশ স্ফুলিঙ্গ সকল অগ্নির প্রকাশ করিতে পারে না তেমনি আমরাও আপনকার নিকট আমাদের অভিলষণীয় বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। যে দিব্যা মায়া অখিল জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ রূপে প্রকাশ পায় সেই মায়া সহিত আপনি ক্রীড়া করেন। অতএব সকল জীবের অন্তর্হৃদয়ে ব্রহ্ম ও অন্তর্যামি স্বরূপে তথা বহির্ভাগে প্রধান স্বরূপে দেশ কাল দেহ অবস্থা বিশেষ অতিক্রমণ না করিয়া ঐ সকলের উপাদান ও উপলম্ভকত্ব রূপে অনুভব করিয়া থাকেন সুতরাং আপনি স্বয়ং সকল প্রত্যয়ের অর্থাৎ বুদ্ধি ইত্যাদির সাক্ষী, সকলি জানিতেছেন। প্রভো! ঐ রূপ সাক্ষী হইবার কারণ এই, আপনকার স্বরূপ আকাশের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত নহে। হে ভগবন্! আপনকার স্বরূপ যে অবিলিপ্ত, তাহার হেতু এই, আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম অর্থাৎ নিরুপাধি এবং পরমাত্মা অর্থাৎ সত্ত্বমূর্ত্তি। (৩৯)

অতএব আমরা যে কার্য্যের কামনায় নিকটস্থ হইলাম সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ গুণে স্বয়ং অবগত হইয়া আমাদের সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে আজ্ঞা হউক। হে ভগবন্! আপনি

পরম গুরু, আপনকার চরণ কমলের যে ছায়ায় বিবিধ বৃজিন জন্য সংসার পরিশ্রম উপশম প্রাপ্ত হয় আমরা সেই ছায়ার আশ্রয় লইলাম। (৪০)

হে ঈশ! ত্বষ্টৃতনয় বিশ্বরূপকে আশু সংহার করুন। ঐ ব্যক্তি ত্রিভুবন গ্রাস করিয়াছে। প্রভো! ঐ দুষ্ট কর্ত্তৃক অস্মদাদির অস্ত্র শস্ত্র ও তেজঃ সমস্তই গ্রস্ত হইয়াছে। (৪১) অহো! শুদ্ধ ও আর্ত্তিহারী সেই হরিকে আমরা নমস্কার করি। তাঁহার হৃদয়াকাশে নিবাস, তিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সর্ব্বদা আনন্দময়, অতএব শুদ্ধ। অপর তাঁহার যশঃ রুচিকর, তাঁহার আদি নাই, সাধুজনে তাঁহাকে সংগ্রহ করেন, আর তিনি সংসার রূপ পথে সতত বর্ত্তমান, যে ব্যক্তি তাঁহার শরণ প্রাপ্ত হয় তিনি তাহার পক্ষে সংসারান্তে উত্তম গতি স্বরূপ হইয়া থাকেন, অতএব তিনি পরম আর্ত্তিহারী। (৪২)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! দেবগণ এই প্রকারে ভক্তি পূর্ব্বক স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ হরি আকর্ণন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর তাঁহাদিগের প্রতি বক্ষ্যমাণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৪৩)

ভগবান্ কহিলেন হে সুরবরগণ! আমার এই স্তোত্র সমন্বিত তোমাদের জ্ঞান দ্বারা আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। এই স্তব সহিত জ্ঞানে পুরুষদের আত্মার ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অসংসারিত্ব স্মরণ হইবেক এবং আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মিবেক। (৪৪) হে বিবুধশ্রেষ্ঠসকল! আমি প্রীত হইলে পুরুষদের দুষ্প্রাপ্য কি থাকে? অর্থাৎ কিছুই থাকে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আমাতেই একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়া মত্ত হইয়া থাকেন, অন্য কিছুতেই ইচ্ছা করেন না। (৪৫) হে বৎসগণ! যে ব্যক্তি বিষয়েতে তত্ত্বদর্শন করে সে অতি কৃপণ, আপনার শ্রেয়ঃ কি, তাহা অবগত নহে, সুতরাং বিষয়েতে তাহার যে ইচ্ছা, তাহা সম্পাদন করিয়া দেওয়া দয়ালু ব্যক্তির উচিত হয় না, তাহার তুল্য অজ্ঞ পুরুষেই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতে পারে। (৪৬) যিনি বিজ্ঞ, স্বয়ং নিশ্রেয়স্ জানেন, তিনি কখন অজ্ঞকে প্রবৃত্তিমার্গ উপদেশ করিতে পারেন না, রোগী অভিলাষ করিলেও সদ্বৈদ্য কি কখন তাহাকে অপথ্য দিতে পারে? (৪৭)

হে রাজন্! এই প্রকার তত্ত্ব কথন দ্বারা অনৌচিত্য পরিহারানন্তর মহেন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসরণ পুরঃসর সেই ভগবান্ কহিতে লাগিলেন হে মহেন্দ্র! এক্ষণে স্ব-স্থানেপ্রস্থান কর, তোমাদের মঙ্গল হউক। দধ্যঞ্চ ঋষির শরীরটী বিদ্যা ব্রত ও তপস্যা দ্বারা অতিশয় দৃঢ়, তাঁহার নিকট গিয়া তদীয় দেহ যাজ্ঞা কর, আর বিলম্ব করিও না। (৪৮) হে দেবেন্দ্র! সেই মুনি অধ্যাত্ম বিদ্যায় অতিশয় বিদ্বান্। তিনিই শুদ্ধ ব্রহ্ম অধিগত হইয়া অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে তাহা প্রদান করেন। সেই ব্রহ্ম অশ্বের শিরঃ দ্বারা কথিত হইয়াছিল এই কারণে অশ্বশিরঃ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বিদ্যা হইতেই অশ্বিনীকুমারদিগের জীবন্মুক্তত্ব লাভ হয় (৪৯) *

* এ বিষয়ে এই প্রসিদ্ধ কথা আছে যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধ্যঞ্চ মুনিকে প্রবর্গ্য ও ব্রহ্মবিদ্যায় দক্ষ শ্রবণ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন ভগবন্! আপনি যে বিদ্যায় বিশারদ হইয়াছেন আমাদিগকে তাহা উপদেশ করুন। অশ্বিনীকুমারদিগের এই প্রার্থনায় ঐ মুনি প্রত্যুত্তর করিলেন সংপ্রতি আমি কর্ম্মে নিবিষ্ট আছি, এক্ষণে যাও, পশ্চাৎ কহিব। অশ্বিনীকুমারেরা মুনির কথায় তাঁহার আশ্রম হইতে নির্গত হইবা মাত্র দেবরাজ ইন্দ্র ঐ ঋষি সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন মুনে! অশ্বিনীকুমারেরা বৈদ্য, ভিষক্‌দের প্রতি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ অকর্ত্তব্য, অতএব তাহাদিগকে ঐ বিদ্যা বলিও না, যদি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া বল তৎক্ষণাৎ তোমার শিরশ্ছেদন করিব

হে দেবেন্দ্র! দধ্যঞ্চ মুনি মদাত্মক বর্ম্ম অর্থাৎ নারায়ণ কবচ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনিই ত্বষ্টাকে ঐ কবচ উপদেশ করেন, ত্বষ্টা হইতে বিশ্বরূপ তাহা প্রাপ্ত হন পরে বিশ্বরূপ তোমাকে দিয়াছেন। অতএব ঐ মুনির গাত্র নারায়ণ কবচ প্রভাবে অতিশয় সুদৃঢ়, তোমরা গিয়া তাঁহার সেই গাত্র যাজ্ঞা কর। (৫০) হে দেবেন্দ্র! সকলেরই দেহ অত্যন্ত প্রিয়, ঐ মুনি তাহা কেন প্রদান করিবেন, এমত আশঙ্কা করিও না, তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, তোমরা বিশেষতঃ অশ্বিনীকুমার দ্বয় যাজ্ঞা করিলে শিষ্যপ্রীতি বশতঃ তৎক্ষণাৎ আপনার অঙ্গ প্রদান করিবেন। সেই সকল অঙ্গের অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা যে শস্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন তাহা শ্রেষ্ঠ আয়ুধ অর্থাৎ বজ্র হইবেক। তুমি আমার তেজে বর্দ্ধিত হইয়া ঐ শস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করিও। (৫১) হে দেবগণ! ঐ দানব নিহত হইলে তোমরা সকলে পুনরায় স্ব২ তেজঃ অস্ত্র ও সম্পদ প্রাপ্ত হইবে। ঐ অসুর মহাকা● ত্রিভুবনগ্রাসী, তোমাদিগকে গ্রাস করিবে এমত আশঙ্কা করিও না, যে সকল পুরুষ মৎপরায়ণ, কোন ব্যক্তি তাহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ নহে, তোমারদের মঙ্গলই হইবে, অবিলম্বে তাহা দেখিতে পাইবা। (৫২)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশমাধ্যায়।

ভগবদাদেশে দধ্যঞ্চমুনির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র ধারণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুর সহ দেবেন্দ্রের সংগ্রাম।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! বিশ্বভাবন ভগবান্ হরি ইন্দ্রকে উক্ত প্রকার আদেশ করিয়া দর্শনকারি দেবগণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। (১)

তদনন্তর দেবগণ মহান্ আথর্ব্বণ দধ্যঞ্চ মুনি সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার গাত্র ভিক্ষা করিলেন। হে ভাগবত! দেবতাদের প্রমুখাৎ ধর্ম্ম শুনিতে ঐ ঋষির অতিশয় অভিলাষ ছিল অতএব মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া সহাস্য বচনে কহিলেন (২) হে বৃন্দারকবৃন্দ! শরীরধারিদিগের নিধনে যে দুঃখ হয়, বোধ করি, তোমরা তাহা জান না। হে সুরগণ! মৃত্যুযাতনা অতিশয় দুঃসহা, তাহা চেতনাকে বিনষ্ট করে। (৩) অপর যে সকল জীব জীবিত থাকিতে বাসনা করে তাহাদিগের দেহ অতিশয় প্রিয়তর। যদি বল তোমরা আমার দেহ চাহিতেছ না, তোমাদের মুখদিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যাজ্ঞা করিতেছেন। তাহার উত্তর এই, কোন্ ব্যক্তি অপনার প্রিয়তর কায় যাচমান বিষ্ণুকেও দান করিতে উৎসাহী হইতে পারে? (৪)

দধ্যঞ্চ মুনির এই সকল কথা শুনিয়া দেবগণ কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! যে সকল মহাপুরুষ আপনকার তুল্য দয়াবান, পুণ্যবান্ লোকেরা সর্ব্বদা যাঁহাদের কর্ম্ম সকলের

নিশ্চয় বলিতেছি। এই প্রকার বলিয়া ইন্দ্র গমন করিলেন। অবিলম্বেই অশ্বিনীকুমারেরা পুনরায় বিদ্যার্থী হইয়া ঐ মুনির আশ্রমে আগমন করিলেন এবং মুনির প্রমুখাৎ ইন্দ্রের কথা শুনিয়া কহিলেন আমরা প্রথমে আপনকার মস্তক ছেদন করিয়া অশ্বের মুণ্ড সন্ধান করি আপনি ঐ মুখ দিয়া অমাদিগকে বিদ্যা উপদেশ করুন। ইন্দ্র আসিয়া আপনকার ঐ মুণ্ড ছেদন করিলে আমরা পুনরায় আপনকার নিজ মুণ্ড সেই কবন্ধে সন্ধান করিয়া দিব তদনন্তর বিদ্যোপদেশ নিমিত্ত দক্ষিণা দিয়া যাইব। দধ্যঞ্চ মুনি ঐ কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারদিগকে অশ্বমুণ্ড দ্বারা প্রবর্গ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন অতএব ঐ বিদ্যা অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ হয়।

প্রশংসা করিয়া থাকেন তাঁহাদের পরোপকারার্থ দুস্ত্যজ কি আছে? (৫) হে মুনিবর! ইহা নিশ্চিত বটে স্বার্থপর লোকে অন্যের ক্লেশ বিবেচনা করে না, কিন্তু এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে যাচক যদি পরের দুঃখ বুঝিতে পারে তাহাহইলে সে যেমন যাচ্ঞা করে না তেমনি দানে সমর্থ পুরুষও অন্যের কষ্ট বুঝিলে "না" বলিতে পারেন না। অর্থাৎ আমরা যদ্রূপ স্বার্থপর হওয়াতে আপনকার সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না আপনিও তদ্রূপ প্রত্যাখ্যান করাতে অস্মদাদির কি বিপদ উপস্থিত, তাহার প্রতি প্রণিধান করিতেছেন না। (৬)

তদনন্তর সেই মহান্ ঋষি বিনয় করিতে২ কহিলেন হে দেবগণ! আপনাদের ধর্ম্ম শুনিতে কামনা করিয়াই আমি এই প্রকার প্রত্যুক্তি করিলাম, আমার এই দেহ প্রিয় হইলেও অবশ্য একদিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আপনারা এদেহ ভিক্ষা করিতেছেন, আপনাদিগের নিমিত্ত ইহা এখনি ত্যাগ করিতেছি। (৭) হে নাথগণ! এই দেহ অধ্রুব, ইহার দ্বারা প্রাণি সকলে অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক যে পুরুষ ধর্ম্ম ও যশ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না পায় অচেতন স্থাবরগণও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। (৮) হে প্রভুবর্গ! যে মহাত্মা স্বয়ং প্রাণি সকলের শোকে শোকাকুল ও হর্ষে হর্ষান্বিত হন্ তাঁহার তাবন্মাত্র অব্যয় ধর্ম্ম, পুণ্যবান লোকে ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। (৯) অহো! এই যে সকল ধন পুত্র শরীর দৃষ্ট হইতেছে এ সমস্তই কুক্কুর শৃগালাদির ভক্ষ্য, এ সকলে স্বার্থের উপযোগিতা মাত্র নাই, আর ইহারা স্থায়িও নহে, ক্ষণ ভঙ্গুর, প্রতিক্ষণে ক্ষয় পাইতেছে। এ সকল দিয়া পরোপকার না করা কি কষ্ট ও কি কৃপণতার কর্ম্ম। (১০)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! মুনিবর দধ্যঞ্চ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া পর ব্রহ্মের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার একতা সম্পাদন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। (১১) তাঁহার ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ এবং বুদ্ধি সংযত ছিল, আপনি তত্ত্ব দর্শন করিতেন সুতরাং সমস্ত বন্ধন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, অতএব পরম যোগ অবলম্বন করাতে নিজ দেহ যে গত হইল তাহা তাঁহার বোধগম্য হইল না। (১২)

অনন্তর ঐ মুনির অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। দেবরাজ সেই বজ্র ধারণ পূর্ব্বক ভগবত্তেজে সমন্বিত ও উর্জ্জিত হইয়া গজেন্দ্র পৃষ্ঠে শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবতারা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঋষি সকল স্তব আরম্ভ করিলেন তাহাতে ত্রিভুবন যেন হর্ষান্বিত হইল। (১৩) হে রাজন্! তাহার পরেই দেবরাজ বৃত্রাসুরের প্রতি ধাবমান হইলেন। যদিও সে অসুরসেনার যূথপে পরিবৃত ছিল তথাচ, ক্রুদ্ধ রুদ্র যেমন অন্ধকের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায়, সুররাজ বলপূর্ব্বক ঐ অসুরের উপরে পতিত হইলেন। (১৪)

তদনন্তর অসুরদের সহিত সুরগণের দারুণ রণ আরম্ভ হইল। হে রাজন্! সত্য যুগাবসানে ত্রেতার আরম্ভে নর্ম্মদা নদীর তীরে ঐ সমর হইয়াছিল। (১৫) হে কৌরব্য! ঐ যুদ্ধে বসু, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, পিতৃ, অগ্নি, মরুৎ, ঋভু, সাধ্য, বিশ্বেদেব ইত্যাদি সমস্ত দেবতার সহিত বজ্রধারি মহেন্দ্রের স্বীয় শ্রী দ্বারা সাতিশয় শোভা হইল বিপক্ষ পক্ষ বৃত্র প্রভৃতি অসুর নিকর তাহা সহিষ্ণুতা করিতে পারিল না। অতএব নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, ঋষভ, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল, ইত্যাদি দৈত্য ও সহস্র২ যক্ষ রাক্ষস তথা সুমালি মালি প্রভৃতি অসুরগণ স্বর্ণময় পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে যে সকল ইন্দ্রসেনা মৃত্যুরও দুরাসদ, তাহাদিগকে নিরোধ করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিল, অতিশয়

দুর্ম্মদতা নিমিত্ত তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ভয় বা সম্ভ্রম হইল না। (১৬) ভূরি২ গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গার, তোমর, শূল, পরশ্বধ, খড়্গ, শতঘ্নী, ভুষুণ্ডি ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিয়া দেবতাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। (১৭) কিন্তু একের মূলদেশে অন্যের মূলদেশ যদ্রূপ সংলগ্ন হয় তদ্রূপে শর পতিত হওয়াতে দেবগণ তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন হইয়া আকাশস্থ মেঘ সমূহে আবৃত জ্যোতির্গণের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া রহিলেন। (১৮) সুতরাং অসুরদিগের অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ সুরসেনা-দিগের উপরে পড়িতে পারিল না বরঞ্চ আকাশমার্গেই লঘুহস্ত দেবগণ দ্বারা সহস্র২ খণ্ডে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। (১৯)

অনন্তর অসুরদিগের অস্ত্র শস্ত্র সকলই পরিক্ষীণ হইল অতএব তাহারা বৃক্ষ গিরিশৃঙ্গ ও উপল লইয়া দেবতাদিগের উপর বর্ষণ আরম্ভ করিল। দেবতারা ঐ সকলও পূর্ব্ববৎ ছেদন করিয়া দিলেন। (২০) এইরূপে রাশি২ অস্ত্র শস্ত্র প্রহারেও দেব-সৈন্যগণকে অক্ষিণ্ন ও সুখি এবং বৃক্ষ উপল তথা বিবিধ গিরিশৃঙ্গ প্রক্ষেপেও তাহা-দিগকে অবিক্ষত দেখিয়া বৃত্রাসুরের অধীনস্থ অসুরগণ সাতিশয় ভীত হইল। (২১) তৎপরে তাহারা দেবগণের প্রতিকূলে পুনরায় যাহা২ করিতে যত্ন করিল দেবতাদের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল থাকাতে সে সকলই বিফল হইতে লাগিল। যেমন ক্ষুদ্র লোকের প্রয়োগ করা অকল্যাণকর পরুষ কথা মহৎ ব্যক্তিতে ক্ষোভ দায়ক হয় না তাহার ন্যায় দৈত্যদিগের চেষ্টায় দেবগণের কিঞ্চিন্মাত্র গ্লানিবোধ হইল না। (২২) হে রাজন্! অসুরগণ ভগবান্ হরিতে ভক্তি হীন ছিল, সুতরাং যুদ্ধে তাহাদের সমস্ত দর্প অচিরেই উচ্ছিন্ন হইয়াগেল ও তাহাদের ধৈর্য্য দেবগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল অতএব তাহারা যদিও প্রসিদ্ধ যোদ্ধা তথাচ সমর প্রারম্ভেই আপনাদের প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন দ্বারা আত্ম পরিত্রাণের পথ দেখিতে প্রবৃত্ত হইল। (২৩)

বৃত্রাসুর স্বয়ং মহাবীর, যখন দেখিল অনুচর অসুরনিকর পলায়ন পরায়ণ হইতেছে এবং প্রথমেই ভূরি২ সেনা তীব্র ভয়ে ভগ্ন ও পলায়িত হইয়া সমরত্যাগ করিয়া গিয়াছে তখন হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল। (২৪) তাহার সে সকল বাক্য সে অবসরের উপযুক্ত এবং মনস্বি জনের মনোহর। সে বলিল অহে বিপ্রচিত্তি, অহে নমুচি, অহে পুলো-মন্, অহে ময়, অহে অনর্ব্বন্, অহে শম্বর! আমার বাক্য শ্রবণ কর। (২৫) জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চয়ই হয় কোন প্রকারে তাহার প্রতিক্রিয়া নাই। ইহাতে যদি সেই মৃত্যু হইতে ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে স্বর্গ হইবার সম্ভাবনা হয় তবে ঐ সমীচীন মৃত্যু উপস্থিত হইলে কোন্ মনস্বী তাহা স্বীকার না করে? (২৬) অহে বীরগণ! ইহ-লোকে দুই প্রকার মৃত্যু অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। সেই দুই মৃত্যু এই, যোগ সন্ধারণার্থ প্রাণাদি জয় পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ এক, দ্বিতীয় সেনার অগ্রণী হইয়া সমরাঙ্গণে অপরাঙ্মুখে শরীর বিসর্জ্জন। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রেও কহি-য়াছেন যোগযুক্ত পরিব্রাজক ও সম্মুখযুদ্ধে নিহত যোদ্ধা এই দুই ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করেন। (২৭) ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

বজ্রধারি ইন্দ্র সহ যুধ্যমান বৃত্রাসুরের ভক্তি, জ্ঞান ও বিক্রম সংক্রান্ত বিচিত্র কথা।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! বৃত্রাসুর, অসুরদিগের প্রভু, সে ঐ প্রকার ধর্ম্মোপেত

বাক্য অশেষ বিশেষে কহিতে থাকিলেও অসুরেরা সে সকল গ্রাহ্য করিল না, ত্রস্ত হইয়া ব্যস্ত সমস্ত পলায়নই করিতে লাগিল। (১) অপর দেবতারা কালানুবর্ত্তী হইয়া তাড়াইয়া দিতেছিলেন তাহাতে আসুরী সেনা ও অনাথবৎ বিশীর্ণা হইয়া যাইতেছিল। (২) এ সকল অবলোকন করিয়া অসুরবর বৃত্রের অন্তঃকরণ সাতিশয় সন্তপ্ত হইল। ইন্দ্রশত্রু ঐ অসুর সমক্ষে ঐ ব্যাপার অসহিষ্ণুতা করিতে সমর্থ হইল না, ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলদ্বারা দেলবৃন্দকে নিবারণ ও ভর্ৎসন করিয়া কহিতে লাগিল (৩) অহে দেবগণ! তোমরা মাতার পুরীষমাত্র, বৃথা কেন ধাবমান হইতেছে? পৃষ্ঠের দিকে থাকিয়া দৈত্যদিগকে বধ করিলে কি হইবেক? ইহাতে যশ বা ধর্ম্ম কিছুরই সম্ভাবনা নাই, কারণ যাহারা আপনাদিগকে শূর বলিয়া মানে তাহাদিগের ভীতবধ শ্লাঘ্য অথবা স্বর্গ্য নহে। (৪) অরে ক্ষুদ্র দেবগণ! যদি তোদের শ্রদ্ধা অথবা হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে আর যদি ইহলোকের ভোগে স্পৃহা না করিস্ আমার অগ্রে একক্ষণ থাক দেখি। (৫)

হে রাজন্! এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় বপুর্দ্বারা বৈরি বৃন্দারক বৃন্দকে ভয় প্রদর্শন করিতে২ ঐ অসুর মহাবলে এমত সিংহনাদ করিল যে তদ্দ্বারা ত্রিভুবন অচেতন প্রায় হইল। (৬) হে মহারাজ! বৃত্রাসুরের সিংহনাদে দেবতারা সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। (৭) মহাসুর বৃত্র সমরাঙ্গণে দুর্ম্মদ হইয়া থাকিত, সুর সেনাগণকে আতুর হইয়া পড়িতে এবং ভয়ে তাহাদের নয়ন নিমীলিত হইতে দেখিয়াও দয়াবান হইল না, প্রত্যুত উন্মদ যূথপতি গজ চরণ দ্বারা যেমন নল বন মর্দ্দন করে তাহার ন্যায় শূল উদ্যম পূর্ব্বক তেজে পৃথিবীকে কম্পিত করত দুই পা দিয়া সেই সকল পতিত সুর সেনাকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহার এই প্রকার আচরণ অবলোকন করিয়া বজ্রধারি দেবরাজের রোষানল প্রজ্বলিত হইল, পরে নিজ শত্রু ঐ অসুরকে আপনার দিকে ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি মহতী গদা ক্ষেপণ করিলেন। হে রাজন্! বৃত্রাসুরের বল অসামান্য, গদায় কি তাহার ভয় হয়? ইন্দ্রের গদা আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেই সে অবলীলাক্রমে বাম কর দিয়া তাহা ধারণ করিল এবং সাতিশয় কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে সিংহনাদ করিতে২ ঐ গদা দ্বারাই দেবরাজের বাহন ঐরাবত মহাগজের কুম্ভস্থলে আঘাত করিল। হে রাজন্! বিপক্ষ সকল ব্যক্তিই উরুবিক্রম বৃত্রাসুরের ঐ কর্ম্মের মহা২ প্রশংসা করিয়াছিল। (৮) সে যাহা হউক। দেবেন্দ্রের বাহন ঐরাবত বৃত্রাসুরের গদা দ্বারা আঘাতিত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘূর্ণিত হইল এবং অত্যর্থ আর্ত্ত হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক শোণিত বমন করিতে২ ইন্দ্রের২ সহিত রণস্থল হইতে সপ্তধনুঃ প্রমাণ অন্তর এক প্রদেশে অপসৃত হইয়া গেল। (৯) বৃত্রাসুর অতিশয় মহাত্মা এপ্রযুক্ত ইন্দ্রের বাহন অবসন্ন ও চিত্ত বিষণ্ণ হইলে তাঁহার প্রতি পুনরায় আর অস্ত্র প্রয়োগ করিল না। অতএব দেবরাজ আপনার ক্ষত বাহনের গাত্র অমৃতস্রাবি কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া ব্যথা নিবারণ করত ক্ষণকাল স্থির থাকিতে পারিলেন। (১০)

হে নৃপেন্দ্র! বৃত্রাসুর দেখিল ইন্দ্র সমর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন না, পুনরায় রণ করিবার বাসনায় অবস্থিতি করিতেছেন অতএব বজ্রধারি ও ভ্রাতৃ হন্তা ঐ দেবের সেই সকল ক্রূর কর্ম্ম, যাহা পাপ স্বরূপ, স্মরণ করিয়া শোক ও মোহে হাসিতে২ বলিতে লাগিল। (১১)

বৃত্রাসুর কহিল অহো! যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতক বিশেষতঃ স্বীয় গুরুর ও আমার

ভ্রাতার নিধনকারী, সেই মদীয় শত্রু তুমি আমার অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছ। ভাগ্যক্রমে বড়ই ভাল হইয়াছে। অহে প্রধান অসৎ! তোমার পাষাণ তুল্য হৃদয় শূলদ্বারা নির্ভিন্ন করিয়া অদ্য আমি অচিরে যে ভ্রাতার অঋণী হইব ইহাও ভাগ্যক্রমে ঘটিতেছে। (১২) অহো! আমাদের অগ্রজ বিশ্বরূপ সুব্রাহ্মণ, আত্মজ্ঞ, নিষ্পাপ, দীক্ষিত হইয়া যাগ করিতেছিলেন, তিনি তোমারও অন্য কেহ নহেন, পরম গুরু, অকরুণ হইয়া স্বর্গকামী যাজ্ঞিক যেমন যজ্ঞীয় পশুর শিরশ্ছেদ করে তাহার ন্যায় খড়্গ দ্বারা তুমি সেই মহাত্মার মুণ্ডপাত করিয়াছ। (১৩) নিশ্চয় জানিলাম দয়া লজ্জা শ্রী ও কীর্ত্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, নিজ কর্ম্মদোষে রাক্ষসদের নিকটেও তুমি নিন্দনীয় হইয়াছ। অতএব আমি এই শূল দিয়া তোমার হৃদয় নির্ভিন্ন করি, অগ্নি তোমার এপাপ দেহকে স্পর্শ করিবেন না, গৃধ্রগণ ইহাকে ভক্ষণ করুক। (১৪) অন্যান্য যে সকল অজ্ঞ দেব এখানে উপস্থিত আছে, ইহারা যদি নৃশংস যে তুমি, তোমার অনুগামী হইয়া শস্ত্র উদ্যম পূর্ব্বক আমাকে প্রহার করে তীক্ষ্ণীকৃত ত্রিশূল দিয়া ইহাদেরও গলদেশ নির্ভিন্ন করত রুধির দ্বারা সগণ ভূপতি দিগকে তৃপ্ত করিব। (১৫) অহে ইন্দ্র! যদি তুমি প্রকৃষ্ট রূপে মথন পুরঃসর অশনি দ্বারা আমার শিরঃ হরণ কর তাহা হইলেও আমার ক্ষতি নাই, আমি কর্ম্ম বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বীয় দেহ দ্বারা ভূত সকলের বলি বিরচন পূর্ব্বক ধীর জনের গতি প্রাপ্ত হইব। (১৬)

অনন্তর জ্ঞানোদয় হওয়াতে জীবন অপেক্ষা নিধনই আপনার অভিমত এই আশয়ে বলিতে লাগিল হে সুরেশ! আমি তোমার শত্রু, সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছি, আমার প্রতি নিজ বজ্র কেন ক্ষেপণ করিতেছ না? হে দেবেন্দ্র! এই অশনি অমোঘ, এমত সংশয় করিও না। যে কৃপণ সন্নিধানে যাচ্ঞা যদ্রূপ নিষ্ফল হয় তদ্রূপ গদার ন্যায় ইহাও বিফল হইবেক। (১৭) হে শক্র! তোমার এই কুলিশ ভগবান্ হরির তেজে তথা দধ্যঞ্চ ঋষির তপস্যায় তীক্ষ্ণীকৃত হইয়া আছে, তুমি এই বজ্র দ্বারা শত্রুকে (আমাকে) বধ কর। তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ ইহাতে তোমার পরাজয় শঙ্কামাত্র নাই, যেহেতু যেখানে হরি সেই স্থানেই বিজয় শ্রী ও সকল গুণ বর্ত্তমান। (১৮) অহে ইন্দ্র! তোমার বজ্রাঘাতে আমার পীড়া হইবে এমত আশঙ্কাও করিও না, আমার প্রভু সঙ্কর্ষণ আমাকে যে রূপ উপদেশ করিয়াছেন আমি তদ্রূপে তদীয় চরণারবিন্দে চিত্ত সমাহিত করিয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক যোগির গতি প্রাপ্ত হইব। অতএব তোমার বজ্রদ্বারা আমার অপকার হইবেক না বরং বিষয় ভোগ রূপ গ্রাম্য পাশ ছিন্ন হইবেক। (১৯)

অহে দেবেন্দ্র! আমি ভগবানের নিজ ভৃত্য, তিনি আমাকে স্বর্গাদি সম্পত্তি দিবেন এ আশঙ্কাও করিও না, যেহেতু যে সকল ব্যক্তি একান্তভাবে ভগবানের প্রতি চিত্ত অর্পণ করে এবং তাহাতে যাহারা তাঁহার স্বজন বলিয়া গণ্য হয় তাহাদিগকে তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহা প্রদান করেন না, কারণ ঐ সকল সম্পত্তি হইতে দ্বেষ উদ্বেগ মনঃপীড়া মত্ততা বিবাদ বিপদ এবং ক্লেশ হইয়াথাকে। (২০) যদি বল তবে তিনি নিজ ভক্ত জনের কি বিধান করেন? বলিতেছি শুন। আমাদের প্রভু সেই ভগবান্ আপনার ভক্ত জনের ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ বিষয়ক আয়াসের উপশম বিধান করেন। হে শক্র! ঐ আয়াস শান্তি দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা অনুমান করা যায়, ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা তাহা অনুমেয় হয় না। অকিঞ্চন ভিক্ষুজন

অনায়াসে ঐ রূপ ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে তাহা অতিশয় দুর্লভ। (২১)

হে কৌরবরাজ! বৃত্রাসুর এই প্রকারে মহেন্দ্র সন্নিধানে আপনার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিয়া পরে ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিল হে ভগবন্! তোমার পাদপদ্মদ্বয়ই যাহাদের আশ্রয়, আমি সেই সকল দাসদিগের অনুদাস পুনরায় হইব এবং এক্ষণেও আছি, অতএব তুমি আমার প্রাণ সকলের পতি, আমার মনঃ তোমার গুণ স্মরণ করুক, আমার বাক্য তোমার গুণ কীর্ত্তন করুক। (২২) হে নিখিল সৌ-ভাগ্য নিধে! তোমা ব্যতিরিক্ত স্বর্গপৃষ্ঠ, কি পারমেষ্ঠ্য, কি সার্ব্বভৌমত্ব, কি ধরার আধিপত্য, কি যোগসিদ্ধি, কি অপুনর্ভব অর্থাৎ মুক্তি, কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। (২৩) হে অরবিন্দনেত্র! যেমন অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক গণ ক্ষুধাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া জননীকে দেখিতে ইচ্ছা করে এবং যেমন বদ্ধ বৎসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্তন্য দর্শনার্থ স্পৃহান্বিত হয় আর যেমন কামশরার্ত্তা প্রেয়সী দূরদেশাগত স্বীয় প্রিয়-তমকে দিদৃক্ষু হয় তেমনি আমার মন তাপত্রয়ে সন্তপ্ত, কর্ম্ম সকলে বদ্ধ, তথা কামাদি দ্বারা পীড়িত হওয়াতে তোমাকেই দর্শন করিতে অভিলাষ করে। (২৪) অতএব হে প্রভো! আমি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতেছি, ঐ ক্লেশ শান্তি নিমিত্ত তোমার ভক্ত জনসহ আমার সখ্য হউক। ভগবন্! তোমার মায়া বশতঃ এক্ষণে যে সকল পুত্র কলত্র দেহ গেহে আমার চিত্ত আসক্ত হইয়া আছে পুনরায় যেন ঐ সকলে আসক্ত না হয়। (২৫)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মহাযুদ্ধে স্বয়ং বৃত্র কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া মহেন্দ্রের বৃত্র বধ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বৃত্রাসুর এই প্রকারে সমরক্ষেত্রে স্বদেহ বিসর্জ্জ-নেচ্ছু হওয়াতে বিজয় অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ করিয়া মান্য করত শূল গ্রহণ করিল এবং যেমন কৈটভাসুর প্রলয়োদকে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি পতিত হইয়াছিল তাহার ন্যায়, মহেন্দ্রের পার্শ্বে পতিত হইল। (১) তদনন্তর যে শূলাস্ত্রের শিখা প্রলয়াগ্নির তুল্য ভয়ঙ্কর, সেই শূল বেগে ঘূর্ণায়মান করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ক্ষেপণ করিল। পরে সিংহনাদ করিতেং ক্রোধ ভরে "অরে পাপ! তুই হত হইলি" এই প্রকার কটূক্তি করিতে লাগিল। (২)

হে রাজন্! বৃত্রাসুরের ঐ শূল গ্রহ এবং উল্কার তুল্য দুষ্প্রেক্ষ্য ছিল; যদিও ক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতেং আসিতে লাগিল তথাচ তদবলোকনে দেবরাজের বৈক্লব্য জন্মিল না, তিনি শত পর্ব্ব সমন্বিত অশনি দ্বারা অনায়াসে তাহা ছেদন করিলেন এবং ঐ অসু-রের কর, যাহা উরগরাজের দেহাকার, তাহাও কর্ত্তন করিয়া দিলেন। (৩)

এক বাহু ছিন্ন হইলে বৃত্রাসুর সক্রোধ হইয়া পরিঘ ধারণ পূর্ব্বক বজ্রধর পুরন্দরের প্রতি ধাবমান হইল এবং তাঁহার কপোলের প্রান্তভাগে মহাবলে আঘাত করিল তাহাতে দেবরাজের বাহন ঐরাবতও তাড়িত হইল এবং দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্রও পড়িয়া গেল। হে মহারাজ! বৃত্রাসুরের এই মহাদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া সুর

অসুর সিদ্ধ চারণ এবং গন্ধর্ব্বগণ বহু২ প্রশংসা করিলেন কিন্তু মহেন্দ্রের বিপদ্ দর্শনে অবিলম্বেই সকলকে উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে হইল। (৪)

হে রাজন্! হস্ত হইতে কুলিশ স্খলিত হওয়াতে দেবেন্দ্র লজ্জিত হইয়া শত্রুর সমক্ষে পুনরায় তাহা উত্তোলন করিয়া লয়েন নাই ইহাতে বৃত্র তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিল ইন্দ্র! অশনি উঠাই লইয়া নিজ বৈরিকে বধ কর, এখন বিষাদের সময় নহে। (৫) অহে পুরন্দর! উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর এক সর্ব্বজ্ঞ সনাতন আদি পুরুষ ব্যতিরেকে পরাধীনাত্মা আততায়ি যুযুৎসু পুরুষদিগের সর্ব্বত্র জয়ই হয় না, কোথাও জয়, কোথাও অজয় হইয়া থাকে, অতএব তোমার বিষাদের বিষয় কি? (৬) অহে দেবরাজ! লোক-পাল সহিত এই সমস্ত লোক যাঁহার পরতন্ত্র হওয়াতে জালবদ্ধ পক্ষিদের ন্যায় অবশ হইয়া স্ব২ ব্যাপারে চেষ্টা করিতেছে সেই কালই (ভগবানই) জয়াদির কারণ। (৭) অহে দেবরাজ! সেই ভগবানই সামর্থ্য সাহস বল প্রাণ অমৃত এবং মৃত্যুর স্বরূপ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য? লোকে তাঁহাকে জয়াদির কারণ না জানিয়া জড়রূপে বর্ত্তমান যে এই দেহ, ইহাকে কারণ বলিয়া মানে। পরন্তু হে মঘবন্! যেমন দারুময়ী নারী অথবা যেমন পত্রময় মৃগ স্বতন্ত্র হইয়া স্বয়ং কোন চেষ্টা করিতে পারে না তাহার ন্যায় এই সমস্ত ভূত ভগবান্ ঈশের পরতন্ত্র অর্থাৎ এসকলও তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন ব্যাপারে সমর্থ নহে। (৮) অধিক কি বলিব তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে প্রকৃতি পুরুষ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব ভূত ইন্দ্রিয় মনঃ এ সকলও জীবের সৃষ্ট্যাদিতে সক্ষম নহে। (৯) হে দেবরাজ! কেহ২ যে কহিয়া থাকেন জীবই স্বীয় কর্ম্মদ্বারা সৃষ্ট্যা-দির হেতু, সে কথাই নহে, কারণ দেহ কোন মতে ঈশ অর্থাৎ স্বতন্ত্র নহে, অবি-দ্বান্ ব্যক্তিই দেহকে ঈশ্বর অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া মানে। যদি বল পিত্রাদি হইতে সৃষ্টি ও ব্যাঘ্রাদি হইতে বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর, তাহারাও পরতন্ত্র। ফলতঃ ভগবানই স্বয়ং পিত্রাদি ভূত সকল দ্বারা ভূতসকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং তিনিই ব্যাঘ্রাদি ভূত সকল দ্বারা ভূত সকলকে গ্রাস করেন। (১০) হে দেব-রাজ! তুমি আমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছ ইহাতে তোমার আর জয় হইবার সম্ভাবনা নাই এমত মনে করিও না, পুরুষের কীর্ত্তি, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, আয়ুঃ, এবং আশিষ এ সকল জয়াদি কালে অবশ্যই হয়, কিন্তু ঐ সময়ে তত্তদ্বিষয়ে অনিচ্ছু হইলে বিপ-রীত অর্থাৎ অকীর্ত্তি ইত্যাদি হইয়া থাকে। (১১)

অতএব হে মহেন্দ্র! যেহেতু সকলই ঈশ্বরাধীন, সেই কারণে কীর্ত্তি অকীর্ত্তি জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, তথা জীবন মরণে সমান অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ শূন্য হওয়া উচিত। (১২) হে মঘবন্! সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, যে ব্যক্তি আত্মাকে ঐ গুণত্রয়ের সাক্ষী স্বরূপ জানেন তিনি হর্ষাদি দ্বারা কখন বদ্ধ হন না। (১৩) অহে শত্রু! হর্ষ বিষাদ নিবৃত্ত্যর্থ এক্ষণে আমিই তোমার গুরু হইতেছি, আমাকে অবলোকন কর, আমি নির্জ্জিত হইয়াছি এবং আমার অস্ত্র ও হস্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে তথাপি তোমার প্রাণ সংহার বাসনায় যথাশক্তি যুদ্ধে যত্ন করিতেছি। (১৪) হে দেব-রাজ! আমাদের এই সমর অবিকল দ্যূত স্বরূপ, ইহাতে পরস্পরের প্রাণই পণ, বাণ সকলই পাশক, বাহনগণই হস্ত্যাদি বলরূপে ইতস্ততঃ চাল্যমান হইতেছে, এ দ্যূতে কাহার জয় হইবে ও কাহার পরাজয় হইবে এখনও জানা যাইতেছে না। (১৫)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বৃত্রাসুরের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইলেন এবং নিষ্কপট জানিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন-

স্তুর বিস্ময় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্র গ্রহণ করিয়া হাস্য করিতে২ কহিলেন (১৬) অহে দানব! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, অহো! তোমার এ প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়াছে! বোধ হইতেছে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলের আত্মা ও সুহৃৎ যে জগদীশ্বর, তাঁহার সেবা করিয়াছ, অপর জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়া উত্তীর্ণ হইয়াছ, যেহেতু তোমাতে আসুর ভাবের অভাব এবং মহাপুরুষ ভাবের প্রকাশ দেখিতেছি। পরন্তু ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, তুমি রজঃপ্রকৃতি, সত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেবে তোমার দৃঢ়া মতি কি প্রকারে হইল? (১৭) যাহা হউক। নিঃশ্রেয়সের ঈশ্বর ভগবান্ হরিতে যখন তোমার ভক্তি জন্মিয়াছে এবং যখন তুমি অমৃতসাগরে বিহার করিয়াছ তখন ক্ষুদ্র গর্ত্তাদির জল তুল্য স্বর্গাদিতে তোমার আর প্রয়োজন নাই, নিশ্চয় বুঝিলাম। (১৮)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! ধর্ম্ম জ্ঞান বাসনায় ঐ প্রকার কহিতে কহিতে ইন্দ্র ও বৃত্র দুই জনের ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। উভয়েই মহাবীর্য্য ও মহাযোদ্ধা অতএব, কোন পক্ষের ভঙ্গ দৃষ্ট হইল না। (১৯) হে নরশ্রেষ্ঠ! মহাবল পরাক্রান্ত বৃত্র কৃষ্ণ-লৌহময় ঘোর পরিঘ অস্ত্র বাম করে ধরিয়া ইন্দ্রের প্রতি ক্ষেপণ করিল। কিন্তু তাহার ঐ পরিঘ এবং পরিঘতুল্য বাহু উভয়কেই দেবরাজ আনতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (২০) বাহুদ্বয়ের মূল উৎকৃত্ত হইলে তাহা হইতে অনর্গল রুধির নির্গত হইতে লাগিল কিন্তু তাহাতেও, ইন্দ্রের বজ্রে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বত যেমন আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোভা পায় তাহার ন্যায়, ঐ অসুর শোভা পাইতে লাগিল। (২১) অনন্তর সে আপনার গণ্ডের নিম্নভাগ ভূমিতে পাতিয়া ও উপর ভাগ স্বর্গে রাখিয়া আকাশের ন্যায় গম্ভীর মুখ ও সর্পের তুল্য উল্বণ জিহ্বা (২২) এবং মৃত্যুর সদৃশ করাল দংষ্ট্রা দ্বারা ত্রিজগৎ যেন গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে আপনার প্রকাণ্ড দেহ অত্যর্থ উচ্ছ্রিত এবং বেগে গিরি সকল সঞ্চালিত করিয়া (২৩) পাদচারি পর্ব্বতরাজের ন্যায় পৃথ্বী চূর্ণ করত বজ্রধর পুরন্দরের নিকটে আসিল এবং বাহন সহিত তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া মুখের মধ্যে পূরিল। (২৪) হে রাজন্! মহাবল মহাপ্রতাপ মহাসর্প যদ্রূপ গজকে গ্রাস করে তাহার ন্যায় ঐ অসুর সুর-পতিকে গ্রাস করিল।

দেবগণ মহেন্দ্রকে বৃত্রগ্রস্ত দেখিয়া ভয় ও নির্ব্বেদে বিবর্ণ হইলেন এবং ঋষি-গণ সহিত "হা কি কষ্ট!" এই প্রকার কহিতে২ পরিতাপ আরম্ভ করিলেন। (২৫) হে রাজন্! যদিও অসুরেন্দ্র কর্ত্তৃক গিলিত হইয়া মহেন্দ্র তদীয় উদরগত হইলেন তথাচ নারায়ণ কবচে সন্নদ্ধ থাকাতে তৎ প্রভাবে এবং যোগ ও মায়ার বলে দেব-রাজের মৃত্যু হইল না। (২৬) ক্ষণ মধ্যে স্বীয় শস্ত্র দ্বারা ঐ অসুরের কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন এবং নিজ তেজে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ঐ শত্রুর শিরঃ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। (২৭) হে রাজন্! যদিও ইন্দ্রের বজ্র অতিশয় বেগবান্ তথাচ বৃত্র-হননার্থ সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত হইয়া তাহার কন্ধর কর্ত্তন করত সূর্য্যাদির দুই অয়নে অর্থাৎ সম্বৎসরে যত দিন, তত দিনে তাহা পাতিত করিল। (২৮)

হে কৌরববর! মহাসুর বৃত্র নিহত হইলে আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি হইল এবং গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ মহর্ষিসঙ্ঘ সহিত বৃত্রহন্তার বীর্য্য প্রকাশক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূরি২ স্তব করত আহ্লাদে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। (২৯) হে অরিন্দম রাজন্! সেই সময়ে বৃত্রের দেহ হইতে তদীয় আত্মজ্যোতিঃ নিষ্ক্রান্ত হইয়া দর্শনকারি দেবগণের সমক্ষেই ভগবানে গিয়া সম্পন্ন হইল। (৩০) ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৃত্রবধানন্তর ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ইন্দ্রের চিরপলায়ন তথা ভগবান কর্ত্তৃক তাঁহার রক্ষা।

শুকদেব কহিলেন হে বদান্য ভূপাল! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ইন্দ্র ব্যতীত লোকপাল সহিত তিন লোকের মনঃ সদ্যঃ বিজ্বর ও নির্বৃত হইল। (১) দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য ও দেবানুচর সকল তথা ব্রহ্মা ঈশ প্রভৃতি সকলে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া স্বয়ং স্ব২ পদ গ্রহণ করিলেন, মহেন্দ্র আপনার কর্ম্ম দ্বারা বিষণ্ন হইয়া কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিতেও কাহারো বিলম্ব সহিল না। (২)

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন মুনে! দেবরাজ কেন অনির্বৃত থাকিলেন তাঁহার বিষণ্নতার কারণ কি? যে কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত দেবতা সুখী হইলেন তাহাতে কি হেতু মহেন্দ্রের দুঃখ বোধ হইল? (৩)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ঋষিগণ সহিত যাবতীয় দেবতা বৃত্রাসুরের বিক্রমে অত্যর্থ উদ্বেজিত হইয়া তাহার বধার্থ মহেন্দ্র সন্নিধানে প্রার্থনা করেন কিন্তু বৃত্রকে বিনষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যা হইবে এই ভয়ে তাহা করিতে প্রথমতঃ ইন্দ্রের ইচ্ছা হয় নাই। ইন্দ্র কহেন বিশ্বরূপের বধ করিয়া একবার যে পাপ করিয়াছিলাম স্ত্রী ভূমি দ্রুম ও জল ইহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লইয়াছে, আবার বৃত্রহত্যা করিয়া কিসে পাপ শোধন করিব? (৪)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! মহেন্দ্রের ঐ বচন শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বলিয়াছিলেন আমরা তোমাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবেক, ভয় করিও না। হে দেবেন্দ্র! অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা পরম পুরুষ পরমাত্মা নারায়ণ দেবের অর্চ্চনা করিলে বৃত্রবধ কি, জগতের বধ করিয়াও তজ্জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে? অহে ইন্দ্র! কি ব্রহ্মঘ্ন, কি পিতৃঘাতী, কি গোঘ্ন, কি মাতৃঘাতী, কি ঋষি হত্যাকারী, কি কুক্কুরভোজী, কি চণ্ডাল, ইত্যাদি মহা২ পাপী লোকেও যাঁহার নাম কীর্ত্তনে তত্তৎ পাপ হইতে পবিত্র হয় আমরা অশ্বমেধ মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব তুমি তদ্দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে তাহাতে যদি তুমি ব্রহ্ম সহ চরাচর সংহার কর তাহা হইলেও তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হইবে না, খল নিগ্রহ জন্য পাপ স্থায়ি হইবেক এ কি কথা? (৫)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! যদিও ঋষিগণ ঐ প্রকারে প্রবৃত্তি দিয়া অনুরোধ করাতে দেবরাজ মহারিপু বৃত্রাসুরের বধ করিলেন তথাচ ব্রাহ্মণ বৃত্র নিহত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকেই গিয়া আক্রমণ করিল (৬) এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রকেই সন্তাপ সহিষ্ণুতা করিতে হইল আর তজ্জন্য ইন্দ্রই নির্বৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। হে রাজন্! যদিও মহেন্দ্রের ধৈর্য্যাদি বহু২ গুণ ছিল তথাচ যে ব্যক্তি নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া লজ্জাযুক্ত হয় তাহাকে গুণ সকলেও সুখি করিতে পারে না। (৭)

সে যাহা হউক, দেবেন্দ্র দেখিলেন ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া চণ্ডালীর ন্যায় পশ্চাৎ২ ধাবমান হইতেছে, জরা দ্বারা তাহার সকল অঙ্গ কম্পমান এবং ক্ষয় রোগগ্রস্তের ন্যায় গাত্রের বসন শোণিত ময়! (৮) সে আপনার পলিত কেশ বিকীর্ণ করিতে করিতে থাক্২ এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেছিল। তাহার নিশ্বাস বায়ুতে এমত

দুর্গন্ধ মৎস্যগন্ধ ছিল যে তদ্দ্বারা পথ শুদ্ধ দুষ্ট হইয়া যাইতেছিল। (৯) হে রাজন্! দেবেন্দ্র তাহাকে দেখিবামাত্র ভীত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ নিমিত্ত প্রথমতঃ আকাশে পশ্চাৎ সকল দিকে ধাবমান হইলেন কুত্রাপি আত্মত্রাণের স্থান লব্ধ হইল না। পরিশেষে উত্তর পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া তত্রস্থ মানস সরোবরে আশু প্রবেশ করিলেন। (১০) এবং তথায় যে পদ্ম ছিল তাহার তন্তু মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি অগ্নিদূত, অর্থাৎ অগ্নিই তাঁহাকে যজ্ঞীয় বহির্ভাগ আনিয়া দেন, জল মধ্যে অগ্নির প্রবেশ অসম্ভব একারণ যাবৎ তথায় বাস করিয়া রহিলেন তাবৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইলেন না। হে রাজন্! দেবরাজ ঐ স্থানে সহস্র বৎসর যাবৎ অলক্ষিত হইয়া ছিলেন সতত এই চিন্তা করিতেন ব্রহ্মবধ জন্য পাতক হইতে কি প্রকারে মুক্ত হইব। (১১) সে যাহা হউক, যাবৎ মহেন্দ্র ঐ রূপ অবস্থায় রহিলেন তাবৎ নহুষ রাজা স্বর্গ শাসন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মনুষ্যের স্বর্গ রাজ্য কি রূপে হইবেক এমত মনে করিয়া ইহাতে অবিশ্বাস করিবেন না, বিদ্যা তপস্যা ও যোগ প্রভাবে নহুষের স্বর্গ পালনে সামর্থ্য হইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই ঐ রাজা ঐরূপ অতুল সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য জন্য মদে হতবুদ্ধি হইলেন তাহাতে ইন্দ্রপত্নী উপায়যোগে তাঁহাকে সর্প যোনি প্রাপ্ত করাইলেন সুতরাং স্বর্গহইতে তাঁহার পতন হইল। (১২) *

সে যাহা হউক, তদনন্তর দেবরাজ ব্রাহ্মণ বাক্যে আহূত হইয়া পুনরায় স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন। সত্যপালক ভগবান্ হরির ধ্যান করাতে তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। হে রাজন! পূর্ব্বেও ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় নাই কারণ পূর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিতা দিগ্দেবতা (রুদ্র) তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (১৩)

হে ভারত! যদিও ধ্যান দ্বারাই দেবেন্দ্রের পাপ মোচন হইয়াছিল তথাচ তিনি স্বর্গে পুনরাগত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক যে অশ্বমেধ যজ্ঞে ভগবান হরির আরাধনাই প্রধান কর্ম্ম, সেই অশ্বমেধে তাঁহাকে দীক্ষিত করাইয়া যথাবিধি যাগ করাইতে লাগিলেন। (১৪) হে রাজন! ব্রহ্মবাদি মুনিগণ কর্তৃক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল মহেন্দ্র তাহাতে সকল দেবতাই যাঁহার মূর্ত্তি সেই পরম পুরুষের যখন অর্চ্চনা করেন (১৫) তখন তাঁহার বৃত্র বধজন্য পাপরাশি যদিও সুমহৎ, তথাপি দিবাকর হইতে যেমন নীহার নাশ হয় তাহার ন্যায় সেই পুরুষ হইতে ঐ সমুদায় পাপ বিনাশিত হইল। (১৬)

* এবিষয়ে এই রূপ আখ্যায়িকা আছে নহুষ রাজা স্বর্গে রাজ্য করিতেং একদিন ইন্দ্রাণীকে কহিয়াছিলেন এক্ষণে আমিই ইন্দ্র, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। নহুষের এই কথায় ইন্দ্রাণী ধর্ম্মলোপ ভয়ে অতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন, সে দিন তাহাকে কিছু না বলিয়া গোপনে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন পূর্ব্বক ঐ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। দেবগুরু ঐ দুরাত্মার পতনোপায় চিন্তা করিয়া বলিলেন হে সাধ্বি! সেই দুরাত্মাকে এই কথা বলিও ব্রাহ্মণবাহ্য শিবিকায় আরোহণ করিয়া আসিলে আমি তোমার সেবা করিব। বিপ্রগণকে বাহক করিলেই ব্রহ্মশাপে অসংশয় তাহার পতন হইবেক। অনন্তর নহুষ শচীসহ সহবাসার্থ পুনরায় পূর্ব্বনৎ কহিলে ইন্দ্রাণী কহিলেন বিপ্রবাহ্য শিবিকারোহী হইয়া আসিও। নহুস কামান্ধ হইয়া অগস্ত্যাদি প্রধানং বিপ্রকে শিবিকা বহনার্থ নিযুক্ত করিয়া সত্বরতা প্রযুক্ত ঐ সকল বাহককে সর্প সর্প (চল চল) বলিয়া অগস্ত্যকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিল। অতএব ঐ বিপ্রবর রোষ বশতঃ "তুই সর্প হ" বলিয়া অভিশাপ দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সে অজগর সর্প হইয়া স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইল।

হে রাজন্! এই প্রকারে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞাধিপতি পুরাণ পুরুষ হরির আরাধনা করিয়া পাপক্ষয় হওয়াতে মহেন্দ্র পূর্ব্ববৎ মহৎ হইয়াছিলেন। (১৭) হে মহারাজ! এই উপাখ্যান অতি মহৎ, ইহাতে তীর্থপদ ভগবানের কীর্ত্তন এবং ভক্ত জনের বর্ণনা আছে, আর মহেন্দ্রের পাপ মোচন বিশেষতঃ তাঁহার জয় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা হইতে অশেষ পাপের প্রক্ষালন এবং ভক্তির উদ্রেক হয় (১৮) এ কারণ বুধগণ সর্ব্বদা এই আখ্যান পাঠ ও পর্ব্বে২ ইহা শ্রবণ করিয়াথাকেন ইহাতে ইন্দ্রিয়পাটব ধন ও যশঃ হয়, আর অখিল পাপক্ষয় ও শত্রুজয় হইয়া থাকে অধিকন্তু ইহা আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, অতএব এই উপাখ্যান পঠন ও শ্রবণ পরম স্বস্ত্যয়ন। (১৯)

ইতি ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৃত্রাসুর নিহত হইলে স্নেহহেতু চিত্রকেতুর শোক।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! বৃত্রাসুর অতিশয় পাপী, তাহার স্বভাব রজঃ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ ছিল। ভগবান্ নারায়ণে কি প্রকারে তাহার দৃঢ়া মতি হইল? (১) শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ ও নির্ম্মলাত্মা ঋষি সকলেরও প্রায় মুকুন্দচরণে ভক্তি জন্মে না ইহাতে পাপাত্মা বৃত্রাসুরের কি প্রকারে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইয়াছিল? (২) ব্রহ্মন্! এই পৃথিবী মধ্যে অনন্ত জীব আছে, তাহাদের সংখ্যা পৃথিবীস্থ ধূলির পরমাণু তুল্য অশেষ। কিন্তু ঐ রূপ অসংখ্য জীব মধ্যে কতিপয় মাত্র মনুষ্যাদি স্ব২ শ্রেয়ঃ নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ করে। (৩) হে যোগিন্! ঐ কতিপয় মনুজাদি সকলেও মুমুক্ষু হয় না তাহাদের মধ্যে প্রায় অল্প ব্যক্তি মুক্ত্যর্থ অভিলাষ করেন। ঐ রূপ মুমুক্ষু জীব সকলেই আবার সিদ্ধ হয়েন না, সহস্র মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি গৃহাদি সঙ্গত্যাগী ও তত্ত্বজ্ঞ হয়েন। অপর যে সকল পুরুষ ঐ রূপ মুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ হন্ তাঁহাদের কোটি জনের মধ্যে আবার নারায়ণপর ও প্রশান্তাত্মা লোক অত্যন্ত দুর্লভ অর্থাৎ তদ্রূপ লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মন্! বৃত্রাসুর সাক্ষাৎ পাপ স্বরূপ, সর্ব্বদা সকল লোকের হিংসা করিত এবং নিরন্তর সমরার্থ উন্মত্ত হইয়া থাকিত, সে কিরূপে ভগবানে ঐ প্রকার দৃঢ়মতি হইয়াছিল? (৪) প্রভো! এ বিষয়ে আমাদের সুমহৎ সংশয় এবং সবিশেষ শ্রবণার্থ পরম কৌতূহল জন্মিতেছে, বিস্তারিত করিয়া বর্ণন করিতে আজ্ঞা হউক। হে যোগিন্! বৃত্রাসুর ইন্দ্রভয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিল এমত বলিতে পারি না কারণ সমরে তাহার এমত পৌরুষ প্রকাশ হয় যে তাহাতে পুরন্দরের পরম সন্তোষ জন্মিয়াছিল।

সূত কহিলেন হে মুনিগণ! শ্রদ্ধাবান্ মহারাজ পরীক্ষিতের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শুকদেব আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতি বচন প্রদান করিলেন। (৫)

শুকদেব বলিলেন রাজন্! এ বিষয়ের একটী ইতিহাস মহর্ষি ব্যাসের প্রমুখাৎ তথা নারদ ও দেবলের সকাশাৎ শ্রুত আছে, তোমার নিকট তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া যাবৎ শ্রবণ কর। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে শূরসেন দেশে চিত্রকেতু এই নামে বিখ্যাত সার্ব্ব ভূমীশ্বর এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার এবম্বিধ প্রতাপ ছিল যে অবনী আপনি তদীয় অভিলষিত দোহন করিয়া দিতেন। (৬)

হে মহারাজ! ঐ চিত্রকেতুর কোটি সংখ্যক কলত্র, এবং নিজেরও পুত্রোৎপাদনের সামর্থ্য ছিল তথাচ তাঁহার ঐ সকল ভার্য্যায় একটীও সন্ততি হইল না, অর্থাৎ দুর্দৈব বশতঃ সমস্ত বনিতাই বন্ধ্যা হইল। (৭) স্বয়ং রূপ, লাবণ্য, বয়স্, বিদ্যা, কৌলীন্য, ঐশ্বর্য্য, ঔদার্য্য ইত্যাদিতে সম্পন্ন এবং সর্ব্ব গুণে অলঙ্কৃত হইলেও বন্ধ্যা ভার্য্যা দিগরে ভর্ত্তা হওয়াতে চিত্রকেতুর অন্তঃকরণ ক্রমে চিন্তাকুল হইল। সুতরাং সমস্ত সম্পদ, সকল বামলোচনা মহিলা এবং অখিল ভূমি কিছুই ঐ সার্ব্বভৌম নরপতির প্রীতিপ্রদ হইল না।

একদা ভগবান্ অঙ্গিরা মহর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে সমস্ত ভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ নরপতির ভবনে আগমন করিলেন। (৮) মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র চিত্রকেতু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রত্যুত্থান করিয়া আনিলেন এবং বিবিধ উপহার দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া আতিথ্য করিলেন। অনন্তর প্রদত্ত আসনে ঐ মহর্ষি সুখাসীন হইলে আপনিও সংযত হইয়া তাঁহার সমীপে আসন পাতিয়া বসিলেন। সমীপে উপবিষ্ট রাজাকে বিনয়াবনত ও অবনীতলে প্রণত দেখিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা অভ্যর্থনা করত মহা-রাজ বলিয়া সম্ভাষণানন্তর তাঁহার প্রতি এই রূপে বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৯)

অঙ্গিরা জিজ্ঞাসিলেন মহারাজ! কুশল তো? তোমার রাজ্যাঙ্গ সকলের তথা আপ-নারও তো মঙ্গল? হে রাজন্! যেমন মহদাদি সপ্ত প্রকৃতিদ্বারা জীব নিত্য পরিরক্ষিত থাকেন তদ্ব্যতিরেকে ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না তেমনি রাজাকেও সপ্ত প্রকৃতি অর্থাৎ স্বামী (গুরু) অমাত্য (কর্ম্ম সহায়) রাজ্য, দুর্গ, কোষ, দণ্ড, এবং মিত্র (মন্ত্র সহায়) এই সপ্তে গুপ্ত থাকিতে হয়, ঐ রূপে সুরক্ষিত রাজাই আপনাকে ঐ সকল প্রকৃতির অনুবর্ত্তি করিয়া রাজ্য সুখ ভোগ করিতে পান। (১০) হে নরদেব! রাজা সুখী হইলে তাঁহা হইতে প্রকৃতি অর্থাৎ রাজ্যাঙ্গ সকল ধন সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। (১১)

হে মহারাজ! আর জিজ্ঞাসা করি তোমার পুত্র কলত্র মন্ত্রী অমাত্য ভৃত্য এ সকল তো বশবর্ত্তী? অপর বিশেষ২ নিয়ম করিয়া দলবদ্ধ রূপে থাকে যে সকল বণিক্ প্রভৃতি তাহারা তথা পুরবাসী, প্রদেশাধিকারী এবং প্রজা সকল ইহারাও তো তোমার বশম্বদ? (১২) রাজন্! যে পুরুষের মনঃ আপনার বশবর্ত্তি, উল্লিখিত সকল ব্যক্তিই তাহার বশ্য হইয়া থাকে আর এই সমস্ত লোক লোকপালদের সহিত অতন্ত্রিত হইয়া তাহাকে পূজোপহার প্রদান করে, অতএব জিজ্ঞাসা করি তোমার মনঃ বশে আছে কি না? (১৩)

কিন্তু, হে রাজন্! আমার বোধ হইতেছে তুমি যেন আত্মা হইতে সন্তুষ্ট নহ। তোমার এরূপ ভাব কি আপনা হইতে হইয়াছে? না অন্য কাহা হইতে ঘটিয়াছে? ফলতঃ তোমার বদন চিন্তায় শবলবর্ণ দেখিতেছি ইহাতে প্রত্যক্ষেই লক্ষ্য হইতেছে তুমি আপনার অভিলষিত লাভে বঞ্চিত আছ। (১৪)

এতাবৎ কথা কহিয়া মহারাজ পরীক্ষিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! মুনিবর অঙ্গিরা যদিও সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি ঐ প্রকারে সংশয় প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে প্রজাকাম সেই রাজা চিত্রকেতু বিনয়াবনত হইয়া নিবেদন করি-লেন। (১৫)

চিত্রকেতু কহিলেন ভগবন্! দেহিদিগের অন্তরে ও বাহিরে যাহা২ বর্ত্তমান, নিষ্পাপ যোগিগণের তপস্যা জ্ঞান ও সমাধি দ্বারা তাহার কি না বিদিত? আপনি আমার বিষয় সকলই অবগত আছেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার মানসিক চিন্তার বিষয় নিবেদন করি। যদিও আপনি সকল জানেন তথাচ আপনকার অনুজ্ঞায়

প্রেরিত হইতেছি, কথনে দোষ নাই। (১৬) ব্রহ্মন্! সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি যদ্যপি লোকপালদিগেরও প্রার্থনীয়, তথাপি, স্রক্ চন্দনাদি বিষয় সকল যেমন ক্ষুৎ পিপাসায় পীড়িত অন্নপানাভিলাষি পুরুষকে সুখ দিতে পারে না তাহার ন্যায় এই সকল সাম্রাজ্যাদি নিরপত্য যে আমি, আমাকে আনন্দিত করিতেছে না। (১৭) অতএব, হে মহাভাগ! এই উপস্থিত দুষ্পার নরক, পিত্রাদি পূর্ব্ব পুরুষের সহিত আমি যে প্রকারে প্রজা দ্বারা উত্তীর্ণ হইতে পারি, কৃপাবলোকন পুরঃসর তদ্রূপ বিধানে আজ্ঞা হউক।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ব্রহ্মাঙ্গভূ ভগবান্ অঙ্গিরা পরম দয়ালু, চিত্রকেতু কর্ত্তৃক এই প্রকার প্রার্থিত হওয়াতে তৎক্ষণাৎ চরু শ্রপণ পূর্ব্বক ত্বষ্টার যজ্ঞ করিলেন। (১৮) হে ভারত! যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ঐ রাজার যে মহিষী সকলের জ্যেষ্ঠা এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন বিপ্রবর অঙ্গিরা তাঁহাকে যজ্ঞশেষ প্রদান করিলেন। (১৯) অনন্তর নৃপতিকে বলিলেন রাজন্! তোমার একটী পুত্র উৎপন্ন হইবেক, কিন্তু সেই সন্তান হইতে তোমার হর্ষ ও বিষাদ দুই হইবেক অর্থাৎ সে জন্ম দ্বারা তোমাকে সুখ প্রদান ও মরণ দ্বারা তোমার শোক বিধান করিবেক।

হে মহারাজ পরীক্ষিত! ব্রহ্মসুত অঙ্গিরা এই কথা বলিয়া তৎপরেই সে স্থান হইতে স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! যজ্ঞশেষ (চরু) ভোজন করিয়া চিত্রকেতুর মহিষী কৃতদ্যুতি, কৃত্তিকা যেমন অগ্নির আত্মজ ধারণ করিয়াছিল তাহার ন্যায়, গর্ব্ভ ধারণ করিলেন। (২০) হে রাজন্! চিত্রকেতু রাজা শূরসেনের অধিপতি, তাঁহার ঔরসে রাজমহিষী কৃতদ্যুতির ঐ গর্ব্ভ হওয়াতে, শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায়, অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনন্তর গর্ব্ভ মাস পরিপূর্ণ হইলে একটী রাজকুমার উৎপন্ন হইল। হে কৌরব্য! রাজকুমারের জন্ম কথা শুনিয়া আপামর সাধারণ শূরসেন দিগের পরম হর্ষ জন্মিল। (২১)

অনন্তর মহারাজ চিত্রকেতু কুমার জন্ম শ্রবণে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন এবং শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ বাচন পুরঃসর যথাবিধি জাতকর্ম্ম করাইলেন। (২২) তাহার পর সেই সকল বিপ্রকে স্বর্ণ রজত বসন ভূষণ হস্তি অশ্ব গ্রাম এবং ছয় অর্ব্বুদ ধেনু অর্থাৎ ষাইট্ কোটি সবৎসা গাভী দান করিলেন। (২৩) পরে আপনার মনঃ অতি মহৎ, এপ্রযুক্ত মেঘ যেমন জীব সকলের হিতার্থ বারি বর্ষণ করে তাহার ন্যায়, অন্যান্য মানব দিগেরও অভিলষিত বর্ষণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু যেং বস্তু দান করিলে কুমারের সৌভাগ্য ও পরমায়ুঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা প্রচুর পরিমাণে দান করিতেও কোন অংশে তাঁহার ত্রুটি হইল না।

হে রাজন্ পরীক্ষিত! বহুকাল পরে মহা কষ্টে শ্রেষ্ঠ তনয় উৎপন্ন হওয়াতে, যেমন নিঃস্ব ব্যক্তির কৃচ্ছ্রলব্ধ ধনে স্নেহ হয় তাহার ন্যায়, ঐ পুত্রের প্রতি পিতার (চিত্রকেতুর) স্নেহ জন্মিয়া অনুদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। (২৪) আর জননীর (কৃতদ্যুতির) ঐ তনয়ে এতাদৃশ অসীম বাৎসল্য জন্মিল যে তাহাতে মোহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার যে সকল সপত্নী ছিল সপত্নীকে পুত্রবতী দেখিয়া স্বং সন্তানাভিলাষ হওয়াতে তাহারা পুত্র কামনারূপ সন্তাপে সন্তপ্ত হইল। (২৫) অধিকন্তু মহারাজ চিত্রকেতু অনুদিন নন্দনের লালন করত পুত্রবতী বনিতায় যাদৃশী প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন অন্য ভার্য্যায় তদ্রূপ সন্তোষ প্রকাশ হইল না (২৬) ইহাতেও অন্য

অঙ্গনাগণ অসূয়া পরবশ হইয়া আপনারাই আপনাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইল এবং অনপত্যতা ও রাজসন্নিধানে অনাদর জন্য মনোদুঃখে যৎপরোনাস্তি পরিতপ্তা হইল। (২৭) তাহারা কহিল যে নারীর সন্তান নাই সে অতিশয় পাপীয়সী, তাহাকে ধিক্। সে স্বামির নিকটেও ভার্য্যা বলিয়া গণ্য হয় না। তাহার যে সকল সপত্নী পুত্র-বতী, তাহারা দাসীর ন্যায় তাহাকে তিরস্কার করে। (২৮) দাসীদের সন্তাপ কি, স্বামির পরিচর্য্যা দ্বারাই তাহাদের মান লাভ হয়, ইহা সত্য, কিন্তু আমরা দাসীর দাসীর ন্যায় অতিশয় দুর্ভগা। (২৯)

হে মহারাজ পরীক্ষিত! কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পত্তি দর্শনে তাঁহার সপত্নীগণ একে ঈর্ষায় এই প্রকার দগ্ধ হইতেছিল, তদুপরি অপ্রজা দেখিয়া তাহাদিগের বৃত্তি বিধানে রাজার আবার অমত হইল, অতএব ঐ কুমারের উপরে তাহাদের দারুণ বিদ্বেষ জন্মিল। (৩০) হে রাজন্! বিদ্বেষ বশতঃ ঐ সকল স্ত্রীর বুদ্ধি এমত বিনষ্ট এবং চিত্ত এপ্রকার নির্দ্দয় হইল যে তাহারা আপনাদের পতি নরপতিরও সৌভাগ্য অস-হিষ্ণু হইয়া প্রাণ সংহার বাসনায় একদিন ঐ কুমারকে বিষ প্রদান করিল।

হে রাজন্! সপত্নীদিগের নৃশংসতাচরণের বিষয় কৃতদ্যুতি কিছুই জানিতেন না। বিষোপযোগে কুমার যে গতাসু হইয়া শয়ান আছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যদিও গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন তথাচ দেখিয়া মনে করিলেন কুমার এখনও নিদ্রিত আছে, অতএব তাহার নিকটে না গিয়া ইতস্ততঃ বেড়িয়া গেলেন। (৩১) অন্য গৃহে গিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে হইল বালক অনেক ক্ষণ নিদ্রাগত হইয়া আছে, অতএব ধাত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন আমার পুত্রকে এখানে লইয়া আইস। (৩২)

ধাত্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই শিশু যেস্থানে শয়িত ছিল তথায় গিয়া দেখিল তাহার দুইটী চক্ষুর তারা ঊর্দ্ধগত হইয়া রহিয়াছে, দেহে প্রাণ ইন্দ্রিয় ও আত্মা নাই। দেখিয়াই "হা হতা হইলাম" বলিয়া উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদ করত মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। স্তনদায়িনীর ঐ আর্ত্তধ্বনি রাজ্ঞীর (কৃতদ্যুতির) কর্ণগোচর হইল। অতএব অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া বিলাপ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে২ দ্রুতগতি সেই গৃহে আগমন করিলেন, কিন্তু সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখেন সন্তান অকস্মাৎ মরিয়া রহিয়াছে। (৩৩) হে রাজন্! দর্শন করিয়াই কৃতদ্যুতি ভূমিতে পড়িলেন, গুরুতর শোকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মোহ উপস্থিত হইল অতএব মস্তকের কেশ ও গাত্রের বসন পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেও জানিতে পারিলেন না। তদনন্তর রাজার অন্তঃ-পুরচারী নর ও নারীগণ এই দুর্ঘটনার কথা শুনিল এবং সকলেই সত্বর আসিয়া অতিশয় দুঃখিত ও রাণীর তুল্য খিন্ন হওত রোদন করিতে লাগিল। হে কৌরববর! কৃতদ্যুতির যে সকল সপত্নী ঐ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল তাহারাও আসিয়া কপটতাবলম্বন পূর্ব্বক ক্রন্দন আরম্ভ করিল। (৩৪) অনন্তর রাজা চিত্রকেতু শুনিলেন পুত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু মরণের কারণ প্রকাশ হয় নাই। শ্রবণমাত্রে আকস্মিক শোকে তাঁহার দৃষ্টি বিনষ্টা হইল, মৃত সন্তানকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া শোকাবেগ বশতঃ পতিত ও স্খলিত হইতে২ আসিলেন। স্নেহানুবন্ধ বশতঃ তাঁহার শোক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হইতে-ছিল, বারম্বার মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অতএব অমাত্য প্রভৃতি রাজপুরুষগণ সঙ্গে২ চলিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আনিলেন। (৩৫) সে যাহা হউক। তিনি আসিয়াই সেই মৃত বালকের পাদমূলে পড়িলেন। তাঁহার কেশ

ও বসন বিস্রস্ত হইয়া গেল। বাষ্পবিন্দু দ্বারা সংবৃত হওয়াতে কণ্ঠদেশ নিরুদ্ধ হইয়াছিল সুতরাং কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কথা কহিতে সামর্থ্য হইল না। (৩৬)

পতিকে এই প্রকার শোকাকুল অবলোকন করিয়া এবং বংশের সন্ততির মূল যে স্বীয় সন্ততি, তাহাকে গতাসু দর্শন করিয়া রাজমহিষী কৃতদ্যুতির দুঃখ বিবর্দ্ধিত হইল। তিনি পুরস্থ সমস্ত ব্যক্তির বিশেষতঃ অমাত্য মন্ত্রি প্রভৃতির মনস্তাপ বিস্তার করত বিচিত্র প্রকারে বিলাপ করিলেন। (৩৭) তাঁহার স্তনদ্বয় কুঙ্কুম পঙ্কে অলঙ্কৃত ছিল, অজস্র অঞ্জনাক্ত বাষ্পবিন্দু তদুপরি পতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা যেন অভিষিক্ত হইতে লাগিল। আর তিনি এ প্রকারে আপনার কেশ বিকীর্ণ করিলেন যে তাহা হইতে সমস্ত পুষ্পস্রক্ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর মৃত শিশুর নিমিত্ত কুররীর ন্যায় সুস্বরে আশ্চর্য্য প্রকার শোক করিলেন। (৩৮) পরিশেষে বিধাতার প্রতি আক্রোশ করিয়া কহিতে লাগিলেন অরে বিধাতঃ! তুই অতিশয় মূঢ়, যেহেতু আপনার সৃষ্টির অসদৃশী চেষ্টা করিতেছিস্? অহো! বৃদ্ধ জীবিত থাকিবে বালক মরিয়া যাবে এ কি! বৃদ্ধের সৃষ্টি সামর্থ্য নাই, সে জীবিত এবং বালক মৃত হইতে থাকিলে সৃষ্টিই যে বিনষ্ট হইয়া যাইবেক! অরে বিধি! যদি এখন আপনার সৃষ্টির বিপরীত হইয়া থাকিস্ তাহা হইলে তুই প্রাণি সকলের দুঃখদায়ক, অতএব নিত্য শত্রু, তোকে কৃপালু কে বলে? (৩৯) যদি ইহলোকে শরীরিদিগের জন্ম মৃত্যুর কোন ক্রম না থাকে অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু কর্ম্মাধীন বলিয়া পুত্র জীবিত থাকিতে থাকিতেই পিতার মৃত্যু হইবেক এবং পিতার জীবদ্দশাতেই পুত্র জন্মিবেক এরূপ নিয়ম যদি না থাকে তবে লোকের আত্মকর্ম্ম দ্বারাই জন্মাদি হউক, তোমাতে কার্য্য কি? যদি বল কর্ম্ম সকল জড়, ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেবল কর্ম্ম দ্বারা জন্ম মৃত্যু সিদ্ধ হইতে পারে না, উত্তর, না পারুক, তথাপি এই আচরণে তুমি আপনার বর্ত্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত এই যে স্নেহপাশ করিয়া রাখিয়াছিলে তাহা আপনিই ছেদন করিলে। ফলতঃ এবম্বিধ দুঃখ দেখিয়া আর কোন ব্যক্তিই পুত্রাদির প্রতি স্নেহ করিবেক না। (৪০)

তদনন্তর মৃত পুত্রকে সম্বোধিয়া বিলাপ আরম্ভ করত কহিলেন হে তাত! আমি অতি দীনা অনাথা, আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। বৎস! তোমার এই পিতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ, ইনি তোমার শোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছেন। হে পুত্র! আমরা সতত এই আশা করি, অপ্রজঃ ব্যক্তিদিগের দুস্তর যে ধ্বান্ত, তোমার দ্বারা তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব। আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অকরুণ কৃতান্তের সহিত দূরে যাইও না। (৪১) হে তাত! গাত্রোত্থান কর, এই তোমার বয়স্যগণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিতেছে। হে রাজনন্দন! অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া আছ, তোমার ক্ষুধা হইয়া থাকিবে, কিছু খাও, স্তন পান কর। আত্মীয় স্বজনের শোক দূর হউক। (৪২) হে তনুজ! আমি মন্দভাগ্যা, প্রথমে এখানে আসিয়া তোমার বদনপদ্মের মনোহর হাস্য দেখিতে পাই নাই, এক্ষণেও ইহার মধুর বাক্য আমার কর্ণগোচর হইতেছে না। বৎস! তোমার নয়নদ্বয় মুদিত রহিয়াছে। নৃশংস কাল কি তোমাকে লোকান্তরে (যেখান হইতে পুনরাগমন হয় না) লইয়া গিয়াছে? (৪৩)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! কৃতদ্যুতি পুত্রের নিমিত্ত ঐ প্রকারে শোক করিতে থাকিলে তাঁহার বিচিত্র বিলাপে রাজা চিত্রকেতু সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন অতএব অবিলম্বে তিনিও মুক্তকণ্ঠ হইয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ দুই স্ত্রী পুরু-

যের বিলাপ দেখিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী নর ও নারী সকলেই দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, পরে গুরু শোক জন্য মোহ বশতঃ সকলেই অচেতন হইয়া পড়িল। হে কৌরব্য! চিত্রকেতু রাজার এবম্বিধ ব্যসন উপস্থিত হইলে মহর্ষি অঙ্গিরা অবগত হইয়া নারদের সহিত তথায় আগমন করিলেন, তখন সকলে নষ্টসংজ্ঞ ও রাজ্য অনায়ক তুল্য হইয়া রহিয়াছিল। (৪৪)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ ও অঙ্গিরা কর্ত্তৃক তত্ত্বোপদেশ দ্বারা চিত্রকেতুর শোকাপনোদন।

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ! চিত্রকেতু রাজাকে মৃত শিশুর শব সমীপে শব তুল্য পতিত এবং শোকাভিভূত দেখিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা ও নারদ বিবিধ সদুক্তি দ্বারা প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন (১) হে রাজেন্দ্র! তুমি যাহার নিমিত্ত এপ্রকারে শোক করিতেছ এব্যক্তি তোমার কে? তুমিই বা প্রজারূপা সৃষ্টিতে ইহার বন্ধুমধ্যে কোন্ জন? যদি বল ইনি তোমার পুত্র, তুমি ইহার পিতা, তাহাতে বক্তব্য এই, পূর্ব্বে কি তোমাদের পরস্পর এই রূপ সম্বন্ধ ছিল? এখনও কি রহিয়াছে? অতঃপর কি হইবেক? ফলতঃ যাহারা পূর্ব্ব জন্মে যাহার সহিত পিত্রাদি রূপে সংযুক্ত থাকে তাহারা মরণ দ্বারা তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান জন্মে কদাচিৎ তাহার, কদাচিৎ অন্যের পুত্রাদি হইতে পারে এবং এক্ষণেও যাহার যে সকল পুত্র কলত্রাদি আছে তাহারাও জন্মান্তরে তাহার কিম্বা অন্যের পুত্র কলত্রাদি বা শত্রু-মিত্রাদি হইতে পরে অতএব তুমি ইহার পিতা ইনি তোমার পুত্র এমত নিয়ম কই, কিসে তুমি জানিলে ইনি তোমার পুত্র? (২) হে রাজন্! যেমন জলপ্রবাহের বেগে বালুকা সকল কদাচিৎ কোন স্থান হইতে অন্তর হইয়া যায় কোথাওবা নূতন গিয়া সংযুক্ত হয়, সেই রূপ এই জীব সকলও কালবেগে কখন পরস্পর সংযুক্ত ও কখন বিযুক্ত হইয়া থাকে। (৩) হে মহারাজ! বীজমধ্যে বীজান্তর হয় সত্য কিন্তু যেমন কোন২ বীজে কদাচিৎ তাহা উৎপন্ন হয় না অথবা জন্মিয়া নষ্ট হয় সেই রূপ পরমেশ্বরের মায়া বশতঃ পুত্রাদি রূপ ভূত সকল পিত্রাদি ভূত সকলে কদাচিৎ নিয়োজিত হইতে পারে কদাচিৎ না হইতেও পারে। অতএব বীজ সকলে জনকত্ব সত্ত্বেও যদ্রূপ পিতৃ পুত্র ভাব বলা যায় না এ স্থলেও পিতৃপুত্র ভাব তদ্রূপ, ইহাতে শোকের বিষয় কি? (৪)

রাজন্! আমরা, তুমি, এবং এই সকল চরাচর জগৎ, যাহা বর্ত্তমান কালে একত্র রহিয়াছে, আমরা যদ্রূপ জন্মের পূর্ব্বে ছিলাম না এবং মৃত্যুর পরে থাকিব না, এক্ষণেও তদ্রূপ নাই, ফলতঃ এসকল যদি প্রথমে ও শেষে না থাকিল তবে অসৎ (মিথ্যা) এবং কেবল স্বপ্নতুল্য। (৫) যদি বল সকলই যদি অসৎ (মিথ্যা) তবে কি নিমিত্ত প্রতীত হয় ও আমি ইহার জনক এই রূপ অভিমান জন্মে? উত্তর, ভূতেশ প্রভু মায়া যোগে ভূত দ্বারা ভূত সকলকে সৃজন পালন ও সংহার করিয়া থাকেন অতএব পরমেশ্বরের মায়ায় সৃষ্ট হওয়াতে প্রতীত হয় এবং ভূত সকল ঐ বিষয়ে নিমিত্ত মাত্র হওয়াতে তাহাদের অভিমান জন্মিয়া থাকে। পরন্তু হে রাজন্! পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য দেখিয়া অপূর্ণ কামতা আশঙ্কা করিও না, ভূত সকল তাঁহার আত্মসৃষ্ট বটে কিন্তু

সকলই অস্বতন্ত্র। অপর তাঁহার এ সকলে প্রয়োজন মাত্র নাই, তিনি অনপেক্ষ হইয়াও বালকের ন্যায় লীলা দ্বারা এ সকলের সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন। (৬)

হে রাজন্! যেমন বীজ হইতে বীজ জন্মে তাহার ন্যায় দেহী যে পিত্রাদি, তাহাদের দেহ দ্বারা দেহির অর্থাৎ পুত্রাদির দেহ মাত্রাদির দেহ হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভূম্যাদি পদার্থের ন্যায় দেহী শাশ্বতই আছেন। (৭) যদি বল দেহী দেহের প্রতিযোগী, দেহকে যখন নশ্বর দেখিতেছি তখন দেহীও তদ্রূপ হইতে পারে, শাশ্বত হইতে পারে না, উত্তর, যেমন্ সামান্য ও বিশেষ এই দুয়ের বিভাগ সন্মাত্র বস্তুতে অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত হয়, তাহার ন্যায় দেহ ও দেহির পরস্পর প্রতিযোগি বিভাগ অনাদিকালাবধি অবিবেককৃত হইয়া আছে। (৮)

শুকদেব কহিলেন সেই বিপ্রদ্বয়ের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা চিত্রকেতুর প্রবোধ জন্মিল। আশ্বস্ত হইয়া আপন বদন (যাহা মনঃপীড়ায় মলিন হইয়াছিল) হস্ত দ্বারা মোচন পূর্ব্বক করপুটে কহিলেন হে বিপ্রবর্য্য! আপনারা দুই জন কে? দেখিতেছি আপনারা জ্ঞান সম্পন্ন এবং মহীয়ান লোকদের অপেক্ষাও মহত্তর। অনুমান হয় আপনারা অবধূত বেশে স্বরূপ গোপন করিয়া এখানে আসিয়াছেন (৯) কারণ ভগবৎপ্রিয় বিপ্রগণ উন্মত্তের তুল্য চিহ্নধারী হইয়া গ্রাম্যবুদ্ধি মাদৃশ লোকদিগের বোধোদয় নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে অবনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, বেদব্যাস (যাঁহার আন্তরিক তিমির অপাস্ত হইয়াছে) মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বশিষ্ঠ, পরশুরাম, কপিল, শুক, দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতূকর্ণ, আরুণি, রোমেশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা ঋষি, ধৌম্য, পঞ্চশিখ মুনি, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব এবং ঋতধ্বজ, এই সকল এবং ইহাঁরদের তুল্য অন্যান্য সিদ্ধেশসঙ্ঘ (যাঁহারা জ্ঞানের কারণ) সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। (১০) অতএব আমি গ্রাম্যপশুর তুল্য মূঢ় বুদ্ধি, আপনারা দুই জনে আমার রক্ষক হউন। আমি ঘোর অন্ধকারে মগ্ন হইতেছি, অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর জ্ঞানময় প্রদীপ প্রকাশ করুন। (১১)

চিত্রকেতুর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা কহিলেন হে রাজন্! তুমি পুত্র কামনা করাতে আমিই তোমাকে সন্তান প্রদান করিয়াছিলাম, আমি সেই অঙ্গিরা, আর আমার সমভিব্যাহারী এই ঋষি ভগবান্ নারদ, ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সন্তান। আমারদের স্মরণ হইল তুমি পুত্র শোকে এই প্রকার দুস্তর তমোতে মগ্ন হইতেছ, তুমি ভগবান্ হরির ভক্ত, তোমার এ রূপে তমোমগ্ন হওয়া উচিত হয় না, অতএব তোমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থ আমরা দুই জনে এখানে আসিলাম। রাজন্! তুমি ব্রহ্মণ্য এবং ভগবদ্ভক্ত, এ রূপে অবসন্ন হওয়া তোমার অযোগ্য। (১২)

হে মহারাজ! আমি পূর্ব্বে যখন তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম তখনই তোমাকে পরম আত্মজ্ঞান প্রদান করিতাম তৎকালে তোমার অন্য বিষয়ে অভিনিবেশ ছিল, তাহা জানিয়া পুত্রই দিয়া যাই। (১৩) কিন্তু পুত্রবান ব্যক্তিদিগের কি প্রকার সন্তাপ সম্ভাবনা এখন তুমি আপনিই অনুভব করিতেছ। কলত্র ভবন ধন এবং বিবিধ ঐশ্বর্য্য সম্পদ্, এ সকলও এইরূপ সন্তাপদায়ক। (১৪) অধিকন্তু শব্দাদি বিষয় তথা রাজ্যৈশ্বর্য্য, সকলই অনিত্য। (১৫) অপিচ হে শূরসেন! পৃথিবী, রাজ্য, সৈন্য, কোষ, ভৃত্য, অমাত্য, সুহৃদ্ জন, ইত্যাদি সমুদায়ই শোক মোহ ভয় ও আর্ত্তিপ্রদ, এবং সকলই গন্ধর্ব্ব নগরের তুল্য অর্থাৎ কখন অকস্মাৎ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, কখনও

সমাপন পূর্ব্বক মৌনী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই দুই ব্রহ্ম তনয় অঙ্গিরা নারদের বন্দনা করিলেন। (১২)

ভক্ত জিতেন্দ্রিয় রাজা চিত্রকেতু ঐ রূপে শরণাগত হওয়াতে প্রীত হইয়া অঙ্গিরার সহিত ভগবান্ নারদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিদ্যোপদেশ করিলেন। (১৩) সেই বিদ্যা এই—প্রভো! তোমাকে নমস্কার করি। আর ভগবান্ বাসুদেবকে মনোদ্বারা নমস্কার করি। অপর সেই প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণের প্রতি প্রণত হই। (১৪) সেই ভগবান্ বিজ্ঞানমাত্র, পরম আনন্দই তাঁহার মূর্ত্তি, তিনি আত্মারাম এবং শান্ত, তাঁহা হইতে দ্বৈতদৃষ্টি নিবৃত্তি পায়, তাঁহাকে নমস্কার করি। (১৫) প্রভো! তুমি আত্মানন্দ অনুভব দ্বারা মায়া নিমিত্ত রাগ দ্বেষাদি নিরস্ত করিয়া দাও এবং স্বয়ং বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর আর তুমি অতি মহৎ ও অনন্তমূর্ত্তি, আমি তোমাকে নমস্কার করি। (১৬) অহো! মনের সহিত বাক্য, অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত না হইয়া উপরত হইলে যিনি একাকী প্রকাশ পান, যাঁহার নাম রূপ নাই, এবং যিনি চিন্মাত্র স্বরূপ, তথা কার্য্য ও কারণের কারণ, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১৭) প্রভো! যাহাতে এই কার্য্য কারণ রূপ জগৎ অবস্থিতি করে এবং লয় প্রাপ্ত হয় আর যাহা হইতে এই জগৎ জন্মে, অপিচ মৃণ্ময় পদার্থ সকলে মৃত্তিকার ন্যায় যিনি চরাচর সকল পদার্থে অনুস্যূত হইয়া আছেন, তুমি সেই ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার করি। (১৮) অপিচ আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বহির্ভাগে বিতত হইলেও যাঁহাকে মনঃ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে এবং জ্ঞানশক্তি দ্বারা জানিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। (১৯) ফলতঃ দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ বুদ্ধি, এ সকল আত্ম চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে স্ব২ বিষয়ে প্রচরণশীল হয়। অন্য সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদির কালে চৈতন্যাংশ না থাকাতে, অপ্রতপ্ত লৌহ যেমন দগ্ধ করিতে পারে না তাহার ন্যায়, স্ব২ বিষয়ে সঞ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব যদ্রূপ লৌহ অগ্নি শক্তি দ্বারা দাহক হইয়া থাকে অথচ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে তাহার শক্তি নাই তদ্রূপ, দেহাদি ব্রহ্মগত জ্ঞানও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা যদিও ক্রিয়াবান্ ও জ্ঞানবান হয় তথাচ তাঁহাকে স্পর্শ করে না এবং জানিতেও পারে না। যদ্যপি জীব দ্রষ্টা থাকেন সত্য, তথাচ জীবেরও জানিবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু জাগ্রদাদি অবস্থায় সেই সময়ের নিমিত্তই তিনি "দ্রষ্টা" এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (২০) অহো মহাপুরুষ মহানুভব মহাবিভূতিপতি সেই ভগবানকে নমস্কার করি। প্রভো! তোমার চরণারবিন্দযুগল প্রধান২ ভক্ত সমূহের কর কমল মুকুল দ্বারা সতত লালিত হয়। হে উৎকৃষ্ট পরমেষ্ঠিন্! হে সর্ব্বেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। (২১)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ কৌরব্য! শরণাগত ভক্ত চিত্রকেতু রাজাকে এই প্রকারে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়া ভগবান্ নারদ মহর্ষি অঙ্গিরার সহিত ব্রহ্ম ধামে গমন করিলেন। (২২) দেবর্ষি নারদ যে প্রকার বলিয়া গেলেন চিত্রকেতু রাজা সেই রূপেই সমাহিত হইয়া সপ্তাহ যাবৎ জলমাত্র পান দ্বারা জীবন রক্ষা করত বিদ্যা ধারণ করিলেন। (২৩) হে রাজন্! সপ্তরাত্রের পর ধার্য্যমাণ ঐ বিদ্যার প্রভাবে চিত্রকেতুর একটী সুমহৎ অবান্তর ফল লাভ হইল, তিনি অস্খলিত বিদ্যাধরাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। (২৪) তদনন্তর কতিপয় দিবসের মধ্যে ঐ বিদ্যা দ্বারাই তাঁহার মনঃ উদ্দীপ্ত হইল তাহাতে সেই মনের দ্বারা গতিশীল হইয়া দেবদেব

ভগবান্ শেষের চরণ সমীপে গমন করিলেন (২৫) এবং দেখিলেন প্রভু সিদ্ধেশ্বর সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ মৃণালের তুল্য গৌর, পরিধান নীলাম্বর, যথাস্থানে কিরীট কেয়ূর কটিসূত্র ও কঙ্কণাদি অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। অপর তাঁহার বদন প্রসন্ন এবং লোচন অরুণবর্ণ। (২৬) দেখিবা মাত্র চিত্রকেতুর সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হইয়া গেল, অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও স্বস্থ হইল আর প্রণয়বশতঃ লোচনদ্বয় অশ্রুকলায় আকুল ও সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অতএব সেই আদিপুরুষের শরণাপন্ন হইলেন এবং অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করিলেন। (২৭) কিন্তু অধিক ক্ষণ স্তব করিতে পারিলেন না কারণ উত্তমঃশ্লোক ভগবানের পাদপদ্ম দ্বয়ের আসন প্রেমাশ্রুবিন্দু দ্বারা বারম্বার অভিষেক করিতেছিলেন সুতরাং শীঘ্রই প্রেমবশতঃ বহুল বাষ্পোদ্গমে বর্ণোচ্চারণ শক্তি পরিরুদ্ধ হইয়া পড়িল। (২৮)

কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হওয়াতে ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা মনকে সমাহিত করিলেন এবং যাঁহার বিগ্রহ সাত্বত শাস্ত্রোক্ত, সেই জগদ্গুরু ভগবানের প্রতি নিম্ন লিখিত প্রকারে নিবেদন করিলেন। (২৯)

চিত্রকেতু কহিলেন হে অজিত! হে ভগবন্! যদিও আপনি অন্য কর্ত্তৃক জিত নহেন তথাচ সমবুদ্ধি জিতাত্মা সাধুগণ আপনাকে জয় করিয়া আপনাদের অধীন করিয়াছেন কারণ আপনি অতিশয় দয়াময়। পরন্তু যদিও সেই সকল সাধু নিষ্কাম তথাচ তাঁহারাও আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছেন যেহেতু আপনি অকাম ব্যক্তিদিগকে আত্মদান করিয়া থাকেন। (৩০) হে ভগবন্! ভক্ত ব্যতিরিক্ত অন্য হইতে আপনকার পরাজয় সম্ভাবনা নাই, কারণ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রবেশ নিয়মাদি যাহা যাহা দৃষ্ট হয় এ সমুদায়ই আপনকার বিভব অর্থাৎ মহিমা মাত্র। প্রভো! আপনি বিশ্বস্রষ্টা, ব্রহ্মাদি দেবতা আপনকার ঈশ্বর নহেন কিন্তু আপনকার অংশ যে পুরুষ, তাহার অংশ মাত্র। হে ভগবন্! যদি এরূপ হইল তবে ঐ সকল ঈশ্বর "আমরা পৃথক্২ ঈশ্বর" বলিয়া বৃথা অহঙ্কার করেন। (৩১)

ভগবন্! সূক্ষ্ম মূল কারণ যে পরমাণু আর অন্তিম কার্য্য যে পরম মহৎ, এই দুইয়ের আদি অন্ত ও মধ্যে আপনিই বর্ত্তমান থাকেন ইহাতে আপনকার আদি অন্ত ও মধ্য নাই, অতএব আপনি ধ্রুব। যে সকল কার্য্য সৎরূপে প্রতীত হয় সে সকলের প্রথমে চরমে তথা অন্তরালে যাহা থাকে সুবর্ণাদির ন্যায় তাহাই ধ্রুব, আপনি ঐ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা অতএব ঐ সকল কোন প্রকারে ধ্রুব নহে। (৩২) প্রভো! ধ্রুব হওয়াতে আপনকার যেমন কালকৃত পরিচ্ছেদ নাই তেমনি দেশকৃত পরিচ্ছেদও নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডকোষ যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে দশগুণ অধিক ক্ষিতি প্রভৃতি সপ্ত পদার্থে আবৃত হওয়াতে অতি প্রকাণ্ড হইয়া রহিয়াছে সত্য কিন্তু ঐ রূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও আপনকার নিকট পরমাণু তুল্য হইয়া পরিভ্রমণ করে অতএব আপনি অনন্ত। (৩৩)

প্রভো! যে সকল ব্যক্তির বিষয়েতেই তৃষা, তাহারা নরাকার পশু, কারণ তাহারা ঐ তৃষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আপনকার বিভূতি যে ইন্দ্রাদি দেবতা, তাহাদিগেরই উপসনা করিয়া থাকে, পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে আপনি, আপনকার আরাধনা করে না। কিন্তু হে ঈশ! ঐ সকল ব্যক্তি স্ব২ কামনা পূর্ণ করণার্থ ঐ রূপ দেবতার উপাসনা

করিয়াও স্ব২ অভিলষিত বিষয় বহুকাল ভোগ করিতে পায় না, যদ্রূপ রাজকুল বিনষ্ট হইলে তৎসেবকদিগের কল্যাণ নষ্ট হয় তদ্রূপ উপাস্য দেবতার নাশানন্তর ঐ সকল ব্যক্তির কামনার বিষয় সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। (৩৪)

হে পরমেশ! যাহাদের চিত্ত কাম বাসনায় আসক্ত, তাহারা যদি আপনকার প্রতিই স্ব২ কামনা রচনা করে অর্থাৎ তাহা পূর্ণকরণ সঙ্কল্প করিয়া যদি আপনকার সেবাতেই রত হয় তাহা হইলে ভর্জ্জিত বীজের ন্যায়, সেই কামনা পুনর্ব্বার প্ররূঢ় হইতে পারে না সুতরাং পুনরায় দেহান্তরোৎপত্তির অভাব হইতে পারে কারণ জীবের যে গুণগণ, তাহা হইতেই সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সমুহ হয়, আপনি নির্গুণ, আপনকার উপাসনা কামনার সহিত করিলেও ক্রমশঃ নৈর্গুণ্য হইতে পারে। (৩৫) অতএব হে প্রভো! ফল কামনা করিয়াও আপনকার আরাধনা করিলে তাহাও যখন মোক্ষের হেতু হয় তখন ভাগবত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য আর কি বলিব? আপনকার কেবল স্তব করি। প্রভো! আপনি যখন অনবদ্য ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়াছেন তখন সর্ব্বোৎকর্ষেতেই বর্ত্তমান আছেন। ভগবন্! কোন্ ব্যক্তি ঐ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বলিতে পারিবে? যে সকল মুনি (সনৎকুমারাদি) নিষ্কিঞ্চন ও আত্মারাম, তাঁহারাও অপবর্গ লাভার্থ ঐ ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। (৩৬) প্রভো! অন্য কাম্য ধর্ম্মে যদ্রূপ "তুমি আমি, তোমার আমার" এবম্বিধ বিষম বুদ্ধি আছে ভাগবত ধর্ম্মে তদ্রূপ বিষম মতি নাই। হে ভগবন্! যদিও অন্য কাম্য ধর্ম্ম সকলও বেদোক্ত, তথাচ বিষম বুদ্ধি দ্বারা শত্রু মারণাদি কামনায় যাহা বিহিত হয় রাগ দ্বেষ মূলকত্ব প্রযুক্ত তাহা অবিশুদ্ধ, এবং তাহার ফল নশ্বর সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্ম ক্ষয়িষ্ণু অপর হিংসাদি বাহুল্য হেতু অধর্ম্ম বহুল। (৩৭) ফলতঃ ঐ সমস্ত ধর্ম্ম আপনার ও অন্যের দ্রোহকারক, তদ্দ্বারা আপনার বা অন্যের কি মঙ্গল এবং কত্তই বা অর্থ হইতে পারে? কিছুই হয় না, বরঞ্চ কায়ক্লেশ দ্বারা স্বদ্রোহ হেতু আপনার পীড়া আর পরদ্রোহ দ্বারা অধর্ম্ম তথা আপনার ক্লেশ এই সকলই উৎপন্ন হয়। (৩৮)

অতএব যদিও রাগান্ধ ব্যক্তিদিগকে কথঞ্চিৎ বেদমার্গে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত আপনিই কাম্য ধর্ম্ম কহিয়াছেন তথাচ তাহা তত্ত্ব দৃষ্টিতে কথিত হয় নাই সুতরাং তাহাতে নিজের ও অন্যের দ্রোহ হইয়া থাকে। পরন্তু ভাগবতধর্ম্মে কোন প্রকার দ্রোহেরই সম্ভাবনা নাই, যেহেতু আপনকার যে দৃষ্টির কখন ব্যভিচার হয় না অর্থাৎ যাহা কখন পরমার্থ পরিত্যাগ করে না সেই দৃষ্টির দ্বারা ঐ ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, অতএব যে সকল ভগবদ্ভক্ত মানব স্থাবর জঙ্গম প্রাণি সমূহে সমবুদ্ধি, তাঁহারা ঐ ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। (৩৯) হে ভগবন্! আপনি ঐ রূপ ভাগবত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আপনকার দর্শনে মনুষ্যদিগের যে অখিল কলুষ নাশ হইবে ইহা অসম্ভব নহে। প্রভো! আপনকার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়। (৪০) অতএব, আপনকার দর্শন মাত্রেই আমাদিগের অন্তঃকরণের মালিন্য দূরীভূত হইল। ভগবন্! দেবর্ষি নারদ ভবদীয় পুরুষ, তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহার কি কখন অন্যথা হইতে পারে? ফলতঃ দেবর্ষির উপদেশেই আমি আপনকার দর্শন লাভ করিলাম। (৪১) হে অনন্ত! আপনি জগদাত্মা, সর্ব্বান্তর্যামী, ইহাতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন আচরণ করে সকলই আপনকার বিদিত হয়। অতএব খদ্যোত দ্বারা যদ্রূপ দিবাকরের নিকট কোন পদার্থ প্রকাশনীয় হইতে পারে না তাহার ন্যায় পরম গুরু যে আপনি, আপনকার সমীপে আমরা কি প্রকাশ করিব? আপনকার নিকট আমাদের কিছুই প্রকাশনীয় নাই। (৪২) অহো! আমি সেই ভগবান্ পরমহংসকে

নমস্কার করি। তিনি অখিল জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ঈশ্বর। কুৎসিত যোগিগণ ভেদ দৃষ্টি হেতু তাঁহার নিজতত্ত্ব জানিতে পারে না। (৪৩) অহো! যিনি চেষ্টাযুক্ত হইলে বিশ্বস্রষ্টৃগণ চেষ্টাবান হন, যাঁহাকে দর্শনশীল দেখিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়চয় স্বরূপ দর্শন করে, যাঁহার মস্তকে এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল সর্ষপতুল্য হইয়া আছে, সেই সহস্র শীর্ষা ভগবান অনন্তকে নমস্কার করি।

শুকদেব কহিলেন হে কুরুদ্বহ পরীক্ষিত! এই প্রকার স্তবে ভগবান অনন্ত সাতিশয় প্রীত হইয়া বিদ্যাধরপতি সেই চিত্রকেতুর প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বক্ষ্যমাণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৪৪)

ভগবান্ কহিলেন হে রাজন্! দেবর্ষি নারদ ও অঙ্গিরা তোমাকে আমার বিষয়ে যে উপদেশ করিয়াছিলেন সেই উপদেশ ও সেই বিদ্যা প্রভাবে আমার দর্শন লাভ করিয়া তুমি সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইলে। (৪৫) বৎস! যেহেতু আমি ভূতভাবন অর্থাৎ ভূত সকলের প্রকাশক ও কারণ অতএব আমিই সকল ভূত স্বরূপ এবং সমস্ত ভূতের আত্মা অর্থাৎ ভোক্তা। ফলতঃ আমা ব্যতীত ভোক্তৃ ও ভোগ্যাত্মক বিশ্ব নাই। রাজন্! কোন২ ব্যক্তিরা "শব্দব্রহ্ম প্রকাশক ও পরব্রহ্ম কারণ" এই যে কহিয়া থাকে তাহাও সত্য, কিন্তু ঐ দুই অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম আমারই শাশ্বত শরীর। (৪৬) অতএব তুমি লোকে অর্থাৎ ভোগ্যপ্রপঞ্চ মধ্যে আত্মাকে ভোক্তৃস্বরূপে বিতত অর্থাৎ অনুগত, এবং লোককে আত্মাতে ভোগ্যত্ব রূপে ব্যাপ্ত অবলোকন করিয়া ঐ উভয়কে কারণাত্মা যে আমি, আমা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং আমাতে ঐ উভয় কল্পিত, এ রূপ স্মরণ করহ। (৪৭) যেমন স্বপ্নে সুষুপ্ত পুরুষ গিরিবনাদি রূপ বিশ্ব ভিন্ন২ দেশস্থ হইলেও আত্মাতেই সকল দেখিতে পায় অর্থাৎ স্বপ্নমধ্যে যদ্রূপ সুষুপ্তি ও স্বপ্ন দর্শন করে এবং যেমন স্বপ্নাবস্থাতেই উত্থিত হইয়া আপনাকে একদেশে অর্থাৎ শয়নে স্থিত বোধ করত জাগ্রদবস্থা অনুভব করে। (৪৮) সেই রূপে জীবোপাধি বুদ্ধির অবস্থা যে সমস্ত জাগরণাদি; তাহা আত্মার মায়া মাত্র। হে রাজন্! এই প্রকার বিশেষরূপ জানিয়া ঐ সকল অবস্থার দ্রষ্টা অতএব ঐ২ অবস্থা রহিত যে আত্মা, তাঁহার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। (৪৯) রাজন্! স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য না থাকাতে দ্রষ্টাও নাই এমত মনে করিও না, সুপ্রসুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ জীব যাহা দ্বারা আপনার নিদ্রা তথা অতীন্দ্রিয় সুখ জানিতে পারে সেই বস্তু অর্থাৎ আত্মা তখনও বর্ত্তমান থাকেন। তৎ কালে নিদ্রা ও সুখের জ্ঞান হয় না এমত বলিতে পারিবে না কারণ "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" এইরূপ স্মৃতি সকলেরই অনুভবসিদ্ধ আছে, অতএব স্বপ্নাদি অবস্থাতেও আত্মা বর্ত্তমান থাকেন, সেই আত্মাই ব্রহ্ম, তাহা আমিই জানিবে। (৫০) যদি বল নিদ্রাবস্থার সাক্ষী যে বস্তু দর্শন করে জাগ্রদবস্থার সাক্ষী তাহা কি প্রকারে স্মরণ করিবে একের দৃষ্ট কখন অন্যে স্মরণ করিতে পারে না, উত্তর, নিদ্রা ও জাগরণ এই উভয় অবস্থার অনুসন্ধান করিলে নিদ্রা ও জাগরণের প্রকাশকত্ব রূপে যাহা অন্বিত হয়, এবং একৈকের অপায়েতেও অপায় না হওয়াতে যাহা ঐ দুই হইতে বিভিন্ন, সেই জ্ঞানপ্রভাবে ঐ রূপ স্মরণ হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম, অতএব বাল্যাবস্থায় দৃষ্ট বিষয় যদ্রূপ যৌবনে স্মৃতিগোচর হয় সেই রূপ জাগরণে অবস্থান্তর হইলেও নিদ্রা ও আনন্দের স্মরণ হইতে পারে। সে যাহা হউক, ফলে ঐ রূপ ব্রহ্মকেই আত্মা জানিও। (৫১)

রাজন্! যদি আমার এই স্বরূপ অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম ইহা বিস্মৃত হইয়া আত্মা

প্রকাশ হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলেই পুরুষের অপার সংসার জানিবে। সেই সংসারের স্বরূপ এই, দেহ হইতে দেহান্তর অর্থাৎ জন্মানন্তর পুনর্জ্জন্ম, এবং মৃতি হইতে মৃতি অর্থাৎ মরণানন্তর পুনর্ম্মরণ। (৫২)

হে রাজন্! মনুষ্য জন্মে শাস্ত্রোত্থ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, এই মানব জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মার অনুসন্ধান পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জন না করে সে কুত্রাপি কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে না। (৫৩) অতএব প্রবৃত্তি হইতে যে রূপ ক্লেশ ও তদনন্তর ফলবিপর্য্যয় হয় আর নিবৃত্তিমার্গে যে প্রকার অনির্ব্বচনীয় ফল (মোক্ষ) লাভ হইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া ফল সঙ্কল্প হইতে বিরত হওয়া উচিত। (৫৪) হে মহারাজ! সুখ অথবা দুঃখমোচন সঙ্কল্প করিয়া মানবগণ স্ত্রী পুরুষে বিবিধ ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে দুঃখ নিবৃত্তি অথবা সুখ প্রাপ্তি কিছুই হয় না। (৫৫) অতএব "আমরা উদ্যম বিষয়ে প্রবীণ" এই রূপ অভিমান সম্পন্ন মানবদিগের ঐ রূপ ফলবিপর্য্যয় তথা আত্মার তুরীয়া সূক্ষ্মা গতি অবগত হইয়া (৫৬) বিবেক বলে ঐহিক পারত্রিক বিষয়ে বিমুক্ত তথা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হওত আমার ভক্ত হও। (৫৭) রাজন্! পরাত্মার এবং জীবতত্ত্বের যে কেবল ঐক্য রূপে দর্শন, ইহাকেই যোগ নিপুণ মনুজগণ সর্ব্বপ্রকারে স্বার্থ বলিয়া জানেন অতএব এতদপেক্ষা পরম পুরুষার্থ নাই। তুমি যদি অপ্রমত্ত হইয়া আমার এই বাক্য শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ কর অচিরেই জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সিদ্ধ হইবা।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ পরীক্ষিত! জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি এই প্রকারে চিত্রকেতুকে আশ্বাস দিয়া পরে তাহার সমক্ষেই অন্তর্ধান হইলেন। (৫৮)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অমোঘ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত্যনন্তর আকাশে বিহার করিতে২ মহাদেবকে উপহাস করিয়া উমাশাপে চিত্রকেতুর বৃত্রত্ব প্রাপ্তি।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ অনন্ত যে দিকে অন্তর্ধান হইলেন বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেই দিকে প্রণাম করিলেন পরে গগণচর হইয়া বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১) তাঁহার বল ও ইন্দ্রিয় পাটব অব্যাহত ছিল ইহাতে লক্ষ লক্ষ বৎসর অনায়াসে ভ্রমণ করিলেন। অপর তিনি মহাযোগী ছিলেন এনিমিত্ত মুনি ও সিদ্ধচারণদিগের স্তবনীয় হইলেন। (২) পরন্তু বিহারকালে প্রধান২ কুলাচলের যে সকল গহ্বরে সঙ্কল্প মাত্রে বিবিধ সিদ্ধি হয় তন্মধ্যে স্বয়ং গিয়া বিদ্যাধর বনিতাদিগের দ্বারা ভগবান্ হরির গুণ গান করাইতে লাগিলেন। (৩)

একদা ভগবান বিষ্ণুর প্রদত্ত দীপ্তিমান্ বিমানে আরোহণ করিয়া যাইতে২ দেখিলেন ভগবান্ ভব সিদ্ধ, চারণগণে বেষ্টিত হইয়া (৪) মুনিদিগের সভামধ্যে ভগবতী ভবানীকে অঙ্কে লইয়া বাহু দ্বারা অলিঙ্গন পূর্ব্বক বসিয়া আছেন। চিত্রকেতু মহাদেবকে এইরূপ অবলোকন করিয়া ক্ষণ কাল নিকটে দাঁড়াইলেন এবং দুর্দৈববশতঃ তাঁহার প্রতি উপহাস করিয়া বক্ষ্যমাণ বচন প্রয়োগ করিলেন। সেই সকল বাক্য ভগবতীর শ্রবণ গোচর হইল। (৫)

চিত্রকেতু কহিলেন অহো! ইনি আবার লোক সকলের গুরু, সাক্ষাৎ ধর্ম্মবক্তা এবং শরীরিদিগের মধ্যে প্রধান! ইহাঁর আচরণ দেখ, সভামধ্যে ভার্য্যার সহিত মিথুনীভূত হইয়া বসিয়া আছেন! ইনি আবার জটাধারী তীব্রতপা, ব্রহ্মবাদী এবং এই সভার পতি! কি আশ্চর্য্য, ইনি প্রাকৃত মানবের ন্যায় একেবারে লজ্জা বিহীন হইয়াছেন! সভার মধ্যে কিরূপে স্ত্রীটাকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন। অহো! প্রাকৃত লোকেরাও প্রায় নির্জ্জনে ললনার লালন করে ইনি মহৎ ব্রত ধারণ করিয়া সভামধ্যে কিরূপে স্ত্রীকে ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন? (৬)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! ভগবান্ গিরিশের মনঃ অতিশয় গম্ভীর, চিত্রকেতুর ঐ কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি নীরব হইয়া থাকিলেন। সেই সভায় যে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও কেহ কিছু বলিলেন না, ভগবান্ ভবের অনুবর্ত্তী হইয়া সকলে নীরব থাকিলেন। (৭) পরন্তু চিত্রকেতুর ঐশ্বর্য্যলাভে বিজাতীয় গর্ব্ব হইয়াছিল, এবং "আমি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছি" বলিয়া অভিমান জন্মিয়াছিল অতএব ভগবান্ ভবের প্রভাব না জানিয়া উক্ত প্রকার অশোভন বাক্য বারম্বার বলাতে ভগবতীর সহ্য হইল না তিনি রোষ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন (৮) এ ব্যক্তি কি এখন লোক মধ্যে শাস্তা? না দণ্ডধর প্রভু? ইহাকে যে অস্মদ্বিধ লোকেদর বিশেষতঃ দুষ্ট নির্লজ্জ জনগণের অত্যন্ত বিরোধি দেখিতেছি। (৯) কি আশ্চর্য্য! পদ্মযোনি ব্রহ্মা ধর্ম্ম জানেন না, ব্রহ্মতনয় ভৃগু নারদাদির ধর্ম্ম জ্ঞান নাই, সনৎকুমার ও কপিলমুনিও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন, মহাদেব শাস্ত্র অতিক্রমণ করিয়া বেড়ান্ ঐ সকল মুনি বারণ করেন না। এ দুষ্ট তজ্জন্য কটূক্তি করিতেছে। (১০) অহো! যাঁহার চরণপদ্ম ব্রহ্মাদির ধ্যেয়, যিনি স্বয়ং মঙ্গল সকলের মঙ্গল অর্থাৎ পরম ধর্ম্মমূর্ত্তি, এ কুৎসিত ক্ষত্রিয়টা সমুদায় সুরিকে অজ্ঞ করিয়া যেহেতু সেই জগদ্গুরুকে শাসন করিতেছে এই কারণে এ দুষ্ট দণ্ডার্হ। (১১) সাধুগণে সতত যে বৈকুণ্ঠ পাদমূলের উপসর্পণা করেন এব্যক্তি তাহার যোগ্য নহে। যেহেতু ইহার "আমি মহৎ" এই রূপ অহমিকা জন্মিয়াছে অতএব আর নম্রতা নাই। (১২) এই রূপে ভগবতী স্বয়ং চিত্রকেতুর দণ্ড্যত্ব অবধারণ করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন পুত্র! তোমার দুর্ম্মতি উপস্থিত হইয়াছে। পাপীয়সী আসুরী যোনি প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে পুনরায় মহৎ ব্যক্তিদিগের অপরাধ করিতে তোমার সাহস হইবে না।

শুকদেব কহিলেন হে ভারত! চিত্রকেতু এই প্রকারে অভিশপ্ত হওয়াতে তৎক্ষণাৎ বিমান হইতে অবরোহণ করিলেন এবং মস্তক নত করিয়া সতীকে প্রসন্না করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইলেন। (১৩।

চিত্রকেতু কহিলেন অম্ব! আপনি যে অভিশাপ দিলেন আমি স্বীয় অঞ্জলি দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতেছি। মা! দেবতারা যে মানবের প্রতি যাহা কহেন সেই প্রাচীন কর্ম্ম সেই ব্যক্তিকে অবশ্য প্রাপ্ত হয় (১৪) ইহা সংসার চক্রের স্বভাব, অতএব আশ্চর্য্য নহে। জীব অজ্ঞান মোহিত হইয়া সংসার চক্রে ভ্রমণ করত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে (১৫) স্বয়ং অথবা অন্যে সেই সুখ ও দুঃখের কর্ত্তা নহে। যে ব্যক্তি অজ্ঞ, সেই এ বিষয়ে আপনাকে অথবা অন্যকে কর্ত্তা বলিয়া মানে। অতএব আপনি যে আমাকে শাপ দিলেন এ বিষয়ে আপনকার অথবা আমার কোন দোষ নাই। (১৬) পরন্তু মা! এই সংসার মায়াময় গুণ সকলের প্রবাহ স্বরূপ, ইহাতে শাপই বা কি, অনুগ্রহই বা কি, স্বর্গই বা কি, নরকই বা কি, সুখই বা কি, দুঃখই কি? (১৭) এক পরমেশ্বরই নিমিত্তভূত মায়া দ্বারা প্রাণি

সকল এবং তাহাদের বন্ধ মোক্ষ তথা সুখ দুঃখ সৃষ্টি করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি স্বয়ং নিষ্কল অর্থাৎ বন্ধাদি শূন্য। (১৮) যদিও তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয়, জ্ঞাতি অথবা বন্ধু, এবং পর কিম্বা আত্মীয় কেহ নাই, কারণ তিনি সর্ব্বত্র সমান এবং নিঃসঙ্গ সুতরাং সুখেতেই অনুরাগ নাই ইহাতে তদনুবন্ধ রোষ কোথা হইতে হইবেক? (১৯) তথাপি তাঁহার মায়া দ্বারা যে সকল বিসর্গ অর্থাৎ পুণ্য পাপাদি রূপ কর্ম্ম হয়, তাহা শরীরিদিগের সুখ দুঃখ, হিত অহিত, বন্ধ মোক্ষ, জন্ম মৃত্যু এবং সংসারের নিমিত্ত সমর্থ হইয়া থাকে। (২০) অতএব হে কোপনে! হে মাতঃ! আপনি প্রসন্না হউন, এইমাত্র প্রর্থনা করি, শাপ মোচনার্থে আপনাকে অনুরোধ করি না। মা! আমি বস্তুতঃ সাধু উক্তি করিয়াছি তাহাতে আপনকার যে অসাধু বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই ক্ষমা করুন। (২১)

হে অরিন্দম রাজন্! চিত্রকেতু এই প্রকারে ভবানী ও ভবকে প্রসন্ন করিতে থাকিলে তাঁহার কথা শুনিয়া গৌরী ও গিরিশের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। অনন্তর চিত্রকেতু সেই বিস্মিত দেব দেবীর সমক্ষেই স্বীয় বিমানে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর রুদ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া শ্রবণকারি দেবর্ষি, দৈত্য, সিদ্ধ এবং পার্ষদ গণ সমক্ষে ভগবান্ রুদ্র নিম্ন লিখিত বাক্য বলিলেন।

রুদ্র কহিলেন হে সুশ্রোণি! অদ্ভুত কর্ম্মা ভগবান্ হরির ভৃত্যগণ কেমন মহাত্মা ও কেমন নিস্পৃহ বিবেচনা কর, তাঁহাদের মাহাত্ম্য তো প্রত্যক্ষে দেখিলে! (২২) হে দেবি! যেং ব্যক্তি নারায়ণপর, তাহারা কাহা হইতেও ভয় পায় না। স্বর্গ, নরক, মুক্তি, এই তিনই তুল্যপ্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকে। (২৩) কারণ পরমেশ্বরের লীলা দ্বারাই দেহিদিগের দেহসংযোগ ও তজ্জন্য দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখ দুঃখ, জন্ম মরণ, এবং শাপ অনুগ্রহ হইয়া থাকে। (২৪) ঐ সকল সুখ দুঃখাদির মধ্যে গুণ দোষ বিকল্প অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট ভেদ যাহা প্রকাশ পায় তাহা পুরুষের আত্মাতে সুখাদিভেদ স্বপ্নাবস্থায় যেমন অবিবেক কৃত হয় এবং মালাতে যেমন সর্প মালাদি ভেদ অবিবেক কৃত হয় তদ্রূপ অবিবেক কৃত জানিবে। (২৫) হে দেবি! যে সকল ব্যক্তি ভগবান্ বাসু-দেবে ভক্তি বহন করে তাহারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বীর্য্য সম্পন্ন, তাহাদের "ইহা ভাল" এরূপ বুদ্ধিতে আশ্রয়ণীয় অন্য অর্থ নাই। (২৬) এব্যক্তি (চিত্রকেতু) ভগবানের দাস সুতরাং ইহার এরূপ উদারতা বিচিত্র নহে। হে দেবি! ভগবান্ হরির মাহাত্ম্য কি বলিব, আমি (রুদ্র) ব্রহ্মা, সনৎকুমার, ব্রহ্মসুত নারদাদি ঋষি, প্রধানং দেবগণ, আমরাও যখন তাঁহার লীলা জানিতে পারি না তখন যে সকল দেবগণ তাঁহার অংশের অংশ হইয়াও আপনাদিগকে পৃথক্ং ঈশ্বর বলিয়া মানে তাহারা তাঁহার স্বরূপ জানিবে সম্ভাবনা কি? (২৭) পরন্তু সেই হরির প্রিয় কেহ নাই এবং অপ্রিয়ও কেহ নাই, আত্মীয়ও কেহ নাই, পরও কেহ নাই। তিনি সকল ভূতের আত্মা এই নিমিত্ত আপনি সর্ব্ব ভূতের প্রিয়। (২৮) কিন্তু এই মহাভাগ চিত্রকেতু সেই হরির প্রিয় অনুচর, কারণ এ ব্যক্তি শান্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। হে সতি! আমিও সেই অচ্যুত-প্রিয়, এ কারণ এ ব্যক্তির উপরে আমার ক্রোধ হইল না। অতএব হে দেবি! তুমি বিস্ময় পরিত্যাগ কর। যে সকল পুরুষ মহাত্মা, মহাপুরুষের ভক্ত, শান্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাহাদের এইরূপই স্বভাব।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ ভবের এই ভাষিত শ্রবণ করিয়া ভগ-

বতীর বিস্ময় বিগত এবং চিত্ত সুস্থির হইল। (২৯) হে মহারাজ পরীক্ষিত! যদিও পরম ভাগবত চিত্রকেতুর প্রতিশাপ প্রদানে সামর্থ্য ছিল তথাচ তিনি ভগবতী সতীর শাপ মস্তক দ্বারা যে ঐ প্রকারে গ্রহণ করেন ইহাই তাঁহার সাধুত্বের লক্ষণ। তদনন্তর চিত্রকেতু দানবী যোনি আশ্রয় করিয়া ত্বষ্টার যজ্ঞে উৎপন্ন হয়েন, পরে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া বৃত্র এই আখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। (৩০)

হে রাজন্! বৃত্রের অসুর ভাবে উৎপত্তি এবং ভগবানে মতির কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই সমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। হে কৌরব্য! মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র ইতিবৃত্ত ভগবদ্ভক্তদিগের মহাত্ম্যে পরিপূর্ণ, ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণ বন্ধ হইতে বিমুক্ত হয়। (৩১) অপর যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর ভগবান্ হরিকে স্মরণ করিয়া বাগ্যত হওত শ্রদ্ধা সহকারে এই ইতিহাস পাঠ করে তাহার পরম গতি হয়। (৩২)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ত্বষ্টৃ বংশ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গতঃ আদিত্য ও অন্যান্য দেবগণের বংশ বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন সবিতার পত্নী প্রশ্নি স্বীয় স্বামি হইতে সাবিত্রী, ব্যাহৃতি, ত্রয়ী, অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্মাস্যযাগ তথা পঞ্চ মহাযজ্ঞ এই সকল সন্ততি প্রসব করেন। (১) হে সুব্রত! ভগ নামা আদিত্যের বনিতা সিদ্ধি, তিনি মহিমা বিভু প্রভু এই তিন তনয় এবং আশীর্নামে একটী উত্তমা তনয়া প্রসব করেন। ধাতার কলত্র কুহূ, সিনীবালী, কারা এবং অনুমতি। ইহারা চারি জনে যথাক্রমে সায়ং, দর্শ, প্রাতঃ ও পূর্ণমাস নামে চারি সন্তান উৎপাদন করেন। (২) বিধাতা নামক আদিত্যের সহধর্ম্মিণী ক্রিয়া। তাঁহার গর্ব্ভে ঐ আদিত্য পুরীষ্য নামে পাঁচটী অগ্নি উৎপন্ন করেন। বরুণের বনিতা চর্ষণী, তাহাতে ভৃগু যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন। (৩) হে রাজন্! মহাযোগী বল্মীকি, যিনি বল্মীক হইতে উৎপন্ন হন্, তিনিও বরুণের পুত্র। অতএব বরুণের ভৃগু ও বাল্মীকি এই দুই পুত্র অসাধারণ। পরন্তু অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই দুই ঋষী বরুণের ও মিত্রের সাধারণ পুত্র যেহেতু বরুণ ও মিত্র ইহারা দুইজনেই উর্ব্বশী দর্শনে কামার্ত্ত হইয়া তাহার সন্নিধানে কুম্ভ মধ্যে রেতঃ সেক করাতে ঐ দুই ঋষির জন্ম হইয়াছিল। (৪)

হে রাজন্! মিত্র নামক আদিত্যের উল্লিখিত সাধারণ পুত্র ব্যতীত অসাধারণ পুত্রও ছিল অর্থাৎ তিনি স্বীয় পত্নী রেবতীর গর্ব্ভে উৎসর্গ অরিষ্ট এবং পিপ্পল এই পুত্রত্রয় উৎপন্ন করিয়াছিলেন। হে তাত! ইন্দ্র নামক আদিত্যের বনিতা পৌলোমী। শ্রুত আছে, ইন্দ্র তাঁহার গর্ব্ভে তিন সন্তান উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম জয়ন্ত ঋষভ এবং মীঢুষ। (৫) অপর উরুক্রম নামা আদিত্য যিনি অগ্রে স্বীয় মায়ায় বামন রূপী হইয়া সুমহৎ বিক্রম প্রকাশ করেন তাঁহার কীর্ত্তি নাম্নী ভার্য্যায় বৃহৎশ্লোক নামে এক সন্তান হয় যাঁহার পুত্র সৌভগ প্রভৃতি কশ্যপ বংশাবতংস। ঐ মহাত্মার গুণ কর্ম্ম এবং বীর্য্যাদি পশ্চাৎ (অষ্টম স্কন্ধে) কহিব এবং যে প্রকারে অদিতিতে অবতীর্ণ হয়েন তাহাও তদবসরে বর্ণন করিব। (৬)

হে কৌরব্য! কশ্যপের অদিতি নাম্নী বনিতায় যে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হয়েন তাঁহাদের সন্তান বিবরণ এই বলিলাম এক্ষণে ঐ মহাত্মার দিতি নাম্নী ভার্য্যায় দৈতেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ যে সকল দায়াদ হয় যাহাদের মধ্যে মহাভাগবত শ্রীমান্ প্রহ্লাদ ও বলিও ছিলেন তাহাদের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৭) রাজন্! দিতির দুই সন্তান হয় হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। তাহারা দুই জনেই দৈত্য দানবদিগের বন্দনীয় হইয়াছিল। তাহাদের বিবরণ (তৃতীয় স্কন্ধে) বলিয়াছি। তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু। ঐ দানবী জম্ভাসুরের তনয়া। সে হিরণ্যকশিপুর ভার্য্যা হইয়া তাহার ঔরসে চারি সন্তান প্রসব করে, তাহাদের নাম যথা—সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ, এবং প্রহ্লাদ। (৮) তাহার ভগিনী সিংহিকা বিপ্রচিত দানবের বনিতা। সে স্বীয় ভর্ত্তা বিপ্রচিত্ দানব হইতে রাহু নামে সেই পুত্রকে প্রসব করে অমরগণ সহিত অমৃত পান করাতে ভগবান্ হরি স্বীয় চক্র দ্বারা যাহার শিরঃ হরণ করিয়াছিলেন। (৯)

হে রাজন্! হিরণ্যকশিপুর সংহ্লাদ প্রভৃতি যে পঞ্চ তনয় হয় তন্মধ্যে সংহ্লাদের পত্নী মতি। ঐ মতি সংহ্লাদের ঔরসে পঞ্চজন নামক দানবকে প্রসব করে। (১০) অপর হ্লাদের ভার্য্যা ধমনী। তাহার গর্ব্ভে বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। হে রাজন্! অগস্ত্য মুনি অতিথি রূপে উপস্থিত হইলে এই ইল্বলই কৌশলে তাঁহার প্রাণ বধার্থ আপন ভ্রাতা বাতাপিকে মেষরূপী করিয়া পাক করিয়া দিয়াছিল। (১১)

সে যাহাহউক। অনুহ্লাদ দানবের ভার্য্যা সূর্য্যা, তাহার গর্ব্ভে বাস্কল ও মহিষ নামে দুই সন্তান উৎপন্ন হয়। প্রহ্লাদের বনিতা দর্ব্বী, তাহাতে বিরোচন জন্ম গ্রহণ করে, তাহার পুত্র বলি। বলির বনিতা অশনা, ইহার গর্ব্ভে বলির শত সন্তান হয়, তাহাদের মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। ঐ বলির অনুভাব কীর্ত্তনার্হ, পশ্চাৎ বিশেষ রূপে বর্ণন করিব। (১২) বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণ ভগবান্ গিরিশের আরাধনা করিয়া শিবগণ মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়। তাহার পার্শ্বে ভগবান পুরপালক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। (১৩)

হে রাজন! উন পঞ্চাশৎ মরুদ্গণও ঐ দিতির নন্দন। তাঁহারা সকলেই অপ্রজা, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে দেবত্ব প্রাপ্ত করান্।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন গুরো! দিতির গর্ব্ভে উৎপন্ন হওয়াতে মরুদ্গণ জন্মতঃ অসুরভাবাপন্ন ছিলেন কোন সন্দেহ নাই, তাঁহারা কি প্রকারে স্বাভাবিক আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রকর্ত্তৃক সুরভাব প্রাপিত হয়েন? কি সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! এ বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত এই ঋষিগণ আমার সহিত সমুৎসুক হইতেছেন, ভগবন্ আমাদের নিকট যথাবৎ ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক। (১৪)

সূত এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মহর্ষি শৌনককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে সত্রায়ণ! ব্যাসসূনু শুকদেব রাজার ঐ মিতাক্ষর অথচ বহু অর্থ যুক্ত বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া মনেং তাঁহার প্রশংসা করিলেন। (১৫)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! বিষ্ণুকে সহায় করিয়া ইন্দ্র পুত্র সকলকে নিহত করিলে দিতির চিত্ত শোকোদ্দীপ্ত মন্যুতে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল তিনি মনেং এই চিন্তা করিতে লাগিলেন (১৬) দুরাত্মা ইন্দ্র কেবল ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত, তাহার হৃদয় অতি কঠিন, তাহাতে দয়ার লেশমাত্র নাই। আঃ! সেই ক্রূর, ভ্রাতৃহন্তা, পাপিষ্ঠাকে বিনষ্ট করিয়া আমি কবে সুখিনী হইব? অহো! এখন যিনি প্রভু বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার

পূর্ব্বতন প্রভুদের দেহ মরণানন্তর দুই বা তিন দিনমাত্র থাকিয়া কৃমি বিষ্ঠা ও ভস্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে কারণ মৃত দেহ সৎকার না হইলে দুই তিন দিন পরে পচিয়া কৃমিময়, শ্বাপদাদি ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠা রূপে পরিণত, এবং দগ্ধ হইলে ভস্মাবশেষই হইয়া থাকে, সেই দেহের রক্ষা নিমিত্ত যে ব্যক্তি প্রাণিদ্রোহ করে সে কি স্বার্থ জানে? কখনই জানে না, যেহেতু প্রাণিদোহে ঘোর নিরয় হয়। (১৮) যাহা হউক। ইন্দ্র দেহাদিকে নিত্য জ্ঞান করিয়া অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে যাহাতে তাহার দর্পহারি পুত্র প্রসব করিতে পারি উপায় করা কর্ত্তব্য। (১৯) অনন্তর পতির প্রিয়াচরণই এবিষয়ে সদুপায় ইহা নিশ্চয় করিয়া শুশ্রূষা, অনুরাগ, বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন এবং ভক্তি প্রকাশ ইত্যাদি দ্বারা বারম্বার কশ্যপের প্রিয়াচরণ করিতে লাগিলেন। ভাবজ্ঞা দিতির হাব ভাব সহিত মনোজ্ঞ প্রিয় ভাষণ তথা সস্মিত অপাঙ্গ দর্শন দ্বারা অচিরেই তদীয় স্বামির (কশ্যপের) মনঃ বশম্বদ হইল। (২০) হে রাজন্! বিদ্বান্ ব্যক্তি মনোজ্ঞা বনিতা দ্বারা ঐরূপেই জড়ীভূত হয়েন তাহার পর স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া "তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব" একথা যে বলিবেন ইহা বিচিত্র নহে। (২১) প্রজাপতি ব্রহ্মা আদৌ প্রাণি সকলকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া এই বিবেচনা করিয়াই স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ দ্বারা সৃষ্টি নিমিত্ত আপনার দেহার্দ্ধকে স্ত্রী করিয়াছিলেন যাহা কর্ত্তৃক অদ্যাবধি পুরুষদিগের মতি হৃতা হইতেছে। (২২) অতএব হে তাত! দিতি একান্তভাবে ঐ প্রকারে শুশ্রূষা আরম্ভ করিলে ভগবান্ কশ্যপ অচিরেই পরম প্রীত হইলেন এবং একদিন আনন্দ প্রকাশ পুরঃসর সহাস্য বদনে তাহার প্রতি প্রসাদ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (২৩)

কশ্যপ কহিলেন হে বামোরু! হে অনিন্দিতে! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে সুন্দরি! পতি সুপ্রীত হইলে স্ত্রীলোকের কি ইহকালে কি পরকালে কোন অভিলাষ অপ্রাপ্য থাকে না। (২৪) হে সাধ্বি! নারী দিগের পতিই পরম দেবতা, দেবতা প্রীত হইলে সকল কামনাই পূর্ণ হয়। (২৫) হে সুন্দরি! যদ্যপি সর্ব্ব প্রাণির অন্তঃকরণবর্ত্তী ভগবান্ বাসুদেবই লক্ষ্মীপতি অর্থাৎ পরম দৈবত সত্য, তথাপি পুরুষেরা নানাপ্রকারে তাঁহারই ইন্দ্রাদি নাম এবং বজ্রহস্তত্বাদি রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করে এবং তিনিই স্ত্রীলোকের নিকট পতিরূপধারী হইয়া পূজ্য হন্। অতএব হে সুমধ্যমে! শ্রেয়স্কামা পতিব্রতা নারীসকল অনন্যভাবে পতিরই সেবা করিয়া থাকে কারণ পতিই আত্মা, পতিই ঈশ্বর। হে ভদ্রে! আমি তোমার সেই ভর্ত্তা, তোমা কর্ত্তৃক ভক্তিভাবে অর্চ্চিত হইয়াছি। তোমার সেই কামনা সম্পন্ন করিয়া দিব যাহা অসতীদিগের দুর্লভ। (২৬)

দিতি কহিলেন ব্রহ্মন্! অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর যদি বরদ হইলেন তবে আমি আপনকার নিকট ইন্দ্রহন্তা অমর একটী পুত্র বর চাহি, দিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! দুরাত্মা ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে সহায় করিয়া আমার দুইটী সন্তান বিনষ্ট করিয়াছে তাহাতে আমি অপুত্রা হইয়া আছি!

দিতির এই বাক্য শ্রবণে বিপ্রবর কশ্যপ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং পরিতাপ করিতে২ কহিলেন অহো! অদ্য আমার সুমহৎ অধর্ম্ম উপস্থিত হইল। আহা! বিষয় ও ইন্দ্রিয় সুখে রত হওয়াতে যোষিন্ময়ী মায়া আমার চিত্তকে বশীভূত করিয়াছে! অসংশয় আমার নরকপাত হইবে। (২৭) এ অবলার অপরাধ কি? আপনার স্বভা-

বের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছে। আমি স্বার্থানভিজ্ঞ, আমাকেই ধিক্! জিতেন্দ্রিয় হই নাই কেন? (২৮) যোষাদিগের বদন শরৎকালীন কমল তুল্য বিকাশশীল, বচন কর্ণদ্বয়ের অমৃত তুল্য, কিন্তু হৃদয় ক্ষুরধারের সহোদর, ইহাতে তাহাদের চেষ্টা জানিতে পারে কাহার্ সাধ্য? (২৯) যোষারা স্বার্থ কামনায় আত্মবৎ প্রিয়রূপে প্রতীয়মান হয় সত্য কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের কেহ প্রিয় নাই, তাহারা অর্থের নিমিত্ত পতি পুত্র এবং ভ্রাতাকেও বিনষ্ট করিতে পারে। (৩০)

যাহা হউক। আমি এই যোষার (দিতির) নিকট "বর দিতেছি" বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম, ঐ প্রতিশ্রুত মিথ্যা হওয়া এবং ইন্দ্রের বধ, দুই অনুচিত, এবিষয়ে এখন এই উপযুক্ত হয় পুত্রার্থ ইহাকে বৈষ্ণব ব্রত উপদেশ করি তদ্দ্বারা ইহার চিত্ত শুদ্ধ হইলে ইন্দ্রের প্রতি যে ক্রোধ জন্মিয়াছে তাহা নিবৃত্ত হইলেও হইতে পারিবে আর ঐ ব্রত দীর্ঘকাল সাধ্য, কথঞ্চিৎ বৈগুণ্য হইলে হয়তো ইন্দ্রহন্তা পুত্রই হইতে পারিবেক না। হে কুরুনন্দন! ভগবান্ কশ্যপ এই রূপ চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ কুপিতের ন্যায় হওত পুনরায় আপনি আপনার নিন্দা করিলেন। (৩১)

অনন্তর দিতিকে সম্বোধিয়া বলিলেন ভদ্রে! যদি তুমি সম্বৎসর পর্য্যন্ত যথাবৎ ব্রত ধারণ করিতে পার তাহা হইলে তোমার গর্ব্ভে ইন্দ্রহত্যাকারী ও দেববান্ধব একটী পুত্র জন্মিবেক। (৩২)

এতৎ শ্রবণে দিতি আহ্লাদিতা হইয়া কহিল ভাল, আমি ব্রত ধারণ করিব, সেই ব্রতে যাহা২ আবশ্যক, এবং যে বিষয় সেই ব্রতের হানিকর, আর যাহা২ তাহাতে নিষিদ্ধ নয় বরঞ্চ অভ্যনুজ্ঞাত, সমুদায় উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক। (৩৩)

কশ্যপ কহিলেন সেই ব্রতস্থ হইয়া প্রাণিসকলের হিংসা করিবে না, কাহারো প্রতি আক্রোশ প্রকাশিয়া শাপ দিবে না, মিথ্যা বলিবে না, নখ ও রোম ছেদন করিবে না, অমঙ্গল মৃতকপাল অস্থ্যাদি স্পর্শ করিবে না। (৩৪) জলমধ্যে অবগাহন করিয়া স্নান করিবে না, ক্রুদ্ধ হইবে না, দুর্জ্জনের সহিত সম্ভাষা করিবে না। অধৌত বসন পরিধান করিবে না, একবার যে মালা ধারণ করিবে তাহা পুনরায় ধারণ করিবে না। (৩৫) উচ্ছিষ্ট অন্ন, পিপীলিকা দূষিত অন্ন, আমিষ যুক্ত অন্ন, শূদ্রীকর্ত্তৃক আহৃত অন্ন তথা রজস্বলাস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না, আর অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না। (৩৬) হে সুন্দরি! যখন গৃহ হইতে বাহিরে নির্গত হইবে তৎকালে উচ্ছিষ্টা ও অস্পৃষ্টজলা হইবে না। অপর সন্ধ্যাকালে মুক্তকেশা, অনর্চ্চিতা, অসংযতবাক্ তথা-- অপরিষ্কৃতা হইয়া ভ্রমণ করিবে না। (৩৭) হে দিতি! এই ব্রতস্থিত ব্যক্তির শয়নে আটটী বিষয় নিষিদ্ধ আছে অর্থাৎ এই ব্রতে পদ দ্বয় প্রক্ষালিত না করিয়া কিম্বা অপ্রযত অথবা আর্দ্রপদ হইয়া শয়ন করিবে না। অপর উত্তর শিরা ও পশ্চিম শিরা হইয়া শয়ন করাও কর্ত্তব্য নহে। আর বিবস্ত্র অথবা অন্যের সহিত একত্র শয়ন ও দুই সন্ধ্যার সময় শয়নও নিষিদ্ধ। (৩৮)

হে দিতি! এই ব্রতে যে সকল কার্য্য করিতে হইবে তাহাও বলিতেছি অবধান কর। ধৌতবাসা শুচি ও সকল মঙ্গল সংযুক্ত হইয়া প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে গো বিপ্র এবং লক্ষ্মী নারায়ণের অর্চ্চনা করিবেক। (৩৯) অপর সধবা আয়স্ত্রীদিগকে গন্ধ মাল্য বসন ভূষণাদি উপহার দিয়া পূজা করিবেক আর পতির অর্চ্চনা করিয়া সেবা ও তাঁহাকে আপনার কুক্ষ্যন্তর গত চিন্তা করিবেক। (৪০)

হে দিতি! অবিঘ্নে এই ব্রত আচরিত হইলে অভীষ্ট পুত্রোৎপত্তি হয়, তুমি যদি

সম্বৎসর ব্যাপিয়া এই ব্রত ধারণ করিতে পার এবং কোন প্রকারে তোমার ব্রত বিপ্লুত না হয় তোমার ইন্দ্রহন্তা সন্তানই হইবেক। (৪১)

হে রাজন্! কশ্যপের বাক্যাবসানে মহামনা দিতি "এই রূপই করিব" বলিয়া স্বীকার করত তাঁহা হইতে গর্ব্ভ ধারণ করিল এবং তিনি যে প্রকার ব্রত উপদেশ করিলেন যথার্থ বোধে তাহাই অনুষ্ঠান করিতে তৎপর হইল। (৪২)

হে মানদ! মাতৃ স্বসার এই অভিপ্রায় জনিতে পারিয়া দেবেন্দ্র স্বার্থ দর্শন পূর্ব্বক আশ্রমস্থা দিতির সমীপে অগমন করিলেন এবং নানা প্রকারে সেবা শুশ্রূষায় প্রবর্ত্তমান হইলেন। প্রতিদিন বন হইতে ফল মূল সমিৎ কুশা পত্র পুষ্প অঙ্কুর এবং মৃত্তিকা আনিয়া উপযুক্ত সময়ে দিতিকে উপহার দিতে লাগিলেন। (৪৩) হে রাজন্! ব্যাধ যেমন মৃগদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত কখন২ স্বয়ং মৃগবেশ হয় তাহার ন্যায় ব্রতচ্ছিদ্র পাইবার বাসনায় ইন্দ্র কপট সাধু বেশ হইয়া ব্রতস্থা দিতির পরিচর্য্যায় বর্ত্তমান রহিলেন। (৪৪) পরন্তু যদিও দেবেন্দ্র তৎপর হইয়া সতর্ক থাকিলেন তথাচ অচিরে ব্রতচ্ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না তাহাতে তাঁহার চিত্ত অতিশয় চিন্তান্বিত হইল কি উপায়ে মঙ্গল হইবেক। (৪৫) ইতি মধ্যে এক দিন দৈবাৎ দিতির মোহ উপস্থিত হইল, সন্ধ্যার সময় উচ্ছিষ্টা হইয়াছিল, ব্রতকর্ষিতত্ব প্রযুক্ত জলস্পর্শ ও পাদ প্রক্ষালন না করিয়াই শয়ন করিল। যোগেশ ইন্দ্র এই অবকাশ পাইয়া যোগমায়া দ্বারা দিতির উদরে প্রবেশ করিলেন! দিতি অচেতনে নিদ্রা যাইতে ছিল, কিছুই জানিতে পারিল না। (৪৬) অনন্তর ইন্দ্র উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই আপনার হস্তস্থ বজ্র দ্বারা দিতির গর্ব্ভ (যাহার প্রভা কনক তুল্য প্রকাশ পাইতেছিল) সাত খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিলেন তাহাতে ঐ সকল গর্ব্ভ খণ্ড রোদন আরম্ভ করিলে তাহাদের প্রতি "ক্রন্দন করিও না" এইরূপ সস্নেহ বচন প্রয়োগ করত পুনশ্চ প্রত্যেককে সাত২ খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। (৪৭)

হে রাজন্! ইন্দ্র যখন পুনরায় কর্ত্তন করেন সে সময়ে গর্ব্ভ খণ্ড সকল কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবরাজকে বলিতে লাগিল হে ইন্দ্র! কেন আমাদিগের হত্যার্থ উদ্যত হইতেছ, আমরা মরুদ্গণ, তোমার ভ্রাতা। (৪৮) ইন্দ্র কহিলেন ভীত হইও না, তোমাদের সহিত আমার অন্য ভাব নাই, তোমরা আমার পার্ষদ হইবে।

হে রাজন্! যদিও দিতির গর্ব্ভ ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা বহু খণ্ডে কর্ত্তিত হইল তথাচ ভগবানের অনুকম্পায় যেমন অশ্বত্থামার অস্ত্রে বিক্ষত হইয়াও তুমি বিনষ্ট হও নাই সেই রূপ ঐ গর্ব্ভের বিনাশ হইল না। হে কৌরব্য! যে ভগবান্ আদি পুরুষকে এক-বার মাত্র অর্চ্চনা করিয়া পুরুষ তদীয় পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয় দিতি প্রায় সম্বৎসর কাল সেই ভগবানের অর্চ্চনা করিয়াছিল, বর্ষ পূর্ণ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন ছিল, ইহাতে তাহার গর্ব্ভ একেবারে বিনষ্ট হইবেক সম্ভাবনা কি? (৪৯) ভগবানের প্রসাদে সেই মরুদ্গণ অর্থাৎ গর্ব্ভ খণ্ড সকল ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চাশৎ দেবতা হইলেন। অনন্তর মাতৃ দোষ মোচন পুরঃসর হরি কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের সোমপত্ব বিহিত হইল।

সে যাহা হউক, দিতি এত ক্ষণ নিদ্রাগতা ছিলেন, সুপ্তোত্থিতা হইয়া দেখি-লেন সম্মুখে অনল তুল্য দীপ্তিমান্ ইন্দ্র সহিত পঞ্চাশৎ কুমার দণ্ডায়মান। যদিও দেখিয়াই দিতির সন্তোষ জন্মিল তথাচ কিয়ৎ ক্ষণ পরে ইন্দ্রকে সম্বোধিয়া বলিলেন হে তাত! আমি আদিত্যদিগের ভয়াবহ অপত্য কামনা করিয়া দুশ্চর ব্রত আচরণ করিতেছিলাম অদিতিসন্তানদিগের সংহারকারী একটী পুত্র হয় আমার এই সঙ্কল্প

ছিল, ঊনপঞ্চাশৎ পুত্র কি প্রকারে হইল ? হে পুত্র ! এবিষয় যদি তোমার বিদিত থাকে যথার্থ বল, মিথ্যা কহিও না। (৫০)

দিতির অকপট বচন শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রও অকপটে বলিলেন মা ! আমি তোমার ঐ রূপ চেষ্টা জানিতে পারিয়াই নিকটে আসিয়াছিলাম এত দিন কেবল ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলাম অদ্য অবকাশ পাইয়া তোমার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভচ্ছেদন করিয়াছি। হে অম্ব ! যাহার বুদ্ধি অর্থ বিষয়েই আসক্ত হয় তাহার প্রায় ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, আমি প্রথমে তোমার গর্ভ সপ্ত খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করি তাহাতে আদৌ সাতটী কুমার হয়। পরে সেই সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককে সাত২ খণ্ড করিয়া ছেদন করিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম তাহাতেও ঐ সকল কুমার মরিল না তখন পরম আশ্চর্য্য দর্শনে নিশ্চয় করিলাম তুমি মহাপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিয়া আনুষঙ্গিকী কোন সিদ্ধি পাইয়াছ। (৫১) মা! যে সকল ব্যক্তি নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতে যত্ন করেন তদ্দ্বারা যাঁহারা মোক্ষ পদার্থও অভিলাষ করেন না তাঁহারা অতিশয় স্বার্থ কুশল। (৫২) ফলতঃ ভগবান্ হরি জগতের অধীশ্বর, তিনি আরাধিত হইয়া অধ্যাত্ম প্রদান করেন ইহা বিবেচনা করিলে বুদ্ধিমান কোন্ ব্যক্তি বিষয় ভোগের বর প্রার্থনা করিবে ? বিষয়ভোগ নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫৩) পরন্তু হে মহত্তমে মাতঃ! আমি বালিশ, যে দুর্জ্জনতা প্রকাশ করিয়াছি, ক্ষমা কর, ভাগ্যক্রমে তোমার গর্ভ মৃত হইয়াও পুনরায় উত্থিত হইয়াছে।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! তদনন্তর দিতি শুদ্ধভাবে পরিতুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে ইন্দ্র তাহাকে প্রণাম করিয়া মরুদ্গণের সহিত সুরপুরে গমন করিলেন। হে কৌরব্য মরুদ্গণের জন্ম বৃত্তান্ত যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই সমুদায় বর্ণন করিলাম, আর কি কহিব, বল। (৫৪)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

দিতির প্রতি কশ্যপোপদিষ্ট হরিতোষণ ব্রতের লোকহিতার্থ বিস্তারিত বিবরণ।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্ ! আপনি যে পুংসবন ব্রতের বিষয় বলিলেন যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসন্নতা হয় তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত অবগত হইতে বাসনা করি। (১)

শুকদেব কহিলেন অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদে যোষাগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্ব কামপ্রদ পুংসবন ব্রত আরম্ভ করিবেক। (২) ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দন্তধাবনাদি পূর্ব্বক স্নাত ও শুচি হইয়া আদৌ মরুদ্গণের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করিবে পরে শুভ্র বসন পরিধানা ও অলঙ্কৃতা হইয়া প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্ব্বে লক্ষ্মী সহিত ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিবেক। (৩) হে রাজন্ ! অর্চ্চনা সময়ে যে সকল মন্ত্র দ্বারা নমস্কার করিতে হইবেক তাহা বলিতেছি শুন। "ভগবন্ ! আপনাতেই সমস্ত পর্য্যাপ্ত, অন্য কাহাতেও কার্য্য নাই, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো— আপনি নিরপেক্ষ, এবং পূর্ণকাম, মহাবিভূতির অর্থাৎ লক্ষ্মীর পতি, আপনার অণিমাদি সকল সিদ্ধি সর্ব্বদা বর্ত্তমান, আপনাকে নমস্কার করি। (৪) হে ঈশ ! আপনি দয়া, ধৈর্য্য,

তেজঃ, সামর্থ্য, মহিমা ইত্যাদিতে তথা অন্যান্য সর্ব্ব গুণে যথাবৎ সতত সেবিত, এই কারণে ভগবান্ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার করি"। (৫)

হে রাজন্! উক্ত প্রকারে ভগবানের নমস্কার করিয়া 'পরে লক্ষ্মীকে নমস্কার করিবে। যথা—"হে মহামায়ে! হে বিষ্ণুপত্নি! পরমেশ্বরের যে সকল নিরপেক্ষত্বাদি লক্ষণ, সমুদায় তোমাতে বর্ত্তমান। হে মহাভাগে! আমার প্রতি প্রীতা হও, হে লোক-মাতঃ, তোমাকে নমস্কার করি।" (৬)

তদনন্তর সুসমাহিত হইয়া "মহানুভাব ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার করি, মহা বিভূতি সহিত সেই মহাবিভূতিপতি ভগবানের নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করি" এই মন্ত্র দ্বারা ভগবানের আবাহন পুর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য স্নানীয়, বসন; ভূষণ, উপ-বীত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি বিবিধ উপচার উপহার দিবেক। (৭) তাহার পর বহ্নি স্থাপন করিয়া ঐ সকল উপহারের অবশিষ্ট যে কিছু দ্রব্য থাকে তদ্দ্বারা হুতাশনে দ্বাদশটী আহুতি দিবেক। (৮) হোমের মন্ত্র এই "ভগবান্ মহাপুরুষ মহাবিভূতি-পতিকে নমস্কার—স্বাহা"। (৯)

হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু এবং মহামায়া শ্রী, এই দুই দেবতাই বরপ্রদ, ইঁহাদের হইতেই সকল আশিষ উৎপন্ন হয়। লোকে যদি সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি অভিলাষ করে তাহা হইলে নিত্য ভক্তিভাবে ইঁহাদিগেরই পূজা করিবেক এবং ভক্তি দ্বারা বিনম্র চিত্ত হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেক তদনন্তর দশ বার মন্ত্র জপ করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবেক। সেই স্তোত্র যথা—হে ভগবন্! হে ভগবতি! আপনারা দুই জন সর্ব্বগ, জগতের পরম কারণ। ভগবন্! এই যে প্রকৃতি, যিনি সূক্ষ্মা দুরত্যয়া মায়াশক্তি, আপনি ইহাঁরও অধীশ্বর, অতএব আপনিই সাক্ষাৎ পরম পুরুষ। (১০) প্রভো! আপনিই সর্ব্ব যজ্ঞ, আপনিই যজ্ঞ সম্পাদক পুরুষ ব্যাপার, আপনিই তদর্থ লৌকিকী ক্রিয়া, আপনিই যজ্ঞাদি জন্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আর এই দেবী সত্ত্বাদিগুণের প্রকাশ রূপা, আপনি গুণের প্রকাশক এবং ভোক্তা। (১১) প্রভো! আপনি সর্ব্ব-শরীরির আত্মা, শ্রী, শরীর, ইন্দ্রিয়, এবং প্রাণ স্বরূপ। আপনিই নাম ও আপনিই রূপ, আপনিই ঐ দুইয়ের প্রকাশক এবং আপনিই ঐ দুইয়ের আধার। হে ভগবন্! আপনারা দুই জনে পরমেষ্ঠী এবং ত্রিলোকের বরদ প্রভু, হে উত্তমশ্লোক! আপ-নাদের প্রসাদে আমাদের নিত্য মহাৎ আশিষ্ হউক"।

হে রাজন্! এই প্রকারে লক্ষ্মীর সহিত বরদ লক্ষ্মীপতি ভগবানের স্তব করিয়া নিবেদিত উপহার সকল সে স্থান হইতে নিঃসারিত করিবেক পরে আচমনীয় দান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেক। তদনন্তর ভক্তি নম্র চিত্তে পুনরায় স্তোত্র দ্বারা স্তব ও যজ্ঞো-চ্ছিষ্ট আঘ্রাণ পূর্ব্বক পুনরায় পূজা করিবেক। (১২) পরিশেষে গৃহীতব্রতা স্ত্রী আপনার পতিকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তদীয় প্রিয় বস্তু প্রদান পূর্ব্বক পতিসেবা করিবে পতিও প্রেমবান হইয়া পত্নীর কৃত উচ্চাবচ সমুদায় কর্ম্ম পালন করিবেন। (১৩)

হে রাজন্! এই পুংসবন ব্রত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একজন করিলেও উভয়ের ফল হইবেক। হে মহারাজ! পত্নী যদি এই ব্রতাচরণে অযোগ্যা হয় তাহা হইলে পতিই সমাহিত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। (১৪) রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণুর এই ব্রত ধারণ করিলে কোন প্রকারে সন্তান বিচ্ছেদ হয় না। এই ব্রতে ব্রাহ্মণ ও সধবা স্ত্রীদিগকে মাল্য গন্ধ পূজোপহার ও অলঙ্কার দিয়া অর্চ্চনা, আর নিয়মস্থা হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক অহরহ ভগবানের আরাধনা করিতে হয় (১৫)

অনন্তর আরাধ্য দেবকে তাঁহার নিজ ধামে বাসার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার অগ্রে নিবেদিত বস্তু আত্ম বিশুদ্ধি ও সর্ব্বকাম সমৃদ্ধি নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ভোজন করিবেক। (১৬) এই প্রকারে পূজার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দ্বাদশ মাস অথবা এক বৎসর যাপন করিয়া কার্ত্তিক মাসের শেষ দিনে উপবাস করিবেক। রাত্রি প্রভাত হইলে পর দিন জলোপস্পর্শ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া (১৭) পাকযজ্ঞ বিধান অর্থাৎ পার্ব্বণীয় স্থালী পাক প্রকরণ দ্বারা দুগ্ধপক্ক সঘৃত চরু দিয়া পতি দ্বাদশটী আহুতি প্রদান করিবেন। পরে দ্বিজগণ প্রীত হইয়া যে আশীর্ব্বাদ করিবেন মস্তক দিয়া তাহা গ্রহণ এবং ভক্তি পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া তাঁহাদের অনুমতি ক্রমে স্বয়ং ভোজন করিবেন। (১৮) তদনন্তর আচার্য্যকে অগ্রে করিয়া বাগ্‌যত হওত বন্ধু বান্ধব সহিত পত্নীর নিকট গিয়া তাহাকে সেই চরুশেষ (যাহাতে সৎপুত্রত্ব ও সৌভাগ্য হয়) দান করিবেন।

হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণুর এই ব্রত যথাবিধি পুরুষে আচরণ করিলে অভীপ্সিতার্থ লাভ করে এবং স্ত্রীলোকে ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা সৌভাগ্য, সম্পদ, সন্তান, অবৈধব্য, যশঃ, ও গৃহ প্রাপ্ত হয়। (১৯) অজাতবিবাহা কুমারীর এই ব্রত প্রভাবে সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত বর লাভ এবং অবীরা স্ত্রীর পাপক্ষয় পূর্ব্বক স্বর্গতি প্রাপ্তি হয় অপর মৃতবৎসা স্ত্রী এতদ্ব্রতপ্রসাদে জীবপুত্রা, দুর্ভগা নারী সুভগা এবং বিরূপা স্ত্রী মনোহর রূপবতী হয়। হে রাজন্! এই ব্রতের মাহাত্ম্যে রুগ্ন জনে বহুকালীন রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সহ সমর্থ দেহ লাভ করিতে পারে। (২০)

হে রাজন্! যে ব্যক্তি অভ্যুদয় কর্ম্মে এই ব্রত বৃত্তান্ত পাঠ করিবে তাহার পিতৃলোকদের ও দেবগণের অনন্ত তৃপ্তি হইবেক। অপর হোমাবসানে হুতাশন শ্রী এবং হরি ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত কাম প্রদান করিবেন। (২১) হে মহারাজ! মরুদ্গণের এই পুণ্য জন্ম এবং দিতির মহৎ ব্রত বৃত্তান্ত তোমার নিকট কথিত হইল। (২২)

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়।

ইতি শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক কৃত শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

সপ্তম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর বৈরিতার কথা
প্রকাশার্থ তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্ব ভূতে সমান, স্বয়ং সকলের সুহৃদ্ ও প্রিয়, তিনি বিষম ব্যক্তির ন্যায় হইয়া ইন্দ্রের নিমিত্ত দৈত্য-দিগকে কি প্রকারে বধ করিলেন? যিনি সর্ব্বত্র সম ও সকলের সুহৃদ, তাঁহার তো বৈষম্য হয় না, আর প্রীতিকর্ত্তৃদের প্রতি প্রিয় ব্যক্তির বৈষম্য যুক্তও তো নহে। (১) মুনে! যাহার যাহাতে প্রয়োজনসিদ্ধি হয় সে তাহার পক্ষপাতী হইয়া থাকে এবং যাহা হইতে ভয় সম্ভাবনা হয় বিদ্বেষ করিয়া তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা পায় সত্য, কিন্তু এস্থলে ঐরূপ পক্ষপাত অথবা ভয়ের কারণ কিছুই দৃষ্ট হয় না, সাক্ষাৎ পরমানন্দই যে ভগবানের স্বরূপ, তাঁহার দেবতা সকলে কি প্রয়োজন সম্ভাব্য, আর যিনি স্বয়ং অগুণ, তাঁহার অসুর সমূহ হইতে ভয় হইবারই বা সম্ভাবনা কি? অপর তাঁহার কাহারো সহিত দ্বেষ ভাব আছে এমতও বোধ হয় না, তবে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ ভগবান ঐরূপ গর্হিত কর্ম্ম কেন করিলেন? (২) হে মহাভাগ! ভগবানের অনুগ্রহ নিগ্রহাদি গুণের প্রতি আমাদের এই সুমহৎ সংশয় জন্মিতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সংশয় ছেদন করিতে যোগ্য হয়েন। (৩)

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! ভাল জিজ্ঞাসা করিলে! ভগবান্ হরির চরিত অতিশয় অদ্ভুত, যেহেতু ভগবানের ভক্ত যে প্রহ্লাদ, তাঁহারও এমত মাহাত্ম্য, যে তাহাতে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধিশীলা হয়। (৪) এই কারণে নারদাদি মহর্ষিগণ পরম পবিত্র ভগবচ্চরিত্র সর্ব্বদাই গান করিয়া থাকেন। তুমি সেই ভগবচ্চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, বড় ভাল, আমি মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া হরিকথা কহিতেছি, অবধান কর। (৫) ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির পর, অতএব নির্গুণ, অজ ও অব্যক্ত অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদির কারণীভূত দেহ ইন্দ্রিয়াদি রহিত। কিন্তু তিনি একরূপ হইয়াও মায়ার গুণ যে সত্ত্বাদি, তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্য ব্যক্তিদের উপর বাধকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা দেব ও দানবদিগের যে পরস্পর বাধ্য বাধকতা, তাহার হেতু হয়েন। (৬)

হে রাজন্! সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, অতএব গুণসকল স্বকীয় না হওয়াতে ভগবানকে প্রাকৃত পুরুষের সদৃশ বিষম বলিতে পারা যায় না। হে মহারাজ! এই গুণ সকলের একেবারে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় না, (৭) সত্ত্বগুণ আপনার বৃদ্ধির সময় দেবতা ও ঋষিদিগকে সেবা করে অর্থাৎ দেব ও ঋষিদের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, এই রূপ রজোগুণ আপনার উন্নতির সময় অসুরদিগকে ও তমোগুণ স্বীয় জয়কালে কালের অনুগুণ হইয়া যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতিকে অবলম্বন করে। (৮) অতএব যদিও ভগবান্ সর্ব্বত্র সমান, তথাপি নিমিত্ত ভেদে তাঁহার বৈষম্য হইতে পারে। ফলতঃ যেমন কাষ্ঠাদিতে অগ্নি ও পাত্রাদিতে জল এবং ঘটপটাদিতে আকাশ নানা রূপে প্রকাশ পায় তেমনি গুণভেদে সেই ভগবান্ নানা রূপে প্রকাশ পান্। অসুরাদি তত্তদ্দেহ হইতে বিবেচিত হয়েন না এই কারণে পৃথক্‌রূপে তাঁহার প্রতীতি হয় না। যদি বল তবে তিনি ঐ সকলকে আশ্রয় করেন ইহা কিসে জানিব? উত্তর, নিপুণ ব্যক্তিরা স্বভাব কর্ম্মাদি নিষেধ দ্বারা আত্মস্থ ঐ আত্মাকে মন্থন করিয়া অর্থাৎ কার্য্য দর্শন লিঙ্গ দ্বারা বিচার করিয়া অবগত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যেমন সূর্য্যকান্ত প্রভৃতিতে দাহ দেখিয়া জ্যোতিঃ জানা যায় তদ্রূপ নিপুণ ব্যক্তিরা অসুরাদি দেহে কার্য্য দেখিয়া পরমাত্মার স্থিতি নিশ্চয় করিয়া থাকেন। (৯)

হে রাজন্! যদিও পরমাত্মার ঐ রূপ বৈষম্য মায়াগুণ বশতঃ হইয়া থাকে তাহা স্বাভাবিক নয়, তথাপি গুণপরতন্ত্র বলিয়া তাঁহার অনীশ্বরত্ব আশঙ্কা করিও না। সেই পরমেশ্বর জীবের ভোগ নিমিত্ত যখন স্বীয় মায়াদ্বারা পুর (শরীর) সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন্ তখন সাম্যাবস্থায় স্থিত রজো গুণকে পৃথক্ সৃজন করিয়া থাকেন। পরে ঐ সকল বিচিত্র পুরে (দেহে) ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া সত্ত্ব গুণকে পৃথক সৃষ্টি করেন, তাহার পর শয়ন (সংহার) করিবেন বলিয়া তমোগুণকে পৃথক্ প্রেরণ করেন। (১০) হে নরদেব! সেই পরাত্মা কালেরও পরতন্ত্র নহেন, তিনি ঈশ, সত্যকারী অর্থাৎ অত্যর্থ কর্ত্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই নিমিত্ত দ্বারা এই দুইয়ের সহকারিত্ব প্রযুক্ত আশ্রয় স্বরূপে বর্ত্তমান যে কাল, তাহাকে আপনিই সৃজন করেন, অতএব কাল তাঁহার চেষ্টা স্বরূপ হওয়াতে তিনি কালেরও পরতন্ত্র নহেন। (১১) হে রাজন্! যেহেতু কাল সত্ত্বগুণকে বর্দ্ধিত করে সেই হেতু তাহা ঈশ্বর হইয়াও সত্ত্বপ্রধান সুরসমূহকে বর্দ্ধিত ও তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অসুর সঙ্ঘের হিংসা করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এই কারণে ঐ কালের যশঃ অতিশয় মহৎ। হে কৌরব্য! উপরে লিখিত সমুদায় উক্তির তাৎপর্য্য এই, কালশক্তি দ্বারা গুণ সকল ক্ষুভিত হওয়াতে তজ্জন্য যে বৈষম্য হয় সেই বৈষম্য সন্নিধানমাত্রে তাহার অধিষ্ঠাতায় স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। (১২) হে রাজন্! রাজসূয় মহাযজ্ঞে দীক্ষিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এই বিষয়েই (দ্বেষাদি বিহীন ভগবানের দৈত্যবধ প্রসঙ্গেই) একটী ইতিহাস দৃষ্টান্ত স্বরূপে কহিয়াছিলেন। (১৩) হে কৌরব্য! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে চেদিভূপতি শিশুপাল নিমন্ত্রিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবের সাদৃশ্য করিয়াছিল, তাহাতে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ঐ ব্যক্তির ধৃষ্টতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া শ্রবণকারি অন্যান্য মুনিদিগের সমক্ষে সেই যজ্ঞ সভায় অধ্যাসীন দেবর্ষি নারদকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (১৪)

যুধিষ্ঠির কহিয়াছিলেন অহো! এ কি? পরম তত্ত্বস্বরূপ বাসুদেব প্রাপ্তি একান্ত

ভক্তদিগেরও দুর্লভ, এই বিদ্বেষি শিশুপালের তৎপ্রাপ্তি দেখিতেছি, এ কি ? ইহা যে অত্যদ্ভুত। (১৫) ভগবন্! এ বিষয়ের তথ্য অবগত হইতে আমাদের সকলেরই অভিলাষ হইতেছে, অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর বলিতে আজ্ঞা হউক। মুনে! ঐ ব্যক্তি ভগবানের নিন্দক, ইহার নরকপাত হওয়া উচিত। পূর্ব্বে বেণরাজা এই রূপে ভগবন্নিন্দা করিয়াই ঘোর নিরয়ে পতিত হইয়াছিল। (১৬) প্রভো! দমঘোষের পুত্র শিশুপাল বাল্যকালের কোমল ভাষণ আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত ভগবানের মৎসরী, অপর দুর্মতি দন্তবক্রও চিরকাল ঐ রূপ মাৎসর্য্য করিয়া আসিতেছে। (১৭) কি আশ্চর্য্য! বারম্বার অব্যয় পরব্রহ্ম ভগবানের প্রতি কটূক্তি করিয়া ঐ দুই ব্যক্তির জিহ্বায় কুষ্ঠ হইল না? এবং ঐ দুরাত্মারা এখনও ঘোরতর অন্ধতমঃ নরকে প্রবেশ করিল না! (১৮) যে ভগবানের স্বরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাঁহার সহিত উহারা সকল লোকের সমক্ষে কি প্রকারে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল? (১৯) ব্রহ্মন্! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, অতএব বায়ু দ্বারা যেমন দীপশিখা অস্থির হয় তাহার ন্যায় আমার বুদ্ধি ব্যাকুল হইতেছে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এই আশ্চর্য্য বিষয়ের কারণ কি? অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক। (২০)

শুকদেব কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের ঐ সকল কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদের সন্তোষ জন্মিল, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির ঐ বিষয়ে শ্রবণৌৎসুক্য অবলোকন করিয়া নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিলেন। (২১)

নারদ কহিলেন রাজন্! স্তুতি নিন্দা, সৎকার তিরস্কার, ইত্যাদি পরিজ্ঞানার্থ প্রকৃতি পুরুষের অবিবেকে কলেবর বিরচিত হইয়াছে, (২২) সেই কলেবরে আত্মাভিমান বশতঃ অন্যান্য প্রাণিদিগের "আমি আমার" ইত্যাদি বৈষম্য এবং তাড়না ও নিন্দা এই দুইয়ের কারণে হিংসা ও পীড়া (২৩) তথা যে দেহে ঐ অভিমান নিবদ্ধ, তাহার বধে প্রাণিদিগের বধ হইয়া থাকে। কিন্তু পরমেশ্বরের দেহও নাই, তদভিমানও নাই। যেহেতু তিনি অদ্বিতীয় সুতরাং তাঁহার অভিমন্তব্য নাই, আর তিনি সর্ব্বাত্মা এ প্রযুক্ত তাঁহার বৈষম্যও সম্ভবে না, তবে যে দানবাদির বধ করেন তাহা তাহাদের হিতার্থ দণ্ডমাত্র, তাহাকে তৎকর্ত্তৃক হিংসা এমত বলা যাইতে পারে না, (২৪) অতএব যেহেতু ভগবানের নিন্দাদি কৃত বৈষম্য নাই সেই হেতু যে কোন প্রকারে হউক, তাঁহার ধ্যান করিলে নিন্দাদিকৃত পাপের ধ্বংস ও তাঁহার সাযুজ্য লাভ হইতে পারে। ফলতঃ বৈরানুবন্ধ অথবা নির্বৈর কিম্বা ভয় অথবা স্নেহ কিম্বা কাম, যে কোন কারণে হউক, কোন রূপে ভগবানের প্রতি মনঃসংযোগ কর্ত্তব্য, কোন প্রকারে তাঁহাকে পৃথক দেখা উচিত হয় না। (২৫) আমার বোধ হয় ঐ সকল উপায় মধ্যে বৈরানুবন্ধ শ্রেষ্ঠ, কারণ বৈরানুবন্ধ দ্বারা দানবগণ যে রূপ অনায়াসে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় ভক্তি যোগ দ্বারা তদ্রূপ সহজে পাইতে পারে না; আমি স্ববুদ্ধিতে এ বিষয় এক প্রকার নিশ্চয় করিয়াছি। (২৬) ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি অবধান কর। তৈলপায়িকা কীট ভ্রমরকর্ত্তৃক ভিত্তির অভ্যন্তরস্থ গর্ত্তে অবরুদ্ধ হইয়া দ্বেষ ও ভয় যোগে একাগ্র মনে স্মরণ করিতে২ অচিরেই ভ্রমরের সরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৭) অতএব মায়া মনুজরূপী পরমেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণে বদ্ধবৈর ব্যক্তিরা বৈরদ্বারা তাঁহার যে একান্ত চিন্তা করে তাহাতেই তাহাদিগের পাপরাশি পবিত্রিত হইয়া যায় সুতরাং তাহারা পশ্চাৎ তাঁহাকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৮) ফলতঃ বহু২ ব্যক্তি ভক্তি অনুসারে কাম দ্বেষ ভয় অথবা স্নেহ হেতু ভগবান পরমেশ্বরে মনঃ নিবেশ

করিয়া কামাদি নিমিত্ত কলুষ বিসর্জ্জন পুরঃসর তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই। গোপাগণ কামহেতু, কংস ভয় হেতু, চৈদ্যাদি নরপতি দ্বেষ হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধহেতু, তোমরা এবং আমরা ভক্তিহেতু তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। (২৯) যদি বল তবে বেণরাজা কি নিমিত্ত নরকে পতিত হইয়াছিল? উত্তর, কামাদি হেতু যে পঞ্চ প্রকার চিন্তকের কথা বলিলাম বেণ তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার হইয়া ভগবানের চিন্তা করে নাই সুতরাং তাহার তদ্গতি হয় নাই। অতএব হে রাজন্! যে কোন উপায়ে হউক, ভগবান্ কৃষ্ণে মনঃ নিবেশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (৩০) হে পাণ্ডববর! তোমাদের মাতৃস্বসার পুত্র শিশুপাল এবং দন্তবক্র এই দুই ব্যক্তি পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদ ছিল, বিপ্রশাপে ইহারা বৈকুণ্ঠ হইতে পরিচ্যুত হয়। (৩১)

যুধিষ্ঠির কহিলেন ভগবন্! সেই শাপ কিপ্রকার? কোন্ ব্রাহ্মণই বা শাপ দিয়াছিলেন? ঐ শাপ এমত! হরিদাসদিগকেও অভিভব করিয়াছিল! যে সকল ব্যক্তি ভগবান হরির একান্ত ভক্ত, তাহাদের তো জন্ম সম্ভবে না, অতএব আপনকার ঐ কথা অশ্রদ্ধেয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। (৩২) ফলতঃ প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণই জন্মের হেতু, হরিভক্তগণ বৈকুণ্ঠপুরবাসী. তাঁহাদের দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ও নাই প্রাণও নাই। যাহা হউক, ঐ দুই হরিদাসের প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ সংক্রান্ত এই আখ্যান যথাবৎ ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা যুধিষ্ঠিরের এইপ্রকার অধ্যেষণায় দেবর্ষি নারদ কহিতে লাগিলেন রাজন্! একদা ব্রহ্মনন্দন সনন্দাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন। (৩৩) যদিও তাঁহারা মরীচি প্রভৃতি পূর্ব্বতন মুনিগণেরও পূর্ব্বজ, তথাপি তাঁহাদিগকে দিগম্বর ও পঞ্চ বা ষড়্বর্ষ বয়স্ক বালকের তুল্য অবলোকন করাতে শিশু বোধ করিয়া বিষ্ণুপুরীর দ্বারী ঐ দুই ব্যক্তি (শিশুপাল ও দন্তবক্র) পুর প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। (৩৪) তাহাতে ঐ ব্রহ্মর্ষিগণ রোষ পরবশ হইয়া ঐ দুই জনকে এই অভিশাপ দেন্ অরে! ভগবান্ মধুসূদনের পাদমূল রজস্তমো রহিত, তোরা এস্থানে বাস করিবারও যোগ্য পাত্র নহিস্, এখানে থাকিয়া ভগবানের সেবা কি করিবি? (৩৫) অতএব, অরে মূর্খ হতভাগ্য! তোরা আশু পাপায়সী আসুরী যোনি প্রাপ্ত হ। (৩৬) হে রাজন্! ঐ দুই ব্যক্তি এই প্রকারে শপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠ হইতে পতিত হইতে ছিল তাহাতে সেই মুনিগণ কারুণিক স্বভাব হেতু পুনরায় কহিয়াছিলেন তিন জন্মের পর তোদের স্বস্থান প্রাপ্তি হইবে অর্থাৎ তাবৎ কালে এই অভিশাপ সমাপ্ত হইয়া যাইবে। হে মহারাজ! তাহার পরেই ঐ দুই ব্যক্তি দিতির গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে বিখ্যাত এবং দৈত্য দানবদিগের বন্দিত হয়। (৩৭)

হে যুধিষ্ঠির! ভগবান্ হরি নরহরি রূপ ধারণ করিয়া ঐ হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করেন আর ধরণীর উদ্ধার নিমিত্ত যৎকালে ভগবানকে শৌকর শরীর ধারণ করিতে হইয়াছিল সেই সময় তদ্বিষয়ে প্রতিঘাত করাতে হিরণ্যাক্ষ তাঁহার ক্রোধে নিপতিত হয়। (৩৮)

রাজন্! ভগবান্ নরহরি রূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে কেন বধ করেন কারণ বলি শুন। ঐ দৈত্যের প্রহ্লাদ নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই সন্তান যদিও দৈত্যপ্রভব, তথাচ প্রাক্তন শুভাদৃষ্ট বশতঃ ভগবানের প্রতি ভক্তিমান হয়।

দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু তনয়কে ভগবৎপ্রিয় দেখিয়া তাহার প্রাণ হত্যায় সঙ্কল্প করিয়াছিল এবং নিধনকারণ নানাবিধ যাতনা সৃজিয়াছিল। (৩৯) কিন্তু প্রহ্লাদ নিরন্তর ব্রহ্ম দর্শন করিতেন তাহাতে স্বয়ং সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ এবং প্রশান্ত অর্থাৎ দ্বেষাদি রহিত, অতএব ভগবত্তেজে ব্যাপ্ত হওয়াতে বিবিধ শস্ত্র ও প্রহরণাদির প্রহারেও তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হয় নাই। (৪০)

হে রাজন্! ঐ দুই ব্যক্তি দ্বিতীয় জন্মে কেশিনীর গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়া বিশ্রবসের পুত্র হয়। ঐ জন্মে তাহাদের নাম রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হইয়াছিল। তাহারা দুরন্ত রাক্ষস হইয়া সর্ব্বদা সকল লোককে সন্তাপ দিত। (৪১) অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাপ মোচনার্থ ঐ দুই ব্যক্তিকে নিহত করেন। হে মহারাজ! আমি এখন শ্রীরামচরিত্র বলিতে পারিব না, মার্কণ্ডেয় মুনির প্রমুখাৎ রামচন্দ্রের শৌর্য্য বীর্য্য শুনিতে পাইবে। (৪২)

তদনন্তর ঐ দুই ব্যক্তি তোমার মাতৃস্বসার গর্ব্ভে জন্মিয়া দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, এই তাহাদের তৃতীয় জন্ম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে চক্র প্রহারে যে হত করিলেন তাহাতে তাহাদের পাপ ধ্বংস হওয়াতে তাহারা এক্ষণে শাপ হইতে মুক্ত হইল। অতএব বৈরানুবন্ধ জন্য তীব্র ধ্যান দ্বারা ঐ দুই ব্যক্তি অচ্যুত ভক্ত হইয়া বিষ্ণুর পার্ষদ হওত পুনরায় ভগবানের পার্শ্বে গমন করিল। (৪৩)

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন ভগবন্! মহাত্মা অথচ দয়িত তনয়ের উপর যে নিমিত্ত হিরণ্যকশিপুর দ্বেষ ভাব হয় আর প্রহ্লাদ যে কারণে অচ্যুতৈকচিত্ত হয়েন অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর বলিতে আজ্ঞা হউক। (৪৪)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক সাধুদিগের কদনার্থ দানবগণের প্রতি উপদেশ এবং তত্ত্বকথন দ্বারা আত্মীয় ও বান্ধবদিগের শোকাপনোদন।

নারদ কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ হরি বরাহ মূর্ত্তি হইয়া দেবতাদের প্রতি পক্ষপাত পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতাকে নিহত করিলে ঐ দানব শোক ও রোষে অত্যর্থ সন্তপ্ত হইল। (১) ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বারম্বার আপনার দশনচ্ছদ দংশন এবং কোপোদ্দীপ্ত দুই চক্ষু দ্বারা রোষাগ্নি ধূমে ধূমল নভোমণ্ডল বিলোকন করিতে লাগিল। (২) তাহার দন্তপংক্তি স্বভাবতঃ করাল ছিল, তৎসহ উগ্র দৃষ্টি সংযুক্ত হওয়াতে ভ্রূকুটী কুটিল মুখ অতিশয় দুষ্প্রেক্ষ্য হইল। সে বিজাতীয় রোষ বশতঃ ঐরূপ ভীষণ হইয়া শূল ধারণ পুরঃসর সভা মধ্যে অনুচরদিগকে কহিল অহে দৈত্য দানব সকল! অহে দ্বিমূর্দ্ধ! অহে ত্র্যক্ষ! অহে শম্বর! অহে শতবাহু! অহে হয়গ্রীব! অহে নমুচি! অহে পাক! অহে ইল্বল! অহে বিপ্রচিত্তি! অহে পুলোমা! অহে শকুন! তোমরা আমার বচন শ্রবণ করহ এবং যাহা কর্ত্তব্য শীঘ্র কর, বিলম্ব করিও না। (৩) ক্ষুদ্র সপত্নগণ আমার প্রিয় ও পরম সুহৃদ্ সহোদরকে বিনষ্ট করিয়াছে। ভগবান্ হরি সর্ব্বত্র সমান বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন সত্য কিন্তু তিনি উপাসনাকে নিমিত্ত করিয়া আমাদের ঐ সকল শত্রুর সহায়তা করিয়াছেন। (৪) অতএব হরির এক্ষণে সে স্বভাব (সমত্ব) নাই। যদিও তিনি শুদ্ধ তেজোময়, তথাচ যোগ দ্বারা বরাহ রূপী হওয়াতে এক্ষণে অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়াছেন, যে উপাসনা করে তাহা-

রই অনুগত হইয়া থাকেন। (৫) আমি এই শূল দিয়া তাঁহার গ্রীবা নির্ভিন্ন করিয়া তদীয় রুধিরে রুধিরপ্রিয় প্রিয় সহোদরের তর্পণ করিব। তিনিই আমার ভ্রাতার বিনাশের মূল, তাঁহার শোণিত দিয়া মৃত ভ্রাতার তর্পণ না করিলে আমার মনের দুঃখ দূরীভূত হইবেক না। (৬) অহে! ঐ দুষ্ট অতিশয় কপট, ও আমার প্রতিপক্ষ, ঐ দুরাত্মা বিনষ্ট হইলেই দেবগণ ছিন্ন মূল বৃক্ষের শাখা যেমন শুষ্ক হয় তাহার ন্যায়, উৎসন্ন হইয়া যাইবেক, কারণ ঐ ব্যক্তিই দেবতাদের প্রাণ। (৭) সংপ্রতি তোমরা এক কর্ম্ম কর, ধরা মণ্ডল ব্রহ্ম ক্ষত্রে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, তথায় গমন করিয়া তপস্যা যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন ব্রত ও দানাদি যুক্ত মানবদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হও। (৮) যদিও যজ্ঞাদি সম্পন্ন ব্যক্তিদের অপরাধ নাই তথাচ ব্রাহ্মণাদি জাতির যাগ ক্রিয়াই বিষ্ণু প্রাপ্তির মূল কারণ, আর বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞ ও ধর্ম্মময় এবং দেবঋষি পিতৃ ও ভূত গণের তথা ধর্ম্মের পরম আশ্রয়। অতএব ঐ সকল ব্যক্তি যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুর মূল এবং আমার প্রতি অনাদর করিয়া তদাশ্রিত হওয়াতে আমার বধ্য। (৯) হে দানবগণ! এ বিষয়ে আমার পরামর্শ শুন, যেখানে যেখানে গো ব্রাহ্মণ দেবতা এবং বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া দেখিবে সেই২ জনপদে গমন করিয়া তাহা জ্বালাইয়া দাও এবং তত্রস্থ সকল ব্যক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেল।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপু এই প্রকার আদেশ করিলে কদনপ্রিয় দানবগণ তদীয় নিদেশ মস্তকে গ্রহণ করিয়া পরম সমাদরে ঐ রূপেই প্রজাদিগের নিগ্রহ আরম্ভ করিল। (১০) পুর (হট্টাদি যুক্ত নগর) গ্রাম (হট্টাদি রহিত স্থান) ব্রজ (গো সকলের বাস স্থান) উদ্যান (কৃত্রিম বন) ধান্যাদি ক্ষেত্র, আরাম (অকৃত্রিম বন) আশ্রম (ঋষিদের স্থান) রত্নাদির আকর, খেট (কৃষীবলদিগের বাস স্থল) খর্ব্বট (পর্ব্বতীয় উপত্যকাস্থ গ্রাম) ঘোষ, (আভীর-দিগের বাস স্থান) এবং পত্তন (রাজধানী) এ সকলই দগ্ধ করিয়া দিল। (১১) কোন২ ব্যক্তি খনিত্র দ্বারা সেতু প্রাচীর ও গোপুর (ফটক) বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, কোন২ দৈত্য হস্তে কুঠার লইয়া উপজীব্য বৃক্ষ সকল ছেদন করে, (১২) কোন২ দানব জ্বলন্ত উল্কা দিয়া প্রজাদের আলয় সকল জ্বালাইয়া দেয়। (১৩)

হে রাজন্! দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর অনুচরগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে পৃথিবীর লোকেরা নিরন্তর উপদ্রুত হওয়াতে যজ্ঞ ভাগের অভাবে দেবতা সকল স্বর্গ পরি-ত্যাগ করিয়া অলক্ষিত শরীরে ভূতলে ভ্রমণ আরম্ভ করেন। (১৪) সে যাহা হউক, দানবগণ সহিত প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হিরণ্যকশিপু স্বর্গরাজ্য সাধনার্থ প্রথমতঃ দুঃখিত চিত্তে মৃত ভ্রাতার শ্রাদ্ধ তর্পণ করিল পরে ভ্রাতুষ্পুত্র শকুনি শম্বর ধৃষ্টি ভূতসন্তাপন বৃক কালনাভ মহানাভ এবং হরিশ্মশ্রু তথা উৎকচকে এবং তাহাদের জননী তথা আপনার ভ্রাতৃবধূ যে ভানু তাহাকে, আর আপনার মাতা দিতিকে শান্ত্বনা করিয়া শ্লক্ষ্ণ শব্দে নিম্ন লিখিত বাক্য কহিতে লাগিল। সে ব্যক্তি দেশ কালজ্ঞ ছিল, যাহা২ বলিল, তাহাতে তাহাদের শোকশান্তি হইল। (১৫)

হিরণ্যকশিপু বলিল অহে ভ্রাতৃপুত্রগণ! অগো ভ্রাতৃবধু! ও জননি! আমার বীর ভ্রাতার নিমিত্ত তোমাদের শোক করা উচিত হয় না। শূর পুরুষদিগের রিপুর অভিমুখে বধ শ্লাঘ্য, সকল বীরই ঐরূপে প্রাণত্যাগ অভিলাষ করেন। (১৬) অনন্তর ভ্রাতৃবধূকে সম্বোধিয়া কহিল হে সুব্রতে! পানীয়শালায় যদ্রূপ প্রাণি সকল একত্র মিলিত হয় তদ্বৎ এই সংসারে প্রাণিগণ প্রাচীন কর্ম্মবশতঃ একত্র সংযোজিত এবং

স্ব২ কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার বিযোজিত হইয়া থাকে। (১৭) ভদ্রে! আত্মা অমর, তাঁহার অপক্ষয় নাই, তিনি নির্ম্মল, সর্ব্বগত এবং সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু দেহাদি হইতে ভিন্ন। অতএব আত্মাকে মৃত অথবা কৃশ কিম্বা মলিন অথবা বিযুক্ত বলিয়া শোক করা কর্ত্তব্য হয় না। যদি বল আত্মা যদি ঐ রূপ, তবে তাঁহার সংসার কি প্রকারে হয়? উত্তর, তিনি স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা উচ্চাবচ দেহ অথবা সুখ দুঃখাদি বিশেষ রূপে স্বীকার করত লিঙ্গ শরীর ধারণ করেন কারণ লিঙ্গ শরীরোপাধিই সংসার। (১৮) অপর হে ভদ্রে! যেমন জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত তরু সকলও চঞ্চল তুল্য হয় আর যেমন চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হইলে ভূমি ভ্রমণশীলার ন্যায় দৃষ্ট হয়, (১৯) সেই রূপ গুণ দ্বারা মনঃ ভ্রাম্যমাণ হইলে পরিপূর্ণ স্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা লিঙ্গদেহ-বিহীন হইয়াও লিঙ্গশরীরির ন্যায় ঐ মনের সমান হইয়া থাকেন। (২০) ভদ্রে! লিঙ্গ-দেহ না থাকিলেও লিঙ্গদেহের যে ভাবনা (লিঙ্গদেহাভিমান) ইহাই আত্মার বিপর্য্যাস অর্থাৎ অন্যথাভাব, ইহাতেই প্রিয়ের সহিত বিয়োগ, অপ্রিয় সহ সংযোগ ও কর্ম্ম সংসার অর্থাৎ নানা গর্ব্ভে প্রবেশ হইয়া থাকে। (২১) অপর ঐ বিপর্য্যাস হইতেই জন্ম, মৃত্যু, বিবিধ শোক, অবিবেক, চিন্তা এবং বিবেকের অস্মরণ হয়। (২২)

ভদ্রে! শোকের কারণ না থাকাতে তোমাদের এ শোক ব্যর্থ, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, মৃত এক ব্যক্তির বান্ধবদিগের সহিত যমরাজের সংবাদে ঐ ইতিহাস রচিত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করহ। (২৩) উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন, তিনি সমরে সাপত্নগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও জ্ঞাতিবর্গ সমীপে গিয়া চতুর্দিকে বেষ্টন করিল। (২৪) ঐ রাজা সমরশায়ী হওয়াতে তাঁহার রত্নময় কবচ বিশীর্ণ এবং মাল্যাভরণ বিভ্রষ্ট হইয়াছিল। আর হৃদয় প্রখর শরে নির্ভিন্ন হইয়া রুধিরাপ্লুত হইতেছিল। (২৫) অপর কেশ বিকীর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় বিধ্বস্ত এবং ক্রোধভরে যে ওষ্ঠ দংশন করিয়াছিলেন তাহা সেই রূপেই দষ্ট হইয়া রহিয়াছিল। আর বদনকমল সমরাঙ্গণের ধূলিতে ধূসরিত এবং ভুজ ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে সাতিশয় শোচ্য হইয়াছিল। (২৬)

উশীনরেন্দ্রকে বিধি বিপাক বশতঃ ঐ রূপে রণশায়ি নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় মহিষীগণ সাতিশয় দুঃখিত হইল। কর দ্বারা বারম্বার স্ব২ উরঃস্থল আঘাত করিতে২ "হা নাথ! হতা হইলাম" বলিয়া চরণ সন্নিধানে পড়িতে লাগিল। কুচকুঙ্কুম দ্বারা অরুণিত অশ্রু জলে প্রিয় পতির পাদপদ্ম পুনঃ পুনঃ অভিষিক্ত করত অনেক ক্ষণ উচ্চস্বরে রোদন করিয়া পরে বিলাপ আরম্ভ করিল। শোক বশতঃ তাহাদের কেশ ও ভূষণ বিস্রস্ত হইয়া গেল। এ রূপ কাতর্য্য প্রকাশ পুরঃসর করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল যে দেখিয়া সচেতন প্রাণিমাত্রের হৃদয় শোকাকুল হইল। (২৭) অনন্তর বিলাপ করিতে২ কহিল আহা! বিধাতা কি নির্দয়! প্রভো! তুমি পূর্ব্বে এই উশীনরদিগের বৃত্তিপ্রদ পিতা ছিলে, অকরুণ বিধি এখন তোমাকে আমাদের নয়নের অদৃশ্যা দশা প্রাপ্ত করাইয়া শোকবর্দ্ধন করিতেছে। (২৮) হে মহীপতে! তুমি কৃতজ্ঞ এবং আমাদের পরম সুহৃৎ, তোমা ব্যতিরেকে আমরা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? অতএব, হে বীর! তুমি যেখানে গমন করিলে আমাদিগকে সেই স্থানে অনুগমন করিতে আদেশ কর, আমরা সেখানেও তোমার পদদ্বয়ের সেবা করিব। (২৯)

উশীনরাধিপতির মহিষীগণ মৃত পতিকে বেষ্টন করিয়া এই প্রকারে বারম্বার বিলাপ করিতে থাকিল, তাহাদের ইচ্ছা হইল না যে স্বামির শব সংকারার্থ নির্হার করে। ইতিমধ্যে দিবাকর অস্তাচলের প্রতি চলিত হইলেন। (৩০) এই সময়ে ঐ রাজার সুহৃদ্গণের ঐ রূপ রোদনধ্বনি নিজপুরী হইতে প্রেতরাজের শ্রবণ গোচর হইল, অতএব তিনি বালকের রূপ ধরিয়া স্বয়ং ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং ঐ সকল রোরুদ্যমান ব্যক্তির প্রতি নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৩১)

যমরাজ কহিলেন অহো! এই সকল ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক, ইহারা লোকের জন্ম মরণাদি ব্যাপার বারম্বার দর্শন করিতেছে তথাচ ইহাদের কি মোহ! যাহা হইতে ঐ মনুষ্য আগত হইয়াছিল তাহাতেই গত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত এপ্রকারে বৃথা শোক করে কেন? ঐ ব্যক্তি মরিয়াছে, ইহারা মরিবে না, এমত নহে, ইহারা নিজেও ঐ ব্যক্তির সমান ধর্ম্মা, ইহাদিগকেও মরিতে হইবে, তবে কেন শোক করে। (৩২) যাহা হউক, আমরা ধন্য, পিতৃ মাতৃ কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছি কখনও মনে চিন্তাও করি না। অতি দুর্ব্বল ছিলাম তথাপি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু আমাদিগকে ভক্ষণ করে নাই, তাহার কারণ এই, যিনি গর্ভস্থাবস্থায় রক্ষা করিয়াছেন তিনি বিশ্ব সংসারের রক্ষা করিতেছেন, আমাদিগকেও রক্ষা করেন। (৩৩) অয়ি অবলাগণ! যিনি ইচ্ছানুসারে এই বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, যাঁহা হইতে ইহার পালন হইতেছে, যিনি প্রলয়ে সমুদায় সংহার করিবেন, সেই অব্যয় পরমেশ্বরের এই চরাচর বিশ্ব ক্রীড়া সাধনমাত্র, অতএব তিনিই নিগ্রহে (সংহারে) এবং সংগ্রহে (পালনে) প্রভু। (৩৪) অগো অবলা সকল! পথে পতিত ব্যক্তিও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে রক্ষা পায়, গৃহে স্থিত পুরুষও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক হত হইলে বিনষ্ট হয়। অপর বনে অনাথ জনও তাঁহাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে বাঁচে, গৃহে সুরক্ষিত পুরুষও তাঁহা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলে বাঁচে না। (৩৫)

প্রাণিদিগের দেহ স্ব২ কারণীভূত যে লিঙ্গশরীর, তাহার নিমিত্ত স্বরূপ কর্ম্ম বশতঃ উৎপন্ন হয় এবং কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। দেবাদির দেহেরও ঐ রূপে উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা দেহের ধর্ম্ম যে জন্মাদি, তাহার সহিত মিলিত হয়েন না, কারণ তিনি দেহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। (৩৬) "আমি কৃশ, আমি স্থূল" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে যে পৃথক্ বোধ হয় না তাহার কারণ এই, এই শরীর অবিবেক হেতু আত্মস্বরূপে জন্মিয়াছে, অতএব অত্যন্ত অবিবেকির পক্ষে গৃহ যদ্রূপ আত্মস্বরূপে প্রতীয়মান হয় তাহার ন্যায় "আমি কৃশ, আমি স্থূল" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে এই দেহ অবিবেকির পক্ষে আত্মবৎ প্রতীত হয়, বস্তুতঃ ইহা আত্মা হইতে পৃথক, যেহেতু দৃশ্য ও পাঞ্চভৌতিক। যেমন জলীয় পরমাণু হইতে উৎপন্ন বুদ্বুদাদি ও পার্থিব পরমাণু হইতে জাত ঘটাদি এবং তৈজস পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডলাদি কালবশতঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয় তেমনি ঐ তিন প্রকার পরমাণুতে উৎপন্ন এই লোকই (দেহই) কালবশতঃ বিকৃত অর্থাৎ পরিণত হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে, আত্মার বিনাশ হয় না। (৩৭) অপর অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলে অবস্থিত হইয়াও দাহকত্ব ও প্রকাশকত্বরূপে ভিন্ন২ হইয়া প্রকাশ পায় এবং যেমন অনিল দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়াও নাসিকাদি পৃথক২ স্থানে অবস্থিত রূপে বোধগম্য হয় আর যদ্রূপ আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও কুত্রাপি সঙ্গ প্রাপ্ত হয় না তদ্রূপ পুরুষও (আত্মাও) সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হইয়াও পৃথকই থাকেন। (৩৮)

অহে মূঢ় ব্যক্তিসকল! তোমরা যাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ তোমাদের প্রভু সেই সুযজ্ঞ এই তো সম্মুখেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন তবে বৃথা শোক করিতেছ কেন? ইনি এখন কথা শুনিতেছেন না ও প্রতিবচন দিতেছেন না এবং তোমরা ইহাকে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া মৃত জ্ঞানে যদি শোক কর ইহার পূর্ব্বেও তো দেখিতে পাও নাই কারণ যিনি শ্রবণ করেন ও যিনি প্রতিবচন দেন তিনি এ সংসারে কস্মিন্ কালেও দৃশ্য হয়েন না। (৩৯) অহে অনভিজ্ঞগণ! দেহমধ্যে সকল ইন্দ্রিয়ের চেষ্টাশালী অতএব মুখ্য যে প্রাণ আছেন তিনিও বক্তা অথবা শ্রোতা নহেন, ইহার মধ্যে যে আত্মা আছেন তিনিই সকল ইন্দ্রিয় সহিত তত্তদ্বিষয়ের দ্রষ্টা। ঐ আত্মা অচেতন প্রাণ ও দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং চেতন স্বরূপ। (৪০) ফলতঃ সকল দেহই ভূত ইন্দ্রিয় এবং মনঃ দ্বারা লক্ষ্য হয়, ঐ সকল হইতে ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি দেহাদি আশ্রয় করিয়া "আমি" এতদ্রূপ অভিমানী হয়েন এবং স্বীয় তেজে অর্থাৎ বিবেক বলে দেহাদির সেবা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন ইহা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে। (৪১) অপর অহে মূঢ়দল! যাবৎ পর্য্যন্ত আত্মা লিঙ্গশরীর যুক্ত হইয়া তদভিমানী হয়েন তাবৎ পর্য্যন্তই তাঁহার কর্ম্ম সকল বন্ধের কারণ হয়। তাহার পর বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহ ধর্ম্ম, তদনন্তর ক্লেশ অনুবর্ত্তমান হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ বিপর্য্যয়াদি মায়াময়মাত্র, বাস্তবিক নয়। (৪২) গুণকার্য্য যে সুখাদি তাহাতে পরমার্থ বোধক যে দৃষ্টি এবং ঐরূপ যে বাক্য তাহা মিথ্যা অভিনিবেশমাত্র, যেহেতু যদ্রূপ মনোরথ স্বপ্নবৎ মিথ্যা, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত সুখাদিও অলীকমাত্র। (৪৩) অতএব যেসকল ব্যক্তি নিত্য ও অনিত্য পদার্থ জানেন তাঁহারা নিত্য (আত্মা) অথবা অনিত্য (দেহ) নিমিত্ত শোক করেন না, তবে যে কখন২ কোন২ উপদেষ্টাদিগকেও শোক করিতে দেখা যায় তাহার কারণ এই, স্বভাবের অন্যথা করা অসাধ্য। অর্থাৎ জ্ঞানের দার্ঢ্য না হওয়াতে ঐ রূপ শোককারিদের স্বভাব নিবৃত্ত হয় না। (৪৪)

অগো অবলা সকল! তোমরা স্বয়ং এই মৃতের সমানধর্ম্মা হইয়াও ইহার জন্য কেন শোক করিতেছ আমি এই যাহা কহিলাম এ বিষয়ে একটী ইতিহাস বলি শ্রবণ কর। কোন ব্যাধ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পক্ষিদিগের অন্তক রূপে সৃষ্ট হইয়া যেখানে২ পক্ষী থাকিত তথায় গিয়া লোভ দেখাইয়া জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধারণ করিত। (৪৫) কুলিঙ্গ নামে কন্দভক্ষী এক জাতীয় পক্ষী একদা স্ত্রীপুরুষে চরিতে২ সেই ব্যাধের নয়নপথে পতিত হইল। তাহাদের মধ্যে একটা (পক্ষিণী) প্রলোভিতা হওয়াতে প্রথমে ঐ ব্যাধের জালসূত্রে পড়িয়া বন্ধনগ্রস্ত হইল। (৪৬) প্রেয়সীকে ঐ প্রকারে আপদে পড়িতে দেখিয়া কুলিঙ্গের অন্তঃকরণ অত্যর্থ দুঃখিত হইল। সে স্নেহ বশতঃ কাতর হইয়া কাতরা বনিতার নিমিত্ত বিলাপ করিতে করিতে কহিল (৪৭) অহো! আমার এই স্ত্রী দীনা হইয়া, কাতর যে আমি, আমার নিমিত্ত সর্ব্বতো ভাবে করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক শোক করিতেছে, নির্দয় দৈব আমার এই মহিলাকে লইয়া কি করিবেক? (৪৮) এই প্রেয়সী আমার দেহার্দ্ধ, তাহাতে বিরহিত হওয়াতে আমার অপর দেহার্দ্ধ এখন অতিশয় দুঃখে জীবিত থাকিবে, দুঃখে জীবিত এমন দেহার্দ্ধে আমার প্রয়োজন নাই, দৈব আমাকেও গ্রহণ করুক। (৪৯) আহা! আমার শাবকগুলির এক্ষণেও পক্ষোদ্গম হয় নাই, তাহারা মাতৃহীন হইল, আমি কি রূপে তাহাদিগকে পালন করিব? এত ক্ষণ শাবকগুলি কুলায় মধ্যে তাহাদের জননীর প্রতীক্ষা করিতেছে! (৫০)

হে অবলাগণ! কুলিঙ্গপক্ষী প্রিয়া বিয়োগে ঐ রূপ ব্যাকুল ও অশ্রুকণ্ঠ হইয়া সমীপে থাকিয়া উক্ত প্রকারে বিলাপ করিতে থাকিলে সেই পক্ষিহন্তা ব্যাধ কাল প্রেরিতের ন্যায় হইয়া গোপনে বাণদ্বারা তাহাকেও বিদ্ধ করিয়াছিল। (৫১) তোমরাও কুলিঙ্গ পক্ষির সমান অবোধ, এবম্প্রকার শোকে তোমাদের যে আপনারই বিনাশ হইবে তাহা অবলোকন করিতেছ না। যদি শত২ বৎসর শোক কর তথাপি তোমাদের এই পতিকে পুনরায় জীবিত পাইবে না, কেন শোক করিতেছ? (৫২)

হিরণ্যকশিপু কহিল সেই বালক এই প্রকার কহিতে থাকিলে জ্ঞাতিরা সকলেই বিস্মিতচিত্ত হইয়া এই মনে করিতে লাগিল সকল বস্তুই অনিত্য, মিথ্যা আবির্ভূত হইয়াছে। (৫৩)

বালকরূপী যম এই উপাখ্যান কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। তদনন্তর সুযজ্ঞ নরপতির জ্ঞাতিগণ শোক পরিহার পূর্ব্বক রাজার ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমাধা করিলেন। (৫৪) অতএব তোমদেরও পর অথবা আপনার নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। এই সংসারে আত্মাই বা কে পরই বা কে? কোন্ ব্যক্তি বা স্বীয়, কোন্ ব্যক্তিই বা পরকীয়। (৫৫) এ আত্মীয়, এ পর, এই অভিনিবেশই অজ্ঞান, এই অজ্ঞান ব্যতিরেকে দেহির আত্মীয় বা পর এ রূপ গণনা হইতে পারে না। (৫৬)

নারদ কহিলেন স্নুষা সহিত দিতি এই প্রকারে দৈত্যপতির (হিরণ্যকশিপুর) বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণ কালের মধ্যে পুত্রশোক বিসর্জ্জন পুরঃসর পরমাত্মতত্ত্বে চিত্ত ধারণ করিল। (৫৭)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিরণ্যকশিপুর উগ্রতপস্যায় জগতের সন্তাপ দর্শনে ব্রহ্মার আগমন
এবং স্তুত হইয়া তাহার প্রতি বর দান।

নারদ কহিলেন হে রাজন্! হিরণ্যকশিপু আপনাকে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। (১) অতএব মন্দরপর্ব্বতের দরীমধ্যে গমন করিয়া পরম দারুণ তপস্যা আরম্ভ করিল। তপো নিমিত্ত পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরণী অবলম্বন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আকাশে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া থাকিত। (২) প্রলয়কালীন অর্ক যেমন ভয়ঙ্কর কিরণে বিরাজিত হন তাহার ন্যায় ঐ দৈত্য জটাকান্তির দ্বারা বিরাজিত হইত। সে যাহা হউক, হিরণ্যকশিপু ঐ প্রকারে তপস্যায় স্থিত হইলে পূর্ব্বে যে সকল দেবতা তাহার ভয়ে স্ব২ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা পুনরায় আপন২ স্থান পরিগ্রহ করিলেন। (৩) কিয়ৎ কাল পরেই তপোময় সধূম অনল ঐ দৈত্যের মস্তক হইতে উদ্ভূত হইয়া সর্ব্বতঃ প্রসৃত হওত তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ ও অধঃ লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতে আরম্ভ করিল। (৪) অর্থাৎ তাহার তীব্র তপস্যার প্রভাবে নদ নদী সাগর ক্ষুভিত, পর্ব্বত দ্বীপ সহিত পৃথ্বী বিচলিত, সগ্রহ তারাগণ পতিত এবং দশ দিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। (৫)

দেবগণ এতদ্দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বর্গলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং কাতর হইয়া বিধাতাকে বিজ্ঞাপন করত কহিলেন হে দেবদেব! হে জগৎপতে! দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর তীব্র তপস্যার সন্তপ্ত হওয়াতে আমরা স্বর্গে

অবস্থিতি করিতে পারি না। হে ভূমন্! যদি অভিমত হয় তাহার শাস্তি বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। হে সর্ব্বাধিপতে! আপনকার করপ্রদ লোক সকল সর্ব্বতো ভাবে যাবৎ বিনষ্ট না হয় তাবৎ ত্বরায় কোন উপায় করুন। (৬) ব্রহ্মন্! দুস্তর তপস্যায় প্রবর্ত্তমান সেই ব্যক্তির যাহা সঙ্কল্প, তাহা কি আপনকার বিদিত হয় নাই, অবশ্য জ্ঞাত হইয়াছে তথাপি আমরা নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। (৭)

প্রভো! হিরণ্যকশিপুর মানস এই, যদ্রূপ পরমেষ্ঠী চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তপস্যা ও যোগের নিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নিজাসনে (সত্যলোকে) অধিষ্ঠিত আছেন, আমিও বৃদ্ধিশীল তপস্যা ও যোগ দ্বারা আপনার তদ্রূপ সত্য লোকাধিষ্ঠান সাধন করিব। যদিও ব্রহ্মা দীর্ঘায়ু, দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া যে লোক সাধন করিয়াছেন অন্যের তাহা সাধন করা অসম্ভব, কারণ অন্যেরা অল্পায়ু এবং তাহাদের দেহ বারম্বার মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তথাপি সে নিশ্চয় করিয়াছে কালও নিত্য, আত্মাও নিত্য, এক জন্মে না হয়, বহু জন্মের তপস্যায় সাধন করিব, (৮) যদি সত্য লোক সাধন করিতে না পারি, আপনার সামর্থ্যে পুণ্য পাপাদির ব্যত্যয় করিয়া এই জগৎকে অযথাপূর্ব্ব অর্থাৎ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিব। সে বলে ধ্রুবাদি পদও কাল বশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সে সকলে আমার প্রয়োজন নাই, আমি সত্যলোকই সাধন করিব। (৯) হে ভগবন্! হিরণ্যকশিপুর এই প্রকার নির্ব্বন্ধ শুনিয়াছি। এই কারণেই সে উগ্রতর তপস্যায় আস্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে যাহা যুক্ত হয় অবিলম্বে করিতে আজ্ঞা হউক, যেহেতু আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর। (১০) প্রভো! আপনকার স্থানভ্রংশ হইলে সাধুদিগের মহৎ অনিষ্ট হইবেক কারণ আপনকার এই পারমেষ্ঠ্য আসন গো ব্রাহ্মণদিগের উদ্ভব, সুখ, ঐশ্বর্য্য, লব্ধপালন এবং উৎকর্ষার্থ হইয়াছে।

হে রাজন্! দেবগণ এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে আত্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা ভৃগু দক্ষ প্রভৃতি মুনিবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে গমন করিলেন। (১১) প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না কারণ সে বল্মীক তৃণ ও কীচকে (বংশবিশেষে) আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল আর ভূরি২ পিপীলিকা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া তাহার ত্বক্ মাংস মেদ ও শোণিত ভক্ষণ করিতেছিল। (১২) অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করাতে পশ্চাৎ নয়নগোচর হইল তপস্যা দ্বারা লোক সকলকে সন্তাপিত করিতেছে। যাহা হউক। তাহাকে মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের তুল্য অবলোকন করিয়া পদ্মযোনির যৎপরোনাস্তি বিস্ময় জন্মিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে হাস্য করিতে করিতে সম্বোধিয়া এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন অহে কশ্যপতনয়! গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, তোমার তপঃসিদ্ধি হইয়াছে, আমি বর দিতে আসিয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। (১৩) তোমার অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্য দেখিলাম। কি চমৎকার! দংশ সকলে (মক্ষিকাবিশেষে) তোমার সমুদায় দেহ ভক্ষণ করিয়াছে কএক খানি অস্থিতে প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তোমার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, স্বচ্ছন্দে বসিয়া সমাধি করিতেছ। (১৪) বৎস! পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ এপ্রকার তপস্যা করিতে পারেন নাই পরেও কেহ একপ করিতে পারিবেন না, ফলতঃ জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিব্য শত বৎসর প্রাণ ধারণ করা কাহার সাধ্য? (১৫) হে দিতিনন্দন! তোমার এই কার্য্য অতিশয় দুষ্কর, কোন মনস্বী ব্যক্তি একপ কর্ম্ম করিতে পারেন না, তোমার এই কর্ম্মই আমাকে জয় করিল তপোনিষ্ঠার কথা কি, তাহাতে তো জিতই হইয়াছি। (১৬) অতএব হে অসুর-

শ্রেষ্ঠ! যদিও তুমি মর্ত্ত্য তথাচ আমি তোমাকে সকল কল্যাণ প্রদান করিব। বৎস! আমি অমর্ত্ত্য, আমার দর্শন বিফল হয় না। (১৭)

নারদ কহিলেন হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! আদিদেব ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ কথা বলিয়া অমোঘবল দিব্য কমণ্ডলু জল লইয়া দানববর হিরণ্যকশিপুর অঙ্গ (যাহা পিপীলিকাগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল) তাহাতে প্রোক্ষণ করিলেন। (১৮) ব্রহ্মার কমণ্ডলু জলে প্রোক্ষিত হইবামাত্র ঐ ব্যক্তি তৎ ক্ষণাৎ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ও বজ্র তুল্য দৃঢ়াঙ্গ হইয়া সামর্থ্য বল ও তেজের সহিত সেই বল্মীক কীচকাদির মধ্য হইতে (১৯) উত্থিত হইল যেমন কাষ্ঠরাশি হইতে অগ্নি উত্থিত হয়। পরে তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য তাহার শরীরের প্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। (২০) সে যাহা হউক। হিরণ্যকশিপু উত্থানানন্তর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখিল আকাশে হংসবাহন দেবদেব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ইহাতে তাঁহার দর্শনেই মহোৎসব বোধ করিয়া ভূমিতলে মস্তক অবনত করত পুনঃ২ প্রণাম করিল (২১) অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে নয়ন দ্বারা ঐ ভগবান্ বিভুকে নিরীক্ষণ করিতে২ গদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিল হে মহারাজ পাণ্ডব! গুরুতর হর্ষ হওয়াতে হিরণ্যকশিপুর নেত্রদ্বয়ে আনন্দাশ্রু এবং শরীরে পুলকোদ্গম হইয়াছিল। (২২)

হিরণ্যকশিপু কহিল যিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ, কল্পান্তে প্রকৃতির গুণ রূপ অন্ধ তমঃ দ্বারা আবৃত এই জগৎকে স্বীয় প্রভায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিগুণ আত্ম দ্বারা ইহার সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ করিতেছেন সেই রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণের আশ্রয় স্বরূপ অপরিমেয় পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। (২৩) সেই আদ্য পরমেশ্বর জগতের বীজ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাঁহার মূর্ত্তি, এই কারণে তিনি জগতের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে নমস্কার করি। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, ইত্যাদি যে সমস্ত বিকার সেই সকল রূপ দ্বারা তিনি কার্য্যাকার হইয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। (২৪)

ভগবন্! আপনি সূত্রাত্মারূপে এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের নিয়ম করিয়া থাকেন অতএব আপনি প্রজাদিগের পতি, এবং তাহাদের চিত্তের, তৎ পরিণাম স্বরূপ চেতনার, মনের, তথা তন্নিয়ম্য ইন্দ্রিয় সকলের পতি, সুতরাং আপনি মহৎ, এবং আকাশাদি ভূত, শব্দাদি বিষয় ও তদ্বাসনা সকলের ঈশ্বর। (২৫) প্রভো! আপনকার বেদত্রয় রূপ যে মূর্ত্তি, তাহা হোতৃ চতুষ্টয় যুক্ত কর্ম্ম বিষয়ক বিদ্যা স্বরূপ, সেই দেবময় শরীর দ্বারা আপনিই অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যাগ যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন। আপনিই প্রাণিদিগের আত্মা, আপনিই তাহাদের অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, যেহেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অখণ্ড এবং অনাদি, আপনকার কালতঃ অন্ত ও দেশতঃ পরিচ্ছেদ নাই। (২৬) ভগবন্! আপনিই কাল স্বরূপ, অতএব আপনিই নিমেষ শূন্য হইয়া ক্ষণ লবাদি অবয়ব দ্বারা জনসকলের আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া থাকেন। পরন্তু এবম্প্রকারে সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও আপনি নির্ব্বিকার, যেহেতু আপনি আত্মা অর্থাৎ জ্ঞান রূপ, পরমেষ্ঠী অর্থাৎ পরমেশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্ম শূন্য এবং মহান্ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। অপর এই যে জীবলোক কর্ম্ম বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হয় আপনি ইহার জীবনহেতু এবং আপনি ইহার নিয়ন্তা। (২৭), প্রভো! আপনা হইতে পর অর্থাৎ কারণ এবং অপর অর্থাৎ কার্য্য স্থাবর জঙ্গম কিছুই নাই, এবং আপনা ব্যতিরিক্ত অন্য শাস্ত্রাদিও কিছু নাই, যেহেতু বেদ উপবেদ প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা স্থান এবং যে সকল কলা অর্থাৎ বেদাঙ্গ, তৎসমুদায়ই আপনকার শরীর। অপর আপনি

হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্য রূপ ব্রহ্মাণ্ড আপনকার উদরে বর্ত্তমান এবং আপনি ত্রিগুণরূপি প্রকৃতির পৃষ্ঠে অবস্থিত অতএব আপনিই বৃহৎ ব্রহ্ম। (২৮ বিভো! এই ব্রহ্মাণ্ড আপনকার স্থূল শরীর সত্য এবং এই শরীর দ্বারা আপনি ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনের বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন ইহাও সত্য, কিন্তু আপনি সর্ব্বদা পরমৈশ্বর্য্য রূপ স্বস্বরূপেই অবস্থিত আছেন এবং ঐ রূপে অবস্থিত হইয়াই ঐ সকল ভোগ করেন অতএব অপনি নিরুপাধি ব্রহ্ম এবং পুরাণ পুরুষ। (২৯)

হে অনন্ত! আপনি মনোবাক্যের অগোচর রূপ দ্বারা এই অখিল বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন আপনাকে নমস্কার, আপনকার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য, যেহেতু আপনি চিৎ শক্তি (বিদ্যা) এবং অচিৎ শক্তি (মায়া) উভয়ে মিলিত। হে বরদবর! যদি আমার অভিমত বর দান করিবেন তবে এই বর দেউন আপনকার সৃষ্ট কোন্ প্রাণি হইতে আমার মৃত্যু না হয়। (৩০) অপর অভ্যন্তরে অথবা বহির্ভাগে, দিবসে অথবা রাত্রিতে আপনকার সৃষ্ট ভিন্ন অন্য হইতেও আমার যেন নিধন না হইতে পারে, তথা অস্ত্র অথবা নর কিম্বা মৃগ দ্বারা আমি যেন না মরি, আর ভূমিতে অথবা আকাশেও আমার যেন মরণ না হয়। (৩১) অপিচ অপ্রাণ অথবা সপ্রাণ কিম্বা সুর অসুর মহোরগ এসকল হইতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। (৩২) আর যুদ্ধে প্রতিপক্ষ শূন্যত্ব এবং সকল দেহির উপর একাধিপতিত্ব তথা সকল লোকপালের মাহাত্ম্য যাহা২ আপনকার আছে আমাকে সে সকলও দিতে আজ্ঞা হউক, এবং তপস্যা ও যোগ দ্বারা যাঁহাদের প্রভাব জন্মে তাঁহাদের যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, যাহা কখন বিনষ্ট হয় না, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করুন। (৩৩)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বর লাভানন্তর হিরণ্য কশিপুর অখিল লোকজয় এবং বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া সর্ব্ব জন পীড়ন।

নারদ কহিলেন হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় আদিদেব ব্রহ্মার সন্তোষ জন্মিয়াছিল ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রার্থিত হইয়া তাহার প্রার্থনানুসারে ঐ সকল সুদুর্লভ বরও প্রদান করিলেন। (১)

ব্রহ্মা কহিলেন হে তাত! তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিতেছ পুরুষদের এ সকল দুর্লভ। কিন্তু হে অঙ্গ, দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে এ সমুদায় প্রদান করিলাম। (২) ব্রহ্মার অনুগ্রহ অমোঘ, অবলীলাক্রমে ঐ প্রকার দুর্লভ বরও প্রদান করিয়া সেই অসুরবর্য্য কর্ত্তৃক পূজিত এবং প্রজেশ্বরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হওত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। (৩)

হিরণ্যকশিপু ঐ প্রকারে বর লাভ করিয়া সুবর্ণময় শরীর ধারণ করিল এবং ভ্রাতৃবধ স্মরণ করত ভগবানের প্রতি নিরন্তর বিদ্বেষ করিতে লাগিল। ঐ মহাসুর দশ দিক্ এবং তিন লোক তথা সুর অসুর নরপতি গন্ধর্ব্ব গরুড় উরগ সিদ্ধ চারণ বিদ্যাধর ঋষি পিতৃপতি মনু যক্ষ রাক্ষস ভূত প্রেত পিশাচপতি ভূতপতি (৪) এবং অন্য২ সকল প্রাণির যে২ অধিপতি, সমুদায়কে জয় করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিল। এই প্রকারে বিশ্বজয়ী হইয়া পরে তেজের সহিত লোকপাল সকলের স্থান হরণ করিয়া

লইল। (৫) তদনন্তর দেবোদ্যানের শোভায় সুশোভিত স্বর্গভবনে অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সেখানেও সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যে মহেন্দ্রভবন, যাহা ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর আশ্রয় ও সমুদায় সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, তাহাতেই তাহার বসতি হইল। (৬) যেখানকার সোপান সকল বিদ্রুমময়, ভূমি সকল মহামূল্য মরকতময়, ভিত্তি সকল স্ফটিক বিরচিত, স্তম্ভ সকল বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত। (৭) অপর যেখানে বিতান ও বিচিত্র আসন সকল পদ্মরাগ রঞ্জিত, শয্যা সকল দুগ্ধফেণ তুল্য এবং মুক্তাদাম সে সকলের পরিচ্ছদ। (৮) আর যেখানে শব্দায়মান নূপুরদ্বারা শব্দ করত সুদতী দেবী-গণ ইতস্ততঃ রত্নস্থলীতে আপনাদের সুন্দর বদন দর্শন করিয়া থাকেন (৯) সেই ভবনে ঐ মহামনা মহাবল অসুর ত্রিলোক জয় পূর্ব্বক একাধিপতি হইয়া বাস করত বিহার করিতে লাগিল। দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী তাহার প্রতাপে সন্তাপিত হইয়া নিরন্তর তদীয় পদদ্বয়ের বন্দনায় নিযুক্ত রহিলেন তথাচ তাহার শাসন দিন২ ভয়ঙ্কর হইতে থাকিল। (১০)

হে রাজন্! দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু গুরুতর উগ্রগন্ধ সুরা পান করিয়া সর্ব্বদা মত্ত হইয়া থাকিত, অতএব তাহার তাম্রবর্ণ চক্ষুর্দ্বয় অজস্র ঘূর্ণিত হইত। অপর সে স্বয়ং তপস্যা যোগ বল ও সাহসের এক আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল অতএব কেবল ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব এই তিন ব্যতিরেকে যাবতীয় লোকপাল স্ব২ করে উপহার ধরিয়া নিরন্তর তাহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। (১১)

হে পাণ্ডব! হিরণ্যকশিপু স্বীয় বীর্য্যে মহেন্দ্রাসনে অধ্যাসীন হইলে বিশ্ববসু তুম্বুরু এবং আমি (নারদ) প্রভৃতি সকল মুনি তথা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর ও অপ্সরা, সকলকে তাহার নিকট গান করিতে হইল। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণ এবং গৃহস্থাদি সমু-দায় আশ্রমী ভূরি২ দক্ষিণা দিয়া তাহারই যজ্ঞ করিতে সত্বর হইল। সে স্বয়ং স্বীয় তেজের দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহার এতাদৃশ প্রতাপ হইল যে সপ্তদ্বীপের ভূমী বিনা কৃষিকার্য্যে বিবিধ ফলবতী হইয়া উঠিল এবং গাভী সকল তাহার অভিলাষানুসারে দোহন করিতে লাগিল আর তাহার প্রতাপে আকাশমণ্ডল বিবিধ আশ্চর্য্যের আস্পদ হইল। (১২) অপর দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু সুরা ক্ষীর এবং অমৃত জলযুক্ত সাগর সকল ও তাহাদের বনিতা সরিৎ সমূহ তরঙ্গ দ্বারা তাহার নিমিত্ত রাশি২ রত্ন বহিয়া আনিতে লাগিল। (১৩) আর গহ্বর সহিত গিরি সকল তাহার ক্রীড়া স্থান হইল। অপিচ তরুগণকে তাহার নিমিত্ত সকল ঋতুতেই স্ব২ গুণ অর্থাৎ পুষ্প ফলাদি ধারণ করিতে হইল। অধিকন্তু সে একই সকল লোকপালের পৃথক্২ গুণ (বর্ষণ শোষণাদি) ধারণ করিল। (১৪)

হে রাজন্! অজিতেন্দ্রিয় ঐ দানব এই প্রকারে সকল দিক্ জয় করিয়া একাধি-পতি হওত যথেচ্ছাক্রমে প্রিয় বিষয় সকল ভোগ করিয়াও আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করে নাই। সে যাহা হউক। ঐ দৈত্য এপ্রকারে ঐশ্বর্য্যমত্ত ও উদ্দৃপ্ত হইয়া শাস্ত্র মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বর্ত্তমান হইলে ক্রমে সুমহৎ কাল অতিক্রান্ত হইল। ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত ঐ দানবের উগ্র দণ্ডে লোকপাল সহিত সকল লোকের যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ জন্মিল, কেহ অন্যত্র কুত্রাপি শরণ প্রাপ্ত না হওয়াতে সকলে ভগবান্ অচ্যুতের নিকট গিয়া শরণ প্রার্থনা করিলেন। হে রাজন্! সেই পরা কাষ্ঠার প্রতি শত২ নমস্কার, যাঁহাতে স্বয়ং আত্মা ঈশ্বর হরি বর্ত্তমান এবং নির্ম্মল শান্ত সন্ন্যাসিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিবৃত্ত হন্ না। এই কারণে ঐ সকল অমল লোকপাল সমাহিতমতি তথা

সংযতাত্মা হইয়া বায়ুমাত্র ভোজন করত সেই হৃষীকেশের উপাসনা করিতে লাগিলেন। (১৫)

কিয়দ্দিন একাগ্র মনে আরাধনা করিলে ঐ সকল লোকপালের প্রতি বক্তৃরহিতা অশরীরিণী বাণী আবির্ভূতা হইল। সেই বাক্য এতাদৃশ গভীর, যে তদ্দ্বারা দিক্‌সকল নিনাদিত হইল এবং নির্গত হইবামাত্র যেন সাধুদিগের অভয় উৎপাদন করিতে লাগিল। (১৬) সেই বাক্য এই—হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ! ভীত হইও না, তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হইবেক যেহেতু আমার দর্শন সর্ব্ব প্রকার কল্যাণের প্রাপ্ত্যর্থ হইয়া থাকে। এই দৈত্যাধমের দৌরাত্ম্য আমার জ্ঞাত হইয়াছে, আমি তাহার শাস্তি করিব, তোমরা কাল প্রতীক্ষা কর। অহে দেবগণ! যখন দেবতায়, বেদে, গবীতে, ব্রাহ্মণে, সাধুতে এবং ধর্ম্মেতে ও আমাতে কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ হয় তখন সে অবশ্যই শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। (১৭) দৈত্যাধম হিরণ্যকশিপু যদিও ব্রহ্মার বরে উর্জ্জিত হইয়াছে তথাচ যখন সে আপনার পুত্র প্রহ্লাদ, যিনি নির্ব্বৈর, প্রশান্ত এবং মহাত্মা, তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবেক তখন আমি অসংশয় তাহাকে বধ করিব। (১৮)

নারদ কহিলেন লোকগুরু ভগবান্ এই প্রকার কহিলে স্বর্গবাসী ঐ সকল লোকপাল নিরুদ্বেগ হইয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎকালেই ঐ দৈত্যের স্বতনয়ের প্রতি দ্বেষভাব উৎপন্ন হওয়াতে তাঁহাদের মনে হইল যেন ঐ দুরাত্মা নিহতই হইল। (১৯) হে রাজন্! দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পরম অদ্ভুত চারিটী পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ মহতের উপাসক এবং গুণদ্বারা অতি মহৎ হইয়াছিলেন। (২০) তিনি জিতেন্দ্রিয়, সুশীল, ব্রহ্মণ্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আর আত্মার ন্যায় সকল প্রাণির অদ্বিতীয় প্রিয় এবং সুহৃত্তম ছিলেন। (২১) অপর দাসের ন্যায় হইয়া মান্য জনের প্রতি প্রণত হইতেন এবং দীনজনে পিতার ন্যায় বৎসলতা প্রকাশ করিতেন আর স্বসমান ব্যক্তির প্রতি স্নেহ ও গুরুজনে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন। অপর বিদ্যা, ধন, রূপ ও কৌলীন্যে সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু তজ্জন্য অহঙ্কার অথবা অভিমান কখন করিতেন না। (২২) তাঁহার চিত্ত বিপদে উদ্বিগ্ন হইত না, তিনি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় সকলকে অবস্তু দেখিতেন সুতরাং ঐ সকলে স্পৃহা ছিল না, তাঁহার শরীর ইন্দ্রিয় প্রাণ বুদ্ধি সর্ব্বদা দান্ত ও কাম প্রশান্ত ছিল। আর যদিও তিনি জন্মতঃ অসুর ছিলেন তথাচ তাঁহার আসুর ভাব অর্থাৎ মৎসরাদি ছিল না। (২৩) হে রাজন্! তাঁহাতে অবস্থিত মহৎ২ গুণ সকল কবিগণ বারম্বার গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ভগবান্ ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহাতে ঐ সকল গুণ অদ্যাবধি তিরোহিত হয় নাই। (২৪) হে নৃপ! তোমার সদৃশ লোকের কথা কি? সুরগণ শত্রু হইয়াও আপনাদের সভায় সাধুকথা প্রসঙ্গে তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া থাকেন। (২৫) রাজন্! ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার স্বাভাবিক রতি, তাঁহার গুণের সংখ্যা করে কাহার সাধ্য? আমি এইসকল বাক্য বিন্যাস দ্বারা কেবল তাঁহার মাহাত্ম্যের সূচনা মাত্র করিলাম। (২৬) হে পাণ্ডববর! ভগবানে প্রহ্লাদের যে স্বাভাবিক রতি ছিল তাহার চিহ্ন এই যে তিনি বাল্যকালেই ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের প্রতি একচিত্ত হইয়া জড়বৎ হইয়াছিলেন আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানেই তাঁহার আত্মা আগ্রহান্বিত ছিল অতএব জগৎ কীদৃশ, তিনি কিছুই জানিতেন না। (২৭) অপর আত্মরূপি ভগবানের সহিত একীভূত থাকাতে তিনি উপবেশন, ভোজন, শয়ন, পান ও বাক্যপ্রয়োগ করিয়াও ঐ সকল উপবেশনাদি কর্ম্ম কদাচিৎ অনুসন্ধান করিতেন না। (২৮) ভগবান্ বৈকুণ্ঠের চিন্তায় কখন২ তাঁহার চেতনা ক্ষুভিতা হইত তাহাতে কদা-

চিৎ রোদন করিতেন। ভগবচ্চিন্তা দ্বারা আনন্দ উৎপন্ন হওয়াতে কখন হাস্য, কখন বা গান করিতেন। (২৯) অপর কদাচিৎ উর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া শব্দ করিতেন, কদাচিৎ নির্লজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন ভগবদ্ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াতে তন্ময় হইয়া তদীয় চেষ্টাদির অনুকরণ করিতেন, (৩০) কখন ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি দ্বারা নিবৃত ও পুলকিত হইয়া তুষ্ণীম্ভূত থাকিতেন, কদাচিৎ স্থিরতর প্রেমজন্য আনন্দহেতু তাঁহার লোচন দ্বয় সজল হইয়া ঈষৎ নিমীলিত হইত। (৩১)

হে রাজন্! মহাত্মা প্রহ্লাদ অকিঞ্চনগণের সঙ্গবশতঃ ভগবানের পদারবিন্দের সেবা লাভ করিয়া মুহুর্মুহু আপনার পরম নিবৃতি বিস্তার করত দুঃসঙ্গদুর্গত অন্যান্য ব্যক্তিরও মনঃশান্তি বিধান করিতেন। (৩২) হে নৃপ! মহাভাগ্য মহাত্মা মহাভাগবত তাদৃশ তনয়ের উপরেও দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু দ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। (৩৩)

যুধিষ্ঠির কহিলেন হে দেবর্ষে! হে সুব্রত! হিরণ্যকশিপু, পিতা হইয়া যে শুদ্ধচিত্ত সাধু আত্মজের দ্রোহ করিয়াছিল ইহা অতি আশ্চর্য্য এ বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে বাসনা করি। (৩৪) ভগবন্! পুত্রবৎসল পিতৃগণ প্রতিকূল পুত্রদিগকেও শিক্ষার্থ ভর্ৎসনা মাত্র করিয়া থাকে শত্রুর ন্যায় কখন অনিষ্ট চেষ্টা করে না। (৩৫) ইহাতে যে সকল পুত্র প্রহ্লাদের সদৃশ বশতাপন্ন, সাধু, অগাধবোধসম্পন্ন এবং যাহারা পিতা-কেই পরম দেবতা বোধ করেন, তাঁহাদের প্রতি পিতা অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন এ কি সম্ভাব্য? (৩৬) হে ব্রহ্মন্! পুত্রের প্রতি পিতার এতাদৃশ দ্বেষ হইয়াছিল যে তাহা পুত্রের মৃত্যু নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়! ইহা অবগত হইবার নিমিত্ত মহৎ কৌতুহল জন্মিল, প্রভো! অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর এই কৌতুহল বিনোদন করিতে আজ্ঞা হউক। (৩৭)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

গুরূপদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের বিষ্ণু স্তবে রতি এবং হস্তি সর্পাদি দ্বারা তদীয় প্রাণ বধার্থ যত্ন করিয়াও হিরণ্যকশিপুর অকৃতকার্য্য হওন।

নারদ কহিলেন রাজন্! অসুরেরা ভগবান্ শুক্রকে পৌরোহিত্যার্থ বরণ করি-য়াছিল অতএব তাঁহার শণ্ডামার্ক নামে দুইটী পুত্র দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর গৃহ-সমীপে বাস করিতেন। (১) দৈত্যরাজ আপনার তনয় নয়বিশারদ প্রহ্লাদকে শিক্ষা গ্রহণার্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল তাহাতে তাঁহারা প্রহ্লাদকে এবং অন্যান্য বালকবৃন্দকে দণ্ডনীতি প্রভৃতি পাঠ্য শাস্ত্র পাঠ করাইতেন। (২) গুরুরা যাহা বলিতেন প্রহ্লাদ যদিও তাহা শ্রবণ করিতেন এবং শ্রবণানন্তর অবিকল পাঠ করিতে পারিতেন তথাচ এ আত্মীয় এ পর এতাবন্মাত্র অভিনিবেশ সেই উপ-দেশের আশ্রয় হওয়াতে তাহা তাঁহার ভাল লাগিত না।

হে পাণ্ডববর যুধিষ্ঠির! এক দিন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু আপনার ঐ পুত্রকে (প্রহ্লাদকে) গুরুগৃহ হইতে আনাইয়া ক্রোড়ে আরোপণ পূর্ব্বক সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিল বৎস! তুমি কোন্ বস্তু উত্তম বলিয়া মান, বল দেখি, শুনি। (৩)

প্রহ্লাদ কহিলেন হে অসুরবর্য্য! দেহিদিগের চিত্ত "আমি আমার" ইত্যাদি মিথ্যা অভিনিবেশ হেতু সর্ব্বদাই উদ্বেগে আকুল অতএব আত্মার অধঃপতনের নিমিত্ত-

স্বরূপ যে মোহাবহ গৃহ, ইহা পরিত্যাগ করিয়া বন গমন পূর্ব্বক ভগবান্ হরির যে আশ্রয় গ্রহণ, তাহাকেই আমি ভাল বলি। (৪)

দেবর্ষি নারদ এতাবদ্বর্ণন করিয়া কহিলেন হে রাজন্! হিরণ্যকশিপু পুত্রের মুখে আপনার বিপক্ষ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রকাশক ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ হাস্য করিল পরে সোপহাস বাক্যে কহিল শিশুদের বুদ্ধি এই প্রকারেই পরবুদ্ধিতে নষ্ট হইয়া থাকে। (৫) এক্ষণে এ বালকটাকে গুরুগৃহে লইয়া যাউক, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা সাবধানে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করুক, ছদ্মবেশী দুষ্ট ভাগবত লোকেরা নিকটে গিয়া আর যেন বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে না পারে। (৬)

অনন্তর দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে লইয়া গেলে দৈত্যযাজকেরা অগ্রে তাঁহার প্রশংসা করিলেন পরে কোমল বচনে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন (৭) বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, আমাদের নিকট সত্য বল, মিথ্যা বলিও না, এখানে অনেক২ বালক রহিয়াছে, সকলকে অতিক্রমণ করিয়া তোমার এ প্রকার বুদ্ধিভেদ কোথা হইতে হইল? হে কুলনন্দন! তোমার এই বুদ্ধিভেদ অন্য কাহা হইতে হইয়াছে? না আপনা হইতে জন্মিয়াছে? এ বিষয় অবগত হইতে আমাদের অতিশয় বাসনা হইতেছে, যথার্থ বল। (৮)

এই কথায় প্রহ্লাদের মনে হইল অহো এই সকল ব্যক্তি মহামোহে মোহিত হইয়া আমাকে আক্ষেপ করিতেছে। অনন্তর আপনিই কহিলেন যাঁহার মায়ায় পুরুষদিগের আপন ও পর এই মিথ্যাভিনিবেশ রচিত হইয়াছে তাঁহাকে মায়া মোহিত সেই পুরুষেরাই দেখিতে পায়! অর্থাৎ হে দ্বিজগণ! আপনাদের বুদ্ধি যাঁহার মায়াতে বিমোহিত, তিনি আপনাদেরই দর্শনগোচর হন, আমার দৃষ্ট হন না, অহো! সেই অচিন্ত্য মায়েশ্বর ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি। (৯)

অনন্তর এই প্রকার উক্তিতে দ্বিজগণ যেন তাঁহার বুদ্ধিভেদ অনুমান করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এইরূপ মনে করিয়া কহিলেন সেই ভগবান্ যখন পুরুষদিগের অনুকূল হন্ তখন পশুদের ন্যায় তাহাদের বুদ্ধি "এ ব্যক্তি অন্য এবং আমি অন্য" এবম্বিধ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াও অভিন্নাত্মনিষ্ঠ হয়, পরন্তু ঐ বুদ্ধি মিথ্যা অর্থাৎ তাহার বিষয় অলীক মাত্র। (১০) ফলতঃ নির্ব্বুদ্ধি লোকে সেই পরমাত্মাকেই "আত্মীয় ও পর" বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকে। তাহাদের এ রূপ করা অসঙ্গত নহে কেননা ব্রহ্মাদিও তাঁহাকে জানিতে গিয়া মুগ্ধ হন্, তাহার কারণ তাঁহার বর্ণন দুর্ঘট। হে ব্রহ্মন্! তিনিই আমার বুদ্ধিভেদ করিতেছেন। (১১) অপর হে দ্বিজ! যদিও তিনি নির্ব্বিকার, কাহারো বুদ্ধিভেদ করেন না, তথাচ লৌহ যদ্রূপ অয়স্কান্ত মণির (চুম্বকপ্রস্তরের) সমীপে স্বয়ং ভ্রমণ করে তেমনি চক্রপাণির যাদৃচ্ছিক সন্নিধান হেতু আমার চিত্ত আপনা হইতেই এরূপ ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কোন্ তপস্যা বা দানাদির ফল, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। (১২)

নারদ কহিলেন হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! মহামতি প্রহ্লাদ এই প্রকার কহিয়া বিরত হইলেম। তৎ শ্রবণে দীন রাজসেবক (প্রহ্লাদের শিক্ষক) অতিশয় কুপিত হইল এবং রোষবশতঃ কহিতে লাগিল (১৩) অরে বেত আন্ তো, এ দুষ্ট আমাদের অযশঃ করিতেছে, এ কুলাঙ্গার অতিশয় দুর্বোধ, ইহার প্রতি সাম দান ভেদ দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থই অর্থাৎ দণ্ডই শাস্ত্রবিহিত। (১৪) কি আক্ষেপের বিষয়!

দানবরূপ চন্দন বনে এ কুলাঙ্গারটা কন্টক বৃক্ষ স্বরূপ হইয়া জন্মিয়াছে! ঐ বনের উন্মূলন বিষয়ে কুঠাররূপী যে বিষ্ণু, এ তাহার নাল (দণ্ড স্বরূপ) হইতেছে! অর্থাৎ যেমন কুঠার যখন ছেদন করে তখন বদর্য্যাদি কাষ্ঠ নির্ম্মিত দণ্ড তাহার সহকারী হয় কারণ দণ্ড ব্যতিরেকে শুদ্ধ কুঠারে ছেদন সম্ভবে না, তেমনি এ দুষ্টও বিষ্ণুর দানব-বন ছেদনে সহকারী হইয়া জন্মিয়াছে। (১৫)

হে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদের আচার্য্য এই প্রকারে তর্জ্জনাদি বিবিধ উপায় দ্বারা ভয় দেখাইয়া পুনরায় কিয়ৎকাল তাহাকে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের প্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। (১৬) তদনন্তর আচার্য্যের বোধ হইল এই বালক জ্ঞাতব্য উপায় চতুষ্টয় অবগত হইয়াছে অতএব তাঁহাকে রাজসদনে লইয়া গেলেন। তথায় প্রহ্লাদের জননী প্রহ্লাদকে উদ্বর্ত্তন দ্বারা স্নান করাইয়া অলঙ্কৃত করিয়া দিলে গুরু দৈত্যপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিলেন। পিতৃ সন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রহ্লাদ প্রণামার্থ পদতলে পতিত হইলে দৈত্যপতি আশীর্ব্বাদ করিয়া মস্তক ধরিয়া তুলিল এবং দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিল। তদনন্তর ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক অশ্রুজলে অভিষেক করিতে২ প্রফুল্লবদনে জিজ্ঞাসা করিল বৎস! এত কাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা২ শিক্ষা করিলে তন্মধ্যে যাহা উত্তম, কিঞ্চিৎ শুনাও দেখি। (১৭)

প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন (পরিচর্য্যা) অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য (কর্ম্মার্পণ), সখ্য (বিশ্বাস) এবং আত্ম নিবেদন (দেহ সমর্পণ) (১৮) এই নয় লক্ষণ বিশিষ্ট ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে আমার বোধে তাহাই অত্যুত্তম অধ্যয়ন, কিন্তু আমাদের গুরুর নিকট তদ্রূপ অধ্যয়ন কিছুই নাই।

এই বচন শ্রবণ করিবামাত্র হিরণ্যকশিপু কোপে প্রজ্বলিত হইল এবং রোষাবেগে তাহার অধর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল, তখনি গুরুপুত্রকে সম্বোধিয়া বলিল অরে দুর্ম্মতি ব্রহ্মবন্ধু! এ কি? আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিপক্ষ পক্ষ আশ্রয় করত এ বালককে অসার বিষয় শিক্ষা দিয়াছিস্। (১৯) তোরা আমার মিত্র রূপে বর্ত্তমান আছিস্ বটে কিন্তু তোদের এ রূপ বিরুদ্ধাচরণ অসম্ভব নহে যেহেতু লোকে অনেক অসাধু ছদ্মবেশী মিত্র হয়, কালক্রমে যেমন পাতকিদিগের রোগ প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় তাহাদের পাপকর্ম্ম (বিদ্বেষাদি) কালে প্রকটিত হইয়া পড়ে। (২০)

এই সকল কথা শুনিয়া গুরুপুত্র ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া কহিল হে দৈত্যরাজ! আপনকার পুত্র যে বাক্য বলিল তাহা আমি শিখাই নাই, অন্য কোন ব্যক্তিও শিখায় নাই, ইহার স্বাভাবিক এইরূপ বুদ্ধি। অতএব ক্রোধ সম্বরণ করুন, আমাদের প্রতি অনর্থক দোষারোপ করিবেন না। রাজন্! আপনি ইন্দ্রশত্রু, দীন ব্রাহ্মণের উপর আপনকার কোপ করা উচিত হয় না। (২১)

নারদ কহিলেন গুরু এই প্রকার কহিলে হিরণ্যকশিপু পুনরায় সক্রোধ বচনে তনয়কে জিজ্ঞাসিল অরে দুর্বিনীত! তোর্ এই অভদ্রা বুদ্ধি গুরূপদেশে জন্মে নাই, কাহার্ নিকট এ বুদ্ধি পাইয়াছিস্, বল। (২২)

প্রহ্লাদ কহিলেন যে সকল ব্যক্তি গৃহে আসক্ত, তাহাদের বুদ্ধি গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিম্বা পরস্পর হইতে কোন প্রকারেই ভগবানে সম্পন্ন হয় না, তাহাদের ইন্দ্রিয় অদান্ত, সেই ইন্দ্রিয়ের কারণে তাহারা পুনঃ২ সংসারে প্রবেশ

করিয়া থাকে তাহাতে তাহাদের চর্ব্বিত বিষয়েরই পুনরায় চর্ব্বণ হয় (২৩) অপর যে সকল ব্যক্তি দুরাশয় অর্থাৎ যাহাদের অন্তঃকরণ বিষয়ে আসক্ত, তাহারাও ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারে না, যাহাদের আপনাতেই পুরুষার্থ বুদ্ধি আছে ভগবান্ কেবল তাহাদেরই জ্ঞানগম্য, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা গুরূপদেশ হইতেও তাঁহাকে জানিতে পারে না অন্ধলোকে অন্ধলোককে লইয়া গেলে যদ্রূপ পথ দেখিতে পায় না প্রত্যুত বিপথে গিয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তাহার ন্যায় গুরূপদেশ দ্বারা বেদরূপ যে দীর্ঘরজ্জু, যাহাতে ব্রাহ্মণাদি নাম স্বরূপ বিস্তর দাম, তাহাতে ভূরি২ কার্য্য দ্বারা বদ্ধই হইয়া পড়ে। (২৪) যদিও এক বিষ্ণুই সর্ব্ব প্রাণিতে গূঢ় এবং সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী সত্য, তথাচ বিষয়াভিমানবিহীন মহত্তম পুরুষদের পদধূলি দ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয় তাবৎ বেদবাক্য দ্বারা ঐ রূপ বিষ্ণু জ্ঞাত হইলেও গৃহাসক্ত পুরুষদের মতি তাঁহার চরণ প্রাপ্ত হইতে পারে না বরং অসম্ভাবনাদি দ্বারা ব্যাহত হয়। পরন্তু একবার ভগবৎ-পদারবিন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই সংসার দূরীভূত হয়। (২৫)

প্রহ্লাদ ঐ প্রকার কহিয়া বিরত হইলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া ক্রোড় হইতে তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিল। (২৬) অসহ্য রোষে আবিষ্ট হওয়াতে দৈত্য-পতির দুই চক্ষু তাম্রবর্ণ হইল। ঐ প্রকার ভয়ঙ্কর আকারে তর্জ্জন করিতে করিতে কহিল অহে অসুরগণ! এ বালকটা আমার বধ্য, ইহাকে অবিলম্বে বধ কর, এখনি এখান হইতে দূর করিয়া দাও। (২৭) এ দুষ্ট বধ্য, যেহেতু আমার ভ্রাতৃহন্তা, আমরা ইহার আত্মীয় ও সুহৃদ্, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এ পামর দাসের ন্যায় পিতৃব্য হন্তা বিষ্ণুর চরণ অর্চ্চনা করে, অতএব এ দুষ্ট পিতৃব্যঘাতকের পক্ষ-পাতী হওয়াতে আমাদের বধ্য। (২৮) কি আশ্চর্য্য! অবিশ্বসনীয় এ পামরটাকে বিষ্ণুই বা কি প্রকারে গ্রহণ করিয়াছেন! এ দুরাত্মা তাঁহারই বা ভাল কি করি-বেক? পিতা মাতার স্নেহ অতিশয় দুস্ত্যজ, এ পঞ্চ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমে যখন অনায়াসে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন এমত ব্যক্তি কি বিশ্বাস্য হইতে পারে? (২৯) এ আমার সন্তান সত্য কিন্তু আত্মজ হইলে কি হইবে ঔষধের তুল্য পরও যদি হিতকারী হয়, তাহাকেই সন্তান জ্ঞান করা যায়, পুত্র আপনার দেহজাত হই-য়াও অহিতকারী হইলে স্নেহাস্পদের কথা দূরে থাকুক রোগের সমান অতিশয় দ্বেষ্য হয়। ফলতঃ আপনার করচরণাদি অঙ্গ অহিতকর হইলে তাহাকে ছেদন করা কর্ত্তব্য, কারণ তৎপরিত্যাগে অবশিষ্ট অঙ্গ সকল সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে। (৩০) অতএব ভোজন শয়ন আসনে বিষাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক বিবিধ উপায় দ্বারা এ পামরের বধার্থ চেষ্টা কর, দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন মুনিদের পরম শত্রু, তেমনি সুহৃদের চিহ্নধারী এ দুষ্ট আমার পরম বৈরী, ইহাকে উপেক্ষা করা হইবেক না। (৩১)

প্রহ্লাদ ঐ সময় বসিয়াছিলেন, অসুরগণ স্বামির এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র হস্তে শূল লইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে করিতে এবং "মার২" এই বাক্য বলিতে২ শূল দিয়া তাঁহার সকল মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতে লাগিল। ঐ সকল অসুরের দন্ত অতিশয় তীক্ষ্ণ, মুখ ঘোরতর করাল, শ্মশ্রু ও কেশ তাম্রবর্ণ, ইহাতে তাহারা সহজেই ভীষণ ছিল, শূলধারী হইয়া সিংহনাদ করাতে আরো ভয়ঙ্কর হইল। (৩২) কিন্তু প্রহ্লাদের মনঃ ঈশ্বরে সমাহিত থাকাতে তাঁহার উপরে ঐ সকল অসুর যত প্রহার করিতে লাগিল সকলই অপুণ্য ব্যক্তির সৎকর্ম্মোদ্যমের তুল্য বিফল হইয়া গেল। কারণ ঈশ্বর নির্ব্বিকার, অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ শব্দাদির অগোচর, তথা

নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী এবং নিয়ন্তা, তাঁহাতে যাহার চিত্ত সমাহিত থাকে তাহাকে অন্য বিষয় স্পর্শ করিতে পারে না।

হে যুধিষ্ঠির! দৈত্যদিগের ঐ সকল প্রয়াস বিফল হইলে হিরণ্যকশিপুর অতিশয় শঙ্কা জন্মিল, অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রহ্লাদের বধার্থ অন্যান্য বহুতর উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইল। (৩৩) কিন্তু দিগ্‌হস্তী, দন্দশূক, কৃত্যা প্রভৃতি বিবিধ অভিচার, পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে প্রক্ষেপ, মায়া, গর্ত্তাদিতে নিরোধ, বিষদান, ভোজন না দেওন, আর হিম বায়ু অগ্নি জল ও পর্ব্বতে ক্ষেপণ, এ সকলও (৩৪) যখন সেই অপাপ পুত্রের প্রাণ বধ করিতে সমর্থ না হইল এবং আপনিও কোন প্রকারে নষ্ট করিতে না পারিল তখন তাহার দীর্ঘ চিন্তা উপস্থিত হইল। (৩৫) হিরণ্যকশিপু মনেং কহিতে লাগিল ইহাকে ভূরিং অসাধু বাক্য বলিয়াছি এবং ইহার বধার্থ নানা উপায়ও চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু এ আপনার তেজে সকল দ্রোহাচরণ ও অপকার হইতেই নিস্তার পাইয়াছে। (৩৬) কি আশ্চর্য্য! এ আমার অদূরে বর্ত্তমান থাকিয়াও এবং বালক হইয়াও এ রূপ নির্ভয় চিত্ত! এখনও আমার শত্রুত্ব বিস্মরণ করিল না! অথবা শত্রুতাই ইহার স্বভাব, কুক্কুরপুচ্ছের বক্রতার ন্যায় স্বভাব দুষ্পরিহার্য্য। (৩৭) পরন্তু ইহার অনুভাব অপরিমেয়, কোন ব্যক্তি বা বস্তু হইতে ইহার ভয় হইল না! এ অমর, ইহার সহিত বিরোধে আমারই মৃত্যু হইবেক না কি? (৩৮) এই প্রকার চিন্তায় দৈত্যপতি ম্লান ও অধোবদন হইয়া থাকিল।

অনন্তর শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র শণ্ডামার্ক তাহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক নির্জনে কহিতে লাগিল। (৩৯) প্রভো! আপনি একাকী ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, আপনকার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে সমস্ত লোকপাল সাতিশয় ত্রস্ত হয়। হে নাথ! আপনকার এ প্রকার প্রভাব, আপনকার চিন্তার বিষয় কিছুই দেখিতে পাই না, তথাপি এ রূপ চিন্তিত রহিয়াছেন কেন? প্রহ্লাদের আচরণ জন্য চিন্তা করা উচিত হয় না, সে বালক, বালকদের ব্যবহার গুণ অথবা দোষের বিষয় হইতে পারে না। (৪০) আর যদি অন্য কোন কারণে তজ্জন্য চিন্তাই হয় এক কর্ম্ম করুন যাবৎ পর্য্যন্ত আপনকার গুরু শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন তাবৎ তাহাকে বরুণের পাশে বন্ধন করিয়া রাখুন যাহাতে ভীত হইয়া পলাইতে না পারে। হে মহারাজ! বয়স্ ও আর্য্য সেবায় পুরুষের বুদ্ধি ভাল হইয়া থাকে। (৪১)

হিরণ্যকশিপু "তাহাই করিতেছি" এই বলিয়া গুরুপুত্রের বাক্য স্বীকার করিল পরে কহিল আপনারা ইহাকে গৃহাশ্রমি রাজাদিগের ধর্ম্ম উপদেশ করুন। (৪২)

হে রাজন্! তদনন্তর শণ্ডামার্ক প্রহ্লাদকে যথাক্রমে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, প্রহ্লাদও প্রশ্রিত ও অবনত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে থাকিলেন। (৪৩) কিন্তু ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম যথানিয়মে গুরু সমীপে শিক্ষিত হইলেও ঐ সকল তাঁহার ভাল বোধ হইল না, যেহেতু যাঁহারা ঐ সকল বিষয় উপদেশ দিতেন তাঁহাদের চিত্ত রাগদ্বেষাদি হেতু বিষয়েতেই আসক্ত থাকিত। (৪৪) সে যাহা হউক। কিয়দ্দিন পরে আচার্য্যেরা যখন গৃহমেধীয় কার্য্যার্থ অন্যত্র গমন করিলেন তখন সমবয়স্ক বালকেরা অবকাশ পাইয়া প্রহ্লাদকে আহ্বান করিল। (৪৫) তিনি মহা বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সূক্ষ্ম বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে প্রত্যাহ্বান করিলেন এবং তাহাদের জন্ম মরণাদি রূপ সংসার নিষ্ঠা অবগত হইয়া দয়া প্রকাশ

পুরঃসর হাসিতে হাসিতে হিতোপদেশ কহিলেন। (৪৬) সেই সকল বালক তাঁহার গৌরবে ক্রীড়োপকরণ পরিত্যাগ করিল। তাহারা অতি শিশু, এ কারণ যে সকল ব্যক্তি সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব লইয়া আরাম করে তাহাদের আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধি দূষিত হয় নাই। (৪৭) হে রাজেন্দ্র! বালকেরা খেলা পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদের প্রতিই চক্ষু ও চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই উপাসনায় নিযুক্ত হইল। পরম দয়াবান্ মহাভাগবত প্রহ্লাদও তাহাদিগের প্রতি উপদেশ দানে অনুরাগী হইলেন। (৪৮)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক দৈত্য বালকদিগের প্রতি নারদোক্ত উপদেশ কথন।

প্রহ্লাদ কহিলেন হে ভ্রাতৃগণ! এই মনুষ্য জন্মে ধর্ম্ম আচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু এই জন্মই অর্থপ্রদ। হে বয়স্যবর্গ! মনুষ্য জন্মেও কৌমার কালেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করা উচিত, তাহার কারণ এই যে মানবজন্ম অতি দুর্লভ, কদাচিৎ লভ্য হয়, তাহাও আবার স্থির থাকে না। (১) অতএব এই জন্মে মহাপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পাদসেবাই শ্রেয়ঃ, যেহেতু তিনি সর্ব্ব ভূতের প্রিয় আত্মা, ঈশ্বর এবং সুহৃদ। (২) হে দৈত্য তনয়গণ! ইন্দ্রিয় জন্য যে সুখ, তাহা দেহযোগ দ্বারা, দুঃখের ন্যায়, সর্ব্বত্র অর্থাৎ পশ্বাদি দেহেও পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্ট বশতঃ বিনা যত্নেই লভ্য হইয়া থাকে, (৩) তদর্থ প্রয়াস করণে কোন ফল নাই, তাহার নিমিত্ত প্রয়াসে অনর্থক পরমায়ুর ব্যয়মাত্র। অধিকন্তু মুকুন্দ চরণ সেবন দ্বারা যদ্রূপ পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ঐ প্রকারে তদ্রূপ মঙ্গলও পাওয়া যাইতে পারে না। (৪) এ কারণ সংসার প্রাপ্ত হইয়া যাবৎ শরীর পুষ্ট থাকে এবং যাবৎ বিনষ্ট না হয় তাবৎ সত্বর হইয়া কল্যাণার্থ যত্ন করাই কর্ত্তব্য। (৫) হে বয়স্যবর্গ! পুরুষের পরমায়ুঃ শত বৎসরমাত্র, যে ব্যক্তি অজিতাত্মা, তাহার আয়ু তদর্দ্ধ, যেহেতু সে নিশাভাগে অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়া অনর্থক শয়ন করিয়া থাকে। (৬) সেই অর্দ্ধ পরমায়ুর মধ্যেও বাল্য ও কৈশোরে মুগ্ধ হইয়া বিংশতি বৎসর ক্রীড়ায় যায় এবং বৃদ্ধাবস্থায় দেহ জরাগ্রস্ত হওয়াতে অশক্ততাতেও বিশ বৎসর গত হইয়া থাকে। (৭) অবশিষ্ট যে সময় থাকিল তাহাতে চারি দিক্ হইতে দুঃখে পূর্য্যমাণ যে কাম এবং অতিশয় বলবান্ যে মোহ, ঐ উভয় দ্বারা গৃহে আসক্ত হয় সুতরাং ঐ সময়ও বৃথা অপগত হয়। (৮) হে বয়স্যগণ! একবার গৃহাসক্ত হইলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া দুর্ঘট, ফলতঃ অজিতেন্দ্রিয় কোন্ পুরুষ এ কাল পর্য্যন্ত দৃঢ়তর স্নেহ পাশে বদ্ধ এবং গৃহে আসক্ত আত্মাকে মোচন করিতে উৎসাহী হইয়াছে? (৯) আর কোন্ ব্যক্তিই বা ধনতৃষা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে? ধন কি সামান্য বস্তু, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, যেহেতু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে তস্কর বণিক্ ও সেবক ইহারা প্রাণহানি অঙ্গীকার করিয়াও ধন উপার্জ্জন করিতেছে। (১০) অপর অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সঙ্গে রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ করিলে কোন্ ব্যক্তি ঐ সকলইবা ত্যাগ করিতে পারে? এবং সুহৃজ্জনের স্নেহ পাশে বদ্ধ কোন্ পুরুষ তাহাদের সঙ্গ পরিবর্জ্জনেইবা সমর্থ হয়? আর শিশুদিগের মধুর আলাপ শ্রবণে যাহার চিত্ত অনুরক্ত,

তাদৃশ কোন্ ব্যক্তিইবা তাহাদের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে শক্ত হইতে পারে? (১১) অপিচ তনয়, শ্বশুরালয়স্থ তনয়া, সহোদর, সহোদরা, পিতা মাতা এবং সুমহৎ মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ যুক্ত গৃহ, তথা পরম্পরাগত জীবিকা, আর পশু ও ভৃত্যবর্গ, এ সকলকে স্মরণ করিয়া (১২) কোন্ ব্যক্তিইবা পরিত্যাগ করিতে পারে? যেমন কোশকার কীট স্বীয় গৃহ নির্ম্মাণ করত আপনার নির্গমার্থ দ্বারও অবশেষ রাখে না তাহার ন্যায় ঐ সকলে আসক্ত চিত্ত পুরুষ অতৃপ্ত কাম হইয়া লোভে অনবরত কর্ম্মই করিতে থাকে, দোষ দর্শন দ্বারা সে যে কখন বিরক্ত হইয়া ঐ সকল ত্যাগ করিবে তাহার সম্ভাবনামাত্র নাই। ফলতঃ উপস্থ ও জিহ্বা জন্য সুখকেই সে ব্যক্তি বহু করিয়া মানে অতএব তাহার মোহ অতি দুরন্ত, সে কি প্রকারে বিরক্ত হইবেক? (১৩) অপিচ গৃহাসক্ত পুরুষ দুরন্ত মোহে এ রূপ প্রমত্ত হয় যে কুটুম্ব পোষণে আপনার পরমায়ু যে ক্ষয় পাইতেছে এবং পুরুষার্থ সকল যে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাও জানিতে পারে না, অতএব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ে দুঃখিত চিত্ত হইয়াও ঐসকলে দুঃখবোধ করে না, কুটুম্বেতেই রত হইয়া থাকে। (১৪) অধিক কি বলিব? অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্বি পুরুষের চিত্ত বিত্তের প্রতি একরূপ অভিনিবিষ্ট যে সে পরস্ব হরণে পরকালে নরক এবং ইহকালে রাজদণ্ডাদি রূপ মহৎ দোষ জানিয়াও লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং হরণ করে। (১৫) হে দনুজনন্দনগণ! এই প্রকারে বিদ্বান্ পুরুষও কুটুম্বাসক্ত হইলে স্বলোকার্থ সমর্থ হয় না, প্রত্যুত বিমূঢ় ব্যক্তির ন্যায় তমোভিনিবেশই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ "ইহা আপনার, ইহা অন্যের" এই রূপ বিভিন্ন ভাবনায় তাহার অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন। (১৬)

হে দনুজনন্দনগণ! অত্যর্থ, লম্পট পুরুষ কখন কোথাও স্বীয় আত্মাকে মোচন করিতে সমর্থ হয় না, কারণ সে কামিনীদিগের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ, ঐ কামিনীদের সন্তান তাহার নিগড় তুল্য। (১৭) অতএব হে দৈত্যবালকবর্গ! বিষয়াত্মক দৈত্য সকলে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণাপন্ন হও, যেহেতু তাঁহার শরণই মোক্ষ, নিঃসঙ্গ মুনিগণ তাহাই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। (১৮) হে অসুরনন্দন সকল! তোমরা বালক, নারায়ণের উপাসনায় সমর্থ হইবে না এমত আশঙ্কা করিও না, ভগবান্ অচ্যুত সকল ভূতের আত্মা এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, তাঁহাকে প্রীত করা বহু প্রয়াসের কর্ম্ম নহে। (১৯) ফলতঃ স্থাবরাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র মহৎ যত জীব এবং ভৌতিক বিকার ঘটাদি যত অজীব ও আকাশাদি যত মহৎ ভূত, তথা সত্ত্বাদি গুণ, এবং ঐ সকলের সমত্বরূপ প্রকৃতি ও গুণ ব্যতিকর মহত্ত্বাদি যত আছে সকলেতেই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বর এক আত্মারূপে বর্ত্তমান আছেন। (২০) হে বয়স্যবর্গ! যদিও পরমেশ্বর এই প্রকার, তথাচ যে মায়ার গুণরূপ সৃষ্টি, তাহার দ্বারা তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করাতে মায়া দ্বারাই প্রত্যাগাত্মস্বরূপে অর্থাৎ দ্রষ্টৃ ও ভোক্তৃস্বরূপে ব্যাপক বলিয়া, এবং দৃশ্য অর্থাৎ ভোগ্য দেহাদি রূপে ব্যাপ্য বলিয়া নির্দেশ্য ও বিকল্পিত হইয়া থাকেন পরন্তু কেবল অনুভব রূপ আনন্দই তাঁহার স্বরূপ, ইহাতে তিনি বস্তুতঃ অবিকল্পিত ও অনির্দেশ্য। (২১)

অতএব হে বন্ধুবর্গ! তোমরা আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব ভূতে দয়া কর। সকল প্রাণিতে দয়া দেখিলেই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হইবেন্। (২২) তিনি তুষ্ট হইলে কি অলভ্য থাকে? সকলই লভ্য হয়। পরন্তু গুণ পরিণাম হেতু দৈববশতঃ বিনা যত্নে যে সকল ধর্ম্মাদি সিদ্ধ হয় তাহাতে কি ফল? আর মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাই বা কেন?

আমরা নিরন্তর তাঁহার নাম কীর্ত্তন এবং তদীয় পদারবিন্দের সুধা পান করিয়া থাকি আমাদের মোক্ষেতেই বা প্রয়োজন কি? (২৩) অহে ভ্রাতৃগণ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই যে ত্রিবর্গ এবং তদর্থ যে আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি, এবং বিবিধ জীবিকা, এ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয় যে বেদ, তাহার প্রতিপাদ্য বটে, আমিও মানি, কিন্তু পরম পুরুষে যে স্বাত্মার্পণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিস্ত্রৈগুণ্যলক্ষণ। (২৪) হে বয়স্য-বর্গ! আমি তোমাদিগকে এই নূতন বিষয় কহিতেছি এমত মনে করিও না, পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সখা ভগবান্ নারায়ণ এই দুর্লভ অমল জ্ঞান দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। তোমরা নারদের তুল্য নহ বলিয়া ইহাতে আপনাদের অনধিকারা-শঙ্কাও করিও না, ভগবানের একান্ত ভক্ত অকিঞ্চন পুরুষদিগের চরণ ধূলিতে যে২ দেহী আপ্লুত হয় তাহাদের সকলেরই এ জ্ঞান হইতে পারে, উত্তম পুরুষদিগেরই হয় এমত নিয়ম নাই। (২৫) আমিও অনুভব পর্য্যন্ত এই জ্ঞান তথা শুদ্ধ ভাগ-বত ধর্ম্ম সেই দেবদর্শন দেবর্ষির সকাশাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম। (২৬)

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যবালকেরা বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিল অহে প্রহ্লাদ! এই দুই গুরুপুত্র (শণ্ডামার্ক) ব্যতীত অন্য গুরু তুমিও জান না, আমরাও জানি না। ইহাঁদের আগমনের অগ্রে তুমি নারদ সন্নিধানে গিয়াছিলে ইহাও বোধ হয় না কারণ আমরা সকলেই বালক, প্রথমাবধি এই দুইজনকেই (শণ্ডা-মার্ককেই) আমাদের নিয়ন্তা দেখিতেছি, কবে তুমি অন্যত্র গেলে? (২৭) দেব-র্ষি স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়াছিলেন তাহাও সম্ভবে না, বালকেরা অন্তঃপুরে থাকে, তাহাদের মহৎ সঙ্গ দুর্ঘট। যাহা হউক, হে সৌম্য! যদি এ বিষয়ে বিশ্বাসের কিছু হেতু থাকে আমাদের এই সংশয় ছেদন কর। (২৮)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

দৈত্যবালকদিগের বিশ্বাসার্থ প্রহ্লাদকর্ত্তৃক আপনার মাতৃগর্ব্ভে বাস কালীন নারদোপদেশ শ্রবণ বৃত্তান্ত কথন।

নারদ কহিলেন হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! দৈত্যবালকেরা ঐ প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে মহাভাগবত প্রহ্লাদ সহর্ষ হইয়া আমার কথিত বাক্য সকল স্মরণ করত তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করিলেন। (১)

প্রহ্লাদ বলিলেন অহে বয়স্যগণ! আমাদের পিতা (হিরণ্যকশিপু) তপস্যার্থ মন্দরাচলে গমন করিলে "আঃ! পিপীলিকা দ্বারা যেমন মহাসর্প ভক্ষিত হয় তাহার ন্যায় সকল লোকের সন্তাপকারী এই পাপ হিরণ্যকশিপু স্বকৃত পাপেই বিনাশিত হইল" ইন্দ্রাদি দেবগণ আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর পরস্পর এই রূপ কহিয়া দানব-দিগের দমনার্থ যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিলেন। তৎকালে অসুরদিগের যে সকল দলাধিপতি ছিল তাহারা দেবতাদের অতিবলে সমরোদ্যোগ দেখিয়া এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হয়। সকলে স্ব২ প্রাণ পরিরক্ষণার্থ এ রূপ ব্যস্ত হইয়াছিল যে পুত্র, কলত্র, সুহৃদ, সম্পদ, পশু, গৃহ ও গৃহোপকরণের প্রতি দৃষ্টি করিতেও অবসর পায় নাই। (২) অতএব জয়াকাঙ্ক্ষী অমর নিকর সর্ব্বস্বাপহরণ পুরঃসর অবাধে দানবরাজের আবাস বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। আর ইন্দ্র আমার

জননী দৈত্যরাজমহিষীকে গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ যখন ভয়োদ্বিগ্না মৃগীর তুল্য রোরুদ্যমানা আমার জননীকে লইয়া যান সেই সময় দেবর্ষি নারদ পথিমধ্যে দৈবাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। (৩) সেই দেবর্ষি দেবরাজকে সম্বোধিয়া বলিলেন অহে দেবেন্দ্র! এ অবলার কোন অপরাধ নাই, ইহার উপর বল প্রকাশ করা উচিত হয় না। হে মহাভাগ! ইনি পরমা সাধ্বী, পর স্ত্রী, ইহাঁকে ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। (৪) দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কহিলেন এ নারী গর্ব্ভিণী, ইহার জঠরে দুরাত্মা হিরণ্যকশিপুর দুঃসহ বীর্য্য আছে, অতএব যাবৎ প্রসব না হয় তাবৎ আমার আবাসে থাকুক, পুত্র জন্মিলে তাহার প্রাণ বধ করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিব। (৫)

নারদ কহিলেন হে দেবরাজ! ইহার গর্ব্ভস্থ পুত্র নিষ্পাপ, মহাভাগবত, স্বীয় গুণে অতি মহৎ এবং অনন্তের অনুচর সুতরাং মহাবলী অতএব তুমি ইহার মৃত্যুর হেতু হইতে পারিবে না। অর্থাৎ তোমা হইতে ইহার মরণ সম্ভাবনা নাই। (৬) দেবর্ষি এই প্রকার কহিলে দেবরাজ তাঁহার বাক্য মান্য করত আমার জননীকে ছাড়িয়া দিলেন এবং ভগবান অনন্তের প্রিয় যে আমি, আমার প্রতি ভক্তি হওয়াতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। (৭) তদনন্তর দেবর্ষি আমার জননীকে নিজাশ্রমে লইয়া গিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন বৎসে, যাবৎ তোমার স্বামী আগমন না করেন তাবৎ এই স্থানেই অবস্থিতি কর। (৮) মুনির ঐ বাক্যে আমার মাতা নিরুদ্বেগা হইয়া "ভগবন্! তাহাই করিব" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন এবং যাবৎ স্বীয় পতি দৈত্যপতি দুশ্চর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত না হইলেন তাবৎ ঐ দেবর্ষির সমীপেই নির্ভয়ে বাস করিয়া রহিলেন। (৯) আমার মাতার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ভর্ত্তার আগমনানন্তর প্রসব হন কারণ তাহা হইলে গর্ব্ভস্থ সন্তান রক্ষা পাইবে, অতএব তিনি ইচ্ছাপ্রসবার্থ পরম ভক্তি সহকারে ঐ ঋষির পরিচর্য্যা আরম্ভ করিলেন। (১০) ঐ দেবর্ষি অতিশয় সামর্থ্যবান্ এবং পরম কারুণিক, জননার শোক শান্তি নিমিত্ত তাঁহাকে এবং আমাকে ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মতত্ত্ব ও আত্মানাত্ম-বিবেক এই দুই অমল বস্তু উপদেশ করিলেন কিন্তু আমার মাতা স্ত্রীজাতি এবং তদনন্তর দীর্ঘ কাল অতীত হইল তহাতে তাঁহার ঐ দুই বস্তু তিরোহিত হইয়া গেল, আমার প্রতি ঋষির বিশেষ অনুগ্রহ ছিল তাহাতে এখনও তদ্বিষয়ক স্মূর্ত্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। (১১)

হে বন্ধুগণ! তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হও তবে আমার ন্যায় তোমাদেরও এবং স্ত্রী ও বালকদিগেরও ঐ শ্রদ্ধা হইতে সংসারচ্ছেদনিপুণা বুদ্ধি উদিতা হইবে। (১২) হে বয়স্যবর্গ! যে কালের মূর্ত্তি বিকারসমর্থা, তাহার পরতন্ত্রতা হেতু যেমন বৃক্ষ বর্ত্তমান থাকিলেও উৎপত্তি প্রভৃতি ছয় বিকার ফল সকলেরই দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার ন্যায় আত্মা যেমন আছেন তদ্রূপই থাকেন, কালবশতঃ দেহেরই জন্মাদি (উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ) ছয় বিকার দেখা যায়, আত্মার দৃষ্ট হয় না, কারণ (১৩) আত্মা অবিনাশী, অপক্ষয় শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাতা, সর্ব্বাশ্রয়, বিকারবর্জ্জিত, আত্মজ্যোতি, সকলের হেতু, অসঙ্গ এবং অনাবৃত। (১৪) হে বয়স্যগণ! এই দ্বাদশটীই আত্মার লক্ষণ, এই সকল লক্ষণ দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ দেহাদিতে "আমি, আমার" এই মোহজন্য অসদ্ভাব অর্থাৎ মিথ্যাবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন। (১৫) হে বন্ধুবর্গ! যেমন যে সকল ক্ষেত্র স্বর্ণের

আকর, তাহাতে স্বর্ণকণারূপ প্রস্তরে অগ্নিসংযোগাদি উপায় দ্বারা সেই উপায়াভিজ্ঞ স্বর্ণকারেরা যেমন স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার ন্যায়, এই দেহে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় আত্ম যোগদ্বারা আত্মাধিকৃত কার্য্যকারণ সমূহ জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হইতে পারেন। (১৬) হে বয়স্যবর্গ! মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চ তন্মাত্র, এই অষ্ট প্রকৃতি, সত্ত্বাদি তিন, (ঐতিনটী প্রকৃতিরই গুণ, তাহা হইতে ভিন্ন নহে) অপর একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত, এই ষোড়শ বিকার আর পরম পুরুষ আত্মা, যিনি সাক্ষিত্ব রূপে ঐ সকলেই বর্ত্তমান, এই নিমিত্ত কপিলাদি আচার্য্যগণ যাঁহাকে এক বলিয়াছেন, (১৭) তথা স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই প্রকার দেহ, যাহা সকলের সংঘাত স্বরূপ। এই সকল পদার্থ মধ্যে সর্ব্বসংঘাতাত্মক দেহেতেই সেই পুরুষের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। হে বন্ধুগণ! তাহা অতি সুসাধ্য, "ইহা নয়, ইহা নয়" এই রূপে বিচার করিলেই অনাত্ম সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া উপলব্ধ হয়। (১৮) হে বন্ধুগণ! মণিময় মালার মধ্যগত সূত্র যদ্রূপ সকল মণিতে অনুস্যূত এবং যেমন ঐ সূত্র সকল মণি হইতে ভিন্ন, সেই রূপ অন্বয় ব্যতিরেক বিবেচনা করহ, ঐরূপ বিবেচনা করিলে যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে তখন অব্যগ্র হইয়া সেই অন্তঃকরণ দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ বিচার পূর্ব্বক সেই পুরুষের অন্বেষণ করিতে পারিবে। (১৯)

হে বয়স্যগণ! জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই সকল বুদ্ধির বৃত্তি। এ সকল যাঁহা কর্ত্তৃক অনুভূত হয় তিনি পরম পুরুষ, তিনিই সাক্ষী। (২০) উল্লিখিত বৃত্তি সকল বুদ্ধির পরিণাম মাত্র, সুতরাং আত্মধর্ম্ম নহে। অপর ঐ সকল বৃত্তি কর্ম্ম জন্য, অতএব বুদ্ধিই ত্রিগুণাত্মক ও কর্ম্মজন্য হওয়াতে তাহারই জাগ্রদাদি অবস্থা জানিবে। যেমন গন্ধ পুষ্পের ধর্ম্ম, বায়ুর সহিত মিলিত হওয়াতে বায়ুর ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ পায় তাহার ন্যায়, আত্মা বুদ্ধির সহিত অন্বিত হওয়াতে বুদ্ধির অবস্থা জাগ্রদাদি বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ আত্মার ঐ সকল অবস্থা হয় না। হে বয়স্যগণ! এই প্রকারে, পুষ্প-ধর্ম্ম গন্ধ দ্বারা গন্ধাশ্রয় বায়ুর ন্যায়, আত্ম স্বরূপ অবগত হইও। (২১) এ স্থলে এমত আশঙ্কা করিও না যে বায়ুর গন্ধ যদ্রূপ পুষ্পোপাধিক হইলেও বিবেক জ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্ত হয় না তাহার ন্যায় জ্ঞান দ্বারা আত্মারও সংসার নিবর্ত্ত হইবেক না, হে বন্ধুগণ! সংসার কেবল বুদ্ধির দ্বারাই হয়, বুদ্ধির গুণ ও কর্ম্মই সংসারের বন্ধন এবং অজ্ঞানই তাহার মূল, সুতরাং তাহার স্বরূপ মিথ্যা হইয়াও স্বপ্নবৎ অর্পিত হইয়া থাকে। (২২) হে বয়স্যগণ! এই রূপে আত্মার সংসার নিবৃত্তি ঘটিতে পারে অতএব তোমরা ত্রিগুণাত্মক কর্ম্ম সকলের বীজ যে অজ্ঞান তাহার দাহক যে যোগ, যাহাতে বুদ্ধির জাগ্রদাদি অবস্থা প্রবাহ বিনষ্ট হয়, সেই যোগ অনুষ্ঠান করহ। (২৩)

হে মিত্রগণ! যদিও ঐ বিষয়ে সহস্র সহস্র উপায় আছে তথাচ যথাবিধি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারাই ভগবদ্বিষয়া রতি হয় সুতরাং তাহাই ভগবদুক্ত উপায়। (২৪) অতএব গুরু শুশ্রূষা, গুরু ভক্তি, গুরুর প্রতি লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধু ও ভগবদ্ভক্ত জন সহ সংসর্গ, ঈশ্বরারাধনা, (২৫) ঈশ্বর কথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ কর্ম্ম কীর্ত্তন, তদীয় চরণারবিন্দ ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তি সকল দর্শন ও অর্চ্চনাদি, তথা ভগবান্ হরিকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান জানা এবং সকল ভূতকে সাধু বলিয়া পরিগ্রহ, (২৬) এই সকল কর্ম্ম দ্বারা ষড়্বর্গ অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য জয় করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে রতি করিতে হয় তাহা করিলেই ভগবদ্বিষয়া রতি লভ্য হইয়া থাকে। (২৭) হে বয়স্য

সকল! যখন অতিশয় হর্ষোদয় হওয়াতে পুলকোদাম ও অশ্রুপাত হয় তাহাতে গদ্গদ স্বরে উর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া কখন নৃত্য গীত ও আনন্দধ্বনি করে, কখন হাস্য করে, কখন ক্রন্দন করে, কখন ধ্যান করে, কখন লোকের বন্দনা করে, কখন বা বারম্বার শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিরপত্রপ হইয়া "হে হরে, হে জগৎপতে, হে নারায়ণ" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে (২৮) তখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং ভগবানের চেষ্টাদি ভাবনায় পুরুষের মন ও শরীর তাঁহার অনুকৃত হইতে থাকে। সে সময় গুরুতর ভক্তিহেতু সেই ব্যক্তির অজ্ঞান ও বাসনা নির্দগ্ধ হইয়া যায় অতএব সম্যক্ প্রকারেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। (২৯)

হে বন্ধুগণ! ভগবান্ অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণই রাগাদি দূষিত আত্মবান্ পুরুষদের সংসার নাশের উপায় এবং তাহাই পরব্রহ্মে লয় রূপ মোক্ষ ও তাহাই সুখ, ইহা বুধগণ বলিয়া থাকেন অতএব তোমরা হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামি ঈশ্বরের উপাসনা করহ। (৩০) হে অসুরবালকবর্গ! ভগবান্ হরি হৃদয় মধ্যে আকাশের ন্যায় বর্ত্তমান আছেন, তিনি আত্মার সখা, তাঁহার উপাসনা বড় পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে, তবে দেহির বিষয়ার্থ ব্যগ্র হওয়া কেন? সামান্যতঃ বিষয়ের নিমিত্ত আসক্ত হইলে শূকরাদির সহিত সাধারণ্য হইবেক। (৩১) ধন, কলত্র, পশু, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য, এবং অর্থ, কাম, এ সকলি চঞ্চল। আর মনুষ্যের পরমায়ু ক্ষণভঙ্গুর, ঐ সকল বস্তু তাহার কত প্রিয় করিতে পারে? (৩২) স্বর্গাদি লোক সকল পুণ্য তারতম্য দ্বারা অপেক্ষাকৃত উত্তম মাত্র, পরমার্থতঃ নির্ম্মল নহে। আর ঐ সকল লোক যাগ যজ্ঞাদি জন্য, সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু। অতএব ঐ সমস্ত লোকও সেবার্হ নহে, ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত ভক্তি যোগে ভগবান্ হরির আরাধনা কর, তাঁহাতে কোন প্রকার দোষ দৃষ্ট অথবা শ্রুত হয় না, তাঁহার সেবায় আত্মলাভ হইবেক। (৩৩)

হে বয়স্যবর্গ! পণ্ডিতম্মন্য পুরুষ এই সংসারে যে সঙ্কল্প করিয়া বারম্বার কর্ম্ম করে সেই সঙ্কল্প হইতে প্রায় বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয়। (৩৪) ফলতঃ ইহ লোকে কর্ম্মি পুরুষেরা সুখ অথবা দুঃখমোচনই সঙ্কল্প করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বে ক্রিয়ার অভাব হেতু সুখাকাঙ্ক্ষী যে পুরুষ, তাহাকে ক্রিয়া দ্বারা অসংশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয়। (৩৫) অপর এ সংসারে পুরুষ যে দেহের নিমিত্ত কাম্য কর্ম্ম দ্বারা ভোগ প্রার্থনা করে সেই দেহও পারক্য অর্থাৎ কুক্কুরাদির ভোগ্য ও ক্ষণভঙ্গুর এবং নিত্য নহে, কখন যায়, কখন আইসে। (৩৬) ইহাতে দেহ হইতে ব্যবহিত যে পুত্র কলত্র, গৃহ, ধন, জন, তথা রাজ্য, কোষ, হস্তী, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত প্রভৃতি মমতা বিষয় সকল, ইহারা যে পারক্য, তাহার কথা আর বক্তব্য কি? (৩৭) অধিকন্তু এই সকল পদার্থ দেহের সহিত নশ্বর এবং বস্তুতঃ অনর্থ, অর্থের ন্যায় প্রকাশ পায়মাত্র, অতএব অতি তুচ্ছ, এ সকলের দ্বারা নিত্যানন্দ রসের সাগর স্বরূপ আত্মার কি উপকারই বা সম্ভব? (৩৮) হে অসুরগণ! প্রাচীন কর্ম্মবশতঃ নিষেকাদি অবস্থাতেও যখন দেহিকে ক্লিশ্যমান দেখা যাইতেছে তখন পুনরায় কর্ম্ম করিলে তাঁহার কত স্বার্থ হইতে পারিবে আপনারাই বিবেচনা করহ। (৩৯) কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যে ভোগের অবসর হইবেক তাহারও সম্ভাবনা নাই, দেহী আত্মার অনুবর্ত্তি দেহ দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করেন সেই কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় দেহ বিস্তার করিয়া থাকেন, এই রূপে অজ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম ও দেহ উভয়েরই বিস্তার হয়। (৪০) অতএব, হে বন্ধুগণ! অর্থ কাম ও ধর্ম্ম এ সকল যাঁহার অধীন, তোমরা ক্রিয়া বিসর্জ্জন করিয়া সেই নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর হরির উপাসনা করহ,

(৪১) ভগবান্ হরি সকল ভূতের আত্মা, প্রিয় ঈশ্বর এবং সকল প্রাণী তাঁহার নিজ কৃত মহৎ ভূত সকল দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে অতএব সকলের অন্তর্যামী। (৪২)

হে বন্ধুগণ! আমরা অসুর, আমাদের ঐ বিষয়ে অধিকার নাই এমত আশঙ্কা করিও না, দেখ দানব মনুষ্য যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব, যে কেহ হউক, ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ ভজনা করিলে আমাদের ন্যায় সকলেই কল্যাণভাজন হয়। হে অসুর-নন্দনগণ! ব্রাহ্মণত্ব অথবা দেবত্ব কিম্বা ঋষিত্ব অথবা সদ্বৃত্ত কিম্বা বহুজ্ঞতা কিছুই মুকুন্দ প্রীত্যর্থ সমর্থ হইতে পারে না। (৪৩) অপর দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত, এ সকলও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে, কেবল নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ প্রীত হয়েন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল নাট্যমাত্র। হে দানবনন্দনগণ! এই কারণে সর্ব্বত্র আত্ম তুল্য দর্শন দ্বারা সর্ব্বভূতের আত্মা, ঈশ্বর, ভগবান্, হরিতেই ভক্তি করহ। (৪৪) হে দৈতেয়গণ! ব্রজবাসী যক্ষ রাক্ষস স্ত্রী শূদ্র এবং পশু পক্ষ্যাদি ভূরি২ পাপ-জীবও ভক্তিযোগে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (৪৫) হে বয়স্যগণ! ভগবান্ গোবিন্দে একান্ত ভক্তি করিয়া যে সর্ব্বত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করা, তাহাই ইহলোকে পুরুষের পরম স্বার্থ। (৪৬)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

রোষবশতঃ প্রহ্লাদকে মারিতে গিয়া হিরণ্যকশিপুর নৃসিংহ হস্তে আত্ম বিনাশ।

নারদ কহিলেন দৈত্যবালকেরা প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া উৎকৃষ্ট বোধে তাঁহার উপদেশই গ্রহণ করিল, গুরু যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহা স্মরণও করিল না। (১) অনন্তর শুক্রাচার্য্যের পুত্র শণ্ডামার্ক দেখিলেন সকল বালকেরই বুদ্ধি প্রহ্লাদের দোষে প্রত্যক্ আত্মায় লীন হইয়াছে, অতএব সাতিশয় ভীত হইয়া সত্বর দৈত্যেশ্বর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক যথাবৎ নিবেদন করিলেন। (২) শ্রবণমাত্রে দৈত্যপতির ভয়ঙ্কর কোপোদ্রেক হইল, তদ্দ্বারা কম্পিতকলেবর হইয়া পরুষ বাক্যে প্রহ্লাদকে তিরস্কার করিয়া সংহার করিতে মনঃস্থির করিল। (৩) প্রহ্লাদ অতি শান্ত, অঞ্জলি বন্ধন করিয়া বিনীতভাবে চরণতলে পতিত হইলেন তথাচ দৈত্যপতির ক্রোধ শান্তি হইল না, সে স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, পদাহত সর্পের ন্যায় বারম্বার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে২ তনয়ের প্রতি সরোষ ও বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিল। (৪)

হিরণ্যকশিপু কহিল অরে দুর্বিনীত মন্দবুদ্ধি! তুই অধম, কুলভেদ করিতেছিস্। তুই জড়, আমারও শাসন লঙ্ঘন করিয়াছিস্, থাক্, অদ্যই তোকে শমন সদনে প্রেরণ করি। (৫) অরে মূঢ়! আমি ক্রুদ্ধ হইলে অধিপতি সহিত ত্রিভুবন ভয়ে কম্পিত হয়, তুই নির্ভয় প্রায় হইয়া আমার শাসন অতিক্রমণ করিস্? তোর্ কত বল্?

প্রহ্লাদ কহিলেন রাজন্! সেই ভগবান্ কেবল আমার ও তোমার ও অন্য অন্য বলবান্ জনের বল নহেন, পর ও অপর যে সকল ব্রহ্মাদি স্থাবির জঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায় সকলকেই তিনি স্বীয় বলে বশীভূত করিয়াছেন (৬) কারণ তিনিই ঈশ্বর, তিনিই কাল; তাঁহার পরাক্রম অসীম। আর তিনিই সামর্থ্য, সাহস, ধৈর্য্য,

বল এবং ইন্দ্রিয় স্বরূপ। সেই পরম পুরুষই, স্বীয় শক্তি দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন যেহেতু তিনিই সত্বাদি গুণত্রয়ের ঈশ্বর। (৭) অতএব, হে রাজন্! তুমি আপনার আসুরিক্ স্বভাব পরিত্যাগ কর এবং জয় পূর্ব্বক মনকে সমান করিয়া ধারণ করহ, এরূপ করিলে কেহ তোমার দ্বেষ্টা থাকিবেক না। হে রাজন্, উৎপথবর্ত্তি মনঃ ব্যতীত অন্য শত্রু নাই, অপর সমত্ব রূপে মনোধারণই ভগবানের মহৎ আরাধনা। (৮) পিতঃ! তোমার সদৃশ কতকগুলি ব্যক্তি ছয় ইন্দ্রিয় স্বরূপ শত্রুগণ যাহারা সর্ব্বস্ব হরণ করে প্রথমে তাহাদিগকে জয় না করিয়া "আমরা দশ দিক্ জয় করিয়াছি" এই রূপ অভিমান করিয়া থাকে, কিন্তু যিনি সাধু, বিদ্বান্, সকল দেহিতে সমবুদ্ধি, মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞান কল্পিত শত্রু কোথা হইতে হইবেক! (৯)

এই সকল বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু কহিল অরে দুর্ব্বুদ্ধি! তুই অতিবাদ নিন্দা আরম্ভ করিলি, নিশ্চয় বোধ হইতেছে তোর্ মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কারণ মুমূর্ষু লোকদিগেরই বাক্য বিপ্লব হইয়া থাকে। (১০) অরে মন্দভাগ্য! তুই যে বলিলি আমা ভিন্ন এক জন জগতের ঈশ্বর আছেন। অরে দুর্ব্বুদ্ধি, যদি থাকেন, কোথায় আছেন, যদি বলিস্ সর্ব্বত্র আছেন, তবে এই স্তম্ভে নাই কেন? ইহাতে প্রহ্লাদ সেই স্তম্ভ নিরীক্ষণ করত প্রণাম করিয়া বলিলেন ঐ যে দৃষ্ট হইতেছেন। (১১) কিন্তু হিরণ্যকশিপু দেখিতে পাইল না অতএব সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল তুই আমার গ্লানি করিস্, এখনি তোর শরীর হইতে মস্তক হরণ করিতেছি, তোর্ অভীপ্সিত রক্ষক অদ্য তোকে রক্ষা করুক্। (১২) প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই স্তম্ভই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু ঐ প্রকার দুর্ব্বাক্য দ্বারা বারম্বার সেই মহাভাগবত তনয়কে তর্জ্জন করিয়া পরে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার সিংহাসন হইতে উৎপতিত হইল এবং প্রহ্লাদ যে স্তম্ভে নেত্রপাত করিয়াছিলেন অতি বলে তদুপরি মুষ্টি প্রহার করিল। হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্র সেই স্তম্ভ হইতে এমত একটা ভয়ঙ্কর নিনাদ নির্গত হইল যে ব্রহ্মাণ্ড কটাহ যেন স্ফুটিত হইয়া গেল। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব২ ধামে বসিয়া ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তৎশ্রবণে তাঁহাদের মনে হইল বুঝি আমাদের স্থান বিনষ্ট হইয়া গেল। (১৩)

হিরণ্যকশিপু পুত্রবধ সঙ্কল্প করিয়া বল ও বিক্রম প্রকাশ করিতেছিল, অভূতপূর্ব্ব ঐ অদ্ভুত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সভার মধ্যে নেত্রপাত করিল, কিন্তু যে ধ্বনিতে দানব দলাধিপতি সকল ভীত হইল তাহার আশ্রয় কি, প্রথমতঃ সভার মধ্যে সে তাহা দেখিতে পাইল না। (১৪)

অনন্তর ভগবান্ আপনার ভৃত্য প্রহ্লাদ "দেখা যাইতেছে" এই যাহা বলিলেন তাহা এবং আপনি যে সমস্ত পদার্থে ব্যাপিয়া আছেন তাহাও সত্য করিবার নিমিত্ত দৈত্যঘাতক ঘোর রূপ ধারণ পূর্ব্বক সভার মধ্যে সেই স্তম্ভেতেই দৃষ্ট হইলেন, তাঁহার ঐ রূপ মৃগাকারও নয় মনুষ্যাকারও নয়, সুতরাং অতিশয় অদ্ভুত। (১৫)

হিরণ্যকশিপু প্রথমতঃ ঐ নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিতে পায় নাই, ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এ ধ্বনির আশ্রয় কোন্ প্রাণী, এই বলিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিল তাহাতে স্তম্ভের মধ্য হইতে নির্গমনশীল মিশ্রিত নর সিংহ রূপ দেখিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে২ কহিল অহো এ কি চমৎকার! এ সিংহও নহে, মনুষ্যও নহে, কোন্ প্রাণী? পরে আপনা আপনিই মীমাংসা করিল ইহা সিংহরূপ। (১৬) দৈত্যরাজ

ঐ প্রকারে সেই ভয়ানক নৃসিংহ রূপের মীমাংসা করিতেছে এমত সময়ে তাহার অগ্রে নৃসিংহরূপী হরি সমুত্থিত হইলেন। (১৭) তাঁহার লোচন তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় পিশঙ্গ বর্ণ, বদন দেদীপ্যমান জটা ও কণ্ঠ লোমে অতিশয় বিজৃম্ভিত আর করাল দন্ত ও করবাল তুল্য চঞ্চল তথা ক্ষুরধার সদৃশ তীক্ষ্ণ রসনা দৃষ্ট হইতেছিল, অপর মুখ ভ্রূকুটী-যুক্ত হইয়া রহিয়াছিল, সুতরাং ঐ রূপ ঘোরতর উল্বণ বোধ হইল। (১৮) অপিচ কর্ণ দ্বয় উন্নত ও শঙ্কুর ন্যায় ঊর্দ্ধ এবং মুখ ও নাসিকা গিরিগুহার তুল্য অদ্ভুত রূপে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছিল। আর কপোলের দুই প্রান্তভাগ বিদীর্ণ হওয়াতে অতিশয় ভীষণ হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহার শরীর স্বর্গ স্পর্শী, গ্রীবা অদীর্ঘ অথচ স্থূল, বক্ষঃস্থল বিশাল, কিন্তু উদর অত্যল্প অর্থাৎ অতিশয় কৃশ। (১৯) অপর ঐ শরীরের সকল অংশে চন্দ্র কিরণ সদৃশ গৌরবর্ণ লোম ব্যাপ্ত হইয়াছিল, আর শত২ ভুজ স্তোম সকল দিকে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছিল। ঐ দেহে নখ সকলই শস্ত্র, অতএব তাহা অতিশয় দুর্গম্য। তাঁহার স্বীয় যে সকল চক্রাদি অস্ত্র এবং তদ্ভিন্ন যে সকল বজ্রাদি আয়ুধ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শস্ত্র, তদ্দ্বারা তিনি দৈত্য ও দানবদিগকে বিদ্রাবিত করিতে-ছিলেন। (২০)

হিরণ্যকশিপু ঐ রূপ অবলোকন করিয়া তাঁহার আবির্ভাব প্রয়োজন বিচার করত কহিতে লাগিল যদিও স্পষ্টই বোধ হইতেছে ভূরি মায়াধারী ভগবান্ হরি এই প্রকারই আমার মৃত্যুর হেতু চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন তথাপি ইহার উদ্যমে কি হইতে পারে? ঐ দৈত্যকুঞ্জর এই কথা বলিয়া গদা ধারণ পুরঃসর সিংহনাদ করিতে২ সেই নৃসিংহের প্রতি উৎপতিত হইল। (২১) কিন্তু পতঙ্গ যেমন বহ্নিতে পতিত হয় তাহার ন্যায় সেই অসুর নৃসিংহের তেজোমধ্যে পতিত হইবা মাত্র অদৃষ্ট হইল। অহে যুধিষ্ঠির! যিনি সৃষ্টির প্রথমে স্বীয় তেজঃ দ্বারা প্রলয়কালীন অন্ধকার পান করিয়া-ছিলেন সত্ত্বপ্রকাশ সেই হরিতে পতিত তমোময় অসুরের অদর্শন হওয়া বিচিত্র নহে। (২২) পরন্তু তৎ পরেই সে ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক নৃসিংহের উপর পড়িয়া গুরুবেগা-ন্বিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক আঘাত আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে, গরুড় যেমন মহাসর্প ধারণ করে তাহার ন্যায় ভগবান গদাধর গদার সহিত ইতস্ততঃ প্রহারকারি সেই দানবকে ধৃত করিলেন। (২৩) হে ভারত! হিরণ্যকশিপু একবার কৌশল করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নিঃসৃত হইল এবং সর্প যেমন গরুড়ের করতল হইতে নির্গত হইয়া গর্জ্জন করে তাহার ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অমরগণ একে স্থান ভ্রষ্ট হইয়া-ছিলেন আবার দৈত্যকে ঐ রূপে বিক্রম করিতে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া সকল লোককেই অসাধু বলিয়া নিন্দা করিতে লাগি-লেন। (২৪) হে রাজন্! হিরণ্যকশিপু যাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইল পরে তাঁহাকেই আপনার বীর্য্যে শঙ্কিত জ্ঞান করিল। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বেগে তাঁহার উপর পুনরায় উৎপতিত হইল। (২৫) সে শ্যেনের তুল্য বেগবান্ হইয়া খড়্গ চর্ম্মের মার্গ দ্বারা নিশ্ছিদ্ররূপে উপরে ও অধোভাগে সঞ্চ-রণশীল হইলে নৃহরিরূপী ভগবান্ হরি তীক্ষ্ণ ও মহাশব্দে ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিয়া বেগে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। সেই হাস্য জন্য ভয়ে এবং ভগবান্ হরির প্রভাবে ঐ অসুরের নয়নদ্বয় নিমীলিত হইতে লাগিল। (২৬) হে রাজন যুধিষ্ঠির! সর্প যেমন মূষিককে গ্রহণ করে তাহার ন্যায় সেই নৃকেশরী ঐ অসুরকে গ্রহণ করিলে সে নিঃসৃত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিল কিন্তু গ্রহণ মাত্রেই বিবশ হইয়া পড়িল,

কারণ ইতি পূর্ব্বে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হওয়াতে বজ্রাঘাতে তাহার গাত্রের ত্বক্ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। সে যাহা হউক। ভগবান্ নৃসিংহ তাহাকে ধরিয়া সভামধ্যে আপনার উরুর উপরে নিপাতিত করত অবলীলাক্রমে, গরুড় যেমন মহাবিষ বিষধরকে বিদারণ করে তাহার ন্যায়, নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। (২৭)

হে রাজন্ সেই নৃসিংহের করাল লোচন ক্রোধে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছিল এবং তিনি স্বীয় জিহ্বা দ্বারা আপনার বিস্তারিত বদনের প্রান্তভাগ পুনঃ২ অবলেহন করিতেছিলেন। হস্তি হত্যা করিয়া সিংহ যদ্রূপ শোণিতাক্ত হয় তাহার ন্যায় রক্তবিন্দু দ্বারা তাঁহার কেশর ও আনন সিক্ত হইয়া অরুণবর্ণ হইল এবং অন্ত্রের মালা গলদেশে দুলিতে লাগিল। (২৮) সে যাহা হউক। সেই নৃসিংহ স্বীয় নখাঙ্কুর দ্বারা দৈত্যপতির হৃৎপদ্ম উৎপাটন করিয়া পরে তাহার যে সকল অনুচর শস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইতেছিল তাহাদিগকে এবং তাহাদের পক্ষপাতি অন্যান্য সহস্র২ অসুরকে নখরাঘাতে নিহত করিলেন। হে ভারত! তৎকালে ভগবান বহু২ বাহুদণ্ড বাহির করিয়াছিলেন এবং সমস্ত হস্তেতেই নখর রূপ প্রখর অস্ত্র দেদীপ্যমান ছিল। (২৯)

হে রাজন্! ভগবান নৃসিংহ দৈত্য বধার্থ ব্যগ্র হইয়া ভয়ঙ্কর আড়ম্বর করিয়াছিলেন, মেঘ সকল তাঁহার জটা স্পর্শে প্রকম্পিত হইয়া বিশীর্ণ, গ্রহগণের জ্যোতি তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা তিরস্কৃত, এবং সাগর সকল নিশ্বাস পবনে আহত হইয়া ক্ষুভিত হইয়াছিল। আর দিগ্‌হস্তি সকল নির্হ্রাদ শব্দে ভীত হইয়া কাতর ধ্বনি করিতেছিল। (৩০) অপর তাঁহার জটা দ্বারা বিমান সকল এ রূপে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল যে স্বর্গপুরী যেন বিমান সঙ্কুলা হইয়া স্ব স্থান হইতে ঊর্দ্ধে যাইতেছিল! আর পৃথ্বী যেন তাঁহার পাদাঘাতে পীড়িতা হইয়া স্বস্থান হইতে বিচলিত, ও পর্ব্বত সকল তদীয় বেগে যেন উৎপতিত আর আকাশ এবং দিক্ সকল যেন তাঁহার তেজে দীপ্তিশূন্য হইবার উপক্রম হইতেছিল। (৩১)

সে যাহা হউক। নৃসিংহ রূপী ভগবান্ ঐ প্রকারে অনুচরগণ সহ হিরণ্যকশিপুর বধ করিয়া পরে আপনার ভৃত্যের ঐশ্বর্য্য আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ করত কৌতুহলে সেই অত্যুত্তম নৃপাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু ভয় প্রযুক্ত কেহই তাঁহার নিকটে গিয়া রাজবৎ সেবা করিতে সমর্থ হইল না, কারণ যদিও তিনি আপনার প্রতিযোদ্ধা দেখিতে পান নাই তথাচ কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছিলেন, আর তাঁহার তেজঃপূর্ণ বদন অতিশয় ভীষণ হইয়া ছিল। (৩২)

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু লোক ত্রয়ের শিরঃপীড়া স্বরূপ দুঃসহ ছিল, সমরে নৃসিংহ হস্তে তাহার নিধন শ্রবণ করিয়া হর্ষাবেগে দেবাঙ্গনাদিগের বদন প্রফুল্ল হইল। তাঁহারা সকলে বারম্বার তাঁহার উপরে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৩৩)

হে রাজন্! ঐ সময়ে দর্শনাভিলাষি স্বর্গবাসি দেবগণের বিমান সমূহে গগণমণ্ডল অতিশয় সঙ্কুল হইল। দেবতারা দুন্দুভি ও পটহ বাদ্য করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ সংগীত আরম্ভ করিল। অপ্সরা সকল আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। আর ব্রহ্মা ইন্দ্র গিরিশ প্রভৃতি প্রধান২ বিবুধগণ তথা ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধসঙ্ঘ, বিদ্যাধরনিকর এবং মহা২ উরগসমূহ (৩৪) তথা মনুগণ, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্ব্ব-অপ্সরা-চারণ-যক্ষ-কিংপুরুষ-বেতাল-কিন্নর, এবং সুনন্দ কুমুদ প্রভৃতি সমস্ত বিষ্ণুপার্ষদ (৩৫) ইঁহারা সকলে সেই সভায় গমন করিলেন এবং স্ব২ মস্তকে অঞ্জলিপুট বন্ধন করিয়া সিংহা-

সনাধ্যাসীন তীব্রতেজঃসমন্বিত সেই নৃসিংহের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া পৃথক২ স্তব করিতে লাগিলেন। (৩৬)

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবান্ অনন্তকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি তাঁহার চরণে প্রণত হই। তাঁহার শক্তি অতিশয় দুরন্ত, প্রভাব অত্যর্থ বিচিত্র, এবং কর্ম্ম সকল পরম পবিত্র। তিনি অবলীলাক্রমে গুণ দ্বারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, পরন্তু এ প্রকার হইয়াও স্বয়ং অপ্রচ্যুত স্বরূপ। (৩৭)

রুদ্র কহিলেন ভগবন্! সহস্রযুগান্ত আপনকার কোপকাল, এখন এই ক্ষুদ্র অসুর নিহত হইল, এ আপনকার কোপের সময় নহে। যদিস্যাৎ ভক্তের রক্ষণার্থ অকালে এই কোপ হইয়া থাকে তবে এক্ষণে কোপ সংহার করিয়া এই উপদ্রবগ্রস্ত সন্তানকে রক্ষা করুন। হে ভক্তবৎসল! এ ব্যক্তি আপনকার পরম ভক্ত। (৩৮)

ইন্দ্র কহিলেন! হে পরম! আমাদের যজ্ঞভাগ সকল দৈত্যগণ হরণ করিয়া লইয়াছিল আপনি আমাদিগকে রক্ষা করত সে সকল পুনরায় প্রত্যানয়ন করিলেন। প্রভো! ঐ সকল ভাগ আপনকারই, যেহেতু আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, আপনিই যজ্ঞ ভোক্তা। অপর হে বিভো! আমাদের এই হৃদয়কমল, যাহা আপনকার গৃহ স্বরূপ, এত দিন পর্য্যন্ত ভয়হেতুত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বদা স্মৃতিপথস্থ দৈত্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, সংপ্রতি ভয়াপকরণ দ্বারা আপনি ইহাকে বিকাশান্বিত করিলেন। হে নরসিংহ! আপনকার এই উদ্যম আমাদিগের ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য সাধনার্থ বলিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই না, কারণ ঐ ঐশ্বর্য্য কালগ্রস্ত হইয়াছিল, যে সকল ব্যক্তি আপনকার শুশ্রূষা করে তাহাদের পক্ষে ঐ ঐশ্বর্য্য কিয়ৎপদার্থ, তাহারা মুক্তিকেও বহু জ্ঞান করে না, অপর পদার্থের কথা কি? অতএব যজ্ঞভাগ লাভ আমাদের পুরুষার্থ নহে, আপনকার পরিচর্য্যা লাভই আমাদের পুরুষার্থ, আপনকার এই কোপ প্রকাশে সেই কার্য্য সাধন হইয়াছে, এক্ষণে এই ক্রোধ সংহার করুন। (৩৯)

ঋষিগণ বলিলেন হে আদিপুরুষ! আপনি আমাদিগকে আপনকার প্রভাব রূপ যে পরম তপঃ বলিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা আপনি আপনাতে বিলীন এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন সেই তপ এই দৈত্য কর্ত্তৃক কুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছিল। হে শরণ্যপালক! রক্ষণার্থ গৃহীত এই শরীর দ্বারা আপনি পুনরায় "তপস্যা কর" বলিয়া আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন, এক্ষণে তাহা পুনরায় বিস্তীর্ণ হইবেক, আপনাকে নমস্কার করি। (৪০)

পিতৃলোকেরা কহিলেন পুত্রগণ আমাদিগকে শ্রদ্ধাযুক্ত পিণ্ডাদি দান করিলে যে দুরাত্মা আপনি অধিকার করিয়া ঐ সকল পিণ্ডাদি ভোজন করিত এবং তীর্থ স্নান সময়ে তিলোদক দান করিলে স্বয়ং তাহা পান করিত, প্রখর নখর দ্বারা তদীয় উদর বিদারণ পূর্ব্বক যিনি ঐ সকল পুনরায় আহরণ করিয়াদিলেন সেই এই নৃহরি শ্রাদ্ধোদ্ধার দ্বারা আমাদের পরমোপকারী এবং অমল ধর্ম্মের রক্ষক, ইহাঁকে আমরা নমস্কার করি। (৪১)

সিদ্ধগণ কহিলেন হে নৃসিংহ! আমাদের যোগসিদ্ধা অণিমাদি সিদ্ধি যে দুরাত্মা স্বীয় যোগ ও তপস্যার বলে হরণ করিয়াছিল অনেক দর্পে দর্পিত সেই দুষ্টকে আপনি নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া আমাদিগের সেই সিদ্ধি পুনরুদ্ধৃতা করিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। (৪২)

বিদ্যাধরেরা বলিলেন আমরা পৃথক২ ধারণা দ্বারা অন্তর্ধানাদি রূপা বিদ্যা সম্প্রাপ্ত

হইয়াছিলাম, যে মূঢ় দৈত্য বলবীর্য্যদৃপ্ত হইয়া সেই বিদ্যা নিষেধ করিয়াছিল, তাহাকে যিনি যুদ্ধে পশুবৎ নিহত করিলেন সেই মায়া নৃসিংহকে নিত্য প্রণাম করি। (৪৩)

নাগগণ বলিলেন যে পাপাত্মা আমাদের ফণাস্থিত রত্ন তথা উত্তমোত্তম স্ত্রীগণকে বলে হরণ করিয়াছিল তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া যিনি ঐ সকল স্ত্রীকে আনন্দ প্রদান করিলেন আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। (৪৪)

অনন্তর নৃসিংহ মনুগণের প্রতি অবলোকন করিলে তাঁহারা স্ব২ মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন ভগবন্! আমরা মনু, আপনকার আজ্ঞাকারী, দুরাত্মা দৈত্য আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মমর্য্যাদা উচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, আপনি ঐ খলকে সংহার করিয়া পুনরায় ধর্ম্মসেতু স্থাপন করিলেন। প্রভো! আমরা কিঙ্কর, কি করিব, আদেশ করুন। (৪৫)

পরে প্রজাপতিদিগের প্রতি নেত্রপাত করিলে তাঁহারা কহিলেন হে পরেশ! আমরা আপনকার সৃষ্ট প্রজাপতি, যে দুরাত্মা দৈত্য নিষেধ করাতে আমরা এত কাল প্রজা সৃষ্টি করিতে পারি নাই সংপ্রতি সেই এই দুষ্ট আপনকার নখরে বিদারিত-হৃদয় হইল, অসংশয় অসুবিহীন হইয়া শয়ন করিতেছে। হে ভগবন্! অতঃপর আমরা নির্বিঘ্নে প্রজা সৃজন করিতে পারিব। প্রভো! না হইবেক কেন? আপনি সত্ত্বমূর্ত্তি, আপনকার এই অবতার জগতের মঙ্গল স্বরূপ। (৪৬)

গন্ধর্ব্বগণ বলিলেন বিভো! আমরা আপনকার নট এবং নৃত্যকালীন গায়ক, যে দুরাত্মা দৈত্য শৌর্য্য ও শক্তি দ্বারা প্রভাবশালী হইয়া আমাদিগকে নিজাধীন করিয়াছিল আপনি তাহাকে সংপ্রতি এই দশা প্রাপ্ত করাইলেন। ভগবন্! ঐ দুরাত্মার এই দশাই উচিত, কেননা উৎপথবর্ত্তী কোন্ ব্যক্তি কুশলী হইয়া থাকে? (৪৭)

চারণগণ কহিলেন হরে! আপনকার এই চরণকমল সংসারনিবারক, আমরা ইহার আশ্রয় লইলাম কারণ এই দুরাত্মা সাধুগণের হৃদয়ে ভয়জনক হইয়া অবস্থিতি করিত, আপনি এ অসুরকে অন্ত প্রাপ্ত করাইলেন। (৪৮)

যক্ষগণ কহিলেন প্রভো! আমরা মনোজ্ঞ কর্ম্ম দ্বারা আপনকার অনুচরগণ মধ্যে প্রধান ছিলাম, এই দিতিতনয় আমাদিগকে বলে স্বীয় বাহক করিয়াছিল। হে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নিয়ামক ভগবন্, ঐ দুরাত্মা হইতে লোকের যে পরিতাপ হইতেছিল আপনি তাহা অবগত হইয়া এই নৃসিংহরূপে তাহাকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত করাইলেন, এক্ষণে আমাদের বাহকত্ব এবং পরিতাপ দূরীভূত হইল, আমরা আপনাকে নমস্কার করি। (৪৯)

কিম্পুরুষেরা কহিলেন প্রভো! আমরা কিম্পুরুষ তুচ্ছপ্রাণী, আপনি মহাপুরুষ ঈশ্বর, আমরা আপনকার স্তব কি করিব? এই যে দৈত্য বিনাশিত হইল, এ সাধুগণ কর্ত্তৃক ধিক্‌কৃত হইয়াছিল এবং কুৎসিত পুরুষ ছিল, ইহার বিনাশে আপনকার প্রশংসা কি? (৫০)

বৈতালিকেরা কহিল ভগবন্! সভাতে এবং যজ্ঞস্থলে আপনকার অমল যশঃ গান করিয়া আমরা মহতী পূজা লাভ করিতাম, যে দুর্জ্জন দৈত্য আমাদের ঐ পূজা আপনার আয়ত্ত করিয়াছিল ভাগ্যক্রমে আময়ের ন্যায় সেই ব্যক্তি এই আপনা-কর্ত্তৃক নিহত হইল, এক্ষণে আমরা পূর্ব্ববৎ সপর্য্যা লাভ করিতে পারিব। (৫১)

কিন্নরেরা কহিল হে ঈশ! আমরা আপনকার অনুগ কিন্নর, এই যে দৈত্য আমাদিগকে ধরিয়া নিরন্তর বিনাবেতনে কর্ম্ম করাইয়া লইত, সেই এই পাপ আপনা

কর্ত্তৃক অবসাদিত হইল। হে নরসিংহ! হে নাথ! আপনি অতঃপর আমাদিগের সমৃদ্ধি নিমিত্ত হউন। (৫২)

বিষ্ণুপার্ষদগণ কহিলেন ভগবন্! আপনি আমাদিগের আশ্রয়দাতা, আপনকার এই নরসিংহ রূপ সকলের মঙ্গল স্বরূপ, এই অদ্ভুত রূপ আমরা অদ্যই দর্শন করিলাম, ইতিপূর্ব্বে কখন দেখি নাই। হে ঈশ! এই দৈত্য আপনকার সেই ভৃত্য যে বিপ্রশাপগ্রস্ত হইয়া ছিল, অতএব ইহার এ নিধন অনুগ্রহার্থই বোধ হইতেছে। (৫৩)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

নরসিংহের কোপোপশমনার্থ ব্রহ্মার নিয়োগে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

নারদ কহিলেন হে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষ্যাদি সকলে দূরে থাকিয়াই সেই নৃসিংহের উক্ত প্রকারে স্তব করিলেন, সমীপে গমন করিতে তাঁহাদের কাহারো সামর্থ্য হইল না, কারণ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হওয়াতে দুর্গম্য হইয়া ছিলেন। (১)

দেবতারা স্বয়ং নিকট গমনে অশক্ত হইয়া প্রথমে শ্রীকে পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু তদ্রূপ রূপ পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট অথবা শ্রুত না হওয়াতে ঐ মহৎ আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে শ্রীরও সাতিশয় ভয় জন্মিল তাহাতে তিনিও ঐ নরসিংহের নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না। (২) তদনন্তর ব্রহ্মা নিকটে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদকে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন হে তাত! এই প্রভু নৃসিংহ তোমার পিতার প্রতি কুপিত হইয়াছেন, তুমি সমীপে গিয়া ইহাঁর রোষ শান্তি কর।

হে রাজন্! মহাভাগবত প্রহ্লাদ ব্রহ্মার ঐ কথায় "তাহাই করিতেছি" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সমীপে গমন করিলেন এবং অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক ভূতলে প্রণত হইয়া পড়িলেন। (৩) বালককে পাদমূলে পতিত দেখিবা মাত্র নৃসিংহদেবের হৃদয় করুণাপূর্ণ হইল, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উত্থাপন পূর্ব্বক প্রহ্লাদের শিরোদেশে আপনার করকমল অর্পণ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! ঐ শিশু সামান্য শিশু নহেন, যে সকল ব্যক্তির চিত্ত কালরূপ সর্প ভয়ে ভীত, ঐ শিশু হইতে তাহাদের অভয় হইয়া থাকে। (৪) সে যাহা হউক। ভগবান নৃহরি স্বীয় কর দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র প্রহ্লাদের সমস্ত অশুভ দূরীভূত হইয়া গেল এবং সেই ক্ষণেতেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশমান হইল। অতএব তিনি নিবৃত হইয়া হৃদয় মধ্যে ভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় প্রেমার্দ্র এবং লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। (৫) অনন্তর একাগ্র মনে সুন্দর রূপ সমাহিত হইয়া প্রেমগদ্গদ বচনে ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। হে কুন্তীনন্দন! প্রহ্লাদকে যে সুন্দর রূপে সমাধিস্থ বলিলাম তৎ কারণ এই, তাঁহার হৃদয় ও দৃষ্টি ভগবানের প্রতিই ন্যস্ত হইয়া ছিল। (৬)

ব্রহ্মার কথায় প্রহ্লাদ ভগবানের স্তুত্যর্থ কহিলেন অহো! ব্রহ্মাদি দেবগণ মননশীল এবং জ্ঞানী, তাঁহাদের মতি সত্ত্বগুণেই একতান, তাঁহারা এতাদৃশ হইয়াও বাক্য প্রবাহ ও বহু২ গুণ দ্বারাও যাঁহার আরাধনা করিতে শক্ত হয়েন নাই সেই হরি আমার স্তবে কি প্রকারে তুষ্ট হইবেন? আমি ঘোর অসুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি,

হরিতোষণে আমার যোগ্যতা কোথায়? । (৭) কিন্তু আমার অনুমান হয় সম্পত্তি, সৎকুলজন্ম, শারীরিক সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়পটুত্ব, কান্তি, প্রতাপ, দৈহিক বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা, তথা অষ্টাঙ্গ যোগ, এ সকল গুণও সেই পরম পুরুষের আরাধনার্থ সমর্থ নহে যেহেতু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে সেই ভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। (৮) অপর আমার বোধ হয় দ্বাদশগুণে * ভূষিত যে বিপ্র, তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবানের পদারবিন্দে বিমুখ হন তবে তাঁহা হইতে সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যাহার মনঃ বাক্য কর্ম্ম ধন এবং প্রাণ ভগবানেই অর্পিত। কারণ ঐ প্রকার চণ্ডাল সকল কুল পবিত্র করিতে পারে ভূরি গর্ব্বে গর্ব্বিত উক্ত রূপ বিপ্রের আত্ম পবিত্রীকরণেও ক্ষমতা হয় না। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্ব্বার্থই হইয়া থাকে, আত্ম শোধনার্থ হয় না, সুতরাং সে চণ্ডালাপেক্ষাও হীন। (৯) আর ভগবান্ হরি সদা নিজ লাভে পূর্ণ, তিনি আপনার নিমিত্ত অবিদ্বান্ ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পূজা গ্রহণ করেন না, দয়া স্বভাব প্রযুক্ত ঐ সকল ব্যক্তির হিতার্থই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যেহেতু যেমন আপনার মুখে তিলকাদি শ্রী রচিত হইলেই প্রতিবিম্বের শোভা হইয়া থাকে সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বে ঐ শ্রী করিতে পারা যায় না তাহার ন্যায়, লোকেরা ভগবানের প্রতি যে ধনাদি দ্বারা সম্মান বিধান করে তাহা তাহাদের আপনার নিমিত্তই হয়। (১০)

অতএব আমি যদিও নীচ তথাচ শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে ভগবান্ ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন করি। ভগবানের মহিমা বর্ণন করিলে অবিদ্যাবশতঃ সংসারপ্রবিষ্ট পুরুষও পবিত্রীভূত হয় ইহাতে যদিও আমি অজ্ঞ, তথাচ তাঁহার স্তুতি করিয়া শুদ্ধ হইতে পারিব। (১১) হে ঈশ! এই সকল ব্রহ্মাদি দেবতা ভীত হইতেছেন, ইহাঁরা সত্ত্বমূর্ত্তি যে আপনি, আপনকার আজ্ঞাকারী অতএব সকলেই আপনকার শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত, আমাদের অসুরজাতির ন্যায় বৈরভাবে ভক্ত নহেন। প্রভো! আপনকার মনোহর অবতার দ্বারা এই প্রকার বিবিধ ক্রীড়া কেবল এই বিশ্বের কুশলার্থ, অথবা আত্মসুখার্থ। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে বিশ্বের মঙ্গলাদি প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই আপনি এই লীলা করিতেছেন, ইহা ভয়োৎপাদনার্থ নহে। (১২) অতএব হে ভগবন্! এই সকল দেবতার ভয় পরিহার নিমিত্ত কোপ সংহার করিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! যদর্থ আপনকার মন্যু হইয়াছিল সাধুজনের সন্তোষ প্রদান করিয়া সেই এই অসুরকে আপনি সংহার করিলেন, অতঃপর আর ক্রোধে কার্য্য কি? এই রোষ সংযম করুন, সাধুজনের আনন্দ হউক। ভগবন্! অন্যের প্রাণহিংসায় সাধুজনের আমোদ অসম্ভব এমত মনে করিবেন না, বৃশ্চিক সর্প প্রভৃতি যে সকল প্রাণী পরের উপদ্রবকারী, অন্য হইতেও তাহাদের হত্যা দেখিলে, "তাহাদেরই ভদ্র হইল" ইহা বিবেচনা করিয়া সাধুজনেরাও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রভো! এক্ষণে সকল লোক নির্বৃত হইয়া আপনকার ক্রোধ শান্তি প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে নৃসিংহ! লোকেরা ভয় নিবৃত্ত্যর্থ আপনকার এই রূপের সদাই স্মরণ করিবেক অর্থাৎ আপনকার এই রূপ স্মরণ করিলেই সকলের ভয় নিবৃত্তি হইবে, অতএব আর ক্রোধ ধারণের প্রয়োজন নাই। (১৩) হে অজিত! যদিও আপনকার এই শরীর, এই বদন, এই সূর্য্যসদৃশ নয়ন, এই ভ্রূকুটী এবং দংষ্ট্রা অতি ভয়ানক আর

---

* দ্বাদশগুণ সম্পত্তি, সৎকুলজন্ম ইত্যাদি। অথবা মহাভারতে লিখিত সনৎসুজাতোক্ত দ্বাদশ ধর্ম্ম। যথা,—ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শ্রুত।

এই অন্ত্রময়ী মালা তথা কর্ণ দ্বয় ও কেশর শোণিতাক্ত হইয়া উন্নত হইয়া আছে অপর যদিও আপনকার গর্জ্জনে দিগ্‌গজ সকল ভীত হইয়া পলাইতেছে এবং এই শরীরের নখাগ্র দ্বারা শত্রুর হৃদয় নির্ভিন্ন হইল তথাপি এরূপ হইতে আমার ভয় হয় না। (১৪) উগ্র সংসারচক্রে যে দুঃখ, তাহা হইতেই আমি ত্রস্ত হইতেছি কারণ স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ঐ সংসারচক্রে হিংস্রজন্তুমধ্যে বদ্ধ হইয়া নিক্ষিপ্ত রহিয়াছি। হে কৃপণবৎসল! হে উশত্তম! আপনি কবে প্রীত হইয়া অপবর্গ স্বরূপ রক্ষক যে আপনকার চরণমূল, তাহাতে আমাকে আহ্বান করিবেন? (১৫)

হে দেব! আমি সকল যোনিতেই প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ দেখিয়া শোকানলে সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি। ভগবন্, ঐ বিষয়ে যে দুঃখ প্রাপ্ত হই তাহার প্রতীকার করিতে আমার ইচ্ছা হয় না, যেহেতু দুঃখের প্রতীকারও দুঃখ। হে বিভো! আমি এই রূপে দেহাদিতে অহং বুদ্ধি করিয়া আত্মাভিমানে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার নিস্তারার্থ আপনকার দাস্যযোগ বলিতে আজ্ঞা হউক। (১৬) হে নৃসিংহ! আমি আপনকার দাস হইলে প্রিয় পরম সুহৃদ্ ও পরদেবতা যে আপনি, আপনকার লীলা কথা উচ্চারণ করত সুমহৎ দুঃখ সকলও গণ্য করিব না, কারণ তৎকালে আপনকার পদযুগলই যাঁহাদের আলয়, সেই সকল ভক্ত স্বরূপ যে সমস্ত হংস অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ হওয়াতে রাগাদি হইতে বিশেষ রূপে পরিত্রাণ পাইব। প্রভো! আপনকার লীলা কথা অবগত হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইবেক না, ব্রহ্মা ঐ সকল কথা গান করিয়াছিলেন তাহাতে তাহা সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে। (১৭) হে নৃসিংহ! দুঃখসন্তপ্ত ব্যক্তির তৎপ্রতীকারোপায় লোকে যাহা প্রসিদ্ধ আছে আপনকার উপেক্ষিত দেহিদিগের পক্ষে তাহা ক্ষণিকমাত্র, আত্যন্তিক নহে, ইহার সাক্ষী দেখুন, কখনং পিতা মাতাও বালকের রক্ষক হইতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক যত্নে পাল্যমান বালকেরও কদাচিৎ দুঃখ হয়, কখন বা পিতা মতা হইতেই বালকের প্রাণ বধ হইয়া থাকে। এই রূপ ঔষধও রোগার্ত্তের রক্ষক নহে, যেহেতু ঔষধ সেবন করিয়াও অনেকের মৃত্যু হইতে দেখা যায়। তথা সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির নৌকাও শরণ হয় না কারণ তরণী সহিত অনেকের জল মজ্জন দৃষ্ট হইয়া থাকে। (১৮) ভগবন্! পৃথকং স্বভাববিশিষ্ট অপর কর্ত্তা পিত্রাদি অথবা পরকর্ত্তা ব্রহ্মাদি যাহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হইতে, যে কালে, যে হেতুতে, যাহার সম্বন্ধে, যে অপাদান হইতে, যাহার নিমিত্ত, যে প্রকারে, যেং অভীপ্সিত বিষয় উৎপন্ন করেন অথবা রূপান্তর পাওয়ান্, সে সকলই আপনকার স্বরূপ। (১৯) হে ঈশ! কালবশতঃ মায়ার গুণক্ষোভ হইলে ঐ মায়া আপনকার অংশ যে পুরুষ, তাহার লক্ষণরূপ অনুগ্রহে মনঃপ্রধান লিঙ্গ শরীর সৃজন করেন। ঐ মনঃ কর্ত্তৃস্বরূপ, দুর্জ্জয়, বেদোক্ত কর্ম্মময়, তাহাতেই জীবের অবিদ্যা তদ্ভোগার্থ ষোড়শ বিকার অর্পণ করিয়াছেন। হে অচ্যুত! এবম্বিধ সংসারচক্ররূপ মনঃ আপনা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আপনা হইতে পৃথক থাকিয়া এবং আপনাকে ভজনা না করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিবে? (২০)

হে ভগবন্! যিনি চিৎশক্তি দ্বারা বুদ্ধির গুণসকলকে নিত্য জয় করিয়াছেন আপনি সেই পুরুষ। অপর যেহেতু আপনি কালস্বরূপ অতএব কার্য্য ও কারণ সকলের শক্তি আপনকার বশীভূত। হে ঈশ্বর! আমি এই ষোড়শার চক্রে মায়া কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত

হওয়াতে ইক্ষুদণ্ডবৎ নিষ্পীড়িত হইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এ স্থান হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক সমীপে গ্রহণ করুন। (২১) বিভো! লোকপালদিগের ঐশ্বর্য্যে অথবা পৈতৃক রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই, লোকেরা স্বর্গে অখিল লোকপালের যে যে আয়ু সম্পদ্ এবং উদ্ভব প্রভৃতি অভিলাষ করিয়া থাকে আমি সে সকলের তত্ত্ব বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করিয়াছি, আমার পিতার কোপ হাস্য এবং বিকৃত ভ্রূভঙ্গি-মাত্রে অনেকের ঐ সকল বিধ্বস্ত হইয়াছিল। প্রভো! আমার পিতারই প্রভাব প্রশংসনীয় হউক, তিনিও আপনকার নিকট পরাভূত হইলেন। (২২) অতএব শরীরিদিগের ঐ সকল ভোগের পরিণামে যাহা হয় আমি তাহা বিলক্ষণ জানি, এই নিমিত্ত আয়ু অথবা স্ত্রী, কিম্বা বিভব অথবা ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় কিছুই বাঞ্ছা করি না, অণিমাদি সিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নাই কারণ স্পষ্ট দেখিতেছি মহা বিক্রমশালী কালরূপী আপনা কর্ত্তৃক ঐ সকলও বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবন্! অবশেষে আমি এইমাত্র প্রার্থনা করি আপনকার ভৃত্যবর্গ সমীপে আমাকে নীত করুন। (২৩)

ভগবন্! শ্রেয়ঃ সকল শ্রবণমাত্রেই সুখজনক, বস্তুতঃ ঐ সকল মৃগতৃষ্ণার ন্যায় মিথ্যা, অতএব সে সকল কোথায় এবং অশেষ রোগের উদ্ভব স্থান যে এই কলেবর ইহাই বা কোথায়? প্রভো যদিও এ বিষয় সকলেরই বিলক্ষণ অবগত আছে তথাপি সকলে যে বিরক্ত হয় না তাহার কারণ এই, তাহারা মধুতুল্য সুখলব দুষ্প্রাপ্য হইলেও তদ্দ্বারাই স্ব২ অভিলাষ রূপ অনল শান্তি করিতে ব্যগ্র। অর্থাৎ অভিলাষানল শমনার্থ ব্যগ্রতাবশতঃ তাহাদের নির্ব্বেদেও অবকাশ হয় না। (২৪) আমার যে নির্ব্বেদ জন্মিল ইহার কারণ আপনকার অনুকম্পা, কিন্তু আমিও ইহার উপযুক্ত পাত্র নহি। হে ঈশ! রজোগুণ হইতে যাহার উৎপত্তি এবং তমোগুণই যাহাতে প্রচুর, তাদৃশ যে অসুরকুল তাহাতে উৎপন্ন আমিই বা কোথায় এবং আপনকার এই অনুকম্পাই বা কোথায়? ভগবন্! ব্রহ্মাদির মস্তকে পদ্মবৎ সকল সন্তাপহারী আপনকার প্রসাদরূপ যে কর অর্পিত হয় নাই এই অনুকম্পায় তাহা আমার মস্তকে অর্পিত হইল। (২৫) প্রভো, আপনি জগতের আত্মা এবং সুহৃদ্, এ কারণ প্রাকৃত জন্তুর যদ্রূপ "ইহারা ব্রহ্মাদি উত্তম, এ অসুর নীচ" ইত্যাকার উত্তমাধম বুদ্ধি হইয়া থাকে আপনকার তদ্রূপ পরাপর বুদ্ধি নাই সুতরাং আমার প্রতি আপনকার এই অনুকম্পা হওয়া বিচিত্র নহে। পরন্তু সম্যক প্রকার সেবা দ্বারা কল্পবৃক্ষের ন্যায় আপনকার প্রসাদ হয় এবং যে যেমন সেবা করে, তাহার তদনুসারে ধর্ম্মাদির উদয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ যেমন সেবকেরই সঙ্কল্পানুসারে ফল দান করে, কাহারো প্রতি বিষম হয় না, তেমনি সেবাই আপনকার প্রসন্নতার কারণ, উত্তমত্ব অথবা অধমত্ব তাহার কারণ নহে। (২৬)

ভগবন্! সর্ব্বতোভাবে কামার্থ অভিলাষী হইয়া লোকে জন্ম রূপ সর্প যুক্ত সংসার কূপে পতিত হইতেছে আমিও তৎপ্রসঙ্গে পতিত হইতেছিলাম এক্ষণে যেমন আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ নিজাধীন করিয়া এই রূপ অনুকম্পা করিয়াছিলেন। ভগবন্, আমি এই রূপে অনুগৃহীত হওয়াতে আপনকার ভৃত্যসেবা পরিত্যাগ করিতে পারি, অতএব আমাকে নিজভৃত্য পার্শ্বে নীত করুন। (২৭)

হে অনন্ত! আমার এই যে প্রাণ রক্ষা এবং আমাকে বধ করিতে উদ্যত আমার

পিতার যে এই প্রাণবধ, এতদুভয় কেবল আপনকার নিজ ভৃত্য ঋষির বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কেননা আমার পিতা হিরণ্যকশিপু অযুক্ত কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "আমা ব্যতিরিক্ত অন্য ঈশ্বর আছে বলিতেছিস্, যদি থাকে, তোকে রক্ষা করুক, এই আমি তোর্ শিরশ্ছেদন করি", (২৮) প্রভো! পক্ষপাত পূর্ব্বক এই রূপে ভৃত্য রক্ষা এবং দৈত্য হত্যা করা আপনকার স্বাভাবিক নহে, উহা মায়াগুণের উপাধিমাত্র, কারণ এই অখিল জগৎ এক আপনকারই স্বরূপ, যেহেতু ইহার প্রথমে ও চরমে আপনিই বিরাগ করেন অর্থাৎ কারণত্ব ও অবধিত্ব রূপে বর্ত্তমান থাকেন অতএব মধ্যেতেও আপনিই বর্ত্তমান। হে ঈশ! আপনি নিজ মায়া দ্বারা গুণ পরিণাম স্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন সুতরাং সেই সকল গুণের কারণ নানা রূপে অর্থাৎ কখন রক্ষক কখন বা হন্তা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। (২৯) হে ঈশ! আপনিই এই সৎ ও অসৎ জগৎ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণাত্মক এই জগৎ আপনা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু আপনি ইহা হইতে ভিন্ন, যেহেতু প্রথমে ও শেষে পৃথক অবস্থান করেন। অতএব "এ আত্মীয়, এ পর" এই যে বুদ্ধি, তাহা মিথ্যা মায়া মাত্র। প্রভো! এই জগতের যে প্রকাশ ও সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ, ইহা বীজ ও বৃক্ষের পৃথ্বী ও ভূত সূক্ষ্মের ন্যায়। অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ পৃথ্বীময় বীজ মাত্র এবং সেই বীজ যদ্রূপ ভূত সূক্ষ্ম মাত্র তেমনি কার্য্য কারণাত্মক সকল জগৎ, পরম কারণ যে আপনি, আপনকারই স্বরূপ। (৩০) ভগবন্! আপনি এই জগৎ আপনার দ্বারাই আপনাতে নিক্ষেপ করিয়া নিজসুখ অনুভব করত নিষ্ক্রিয় হইয়া প্রলয়োদক মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। প্রভো! যোগ দ্বারা আপনকার নয়ন দ্বয় নিমীলিত এবং স্বরূপ প্রকাশে নিদ্রা নিপীতা হয় অতএব জীবের তুল্য আপনকার তমোবৃত্তিরূপা নিদ্রা নাই। আর আপনি অবস্থাত্রয়াতিরিক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত, এ কারণ সুষুপ্তের ন্যায় তমোযোগ করেন না এবং জাগ্রৎ স্বপ্নের তুল্য বিষয় সকলও আপনকার দৃষ্টিগোচর হয় না। (৩১) ভগবন্! যে আপনি প্রলয়কালীন সমুদ্রজলে শয়ন করেন এই জগৎ সেই আপনকার স্বরূপ, অন্য কাহারো স্বরূপ নহে। প্রভো! স্বীয় কাল শক্তি দ্বারা প্রকৃতির ধর্ম্ম সত্ত্বাদিকে আপনিই প্রেরণ করিয়া থাকেন। হে ঈশ! শেষ রূপ শয়নে সমাধি হইতে বিরত হইবার সময় আপনকার নাভিসকাশাৎ একার্ণবোদকে একটী যে মহাপদ্ম হইয়াছিল তাহা আপনাতেই গূঢ় থাকে। প্রভো! সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে যদ্রূপ মহা বটবৃক্ষ হয় তাহার ন্যায় ঐ পদ্ম হইতে এই সমস্ত লোক হইয়াছে। (৩২) হে ঈশ! সেই পদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মা তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দেখিতে না পান্ নাই। যদিও উপাদানকারণরূপী আপনি তাঁহার দেহে ব্যাপ্ত ছিলেন তথাচ আপনাকেও জানিতে পারেন নাই, শত বৎসর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছিলেন। ভগবন্! ব্রহ্মা কি প্রকারে জানিবেন অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে কি কখন বীজ দৃষ্ট হয়? (৩৩) পরন্তু আপনকার উপাসনায় কি না হয়? পরে সেই ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া সেই পদ্ম আশ্রয় করত বহু কাল তীব্র তপস্যা করিলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া; যদ্রূপ ভূমিতে সূক্ষ্ম গন্ধ বিতত তাহার ন্যায়, ভূত ইন্দ্রিয় ও মায়াময় আত্মায় সন্মাত্ররূপে বর্ত্তমান আপনাকে দেখিতে পান। (৩৪) তৎ কালে আপনকার সহস্র বদন, সহস্র চরণ, সহস্র মস্তক, সহস্র হস্ত, সহস্র ঊরু, সহস্র নাসিকা, সহস্র কর্ণ এবং সহস্র নয়ন হইয়াছিল, আর আপনি সহস্র২ আভরণ ও সহস্র২ অস্ত্রে স ন্ধ হইয়া ছিলেন, পরন্তু আপনকার ঐ রূপ মায়া প্রধান, যেহেতু পাতালাদি

প্রপঞ্চ দ্বারা পদাদি রচনা হইয়াছিল। হে মহাপুরুষ! আপনকার ঐ রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার সুমহৎ হর্ষ হয়। (৩৫) হে ভগবন্! তৎকালে ঐ রূপে আপনি ব্রহ্মার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ করেন কেননা হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেদদ্রোহি বরোন্মত্ত মধু-কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের বধ করিয়া তাঁহাকে শ্রুতিগুণ এবং রজ স্তমঃ সমর্পণ করেন। প্রভো! ঋষিরা বলেন সত্ত্বগুণ আপনকার প্রিয়তম তনু। (৩৬) হে মহাপুরুষ! আপনি এই প্রকারে মনুষ্য তির্য্যক্ ঋষি দেব মৎস্য ইত্যাদি অবতার দ্বারা লোক সকলের পালন এবং যে সমস্ত ব্যক্তি জগতের প্রতিকূল, তাহাদিগের বিনাশ আর যুগে যুগে যে ধর্ম্ম অনুবৃত্ত, তাহার পরিরক্ষা করেন কিন্তু কলিযুগে আপনি ছন্ন হইয়াছিলেন এ কারণ ঐ যুগে ঐ সকল করেন নাই ফলতঃ আপনি তিন যুগে আবির্ভূত হয়েন অতএব ত্রিযুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (৩৭)

হে বিকুণ্ঠনাথ! আমার এই মনঃ অধর্ম্মে দূষিত, সদাই বহির্মুখ প্রবৃত্ত, দুর্দ্ধর্ষ, কামে আতুর, অতএব হর্ষ শোক ভয় তথা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখে পীড়িত হইয়াও আপনকার কথায় প্রীত হয় না। প্রভো! এতাদৃশ মনঃ সত্ত্বে আমি দীন, কি প্রকারে আপনকার তত্ত্ব বিচার করিব? (৩৮) অপর হে অচ্যুত! জিহ্বা অতৃপ্তা হইয়া এক দিকে অর্থাৎ যে দিকে মধুরাদি রস সেই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এই রূপ শিশ্ন অন্য দিকে, ত্বক্ আর এক দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অপর উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া সদ্যই যে কোন প্রকার আহারের প্রতি এবং শ্রবণ ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন২ বিষয়ের দিকে তথা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল কোন স্থানে, যেমন সপত্নীগণ গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে তাহার ন্যায়, আমাকে টানিয়া বিব্রত করিতেছে। (৩৯) ভগবন্! এই রূপে সংসাররূপ বৈতরণী নদীমধ্যে কর্ম্ম দ্বারা পতিত এবং অন্যান্য হইতে যে সকল জন্মাদি তাহা হইতে অতিশয় ভীত জনকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর অদ্যই যমদ্বারস্থ বৈরতরণী হইতে উত্তীর্ণ করিয়া রক্ষা করিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! এ জন আপনার ও অন্যের বিগ্রহে যথাযথ বৈর ও মৈত্রতা করে, অতএব হে ভবনদীর পারস্থিত! এ ব্যক্তি অতি দীন, অতি মূঢ়। (৪০)

ভগবন্! আপনি অখিলের গুরু এবং এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কারণ, আপনকার সর্ব্ব জনোত্তারণে আয়াস কি? অর্থাৎ সকল জনকে নিস্তার করা আপনকার দুষ্কর কর্ম্ম নহে। প্রভো, আপনি আর্ত্তজনের বন্ধু, মূঢ় জনেও আপনকার মহৎ অনুগ্রহ। আমরা আপনকার ভক্তজনের সেবক, আমাদিগের উদ্ধার তো আপনকার তুচ্ছ কর্ম্ম। (৪১) হে সর্ব্বোত্তম! আপনকার বীর্য্য গানরূপ মহৎ অমৃতে আমার চিত্ত মগ্ন হইয়াছে তাহাতে আমি দুস্পার সংসার বৈতরণীকেও ভয় করি না, কিন্তু যে সকল মূঢ় ঐ মহামৃত হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিমিত্ত যে মায়াসুখ, তদর্থ কুটুম্বাদি ভার উদ্বহন করে তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় শোক হয়। (৪২) হে দেব! মুনিগণ প্রায় স্ব২ মুক্তি কামনা করিয়া বিজনে মৌনী হইয়া ভ্রমণ করেন, অন্যের নিমিত্ত তাঁহাদের যত্ন দেখিতে পাই না। ভগবন্! আমার সঙ্গী এই অসুর-বালকগণ অতিশয় দীন, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্ত হইতে আমার ইচ্ছা হয় না, আপনি অনুগ্রহ করুন। ভগবন্! ইহার নিমিত্ত অন্য কাহারো নিকট প্রার্থনা করিতে পারি না, যেহেতু আপনা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে এই ভ্রান্ত লোকের পরিত্রাতা দেখি না। (৪৩) প্রভো, এমত বলিতে পারিবেন না যে ইহারা গৃহাশ্রমে

স্ত্রীসম্ভোগাদিদ্বারা সুখ ভোগ করে, দীন নহে। ভগবন্! স্ত্রীসঙ্গাদি যে গৃহস্থধর্ম্মের সুখ তাহাতে করদ্বয়ের কণ্ডূয়নের ন্যায় দুঃখের পশ্চাৎ দুঃখই দৃষ্ট হয়। প্রভো! গার্হস্থ্য সুখ ঐ রূপ দুঃখাবসান, তাহাতে আসক্ত ব্যক্তিরা বহু দুঃখভাগী হইয়াও কণ্ডূয়নের ন্যায় ঐ সুখে পরিতৃপ্ত হয় না, আপনকার প্রসাদে কেবল কোন২ ধীর ব্যক্তিই কণ্ডূতির ন্যায় কাম সহিষ্ণুতা করিতে পারে। (৪৪) হে অন্তর্যামিন্! মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বকর্ম্মব্যাখ্যা, নির্জ্জনে বাস, জপ এবং সমাধি, এই যে দশটী মোক্ষসাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের জীবনোপায় হইয়া থাকে, দম্ভের ফল নিয়ত এক রূপ নহে, তাহাতে দাম্ভিক লোক-দের পক্ষে ঐ সকল মৌনাদি কখন জীবনোপায় হইতে পারে, কদাচিৎ না হইতেও পারে। (৪৫)

হে দেব! বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য আপন-কার রূপ বলিয়া বেদে প্রকাশিত হইয়াছে, বস্তুতঃ আপনি প্রাকৃত রূপাদি শূন্য, ইহাতে দেবদত্তাদির গৌরত্বাদি রূপের ন্যায় আপনকার অন্যরূপ নাই, অতএব জিতে-ন্দ্রিয় জনগণ ভক্তিযোগ দ্বারা কাষ্ঠে বহ্নির ন্যায়, কার্য্য ও কারণ উভয়েতেই আপ-নাকে অনুগত অবলোকন করেন। ভগবন্! এই উভয় (কার্য্য ও কারণ) প্রধান অথবা পরমাণু প্রভৃতি হইতে কখন হইতে পারে না অতএব আপনিই সকলের কারণ, আপনিই সকল বস্তুতে অনুস্যূত হইয়া আছেন। (৪৬) ফলতঃ বায়ু, অগ্নি, পৃথ্বী, আকাশ, জল, পঞ্চ তন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, চিত্ত এবং অহঙ্কার এ সকলই আপনি। অপর হে ভূমন্, স্থূল সূক্ষ্ম সকলি আপনি, মনঃ ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তু আপনা হইতে ভিন্ন নাই। (৪৭) পরন্তু আপনি এই প্রকারে আপনাতে অনুগত থাকিলেও অভক্ত ব্যক্তিরা আপনাকে দেখিতে পায় না। হে উরগায়! যে-হেতু গুণ সকল (গুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) গুণিগণ (ব্রহ্মাদি) মহদাদি, মনঃ প্রভৃতি তথা দেবতা, মনুষ্য, ইহারা সকলেই জড়োপাধি, আদি ও অন্ত বিশিষ্ট, সুতরাং নিরুপাধি যে আপনি, আপনাকে জানিতে পারে না। এই কারণে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বিচার করিয়া অধ্যয়নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকেন অর্থাৎ অধ্যয়নাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমাধিযোগে আপনকার উপাসনা করেন। (৪৮) অতএব, হে পূজ্যতম! নমস্কার, স্তব, কর্ম্মার্পণ, অর্চ্চন, চরণ স্মরণ ও কথা শ্রবণ এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতিরেকে, পরমহংসদিগের প্রাপ্য যে আপনি, আপনাতে লোকে কি প্রকারে ভক্তি লাভ করিবেক? প্রভো! এই প্রকারে যেহেতু ভক্তি ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না এবং বিনা সেবায় ভক্তি দুঃসাধ্য অতএব আমি প্রথমে যে দাস্য প্রার্থনা করিয়াছি তাহাই আমাকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক। (৪৯)

নারদ কহিলেন ভক্ত এই প্রকারে ভক্তি পূর্ব্বক গুণ বর্ণন করিলে সেই নির্গুণ নৃসিংহ কোপ উপসংহার করিয়া প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক প্রণত প্রহ্লাদের প্রতি নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিলেন। (৫০)

ভগবান্ কহিলেন হে ভদ্র প্রহ্লাদ! তুমি অসুরদের মধ্যে উত্তম, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা করহ। অহে সাধু! আমিই মানবদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি। (৫১) হে দীর্ঘ-জীবিন্! যে ব্যক্তি আমার প্রীতি না জন্মায় তাহার পক্ষে আমার দর্শন অতিশয় দুর্লভ। কিন্তু আমার দর্শন পাইলে অপূর্ণকাম বলিয়া কোন ব্যক্তিকে শোক করিতে

হয় না। (৫২) অতএব, হে মহাভাগ! ধীর সাধুগণ শ্রেয়স্কাম হইয়া সকল কল্যাণপতি যে আমি, সর্ব্বতোভাবে আমার সন্তোষ জন্মাইয়া থাকেন। (৫৩)

নারদ কহিলেন যে সমস্ত বরে সকল লোকেরই লোভ জন্মে তাদৃশ বহু২ বর দ্বারা উক্ত রূপে লোভ প্রদর্শন করিলেও অসুরোত্তম প্রহ্লাদ নিরুপাধি ভক্ত এ কারণ ঐ সকলের কিছুই বাঞ্ছা করিলেন না। (৫৪)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

প্রহ্লাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবানের অন্তর্ধান এবং প্রসঙ্গতঃ রুদ্রের প্রতি অনুগ্রহ বিবরণ।

নারদ কহিলেন ভগবান্ যে২ বর দিতে চাহিলেন প্রহ্লাদ সে সকলকে ভক্তি-যোগের বিঘ্ন অনুমান করিয়া বিস্ময়যুক্ত চিত্তে প্রতিবচন দিলেন। (১)

প্রহ্লাদ কহিলেন ভগবন্! আমি স্বভাবতঃ কামাসক্ত, আবার এই সকল বর দ্বারা কামের প্রতি লোভ দেখাইবেন না, আমি কামসঙ্গ হইতে ভীত হইয়া নির্ব্বেদে মুক্তি বাসনায় আপনকার শরণাপন্ন হইতেছি। (২) প্রভো! আমার বোধ হয় আপনি ভৃত্য লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া সংসারের বীজ এবং হৃদয়গ্রন্থিবৎ বন্ধক কাম সকলে আমাকে প্রেরণ করিতেছেন। (৩) নচেৎ আপনি অখিলগুরু, করুণাময়, আপনকার এ প্রকার অনর্থ সাধনে প্রবৃত্তি প্রদান ঘটিতে পারে না। প্রভো! যে ব্যক্তি আপনকার দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতে সাংসারিক শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করে সে ভবদীয় ভৃত্য নহে, সে ব্যবসায়ী বণিক্। (৪) ভগবন্! কামনা দ্বারা সেব্য সেবকের যে স্বামি ভৃত্য ভাব লোকে প্রসিদ্ধ আছে তাহা সোপাধিকমাত্র, বাস্তবিক নহে, যেহেতু স্বামির নিকট যে ব্যক্তি আপনার কল্যাণ অপেক্ষা করে সে ভৃত্য নহে এবং যিনি ভৃত্য হেতু আপনার প্রভুত্ব বাঞ্ছা করিয়া ভৃত্যকে অর্থাদি দেন তিনিও প্রভু নহেন। (৫) প্রভো! আমাদের প্রভু ভৃত্যভাব ঐ রূপ সোপাধিক নহে, আমিও আপনকার নিষ্কাম ভক্ত, আপনিও আমার অনভিসন্ধি স্বামী। অতএব রাজা এবং সেবকের ন্যায় কাম ও অভিসন্ধিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। (৫) ভগবন্! আপনকার সন্তোষার্থ যদি আপনি আমাকে অভিলষিত বর নিতান্তই দান করেন তবে আমি আপনকার নিকট এই বর প্রার্থনা করি হৃদয় মধ্যে যেন কামাঙ্কুর উৎপন্ন না হয়। (৭) হে দেব! কাম অতিশয় অনিষ্টকর, তাহার উৎপত্তি হইলে ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, লক্ষ্মী, তেজঃ, স্মৃতি এবং সত্য, সকলি বিনষ্ট হইয়া যায়। (৮) হে পুণ্ডরীকাক্ষ, কাম না থাকা ভাল, কারণ মানব মনঃস্থিত কামসকল যে ক্ষণে পরিত্যাগ করে সেই ক্ষণেই আপনকার সমান ঐশ্বর্য্যশালী হইবার যোগ্য হয়। (৯) অনন্তর ভগবান্ যেন নির্দোষ কাম দিতে ইচ্ছা করিতেছেন ইহা মনে করিয়া নিবারণ করত প্রণাম করিতে লাগিলেন প্রভো, আপনি ভগবান্ পরম পুরুষ, মহাত্মা হরি, অদ্ভুত সিংহ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, আপনাকে নমস্কার করি। (১০)

ভগবান্ কহিলেন বৎস, যদিও তোমার সদৃশ একান্ত ভক্ত জন ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ প্রার্থনা করে না, তথাপি তোমাকে আমার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তুমি এই মন্বন্তর কাল এস্থানে থাকিয়া দৈত্যেশ্বরদিগের ভোগ্য ভোগ সকল

ভোগ করহ। (১১) আমার প্রিয় কথা সকল সেবা কর এবং সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান যজ্ঞাধিষ্ঠাতা যে আমি, আমাকে আপনাতে নিবেশ করিয়া আমাতে অর্পণ দ্বারা কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাগ যজ্ঞ কর। (১২) হে বৎস! সুখানুভব দ্বারা প্রারব্ধ পুণ্য এবং পুণ্যাচরণ দ্বারা পাপ আর কালগতি দ্বারা কলেবর পরিহার করিয়া মুক্তবন্ধ হইলে লোকানুগ্রহার্থ সুরলোক গীতা কীর্ত্তি বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। (১৩) অহে প্রহ্লাদ! তুমি আমাঁর এই যে স্তব করিলে ইহা যে ব্যক্তি তোমাকে আমাকে এবং আমার এই চরিত্রকে স্মরণ করিয়া যথাযোগ্য কালে অধ্যয়ন করিবে সেও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবে ইহাতে তোমার বন্ধনাশঙ্কা কোথায়? (১৪)

প্রহ্লাদ কহিলেন হে মহেশ্বর! আপনি বর দিতে চাহিতেছেন, আপনকার সকাশাৎ অন্য এই বর প্রার্থনা করি আমার পিতা আপনকার ঐশ্বরিক তেজঃ না জানিয়া যে নিন্দা করিয়াছেন (১৫) এবং ক্রোধযুক্ত চিত্ত হইয়া মিথ্যা দর্শন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ সর্ব্ব লোক গুরু এবং পরম প্রভু যে আপনি, আপনাকে ভ্রাতৃহন্তা বলিয়া যে কটূক্তি করিয়াছেন আর আমি আপনকার ভক্ত বলিয়া আমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছেন (১৬) তত্তৎ ক্রিয়া জন্য দুরন্ত দুস্তর পাপ হইতে তিনি পূত হউন। ভগবন্! যদিও আপনকার অপাঙ্গ পথবর্ত্তী হওয়াতেই আমার পিতা পবিত্রীকৃত হইয়া থাকিবেন তথাচ কৃপণতা প্রযুক্ত আমি এই প্রার্থনা করিলাম। (১৭)

ভগবান্ কহিলেন অহে অনঘ! কেবল তোমার পিতা পবিত্রীকৃত হয় নাই. তাহার পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষও পবিত্রিত হইয়াছে যেহেতু তুমি তাহার কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অহে সাধু! তুমিই তোমার পিতার কুলপাবন। (১৮) যেখানে সমদর্শী, প্রশান্ত, সাধুঃ সদাচার সম্পন্ন, আমার ভক্তগণ থাকে তথায় কীকট তুল্য নীচ বংশ্য ব্যক্তিরাও পবিত্রিত হয়। (১৯) হে দৈত্যেন্দ্র! যে সকল পুরুষ উচ্চাবচ প্রাণিসমুহ মধ্যে সর্ব্ব প্রযত্নে কাহারো কোন হিংসা করে না এবং আমার প্রতি ভক্তি হেতু যাহাদের স্পৃহা বিগতা হইয়াছে আর যে কোন পুরুষ তোমার অনুগত, তাহারাও এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া আমার ভক্ত হইয়াথাকে অতএব তুমি আমার ভক্তদিগের উপমা স্থল অর্থাৎ তুমি সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২০) সে যাহা হউক। তোমার পিতা আমার অঙ্গ স্পর্শ মাত্রে সর্ব্বতোভাবে পূত হইয়াছে এক্ষণে তুমি পুত্রের কর্ত্তব্য তাহার প্রেতকার্য্য করহ। হে অঙ্গ! তোমার জনক সুপ্রজ্ঞাঃ, আমার অঙ্গ স্পর্শ দ্বারাই তাহার সদ্গতি প্রাপ্তি হইবেক। (২১) তাহার পরে তুমি পৈতৃক পদে উপবেশন করিয়া বেদবাদি মুনিগণ যদ্রূপ বলিয়াছেন আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক মৎপর হইয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে থাক। (২২)

নারদ কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ যে প্রকার বলিলেন দ্বিজগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া প্রহ্লাদ সেই প্রকারেই পিতার ঔর্দ্ধদেহিকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই নরহরি রূপি হরিকে প্রসাদ সুমুখ দর্শন করিয়া পবিত্র বাক্যে বহুং স্তব করিলেন পরে দেববৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার প্রতি নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন হে দেবদেব! হে অখিলপতে! হে পূর্ব্বজ! দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু আমার নিকট এই বর লইয়াছিল আমার সৃষ্ট কোন প্রাণির বধ্য হইবেক না, অপর তপস্যা, যোগ ও শক্তিতে উদ্ধত হইয়া সমস্ত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, লোক সন্তাপকারি ঐ পাপ অসুরকে আপনি যে নিহত করিলেন ইহা পরম ভাগ্য।

(২৩) অপর ঐ দৈত্যের তনয় মহাভাগবত বালক প্রহ্লাদকে মৃত্যু হইতে যে পরিত্রাণ করিলেন ইহাও সুমহৎ ভাগ্য, অপিচ এই প্রহ্লাদ যে এক্ষণে আপনাকে সম্যক্‌ প্রকারে প্রাপ্ত হইলেন ইহাও অতিশয় ভাগ্য। (২৪) ভগবন্‌! আপনি পরমাত্মা, যে ব্যক্তি আপনকার ধ্যান করে আপনকার এই শরীর তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার ভয় হইতে এবং জিঘাংসু মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। (২৫)

ভগবান্‌ কহিলেন হে পদ্মসম্ভব! হে বিভো! অসুরগণ অতি ক্রূর স্বভাব, সর্পদিগকে দুগ্ধদানের ন্যায় আপনি তাহাদিগকে আর এরূপ বর প্রদান করিবেন না।

নারদ কহিলেন হে রাজন্‌! ভগবান্‌ এই প্রকার কহিয়া ব্রহ্মার নিকট পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তর্ধান হইলেন। অনন্তর প্রহ্লাদ ভগবানের অংশ যে ব্রহ্মা মহেশ এবং প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতা সকল, তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া মস্তক দ্বারা বন্দনা করিলেন। তাহার পরে পদ্মযোনি ব্রহ্মা শুক্রাদি মুনির সহিত মিলিত হইয়া প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিলেন। হে রাজন্‌! ব্রহ্মাদি দেবতা সকল তদনন্তর প্রহ্লাদের প্রতি আহ্লাদ প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বং স্থানে প্রস্থান করেন। (২৬)

হে রাজন্‌! বিষ্ণুর দুই জন পার্ষদ এই প্রকারে দিতির পুত্রত্ব প্রাপিত হইয়া পরে হৃদয়স্থ হরিকর্তৃক বৈরিভাবে নিহত হয়। ঐ দুই ব্যক্তি বিপ্রশাপে পুনরায় কুম্ভকর্ণ ও দশগ্রীব নামে দুই রাক্ষস হইয়াছিল, শেষে রামচন্দ্রের বিক্রমে নিধন প্রাপ্ত হয়। (২৭) তাহারা রামচন্দ্রের বাণে নির্ভিন্নহৃদয় হইয়া যখন রণশায়ী হয় তখন পূর্ব্বজন্মের ন্যায় তাঁহার চিন্তা করিতেং দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিল। (২৮) হে যুধিষ্ঠির! সেই দুই ব্যক্তিই শিশুপাল ও দন্তবক্র নাম গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় জন্মিয়াছিল, দেখিলে তো, তোমার সমক্ষেই বৈরানুবন্ধদ্বারা যোগাদি সাধন ব্যতিরেকেও ভগবানে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল। (২৯) এইরূপে কৃষ্ণবৈরী রাজগণ কৃষ্ণনিন্দাদি করিয়া পূর্ব্বকৃত স্বং পাপ অনুধ্যান দ্বারা পেশস্কৃতের ধ্যানদ্বারা কীটের তন্ময়ত্ব প্রাপ্তির ন্যায় তন্ময় হইয়া আত্ম দেহ ত্যাগ করিয়াছিল। (৩০) হে যুধিষ্ঠির! ভগবানে ভেদদর্শন শূন্যা ভক্তি দ্বারা শিশুপালাদি নৃপগণ যেং প্রকারে তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয় তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎসমুদায় এই তোমাকে কহিলাম। দমঘোষপুত্রাদি যদিও হরির দ্বেষ্টা ছিল তথাচ তাহারা ঐ প্রকারে তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। (৩১)

ব্রহ্মণ্যদেব মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই পবিত্র অবতার কথা কথিতা হইল। এই কথাতেই দুই জন আদি দৈত্যের বধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। (৩২) অপর মহাভাগবত প্রহ্লাদের চরিত্র তথা তাঁহার ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য এবং তৎকর্তৃক কৃত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ঈশ্বর ভগবান হরির গুণানুবর্ণন, আর দেব দৈত্যাদির স্থান সকলের কাল কর্তৃক বিপর্য্যাস, (৩৩) তথা যাহার দ্বারা ভগবানকে জানিতে পারা যায় তাদৃশ ভাগবত ধর্ম্ম, এই সকল বিষয় তথা আত্মানাত্ম বিবেকাদি অশেষ বিবরণ ইহাতে বিবৃত হইল। (৩৪) এই পবিত্র আখ্যান ভগবান্‌ বিষ্ণুর বীর্য্যে উপগূঢ়, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবেন তিনি কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইবেন। (৩৫) হে রাজন্‌! আদিপুরুষ ভগবানের মৃগেন্দ্রের ন্যায় এই লীলা তথা দৈত্যপতির দৈত্যবৃষভ দিগের এই বধবৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শুচি হইয়া পাঠ করিবেন, আর সাধুশ্রেষ্ঠ দৈত্যাত্মজ প্রহ্লাদের পবিত্র প্রভাব যিনি শ্রবণ করিবেন তিনি যেখানে কোন ভয় নাই সেই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবেন। (৩৬)

হে রাজন্! প্রহ্লাদ মহা ভাগ্যবান্, তোমরা মন্দভাগ্য, ইহা বলিয়া বিষাদ করিও না, মনুষ্যলোকে তোমরাও অতিশয় ভাগ্যবন্ত, যেহেতু যে সকল মুনি ভুবন পবিত্র করেন তাঁহারা তোমাদের ভবনে সর্ব্বদা সমাগমন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তোমাদের গৃহে ঋষিদিগের আগমনের কারণ এই, তথায় শ্রীকৃষ্ণাখ্য পর ব্রহ্ম নরাকারে গূঢ় হইয়া সাক্ষাৎ বাস করেন। (৩৭) সেই শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, তিনিই মহাজনের অন্বেষণীয় নিরুপাধি পরমানন্দানুভব স্বরূপ, তিনি তোমাদিগের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলপুত্র, আত্মা, পুজনীয়, আজ্ঞাবহ এবং গুরু। (৩৮) রাজন্! মহেশপ্রভৃতি দেবগণ স্ব২ বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার তত্ত্ব বস্তুত্ব রূপে অর্থাৎ ইহা এই প্রকার, এইরূপে সাক্ষাৎ বর্ণন করিতে পারেন নাই তিনি তোমাদিগের প্রতি স্বয়ং প্রসন্ন, আমরা মৌনাদি সাধন দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া থাকি এক্ষণেও প্রার্থনা করিতেছি মৌনব্রত ভক্তি এবং উপশম দ্বারা পুজিত হইয়া সেই সাত্বতপতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। অহে যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম বাস করেন নাই এবং মুনিগণ তদ্দর্শনার্থ তাঁহার গৃহেও যান্ নাই, আর পরব্রহ্ম তাঁহার মাতুলপুত্রাদিরূপেও বর্ত্তমান থাকেন নাই অধিকন্তু তিনি স্বয়ংও প্রসন্ন হন নাই, তোমাদের প্রতি ঐ সকলই করিয়াছেন অতএব তোমরা প্রহ্লাদ অপেক্ষাও মহা ভাগ্যবান্। (৩৯)

হে রাজন্! পূর্ব্বে অনন্ত মায়াবান ময় দানব দেববর রুদ্রযশঃ বিনষ্ট করিলে সেই এই ভগবান্ই পুনরায় তদীয় কীর্ত্তি বিস্তীর্ণ করেন। (৪০)

এতৎ শ্রবণে রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন (৪১) ভগবন্! ময় নামা দানব কোন্ কার্য্যে জগতের ঈশ্বর রুদ্রদেবের কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছিল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে তৎ কীর্ত্তি বর্দ্ধিতা করিয়া দেন, বলিতে আজ্ঞা হউক। (৪২)

নারদ বলিলেন রাজন্! সুর ও অসুরদিগের যৎকালে যুদ্ধ হয় তখন সমরক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ দানবদিগকে পরাজিত করিলে তাহারা মায়িদের পরম আচার্য্য যে ময় দানব, তন্নিকটে গমন পূর্ব্বক শরণাপন্ন হইয়াছিল। (৪৩) তাহাতে মায়াবী ময়দানব স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহময় তিনটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করে। ঐ তিন পুরীতে তাহাদের কখন্ গমনাগমন হইত কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিত না, অপর তন্মধ্যে গৃহোপকরণ কত ছিল তর্ক দ্বারাও তাহা জানিবার কাহারো সাধ্য ছিল না। (৪৪) হে রাজন্! অসুরদিগের সেনাপতিগণ ঐ সকল পুরীর দ্বারা অলক্ষিত হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত অধিপতি সহিত ত্রিভুবন বিনাশ করিতে আরম্ভ করে।

অনন্তর লোকপাল সহিত সকল লোক ঈশ্বর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণত হইলেন এবং রকাতর বচনে নিবেদন করিলেন ভগবন্! আমরা আপনকারই লোক, ত্রিপুরবাসী দানবগণ আমাদিগকে বিনষ্ট করে, আপনি রক্ষা করুন। (৪৫) এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে ভগবান্ ঈশ্বর করুণান্বিত হইয়া দেবতাদিগকে কহিলেন ভয় করিও না। পরে স্বীয় ধনুকে শর সন্ধান পূর্ব্বক ঐ সকল পুরীর প্রতি অভিমন্ত্রিত বাণ মোচন করিলেন। (৪৬) হে রাজন্! সূর্য্যমণ্ডল হইতে যদ্রূপ রশ্মি সমূহ উৎপতিত হয়, তাহার ন্যায় সেই বাণ হইতে অগ্নিবর্ণ বাণ সমূহ উৎপতিত হইতে লাগিল এবং সেই সকল বাণ হইতে ঐ পুরী ত্রয় আচ্ছন্ন হইল। (৪৭) অতএব সেই পুরীত্রয়ে যে সকল অসুর সেনানী বাস করিত তাহারা বাণ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র গতাসু হইয়া সে স্থান হইতে নিপতিত হইল। এতদবলোকনে মহামায়ী ময়া-

সুর ঐ সকল দানবকে লইয়া আপনার নির্ম্মিত কূপামৃতে ক্ষেপণ করিল। (৪৮) সিদ্ধ অমৃত রসে সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র ঐ সকল অসুর সেনানী বজ্রবৎ দৃঢ়াঙ্গ এবং মহাবল হইল অতএব মেঘভেদী বিদ্যুদ্রূপ বহ্নির ন্যায় হইয়া পুনরায় উত্থিত হইল। এই ব্যাপারে ভগবান্ বৃষধ্বজ যখন মনে করিলেন আপনার সঙ্কল্প ভগ্ন হইল তখন ভগবান্ বিষ্ণু ঐ বিষয়ে এক উপায় করিলেন। (৪৯) অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাকে বৎস করিয়া আপনি গাভী হইয়া মধ্যাহ্নকালে সেই ত্রিপুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই কূপ-রসামৃত সমুদায় পান করিলেন। তত্রস্থ অসুরগণ যদিও তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিল তথাচ বিমোহিত হওয়াতে নিবারণ করিল না। মহাযোগী হরি ঐ বিষয় অবগত হইয়া দৈবগতি স্মরণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে২ সেই রসপালকদিগকে বলিলেন (৫০) আপনার অথবা অন্যের কিম্বা আত্ম পর উভয়ের প্রতি যাহা দৈবকর্ত্তৃক উপকল্পিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে কি সুর, কি অসুর, কি নর কি অন্য কোন ব্যক্তি, কাহারো সামর্থ্য নাই। (৫১)

অনন্তর ভগবান্ হরি স্বীয় শক্তি এবং ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য সম্পত্তি তপস্যা বিদ্যা ক্রিয়াদি দ্বারা শম্ভুর সংগ্রাম সাধন রথ, সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, বাণ, বর্ম্ম প্রভৃতি রচনা করিয়া দিলেন। পরে মহেশ্বর বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। (৫২) হে রাজন্! ভগবান শঙ্কর ধনুতে শর সন্ধান পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন সময়ে সেই দুর্ভেদ্য পুর-ত্রয় অনায়াসে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। (৫৩) এই রূপে পুর ত্রয় দগ্ধ হইবা মাত্র স্বর্গে শত২ বিমানে সঙ্কীর্ণ দুন্দুভি ধ্বনি হইল এবং দেব ঋষি পিতৃ তথা সিদ্ধেশ-সঙ্ঘ "জয় যুক্ত হও" বলিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন আর গন্ধর্ব্বগণ হৃষ্ট হইয়া গান এবং অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল।

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ শঙ্কর এই প্রকারে মায়াবি ময় দানবের পুরত্রয় দগ্ধ করিয়া "ত্রিপুরহর" এই নাম ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক সংস্তুত হওত স্ব ধামে প্রত্যাগমন করেন। (৫৪) ভগবান্ হরির এই প্রকার কার্য্য, তিনি স্বীয় মায়া দ্বারা আপনার নরাকারের অনুকরণ করেন। জগদ্গুরু সেই ভগবানের যে সকল বীর্য্য ঋষিগণ গান করিয়াছেন তাহা অতিশয় লোকপাবন, তোমার নিকট বলিলাম, অন্য কি বলিব বল। (৫৫)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

সামান্যতঃ মনুষ্য ধর্ম্ম এবং বিশেষরূপে বর্ণধর্ম্ম তথা স্ত্রী ধর্ম্ম কথন।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! দৈত্যপতি প্রহ্লাদের মনঃ ভগবানেতেই সর্ব্বদা অর্পিত থাকিত অতএব তিনি মহত্তমদিগের অগ্রগণ্য, সাধুসভায় সংকৃত, তাঁহার পবিত্র চরিত্র শ্রবণে মহারাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় আনন্দিত হইয়া ব্রহ্মতনয় নারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। (১)

যুধিষ্ঠির কহিলেন ভগবন্! মনুষ্যদিগের অনুত্তম ধর্ম্ম তথা বর্ণ ও আশ্রম সকলের আচার আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি যেহেতু তাহা হইতে পুরুষের জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হয়। ব্রহ্মন্! আপনি পরমেষ্ঠি প্রজাপতির সাক্ষাৎ আত্মজ এবং তপস্যা জ্ঞান ও সমাধি দ্বারা তাঁহার অন্য সকল পুত্রের সম্মত, অতএব আপনি সমুদায়

জানেন। (২) ব্রহ্মন্! যদিও স্মৃতিকারেরা ধর্ম্ম কহিয়াছেন তথাচ বিপ্রগণ নারায়ণ পরায়ণ এবং পরম ধর্ম্ম অতিশয় গুহ্য, অতএব আপনিই তাহা বলুন। মুনে! আপনকার সমান সাধু শান্ত পুরুষেরা যদ্রূপ দয়াবান্ অন্য ব্যক্তিরা তদ্রূপ নহেন। (৩)

নারদ কহিলেন লোকসকলের ধর্ম্মসেতুরূপি ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রুত সনাতন ধর্ম্ম কহিতেছি। (৪) তিনি আপনার অংশ দ্বারা দাক্ষায়ণীতে অবতীর্ণ হইয়া লোকদিগের কল্যাণার্থ বদরিকাশ্রমে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। (৫)

হে রাজন্! সর্ব্ব বেদ স্বরূপ ভগবান্ হরি অর্থাৎ অখিল বেদ এবং বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি আর যে ধর্ম্ম দ্বারা মনের প্রসন্নতা হয় এই সকল ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ প্রমাণ। (৬) হে যুধিষ্ঠির! মনুষ্যমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম কি, তাহা বলি শুন। সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস) শৌচ, তিতিক্ষা, যুক্তাযুক্তবিবেক, শম, (মনের সংযম) দম, (বাহ্যেন্দ্রিয় দমন) দান, স্বাধ্যায় (যথোচিত জপ) আর্জ্জব, (সরলতা) (৭) সন্তোষ (দৈবাৎ লব্ধ হইলে যথেষ্ট বোধ) সমদর্শি মহৎ জনের সেবা, প্রবর্ত্তক কর্ম্ম সকল হইতে ক্রমশ বিরতি, মানবগণের নিষ্ফল ক্রিয়া অবলোকন, বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান, (৮) যথাযোগ্যরূপে প্রাণি সকলের প্রতি অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া, সকল ভূতে আত্ম ও দেবতা জ্ঞান, (৯) অপর ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য, আত্ম সমর্পণ। (১০) হে রাজন্! এই ত্রিশটী মনুষ্যমাত্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে। এই রূপ ত্রিংশৎ লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে এতদ্দ্বারা সর্ব্বাত্মার সন্তোষ হয়। (১১)

হে রাজন্! অতঃপর বর্ণধর্ম্ম কহিব অতএব প্রথমে দ্বিজলক্ষণ বলি শুন। যে ব্যক্তির সমন্ত্রক গর্ব্ভাধানাদি সংস্কার সকল অবিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্মা যাহার প্রতি ঐ প্রকার সংস্কার সকল বিধান করিয়াছেন তিনিই দ্বিজ। * (১২) শুদ্ধ কুল এবং শুদ্ধ আচারে পরিশুদ্ধ যে সকল দ্বিজাতি, তাহাদিগের যজন অধ্যয়ন এবং দান তথা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমোদিত ক্রিয়া বিহিত অর্থাৎ আবশ্যক ধর্ম্ম। (১৩) অথবা ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি (অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ) এই ছয় † কর্ম্ম বিহিত। ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিগ্রহ ব্যতিরিক্ত পাঁচ কর্ম্ম। পরন্তু যে ক্ষত্রিয় প্রজাপালনে অধিকৃত, তাঁহার ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল প্রজা হইতে করগ্রহণ ও দণ্ড শুল্কাদি দ্বারা জীবিকা বিহিত। (১৪) বৈশ্য জাতির কৃষি বাণিজ্যাদি জীবিকা, আর সর্ব্বদা ব্রহ্মকুলের অনুগত থাকা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শূদ্রজাতির প্রতি দ্বিজশুশ্রূষা মাত্র বিহিত এবং দ্বিজ শুশ্রূষাই তাহার বৃত্তি। (১৫)

হে রাজন্! বিপ্রজাতির মুখ্য ও অনুকল্প ভেদে বৃত্ত্যন্তর বলিতেছি, শ্রবণ করহ। বিচিত্রা বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষ্যাদি, শালীন অর্থাৎ ধৃষ্টতা ব্যতিরেকে অযাচিত প্রাপ্ত, যায়াবর অর্থাৎ প্রত্যহ ধান্য যাচ্ঞা এবং শিল ও উঞ্ছ (শিল শব্দের অর্থ ধান্যক্ষেত্রাদিতে স্বামিত্যক্ত শস্যকণা গ্রহণ, উঞ্ছ শব্দের অর্থ আপণাদিতে পতিত শস্যকণা সংগ্রহ) এই

* ব্রহ্মা শূদ্রকে মন্ত্রবৎ সংস্কার যুক্ত করিয়া বলেন নাই এবং তাহার উপনয়নের বিধান নাই, এ কারণ শূদ্র দ্বিজ নহে।

† এই ছয় কর্ম্ম মধ্যে অধ্যাপন যাজন ও প্রতিগ্রহ তিনটী ব্রাহ্মণের জীবিকা।

চারি প্রকার বিপ্রজাতির বৃত্তি, ইহার মধ্যে পর পরটী উত্তম। (১৬) হে রাজন্! নীচ জাতীয় মনুষ্যের অনাপৎ সময়ে কখন অধ্যাপনাদি রূপা উত্তমা বৃত্তি অবলম্বন করা বিধেয় নহে, কিন্তু আপৎ কালে ক্ষত্রিয় ব্যতীত সকল জাতি সকল বৃত্তিই অবলম্বন করিতে পারে। ক্ষত্রিয়জাতি আপৎকালে প্রতিগ্রহ ভিন্ন অন্য সকল বৃত্তি স্বীকার করিবেক। (১৭) হে রাজন্! ব্রাহ্মণজাতির যে চারিটী বৃত্তি বলিলাম তন্মধ্যে ঋত ও অমৃত দ্বারা, অথবা মৃত ও প্রমৃত দ্বারা, কিম্বা সত্যানৃত দ্বারা সকলজাতিই জীবন ধারণ করিতে পারে কিন্তু শ্ববৃত্তি দ্বারা কখন জীবিকা কর্ত্তব্য নহে। (১৮) রাজন্! ঋত শব্দের অর্থ উঞ্ছ ও শিল, অমৃতের অর্থ অযাচিত, মৃত শব্দের অর্থ নিত্য যাচ্ঞা, প্রমৃতের অর্থ কৃষি, সত্যানৃতের অর্থ বাণিজ্য, শ্ববৃত্তির অর্থ নীচসেবা। (১৯) হে যুধিষ্ঠির! শ্ববৃত্তি (নীচ সেবা) অতিশয় গর্হিতা, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়জাতি সর্ব্বদাই তাহা পরিত্যাগ করিবেন, কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময় এবং ক্ষত্রিয়ও সর্ব্ববেদস্বরূপ। (২০)

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে বর্ণ সকলের অভিব্যঞ্জক স্বরূপ ধর্ম্ম বলি, শ্রবণ করহ। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, দয়া, বিষ্ণুপরত্ব এবং সত্য, এই সকল বিপ্রজাতির লক্ষণ। (২১) শৌর্য্য, যুদ্ধোৎসাহ, বীর্য্য, (প্রভাব) ধৈর্য্য, তেজঃ, (প্রগল্ভতা) দান, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসন্নতা এবং সত্য, এই সকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেব গুরু এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ পোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম এবং নৈপুণ্য, এই সকল বৈশ্যলক্ষণ। (২২) সাধু বিপ্রাদির প্রতি প্রণাম, শৌচ, অকপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্র যজ্ঞ অর্থাৎ নমস্কার মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, অস্তেয়, সত্য এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষা এই সকল শূদ্রের লক্ষণ। (২৩)

হে রাজন্! অতঃপর স্ত্রীধর্ম্ম বলি শুন। পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলবর্ত্তিনী হওয়া, পতি বন্ধুর অনুবৃত্তি, নিত্য পতির নিয়ম ধারণ, এই চারিটী পতিব্রতা স্ত্রীদিগের লক্ষণ ও ধর্ম্ম। (২৪) এই ধর্ম্ম চতুষ্টয় বিশিষ্টা সাধ্বী নারী স্বয়ং মণ্ডিতা হইয়া সম্মার্জ্জন, উপলেপন, গৃহমণ্ডন এবং গৃহ সুগন্ধীকরণ, তথা উচ্চাবচ কাম, বিনয়, দম, সত্য, অথচ প্রিয়বাক্য এবং প্রেম এই সকল দ্বারা সময়ে২ ভর্ত্তৃসেবা করিবেক আর গৃহের উপকরণ সকল সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিবেক। (২৫) অপিচ যথালাভে সন্তুষ্টা হইবেক, তাবন্মাত্র ভোগেও লোলুপা হইবেক না, সদা অনলসা ও ধর্ম্মজ্ঞা হইবেক, সর্ব্বদা সত্য অথচ প্রিয়বাক্য কহিবেক, সর্ব্ববিষয়ে অবহিতা, সদা শুচি এবং স্নিগ্ধা হইয়া মহাপাতক শূন্য ভর্ত্তার ভজনা করিবেক। (২৬) হে রাজন্! যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা হইয়া হরিভাবে পতির সেবা করেন তিনি লক্ষ্মীর তুল্য হরিস্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে আমোদিতা হইয়া থাকেন। (২৭)

হে রাজন্! এক্ষণে প্রতিলোমজ ও অনুলোমজদিগের ধর্ম্ম বলি শুন। অপাপ ও অচৌর সঙ্করজাতিদিগের তথা অন্ত্যজ (রজকাদি) অন্তেবসায়ি (চণ্ডাল) প্রভৃতির স্ব২ কুল পরম্পরা প্রাপ্ত বৃত্তিই বৃত্তি। অপাপ ও অচৌর বলিয়া সঙ্করজাতিকে বিশেষ করিবার তাৎপর্য্য এই চৌর্য্য ও হিংসাদি যদিও তাহাদের পরম্পরা প্রাপ্ত ধর্ম্ম হয় তথাচ তাহা ধর্ম্ম্য বৃত্তি নহে জানিবা। (২৮) অহে যুধিষ্ঠির! মনুষ্যাদিগের স্বভাব অর্থাৎ সত্ত্বাদি প্রকৃতি দ্বারা যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে বেদদর্শিরা বলেন প্রায় সেই ধর্ম্মই ইহকালে ও পরকালে তাহাদিগের সুখহেতু হয়। (২৯) স্বকর্ম্মকারী যে ব্যক্তি স্বভাবকৃতা বৃত্তিদ্বারা বর্ত্তমান হন তিনি আপনার স্বভাবজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

ক্রমে নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৩০) রাজন্! যেমন সবীর্য্য ক্ষেত্রে বারম্বার বীজ বপন করিলে তাহা স্বয়ং নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, পুনরায় শস্য প্রসবে সমর্থ হয় না বরং বপন করা বীজও বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি যে চিত্তে কাম রূপে বাসনা সকল অবস্থিতি করে সেই চিত্ত কামসকলের অতিশয় সেবা দ্বারা যদ্রূপ বিরক্ত হইতে পারে কামবিন্দুসেবায় তদ্রূপ হয় না। অগ্নি যেমত অল্প ঘৃত বিন্দু দ্বারা শান্ত হয় না একেবারে অধিক দিলে নির্ব্বাণ হয় তাহার ন্যায় অল্পং কাম সেবা দ্বারা চিত্ত বিরক্ত হয় না, একেবারে অধিক সেবা করিলেই বিরক্ত হইতে পারে। (৩১)

রাজন্! যে পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ বলিলাম যদি অন্য বর্ণে সেই লক্ষণ দেখিতে পাও তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণদ্বারা নির্দেশ করিও। অর্থাৎ শমাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য, জন্মমাত্র নিবন্ধন ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য নহে। (৩২)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মচারি ও বানপ্রস্থের অসাধারণ এবং আশ্রম চতুষ্টয়ের সাধারণ ধর্ম্ম কথন।

নারদ কহিলেন ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় দমন, গুরু হিতাচরণ ও তাঁহার নিকট দাসবৎ নম্রতাচরণ পূর্ব্বক তাঁহাতে দৃঢ়সৌহৃদ হইবেক। (১) আর গুরু অগ্নি সূর্য্য তথা দেবতাদিগের উপাসনা এবং গায়ত্রী জপ করত ত্রিসন্ধ্য সন্ধ্যা বন্দন করিবেক। অপর সায়ং প্রাতঃ উভয় সন্ধ্যা যতবাক্ অর্থাৎ মৌনী হইয়া থাকিবেক। (২) গুরু যদি আহ্বান করেন তাঁহার নিকট গিয়া সুযন্ত্রিত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেক। অধ্যয়নের উপক্রমে ও অবসানে মস্তক দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক গুরুচরণে প্রণাম করিতে হইবেক। (৩) অপর মেখলা, অজিন, বসন, জটা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু তথা উপবীত যে প্রকার বিহিত আছে সেই প্রকারে ঐ সকল ধারণ করিবেক, আর সদা কুশহস্ত হইয়া থাকিবেক। অপর সায়ংকালে তথা প্রাতঃকালে ভৈক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন করিবেক। গুরুর নিকট অনুজ্ঞা পাইলে আপনি ভোজন করিবেক নচেৎ উপবাস করিয়া দিনপাত করিবেক। (৪) সুশীল, পরিমিতহারী, কার্য্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশালী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিদিগের নিকট যাবন্মাত্র বিষয়ে আপনার প্রয়োজন তাবন্মাত্র ব্যবহার করিবেক। (৫) রাজন্! গৃহস্থ ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মচর্য্যবান্ যাবন্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রমদা গাথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় বলবান্, যতিরও মনঃ হরণ করে। আর যুবা ব্রহ্মচারী যুবতী গুরুপত্নীদিগের দ্বারা কখন আপনার কেশপ্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নপন তথা অভ্যঞ্জনাদি কর্ম্ম করাইবেক না (৬) কারণ যুবতী স্ত্রী অগ্নির সমান এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভ তুল্য। অতএব নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থান ত্যাগ করিবেক, অনির্জ্জন স্থানে তাহার নিকট যাবন্মাত্র প্রয়োজন তাবন্মাত্র কাল অবস্থিতি করিবেক। (৭)

রাজন্! যদিও স্ত্রী প্রভৃতি মিথ্যা ও পাপজনকত্ব প্রযুক্ত স্বয়ংই ত্যক্তপ্রায় হয় সত্য তথাচ স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে আভাসমাত্র নিশ্চয় করিয়া

যাবৎ জীব স্বতন্ত্র না হন তাবৎ পর্য্যন্ত দ্বৈত অর্থাৎ আমি পুরুষ ইনি স্ত্রী এই রূপ ভেদ বুদ্ধি বিরত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! ঐ দ্বৈত হইতেই বিপর্য্যয় অর্থাৎ গুণাধ্যাস দ্বারা ভোগ্যতা বুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রীলোকের সহাবস্থানাদি ত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ করা গেল। (৮)

হে রাজন্! ব্রহ্মচারির উপরে লিখিত যে সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়া আসিলাম এ সকল গৃহস্থ ও যতিরও ধর্ম্ম জানিবে। হে যুধিষ্ঠির! যে গৃহস্থ ঋতুকালমাত্রে স্ত্রীগমন করেন তাহার তাহাই গুরুবৃত্তি। (৯) যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য ব্রতশালী, তাহারা চক্ষুতে অঞ্জন, মস্তকে তৈলাভ্যঞ্জন, গাত্র সম্বাহন, স্ত্রী চিত্রকর্ম্ম (ভিত্তিপ্রভৃতিতে স্ত্রীলোকের প্রতিরূপ চিত্র) আমিষ (মৎস্য মাংসাদি) মধু, মাল্য, গন্ধ, অনুলেপ এবং অলঙ্করণ এই সকল পরিত্যাগ করিবেক। (১০)

হে কুরুবর্য্য! ব্রহ্মচারী এই প্রকারে গুরুকুলে বাস করিয়া শিক্ষাদি অঙ্গ তথা উপনিষৎ সহিত বেদত্রয় অধ্যয়ন পূর্ব্বক আপনার অধিকার অনুসারে যথাসামর্থ্য তদর্থ বিচার করিয়া পরে (১১) যদি সমর্থ হয় গুরু যাহা চাহেন দক্ষিণা দিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণানন্তর যেমন ইচ্ছা, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেক অথবা বানপ্রস্থ হইবার নিমিত্ত বন প্রবেশ কিম্বা পরিব্রাজক হওনার্থ প্রব্রজ্যা করিবেক অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া যাবজ্জীবন গুরুকুলেই বাস করিবেক। (১২) পরন্তু যে আশ্রমে প্রবিষ্ট হউক অগ্নি গুরু আত্মা আপনার আশ্রয় জীবগণ সহিত ভগবান্ অধোক্ষজকে সর্ব্ব ভূতে নিয়ন্তৃত্বরূপে প্রবিষ্টের ন্যায় দর্শন করা কর্ত্তব্য। (১৩) হে রাজন্! ব্রহ্মচারী অথবা বানপ্রস্থ কিম্বা যতি অথবা গৃহী এই প্রকার আচরণ করত বিজ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতা হইয়া পর ব্রহ্ম অধিগত হয়েন। (১৪)

অতঃপর বানপ্রস্থাশ্রমির মুনি সম্মত নিয়ম সকল বলি যাহা অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যক্তি যথার্থতঃ মহর্লোক প্রাপ্ত হয়েন। (১৫) যে সকল শস্য ভূমি কর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া পক্ক হয় কিম্বা যাহা অকালে অর্থাৎ পাককালের পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হয় সে সকল শস্য তথা অগ্নিপক্ক অথবা অপক্ক ফলাদি ভোজন করিবেক না, কেবল সূর্য্যপক্ক ফলাদি আহরণ করিবেক। (১৬) অপর বন্য নীবারাদি ধান্য দ্বারা নিত্য চরু ও পুরোডাশাদি নির্ব্বাহ করিবেক আর নূতন২ অন্নাদি লব্ধ হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্নাদি পরিত্যাগ করিবেক। (১৭) বানপ্রস্থাশ্রমির অগ্নি স্থাপনার্থই গৃহ অথবা পর্ণকুটীর কিম্বা গিরিগহ্বর আশ্রয় আবশ্যক, নচেৎ স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা তথা সূর্য্যাতপ সহিষ্ণুতা করিবেক। (১৮) অপিচ জটিল হইয়া কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু, তথা অপ্রক্ষালন দ্বারা শরীরের মালিন্য আর কমণ্ডলু, অজিন (মৃগচর্ম্ম) তথা দণ্ড, বৃক্ষত্বক্ এবং অগ্নিপরিচ্ছদ ধারণ করিবেক। (১৯) আর দ্বাদশ অথবা অষ্ট কিম্বা চারি অথবা দুই কিম্বা এক বৎসর বনে২ তপস্যা করিয়া বেড়াইবেক কিন্তু তপস্যার ক্লেশে বুদ্ধি বিনষ্ট না হয় এ বিষয়ে সাবধান থাকিবেক। (২০) যখন ব্যাধি অথবা জরাদিবশতঃ আপনার কার্য্যে কিম্বা জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ হইবে তখন অনশনাদি করিয়া জীবনের শেষ করিবেক। (২১) সে সময় আদৌ আত্মাতে অগ্নি সমারোপণ করিয়া "আমি আমার" ইত্যাদি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহকে যথা যোগ্য স্বীয় কারণ আকাশাদিতে বিলীন করাইবেক। (২২ অর্থাৎ যদ্রূপ ক্রমে উৎপন্ন, তদনুসারে দেহগত ছিদ্র সকলকে আকাশে, নিশ্বাস সকলকে বায়ুতে, উষ্মাকে তেজে, শুক্র শোণিত এবং শ্লেষ্মাদিকে জলে, আর অবশিষ্ট অস্থি মাংসাদি কঠিনাংশকে পৃথিবীতে লয় পাওয়াইবেক। (২৩)

তদনন্তর বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয়কে অগ্নিতে, শিল্প সহিত করদ্বয়কে ইন্দ্রে, গতির সহিত পদদ্বয়কে বিষ্ণুতে এবং রতির সহিত উপস্থকে প্রজাপতিতে লয় প্রাপ্ত করাইবেক। (২৪) তথা বিসর্গ সহিত পায়ুকে মৃত্যুতে, শব্দ সহিত শ্রোত্রকে দিক্ সকলে, স্পর্শ সহ ত্বগিন্দ্রিয়কে বায়ুতে, (২৫) চক্ষুর সহিত রূপকে তেজে, বরুণের সহিত জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমার সহ ঘ্রাণকে ভূমিতে বিলয় করাইবেক। (২৬) পরে মনোরথের সহিত মনকে চন্দ্রে, বোধ্য পদার্থের সহিত বুদ্ধিকে ব্রহ্মে, অহঙ্কার সহিত কর্ম্ম সকলকে রুদ্রে লয় করাইবেক। এই রুদ্র হইতেই "আমি আমার" ইত্যাদি জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়া হইয়া থাকে। সে যাহা হউক। তদনন্তর চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞে এবং গুণকার্য্য দেবগণ সহিত ভোক্তৃত্বাদি বিকারবস্তু ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বিলয় পাওয়াইবেক। (২৭) পরে পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে কূটস্থ অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রধানে (প্রকৃতিতে), প্রধানকে পরমাত্মাতে লয় করাইবেক। (২৮) এই প্রকারে সকল উপাধির লয় হইলে পর অবশিষ্ট চিন্মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অক্ষর স্বরূপে অবগত হইয়া দ্বৈত রহিত হওত দগ্ধকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিরাম করিবেক। (২৯)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সাধক যতির ধর্ম্ম এবং অবধূতের ইতিহাস কথন দ্বারা সিদ্ধাবস্থা বর্ণন।

নারদ কহিলেন হে রাজন্! জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থ ব্যক্তি উক্ত প্রকার চিন্তা করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক দেহমাত্রাবশেষিত হইবেন। তিনি যদি কদাচিৎ গ্রামে যান্ এক রাত্রিমাত্র তথায় বাস করিবেন, নচেৎ নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। (১) যদি বসন ধারণ করেন, যাবন্মাত্রে কৌপীন আচ্ছাদিত হইতে পারে তাবন্মাত্র বস্ত্র ধারণ করিবেন। আর দণ্ডাদি চিহ্ন ব্যতীত অন্য যে কিছু পরিত্যাগ করেন অনাপৎকালে পুনরায় তাহা গ্রহণ করিবেন না। অপর ভিক্ষাজীবী হইয়া একাকী ভ্রমণ করিবেন, কুত্রাপি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। আর আপনি আত্মারাম, সর্ব্ব ভূতের সুহৃদ্, শান্ত ও নারায়ণ পরায়ণ হইয়া থাকিবেন। (২) অধিকন্তু এই বিশ্বকে কার্য্য কারণ ব্যতিরিক্ত অব্যয় আত্মাতে দর্শন করিবেন এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ আত্মাকেও কার্য্যকারণময় সর্ব্বত্র জগতে ব্যাপ্ত দেখিবেন। (৩) যোগী সুষুপ্তি ও জাগরণ এই দুই অবস্থার সন্ধি সময়ে যখন তমঃ অথবা বিক্ষেপ উভয়ই না থাকে তখন আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত হওত আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, অতএব বন্ধ ও মোক্ষ মায়ামাত্র, কিছুই নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিবেন। (৪) মৃত্যু, যাহা নিশ্চয় হইবেক, তদর্থ আনন্দিত হইবেন না এবং অনিশ্চিত জীবন লইয়াও আহ্লাদ করিবেন না। যাহা হইতে প্রাণি সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় কেবল সেই কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। (৫) অপর অনাত্মপর শাস্ত্রে আসক্ত হইবেন না, নক্ষত্র বিদ্যাদিকে আপনার বৃত্তি করিবেন না, জল্প বিতণ্ডাদি নিষ্ঠ তর্ক সকল পরিত্যাগ করিবেন এবং অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে কোন পক্ষ আশ্রয় করিবেন

না। (৬) অপিচ প্রলোভ দ্বারা বল পূর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, বহুতর গ্রন্থ অভ্যাস করিবেন না, শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবেন না এবং কুত্রাপি মঠাদি নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিবেন না। (৭)

শান্ত ও সমচিত্ত যে পরমহংস, তাঁহার আশ্রম প্রায় ধর্ম্মার্থ হয় না অতএব যাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত বহূদকাদি চিহ্নিত স্থান আশ্রয় করিয়া সত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্ত যম ও নিয়ম আচরণ পূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করিবেন। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে নিয়মাদিতে আবশ্যক নাই, তৎকালে ইচ্ছা হয় লোকসংগ্রহার্থ নিয়মাদি ধারণ করিবেন, ইচ্ছা না হয়, পরিত্যাগ করিবেন। (৮) বাহিরে তাঁহার কোন চিহ্ন ব্যক্ত হইবেক না, কেবল আপনার প্রয়োজন অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান ব্যক্ত হইবেক। অপর তিনি মনীষী হইয়াও আপনাকে উন্মত্ত অথবা বালকের তুল্য দেখাইবেন। আর স্বয়ং পণ্ডিত হইয়াও লোকদের সমক্ষে আপনাকে মূকের ন্যায় প্রকাশ করিবেন। অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে দেখিয়া যে প্রকারে উন্মত্ত অথবা বালক কিম্বা বাগিন্দ্রিয় হীন অনুমান করে সেই প্রকারে থাকিবেন। (৯)

হে রাজন্! এ বিষয়ে প্রহ্লাদ ও অজগরব্রতি মুনির সংবাদে যে একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে তাহা উদাহরণ স্বরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করহ। (১০) একদা অজগরব্রতী মুনি কাবেরী নদীর নিকট সহ্য পর্ব্বতের তটে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের অবয়ব সকল ধূলি ধূসরিত হওয়াতে অমল তেজঃ নিগূঢ় হইয়া রহিয়াছিল। সেই সময়ে ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ কতিপয় অমাত্যে পরিবৃত হইয়া লোকতত্ত্ব পরিজ্ঞানেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে২ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ মুনিকে দেখিতে পাইলেন। (১১) কর্ম্ম আকার বাক্য এবং বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন দ্বারা লোকে যাঁহাকে "ইনি সেই মুনি কি না" নিশ্চয় করিতে পারেন না, মহাভাগবত প্রহ্লাদ দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং নমস্কার করিয়া যথাবিধি মস্তক দ্বারা তদীয় চরণ স্পর্শ করত বিশেষ পরিজ্ঞানেচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন (১২) ভগবন্! আপনি ভোগবানের ন্যায় এই যে স্থূলতম শরীর ধারণ করিতেছেন ইহার কারণ কি? (১৩) ব্রহ্মন্! উদ্যমবান্ ব্যক্তিদিগের ধন, ধনবান্ লোকের ভোগ এবং ভোগবান্দিগের স্থূল দেহ হইয়া থাকে, বিনা ভোগে কখন এ রূপ দেহ সম্ভাব্য হয় না। (১৪) হে ব্রহ্মন্! আপনি নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়া আছেন ইহাতে যে বিত্ত হইতে ভোগ হয় সেই বিত্ত আপনকার নাই ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে। যাহা হউক। বিনা ভোগে আপনকার এই দেহ যে কারণে স্থূল হইয়াছে যদি তাহা আমার জানিবার যোগ্য হয় বলিতে আজ্ঞা হউক। (১৫) ভগবন্! আপনি বিদ্বান্, দক্ষ, চতুর, লোকরঞ্জক কথা কহিতে জানেন, লোকেরা কথা কহিতেছে স্বচক্ষে দেখিয়াও স্বয়ং এরূপ নিরুদ্যম হইয়া শয়ান কেন? ফলতঃ এই সকল লোক বিত্তার্জ্জনাদিতে অসমর্থ হইয়াও তদর্থ কত প্রকারে উদ্যম করিতেছে, আপনি সমর্থ হইয়াও কেন নিরুদ্যম হইয়া রহিয়াছেন? (১৬)

নারদ কহিলেন দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে অজরব্রতী সেই মুনি বিস্ময়াপন্ন এবং তাঁহার বাক্য রূপ অমৃতে বশীকৃত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (১৭)

ব্রাহ্মণ কহিলেন হে অসুরশ্রেষ্ঠ! তুমি জ্ঞানিগণের সম্মত, ইহাতে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মানবগণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সকল ফলই অবগত আছ। (১৮) ভগবান্ নারায়ণ

দেব কেবল ভক্তি দ্বারা তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করে তাহার ন্যায়, অজ্ঞান সকলকে দূরীকৃত করিতেছেন ইহাতে যদিও তোমার কিছুই জ্ঞাতব্য নাই (১৯) তথাপি আমি যেমন শুনিলাম তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর বলিতেছি, কারণ যেব্যক্তি আপনার শুদ্ধি বাসনা করে তাহার পক্ষে তোমার সহিত সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (২০) রাজন্! সংসারপ্রবাহকারিণী যে তৃষ্ণাকে যথোচিত বিষয় সকল দ্বারাও পূরণ করিতে পারা যায় না, সেই তৃষ্ণা কর্ত্তৃক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া আমি পূর্ব্বে নানা যোনিতে প্রবেশিত হইয়াছিলাম, পরে স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ভ্রমণ করিতে থাকিলে সেই তৃষ্ণাই আমাকে যদৃচ্ছাক্রমে এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত করাইয়াছে। হে রাজন্! এই দেহ ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গের সাধন, অধর্ম্ম দ্বারা কুক্কুর শূকরাদি তির্য্যগ্যোনির দ্বার, মিশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্বের দ্বার এবং সর্ব্ব নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষের দ্বার। (২১) কিন্তু এই মনুষ্যত্বেও সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি নিমিত্ত কর্ম্মকারি স্ত্রী পুরুষদিগের বিপর্য্যয় দেখিয়া আমি নিবৃত্তি পথ অবলম্বন করিয়াছি। (২২) রাজন্! জীবের স্বরূপই সুখ, যখন সর্ব্ব ক্রিয়া নিবৃত্তি হয় তখন ঐ স্বরূপ আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। আমি ভোগ সকলকে মনোরথমাত্র অর্থাৎ অনিত্য বিবেচনা করিয়া নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিতেছি, প্রারব্ধমাত্র ভোগ করিয়া থাকি। (২৩) এই রূপে যদিও সুখই আত্মার স্বরূপ এবং সেই আত্মা আপনাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন তথাপি পুরুষার্থ বিস্মৃত হওয়াতে পুরুষেরা দ্বৈত না থাকিলেও ঘোরতর বিচিত্র সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৪) যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি জলজ তৃণ শৈবালাদি দ্বারা আচ্ছন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া পানীয় বাসনায় মৃগতৃষ্ণার প্রতি ধাবমান হয়, তাহার ন্যায়, আত্মস্বরূপ হইতে অন্য পদার্থে পুরুষার্থদর্শী পুরুষ সংসার প্রাপ্ত হয়। (২৫)

হে রাজন্! দৈবাধীন দেহাদি দ্বারা যে ব্যক্তি আপনার সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি বাঞ্ছা করে সেই দৈবশূন্য ব্যক্তির প্রারব্ধ সকল ক্রিয়াই বিফলীকৃত হয়। (২৬) অর্থাৎ যদিও ক্রিয়ার ফল হয় তথাচ সেই ফলে তাহার কোন উপকার দর্শে না, কারণ সে ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি দুঃখে কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং শীঘ্র মরিবেক যে পুরুষ, তাহার পক্ষে দুঃখোপার্জ্জিত অর্থ কামে কি হইতে পারে? (২৭) রাজন্! বিনা ক্লেশে যে অর্থ প্রাপ্ত হয় তাহাতেও দুঃখ আছে যেহেতু লুব্ধ অজিতাত্মা ধনিদিগের ঐ বিষয়ে ক্লেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ভয় প্রযুক্ত নিদ্রা যাইতে পারে না, সর্ব্বদা সকল ব্যক্তি হইতে শঙ্কাকুল হইয়া থাকে। (২৮) ফলতঃ প্রাণবন্ত ও অর্থবন্ত লোকদের রাজা হইতে, চোর হইতে, শত্রু হইতে, স্বজন হইতে, পশু পক্ষি হইতে, যাচকগণ হইতে, সময় হইতে এবং আপনা হইতে, সর্ব্বদাই বিনাশ ভয় আছে। (২৯) অতএব যে অর্থ ও প্রাণ শোক মোহ ভয় ক্রোধ রণকাতর্য্য এবং শ্রমাদির মূল, সেই অর্থ ও প্রাণে পণ্ডিত ব্যক্তির স্পৃহা পরিত্যাগ করা উচিত। (৩০) রাজন্! ইহ লোকে মধুমক্ষিকা ও অজগর সর্প আমাদিগের উত্তম গুরু হইয়াছে, আমরা তাহাদিগের বৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়াই এই বৈরাগ্য ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। (৩১) মধুমক্ষিকার নিকট আমি সর্ব্ব কাম বিষয়ে বিরাগ শিক্ষা করিয়াছি। কারণ, অন্যান্য ব্যক্তিরা বিত্তপতিকে বধ করিয়াও মধুর ন্যায় তাহার কৃচ্ছ্রপ্রাপ্ত বিত্ত হরণ করিয়া থাকে। (৩২) অপর অজগরের নিকট শিক্ষা পাইয়া আমি নিশ্চেষ্ট ও যদৃচ্ছালাভে পরিতুষ্ট থাকি, যদি কদাচিৎ লাভ না হয় অজগরের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ হইয়া বহু দিন শয়ন করি। (৩৩) কখন অল্প ভোজন

করি, কখন ভূরি ভক্ষণ করি, কদাচিৎ সুস্বাদ অন্ন খাই, কদাচিৎ বিস্বাদ আহার করি। কখন বহুগুণোপেত ভোজন হয় কখন বা গুণহীন ভোজন হইয়া থাকে। কদাচিৎ কেহ শ্রদ্ধা করিয়া খাদ্য আনিয়া দেয় কখন বা অপমান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দিয়া থাকে। কোন দিন ভোজন করিয়া পুনরায় খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হই, কোন দিন বা রজনী-যোগে যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিৎ লব্ধ হয়। (৩৪) কখন ক্ষৌম বসন, কখন দুকূল, কখন বা মৃগচর্ম্ম, কদাচিৎ কৌপীন, কখন বা বল্কল, কখন অন্য যে কিছু উপস্থিত হয় তাহাই পরিধান করি। এই রূপে তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বদা প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতেছি। (৩৫) কখন ভূমিশয্যায় শয়ন করি, কখন তৃণ, পর্ণ, প্রস্তর, অথবা ভস্মের উপরে শয়ান হই, কখন অন্যের ইচ্ছায় অট্টালিকা মধ্যে পর্য্যঙ্কের উপর উত্তম শয়নে নিষণ্ণ হইয়া নিদ্রা যাই। (৩৬) কখন স্নানান্তর অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া মনোহর বসন পরিধান পূর্ব্বক মাল্যালঙ্কৃত হইয়া রথ কিম্বা হস্তী অথবা অশ্ব দ্বারা বেড়িয়া বেড়াই, কখন বা গ্রহবৎ দিগম্বর হইয়া ভ্রমণ করি। (৩৭) হে রাজন্! যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ বিষম, আমি তাহার নিন্দাও করি না স্তবও করি না। সকলেরই কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি এবং মহাত্মা বিষ্ণুতে আপনার ঐকাত্ম্য প্রার্থনা করিয়া থাকি। (৩৮) রাজন্! এই প্রকারে অবস্থিত হইবার উপায় বলি শুন। ভেদগ্রাহক মনোবৃত্তিতে বিকল্পকে হোম করিবেক, পরে সেই মনোবৃত্তিকে যাহাতে অর্থরূপ বিভ্রম আছে তাদৃশ মনে হোম করিবেক, তাহার পর সেই মনকে বৈকারিক অহঙ্কারে হোম করিবেক। তদনন্তর সেই অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্ব দ্বারা মায়াতে হোম করিবেক। (৩৯) শেষে সত্যদর্শী ও মননশীল হইয়া ঐ মায়াকে আত্মানুভবে হোম করিবেক, পশ্চাৎ আত্মানুভব দ্বারা আত্মাতে অবস্থিত হইয়া নিরীহ হওত বিরত হইবেক।* (৪০) হে রাজন্! তুমি ভগবৎপ্রিয়, এ কারণ এই স্বাত্মবৃত্তান্ত যদিও অতিশয় গোপনীয় তথাপি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। মন্দদৃষ্টি দ্বারা ইহা লোক ও শাস্ত্র হইতে পৃথক্ বটে কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে তদ্রূপ নহে।

নারদ কহিলেন হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ অজগরব্রতি মুনির নিকট উক্ত প্রকারে পারমহংস্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন তদনন্তর প্রীত হইয়া সন্তোষান্বিত মনে আপনার ভবনে গমন করিলেন। (৪১)

ইতি সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং দেশকালাদি ভেদে বিশেষ২ শ্রেয়স্কর কর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন হে দেবর্ষে! গৃহস্থ ব্যক্তি যথার্থতঃ যে বিধি দ্বারা এই পদবীতে গমন করিবেন তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক, কারণ মাদৃশ জনের মতি গৃহস্থ ধর্ম্ম বিষয়ে অতিশয় মূঢ় হইয়া রহিয়াছে। (১)

নারদ কহিলেন গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি বাসুদেবে সমর্পণ পূর্ব্বক যথোচিত ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠান করিয়া যথাকালে মহর্ষিগণের উপাসনা করিবেক। আর সর্ব্বদা অমৃত স্বরূপ ভগবানের অবতার কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত হওত শান্ত দান্ত জনগণে বেষ্টিত হইয়া থাকিবেক। (২) ঐ প্রকার লোকের সহিত সঙ্গহেতু ক্রমে আত্মা জায়া ও আত্মজাদিতে স্নেহ স্বয়ং বিযুজ্যমান হইয়া যাইবেক। তখন সুপ্তোত্থিত পুরুষ যেমন

স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রাদিতে সঙ্গ পরিত্যাগ করে তাহার ন্যায় ঐ ব্যক্তি ঐ সকলে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেক। (৩) কিন্তু যাবৎপরিমিত অর্থে আপনার প্রয়োজন, তাবন্মাত্রের সেবা করত অন্তরে দেহ,ও গেহের প্রতি বিরক্ত হইবে এবং বাহিরে অনুরক্তবৎ হইয়া লোকমধ্যে পুরুষাকার প্রকাশ করিবেক। (৪) অপর কুত্রাপি আগ্রহ করিবেক না, জ্ঞাতিগণ, পিতা মিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহা বলে, যাহা বাঞ্ছা করে তাহাতেই আমোদ করিবেক। পরন্তু কিছুতেই মমতা রাখিবেক না। (৫) অধিকন্তু বৃষ্ট্যাদি দ্বারা জাত দিব্য ধন, ভূমিখননে প্রাপ্ত ভৌম ধন অর্থাৎ নিধি প্রভৃতি, অকস্মাৎ লব্ধ ধন, তথা আপনাহইতে দৈবলব্ধ ধন, এই সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সকল কর্ম্ম করিবেক। (৬) দৈবাৎ যদি অধিক লাভ হয় তাহাতে অভিমান করিবেক না কারণ যাবৎ ধনাদিতে উদর পূর্ত্তি হয় তাবতেই দেহিদিগের স্বত্ব। যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক দ্রব্যের অভিমান করে সে তস্কর, সুতরাং দণ্ডিত হইবার যোগ্য। (৭) অতএব মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কর্কট, ইন্দুর, সর্প, পক্ষী, মক্ষিকা ইত্যাদি যে কোন প্রাণী গৃহে অথবা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যদি শস্যাদি ভোজন করে তাহাকে নিবারণ করিবেক না, বরং আপনার পুত্রের সমান দর্শন করিবেক। ফলতঃ পুত্রাদি হইতে ঐ সকল মৃগাদির কতই অন্তর? (৮)

সে যাহা হউক, গৃহস্থ পুরুষ অতি ক্লেশে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ উৎপন্ন করিয়া সতত তাহার সেবা করিবেক না কিন্তু যে স্থানে যে কালে দৈবাধীন যাবৎ লব্ধ হয় তাবন্মাত্রের সেবা করিবেক। (৯) অপর কুক্কুর পতিত এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল প্রাণিকে যথাযোগ্য তাহাদের ভোগ্য বস্তু বিভাগ করিয়া দিবেক। যদি আপনার এক মাত্র ভার্য্যা থাকে এবং তাহাকে অতিথিশুশ্রূষার্থ নিযুক্ত করিলে যদি আপনার শুশ্রূষা ব্যাহত হয় অথচ সেই ভার্য্যাতেই যদি অতিথির আগ্রহ হয়, তবে সেই এক ভার্য্যাকেও কেবল অতিথিসেবায় নিযুক্ত করিবেক। (১০) রাজন্! লোকে যে ভার্য্যার নিমিত্ত আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও গুরুকেও বধ করিতে উদ্যত হয় যে ব্যক্তি সেই ভার্য্যাতেও স্বত্ব পরিত্যাগ করেন তাঁহাকর্ত্তৃক অজিত ঈশ্বরও বিজিত হয়েন। (১১) যদিও ভার্য্যায় স্বত্বাভিমান ত্যাগ করা কঠিন তথাপি তত্ত্ব বিচার দ্বারা অসাধ্যও সাধন করিতে পারা যায়। ফলতঃ এই দেহ অন্তে কৃমি বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পর্য্যবসান হইবে, অতএব এই তুচ্ছ দেহ কোথায়? আর এই দেহে যাহার সঙ্গে রতি হয় সেই ভার্য্যাই বা কোথায়? এবং যে আত্মা স্বীয় মহিমা দ্বারা গগণমণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করেন সেই আত্মাই বা কোথায়? এবম্বিধ তত্ত্ব বিচার করিলে দেহ ও ভার্য্যা কোন পদার্থ হইবেক না। (১২)

হে রাজন্! এক্ষণে গৃহস্থের অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলি শ্রবণ করহ। গৃহী ব্যক্তি দৈবলব্ধ অর্থ দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে। পঞ্চযজ্ঞ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তদ্দ্বারা আপনার জীবিকা করিবেক। এইরূপে জীবন ধারণ করত যে পুরুষ শেষ বিষয়ে স্বত্ব পরিত্যাগ করেন তিনিই প্রাজ্ঞ, তিনিই নিবৃত্তিবর্ত্মবর্ত্তি মহাজনের পদবী প্রাপ্ত হন। (১৩) ঐ পঞ্চযজ্ঞের বিবরণ এই, দেব ঋষি মনুষ্য ভূত পিতৃগণ এই সকল তথা আত্মা, পঞ্চযজ্ঞের দেবতা, ইহাদিগকে আপনার বিত্ত দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিবেক। ইহাদের অর্চ্চনা করিলেই অন্তর্যামি পুরুষের অর্চ্চনা হইবেক। যখন আত্মাধিকার প্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞ সম্পদ উপস্থিত হইবে সেই সময় বৈতানিক বিধি পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। (১৪) কিন্তু যজ্ঞার্থ অতিশয়

নির্ব্বন্ধ কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা ভগবান্ হরি বিপ্রমুখে হুত হবির্দ্বারা যদ্রূপ তৃপ্ত হন অগ্নিমুখে হুত হবির্দ্বারা তাঁহার তদ্রূপ তৃপ্তি হয় না। (১৫) অতএব ব্রাহ্মণ দেব মানব প্রভৃতিতে তত্তৎ কামনা করিয়া যথাযোগ্য ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার যজ্ঞ করিবা, ব্রাহ্মণদিগের পশ্চাৎ অন্যান্য জীবেতেও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্চ্চনা করিও। (১৬)

বিত্তবান বিপ্র আপনার যেমন বিভব, তদনুসারে ভাদ্র মাসে পিতা মাতার এবং তাঁহাদের বন্ধুবর্গের অপর পক্ষীয় শ্রাদ্ধ করিবেক। এই রূপ অয়নদ্বয়, বিষুবদ্বয়, ব্যতীপাত, দিনক্ষয় (ত্র্যহস্পর্শ) চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ, দ্বাদশী তিথি, শ্রবণা নক্ষত্র, (১৭) অক্ষয়তৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী এবং হেমন্ত ও শিশিরের অর্থাৎ মার্গশীর্ষ প্রভৃতি চারি মাসের চারি অষ্টকা, (১৮) তথা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী এবং মঘা নক্ষত্র ও পৌর্ণমাসীর সমাগম অর্থাৎ মঘা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, তথা যে২ নক্ষত্র হইতে যে২ মাসের নাম হয়, সেই সকল নক্ষত্র যখন সম্পূর্ণ চন্দ্রবিশিষ্ট পৌর্ণমাসীর অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনচন্দ্র যুক্ত অনুমতি তিথির সহিত মিলিত হয়, সেই সময় (১৯) তথা যখন দ্বাদশী তিথিতে অনুরাধা শ্রবণা উত্তরফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া অথবা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র হয় কিম্বা উত্তরফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রে যখন একাদশী হয়, তথা জন্ম নক্ষত্রের অথবা শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ যুক্ত দিন (২০) এই সকল শ্রাদ্ধ কাল। এই সকল কাল কেবল শ্রাদ্ধের নিমিত্ত প্রশস্ত নহে ইহারা মানবগণের শ্রেয়োমাত্রের বিবর্দ্ধক, অতএব এই সকল সময়ে সর্ব্ব প্রযত্নে শ্রেয়স্কর সকল কার্য্যই করিবেক। এই সকল সময়ে ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করিলেই পরমায়ুর সাফল্যহয়। ফলতঃ এই সকল সময়ে স্নান জপ হোম ব্রত এবং দেব ব্রাহ্মণের পূজা যাহা করে ও পিতৃ দেব মনুষ্য তথা অন্যান্য প্রাণিদিগকে যাহা দেয়, তাহা অনশ্বর হয়। (২১) হে রাজন্! ভার্য্যার পুংসবনাদি সংস্কার কালে, পুত্র কন্যার জাতকর্ম্মাদি সময়ে, আপনার যজ্ঞদীক্ষাদি সময়ে, তথা প্রেতের দহনাদিতে, মৃতাহে এবং অন্যান্য আভ্যুদায়িক কর্ম্ম সময়ে, শ্রেয়োজনক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর যে২ দেশ ধর্ম্মাদি শ্রেয়োজনক, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করহ। (২২) যাঁহাতে এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব বর্ত্তমান, সেই ভগবানের প্রতিবিম্ব রূপ সৎপাত্র যে দেশে লভ্য হয় সেই দেশ অতিশয় পুণ্যতম। অপর যেখানে তপস্যা বিদ্যা ও দয়াতে বিভূষিত ব্রাহ্মণকুল থাকেন এবং যেখানে যেখানে ভগবান্ হরির প্রতিমা থাকে সেই সকল দেশ শ্রেয়ের নিকেতন। (২৩) অপিচ যেখানে পুরাণপ্রসিদ্ধ গঙ্গাদি সরিৎ, পুষ্করাদি সরোবর এবং যে সকল ক্ষেত্র উত্তম জন কর্ত্তৃক অধিশ্রিত, তথা কুরুক্ষেত্র, গয়শিরঃ, প্রয়াগ, পুলহমুনির আশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গুনদী, সেতুবন্ধ, প্রভাসতীর্থ কুশস্থলী, (২৪) বারাণসী, মধুপুরী, পম্পা সরঃ, বিন্দু সরঃ, নারায়ণাশ্রম, নন্দানদী, এবং সীতা ও রামের আশ্রম প্রভৃতি স্থান সকল (২৫) তথা মহেন্দ্র এবং মলয় প্রভৃতি সমস্ত কুলাচল, এই সকল দেশ পুণ্যতম, আর যে২ স্থান হরির প্রতিমাধিষ্ঠিত সে সকলও অতিশয় পবিত্র। (২৬) হে রাজন্! যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয়স্কামনা করেন তিনি সতত ঐ সকল স্থানের সেবা করিবেন কারণ ঐ সকল স্থানে কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে পুরুষদের সহস্র গুণ অধিক ফলোদয় হয়। (২৭)

হে পৃথ্বীশ! যে সকল পণ্ডিত পাত্রজ্ঞ, তাঁহারা ঐ বিষয়ে কেবল এক হরিকেই পাত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, যেহেতু এই চরাচর বিশ্ব তন্ময়। (২৮) হে মহারাজ! তুমি যে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলে তাহাতে দেবগণ ঋষিগণ এবং তপোযোগাদি

সিদ্ধ ব্রহ্মনন্দন সনকাদি মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিতেও অগ্রপূজায় ভগবান্ অচ্যুতই পাত্ররূপে সম্মত হইয়াছিলেন। (২৯) রাজন্! তোমার যজ্ঞে তিনি কেন পাত্র বলিয়া সম্মত হয়েন তাহার কারণ বলিতেছি শুন, জীবরাশিতে ব্যাপ্ত এই যে ব্রহ্মাণ্ড কোষ রূপ মহান্ মহীরুহ, ইহারও মূল সেই ভগবান্, অতএব তাঁহার অর্চ্চনায় সকল জীবের তথা আপনার পরম তৃপ্তি হয়। (৩০) হে রাজন্! সেই ভগবান্ মনুষ্য পশু পক্ষি ঋষি দেবতারূপ পুর (শরীর) সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনি সেই সকল পুরে (শরীরে) অন্তর্যামিত্বরূপে তথা প্রত্যগংশে শয়ন করেন এই নিমিত্ত তিনি পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (৩১) যে হেতু ভগবান্ ঐ সকল পুরে তারতম্য ভাবে বর্ত্তমান অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদি অপেক্ষা পুরুষে যেহেতু তিনি অধিকরূপে বর্ত্তমান থাকেন সেই হেতু পুরুষেরাই পাত্র। তন্মধ্যেও যাহাদের যত জ্ঞানাংশ যে প্রকার তপস্যাদি যোগে যেখানে যেখানে জ্ঞাত হন সেই প্রকারে তাঁহারা পাত্র হইয়া থাকেন। (৩২)

হে রাজন্! তৎ পরে ঐ সকল মনুষ্যের পরস্পর অসম্মান করণে বুদ্ধি হওয়াতে কবিগণ তাহাদের ভাব দেখিয়া তদনন্তর ত্রেতাদি যুগে উপাসনা নিমিত্ত ভগবানের প্রতিমা সৃষ্টি করেন, (৩৩) তাহাতে তদবধি কতক ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সপর্য্যা দ্বারা সেই প্রতিমায় ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি পুরুষ-দ্বেষী, তাহাদের কর্ত্তৃক উপাসিতা হইলেও ঐ প্রতিমা অভীষ্টার্থপ্রদা হয় না, পুরুষ সকলের প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চিতা হইলেই তাহা মন্দাধিকারি জনগণের পক্ষেও অসংশয় পুরুষার্থপ্রদা হয়। (৩৪)

সে যাহা হউক। হে রাজেন্দ্র! যদিও পুরুষেরাই পাত্র, ইহা নিশ্চিত হইল তথাচ তাহাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ তপস্যা বিদ্যা এবং তুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরির মূর্ত্তি ধারণ করেন পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অত্যুত্তম পাত্র বলিয়া থাকেন। (৩৫) রাজন্! জগদাত্মা ভগবান্ ব্রাহ্মণগণের পদধূলি দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করেন ইহাতে ব্রাহ্মণেরা যে পরম পাত্র তাহাতে সংশয় কি? (৩৬)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সারসংগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্ব বর্ণাশ্রম নিবন্ধন মোক্ষ লক্ষণ বর্ণন।

নারদ কহিলেন রাজন্! কতকগুলি ব্রাহ্মণ কর্ম্মনিষ্ঠ, অন্য কতিপয় বিপ্র তপোনিষ্ঠ, অপর কতকগুলি স্বাধ্যায়ে নিরত, অন্য কতকগুলি প্রবচনে (বেদার্থ ব্যাখ্যানে) নিপুণ, আর কতকগুলি জ্ঞান ও যোগে পরিনিষ্ঠিত। (১) কিন্তু যে ব্যক্তি দানের অনন্ত ফল অভিলাষ করেন তাঁহার পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ বিপ্রকে কব্য অর্থাৎ পিত্রাদির উদ্দেশে দেয় দ্রব্য এবং হব্য অর্থাৎ দেবোদ্দেশে দেয় দ্রব্য দান করা কর্ত্তব্য। যদি উক্ত প্রকার ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তাহা হইলে জ্ঞান তারতম্য বিবেচনা করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকেও হব্য কব্য দান হইতে পারে। পিত্রাদির শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে দুই এবং পিতৃপক্ষে তিন, অথবা উভয় স্থলেই এক২টী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেক। যদিও আপনি অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় তথাচ শ্রাদ্ধে বিস্তর ব্রাহ্মণ করিবেক না। (২) হে রাজন্! স্বজনের অনুরোধে বিস্তর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধ অর্পণ করিলে

দেশ কালের অনুরূপ শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র, এবং অর্চ্চন, এ সকল প্রায় উত্তমরূপ হইতে পারে না। (৩) ফলতঃ উপযুক্ত দেশ কাল প্রাপ্ত হইলে নীবারাদি যৎকিঞ্চিৎ অন্ন ভগবান্ হরিকে নিবেদন করিয়া দিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি যদি সৎপাত্রে অর্পণ করে তাহাও অক্ষয় এবং কাম ফলদায়ক হয়। (৪) সে যাহা হউক। দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, এবং প্রাণি সকল, তথা আত্মা ও আত্মীয়দিগের প্রতি যথাযোগ্য অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া ঐ সকলকে ঈশ্বর স্বরূপ দর্শন করিবেক। হে নৃপ! শ্রাদ্ধে মৎস্য মাংসাদি আমিষ প্রদান করিবেক না, এবং ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির তাহা ভোজন করাও কর্ত্তব্য নহে। কারণ নীবারাদি দ্বারা যদ্রূপ পরম প্রীতি হয় পশু হিংসায় তদ্রূপ হইতে পারে না। (৫) অপর সদ্ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষি মানবগণের প্রাণি সকলের মনো বাক্ কায় জন্য হিংসার যে পরিত্যাগ, তাহার সমান পরম ধর্ম্ম আর নাই। (৬)

অতএব যজ্ঞ হেতু প্রধান২ জ্ঞানিগণ জ্ঞানদীপিত আত্মসংযমনরূপ অগ্নিতে কর্ম্মময় যজ্ঞ সকলের হোম করিয়া থাকেন অর্থাৎ উত্তম অধিকারিদিগের প্রায় বহির্দৃশ্যমান কর্ম্ম পরিত্যাগ হয়। (৭) রাজন্! যে ব্যক্তি দ্রব্য যজ্ঞ দ্বারা যাগ করে তাহাকে দেখিয়া প্রাণি সকল ভয় পায়। তাহারা মনে করে এ ব্যক্তি আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ, কেবল প্রাণের তৃপ্তিকারী, সুতরাং ইহার করুণা নাই, এ আমাদিগকে বধ করিবে কোন সন্দেহ নাই। (৮) এই কারণে ধর্ম্মজ্ঞ জনের উচিত হয় সন্তুষ্ট হইয়া দৈবাধীন উপস্থিত নীবারাদি দ্বারাই অহরহ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করেন। (৯)

হে নৃপ! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিরুদ্ধধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম এবং ছলধর্ম্ম, এই পাঁচটী অধর্ম্মশাখাকেও অধর্ম্মের ন্যায় অর্থাৎ নিষিদ্ধবৎ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। (১০) হে রাজন্! বিরুদ্ধধর্ম্মের অর্থ এই, ধর্ম্ম বোধেও কৃত হইলে যাহাতে স্বধর্ম্মের বাধ হয় তাহার নাম বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। অন্যের উপদিষ্ট অন্যের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম। পাষণ্ড অথবা দম্ভের নাম উপধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম শব্দ মাত্র ধারণ করে তাহার নাম ছলধর্ম্ম, যথা গো দান কর্ত্তব্য এই বিধি বাক্যে মুমূর্ষু অথবা তদ্রূপ অকর্ম্মণ্য গো দান ইত্যাদি। অপর পুরুষেরা আপন ইচ্ছায় যাহা ধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠান করে তাহা ধর্ম্মাভাস, যেহেতু তাহা আশ্রমধর্ম্ম হইতে পৃথক্। (১১) হে রাজন্! স্বভাবেতে বিহিত যে ধর্ম্ম, তাহা কোন্ ব্যক্তির প্রশান্তি নিমিত্ত না হয়? অতএব স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্ম বাহুল্যার্থও পরধর্ম্ম আচরণ করা উচিত হয় না। (১২) অপর অধন ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ অথবা লোকযাত্রার্থও ধন চেষ্টা করিবেন না, যে ব্যক্তি ধন চেষ্টা শূন্য, তাঁহার নিশ্চেষ্টতাই মহা সর্পের ন্যায় জীবিকা সম্পন্ন করিয়া দেয়। ফলতঃ সন্তুষ্ট আত্মারাম ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে তাঁহার অন্তঃকরণে যে সুখ হয় কামলোভে অর্থ চেষ্টায় দিকে দিকে ধাবমান লোকের সে সুখ কোথায়? (১৩) যাহার অন্তঃকরণ সদা সন্তুষ্ট, তাহার পক্ষে সকল দিক্ সর্ব্বদাই মঙ্গলময়, যেমন যে ব্যক্তির চরণে পাদুকা থাকে তাহার শর্করা (খাপরেল) ও কণ্টকাদি হইতেও কল্যাণ হইয়া থাকে। (১৪) হে রাজন্! সন্তুষ্ট ব্যক্তি কি কারণে জলদ্বারাও বর্ত্তমান হন না? যে ব্যক্তির মনঃ অসন্তুষ্ট সে উপস্থ জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বশগ, সুতরাং কুক্কুরের তুল্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। ফলে অসন্তুষ্ট জন অতিশয় বিপন্ন, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হেতুক তাহার তেজঃ, বিদ্যা, তপস্যা, যশঃ, সকলই বিগলিত হইয়া যায় আর জ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া পড়ে। (১৫)

হে রাজন্! ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা লোকে কামের অন্ত পাইতে পারে এবং ক্রোধের ফল যে হিংসা, তাহার নিষ্পত্তি করিয়া ক্রোধেরও অন্ত পাইতে পারে কিন্তু সকল

দিক্ জয় এবং সমুদায় পৃথিবী ভোগ করিয়াও কোন ব্যক্তি লোভের অন্ত পাইতে পারে না। হে মহারাজ! বহুজ্ঞ এবং সংশয়চ্ছেত্তা বহু২ পণ্ডিত অপর সভাপতি বলিয়া গণ্য অনেক মহাজন অসন্তোষের কারণ অধঃপতিত হইয়া যান। (১৬)

অতএব এক্ষণে কামাদি জয়ের উপায় বলি অবধান কর। সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা কাম জয় করিবেক, কাম বিসর্জ্জন দ্বারা ক্রোধকে নিবারণ করিবেক, অর্থে অনর্থ দর্শন করিয়া লোভ জয় করিবেক আর অদ্বৈত অনুসন্ধান দ্বারা ভয়কে পরাজয় করিবেক। (১৭) অপর আত্মানাত্ম বিবেক দ্বারা শোক মোহকে দূর করিবেক, সাত্বিক মহৎ জনের সেবা দ্বারা দম্ভকে নিরস্ত করিবেক, মৌনাবলম্বন দ্বারা যোগের প্রতিবন্ধক লোক বার্ত্তাদি পরিত্যাগ করিবেক, আর কামাদি বিষয়ে চেষ্টা পরিত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করিবেক। (১৮) অপিচ ভূত হইতে উৎপন্ন দুঃখকে কৃপা দ্বারা জয় করিবে অর্থাৎ যে সকল প্রাণী হইতে ভয়াদি জন্মে তাহাদের হিতাচরণ করিয়া তজ্জন্য দুঃখ বিসর্জ্জন করিবেক। অপর দৈবোপসর্গ জন্য দুঃখ যে বৃথা মনঃপীড়াদি, তাহা সমাধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবেক। আর আত্মজন্য দুঃখকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ক্লেশকে যোগবলে পরাভূত করিবেক এবং নিদ্রাকে সত্বগুণের সেবা দ্বারা দূর করিয়া দিবেক। অপিচ ঐ সত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিবেক এবং সেই সত্বকে উপশম দ্বারা জয় করিবেক। হে রাজন্! গুরুর প্রতি ভক্তি থাকিলে পুরুষ ঐ সমুদায়কে যথার্থরূপে জয় করিতে সমর্থ হইবেক। (১৯) রাজন্! জ্ঞানদীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ, যে ব্যক্তি তাঁহাকে "মনুষ্য" জ্ঞান করে তাহার সমুদায় শাস্ত্র-শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়। (২০) অহে যুধিষ্ঠির! এই গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর, যোগীশ্বরেরা ইহাঁরই চরণ অন্বেষণ করিয়া বেড়ান্, লোকেরা যে ইঁহাকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করে তাহা তাহাদের ভ্রান্তি মাত্র। (২১)

রাজন্! ইষ্টাপূর্ত্তাদি যত যত বিধি আছে কেবল ষড়্বর্গের অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয়ের সংযমেতেই সে সকলের পর্য্যবসান জানিবে অর্থাৎ সকল বিধিই কেবল ষড়্বর্গ সংযম পর। কিন্তু ঐ সকল বিধি ষড়্বর্গসংযমপর হইয়াও যদি যোগ অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি ইত্যাদিকে সাধন করিতে না পারে তাহা হইলে উহারাও কেবল শ্রমজনক। অতএব সর্ব্বোপায় দ্বারা কামাদির বেগ জয় পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধ্যান পরায়ণ হইবেক নচেৎ শাস্ত্র সকল বিফল হইয়া পড়িবেক। (২২) রাজন্! যেমন কৃষ্যাদি বিষয় অর্থাৎ কৃষ্যাদির ফল, যোগের ফল যে মোক্ষ, তাহাকে সাধন করে না প্রত্যুত সংসারের নিমিত্ত হয় তেমনি অসৎ অর্থাৎ বহির্মুখ প্রবৃত্ত ব্যক্তির ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম মোক্ষসাধক হইতে পারে না বরঞ্চ সংসার প্রবর্ত্তক হয়। (২৩)

হে রাজন্! যোগ রত হইয়াও যদি কোন ব্যক্তির কুটুম্বাদি সঙ্গবশতঃ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য কি, বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি চিত্ত জয় বিষয়ে উদ্যোগী, তিনি গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ হইয়া সন্ন্যাস করিবেন এবং একাকী নির্জ্জনে বাস ও ভিক্ষা লব্ধ পরিমিত আহার করিয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। (২৪) আর শুচি অথচ সমান প্রদেশে আপনার আসন স্থাপন করিয়া তাহাতে যে রূপে সুখ বোধ হয় তদ্রূপ করিয়া স্থির ও সমান ভাবে উপবেশন করিবেন। তৎ কালে তাঁহার অঙ্গ ঋজু অর্থাৎ সমান হইবে এবং তিনি মুখে "ওঁ" এই প্রণব উচ্চারণ করিতে থাকিবেন। অপর পূরক কুম্ভক রেচক এই সকল প্রণায়াম দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন, এবং আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া যাবৎ পর্য্যন্ত মন

থাকে সকল কাম পরিত্যাগ করিবেন। অপর কামকর্ত্তৃক হত ভ্রমণশীল মনঃ যেং স্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া যায় সেইং স্থান হইতে তাহাকে ধারণ করিয়া ক্রমেং হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন। (২৫)

হে মহারাজ! যিনি নিরন্তর এই প্রকারে অভ্যাস করেন অল্প কাল মধ্যেই সেই ব্যক্তির চিত্ত, কাষ্ঠ হীন বহ্নির ন্যায়, নির্ব্বাণ অর্থাৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। (২৬) রাজন্! যে চিত্ত কামাদি দ্বারা ক্ষুভিত না হয় তাহা আর কদাচ উথিত অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না, কারণ ব্রহ্মসুখ সংস্পৃষ্ট হওয়াতে তাহার সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হইয়া যায়। (২৭)

পরন্তু যে গৃহাশ্রম ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের বপন স্থান, সেই গৃহাশ্রম হইতে প্রব্রজিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় তাহার সেবা করেন তাহা হইলে সে ব্যক্তি বান্তাশী অর্থাৎ ছর্দ্দিতভোজী এবং অতিশয় নির্লজ্জ। (২৮) হে যুধিষ্ঠির! প্রব্রজ্যা করিয়া পুনরায় গৃহী হওয়া অসম্ভব এমত মনে করিও না, যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে নিজ দেহকে অনাত্মা ও মৃত্যুধর্ম্মশালী বিবেচনা করিয়া বিষ্ঠাকৃমি অথবা প্রস্তরের সমান চিন্তা করে তাহারাই পুনরায় ঐ দেহকে আত্মা বোধ করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে ইহার কারণ ঐ সকল ব্যক্তি অতিশয় অসৎ। (২৯) রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তির ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারির ব্রততাগ, তপস্বির গ্রামে বাস এবং ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়চাপল্য, এই সকল আশ্রমবিড়ম্বনা। অতএব ঐ রূপ ব্যক্তিসকল আশ্রমাধম। ফলতঃ তাহারা পরমেশ্বরের মায়ায় বিমূঢ়, অতএব অনুকম্পা করিয়া তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। (৩০) হে মহারাজ! এক ইন্দ্রিয়চাপল্য দোষে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ঐ রূপ অবজ্ঞা করা উচিত নহে এমত মনে করিও না, যে ব্যক্তি পর ব্রহ্মকে জানিতে পারেন জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সমস্ত বাসনা নিরস্ত হইয়া যায়, তবে তিনি কি অভিলাযে এবং কিসেরই বা কারণ লোলুপ হইয়া দেহ পোষণ করিবেন? অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় চাপল্য কোনরূপে সম্ভাব্যই নহে। (৩১)

হে রাজন্! পণ্ডিতেরা এই শরীরকে রথ, ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব, ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর যে মনঃ, তাহাকে রশ্মি শব্দাদি বিষয় সকলকে বর্ত্ম (গন্তব্য দেশ), বুদ্ধিকে সারথি, এবং চিত্তকে দেহব্যাপি বন্ধন করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু ঐ বন্ধন ঈশসৃষ্ট অর্থাৎ ঐ বন্ধনের কর্ত্তা পরমেশ্বর। (৩২) এইরূপ প্রাণ-অপান সমান-ব্যান-উদান এই পঞ্চ, তথা নাগ-কূর্ম্ম-কৃকর-দেবদত্ত ধনঞ্জয় এই পঞ্চ, সমুদায়ে দশবিধ প্রাণকে ঐ রথের অক্ষ (আল), ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে চক্র, অহঙ্কার সহিত বর্ত্তমান জীবকে রথী বলিয়াছেন। অপর প্রণব ঐ রথির ধনুঃ, শুদ্ধ জীব তাহার শর আর পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। অর্থাৎ যেমন ধনুর্দ্ধারা শর লক্ষ্যে নিপাতিত হয় তেমনি প্রণব কর্ত্তৃক জীব ব্রহ্মে নিপাতিত হয়েন। (৩৩)

হে রাজন্! রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অবমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য্য, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা, নিদ্রা, এই সকল এবং এই রূপ, অন্যান্য বিষয় সকল জীবের শত্রু। তাহারা কোথাও রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি হয়, কোথাও বা সত্ত্বপ্রকৃতি হইয়া থাকে, পরন্তু সত্ত্বপ্রকৃতি হইলেও আরূঢ়সমাধি যতির পক্ষে পরোপকারাদি প্রবৃত্তি শত্রু স্বরূপ, অতএব ঐ সকলকে জয় করা কর্ত্তব্য। (৩৪) হে যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রিয় সকল এই মানবদেহ রূপ রথের উপকরণ, ঐ সকলকে আত্মবশবর্ত্তি করিয়া যাবৎ এই রথ (দেহ) ধারণ করে তাবৎ পর্য্যন্ত গুরুতর জনগণের চরণ সেবা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক ভগবান অচ্যুতকে আশ্রয় করিয়া

উপশান্ত হইবে। পরে আত্মানন্দানুভবে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ রথাদিকে উপেক্ষা করিবেক। (৩৫) হে মহারাজ! ভগবান অচ্যুতকে আশ্রয় না করিলে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ ও সারথি সেই প্রমত্ত ব্যক্তিকে উৎপথে (প্রবৃত্তিমার্গে) লইয়া গিয়া বিষয় নামক বিষম দস্যুর মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তাহার পর সেই দস্যুগণ অশ্ব ও সারথি সহিত সেই ব্যক্তিকে যে অন্ধকারময় সংসারকূপে গুরুতর মৃত্যু ভয়, তাহাতে ফেলিয়া দিবেক। (৩৬

হে রাজন্! বেদবিহিত ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম কারি পুরুষের এইরূপ অনর্থ প্রাপ্তি কেন হয় এমত আশঙ্কা করিও না। বেদোক্ত কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মে তৎপর হইলে তদ্দ্বারা পুনরাবৃত্ত হয় কিন্তু নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অমৃত (মুক্তি) ভোগ করে। (৩৭) রাজন্! দ্রব্যময় কাম্য শ্যেনযাগাদি কর্ম্ম তথা দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ এবং সোমযাগ, এ সকল অত্যন্ত আসক্তি যুক্ত, এ সমুদায় হইতে শান্তি হইতে পারে না। (৩৮) অপর বৈশ্বদেব ও বলিহরণ ইত্যাদি কর্ম্ম ইষ্টপদবাচ্য, এ সকল কর্ম্ম কাম্য ও অশান্তিপ্রদ, এ সকলকে প্রবৃত্ত্যাখ্য বলা যাইতে পারে। আর দেবালয়, উপবন, কূপ এবং পানীয়শালা নির্ম্মাণ ইত্যাদি কর্ম্ম পূর্ত্ত। (৩৯)

হে রাজন্! প্রবৃত্ত কর্ম্ম দ্বারা যে প্রকারে আরোহণ ও অবরোহণ হইয়া আবৃত্তি হয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহ জন্মে যে যাগযজ্ঞ করিয়া চরু ও পুরোডাশ (হবির্বিশেষ) ইত্যাদি আহুতি দেয় তাহার সূক্ষ্ম পরিণাম (মৃত্যুর পর যাহা দেহান্তরের আরম্ভক হয়), অপর ধূম অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রি অর্থাৎ রাত্র্যভিমানিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চন্দ্রলোক এই সকলে যথাক্রমে মরণানন্তর জীব আরূঢ় হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্বকৃত চরু পুরোডাশাদির সূক্ষ্ম পরিণাম হইতে আদৌ জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি হয় তাহার পর যথাক্রমে ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন এই সকলের অভিমানিনী দেবতা কর্ত্তৃক চন্দ্রলোকে নীত হয়, সেখানে কর্ম্মানুসারে ভোগ হইয়া থাকে। হে রাজন্! চন্দ্রলোকে ভোগের অবসান হইলে জীবের ঐ দেহ লয় প্রাপ্ত হয় তাহাতে আদৌ অদর্শন হইয়া পরে বৃষ্টি দ্বারা যথাক্রমে ওষধি লতা শস্য ও শুক্র হইয়া পরিণত হয়, এইরূপে প্রবৃত্ত কর্ম্ম মার্গ পুনর্ভবের হেতু। (৪০) ফলতঃ চন্দ্রলোকে ভোগাবসানে প্রথমতঃ দেহ বিলয়ে অদর্শন হয় তদনন্তর ক্রমে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা ওষধি প্রভৃতির প্রত্যেকের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া এই অবনীতলে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর নিষেকাদি শ্মশানান্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে দ্বিজ বলা গিয়া থাকে। (৪১)

পরন্তু হে রাজন্! নিবৃত্ত কর্ম্ম নিষ্ঠদিগের উক্ত প্রকার আবৃত্তি হয় না, অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা তাঁহাদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহারা জীবদ্দশায় জ্ঞানদীপিত ইন্দ্রিয় সকলে ক্রিয়া সকলকে হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার যে ইষ্টাপূর্ত্তাদি, সে সকলকে ইন্দ্রিয়ভাবমাত্ররূপে চিন্তা করিয়া থাকেন, পরে সে সকল ইন্দ্রিয়কে দর্শনাদি সঙ্কল্পরূপ মনে এবং বিকার যুক্ত সেই মনকে বিধ্যাদি লক্ষণ বাক্যে হোম করেন কারণ বিধ্যাদি লক্ষণ বাক্য দ্বারাই মনঃ কর্ত্তৃত্বাদি বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বাক্য বর্ণ সমুদায় বিশেষ স্বরূপ, এ প্রযুক্ত তদনন্তর সেই বাক্যকে বর্ণ সমুদায়ে হোম করিয়া তাহার পর সেই বর্ণ সমুদায়কে অকারাদি স্বরত্রয় স্বরূপ ওঙ্কারে হোম করেন। পরে সেই ওঙ্কারকে বিন্দুতে এবং বিন্দুকে সূত্রাত্মা প্রাণে হোম করিয়া সেই সূত্রা-

ত্মাকে ব্রহ্মে হোম করিয়া থাকেন। (৪২) ঐ রূপ নিবৃত্ত কর্ম্মে রত পুরুষেরা যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য্য, দিবস, প্রাহ্ণ (দিবসের অন্ত), শুক্লপক্ষ, রাকা (শুক্লপক্ষের অন্ত), উত্তরায়ণ এবং ব্রহ্মা, এই সকলের অভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ আদৌ অগ্ন্যভিমানি দেবতার নিকট নীত হইয়া পরে সূর্য্যাদ্যভিমানি দেবসন্নিধানে নীত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! এই প্রকারে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ব্যক্তির ভোগাবসানে আদৌ বিশ্ব অর্থাৎ স্থূলোপাধি হয়, তাহার পর সেই স্থূলকে সূক্ষ্মে লয় করাইয়া সূক্ষ্মোপাধি তৈজস হয়, পরে সেই সূক্ষ্মকে কারণে লয় করাইয়া কারণোপাধি প্রাপ্ত হয়। তাহার পর সর্ব্বত্র সাক্ষিস্বরূপে অন্বয়হেতু সেই কারণকে সাক্ষিস্বরূপে লয় করাইয়া তুরীয় হয়। পরিশেষে সেই সাক্ষিত্বের বিলয়ে শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ হয়। (৪৩) হে রাজন্! এই বর্ত্মকে পণ্ডিতেরা দেবযান বলিয়াছেন, প্রবৃত্ত কর্ম্মকারী পুরুষেরা যেমন যথাক্রমে তত্তল্লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিবৃত্ত হয় আত্মযাজী উপশান্তাত্মা আত্মস্থ পুরুষ উক্ত প্রকারে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ আর নিবৃত্ত হয়েন না। (৪৪) রাজন্! পিতৃযান ও দেবযান নামে এই দুই বর্ত্ম বেদনির্ম্মিত, যে ব্যক্তি এই দুই অয়ন শাস্ত্রচক্ষুর্দ্বারা অবগত হয়েন তিনি দেহস্থ হইয়াও মুগ্ধ হয়েন না (৪৫) কারণ দেহাদির আদিতে কারণত্বরূপে এবং অন্তে অবধিত্বরূপে যে সদ্বস্তু বর্ত্তমান থাকেন, যাহা ভোগ্য ও ভোক্তা, উচ্চ ও নীচ এবং অপ্রকাশ ও প্রকাশ স্বরূপ, তাহা এই জ্ঞানী জীবই, অর্থাৎ জীব ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই নাই, কিসে মুগ্ধ হইবেক? (৪৬) হে রাজন্! যেমন প্রতিবিম্বসকল যুক্তি বিরুদ্ধ এপ্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে বাধিত হইলেও বস্তু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে তেমনি ইন্দ্রিয় সমূহাত্মক দেহ অর্থরূপে কল্পিত হয় সত্য কিন্তু দুর্ঘটত্ব প্রযুক্ত বস্তুতঃ অর্থ নহে। (৪৭) রাজন্! পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ ভূতের ছায়া (ঐক্যাবলম্বন) দেহাদি সংঘাত আরম্ভ ও পরিণাম ইহাদের মধ্যে একটাও হইতে পারে না। যদ্রূপ বৃক্ষ সকলের সংঘাতে বন, তদ্রূপ পঞ্চভূতের সংঘাতে দেহ নহে কারণ এক দেশের আকর্ষণে সকলের আকর্যণ দেখা যাইতেছে, একটা বৃক্ষের আকর্ষণে সকল বন আকৃষ্ট হয় না। এই রূপ বিকার অর্থাৎ আরব্ধ অবয়বী অথবা পরিণামও নহে কারণ তাহা অবয়ব হইতে অত্যন্ত পৃথক নয় এবং কাহারো সহিত অন্বিতও থাকে না সুতরাং মিথ্যা পদার্থই জানিবে। (৪৮)

রাজন্! দেহাদি যদ্রূপ মিথ্যা, সে সকলের হেতুস্বরূপ পৃথিব্যাদিও তদ্রূপ মিথ্যা, কারণ মহাভূত সকল অবয়বী, সুতরাং সূক্ষ্ম অবয়ব ব্যতিরেকে সে সকল হইতে পারে না। পরন্তু অবয়বী উক্ত প্রকারে অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইলে অবয়বও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া পড়িল। (৪৯) যদি বল অবয়বির অসত্তা স্বীকার করিলে আগমাপায়ি বাল্যাদি অবস্থায় "ইনি সেই দেবদত্ত" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান কি রূপে হয়? উত্তর, অবিদ্যার বিকল্প থাকাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আরোপ সাদৃশ্যহেতু "ইনি সেই" এবম্প্রকার ভ্রম হইতে পারে, পরন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত অবিদ্যা নিবৃত্তি না হয় তাবৎ পর্য্যন্তই ঐ ভ্রম থাকে। হে রাজন্! যদি সকলই মিথ্যা হইল তবে শাস্ত্রের বিধিনিষেধতা কি প্রকারে থাকিতে পারে এমত আশঙ্কা করিও না, স্বপ্নমধ্যে যদ্রূপ কখন২ জাগ্রৎ ও নিদ্রার ব্যবস্থা হয় তাহার ন্যায় শাস্ত্রের বিধিনিষেধতা ব্যবস্থিত হইতে পারে। (৫০) অতএব মননশীল যোগী ভাবনার অদ্বৈত, ক্রিয়ার অদ্বৈত তথা দ্রব্যের অদ্বৈত আলোচন করিয়া আত্মতত্ত্বানুভব দ্বারা জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থাত্রয় নিবারণ করিয়া থাকেন। (৫১) ভাবনার অদ্বৈত কাহাকে বলে বলিতেছি শ্রবণ কর। বিকল্প অর্থাৎ ভেদ অবস্থ

এই হেতু বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায় কার্য্য ও কারণকে যে এক বস্তুরূপে আলোচন করা, তাহাকে ভাবনাদ্বৈত বলা গিয়া থাকে। (৫২) অপর মনঃ বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে যে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ, তাহার নাম ক্রিয়াদ্বৈত। (৫৩) আর আপনি পুত্র কলত্র এবং অন্যান্য সকল দেহির অভেদ আলোচনা দ্বারা অর্থ ও কামের যে ঐক্যদর্শন, তাহার নাম দ্রব্যাদ্বৈত। (৫৪)

হে নৃপ! যে দ্রব্য যে উপায়ে যে স্থানে যাহা হইতে যে মনুষ্যের পক্ষে অনিষিদ্ধ হয়, সেই মনুষ্য সেই দ্রব্যদ্বারা কার্য্যের চেষ্টা করিবে, অনাপৎকালে তদ্ব্যতীত অন্য দ্বারা কোন কর্ম্ম করিবেক না। (৫৫) রাজন্! এই সকল এবং বেদবিহিত অন্য২ কর্ম্ম দ্বারা বর্ত্তমান পুরুষ গৃহে থাকিয়াও ভগবানের গতিপ্রাপ্ত এবং তাঁহার ভক্তিভাগী হইতে পারে। (৫৬)

হে নৃদেব! তোমরা যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহু২ দুস্ত্যজ আপদ উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং তাঁহার পাদপদ্ম সেবাদ্বারা দিগ্‌গজ জয় পূর্ব্বক ভূরি২ যজ্ঞ আহরণ করিয়াছ তেমনি সেই আত্মস্বরূপ তারক হইতে এই সংসারও উত্তীর্ণ হও। (৫৭) রাজন্! মহাজনের অবজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণসেবা ভ্রষ্ট হয় এবং তাঁহাদের কৃপায় তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে, আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ কর তাহাতেই এ বিষয়ের প্রমাণ পাইবে। পূর্ব্বকালে অতীত কল্পে আমি উপবর্হণ নামে কোন গন্ধর্ব্ব হইয়াছিলাম, সকল গন্ধর্ব্ব আমাকে মান্য করিত। (৫৮) সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য, সৌগন্ধ্য ইত্যাদি দ্বারা সকলের অতিশয় প্রিয় দর্শন ছিলাম, সকল যুবতীই আমাকে ভালবাসিত, আমি সদা মদমত্ত ও লম্পট হইয়া স্বপুরমধ্যে কাল যাপন করিতাম। এক সময়ে দেবতাদের যজ্ঞে হরিগাথা গান নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টাদের কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরোগণ আহূত হইল। (৫৯) ঐ আহ্বান জানিতে পারাতে আমিও উন্মত্ত হইয়া গাইতে গাইতে স্ত্রীগণে বেষ্টিত হইয়া তথায় গমন করিলাম। আমার এই ধৃষ্টতা অবগত হইলে বিশ্বস্রষ্টৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদের প্রভাব দ্বারা আমার প্রতি এই অভিসম্পাত দিলেন যেহেতু আমাদিগকে অবহেলা করিতেছ অতএব আশু নষ্টশ্রী হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও। তাহার পরেই দাসীগর্ব্ভে আমার জন্ম হইল। পরন্তু ব্রহ্মবাদি মুনিগণের সেবা ও সঙ্গ হওয়াতে দাসীগর্ব্ভে জন্মিয়াও আমার ব্রহ্মপুত্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল।

হে রাজন্। গৃহস্থের ধর্ম্ম তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ঐ ধর্ম্ম পাপনাশক, গৃহী ব্যক্তি ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যথার্থতঃ সন্ন্যাসিদিগের পদবী প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। (৬০) হে মহারাজ! লোকমধ্যে তোমরা অতিশয় ভাগ্যধর, যেহেতু ত্রিলোক পবিত্রকারী মুনিগণ তোমাদের ভবনে গমন করেন অপর তোমাদের গৃহে মনুষ্যচিহ্নধারী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অহো! মহাজনের অন্বেষণায় কৈবল্যনির্ব্বাণ সুখের অনুভবরূপী সেই এই ব্রহ্ম তোমাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, পূজ্য, বিধিদায়ক এবং গুরু, তোমাদের সমান ভাগ্যবান্ কে আছে? রাজন্! সাক্ষাৎ মহেশ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব২ বুদ্ধিদ্বারা যাঁহার রূপ বস্তুস্বরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই আমি তাঁহার কি বর্ণন করিব? সেই সাত্বতপতি ভগবান্ মৌন, ভক্তি এবং উপাশম দ্বারাই পূজিত হইয়া প্রসন্ন হউন।

শুকদেব কহিলেন ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির দেবর্ষি প্রোক্ত ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্ভাষণ করিয়া দেবর্ষি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

" শ্রীকৃষ্ণ পর ব্রহ্ম " এই বাক্য নারদের প্রমুখাৎ শ্রবণাবধি রাজা যুধিষ্ঠিরের যৎপরো নাস্তি বিস্ময় জন্মিয়াছিল।

হে পরীক্ষিত! তোমার নিকট দাক্ষায়ণীদিগের পৃথক্ ২ বংশ এই বর্ণন করিলাম সুর অসুর মনুষ্য প্রভৃতি চরাচর লোক ঐ সকল বংশের অন্তর্গত। (৬১)

ইতি সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ইতি শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কৃত শ্রীভাগবতানুবাদে সপ্তম স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

অষ্টম স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা যন্ত্রাধ্যক্ষের কারণ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৮।

অষ্টম স্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবত।

অষ্টম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ উত্তম এবং তামস এই চারি মনু নিরূপণ।

রাজা পরীক্ষিত কহিলেন গুরো! স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিলাম। ঐ মন্বন্তরেতেই মনুকন্যাসকলে বিশ্বস্রষ্টা মরীচি প্রভৃতি পুত্র পৌত্রাদি রূপে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে অন্যান্য মনুর বিবরণ বলিতে আজ্ঞা হউক। (১) হে ব্রহ্মন্! সেই সকল মন্বন্তরে মহত্তর হরির জন্ম ও কর্ম্মের বিবরণ, যাহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, সে সকলও আমাদের নিকট বলুন। (২) ভগবান্ বিশ্ব ভাবন অতীত মন্বন্তরে যাহা যাহা করিয়াছেন, আগামি মন্বন্তরে যাহা যাহা করিবেন, এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরে যাহা যাহা করিতেছেন, তৎ সমুদায় কহিতে আজ্ঞা হউক। (৩)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! এই কল্পে স্বায়ম্ভুবাদি ছয় মনু অতীত হইয়াছেন তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু আদ্য। ঐ মন্বন্তরে দেবতা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, তাহার বিবরণ তোমার নিকট বলিয়াছি। (৪) ভগবান্ বিষ্ণু ধর্ম্ম জ্ঞানোপদেশ নিমিত্ত স্বায়ম্ভুব মনুর আকূতি ও দেবহূতি নামে দুই দুহিতায় কপিল ও যজ্ঞ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন্। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ কপিলের কার্য্য অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, ভগবান্ যজ্ঞ যাহা২ করেন পশ্চাৎ বলিব। শতরূপার পতি ঐ প্রভু (মনু) কাম ভোগে বিরক্ত হইয়া রাজ্যভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ ভার্য্যা সহ বন প্রবেশ করেন। (৫) তিনি সুনন্দা নদীর তটে এক পদে ভূমি স্পর্শ করিয়া অবিশ্রান্ত শত বৎসর দুশ্চর তপস্যা করিতে করিতে বিস্মিতের ন্যায় হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। (৬)

মনু কহিয়াছিলেন স্বতঃ চিৎ স্বরূপ এ প্রযুক্ত যে চিদাত্মা দ্বারা বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয় কিন্তু যাঁহাকে এই বিশ্ব সচেতন করিতে সমর্থ নহে। অপর এই ব্যক্তি (জীব) শয়ান হইলে যিনি জাগরিত অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, কি আশ্চর্য্য, এ জন তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি ইহাকে জানেন! (৭) লোকে যে কিছু ভূতসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত, অতএব ঈশ্বর যাহা কিছু প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারাই ভোগ সকল ভোগ কর, আপনার নিমিত্ত

কাহারো ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না। অথবা অন্য কাহারইবা ধন আছে যে তদাকাঙ্ক্ষা করিবে? (৮) অপর তিনি সকলকে দেখিতেছেন কিন্তু কোন লোক অথবা কাহারো চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে প্রায় না, কারণ তিনি চক্ষুরাদির বিষয় নহেন। পরন্তু ঘটাদি নাশে দেবদত্তাদির তদ্বিষয়ক চাক্ষুষ জ্ঞান বিনাশের ন্যায় দর্শনকারি সেই ঈশ্বরের চাক্ষুষ জ্ঞান বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ তত্তৎ আকারে উৎপন্ন বৃত্তিরই নাশ হইয়াথাকে স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞানের বিনাশ হয় না, কারণ প্রকাশ্য বস্তুর নাশে সূর্য্যের প্রকাশ কখন বিনষ্ট হয় না। অতএব সকল ভূতের অন্তর্যামী অসঙ্গ সেই ঈশ্বরেরই ভজনা করহ। (৯) যাঁহার আদি অন্ত মধ্য এবং আত্মীয় পর ও অন্তর বাহির নাই, কিন্তু যাঁহা হইতে বিশ্বের ঐ সকল আদি অন্ত প্রভৃতি হয়, এবং এই বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, তিনি সত্য এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। (১০) সেই ঈশ অজ, সত্য, স্বপ্রকাশ এবং নির্ব্বিকার, তাঁহার শরীর এই বিশ্ব, তাঁহার নাম বহুতর, তিনি আত্ম মায়া দ্বারা বিশ্বের জন্মাদি বিধান করেন অথচ নিত্য সিদ্ধ বিদ্যা হেতু ঐ মায়া ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয়ই আছেন। (১১) এই রূপে ঈশ্বর কর্ম্ম করিয়া পরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কর্ম্মা থাকাতে ঋষিগণও অকর্ম্মার্থ অর্থাৎ মুক্তি নিমিত্ত অগ্রে কর্ম্ম করেন। ফলতঃ যে পুরুষ চেষ্টা করেন তিনি প্রায়ই নিশ্চেষ্টতা প্রাপ্ত হন্। (১২) চেষ্টাকারী পুরুষ কর্ম্ম সকল দ্বারা অবগুণ্ঠিত হইয়া কোষকার কীটের ন্যায় বদ্ধ হয় এমত আশঙ্কা করিতে পারাযায় না যেহেতু ভগবান্ ঈশ্বর চেষ্টা করিয়া থাকেন অথচ তাহাতে আসক্ত হয়েন না, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুবৃত্তি করিবেন তাঁহারাও আত্মলাভ দ্বারা চরিতার্থ হইবেন, কখন আসক্ত হইবেন না। (১৩) অতএব যিনি রাম কৃষ্ণাদি নানা অবতারানুরূপ নিজ বর্ত্মে সম্যক্‌রূপ অবস্থিত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ করেন অথচ স্বয়ং পূর্ণ, নিরাশী, নিরহঙ্কৃত, এবং আপনি প্রভু, একারণ অন্য কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন না, অপর যিনি অখিল ধর্ম্ম প্রবর্ত্ত করিবেন বলিয়া আপনার আচার দ্বারা মানবগণকে শিক্ষা প্রদান করেন, আমি সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি। (১৪)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! শতরূপাপতি যজ্ঞ সমাধিস্থ হইয়া উল্লিখিত মন্ত্রোপনিষদ্ উচ্চারণ করিতেছিলেন, অসুর ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অবশের ন্যায় বেষ্টন করত ক্ষুধাহেতু ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। (১৫) সেই যজ্ঞ স্বয়ং সর্ব্বগত হরি, ঐ সকল অসুর ও রাক্ষসের ঐ প্রকার ব্যবসা দেখিবা মাত্র আপনার পুত্র যাম নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ পালন করিতে লাগিলেন। (১৬)

হে রাজন্! দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ। তিনি অগ্নির পুত্র। সুষেণ এবং রোচিষ্মৎ প্রভৃতি ঐ মনুর সন্তান। ঐ মন্বন্তরে রোচন ইন্দ্র এবং তুষিতাদি দেবতা, আর ঊর্জ্জ-স্তম্ভাদি সপ্ত ব্রহ্মবাদী ঋষি হয়েন। অপর ঐ মন্বন্তরে বেদশিরা ঋষির তুষিতা নামে যে পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ব্ভে ঐ ঋষি হইতে বিভু নামে বিখ্যাত দেব উৎপন্ন হন। (১৭) ঐ বিভুর চরিত্র বলি শ্রবণ কর, তিনি কৌমার ব্রহ্মচারী হওয়াতে অষ্টাশীতি সহস্র ধৃতব্রত মুনি তাঁহার নিকট ব্রত শিক্ষা করেন।

তৃতীয় মনু উত্তম, তিনি প্রিয়ব্রতের পুত্র। তাঁহার তনয় পবন সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞ হোত্রাদি। এই মন্বন্তরে প্রমদাদি সপ্ত ঋষি হয়েন, তাঁহারা বশিষ্ঠের সন্তান, আর সত্য বেদশ্রুত ভদ্র এই সকল দেবতা, এবং সত্যজিৎ ইন্দ্র। অপর এই মন্বন্তরে ধর্ম্মের সুনৃতা নাম্নী ভার্য্যার গর্ব্ভে ভগবান পুরুষোত্তম সত্যব্রতগণ সহ উৎপন্ন হইয়া সত্যসেন

নামে খ্যাত হয়েন। (১৮) সেই সত্যসেন ইন্দ্রের সখা হইয়া অনৃতব্রতী দুঃশীল অসৎ যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে এবং ভূতদ্রোহি ভূতসকলকে বিনষ্ট করেন। (১৯)

চতুর্থ মনু তামস, তিনি তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা। তাঁহার পুত্র বৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি দশ। (২০) এই মন্বন্তরে সত্যক হরি এবং বীর নামে দেবগণ, তথা ত্রিশিখ ইন্দ্র আর জ্যোতির্ধামাদি সপ্ত ঋষি হয়েন। (২১) হে রাজন্! তামস মন্বন্তরে উল্লিখিত সত্যকাদি ব্যতীত বিশিষ্ট পরাক্রমশালী বৈধৃতিগণও দেবতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিধৃতির পুত্র। হে মহারাজ! কালবশতঃ যখন বেদ সকল বিনষ্ট হইতেছিল তখন ঐ সকল দেবতা স্ব২ তেজে সে সকলকে ধারণ করিয়াছিলেন। (২২) এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু হরিণীর গর্ব্ভে হরিমেধস্ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই হরি নামে বিখ্যাত হন যিনি গ্রাহের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন। (২৩)

রাজা কহিলেন হে ব্যাসনন্দন! গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রকে ভগবান্ হরি যে রূপে মুক্ত করিয়াছিলেন আপনকার সকাশাৎ তাহা বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। (২৪) ব্রহ্মন্! যাহাতে উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ হরি গীত হন সে কথা অতিশয় পবিত্র, ধন্য, শুভ এবং মঙ্গলাকর।

সূত কহিলেন হে বিপ্রগণ! রাজা পরীক্ষিত প্রায়োপবিষ্ট হইয়া ঐ প্রকারে যোগিবর শুকদেবকে ভগবৎকথা কথনে নিয়োগ করিলে সেই ব্যাসতনয় শ্রবণকারি মুনিদিগের সভায় নরপতির বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। (২৫)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গজেন্দ্রমোক্ষণ—গজীগণসহ ক্রীড়াকারি গজেন্দ্রের দৈবাৎ গ্রাহকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া হরিস্মরণ।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ত্রিকূট নামে একটী প্রধান পর্ব্বত আছে। সেই গিরি অতিশয় শ্রীমান, চতুর্দ্দিকে ক্ষীরোদ সাগরে বেষ্টিত, দশ সহস্র ক্রোশ উচ্ছ্রিত (১) এবং চারি দিকে তত সহস্র ক্রোশ বিস্তীর্ণ। সেই পর্ব্বত লৌহ, রৌপ্য ও হিরণ্ময় তিনটী প্রধান শৃঙ্গ দ্বারা সাগর ও দিক্ সকলকে শোভিত করিয়া আছে, এই নিমিত্তই তাহার নাম ত্রিকূট হইয়াছে। (২) ত্রিকূট পর্ব্বতের অন্যান্য শৃঙ্গ নানারত্ন ও ধাতু দ্বারা চিত্রিত, সেই সকল শিখর ও বিবিধ বৃক্ষ লতা গুল্ম তথা নির্ঝরজলপাতধ্বনি দ্বারা সকল দিকের শোভা হইতেছে। (৩) আর জলতরঙ্গে ঐ শৈলের মূলপ্রান্ত প্রক্ষালিত হওয়াতে পলাশবর্ণ মরকত প্রস্তর দ্বারা নিকটস্থ ভূমি যেন শ্যামলা হইতেছে। উক্ত গিরির কন্দর সকল ক্রীড়াকারি সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগ কিন্নর এবং অপ্সরাগণে সদাই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। (৪) ঐ পর্ব্বতের যে প্রদেশের গুহা সকল উল্লিখিত কিন্নর প্রভৃতির সঙ্গীত শব্দে শব্দায়মান, সেই প্রদেশের প্রতি মদগর্ব্বিত সিংহসঙ্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বি সিংহ শঙ্কায় অসহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছে। (৫) অপর ঐ গিরিস্থ দ্রোণী সকল বিবিধ বন্য পশু সমূহে সতত সঙ্কুল থাকাতে তদ্দ্বারা স্বয়ং যেন অলঙ্কৃত হইয়া আছে। ত্রিকূট পর্ব্বতে যে সকল সুরোদ্যান আছে, যাহাতে ভূরি২ বিচিত্র বৃক্ষ, তথায় বহু২ বিহঙ্গ নিরন্তর সুমধুর কলরব করিতেছে। (৬) ঐ

পর্ব্বত ভূরিং নির্ম্মল সরিৎ ও সরোবরে ভূষিত। সেই সকল সরিৎ সরোবরের পুলিনে মণিময় বালুকা। দেবাঙ্গনাগণ তাহাতে অবগাহন করাতে তজ্জন্য সাতিশয় সৌগন্ধ্য হয়, তদ্দ্বারা তত্রস্থ জল ও অনিল সুবাসিত হইয়া থাকে। (৭) হে রাজন্! ঐ পর্ব্বতের একটী দ্রোণীতে মহাত্মা বরুণের উপবন আছে, তাহার নাম ঋতুমৎ, সেই উপবন দেবাঙ্গনাগণের ক্রীড়া স্থান। তত্রস্থ দিব্যং দ্রুম সকলে সর্ব্বকালেই পুষ্প ফল ধরিয়া আছে, তাহাতে ঐ উদ্যান সতত সর্ব্বতোভাবে শোভমান। (৮) রাজন্! ত্রিকূট গিরির উপরে অন্যান্য কত স্থানে যত বৃক্ষ আছে, সকল বলিয়া উঠা অসাধ্য, মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চূত, পিয়াল, পনস, আম্র, আম্রাতক, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল, অসন, অর্জ্জুন, অরিষ্ট, উডুম্বর, অশ্বথ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষাভয়, আমলকী, কপিথ, জম্বীর, এবং ভল্লাতক প্রভৃতি অসংখ্য তরুতে ঐ পর্ব্বত পরিবৃত। (৯)

উক্ত ত্রিকূট পর্ব্বতে একটী বিপুল সরোবর আছে, তাহাতে স্বর্ণকমল সকল সতত প্রকাশমান। আর এত অসংখ্য কুমুদ কহ্লার উৎপল ও শতপত্র, যে সে সকলের শোভায় তাহা অতিশয় উদ্দীপ্ত। (১০) ঐ সরোবর মত্ত ভ্রমর নিকরে শব্দায়মান, এবং কলস্বর বিহঙ্গে বিশেষতঃ হংস কারণ্ডব চক্রবাক ও সারসে সমাকীর্ণ। (১১) অপর তথায় জলকুক্কুট কোযষ্টি এবং দাত্যূহপক্ষী ভিন্নং রবে শব্দ করে আর মৎস্য ও কচ্ছপ সকল এ রূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকে যে তদ্দ্বারা পদ্ম সকল চলিত হওয়াতে তৎসমুদায়ের পরাগে সরোবরের জল বিভূষিত হয়। তাহার চতুষ্পার্শ্বে কদম্ব বেতস নল নীপ বঞ্জুল কুন্দ কুরবক অশোক শিরীষ কুটজ ইঙ্গুদ স্বর্ণযূথী নাগ পুন্নাগ জাতী মল্লিকা শতপত্র মাধবী প্রভৃতি ভূরিং তরু ও লতা থাকাতে সে সকল দ্বারা যেন সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত হইয়া আছে। (১২) এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল বৃক্ষ তীরে জন্মিয়াছে সে সকলের ফল পুষ্পাদি সম্পত্তির হেতু ঋতুসকল নিত্যই প্রবর্ত্তমান, অতএব সেই সমস্ত তরু দ্বারা ঐ সরোবর অতিশয় শোভিত। (১৩)

একদা উল্লিখিত চিত্রকূট পর্ব্বত বাসী একটা গজেন্দ্র গজীগণ সহিত চরিতে আরম্ভ করিল। কণ্টক সমেত কীচক বেণু ও বেত্র বিশিষ্ট বৃহৎং লতাপুঞ্জ তথা বিশাল বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতেছিল। (১৪) তাহার এবম্বিধ প্রতাপ, যে গন্ধ মাত্রে সিংহ গজেন্দ্র ব্যাঘ্র প্রভৃতি তথা গণ্ডার সর্প মহাসর্প ও কৃষ্ণ সরভ কুল এবং চমরীসমূহ ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হইতে লাগিল। (১৫) কিন্তু বৃক বরাহ মহিষ ভল্লূক শল্য গোপুচ্ছ (মৃগবিশেষ) শালাবৃক (কুক্কুর) হরিণ এবং শশক প্রভৃতি মৃগজাতি অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণী, একারণ ইহারা তাহার অনুগ্রহে তদীয় দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চরিতেছিল। (১৬) সে যাহা হউক। ঐ গজেন্দ্র নিদাঘ সন্তপ্ত হইয়া তৃষার্ত্ত স্বীয় যূথে পরিবৃত হওত বেগে উল্লিখিত সরোবর সমীপে গমন করিল। তাহার সমভিব্যাহারে ভূরিং হস্তিনী ছিল এবং মদস্রাবী বহুতর করভ পশ্চাৎং ধাবমান হইয়া আসিতেছিল। সে এমত গুরুতর দল বদ্ধ হইয়া নির্গত হইয়াছিল যে তাহার ভরে ত্রিকূট গিরি সর্ব্বতোভাবে কম্পমান হইয়া উঠিল। ঐ গজেন্দ্রের গণ্ডস্থল হইতে মদবারি ক্ষরিত হওয়াতে মদজল পায়ী অলিকুল তাহার সেবা করিতেছিল। ঐ সরোবরের বায়ু তত্রস্থ পদ্মরেণু দ্বারা সুবাসিত হওয়াতে দূর হইতে আঘ্রাণ পাইয়া তাহার নয়নদ্বয় মদে বিহ্বল হইয়াছিল। (১৭) সে যাহা হউক। যূথপতি সরো-

বর প্রাপ্ত হইয়া অবগাহন পূর্ব্বক জলদ্বারা আপনাকে স্নাপিত করত ক্লান্তি নিবারণ করিল পরে কাঞ্চন পদ্ম ও উৎপল রেণু রূষিত নির্ম্মল অমৃত জল শুণ্ড দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া যথেষ্ট পান করিতে লাগিল। তদনন্তর শুণ্ডোদ্ধৃত শীকর জল দ্বারা, সদয় গৃহি পুরুষের ন্যায়, আপনার স্ত্রী করেণু ও সন্তান করভ সকলকে স্নান ও পান করাইতে আরম্ভ করিল। সে অতিশয় দুর্ম্মদ এবং পরমেশ্বরের মায়ায় মোহিত, এ প্রযুক্ত ঐ ব্যাপারে অন্যের যে সুমহৎ কষ্ট হইতেছিল তাহা অবলোকন করিল না। কিন্তু হে নৃপ! ঐ সরোবরে একটা বলবান্ গ্রাহ (কুম্ভীর) ছিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই সে দৈবপ্রেরিতের ন্যায় আসিয়া বিজাতীয় ক্রোধে ঐ গজেন্দ্রের চরণ আক্রমণ করিয়া ধরিল। যূথপতি অতিশয় বলবান্, এই রূপে ব্যসনে পতিত হওয়াতে যথাসাধ্য আপনার বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। (১৮) কুম্ভীরেরও বল অল্প নহে, সেও উত্তরোত্তর মহাবেগে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তদবলোকনে করিণীগণ দীনচিত্ত হইয়া কেবল হাহাকার করিতে থাকিল, আর অন্যান্য হস্তিসকল ঐ যূথপতির পার্ষ্ণি ধরিয়া রহিল কিন্তু ঐ নক্রের আক্রমণ হইতে তাহাকে নিস্তার করিতে তাহাদের সামর্থ্য হইল না। হে রাজন্! এই রূপে গজেন্দ্র ও নক্র উভয়ের তুমুল যুদ্ধ হইল, পরস্পরকে জলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আকষণ করিতে২ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, ইতি মধ্যে কাহারো নিধন হইল না, হস্তী ও নক্র উভয়েই সজীব রহিল। দেবগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। (১৯)

তদনন্তর বহুকালে গজেন্দ্রের উৎসাহ শক্তি শারীরিক বল এবং ইন্দ্রিয় বীর্য্য পরিক্ষীণ হইল সুতরাং গ্রাহ কর্ত্তৃক জলে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু সেই নক্রের ঐ সকল উৎসাহ শক্তি প্রভৃতি উত্তরোত্তর অধিক হইতে থাকিল। (২০) সেই যূথপতি দেহধারী এই হেতু ঐ প্রকারে যখন প্রাণের সঙ্কট প্রাপ্ত হইল, কোন প্রকারে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না, তখন অনেক ক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া রহিল, তাহার পরে তাহার এই মতি উদিত হইল (২১) আমি অতিশয় আতুর হইয়া পড়িয়াছি, আমার জ্ঞাতি এই সকল হস্তিরাই আমাকে মুক্ত করিতে প্রভু হইতেছে না এবং আমি আপনিও সমর্থ হইলাম না ইহাতে হস্তিনীরা উদ্ধার করিতে পারিবে সম্ভাবনা কি? আমি গ্রাহরূপ বিধাতার পাশে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহাতে যদিও কেহই ইহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেক না তথাপি যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের আশ্রয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। (২২) তিনি অনির্ব্বচনীয় ঈশ, প্রচণ্ড বেগে অত্যন্ত ধাবমান বলবান অন্তকরূপ উরগ হইতে ভীত হইয়া যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হয় তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহার ভয়ে মৃত্যু পলায়ন পরায়ণ হয়, আমি তাঁহারই শরণাগত হই। (২৩)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান কর্ত্তৃক গজেন্দ্রের মোক্ষণ এবং দেবল শাপ হইতে গ্রাহকে মুক্ত করণ।

শুকদেব কহিলেন বুদ্ধি দ্বারা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া সেই গজেন্দ্র হৃদয়মধ্যে মনকে সমাহিত করিল এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক যে পরম স্তোত্র আপনার শিক্ষিত ছিল তাহা জপ করিতে আরম্ভ করিল। (১)

গজেন্দ্র কহিল আমি গ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছি, কায়িক প্রণাম করিতে পারি, এমত শক্তি নাই, অতএব সেই ভগবানের প্রতি প্রণতি কেবল ধ্যান করি। আমি তাঁহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহি, তাঁহা হইতেই এই সমস্ত দেহাদি সচেতন হইয়াছে, কারণ তিনি পুরুষ অর্থাৎ দেহরূপ পুর সকলে কারণত্ব রূপে প্রবিষ্ট, অপর তিনিই প্রকৃতি পুরুষ-রূপী এবং পরম ঈশ্বর। (২) অপিচ যাঁহাতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে ইহা উৎপন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট, এবং যিনি স্বয়ং এই বিশ্বের স্বরূপ, আর যিনি কার্য্য এবং কারণ হইতে ভিন্ন, সেই স্বতঃসিদ্ধ বিভুর শরণ গ্রহণ করি। (৩) যাঁহার নিজ মায়ায় আপনাতে অর্পিত এই বিশ্ব কখন অভিব্যক্ত হইয়া প্রলয়ে বিলীন হয়, যিনি সাক্ষী হইয়া কার্য্য ও কারণ এই উভয়কে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন কারণ তাঁহার দৃষ্টি অলুপ্ত, সেই স্বপ্রকাশ পরাৎপর অর্থাৎ প্রকাশক যে চক্ষুরাদি, তাহারও প্রকাশক, পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। (৪) কালবশতঃ সমস্ত লোক ও সকলের কারণ লোকপাল সকল সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর সে সময় যে দুরবগাহ অনন্ত তমোমাত্র ছিল, যে বিভু সেই তমোরাশির পারে থাকিয়া বিরাজমান হন্ (৫) অতএব দেবগণ ও ঋষিগণও যাঁহার স্বরূপ জানেন না, ইহাতে অর্ব্বাচীন অন্য কোন্ প্রাণী জানিতে অথবা বলিতে সমর্থ হইবেক? তিনি নটের ন্যায় বিবিধ আকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহার চরিত্র অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। (৬) সর্ব্ব প্রাণির সুহৃদ্ সুসাধু মুনিগণ যাঁহার সুমঙ্গল পদ দর্শন বাসনায় সর্ব্বভূতে আত্ম দৃষ্টি করত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করেন সেই পরাত্মা আমার গতি হউন। (৭) অপিচ যাঁহার জন্ম কর্ম্ম নাই, নাম রূপ নাই, গুণ দোষ নাই, তথাপি লোকের উৎপত্তি ও বিনাশার্থ যিনি নিজ মায়া দ্বারা সময়ে সময়ে ঐ সকল (জন্মাদি) স্বীকার করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবানকে নমস্কার করি। (৮) তিনি অরূপ ব্রহ্ম এবং তিনিই বহুরূপা ও অনন্ত শক্তি, যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম সকল অত্যাশ্চর্য্য, অতএব সেই পরেশকে নমস্কার করি। (৯) তিনি সকলের প্রকাশক সুতরাং আপনি প্রকাশকান্তরের বিষয় নহেন, এবং তিনি পরাত্মা অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তা, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি বাক্য মনঃ ও চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার করি। (১০) কিন্তু তিনি ঐ প্রকার হইয়াও নির্গুণ ও শুদ্ধ সন্ন্যাস যোগে প্রত্যক্ষ প্রাপ্য হইয়া থাকেন, সেই কৈবল্যনাথকে আমি নমস্কার করি, মোক্ষানন্দানুভব তাঁহার স্বরূপ। (১১) অপর তিনি শান্ত, ঘোর, মূঢ় এবং সত্বাদি ধর্ম্মানুকারী, তাঁহার বিশেষ নাই, তিনি সমত্বরূপী ও জ্ঞানঘন, তাঁহাকে নমস্কার করি। (১২)

ভগবন্! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং সর্ব্বসাক্ষী, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ সকলের মূল, এবং মূলেরও (প্রধানেরও) উদ্ভবের হেতু, কারণ আপনি পূর্ণ স্বরূপ। অতএব আপনাকে নমস্কার করি। (১৩) ভগবন্! আপনি সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় দ্রষ্টা, এবং সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তিই আপনকার জ্ঞাপক, অসৎ যে অহঙ্কার প্রপঞ্চ, তৎ কর্ত্তৃক অসদ্রূপ ছায়া দ্বারা আপনি উক্ত হয়েন অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দ্বারা বিম্বের ন্যায় সংসূচিত হইয়া থাকেন যেহেতু বিষয়েতে আপনকার সদ্রূপ আভাস বিদ্যমান থাকে। অতএব আপনাকে নমস্কার করি। (১৫) প্রভো! আপনি সর্ব্ব কারণ রূপী, অতএব স্বয়ং নিষ্কারণ। পরন্তু কারণ হইলেও মৃত্তিকাদির ন্যায় আপনকার বিকার নাই, অর্থাৎ আপনি অদ্ভুত কারণ। অপর আপনি পঞ্চরাত্রাদি আগম ও বেদ, এ সকলের মহাসাগর অর্থাৎ স্রোতঃ সকলের ন্যায় পর্য্যবসান স্থান

এবং মোক্ষরূপী, অতএব উত্তম সাধুজনের আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। (১৫) ভগবন্! আপনি গুণরূপ অরণিতে আচ্ছন্ন জ্ঞানাগ্নি স্বরূপ কিন্তু সেই সকল গুণের কার্য্যে আপনকার মানসের বৃত্তিমাত্র নাই। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব ভাবনাদ্বারা বিধিনিষেধ রূপ আগম পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আপনি স্বয়ং প্রকাশ পান্, আপনাকে নমস্কার করি। (১৬) প্রভো! আমার সদৃশ শরণাপন্ন পশুর পাশ (অবিদ্যা) আপনকার সকাশাৎ মোচন হইয়া থাকে, কারণ আপনি মুক্ত এবং আপনকার করুণা অপার, অধিকন্তু করুণা বিতরণ বিষয়ে আপনকার আলস্য নাই, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! সমস্ত দেহির অন্তরে প্রখ্যাত যে জ্ঞান, আপনি অন্তর্যামি রূপে তাহার স্বরূপ এবং সকল দেহির নিয়মনে সমর্থ, অপর আপনি দেহিদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হওয়াতে পরিচ্ছিন্ন নহেন, আপনাকে নমস্কার করি। (১৭) প্রভো! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, তথাপি দেহ পুত্র গৃহ বিত্ত ভৃত্য ইত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিরা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না কারণ আপনি গুণসঙ্গ বর্জ্জিত। অতএব দেহাদিতে অনাসক্ত মানবগণেই আপনার চিন্তা করিয়া থাকেন। আপনি জ্ঞানাত্মা, ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার করি। (১৮)

অহো! ধর্ম্ম অর্থ মুক্তি কামী পুরুষেরা যাঁহার ভজনা করিয়া কেবল স্ব২ অভিলষিত ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হয় না তাহাদের অকামিত তদ্ভিন্ন অন্যান্য আশিষ এবং অব্যয় দেহও যিনি স্বয়ং প্রদান করিয়া থাকেন সেই ভগবান্ অদভ্র দয়াবান্, তিনি আমার কেবল মোচনমাত্র করিয়া দেউন, আমি অধিক প্রার্থনা করি না। (১৯) আমার ভক্তিস্থখে পরিজ্ঞান নাই, একারণ আমি এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করিলাম, যাঁহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত, মুক্ত পুরুষদিগের সেবা করিয়া নিষ্কাম হইয়াছেন, অতএব কেবল তদীয় অদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত্র গান করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন থাকেন, তাঁহারা কোন অর্থই বাঞ্ছা করেন না। (২০) সেই পরেশ অক্ষর, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম, আধ্যাত্মিক যোগের গম্য, সূক্ষ্ম পদার্থের ন্যায় অতীন্দ্রিয়, বাহ্য দৃষ্টিতে সকলের অতি দূর, অনন্ত, আদ্য ও পরিপূর্ণ স্বরূপ, আমি তাঁহার স্তব করি। (২১)

যাঁহার অত্যল্প অংশে সমস্ত বেদ, ব্রহ্মাদি দেব এবং চরাচর লোক সকল ভিন্ন২ নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া বিরচিত হইয়াছে। (২২) অপর যেমন অগ্নি হইতে শিখা ও সূর্য্য হইতে কিরণ সমূহ উদ্গত এবং তাহাতেই লীন হয় তেমনি যাঁহা হইতে গুণ প্রবাহ অর্থাৎ বুদ্ধি, মনঃ এবং শরীর সকল নির্গত ও যাঁহাতে বিলীন হইতেছে (২৩) তিনি দেব নহেন, দানব নহেন, মনুষ্য নহেন, তির্য্যক্ (পশু পক্ষী) নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন, এবং লিঙ্গত্রয় শূন্য প্রাণিমাত্রও নহেন। অপর গুণ নহেন, কর্ম্ম নহেন, সৎ নহেন, অসৎ নহেন, সকল পদার্থের নিষেধের অবধিত্ব রূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তিনি, পরন্তু মায়া দ্বারা অশেষাত্মা হইয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আমার মোচনার্থ আশু আবির্ভূত হউন। (২৪) আমি এই গ্রাহ হইতে শরীর মোচন দ্বারা বাঁচিতে বাঞ্ছা করি না কারণ অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত এই গজ জন্মে কোন প্রয়োজন নাই। আত্ম প্রকাশের আবরণ যে অজ্ঞান, তাহার সেই মোক্ষ ইচ্ছা করি কাল দ্বারা যে মোক্ষের বিনাশ হয় না। অথবা দেহ নাশে দেহের বন্ধন অবশ্যই বিনষ্ট হইবেক তাহার মোক্ষ প্রার্থনায় কি প্রয়োজন, আত্ম প্রকাশের যে আবরণ কালেতেও নষ্ট হয় না, যাহা কেবল জ্ঞাননাশ্য, তাহারই মোক্ষ হউক। (২৫) যাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, আমি তাঁহাকে জানি না, তিনি বিশ্বের

সৃষ্টি কর্ত্তা, বিশ্বরূপ অথচ বিশ্ব ব্যতিরিক্ত, বিশ্ব (বেদ) তাঁহার উপকরণ, তিনি বিশ্বের আত্মা, এবং অজ ব্রহ্ম ও পরম পদ স্বরূপ, আমি তাঁহাকে কেবল প্রণাম করি। (২৬) অপিচ ভগবদ্ধর্ম্ম রূপ যোগ দ্বারা যাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে এতাদৃশ যোগিগণ যোগ বিভাবিত হৃদয় মধ্যে যাঁহাকে দর্শন করেন আমি সেই যোগেশকে প্রণাম করি। (২৭)

হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনকার শক্তিত্রয়ের বেগ অর্থাৎ রাগাদি অতিশয় অসহ্য, আপনি সকল ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয় স্বরূপে প্রতীয়মান হন্ অতএব যাহাদের ইন্দ্রিয় কুৎসিত, আপনকার বর্ত্ম তাহাদের অপ্রাপ্য। (২৮)

অহো! যাঁহার মায়াবশতঃ অহং বুদ্ধি দ্বারা আবৃত আপনকার আত্মাকে এই লোক জানিতে পারিতেছে না তাঁহার মাহাত্ম্য দুরত্যয়, সেই ভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি। (২৯)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! সেই গজেন্দ্র এই প্রকারে মূর্ত্তিভেদ না করিয়া পরম তত্ত্ব বর্ণনা করিতে থাকিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি অভিমানী, এপ্রযুক্ত যখন তাহার মোচনার্থ নিকটে গমন না করিলেন তখন অখিলের আত্মা একারণ সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। (৩০) জগন্নিবাস ভগবান্ সেই গজেন্দ্রকে ঐ রূপ আর্ত্ত দেখিয়া এবং স্তব কারি দেববৃন্দ সহিত তাহার কৃত স্তব শুনিয়া চক্রায়ুধধারী ও গরুড়োপরি আরোহী হইয়া যেখানে বিপন্ন হইয়াছিল তথায় সত্বর গমন করিলেন। (৩১) গজেন্দ্র সরোবরের অভ্যন্তরে মহাবল গ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়াতে সাতিশয় আর্ত্ত হইয়া রহিয়াছিল আকাশে গরুড়োপরি চক্রহস্ত ভগবানকে দেখিতে পাইয়া পদ্ম সহিত স্বীয় শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিল এবং অতিকষ্টে "হে নারায়ণ! হে অখিল গুরো! হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার" এই বাক্য বলিতে লাগিল। (৩২) ভগবান্ তাহাকে অত্যর্থ পীড়িত দেখিয়া দয়ার্দ্র হওত মনে করিলেন গরুড় মন্দগতি, শীঘ্র যাইতে পারিবেক না, অতএব উপর হইতে সহসা অবতীর্ণ হইলেন এবং মহাবেগে গজেন্দ্র সন্নিধানে গমন করিয়া নক্র সহিত তাহাকে সরোবর হইতে উদ্ধৃত করিলেন। তদনন্তর দর্শনকারি দেবগণের সমক্ষে চক্র দ্বারা সেই গ্রাহের বদন বিদারিত করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (৩৩)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রাহ ও গজেন্দ্রের মধ্যে গ্রাহের পুনর্ব্বার গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্তি এবং গজেন্দ্রের ভগবৎপার্ষদ হইয়া তৎপদ লাভ।

শুকদেব কহিলেন সেই সময় ব্রহ্মা মহেশ প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ভগবানের ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে২ কুসুম বর্ষণ করিলেন, স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য হইল, গন্ধর্ব্বেরা নৃত্য গীত আরম্ভ করিল, আর ঋষি চারণ ও সিদ্ধগণ সেই পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন। (১) হে রাজন্! হুহূ নামা যে গন্ধর্ব্ব সত্তম ছিলেন, তিনি দেবল মুনির শাপে ঐ গ্রাহ হয়েন, ভগবানের চক্রে বিদারিতবদন হইয়া গতাসু হইবামাত্র সদ্যঃ শাপ হইতে মুক্ত হওত স্বীয় পরম আশ্চর্য্য গন্ধর্ব্ব দেহ ধারণ করিলেন (২) এবং উত্তমঃ শ্লোক অব্যয় অধীশ্বর ভগবানকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া তদীয়

গুণ গান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু পরম যশের আশ্রয় অতএব তাঁহার গুণ কীর্ত্তনীয় এবং তদীয় কথা সকল উৎকৃষ্ট কথনীয়। (৩) তদনন্তর ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুকম্পিত হওয়াতে সেই গন্ধর্ব্ব তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং দর্শনকারি সকল লোকের সমক্ষেই নিজ গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিলেন। আর সেই গজেন্দ্র ভগবৎস্পর্শে অজ্ঞান রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীত বসন ও চতুর্ভুজ ধারণ পূর্ব্বক ভগবানের সরূপতা প্রাপ্ত হইল। হে রাজন্! ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্ব জন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ছিল। সেই নরপতি বিষ্ণুব্রতপরায়ণ হইয়া কাল যাপন করিতেন। (৪) একদা জিতেন্দ্রিয়, মৌনব্রতী, জটাধর, তাপস হইয়া মলয়াচলে গমনানন্তর তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং আরাধনার সময় কৃতস্নান হইয়া ভগবান্ হরির পূজা করিতে বসিলেন। (৫) সেই সময় মহাযশা অগস্ত্য মুনি শিষ্য সহিত তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজা ঐ প্রকারে আরাধনায় মগ্ন থাকাতে অগস্ত্যের অভ্যর্থনাদি কিছুই করিলেন না, নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক যে রূপ তুষ্ণীম্ভূত হইয়াছিলেন তদ্রূপই থাকিলেন। এতদবলোকনে তাঁহার প্রতি অগস্ত্যের সুমহৎ কোপ জন্মিল। (৬) তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া শাপ দিলেন এই দুরাত্মা অতিশয় অসাধু, ইহার বুদ্ধি সুশিক্ষিতা নহে, এ ব্রাহ্মণের অপমান করে, এখনি তমিস্রে প্রবেশ করুক, হস্তী যেমন স্তব্ধবুদ্ধি, এ দুষ্ট তদ্রূপ স্তব্ধ, অতএব হস্তী হইয়াই জন্মুক। (৭)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! মহর্ষি অগস্ত্য এই প্রকারে শাপ দিয়া অনুচরগণ সহিত গমন করিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নও ঐ ঘটনাকে দৈবপ্রাপিত বলিয়া আলোচনা করত কৌঞ্জরী যোনি প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং তাঁহার ভগবদ্বিষয়ে যে স্মৃতি ছিল সদ্যঃ তাহা বিনষ্ট হইয়া গেল। পরন্তু তিনি বহুকাল ভগবান হরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন সেই কারণে হস্তিযোনি প্রাপ্ত হইলেও পরে তাঁহার স্মৃতি হইয়াছিল। (৮)

হে রাজন্! ভগবান্ পদ্মনাভ ঐ প্রকারে গজযূথপতিকে মুক্ত করিয়া পার্ষদ করত আপনার সমভিব্যাহারী করিলেন। তাঁহার এই কর্ম্ম গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ এবং বিবুধগণ গান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভগবান স্বীয় অদ্ভুত ভবনে গমন করিলেন। (৯)

হে মহারাজ! এই গজেন্দ্রমোক্ষণ নামে শ্রীকৃষ্ণানুভাব তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। হে কুরুবর্য্য! যে সকল ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে তাহাদিগের স্বর্গ ও যশঃ হয় এবং কলিকলুষ তথা দুঃস্বপ্ন দূরীভূত হইয়া যায়। (১০) অতএব শ্রেয়স্কাম দ্বিজাতিগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর শুচি হইয়া দুঃস্বপ্নাদির শান্তি নিমিত্ত যথাবিধি ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। (১১) হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ হরি প্রীত হইয়া শ্রবণকারি সকল প্রাণির সমক্ষে শাপোন্মুক্ত সেই গজেন্দ্রকে সম্বোধিয়া নিম্ন লিখিত বাক্য বলিয়াছিলেন। (১২)

ভগবান্ কহিয়াছিলেন হে অঙ্গ! যে সকল ব্যক্তি আমাকে ও তোমাকে স্মরণ করিবে এবং এই সরোবর, গিরিকন্দর, কানন, তথা বেত্র, কীচক, বেণু, গুল্ম, তথা সুরদ্রুম, এই সকল শৃঙ্গ এবং ব্রহ্মার ও শিবের এই সকল স্থান, আর আমার প্রিয়ধাম ক্ষীরোদ সাগর, তথা দীপ্তিশালী শ্বেতদ্বীপ, অপর আমার শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, পক্ষিরাজ গরুড়, শেষনাগ এবং আমার সূক্ষ্মা কলারূপিণী ও হৃদয়াশ্রিতা শ্রী দেবী, তথা ব্রহ্মা, মহেশ, দেবর্ষি নারদ,

প্রহ্লাদ, আর মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার দ্বারা আমার কৃত কর্ম্ম, তথা সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, (১৩) প্রণব, সত্য, মায়া, গো, বিপ্র, ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, ধর্ম্মপত্নী তথা সোম ও কশ্যপের পত্নীগণ (যাঁহারা দক্ষকন্যা) (১৪) তথা গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা ও কালিন্দী, এই সকল পুণ্য নদী, আর ঐরাবত হস্তী, ধ্রুব, সপ্ত ব্রহ্মর্ষি এবং পুণ্যশ্লোক মানবগণ, এ সকল আমার বিভূতি বিশেষ (১৫) অতএব যাঁহারা রাত্রির পশ্চিম ভাগে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রযত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সকলের স্মরণ করিবেক তাহারাও সমস্ত দুষ্কৃত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেক। অপর হে অঙ্গ! যে সকল ব্যক্তি নিশাপগমে জাগরিত হইয়া এই বৃত্তান্ত পাঠ পূর্ব্বক আমার স্মরণ করিবেক তাহাদের প্রাণাত্যয়ে আমি স্বয়ং বিপুলা গতি প্রদান করিব। (১৬)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ হৃষীকেশ সেই গজেন্দ্রকে এই প্রকার আদেশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন পরে স্বস্থানে প্রস্থানার্থ দেবসেনাগণকে হর্ষিত করত স্বীয়বাহন গরুড়ের উপরি আরোহণ করিলেন। (১৭)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মনুর বিবরণ তথা বিপ্রশাপে শ্রীভ্রষ্ট দেবগণ সহ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক হরির স্তব।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ভগবান্ হরির গজেন্দ্রমোক্ষণ নামক কর্ম্ম, যাহা পাপ নাশক, তাহা কথিত হইল, এক্ষণে রৈবত মনুর বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ করহ। (১) রৈবত মনু পঞ্চম, তিনি চতুর্থ মনু যে তামস, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা। রৈবত মনুর পুত্র অর্জ্জুন, বলি এবং বিন্ধ্যাদি। হে রাজন্! এই মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র এবং ভূতরয়াদি সুরগণ, আর হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি দ্বিজ হয়েন। অপর শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে যে পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ব্ভে শুভ্রের ঔরসে ভগবান বৈকুণ্ঠ স্বয়ং বৈকুণ্ঠবাসি সুরগণ সহিত স্বীয় অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ বৈকুণ্ঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তদীয় প্রিয় করিতে বাসনা করিয়া লোক নমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ করেন। (২) তাঁহার অনুভাব, ব্রহ্মণ্যতাদি গুণ, এবং সুমহৎ ঋদ্ধির বিবরণ (তৃতীয় স্কন্ধাদিতে) যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। রাজন্! ভগবান বিষ্ণুর সমস্ত গুণ বর্ণন করা কাহার সাধ্য? যে ব্যক্তি তদীয় গুণ সমুদায় বর্ণন করিতে পারে সে পৃথিবীর ধূলিরও সংখ্যা করিতে সমর্থ হয়।

সে যাহা হউক। এক্ষণে ষষ্ঠ মনুর বিবরণ শ্রবণ কর। চক্ষুষ্ মনুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁহার তনয়। হে রাজন্! ঐ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র, আপ্যাদি গণদেবতা, হর্য্যস্বৎ ও বীরকাদি ঋষি হয়েন। উক্ত মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে এবং দেবসম্ভূতির গর্ব্ভে জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অজিত নামে বিখ্যাত হয়েন। যিনি সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতাদিগের নিমিত্ত সুধা সাধন এবং কূর্ম্মরূপে জলমধ্যে ভ্রমণ করত মন্দর ধারণ করেন। (৩)

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ বিষ্ণু যে প্রকারে ক্ষীর সাগর মন্থন করেন এবং যে নিমিত্ত ও যেহেতু কূর্ম্মরূপী হইয়া মন্দর পর্ব্বত ধরিয়াছিলেন (৪) আর দেবগণ যে প্রকারে অমৃত প্রাপ্ত হন্ এবং তাহা হইতে অন্য যে২ কার্য্য ঘটিত

হয়, সেই সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য পরমাশ্চর্য্য হইবেক, অতএব বলিতে আজ্ঞা হউক। হে যোগিন্! আপনি ভক্তবৎসল ভগবান বিষ্ণুর যত মহিমা কহিতেছেন কিছুতেই আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না, কারণ আমার অন্তর সুচির কাল সাতিশয় সন্তাপে সন্তাপিত হইয়া আছে।

সূত কহিলেন হে দ্বিজবর্গ! দ্বৈপায়ন তনয় শুকদেব এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ পুবঃসর ভগবান্ হরির বীর্য্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৫)

শুকদেব কহিলেন যে সময় দানবগণ সমরে শাণিত শস্ত্র ক্ষেপণ করিতে২ দেবতাদিগকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং দেবতাদের অধিকাংশ গতাসু হইয়া নিপতিত হইতে লাগিলেন, পুনরায় জীবিত হইলেন না, (৬) অপর যখন দুর্ব্বাসা মুনির শাপে ইন্দ্রের সহিত ত্রিভুবন বিশ্রী হইল সুতরাং যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপ বিলুপ্ত হইয়া গেল। আর মহেন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ উহা দেখিয়া যখন স্বয়ং মন্ত্রণা দ্বারা কোন উপায় প্রাপ্ত হইলেন না, তখন সকলে একত্র হইয়া পরস্পর পরামর্শ করিয়া সুমেরুর উপরিস্থ ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া বিনীতভাবে পরমেষ্ঠির নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। (৭)

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু প্রভৃতিকে নিঃসত্ব ও নিষ্প্রভ এবং লোক সকলকে অমঙ্গল প্রায় আর অসুরদিগকে বলপুষ্ট্যাদি সম্পন্ন অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার বিস্ময় জন্মিল। (৮) কিয়ৎক্ষণানন্তর সমাহিত মনে ভগবান্ পুরুষোত্তমের স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল বদনে সেই সকল দেবতাকে কহিতে লাগিলেন (৯) হে দেববৃন্দ! আমি (ব্রহ্মা) মহেশ, তোমরা, তথা অসুর আর মনুষ্য, তির্য্যক, দ্রুম প্রভৃতি কর্ম্মজজাতি অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ, এ সকলই যাঁহার অবতার রূপ পুরুষের অংশ যে ব্রহ্মা তাঁহার কলা হইতে সৃষ্ট অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই অব্যয় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই চল। (১০) তাঁহার বধ্য নাই, রক্ষণীয় নাই, উপেক্ষণীয় নাই, এবং আদরণীয় পক্ষও নাই, তথাপি তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিমিত্ত তত্তৎ কালে সত্ব রজঃ ও তমোগুণ ধারণ করেন (১১) তিনি দেহিদিগের ভবার্থ সত্বগুণ সেবা করিতেছেন, এই তাঁহার স্থিতি পালনের কাল, অতএব এ সময় সেই জগদ্গুরুর শরণ প্রাপ্ত হইলে তিনি আত্মীয় যে অস্মদাদি, অবশ্য আমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন। (১২)

হে অরিন্দম রাজন্! ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই প্রকার কহিয়া তাঁহাদের সহিত যে ক্ষীর সাগরে ভগবান্ হরি বসতি করিতেছিলেন, তমোগুণের পরবর্ত্তি সেই পরম স্থানে গমন করিলেন। (১৩) তথায় উপনীত হইয়া সাবধান মনে বৈদিক বাক্য দ্বারা অদৃষ্টরূপ কিন্তু শ্রুতপূর্ব্ব ভগবান হরির স্তব আরম্ভ করিলেন। (১৪)

ব্রহ্মা কহিলেন হে দেব! আপনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার করি। ভগবন্! আপনকার বিকার নাই। আপনি সত্য, অনন্ত, অনাদি, সর্ব্বান্তর্যামী, নিরুপাধি, এবং অপ্রতর্ক্য। আপনি মনেরও অগ্রেতে গমন করেন। বাক্য দ্বারা আপনাকে নির্ব্বচিতে পারা যায় না, আপনাকে নমস্কার। (১৫) অহো! যিনি প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি এবং আত্মাকে জানেন এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয় রূপে প্রকাশ পান্ অথচ স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় অজ্ঞানরহিত, অপর যাঁহার দেহ নাই, যিনি অক্ষর ও আকাশবৎ সর্ব্ব ব্যাপী, এবং যাঁহাতে জীব পক্ষপাতিনী অবিদ্যা অথবা তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা কিছুই থাকে না, তিনি তিন যুগেই আবির্ভূত হয়েন, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই। (১৬) অপিচ

এই জীবের চক্র অর্থাৎ চক্রবৎ আবর্ত্তমান দেহাদি, যাহা মায়া কর্তৃক প্রেরিত হয়, যিনি তাহার অক্ষ অর্থাৎ অধিষ্ঠান, আমরা সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। জীবের ঐ চক্র মনোময়, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ এই পঞ্চদশটী তাহার অক্ষ (আল), সত্বাদি তিন গুণ নাভির ন্যায় তাহার মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা বিদ্যুতের তুল্য চঞ্চল, অষ্ট প্রকৃতি নেমির ন্যায় তাহার আবরণাদি। (১৭) আর যিনি ভক্তগণের রক্ষণার্থ গরুড়োপরি উপবিষ্ট, কিন্তু জ্ঞানৈক স্বরূপ ও প্রকৃতির পর, আর যিনি অদৃশ্য ও অব্যক্ত এবং দেশতঃ ও কালতঃ যাঁহার পরিচ্ছেদ হয় না, অতএব ধীরগণ যোগ রূপ উপায় দ্বারা যাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি। (১৮) অপিচ যাঁহার মায়া কোন ব্যক্তি অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ মায়া সামান্যা নহে, তাহাতে লোকে মুগ্ধ হয় এবং আপনার স্বরূপ জানিতে পারে না, আমরা সেই পরেশকে প্রণাম করি। তিনি মায়া ও মায়াগুণ উভয়কে জয় করিয়াছেন এবং সর্ব্ব ভূতে সমান রূপে বর্ত্তমান আছেন। (১৯) আমরা দেবতা ও ঋষি, আমরা যাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি রূপ সত্বগুণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও বাহিরে ও অন্তরে সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা প্রকাশরূপ যাঁহার সূক্ষ্ম গতি অর্থাৎ নিরুপাধি স্বরূপ জানিতে পারিলাম না, তাঁহাকে রজঃ ও তমোগুণ প্রধান অন্য ব্যক্তিরা কি প্রকারে জনিতে পারিবে? অতএব আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। (২০)

অহো! যে পৃথিবীতে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূত সৃষ্টি হইতেছে, এই পৃথ্বী যাঁহার দুই চরণ, বৈরাজ রূপী সেই মহাপুরুষ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যদিও তাঁহার চরণাদি আছে তথাচ তিনি সে সকলের পরতন্ত্র নহেন, যেহেতু অপ্রচ্যুত স্বরূপ, এবং মহৈশ্বর্য্যশালী। (২১) যে জল হইতে অখিল লোক ও লোকপাল সকল উৎপন্ন হয়, জীবিত থাকে, এবং বৃদ্ধি পায়, সেই উদারশক্তি যুক্ত জল যাঁহার রেতঃ, সেই মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। (২২) যে সোম দেবতাদিগের অন্ন অতএব বল ও আয়ুঃস্বরূপ, আর যিনি বৃক্ষসকলের প্রকৃষ্ট রূপে বৃদ্ধির কারণ, পণ্ডিতেরা সেই সোমকে যাঁহার মনঃ বলিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতিশালী মহেশ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৩) যাঁহা হইতে বেদ রূপ ধন উৎপন্ন হয় এবং বেদ প্রতিপাদ্য কর্ম্ম নিমিত্ত যাঁহার জন্ম, আর যিনি অন্তঃ সমুদ্রে অর্থাৎ উদর মধ্যে স্বীয় ধাতু অর্থাৎ পাকার্থ অন্নাদি পাক করিয়া থাকেন, সেই অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৪) যে সূর্য্য দেবযান, অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি বর্ত্মের দেবতা, ত্রয়ীময়, ব্রহ্মের উপাসনা স্থান, এবং দেবযানত্ব হেতু মুক্তির দ্বার ও পুণ্যলোকত্ব হেতু অমৃত স্বরূপ আর কালরূপত্ব প্রযুক্ত মৃত্যুরূপা, সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৫) যাঁহার প্রাণ হইতে সেই বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে যাহা চর অচর সকল ভূতের তেজঃ বল ও সামর্থ্যাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট প্রাণ। ভৃত্যেরা যদ্রূপ সম্রাটের অনুবৃত্তি করে তেমনি আমরা (বুদ্ধি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা) তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকি। সে যাহা হউক। সেই মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৬) যাঁহার শ্রোত্র হইতে দিক্, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র, এবং নাভি হইতে সেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে যাহা পঞ্চ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, নাগ কূর্ম্মাদি বায়ু, এবং শরীরের আশ্রয়, সেই মহাবিভূতি সম্পন্ন বিভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৭) যাঁহার বল হইতে মহেন্দ্র, প্রসন্নতা হইতে সুরগণ, মন্যু

হইতে গিরীশ, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, ছিদ্র হইতে বেদ সকল, এবং মেঢ্র হইতে ঋষি ও প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহৈশ্বর্য্যশালী ভগবান হরি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৮) যাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শ্রী, ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠ হইতে অধর্ম্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ, এবং বিহার হইতে অপ্সরাগণ উৎপন্ন হয়, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৯) যাঁহার মুখ হইতে বিপ্র এবং পরম গুহ্য বেদ, ভুজদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় ও বল, তথা উরু হইতে বৈশ্য ও নৈপুণ্য, চরণ হইতে শূদ্র ও শুশ্রূষা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। (৩০) যাঁহার অধর হইতে লোভ, উত্তরোষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে কান্তি উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার স্পর্শ দ্বারা পশুদিগের হিতকর কাম উদ্ভূত হয়। অপর ভ্রূদ্বয় হইতে যম ও পক্ষ্ম হইতে কাল জন্মে, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। (৩১) অপর পঞ্চভূত, কাল, কর্ম্ম, গুণ, লৌকিক প্রপঞ্চ, এই সকলকে জ্ঞানিরা যাঁহার অহিতা যোগ মায়া বলিয়াথাকেন যেহেতু ঐ সকল দুর্বিভাব্য, কারণ পৃথক্২ বিদ্বজ্জন ঐ সকলের খণ্ডন করিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। (৩২) অহো আমরা সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি, তাঁহার শক্তি উপশান্ত, স্বর্গ রাজ্য লাভার্থ তিনি আত্মাকে পরিপূর্ণ করেন, কিন্তু দর্শনাদি বৃত্তি দ্বারা মায়া বিরচিত গুণ সকলে আসক্ত হন না, তাঁহার লীলা বায়ুর তুল্য, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। (৩৩)

হে ভগবন্! আমরা শরণাপন্ন হইয়া আপনকার সস্মিত বদনারবিন্দ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গোচর যেরূপে হয় সেই রূপ করিয়া আত্ম প্রদর্শন করিতে আজ্ঞা হউক। (৩৪) প্রভো! আপনি যে ভক্ত জনের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন ইহার ভূরি২ প্রমাণ পাইয়াছি যে২ কর্ম্ম আমাদের অশক্য হয়, আপনি কালে কালে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অবতার গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বয়ং সেই২ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। (৩৫) ভগবন্! যে সকল দেহী সকাম, বিষয়ার্থে আর্ত্ত, তাহাদিগের কর্ম্ম যেমন ভূরি ক্লেশ ও অত্যল্প ফল দায়ক, আপনকার ভক্তদিগের আপনাতে অর্পিত কর্ম্ম তদ্রূপ নহে। (৩৬) ফলতঃ অত্যল্প যে কর্ম্মাভাস, তাহাও পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে বিফল হয় না কারণ ঈশ্বর পুরুষদের আত্মা অতএব দয়িত ও হিত, প্রিয় ও হিতকারি আত্মাতে যাহা অর্পণ করা যায় তাহা কি নিষ্ফল হইতে পারে? (৩৭) যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেক করিলেই স্কন্ধ শাখা প্রভৃতি সকল অবয়বের সেচন করা হয় তেমনি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে সকলের ও আত্মার আরাধনা হইয়া থাকে। (৩৮) প্রভো! আমরা আপনকার ভক্ত, যে কোন কর্ম্ম করি, আপনাতেই অর্পণ করিয়া থাকি, আমাদের যে কারণে এই ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, স্বয়ং তাহা জানিতে পারিয়াছেন, কি নিবেদন করিব। অপনি অনন্ত, নির্গুণ, গুণেশ এবং সত্বস্থ, আপনকার স্বভাব ও চেষ্টিত দুর্বিতর্ক্য, আমরা আপনাকে কেবল নমস্কার করি। (৩৯)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিষ্ণুর আবির্ভাবানন্তর পুনরায় দেবগণ কর্ত্তৃক তদীয় স্তুতি এবং অসুরদিগের সহিত অমৃতোৎপাদনার্থ উদ্যম।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ঐ প্রকারে দেবগণ স্তব করিলে ভগবান্ ঈশ্বর হরি তাঁহাদিগের সমক্ষেই আবির্ভূত হইলেন। সহস্র সূর্য্যের উদয়ে যদ্রূপ দীপ্তি হয় সে সময় তাঁহার তদ্রূপ দ্যুতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। (১) সেই দ্যুতির দ্বারা সকল দেবতার দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া গেল, তাহাতে দেবগণ আকাশ, দিক্, পৃথ্বী এবং আপনাদিগকেও দর্শন করিতে পাইলেন না, সেই বিভুকে কোথা হইতে দেখিবেন? (২) অনেক ক্ষণ পরে ব্রহ্মা বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিয়া মহেশের সহিত তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! ভগবানের সেই মূর্ত্তি স্বচ্ছ এবং মরকত মণির তুল্য শ্যামবর্ণ, তাহাতে পদ্মগর্ব্ভের সমান অরুণবর্ণ নেত্রদ্বয় শোভা পাইতেছিল। (৩) অপর সেই মূর্ত্তি তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য পীতবর্ণ কৌশেয় বসনে আবৃতা হইয়া ছিল। তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রসন্ন ও অতিশয় মনোহর, বদন সুশোভন এবং ভ্রূদ্বয় পরম সুন্দর। (৪) অপিচ মস্তকে মহার্হ মণিময় কিরীট, ভুজদ্বয়ে কেয়ূর শোভিত এবং কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল দ্বয় দোলায়িত ছিল। সেই কুণ্ডল দ্বারা দুইটী কপোল উদ্দীপ্ত হওয়াতে তাহাতেই মুখারবিন্দের অনির্ব্বচনীয় দ্যুতি প্রকাশ পাইতেছিল। (৫) অপর কাঞ্চীকলাপ, বলয়, হার নূপুরে সেই মূর্ত্তি বিশেষরূপ শোভিতা হইয়াছিল। তিনি কণ্ঠে কৌস্তুভমণি এবং বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন আর তাঁহার হৃদয় বনমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়া রহিয়াছিল। (৬) অধিকন্তু সুদর্শন প্রভৃতি তদীয় নিজ অস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান হইয়া চতুর্দিকে উপাসনা করিতেছিল। সে যাহা হউক। ঐ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবপ্রবর ব্রহ্মা আদৌ সমস্ত দেববৃন্দ সহ সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন তাহার পর মহেশের সহিত মিলিত হইয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। (৭)

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবন্! শ্রীমূর্ত্তির এ আবির্ভাবমাত্র, অস্মদাদির ন্যায় আপনকার জন্মাদি নাই, কারণ আপনকার জন্ম স্থিতি সংযম এ তিনই উৎপন্ন হয় না, তাহার হেতু আপনি নির্গুণ, এই কারণে জ্ঞানিগণ আপনাকে নির্ব্বাণ সুখের অর্ণব বলিয়া থাকেন। পরন্তু আপনি ঐ রূপ হইলেও দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, বস্তুতঃ আপনকার মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই। প্রভো! আমি যাহা২ বলিলাম কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনকার অনুভাব অচিন্ত্য, অতএব আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। (৮) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে ধাতঃ! কল্যাণার্থী পুরুষেরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা আপনকার এই মূর্ত্তির সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন। ভগবন্! আমরা দেবতা, পূজ্যত্বরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছি সত্য, কিন্তু আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের সকলকেই অবলোকন করিতেছি, আপনকার এই মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের আধার, অতএব আপনকার এই রূপ পরিচ্ছিন্ন নহে। (৯) ভগবন্! আপনি আত্মতন্ত্র, এই জগৎ অগ্রে আপনাতে ছিল, মধ্যেও আপনাতে রহিয়াছে এবং অন্তেও আপনাতেই থাকিবেক। মৃত্তিকা যেমন ঘটের আদি অন্ত ও মধ্য, আপনি তেমনি এই জগতের আদি অন্ত ও মধ্য, কারণ আপনি প্রধান হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ)। (১০)

ভগবন্! আপনি নিজাশ্রিত স্বাধীন মায়া দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অতএব শাস্ত্রজ্ঞ বিবেকী যোগিগণ গুণ সকলের পরি-

ণামেও আপনাকে অগুণ দর্শন করিয়া থাকেন। (১১) প্রভো! যেমন কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি, গবীমধ্যে ঘৃত, পৃথ্বী মধ্যে অন্ন ও জল এবং পুরুষকারে জীবিকা বর্ত্তমান আছে, মনুষ্যেরা উপায় দ্বারা ঐ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ মন্থন দ্বারা কাষ্ঠ হইতে অগ্নি, দোহনাদি দ্বারা গবী হইতে ঘৃত, কর্ষণ ও খননাদি দ্বারা পৃথ্বী হইতে অন্ন ও জল, বাণিজ্যাদি দ্বারা পুরষকার হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানিরা বলেন আপনি তেমনি গুণেতে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহারা বুদ্ধিযোগে আপনাকে তাহা হইতে পাইয়াও থাকেন। (১২)

হে নাথ! হে পদ্মনাভ! আপনি আমাদিগের চিরকালের বাঞ্ছিত অর্থ, আপনি যোগৈক গম্য হইয়াও স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। দাবাগ্নি পীড়িত হস্তিগণ গঙ্গাজল দর্শনে যদ্রূপ সুস্থ হয় তাহার ন্যায় আমরা অদ্য আপনাকে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম। (১৩) এক্ষণে এই সমস্ত লোকপাল সহ আমরা যাহা মানস করিয়া আপনাদের পাদমূলে সমাগত হইয়াছি তাহা সম্পন্ন করিতে আজ্ঞা হউক। হে অন্তরাত্মন্! আপনি অশেষ পদার্থের সাক্ষী, আপনাকে অন্যে কি বিজ্ঞাপন করিবে? (১৪) ভগবন্! আমি, গিরিশ এবং অন্যান্য দেবগণ ও দক্ষাদি প্রজাপতি, আমরা সকলেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনা হইতে পৃথক্ রূপে প্রকাশমান হইয়া আছি আপনার শ্রেয়ঃ কি তাহা জানিতে পারিতেছি না, অতএব আপনিই দ্বিজ ও দেবগণের মন্ত্রণা বলুন অর্থাৎ "ইহা কর" বলিয়া আপনিই উপায় উপদেশ দেউন। (১৫)

শুকদেব কহিলেন এ প্রকারে ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মেঘ গম্ভীর বাক্যে প্রতিবচন প্রদান করিলেন। হে রাজন্! সে সময় দেবতারা সকল ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়াছিলেন। (১৬) যদিও ভগবান্ একাকীই সেই সুরকার্য্যে সমর্থ ছিলেন তথাচ সমুদ্র মন্থনাদি দ্বারা বিহার করিতে কৌতূহলী হইয়া তাঁহাদিগকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। (১৭)

ভগবান্ বলিলেন কি খেদের বিষয়! অহো ব্রহ্মন্! অহো শম্ভো! অহে দেবগণ এবং গন্ধর্ব্ব সকল! তোমরা সকলে অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করহ। হে সুরসঙ্ঘ! যে প্রকারে তোমাদের শ্রেয় হইবে বলিতেছি শুন। (১৮) দৈত্য দানব সকল শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমরা গিয়া তাহাদের সহিত তাবৎ পর্য্যন্ত সন্ধি কর যাবৎ তোমাদের আপনা হইতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা না হয়! (১৯) হে দেববৃন্দ! কার্য্য ও অর্থের গৌরব হইলে অর্থ মার্গ প্রবৃত্ত পুরুষদিগকে কখন সর্প ও মূষিকের ন্যায় শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি করিতে হয়। (২০) তোমরা দৈত্যদের সহিত সন্ধি করিয়া শীঘ্র অমৃত উৎপাদনের নিমিত্ত যত্ন কর। কারণ অমৃত পান করিলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়। (২১) যাও, ক্ষীরোদসাগরে সমস্ত তৃণ লতা এবং ওষধি ক্ষেপণ কর, পরে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থান দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া (২২) আমার সাহায্যে অনলস হইয়া মন্থন করিও। হে দেবগণ! যদিও দৈত্যেরা তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিবেক তথাচ তাহারা কেবল ক্লেশভাগীই হইবে, তোমরাই মন্থনের ফল ভোগ করিবা। (২৩) হে সুরগণ! বলবান্ সহকারির দ্বারা কোন অর্থ সাধন করিতে হইলে তাহাদের অনুসরণ করা আবশ্যক অতএব অসুরেরা যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে তোমরা তাহাতেই সম্মত হইও। দেখ! সাম মার্গের দ্বারা যে রূপ অনায়াসে সকল অর্থ সিদ্ধ হয় সংরম্ভে তদ্রূপ হয় না। (২৪) হে দেবগণ! সমুদ্র মন্থনে কালকূট

উৎপন্ন হইবে, তাহাতে ভয় করিও না, আর মন্থন করিতে করিতে অন্য যেং লোভ্য বস্তু উঠিবেক তদর্থ লোভ অথবা ঐ লোভের প্রতিঘাত জন্য ক্রোধও করিও না।

শুকদেব কহিলেন ভগবান্ পুরুষোত্তম দেবতাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্ধান হইলেন। তিনি ঈশ্বর, তাঁহার গতি স্বেচ্ছাধীন। (২৫) সে যাহা হউক। ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে ব্রহ্মা ও মহেশ ইহাঁরা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্বং স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে দেবতারা সন্ধির সঙ্কল্প করিয়া বলির সদনে যাত্রা করিলেন। (২৬) দৈত্যরাজ বলি সন্ধি বিগ্রহের কাল ভাল জানিত, সেই কারণে যশস্বী ছিল। অতএব জাতক্ষোভ স্বনায়ক শত্রুগণকে যদিও অসংযত দেখিল তথাচ নিষেধ করিয়া পাঠাইল। (২৭) কিন্তু দেবতারা তাহা শুনিলেন না, বিরোচনসুত ত্রৈলোক্য জয় পূর্ব্বক অসুর যূথপগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও সুন্দরী রমণীতে সেবিত হইয়া যেখানে অধ্যাসীন ছিল তথায় অসিয়া উপস্থিত হইলেন। (১৮) তাঁহাদের মধ্যে মহামতি মহেন্দ্র শ্লক্ষ্ণ বচনে শান্ত্বনা করিয়া বলির নিকট সমুদ্রোন্মথনাদি সেই সমস্ত বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন ভগবান্ পুরুষোত্তম যাহাং শিখাইয়া দিয়াছিলেন। (২৯) মহেন্দ্রের বচন দৈত্যরাজের মনে লাগিল এবং সেখানে শম্বর, অরিষ্টনেমি, প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল অসুর, তথা ত্রিপুরবাসী যেং দানব ছিল, তাহাদেরও মনোগত হইল। (৩০) হে পরন্তপ! তদনন্তর দানব ও দেবগণ পরস্পর সৌহৃদ্য করিয়া অমৃত নিমিত্ত শপথ পূর্ব্বক অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। (৩১) দানবগণ বল দ্বারা মন্দর পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া আনিল এবং সিংহনাদ করিতেং সেই পর্ব্বতকে ক্ষীর সমুদ্রের দিকে লইয়া চলিল। যদিও ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বলি প্রভৃতি দানববর্গ অতিশয় শক্তিমান্, তাঁহাদের বাহু পরিঘ সদৃশ ছিল, তথাচ দূর হইতে গুরুতর ভার উদ্বহন করিয়া আনয়ন করাতে উভয়পক্ষই অচিরে শ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং ঐ গিরি বহন করিতে না পারাতে অবশ হইয়া পথিমধ্যেই পরিত্যাগ করিল। ইন্দ্র ও বলি প্রভৃতি সুর ও অসুরগণ আনিতেং পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিলে সেই গিরি যখন পতিত হইল তখন স্বীয় গুরুতর ভারে ভূরিং অমর ও দানবকে চূর্ণ করিয়া ভূমিশায়ী করিল। দেব ও দানবদিগকে তন্নিমিত্ত ভগ্নবাহু ও ক্ষুণ্নমনা জানিতে পারিবামাত্র ভগবান্ গরুড়ধ্বজ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পর্ব্বত পতনে দেব দানবদিগকে নিষ্পিষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া ঈক্ষণ দ্বারা সুস্থ করত পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তাহার পর অবলীলাক্রমে এক হস্ত দ্বারা সেই পর্ব্বত আপনার বাহন গরুড়ের উপর আরোপণ পূর্ব্বক স্বয়ং তদুপরি আরোহণ করিয়া সমুদ্রের দিকে লইয়া চলিলেন, সুর ও অসুর নিকর চারি দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া গমন করিল। (৩২) সমুদ্র সন্নিধানে উপনীত হইলে গরুড় আপনি আপনার স্কন্ধ হইতে সেই পর্ব্বত অবতরণ করিলে ভগবান্ তাহাকে জলের সমীপে পাঠাইয়া দিলেন তাৎপর্য্য এই যে গরুড় সেখানে থাকিলে বাসুকি তথায় আসিতে পারিবেক না। (৩৩)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ক্ষীরোদ মথনে কালকূটোৎপত্তি এবং অখিল লোকের ভয়দর্শনে রুদ্রকর্ত্তৃক তৎ পান।

শুকদেব কহিলেন হে কুরুবর্য্য! "সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উত্থিত হইবেক তাহাতে তোমারও ভাগ থাকিবে" ইহা বলিয়া অসুর ও সুরগণ বাসুকিকে মন্থানরজ্জু করিয়া মন্দর পর্ব্বতে বেষ্টন করিলেন, পরে সংযত হইয়া অমৃত নিমিত্ত মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। (১) বাসুকির বদন বিষ দন্তে অতিশয় তীব্র, একারণ, কৌশলে তাহাই অসুরদিগকে গ্রহণ করাইবার মানসে ভগবান্ হরি প্রথমে মন্থানরজ্জুর (বাসুকির) মুখের দিক্ ধারণ করিলেন, অন্যান্য দেবগণও সেই দিকে গেলেন। তদ্দর্শনে দৈত্যপতিরা মনে করিল উহা বুঝি পৌরুষের কর্ম্ম, অতএব তাহারা দেবতাদিগকে মুখের দিক্ ধারণ করিতে দিতে ইচ্ছা করিল না, আপত্তি করিয়া কহিতে লাগিল আমরা বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্র শ্রবণ সম্পন্ন, জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত, সর্পের পুচ্ছভাগ অমঙ্গল, আমরা উহা গ্রহণ করিব না, ইহা কহিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইল। দৈত্যদিগের ঐ সকল কথা শুনিয়া ভগবান্ হরি মনোমধ্যে হাস্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাসুকির অগ্রকায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরগণ সহিত পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। (২)

হে রাজন্! কশ্যপনন্দন দানবগণ এই প্রকারে স্থান বিভাগ পূর্ব্বক মন্থান রজ্জু ধরিয়া পরম যত্ন সহকারে অমৃতার্থ মন্থন আরম্ভ করিল। পরন্তু যদিও মহাবলপরাক্রম সুর ও অসুরগণ কর্ত্তৃক মন্থানদণ্ড মন্দর গিরি ধৃত হইয়াছিল তথাচ মন্থন করিতে করিতে ঐ মন্দর আধারশূন্য হইয়া সাগরের সলিল মধ্যে নিমগ্ন হইল। (৩) হে রাজন্! বলবান্ দৈববশতঃ উক্ত প্রকারে স্বীয়২ পৌরুষের বিনাশ দেখিয়া সেই সুর ও অসুরদিগের অন্তঃকরণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইল এবং বদন অত্যর্থ ম্লান হইয়া গেল। (৪) ঈশ্বরের বীর্য্য অত্যন্ত দুরন্ত এবং তাঁহার সঙ্কল্প একান্ত সত্য, তিনি বিঘ্নেশের বিরচিত ঐ বিঘ্ন নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সুমহৎ অদ্ভুত কচ্ছপশরীর ধারণ করিলেন এবং সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সেই গিরি উঠাইয়া তুলিলেন। (৫) কুলাচল মন্দর পুনরায় উত্থিত হইলে দানব ও দেবতাদের মহা২ হর্ষ হইল, সকলে পুনশ্চ মন্থনের উদ্যম করিলেন। কূর্ম্মশরীরধারী ভগবান্ হরি আপনার পৃষ্ঠ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা একটা প্রশস্ত দ্বীপের ন্যায় হইয়া সেই মন্থানদণ্ড মন্দর গিরি ধরিয়া রহিলেন। (৬) হে রাজন্! দেব ও দানবেন্দ্রদিগের বাহুবীর্য্যে ঐ পর্ব্বত কম্পমান হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল, অপ্রমেয় আদিকূর্ম্ম প্রশস্ত পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়া তাহার আবর্ত্তনকে আপনার অঙ্গ কণ্ডূয়ন জ্ঞান করিতে লাগিলেন। (৭) পরে তিনি অসুরাকারে অসুরগণে আবিষ্ট হইয়া তাহাদের বল বীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন আর দেবাকারে দেবগণ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উদ্দীপিত করিলেন, অপর অবোধ রূপে নাগেন্দ্রে (বাসুকিতে) আবিষ্ট হইয়া তাহাকেও সবল করিলেন। তদনন্তর সহস্র বাহু ধারণ পূর্ব্বক অন্য গিরিবরের ন্যায় কর দ্বারা উপরে মন্দর পর্ব্বত আক্রমণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। এই ব্যাপার অবলোকনে সুরলোকে ব্রহ্মা মহেশ্বর ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দ স্তব ও পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

(৮) হে রাজন্! ভগবান্ হরি উপরে নীচে এবং আত্মাতে অর্থাৎ দেব দানব মধ্যে, তথা পর্ব্বতে ও মন্থানরজ্জু বাসুকিতে আবিষ্ট হইলে মদোৎকট দেব ও দানবগণ সমেধিত হইয়া মহাদ্রি মন্দর দ্বারা বেগে এ প্রকার মন্থন আরম্ভ করিলেন যে ক্ষণমধ্যে সাগরস্থ সমুদায় নক্র চক্র ক্ষুভিত হইল। (৯) পরন্ত বাসুকির সহস্র সংখ্য সুতীক্ষ্ণ বদন ও নিশ্বাস. হইতে অগ্নি ও ধূম নির্গত হওয়াতে তদ্দ্বারা পৌলোম, কালেয়, বলি, ইল্বল প্রভৃতি অসুরদিগের তেজঃ পরাহত হইল অতএব তাহারা আশু দাবাগ্নি দগ্ধ শরলদ্রুমের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। (১০) দেবতারাও বাসুকির শ্বাসাগ্নিশিখায় হতপ্রভ হইতেছিলেন এবং তাঁহাদিগের আনন ও বসন ভূষণ কঞ্চুকাদি ধূম্রবর্ণ হইতেছিল কিন্তু ভগবানের বশবর্ত্তি বারিদপটল তাঁহাদিগের উপরে বর্ষণ এবং সমুদ্র তরঙ্গসঙ্গত সুশীতল বায়ু বীজন করিতে লাগিল সুতরাং তাঁহাদিগকে অসুরদিগের তুল্য দেখাইল না। (১১)

সে যাহা হউক। ঐ প্রকারে সমুদ্র মথ্যমান হইতে থাকিলে তত্রস্থ মৎস্য, মকর, কচ্ছপ, সর্প প্রভৃতি সাতিশয় সম্ভ্রান্ত এবং তিমি, জলহস্তী, নক্র, ও তিমিঙ্গিল কুল ব্যাকুল হইল। তাহার পরে তাহা হইতে প্রথমে হালাহল নামে মহোল্বণ বিষ উত্থিত হইল। (১২) সেই হালাহল অপ্রতিম, তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে পারিত না, যেহেতু অত্যুগ্রবেগে প্রত্যেক দিকে উপরে ও নীচে বিসর্পণ ও উৎসর্পণশীল হইতেছিল অতএব নিতান্ত অসহ্য। ঐ গরল অবলোকন করিয়া প্রজাসহ প্রজাপতি গণ কোন ব্যক্তিকে পরিত্রাতা না পাওয়াতে সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন (১৩) তৎকালে দেববর সদাশিব ত্রৈলোক্যের উদ্ভবার্থ ভগবতীর সহিত কৈলাস পর্ব্বতে অধ্যাসীন ছিলেন এবং মুনিদিগের অপবর্গের কারণ তাঁহাদিগের অভিমত তপস্যা আচরণ করিতেছিলেন। প্রজাপতিগণ সমীপে গিয়া প্রণতি সহ স্তুতি আরম্ভ করিলেন। (১৪)

হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে ভূতাত্মন্! হে ভূতভাবন! আমরা আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। সমুদ্রোত্থিত এই কালকূট ত্রিলোক দগ্ধ করে, ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ভগবন্! আপনিই সকল জগতের বন্ধনে ও মোচনে ঈশ্বর। নিপুণ জ্ঞানিগণ আপনকারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আপনি পরম গুরু এবং শরণাগত জনের আর্ত্তিহারী। (১৫) বিভো! আপনি গুণময়ী স্বীয় শক্তি দ্বারা যখন এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন তখন, হে ভূমন্! আপনকার জ্ঞান স্বতঃ সিদ্ধ, আপনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন সংজ্ঞা ধারণ করেন. (১৬) আপনিই পরম গুহ্য ব্রহ্ম, আপনা হইতেই দেব তির্য্যগাদি সৎ ও অসৎ পদার্থ সকল প্রকাশ পায়। ফলতঃ আপনা ব্যতীত অন্য সৃজ্য বস্তু নাই, আত্মরূপী আপনিই নানা শক্তি দ্বারা জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, অতএব আপনিই ঈশ্বর। (১৭(ভগবন্! আপনি বেদের যোনি, অর্থাৎ আপনা হইতে বেদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আপনকার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, আপনি জগতের আদি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব এবং যাহার গুণ প্রাণ ইন্দ্রিয় ও দ্রব্যের কারণীভূত, সেই রাজসাদি ত্রিবিধ অহঙ্কারও আপনি, অপর আপনিই স্বভাব, কাল ও সঙ্কল্প, এবং সত্য ও ঋত এই যে ধর্ম্ম, তাহাও আপনি, যেহেতু ত্রিগুণাত্মক যে প্রধান, জ্ঞানিগণ আপনাকে তাহার আশ্রয় বলিয়া থাকেন। (১৮)

হে লোকভাবন! সমস্ত দেবতা স্বরূপ অগ্নি আপনকার মুখ, পৃথিবী আপনকার পাদপদ্ম, কাল আপনকার গমন, দিক্ সকল আপনকার কর্ণ, বরুণ আপনকার রসনা। (১৯) আকাশ আপনকার নাভি, বায়ু আপনকার নিশ্বাস, সূর্য্য আপনকার চক্ষুঃ,

জল আপনকার শুক্র। জ্ঞানিরা আপনকার অহঙ্কারকে পর ও অপর জীব সকলের আশ্রয় বলিয়া থাকেন।• অপর হে ভগবন্! চন্দ্র আপনকার মনঃ, স্বর্গ আপনকার মস্তক। (২০) প্রভো! বেদত্রয় আপনকার মূর্ত্তি, সমুদ্র সকল আপনকার কুক্ষি, পর্ব্বত-সঙ্ঘ আপনকার অস্থি, সর্ব্ব প্রকার ওষধি ও লতা আপনকার গাত্ররোম, বেদ সকল আপনকার সাক্ষাৎ সপ্ত ধাতু এবং প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম আপনকার হৃদয়। (২১)

হে ঈশ! পঞ্চ উপনিষদ্ অর্থাৎ তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান এই পঞ্চ মন্ত্র আপনকার মুখ। ঐ মুখ হইতে অষ্টত্রিংশৎ মন্ত্রবর্গ হয় অর্থাৎ প্রথমোল্লিখিত পঞ্চ মন্ত্রের পদচ্ছেদে অষ্টত্রিংশৎ কলাত্মক মন্ত্র হয়। সে যাহা হউক। হে দেব! শিব নামে প্রসিদ্ধ যে পরমাত্ম তত্ত্ব তাহা আপনি, আপনকার উপরতাবস্থা স্বয়ং-জ্যোতিঃ। (২২) ভগবন্! আপনকার ছায়া অধর্ম্মের সেই উর্ম্মিতে অর্থাৎ দম্ভ লোভাদিতে বর্ত্তমান, যাহার দ্বারা সংহার হইয়া থাকে। আর সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ আপনকার তিন নেত্র। প্রভো! আপনি শাস্ত্রকারী, সাংখ্য জ্ঞান আপনকার আত্মা। হে দেব! ছন্দোময় পুরাণ ঋষি অর্থাৎ বেদ আপনকার ঈক্ষণ।)২৩) হে গিরিত্র! আপনকার পরম জ্যোতিঃ অখিল লোকপাল ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং সুরেন্দ্রের গম্য নহে। ঐ জ্যোতিতে রজঃ অথবা তমঃ কিম্বা সত্ত্ব কিছুই নাই, তাহা নিরস্তভেদ পরব্রহ্ম স্বরূপ। (২৪) ভগবন্! আপনি কন্দর্প, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুর, কালকূট প্রভৃতি বহুবিধ ভূত দ্রোহির বিনাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে সকল কর্ম্ম আপনকার স্তুত্যর্থ হইতে পারে না, আপনকার পক্ষে ঐ২ কার্য্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র, যেহেতু প্রলয় কালে নিজ নেত্রানলের স্ফুলিঙ্গ দ্বারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যে ভস্মসাৎ হইয়া যায় তাহা আপনি আলোচনাও করেন না। (২৫)

ভগবন্! আত্মারাম ও বিশ্বের হিতোপদেশক জ্ঞানিগণ স্ব২ হৃদয়মধ্যে আপনকার চরণদ্বয় ধ্যান করিয়া থাকেন। আপনি এ প্রকার, এবং সদা তপস্যায় অভিনিবিষ্ট। যে সকল ব্যক্তি উমার সহিত ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত আসক্ত জ্ঞানে আপনাকে কামি বলে এবং শ্মশানে বেড়াইতে দেখিয়া আপনাকে পরুষ ও হিংস্র বলিয়া প্রলাপ করে তাহারা কি আপনকার লীলা জানে? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহারা কিছুই জানে না, এই কারণে নির্লজ্জ হইয়া বিচার না করিয়া ঐ রূপ প্রলাপ করে। অহো! যাঁহার চরণ আত্মারাম লোকেরা সেবা করেন তাঁহার কি কামিত্ব সম্ভবে? যিনি তপস্যায় রত, তিনি শান্তমূর্ত্তিই হইতে পারেন, তাঁহার হিংস্রত্ব অথবা উগ্রত্ব কি প্রকারে হইবেক?। (২৬) অতএব, হে দেব! সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন এবং পরম পুরুষ যে আপনি, আপনকার যথার্থ স্বরূপ জানিতে ব্রহ্মাদি দেবগণও সমর্থ নহেন; ইহাতে তাঁহারা আপনকার স্তব করিতে কি প্রকারে শক্ত হইবেন? প্রভো! আমরা ঐ ব্রহ্মাদির সৃষ্টি মধ্যে অত্যন্ত অর্ব্বাচীন, আমরাই বা কি প্রকারে আপনকার স্তবে প্রভু হইব? তথাপি এই যে স্তুতি করিলাম ইহা আত্মশক্তির পরিমাণ মাত্র। (২৭) হে মহেশ্বর! যদিও আমরা আপনকার এই রূপ ব্যতীত অন্য যে শ্রেষ্ঠ রূপ, তাহা দেখিতে পাইলাম না, তথাপি এতদ্দর্শনেই কৃতার্থতা লাভ হইল যেহেতু আপনি অব্যক্ত কর্ম্মা, আপনকার এই রূপে আবির্ভাব লোকের রক্ষণার্থ মাত্র।

শুকদেব কহিলেন ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্ব প্রাণির সুহৃৎ, প্রজাদিগের দুঃখ দর্শনে করুণাবশতঃ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন অতএব নিকটস্থ প্রিয়া সতীকে সম্বোধিয়া বলিলেন (২৮) অহো দেখ দেখ! ক্ষীরোদ মথনে উত্থিত কালকূট হইতে প্রজা-

পুঞ্জের কি রূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে! (২৯) যাহা হউক। এই সকল প্রজা প্রাণ রক্ষণ বাসনায় কাতর হইতেছে, ইহাদিগকে অভয় দেওয়া আমার কর্ত্তব্য, যে হেতু দীনজনকে পালন করাই সমর্থ ব্যক্তির কর্ম্ম। অতএব সাধু ব্যক্তিরা ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া আপনাদের প্রাণ দ্বারাও অন্যকে রক্ষা করিয়া থাকেন। (৩০) ভদ্রে! যে সকল ব্যক্তি পরমাত্মার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বৈরবন্ধন পূর্ব্বক হিংসা করে তাহাদের প্রতি যে পুরুষ দয়া করেন তাঁহার প্রতি সর্ব্বাত্মা হরি প্রীত হন। (৩১) হে দেবি! ভগবান হরি প্রীত হইলে চরাচর সহিত আমিও প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অতএব আমি এই বিষ ভক্ষণ করি, আমা হইতে প্রজাপুঞ্জের সুখে জীবন ধারণ হউক। (৩২) হে রাজন্! ভবানীকে এই প্রকার কহিয়া ভগবান্ বৃষবাহন সেই বিষ ভোজনের উপক্রম করিলেন। ভগবতী তাঁহার প্রভাব অবগত ছিলেন সুতরাং ঐ ব্যাপারে আমোদ করিতে লাগিলেন। (৩৩) তদনন্তর করুণাহেতু ভূতভাবন মহাদেব সকল দিকে ব্যাপনশীল সেই হালাহল গ্রহণ পূর্ব্বক করতল মাত্র পরিমিত করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। (৩৪) কিন্তু সেই কালকূট মহাদেবকেও আপনার পরাক্রম প্রদর্শন করিল যেহেতু তাহাতে শঙ্করের কণ্ঠদেশ তৎক্ষণাৎ নীল বর্ণ হইল, পরন্তু তাহা করুণাময় ঈশ্বরের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। (৩৫) হে মহারাজ! সাধুপুরুষেরা অন্যের সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া থাকেন অতএব অখিলাত্মা পরম পুরুষের আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। সে যাহা হউক। দেবদেব শম্ভুর ঐ আশ্চর্য্য কার্য্যের কথা শুনিয়া প্রজাগণ, দাক্ষায়ণী, ব্রহ্মা এবং বৈকুণ্ঠ, সকলেই প্রশংসা করিলেন। (৩৬) হে রাজন্! সেই হালাহল পান কালে মহাদেবের করতল হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা গলিয়া পড়িয়াছিল তাহাই বৃশ্চিক সর্প বিষময় ওষধি তথা অন্যান্য দন্দশূকগণ গ্রহণ করিয়াছিল সেই কারণে ঐ সকল তীব্র হইয়াছে, ইহাতে সেই কালকূট কি রূপ তীব্র, বিবেচনা করিতে পার। (৩৭)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

সমুদ্রমথনে উত্থিতা লক্ষ্মীর বিষ্ণুকে বরণ এবং ধন্বন্তরি সহ অমৃতোত্থান তদনন্তর বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধারণ।

শুকদেব কহিলেন ভগবান্ বৃষবাহন কালকূট পান করিলে দেব ও দানবগণ সাতিশয় প্রীত হইয়া পুনরায় মহাবেগে মন্থন আরম্ভ করিলেন তাহাতে সুরভি গাভী উত্থিতা হইল। (১) ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মলোকপ্রাপক যজ্ঞের হবির্নিমিত্ত ঐ সুরভি গ্রহণ করিলেন। (২) তাহার পর উচ্চৈঃশ্রবা নামে চন্দ্রবৎ পাণ্ডর ঘোটক উত্থিত হইল। দৈত্যরাজ বলি তদর্থ স্পৃহা করিলে ঈশ্বরের শিক্ষায় দেবরাজ তাহার প্রতি অভিলাষ করিলেন না। (৩) তাহার পর ঐরাবত নামক বারণেন্দ্র বিনির্গত হইল। ঐ হস্তির পর্ব্বতশিখর তুল্য চারি দন্ত। সে স্বয়ং চন্দ্রতুল্য পাণ্ডর, এবং আত্মবৎ পাণ্ডরবর্ণ রদন চতুষ্টয় দ্বারা কৈলাশের মহিমা হরণ করিতেছিল। হে রাজন্! তাহার পর ঐরাবতাদি অষ্ট দিগ্‌হস্তী এবং অভ্রমু প্রভৃতি অষ্ট দিগ্‌হস্তিনী উত্থিত হইল।

তদনন্তর মহোদধি হইতে কৌস্তুভ নামে মহামণি উত্থিত হইল। ভগবান্ হরি তদীয় দ্যুতি দর্শন করিয়া তাহার দ্বারা আপনার বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত করিতে মনস্থ করি-

লেন। তাহার পর পারিজাত বৃক্ষ বিনির্গত হইল। ঐ তরু সুরলোকের ভূষণ, হে রাজন্! তুমি যেমন অর্থ দ্বারা অর্থিগণের কামনা পূর্ণ কর তেমনি ঐ তরু নিরন্তর যাবতীয় অর্থ দ্বারা অর্থিদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকে। (৪) সে যাহা হউক। তৎপরে অপ্সরা সকল উদ্ভূতা হইল। তাহাদের কণ্ঠদেশে নিষ্ক, পরিধান শোভন বসন। তাহারা মনোহর গমন ও লীলাবলোকন দ্বারা স্বর্গবাসিদিগের রতি জন্মাইতেছিল। (৫)

হে রাজন্! তাহার পর শ্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিধারিণী হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। তিনিই ভগবৎপরা রমা, উদ্ভূতা হইয়া স্ফটিকাদি মণিময় গিরিশৃঙ্গে উদ্যোতিনী বিদ্যুতের ন্যায় কান্তি দ্বারা দিক্ সকল রঞ্জিত করিতে লাগিলেন। (৬) তাঁহার রূপ, ঔদার্য্য, বয়স্, বর্ণ, মহিমা দর্শনে সুর অসুর মানব সকলেরই অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইল স্নুতরাং সকলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করিলেন। (৭)

লক্ষ্মীকে নিরীক্ষণ করিবা মাত্র দেবরাজ ইন্দ্র অভিষেক মানসে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত মহৎ অদ্ভুত আসন আনয়ন করিলেন। প্রধান২ সরিৎ সকল মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বর্ণ কলস দ্বারা পবিত্র জল আহরণ করিল। (৮) অভিষেচনোচিতা ভূমি সমুদায় ওষধী আনয়ন করিয়া দিল। আর গবী সকল পবিত্র পঞ্চ গব্য তথা বসন্ত ঋতু মধুমাসোদ্ভব মধু আনিয়া উপস্থিত করিল। (৯) পরে ঋষিগণ যথাশাস্ত্র অভিষেকের উপযুক্ত বিধি কল্পনা করিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে সংগীত আরম্ভ করিল, এবং নটী সকল নৃত্য করিতে লাগিল। (১০) আর মেঘ সমূহ মৃদঙ্গ পণব মুরজ আণক এবং গোমুখ প্রভৃতি যে সকল বাদ্যের তুমুল ধ্বনি, তৎ সমুদায় তথা শঙ্খ বেণু বীণা প্রভৃতি নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! তৎপরেই দিগ্গজ সকল পূর্ণ কলস এবং বিপ্রবর্গের উচ্চারিত বেদ মন্ত্র দ্বারা পদ্মহস্তা সেই শ্রীর অভিষেক সম্পাদন করিল। তাহার পর সমুদ্র তাঁহার পরিধানার্থ পীতবর্ণ দুই খানি কৌশেয় বসন, বরুণ মধুমত্তভ্রমরান্বিত বৈজয়ন্তী মালা, বিশ্বকর্ম্মা বিবিধ বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং সাগরসকল কুণ্ডল আনিয়া উপহার দিলেন।

এই রূপে কৃত স্বস্ত্যয়না লক্ষ্মী দেবী স্বীয় হস্ত দ্বারা গুঞ্জদ্ভ্রমরযুক্ত উৎপল মাল্য গ্রহণ করিয়া চলিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার বদন কপোলস্থ কুণ্ডলদ্বয়ে এবং সলজ্জ হাস্যে অতিশয় শোভন আর স্তনদ্বয় চন্দন ও কুঙ্কুমে অভিষিক্ত হইয়া ছিল। সেই কৃশোদরী রমা মনোহর নূপুর নিনাদ করিতে২ ইতস্ততঃ পাদবিহার আরম্ভ করিলে চঞ্চলা হেমলতার তুল্য তাঁহার চমৎকার শোভা হইল। (১১) হে রাজন্! তৎপরে তিনি আপনার নিরবদ্য আশ্রয় নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু যাহাতে নিত্য সদ্গুণ সকল বিরাজমান, এতাদৃশ আশ্রয় কি গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ, কি স্বর্গবাসি দেবগণ এ সকলের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, সকলেরই একটা না একটা দোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। (১২) ফলতঃ তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন কোন২ ব্যক্তির (দুর্ব্বাসা প্রভৃতির) তপস্যা আছে সত্য, কিন্তু ক্রোধজয় নাই, কোন২ ব্যক্তিতে (শুক্রাদিতে) জ্ঞান আছে কিন্তু সঙ্গ পরিত্যাগ দৃষ্ট হয় না, কোন২ ব্যক্তি (ব্রহ্ম সোমাদি) মহান্ বটেন কিন্তু কামজয়ী নহেন, আর যে সকল ব্যক্তি (ইন্দ্রাদি), তাঁহারা পরাপেক্ষী, তাঁহারা কি ঈশ্বর? (১৩) অপর কোন২ ব্যক্তিতে (পরশুরামাদিতে) ধর্ম্ম আছে সত্য কিন্তু সর্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়া নাই, কোন২ রাজার (শিবিপ্রভৃতির) ত্যাগ আছে কিন্তু মোক্ষার্থ ত্যাগ নাই, কোন২ পুরুষের (কার্ত্তবীর্য্যা-

জ্জুনাদির) বীর্য্য আছে কিন্তু তাহা কালবেগে পরিহৃত নহে, যাঁহারা (সনকাদি) গুণসঙ্গ বৰ্জ্জিত, তাঁহারা সমাধিনিষ্ঠ, সুতরাং আমার সহচর হইতে পারেন না। (১৪) কোন২ ব্যক্তি (মার্কণ্ডেয়াদি) চিরজীবী সত্য কিন্তু তাঁহাদের মঙ্গল শীল নাই, কোন২ ব্যক্তিতে (হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিতে) মঙ্গল শীল আছে কিন্তু তাহাদের আয়ুঃস্থৈর্য্য দুর্জ্জেয়, যদিও এক ব্যক্তিতে (রুদ্রে) শীল মঙ্গল ও আয়ুঃস্থৈর্য্য উভয় আছে, কোন দোষ নাই, তথাচ তিনি স্বয়ং অমঙ্গল, তাঁহার সদাই শ্মশানবাসাদি অমঙ্গল চেষ্টা। লক্ষ্মী এই রূপ বিচারিয়া পরে মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন এখানে কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে সুমঙ্গল আছেন কিন্তু তিনি আত্মারাম এ কারণ আমাকে অভিলাষ করেন না। (১৫)

হে রাজন্! রমা ঐ প্রকার বিচার করিয়া দেখিলেন ভগবান্ মুকুন্দ অব্যভিচারি ধর্ম্ম জ্ঞানাদি সদ্গুণশালী এবং আপনার নিত্য আশ্রয়, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া নিশ্চয় হওয়াতে, যদিও তিনি চাহিলেন না, তথাচ তাঁহাকেই বরণ করিতে বাসনা করিলেন। অধিকন্তু ভগবান্ মুকুন্দ প্রকৃতির গুণাতীত, বিশেষতঃ অণিমাদি গুণ সকল তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিল, ইহা দেখিয়াও তাঁহাকে বরণ করিতে লক্ষ্মীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল অর্থাৎ লক্ষ্মী মনে করিলেন "যদিও ভগবান্ স্বয়ং আত্মারাম এ প্রযুক্ত অন্য নিরপেক্ষ, তথাপি ইহাঁকে এই যে সকল অণিমাদি সিদ্ধি আশ্রয় করিয়া আছে এ সকলকে ইনি যেমন উপেক্ষা করিতেছেন না আমিও ইহাঁকে আশ্রয় করিলে তেমনি আমাকেও উপেক্ষা করিবেন না, তাহাতে আমি ইহাঁর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব অন্য প্রাকৃত দেবাদিতে কি হইবে," এই বিবেচনা করিয়া নারায়ণকেই বরণ করিলেন। (১৬) আপনার করে যে কমনীয় কমলমালা ছিল, যাহা মত্ত ভ্রমর সমূহের গুঞ্জনে নিনাদিত হইতেছিল, রমা আদৌ তাহা ভগবানের স্কন্ধ দেশে অর্পণ করিয়া তদীয় অনুগ্রহ প্রতীক্ষা করত তুষ্ণীম্ভূত হইয়া অদূরে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাব দর্শনে বোধ হইল সলজ্জ হাস্যে বিকাসমান নয়ন যোগে যেন ভগবানের বক্ষঃস্থল, যাহা নিজ ধাম, তাহা প্রাপ্তা হইয়াছেন, ফলেও তিনি সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করত ভগবানের বক্ষঃস্থল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। (১৭) সে যাহা হউক। পরে অচি-রেই ভগবান্ আপনার উরঃস্থলকে ত্রিজগজ্জননী বিশিষ্ট বিভব শালিনী সেই শ্রীর স্থিরতর বাস স্থল করিয়া দিলেন। হে রাজন্! ভগবানের বক্ষঃস্থলে স্থান প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মী সকরুণ নিরীক্ষণ দ্বারা স্বীয় প্রজা ও লোকপাল সহ ত্রিলোককে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তদবলোকনে দেবতাদের অনুচরগণ সস্ত্রীক হইয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল এবং শঙ্খ তূর্য্য মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সকলের পৃথক্২ নিস্বন হইল। (১৮) আর ব্রহ্মা রুদ্র অঙ্গিরা প্রভৃতি সমস্ত বিশ্বস্রষ্টৃগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে২ বিষ্ণুপ্রতিপাদক যথার্থ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। দেবগণ এবং প্রজাপতি সহ প্রজাপুঞ্জ শ্রীকর্ত্তৃক অবলোকিত হওয়াতে শীলাদি গুণ সম্পন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের সকলেরই যেন পরম নির্বৃতি লাভ হইল। কিন্তু লোলুপ দৈত্য ও দানবগণ লক্ষ্মী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হওয়াতে নিঃসত্ব ও নিরুদ্যম হইতে লাগিল। (১৯)

তদনন্তর কমললোচনা কুমারী রূপে বারুণী দেবী অর্থাৎ অন্নময়ী সুরা সেই সমুদ্র হইতে উত্থিত হইল। ভগবান্ হরির অনুমতিক্রমে অসুরেরা ঐ কন্যা গ্রহণ করিল। তাহার পর দৈত্যবর্গ অমৃতার্থী হইয়া পুনরায় মন্থন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তাহাতে পরম আশ্চর্য্য একটী পুরুষ উত্থিত হইলেন, (২০) তাঁহার বাহু-দ্বয় দীর্ঘ অথচ পাবর, গ্রীবা শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটী রেখায় অঙ্কিত এবং সুন্দর রূপ

বৃত্ত। তিনি শ্যামবর্ণ, মাল্য এবং বহুবিধ ভূষণে ভূষিত। তাঁহার পরিধান পীত বসন, বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত, কর্ণ মণিকুণ্ডলে অলঙ্কৃত। (২১) তাঁহার কেশ অতিশয় চমৎকার, প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত সুস্নিগ্ধ ও কুঞ্চিত দৃষ্ট হইতেছিল, তদীয় বিক্রম সিংহের তুল্য। তিনি বলয়ালঙ্কৃত হইয়া অমৃত পূর্ণ কলস ধারণ করিতেছিলেন। হে রাজন্! সেই পুরুষ অন্য ব্যক্তি নহেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ হইতে সম্ভূত, (২২), ধন্বন্তরি এই নামে বিখ্যাত, আয়ুর্বেদের পারদর্শী এবং যজ্ঞ ভাগ ভোক্তা। (২৩)

সেই পুরুষের হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস অবলোকন করিয়া অসুরগণ সমস্ত লাভ বাসনায় বল পূর্ব্বক তাহা হরণ করিয়া লইল।

অমৃতভাজন কলস লইয়া অসুরেরা পলায়নপর হইলে দেবগণ বিষণ্নমনা হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হইলেন। (২৪) ভৃত্যবর্গের কামনা পূরক ভগবান্ দেবতাদিগের ঐ রূপ দৈন্য দর্শন করিয়া শান্ত্বনা করত বলিলেন হে দেবগণ! দৈত্যদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ উৎপাদন করিয়া আমি যোগমায়া দ্বারা তোমাদের অর্থ সাধন করিব, খিন্ন হইও না। (২৫)

হে রাজন্! তাহার পরেই দৈত্যদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ উপস্থিত হইল, অমৃত নিমিত্ত সকলেই অভিলাষুক হইয়া বলিতে লাগিল আমি অগ্রে আমি অগ্রে, তুমি নহ তুমি নহ। (২৬) আর যে সকল দানব বল প্রকাশ করিতে পারিল না, তাহারা জাতমৎসর হইয়া এই বলিয়া কলসহারি বলবান্ দৈত্যদিগকে বারম্বার বারণ করিতে লাগিল সুরগণও এই অমৃতসাধনে সমান আয়াস করিয়াছেন, অতএব সত্রযাগে যেমন সকলের অংশ হয় তেমনি এ বিষয়ে দেবতারাও স্বীয় অংশ পাইতে পারেন, যাহার যে ভাগ প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়াই সনাতন ধর্ম্ম।

হে রাজন্! এই সময়ে সকল উপায়জ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণু পরম আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় যোষিদ্রূপ ধারণ করিলেন। (২৭) ঐ রূপ দর্শনীয় উৎপল তুল্য শ্যামবর্ণ, সকল অবয়বে সুন্দর। কর্ণ দ্বয় সমান ও মনোহর আভরণে ভূষিত, বদনে সুকোমল কপোল-দ্বয় এবং সুন্দর নাসিকা। অপর নবযৌবন বশতঃ যে স্তনভার হইয়াছিল তাহাতে উদর অতিশয় কৃশ হইয়াছিল। হে রাজন্! তদীয় আননের সৌরভে ভ্রমর নিকর অনুরক্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছিল তাহাতে লোচন দ্বয় যেন সচকিত হইয়া রহিয়াছিল (২৮) অপিচ কেশ কলাপে উৎফুল্ল মল্লিকার মালা, সুশ্রী গ্রীবায় মনোহর কণ্ঠভূষণ, আর ভুজদ্বয়ে অঙ্গদ শোভা পাইতেছিল। (২৯) তদীয় নিতম্ব রূপ দ্বীপ নির্ম্মল বসনে আচ্ছাদিত, তাহাতে কমনীয় কাঞ্চী, আর চলনশীল চরণ দ্বয়ে নূপুর রহিয়াছিল। (৩০) হে মহারাজ! সেই কামিনী সলজ্জ হাস্য সহ যে ভ্রূ ভঙ্গি করিতেছিলেন তাহার বিলাস সম্বলিত অবলোকন দ্বারা মুহুর্মুহু দৈত্য যূথপ দিগের চিত্তে কামোদ্দীপন হইতে লাগিল। (৩১)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

মুগ্ধ দানবগণ কর্ত্তৃক মোহিনী হস্তে অমৃত পাত্রার্পণ এবং দানবদিগকে বঞ্চনা করিয়া মোহিনীর দেবতাদিগকে অমৃত দান।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অসুরেরা পরস্পর সৌহৃদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই

অমৃতপাত্র হরণ এবং দস্যুতা আচরণ পূর্ব্বক তাহা ক্ষেপণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল একটী মনোমোহিনী তরুণী তাহাদিগের নিকটে আসিতেছেন। (১) দর্শনমাত্রে কামাতুর হইয়া বলিতে লাগিল আহাঁ কি মনোহর সৌন্দর্য্য! কি চমৎকার কান্তি! কি সুন্দর নবীন বয়স্! (২) এই প্রকার কহিতে কহিতে নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিল হে পদ্মপলাশাক্ষি! তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ, কি করিতে ইচ্ছা কর, তুমি কাহার্? পরিচয় বল। হে বামোরু! তোমাকে দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ যেন ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। (৩) হে সুন্দরি! আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে দেব, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ অথবা লোকপাল কেহই তোমাকে পূর্ব্বে স্পর্শ করে নাই ইহাতে মনুষ্যেরা যে স্পর্শ করিবেক তাহার সম্ভাবনা কি? (৪) সে যাহা হউক। হে সুভ্রু! আমরা জিজ্ঞাসা করি শরীরিদিগের সকল ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্ত বিধাতা কি সদয় হইয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিলেন? না—আপনিই যদৃচ্ছাক্রমে আসিতেছ? আমাদের বোধ হয় বিধাতাই প্রেরণ করিয়াছেন। (৫)

হে ভাবিনি! আমরা এই সকল জ্ঞাতি, এক বস্তুতে অভিলাষী হইয়া পরস্পর বিবাদ করত বদ্ধ বৈর হইয়াছি, তুমি আমাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়া কল্যাণ বিধান কর। আমরা কশ্যপের দায়াদ, পরস্পর ভ্রাতা, সকলেই পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছি, এই অমৃত কলস লইয়া তুমি ন্যায়ানুসারে আমাদের সকলকে ভাগ করিয়া দাও যাহাতে আমাদের পরস্পর ভেদ না হয়।

হে রাজন্! মায়াদ্বারা যোষিদ্রূপধারী ভগবান্ বিভু এই প্রকারে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া হাস্য করিলেন এবং মনোহর কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ বচন প্রয়োগ করিলেন। (৬)

ভগবান্ কহিলেন হে কশ্যপতনয়চয়! আমি পুংশ্চলী, আমাতে তোমরা কি প্রকারে বিশ্বস্ত হইলে, পণ্ডিত জন কদাচ কামিনীতে বিশ্বাস করেন না। (৭) হে দেবরিপুগণ! শালাবৃক (কুক্কুর) এবং স্বৈরিণী স্ত্রী, ইহাদিগের সখ্য অনিত্য, ইহারা দিন দিন নূতন নূতন অন্বেষণ করে। (৮)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অসুরগণ সেই মোহিনীর এই প্রকার সশ্লেষ বচনে আশ্বস্তচিত্ত হইয়া কোন অভিপ্রায়ে গম্ভীরতা পূর্ব্বক হাস্য করিল তদনন্তর তাঁহার হস্তে সেই অমৃত পাত্র সমর্পণ করিল। (৯)

মোহিনীরূপা হরি অমৃত ভাজন গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাস্যে আস্যদেশ শোভিত করত কহিতে লাগিলেন আমি যাহা করিব তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক যদি তোমরা অঙ্গীকার করিয়া লও তাহা হইলে এই অমৃত বিভাগ করিয়া দিতে পারি। (১০) তাঁহার এই উক্তি শ্রবণমাত্রে প্রধান২ অসুরেরা "ভাল, তাহাই হইবে" বলিয়া সম্মত হইল। কিন্তু তাহারা তাহার পরিমাণ (ইয়ত্তা) জানিতে পারিল না।

তদনন্তর অসুরেরা উপবাস পূর্ব্বক কৃতস্নান হইল এবং হবির্দ্বারা অগ্নিতে হোম ও গো ব্রাহ্মণ এবং ভূত সকলকে নমস্কার করিল। পশ্চাৎ দ্বিজগণ তাহাদের শুভার্থ স্বস্ত্যয়ন করিলেন। (১১) পরিশেষে তাহারা স্ব২ প্রীত্যনুসারে নব বসন পরিধান করিয়া সকলে সুন্দর রূপ ভূষিত হওত প্রাগগ্র কুশে উপবেশন করিল। (১২)

হে রাজন্! যে গৃহে অমৃত বন্টন হইবেক সেই সদন ধূপামোদিত ও মাল্য দীপাদিতে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। দেব ও দানবগণ তন্মধ্যে গিয়া প্রাঙ্মুখে উপবেশন করিল। (১৩) পরে সেই মোহিনী অমৃত কলস হস্তে করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন

তাঁহার উরুদ্বয় করভসদৃশ, শ্রোণীতট কৌষেয়াচ্ছাদিত, গমন নিতম্বভারে সুমন্দ, চক্ষুর্দ্বয় মদবিহ্বল, স্তনদ্বয় কুম্ভসমান। তিনি কনকময় নূপুর শিঞ্জিত দ্বারা যেন অব্যক্ত ধ্বনি করিতেছিলেন। (১৪) সেই সুন্দরী শ্রীর সখী, পরদেবতা নাম্নী, তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় কনকময়, কর্ণ-নাসিকা-কপোল ও বদন অতিশয় মনোহর, স্তনপট্টিকার প্রান্ত ভাগ বিস্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। অতএব তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সুর ও অসুরদিগের মোহ জন্মিল। (১৫)

হে রাজন্! ঐ প্রকারে দেব ও দানব উভয় দলই মুগ্ধ হইলে মোহিনী রূপ ধারী ভগবান্ বিবেচনা করিলেন সর্পদিগকে ক্ষীর দানের ন্যায় অসুরদিগকে সুধা দেওয়া অন্যায্য, দৈত্যেরা আমার কৃত ভাল মন্দ সকল কর্ম্মই স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইয়াছে, আমি দেবতাদিগকেই সুধা পান করাই, অধিকন্তু দৈত্যেরা ন্যায়ানুসারে বিভাগ করিতে বলিয়াছে, ইহারা জাতি মাত্রে ক্রূর, ইহাদিগকে অমৃতাংশ দেওয়া ন্যায্য হইতে পারে না। ইহা বিবেচনা করিয়া দৈত্যদিগকে সুধার বিভাগ দিতে ইচ্ছা করিলেন না। (১৬) তদনন্তর দেব ও দানব উভয় পক্ষের পৃথক্২ পংক্তি রচনা করাইয়া তাহাদিগকে স্ব২ শ্রেণিতে বসাইলেন। (১৭) তাহার পর কলস গ্রহণ করিয়া বহুমান প্রিয়ভাষণাদি দ্বারা বঞ্চনা করত দানবদিগকে অতিক্রমণ করিয়া গিয়া দেবগণ দূরে থাকিলেও তাঁহাদিগকেই জরামরণহারিণী সেই সুধা পান করাইতে লাগিলেন। (১৮) হে রাজন্! অসুরেরা স্বয়ং তাঁহার সহিত-সময় করিয়াছিল আপনাদের কৃত অঙ্গীকার পালন পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিল। ভগবান অঙ্গনা রূপে তাহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছিলেন, অতএব স্ত্রীর সহিত বিবাদ গোপন করা উচিত ইহা বিবেচনা করিয়াও তাহারা নীরব থাকিল। (১৯) অধিকন্তু সেই মোহিনীর প্রতি তাহাদের অতিশয় প্রণয় জন্মিয়াছিল সেই প্রণয় পাছে অপগত হয় এই ভয়ে তাহারা ভীতও হইল। আর মোহিনীর কৃত বহুমানে আবদ্ধ হওয়াতে অপ্রিয় বাক্য কহিতেও তাহাদের সামর্থ্য হইল না, সুতরাং মৌনী হইয়া রহিল। (২০)

হে রাজন্! দানবদিগের মধ্যে রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করিয়া দেবতাদের পংক্তিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত পান করিতেছিল, তাহা জানিতে পারিয়া চন্দ্র সূর্য্য যখন প্রকাশ করিয়া দিলেন (২১) তখন ক্ষুর তুল্য সুতীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা ভগবান হরি ঐ রাহুর শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার শরীর অমৃতে স্পৃষ্ট হয় নাই এ কারণ তাহা পড়িয়া গেল, (২২) মস্তক অমৃতস্পৃষ্ট হইয়াছিল ইহাতে তাহা অমরত্ব প্রাপ্ত হইল, অতএব ব্রহ্মা সূর্য্যাদির তুল্য তাহার গ্রহাধিকার কল্পনা করিয়াছেন, সে বৈরবুদ্ধি করিয়া অদ্যাপি পর্ব্বে২ চন্দ্র সূর্য্যের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক। দেবতারা সমুদায় অমৃত পান করিয়া শেষ করিলে লোকভাবন ভগবান্ হরি দর্শনকারি সেই সকল প্রধান২ অসুরের সমক্ষেই অঙ্গনা রূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নিজ রূপ গ্রহণ করিলেন। (২৩)

হে রাজন্! দেব ও দানবদিগের সমুদ্রমন্থনে দেশ, কাল, হেতু (মন্দরাদ্রি), অর্থ (লতাদি), কর্ম্ম ও বুদ্ধি যদিও সমান ছিল তথাপি বিচিত্র ফল হইল অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ফল হইল কাহাদের কিছুই হইল না। অতএব দেব দানব মধ্যে দেবগণ যাঁহার পাদপদ্মের পরাগাশ্রয় হেতু যথার্থতঃ অমৃত রূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং দৈত্যেরা তাহাতে বঞ্চিত হইল তিনিই সকলের সেবনীয়। (২৪) হে মহারাজ!

মানবগণ ধন, প্রাণ, কর্ম্ম, মনঃ এবং রাজ্য দ্বারা দেহ ও পুত্র কলত্রাদির নিমিত্ত যে কিছু করে ভেদাশ্রয় হেতু মূল ত্যাগ করিয়া শাখা সেচনের ন্যায়, তাহা ব্যর্থ হয়, কিন্তু ঐ সকল ধনাদি দ্বারা ঈশ্বরোদ্দেশে যদি কোন কর্ম্ম করে তাহা হইলে ভেদ বর্জ্জন হেতু, মূলসেচনের ন্যায়, তাহা মহাফল দায়ক হয় কারণ ঈশ্বর সকলেতেই অনুগত। ফলতঃ মূল সেচনে যেমন স্কন্ধাদি সকলেরই পালন হয় তেমনি ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে তাহাতে অন্যেরও প্রীতি জন্মিয়া থাকে। (২৫)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

মৎসর হেতু দেবগণের সহিত দানবদিগের সমর এবং বিষণ্ণ দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণুর আবির্ভাব।

শুকদেব কহিলেন হে নৃপ! দৈত্য ও দানবগণ যদিও কর্ম্মে উদ্যুক্ত ছিল তথাচ বাসুদেবে পরাঙ্মুখ হওয়াতে উক্ত প্রকারে অমৃত লাভে বঞ্চিত হইল। ভগবান্ বিষ্ণু অমৃত সাধন পুরঃসর স্বজন দেবগণকে পান করাইয়া দর্শনকারি সর্ব্ব প্রাণির সমক্ষে গরুড়বাহনে স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর অদিতি তনয়েরা ঈর্ষা-বশতঃ সাপত্ন সুরগণের সিদ্ধি দর্শনে অসহিষ্ণু হইল অতএব অস্ত্র শস্ত্রোদ্যম পূর্ব্বক দেবতাদের উপরে উৎপতিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সুধা সেবনে সুরগণ সর্ব্বতো-ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও নারায়ণের চরণ আশ্রয় করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। (১) অতএব সমুদ্রের তীরে সুর ও অসুরদিগের পরম দারুণ তুমুল সংগ্রাম হইল, তাহার কথা শুনিলে রোমাঞ্চ হয়। (২) হে রাজন্! দেব ও দানবগণ সেই সময়ে সংরব্ধমনা হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধারণ পূর্ব্বক খড়্গ বাণ এবং অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। সে স্থানে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, ভেরী এবং ডমরু বাদ্যে, তথা হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতির শব্দে অতি-শয় কোলাহল হইল। তাহার পর রথিগণ রথিদিগের, পদাতিসকল পদাতিদের, ঘোটকসকল ঘোটকসমূহের এবং হস্তিযূথ হস্তিসকলের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। অপর কতক যোদ্ধা উষ্ট্র দ্বারা, কতক সেনা হস্তির দ্বারা, অপর২ সৈন্য গর্দ্দভ দ্বারা প্রতিযোধির অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। হে রাজন্! কোন২ যোদ্ধা গৌরমুখ (বানর বিশেষ) লইয়া, কোন২ সেনা ভল্লূক লইয়া, কেহ২ ব্যাঘ্র লইয়া, অপরে সিংহ লইয়া, অন্যে গৃধ্র-কঙ্ক-বক-ভাস প্রভৃতি পক্ষী, তথা তিমিঙ্গিল, শরভ, মহিষ, গণ্ডার, গো, বৃষ, গবয়াদি লইয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগত হইল। আর কেহ২ শিবা, মূষিক, কৃকলাস, শশ (খরগোশ) এবং মনুষ্য লইয়া আসিল। অপর কোন২ শূর বস্ত (মৃগবিশেষ), কৃষ্ণসার (মৃগবিশেষ), শূকর এবং হংস সমভিব্যাহারে আসিয়া উপ-স্থিত হইল। অন্যে কতিপয় যোদ্ধা জলচর ও স্থলচর পক্ষি এবং বিকৃতাকার অন্যান্য প্রাণি সহিত আগমন করিল। হে রাজন্! উল্লিখিত সমুদায় ব্যক্তি উভয় পক্ষীয় সেনার অগ্রে২ আসিয়া রণস্থলে প্রবেশ করিল। (৩)

তদনন্তর বিচিত্র ধ্বজপট, নির্ম্মল শুভ্র ছত্র, মহামূল্য বজ্রময় দণ্ড, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজন, চামর (৪) পবনোদ্ধূত উত্তরীয় বসন, উষ্ণীষ, শক্তি (অস্ত্র বিশেষ), বর্ম্ম, ভূষণ, এবং সূর্য্যকিরণে দেদীপ্যমান বিবিধ শস্ত্র তথা বীরশ্রেণী, এই সকল দ্বারা দেব

ও দানবদিগের বল অর্থাৎ উভয় পক্ষের সেনা সেই রূপ দীপ্তি পাইতে লাগিল যেমন সাগর দ্বয় জলজন্তু সমূহ দ্বারা শোভা পায় (৫)

হে রাজন্! বিরোচনের পুত্র বলি ঐ সময়ে অসুরদিগের সেনাপতি হইল। সে বৈহায়স নামক যানে আরোহণ করিয়া, উদয়গিরির শিখরস্থ শশাঙ্কের তুল্য, দীপ্তি পাইতে লাগিল। বলির ঐ যান ময়দানবের নির্ম্মিত অতএব তাহা কামগ, তাহাতে সমগ্র সাংগ্রামিক সামগ্রী পরিপূর্ণ ছিল। অপর সেই যান সকল আশ্চর্য্যময়, তাহা কি বস্তু, কেহ তর্ক দ্বারাও নিশ্চয় করিতে পারিত না, তাহা কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য হইত। হে মহারাজ! সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সেই বিমানে বলি আরোহণ পূর্ব্বক অধিষ্ঠিত হইলে সমস্ত সেনাপতি চারি দিকে তাহাকে বেষ্টন করিল এবং দুই পার্শ্বে চামর ব্যজন ও উপরে আতপত্র ধৃত হইল, সুতরাং উদয়াচলস্থ চন্দ্রবৎ তাহার শোভা হইতে লাগিল। সে যাহা হউক। পৃথক্২ যূথের অধ্যক্ষ অসুরগণ স্ব২ যান সহিত চমূপতি সেই বলির সমভি-ব্যাহারে গমন করিল। হে রাজন্! নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্দ্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রজিৎ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, অরিষ্টনেমি, ময়, ত্রিপুরাধিপ, এবং অন্যান্য পৌলোম, কালেয়, নিবাত কবচ প্রভৃতি যে২ অসুর অমৃতের অংশ না পাওয়াতে কেবল ক্লেশভাগী হইয়াছিল সকলেই জাতক্রোধ হইয়া সমর ক্ষেত্রে অমরদিগকে পরাজয় করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে মহাবর শঙ্খের ধ্বনি করিতে লাগিল।

হে রাজন্! অসুরদিগকে ঐ প্রকার বলোন্মত্ত অবলোকন করিয়া স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি গগণমণ্ডলে মদজলস্রাবি ঐরাবতোপরি সেই রূপে আরোহণ করিলেন (৬) যেমন যাহাতে প্রস্রবণ (ঝরণা) প্রসূত হইতেছে সেই উদয়াদ্রিতে দিনকর আরোহণ করেন। (৭) হে মহারাজ! ইন্দ্র ঐরাবতারূঢ় হইলে দেবগণ বিবিধ বাহন, আয়ুধ ও ধ্বজা সহিত এবং বায়ু অগ্নি বরুণ প্রভৃতি লোক-পাল সকল স্ব২ গণ সহ তাঁহার চতুর্দ্দিকে মিলিত হইলেন। (৮) তদনন্তর দ্বন্দ্বযোধী সেই সকল সুর অসুর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ভর্ৎসন, আহ্বান ও অগ্রে প্রবেশ করিতে২ পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। (৯) অর্থাৎ ইন্দ্রের সহিত বলি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তারকাসুরের সঙ্গে কার্ত্তিকেয়ের সমর হইল, হেতির সহিত বরুণ যুদ্ধ করিলেন, প্রহেতির সঙ্গে মিত্রের সংগ্রাম হইল। এই রূপ কালনাভের সহিত যম, ময়দানবের সহিত বিশ্বকর্ম্মা, ত্বষ্টার সহিত শম্বর এবং বিরোচনের সহিত সূর্য্য যুদ্ধ করিলেন। (১০) অপর জিতের সহিত নমুচি, বৃষপর্ব্বার সহিত অশ্বিনীকুমার, বলির বাণপ্রভৃতি শত পুত্রের সহিত এক সূর্য্যদেবের সংগ্রাম হইল। (১১) আর রাহুর সহিত সোম সংগ্রাম করিলেন, এবং পুলোমার সহিত বায়ুর সমর হইল। হে অরিন্দম! নিশুম্ভ ও শুম্ভের সহিত বেগবতী ভদ্রকালী দেবী, জম্ভাসুরের সহিত বৃষাকপি, মহি-ষের সহিত বিভাবসু, বাতাপি ও ব্রহ্মপুত্রের সহিত ইল্বল, কামদেবের সহিত দুর্ম্মর্ষ উৎকল, মাতৃগণের সহিত উৎকল, শুক্রের সহিত বৃহস্পতি, নরকাসুরের সহিত শনি, কালেয় নামক অসুরগণের সহিত বসুগণ, পৌলোম অসুরদিগের সহিত বিশ্বেদেবগণ, এবং ক্রোধবশদিগের সহিত রুদ্রগণ সংগ্রাম করিলেন। হে রাজন্! উক্ত প্রকারে দানব ও দেববৃন্দ প্রত্যেকে ভিন্ন২ ব্যক্তির প্রতিকূল হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পর জয় লাভেচ্ছায় তীক্ষ্ণ বাণ, খড়্গ ও তোমরাদি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা মহাবলে পরস্পরকে

আঘাত করিতে লাগিলেন। ভুষুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, প্রাস, পরশ্বধ, নিস্ত্রিংশ, ভল্ল, পরিঘ ও ভিন্দিপাল দ্বারা অবিশ্রান্ত পরস্পরের শির শ্ছিন্ন হইতে লাগিল। অপর হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এবং আরোহি সমেত বিবিধ বাহন বিবিধ শস্ত্র প্রহারে খণ্ড২ হইল, তাহাদের বাহু, উরু, কন্ধর, চরণ নিকৃত্ত হইয়া পড়িল এবং ধ্বজা, ধনুঃ, কবচ, ভূষণ প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। (১২) হে রাজন্! ঐ সকল দেবাদির পাদাঘাতে ও রথচক্রে রণভূমি চূর্ণিত হওয়াতে তথা হইতে অত্যুগ্র ধূলি উদ্ধত হইয়া প্রথমে গগণ মণ্ডল ও দিনকরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিল তাহার পরে শোণিত ক্ষরণে সিক্ত হইবা মাত্র ঐ ব্যাপার হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইল। (১৩)

হে রাজন্! সেই রণভূমি ভূরি২ যোদ্ধার ভূষণ ভূষিত ছিন্ন ভুজে, করভ সদৃশ উরুতে এবং সমুকুট মস্তকে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃষ্টরূপ দীপ্তি ধারণ করিল। রণাজিরে যে সকল মুণ্ড পড়িয়াছিল সে সকলের কিরীট ও কুণ্ডল স্খলিত হইয়াছিল এবং তদবস্থাতেও মুণ্ডস্থ চক্ষু সকল ক্রোধারক্ত আর ওষ্ঠ সকল পরিদষ্ট হইয়া রহিয়াছিল। (১৪) সে যাহা হউক। তাহার পরে পতিত স্ব২ শিরস্থ চক্ষুর্দ্বারা অবলোকন করিতে২ বহু বহু কবন্ধ উৎপতিত হইল। সেই সকল ছিন্ন শিরা পুরুষ স্ব২ দোর্দণ্ডে বিবিধ আয়ুধ উত্তোলন করিয়া সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। (১৫)

তদনন্তর মহাসুর বলি দশটা বাণ দ্বারা ইন্দ্রকে, তিন বাণে তদীয় বাহন ঐরাবতকে, চারি বাণে ঐরাবতের পাদরক্ষক চারি বাহকে এবং এক বাণে হস্তির যন্তাকে (মাহুতকে) বিদ্ধ করিল। কিন্তু ঐ সকল বাণ বেগে আসিয়া না পড়িতে পড়িতে মহেন্দ্র হাস্য করত সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (১৬) দেবরাজের এই প্রশংসনীয় কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া বলি ঈর্ষায় অসহিষ্ণু হইল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে শক্তি গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই শক্তি তাহার হস্তে থাকিয়া মহতী উল্কার ন্যায় যখন জ্বলিতেছিল সেই সময়েই ইন্দ্র স্বীয় শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বলি তাহার পর শূল, তৎপরে প্রাস (অস্ত্র বিশেষ), তৎ পশ্চাৎ তোমর (অস্ত্র বিশেষ), তদনন্তর ঋষ্টি লইল, কিন্তু যাহা২ গ্রহণ করিতে লাগিল দেবরাজ সে সকলই ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর ঐ অসুর সহসা অন্তর্হিত হইয়া আসুরী মায়া সৃষ্টি করিল তাহাতে সুর সৈন্যদিগের উপরে হঠাৎ বৃহদাকার একটা পর্ব্বত প্রাদুর্ভূত হইল। (১৭) তাহার পরে ভূরি২ তরু দাবানলে দগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল এবং টঙ্কের তুল্য তীক্ষ্ণ শিখর সহিত বহু২ শিলা প্রক্ষিপ্ত হইয়া শত্রু সেনা চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। অপর দন্দশূক মহা২ সর্প, বৃশ্চিক এবং সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহ, তথা মর্দ্দনকারী মহা২ করী উৎপতিত হইল। আর দিগম্বরা শূলধারিণী শত২ নিশাচরী তথা বহু২ রাক্ষস প্রকাশমান হইয়া "মার্ মার্ কাট্ কাট্" বলিয়া ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতে লাগিল। (১৮)

তাহার পরেই গগণমণ্ডলে মহা মেঘ উদিত হইয়া গম্ভীর ও পরুষ ধ্বনি আরম্ভ করিল। অন্য২ বলাহকসকল বায়ু দ্বারা আহত হইয়া অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। (১৯) তদনন্তর মহাসুর বলি মায়া যোগে যে অগ্নির সৃষ্টি করিল, যাহার সারথি বায়ু, তাহা প্রলয়াগ্নির তুল্য ভীষণ হইয়া দেবতাদিগের সেনা দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। (২০) তাহার পরেই সকল দিকে সমুদ্র উদ্বেল লক্ষিত হইল। প্রচণ্ড পবন দ্বারা যে সকল তরঙ্গ ও আবর্ত্ত উত্থিত হইতে লাগিল তাহাতে রণভূমি সাতিশয় ভীষণ বোধ হইল। (২১)

অন্যান্য মায়াবী দানবগণ অলক্ষ্যগতি হইয়া উক্ত প্রকারে রণক্ষেত্রে বিবিধ মায়া সৃজন করিতে আরম্ভ করিলে দেবতাদিগের সেনাসকল বিনষ্ট হইল। (২২) হে রাজন্! ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ যখন উহার প্রতীকারোপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন ভগবানের ধ্যান করিলেন। ধ্যাত হইবামাত্র সেই স্থানে ভগবান্ বিশ্বভাবনের আবির্ভাব হইল। (২৩). তাহার পরেই পীতবসনধারী নবীন নীরজ লোচন ভগবান্ অষ্ট ভুজে অষ্টবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন। নিজ বাহন গরুড়ের দুই স্কন্ধে তাঁহার দুই চরণ সন্নিবেশিত হইয়া ছিল, আর শ্রী, কৌস্তুভ, বহুমূল্য কিরীট, এবং মনোহর কুণ্ডলদ্বয় যথাযোগ্য অঙ্গে ধৃত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছিল। (২৪) হে মহারাজ! যেমন জাগ্রদ্দশা আগত হইলে স্বপ্নাবস্থা বিলয় পায় তেমনি ভগবান্ রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অসুরদিগের মন্ত্রাদি প্রয়োগ জন্য সমস্ত মায়া বিনষ্ট হইল। হে রাজন্! ভগবান্ হরির এমন মহিমা যে স্মরণমাত্রে সকল বিপদ দূরীভূত হয় তাঁহার প্রবেশে দেবতাদিগের বিপদ বিনষ্ট হইবেক আশ্চর্য্য কি? (২৫)

সে যাহা হউক। কালনেমি নামে যে অসুর সিংহ বাহনে আসিয়া শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিতেছিল সে রণক্ষেত্রে গরুড় বাহন ভগবান্‌কে অবলোকন করিয়াই বিদ্ধ করিবার বাসনায় সুতীক্ষ্ণ শূল ক্ষেপণ করিল। সেই শূল গরুড়ের মস্তকোপরি পতিত হয় ইহা দেখিয়া ত্রিগুণাধীশ ভগবান্ অবলীলাক্রমে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারাই বাহন সহিত সেই শত্রুর প্রাণ সংহার করিলেন। (২৬) হে মহারাজ! মালী ও সুমালী নামে দুই দানব যুদ্ধ করিতে করিতে যাঁহার চক্রে নিকৃত্তশিরা হইয়া সমরশায়ী হইল তাঁহাকে তদ্রূপ নিরীক্ষণ করিয়াও বন্ধন পূর্ব্বক মাল্যবান্ অসুর যখন তদীয় বাহন গরুড়ের সংহারার্থ তিগ্ম গদা উদ্যম করিল সেই সময় ভগবান্ হরি চক্র দ্বারা তাহার মুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (২৭)

ইতি অষ্টমস্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দানব সংহার দর্শনে দেবর্ষি কর্ত্তৃক দেবতাদিগকে নিবারণ এবং শুক্রাচার্য্য দ্বারা মৃত দৈত্যগণের পুনর্জীবন।

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবগণ পরম পুরুষ ভগবানের অনুকম্পায়, উপলব্ধ চিত্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে সেই সমস্ত অসুরদিগের প্রতি অত্যর্থ আঘাত আরম্ভ করিলেন, যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়াছিল। (১) দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া যখন বিরোচনপুত্র বলির প্রতি প্রহারার্থ কুলিশ উত্তোলন করিলেন সে সময় প্রজা সকল হাহাকার করিয়া উঠিল। মনস্বী বলি সুসজ্জিত হইয়া মহারণে পর্য্যটন করিতেছিল, দেবরাজ অশনি হস্তে করিয়া সম্মুখস্থিত সেই দানবকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন (২) অরে মূঢ়! কপটবৃত্তি দস্যু যদ্রূপ বালকদিগের চক্ষুঃ কর্ণাদি নিরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ধন হরণ করে তুই মায়া দ্বারা তদ্রূপ করিয়া আমাদিগকে জয় করিতে বাসনা করিতেছিস্। কিন্তু তুই এখানে পূর্ণকাম হইতে পারিবি না, আমরা মায়ার ঈশ্বর। (৩) অরে! আমার প্রভাব শ্রবণ কর্ যাহারা মায়া দ্বারা স্বর্গ আরোহণ করিতে বাঞ্ছা করে কিম্বা যাহারা স্বর্গ উল্লঙ্ঘনে অভিলাষী হয় অর্থাৎ মোক্ষ ইচ্ছা করে আমি সে সকল দস্যুকে তাহাদের পূর্ব্ব পদ অপেক্ষাও অধঃ পদে নিক্ষেপ

করিয়া থাকি। অরে মন্দাত্মন্! আমি এই শত পর্ব্ব যুক্ত বজ্র দ্বারা এখনি তোর শিরঃ হরণ করিতেছি, তুই জ্ঞাতি বর্গের সহিত যত্ন কর।

বলি কহিল অহে ইন্দ্র! এত গর্ব্ব করিতেছ কেন? যে সকল ব্যক্তি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় তাহারা কাল প্রেরিত, তাহাদের সকলেরই ক্রমে কীর্ত্তি, জয়, পরাজয় ও মৃত্যু হইয়া থাকে। (৪) অতএব পণ্ডিতেরা এই জগত্‌কে কাল যন্ত্রিত বিবেচনা করিয়া থাকেন সুতরাং ঐ সকল বিষয়ের জন্য হর্ষ অথবা শোক করেন না, কিন্তু তোমাদের তদ্রূপ বিবেচনা নাই, তোমরা তদ্বিষয়ে অনিপুণ। (৫) এই নিমিত্ত ঐ সকল কীর্ত্তি জয়াদিতে আপনাদিগকে কারণ বোধ করিয়া মর্ম্মপীড়ক বাক্য বলিতেছ, আমরা তোমাদের ঐ সমস্ত কথায় কর্ণার্পণ করিব না, তোমরা অতিশয় নির্ব্বোধ, তোমাদের নিমিত্ত শোক করিতে হয়। (৬)

শুকদেব কহিলেন বীরমর্দ্দন বলি এই প্রকারে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট নারাচ দ্বারা আঘাত করিল। হে রাজন্! দেবরাজ তাহার তিরস্কারেই আহত হইয়াছিলেন নারাচাঘাতে পুনরাহত হইলেন। (৭) কিন্তু যদিও দেবেন্দ্র ঐ প্রকারে যথার্থবাদি বৈরি কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইলেন তথাচ অঙ্কুশাহত হস্তির ন্যায় ঐ দানবের তিরস্কার সহ্য করিলেন না, (৮) তৎক্ষণাৎ অমোঘ কুলিশ লইয়া তাহার উপর প্রহার করিলেন, তাহাতে সেই দানব ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় বিমান সহিত অবনীতলে পতিত হইল। বলির বন্ধু জম্ভাসুর, আপনার সখাকে সমরশায়ী হইতে দেখিয়া, যদিও সুহৃদ্ হত হইল তথাচ তাহার সৌহৃদ্যাচরণার্থ, ধাবমান হইল এবং সিংহবাহের সহিত মিলিয়া সমীপে গমনানন্তর বেগে গদা উত্তোলন পূর্ব্বক ইন্দ্র ও তদীয় গজের স্কন্ধ সন্ধিতে আঘাত করিল। দেবরাজের হস্তী গদা প্রহারে অত্যর্থ ব্যথিত হওয়াতে অচেতন হইল এবং জানুদ্বয়ে ধরণী স্পর্শ পূর্ব্বক কাতর হইয়া পড়িল।

হে রাজন্! এতদবলোকনে ইন্দ্রসারথি মাতলি দশ শত অশ্ব যোজন পূর্ব্বক রথ আনিয়া উপস্থিত করিল। দেবরাজ হস্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। জম্ভাসুর ইন্দ্রসারথির ঐ কর্ম্ম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল কিন্তু পরক্ষণেই গর্ব্ব প্রকাশ পুরঃসর সেই সমরক্ষেত্রে জ্বলন্ত শূল দ্বারা মাতলিকে প্রহার করিল। ইন্দ্রসারথি সত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক শূল প্রহারজন্য দুঃসহ বেদনা সহ্য করিলে দেবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রাঘাতে জম্ভাসুরের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন। (৯) হে নৃপ! জম্ভাসুর নিহত হইল এ কথা দেবর্ষি নারদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিবামাত্র তাহার জ্ঞাতি নমুচি, বল ও পাক এই তিন দানব ত্বরান্বিত হইয়া তথায় আগমন করিল এবং বিবিধ পরুষ বচনে দেবেন্দ্রের মর্ম্ম বেধ করিতে করিতে, যেমন মেঘ সকল বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে তাহার ন্যায় শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিল। (১০) বল নামা অসুর অতিশয় লঘুহস্ত, সে সমরাঙ্গণে দশ শত শর দ্বারা দেবরাজের দশ শত অশ্ব বিমর্দ্দিত করিল।

পাক নামা অসুর দুই শরে দেবেন্দ্রের রথ ও সারথিকে অর্দ্দিত করিল। একবার মাত্র সন্ধান ও মোচনেই ঐ দুই পৃথক্২ উপরে ও নীচে আহত হইল সুতরাং ঐ ব্যাপার সমরক্ষেত্রে অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া প্রকাশ পাইল। (১১) তদনন্তর নমুচি স্বর্ণ পুঙ্খ সুমহৎ পঞ্চদশ শরে দেবরাজকে বিদ্ধ করিয়া রণাঙ্গণে সজল জলদের তুল্য ভয়ঙ্কর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। (১২) হে রাজন্! অম্বুদ পটল যদ্রূপ শরৎকালীন দিবা-

করকে আচ্ছাদিত করে তাহার ন্যায় অসুরগণ শর সমূহ দিয়া রথ ও সারথি সহিত ইন্দ্রকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিল। (১৩) দেবতারা তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়াতে, সাগরোপরি নৌকা ভঙ্গে বণিক্‌গণ যেমন কাতর হয় তাহার ন্যায় অনুচর নিকর সহিত বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল আমরা নায়কশূন্য হইয়া শত্রু হস্তে পড়িলাম। (১৪)

তদনন্তর ইন্দ্র অসুরদিগের বাণবদ্ধ পঞ্জর হইতে ধ্বজা-রথ-অশ্ব-সারথি সহিত নির্গত হইয়া, নিশাপগমে দিনকরের ন্যায়, স্বীয় তেজে পৃথিবী আকাশ ও দিক্ সকল প্রকাশ করত উদ্দ্যোতিত হইলেন এবং সেনাগণকে সমরে শত্রুকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে নিপীড়িত দেখিয়া বজ্র ধারণ পূর্ব্বক বৈরিবিনাশার্থ রোষে স্বীয় শস্ত্র উত্তোলন করিলেন। হে রাজন্! দেবরাজ স্বীয় শস্ত্র দ্বারা সহসা বল ও পাক দুই অসুরের শিরঃ হরণ করিয়া আনিলেন ইহা দেখিয়া ঐ দুই দানবের জ্ঞাতিগণ ভয়ে ব্যাকুল হইল। (১৫) কিন্তু বল ও পাকের বিনাশ দেখিয়া দানববর নমুচি শোক ও অমর্ষযুক্ত হওত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং ইন্দ্র বধ নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া অত্যর্থ যত্ন করিতে লাগিল। (১৬) সে ঘণ্টাযুক্ত এবং হেমভূষণে ভূষিত অশ্মসারময় শূল গ্রহণ করিয়া মহাক্রোধে "হত হইলি, হত হইলি" বলিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে ধাবমান হইল এবং সিংহের তুল্য গভীর নিনাদ করিতে করিতে দেবরাজের প্রতি সেই শস্ত্র প্রক্ষেপ করিল। হে রাজন্! ঐ শূল মহাবেগে গগণোপরি উৎপতিত হয় ইহা অবলোকন করিবা মাত্র ত্রিদশাধিপতি স্বীয় শরে ছেদন পূর্ব্বক তাহা সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তাহার পর রোষান্বিত হইয়া শিরোহরণ মানসে সেই দানবের কন্ধরে কুলিশাঘাত করিলেন। (১৭) কিন্তু যদিও সুরপতি কর্ত্তৃক মহাতেজে উর্জ্জিত বজ্র নিক্ষিপ্ত হইল তথাচ তাহা ঐ দানবের দেহত্বকও ভেদ করিতে পারিল না, যে বজ্র অতিবীর্য্য বৃত্রাসুরকে ছিন্ন ভিন্ন বিদীর্ণ করে তাহা যে নমুচির কন্ধর ত্বচে কণ্ঠিত হইল ইহা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়! হে রাজন্! ইন্দ্রের বজ্র যাহার নিকট হইতে প্রতিহত হইয়া আসিত দেবরাজ তাহাকে অতিশয় ভয় করিতেন অতএব ঐ ব্যাপার অবলোকন করিয়া সুরপতি সবিস্ময়চিত্তে আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন দৈবযোগে লোক বিমোহন এ কি ঘটিল? (১৮) অহো! যখন২ প্রজাদিগের উপদ্রব হইয়াছে সে সময় যে সকল গিরি স্ব২ ভারে গরিষ্ঠ ও পক্ষযোগে ভূতলে পতিত হইত আমি যে বজ্র দ্বারা তাহাদের পক্ষ ছেদন করিয়াছি (১৯) অপর ত্বষ্টার তপঃসারময় বৃত্রাসুর যাহাতে বিপাটিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য যে সকল বলবান শূরের ত্বক্ কোন প্রকার শস্ত্রে ক্ষত হয় নাই তাহারাও যদ্দ্বারা বিদারিত হইয়াছে (২০) সেই এই বজ্র এই ক্ষুদ্র অসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলাম ইহার গাত্রে পড়িয়া প্রতিহত হইল? আঃ! লগুড় তুল্য এই বৃথা কুলিশটা আর গ্রহণ করিব না, কি খেদের বিষয়! দ্বিজবর দধ্যঞ্চের সামর্থ্যও ব্যর্থ হইল।

হে রাজন্! দেবরাজ এই প্রকারে বিষাদ করিতে থাকিলে অশরীরিণী বাণী তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন হে দেবেন্দ্র! এই দানব শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তু দ্বারা বধার্হ নহে (২১) কারণ আমি ইহাকে বর দিয়াছি আর্দ্র ও শুষ্কেতে মৃত্যু হইবেক না, ইহার বধার্থ অন্য উপায় চিন্তা কর। আকাশ বাণী শ্রবণে দেবরাজ সমাহিত চিত্তে ধ্যান করিয়া আর্দ্র অথচ শুষ্ক উভয়াত্মক উপায় দেখিতে পাইলেন। (২২) ফেণা সকল শুষ্কও নহে, আর্দ্রও নহে, পর্য্যালোচনা করিয়া তদ্দ্বারাই নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন।

হে রাজন্! নমুচি নিহত হইলে মুনিগণ দেবেন্দ্রের স্তব এবং মাল্য দ্বারা তদীয়

মস্তক আকীর্ণ করিলেন, বিশ্বাবসু ও পরাবসু নামে প্রধান গন্ধর্ব্ব দ্বয় গান করিতে লাগিল, দেবতাদিগের দুন্দুভি বাদিত হইল এবং নর্ত্তকী সকল আহ্লাদে নৃত্য আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! মহেন্দ্র যে রূপে নমুচির শিরশ্ছেদন করিলেন বায়ু-অগ্নি-বরুণাদি অন্যান্য দেবগণও সেইরূপে, যেমন কেশরী মৃগ বধ করে তাহার ন্যায়, অসুর নিকরের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেই সময় ব্রহ্মার নিয়োগে দেবর্ষি নারদ দেবতাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দানব ক্ষয় দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। (২৩)

নারদ কহিলেন অহে দেববৃন্দ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের ভুজ আশ্রয় করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছ এবং সকলে সর্ব্ব সম্পত্তিতে সমৃদ্ধও হইয়াছ, আবার কেন যুদ্ধ করিতেছ, বিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হও।

শুকদেব কহিলেন দেবর্ষির বাক্য মান্য করিয়া দেবতারা তৎক্ষণাৎ স্ব২ ক্রোধ সংবরণ করিলেন এবং অনুচরগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সকলে স্বর্গ ধামে গমন করিলেন। রণক্ষেত্রে দানবদিগের যে সকল ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিল তাহারা নারদের অনুমতি ক্রমে বিপন্ন বলিকে লইয়া অস্ত পর্ব্বতে প্রস্থান করিল। (২৪) হে রাজন্! রণাঙ্গণে পতিত যে২ দানবের অবয়ব একেবারে বিনষ্ট হয় নাই এবং যাহাদের কন্ধর বিদ্যমান ছিল, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। (২৫) অসুররাজ বলিও শুক্রাচার্য্যের কর স্পর্শে পুনরায় ইন্দ্রিয় ও স্মরণ শক্তি প্রাপ্ত হইল। ঐ দানব লোকতত্ত্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিল অতএব পরাজিত হইয়াও খিন্ন হয় নাই। (২৬)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মোহিনী রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভগবান্ কর্ত্তৃক ত্রিপুরারির মোহন।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ যোষিৎ রূপ ধারণ পূর্ব্বক দানবদিগকে মোহিত করিয়া সুরগণকে অমৃত পান করাইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বৃষধ্বজ গিরিশ বৃষোপরি আরোহণ পুরঃসর সমস্ত ভূতগণ ও দেবীর সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন যেখানে ভগবান্ মধুসূদন অবস্থিতি করিতেছিলেন। (১) উমা সহ মহেশ্বরকে সমাগত দেখিয়া ভগবান্ যথোচিত সমাদর করিলেন এবং যথাযোগ্য পূজা করিয়া উপবেশনার্থ আসন দিলেন। মহাদেব সুখাসীন হইয়া প্রত্যর্চ্চন পূর্ব্বক সবিস্ময়চিত্তে বহু প্রকার সম্বোধন করত ভগবানকে বলিতে লাগিলেন (২) হে দেবদেব! হে জগদ্ব্যাপিন্! হে জগন্ময়! হে জগদীশ! আপনি সমস্ত পদার্থের হেতু, অতএব ঈশ্বর। (৩) ভগবন্! যাঁহা হইতে এই জগতের আদি অন্ত এবং মধ্য হয় অথচ অব্যয়ত্ব প্রযুক্ত যাঁহার ঐ সকল আদি অন্ত মধ্য নাই, আর যিনি "এই" শব্দের আস্পদ দৃশ্য পদার্থ, এবং "আমি" এই শব্দের আস্পদ দ্রষ্টা ও "বহিঃ" এই পদ বাচ্য ভোজ্য এবং ভোক্তা, সেই সত্য স্বরূপ চিদ্রূপ ব্রহ্ম আপনি, অতএব যদিও আপনাকে জগন্ময় বলিয়া সম্বোধন করিলাম তথাপি আপনকার বিকারাদি শঙ্কা নাই। (৪) ভগবন্! আপনি যে এবম্ভূত, তদ্বিষয়ে মুমুক্ষু জনের আচারই প্রমাণ, কারণ শ্রেয়স্কাম নিরাশীঃ মুনিগণ ইহকালে ও পরকালে সঙ্গ

পরিত্যাগ করিয়া আপনকারই চরণ কমলের উপাসনা করিয়াথাকেন। (৫) প্রভো! যদিও আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তথাপি উদাসীন নহেন, আপনি এই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারণ এবং প্রপঞ্চোপাধি জীব সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ তত্তৎ ফলদাতা। কিন্তু আপনি রাজাদির ন্যায় কিছু অপেক্ষা করিয়া সেবকদিগকে ফলদান করেন না, অর্থাৎ অন্যে তত্তৎ আত্মা দ্বারা তত্তৎ ফলদানার্থ যদ্রূপ অপেক্ষা করে, ফলদান্ বিষয়ে আপনকার তদ্রূপ অপেক্ষা নাই। ফলতঃ আপনি পূর্ণ, সুখস্বরূপ, নিত্য, আনন্দময়, অগুণ, এবং অশোক, আপনাহইতে অন্য পদার্থ নাই, অথচ আপনি সর্ব্ব পদার্থ ভিন্ন। ভগবন্! আপনি এতাদৃশ সুখাত্মক ব্রহ্ম স্বরূপ, সুতরাং আপনকার অন্য বস্তুতে অপেক্ষা নাই, আপনকার ঐশ্বর্য্য কেবল ভক্তানুগ্রহার্থ, আত্মার্থ নহে। (৬) হে দেব! যেমন কুণ্ডলাদিরূপ স্বর্ণ ও কেবল স্বর্ণ দুই এক বস্তু, তেমনি সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কার্য্য কারণ রূপদ্বয় এবং পরম কারণ রূপ অদ্বয় এক আপনিই, অজ্ঞান বশতঃ লোকেরা আপনাতে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে, বস্তুতঃ আপনি নিরুপাধি, গুণ দ্বারাই আপনকার ভেদ হয়, স্বতঃ কোন ভেদ নাই। (৭) ভগবন্! অজ্ঞান হেতু লোকে বহু প্রকারে আপনকার বর্ণনা করে কিন্তু কেহই তত্ত্ব অবগত নহে। কোন ব্যক্তিরা (বেদান্তিরা) আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মান্য করেন, কেহ২ (মীমাংসকেরা) আপনাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, কতকগুলি ব্যক্তি (সাংখ্যবেত্তারা) প্রকৃতি পুরুষের পর পুরুষ বলিয়া বর্ণন করেন, অন্যেরা (পঞ্চরাত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা) নব শক্তি যুক্ত পর পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অপরেরা (পাতঞ্জল দর্শন বেত্তারা) আত্মতন্ত্র মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন। (৮) হে ঈশ! ব্রহ্মা, আমি (মহেশ্বর) এবং মরীচি প্রভৃতি মুনি, এসকল ব্যক্তি সত্বগুণে সৃষ্ট হইয়াছেন, আপনকার মায়ায় ইহাঁদের চিত্ত অপহৃত হওয়াতে ইহাঁরাও আপনকার রচিত এই ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বতঃ জানিতে পারিতেছেন না, ইহাতে দৈত্য মর্ত্ত্য প্রভৃতি, যাহাদের উৎপত্তি ও বৃত্তি রাজস এবং তামস, তাহারা আপনাকে জানিবেক কি? অর্থাৎ তাহারা যে আপনাকে জানে না তাহা কি আবার বলিতে হয়। (৯) পরন্তু আপনি জগতের জন্ম স্থিতি নাশ, প্রাণি সকলের চেষ্টা এবং জগতের ভববন্ধন ও মোচন সকলই জানেন। বায়ু যেমন চর ও অচর দেহ সমূহ এবং আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তেমনি আপনি আত্মস্ব রূপে সমুদায় চরাচর ব্যাপিয়া আছেন, আপনি জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং সকলের আত্মা। (১০)

ভগবন্! আপনি গুণ দ্বারা ক্রীড়া করত যে২ অবতার গ্রহণ করেন আমি সে সকল দর্শন করিয়াথাকি, অতএব আপনি সংপ্রতি যে যোষিৎ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে বাসনা করি। যে অঙ্গনারূপে দুর্ম্মদ দানবগণকে মোহিত করিলেন এবং দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইলেন সেই যোষিদ্ রূপ দর্শনাভিলাষে আমরা আগমন করিতেছি, ঐ বিষয়ে আমাদের পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! শূলপাণির এই প্রকার অভ্যর্থনায় ভগবান্ হাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিলেন (১১) হে দেবদেব! অমৃতপাত্র অসুরদিগের হস্তগত হইলে আমি বিবেচনা করিলাম "যোষিদ্বেশেই সুর কার্য্য হইবেক" অর্থাৎ উন্মত্ত দৈত্যদিগকে বঞ্চনা করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত দিতে হইবেক কিন্তু রূপান্তর আশ্রয় ব্যতিরেকে ঐ রূপ বৈষম্য করা যাইতে পারে না অতএব দানবদিগের কৌতুহলার্থ বঞ্চন মোহনাদির সার স্বরূপ কামিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। (১২) হে

সুরসত্তম! আপনি আমার সেই রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ভাল, আপনাকে দেখাইব। সেই রূপ কামিদিগের বহুমান্য, তাহা হইতে মদনের আবির্ভাব হয়।

শুকদেব কহিলেন। ভগবান্ এই কথা বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। তদ্দর্শনে মহাদেব উমার সহিত সকল দিকে চক্ষুঃ সঞ্চারণ করত সোৎসুক-চিত্ত হইয়া রহিলেন। (১৩) কিয়ৎ ক্ষণ পরে উপবন মধ্যে, যেখানে তরু সকল বিচিত্র কুসুম ও অরুণবর্ণ পল্লবে শোভা পাইতেছিল, তথায় পরমা সুন্দরী একটী রমণী দেখিতে পাইলেন। তাঁহার নিতম্বদেশে উজ্জ্বল কৌষেয় বসন এবং তদুপরি মেখলা দীপ্তি পাইতেছিল, তিনি কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। (১৪) পতন ও উৎ-পতনশীল কন্দুক ক্রীড়াবশতঃ তদীয় শরীর নত ও উন্নত হওয়াতে স্তনদ্বয় এবং মনোহর হার এ রূপ কম্পিত হইতেছিল বোধ হইল যেন ঐ সকলের গুরু ভারে তিনি মধ্য ভাগে ভগ্না হইয়া আপনার প্রবাল তুল্য কোমল চরণ ইতস্ততঃ নীত করিতে-ছেন। (১৫) অপর প্রতিদিকে ক্রীড়নক কন্দুক চঞ্চল হওয়াতে তদীয় সুদীর্ঘ লোল লোচন দ্বয়ের তারা যেন সচকিত হইতেছিল। আর কর্ণদ্বয়ের শোভাতেই যে কুণ্ডল-দ্বয়ের সাতিশয় শোভা হইয়াছিল সেই কুণ্ডলদ্বয় এবং নীলবর্ণ চূর্ণকুন্তলে বদন মণ্ডল আশ্চর্য্যরূপ মণ্ডিত বোধ হইল। (১৬) গাত্র হইতে দুকূল শ্লথ এবং মস্তক হইতে কবরী স্খলিত হওয়াতে বাম কর দিয়া তিনি ঐ দুই বন্ধন আর দক্ষিণ কর দিয় ক্রীড়া কন্দুক আঘাত করিতেছিলেন, তদ্বিষয়ক ভাব ভঙ্গিতে এমত প্রকাশ পাইতে-ছিল যেন আত্ম মায়া দ্বারা জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন। (১৭)

হে রাজন্! ঐ মোহিনীকে অবলোকন করিবামাত্র মহাদেবের আত্ম বিস্মরণ হইল। কন্দুক ক্রীড়া করিতে২ সেই ভাবিনী যে ঈষৎ লজ্জা প্রকাশ করিতেছিলেন তজ্জন্য অস্ফুট হাস্য সহিত নিক্ষিপ্ত তদীয় কটাক্ষে ঐ দেব একেবারে মোহিত হইয়া-পড়িলেন অতএব সেই রমণীকে নিরীক্ষণ এবং তাঁহা কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হওন এই দুই ক্রিয়ায় ঐ বিভুর মনঃ অতিশয় বিহ্বল হইল সুতরাং আপনাকে এবং নিকটস্থা উমা ও পার্ষদগণকেও জানিতে পারিলেন না। (১৮)

সে যাহা হউক। মোহিনী যে ক্রীড়া কন্দুক লইয়া খেলা করিতেছিলেন একবার তাঁহার করাগ্র হইতে স্খলিত হইয়া তাহা দূরে গিয়া পড়িল ইহাতে তিনি যখন সেই ক্রীড়নকের পশ্চাৎ২ ধাবমানা হইলেন তৎকালে বায়ুবেগে তাঁহার কাঞ্চী সহিত কটি-বসন উত্তোলিত হইল, দেবদেব দণ্ডায়মান হইয়া অনিমেষ নয়নে তাহা দেখিতে লাগি-লেন। (১৯) ঐ প্রকারে মহাদেব যেমন দর্শনীয়া সেই মনোরমা রামাকে দর্শন করিলেন সেই ভাবিনীও তেমনি তাঁহার প্রতি কুঞ্চিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন সুতরাং তাঁহার প্রতি ভগবান্ ভবের মনঃ আসক্ত হইয়া পড়িল। (২০) মোহিনীর ভাবে দেবদেব ভবের জ্ঞান অপহৃত হইল এবং তিনি কামিনীর কৃত কাম বিলাসে বিহ্বল হইলেন অতএব ভবানী সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে থাকিলেও নির্লজ্জ হইয়া সেই সুন্দরীর সমীপে গমন করিলেন। (২১) ঐ কামিনী বিবস্ত্রা ছিলেন, ভবকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইলেন, তথাচ হাসিতে২ বৃক্ষের ব্যবধানে যাইতে লাগিলেন, দাঁড়াইয়া থাকিলেন না। ভগবান্ ভবের ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়া উঠিল, তিনিও মদনবশম্বদ হইয়া, যূথপতি হস্তী যেমন হস্তিনীর অনুগামী হয় তাহার ন্যায়, ঐ সুন্দরীর পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন। স্বাভাবিক গতি দ্বারা যখন সন্নিহিত হইতে পারিলেন না তখন অতিবেগে ধাবমান হইলেন, পরে

সেই তরুণীকে আপনার সহিত সঙ্গত হইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটে আনিয়া বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। হে রাজন্! হস্তিনী যেমন হস্তিকর্ত্তৃক আশ্লিষ্টা হয় তাহার ন্যায় সেই ভাবিনী ভগবান্ ভবকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তকের কেশ বিশীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার পর দেবমায়া বিনির্ম্মিতা সেই বিপুলনিতম্বা অতিশয় কষ্টে দেবদেবের ভুজান্তর হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ধাবমানা হইলেন। হে রাজন্! অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, ভগবান্ বিষ্ণুই মায়া বিস্তার পূর্ব্বক ঐ কামিনী হইয়াছিলেন, তিনি রমণীরূপে ধাবমানা হইলে ভগবান্ ভব চির বৈরি কাম কর্ত্তৃক পরাজিতপ্রায় হইয়া পুনরায় তাঁহার পদবী অনুসরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! বাসিতার (ঋতুমতী হস্তিনীর) পশ্চাৎ২ ধাবমান কামুক করির যদ্রূপ রেতঃ স্খলন হয় তাহার ন্যায় সেই মোহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে অমোঘ বীর্য্য ভগবান্ ভবের শুক্র স্খলিত হইতে লাগিল। হে কুরুবর্য্য! দেববর মহাদেবের সেই শুক্র পৃথিবীর যে২ স্থানে পতিত হয় সেই সকল স্থান রুদ্রের এবং স্বর্ণের ক্ষেত্র হইয়াছে। (২২) দেবদেব ঐ প্রকারে মোহিনীর পশ্চাৎ২ ধাবমান হওয়াতে নদ, নদী, সরোবর, গিরি, বন ও উপবনে এবং অন্যান্য যে সলক স্থানে ঋষিগণ থাকেন, সর্ব্বত্রই সন্নিহিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! রেতঃ স্খলিত হইলে ভগবান্ ভব জানিতে পারিলেন আপনি দেবমায়ায় মুগ্ধ হইয়া জড়ীকৃত হইয়াছেন অতএব ঐ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। (২৩) তদনন্তর যে জগদাত্মার বীর্য্য অপরিচ্ছেয়, তাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিলেন সুতরাং মায়া দ্বারা ঐ রূপ জড়ীভূত হওনে তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল না। তাহার পর ভগবান্ মধুসূদন স্বীয় পৌরুষ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় আবির্ভূত হইলেন, এবং সেই দেবদেবকে অক্ষুব্ধ ও অলজ্জ দেখিয়া প্রীতি প্রকাশ পুরঃসর নিম্ন লিখিত বাক্য কহিতে লাগিলেন। (২৪)

ভগবান্ কহিলেন হে দেববর! আপনি আমার স্ত্রীরূপ মায়া দ্বারা মোহিত হইয়াও যে পুনরায় আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন ইহা পরম ভাগ্য, আপনি আত্মাতে অবস্থিত, কোন সন্দেহ নাই। হে দেব! আপনি ব্যতীত কোন্ পুরুষ আসক্ত হইয়া পুনরায় আমার মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে? আমার মায়া অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, অকৃত বুদ্ধি জনের সাধ্য কি, তাহা উত্তীর্ণ হয়। (২৫) যাহা হউক। সেই এই গুণবতী মায়া সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত কালবশতঃ কালরূপি আমার সহিত রজঃ প্রভৃতি অংশে মিলিতা অর্থাৎ আমার অধীনা হইয়া পুনরায় কখন আপনাকে অভিভূত করিতে পারিবেক না।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! শ্রীবৎসাঙ্ক ভগবান্ বিষ্ণু এই প্রকারে সৎকার করিলে দেবদেব সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন পরে আপনার গণ ভূতগণ সম ভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর আপনার অংশরূপিণী সেই মায়া রূপা ভবানী, যিনি প্রধান প্রধান মুনিদিগের সম্মতা, তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে করিতে প্রিয় বচনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! পর দেবতা পরম পুরুষ ভগবানের মায়া অবলোকন করিলে, আমি সকল কলার অধীশ্বর, আমিও উহার বশগ হইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম ইহাতে অন্য অস্বতন্ত্র ব্যক্তিদের কথা কি? হে সতি! সহস্র বৎসর পরে আমি যোগ হইতে উপরত হইলে তুমি যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে উনি সাক্ষাৎ সেই পুরাণ পুরুষ, উঁহার মধ্যে কালও প্রবেশ করিতে পারে না, বেদও প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম নহেন। (২৬)

শুকদেব কহিলেন হে তাত! ভগবান্ শার্ঙ্গধন্বা, যিনি সমুদ্র মন্থন সময়ে স্বীয় পৃষ্ঠে মহাগিরি মন্দর ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহার বিক্রমের বিষয় এই তোমার নিকট কথিত হইল। (২৭) যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক এই বিষয় কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবেক তাহার কখন উদ্যমভঙ্গ হইবেক না, কারণ উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন সাংসারিক সমস্ত ক্লেশের বিনাশকারী। (২৮) যিনি কপটতা পূর্ব্বক যুবতী বেশ ধারণানন্তর দানবদিগকে মোহিত করিয়া সমুদ্রমথনোৎপন্ন অমৃত আপনার চরণে শরণাপন্ন অমরগণকে পান করাইয়াছিলেন, যাঁহার পদ অসজ্জনের অবিষয়, কেবল উপাসনায় লভ্য হয়, তিনি আশ্রিত জনের অভিলাষ পূর্ণ করেন, আমি ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকেই প্রণাম্ করি। (২৯)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সপ্তমাদি ষড়্বিধ মন্বন্তরের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন বিবস্বানের তনয় শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত সপ্তম মনু, যিনি বর্ত্তমান, তাঁহার সন্তানাদির বিবরণ বলি, শ্রবণ করহ। ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, বারুণ, পৃষধ্র এবং বসুমান্ এই দশটী বৈবস্বত মনুর পুত্র। (১) হে রাজন্! ঐ মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় তথা ঋভুগণ দেবতা। পুরন্দর ঐ সকল দেবতার ইন্দ্র। অপর কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, এবং ভরদ্বাজ এই সপ্ত ঋষি। (২) হে পরন্তপ! ঐ মন্বন্তরেও প্রজাপতি কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ব্ভে ভগবান্ বিষ্ণু অবতার লয়েন। বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা ইত্যাদি যে দ্বাদশ আদিত্য, সর্ব্ব শেষে তাঁহাদের মধ্যে জন্মিয়া ঐ বিষ্ণু বামন রূপ হইয়াছিলেন। (৩) হে মহারাজ! সপ্ত মন্বন্তরের বিবরণ অগ্রে সংক্ষেপে বলিয়াছি, বিষ্ণুর অবতারান্বিত ভবিষ্য মন্বন্তর সকলের বিবরণ পশ্চাৎ বলিব। (৪)

হে রাজেন্দ্র! বিবস্বানের দুই জায়া, দুই জনেই বিশ্বকর্ম্মার তনয়া, তাঁহাদের নাম সেই সংজ্ঞা ও ছায়া, যাঁহাদের বিবরণ অগ্রে বলা গিয়াছে। (৫) কোন২ ঋষিরা বলেন বিবস্বানের তৃতীয়া বনিতা ছিল, তাহার নাম বড়বা, কিন্তু আমার মতে সংজ্ঞাই পরে বড়বা হয়। যাহা হউক। ঐ সকল বনিতার মধ্যে সংজ্ঞার তিন অপত্য হয়, যথা—যম, যমী (যমুনা) এবং শ্রাদ্ধদেব। অতঃপর ছায়ার সন্তান বিবরণ বলি শ্রবণ কর। (৬) ছায়ার এক পুত্র, তাহার নাম সবর্ণ, আর তপতী নাম্নে এক কন্যা, যিনি শম্বরণের বনিতা। ঐ কন্যার শনৈশ্চর নামে তৃতীয় সন্তান হইয়াছিল। বিবস্বানের বড়বা নামে যে পত্নী ছিল, তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হন।

হে রাজন্! অষ্টম মন্বন্তর আগত হইলে সাবর্ণি নামে মনু হইবেন। নির্ম্মোক ও বিরজস্ক প্রভৃতি ঐ মনুর পুত্র। তাঁহার সময়ে সুতপা, বিরজা এবং অমৃতপ্রভা এই সকল দেবতা, এবং বিরোচনাত্মজ বলি তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন। (৭) ঐ বলি সামান্য নহেন, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকট গিয়া তিন পদ মাত্র পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিলে তিনি সমস্ত পৃথিবী দান করেন এবং সপ্তম মন্বন্তরে ভগবানেরই প্রসাদে লব্ধ ইন্দ্রত্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। হে রাজন্! ভগবান্ প্রীত হইয়া ঐ

বলিকে বন্ধন পূর্ব্বক পুনরায় পাতালে স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে বলি স্বর্গাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সেই স্থানে এক্ষণে স্বর্গাধিপতির ন্যায় বাস করিতেছেন। (৮) সে যাহা হউক। উল্লিখিত মন্বন্তরে গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমাদের পিতা ভগবান্ বাদরায়ণ (ব্যাস) (৯) এই সপ্ত ঋষি হইবেন। তাঁহারা এক্ষণে যোগাবলম্বন করিয়া স্ব২ আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাজন্! ঐ অষ্টম মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ব্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম এই নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই ঈশ্বর পুরন্দর সকাশাৎ স্থান হরণ করিয়া পুনরায় বলিকে সম্প্রদান করিবেন।

অতঃপর নবম মনুর বিবরণ বলি। দক্ষ সাবর্ণি নবম মনু, বরুণ হইতে তাঁহার উদ্ভব। ভূতকেতু, দীপ্তকেতু ইত্যাদি তাঁহার তনয়। এই মন্বন্তরে পার, মরীচিগর্ব্ভ প্রভৃতি দেবতা, অদ্ভুত তাঁহাদের ইন্দ্র, এবং দ্যুতিমান প্রভৃতি ঋষি হইবেন। (১০) আর আয়ুষ্মান হইতে অম্বুধারার গর্ব্ভে ভগবান্ বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই ঋষভ নামে বিখ্যাত হইবেন যিনি তৎকালীন অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে সর্ব্ব সম্পৎ সমৃদ্ধা ত্রিলোকী ভোগ করাইবেন।

হে নৃপ! দশম মনুর নাম দক্ষ সাবর্ণি। তিনি উপশ্লোকের পুত্র। ভূরিষেণ প্রভৃতি ঐ মনুর সন্তান। ঐ মন্বন্তরে হবিষ্মান্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ। (১১) অর্থাৎ হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয়, মূর্ত্তি ইত্যাদি ঋষি। আর সুবাসন, অবিরুদ্ধাদি দেব এবং শম্ভু দেবরাজ। (১২) দশম মন্বন্তরে ভগবান্ বিভু বিশ্বসৃক্ বিপ্রের গৃহে বিসূচির গর্ব্ভে অংশাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্বক্‌সেন নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং তৎকালীন দেবরাজ শম্ভুর সহিত তাঁহার সখ্য হইবেক। (১৩)

একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণি। তাঁহার সত্য ধর্ম্মাদি দশটী পুত্র হইবেক। ঐ মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগম, এবং নির্ব্বাণরুচি প্রভৃতি দেবতা, বৈধৃত তাঁহাদের ইন্দ্র, অরুণাদি ঋষি, এবং ভগবান্ হরি একাংশে বৈধৃতার গর্ব্ভে জন্ম লইয়া আর্য্যকের পুত্র হওত ধর্ম্মসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। হে রাজন্! সে সময় হরির ঐ অংশই ত্রিলোকী ধারণ করিবেন।

তদনন্তর দ্বাদশ মনু রুদ্র সাবর্ণি। তাঁহার পুত্র দেববান, উপদেব এবং দেবশ্রেষ্ঠাদি। ঐ মন্বন্তরে হরিতাদি দেবতা। গন্ধধামা দেবরাজ। আর তপোমূর্ত্তি, তপস্বী, অগ্নীধ্র প্রভৃতি ঋষি। (১৪) এবং ভগবান হরির অংশ সত্যসহা বিপ্রের সুনৃতা নাম্নী বনিতায় উৎপন্ন হইয়া সুধামা নামে বিখ্যাত হইবেন, তাঁহা হইতে ঐ মনুর অন্তর অতিশয় প্রসিদ্ধ হইবেক।

ভাবী ত্রয়োদশ মনু দেব সাবর্ণি। চিত্রসেন বিচিত্র প্রভৃতি তাঁহার আত্মজ। সেই মন্বন্তরে সুকর্ম্মা, সুত্রামাদি দেবতা, দিবস্পতি দেবরাজ, এবং নির্ম্মোক, তত্ত্ব দর্শাদি ঋষি হইবেন। (১৫) ঐ সময়ে ভগবান্ হরি বৃহতীর গর্ব্ভে এক অংশে উৎপন্ন হইয়া দেবহোত্রের তনয় হইবেন এবং যোগেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হওত তৎকালিক দিবস্পতি নামক দেবরাজের কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

তদনন্তর ইন্দ্রসাবর্ণি নামে চতুর্দ্দশ মনু হইবেন। উরু গম্ভীর বুধ্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্র হইবেক। ঐ মন্বন্তরে পবিত্র চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা, শুচি নামে দেবরাজ এবং অগ্নিবাহু, শুচি, শুদ্ধ, মাগধ প্রভৃতি ঋষি হইবেন। (১৬) হে মহারাজ! ঐ কালে

ভগবান্ হরি বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সত্রায়ণের তনয় হইবেন এবং বৃহদ্ভানু নামে প্রসিদ্ধ হওত ক্রিয়া কলাপ বিস্তার করিবেন। (১৭)

রাজন্! বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্য এই কালত্রয়ের অনুগত চতুর্দ্দশ মনুর বিবরণ এই তোমার নিকট কহিলাম। এই চতুর্দ্দশ মনু পরিমিত কাল সহস্রযুগ প্রমাণ। (১৮)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভগবদ্বশবর্ত্তি মন্বাদি সকলের পৃথক্২ কর্ম্মাদি বর্ণন।

পরীক্ষিত কহিলেন ভগবন্! মন্বন্তর সকলে মনু প্রভৃতি যে প্রকারে, যাঁহা কর্ত্তৃক, যে কর্ম্মে নিযুক্ত হন, অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর বলিতে আজ্ঞা হউক। (১)

শুকদেব বলিলেন রাজন্! সমুদায় মনু, সকল মনুপুত্র, সমস্ত মুনি, তাবৎ ইন্দ্র, যাবস্ত দেবতা, সকলেই পরম পুরুষ ঈশ্বর কর্ত্তৃক যজ্ঞাদি অবতার দ্বারা নিযোজিত হইয়া থাকেন। (২) তত্তন্মন্বন্তরে যজ্ঞপ্রভৃতি যে সকল পৌরুষী মূর্ত্তি অর্থাৎ ঈশ্বরাবতারের কথা বলিয়াছি, সেই সমস্ত মূর্ত্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া মনু প্রভৃতিরা জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। (৩) হে মহারাজ! চতুর্যুগান্তে শ্রুতিগণ কালগ্রস্ত হইয়াছিল, তত্তন্মন্বন্তরে ঋষিগণ স্ব২ তপোযোগে সে সকল দর্শন করেন, সেই সমস্ত শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় প্রকটিত হয় (৪) এবং তদনন্তর ভগবান্ হরির আদেশে মনুগণ স্ব২ কালে সংযত হইয়া অবনীমণ্ডলে চতুষ্পদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্ত করান্। (৫) প্রজাপাল অর্থাৎ মনুপুত্র সকল তত্তন্মন্বন্তরাবসান পর্য্যন্ত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ঐ ধর্ম্ম পালন করেন। অপর যে সকল দ্যাবা পৃথিব্যাদি যে কর্ম্মে ভোক্তৃত্ব রূপে অন্বিত এবং যেসমস্ত দেবতা যজ্ঞভাগ ভোগী, তাঁহাদের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র ভগবদ্দত্ত ত্রৈলোক্যশ্রী ভোগ করত ত্রিলোকী পালন করেন। ঐ ইন্দ্র হইতেই লোকে প্রচুর বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। (৬)

হে রাজন্! ভগবান্ হরি প্রত্যেক যুগে সনকাদি সিদ্ধ রূপ ধারণ করিয়া জ্ঞানোপদেশ, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষি রূপ ধরিয়া কর্ম্মোপদেশ এবং দত্তাত্রেয়াদি যোগেশ রূপ ধারণ পূর্ব্বক যোগোপদেশ করেন। (৭) তিনি মরীচ্যাদি প্রজাপতিরূপী হইয়া প্রজাসৃষ্টি, রাজমূর্ত্তি হইয়া দস্যুবধ এবং কালরূপী হইয়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহার শীতোষ্ণাদিগুণ পৃথগ্বিধ হয়। (৮) হে কুরুবর্য্য! লোকেরা নানা শাস্ত্র সহকারে সেই হরির তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যত্ন করে কিন্তু নামরূপাত্মিকা মায়ার দ্বারা তাহাদের আত্মা বিমোহিত হওয়াতে বহুল যত্নেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। (৯)

হে মহারাজ! কল্প এবং অবান্তর কল্পের প্রমাণ এই কীর্ত্তিত হইল, যাহাতে পুরাবৃত্ত বেত্তারা চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বর্ণন করিয়া থাকেন। (১০)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বলির বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, তদনন্তর তাহাকর্ত্তৃক স্বর্গ জয়।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরি সর্ব্ব ভূতের ঈশ্বর;

তিনি দীনের ন্যায় হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি কেন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন? আর যাচিত অর্থ লাভ করিয়াও কি কারণে বলিকে বন্ধন করেন? হে যোগিন্! ইহার বিবরণ অবগত হইতে বাঞ্ছা করি। এ বিষয় জানিতে আমাদের মহৎ কৌতুহল জন্মিতেছে যেহেতু পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের যাচ্ঞা এবং অনপরাধ বলির বন্ধন অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। (১)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! যুদ্ধে বলির পরাজয় এবং ইন্দ্র হইতে প্রাণনাশ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে ঐ অসুররাজ পুনরায় জীবিত হন্। অতএব উদার চরিত্র ও মহাত্মা ঐ দানব (বলি) তদনন্তর শিষ্য হইয়া সমস্ত অর্থ সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে শুক্রাদির উপাসনা করিতেন। (২) বলির শুশ্রূষায় অচিরেই ভৃগুবংশীয় বিপ্রদিগের প্রীতি জন্মিল। সেই সকল মহানুভব ব্রাহ্মণ বলির স্বর্গজয়ে অভিলাষ দেখিয়া বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ মহাভিষেক দ্বারা যথাবিধি বলিকে অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞদ্বারা যাগ করাইতে লাগিলেন। (৩) উপযুক্ত হবির্যোগে সেই যজ্ঞের হুতাশন হুত হইলে অনতিবিলম্বে তাহা হইতে কাঞ্চনপটবদ্ধ একখানি রথ, ইন্দ্রের তুরঙ্গম সদৃশ হরিদ্বর্ণ কতিপয় অশ্ব, এবং সিংহপ্রতিমূর্ত্তিতে বিরাজমান একটী ধ্বজ। (৪) তথা স্বর্ণোপনদ্ধ দিব্য ধনু, অক্ষয় বাণে পরিপূর্ণ দুইটী তুণ (বাণাধার) এবং দিব্য কবচ উত্থিত হইল। বলি যজ্ঞাগ্নি হইতে ঐ সকল সামগ্রী লাভ করিলে তাঁহার পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁহাকে অম্লানপুষ্প মাল্য এবং শুক্রাচার্য্য একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন। (৫)

হে রাজন্! ভৃগুবংশীয় বিপ্রগণ এই প্রকারে বলির সমরসামগ্রী সম্পাদন করিয়া দিয়া তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিলেন, বলি তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া পরে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক পিতামহ প্রহ্লাদকে প্রণাম করিলেন। (৬) তদনন্তর ভৃগুদত্ত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া শোভন মাল্য ধারণ ও কবচ বন্ধন করিলেন, তাহার পর ধনুঃ ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে তুণ বান্ধিয়া লইলেন। (৭) হে রাজন্! স্বর্ণাঙ্গদ দ্বারা বলির দুই বাহু উদ্দীপ্ত এবং কর্ণদ্বয়ে মকরাকার কুণ্ডল উদ্দ্যোতিত হইতেছিল অতএব বলি রথারূঢ় হইয়া, কুণ্ডস্থ হুতাশনের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। (৮) তদনন্তর স্ব২ যূথসহ দৈত্যযূথপতিগণ, যাহাদের বল ও ঐশ্বর্য্য বলির তুল্য ছিল এবং যাহারা দৃষ্টিদ্বারা যেন গগণমণ্ডল পান ও দিক্ সকল দগ্ধ করিতেছিল (৯) তাহারা গিয়া বলির সহিত মিলিত হইল। বলি তাহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহতী আসুরী সেনা আকর্ষণ পূর্ব্বক সমৃদ্ধ ইন্দ্রপুরীর প্রতি যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমন কালে স্বর্গ ও পৃথিবী যেন কম্পমান হইল। (১০) হে রাজন্! ইন্দ্রপুরীর সমৃদ্ধির কথা কি বলিব, ঐ পুরী শোভাশালি নন্দনাদি উপবন ও উদ্যান সমূহে অতিশয় রমণীয়, সেই সকল উপবন ও উদ্যানে বিহঙ্গমিথুন কলরব, এবং মত্ত ভ্রমর সকল সুস্বরে গান করিতেছিল, তথায় যে সমস্ত অমরদ্রুম ছিল তত্তাবতের শাখা সকল প্রবাল ফল ও পুষ্পের গুরুভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। (১১) অপর তত্রস্থ সরোবর সকলে সুর সেবিত প্রমদাগণ পরম কৌতুকে ক্রীড়া করিতেছিল, সেই সকল সরোবরে যে সমস্ত পদ্মিনী রহিয়াছিল, হংস, সারস, চক্রবাক এবং কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষি সমূহে সে সকল আকুল হইতেছিল। (১২) হে রাজন্! ইন্দ্রপুরী চারিদিকে পরিখা স্বরূপা আকাশ গঙ্গায় বেষ্টিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অত্যুচ্চ প্রাচীর। সেই প্রাচীরের উপরে যুদ্ধস্থান সকল বিরচিত। (১৩) ঐ পুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, সেখানকার দ্বারের

কপাট সকল রুক্মপট্ট, তত্রস্থ গোপুর (ফটক) সকল স্ফটিকময়, তথাকার রাজবর্ত্ম সুন্দর রূপে বিভক্ত। (১৪) অপর সেই পুরী উপবেশন স্থান, অঙ্গন এবং উপমার্গ সকলে সম্পন্ন ছিল, তথায় কোটি২ বিমান সর্ব্বদা বিরাজমান। আর তত্রস্থ চতুষ্পথ সকলে বজ্র বিদ্রুমাদি মণিময় বেদিকা সুশোভিত। (১৫)

হে রাজন্! ইন্দ্রপুরীতে রূপবতী নারী সকল, যাহাদের যৌবন ও সৌকুমার্য্য অনশ্বর, যাহারা শ্যামবর্ণ, যাহাদের বসন নির্ম্মল, তাহারা, যেমন শিখাদ্বারা বহ্নি দীপ্তি পায় তাহার ন্যায়, বিরাজ করিতেছিল। (১৬) সেখানে দেবাঙ্গনাদিগের কেশ ভ্রষ্ট সুগন্ধি মাল্যের সৌরভ গ্রহণ করিয়া বায়ু প্রত্যেক পথে বহিতেছিল। (১৭) তথায় স্বর্ণময় গবাক্ষ হইতে যে অগুরুগন্ধি পাণ্ডরবর্ণ ধুম নির্গত হইতেছিল তাহাতে তত্রস্থ পথ সকল পরিচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সেই সকল বর্ত্মে অপ্সরাগণ ভ্রমণ করিতেছিল। (১৮) অপর ঐ পুরী মুক্তাময় বিতান (চন্দ্রাতপ), স্বর্ণময় ধ্বজা ও বিবিধ পতকালঙ্কৃত বড়ভীতে (বিমানের অগ্রভাগে) ব্যাপ্ত। আর ময়ূর, কপোত, ভৃঙ্গ ইত্যাদির শব্দে নিনাদিত এবং বৈমানিক স্ত্রীদিগের মধুর গীতে মঙ্গল স্বরূপ হইয়া ছিল। (১৯) অধিকন্তু ঐ পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, দুন্দুভি ইত্যাদির ধ্বনি এবং তালসমেত বীণা-মুরজ ও বংশীর নিনাদ, তথা উপদেবীদিগের নৃত্য গীত বাদ্য এই সকলে অতিশয় মনোরমা ছিল, আর তাহার এতাদৃশী প্রভা প্রকাশ হইতেছিল যেন সাক্ষাৎ দীপ্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরাজয় করিয়াছিল। (২০) হে রাজন্! যেখানে অধার্ম্মিক প্রাণিদ্রোহী খল মানী কামী লোভী জন যাইতে পারে না, ঐ সকল দোষ বর্জ্জিত লোকেই গমন করে, (২১) সেনাপতি বলি সেই দেবপুরী গমন করিয়া সেনাদ্বারা তাহার বহির্ভাগ সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ করিলেন এবং দেবাঙ্গনাদিগের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক শুক্রাচার্য্যের প্রদত্ত শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন।

বলির ঐ প্রকার উদ্যম অবগত হইয়া দেবরাজ সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে গুরু সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন (২২) ভগবন্! আমাদের পূর্ব্ব বৈরি বলির পুনরায় গুরুতর উদ্যম দেখিতেছি, আমার অনুমান হয় তাহার এ উদ্যম আমরা সহ্য করিতে পারিব না। গুরো! কি কারণ ঐ ব্যক্তি তেজে এ রূপ উর্জ্জিত হইল? (২৩) আমার বোধ হয় কোন ব্যক্তি কোন উপায়ে তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হইবেক না, কারণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ঐ ব্যক্তি যেন মুখ দ্বারা জগৎ পান এবং জিহ্বা দ্বারা দশ দিক্ অবলেহন ও চক্ষুর্দ্বারা দিগ্দাহ করিতেছে। অসংশয় বোধ হয় ঐ দানব প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। (২৪) গুরো! আমাদের ঐ শত্রুর এরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইবার কারণ কি, বলুন। উহার এ প্রকার সামর্থ্য সাহস বল ও তেজঃ কিসে হইল? সামর্থ্যাদি নিবন্ধনই এরূপ যুদ্ধোদ্যম হইয়াছে সন্দেহ নাই। (২৫)

গুরু কহিলেন অহে মহেন্দ্র। তোমার ঐ রিপুর উন্নতির কারণ আমি জানি, ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মবাদি ভৃগুবংশীয়দিগের শিষ্য, তাঁহারা স্নেহ পরবশ হইয়া শিষ্যের তেজঃ সঞ্চয় করিয়া দিয়াছেন। অতএব ঈশ্বর হরি ব্যতিরেকে তুমি অথবা তোমার সদৃশ কোন ব্যক্তি তেজস্বি বলিকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ বলি ব্রহ্মতেজে সমেধিত হইয়াছে, কে তাহাকে জয় করিবেক? লোকেরা যেমন কৃতান্তের অগ্রে থাকিতে পারে না তেমনি কেহ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেও সমর্থ হইবেক না (২৬) অতএব এক্ষণে তোমাদের পক্ষে পরামর্শ এই, যাবৎ শত্রুর বিনাশ হয় তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করত স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদর্শন হইয়া থাক।)২৭) বিপ্রবলেই বলির

উত্তরোত্তর অধিক বল হইয়াছে তাহাতেই সংপ্রতি মহা বিক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণদের অপমান করিলে স্বয়ং সবংশে বিনষ্ট হইবেক সন্দেহ নাই। (২৮)

হে রাজন্! কার্য্যদর্শী শুক্র এই প্রকারে কর্ত্তব্য বিষয়ে সৎ পরামর্শ প্রদান করিলে কামরূপী দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া সকলেই অদর্শন হইলেন। দেবতারা বিলীন হইলে বিরোচনপুত্র বলি ইন্দ্রপুরী অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগত্রয় বশীভূত করিলেন। (২৯) হে রাজন্! শিষ্যবৎসল ভৃগুগণ আপনাদের বশম্বদ শিষ্য বিশ্বজয়ি বলির ইন্দ্রপদ সুস্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দিয়া শত সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন। সেই শতাশ্বমেধের প্রভাবে তদনন্তর বলি দশদিকে কীর্ত্তি বিস্তার করত নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন (৩০) এবং ব্রাহ্মণেরা যে সমৃদ্ধা সম্পত্তি প্রাপ্ত করাইয়া দিলেন আপনাকে কৃতকৃত্যের ন্যায় বোধ করিয়া সেই সম্পত্তি ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩১)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

দেবগণ অদর্শন হইলে দেবমাতা অদিতির শোক এবং তাঁহার প্রার্থনায় কশ্যপ কর্ত্তৃক পয়োব্রতোপদেশ।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! দেবগণ উক্ত প্রকারে অদর্শন হইলে এবং দৈত্যবর্গ স্বর্গপুরী হরণ করিয়া লইলে দেবমাতা অদিতি অনাথার ন্যায় হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতে ছিলেন। তাঁহার পতি প্রজাপতি কশ্যপ বহুকালের পর সমাধি হইতে বিরত হইয়া এক দিন তদীয় নিরুৎসব নিরানন্দ আশ্রমে গমন করিলেন (১) এবং যথা বিধি পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহানন্তর বনিতার ম্লান বদন দর্শনে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন (২) ভদ্রে! লোকে ব্রাহ্মণদিগের তো কোন অমঙ্গল হয় নাই? ধর্ম্মের তো কোন অভদ্র হয় নাই, আর মৃত্যুবশবর্ত্তি লোকদের তো কোন অশুভ হয় নাই? (৩) অথবা তোমার গৃহে ধর্ম্ম অর্থ কামের তো কোন অকুশল হয় নাই? হে গৃহিনি! গৃহাশ্রম সামান্য নহে, তাহাতে অযোগিদিগেরও স্বধর্ম্মাদি দ্বারা যোগফল লভ্য হয়। (৪) হে সতি! এমত ম্লান কেন? তুমি কুটুম্বাসক্তা ছিলে, কোন অতিথি আসিয়া প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা পূজিত না হইয়াই কি গৃহ হইতে গিয়াছেন? (৫) গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হওয়া ক্ষোভের বিষয় হয় বটে কারণ যে সকল গৃহে অতিথি আসিয়া উদক দ্বারাও অর্চ্চিত না হইয়া নির্গত হয় সে সকল গৃহ শৃগালরাজের বিবর তুল্য। (৬) হে সাধ্বি! তোমার বিমনস্কতার কারণ কি? আমি প্রবাসস্থ হওয়াতে সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্তা থাকিতে, তাহাতে কি কোন দিন যথাকালে হবির্দ্বারা অগ্নিত্রয়ে হোম করিতে বিস্মৃত হইয়াছ? গৃহি ব্যক্তির অগ্নিত্রয়ে হোম করা আবশ্যক বটে, কারণ ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সর্ব্ব দেবময় বিষ্ণুর মুখ, অগ্নির অর্চ্চনা দ্বারা গৃহস্থ ব্যক্তিরা কামদুঘ লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৭) হে মনস্বিনি! তোমার পুত্রেরা তো সকলে কুশলী? মুখম্লানতাদি লক্ষণ দ্বারা বোধ হইতেছে তোমার অন্তঃকরণ যেন প্রকৃতিস্থ নহে, বল না একপ অন্যমনস্কতার কারণ কি? (৮)

অদিতি কহিলেন ব্রহ্মন্! গো, ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম এবং সকল লোকেরই মঙ্গল। অপর হে গৃহমেধিন্! যে গৃহ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের উদ্ভবস্থান, তাহারও কুশল,

অর্থাৎ ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গও যথাবৎ নির্ব্বাহ হইতেছে। (৯) আর আমি যে আপনকার ধ্যান করি তাহাতেই অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষু প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি বলি বাঞ্ছা করে সকলই পরিতৃপ্ত আছে। (১০) আপনি আমার প্রজাধ্যক্ষ, এবং এই রূপ ধর্ম্ম উপদেশ করেন, আমার মানস কাম সম্পন্ন না হইবেক কেন? (১১)

হে প্রজাশঃ! প্রজা সকল আপনকারই মনঃ ও শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্ত্ব রজঃ অথবা তমোগুণ অবলম্ব করে। সুরাদি সেই সকল প্রজাতে যদিও আপনকার সমান ভাব তথাপি মহেশ্বরেরা ভক্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন (১২) অতএব আমি ভক্তি করিয়া আপনকার উপাসনা করিতেছি, আমার কল্যাণ চিন্তা করিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! আমার সপত্নীপুত্র দৈত্যগণ আমার তনয়দিগের শ্রী ও স্থান অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করুন। অপর দিতির পুত্রেরা আমাকে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছে তাহাতে আমিও দুঃখসাগরে মগ্না হইয়া রহিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! দানবেরা প্রবল হইয়া আমার তনয়দিগের ঐশ্বর্য্য, যশঃ, শ্রী এবং স্থান যাহা২ হরণ করিয়া লইয়াছে আমার সন্তানেরা যে রূপে সে সকল পুনরায় প্রাপ্ত হয় হে কল্যাণকারিন্! স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা সেই রূপ কল্যাণ বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। (১৩)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অদিতি কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভ্যর্থিত হইয়া মহর্ষি কশ্যপ বিস্মিতের ন্যায় হওত বলিলেন অহো ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া কি বলবতী! কি আশ্চর্য্য, এই জগৎ স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়াছে! ভদ্রে! ভৌতিক অনাত্মা দেহ কোথায় এবং প্রকৃতির পরবর্ত্তী আত্মাই বা কোথায়? পতি পুত্রাদিই বা কে? এবং কাহারই পতি পুত্রাদি? মোহই ঐ সকলের কারণ। (১৪)

রাজন্! মহর্ষি কশ্যপ ঐ রূপ তত্ত্বোপদেশ করিয়া দেখিলেন অদিতির তাহাতে পরিতোষ জন্মিল না, অতএব পুনরায় কহিলেন ভদ্রে! সর্ব্বভূতের অন্তর্যামি গজদ্গুরু আদিপুরুষ বাসুদেব ভগবান জনার্দ্দনের উপাসনা করহ। (১৫) তিনি দীনানুকম্পন, অবশ্য তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন। আমার নিশ্চয় জানা আছে ভগবৎ সেবাই অমোঘ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই অমোঘ নহে। (১৬)

এতৎ শ্রবণে অদিতি কৃতার্থম্মন্যা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন ব্রহ্মন্! কি প্রকার বিধানক্রমে জগদ্গুরু ভগবানের উপাসনা করিব? যে রূপে সত্যসঙ্কল্প সেই ভগবান আমার মনোরথ পূর্ণ করেন এবং পুত্রগণ সহিত অবসন্ন হইতেছি যে আমি, আমার প্রতি আশু প্রীত হন, সেই রূপ তাঁহার উপাসনাবিধি উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক। (১৭)

কশ্যপ কহিলেন ভদ্রে! আমি পূর্ব্বে প্রজাকামনা করিয়া পদ্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে কেশবতোষণ যে ব্রত উপদেশ করেন তোমাকে সেই ব্রত বলিতেছি। (১৮) ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশাহ পয়োব্রত করিবেক। তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া কমললোচন ভগবানের অর্চ্চনা করিতে হইবেক। (১৯) হে সতি! যদি লভ্য হয়, বরাহোৎখাত মৃত্তিকা দ্বারা অমাবস্যার দিবসে লেপন করিয়া স্রোতোজলে স্নান করিবে। স্নান কালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে (২০) "হে দেবি, স্থান ইচ্ছা করিয়া আদি বরাহ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তোমাকে নমস্কার করি, আমার পাপ বিনাশ কর।" (২১)

তদনন্তর নিত্য নৈমিত্তিক নিয়ম সম্পাদন পূর্ব্বক সমাহিত মনে প্রতিমায় কিম্বা স্থণ্ডিলে, অথবা সূর্য্যে, কিম্বা জলে, অথবা অগ্নিতে, কিম্বা গুরুতে দেবার্চ্চনা করিবেক। (২২) পূজাকালে নয়টী মন্ত্র বলিয়া ভগবানের আবাহনাদি করিতে হইবেক, সেই নয়টী মন্ত্র এই। হে ভগবন্ বাসুদেব! আপনি মহত্তর পুরুষ, সর্ব্ব প্রাণির নিবাসস্থান, সর্ব্বসাক্ষী, আপনাকে নমস্কার। (২৩) চতুর্বিংশতি তত্বজ্ঞ এবং সাঙ্খ্যযোগ প্রবর্ত্তক সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম প্রধান পুরুষকে নমস্কার করি। (২৪) সেই বিষ্ণু যজ্ঞফল বিস্তারকর্ত্তা এবং যজ্ঞরূপী, তাঁহার দুইটী (প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়) শীর্ষ, তিনটী (সবনত্রয়) চরণ, চারিটী (চতুর্বেদ) শৃঙ্গ, সাতটী (সপ্তছন্দঃ) হস্ত, ত্রয়ীবিদ্যায় তাঁহার আত্মা, তাঁহাকে নমস্কার করি। শিব ও রুদ্ররূপি সেই ভগবানকে নমস্কার। তিনি শক্তিধর, সর্ব্ব বিদ্যার অধিপতি এবং সর্ব্ব ভূতের পতি, তাঁহাকে নমস্কার করি। (২৫) সেই হিরণ্যগর্ভকে নমস্কার, তিনি মন্ত্রমূর্ত্তি, যোগের হেতু, জগতের আত্মা, যোগৈশ্বর্য্যে তাঁহার শরীর, তাঁহাকে নমস্কার। ভগবন্, আপনি আদিদেব, সকলের সাক্ষিস্বরূপ, নারায়ণ, ঋষি, নর এবং হরি, আপনাকে নমস্কার করি। (২৬) ভগবন্! আপনি কেশব, আপনার শরীর মরকতের তুল্য শ্যামবর্ণ, আপনকার বসন পীতবর্ণ, আপনি শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে বরেণ্য! হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি পুরুষদিগের সর্ব্ব বরদাতা, অতএব বীর জন কল্যাণার্থ আপনকার পদরেণুর উপাসনা করেন। (২৭) অহো! দেবগণ এবং লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্মের সৌরভ স্পৃহা করিয়া অনুবৃত্তি করেন সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। (২৮)

হে সাধ্বি! এই সকল মন্ত্রদ্বারা আবাহন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাদ্যাদি প্রদানানন্তর ভগবান্ হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিবেক। তদনন্তর গন্ধমাল্যাদি দিয়া পূজা করিয়া দুগ্ধ দ্বারা সেই বিভুকে স্নান করাইবেক। তাহার পর বসন, ভূষণ, যজ্ঞোপবীত, পাদ্য, গন্ধ এবং ধূপাদি প্রদান পূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিবেক। (২৯) হে সতি! যদি বিভব থাকে তাহা হইলে দুগ্ধে শাল্যন্ন পাক করিয়া পায়সের নৈবেদ্য করিবেক। (৩০) পরে ঘৃত ও গুড় সহিত সেই পায়স নিবেদন পূর্ব্বক মূলবিদ্যা অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা হোম করিবেক। তদনন্তর নিবেদিত দ্রব্যজাত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবে অথবা স্বয়ং ভোজন করিবেক। (৩১) ভদ্রে! পূজার পর আচমনীয় দিয়া তাম্বূল নিবেদন করিতে হইবেক। তদনন্তর অষ্টোত্তর শত বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্য স্তুতি দ্বারা প্রভুর স্তব করিবেক। (৩২) তাহার পর প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেক এবং নির্ম্মাল্য গ্রহণানন্তর দেবতাকে বিসর্জ্জন দিবেক। (৩৩) তদনন্তর পায়সদ্বারা দুইয়ের অন্যূন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেক, পরে বিপ্রদিগের অনুজ্ঞা লইয়া বন্ধু বান্ধব সহিত স্বয়ং ভোজন করিবেক। (৩৪) অনন্তর সেই রাত্রিতে ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিয়া প্রভাত হইলে প্রথম দিন প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নাত ও শুচি এবং সমাহিত হইবেক (৩৫) তাহার পর দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিবেক। যাবৎ ব্রত সমাপন না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ রূপ করিতে হইবেক। হে দেবি! পয়োমাত্র ভক্ষণ করিয়া বিষ্ণুপূজনে কৃতাদর হওত ঐ প্রকারে ব্রত করিবেক এবং পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে হোম করিবেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেক। এই রূপে দ্বাদশাহ যাবৎ অহরহ পয়োব্রত করিবেক। অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথি অবধি শুক্লা ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত হোম, পূজন, এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি দ্বারা হরির আরাধনা করিবেক। (৩৬) ঐ দ্বাদশ দিন ব্রহ্মচর্য্য, অধঃশয়ন এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নান

করা আবশ্যক এবং অসৎ আলাপ ও উচ্চাবচ ভোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (৩৭) দ্বাদশাহ গত হইলে ত্রয়োদশী তিথিতে সর্ব্ব প্রাণির অহিংসক এবং বাসুদেব-পরায়ণ হইয়া বিধিদর্শিদিগের দ্বারা পঞ্চামৃত দিয়া শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানক্রমে বিষ্ণুর স্নান করাইবেক আর বিত্তশাঠ্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মহতী পূজা করিবেক। পরে দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিবেক এবং উত্তমরূপ সমাহিত হইয়া উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা পরম পুরুষের অর্চ্চনা করিবেক। অপর যাহাতে পরম পুরুষের তুষ্টি হয় তাদৃশ গুণবৎ নৈবেদ্য প্রদান করিবেক। তদনন্তর বস্ত্রালঙ্কার ও ধেনু দিয়া জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য ও পুরোহিতদিগের সন্তোষ জন্মাইবে। হে সতি! ঐ সকলের সন্তোষ উৎপাদনই হরির আরাধনা, অতএব ঐ সকল ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহাদিগকে শক্ত্যনুসারে উত্তমং ভক্ষ্য ভক্ষণ করাইবে। তৎ-পরে গুরু এবং ঋত্বিগ্‌গণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিবেক পরিশেষে আরং যে সকল ব্যক্তি সমাগত হয় তাহাদিগকে অন্নাদি দিয়া তৃপ্ত করিবে। হে সাধ্বি! দীন অন্ধ কৃপণাদি সমস্ত ব্যক্তির ভোজন হইলেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতি হইল জানিয়া পরে আপনি বন্ধুবর্গ সহিত ভোজন করিবেক। ভদ্রে! ব্রতের সময় প্রতি দিনই নৃত্য, গীত, বাদ্য, স্তুতিপাঠ, স্বস্তিবাচন এবং ভগবৎকথা ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবেক। (৩৮)

হে মহাভাগে! ইহার নাম পয়োব্রত, ইহা পরম পুরুষের আরাধনমাত্র। পিতা-মহ ব্রহ্মা আমাকে এই ব্রত বলিয়াছিলেন, আমি প্রীতি প্রযুক্ত তোমাকে বলিলাম। তুমি এই ব্রত সম্যক্‌প্রকারে আচরণ করিয়া এতদ্দ্বারা ভজনীয় অব্যয় ভগবানের আরাধনা করহ। (৩৯) ইহার নাম সর্ব্বযজ্ঞ, ইহাই সর্ব্বব্রত, ইহাই তপঃসার, ইহাই মহৎ দান, ইহাই ঈশ্বর তর্পণ।

হে ভদ্রে! যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর সন্তোষ হয়, তাহাই নিয়ম, তাহাই উত্তম সংযম, তাহাই তপস্যা, তাহাই দান, তাহাই ব্রত, তাহাই যজ্ঞ। (৪০) অতএব তুমি সংযতা হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই ব্রত আচরণ করহ ইহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া শীঘ্রই তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিবেন। (৪১)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অদিতির পয়োব্রত দ্বারা তদীয় কামনা পূরণার্থ ভগবান্ হরির তৎপুত্রত্ব স্বীকার।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! আপনার স্বামি মহর্ষি কশ্যপ ঐ প্রকার কহিলে অদিতি অতন্দ্রিতা হইয়া ঐ ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে সারথি করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্ব সকলের নিগ্রহ পূর্ব্বক একা-ন্তঃকরণে পরম পুরুষ ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা অখি-লাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে মনঃ সমাধান করত অহরহ পয়োব্রত করিতে লাগিলেন। (১)

হে তাত! ব্রতানুষ্ঠানে ভগবান্ আদিপুরুষ পরিতুষ্ট হইয়া অচিরেই পীত-বসন পরিধান এবং চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া অদিতি সাদরে সহসা গাত্রোত্থান

করিলেন] এবং [প্রীতিবিহ্বল হইয়া অধিকাংশ কায় দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণতা হইলেন। হে রাজন্! প্রীতিবিহ্বলত্ব [প্রযুক্ত উথানানন্তর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অদিতি কেবল স্তব করিতে অসমর্থা হইলেন এমত নহে, তাঁহার বদন হইতে বাঙ্‌নিষ্পত্তিও হইল না, নীরব হইয়া রহিলেন। ফলতঃ অদিতির লোচনদ্বয় আনন্দাশ্রুজলে আকুল, শরীর পুলকে পরিপূর্ণ এবং ভগবদ্দর্শন জন্য উৎসবে সকল কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। (২) হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞপতি জগৎপতি রমাপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া কশ্যপ-জায়া অদিতি চক্ষুর্দ্বারা যেন পান করিতেং অনেক ক্ষণ পরে প্রীতিগদ্গদ বচনে অল্পে অল্পে স্তব আরম্ভ করিলেন। (৩)

অদিতি কহিলেন হে যজ্ঞেশ! হে যজ্ঞপুরুষ! হে অচ্যুত! হে তীর্থপাদ! হে তীর্থকীর্ত্তে! আপনকার নাম শ্রবণ মঙ্গল, আপনকার উদয় শরণাগত জনগণের পাপোপশমনার্থ। হে আদ্য! হে ভগবন্! আমাদের কল্যাণ বিধানে মনোযোগ হউক। প্রভো! আপনি দীননাথ। (৪) ভগবন্! যদিও আপনি বিশ্বস্বরূপ এবং এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বেচ্ছাক্রমে মায়ার গুণ গ্রহণ করেন তথাপি আপনি স্বস্থ অর্থাৎ আপনকার স্বরূপ অপ্রচ্যুত। নিত্য উর্জ্জিত যে পূর্ণ বোধ, তদ্দ্বারা আপনি আত্মাতে মায়ারূপ তমঃ নিত্য নিরস্ত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি। (৫)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অদিতি ঐ প্রকার স্তব করিলে সর্ব্ব ভূতের অন্তর্যামী পদ্মলোচন ভগবান্ তাঁহার প্রতি নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৬)

ভগবান্ কহিলেন হে দেবজননি! তোমার সপত্নীপুত্রেরা তোমার যে সকল তনয়ের সম্পত্তি হরণ করিয়া স্বস্থান হইতে ভ্রংশিত করিয়াছে তাঁহাদের নিমিত্ত তুমি অনেক দিন হইতে যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা আমি অবগত আছি। (৭) তোমার বাসনা এই, দুর্ম্মদ দানবদিগকে সমরে পরাজয় করিয়া তোমার তনয়েরা বিজয় প্রাপ্ত হন্ এবং তুমি তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থিতি কর। আর ইন্দ্র প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ বিদ্বেষিদিগকে যুদ্ধে নিহত করিলে সেই সকল ব্যক্তির নারীগণ যে দুঃখে রোদন করিয়া বেড়ায় তুমি তাহা দেখ। (৮) অপর তোমার অভিলাষ এই, তোমার আত্মজেরা আপনাদের জয়শ্রী প্রত্যাহরণ করিয়া সুন্দররূপ সমৃদ্ধ হয় ও পূর্ব্ববৎ স্বর্গোপরি ক্রীড়া করে তুমি দেখিয়া প্রীতি প্রকাশ কর। (৯) কিন্তু হে দেবি! আমার বোধ হইতেছে অসুর যূথপদিগকে সহসা অতিক্রমণ করিতে পারাযাইবেক না কারণ সমর্থ বিপ্রগণ অনুকূল হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। যেখানে এরূপ ব্যাপার তথায় বিক্রমে সুখ হইবেক না, (১০) তথাপি, হে দেবি! তুমি ব্রতাচরণ দ্বারা আমারি সন্তোষ জন্মাইয়াছ আমি অবশ্য এ বিষয়ের উপায় চিন্তা করিব। আমার অর্চ্চনায় নিশ্চয় ইচ্ছানুরূপ ফল হয়, তাহা বিফলে যাওয়া উচিত হয় না। (১১) হে দেবি! তুমি সন্তানরক্ষার্থ আমার যে অর্চ্চনা এবং পয়োব্রত দ্বারা আমার যে স্তব করিলে তাহাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, আমি স্বয়ং অংশে তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মারীচের তপস্যায় অবস্থিত হওত তোমার পুত্রদিগকে পালন করিব। (১২) অতএব তুমি এক্ষণে আপনার নিষ্পাপ পতি প্রজাপতি কশ্যপ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করহ, আমাকে এই রূপে নিজপতিতে অবস্থিত চিন্তা করিও। (১৩) হে দেবি! এ বিষয় অন্য কাহারও নিকট কোন প্রকারে প্রকাশ করিও না কারণ দেবতাদিগের রহস্য সকল সুন্দররূপ গুপ্ত হইলেই সুসিদ্ধ হয়।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অদিতিকে এই সকল কথা কহিয়া ভগবান্ হরি সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। (১৪)

তদনন্তর অদিতি আপনার গর্ব্ভে দুর্লভ হরিজন্ম লাভে কৃতার্থম্মন্যা হইয়া পরম ভক্তির সহিত পতিভজনার্থ গমন করিলেন। (১৫) মহর্ষি কশ্যপের অব্যর্থ দৃষ্টি, তিনিও সমাধি যোগে দেখিতে পাইলেন ভগবান্ হরির অংশ আপনাতে প্রবিষ্ট হইল। (১৬) অতএব সমাহিতমনাঃ সেই মুনি যদিও স্বয়ং সকল পুত্রের প্রতিই সমান, তথাচ যেমন সর্ব্বত্র সমান বায়ু কাষ্ঠ সংঘর্ষণ দ্বারা বনদাহক অগ্নি উৎপাদন করে তাহার ন্যায়, অদিতির গর্ব্ভে দৈত্যপক্ষ ক্ষয়কারি চিরসঞ্চিত বীর্য্য আধান করিলেন। (১৭)

হে রাজন্! ভগবান্ সনাতন বিষ্ণু অদিতির গর্ব্ভে অধিষ্ঠান করিয়া অবস্থিত হইয়াছেন ইহা অবগত হইবামাত্র হিরণ্যগর্ব্ভ ব্রহ্মা গুহ্য নাম দ্বারা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন হে উরুগায় ভগবন্! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে উরুক্রম! আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, আপনাকে নমস্কার। হে ত্রিযুগ! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। (১৮) ভগবন্! পূর্ব্ব জন্মে এই অদিতির নাম প্রশ্নি ছিল, আপনি তাহারও গর্ব্ভে অর্ভক হইয়া জন্মিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি বিধাতা, সকল দেবে প্রকাশমান, আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিলোক আপকার নাভিদেশে বর্ত্তমান, আপনি ত্রিলোকের উপরি স্থিত, সকল জীবে অন্তর্যামিত্ব রূপে প্রবিষ্ট তথাপি সর্ব্বব্যাপী, আপনাকে নমস্কার করি। (১৯) হে ঈশ! আপনি এই ভুবনের আদি অন্ত এবং মধ্য। আপনাকেই অনন্ত শক্তি পুরুষ বলিয়াথাকে। যেমন গভীর স্রোতঃ জলপতিত তৃণাদিকে আকর্ষণ করে তাহার ন্যায় কালরূপী আপনি প্রলয় কালে এই বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়াথাকেন। (২০) ভগবন্! আপনি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় প্রজা ও প্রজাপতিদিগের উৎপাদক, আপনকার জন্মাদি নাই। হে দেব! জলে মজ্জনোন্মুখ জনের পক্ষে তরণী যদ্রূপ জীবন রক্ষার অবলম্বন তেমনি আপনি স্বর্গচ্যুত দেবগণের পরম আশ্রয়, অতএব দেবকার্য্য সাধনার্থ আপনকার এই অবতার হইতেছে সন্দেহ নাই, আশু স্বর্গচ্যুত সুরবর্গকে পুনরায় স্বর্গে স্থাপন করিতে আজ্ঞা হউক। (২১)

ইতি অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের বলিযজ্ঞে গমন এবং বলির তাঁহাকে সৎকার করিয়া বর দান।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ব্রহ্মা ঐ প্রকারে ভগবানের কার্য্য ও বীর্য্যের স্তব করিলে জন্মমৃত্যুবিরহিত সেই হরি অদিতিতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার নয়ন নলিনের তুল্য আয়ত, চারি বাহুতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেদীপ্যমান, আর কটিদেশে পীত বসন পরিধান ছিল। (১) তাঁহার বর্ণ শ্যাম অথচ গৌর, তদীয় শ্রী ও বদনারবিন্দ মকরাকার কুণ্ডলদ্বয়ের দীপ্তিতে উদ্দ্যোতিত, আর বঃক্ষস্থলে শ্রীবৎস, এবং বলয় ও অঙ্গদ সহিত তদীয় কিরীট কাঞ্চী ও মনোহর নূপুর যথাস্থানে উল্লসিত

হইতেছিল। (২) অপর শ্রীযুক্ত বনমালা, যাহা বহুল ভ্রমর ঝঙ্কারে নিনাদিত হইতেছিল, তিনি তাহাতে বিরাজিত হইয়া বপুঃপ্রভা দ্বারা প্রজাপতির (কশ্যপের) গৃহান্ধকার বিনাশ করিতেছিলেন, আর তাঁহার কণ্ঠদেশে প্রসিদ্ধ কৌস্তুভ মণি নিবেশিত রহিয়াছিল। (৩) সে যাহা হউক। ভগবান্ ঐরূপে প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র দিক্ ও জলাশয় সকল প্রসন্ন, প্রজাবর্গ প্রহৃষ্ট এবং সমুদায় ঋতু স্ব২ গুণে (ফলপুষ্পাদিতে) শোভিত হইল। আর স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী এবং পর্ব্বতসকলের পরম শোভা প্রকাশ পাইল এবং দেব, দ্বিজ ও গো সকলের অন্তরে যৎপরোনাস্তি হর্ষ জন্মিল। (৪)

হে রাজন্! কোন্ সময় ভগবান প্রাদুর্ভূত হয়েন বলি শুন। ভাদ্র মাসীয় শুক্লা দ্বাদশী, যাহা শ্রবণদ্বাদশী বলিয়া প্রসিদ্ধা, সেই তিথিতে শ্রবণার প্রথমাংশ অভিজিৎ নক্ষত্রে অতি বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তৎকালে অশ্বিনীপ্রভৃতি সমস্ত নক্ষত্র এবং গুরু শুক্রাদি সমুদায় গ্রহ অনুকূল থাকিয়া তাঁহার জন্ম উদার করিয়াছিল অর্থাৎ তদীয় জন্মমুহূর্ত্তে গ্রহ নক্ষত্রাদি সকলই শুভাবহ হইয়াছিল। (৫) হে মহারাজ! যে দ্বাদশীতে ভগবান্ বামনের জন্ম হয় প্রাচীন কবিগণ বলেন তাহার দিবাভাগেই তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সে সময় দিবাকর মধ্যন্দিনগত ছিলেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছিল। অতএব ঐ দ্বাদশী বিজয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছে (৬) সে যাহা হউক। ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব (বাদ্য বিশেষ) আণক (বাদ্য বিশেষ) এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ও বাদিত্র সকলের বাদ্যে তুমুল নিনাদ হইল। (৭) অপ্সরাগণ প্রীত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ববৃন্দ সংগীতে প্রবৃত্ত হইল আর মুনিগণ স্তব আরম্ভ করিলেন। পরে দেববৃন্দ, মনুবর্গ, পিতৃগণ, অগ্নিসকল, তথা সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রক্ষঃ, সুপর্ণ, পন্নগ, দেবানুচর ও আদিত্যগণ নৃত্য করিতে করিতে গুণগান ও প্রশংসা পূর্ব্বক কুসুম বর্ষণ দ্বারা কশ্যপের আশ্রমপদ আচ্ছন্ন করিলেন।

হে রাজন্! নিজ গর্ত্ত সম্ভূত সেই পরম পুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া অদিতির বিস্ময় ও হর্ষ জন্মিল। প্রজাপতি কশ্যপ যোগমায়ায় গৃহীত কলেবর সেই পরেশকে দর্শন করিয়া সবিস্ময় বচনে এই মাত্র বলিলেন ভগবন্! জয়যুক্ত হও। (৮) হে রাজন্! ভগবান্ হরি ঐ যে ব্যক্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন যাহাতে চিৎ অব্যক্ত ছিল, স্বীয় দ্যুতি এবং ভূষণ ও আয়ুধ সহিত সেই শরীরে নটের ন্যায়, দর্শনকারি মাতা পিতার সমক্ষে বামন ব্রাহ্মণ কুমার হইলেন। তাঁহার গতি দিব্য, ঐ রূপ হওয়া বিচিত্র নহে। (৯) সে যাহা হউক। ঐ বামন বটুকে অবলোকন করিয়া মহর্ষিগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে২ প্রজাপতি কশ্যপ সদনে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে পুরস্কার করিয়া জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন। তদনন্তর যখন ঐ বটুর উপনয়ন হইল তখন সূর্য্যদেব স্বয়ং সাবিত্রী উপদেশ করিলেন আর বৃহস্পতি যজ্ঞ সূত্র এবং কশ্যপ মেখলা পরিধান করাইয়া দিলেন (১০) অপর ভূমি কৃষ্ণাজিন, বন সকলের পতি সোম দণ্ড এবং মাতা কৌপীনাচ্ছাদন তথা স্বর্গ ছত্র সেই জগৎপতিকে দান করিলেন। অধিকন্তু, হে মহারাজ! বেদগর্ত্ত ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশা, আর সরস্বতী অক্ষমালা লইয়া সেই অব্যয়াত্মার পুরস্কার করিলেন। (১১)

হে রাজন্! বামনের উপনয়ন হইল এ নিমিত্ত যক্ষরাজ তাঁহাকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিলেন আর সাক্ষাৎ ভগবতী অম্বিকা সতী ভিক্ষা দিলেন। (১২) সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুমার এই প্রকারে সর্ব্ব সমীপে সৎকৃত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা

ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিতা সভা অতিক্রমণ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে ইন্ধন দ্বারা পুনরায় আহিত অগ্নি সমিদ্ধ করিয়া চারি দিকে সমূহন কুশা আস্তরণ পূর্ব্বক সমিদ্ দিয়া হোম করিলেন। (১৩)

তদনন্তর শুনিলেন ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের উপকল্পিত বহুতর অশ্বমেধ দ্বারা বলবান্ বলি যজ্ঞ করিতেছেন অতএব অখিল বলে সম্পূর্ণ হইয়া স্বীয় ভারে পদেং অবনী মণ্ডল অবনত করত বলির যজ্ঞ স্থানে গমন করিলেন। (১৪) হে রাজন্! নর্ম্মদার উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে বলির যে সকল ঋত্বিক ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের কার্য্য করিতেছিলেন তাঁহারা সমীপে উদিত দিবাকরের তুল্য ঐ বামনকে দেখিতে পাইলেন। (১৫) তাঁহার তেজে সেই সকল ঋত্বিক্ এবং সদস্যগণ তথা যজমান অসুরবর বলি সহসা হতপ্রভ হইলেন এবং এই বলিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন যজ্ঞ দর্শন বাসনায় কি দিবাকর আসিতেছেন? না বহ্নি অথবা সনৎকুমারের আগমন হইল? (১৬)

সশিষ্য ভৃগুগণ কর্ত্তৃক এইরূপে বিবিধ বিতর্কিত হইয়া ভগবান্ বামন ছত্র দণ্ড- সজল কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক বলির অশ্বমেধ মণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। (১৭) কটি- দেশে মুঞ্জাতৃণ নির্ম্মিত মেখলা, মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়, তাহা উপবীতবৎ বাম স্কন্ধে নিবে- শিত ছিল, এতাদৃশ জটিল বিপ্ররূপি সেই মায়াবামন হরিকে (১৮) যজ্ঞ সদনে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র তদীয় তেজে অভিভূত হইয়া সশিষ্য ভৃগুগণ অগ্নি সক- লের সহিত উত্থান পূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। (১৯) আর যজ- মান বলিও আহ্লাদিত হইয়া দর্শনীয় মনোহর রূপের অনুরূপ অবয়বান্বিত বামনকে অবলোকন করিবা মাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসন প্রদান্ করিলেন। পরে স্বাগত প্রশ্না- নন্তর তদীয় পাদপদ্ম দ্বয় বন্দনা করিয়া প্রক্ষালন পূর্ব্বক মুক্ত সঙ্গ মনোরম সেই হরির অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হইলেন। (২০) হে রাজন্! ভগবানের সুমঙ্গল পাদশৌচ জল কলিকলুষ নাশক, ধর্ম্মজ্ঞ বলি তাহা মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! ইহা বিচিত্র মনে করিবেন না, চন্দ্রমৌলি দেবদেব গিরিশ পরম ভক্তি সহকারে স্বীয় শীর্ষ- দেশে ঐ পাদোদক ধারণ করিয়াছিলেন। (২১)

তদনন্তর বলি ভক্তি প্রকাশে কুতুহলী হইয়া কহিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! আপন- কার সুখে আগমন হইয়াছে? আপনাকে নমস্কার করি, আপনকার কি করিব, আজ্ঞা করুন। হে শ্রেষ্ঠ! আমার বোধ হইতেছে আপনি ব্রহ্মর্ষিদিগের মূর্ত্তিমান্ তপস্যা। আপনি আমার সদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অদ্য আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হইলেন, অদ্য আমার কুল পবিত্র হইল, অদ্য আমার এই যজ্ঞ সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইল, (২২) অদ্য আমার অগ্নি সকল যথাবিধি হুত হইলেন। হে দ্বিজাত্মজ! আপনকার পাদ প্রক্ষালন জলে আমার সমস্ত পাপ বিধুত এবং আপনার ক্ষীণ চরণে আমার এই ভূমি পবিত্রীকৃত হইল। (২৩) হে বিপ্রতনয়! আমার অনুমান হয় আপনি কিছু যাজ্ঞা করিতে আসিয়াছেন, যাহা ইচ্ছা হয় আমাহইতে গ্রহণ করুন। হে পূজ্যতম! গো, কাঞ্চন, উৎকৃষ্ট সদন, সুমিষ্ট অন্ন, কন্যা, সমৃদ্ধ ভূরিং গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, অথবা রথ যাহা অভিলষিত হয় গ্রহণ করুন। (২৪)

ইতি অষ্টমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

উনবিংশ অধ্যায়।

বামন কর্ত্তৃক বলি সন্নিধানে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচন, দানার্থ বলির অঙ্গীকার দেখিয়া ভৃগুর তন্নিবারণ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বলির ঐ প্রকার ধর্ম্মযুক্ত সূনৃত বচন শ্রবণ করিয়া ভগবানের সাতিশয় সন্তোষ হইল, প্রতিনন্দন পূর্ব্বক প্রতিবচন দিলেন। (১)

ভগবান্ কহিলেন অহে নরদেব! তোমার এসকল বাক্য অতিশয় সূনৃত, ধর্ম্মযুক্ত এবং যশস্কর, তোমার কুলোচিত বটে, না হইবেক কেন? ভৃগুগণ এবং নিজ পিতামহ কুলবৃদ্ধ প্রশান্ত প্রহ্লাদকে পারলৌকিক ধর্ম্মে প্রমাণ পাইয়াছ। (২) হে মহারাজ! তোমাদের এই কুলে এমত নিঃসত্ব অথবা কৃপণ কোন পুরুষ হয় নাই যে প্রতিশ্রুত হইয়া কোন ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কিম্বা দিতে অঙ্গীকার করিয়া না দিয়াছে। (৩) হে নৃপ! দানাবসরে অথবা যুদ্ধকালে অর্থিকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পরাঙ্মুখ হয় এবম্বিধ অমনস্বী পুরুষ তোমাদের কুলে নাই, ইহার প্রমাণ দেখ, আকাশে যেমন নক্ষত্রপতি চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছেন তেমনি তোমার কুলে মহাত্মা প্রহ্লাদ অমল যশে উদ্দ্যোতিত হইতেছেন। (৪) অপর তোমার এই বিখ্যাত বংশে মহাবীর হিরণ্যাক্ষ জন্ম গ্রহণ করিয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ার্থ একাকী অখিল ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কুত্রাপি প্রতিযোদ্ধা প্রাপ্ত হন নাই। (৫) ভগবান্ বিষ্ণু যখন ধরণী উদ্ধার করেন সে সময় ঐ বীর (হিরণ্যাক্ষ) উপস্থিত হইয়াছিলেন, অতিকৃচ্ছ্রে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তদীয় ভূরি বীর্য্য দমন পূর্ব্বক ভগবান্ আপনাকে জয়ী বলিয়া মানেন। আর ঐ হিরণ্যাক্ষের সহোদর হিরণ্যকশিপু তাহার (হিরণ্যাক্ষের) বধবার্ত্তা শুনিয়া ভ্রাতৃহন্তার প্রাণবধার্থ ক্রুদ্ধ হইয়া হরির আগারে গমন করেন। মায়াবিদিগের শ্রেষ্ঠ অথচ কালজ্ঞ ঐ দানবকে শূল ধারণ পূর্ব্বক কৃতান্তবৎ আসিতে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু এই চিন্তা করিয়াছিলেন (৬) যেখানে যেখানে যাইতেছি প্রাণধারিদের মৃত্যুর ন্যায় এই দানবকে সেই স্থানেই দেখিতেছি, ইহার দৃষ্টি বহির্ভাগে রহিয়াছে এই সময় ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করি। (৭) হে রাজন্! ভগবান্ হরি ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া ধাবমান সেই রিপুর নাসিকা রন্ধ্রযোগে তদীয় হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন তথাপি তাঁহার চিত্ত বিশেষে উদ্বিগ্ন ও সূক্ষ্ম দেহ শ্বাসানিলে অন্তর্হিত হইয়াছিল। (৮) অহে বলিরাজ! তৎপরে হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শূন্যস্থান পরিক্রমণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়াছিলেন এবং পৃথ্বী স্বর্গ আকাশ দিক্ বিবর সাগর সর্ব্বত্র অন্বেষিয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট থাকাতে কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। (৯) বিষ্ণুর দর্শন না পাইয়া হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিয়াছিলেন আমি সমস্ত জগৎ অন্বেষণ করিলাম, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যাহার নিকট হইতে পুরুষ পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না আমার ভ্রাতৃহন্তা সেই স্থানে গিয়াছে। (১০) রাজন্! দেহাভিমানি শূর পুরুষদিগের মৃত্যু পর্য্যন্ত বৈরানুবন্ধ ও অহঙ্কারাভিমানে বর্দ্ধিত মন্যু এই প্রকারই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহা অজ্ঞানপ্রভব। ফলতঃ অজ্ঞান নিবৃত্তির পূর্ব্বে পৌরুষত্যাগ মূর্খতামাত্র, এই কারণেই হিরণ্যকশিপু শত্রুর অনুসন্ধানে বিরত হয়েন নাই। (১১) অপর হে অসুররাজ! তোমার পিতা প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন, এমত দ্বিজবৎসল ছিলেন যে আপনার বৈরি জানিতে পারিয়াও যাচিত হওয়াতে দ্বিজবেশধারি দেবতাদিগকে স্বীয় পরমায়ুঃ

দান করিয়াছিলেন। তুমিও গৃহমেধি ব্রাহ্মণ এবং পূর্ব্বজ শূরগণ তথা অন্যান্য উদ্দাম যশস্বি মহাজনের আচরিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ, (১২) অতএব তোমার নিকট আমি কিঞ্চিৎ ভূমি ভিক্ষা করি। হে দৈত্যেন্দ্র! আমার এই পদের পরিমাণে তিন পাদমাত্র পৃথিবী চাহি। (১৩) রাজন্! তুমি অসামান্য বদান্য এবং এই জগতের ঈশ্বর সত্য, কিন্তু আমি তোমার নিকট এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু কামনা করি না, যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তি যাবৎ বিষয়ে প্রয়োজন, তাবন্মাত্র প্রতিগ্রহ করিলে তাহাতে পাপভাগী হন না। (১৪)

এই সমস্ত শ্রবণে বলি বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! অহে বিপ্রতনয়, তোমার এই সকল কথা বৃদ্ধ জনের সম্মত। তুমি বালক, তোমার বুদ্ধি অজ্ঞের তুল্য, স্বার্থ বিষয়ে তোমার বোধমাত্র নাই। * (১৫) কি খেদের বিষয়, আমি সকল লোকের ঈশ্বর, একটা দ্বীপ দান করিতে পারি, বহুল বচনে আরাধনা করিয়া আমার নিকট এই অজ্ঞান ত্রিপাদমাত্র ভূমি যাচ্ঞা করিতেছেন। (১৬) আমার আনুগত্য করিয়া কোন পুরুষের পুনরায় যাচক হওয়া উচিত হয় না, অতএব প্রচুর পরিমাণে বৃত্তিকরী ভূমি গ্রহণ করুন। (১৭)

ভগবান্ কহিলেন রাজন্, যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, যাহার তৃষ্ণা জিতা নহে, ত্রিলোকীমধ্যে যত২ প্রিয়তর বিষয় আছে তৎসমুদায়ও তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। (১৮) যে ব্যক্তি ত্রিপাদ পরিমিত ভূমিতে অসন্তুষ্ট, দ্বীপ পাইলেও তাহার তৃষ্ণা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। একটা দ্বীপ লব্ধ হইলে নব বর্ষ সমেত সপ্ত দ্বীপ লাভের অভিলাষ হইবেক। (১৯) ফলেও শ্রুত আছে বৈণ্য গয়াদি নৃপগণ সপ্ত দ্বীপের অধিপতি হইয়াও অর্থ ও কাম দ্বারা তৃষ্ণার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই। (২০) যে ব্যক্তি যদৃচ্ছা লব্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট হন্ তিনিই সুখী, অসন্তুষ্ট অজিতাত্মা জন ভুবন প্রাপ্ত হইয়াও সুখী হইতে পারে না। অতএব কবিগণ বলিয়াছেন অর্থ ও কাম বিষয়ে যে অসন্তোষ, তাহাই পুরুষের সংসৃতির কারণ এবং যদৃচ্ছা লব্ধ বিষয়ে সন্তোষই মুক্তির হেতু। (২১) হে রাজন্! যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইলেই ব্রাহ্মণের তেজঃ বৃদ্ধিশীল হয়, নচেৎ জলে যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হয় তাহার ন্যায় অসন্তোষে বিপ্রতেজঃ শান্ত হইয়া নাশ পায়। (২২) অতএব হে বরদবর, আমি ত্রিপাদ ভূমিই তোমার সমীপে প্রার্থনা করি, ইহাতেই কৃতার্থ হইব যেহেতু প্রয়োজনানুরূপ বিত্তই সুখজনক, অতিরিক্ত ধন ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে।

শুকদেব কহিলেন এই প্রকার উক্ত হইয়া বলি হাসিতে হাসিতে বলিলেন তবে যাহা ইচ্ছা, গ্রহণ করুন। ইহা বলিয়া বামনকে ভূমি দানার্থ জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুর চিকীর্ষিত জানিতে পারিলেন অতএব তাঁহাকে ভূমি দিতে উদ্যত স্বীয় শিষ্য দৈত্যপতি বলির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

শুক্র কহিলেন অহে বিরোচনতনয়, ইনি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু, কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, দেবতাদের কার্য্য সাধন করিবেন। (২৩) কি

* বলির ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই, তুমি বালক তুল্য, বস্তুতঃ বালক নহ এবং তোমার বুদ্ধি প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞার সদৃশী, তোমার স্বার্থ বোধ নাই, অর্থাৎ ভক্তদিগের অর্থই বুঝিয়া থাক কারণ স্বয়ং পরিপূর্ণ, ভক্তের অর্থ ব্যতীত তোমার আপনার স্বার্থ অপ্রসিদ্ধ।

করিলে? অনর্থ না বুঝিয়া ইহাঁকে ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে? আমার বোধ হয় আর শ্রেয়ঃ নাই, দৈত্যদিগের মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইল। (২৪) রাজন্! ইনি তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজঃ, যশঃ, বিদ্যা, সমুদায় আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া ইন্দ্রকে দিবেন, ইনি মানব নহেন, ভগবান্ হরি, মায়াযোগে বামন হইয়াছেন। (২৫) তুমি ত্রিপাদমাত্র ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে সত্য, কিন্তু ইনি তিন পদেই সমুদায় লোক আক্রমণ করিবেন কারণ ইনি বিশ্বমূর্ত্তি। তদনন্তর ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন অরে মূঢ়! বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দিয়া কি রূপে থাকিবি? (২৬) ইনি এক পদে পৃথিবী আক্রমণ করিবেন, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ লইবেন, ইহাঁর বিশাল শরীরে গগণমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবেক, তৃতীয় পদন্যাসের গতি কিসে হবে? তুই প্রতিশ্রুত দিতে পারিবি না, আমি অনুমান করি প্রতিশ্রুত অপ্রদান জন্য তোর্ নরকবাস হইবে। (২৭) অরে মূঢ়! যাহাতে আপনার বৃত্তি বিপন্ন হয় সে দান প্রশংসিত হয় না, যেহেতু লোকে বৃত্তিমান পুরুষেরই যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও পূর্ত্তাদি কর্ম্ম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, যশঃ, অর্থ, কাম এবং স্বজন এই পাঁচের নিমিত্ত আপনার বিত্ত পঞ্চ প্রকারে বিভাগ করেন তিনিই ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকেন। (২৮) যাহা হউক। এখন প্রতিশ্রুত হইয়া কি প্রকারে মিথ্যা বলিব এ ভাবনা ত্যাগ কর। সত্য মিথ্যার ব্যবস্থা বিষয়ে বহ্বৃচ শ্রুতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে আমার নিকট শুন। "হাঁ" বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক যাহা বলা যায় তাহার নাম সত্য, আর "না" এই যে বাক্য, তাহা অনৃত। (২৯) ঐ সত্য দেহরূপ বৃক্ষের পুষ্প ফল, যেহেতু শ্রুতিতে ঐ রূপ উক্ত হইয়াছে। পরন্তু দেহরূপ বৃক্ষ জীবিত না থাকিলে ঐ পুষ্পফল কিসে হইবেক? দেহের আমূল অনৃত, অনৃত দ্বারাই দেহের রক্ষা হইয়া থাকে। (৩০) অতএব যেমন মূল উৎপাটিত হইলে বৃক্ষ শুষ্ক হয় এবং অচিরে পড়িয়া যায় তেমনি অনৃত উচ্ছিন্ন হইলে দেহ সদ্যঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে। (৩১) অপর সর্ব্বথা সত্য কথনে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়াও অসম্ভব, অতএব সত্যের দোষ ও মিথ্যার গুণ বলি শ্রবণ কর। হাঁ, এই যে অক্ষর ইহাতে সম্পত্তিকে দূরে লইয়া যায়, সুতরাং পুরুষকে ধনশূন্য করিয়া ফেলে অথবা অপূর্ণ থাকে, অর্থাৎ যাচকের আশার অন্ত নাই, সুতরাং তাহা পূর্ণ করা যাইতে পারে না। অতএব যাচককে "হাঁ" বলিয়া দিতে স্বীকার করিয়া দেওয়া ভাল নয়, দিলে পুরুষকে অর্থ বিষয়ে ন্যূন হইতে হয়। (৩২) অধিকন্তু যে ব্যক্তি যাচককে "সকল দিব" বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক দেয় তাহার আপনার কামও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না অর্থাৎ তাহার নিজের ভোগও সিদ্ধ হইবার উপায় নষ্ট হয়। কিন্তু "না" এই যে অনৃত বাক্য, অর্থব্যয়াভাবহেতু ইহা পূর্ণ স্বরূপ এবং আপনার অভিমুখে অন্যের অর্থাকর্ষক, কারণ যে ব্যক্তি নিত্য বলে আমার কিছু নাই সে ঐ অনৃত দ্বারা অন্যের অর্থ আকর্ষণ করিতে পারে। (৩৩) অহে দৈত্য! আমার এ কথায় এমত মনে করিও না যে অমৃতের ন্যায় সর্ব্বদাই অনৃত সেবনীয়, কারণ সকলি "না" বলিয়া যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে অতিশয় অকীর্ত্তিভাগী এবং জীবন সত্ত্বে মৃত তুল্য হয়। (৩৪) কেবল এই সকল বিষয়ে অর্থাৎ স্ত্রীদিগকে বশীকৃত করণ, পরিহাস, বিবাহে বরাদির প্রশংসা, বৃত্তিরক্ষা, প্রাণসঙ্কট, এই সকল সময়ে এবং গো ব্রাহ্মণার্থে তথা গো ব্রাহ্মণের হিতার্থ কাহারো হিংসা উপস্থিত হইলে অনৃত কথন দূষণাবহ হয় না। (৩৫)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

ভগবানের কপট জানিতে পারিয়াও অনৃতভয়ে বলিকর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত দান, তদনন্তর সহসা অদ্ভুতরূপে বামনের বৃদ্ধি।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! কুলাচার্য্য দৈত্যগুরু ঐ প্রকার কহিলে গৃহপতি বলি ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, তদনন্তর অবহিত হইয়া গুরুর প্রতি নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিলেন। (১)

বলি বলিলেন গুরো! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন সত্য, যাহাতে কস্মিন্ কালেও অর্থ, কাম, যশঃ এবং বৃত্তির ব্যাঘাত না হয় গৃহস্থদিগের তাহাই ধর্ম্ম বটে (২) কিন্তু আমি মহাত্মা প্রহ্লাদের পৌত্র, "দি" বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া সামান্য কিতবের ন্যায় বিত্তলোভে বিপ্রকে কি প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিব? আর অসত্য অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম নাই যেহেতু এই অবনী বলিয়াছিলেন "আমার বোধ হয় মিথ্যাবাদি মানব ব্যতীত আমি সকল বহিতে সমর্থা হইব।" (৩) গুরো, নিরয় হইতে, অসুখার্ণব দারিদ্র্য হইতে, স্থানচ্যুতি হইতে এবং মৃত্যু হইতেও আমার তত ভয় হয় না, বিপ্র-প্রলোভন হইতে আমি যত ভয় পাই। (৪) আর ইহলোকে পৃথিব্যাদি যে কিছু দৃষ্ট হয় এসকল মৃত পুরুষকে অবশ্যই ত্যাগ করিবেক, তবে জীবিত থাকিয়া স্বয়ং কেন দান না করি। যদি বলেন সমুদায় দিলে বৃত্তি সঙ্কট হইবেক তৎপরিহারার্থ অর্দ্ধেক দাও, তাহাতে বক্তব্য এই, অর্দ্ধ দত্ত হইলে তদ্দ্বারা যদি ব্রাহ্মণের সন্তোষ না হয় তবে দানের ফল কি হইল? ফলতঃ যাচিত অপেক্ষা অল্প দিলে এ ব্রাহ্মণকুমারের সন্তোষ হইবেক না, তাহাতে আমার দান ব্যর্থ হইবেক, অতএব ইহাঁর প্রার্থিত সকল দেওয়াই আমার উচিত। (৫) গুরো! দধ্যঞ্চ শিবি প্রভৃতি সাধুপুরুষেরা দুস্ত্যজ প্রাণ দিয়াও প্রাণিদের উপকার করিয়াছেন, ইহাতে ভূমি প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে বিচার কি? (৬) যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ যে সকল দৈত্যেন্দ্র এই পৃথ্বী ভোগ করিয়াছিলেন করাল কাল তাঁহাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সংহার করিয়াছে কিন্তু তাঁহারা এই অবনীতলে যে যশঃ উপার্জ্জন করেন তাহা কালগ্রস্ত হয় নাই, অতএব যশঃ সাধন করাই বিধেয়। (৭) হে বিপ্রর্ষে, দেহত্যাগ অপেক্ষাও ধন-ত্যাগে অধিক যশঃ সম্ভাবনা আছে যেহেতু যুদ্ধে দেহত্যাগী পুরুষ যেমন সুলভ, অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, সৎপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ধনত্যাগ করে এমত লোক তদ্রূপ সুলভ নহে। (৮) ভগবন্! সামান্য অর্থির অভিলাষ পূরণেও যদি দৈন্য হয় তাহাও সদয় মনস্বি পুরুষের শ্রেয়ঃ, ইহাতে আপনকার সদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূরণে আমার দৈন্য হইলে তাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া গণ্য না হইবার বিষয় কি? অতএব আমি অবশ্যই এই বটুর বাঞ্ছিত দান করিব। (৯) মুনে! আপনারা বেদবিদ্যায় দক্ষ, আপনারা আদর পূর্ব্বক যাগ যজ্ঞ দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এই বটু সেই বরদ বিষ্ণুই হউন অথবা আমার শত্রুই হউন, ইহাঁর প্রার্থিত ভূমি প্রদান করিব। আমি অনপরাধ, যদ্যপি ইনি অধর্ম্ম করিয়া আমাকে বন্ধন করেন তথাপি আমি এই ভীত ব্রাহ্মণরূপি রিপুর হিংসা করিব না। (১০) ইনি যদি উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ হয়েন এবং আপনার যশঃ ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা না

করেন, যুদ্ধে আমাকে বধ করিয়া এই ভূমি হরণ করিবেন অথবা আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিশায়ী হইবেন। (১১)

শুকদেব কহিলেন আপনার শিষ্য বলি এই প্রকারে অশ্রদ্ধ হইয়া আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হইলে দৈবপ্রেরিতের ন্যায় হইয়া শুক্রাচার্য্য ক্রোধ পূর্ব্বক সত্যপ্রতিজ্ঞ ঐ অসুরশ্রেষ্ঠকে এই বলিয়া শাপ দিলেন অরে তুই অজ্ঞ, পণ্ডিতমানী হইয়াছিস, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমার শাসন অতিক্রমণ করিতেছিস্, অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হইবি।

হে রাজন্! মহাত্মা বলি স্বীয় গুরুকর্ত্তৃক ঐ রূপ অভিশপ্ত হইয়াও আপনার সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না, বামনকে অর্চ্চনা করিয়া উদক স্পর্শ পূর্ব্বক ভূমি দান করিলেন। (১২) তদনন্তর বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী মুক্তাভরণ ও মাল্যে অলঙ্কৃতা হইয়া একটী জলপূর্ণ স্বর্ণকলস আনিয়া নিকটে স্থাপন করিলেন। যজ্ঞকারী বলি সেই জল দিয়া পরম হর্ষে স্বয়ং ঐ বটুর চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন পরে বিশ্বের পবিত্রকারি সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন।

হে রাজন্! এই সময়ে স্বর্গে দেবগণ এবং গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও চারণপ্রভৃতি সকলেই বলির ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করত পরম হর্ষে তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর সহস্র সহস্র দুন্দুভি মুহুর্মুহুঃ বাদিত হইতে লাগিল। অপর গন্ধর্ব্ব কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা এই বলিয়া গান আরম্ভ করিল মনস্বী বলি অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, যেহেতু জানিয়া শুনিয়াও আপন রিপুকে ত্রিভুবন দান করিলেন। (১৩)

হে রাজন্! বলি অগ্রে "যাহা বাঞ্ছা হয় গ্রহণ করুন" এই কথা বলাতে তদনন্তর হরির সেই বামন রূপ আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইল। ঐ মূর্ত্তির আত্মায় গুণত্রয় থাকাতে পৃথিবী, আকাশ, দিক্, স্বর্গ, বিবর, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, দেব এবং ঋষি সমুদায় তাহাতে অবস্থিত ছিল। (১৪) ঋত্বিক্ আচার্য্য সদস্যাদি সহিত অসুররাজ বলি মহৈশ্বর্য্যশালি হরির ত্রিগুণাত্মক কলেবরে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়চয়, বিষয় (গন্ধাদি), আশয় (চিত্ত) এবং জীব সম্বলিত ত্রিগুণ বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। (১৫) অর্থাৎ ইন্দ্রসেনাই যাঁহার সেনা, সেই বলি, ঐ বিশ্বমূর্ত্তি হরির পদতলে রসাতল, চরণদ্বয়ে ধরণী, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্ব্বত, জানুদেশে পক্ষি এবং ঊরুদ্বয়ে মরুদ্গণ নিরীক্ষণ করিলেন। (১৬) অপর সেই বিভুর বসনে সন্ধ্যা, গুহ্যদেশে প্রজাপতি, জঘনে আপনি যাহাদের প্রধান তাদৃশ বহুতর অসুর, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্ত সাগর এবং উরঃস্থলে নক্ষত্রশ্রেণি বিরাজমান দর্শন করিলেন। (১৭) অপর ধীরবর বলি সেই মুরারির হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনোমধ্যে চন্দ্র, বক্ষঃস্থলে পদ্মকরা কমলা, কণ্ঠদেশে সামবেদ ও সমস্ত শব্দ (১৮) চারি বাহুতে ইন্দ্রাদি দেবগণ, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সকল, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় অনিল, চক্ষুর্দ্বয়ে সূর্য্য, বদনে বহ্নি, (১৯) বাক্যে চতুর্বেদ, রসনায় বরুণ, ভ্রূদ্বয়ে নিষেধ ও বিধি, চক্ষুর দুই পক্ষ্মে দিবা ও রাত্রি, ললাটে মন্যু, অধরে লোভ (২০) স্পর্শে কাম, শুক্রে জল, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম, পদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়ায় মৃত্যু, হাস্যে মায়া, লোমসকলে ওষধিজাতি, (২১) নাড়ীসকলে নদী, নখনিকরে শিলা, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয় সকলে দেবতা ও ঋষিগণ এবং গাত্রে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূত দেখিতে পাইলেন। (২২)

হে রাজন্! সর্ব্বাত্মা বামনের দেহে উক্ত রূপে ত্রিভুবন নিরীক্ষণ করিয়া সমুদায়

অসুর বিস্ময়ে আকুল হইল। পরন্তু অসহ্যতেজঃ সুদর্শনচক্র, মেঘবৎ গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত শার্ঙ্গধনু, (২৩) পর্জ্জন্য তুল্য শব্দায়মান পাঞ্চজন্য, কৌমোদকী গদা, বিদ্যাধর নামক শতচন্দ্রযুক্ত অসি, উত্তম তূণ দ্বয় এবং অক্ষয় সায়ক, এই সকলের ঈশ্বর সেই ঈশকে বেষ্টন করিয়া সুনন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্ষদগণ লোকপালদিগের সহিত স্তব করিতে লাগিলেন। (২৪) আর ভগবান্ কিরীট, অঙ্গদ এবং মকরাকার কুণ্ডলে অলঙ্কৃত তথা রত্নোত্তম শ্রীবৎস, মেখলা এবং অম্বরে শোভিত ও ভ্রমর নিকরান্বিত বনমালায় ব্যাপ্ত হইয়া সাতিশয় দীপ্তিশীল হইলেন। (২৫) তদনন্তর তাঁহার এক পদে বলির সকল ভূমি, শরীরে আকাশ এবং বাহুদ্বয়ে দিক্ সকল আক্রান্ত হইল। (২৬) হে রাজন্! সেই ভগবান্ যৎকালে দ্বিতীয় পদ ক্ষেপণ করিলেন তখন স্বর্গ তাহার নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র স্থান হইল কিন্তু সেই উরুক্রমের তৃতীয় চরণ ন্যাসার্থ কিছুই স্থান রহিল না. অতএব ঐ চরণ স্বর্গের উপরে গমন করত মহর্লোক জনলোক এবং তপোলোকের উপরি সত্যলোকে গিয়া উপনীত হইল। (২৭)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

লোকমধ্যে বলির উৎকর্ষ প্রকাশার্থ তৃতীয়পদ পূরণ চ্ছলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক বলির বন্ধন।

শুকদেব কহিলেন হে নরদেব! বামনের তৃতীয় চরণ সত্যলোকে গত হইল দেখিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা তথা মরীচি প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ব্রতচারী ঋষি এবং সনন্দাদি যোগিগণ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। রাজন্! তদীয় নখরূপ নিশাকরের কিরণে ব্রহ্মার স্বীয় দ্যুতি হত হইল এবং স্বয়ং তাহাতে আবৃত হইলেন। (১) সে যাহা হউক। তদনন্তর বেদ, উপবেদ, নিয়ম, যম, তর্ক, ইতিহাস, শিক্ষাদি বেদাঙ্গ, পুরাণ, সংহিতা, তথা যে সকল ব্যক্তির যোগরূপ সমীরণে জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপিত ও তদ্দ্বারা কর্ম্ম মল ভস্মীভূত হইয়াছিল তাঁহারাও গমন করিলেন। (২) হে কুরুবর্য্য! ঐ সকল ব্যক্তি ভগবৎপদারবিন্দের স্মরণানুভাবে স্বায়ম্ভুব ধাম প্রাপ্ত হইলেন অতএব সকলেই ঐ পাদপদ্মের বন্দনা করিতে লাগিলেন। ঐ চরণ অতিশয় দুর্লভ, কর্ম্ম সকল দ্বারাও প্রাপ্য হয় না। (৩)

তদনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং যাঁহার নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুর উল্লসিত চরণে অর্হণোদক নিবেদন করিলেন এবং ভক্তি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। (৪) হে নরেন্দ্র! ব্রহ্মার কমণ্ডলু জল ঐ বামনের পদ প্রক্ষালনে পূত হইয়া স্বর্ণদী হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি ভগবানের অমল কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া আকাশে পতিত হওত ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছে। (৫) সে যাহা হউক। তদনন্তর ব্রহ্মাদি লোকপাল সকল অনুচরগণ সহিত আদৃত হইয়া, আপনাদের নাথ সেই বিষ্ণু, যিনি স্বীয় বিস্তার সংহার করিয়া বামন রূপ হইয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিলেন। অর্থাৎ সুশীতল জল, সুন্দর মাল্য, সুরভি চন্দন ও অনুলেপন, সুবাসিত ধূপ ও দীপ এবং লাজ (খৈ), আতপতণ্ডুল তথা ফলরাশি দ্বারা অর্চ্চন করিয়া স্তব, এবং তদীয় বীর্য্য ও মহিমার জয়ধ্বনি, অধিকন্তু নৃত্য গীত

বাদ্য তথা শঙ্খ দুন্দুভি নিনাদ এই সকল দ্বারা উৎসব করিলেন। পরে ঋক্ষরাজ জাম্ব বান্ ভেরীধ্বনি করিয়া সকল দিকে ঐ বিজয় মহোৎসবের ঘোষণা দিতে লাগিল। (৬)

হে রাজন্! এদিকে অসুরেরা ত্রিপাদ ভূমি বিষয়ক কপট যাচ্ঞা দ্বারা আপনাদের প্রভু যজ্ঞদীক্ষিত বলির সমুদায় পৃথ্বী অপহৃতা হইতে দেখিয়া মহাক্রোধে বলিতে লাগিল (৭) অহে! এ ব্রহ্মবন্ধু বিষ্ণু নহে, এ প্রধান মায়াবী, এই দুষ্ট দ্বিজরূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া দেবকার্য্য করিতে অভিলাষ করিয়াছে। বটুরূপী এই শত্রু ভিক্ষুক হইয়া আমাদের স্বামির সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। আমাদের প্রভু সতত সত্যব্রত বিশেষতঃ সংপ্রতি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণহিতৈষী এবং দয়াবান্, কখনই মিথ্যা বলিতে পারিবেন না। (৮) আমরা ইহার প্রাণবধ করি আইস, তাহাতে ধর্ম্ম ও আমাদের স্বামির শুশ্রূষা করা হইবেক। এই প্রকার বলিয়া বলির অনুচরগণ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিল এবং শূল ও পট্টিশ হস্তে লইয়া বামনের বধার্থ মহা ক্রোধে ধাবমান হইল। কিন্তু অসুরবর বলি এ সকল কিছুই ইচ্ছা করেন নাই।

সে যাহা হউক। ঐ সকল দানব সেনাপতিদিগকে ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া বিষ্ণুর অনুচরগণ হাস্য করিলেন এবং স্ব২ অস্ত্র উন্নত করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। রাজন্! নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন, পক্ষি, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত এবং সাত্বত, এই সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর অনুচর, ইহাদের সকলেরই অযুত মত্ত হস্তির তুল্য বল, ইহারা সকলেই বেগে ঐ সকল অসুর সেনা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বলি দেখিলেন মহাপুরুষের অনুচরগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সেনা সকলই নিহত হয় অতএব শুক্রাচার্য্যের শাপ অনুস্মরণ পূর্ব্বক আপনার অনীকিনীগণকে নিবারণ করিলেন (৯) এবং এই কহিলেন অহে বিপ্রচিত্তি! অহে রাহু! অহে নেমি! আমার কথা শুন, আর যুদ্ধ করিও না, ক্ষান্ত হও, এই কাল এক্ষণে আমাদের পক্ষে অনুকূল নহেন। (১০) যিনি সকল প্রাণির সুখ দুঃখ প্রদানে প্রভু, হে দৈত্যগণ! পৌরুষ দ্বারা তাঁহাকে অতিক্রমণ করিতে কোন পুরুষ সমর্থ হইতে পারে না। অহে! যে ভগবান্ পূর্ব্বে আমাদিগের মঙ্গলার্থ ও দেবতাদের অমঙ্গলার্থ উদ্যুক্ত ছিলেন সেই ভগবান্ এখন তাহার বিপরীত হইয়া উঠিয়াছেন। আরো বলি শুন। অমাত্য, বল, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধাদি ও সামাদি উপায় কিছুতেই লোকে কাল অতিক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। (১১) এই সকল হরির অনুচর দেবগণকে তোমরা বারম্বার পরাজিত করিয়াছ সত্য কিন্তু ইহাঁরা এখন দৈব কর্ত্তৃক সমৃদ্ধ হইয়াছেন অতএব আমাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া গর্জ্জন করিতেছেন। (১২) আমাদিগের প্রতি আবার যখন দৈব প্রসন্ন হইবেন তখন পুনরায় আমারাও ইহাদিগকে জয় করিব অতএব যে কাল আমাদের আনুকূল্য করিবেন এক্ষণে কেবল সেই কালের প্রতীক্ষা করহ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! দৈত্য দানব যূথপগণ আপনাদের অধিপতির ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপার্ষদদিগের তাড়না ভয়ে রসাতলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। (১৩) অনন্তর পক্ষিরাজ গরুড় ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যজ্ঞীয় সোমাভিসবের দিবস বারুণ পাশ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিল। (১৪) হে রাজন্! প্রভবিষ্ণু ভগবান বিষ্ণু এই প্রকারে বলির নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল দিকে অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উঠিল। ঐ রূপে বারুণপাশে বদ্ধ হইয়া

বলি শ্রীভ্রষ্ট হইলে স্থিরপ্রজ্ঞ ও মহাযশাঃ সেই মহাত্মাকে ভগবান্ বামন বলিতে লাগিলেন অহে অসুরবর! তুমি আমাকে তিন পদ ভূমি দান করিয়াছ, আমার দুই পদে সমুদায় পৃথ্বী আক্রান্ত হইল, তৃতীয়পদ পরিমিত ভূমি কোথায় আছে দাও (১৫) রাজন্! দিবাকর কিরণ দ্বারা যত দূরপর্য্যন্ত উত্তাপ দেন, যত দূরপর্য্যন্ত নিশানাথ নক্ষত্রগণ সহ প্রভা বিস্তার করেন, যাবৎ পর্য্যন্ত মেঘ সকল বর্ষণ করে, তাবৎ পরিমিত এই ভূমি তোমার। (১৬) আমি এক পদে সমুদায় ভূর্লোক আক্রমণ করিয়াছি, আমার শরীর দ্বারা আকাশ ও দিক্ সকল ব্যাপ্ত হইয়াছে, দেখ না তোমার সমক্ষেই দ্বিতীয় পদে স্বর্লোক আক্রান্ত হইল, এই রূপে আমি তোমার সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিলাম। (১৭) কিন্তু ইহাতেও তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইল না, প্রতিশ্রুতাপ্রদানজন্য তোমার নরক বাস উচিত হয় অতএব নিজ গুরু শুক্রাচার্য্যের অনুমতি লইয়া নিরয়ে প্রবেশ কর। (১৮) যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া না দেয়, প্রত্যুত যাচকের সহিত প্রতারণা করে, তাহার মনোরথ বৃথা, তাহার স্বর্গ অতি দূর, সে অধঃপতিত হয়। (১৯) তুমি আঢ্যম্মন্য হইয়া "দিতেছি" বলিয়া আমাকে দিলে না, বঞ্চনা করিলে, এই অনৃতের ফল স্বরূপ কিয়ৎ বৎসর নরক ভোগ করহ। (২০)

ইতি অষ্টমস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পাতালে প্রস্থাপনানন্তর ন্যূনতা বোধে বলির প্রতি বর দানপূর্ব্বক ভগবানের তদ্দ্বারপালতা স্বীকার।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! এই প্রকারে ভগবান্‌কর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া অসুরবর বলি যদিও সত্য হইতে চালিত হইতেছিলেন তথাচ অবিচলিত চিত্তে বক্ষ্যমাণ অবিক্লব বচন প্রয়োগ করিলেন। (১)

বলি বলিলেন হে উত্তমঃ শ্লোক! আমার কথিত বাক্য অসত্য নহে, আপনিই অগ্রে কপটতা পূর্ব্বক বামনরূপে ভিক্ষা করিয়া এক্ষণে রূপান্তর প্রকাশ করিতেছেন। যাহা হউক। ঐ প্রকারেও যদি আপনি আমার কথা মিথ্যা বলিয়া মানেন তথাপি আমি নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করিতেছি, আমার বাক্য বঞ্চনার বাক্য না হউক, আপনি দুই পদ পরিমিত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৃতীয় পদের স্থান পান নাই, ঐ চরণ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। (২) ভগবন্! অপকীর্ত্তি হইতে আমার যদ্রূপ অত্যর্থ ভয় হয় নরক হইতে অথবা পাশবন্ধন হইতে কিম্বা দুরন্ত ব্যসন হইতে তদ্রূপ ভয় হয় না, আর অর্থ কষ্ট হইতে অথবা আপনার কৃত নিগ্রহ হইতেও আমার তাদৃশ সন্ত্রাস জন্মে না। (৩) ব্রহ্মন্! আপনকার কৃত এই নিগ্রহ আমার অপকীর্ত্তি জনক নহে, যেহেতু মান্য জনে যে দণ্ড অর্পণ করেন তাহা পুরুষদের শ্লাঘ্যতম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ মাতা অথবা পিতা, কিম্বা ভ্রাতা, অথবা সুহৃজ্জনেও ঐ রূপ দণ্ড অর্পণ করিতে পারেন না অতএব আপনি আমার হিতৈষী হইয়া এই নিগ্রহ করাতে আমি শ্লাঘ্যই হইতেছি। (৪) ভগবন্! আপনি নিশ্চয় শত্রুচ্ছলে বর্ত্তমান হইয়াছেন নচেৎ অসুর যে আমরা, আমাদিগেরও আপনিই পরম গুরু, কারণ আমরা ভূরি মদে অন্ধ হইয়াছিলাম আপনি আমাদিগের মত্ততা বিনাশক জ্ঞান চক্ষুঃ প্রকাশ করিয়া দিলেন। (৫) অহো! যাঁহার প্রতি বৈরানুবন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়া বহু২ অসুর সিদ্ধি

লাভ করিয়াছে যাহা কেবল একান্তযোগিগণ প্রাপ্ত হয়েন (৬) সেই ভূরিকর্ম্মা পরম গুরু কর্ত্তৃক আমি নিগৃহীত ও বারুণপাশে বদ্ধ হইয়াছি ইহাতে আমার লজ্জা অথবা দুঃখ কি? ফলতঃ এ বিষয়ে আমি লজ্জিতও নহি এবং ব্যথিতও নাহ। (৭) ভগবন্! আমার প্রতি আপনকার দণ্ডরূপ যে এই অনুগ্রহ হইল আমি ইহার পাত্র নহি, আপনি নিজভক্তের পৌত্র বলিয়া এই অনুগ্রহ করিলেন, আমার পিতামহ প্রহ্লাদ আপনকার প্রিয়পাত্র, তাঁহার সাধুবাদ প্রকাশিত আছে। আপনি তাঁহার পরম আশ্রয় ছিলেন। যদিও তিনি আপনকার বিদ্বেষী স্বীয় জনক হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক আশ্চর্য্য হিংসা প্রাপিত হইয়াছিলেন (৮) তথাচ এই রূপ বিবেচনা করেন আয়ুর শেষে আত্মীয় নামধারী দস্যুরূপী যে সকল পুত্রাদি, তাহারা যে দেহকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে সে দেহে কি ফল, আর ভার্য্যা সংসারের হেতুভূতা, তাহাতেই বা কি ফল, এবং গৃহেতেই বা প্রয়োজন কি? তাহাতে কেবল আয়ুর্ব্যয়ই হয়, কিঞ্চিন্মাত্র সুখ নাই। (৯) হে সত্তম! অগাধ বোধ সম্পন্ন আমার সেই মহান্ পিতামহ ঐ প্রকার নিশ্চয় করিয়া, যদিও আপনি তাঁহার নিজপক্ষের ক্ষয়কারী ছিলেন তথাচ স্বজন হইতে ভীত হওত যাহাতে কোথা হইতেও ভয় সম্ভাবনা নাই এবং যাহা ধ্রুব, তথাবিধ আপনকার পাদপদ্মেরই শরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১০)

ভগবন্! এক্ষণে দৈবকর্ত্তৃক আমিও, আত্মরিপু যে আপনি, আপনকার সমীপে আনীত হইলাম। ঐ দৈব আমার অতিশয় অনুকূল, যেহেতু বল দ্বারা আমার সেই সম্পত্তি ত্যাগ করাইয়াছেন যাহাতে পুরুষ স্তব্ধমতি হইয়া কৃতান্তের সন্নিহিত এই জীবনকে অনিত্য বলিয়া বুঝিতেও সমর্থ হয় না। (১১)

শুকদেব কহিলেন হে কুরুবর! অসুরবর বলি ঐ প্রকার কহিতেছেন এমত সময়ে ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। (১২) প্রাহ্লাদের নয়নদ্বয় নলিন তুল্য মনোহর আয়ত, বসন পিশঙ্গ বর্ণ, বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ, তিনি স্বয়ং উচ্চকায় ও শ্যামবর্ণ তথাচ কান্তিদ্বারা বিরাজমান হইতেছিলেন। সুভগ জনের প্রধান পিতামহ মহাত্মা প্রহ্লাদকে বলি অবলোকন করিলেন (১৩) কিন্তু বারুণপাশে বদ্ধ থাকাতে পূর্ব্ববৎ উপহার দিয়া পূজা করিতে তাঁহার সামর্থ্য হইল না, অশ্রুপূর্ণ লোচন হইয়া কেবল মস্তকদ্বারা প্রণাম করিতে লাগিলেন। বোধ হয় তাহার পরেই নিজকৃত অহঙ্কারাদি রূপ অপরাধ মনে পড়িল অতএব লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। (১৪) হে রাজন্! সুনন্দাদি অনুগগণ কর্ত্তৃক উপাসিত জগৎপতি ভগবান্ হরিকে বলির নিকট উপবিষ্ট দেখিয়া প্রহ্লাদ মনে করিলেন ইহার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হইয়াছে সন্দেহ নাই অতএব ঐ মহামনা পুলকে পরিপূর্ণ ও অশ্রুজলে বিহ্বল হই।। মস্তক দ্বারা নমস্কার করিতে২ ভগবানের নিকটে গেলেন এবং সন্নিহিত হইয়া শিরোবনমন পুরঃসর প্রণাম করিলেন। (১৫)

প্রহ্লাদ কহিলেন ভগবন্! আপনিই বলিকে উর্জ্জিত ঐন্দ্র পদ প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহা লইলেন। ইহার ইন্দ্রপদ আপনি অপহরণ করিলেন না, স্বীয় পদই পুনরায় গ্রহণ করিলেন। ইহা ভালই হইল, আমি অনুমান করি ইহার প্রতি আপনকার বড় অনুগ্রহ, যেহেতু ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিই আত্মার মোহকারক, এ ব্যক্তি তাহা হইতে বিভ্রংশিত হইল। (১৬) ভগবন্! ঐশ্বর্য্য সম্পত্তির মোহজনকতার কথা কি বলিব? তাহাতে বিদ্বান জনও এবং সংযত পুরুষও মুগ্ধ হয়েন এই কারণে সম্পত্তি সত্ত্বে কোন ব্যক্তিই আত্মতত্ত্ব যথাবৎ দর্শন করিতে পারে না, আপনি বলির সম্পত্তি হরণ

করিয়া ইহার প্রতি মহতী করুণা প্রকাশ করিলেন, আপনি মহাকারুণিক, জগদীশ্বর, অখিল লোক সাক্ষী এবং নারায়ণ। আপনাকে নমস্কার করি। (১৭)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন! অনন্তর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান সেই প্রহ্লাদের সমক্ষেই বামনরূপি মধুসূদনকে কিঞ্চিৎ বলিবার উপক্রম করিলেন। (১৮) সেই সময় বলির বনিতা বিন্ধ্যাবলিও ভগবান্‌কে কিছু বলিতে আসিল অতএব তাহার সম্মানার্থ ব্রহ্মা ক্ষণ কাল তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলি পতির বন্ধন নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে বিহ্বলা হইল, পরে কৃতাঞ্জলি ও অবাঙ্‌মুখী হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিল। (১৯)

বিন্ধ্যাবলি বলিল হে ঈশ! আপনি আপনার ক্রীড়ার্থ এই ত্রিজগৎ রচনা করিয়াছেন কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি লোকে ইহাতে আপন২ স্বামিত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। ভগবন্! আপনি ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারী, অন্যে আপনাকে তাহা কি সমর্পণ করিবেক? যাহারা বলে আপনাকে অর্পণ করিলাম তাহাদের লজ্জা নাই, "আমরা স্বতন্ত্র" তাহাদের এই বাদমাত্র, তুমিই অবরোপিত করিয়াছ। হে রাজন্! বিন্ধ্যাবলির এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই আমার স্বামী তোমাকে লোকত্রয় অর্পণ করিলাম তৃতীয় চরণার্থ দেহার্পণ করিয়া প্রতিশ্রুত সত্য করি, এই প্রকারে দেহাদিতে স্বামিত্ব জ্ঞান করত যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার নির্লজ্জতাই প্রকাশ হইতেছে যেহেতু আপনি সর্ব্বব্যাপী। অতএব মন্দবুদ্ধি এই ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া মোচন করুন। (২০)

এই প্রকারে প্রহ্লাদ ও বিন্ধ্যাবলির বাক্যেই যদিও ভগবান্ বামন প্রসন্ন হইলেন তথাচ ব্রহ্মা লোকদৃষ্ট্যর্থ বহুবিধ সম্বোধন পুরঃসর প্রার্থনা করিলেন হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগন্ময়! বলির সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন, ইহার প্রতি আর নিগ্রহ অর্হে না, এখন মোচন করুন। (২১) ভগবন্! এই অসুরবর কৃৎস্ন ভূমি ও নিজকর্ম্মার্জ্জিত সমস্ত লোক দান করিয়াছে, যে ব্যক্তি অকাতর হইয়া সর্ব্বস্ব এবং শেষে আত্ম পর্য্যন্ত নিবেদন করিল সে আর নিগ্রহার্হ হইতে পারে না। (২২) প্রভো! লোকে শাঠ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে আপনকার পাদপদ্মে উদকমাত্র দান এবং দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও সপর্য্যা বিধান করিয়া উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয় এই বলি সেই আপনাকে অকাতরে ত্রিলোকী দান করিল, ইহাতেও কি এ ব্যক্তি নিগ্রহ পাইবার যোগ্য? (২৩)

ভগবান্ কহিলেন ব্রহ্মন্! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি তাহার অর্থ অপহরণ করিয়া থাকি কারণ অর্থদ্বারা মত্ততা জন্মে তাহাতে পুরুষ অনম্র হইয়া সকল লোককে ও আমাকে অবজ্ঞা করে, অতএব মদস্তম্ভ হেতু অর্থসকলের অপহরণই অনুগ্রহ। (২৪) অপর জীবাত্মা সর্ব্বদা পরতন্ত্র হইয়া নিজ কর্ম্মদ্বারা কৃমি কীটাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে তৎপরে পৌরুষী গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুরুষ হইয়া জন্মে। (২৫) সেই পুরুষজন্মে যদি জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও ধনাদি দ্বারা তাহার স্তম্ভ (মত্ততা) না হইল তাহাই আমার মহান্ অনুগ্রহ। (২৬) আমি স্বয়ং ধ্রুবাদিকে যে সম্পদ্ প্রদান করিয়াছি তাহার কারণ আছে, যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত, তাহারা অনম্রতাদির নিমিত্ত ভূত ও সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়ের প্রতিকূল জন্মাদি সত্ত্বেও কখন মুগ্ধ হয় না অতএব আমি ভক্তের ইচ্ছায় সম্পদ্ প্রদান করি অভক্ত জনে সম্পদে মুগ্ধ হয় এ কারণ তাহার সম্পদ্ হরণ করিয়া অনুগ্রহ করি। (২৭)

হে ব্রহ্মন্! এই দানব (বলি) দৈত্যদিগের অগ্রণী ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন, এ ব্যক্তি

দুর্জ্জয়া মায়া জয় করিয়াছে, একারণ অবসন্ন হইয়াও মুগ্ধ হইতেছে না। এ নির্ধন, স্থানচ্যুত এবং শত্রুকর্ত্তৃক বদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর ইহার জ্ঞাতিরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার যাতনা দিয়াছে। (২৮) অধিকন্তু ইহার গুরু (শুক্রাচার্য্য) ইহাকে কত ভর্ৎসনা করিয়াছে, কত শাপ দিয়াছে, তথাচ এ ব্যক্তি আপনার সত্য পরিত্যাগ করে নাই। আমি কপটতা পূর্ব্বক ইহাকে যে ধর্ম্ম বলিলাম তাহাও পরিত্যাগ করিতেছে না, অতএব এ ব্যক্তি অতিশয় ভক্তিমান ও সত্যবাদী। (২৯) এই নিষ্ঠা নিমিত্ত আমি ইহাকে দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য স্থান প্রদান করিয়াছি। আমি স্বয়ং ইহার আশ্রয় হইলাম, এই বলি সাবর্ণি মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন। (৩০) যাবৎ ঐ সাবর্ণি মন্বন্তর আগত না হয় তাবৎ ইনি বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত সুতলে গিয়া বাস করুন। ঐ স্থানও সামান্য নহে, তথায় যে সকল ব্যক্তি বসতি করে আমার দৃষ্টিতে তাহাদিগের আধি, ব্যাধি, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাভব অথবা কোন প্রকার উপসর্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। (৩১)

হে রাজন্! ব্রহ্মাকে এই প্রকার প্রত্যুত্তর দিয়া করুণাপরায়ণ হরি সাক্ষাৎ বলির প্রতি কহিলেন হে ইন্দ্রসেন! হে মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক, জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গবাসিদেরও প্রার্থনীয় সুতলে গমন কর। (৩২) সেখানে লোকপালেরাও তোমাকে অভিভব করিতে প্রভু হইবেন না, ইহাতে অপরের কথা কি? যে সকল দৈত্য তোমার শাসন উল্লঙ্ঘন করিবেক আমার চক্র তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। (৩৩) অপর আমি তোমাকে অনুচর ও পরিচ্ছদ সহ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। হে বীর! আমার বিয়োগভয়ে তোমার কি তথায় যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না? আমি সত্য করিয়া বলিতেছি তুমি আমাকে সর্ব্বদা সেই স্থানে সন্নিহিত দেখিতে পাইবে। (৩৪) সেখানে দৈত্য দানবদিগের সঙ্গহেতু তোমার যে আসুর ভাব জন্মিবেক, আমার অনুভাব অবলোকনে তাহা সদ্যই কুণ্ঠ হইয়া বিনষ্ট হইবেক। (৩৫)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পিতামহ সহিত বলি সুতল গমন করিলে ইন্দ্রের উপেন্দ্র সহ স্বর্গারোহণ পুরঃসর পূর্ব্ববৎ ঐশ্বর্য্য ভোগ।

শুকদেব কহিলেন পুরাতন পুরুষ ভগবান্ বামন ঐ প্রকার কহিলে সমস্ত সাধু সম্মত মহানুভব বলির লোচনদ্বয় আনন্দাশ্রুকলায় আকুল হইল। তিনি ভক্ত্যুৎকণ্ঠ হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক গদ্গদ স্বরে বচনারম্ভ করিলেন। (১)

বলি বলিলেন অহো! আপনকার প্রতি নমস্ক্রিয়ার কি আশ্চর্য্য মহিমা! তদর্থ উদ্যম মাত্রও ভক্ত জনের অর্থ সম্পাদনার্থ সমর্থ হয়! আপনকার প্রতি নমস্ক্রিয়ার উদ্যম এই অধম অসুরকে লোকপালদিগেরও অলব্ধপূর্ব্ব ভবদীয় অনুগ্রহের ভাজন করিল। ভগবন্! আপনি পরমেশ্বর, আমি অতিক্ষুদ্র, আমি আপনাকে ত্রিলোকী দান করিব কি? আপনাকে সম্যক্ প্রকারে প্রণামও করি নাই, তদর্থ উদ্যমমাত্র করিয়াছি, তাহার এমত মাহাত্ম্য! কোটি২ তপো দানাদি দ্বারাও যে অনুগ্রহ লভ্য হয় না, তাহা সম্পাদিত হইল! যাহা হউক! আপনাকে প্রণাম করিবার মাহাত্ম্য অত্যাশ্চর্য্য।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! অসুরবর বলি এই প্রকার কহিয়া ভগবান্ বামনকে এবং মহেশ্বর সহিত ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন তদনন্তর প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে অসুরসমূহ সহ বসতি নিমিত্ত সুতলে প্রবিষ্ট হইলেন। (২) এই রূপে ভগবান্ হরি পুনরায় ইন্দ্রকে ত্রিলোকী সমর্পণ পূর্ব্বক অদিতির কামনা পূর্ণ করত স্বয়ং উপেন্দ্র হইয়া সকল জগৎ পালন করিয়াছিলেন।

এদিকে স্বীয় বংশধর পৌত্র বলিকে নির্ম্মুক্ত হইতে এবং ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে দেখিয়া প্রহ্লাদ ভক্তি প্রবণ হইয়া ভগবানের প্রতি নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিলেন। (৩)

প্রহ্লাদ কহিলেন ভগবন্! বিশ্বের বন্দনীয়গণ আপনকার পদারবিন্দের বন্দনা করেন, আপনি "সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব" বলিয়া আমাদের যে দুর্গপালক হইলেন আপনকার এ প্রসাদ অতি দুর্লভ, ব্রহ্মা মহেশ্বর এবং লক্ষ্মীও এরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই, অপরের কথা কি? (৪) হে আশ্রয়প্রদ! আপনকার পদারবিন্দ মকরন্দ সেবন দ্বারা ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ তত্তৎ বিভূতি ভোগ করিতেছেন, আমরা খল-যোনি হইয়া কিপ্রকারে আপনকার দাক্ষিণ্য দৃষ্টির পদবী প্রাপিত হইলাম? (৫) ভগবন্! আপনকার চেষ্টা অতিশয় আশ্চর্য্য! এ কি? আপনি অচিন্ত্য যোগ মায়া দ্বারা অবলীলাক্রমে ভুবন রচনা করেন, এবং সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ এপ্রযুক্ত আপনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, আপনকার একপ বিষম স্বভাব! ভক্তের প্রতি প্রীতি বশতঃ কল্পতরু-স্বভাব হইলেন?

ভগবান্ কহিলেন বৎস প্রহ্লাদ! তোমার কল্যাণ হউক, সুতলস্থ আলয়ে গমন কর, নিজ পৌত্র বলির সহিত আনন্দ করত জ্ঞাতিগণের সুখ জন্মাও। (৬) আমি সেই স্থানে গদা হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিব, তথায় নিত্যই আমাকে দেখিতে পাইবে, আমার দর্শন জন্য আনন্দে তোমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যাইবেক।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অমলমতি প্রহ্লাদ স্বীয় পৌত্র বলির সহিত "তাহাই করিতেছি" বলিয়া ভগবানের আদেশ স্বীকার করিলেন পরে সর্ব্বাসুর সেনাপতি ঐ মহাত্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই আদিপুরুষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তদনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ মহাবিল সুতলে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বামন অদূরে ব্রহ্মবাদিদিগের সভায় ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে অধ্যাসীন শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধিয়া বলিলেন (৭) ব্রহ্মন্! আপনকার শিষ্য বলির যজ্ঞ করিতে যাহা ন্যূন হইয়াছে স্বয়ং তাহা বিস্তার করুন। যজমান ব্যতিরেকে কিরূপে সম্পন্ন হইবেক এমত বলিতে পারিবেন না যেহেতু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র কর্ম্মসকলের বৈষম্য সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাতে অনুষ্ঠিত হইলে সম হইবেক, সন্দেহ কি? (৮)

ভগবানের ঐ কথা শুনিয়া শুক্রাচার্য্য কহিলেন ভগবন্! আপনি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, যজ্ঞফলদাতা এবং যজ্ঞময় পুরুষ, আপনি যাহাকর্ত্তৃক সর্ব্বভাবে পূজিত হইলেন তাহার আর কর্ম্মবৈষম্য কোথা হইতে হইবেক?। (৯) মন্ত্র হইতে—স্বরাদি ভ্রংশ দ্বারা, তন্ত্র হইতে—ক্রম বৈপরীত্য দ্বারা, এবং দেশ-কাল-পাত্র-তথা বস্তু হইতে—দক্ষিণাদি দ্বারা যেং ন্যূনতা হয় আপনকার নাম সঙ্কীর্ত্তনমাত্র সে সকলকে নিশ্ছিদ্র করে। তথাপি আপনি আজ্ঞা করিতেছেন অবশ্য আপনকার শাসন পালন করিব যেহেতু আপনকার অজ্ঞাপালনই পুরুষদিগের পরম শ্রেয়ঃ। (১০) শুক্রাচার্য্য এই প্রকারে

ভগবান্ হরির নিদেশে উল্লাস প্রকাশ করিয়া বিপ্রর্ষিবৃন্দের সহিত বলির যজ্ঞচ্ছিদ্র অচ্ছিদ্র করিয়া দিলেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান্ হরি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া উক্ত প্রকারে বলি সকাশাৎ ভূমি ভিক্ষা করত দানবগণ যাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছিল সেই ত্রিবিষ্টপ স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রকে পুনরায় প্রদান করেন। (১১) তদনন্তর কশ্যপ ও অদিতির প্রীতি এবং সর্ব্ব প্রাণির কল্যাণ নিমিত্ত দেব, ঋষি, পিতৃগণ, মনুবর্গ, এবং দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণ তথা কুমার ও মহেশের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বামনকে লোক ও লোকপালদিগের অধিপতি করিলেন। (১২) যদিও ইন্দ্রই লোকাদির পতি, তথাপি সকল বেদ, সর্ব্ব দেব, ধর্ম্ম, যশ, এবং সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলব্রত ইত্যাদির পালনে নিপুণ সেই বামন সর্ব্বপ্রাণির ঐশ্বর্য্যার্থ উপেন্দ্র বলিয়া কল্পিত হইলেন। অতএব সে সময় সকল প্রাণিরই যৎপরোনাস্তি আনন্দোদয় হইল। (১৩) তদনন্তর ইন্দ্র বিমানযোগে সেই বামনকে অগ্রে অগ্রে করিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন, তাহা দেখিয়া লোকপালদিগের ও ব্রহ্মার মহা২ আহ্লাদ হইল।

হে রাজন্! ইন্দ্র পুনরায় ত্রিভুবন প্রাপ্ত হইয়া উপেন্দ্রের বাহুবলে পালন করিতে লাগিলেন এবং পরম শ্রীসম্পন্ন ও নির্ভয় হইয়া সুখ সম্ভোগে নিমগ্ন হইলেন। এ দিকে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কুমার, ভৃগুপ্রভৃতি মুনি, তথা পিতৃগণ, সর্ব্বপ্রাণী এবং সিদ্ধ ও বৈমানিক প্রভৃতি সকলে ভগবান্ বিষ্ণুর ঐ অদ্ভুত সুমহৎ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে২ স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন, আর সর্ব্বত্র অদিতির যৎপরোনাস্তি প্রতিষ্ঠা হইল।

হে কুলনন্দন পরীক্ষিত! উরুক্রম ভগবানের এই চরিত্র শ্রোতৃগণের পাপ নাশক, ইহা সমুদায় তোমার নিকট কহিলাম। (১৪) যে ব্যক্তি বলে বহুবিধ বিক্রমশীল ভগবান্ বিষ্ণুর মহিমার পার দেখিয়াছি সে পার্থিব রেণুও সংখ্যা করিতে পারে অর্থাৎ পার্থিব রেণু গণনা করা যদ্রূপ অশক্য, বিষ্ণুর গুণগানও তদ্রূপ অসাধ্য। অতএব মন্ত্র ও মন্ত্রদর্শী পুরুষেরা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন জায়মান ও জাত মানবজাতিমধ্যে কোন্ ব্যক্তি পূর্ণ স্বরূপ পুরুষের মহিমার পার প্রাপ্ত হইয়াছে? অর্থাৎ কেহই হয় নাই। (১৫)

হে রাজন্! অদ্ভুত কর্ম্মা দেবদেব ভগবান্ হরির এই অবতারানুচরিত যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন তাঁহার পরম গতি লাভ হয়। অপর দৈব অথবা পৈত্র্য কিম্বা লৌকিক কর্ম্ম করিবার সময় যাহাতে২ এই চরিত্র কীর্ত্তিত হয় সে সমস্ত কর্ম্মই যথাবৎ কৃত হইয়া থাকে, ইহা বিদ্বজ্জনে অবগত আছেন। (১৬)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

মৎস্যরূপি ভগবানের লীলা বৃত্তান্ত।

রাজা পরীক্ষিত কহিলেন ব্রহ্মন্! অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবানের আদ্য অবতার কথা, যাহাতে মায়া দ্বারা মৎস্যরূপের অনুকরণ নিরূপিত হইয়াছে, শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। (১) মাৎস্যরূপ লোকজুগুপ্সিত এবং তমঃপ্রকৃতি প্রযুক্ত দুঃসহ, ঈশ্বর কর্ম্মগ্রস্তের ন্যায় হইয়া তাহা যদর্থ ধারণ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ বৃত্তান্ত যথাবৎ বলিতে আজ্ঞা হউক। হে যোগিন্! ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকের চরিত্র সকল লোকেরই সুখাবহ।

সূত কহিলেন রাজা পরীক্ষিত এই প্রকার প্রার্থনা করিলে ব্যাসসূনু শুকদেব মৎস্যরূপে ভগবান্ বিষ্ণু যাহা যাহা করিয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। (২)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বেদ, সাধু এবং ধর্ম্ম ও অর্থের রক্ষা বাসনা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু সময়ে২ অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। (৩) কিন্তু মায়াগুণে যে সকল উচ্চাবচ রূপ পরিগৃহীত হয় তৎসমুদায়ে নিয়ন্তৃত্ব রূপে সেই ঈশ্বর বায়ুর ন্যায় ভ্রমণ করিয়াও নির্গুণত্ব প্রযুক্ত স্বয়ং উচ্চাবচত্ব ভজনা করেন না। অতএব শুদ্ধসত্ব মৎস্যাদ্যাকার স্বীকারে তাঁহার উচ্চাবচত্ব শঙ্কা সম্ভাব্য কি? অধিকন্তু মৎস্যাবতারের প্রয়োজন আছে, বলি, শ্রবণ করহ। (৪)

অতীত কল্পের অবসানে যখন ব্রহ্মার নিদ্রোৎপন্ন নৈমিত্তিক লয় হয় তৎকালে ভূরাদি লোকসকল সাগর সলিলে উপপ্লুত হইয়াছিল। (৫) ব্রহ্মা কালবশতঃ নিদ্রাগত হইয়া শয়ান হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার বদন হইতে বেদ সকল নিঃসৃত হওয়াতে দানবেন্দ্র হয়গ্রীব নিকটে নিঃসৃত সেই সকল বেদ হরণ করে। (৬) হে রাজন্! দানববর হয়গ্রীবের ঐ কর্ম্ম ভগবান হরির জ্ঞান গোচর হইলে তিনি ঐ দৈত্যের দমন মানসে তৎক্ষণাৎ শফরীরূপ (মৎস্যমূর্ত্তি) ধারণ করিলেন। (৭) সেই সময় সত্যব্রত নামে নারায়ণপরায়ণ কোন রাজর্ষি সলিলোপরি উপবেশন পূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। (৮) সেই রাজর্ষি এই মহাকল্পে বিবস্বৎ সুত হইয়া শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত এবং ভগবান্ হরিকর্ত্তৃক মনুত্বে অভিষিক্ত হইয়াছেন। (৯)

সে যাহা হউক। একদা উক্ত রাজর্ষি সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া তর্পণ করিতেছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহার অঞ্জলিস্থ জলমধ্যে একটী শফরী দৃশ্য হইল। হে ভারত! তদ্দর্শনে দয়াবিষ্ট দ্রবিড়রাজ সত্যব্রত অঞ্জলিস্থ তোয় সহিত সেই শফরীকে নদীতোয়ে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

সত্যব্রতের করুণা দর্শনে সেই শফরী সকরুণ বচনে বলিতে লাগিল মহারাজ! আপনি দীনবৎসল, আমি অতি দীনা, সরিৎ সলিল মধ্যে ভূরি২ জ্ঞাতি ঘাতী জলজন্তু আছে, তাহাদের হস্তে আমাকে কি প্রকারে ত্যাগ করিতেছেন? মহারাজ! আমি ভীতা হইয়া শরণাপন্ন হইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন।

রাজর্ষি সত্যব্রত যদিও জানিতেন না যে তাঁহার আপনার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ ভগবান্ স্বয়ং ঐ মৎস্যবপুঃ ধারণ করিয়াছেন তথাচ প্রীতি পূর্ব্বক সেই শফরীর রক্ষণার্থ মনঃস্থির করিলেন। দীনতর বচন শ্রবণ করিবামাত্র রাজর্ষির দয়া জন্মিল, তৎক্ষণাৎ একটা জলপূর্ণ কলসে স্থাপন পূর্ব্বক সেই শফরীকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন।

হে রাজন্ পরীক্ষিত! কলসে থাকিয়া সেই শফরী এক রাত্রি মধ্যে এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইল যে তন্মধ্যে আর তদীয় শরীরের স্থান হইল না। অতএব আপন অবকাশার্থ সেই রাজর্ষিকে কহিতে লাগিল (১০) রাজন্! এই গর্গরীমধ্যে আমার শরীর সম্বরণ হয় না, ইহাতে আর কষ্টে বাস করিতে পারি না, যাহাতে সুখে অবস্থিতি হয় এমত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। (১১)

সত্যব্রত এতৎ শ্রবণে সেই মৎস্যকে কলস হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক মণিকচ্ছ জলে নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই শফরী তিন হস্ত বর্দ্ধিত হইল। অতএব পুনরায় রাজর্ষিকে সম্বোধিয়া সবিনয় বচনে বলিল রাজন্! এই মণিকচ্ছোদকেও আমার সুখবাস হইতে পারিবেক না, অনুগ্রহ করিয়া

আমাকে বিস্তীর্ণ কোন স্থানে স্থাপন করিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপনকার শরণাগত।

তদনন্তর ঐ রাজর্ষি সেই মণিকচ্ছু হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাকে একটী সরোবরে ক্ষেপণ করিলেন। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র সেই শফরী স্বীয় শরীর দ্বারা সরোবর আবৃত করত মহামীনরূপে বর্দ্ধিত হইল। (১২) অতএব সে রাজর্ষি সত্যব্রতকে পুনরায় নিবেদন করিল মহারাজ! আমি জলবাসী, এই সরোবরের জল আমার মঙ্গলার্থ হইবেক এমত বোধ হয় না, মহাহ্রদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিনাজলে যাহাতে আমি বিনষ্ট না হই সেই প্রকার উপায় বিধান করিয়া আমাকে কোন হ্রদে স্থাপন করুন। হ্রদ সকল স্বভাবতঃ গভীর নীর, তাহার জল আশু ক্ষীণ হয় না। (১৩)

হে রাজন্! সেই মৎস্য ঐ প্রকার কহাতে সত্যব্রত তাহাকে লইয়া অপক্ষয় শূন্য অগাধ জলাশয়ে ক্ষেপণ করিলেন। কিন্তু এক দিনের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া সেই মীন সেই জলাশয় পরিমিত হইল। এই রূপে সত্যব্রত রাজর্ষি জলাশয়েও ঐ মৎস্যের শরীর সম্পোষ্য হইতে না দেখিয়া যখন সাগর মধ্যে প্রক্ষেপ করিতে যান্ তখন সেই মীন দীনভাবে পুনরায় কহিতে লাগিল রাজন্! এখানে অতিবল মকরাদি জলজন্তু আছে, তাহারা আমাকে খাইয়া ফেলিবে, অতএব এ স্থানে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

মৎস্যের ঐ রূপ বল্গু বচনে রাজর্ষি সত্যব্রত অতিশয় মোহিত হইলেন অনন্তর তাহার তথ্য পরিজ্ঞান বাসনায় জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? মৎস্যরূপে আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন কেন? (১৪) আমরা কস্মিন্‌কালেও এবম্বিধ জলচর দর্শন অথবা শ্রবণ করি নাই, আপনি একদিনের মধ্যে স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া শত যোজন জলাশয় ব্যাপ্ত করিলেন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ অব্যয় হরি, প্রাণিদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ জলচর রূপ ধারণ করিয়াছেন। (১৫) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধীশ্বর। প্রভো! আমরা আপনকার ভক্ত এবং শরণাগত, আপনি আমাদের আত্মা ও আশ্রয়। ভগবন্! আপনকার সকল লীলাবতারই প্রাণিদের ভূতির হেতু, সত্য, তথাচ সংপ্রতি যদর্থ এই রূপ ধারণ করিলেন অবগত হইতে বাসনা করি। (১৬) হে অরবিন্দলোচন! দেহাদ্যভিমানি অন্য ব্যক্তিদের উপাসনা যদ্রূপ ব্যর্থ হয় সর্ব্ব সুহৃৎ ও প্রিয় আত্মা আপনকার পদোপসর্পণ তদ্রূপ ব্যর্থ হয় না যেহেতু আমরা কেবল আপনকার ভক্ত তথাচ আপনি ঈদৃশ অনির্ব্বচনীয় দয়া প্রকাশিয়া আমাদিগকে এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। (১৭)

হে রাজন্! রাজর্ষি সত্যব্রত এবম্বিধ বিবিধ বাক্য আরম্ভ করিলে যুগান্ত সময়ে প্রণয়ার্ণবে বিহার কামনায় মৎস্যরূপধারী সেই জগৎপতি তাঁহাকে আপনার চিকীর্ষিত বলিলেন কারণ একান্ত ভক্তজন তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র। (১৮)

ভগবান্ কহিলেন হে অরিন্দম! অদ্যতন দিবসের পর সপ্তম দিবসে প্রলয়ার্ণবে ভূ ভুর্বাদি ত্রৈলোক্য নিমগ্ন হইবেক। (১৯) হে রাজন্! যখন প্রলয়োদকে ত্রিলোকী প্লাবিত হইতে আরম্ভ হইবেক সেই সময় আমার প্রেরিত এক খান বৃহৎ তরণী তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। (২০) তুমি দেখিবামাত্র সর্ব্ব প্রকার ওষধি এবং ক্ষুদ্র ও মহৎ সমুদায় বীজ গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণে পরিবৃত ও সর্ব্ব প্রাণি সমন্বিত হইয়া (২১) সেই তরণীতে সত্বর আরোহণ করিও, তদ্দোযোগে অকা-

তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারিবে। রাজন্! একার্ণব হইলে আলোক শূন্য হইবে সত্য কিন্তু তুমি ঋষিদিগের অবলোকনে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। তদনন্তর প্রবল পবনে যখন সেই তরী কম্পিত হইবে তখন আমি সমীপে গিয়া উপস্থিত হইব, বৃহৎ সর্প রূপ রজ্জু দ্বারা আমার শৃঙ্গে সেই তরী বন্ধন করিও। যাবৎ ব্রহ্মসম্বন্ধিনী রজনী থাকিবেক তাবৎ পর্য্যন্ত আমি তোমাকে সেই তরী ও ঋষিগণ সহিত প্রলয়ার্ণবে আকর্ষণ করত বেড়িয়া বেড়াইব। (২২) রাজন্! পরব্রহ্ম পদ বাচ্য যে আমার মহিমা, তৎকালে তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার প্রসাদলব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে পারিবে। ভগবান্ হরি এই প্রকারে সত্যব্রত রাজর্ষিকে আদেশ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান হইলেন।

তদনন্তর ঐ রাজর্ষি অবহিত হইয়া সেই কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ভগবান্ যাহা আদেশ করিয়া গেলেন। অর্থাৎ সত্যব্রত রাজা মৎস্যরূপি হরির চরণ স্মরণ করত দর্ভাস্তরণ পূর্ব্বক উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎকাল পরে দৃশ্য হইল সমুদ্রনীর তীর অতিক্রমণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে পৃথিবী প্লাবিত করত বর্দ্ধিত হইল এবং ভয়ঙ্কর মেঘ সমূহ অজস্র বর্ষণশীল হইয়া উঠিল। রাজর্ষি সত্যব্রত ভগবানের আদেশ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন একখান নৌকা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৎস্যমূর্ত্তি ভগবানের নিদেশ স্মরণ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার ওষধি ও লতাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষি সহ সেই তরীতে আরোহণ করিলেন।

নৌকারূঢ় হইলে মুনিগণ ঐ রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন রাজন্! ভগবান্ কেশবের ধ্যান করহ, তিনি আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া কল্যাণ বিধান করিবেন। হে ভারত! সত্যব্রত কর্ত্তৃক অনুধ্যাত হইবামাত্র এক শৃঙ্গধারী, নিযুত যোজন পরিমিত কলেবর, একটী স্বর্ণময় মৎস্য তৎক্ষণাৎ মহার্ণবে প্রাদুর্ভূত হইল। (২৩) সত্যব্রত নরপতি ভগবানের পূর্ব্ব কথিতানুসারে অহিডোর দ্বারা সেই মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলেন এবং তুষ্ট হইয়া মধুসূদনের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৪)

সত্যব্রত রাজা কহিলেন ভগবন্! যে সকল ব্যক্তির আত্মসংবিদৎ অনাদি অবিদ্যায় আবৃত, অতএব যাহারা অবিদ্যামূল সংসার পরিশ্রমে আতুর, তাহারাও এই সংসারে যাঁহার অনুগ্রহ হেতু আশ্রিত হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হন আপনি সেই প্রভু, আমাদের মুক্তিপ্রদ পরম গুরু। (২৫) ভগবন্! এই জন নিতান্ত অবোধ, নিজ কর্ম্মই ইহার বন্ধন হইয়াছে, এ সুখেচ্ছায় অসুররূপে কর্ম্ম চেষ্টা করিয়া বেড়ায়, পরন্তু যাঁহার সেবায় সেই সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিতে পারাযায় তিনি আমাদের হৃদয়রূপ গ্রন্থি ভেদ করুন, তিনিই আমাদিগের পরম গুরু। (২৬) অহো! রজত যদ্রূপ অগ্নিসেবা দ্বারা আপনার মলিনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজরূপ ভজনা করে তদ্বৎ যাঁহার সেবায় পুরুষ অন্তঃকরণের মলরূপ তমঃ পরিত্যাগ করেন এবং হীনমল হইয়া নিজ বর্ণ অর্থাৎ স্বরূপ ভজনা করিয়াথাকেন সেই অব্যয় ঈশ আমাদের গুরু হউন, যেহেতু তিনি গুরুরও পরম গুরু। (২৭)

অহো! অন্যান্য দেব, গুরু এবং মহাজন সকলে স্বয়ং সমেত হইয়াও যে পুরুষের প্রসাদের অযুত ভাগের কণামাত্র পরিমিত প্রসন্নতাও করিতে সমর্থ হন্ না, ভগবন্! আপনি সেই ঈশ্বর, আমি আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। (২৮) প্রভো! অন্ধ জনে যেমন অচক্ষু জনকে আপনার অগ্রণী করে তাহার ন্যায় অবিদ্বান্ ব্যক্তিই অবোধ

ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়াথাকে, আমরা তদ্রূপ নহি, আপনার গতি অবগত হইতে ইচ্ছা করি, অতএব আপনাকেই গুরু রূপে বরণ করিলাম, আপনকার জ্ঞান অর্ক প্রকাশবৎ স্বতঃ সিদ্ধ এবং আপনি সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। (২৯) ভগবন্! প্রাকৃত গুরু কেবল অনর্থের হেতু, তাঁহারা লোককে অর্থ কামাদির মতি উপদেশ করেন তাহাতে লোকে দুরত্যয় সংসার প্রাপ্ত হয়। আপনি তদ্রূপ নহেন, আপনি অব্যয় ও অব্যর্থ জ্ঞানই যথার্থতঃ উপদেশ দিয়াথাকেন তাহাতে লোক সকল নিজ পদ প্রাপ্ত হয়। (৩০) হে দেব! যদিও আপনি সকল লোকেরই সুহৃৎ, প্রিয় ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, এবং জ্ঞান ও অভীষ্ট সিদ্ধি স্বরূপ, তথাপি অনেকে অন্ধ-বুদ্ধি ও কামবদ্ধ হওয়াতে স্বীয় হৃদয়স্থ আপনাকেও জানিতে পারে না। (৩১) কিন্তু আমি আত্ম প্রবোধার্থ আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি দেববর, বরেণ্য এবং ঈশ্বর। ভগবন্! পরমার্থ প্রকাশক বাক্য সকল দ্বারা আমার হৃদয়োৎপন্ন অহঙ্কারাদি গ্রন্থি ছেদন করুন এবং আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক (৩২)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! সত্যব্রত রাজর্ষি এই প্রকার স্তব করিলে মৎস্য-রূপী ভগবান্ আদিপুরুষ প্রলয় মহা সাগরে বিহার করিতে করিতে সেই রাজর্ষিকে তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন এবং সাঙ্খ্য যোগ ও ক্রিয়া বিশিষ্ট দিব্য পুরাণ সংহিতা অর্থাৎ মৎস্য পুরাণ তথা অতি গোপ্য আত্মতত্ত্ব অশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া-ছিলেন। সত্যব্রত রাজর্ষি ঋষিগণ সহিত নৌকায় বসিয়া ব্রহ্মা ও ভগবানের কথিত সেই সমস্ত আত্মতত্ত্ব বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ক কথা শ্রবণ করেন তাহাতে তাঁহা-দের সংশয়মাত্র জন্মে নাই। (৩৩) হে ভারত! পূর্ব্ব প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা উত্থিত হইলে সেই মৎস্যরূপী হরি হয়গ্রীবাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে পুনরায় বেদ সকল প্রত্যর্পণ করেন আর উল্লিখিত সত্যব্রত রাজা ভগবানের প্রসাদে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া এই কল্পে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন।

রাজন্! সত্যব্রত রাজর্ষির এবং মায়া মৎস্যরূপি ভগবান্ বিষ্ণুর সংবাদ ঘটিত এই মহৎ আখ্যান শ্রবণ করিলে লোকে কলুষ হইতে মুক্ত হয়। (৩৪) ভগবান্ হরির এই যে অবতার, যে মানব ইহা প্রত্যহ কীর্ত্তন করেন তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধি হয় এবং তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন। (৩৫)

অহো! প্রলয় পয়োধি জলে সুখসুপ্ত অতএব শক্তি শূন্য বিধাতার বদন হইতে বিনির্গত বেদ সকল যে দানব হরণ করে যিনি মৎস্যরূপী হইয়া তাহাকে সংহার করত সেই সমস্ত বেদ সত্যব্রত ও সপ্তর্ষিদিগকে কহিয়াছিলেন সেই অখিল কারণ মায়ামৎস্য ভগবানকে প্রণাম করি। (৩৬)

ইতি অষ্টম স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

ইতি শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কৃত শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

সপ্তম স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণ চন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৯।

সপ্তম স্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ | পৃষ্ঠাঙ্ক।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

নবম স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামিকৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানু
শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে
পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক
গৌড়ীয় ভাষায়
অনুবাদিত।

কলিকাতা।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা যন্ত্রাধ্যক্ষের কারণ
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮০।

বিবরণ	নির্ঘণ্ট	পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীমদ্ভাগবত

নবম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

বৈবস্বতপুত্রের বংশ বর্ণন প্রসঙ্গে ইলোপাখ্যান।

শুকদেবকে সম্বোধিয়া রাজা পরীক্ষিৎ পুনরায় কহিলেন ব্রহ্মন্! মন্বন্তর সকলের বিবরণ এবং তত্তৎ মন্বন্তরে অনন্ত বীর্য্য ভগবান্ হরি যে সমস্ত বীর্য্য প্রকাশ করেন তৎসমুদায় অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, শ্রবণ করিলাম। হে যোগিন্! দ্রবিড়াধিপতি সত্যব্রত নামা যে রাজর্ষি অতীত কল্পের অবসানে ভগবানের সেবা করিয়া জ্ঞান লাভ করেন, তিনি যে বিবস্বৎসুত মনু হইয়াছিলেন তাহাও শ্রুত হইল। অপর সেই বৈবস্বত মনুর তনয় যে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজগণ, তাহাও আপনি কহিয়াছেন। হে মহাভাগ! ঐ সকল রাজার পৃথক্২ বংশ ও বংশানুচরিত শ্রবণ করিতে আমার নিত্যই অভিলাষ হয়, অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর বলিতে আজ্ঞা হয়। হে মহাভাগ! ঐ বংশে যে সকল ব্যক্তি হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা পরে হইবেন, যাঁহারা সংপ্রতি বর্ত্তমান আছেন, পুণ্যকীর্ত্তি সেই সকল মানবের বিক্রমও যথাবৎ বলিতে অনুমতি হউক।

সূত কহিলেন ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণদিগের সভামধ্যে রাজা পরীক্ষিত কর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম ধর্ম্মজ্ঞ শুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শুকদেব কহিলেন হে পরন্তপ! মনুবংশের বিবরণ শ্রবণ করহ, কিন্তু বহু শত বৎসরেও তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত বলিতে পারা যাইবেক না। (১) রাজন্! যে পরম পুরুষ, পর ও অবর ভূত সকলের আত্মা, অগ্রে কেবল তিনিই ছিলেন, কল্পান্তে তদ্ব্যতীত বিশ্ব অথবা অন্য কিছুই ছিল না। সেই পরম পুরুষের নাভি হইতে একটী হিরন্ময় পদ্মকোষ উদ্গত হয়, হে মহারাজ! তাহাতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন।

ঐ ব্রহ্মার মনঃ হইতে মরীচির জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র কশ্যপ। ঐ কশ্যপের পত্নী দক্ষদুহিতা অদিতি, তাঁহার গর্ব্ভে কশ্যপের ঔরসে বিবস্বান জন্ম গ্রহণ করেন। সেই বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ব্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু উৎপন্ন হয়েন। ঐ শ্রাদ্ধদেবের ভার্য্যা শ্রদ্ধা, তাঁহার গর্ব্ভে ঐ মহাত্মা দশটী পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। (২) তাঁহাদের নাম যথা—ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি। (৩)

হে রাজন্! ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির উৎপত্তির পূর্ব্বে মনু অনপত্য ছিলেন, অতএব মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার সন্তানার্থ মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করেন। (৪) মনুর পত্নী শ্রদ্ধা সেই

যজ্ঞে পয়োমাত্র পান পূর্ব্বক নিয়মপরা হইয়া হোতার নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং প্রণাম করিয়া এই পার্থনা করেন যে প্রকারে আমার কন্যা হয় তদ্রূপ করিয়া আপনারা হোম করুন। (৫) শ্রদ্ধার অভ্যর্থনায়, "অহে যাগ কর" এই রূপে অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া হোতা হবির্গৃহীত হইলে মনোমধ্যে ঐ রূপ ধ্যান এবং মুখে বষট্ এই শব্দ উচ্চারণ করত মনুপত্নীর প্রার্থিত সাধন করিলেন। হে রাজন্! হোতার এই প্রকার আচরণ হেতু মনুর ইলা নামে একটী কন্যা জন্মিল। মনু পুত্রার্থী ছিলেন, পুত্রী-লাভে তাঁহার সন্তোষ হইল না, অসন্তুষ্ট মনে বশিষ্ঠকে সম্বোধিয়া কহিলেন (৬) ভগবন্! আপনারা ব্রহ্মবাদী, আপনাদের এ কি বিপরীত কর্ম্ম হইল? অহো! কি কষ্ট, এ প্রকারে মন্ত্রের অন্যথা হওয়া উচিত হয় না! আপনারা ব্রহ্মজ্ঞ এবং যোগী, তপোগ্নিতে আপনাদের অশেষ কলুষ দগ্ধ হইয়াছে, দেবগণে অমৃতের ন্যায় আপনা-সকলে এ রূপ সঙ্কল্প বৈষম্য কি রূপে হইল? (৭)

হে রাজন্! মনুর ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ হোতার ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিলেন পরে মনুকে কহিলেন বৎস! যদিও তোমার হোতারা অন্যথাচরণ করিয়াছেন তথাচ আমি তোমার সৎপুত্রত্ব সাধন করিব। হে রাজন্, বশিষ্ঠ এই প্রকার বলিয়া মনুকন্যা ইলার পুংস্ত্ব কামনায় ভগবান্ আদিপুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠের স্তবে অচিরেই ভগবানের সন্তোষ জন্মিল, তুষ্ট হইয়া ভগবান্ হরি তাঁহার কামনানুরূপ বর দিলেন, তাহাতে মনুকন্যা ইলা সুদ্যুম্ন নামে, শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সুদ্যুম্ন একদা সিন্ধুজ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক কতিপয় অমাত্যে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যে ভ্রমণ করিতে গেলেন। তাঁহার করে রুচির শরাসন এবং বিচিত্র শর ছিল আর তিনি গাত্রে দৃঢ়তর বর্ম্ম নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব নির্ভয়ে মৃগগণের পশ্চাৎ২ গমন করত উত্তর দিকে উপনীত হইলেন। ঐ দিকে সুমেরু পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে সুকুমার বন আছে, তথায় ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বদা উমার সহিত ক্রীড়া কৌতুকে বাস করিতেছেন। মনুপুত্র সুদ্যুম্ন অনুচরগণ সহিত সেই কাননে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! সেই বিপিন মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সুদ্যুম্ন আপনাকে স্ত্রীরূপি এবং স্বীয় ঘোটককে ঘোটকীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। আর তাঁহার সহচর পুরুষ সকলও অকস্মাৎ স্ব২ পুংস্ত্বের বিপর্য্যয় অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত বিস্ময়াকুল হইল।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! ঐ স্থান ঐ রূপ গুণযুক্ত কেন হয় এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ স্থানকে তদ্রূপ করিয়াছিলেন? এই বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল জন্মিল, আমার প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হউক। (৮)

শুকদেব কহিলেন একদা সুব্রত ঋষিগণ ভগবান্ গিরিশের দর্শন বাসনায় স্ব২ প্রভাদ্বারা দিক সকলকে বিতিমির ও অন্যপ্রভাশূন্য করত ঐ কাননে গমন করিয়া-ছিলেন। তৎকালে ভগবতী অম্বিকা দেবী বিবসনা ছিলেন, অতএব মুনিদিগকে অব-লোকন করিয়া সাতিশয় লজ্জিতা হইলেন এবং ব্যস্ত সমস্ত পতির ক্রোড় হইতে উত্থান পূর্ব্বক সত্বর কটিবসন গ্রহণ করিলেন। (৯) হরগৌরীর ক্রীড়াভিনিবেশ দর্শন করিয়া সেই সকল ঋষিরও মানস স্ত্রীপ্রসঙ্গে কলুষিত হইল, তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। তাহার পর ভগবান্ শঙ্কর প্রেয়সীর প্রিয়কামনায় সান্ত্বনা করত বলিলেন অতঃপর যে পুরুষ এ স্থানে প্রবেশ

পরিত্যাগ করিয়াছিল, কেহ সে দিকেও যাইত না। (১০) সে যাহা হউক। রাজকুমার সুদ্যুম্ন অনুচরনিকর সহিত ঐ বনপ্রবেশানন্তর যোষিদ্রূপ হইয়া কাননে২ ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন।

এক দিন ভগবান্ বুধ তাঁহাকে সহচরী নারীগণে পরিবৃত হইয়া আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইলেন। দর্শন করিবামাত্র বুধের কামোদ্ভব হইল এবং সেই সুদ্যুম্ন, যিনি মনোহর প্রমদারূপিণী হইয়াছিলেন, তিনিও সোমরাজতনয়কে নয়নগোচর করিয়া পতি করিতে অভিলাষিণী হইলেন। অতএব বুধ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার গর্ব্ভে পুরূরবা নামে একটী পুত্র উৎপন্ন করিলেন। (১১)

হে রাজন্! শ্রুত আছে মনুতনয় সুদ্যুম্ন ঐ প্রকারে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের কুলাচার্য্য মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্মরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই মহর্ষি তাঁহার সমীপে গমন করিয়া ঐ অবস্থা দর্শনে দয়াবশতঃ অতিশয় দুঃখিত হয়েন এবং তাঁহার পুনরায় পুংস্ত্ব ইচ্ছা করিয়া শঙ্করসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক স্তব স্তুতি করেন। হে নরনাথ! বশিষ্ঠের স্তবে ভগবান্ শঙ্কর পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয় এবং আপনার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত এই কহেন তোমার গোত্রজ সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী হইবেক। এই প্রকার ব্যবস্থায় ঐ রাজকুমার পৃথিবী পালন করিবেক। (১২) হে রাজন্! ঐপ্রকারে কুলাচার্য্য বশিষ্ঠের অনুগ্রহে যদিও সুদ্যুম্ন পুনরায় পুংস্ত্ব লাভ করিয়া ব্যবস্থাক্রমে পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন তথাচ মাস মাস স্ত্রীত্ব হওয়াতে লজ্জা প্রযুক্ত গোপনে লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হইতেন, সুতরাং প্রজাপুঞ্জ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয় নাই। সে যাহা হউক। ঐ সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হইয়াছিল, উৎকল, গয় এবং বিমল। তাঁহারা তিন জনেই ধর্ম্মপরায়ণ এবং দক্ষিণাপথ দেশের রাজা হন। প্রতিষ্ঠানাধিপতি সুদ্যুম্ন কিয়ৎকালানন্তর জীবন কাল পরিণত দেখিয়া আপনার আত্মজ পুরূরবার হস্তে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক বনপ্রস্থান করেন। (১৩)

ইতি নবম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

করূষাদি পঞ্চ মনুপুত্রের বংশ বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! সুদ্যুম্ন উক্তরূপ অবস্থা আপন্ন হইলে বৈবস্বত মনু পুত্র কামনা করিয়া শত বৎসর যাবৎ যমুনায় তপস্যা করিয়াছিলেন (১) তাহার পর সন্তানার্থ ভগবান্ হরির যজ্ঞ করেন, তাহাতে তাঁহার আত্ম সমান দশটী তনয় লাভ হইয়াছিল। সেই দশ পুত্রের মধ্যে ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ। (২) হে রাজন্! মনুর পৃষধ্র নামে যে পুত্র হইয়াছিল তাহাকে মনু গোপালক করিয়াছিলেন, অতএব সেই তনয় বীরাসন রূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নিশাভাগে অবহিত হইয়া গোসকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এক দিন রাত্রিতে বারিবর্ষণ হইতেছিল সেই সময় একটা ব্যাঘ্র আসিয়া গোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে শয়ান গোসকল সভয় হইয়া গোষ্ঠমধ্যে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। যে শার্দ্দূল গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইল সে অতিশয় বলবান্, একটা গাভীকে বলে গ্রহণ করিয়া পলায়নপর হওয়াতে সেই ধেনু ভয়াতুরা হইয়া কাতরে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। ধেনুর চীৎকার ধ্বনি শ্রবণে পৃষধ্র সেই শার্দ্দূলের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। (৩). একে তমিস্র পক্ষের নিশীথিনী, তাহাতে আবার ঘনোদয়ে

নক্ষত্রগণ বিলীন হইয়াছিল, বিশেষ দর্শন না হওয়াতে পৃষধ্র খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সমীপে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র মনে করিয়া অজ্ঞানতঃ একটী গাভীর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (৪) তাঁহার খড়্গ প্রহারে ব্যাঘ্রেরও কর্ণ ছিন্ন হইল, সে সাতিশয় ভীত হইয়া পথে পথে শোণিত নিঃসৃত করত নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলাইল। (৫) পৃষধ্র মনে করিয়াছিলেন শার্দ্দূল নিহত হইয়াছে, কিন্তু রজনী প্রভাতা হইলে দেখিলেন কপিলাকে নিহত করিয়াছেন, অতএব যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। (৬)

হে রাজন্! যদিও রাজকুমার পৃষধ্রের ঐ অপরাধ অজ্ঞানকৃত, তথাচ কুলাচার্য্য ধেনুশোকে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন অরে পাপিষ্ঠ! তুই ক্ষত্রবন্ধুও হইতে পারিবি না, এই কর্ম্মজন্য শূদ্র হইবি। আচার্য্য এই প্রকারে অভিশাপ দিলে পৃষধ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, পরে ঊর্দ্ধরেতা হইয়া মুনিদের প্রিয় ব্রত ধারণ করিলেন। তদনন্তর সর্ব্বাত্মা নির্ম্মল পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি করত একান্তিত্ব প্রাপ্ত ও সর্ব্ব ভূতের সুহৃদ্ এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেন। তাঁহার সঙ্গত্যাগ, আত্মা শান্ত এবং চক্ষুর্দ্বয় সংযত হইল। পরিগ্রহ শূন্য হইয়া যদৃচ্ছা লব্ধ দ্রব্যে আপনার বৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং পরমাত্মায় আত্ম সমাধান পূর্ব্বক জ্ঞানতৃপ্ত হইয়া জড় অন্ধ অথবা বধিরের আকারে পৃথিবী পরিক্রমে রত হইলেন। (৭)

হে রাজন্! পৃষধ্র ঐ প্রকার আচার ব্যবহার সমন্বিত হইয়া অরণ্য প্রবেশানন্তর দেখিলেন অগ্রে অগ্নি উত্থিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব সেই অনলে প্রবেশ পুরঃসর কলেবর ভস্মসাৎ করিয়া পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। (৮)

হে ভারত! মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি বিষয়ে নিঃস্পৃহ হইয়া বন্ধু বান্ধব সহ রাজ্য বিসর্জ্জন করেন পরে অন্তঃকরণ মধ্যে পরম পুরুষকে ধারণ পূর্ব্বক কৈশোর বয়সেই বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারও বংশ হয় নাই। পরন্তু মনুর করূষ নামা যে পুত্র ছিল, তাহা হইতে কারূষ এই আখ্যায় বিখ্যাত ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন হয়। তাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মরক্ষক এবং উত্তরাপথ দেশের গোপ্তা। (৯) এই রূপ ধৃষ্ট নামক মনুতনয় হইতে ধার্ষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ক্ষত্রজাতি উৎপন্ন হয়, তাহারা অবনীমণ্ডলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (১০) হে রাজন্! নৃগ নামা যে মনুতনয়, তাঁহার পুত্র সুমতি, তাহার সন্তান ভূতজ্যোতিঃ, তাহার পুত্র বসু। (১১) বসুর তনয় প্রতীক, তাহার পুত্র ওঘবান্। ঐ ওঘবানেরও ওঘবান্ নামে এক তনয় এবং ওঘবতী নাম্নী এক তনয়া জন্মে, সুদর্শন রাজা সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। (১২)

হে রাজন্! নরিষ্যন্ত নামে যে মনুপুত্র, তাঁহার পুত্র চিত্রসেন, তাঁহার তনয় ঋক্ষ, তাহার পুত্র মীঢ়বান্, তাহাহইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়েন। সেই পূর্ণের সুত ইন্দ্রসেন, তাহার পুত্র বীতিহোত্র, তাহা হইতে সত্যশ্রবা জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সত্যশ্রবার সন্তান উরুশ্রবা, তাহা হইতে দেবদত্তের উদ্ভব হয়। (১৩) দেবদত্তের তনয় অগ্নিবেশ্য, ভগবান্ অগ্নি স্বয়ং তাঁহার পুত্র রূপে উৎপন্ন হয়েন। ঐ অগ্নিবেশ্যই কানীন ও জাতূকর্ণ নামে বিখ্যাত মহান্ ঋষি হইয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুল উৎপন্ন হইয়াছে। হে নৃপ! নরিষ্যন্তের বংশ এই বর্ণিত হইল, অতঃপর দিষ্টবংশ বলি, শ্রবণ কর। (১৪)

দিষ্টের পুত্র নাভাগ, পরে যে নাভাগের কথা বলিব সে নাভাগ নহেন, ইনি অন্য, কর্ম্ম দ্বারা বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার তনয় ভলন্দন। ভলন্দন হইতে বৎসপ্রীতির উৎপত্তি হয়। বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু, তাহার পুত্র প্রমতি।

প্রমতির তনয় খনিত্র, তাহা হইতে চাক্ষুষ জন্ম গ্রহণ করেন। চাক্ষুষের তনয় বিবিংশতি, তাহার পুত্র রম্ভ। রম্ভের নন্দন খনিনেত্র, যিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ঐ খনিনেত্রের আত্মজ করন্ধম রাজা। (১৫)

করন্ধমের তনয় অবিক্ষিৎ, তাহার পুত্র মরুত্ত, যিনি চক্রবর্ত্তী হয়েন এবং অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সম্বর্ত্ত যাঁহাকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। (১৬) ঐ মরুত্তের যজ্ঞ যদ্রূপ প্রসিদ্ধ, অন্য কিছুই তদ্রূপ নহে। তাঁহার যজ্ঞপাত্রাদি যে কিছু, সমুদায় হিরন্ময় ও সুশোভন ছিল। (১৭) মরুত্তের যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ইন্দ্র হর্ষিত হইতেন। প্রচুর দক্ষিণা লাভে বিপ্রবর্গের আহ্লাদ জন্মিত। অপর সেই যজ্ঞে মরুদ্গণ পরিবেষ্টা ও বিশ্বদেবগণ সভাসদ হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক। ঐ মরুত্তের তনয় দম, তাহার আত্মজ রাজবর্দ্ধন, তৎসুত সুধৃতি। সুধৃতির সুত নর, তাহার পুত্র কেবল, তাহা হইতে ধুন্ধুমান উৎপন্ন হয়েন। ধুন্ধুমানের তনয় বেগবান্, তাহার পুত্র বুধ; তাহার সন্তান তৃণবিন্দু রাজা। (১৮) ঐ রাজা ভজনীয় ভূরি২ গুণে বিভূষিত ছিলেন, শ্রেষ্ঠা অপ্সরা অলম্বুষা দেবী সেই গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত সঙ্গতা হন। অতএব অলম্বুষা অপ্সরায় তৃণবিন্দুর কতিপয় পুত্র ও ইলবিলা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। হে রাজন্! যোগীশ্বর বিশ্রবা ঋষি পিতৃ সকাশাৎ পরম বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া ঐ ইলবিলার গর্ব্ভে কুবেরকে উৎপন্ন করেন। (১৯) সে যাহা হউক। অতঃপর তৃণবিন্দুর পুত্রদিগের বিবরণ বলি, শুন। বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু এই তিন জন তৃণবিন্দুর তনয়। তন্মধ্যে বিশালই বংশকারী রাজা হয়েন এবং তাঁহা হইতে বৈশালী পুরী নির্ম্মিতা হয়। (২০) ঐ বিশালের সুত হেমচন্দ্র, তাহার আত্মজ ধূম্রাক্ষ, তৎসূনু সংযম। ঐ সংযম হইতে দেবল ও কৃশাশ্ব এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কৃশাশ্বের সুত সোমদত্ত, যিনি বহু২ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপতি পরম পুরুষের অর্চ্চনা করিয়া যোগেশ্বরদিগের আশ্রিত অগ্র্যা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সোমদত্তের সুত সুমতি, তাহার পুত্র জনমেজয়। (২১) হে রাজন্! বিশালবংশে এই সকল ভূপতি জন্মেন, ইঁহারা তৃণবিন্দু রাজার যশোধর ছিলেন। (২২)

ইতি নবম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সৌকন্যাখ্যান ও রৈবতাখ্যান সমেত শর্য্যাতির বংশ বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! মনুতনয় শর্য্যাতি অতি ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজা হন। তিনি অঙ্গিরাদিগের সত্রে দ্বিতীয় দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করেন। (১) ঐ রাজার সুকন্যা নামে কমললোচনা একটী কন্যা হইয়াছিল। একদা তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অরণ্য প্রবেশানন্তর চ্যবন মুনির আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন, সেই কাননে তাঁহার তনয়া সখীগণে পরিবৃতা হইয়া ভ্রমণ করত বৃক্ষ হইতে ফল পত্রাদি চয়ন করিতে২ এক স্থানে বল্মীক মৃত্তিকার ছিদ্র মধ্যে জ্যোতিরঙ্গনের ন্যায় দুইটী জ্যোতিঃ দেখিতে পান্। তদবলোকনে রাজকন্যা সুকন্যার অতিশয় কৌতুহল জন্মে। দৈবপ্রেরিতার ন্যায় হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা কন্টক গ্রহণ পূর্ব্বক মুগ্ধতা প্রযুক্ত তদ্দ্বারা উহা বিদ্ধ করেন। হে রাজন্! বিদ্ধ হইবামাত্র সেই বল্মীকচ্ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত রুধির

নিঃসৃত হইতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ শর্যাতির সমভিব্যাহারি সৈন্য সামন্তের মল মূত্র নিরুদ্ধ হইল।

রাজর্ষি শর্যাতি তদবলোকনে বিস্মিত হইয়া আপনার সমভিব্যাহারি পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন (২) তোমরা কি কেহ মহর্ষি চ্যবনের কোন প্রকার অপরাধ করিয়াছ? স্পষ্ট বোধ হইতেছে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মহর্ষির আশ্রম দূষিত করিয়া থাকিবেক।

সুকন্যা এতৎশ্রবণে ভীতা হইয়া নিবেদন করিলেন পিতঃ! আমি কিছু করিয়াছি, না জানিয়া একটা কন্টক দিয়া দুইটী জ্যোতিঃ পদার্থ বিদ্ধ করিয়াছি।

দুহিতার এই কথায় শর্যাতির সাতিশয় ভয় হইল, বল্মীকমধ্যে মুনি অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন, তন্নিকটে গমন করিয়া বিবিধ স্তুতি নতি দ্বারা ক্রমে প্রসন্ন করিলেন। (৩) অনন্তর মহর্ষির অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপনার ঐ কন্যাটী তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। হে রাজন্! শর্যাতি এই প্রকারে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া মুনিবর চ্যবন সহ সম্ভাষণ করণানন্তর সমাহিতচিত্তে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন।

এ দিকে পরম কোপন চ্যবন পতি হওয়াতে চিত্তজ্ঞা সুকন্যা অপ্রমত্তা হইয়া সদা চিত্তানুবৃত্তি দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদনে প্রবৃত্তা হইলেন। (৪) কিয়ৎ কাল গত হইলে এক দিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মুনিবর চ্যবন যথা বিধি তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন তোমরা দুই জন স্বর্বৈদ্য, আমার তারুণ্য সম্পাদন করিয়া দাও দেখি। (৫) প্রমদাগণের অভিলষিত যে বয়স্ ও রূপ, তাহা আমার করিয়া দাও, তোমরা সোমপান রহিত, কখন সোমরস পান কর নাই, আমি সোমযাগ করিয়া তোমাদিগকে সোমপূর্ণ পাত্র প্রদান করিব। (৬)

দ্বিজবর চ্যবনের ঐ বচনে স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয় "তাহাই করিতেছি" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন তবে সিদ্ধ বিনির্ম্মিত এই হ্রদে অবগাহন করিবেন চলুন। (৭) হে রাজন্! এই প্রকার উক্ত হইয়া জরাজীর্ণ ও শিরাব্যাপ্ত কলেবর এবং বলীপলিতগাত্র ঐ মহর্ষি সেই দুই স্বর্বৈদ্যের সমভিব্যাহারে হ্রদে প্রবেশিত হইলেন অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহাকে লইয়া হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই হ্রদ হইতে অম্লান রমণীপ্রিয় তিনটী পুরুষ উত্থিত হইলেন। তিন জনেরই গলায় পদ্মমালা, কর্ণে কনক কুণ্ডল এবং তিন জনেই সুরূপ ও শোভন বসন পরিয়া ছিলেন। (৮) তিন জনকেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বি এবং সমান রূপ ও সমান বয়স্ক অবলোকন করিয়া পতিব্রতা সুকন্যার বিস্ময় জন্মিল, তন্মধ্যে কে আপনার পতি, জানিতে পারিলেন না, অতএব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্না হইলেন অর্থাৎ আপনারা পৃথক্ থাকিয়া আমার পতিকে দেখাইয়া দেউন, এই প্রার্থনা করিলেন। সুকন্যার পাতিব্রত্যে অশ্বিনীকুমারদিগের পরিতোষ জন্মিল, আপনারা পৃথক্ হইয়া তাঁহার পতিকে দেখাইয়া দিলেন, তদনন্তর ঋষির সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিমানযোগে সুরপুরে গমন করিলেন।

হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে শর্যাতিরাজা যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত চ্যবনের আশ্রমে গিয়া দেখিলেন কন্যার পার্শ্বে সূর্য্য তুল্য তেজস্বী এক পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন। সুকন্যা পিতাকে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদবন্দন করিলে শর্যাতি আশীর্ব্বাদ করিলেন কিন্তু জরাজীর্ণ চ্যবন হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া যান, তিনি আশ্রমে নাই, তৎ পরিবর্ত্তে সুরূপ অন্য একজন যুবাপুরুষ কন্যার নিকট বসিয়া রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার মনঃ অতিশয় প্রীত হইল না,

অসন্তুষ্ট চিত্তে দুহিতাকে বলিলেন (৯) এ কি করিতে বাসনা করিয়াছ? আঃ অসতি! তোমার পতি লোক নমস্কৃত, তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছ? তিনি জরাগ্রস্ত বলিয়া বুঝি তাঁহাতে প্রীতা হও নাই, তাহাতেই এই পথিককে উপপতি করিয়া ভজিতেছ? অরে কুলকলঙ্কিনি! তুই অতি অসৎকুলোৎপন্না, ঈদৃশী বুদ্ধি করিতে কিরূপে সাহস করিলি, হা! আমার কুল দূষিত করিলি! নিলর্জ্জা হইয়া জার পুষিতেছিস্, পিতার ও পতির কুলকে একেবারে অধঃপাতে দিয়াছিস্? (১০)

পিতার ঐ সকল কথা শুনিয়া শুচিস্মিতা সুকন্যার বিস্ময় জন্মিল পরে সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন পিতঃ! ইনি তোমার জামাতা, সেই ভৃগুনন্দন চ্যবন। পরে তাঁহার যে রূপে রূপ যৌবন লাভ হয় সমুদায় পিতার নিকট বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে শর্যাতি বিস্মিত ও প্রীত হইয়া তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন।

হে রাজন্! তদনন্তর মহর্ষি চ্যবন শর্যাতিকে সোম যাগ করাইয়া, যদিও অশ্বিনীকুমারেরা সোমপ নহেন তথাচ আপনার তেজে তাঁহাদিগকে সোমপাত্র প্রদান করিলেন। (১১) ইন্দ্রের সদ্যঃ ক্রোধ হইত। তিনি তদবলোকনে ক্রুদ্ধ হইয়া চ্যবনের বিনাশার্থ বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৃগুনন্দন স্বীয় ব্রহ্ম তেজে দেবরাজের বজ্র সহিত হস্ত স্তম্ভিত করিয়া দেন। অতএব যদিও পূর্ব্বে ভিষক্ বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোম যাগে বহিষ্কৃত ছিলেন তথাচ তদবধি সকল দেবতা তাঁহাদিগকে যজ্ঞে সোম দিতে সম্মত হইয়াছেন।

সে যাহা হউক। ঐ শর্যাতির তিন পুত্র-উত্তান বর্হি, আনর্ত্ত এবং ভূরিষেণ। তন্মধ্যে আনর্ত্তের রেবত নামে এক পুত্র হয়। (১২) হে অরিন্দম! ঐ রেবত সাগরাভ্যন্তরে কুশস্থলী নামে এক নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থিতি পূর্ব্বক আনর্ত্তাদি দেশ পালন করিয়াছিলেন। (১৩) তাঁহার শত পুত্র জন্মে, তাহাদের মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম। (১৪) ঐ ককুদ্মী রেবতী নাম্নী স্বীয় তনয়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া বরপাত্র অন্বেষণার্থ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন। (১৫। সে সময় গন্ধর্ব্বগণ তথায় উপস্থিত ছিল, অতএব অবসর না পাওয়াতে ককুদ্মী ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেন, পরে অবকাশ পাইয়া প্রণাম পূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। (১৬) তৎশ্রবণে ব্রহ্মা সহাস্য আস্যে বলিতে লাগিলেন রাজন্! তুমি যে যে ব্যক্তিকে মনস্থ করিয়াছ, সকলকেই কাল সংহার করিয়াছে, এখন তাহাদের পুত্র পৌত্র ও নপ্তৃদিগের গোত্র নামও শুনিতে পাই না। (১৭) ফলতঃ সপ্তবিংশতি চতুর্যুগে বিভক্ত কাল অতীত হইয়াগেল। (১৮) অতএব গমন কর, দেব দেবের অংশ মহাবল যে বলদেব আছেন, সেই নররত্নকে আপনার কন্যা রত্ন সম্প্রদান কর। (১৯) রাজন্! যাঁহার শ্রবণ কীর্ত্তনে পুণ্য হয় সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভূমির ভারাবতরণার্থ নিজাংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (২০)

এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ককুদ্মী বলশালি বলদেবকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিলেন পরে ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া আপনার পুরে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ যক্ষ ভয়ে ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া দিক্‌সকলে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল। (২১)

ইতি নবম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

মনুপুত্র নাভাগের এবং তৎসূনু অম্বরীষের কথা।

শুকদেব কহিলেন নভগের সন্তান নাভাগ। তিনি বহু কাল গুরুকুলে বাস করাতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি অনুমান করিয়া ভ্রাতারা বিভাগ সময়ে তাঁহার নিমিত্ত পিতৃধনের অংশ স্থাপন করে নাই। পরে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইলে ভ্রাতৃগণ পিতাকেই দায় বলিয়া তাঁহার অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। (১) অর্থাৎ নাভাগ আসিয়া ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন তোমরা আমার নিমিত্ত কি ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ? ভ্রাতারা উত্তর দেয় আমরা তোমার নিমিত্ত পিতাকেই অংশ স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি, অতএব তুমি পিতাকে গ্রহণ কর। তৎশ্রবণে নাভাগ পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন পিতঃ! আমার জ্যেষ্ঠগণ আপনাকে কি নিমিত্ত আমার ভাগ স্থির করিয়া দিলেন? ইহাতে পিতা কহিলেন বৎস! তাহাদের কথায় প্রত্যয় করিও না, তাহারা তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে, আমি দায় তুল্য ভোগ্য বস্তু নহি। (২) পরন্তু তোমার ভ্রাতারা আমাকে তোমার অংশ রূপে নিরূপণ করিয়াছে অতএব আমি তোমার জীবনোপায় বলিয়া দি, হে বিদ্বন্! অঙ্গিরস মুনিগণ সত্রকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহারা যদিও সুবুদ্ধি, তথাচ বিহিত যড়হ যাগ উপস্থিত হওয়াতে প্রত্যেক ষষ্ঠ দিবসে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সূক্ত বিশেষে জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত তদনুষ্ঠানে মুগ্ধ হইতেছেন। (৩) তুমি গিয়া সেই মহাত্মাদিগকে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুইটী সূক্ত পাঠ করাও। কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যখন তাঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন তখন সত্রের অবশিষ্ট ধন অবশ্য তোমাকে দিয়া যাইবেন, বিলম্ব করিও না, এখনি তাঁহাদিগের নিকট গমন কর। হে রাজন্! এই প্রকার উক্ত হইয়া নাভাগ তদ্রূপই করিলেন এবং সেই সকল অঙ্গিরসও আপনাদের সত্রাবশিষ্ট ধন তাঁহাকে প্রদান করিয়া স্বর্গে গেলেন। (৪) কিন্তু নাভাগ সেই ধন স্বীকার করিতে উদ্যত হন্ ইতিমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ কলেবর কোন পুরুষ (রুদ্র) উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া কহিলেন যজ্ঞ ভূমিগত এসকল ধন আমার, (৫) ইহাতে নাভাগ কহিলেন সে কি? আমার যে এ ধন, এইমাত্র ঋষিরা আমাকে দিয়া গেলেন। তাঁহার এই কথায় সেই পুরুষ বলিলেন বিবাদ কর কেন? তোমার পিতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর। সেই পুরুষের এই কথায় নাভাগ জনকসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক যথাবৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, (৬) তাহাতে তাঁহার পিতা (মনু) কহিলেন বৎস! দক্ষযজ্ঞে যে সমস্ত বস্তু উর্ব্বরিত হইয়াছিল ঋষিরা যজ্ঞভূমিগত তৎসমুদায় ভগবান্ রুদ্রের ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, অধিকন্তু সেই ঈশ্বর সকলই পাইবার যোগ্য, ইহাতে যজ্ঞাবশিষ্টের কথা কি? এতৎ শ্রবণে নাভাগ সেই পুরুষের (রুদ্রের) নিকট প্রত্যাগমন করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক বলিলেন হে ঈশ! যজ্ঞভূমিগত এ সমস্ত ধন আপনকার স্বত্বাস্পদীভূত, এ কথা আমার পিতা বলিলেন। অতএব প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি মস্তকদ্বারা প্রণাম করিতেছি। (৭) নাভাগের বিনয়ে তুষ্ট হইয়া রুদ্র কহিলেন যেহেতু তোমার পিতা ধর্ম্ম বাক্য বলিয়াছেন এবং তুমিও ধর্ম্ম বাক্য বলিতেছ, সেই হেতু তুমি মন্ত্রদর্শী, তোমাকে জ্ঞানরূপ সনাতন ব্রহ্ম প্রদান করি। আর সত্রাবশিষ্ট এই যে ধন, ইহাও তোমাকে দিলাম, তুমি গ্রহণ কর। হে রাজন্! ধর্ম্মবৎসল ভগবান রুদ্র ঐ প্রকার কহিয়া অন্তর্ধান হয়েন। (৮) যেব্যক্তি

সুন্দররূপ সমাহিত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে এই উপাখ্যান স্মরণ করিবেন তিনি এতৎপ্রভাবে বিদ্বান্ ও মন্ত্রজ্ঞ হইয়া অভিলষিত অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। (৯)

সে যাহা হউক, নাভাগ হইতে অম্বরীষের উৎপত্তি হয়। যে ব্রহ্মশাপ কুত্রাপি প্রতিহত হয় না তাহাও, অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃক নির্ম্মিত কৃত্যা রূপ অনলও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, অতএব তিনি মহাভাগবত ও অতিশয় পুণ্যবান্। (১০)

রাজা পরীক্ষিত্ কহিলেন ভগবন্! ধীমান্ রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মনির্ম্মিত কৃত্যানল অতিশয় দুরত্যয়, তাহাও তাঁহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই! (১১)

শুকদেব কহিলেন মহাভাগ অম্বরীষ রাজা সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী, অক্ষয় সম্পদ এবং ভূতলের অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, (১২) যদিও ঐ সমস্ত পদার্থ পুরুষদিগের অতিশয় দুর্লভ, তথাচ স্বপ্নবৎ অনুপাদেয় বোধ করিতে লাগিলেন, কারণ বিভবের বিনাশজ্ঞ পুরুষও বিভব অথবা তন্নাশে মোহমগ্ন হইয়া থাকেন। (১৩) অপর ঐ রাজা ভগবান্ বাসুদেবে এবং তদ্ভক্ত সাধু সকলে সেই পরম ভাব (ভক্তি) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যাহাতে এই বিশ্ব লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ বোধ হয়। (১৪) অধিকন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে চিত্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে বাক্য সকলকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, হরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে করদ্বয়কে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন এবং অচ্যুত সৎকথা সকলের শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (১৫) অপর নয়নদ্বয়কে মুকুন্দ লিঙ্গ সকলের আলয় বিলোকনে, অঙ্গসঙ্গকে ভগবদ্ভৃত্য জনের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদপদ্ম সংযোগে সুতুলসীর যে সৌরভ, তদ্গ্রহণে এবং রসনাকে ভগবানের প্রতি নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদনে তৎপর করিয়াছিলেন। (১৬) আর তাঁহার চরণদ্বয় ভগবৎক্ষেত্রপদানুসর্পণে এবং তাঁহার মস্তক হৃষীকেশ পাদাভিবন্দনে নিযুক্ত হইয়াছিল। অপিচ তিনি কাম অর্থাৎ স্রকচন্দনাদি বিষয় সেবাকে ভগবজ্জনাশ্রয়া রতি যেরূপে হয় সেই রূপ করিয়া ভগবদ্দাস্যে তৎপর করিয়াছিলেন, তাহাও ভগবৎ-প্রসাদ স্বীকারার্থ মাত্র হইয়াছিল, বিষয়েচ্ছায় হয় নাই। (১৭) এই প্রকারে আপনার যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ, যাহাতে সর্ব্বত্রই আত্মা এই রূপ ভাবনা ছিল, সমুদায় যজ্ঞপতি ভগবান্ অধোক্ষজে সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে রাজ্য পালন করিতেন। (১৮) অপর বহুং অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞাধিপতির আরাধনায় সতত রত থাকিতেন। সেই সকল যজ্ঞের অঙ্গ ও দক্ষিণা মহৎ ঐশ্বর্য্যে উপচিত এবং তৎসমস্ত যজ্ঞ বশিষ্ঠ, অসিত, গোতম প্রভৃতি মহর্ষির কারণে বিস্তৃত হইত। হে রাজন্! ধন্বদেশে যেখানে সরস্বতীর প্রতিলোম স্রোতঃ, তথায় অম্বরীষ রাজা ঐ সকল যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (১৯) তাঁহার যজ্ঞে সদস্য ও ঋত্বিক প্রভৃতি বসন এবং ভূষণাদি দ্বারা দেবতাদের সহিত তুল্যরূপ দৃষ্ট হইতেন। আশ্চর্য্য দর্শনৌৎসুক্য প্রযুক্ত সেই সকল সদস্যাদির নিমেষ পর্য্যন্ত উপরত হইয়া যাইত সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে দেবগণের সমান হইতেন। (২০) অপর রাজর্ষি অম্বরীষের লোকেরাও সুরপ্রিয় স্বর্গ প্রার্থনা করিত না, কেবল ভগবচ্চরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তনে রত থাকিত, ইহাতে তাঁহার কথা বক্তব্য কি? (২১) ফলতঃ যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয় মধ্যে ভগবান্ মুকুন্দকে দর্শন করেন স্বরূপ সুখদ্বারা অতিশায়িত অতএব সিদ্ধগণের দুর্লভ যে সমস্ত বিষয়, সে সকলও তাঁহার হর্ষ জন্মাইতে সমর্থ হয় না। (২২) সে যাহা হউক। অম্বরীষ রাজা উক্ত প্রকার ভক্তিযোগ ও তপস্যা যুক্ত স্বধর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ হরির প্রীতি

উৎপাদন করত ক্রমে ক্রমে সমস্ত অভিলাষ পরিত্যাগ করেন। আর তাঁহার কলত্র, পুত্র, মিত্র, গৃহ, গজ, বাজি, স্যন্দনাদিতে তথা অক্ষয্য রত্ন, বসন, ভূষণাদি অনন্ত কোষে উপেক্ষা জন্মিয়াছিল। (২৩) হে রাজন্! যদিও অম্বরীষ রাজর্ষি ঐ প্রকার হইয়াছিলেন তথাচ প্রতিপক্ষজয়ে অসমর্থ হয়েন নাই, ভগবান্ হরি তদীয় ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া, যাহা হইতে বিপক্ষ সেনার ভয় এবং ভক্ত জনের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা হয় সেই চক্র তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (২৪)

হে রাজন্! উল্লিখিত অম্বরীষ রাজা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা বাসনায় স্বীয় মহিষী, যাঁহার শীলতা আপনার সমান ছিল, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সম্বৎসর যাবৎ দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। (২৫) একদা ব্রতাবসানে কার্ত্তিকমাসে ত্রিরাত্র উপবাসানন্তর স্নান করিয়া কালিন্দীতটে মধুবনে ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাভিষেকের বিধানক্রমে সর্ব্ব প্রকার উপচার দিয়া অভিষেক করিয়া পরে বসন ভূষণ গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা (২৬) একাগ্রমনে ভগবান্ কেশবের পূজা করিলেন। তদনন্তর যে সকল বিপ্র আপ্তকাম, অতএব পূজানপেক্ষ, ভক্তিভাবে তাঁহাদিগেরও অর্চ্চনা করিলেন। (২৭) পরে যে সকল গাভীর বিষাণ ও খুর রৌপ্যময়, গাত্রে শোভন বসন এবং দুগ্ধবত্তা, সুশীলতা, বয়স্, রূপ তথা বৎসাদি সম্পদ্ উৎকৃষ্ট, তাদৃশ ষট্‌ষষ্টি কোটি গাভী সাধু বিপ্রদিগকে দক্ষিণা দিলেন। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ ব্যঞ্জনোপেত সুস্বাদ অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং পারণের উপক্রম করিলেন। (২৮)

হে রাজন্! অম্বরীষ নৃপতি পারণ করিতে যান্ ইত্যবসরে দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি রূপে তদীয় আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (২৯) তাঁহাকে দেখিয়া রাজা পারণোদ্যম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান অভিবাদন ও অর্চ্চনা দ্বারা যথোচিত সৎকার করিলেন। পরে বিনীতভাবে চরণসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া ভোজনার্থ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। (৩০) রাজার প্রার্থনায় দুর্ব্বাসা উল্লাস প্রকাশ করিয়া সম্মত হইলেন কিন্তু এখনও নিয়মিত মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া কলাপ সমাপন হয় নাই বলিয়া অগ্রে তাহা সম্পন্ন করিতে নদীতটে গেলেন, তদনন্তর ব্রহ্মচিন্তা করিতে২ কালিন্দীর পাবন জলে নিমগ্ন হইলেন। হে রাজন্! দুর্ব্বাসা মুনি মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া করিতে গেলে পর অনেক ক্ষণ অতীত হইল, তথাচ তাঁহার প্রত্যাগমন হইল না। এ দিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট, তন্মধ্যে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য হয়, ধর্ম্মজ্ঞ অম্বরীষ নরপতি ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। (৩১) রাজা কহিলেন ব্রাহ্মণাতিক্রমে যদ্রূপ অধর্ম্ম, দ্বাদশীতে পারণ না করিলেও তদ্রূপ ব্রতবৈগুণ্য দোষ সম্ভাবনা আমি এখন কি করি, কি করিলে আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হয় এবং অধর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। (৩২) ব্রাহ্মণদিগের সহিত এই প্রকার বিচার করিয়া শেষে এই নিশ্চয় করিলেন পয়োমাত্র পান করিয়া ব্রত সমাপন করি যেহেতু জলমাত্র পানকে মুনিগণ ভোজন ও অভোজন দুই বলিয়াছেন। (৩৩) হে কুরুবর্য্য! রাজর্ষি অম্বরীষ এবম্বিধ বিবেচনানন্তর মনোমধ্যে ভগবান্ হরিকে স্মরণ করিয়া জল পান করিবামাত্র দ্বিজাগমন দেখিতে পাইলেন অর্থাৎ তাহার পরেই দুর্ব্বাসা ঋষি আবশ্যক কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক যমুনার কূল হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও রাজা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন তথাচ তদীয় আচরণ দুর্ব্বাসার জ্ঞানযোগে বোধগম্য হইল

(৩৪) অতএব কোপে কম্পিত কলেবর এবং ভ্রূকুটীকুটিলানন হইয়া কহিতে লাগিলেন অহো! এ ব্যক্তি কি নৃশংস, ধনসম্পত্তির মদে অতিশয় মত্ত হইয়াছে, এ আর এখন বিষ্ণুভক্ত নহে, আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, ইহার ধর্ম্মব্যতিক্রম দেখ। আমি ইহার আশ্রমে অতিথি আসিয়াছি, এ আপনি আতিথ্য করণার্থ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু আমার ভোজন না হইতে হইতে স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ং ভোজন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। যাহা হউক। সদ্যই ইহার ফল দেখাইতে হইল, এই প্রকার বলিতে২ রোষপ্রদীপিত হইয়া মস্তক হইতে এক গাছ জটা উৎপাটন পূর্ব্বক তাহাতে রাজার নিমিত্ত কালানল তুল্য একটা কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। হে রাজন্! সেই কৃত্যা খড্গহস্তা হইয়া পদ দ্বারা পৃথ্বী কম্পিত করত জ্বলিতে২ আসিতে লাগিল। অম্বরীষ সমক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াও স্বস্থান হইতে চলিত হইলেন না। (৩৫)।

হে রাজন্! অম্বরীষ রাজা বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন, পরমপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু ভৃত্যরক্ষার্থ স্বীয় চক্রের প্রতি আদেশ করাতে, সেই চক্র নিজ তেজে, যেমন দাবানল অরণ্যস্থ সরোষ সর্পকে দগ্ধ করে তাহার ন্যায়, ঐ কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। (৩৬) অনন্তর দুর্ব্বাসা দেখিলেন আপনার প্রয়াস নিষ্ফল হইল এবং ঐ চক্র শেষে তাঁহারই অভিমুখে ধাবন্মোন্মুখ হইল, অতএব ভীত হইয়া প্রাণ পরিরক্ষণ বাসনায় কান্দিশীক হওত সকল দিকে দৌড়িতে লাগিলেন। (৩৭) হে রাজন্! শিখাযুক্ত উদ্ধৃত দাবানল যদ্রূপ বনস্থ সর্পের অনুসরণ করে তাহার ন্যায় ভগবানের রথাঙ্গ পলায়মান ঐ ঋষির পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। মুনি আপনার পৃষ্ঠ দিগে তাহাকে তদ্রূপে ধাবমান দেখিয়া সুমেরুগহ্বরে প্রবেশ বাসনায় মহাবেগে দৌড়িতে লাগিলেন। দৌড়িতে২ দিক্, আকাশ, ভূমি, বিবর, সাগর এবং লোকপাল সহ লোক সকলে তথা স্বর্গে গমন করিলেন কিন্তু যেখানে যেখানে যান সেই সেই স্থানেই দুষ্প্রধর্ষ সুদর্শন দর্শন গোচর হয়। (৩৮) এই প্রকারে শরণ অন্বেষণ করিতে২ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াও যখন কুত্রাপি আপনার পরিত্রায়ক প্রাপ্ত হইলেন না, তখন সন্ত্রস্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং কাতরতা প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন ভগবন্ আত্মযোনে! দুঃসহ হরিচক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন। (৩৯)

ব্রহ্মা কহিলেন পরার্দ্ধদ্বয়সংজ্ঞক কালে ক্রীড়ার অবসানে কালস্বরূপ যে বিষ্ণু সমুদায় দগ্ধ করিতে বাসনা করিলে ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ব্রহ্মাণ্ড সমেত আমার এই স্থান তিরোহিত হইবেক (৪০) অপর, আমি (ব্রহ্মা) ভব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি এবং প্রজাপতি ভূতপতি সুরপতি ইত্যাদি অমর সকলে যাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে লোকহিত হয় তদ্রূপে স্ব২ মস্তক দ্বারা নিয়ম সকল বহন করিতেছি তুমি তাঁহার ভক্তদ্রোহী, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য নাই। (৪১)

হে রাজন্! দুর্ব্বাসা ঐ রূপে ব্রহ্মার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাস শিখরে গমন করিলেন এবং বিষ্ণুচক্রে অত্যর্থ তাপিত হওয়াতে কাতরতা প্রকাশ করত তত্রস্থ ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন।

শঙ্কর কহিলেন হে তাত! সেই মহান্ পরমেশ্বর সমীপে আমারদের প্রভুত্ব চলিবেক না, তাঁহাতে ব্রহ্মাদি রূপ জীব সকলের উপাধিভূত ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ এবং ঐ প্রকার দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ অন্যান্য পদার্থ সকল কল্পিত হইয়া আছে যাহাতে লোকপালাভিমানী আমরা সহস্র২ বার ভ্রান্ত হইয়া থাকি। (৪২). বৎস! আমি সনৎকুমার, নারদ, ভগবান্ ব্রহ্মা, কপিল (যাঁহার আন্তরিক তমঃ অপগত হইয়াছে

দেবল, ধর্ম্ম, আসুরি (৪৩) এবং মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য সিদ্ধেশগণ, আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যাঁহার মায়া জানিতে পারি নাই, প্রত্যুত স্বয়ং তদীয় মায়ায় আবৃত হইয়া রহিয়াছি সেই বিশ্বেশ্বরের এই শস্ত্র (চক্র), সুতরাং আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে দুর্বিসহ, অতএব তুমি তাঁহারই নিকট গিয়া শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন।

হে রাজন্! দুর্ব্বাসা এই প্রকারে শঙ্করের নিকটেও নিরাকৃত হইয়া ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন যেখানে ভগবান্ শ্রীনিবাস শ্রীর সহিত বিরাজ করিতেছিলেন, (৪৪) ঐ ঋষি ভগবৎপাদমূলে পতিত হইয়া কম্পিতকলেবরে বলিতে লাগিলেন হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে সাধু জনের অভীতিপ্রদ, প্রভো! আমি মহৎ অপরাধ করিয়াছি। হে বিশ্বভাবন, আমাকে রক্ষা করুন। (৪৫) প্রভো! আপনকার পরম অনুভাব না জানিয়া আমি আপনকার প্রিয় ব্যক্তিদের অনিষ্ট করিয়াছি। হে বিধাতঃ! আমার এই অপরাধের নিষ্কৃতি বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। হে ভগবন্! আপনকার ভক্তদ্রোহির নিষ্কৃতি নাই এমত বলিতে পারিবেন না, যাঁহার নাম মাত্র কীর্ত্তনে নরকস্থ ব্যক্তিও মুক্তি পায় তাঁহার অসাধ্য কি?

এই সমস্ত শ্রবণে ভগবান্ কহিলেন অহে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য, ভক্ত জন আমার প্রিয় এপ্রযুক্ত সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছে। (৪৬) হে মুনিবর! যে সকল মানবদের আমিই পরা গতি, সেই সমস্ত সাধু ভক্ত জন ব্যতীত আমি আপনার আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না। (৪৭) ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি পুত্র কলত্র গৃহ স্বজন ধন প্রাণ এবং ইহ লোক ও পরলোক সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে পারি? অহে! সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধু পুরুষেরা আমার প্রতি স্ব২ হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎ পতিকে বশীভূত করে তাহার ন্যায়, আমাকে স্ব২ বশতাপন্ন করিয়াছে। (৪৮) অপর তাহারা সাধু সেবা দ্বারা সালোক্যাদি পদার্থ চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কালনাশ্য অন্য বস্তুতে তাহাদের অভিলাষ হইবেক সম্ভাবনা কি? অপর যে সকল পুরুষ আমাতে স্ব২ হৃদয় অর্পণ করিয়া থাকে আমি তাহাদিগের হৃদয় অবগত আছি, তাহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ব্যতীত কিছু জানি না। (৪৯) অতএব হে বিপ্র! তোমার আপনার এই হিংসা, যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, তাঁহারই নিকট যাও, বিলম্ব করিও না। মুনে! তোমার কি জ্ঞাত নাই, সাধু জনের প্রতি যে তেজঃ প্রহিত হয় তাহাতে প্রহর্ত্তারই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে (৫০) ব্রাহ্মণদিগের তপস্যা ও বিদ্যা এই উভয় নিঃশ্রেয়কর সত্য কিন্তু দুর্বিনীত কর্ত্তার পক্ষে তদ্দ্বয়ই বিপরীত ফল জন্মাইয়া দেয়। পরন্তু এক্ষণে আপনকার তপো বিদ্যা মনে করিয়া এই অনর্থ ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। এখন মহাভাগ নাভাগতনয় অম্বরীষসমীপে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, সেই ক্ষৌণীপতিকে ক্ষমা করাইতে যত্ন পাও, তাহা হইলেই উপস্থিত উৎপাতের শান্তি হইবেক। (৫১)

ইতি নবম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিষ্ণু চক্রকে প্রসন্ন করিয়া অম্বরীষ কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার রক্ষণ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! চক্রানলসন্তাপিত দুর্ব্বাসা ভগবানের ঐ প্রকার আদেশে তৎক্ষণাৎ অম্বরীষ সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং দুঃখিত হইয়া তদীয় চরণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। (১) ব্রাহ্মণে পাদস্পর্শ করাতে অম্বরীষ রাজর্ষি সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার কাতরতা দর্শনে পীড়িত হইয়া ভগবচ্চক্রের স্তব আরম্ভ করিলেন। (২) যথা—হে সুদর্শন! তুমি অগ্নি, তুমিই ভগবান্ সূর্য্য, তুমিই নক্ষত্র সকলের অধিপতি চন্দ্র, তুমিই জল, তুমিই ভূমি, তুমিই আকাশ, তুমিই বায়ু, তুমিই তন্মাত্র সকল, তুমিই ইন্দ্রিয়চয়। অর্থাৎ তোমার শক্তি দ্বারাই অগ্নিপ্রভৃতি স্ব২ কার্য্য করিতেছে, (৩) অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে অচ্যুতপ্রিয়! তোমার সহস্র আরা (আল)! হে সর্ব্বঘাতিন্! হে পৃথ্বীপতে! এই ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর। (৪) হে সুদর্শন! বিপ্র রক্ষণ তোমারই উপযুক্ত কর্ম্ম, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। অপর হে অমৃত, তুমি সত্য, তুমি যজ্ঞমূর্ত্তি এবং অখিল যজ্ঞ ভোক্তা। অধিকন্তু তুমি লোকপাল ও ঈশ্বরের পরম সামর্থ্য। হে চক্র! তোমার নাম সুদর্শন, তাহার অর্থ—ভগবানের শোভন দর্শন, ভগবদ্দর্শন হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তুমি সর্ব্বাত্মা। (৫) অপর তুমি অদ্ভুতকর্ম্মা, যেহেতু অখিল ধর্ম্মের সেতু স্বরূপ, অতএব তুমিই অধর্ম্মরত অসুরদিগের ধূমকেতু অর্থাৎ দাহক। অপিচ তুমি ত্রৈলোক্যের রক্ষক, তোমার তেজঃপুঞ্জ অত্যুজ্জ্বল। তুমি মনের তুল্য বেগবান্, তোমার স্তব করিতে কে সমর্থ হইবেক? অতএব আমি তোমার প্রতি কেবল নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। (৬) হে সুদর্শন! তোমার ধর্ম্মময় তেজঃ দ্বারা অন্ধকার সংহৃত এবং মহাত্মাদিগের দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। হে গীষ্পতে! তোমার মহিমা দুরত্যয়, সৎ অসৎ, পর অবর ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ, কারণ সূর্য্যাদির প্রকাশও তোমা হইতে হইয়া থাকে। (৭) হে অজিত! অনঞ্জন ভগবান্ কর্ত্তৃক যখন তুমি বিমুক্ত হও তখন দৈত্য দানব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের বাহু উদর ঊরু চরণ এবং কন্ধর নির্ভিন্ন করত সমরাঙ্গণে বিরাজ করিয়া থাক। (৮) হে জগত্ত্রাতঃ! তুমি এবম্ভূত গুণসম্পন্ন, ভগবান্ গদাধর খল ব্যক্তিদিগের প্রহরণার্থ তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন অতএব আমাদিগের কুলের সৌভাগ্য নিমিত্ত এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর। ইহা করিলেই আমাদের প্রতি মহান্ অনুগ্রহ বিস্তারিত হইবেক। (৯) হে সুদর্শন! যদি আমার কোন দান অথবা যজ্ঞ জন্য সুকৃত থাকে, যদি আমি স্বধর্ম্মের সুন্দর রূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, আর আমাদের কুল দেবতা যদি বিপ্র হন, প্রার্থনা করি তৎ প্রভাবে এই দ্বিজ আশু বিজ্বর হউন। অপিচ অদ্বিতীয়, এবং সর্ব্বভূতের প্রতি আত্মভাব হেতু সর্ব্ব গুণাশ্রয় ভগবান্ আমাদের প্রতি যদি প্রীত থাকেন তবে তাঁহার প্রসাদে এই দ্বিজ বিজ্বর হউন। (১০)

হে রাজন্, অম্বরীষ রাজা উক্ত প্রকারে স্তব করিতে থাকিলে ভগবানের সুদর্শন চক্র, যাহা বিপ্রবর দুর্ব্বাসাকে দগ্ধ করিতেছিল, ঐ রাজার যাজ্ঞাতেই প্রশান্ত হইল। অতএব দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নি তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কল্যাণবান্ হইলেন।

তদনন্তর ঐ মুনি অম্বরীষ রাজার প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া ভূরি২ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন অহো, ভগবদ্ভক্তদিগের অদ্ভুত মহত্ব অদ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল। হে রাজন্! আমি কৃতাপরাধ, তথাপি তুমি আমার কল্যাণ চেষ্টা করিলে। অথবা যে সকল ব্যক্তি সাত্বতপতি ভগবান্ হরিকে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকল মহাত্মা সাধু পুরুষের দুষ্কর বা দুস্ত্যজ কি আছে? যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে পুরুষ নির্ম্মল হয় তীর্থপাদ সেই ভগবানের দাসদিগেরই কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে? যাহাহউক। হে রাজন্, তুমি অতি করুণাত্মা, আমার প্রতি সুমহৎ অনুগ্রহ প্রকাশ হইল যেহেতু আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলে। (১১)

তদনন্তর অম্বরীষ রাজা আহার না করিয়া পুনরাগমন প্রার্থনায় দুর্ব্বাসার চরণ বন্দন করিলেন এবং বারম্বার নমস্ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। সাদরে সমানীত সর্ব্বাভিলাষসম্পাদক আতিথ্য স্বীকারে মহর্ষি দুর্ব্বাসার সাতিশয় পরিতোষ হইল, আহারানন্তর আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া রাজাকে বলিলেন মহারাজ! তুমিও আহার কর, (১২) হে মহীপাল! তুমি পরম ভাগবত, আমি তোমা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম, তোমার এই দর্শনে, এই আলাপে এবং যাহাতে আত্মায় মেধা হয় তদ্রূপ এই আতিথ্যে তোমার প্রতি আমার যৎপরো নাস্তি প্রীতি জন্মিল। (১৩) স্বর্গ বাসি সুরাঙ্গনাসকল তোমার এই নির্ম্মল কর্ম্ম সর্ব্বদাই গান করিবেন আর পৃথিবীস্থ লোকেরাও সতত তোমার পরম পবিত্র কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবেক।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ পরীক্ষিত! মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরিতুষ্ট চিত্তে এই প্রকার কহিয়া রাজর্ষি অম্বরীষের সহিত সম্ভাষণানন্তর আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন কিন্তু তিনি গমন করিয়া যাবৎ পর্য্যন্ত না আসিয়াছিলেন তাবৎ পর্য্যন্ত সম্বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলেও রাজা অম্বরীষ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় জলমাত্রাহারী হইয়াছিলেন। (১৪) তদনন্তর সেই ঋষি প্রত্যাগত হইলে ঐ রাজা ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা পবিত্রিত ভোজ্য ভোজন করিলেন এবং ঋষির ব্যসন ও পরিত্রাণের বিষয় স্মরণ করিয়া আপনার ধৈর্য্যাদি রূপ বীর্য্য ও ভগবানের প্রভাব মান্য করিতে লাগিলেন। (১৫)

হে রাজন্! অম্বরীষ নরপতির এবম্বিধ বিবিধ গুণ, তিনি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সেই ভক্তির প্রভাবে ব্রহ্মপদ সহিত সর্ব্বপ্রকার ভোগ তাঁহার সমক্ষে নিরয় প্রায় বোধ হইত।

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর ঐ বীর অম্বরীষ আপনার তুল্য শীলবান্ তনয়ের প্রতি রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া বন প্রবেশ করিলেন। তিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি আত্ম মনঃ ধারণ করাতে তদীয় গুণপ্রবাহ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। হে রাজন্! অম্বরীষ ভূপতির এই পবিত্র উপাখ্যান যে ব্যক্তি কীর্ত্তন এবং সতত ধ্যান করিবেন তিনি ভগবদ্ভক্ত ভাগবত হইবেন। অপর যে সকল মানব ভক্তি পূর্ব্বক মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিবেন তাঁহারা সকলেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে অনায়াসে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। (১৬।

ইতি নবম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অম্বরীষ বংশ, শশাদ অবধি মান্ধাতৃ পর্য্যন্তের বৃত্তান্ত এবং প্রসঙ্গতঃ মান্ধাতৃতনয়াপতি সৌভরির উপাখ্যান।

শুকদেব কহিলেন অম্বরীষের তিন তনয়—বিরূপ কেতুমান্ এবং শম্ভু। তন্মধ্যে বিরূপের সন্তান পৃষদশ্ব, তাহার তনয় রথীতর। (১) রথীতরের পুত্র বা কন্যা হয় নাই, তৎকর্ত্তৃক সন্তানার্থ অর্থিত হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা তদীয় ভার্য্যায় ব্রহ্মবর্চ্চস্বি কতিপয় সন্তান উৎপন্ন করিয়া দেন। (২) হে রাজন্! অঙ্গিরা হইতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল তাহারা রথীতরের ক্ষেত্রে প্রসূত হওয়াতে যদিও রথীতরগোত্র হইয়াছিল তথাচ অঙ্গিরার শুক্রে উৎপত্তির কারণে আঙ্গিরস বলিয়াও বিখ্যাত হয়, অধিকন্তু যেহেতু তাহারা ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ, এই কারণ অন্যান্য রথীতর সন্তানদিগের মধ্যে মুখ্য ছিল। (৩)

হে রাজন্! *এক্ষণে ইক্ষাকুর বংশ বিবরণ বলি, শুন। ক্ষুত করিতে করিতে মনুর ঘ্রাণ হইতে মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর উৎপত্তি হয়। ঐ ইক্ষ্বাকুর শত সন্তান, তন্মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। (৪) সেই শত পুত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশতি জন বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি আর্য্যাবর্ত্ত সম্মুখে সমুদ্র পর্য্যন্ত এক২ মণ্ডলে রাজা হয়েন। সেই রূপ পশ্চাতেও পঞ্চবিংশতি জন এক২ মণ্ডলে ভূপাল হন। কিন্তু মধ্যস্থলে জ্যেষ্ঠ তিন জন আর দক্ষিণ উত্তরাদি অন্যান্য ভাগে অন্যান্য পুত্রেরা রাজপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। (৫)

সে যাহা হউক। একদা ইক্ষ্বাকু অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিকুক্ষিকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন বৎস! শীঘ্র বনে গিয়া শ্রাদ্ধার্থ পবিত্র মাংস আহরণ করহ। (৬) বিকুক্ষি 'তাহাই করিতেছি' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধার্হ বহুতর পশু বধ করিলেন। তদনন্তর শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে বিস্মৃতিক্রমে হত পশুর মধ্য হইতে একটা শশক লইয়া রন্ধন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলেন। (৭) পরে অবশিষ্ট মাংস লইয়া পিতৃসমীপে আগমন পূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিয়া দিলেন। ইক্ষ্বাকু সেই মাংসের শ্রাদ্ধোচিত সংস্কারার্থ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে নিযুক্ত করিলে সেই মুনি বলিলেন এ মাংস দূষিত হইয়াছে, ইহা কর্ম্মার্হ হইবেক না। (৮) তদনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহার বিবরণ বর্ণন করিলে রাজা পুত্রের কর্ম্ম অবগত হইয়া রোষ বশতঃ তাহাকে দেশ হইতে নিঃসারিত করিয়া দিলেন কারণ শ্রাদ্ধীয় মাংসের অগ্রভাগ গ্রহণ করাতে তাহার সদাচার পরিত্যাগ হইয়াছিল। (৯)

তাহার পর ইক্ষাকু বশিষ্ঠের সহিত আত্মজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। (১০) পরিশেষে রাজ্য ভোগে বিরক্ত হইয়া যোগী হইলেন এবং যোগ দ্বারা কলেবর পরিহার পূর্ব্বক যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা প্রাপ্ত হইলেন। (১১)

* মনুর দশ পুত্রের মধ্যে পৃষধ্র ও কবি সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন একারণ তাঁহাদের বংশ হয় নাই, করূষাদি সপ্ত তনয়ের বংশ কথিত হইয়াছে। ইক্ষাকুর বংশ অতিশয় বিস্তীর্ণ, এ প্রযুক্ত অগ্রে না বলিয়া এক্ষণে বলা যাইতেছে।

পিতা উপরত হইলে বিকুক্ষি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং শশাদ এই নামে বিখ্যাত হইয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক পালন ও বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ হরির আরাধনা করেন। (১২) শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়। ঐ পুত্র ইন্দ্রবাহ নামেও কথিত এবং ককুৎস্থ বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকে৷ যেং কর্ম্ম দ্বারা তাহার ঐং নাম হয়, বলিতেছি শ্রবণ করহ। (১৩) পূর্ব্বে যৎকালে দানবদিগের সহিত দেবগণের বিশ্ববিনাশন আয়োধন হইয়াছিল সে সময় দেবতারা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ঐ বীরকে আপনাদের সহায় করেন। (১৪) তিনি, ইন্দ্র যদি আমার বাহন হন তবে আমি দৈত্যদিগকে বধ করিব, ইহা বলিয়া ইন্দ্রকে আপনার বাহনত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র প্রথমতঃ লজ্জাবশতঃ অস্বীকার করেন পরে বিশ্বাত্মা দেবদেব বিষ্ণুর বাক্যে স্বীকার করিয়া পুরঞ্জয়ের বাহন হইবার নিমিত্ত মহাবৃষভ হয়েন *। তদনন্তর পুরঞ্জয় বর্ম্ম সন্নদ্ধ করিয়া দিব্য ধনুঃ তথা ভূরিং শাণিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বৃষভের কুকুদোপরি আরোহণ করিয়া অবস্থিত হন তদ্দর্শনে দেবগণ তাঁহার স্তব আরম্ভ করেন। পরে পুরঞ্জয় মহাত্মা পরম পুরুষ বিষ্ণুর তেজে বর্দ্ধিত হইয়া দেবতাদের দ্বার পশ্চিম দিকে দৈত্য দিগের পুরী নিরুদ্ধ করিলেন (১৫) তদনন্তর দানবগণের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইল। যে সকল দৈত্য সমরে তাঁহার সম্মুখীন হইল তিনি তাহাদিগকে যম সন্দর্শনার্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। (১৬) তদ্দর্শনে অবশিষ্ট দৈত্যগণ খিদ্যমান হইয়া অত্যুল্বণ প্রলয়ানল তুল্য তদীয় বাণ পাতাভিমুখ পরিহার পূর্ব্বক স্বং আলয় পাতালে পলায়ন পরায়ণ হইল। (১৭) অতএব অঙ্গনাগণ সহ সমস্ত ধন ও পুর জয় করিয়া সেই রাজর্ষি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ঐ সকল কর্ম্ম দ্বারা তদবধি তিনি পুরঞ্জয়াদি নামে ব্যাহৃত হইতেন।

হে কুরুবর্য্য পরীক্ষিত! উল্লিখিত পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনাঃ। তাহার তনয় পৃথু। তাহা হইতে বিশ্বগন্ধি জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার সুত চন্দ্র। তাহার তনুজ যুবনাশ্ব। (১৮) যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, যিনি শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করেন। ঐ শ্রাবস্তের সুত বৃহদশ্ব, তাহার সন্তান কুবলয়াশ্ব। (১৯) এই মহাবল রাজা উতঙ্কের প্রিয়ার্থ আপনার এক বিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া ধুন্ধুনামা অসুর বরকে নিহত করেন (২০) অতএব ধুন্ধুমার বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ ধুন্ধুর মুখাগ্নি দ্বারা সকলেই জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল, কেবল তিনজনমাত্র অবশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব এই তিন জন জীবিত থাকেন। তন্মধ্যে দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, তাহার তনয় নিকুম্ভ। (২১) নিকুম্ভের পুত্র বাহুলাশ্ব, তাহা হইতে কৃশাশ্ব উৎপন্ন হয়েন। সেই কৃশাশ্বের সুত সেনজিৎ, তাহার পুত্র যুবনাশ্ব। ঐ ব্যক্তি অনপত্য হইয়া অরণ্য গমন করেন। (২২) তাঁহার শত সংখ্যক পত্নী ছিল, তনয়াভাবে বনে গিয়াও সেই শত বনিতা সহিত তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণ ভাবে থাকিতেন। তদ্দর্শনে অরণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহার প্রতি দয়ালু হন এবং তনয়ার্থ সমাহিত চিত্তে ইন্দ্র দৈবত্য যজ্ঞ প্রবর্ত্ত করান্। (২৩) হে রাজন্! আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। যজ্ঞ প্রবর্ত্তমান হইলে এক দিন যুবনাশ্ব নিশাভাগে তৃষিত হইয়া জলার্থ যজ্ঞসদনে প্রবেশ করিলেন এবং ঋত্বিগ্ বিপ্রগণ শয়ান থাকাতে তথায় পত্নীকে দিবার নিমিত্ত মন্ত্রাভিমন্ত্রিত যে জল ছিল পিপাসা পীড়ায় তাহাই পান করি-

* এইরূপে ইন্দ্র বাহন হওয়াতে পুরঞ্জয়ের ইন্দ্রবাহ এই দ্বিতীয় নাম হয়।

লেন। (২৪) পুরোহিতেরা নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন কলসে জল নাই, অতএব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ কর্ম্ম কাহার? পুত্রোৎপত্তিকারক জল কে পান করিয়া গেল? (২৫) অনন্তর যখন অবগতি হইল ঈশ্বরপ্রহিত হইয়া রাজা ঐ জল স্বয়ং পান করিয়াছেন তখন 'অহো দৈববলই মুখ্য বল, পুরুষের বল কোন কার্য্যের নহে' এই বাক্য উচ্চারণ করত ঈশ্বরকে বারম্বার নমস্কার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সময় পূর্ণ হইলে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি নির্ভেদ করিয়া চক্রবর্ত্তি লক্ষণাক্রান্ত একটী তনয় উৎপন্ন হইল। (২৬) তদ্দর্শনে বিপ্রগণ দুঃখিত হইয়া যখন এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন হা! এই কুমার স্তন্যার্থ অত্যর্থ রোদন করিতেছে, কি পান করিবে? তখন দেবরাজ ইন্দ্র 'বৎস! রোদন করিও না, মাং ধাতা অর্থাৎ আমাকে পান করিবে' বলিয়া আপনার তর্জ্জনী প্রদান করিলেন। ঐ কারণে মান্ধাতা নাম হয়। (২৭) মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্ব দেবব্রাহ্মণের প্রসাদে মৃত্যুগ্রস্ত হয়েন নাই, তপস্যা দ্বারা সেই স্থানেই কালান্তরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২৮) সে যাহা হউক। রাবণাদি দস্যুগণ ঐ মান্ধাতার প্রতাপে কম্পিত হইয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছিল ইহাতে ইন্দ্র তাহার অন্য এক নাম ত্রসদস্যু রাখেন। (২৯) হে রাজন্! তদনন্তর যুবনাশ্বতনয় সম্রাট হইয়া ভগবান্ অচ্যুতের তেজে একাকী সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করেন (৩০) এবং আত্মজ্ঞ হইয়াও ভূরি২ দক্ষিণা দিয়া বহু বহু যজ্ঞ করত তদ্দ্বারা যজ্ঞরূপি সর্ব্বদেবময় সর্ব্বাত্মক অতীন্দ্রিয় সেই দেবের অর্চ্চনা করেন, দ্রব্য, মন্ত্র, বলি, যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক্, ধর্ম্মোপদেশ এবং কাল, এই সমস্ত যাঁহার স্বরূপ। (৩১)

হে রাজন্! যত দূর পর্য্যন্ত দিবাকর উদিত হন এবং যাবৎ পর্য্যন্ত অস্ত হইয়া থাকেন তত দূর পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান যুবনাশ্ব পুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক। ঐ রাজা শশবিন্দুর দুহিতা ইন্দুমতীর গর্ব্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং যোগি মুচুকুন্দ এই তিনটী তনয় উৎপন্ন করেন। (৩২) ঐ তিন তনয়ের পঞ্চাশৎ ভগিনী, অর্থাৎ মান্ধাতার পুত্রত্রয় ব্যতীত পঞ্চাশটী কন্যা হইয়াছিল। তাহারা সকলেই সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করে। (৩৩) হে রাজন্! সৌভরি যমুনার জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে একদা মীনরাজের মৈথুন জন্য সুখজাত সন্দর্শন করেন। (৩৪) তাহাতে ঐ বিষয়ে তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ জন্মে অতএব তপস্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্ন্যর্থী হইয়া মান্ধাতার সন্নিধানে গমন করিয়া একটী কন্যা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। মান্ধাতা তাঁহার প্রার্থনায় এই কথা বলিয়াছিলেন ব্রহ্মন্! আমার কন্যার স্বয়ম্বরা হইবেক, যাহাকে ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিবেন। (৩৫) সৌভরি তৎশ্রবণে মনে করিলেন আমি জরাজীর্ণ হইয়াছি ও আমার কেশ পলিত এবং বয়োবাহুল্য হেতু আমার মস্তক সতত কম্পমান অপর আমি তাপস, এই বলিয়া বুঝি ইহাঁর সম্মত হইলাম না, তাহাতেই ইনি আমাকে স্ত্রীদিগের অপ্রিয় বিবেচনা করিয়া ছলক্রমে নিরাকৃত করিলেন। (৩৬) যাহা হউক। আমি আপনাকে সেই প্রকার করিতে চেষ্টা করি যাহাতে মনুজেন্দ্রদিগের রমণীগণের কথা কি? সুরসুন্দরীগণেরও কমনীয় হইতে পারি, এই বলিয়া তদর্থ কৃতনিশ্চয় হইলেন। (৩৭)

অনন্তর তপঃপ্রভাবে তাঁহার তদ্রূপ রূপ হইল। একদা রাজপুরীর প্রতীহারী তাঁহাকে রাজকন্যাদিগের সমৃদ্ধিশালি অন্তঃপুরে লইয়া গেল, তাহাতে

পঞ্চাশৎ রাজকন্যাই তাঁহাকে বর রূপে বরণ করিল। হে রাজন্! মান্ধাতার তনয়াদিগের পূর্ব্বে পরস্পর অতিশয় প্রণয় ছিল কিন্তু সৌভরির সহিত পরিণীতা হইবার নিমিত্ত তাহারা তদ্গতচিত্তা হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল ইনি আমারই অনুরূপ বর, তোমাদিগের নহেন, সুতরাং তদর্থ তাহাদের সুমহৎ কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। (৩৮) সে যাহাহউক, সৌভরি মন্ত্রসামর্থ্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার দুরন্ত তপঃপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক ভবনে অমূল্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল এবং নানাবিধ বন উপবন সুশোভিত ও সরোবর সকল সৌগন্ধি কহ্লার কাননে সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। (৩৯) অধিকন্তু যাবতীয় গৃহে দাস দাসীসকল সুন্দর রূপ অলঙ্কৃত এবং সর্ব্বত্র পক্ষী ভ্রমর ও বন্দিগণ মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। তিনি মহামূল্য শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, স্নান ও অনুলেপনাদি সম্পন্ন হইয়া সকল ভবন ও উপবনাদিতে সেই সমস্ত বনিতা সহিত অহরহ বিহার করিতে লাগিলেন। (৪০) হে রাজন্! সৌভরির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথ্বীর অধিপতি মান্ধাতার সুমহৎ বিস্ময় জন্মিল। তিনি সাম্রাজ্য সম্পত্তি সম্পন্ন বলিয়া যে গর্ব্ব করিতেন তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল। (৪১) পরন্তু সৌভরি ঐ প্রকারে গৃহাশ্রমে অভিরত হইয়া যদিও বিবিধ সুখে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন তথাচ ঘৃতবিন্দুপাতে যদ্রূপ বহ্নির পরিতৃপ্তি হয় না তাহার ন্যায় কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। (৪২)

কোন সময়ে বহ্বৃচার্য্য ঐ সৌভরি নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া আপনার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন তাহাতে মৎস্য সংসর্গ বশতঃ আপনার যে তপস্যার হানি হইয়াছে তাহা জ্ঞান গোচর হইল। (৪৩) অতএব আক্ষেপ প্রকাশ পুরঃসর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন অহো! আমি সাধু, চরিতব্রত এবং তপস্বী ছিলাম, আমার এই বিনাশ দর্শন করহ, জলের মধ্যে জলচর সঙ্গে থাকাতে চিরকালের উপার্জ্জিত তপস্যারত্ন বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। (৪৪) মুমুক্ষু পুরুষের কর্ত্তব্য দাম্পত্য ধর্ম্মবান্ ব্যক্তিদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করেন অপর ইন্দ্রিয় সকলের বহিঃপ্রসর সর্ব্বপ্রযত্নে নিবারণ করাও তাঁহার আবশ্যক। আর একাকী নির্জ্জনে ভ্রমণ করত অনন্ত পরমেশ্বরে চিত্তযোগ করাও কর্ত্তব্য। যদি কদাচিৎ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় ঈশ্বরার্থ ধর্ম্মপর সাধুর সঙ্গেই তাহা করা উচিত। (৪৫) আমি একাকী জলমধ্যে তপস্যা করিতেছিলাম তথায় মৎস্য সংসর্গ বশতঃ দারপরিগ্রহ করিতে আমার বাসনা হয় তাহাতে পঞ্চাশৎ ভার্য্যার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ পঞ্চাশৎ সংখ্যক হইয়াছিলাম তদনন্তর সেই পঞ্চাশৎ বনিতার প্রত্যেকে পুত্র শতরূপে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চ সহস্র হইয়াছি, তথাচ ঐহিক পারত্রিক কার্য্যবিষয়ক মনোরথ সকলের অন্ত প্রাপ্ত হইতেছি না, কারণ মায়াগুণে আমার বুদ্ধি অপহৃতা হইয়াছে, তজ্জন্য বিষয়েতেই পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছি। (৪৬)

হে রাজন্! সৌভরি এই প্রকারে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে করিতে বিরক্ত হয়েন, পরে সঙ্গত্যাগার্থ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার পত্নীগণ পতিপরায়ণ ছিল, তাহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইল। আত্মজ্ঞ ঐ মুনি যাহাতে আত্ম সাক্ষাৎকার হয় তাদৃশ তীব্র তপস্যা করিয়া অগ্নিত্রয় সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় যোগ করিলেন। (৪৭) হে মহারাজ! আপনাদিগের পতির ঐ রূপ আধ্যাত্মিক গতি অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিলয় অবলোকন করিয়া তাঁহার পত্নী সকল, যেমন

অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত অনলের সঙ্গে যায় তাহার ন্যায়, তদীয় প্রভাবে তাঁহার সহগামিনী হইল। (৪৮)

ইতি নবম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

মান্ধাতার বংশবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে পুরুকুৎস তথা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

শুকদেব কহিলেন অম্বরীষ বলিয়া বিখ্যাত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান্ধাতৃতনয় স্বীয় পিতামহ যুবনাশ্ব কর্ত্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হওয়াতে মান্ধাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব। তাঁহার তনয় হারীত। ইহারা অর্থাৎ অম্বরীষ, যুবনাশ্ব এবং হারীত এই তিন ব্যক্তি মান্ধাতৃগোত্রের প্রধান। (১)

হে রাজন্! উরগগণ আপনাদের ভগিনী যে নর্ম্মদাকে পুরুকুৎস হস্তে সম্প্রদান করেন ভুজগেন্দ্রের নিয়োগে সেই নর্ম্মদা কর্ত্তৃক পুরুকুৎস রসাতলে নীত হইয়া (২) বিষ্ণুশক্তি ধারণ পূর্ব্বক বধার্হ বহু বহু গন্ধর্ব্বকে নিহত করেন এবং আপনি নাগরাজ সকাশাৎ অনুত্তম বরপ্রাপ্ত হন্। সেই বর এই, নর্ম্মদার এই সমস্ত রসাতলনয়নাদি ব্যাপার যে সকল ব্যক্তি স্মরণ করিবেক তাহাদিগের সর্পভয় থাকিবেক না। (৩)

সে যাহা হউক। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু, তাঁহার তনয় অনরণ্য, তৎসুত হর্য্যশ্ব, তাহা হইতে প্রারুণ জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ত্রিবন্ধন। (৪) ত্রিবন্ধনের সন্তান সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু * বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ঐ ত্রিশঙ্কু অপরিণীতা বিপ্রকন্যা হরণ করাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন তাহাতে তিনি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র মুনির প্রভাবে (৫) সশরীরে স্বর্গ গমন করেন, অতএব অদ্যাবধি আকাশস্থ হইয়া আছেন। দেবতারা তাঁহাকে অবাক্‌শিরা করিয়া স্বর্গ হইতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় বলে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। (৬)

সে যাহা হউক। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, যাহার † নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের পরস্পর শাপে পক্ষী অর্থাৎ আড়ী ও বক হইয়া বহু বৎসর যাবৎ ঘোরতর সমর হইয়াছিল। (৭) ঐ হরিশ্চন্দ্র প্রথমে অনপত্য ছিলেন। পুত্রার্থ সর্ব্বদা বিষণ্ন থাকিতেন। একদা দেবর্ষি নারদের উপদেশে জলাধিপতি বরুণের শরণাপন্ন হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন হে দেব! আমার একটী পুত্র হউক, বর দেউন। প্রভো! যদি আমার বীর তনয় উৎপন্ন হয় সেই পুরুষ পশুদ্বারা আমি আপনকার যজ্ঞ করিব। (৮) বরুণ তথাস্তু বলিলে তাঁহারই কারণে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে একটী পুত্র হইল। সন্তান জন্মিলে বরুণ তন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন রাজন্! তোমার তো

---

* তিনটী দুঃখহেতু দোষ থাকাতে ত্রিশঙ্কু নাম হয়। হরিবংশে ঐ তিন দোষ প্রকটীকৃত আছে যথা——পিতার অসন্তোষোৎপাদন, গুরুর দুগ্ধবতী ধেনু বধকরণ এবং অপ্রোক্ষিত সেবন।

† এ বিষয়ের ইতিহাস এই, বিশ্বামিত্র মুনি রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়া তাঁহার দক্ষিণাচ্ছলে সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রকে আহত করেন, তৎশ্রবণে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্র সন্নিধানে গিয়া এই শাপ দেন অন্যায়াচরণহেতু তুমি আড়ীপক্ষী হও। বিশ্বামিত্রও তুমি বক হও বলিয়া প্রতিশাপ দেন, পরে সেই আড়ী ও বকের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল।

তনয় হইয়াছে, অঙ্গীকারানুসারে এখন ইহার দ্বারা আমার যজ্ঞ কর। (৯) হরিশ্চন্দ্র কহিলেন হে দেব! দশ দিন বয়ঃক্রম অতীত না হইলে পশুরা পূত ও যজ্ঞার্হ হয় না, দশ দিবস গত হউক, যজ্ঞ করিব।

হে পরীক্ষিত! দশ দিবস অতিক্রান্ত হইবামাত্র বরুণ পুনরায় আসিয়া বলিলেন রাজন্! যাগ কর, দন্ত জন্মিলেই পশু মেধ্য হয়, তোমার পুত্রের সমস্ত দন্ত উদ্ভিন্ন হইয়াছে, যজ্ঞ কর। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন ইহার এই দন্ত যখন পতিত হইবে তখন এ পবিত্র হইবেক। কিয়দ্দিন পরে রোহিতের রদন পড়িয়া গেল, অতএব বরুণ হরিশ্চন্দ্র-সন্নিধানে পুনরায় আগমন করিয়া বলিলেন রাজন্! আমার পশুর দন্ত সকল পতিত হইয়াছে, এখন যজ্ঞ কর। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন দন্ত ভগ্ন হইয়া পুনশ্চ না জন্মিলে পশু পূত হয় না। এ কথায় বরুণ স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং কিয়ৎ দিন পরে পুনরায় আসিয়া বলিলেন তোমার তনয়ের রদন দ্বিতীয়বার জন্মিয়াছে, এখন যজ্ঞ কর। ইহাতে হরিশ্চন্দ্র এই প্রতিবচন দিলেন (১০) হে বরুণদেব! ক্ষত্রিয়পশু যখন কবচ বন্ধনার্হ হয় তখন শুচি হইয়া থাকে। আমার পুত্র এখনও তদ্যোগ্য হয় নাই। (১১)

হে পরীক্ষিত! রাজা হরিশ্চন্দ্রের চিত্ত স্নেহে যন্ত্রিত হইয়াছিল, তিনি পুত্রানুরাগ বশতঃ ঐ প্রকারে অঙ্গীকৃত তত্তৎ কাল ক্ষেপণ করত যে যে কাল বলিতে থাকিলেন বরুণ সেই সেই কালেরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। (১২) ইতিমধ্যে রোহিত পিতার অভিপ্রায় অর্থাৎ আপনাকে পশু করিয়া বরুণদেবের যাগ করণেচ্ছা অবগত হইলেন, অতএব তিনি প্রাণ পরিরক্ষণ বাসনায় ধনুর্গ্রহণ পুরঃসর অরণ্য প্রস্থান করিলেন। (১৩) ইহাতে বরুণের অতিশয় কোপ জন্মিল, ক্রুদ্ধ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন, সেই কারণে হরিশ্চন্দ্রের উদর অতি বৃহৎ হইল।

অনন্তর রোহিত শুনিলেন পিতা বরুণ কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছেন অতএব গ্রামে প্রত্যাগমনের উদ্যম করিলেন কিন্তু ইন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিয়া নিষেধ করিলেন (১৪) এবং কহিলেন তীর্থক্ষেত্র নিষেবণ পুরঃসর পৃথিবী পর্য্যটন অতিশয় পুণ্যজনক, তুমি তাহাই করহ। ইহাতে রোহিত সম্বৎসর কাল অরণ্যে বাস করিলেন। (১৫) এই রূপে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তথা পঞ্চম বৎসরে যখন২ রোহিত প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করেন সেই২ সময়েই ইন্দ্র বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া ঐ প্রকার বলেন, অতএব রোহিত ষষ্ঠসম্বৎসর পর্য্যন্ত অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রত্যাগমন করত যখন পুরীসমীপে আসিলেন তখন অজীগর্ত্তের নিকট হইতে তদীয় মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং পিতাকে দিয়া প্রণাম করিলেন। (১৬)

তদনন্তর মহাযশা মহাজনপ্রসিদ্ধ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র নরমেধ দ্বারা বরুণাদি দেবতার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন তাহাতে বরুণকর্ত্তৃক তদীয় উদর মোচিত হইল। (১৭) সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, যমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং আয়াস্য মুনি উদ্গাতা হইয়াছিলেন। (১৮) হে রাজন্ পরীক্ষিত্! এই ব্যাপারে দেবরাজ ইন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণময় রথ প্রদান করেন। হে মহারাজ! শুনঃশেফের মাহাত্ম্য পশ্চাৎ (বিশ্বামিত্রোপাখ্যান প্রসঙ্গে) বর্ণন করিব। (১৯)

হে পরীক্ষিত! সভার্য্য হরিশ্চন্দ্রের সত্য, সামর্থ্য এবং ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন সেই কারণে তাঁহাকে অবিহতা গতি-

অর্থাৎ পরম জ্ঞান প্রদান করেন। (২০) অতএব ঐ রাজা অন্নময় মনকে অন্নশব্দবাচ্য পৃথিবীতে ধারণ অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত একীকৃত করিয়া পরে সেই পৃথিবীকে জলের সহিত ঐক্য করিলেন। তদনন্তর সেই জলকে তেজের সহিত একীকৃত করিয়া সেই তেজকে বায়ুসহ মিশ্রিত করিলেন। তাহার পর বায়ুকে আকাশে ধারণ করিয়া সেই আকাশকে অহঙ্কারে যোগ করিলেন। পশ্চাৎ সেই অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে মিলিত করত (২১) বিষয়াকার ব্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক জ্ঞানাংশকে আত্মস্বরূপে ধ্যান করিয়া তাহার দ্বারা আত্মার আবরক অজ্ঞানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরে নির্ব্বাণ সুখ সম্বিদ্ দ্বারা জ্ঞানাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তবন্ধন হইয়া অনির্দ্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য স্বরূপে অবস্থিত হইলেন। (২২)

ইতি নবম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

রোহিত বংশ এবং কপিলাক্ষেপে সগর সন্তান দিগের বিনাশ বৃত্তান্ত।

শুকদেব কহিলেন রোহিতের তনয় হরিত। ঐ হরিত হইতে চম্প উৎপন্ন হয়েন, যিনি চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই চম্পের পুত্র সুদেব। তাঁহার আত্মজ বিজয়। (১) বিজয়ের তনয় ভরুক, তাহার পুত্র বৃক। ঐ বৃক হইতে বাহুকের জন্ম হয়। বৈরিগণ এই বাহুকের রাজ্য অপহরণ করিয়া লওয়াতে তিনি ভার্য্যা সহ অরণ্য প্রবেশ করেন। (২) সেই স্থানে বৃদ্ধ হইলে পর আয়ুঃশেষে তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মহিষী অনুমৃতা হইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে সগর্ত্তা জানিয়া সে উদ্যম হইতে নিবারণ করিলেন। (৩) হে রাজন্! ঐ রাজাঙ্গনার সপত্নীগণ তাঁহাকে অন্তরাপত্যা জানিয়া হিংসা পরবশ হইয়াছিল এবং তদীয় গর্ভ বিনাশার্থ অন্নের সহিত গর (বিষ) প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে সেই গর সহিত প্রসব হওয়াতে সেই পুত্র সগর এই আখ্যায় আখ্যাত হয়। ঐ সগর মহাযশস্বী সম্রাট হইয়াছিলেন তাঁহার পুত্রদের হইতেই সাগর বিখ্যাত হইয়াছে। (৪) হে পরীক্ষিত! সগররাজা স্বীয় গুরু ঔর্ব্ব ঋষির বাক্যে তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয় এবং বর্ব্বর এই সকল জাতীয়দিগের প্রাণবধ করেন নাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিকৃতবেশী করিয়াছিলেন। (৫) অর্থাৎ কোন জাতিকে মুণ্ড অথচ শ্মশ্রুধারী, কোন জাতিকে মুক্তকেশ ও অর্দ্ধ মুণ্ডিত, কোন জাতিকে অন্তর্ব্বাসবিহীন কেবল বহির্ব্বাসধারী, কোন জাতিকে বহির্ব্বাসহীন কেবল কৌপীনধারী করেন। (৬)

হে রাজন্! উল্লিখিত সগর রাজা মহর্ষি ঔর্ব্বের উপদিষ্ট উপায় দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বদেবময় পরাত্মা পরমেশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করেন। তাঁহার যজ্ঞার্থ উৎসৃষ্ট পশু দেবরাজ ইন্দ্র হরণ করিলেন। (৭) হে কুরুপ্রবীর! সগর রাজার দুই বনিতা ছিল—সুমতি ও কেশিনী। রাজা যজ্ঞীয় অশ্ব অন্বেষণার্থ সুমতির সন্তানদিগকে আজ্ঞা দিলেন তাহাতেই তাহারা সাহঙ্কার হইয়া যজ্ঞীয় হয়ের অনুসন্ধান করত অবনীতলের সর্ব্বত্র খনন করিতে আরম্ভ করিল (৮) এবং কিয়দ্দিন পরে উত্তর পূর্ব্ব দিকে ভগবান্ কপিলের সন্নিধানে সেই ঘোটক দেখিতে পাইয়া "এই ব্যক্তি অশ্ব চোর," নয়ন নিমীলন করিয়া রহিয়াছে,

এ পাপাত্মাকে এখনি মারিয়া ফেল--মারিয়া ফেল বলিয়া ষষ্টি সহস্র সহোদরে অস্ত্র শস্ত্র উদ্যম করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। ভগবান্ কপিল সমাধিস্থ ছিলেন, কোলাহল শুনিয়া সমাধি ভঙ্গ করিয়া নেত্রদ্বয় উন্মিষিত করিলেন। হে রাজন্! ইন্দ্রের মায়ায় সগর সন্তান্ দিগের বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছিল অতএব মহর্ষি কপিলের প্রতি ঐ রূপ অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু মহা ব্যতিক্রম হেতু অতিমহৎ যে কপিল দেবের শরীরাগ্নি, তাহাতে ক্ষণমাত্রে তাহারা সকলেই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। (৯) হে রাজন্! কোন২ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন সগর তনয়েরা কপিল মুনির কোপাগ্নিতে ভর্জ্জিত হইয়াছিল, সে কথা ভাল নহে, কারণ ভগবান্ কপিল শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি, তাঁহার আত্মা জগতের পবিত্রকারী, আকাশে পার্থিব ধূলির ন্যায় তাঁহাতে কি প্রকারে ক্রোধময় তমঃ সম্ভাব্য হইতে পারে। (১০) অপর যিনি এই সংসার সাগরে সাঙ্খ্যময়ী দৃঢ়া তরণী প্রবর্ত্তমানা করিয়াছেন, যে তরণী দ্বারা মুমুক্ষু জনে দুরত্যয় মৃত্যুবর্ত্ম ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতেছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরাত্ম স্বরূপ মহামুনির শত্রু মিত্রাদি ভেদ দৃষ্টিই বা কি প্রকারে সম্ভাব্য। (১১)

সে যাহা হউক। সগর রাজার যে পুত্র অসমঞ্জস বলিয়া উক্ত হইতেন্ * যিনি কেশিনীর তনয়, সগরেরই শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান্, সর্ব্বদা পিতামহের হিতার্থ রত থাকিতেন। (১২) হে কুরুবর্য্য! ঐ অসমঞ্জস পুর্ব্ব জন্মে যোগী ছিলেন, সঙ্গহেতু যোগ হইতে পারি ভ্রষ্ট হয়েন। অতএব জাতিস্মর হইয়া জন্ম গ্রহণানন্তর ইহ জন্মে সঙ্গ পরিহারার্থ আপনাকে অর্থতঃ অসমঞ্জস রূপে প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ লোকের উদ্বেগ জন্মাইয়া লোক গর্হিত আচার তথা জ্ঞাতিগণের অপ্রিয় কর্ম্ম করত খেলায়মান বালকদিগকে সরযূ জলে ক্ষেপণ করিতেন। (১৩) এই প্রকার কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহার পিতা সগর অপত্য স্নেহ বিসর্জ্জন পুর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন তাহাতে তিনি নিজ যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে নিহত বালকদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া সকলকে দেখান্ পরে সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করেন। হে রাজন্! অযোধ্যাবাসী লোকেরা অসমঞ্জস কর্ত্তৃক নিহত স্ব২ বালকবৃন্দকে সজীব ও পুনরাগত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল আর সগর রাজাও তাঁহার নিমিত্ত পরে বিস্তর অনুতাপ করিয়াছিলেন। (১৪)

সে যাহা হউক। সুমতির সন্তানসকল বিনষ্ট হইলে পর নরপতি সগর যজ্ঞীয় তুরগ অন্বেষণার্থ ঐ অসমঞ্জসাত্মজ অংশুমানকে পাঠাইয়া দিলেন অতএব অংশুমান্ পিতৃব্যদিগের কৃত খাতের পশ্চাৎ২ যে পথ হইয়াছিল তদ্যোগে গমন করিলেন এবং অনেক দুর গিয়া ভস্মরাশি সমীপে যজ্ঞাশ্ব দেখিতে পাইলেন।

হে রাজন্! সেই স্থানে কপিল নামা মুনিরূপী ভগবান্ বিষ্ণু বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে অংশুমান্ সমাহিতচিত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। (১৫) হে দেব! যে ব্রহ্মা জন্ম রহিত তিনিও অদ্যাপি আপনা অপেক্ষা পর পরমেশ্বর যে আপনি, আপনাকে সমাধি দ্বারা দেখিতে পাইলেন না এবং যুক্তি দ্বারাও জানিতে পারিলেন না, ইহাতে অন্য অর্ব্বাচীন ব্যক্তিরা কোথা হইতে আপনাকে দর্শন করিবেক? তাহারা ঐ ব্রহ্মার মনঃ, শরীর ও বুদ্ধি হইতে যে বিবিধ দেব তির্য্যক্ নর সৃষ্টি হইয়া থাকে তন্মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে

* কেবল অজ্ঞ লোকেরাই তাহাকে অসমঞ্জস বলিত বস্তুতঃ তিনি সমঞ্জস ছিলেন।

আবার আমরা অজ্ঞতম, অতএব আমরা আপনাকে দেখিতে পাইব সম্ভাবনা কি। (১৬) হে দেব! যে সকল ব্যক্তি দেহধারী, তাহারা, আপনি আত্মাতে সম্যক্ অবস্থিত তথাচ আপনাকে জানিতে পারে না, গুণ সকলই দর্শন করে, অথবা গুণও তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল তমই দেখিতে পায় কারণ ত্রিগুণা বুদ্ধিই তাহাদিগের প্রধান অতএব বহির্দিকেই তাহাদের জ্ঞান, অর্থাৎ তাহারা বুদ্ধির পরতন্ত্র এ প্রযুক্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় বিষয় দর্শন করে এবং সুষুপ্তি দশায় তমোমাত্র দেখে, আপনি নির্গুণ সুতরাং আপানাকে কোন অবস্থায় দেখিতে পায় না, যেহেতু তাহাদের চিত্ত আপনকার মায়ায় বিমোহিত। (১৭) প্রভো! আপনি জ্ঞানঘনস্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি অতএব যে সকল ব্যক্তির মায়া গুণ নিমিত্ত ভেদ মোহ প্রধ্বস্ত হইয়াছে তাদৃশ সনন্দাদি মুনিজনেরও বিচিন্তনীয়। আমি মূঢ়, বিচার দ্বারাও কি রূপে আপনাকে জানিতে পারি। ফলতঃ আপনি জ্ঞানঘনস্বরূপ, এ প্রযুক্ত জ্ঞানের বিষয় নহেন, যদিস্যাৎ বিচারের বিষয় হন তথাচ আমি মায়াগুণে অভিভূত, সুতরাং বিচারে সমর্থ নহি। (১৮) হে প্রশান্ত! মায়া গুণই আপনকার বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম এবং ব্রহ্মাদিরূপই আপনকার লিঙ্গ। আপনি কার্য্য কারণ হইতে বিমুক্ত, এ কারণ মায়া গুণযুক্ত নামরূপশূন্য, কেবল জ্ঞানোপদেশার্থ এই শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন, অতএব আপনি পুরাণ পুরুষ, আমি আপনাকে কেবল নমস্কার করি। (১৯) বিভো! এই লোক আপনকার মায়ায় বিরচিত হইয়াছে, ইহাতে বস্তু বুদ্ধি করিয়া কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহে ভ্রান্ত চিত্ত মানব সকল গৃহাদিতে ভ্রমণ করে। (২০) কিন্তু হে সর্ব্বাত্মন্! আপনকার কৃপায় আপনকার দর্শন লাভ হওয়াতে অদ্য আমাদিগের কাম কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় রূপ দৃঢ়তর মোহপাশ ছিন্ন হইল। অর্থাৎ আপনকার প্রসাদে আমরা কৃতার্থ হইলাম।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! এই প্রকারে স্তব করিয়া প্রভাব সকল গান করিলে পর ভগবান্ কপিল অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর অংশুমানের প্রতি নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিলেন।

ভগবান্ কপিল কহিলেন বৎস! তোমার পিতামহের যজ্ঞপশু এই অশ্ব লইয়া যাও। (২১) অশ্ব পাইয়া অংশুমান্ সাকাঙ্ক্ষ হইয়া দণ্ডায়মান থাকাতে মুনি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন তোমার এই দগ্ধ পিতৃগণ গঙ্গোদকার্হ, অন্য জলে ইহাদের সদ্গতি হইবেক না। (২২)

তৎশ্রবণে অংশুমান্ মুনিকে মস্তক দ্বারা প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রসন্ন করত যজ্ঞীয় হয় আনয়ন করিলেন। সগররাজা তদ্দ্বারা যজ্ঞশেষ সমাপ্ত করিয়া পরে উপরতস্পৃহ হইলেন, অতএব অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক বন্ধনোন্মুক্ত এবং ঔর্ব্বোপদিষ্ট বর্ত্মযোগে অনুত্তম গতিপ্রাপ্ত হইলেন। (২৩)

ইতি নবম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

খট্বাঙ্গ অবধি অংশুমদ্বংশ এবং ভগীরথের গঙ্গানয়ন বৃত্তান্ত।

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ! যদ্রূপ সগর রাজা পৌত্রহস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া তপস্যা করেন অংশুমানও তদ্রূপ আপনার পুত্রকে রাজত্ব দিয়া গঙ্গানয়ন

কামনায় দীর্ঘকাল তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, কিয়ৎ কাল পরে কালবশতঃ তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। (১) অংশুমানের পুত্র দিলীপ। তিনিও পিতার ন্যায় গঙ্গানয়নে অসমর্থ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। দিলীপের তনয় ভগীরথ। ইনি গঙ্গানয়নার্থ সুমহৎ তপস্যা করিলেন। (২) তাহাতে গঙ্গাদেবী ইহাঁকে দর্শন দিয়া বলিলেন বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিলাম। ভগীরথ তৎশ্রবণে অবনত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। (৩) গঙ্গা কহিলেন রাজন্! আমি যখন আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইব তখন কোন ব্যক্তিকে আমার বেগ ধারণ করিতে হইবেক নচেৎ ভূমীতল নির্ভেদ করিয়া রসাতলে গিয়া পড়িব, কে আমার বেগ ধরিবেক? (৪) অপর আমি পৃথিবীতে যাইতে পারিব না কারণ মনুষ্যেরা আমাতে অপবিত্র পদার্থ সকল প্রক্ষালন করিবেক, সে অশুচিতা আমি কোথায় ক্ষালন করিব এ বিষয়ে উপায় চিন্তা করহ। (৫)

ভগীরথ কহিলেন জননি! সংসারত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ লোকপাবন, তাঁহারা স্ব২ অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা আপনকার ঐ অপবিত্রতা হরণ করিবেন। তাঁহাদের অন্তরে অঘহারী ভগবান হরি নিত্য বিরাজমান, অতএব তাঁহারা কলুষ বিনাশে সমর্থ। (৬) আর ভগবান্ রুদ্র, যিনি সকল শরীরির আত্মা, এবং শাটী যেমন সূত্রে ওত প্রোত থাকে তাহার ন্যায়, যাঁহাতে এই বিশ্ব ওত প্রোত হইয়া আছে, তিনি তোমার পতনবেগ ধারণ করিবেন। (৭)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! ভগীরথ রাজা গঙ্গাকে এই প্রকার বলিয়া তপস্যা দ্বারা দেবদেব মহাদেবের সন্তোষ জন্মাইতে যত্নবান্ হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রতি আশুতোষের সন্তোষ হইল। (৮) ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বলোকহিতৈষী, ভগীরথ যাহা প্রার্থনা করিলেন তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক সাবধানে গঙ্গা ধারণ করিলেন। হে রাজন্! গঙ্গার মাহাত্ম্য কি বলিব? ভগবান্ হরির পাদ স্পর্শে তদীয় জল পবিত্র হইয়াছে। রাজর্ষি ভগারথ যে স্থানে আপনার পিতৃগণের দেহ সকল ভস্মীভূত হইয়া পড়িয়া ছিল তথায় ভুবনপাবনী গঙ্গাকে লইয়া গেলেন। তিনি বায়ুবৎ বেগগামি রথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া সকল দেশ পবিত্র করত নির্দগ্ধ সগরসন্তানদিগকে স্বীয় সলিলে অভিষিক্ত করিতে থাকিলেন। (৯) হে রাজন্! সগরসন্তানেরা ব্রাহ্মণের প্রতি আত্মকৃত দণ্ডে হত হইয়াও কেবল দেহ ভস্ম দ্বারা যাঁহার জলস্পর্শমাত্রে স্বর্গে গমন করিল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিলে কি হয় বিবেচনা করহ। (১০) ফলতঃ সগর সন্তানেরা যাঁহার জলে ভস্মীভূত অঙ্গ সঙ্গ মাত্রে স্বঃপ্রযাত হইল যে সকল ব্যক্তি ধৃতব্রত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিবে, তাঁহাদের স্বর্গতি হওয়া বিচিত্র নহে।

হে কুরুবর্য্য! এ স্থলে স্বর্ধুনীর এই যে মাহাত্ম্য বলিলাম ইহা সুমহৎ আশ্চর্য্য নহে যেহেতু তিনি অনন্তচরণ প্রসূতা, এবং সংসার নাশিনী। (১১) রাজন্! অমল মুনিগণ শ্রদ্ধা সহকারে যাঁহাতে মনোনিবেশ করিয়া দুস্ত্যজ দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্যঃ তদাত্মতা প্রাপ্ত হন তাঁহার পাদপ্রভবার প্রভাব অবশ্যই অনির্ব্বচনীয়।

উল্লিখিত ভগীরথের পুত্র শ্রুত। তাঁহার তনয় নাভ। তাহা হইতে সিন্ধু-

দ্বীপ উৎপন্ন হন। তাঁহার সুত অযুতায়ু। (১২). অযুতায়ুর তনয় ঋতপর্ণ, তিনি নলের সখা, অক্ষহৃদয় দিয়া তাঁহা হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। ঐ ঋতপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম। (১৩) তাঁহার পুত্র সুদাস, তৎসুত সৌদাস, যিনি দময়ন্তীর পতি। যাঁহাকে কখন২ মিত্রসহ এবং কখন২ কল্মাষপাদ বলিয়া থাকে। তাঁহার অপত্য হয় নাই, তিনি নিজ কর্ম্মদোষে বশিষ্ঠ মুনির শাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হন। (১৪)

রাজা পরীক্ষিত কহিলেন ব্রহ্মন্! মহাত্মা সৌদাসের প্রতি কি নিমিত্ত বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপ হইয়াছিল, অবগত হইতে অভিলাষ করি, যদি রহস্য না হয় বলিতে আজ্ঞা হউক। (১৫)

শুকদেব কহিলেন একদা সৌদাস রাজা মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে২ একটা রাক্ষস বধ করিলেন কিন্তু তাহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন, অতএব সেই নিশাচর সোদরহন্তার প্রতীকার বাসনায় গমন করিল। (১৬) সে রাজার অনিষ্ট চিন্তা করত পাচক রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। এক দিন রাজগুরু বশিষ্ঠ রাজভবনে আগমন পূর্ব্বক ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করিলে সে নরমাংস পাক করিয়া আনিল। (১৭) যখন পরিবেশন হইতে লাগিল সে সময় ভগবান্ বশিষ্ঠ দিব্য চক্ষুদ্বারা নিরীক্ষণ করিলেন ভক্ষণার্থ অভক্ষ্য বস্তু প্রদত্ত হইতেছে, অতএব ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন এরূপ নরমাংস ব্যবহারদোষে তুমি রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইবা। (১৮) পরন্তু তৎপরেই ঐ মুনি জানিতে পারিলেন রাক্ষসে ঐ রূপ করিয়াছে, অতএব রাজাকে শাপ দিয়া অকারণ শাপদান জন্য পাপ ক্ষয়ার্থ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিলেন। রাজাও বিনা অপরাধে অভিশপ্ত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। (১৯) কিন্তু তদীয় বনিতা দময়ন্তী নিবারণ করিতে লাগিলেন, অতএব রাজা রোষতীব্র হইয়া সেই জল আপনার পদতলে পরিত্যাগ করিলেন। (২০) অনন্তর দিক, আকাশ এবং ধরাতল, সকলই জীবময় দর্শন করত স্বয়ং রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া পাদাবচ্ছেদে কল্মাষতা প্রাপ্ত হইলেন। (২১)

হে রাজন্! সৌদাস নরপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা রতিক্রীড়াসক্ত বনবাসি দ্বিজদম্পতী দেখিতে পাইলেন। (২২) তৎকালে তাঁহার অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছিল, বুভুক্ষায় পীড়িত হইয়া আহারার্থ ঐ বিপ্র দম্পতি মধ্যে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন, ইহাতে ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দীনা হইয়া কহিতে লাগিলেন রাজন্! তুমি রাক্ষস নহ, ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের মধ্যে এক জন মহারথী বীর, দময়ন্তীর পতি, তোমার অধর্ম্মাচরণ করা উচিত হয় না, (২৩) এই বিপ্র আমার পতি, আমি অপত্যকামনা করিয়া ইহাঁর সেবা করিতেছিলাম, এখনও ইহাঁর রতি সমাপ্ত হয় নাই, অনুগ্রহ করিয়া আমার পতিকে মুক্ত কর। হে মহারাজ! এই মানবদেহে পুরুষদের অখিল পুরুষার্থ সাধন হয় অতএব দেহনাশকে সর্ব্বার্থ নাশ বলিয়া থাকে। (২৪) অধিকন্ত এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্, তপঃশীল ও গুণযুক্ত, অপর মহাপুরুষ সংজ্ঞক যে পর ব্রহ্ম গুণযোগে সর্ব্বভূতে অন্তর্হিত আছেন 'সর্ব্বভূতের আত্মা' এই রূপ চিন্তাদ্বারা ইনি তাঁহার আরাধনা করিতে বাসনা রাখেন। অতএব হে প্রভো! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি রাজর্ষিপ্রবর, পিতা হইতে সন্তানের ন্যায় তোমা হইতে এই বিপ্রর্ষি বধার্হ হইতে পারেন না। রাজন্! কর্ম্ম মনঃ ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্ব প্রাণির প্রতি যে

সৌহৃদ্যাচরণ তাহাকেই বিদ্যাবিবেকসম্পন্ন বুধগণ শীল বলিয়া থাকেন। (২৫) হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি সাধুজনের সম্মত, গোবধের ন্যায় এবম্বিধ অপাপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মবাদি ব্রহ্ম বধ কি রূপে সাধু বলিয়া মানিতেছেন? (২৬) পরন্তু আমি যাঁহা ব্যতীত ক্ষণ কালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না সেই এই আমার পতিকে যদি আপনি নিতান্তই আপনার ভক্ষ্য করেন আমি মৃতপ্রায়া হইলাম, অগ্রে আমাকে ভক্ষণ করুন।

হে কুরুবর্য্য! বিপ্রপত্নী অনাথা প্রায় হইয়া ঐ প্রকার করুণ স্বরে কাতরতা প্রকাশ করিতে থাকিলেও, ব্যাঘ্র যেমন পশু খায় তাহার ন্যায়, শাপমোহিত সৌদাস সেই ব্রাহ্মণকে খাইয়া ফেলিলেন। (২৭) ব্রাহ্মণী দেখিলেন গর্ভাধানকারি স্বামিকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিল অতএব আপনার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে কুপিতা হইয়া ঐ মহীপতির প্রতি এই অভিশাপ দিলেন (২৮) অরে পাপাত্মা! যেহেতু তুই আমার পতিকে রতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভক্ষণ করিলি, এই কারণে তোরও রতি হইতে মৃত্যু হইবেক।

হে রাজন্! পতিলোকপরায়ণা সেই ব্রাহ্মণী এই প্রকারে মিত্রসহ নরপতির প্রতি অভিশাপ দিয়া পতির অস্থি সকল প্রজ্বলিত হুতাশনে ক্ষেপণ পুর্ব্বক স্বয়ং তদারোহণ দ্বারা স্বামির গতি প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে দ্বাদশ বৎসর অতীত হওয়াতে নরপতি সৌদাসের শাপ মোচন হইল। তদনন্তর একদিন মৈথুনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার মহিষী ব্রাহ্মণীশাপ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ঐ উদ্যম হইতে নিবারণ করিলেন। (২৯) রাজন্! সৌদাস রাজা তদবধি স্ত্রীসুখে বঞ্চিত হয়েন এবং নিজ কর্ম্মদোষে অনপত্য হইয়া থাকেন। কিয়ৎ কালানন্তর বশিষ্ঠ মুনি তাঁহার অনুমতিক্রমে তদীয় বনিতা দময়ন্তীর গর্ভাধান করিয়া দিলেন। (৩০) কিন্তু ঐ অবলা সাত বৎসর পর্য্যন্ত সেই গর্ভ ধারণ করিয়া রহিলেন, কোন প্রকারে প্রসব হইতে পারিলেন না। তদনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ আসিয়া অশ্ম (প্রস্তর) দিয়া তদীয় গর্ভ আহত করিলেন তাহাতেই সেই গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্র অশ্মক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। (৩১) উক্ত অশ্মক হইতে বালিক রাজার উৎপত্তি হয়। স্ত্রী-লোকেরা বেষ্টন করিয়া পরশুরামের কোপ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এই কারণে তিনি নারীকবচ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অপর পৃথ্বী নিঃক্ষত্রা হইলে তিনিই ক্ষত্রবংশের মূল হইয়াছিলেন ইহাতে মূলক বলিয়াও উক্ত হয়েন। সে যাহা হউক। ঐ অশ্মক হইতে দশরথ জন্মেন। দশরথের পুত্র ঐড়বিড়ি, তাহার তনয় রাজা বিশ্বসহ, তৎসুত মহারাজ চক্রবর্ত্তী খট্বাঙ্গ। (৩২) খট্বাঙ্গ রাজা অতিশয় দুর্জ্জয় ছিলেন, দেবতাদের কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ করেন তাহাতে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে বলিয়াছিলেন প্রথমে আমার পরমায়ু কত বলুন। পরে দেবগণ প্রমুখাৎ মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ু অবশিষ্ট আছে অবগত হইয়া তাঁহা-দিগের প্রদত্ত বিমানযোগে শীঘ্র স্বীয়পুরে আগমন পূর্ব্বক পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করেন। (৩৩) অবশেষে তাঁহার এই নিশ্চয় হয় কুলদেব যে ব্রহ্মকুল, তাঁহাদের অপেক্ষা আমার প্রাণ, আত্মজ, ধন সম্পত্তি, পৃথিবী, রাজ্য এবং বনিতাও প্রিয়তর নহে। (৩৪) আর আমার মতি কদাচিৎ অত্যল্পও অধর্ম্মে রত হয় না এবং উত্তমঃ-শ্লোক ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আমি দেখিতে পাই না।. (৩৫) অতএব ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে যে অভিলষিত গ্রহণের বর দিতেছেন ভূতভাবন ভগবান্ হরিতে আমার ভাবনা থাকাতে আমি তাহাও বরণ করিব না,

(৩৬) কারণ যে সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, তাঁহারা দেবতা হইয়াও স্বীয় হৃদয়ে স্থিত প্রিয় আত্মাকে নিত্য দেখিতে পান্ না, ইহাতে অপরে দেখিবে সম্ভাবনা কি? (৩৭) অতএব গন্ধর্ব্বপুর সমান, পরমেশ মায়া রচিত যেসকল গুণ, তাহাতে সেই সঙ্গ, যাহা স্বভাবতঃ আত্মাতে রূঢ় হইয়া আছে, বিশ্বকর্ত্তার ভাবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হই। (৩৮)

হে রাজন্! খট্বাঙ্গ রাজা নারায়ণবিষয়িণী বুদ্ধি যোগে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া দেহাদ্যভিমান রূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে সেই স্বীয় ভাবে অবস্থিত হয়েন (৩৯) যাহা সূক্ষ্ম পর ব্রহ্ম ও রাগাদির অবিষয়, এ প্রযুক্ত শূন্যবৎ কল্পিত হয় অথচ অশূন্য স্বরূপ। অপর যাঁহার প্রতি ভক্ত জন ভগবান্ বাসুদেব—এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন কারণ পর ব্রহ্মই ভক্তানুগ্রহার্থ শক্তি প্রকাশ পুরঃসর বাসুদেব হয়েন। (৪০)

ইতি নবম স্কন্ধে খট্বাঙ্গ চরিত্র নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

খট্বাঙ্গবংশে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম এবং রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যা গমন পর্য্যন্ত তদীয় চরিত্র।

শুকদেব কহিলেন খট্বাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু, তাঁহা হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর তনয় মহাযশাঃ অজ। হে মহারাজ! ঐ অজ হইতে মহাত্মা দশরথ উৎপন্ন হয়েন। ব্রহ্মময় হরি সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবগণের প্রার্থনায় রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্ন এই চারি সংজ্ঞায় চারি অংশে বিভক্ত হইয়া যাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন! (১) হেরাজন! বাল্মীক প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সীতাপতি ঐ রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যদিও তোমার বারম্বার শ্রুত হইয়াছে তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি, অবধান করহ। (২) যিনি পিতৃসত্য পালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, প্রিয়ার হস্তদ্বারাও যাহা স্পর্শ করিতে ক্ষমতা ছিল না, তাদৃশ পদ্মবৎ সুকুমার পদ দ্বয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বানরেন্দ্র হনুমান্ অথবা সুগ্রীব এবং অনুজ লক্ষ্মণ যাঁহার পথশ্রান্তি অপনয়ন করিয়া দিতেন, সূর্পণখার কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া বৈরূপ্য করাতে সে রাবণের নিকট গিয়া লোভ দর্শাইলে রাবণ আসিয়া যাঁহার প্রেয়সী সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, প্রিয়া বিরহ জন্য রোষে যদীয় ভ্রবিজৃম্ভণে সমুদ্র সন্ত্রস্ত হয়, অনন্তর তাহার বিজ্ঞাপনে যিনি সেতু বন্ধন করিয়া রাবণাদি খলগণ রূপ গহনের দাবানল হন, সেই কোশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন। (৩) সেই রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে মরীচি প্রভৃতি প্রধান২ রাক্ষসদিগকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ নিকটে থাকিয়া দেখিতেছিলেন তাঁহারও অপেক্ষা করেন নাই। (৪) তিনি সীতার স্বয়ম্বর গৃহে বীরপুরুষ সমূহের সমাজ মধ্যে মহাদেবের ধনু ইক্ষুদণ্ডবৎ গ্রহণ করিয়া জ্যারোপণানন্তর আকর্ষণ ও মধ্যভাগে ভগ্ন করেন। হে রাজন্! সেই ধনু অতিশয় গুরুতর ছিল, তিন শত বাহকে তাহা আনয়ন করিয়া দেয়। পরন্তু রামচন্দ্রের লীলা বালগজ তুল্য অদ্ভুত, অতএব তিনি অবলীলাক্রমে তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলেন। (৫) তদনন্তর যে সীতা নামী স্ত্রী পূর্ব্বে আপনার বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি পূর্ব্বক মানলাভ

করিয়াছিলেন, যাহার গুণ - শীল - বয়স্ - অঙ্গসৌষ্ঠব আপনার অনুরূপ, তাঁহাকে স্বয়ম্বরে জয় করিয়া লইয়া যাইবার সময় ধনুর্ভঙ্গের মহাধ্বনি শ্রবণে ক্ষুভিত হইয়া পরশুরাম আক্রমণ করাতে পথে গমন করিতে করিতেই তাঁহার প্রৰূঢ় দর্প চূর্ণীকৃত করেন। হে মহারাজ! পরশুরাম কে জানেন্? তাঁহা হইতেই এই পৃথ্বী একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। (৬)

সে যাহা হউক। কোন সময় কেকয়ীর প্রতি তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ এই প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে বর চাহিবে তাহাই প্রদান করিব। অতএব রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সময়ে ঐ কেকয়ী ভরতের যৌবরাজ্য ও শ্রীরামের বনবাস প্রার্থনা করিল। তখন যদিও পিতা স্ত্রৈণ, তথাপি তাঁহাকে সত্যপাশে বদ্ধ বিবেচনা করিয়া রামচন্দ্র তদীয় নিদেশ মস্তকে গ্রহণ করিলেন। পরে যেমন যোগী পুরুষ দুস্ত্যজ অসু বিসর্জ্জন করেন তাঁহার ন্যায়, রাজ্য - শ্রী - প্রণয়ি - সুহৃদ তথা নিবাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেন। (৭)

অরণ্যমধ্যে কামাতুরা সূর্পণখার রূপ বিকৃত করিয়া খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি তদীয় মুখ্য বান্ধব সহিত চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বিনষ্ট করিলেন। পরে অসহ্য ধনুঃ হস্তে লইয়া সতত ভ্রমণ করত কষ্টে বনবাস করিতে লাগিলেন। (৮)

ইতিমধ্যে জনক নন্দিনীর সৌন্দর্য্য বার্ত্তা শ্রবণে দশকন্ধরের কামানল প্রজ্বলিত হইল। সীতাহরণ মানসে রামচন্দ্রকে আশ্রম হইতে নিঃসৃত করণার্থ সেই দুরাত্মা মারীচ নামক রাক্ষসকে নিযুক্ত করিল। তাহাতে মারীচ অদ্ভুত মৃগ রূপ ধারণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে আশ্রম হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। রামচন্দ্র দূরাপকর্ষিত হইয়া, যেমন ভগবান্ রুদ্র মৃগরূপে ধাবমান ব্রহ্মার প্রতি বাণাঘাত করিয়াছিলেন তাহার ন্যায়, হরিণরূপি সেই নিশাচরকে শাণিত বিশিখ দ্বারা আশু নিহত করিলেন। (৯)

তাহার পর রাক্ষসাধম রাবণ বৃকের ন্যায় অসমক্ষে রামবনিতাকে অপহরণ পূর্ব্বক অপনীত করিলে রামচন্দ্র প্রিয়তমাবিরহিত হইয়া, স্ত্রী সঙ্গিদিগের যে পরিণামে এই রূপ দুঃখদ গতি হয় ইহা প্রখ্যাত করত দীনবৎ হইয়া ভ্রাতার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (১০)

এক দিন পথিমধ্যে দৃষ্ট হইল তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ রাবণের সহিত সংগ্রাম করিয়া জটায়ু পক্ষী নিহত হইয়াছে, তাহার দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, শাস্ত্রোক্ত সৎকার অর্থাৎ দহনাদি সংস্কার কিছুই হয় নাই অতএব ঐ পক্ষির শব দহন পূর্ব্বক সৎকার করিলেন। পরে আপনাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিতেছিল যে একটা কবন্ধ, তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। পশ্চাৎ বানরবৃন্দের সহিত সখ্য করিয়া বালিবধানন্তর ঐ সকল কপি দ্বারা দয়িতার গতি অবগত হইলেন তৎপরে বানর সেনা সহ সমুদ্র তীরে গমন করিলেন। তিনি মানবাবতার হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু মহেশ্বর ও ব্রহ্মাও তাঁহার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিতেন। (১১)

সে যাহা হউক। রামচন্দ্র সাগরতটে উপনীত হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিলেন, তাহাতেও যখন জলধি স্বয়ং উপস্থিত না হইল তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধ লীলায় রামচন্দ্রের কটাক্ষ একরূপ বিবৃত্ত হইয়াছিল যে পাতমাত্রে সাগরস্থ নক্র মকরাদি জলজন্তুগণ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। অনন্তর সমুদ্র ভয়ে আত্ম নিনাদ সংস্তম্ভন পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান হইল এবং মস্তকে অর্ঘ্যাদি

পুজোপহার ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের পদারবিন্দ সমীপে উপস্থিত হওত কহিতে লাগিল (১২) হে ভূমন্! আমরা জড়মতি, এ প্রযুক্ত এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আপনাকে জানিতে পারি নাই। আপনি নির্ব্বিকার আদিপুরুষ এবং জগতের অধীশ্বর। অধিকন্তু যাঁহার বশবর্ত্তি সত্ত্বগুণঃ হইতে সুরগণ, রজোগুণ হইতে প্রজাপতিসকল আর তমোগুণ হইতে ভূতপতিসকল উৎপন্ন হয় আপনি সেই গুণেশ্বর। (১৩) প্রভো! আপনকার যেমন বাঞ্ছা হয় আমার জল আক্রমণ করিয়া গমন করুন, বিশ্রবার বিষ্ঠা তুল্য দুরাত্মা রাবণ ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক, তাহাকে শীঘ্র বধ করুন এবং আপনার পত্নীকে প্রাপ্ত হউন। হে বীর! যদিও আমার জল আপনকার গমনে প্রতিবন্ধক না হয় তথাপি ইহাতে সেতু বন্ধন করুন, তাহাতে আপনকার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবেক, যেহেতু এই সেতু সমীপে আসিয়া দুষ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিলে নৃপগণ অসংশয় আপনকার যশঃ গান করিবেক। (১৪)

হে রাজন্! সাগরের ঐ রূপ বচন শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বিবিধ পর্ব্বত শৃঙ্গ দ্বারা তাহার উপর সেতুবন্ধন করিলেন। সেই সকল গিরিশিখরে ভূরি২ তরু ছিল, তৎসমুদায়ের শাখা কপীন্দ্রদিগের করদ্বারা অত্যর্থ কম্পিত হইয়াছিল। সে যাহাহউক। সেতুবন্ধন হইলে পর বিভীষণের পরামর্শক্রমে সুগ্রীব নীল হনুমান প্রভৃতি সেনাগণ সহিত রঘুপতি লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। সীতার অন্বেষণ সময়ে হনুমান তাহা অগ্রেই দগ্ধ করিয়াছিল। (১৫) রামচন্দ্র সসৈন্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র গজসমূহদ্বারা নদী যদ্রূপ প্রচলিত হয় তাহার ন্যায় লঙ্কাপুরী বিঘূর্ণিতাপ্রায় হইল। কারণ কপীন্দ্রদিগের সেনাগণ তত্রস্থ ক্রীড়াস্থান, ধনাগার, কোষ, গৃহাদির দ্বার, পুরদ্বার, সভা, বড়ভী অর্থাৎ প্রাসাদের অগ্রভাগাচ্ছাদনী এবং কপোতপালিকা প্রভৃতি রুদ্ধ করিতে লাগিল। আর বেদি, পতাকা, স্বর্ণকলস তথা চতুষ্পথ প্রভৃতি সমুদায় ভগ্ন করিয়া দিল। (১৬) রাবণ ইহা দেখিয়া নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক প্রভৃতি সমস্ত অনুচর তথা ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পাদি পুত্রদিগকে পরে কুম্ভকর্ণকে প্রেরণ করিল। (১৭) যদিও ঐ সকল রাক্ষস সেনা অসি, শূল, ধনুঃ, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, শর, তোমর খড়্গাদি বিবিধ শস্ত্রে অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ছিল তথাচ রামচন্দ্র মাল্যালঙ্কৃতের ন্যায় লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনুমান গন্ধমাদন নীল অঙ্গদ জাম্ববান এবং পনসাদি সেনাপতি সমন্বিত হইয়া তাহাদের প্রতি যাত্রা করিয়াছিলেন। (১৮)

হে রাজন্! রামচন্দ্রের ঐ সকল সেনাপতি রাবণের হস্ত্যশ্বাদি সহিত যত সেনা আসিয়াছিল তন্মধ্যে যে রূপে দ্বন্দ্ব হয় সেই রূপ করিয়া পড়িতে লাগিল এবং পাষাণ, গদা, তথা বাণ ক্ষেপণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! রাক্ষস সেনার ঐ রূপ বিনাশ না হইবেক কেন? জনকনন্দিনীর অভিমর্ষণে যাহার অশেষ কল্যাণ বিনষ্ট হয় সেই রাবণ তাহাদিগের অধিপতি ছিল। (১৯) সে যাহা হউক। সৈন্যদিগের বিনাশ দর্শন করিয়া দুরাত্মা রাবণ সহসা পুষ্পক বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। এই সময়ে ইন্দ্রসারথি দীপ্তিশালি দেবেন্দ্রের রথ আনিয়া উপস্থিত করিলে রামচন্দ্র তাহাতে আরোহণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দুষ্ট রাবণ সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র ক্ষেপণ পূর্ব্বক আঘাত করিল। (২০)

রামচন্দ্র রাবণকে সম্বোধিয়া বলিলেন অরে দুষ্ট! তুই রাক্ষসমধ্যে পুরীষ প্রায়। কুক্কুর যেমন অসমক্ষে গৃহে প্রবেশ করিয়া কোন সামগ্রী চুরি করিয়া লইয়া যায় তেমনি

অসাক্ষাতে আমার কান্তা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিস্, তুই অতি নির্লজ্জ, গর্হিত কর্ম্ম করিস্, আমি অলঙ্ঘ্যবীর্য্য, দেখ্, এখনি কৃতান্তের ন্যায় তোর্ জুগুপ্সিত কর্ম্মের ফল দি। (২১) এই প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া ধনুকে যে শর সন্ধান করা ছিল তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিলেন তাহাতে সেই বাণ রাবণের হৃদয়ে পতিত হইয়া নির্ভিন্ন করিল। দশমুখ রাবণ দশ মুখে শোণিত বমন করিতে২, সুকৃতক্ষয়ে সুকৃতী যেমন বিমান হইতে পতিত হয় তাহার ন্যায়, পুষ্পক রথ হইতে পড়িয়া গেল। তদবলোকনে সকল লোক হাহাকার করিতে লাগিল। (২২)

তদনন্তর সহস্র সহস্র রাক্ষসী লঙ্কা হইতে নির্গত হইয়া মন্দোদরী নাম্নী রাবণবনিতার সহিত রোদন করিতে করিতে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণের বাণে তাহাদের যে২ বন্ধু বান্ধব নির্ভিন্ন হইয়া রণশায়ী হইয়াছিল, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আপনা আপনি বক্ষঃস্থলে আঘাত করত করুণস্বরে রোদন আরম্ভ করিল (২৩) আর কহিল হা নাথ! আমরা হতা হইলাম। হে রাবণ! তুমি লোকরাবণ ছিলে, আমাদের লঙ্কাপুরী তোমা বিহীন হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে এক্ষণে কাহার শরণ প্রাপ্ত হইবেক? হে মহাভাগ! তুমি কামবশ হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলে? জনকনন্দিনীর প্রভাব ও অনুভাব জানিতে পার নাই, তাহাতেই এই দশা প্রাপ্ত হইলে। (২৪) হে মুকুন্দনন্দন! তোমা হইতেই এই লঙ্কা এবং আমরা পতিহীনা হইলাম। তুমি আত্মদোষে আপনার দেহকে শকুনির ভক্ষ্য ও আত্মাকে নরকভাগি করিলে। (২৫)

শুকদেব কহিলেন অনন্তর বিভীষণ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া পিতৃযজ্ঞ বিধানক্রমে জ্ঞাতিদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিলেন। তাহার পর রামচন্দ্র অশোকবনাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় শিংশপাতরুমূলে অবস্থিতা অতি ক্ষীণা স্বীয় বিরহব্যাধির ন্যায় জনকনন্দিনী তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন। (২৬) প্রিয়তমাকে অতিশয় দীনা দর্শন করিবামাত্র রামচন্দ্রের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, কিন্তু পতি দর্শনে আনন্দোদয় হওয়াতে জনকনন্দিনীর বদনারবিন্দ বিকসিত হইতে লাগিল। সে যাহা হউক। লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব দ্বারা রামচন্দ্র জানকীকে যানে আরোহণ করাইয়া পরে হনুমানের সহিত আপনি রথারূঢ় হইলেন। (২৭) অনন্তর বিভীষণকে রাক্ষসাধিপতি করিয়া লঙ্কা ও কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমায়ুর বর দিলেন, পশ্চাৎ ব্রত সমাপন পূর্ব্বক তাহার সহিত অযোধ্যাপুরী যাত্রা করিলেন। পথে রামচন্দ্রের উপর লোকপালদিগের হস্তোন্মুক্ত পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং শতধৃতি প্রভৃতি গন্ধর্ব্ববৃন্দ পরম আনন্দে তদীয় চরিত্র গান করিতে থাকিল। (২৮)

রামচন্দ্র আসিতে আসিতে শুনিলেন ভ্রাতা ভরত অযোধ্যার বহির্ভাগে শিবির করিয়া জটিল ও স্থণ্ডিলশায়ী এবং বল্কলাম্বরধারী হইয়া আছেন, প্রাণ ধারণার্থ গোমূত্রপক্ক যবান্নমাত্র ভোজন করেন, অতএব করুণার্দ্র হৃদয় হইয়া তদর্থ সন্তাপ করিতে লাগিলেন। (২৯)

এ দিকে ভরত অবগত হইলেন রামচন্দ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন অতএব তাঁহার প্রস্থানের পর আপনি অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়া বাসার্থ নন্দিগ্রামে যে শিবির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তথা হইতে অমাত্য-পুরোহিত ও পুরবাসিগণ সহিত মিলিত হইয়া আনিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে তদুপলক্ষে গীত বাদ্যের ধ্বনি (৩০) তথা অধ্যয়নকারি ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণদিগের

ব্রহ্মঘোষ হওয়াতে অতিশয় কোলাহল হইল। (৩১) আর যে সকলের প্রান্তভাগ স্বর্ণমণ্ডিত, তাদৃশ বহু২ পতাকা তথা চিত্রধ্বজে শোভিত সদশ্ব সমন্বিত অসংখ্য স্বর্ণময় রথ, বর্ম্মবদ্ধ ভূরি২ সেনা, শ্রেণীবদ্ধ বহু বহু বারাঙ্গনা এবং পদচারী বহুতর ভৃত্য সঙ্গে গেল। (৩২) সে যাহা হউক। রাজযোগ্য উচ্চাবচ সমগ্র সামগ্রী গ্রহণ করিয়া সাক্ষাৎ হইবা মাত্র সমর্পণ পূর্ব্বক ভরত অগ্রজের পদতলে পতিত হইলেন, প্রেমাশ্রু ধারায় তাঁহার হৃদয় ও নয়ন আকুল হইল।* (৩৩) আদৌ কৃতাঞ্জলিপুটে পাদুকাদ্বয় সম্মুখে স্থাপন করিলেন পরে অশ্রুপূর্ণ লোচন হইয়া নয়নজলে স্নান করাইতে২ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। (৩৪)

অনন্তর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ এবং কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর প্রজারা তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। আর উত্তর কোশলাস্থ সমস্ত মানব বহুকালের পর আপনাদিগের অধিপতিকে আগত দেখিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল এবং স্বস্ব উত্তরীয় বসন কম্পিত করত হর্ষে পুষ্পমালা বর্ষণ ও নৃত্য আরম্ভ করিল। (৩৫)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হন তৎকালে ভরত পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিভীষণ ও সুগ্রীব চামর এবং ব্যজন লইয়াছিল, পবনকুমার শ্বেত ছত্র ধরিয়াছিল। (৩৬) শত্রুঘ্ন ধনুক ও বাণাধার লইয়াছিলেন, সীতা তীর্থোদকের কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর অঙ্গদ খড়্গ ও ঋক্ষরাজ স্বর্ণময় বর্ম্ম ধরিয়া আসিয়াছিল। রামচন্দ্র পুষ্পক রথে অবস্থিত হইয়া যখন নারীগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত এবং বন্দিবৃন্দকর্ত্তৃক স্তুত হয়েন তখন গ্রহগণ সহ সমুদিত নিশাকরের যদ্রূপ শোভা হয় তাঁহার তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। (৩৭)

সে যাহা হউক। ভ্রাতৃকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া রামচন্দ্র উৎসবান্বিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর রাজভবনের অভ্যন্তরে গিয়া কেকয়ী প্রভৃতি গুরুপত্নী এবং আপনার জননী তথা গুরুদিগের পূজা করিলেন পরে বয়স্য ও কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগেরও যথোচিত সম্মান করিলেন। পশ্চাৎ সীতা ও লক্ষ্মণও যথানিয়মে সেই সকল গুরুজনের সন্নিধানে গমন করিলেন। (৩৮)

প্রাণ প্রাপ্ত হইলে যেমন দেহ উত্থিত হয় তাহার ন্যায় স্ব২ তনয় পাইবামাত্র মাতৃগণ সহসা উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া বাষ্পবারি দ্বারা অভিষেক করত শোক সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ মুনি রামচন্দ্রের জটা মোচন করাইয়া কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিয়া সাগরোদক প্রভৃতি দ্বারা দেবেন্দ্রের ন্যায় অভিষেক করিলেন।

হে রাজন্! রামচন্দ্র উক্ত প্রকারে শিরঃস্নাত হইয়া প্রথমে সুশোভন বসন পরিধান করিলেন পরে মালা ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বসন ভূষণে ভূষিত ভ্রাতৃবর্গ তথা ভার্য্যার সহিত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর ভরত প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্ন করাইলে রাজসিংহাসন গ্রহণ করিলেন এবং স্বধর্ম্ম নিরত ও বর্ণাশ্রম গুণোপেত প্রজাপুঞ্জকে পিতৃবৎ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজারাও তাঁহাকে পিতা বলিয়া মান্য করিতে থাকিল।

হে কুরুপ্রবীর! সর্ব্ব প্রাণির সুখাবহ ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র রাজা হইলে পর যদিও তখন ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তমান ছিল তথাচ সেই কাল সত্যকালের সমান হইল। সমুদ্র নদ নদী গিরি অরণ্য দ্বীপ বর্ষ সকলই প্রজাদিগের পক্ষে কামধুক হইল। অপর

অধোক্ষজ রামচন্দ্রের রাজত্বে রাজ্যমধ্যে আধি ব্যাধি জরা শোক দুঃখ ভয় গ্লানি অথব ক্লান্তি কিছুই রহিল না, ইচ্ছা না করিলে মৃত্যু কাহারও প্রতি আক্রমণ করিতে সমর্থ হইত না। হে রাজন্! রামচন্দ্র শুচি ও একপত্নীব্রতধারী হইয়া লোকদিগকে রাজর্ষি দিগের অনুষ্ঠিত গৃহমেধীয় ধর্ম্ম উপদেশ করত স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। আর ভাবজ্ঞা সীতা দেবী প্রশ্রয়াবনতা হইয়া প্রণয়, আনুগত্য, শীলতা, ভয় এবং লজ্জা দ্বারা তদীয় চিত্ত হরণ করিতে তৎপর হইলেন। (৩৯)

ইতি নবম স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

রামচন্দ্রের অযোধ্যায় বাস এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান।

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র আচার্য্যসমন্বিত হইয়া উত্তমোত্তম যাগ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বদেবময় পরম দেব আপনারই অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। যজ্ঞান্তে হোতাকে পশ্চিম দিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্, অধ্বর্য্যুকে পূর্ব্ব দিক্ এবং সামগানকারিকে উত্তর দিক্ দান করিলেন। (১) আর ঐ সকল দিকের মধ্যস্থিত যত ভূমি ছিল, "এ সমুদায় ব্রাহ্মণেই পাইবার যোগ্য" ইহা মনে করিয়া উপরতস্পৃহ হওত অবশিষ্ট সমস্ত আচার্য্যকে দিলেন। (২) এই প্রকারে সমুদায় দান করাতে সে সময় রামচন্দ্রের বসন ও ভূষণমাত্র অবশিষ্ট রহিল আর রাজমহিষী জানকীও আভরণমাত্রে অবশেষিতা হইলেন। অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই রামচন্দ্র দান করিলেন। পরন্তু ব্রাহ্মণদেব শ্রীরামচন্দ্রের ঐ রূপ বাৎসল্য অবলোকন করিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণের সাতিশয় প্রীতি জন্মিল। তাঁহারা স্তব করিতে২ সেই সমস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন (৩) হে ভগবন্! হে ভুবনেশ্বর! আপনি আমাদিগকে কি না দিয়াছেন? অর্থাৎ আপনা-কর্ত্তৃক সকলই প্রদত্ত হইয়াছে, যেহেতু আপনি আমাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা আমাদের অজ্ঞান তিমির বিনাশ করেন। (৪) প্রভো! আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, অকুণ্ঠমেধাবী, আপনাকে আমরা নমস্কার করি। ভগবন্! আপনি উত্তমঃ-শ্লোকদিগের অগ্রগণ্য, মুনিগণও স্ব২ চিত্তে আপনকার চরণদ্বয় সতত চিন্তা করেন।

তদনন্তর কোন সময়ে রামচন্দ্র আপনার প্রতি রাজ্যস্থ লোকের কি রূপ ভাব ভক্তি, অবগত হইতে বাসনা করিয়া রজনীযোগে ছদ্মবেশে অলক্ষিত হইয়া ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। এক দিন একাকী ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় এক ব্যক্তির ভার্য্যার উদ্দেশে কথিত বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সে ব্যক্তি স্বীয় বনিতাকে কহিতেছিল তুই পরের ঘরে গিয়া থাকিস্, তুই অতি দুষ্টা, অসতী, আমি আর তোর ভরণ পোষণ করিব না, রামচন্দ্র স্ত্রৈণ, তাহাতেই পরগেহস্থিতা সীতাকে পুনরায় লইয়া পালন করিতেছেন, আমি রাম নহি, আর তোর মুখ দর্শন করিব না। (৫)

ঐ কথা শুনিবামাত্র অজ্ঞান অবাধ্য বহুমুখ লোক হইতে রামচন্দ্রের সাতিশয় ভয় জন্মিল, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন। ভীত পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হওয়াতে জনকনন্দিনী গর্ভিণ্যবস্থায় মহর্ষি বল্মীকের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই স্থানে সময় পূর্ণ হইলে তাঁহার দুইটী যমজ পুত্র প্রসূত হইল। (৬) সেই সন্তানদ্বয় কুশ ও লব এই দুই আখ্যায় বিখ্যাত হয়। মহর্ষি বল্মীকি তাহাদিগের জাত কর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার করেন।

হে কুরুপ্রবীর! এ দিকে অযোধ্যায় লক্ষ্মণের দুইটী পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম অঙ্গদ ও চিত্রকেতু। ভরতও দুই সন্তান উৎপন্ন করিলেন, একের নাম তক্ষ দ্বিতীয় পুষ্কলনামা। শত্রুঘ্নেরও দুইটী তনয় জন্মিল যথা সুবাহু ও শ্রুতসেন। এই সময়ে ভরত দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিয়া কোটি কোটি গন্ধর্ব্ব নিহত করিলেন এবং তাহাদের ধন আনিয়া সমুদায় রাজাকে দান করিলেন। আর শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবন রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া মধুবনে মথুরা পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।

জনকনন্দিনী স্বামি কর্তৃক বনমধ্যে বিবাসিতা হইয়া যে দুইটী তনয় প্রসব করেন কিয়দ্দিন পরে তাহাদিগকে বাল্মীকি মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি স্বীয় পতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভূবিবরে প্রবিষ্টা হইলেন।

ঐ ঘটনার বার্ত্তা রামচন্দ্রের শ্রবণগোচর হইলে যদিও তিনি স্বয়ং ঈশ্বর এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে শোক সম্বরণ করিতে যত্ন পাইলেন তথাচ প্রেয়সীর সুমহৎ গুণরাশি বারম্বার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে একেবারে নিরোধ করিতে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। (৮) হে রাজন্ পরীক্ষিত! স্ত্রীপুরুষের আসক্তি সর্ব্বত্রই এই রূপ ভয় দায়ক। ফলতঃ ঈশ্বরদিগেরও যখন ভয়াবহ হইল তখন গৃহাসক্তচিত্ত গ্রাম্য পুরুষদের কথা কি? (৯) সে যাহা হউক। তদনন্তর ঐ প্রভু অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করত ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর যাবৎ অগ্নিহোত্র করিলেন। (১০) তাহার পর দণ্ডকারণ্যের কণ্টকে আপনার যে চরণকমল বিদ্ধ হইয়াছিল স্মরণকারি ভক্ত জনের হৃদয়মধ্যে তাহা স্থাপন করিয়া নিজধাম প্রাপ্ত হইলেন। (১১)

হে রাজন্! ভগবান্ রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন ও অস্ত্র সমূহ দ্বারা রাক্ষসবধ ইত্যাদি কার্য্য যদিও কবিগণ আশ্চর্য্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তথাচ তাহা তাঁহার যশঃস্তুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ যাঁহার প্রভাব আধিক্য ও সাম্য বিবর্জ্জিত, তাঁহার বৈরিবধে কপিগণ কি সহায়তা করিবেক? অতএব সুগ্রীবাদি সমীপে রামচন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণ যদ্রূপ লীলামাত্র রাক্ষসবধাদিও তদ্রূপ লীলামাত্র জানিবে। হে মহারাজ! আমার একথা অযুক্ত, এমত মনে করিও না, দেবগণের প্রার্থনায় লীলার্থই ভগবান্ ঐ অবতার স্বীকার করিয়াছিলেন। (১২) অহো! যাঁহার নির্ম্মল যশঃ দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দিগ্‌হস্তি সকলের আচ্ছাদনপট স্বরূপ হইয়াছে বলিয়া এখনও যুধিষ্ঠিরাদি নরপতির সভায় ঋষিগণ নিরন্তর গান করিয়া থাকেন এবং যাঁহার পাদপদ্ম অমর ও ধরণীপালদিগের কিরীট সেবিত, সেই রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করি। (১৩) অযোধ্যা নিবাসী পুণ্যাত্মা যে সকল ব্যক্তি সেই রামচন্দ্রকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিয়াছিলেন কিম্বা যাঁহারা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়াছিলেন অথবা যাঁহারা তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই যোগিগণ যে স্থানে যান তথায় গমন করিয়াছেন। (১৪) হে রাজন্! যে পুরুষ শ্রবণ যোগে শ্রীরামচন্দ্রের এই উপাখ্যান ধারণ করিবেন তিনি উপশমনিষ্ঠ হইয়া অসংশয় কর্ম্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইবেন। (১৫)

তদনন্তর রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ রামচন্দ্র স্বয়ং কি প্রকারে বর্ত্তমান ছিলেন? তাঁহার আপনার অংশ স্বরূপ যে ভ্রাতৃত্রয় তাঁহাদের প্রতি তিনি কিরূপ ব্যবহার করিতেন। অপর সাক্ষাৎ পরমেশ্বর স্বরূপ রামচন্দ্রের প্রতি সেই ভ্রাতৃগণ ও প্রজাপুঞ্জ এবং পুরবাসী সকলেই বা কি প্রকার আচরণ করিত? (১৬)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ত্রিভুবনের ঈশ্বর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগত

হইয়া রাজসিংহাসন স্বীকারানন্তর ভ্রাতাদিগকে দিগ্বিজয়ার্থ আদেশ করেন পরে জ্ঞাতিগণের প্রতি আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া সহচরগণ সহিত নিরন্তর পুরী নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। (১৭) তাঁহার রাজ্যাভিষেকাবধি অযোধ্যাপুরীর বর্ত্ম সকল অহরহ সুগন্ধি সলিলে তথা হস্তিগণের মদজলে সিক্ত হইত। অপর ঐ পুরী আপনার স্বামি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধি সম্পন্নার ন্যায় হইয়াছিল। তত্রস্থ প্রাসাদ, গোপুর, সভা, পাষাণাদিবন্ধ, দেবায়তন প্রভৃতিতে জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ সতত বিন্যস্ত থাকিত। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পাতাকা শোভা পাইত। বৃন্তসহিত গুবাক্, রম্ভা, তথা সুশোভন বসনপাট, অপর আদর্শ, বস্ত্র, মাল্য ইত্যাদি দ্বারা স্থানে স্থানে নিয়ত মঙ্গল তোরণ বিরচিত হইত (১৮) আর যেখানে যেখানে রামচন্দ্র গমন করিতেন পুরবাসিগণ উপায়ন হস্তে লইয়া সেই স্থানেই উপস্থিত হইত এবং এই বলিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিত হে দেব! আপনি পূর্ব্বে বরাহ রূপে এই অবনীর উদ্ধার করিয়াছিলেন এক্ষণে ইহাকে প্রতিপালন করুন্। (১৯) রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জ বহু কালের পর আপনাদের অধিপতির আগমন সংবাদ পাইয়া দর্শন বাসনায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্ব২ সদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়াছিল এবং অপরিতৃপ্ত লোচনে রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে অবলোকন করত তদুপরি কুসুম বর্ষণ করিয়াছিল। (২০)

সে যাহা হউক, রামচন্দ্র যখন স্বভবনে প্রবিষ্ট হয়েন তখন যদিও তাঁহার আত্মীয় নৃপতিগণ পূর্ব্বে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন তথাচ অনন্ত অখিল রত্নাদির কোষে তাহা পরিপূর্ণ তথা বহু বহু মহামূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত ছিল। (২১) তথাকার দ্বারের দেহলী (জালিসা) সকল বিদ্রুমময়, স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য্যময়, গৃহতল মরকতময় ও অতি স্বচ্ছ, আর ভিত্তি সকল স্ফটিকময় ও অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল। (২২) অপর সেই ভবন বিচিত্র পুষ্পমাল্য, উৎকৃষ্ট পট্টিকা এবং বসন ও রত্ন সমূহের কিরণে উদ্দীপিত তথা চৈতন্য তুল্য উজ্জ্বল মুক্তাফলে ও কমনীয় ভোগ সাধন দ্রব্য সমূহে সর্ব্বতোভাবে মনোহর ছিল। (২৩) অপিচ সুগন্ধি ধূপ দীপে সুবাসিত ও পুষ্পমণ্ডনে মণ্ডিত আর অলঙ্কার সকলেরও অলঙ্কার স্বরূপ দেবতুল্য স্ত্রী পুরুষে নিসেবিত ছিল। ভগবান্ রামচন্দ্র যদিও আত্মারাম মুনিগণের অগ্রগণ্য তথাচ সেই ভবনে স্বীয়া স্নিগ্ধা প্রিয়া সহিত ক্রীড়া করেন, আর অন্যের অপীড়ায় বহু বৎসর যাবৎ যথাকালে অন্যান্য অভিলষিত ভোগ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন মানবমাত্র নিরন্তর তাঁহার পাদপদ্মের অনুধ্যান করিত। (২৪)

ইতি নবম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীরামসুত কুশ এবং ইক্ষ্বাকুপুত্র শশাদের বংশ বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন শ্রীরামতনয় কুশের অতিথি নামা যে পুত্র হইয়াছিল তাঁহা হইতেই নিষধের উদ্ভব হয়। তাঁহার পুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক, তাহার সন্তান ক্ষেমধন্বা। (১) ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক, তাহার পুত্র হীন, তৎসুত পারিপাত্র। পারিপাত্রের পুত্র বনস্থল। তাহার পুত্র বজ্রনাভ, ইনি অর্কের অংশে উৎপন্ন হন। বজ্রনাভের তনয় সুগণ, তাহার পুত্র বিধৃতি। (২) ঐ বিধৃতি হইতে হিরণ্যনাভের

উদ্ভব হয়। ইনি জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য্য ছিলেন। ইহাঁর নিকট যাজ্ঞবল্ক্যঋষি সেই অধ্যাত্ম যোগ শিক্ষা করেন যাহাতে মহতী সিদ্ধি ও হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়। সে যাহা হউক। এই হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, তাহা হইতে ধ্রুবসন্ধির উদ্ভব হয়। তাহার পুত্র সুদর্শন, তৎসুত অগ্নিবর্ণ, তাহার সন্তান শীঘ্র। ঐ শীঘ্র হইতে মরু জন্মেন। (৩) তিনি যোগসিদ্ধ হইয়া কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন, কলিযুগের অবসানে সূর্য্যবংশ বিনষ্ট হইতে দেখিবেন। ঐ মরুর সুত প্রসুশ্রুত, তাহার সন্তান সন্ধি, তাহার পুত্র অমর্ষণ। অমর্ষণের সন্তান মহস্বান্, তাহা হইতে বিশ্ববাহুর জন্ম হয়। তাহার সন্তান প্রসেনজিৎ, তাহা হইতে তক্ষক উৎপন্ন হয়। (৪) তক্ষকের পুত্র বৃহদ্বল। তোমার পিতা অভিমন্যু যাহাকে সমরে নিহত করিয়াছিলেন।

রাজন্! উল্লিখিত ব্যক্তিসকল ইক্ষ্বাকুবংশীয় অতীত নরপতি। পরে যাঁহারা হইবেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামে পুত্র পশ্চাৎ হইবেক। তাহার পুত্র বৎসবৃদ্ধ। তিনি সুমহৎ ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন হইবেন। ঐ বৎসবৃদ্ধ হইতে প্রতিব্যোম, তাহা হইতে তানু, তাহা হইতে সেনাপতি দিবাকের জন্ম হইবেক। তাহার তনয় সহদেব, তাহার পুত্র বীর বৃহদশ্ব, তৎসুত ভানুমান। সেই ভানুমানের পুত্র প্রতীকাশ্ব, তাহা হইতে সুপ্রতীক জন্ম গ্রহণ করিবেন। তদনন্তর মরুদেব তৎপশ্চাৎ সুনক্ষত্র, তাহার পর পুষ্কর উৎপন্ন হইবেন। (৫) সেই পুষ্করের পুত্র অন্তরীক্ষ, তাহার আত্মজ সুতপা, তাহার সন্তান অমিত্রজিৎ। অমিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ, তাহা হইতে বর্হি, বর্হি হইতে কৃতঞ্জয়ের উদ্ভব হইবেক। কৃতঞ্জয়ের তনয় রণঞ্জয়, তাহা হইতে সঞ্জয় জন্মিবেন। সঞ্জয়ের সুত শাক্য, তাহার পুত্র শুদ্ধোদ, তৎসুত লাঙ্গল। লাঙ্গল হইতে প্রসেনজিৎ, তাহা হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক হইতে সুমিত্র উৎপন্ন হইবেন। (৬) এই সকল ব্যক্তি বৃহদ্বলের বংশ। (৭) রাজন্! ইক্ষ্বাকুর সুমিত্র পর্য্যন্ত উল্লিখিত বংশ পশ্চাৎ হইবেক কিন্তু সুমিত্র রাজা হইলে পর কলিযুগে ঐ বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবেক। (৮)

ইতি নবম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ইক্ষ্বাকুপুত্রনিমির বংশ বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন ইক্ষ্বাকুতনয় নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে আর্ত্বিজ্যার্থ বরণ করিলে ঐ মুনি বলিলেন অগ্রে ইন্দ্র আমাকে বরণ করিয়াছেন, (১) ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন না করিয়া তোমার যজ্ঞে বৃত হইতে পারি না, যাবৎ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। এ কথায় নিমি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, মৌনী হইয়া রহিলেন। বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। (২) পরন্তু তৎপরেই নিমি বিবেচনা করিলেন জীবন অতিশয় অস্থির, ইন্দ্রসত্র সমাপন না হইতে হইতে যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তো যজ্ঞ হইল না, অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত কুলগুরু বশিষ্ঠ আগত না হন তাবৎ অন্য ঋত্বিক দ্বারা সত্রকর্ম্ম আরম্ভ করি। ইহা স্থির করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। (৩)

অনন্তর বশিষ্ঠ মুনি ইন্দ্রসত্র সমাপন করিয়া নিমির ভবনে আগমন করিলেন। শিষ্যের অন্যায় দর্শনে মুনির ক্রোধ জন্মিল। রোষবশতঃ এই অভিশাপ দিলেন

পণ্ডিতাভিমানি এই নিমির দেহ শীঘ্র পতিত হউক। কুলগুরু ঐ প্রকারে অধর্ম্মবর্ত্তী হওয়াতে নিমিও তাঁহাকে এই প্রতিশাপ দিলেন তুমি লোভপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে না, তোমারও দেহ পতিত হউক। (৪) এই বলিয়া নিজ দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। সেই সময় বশিষ্ঠ ঋষিরও শরীর পাত হইল, কিন্তু কিয়ৎ কাল পরে মিত্রাবরুণের যজ্ঞে উর্ব্বশীগর্ব্ভে তিনি পুনরায় উৎপন্ন হয়েন। অর্থাৎ যজ্ঞ করিতে করিতে উর্ব্বশী দর্শনে মিত্রাবরুণের যে রেতঃ স্খলিত হয় যাহা তাঁহারা কলস-মধ্যে রাখিয়াছিলেন তাহা হইতে বশিষ্ঠের পুনর্ব্বার উদ্ভব হইল। সে যাহা হউক। যজ্ঞ করিতে২ নিমির দেহ পতন হইলে মুনিগণ গন্ধ বস্তু মধ্যে তদীয় কলেবর স্থাপন করিলেন, অনন্তর ক্রতু সমাপ্ত হইলে পর উপস্থিত দেবগণকে নিবেদন করিলেন (৫) আপনারা যদি প্রসন্ন ও সমর্থ হন বলুন নিমি নরপতির এই দেহ সজীব হইয়া উত্থিত হউক। ইহাতে দেবতারা তথাস্তু বলিলে নিমি গন্ধবস্তু মধ্য হইতে বলিলেন আর কখনই যেন আমার দেহ বন্ধ না হয়। (৬) হরিসেবক মুনিরা বিয়োগ ভয়ে কাতর হইয়া কদাপি দেহযোগ বাঞ্ছা করেন না, মুক্তির নিমিত্ত কেবল ভগ-বানের পাদপদ্ম ভজনা করিয়া থাকেন। অপর মানব দেহ দুঃখ শোক ও ভয়ের আস্পদ, তাহা আর আমি ধারণ করিতে বাসনা করি না, যেহেতু জলে মৎস্যসকলের ন্যায় সর্ব্বত্রই দেহের মৃত্যু সম্ভাবনা আছে। (৭)

দেবতারা কহিলেন তবে এই নিমি দেহশূন্য হইয়াই দেহিসকলের লোচনে যথেচ্ছাক্রমে বাস করুন। এ কথার তাৎপর্য্য এই, এরূপ হইলে মুনিগণ যে নিমিত্ত জীবন প্রার্থনা করিতেছেন তাহা সিদ্ধ হইবেক অথচ তাঁহার দেহসম্বন্ধ হইবেক না। হে রাজন্! উক্ত বাক্যানুসারেই নিমি আত্মস্থ হইয়া ছিলেন, নেত্রের উন্মেষ ও নিমেষ সময়ে তৎপ্রবর্ত্তক বলিয়া দৃষ্ট হইতেন মাত্র। (৮) পরন্তু তদনন্তর মহর্ষিরা বিবেচনা করিলেন অরাজক রাজ্যে প্রজা জনের সর্ব্বদা ভয় সম্ভাবনা, অতএব সকলে রাজপুত্র কামনা করিয়া ঐ নিমির দেহ মন্থন করিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত দেহ হইতে একটী কুমার উৎপন্ন হইল। (৯) সেই নিমিতনয় অসামান্য জন্ম হেতু জনক নামা হয়েন, তাহার অর্থ জনই। অপর বিদেহ হইয়া জন্ম গ্রহণ করাতে তাঁহার নাম বৈদেহও হয়। মথনে জন্ম হেতু মিথিল বলিয়াও খ্যাত হন, অথবা তিনি মিথিলা পুরীর নির্ম্মাণকর্ত্তা এ কারণ মিথিলাধিপ হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক। ঐ জনকের পুত্র উদাবসু, তাহার নন্দন নন্দিবর্দ্ধন। নন্দি-বর্দ্ধনের তনয় সুকেতু, তাহার পুত্র দেবরাত। (১০) দেবরাত হইতে বৃহদ্রথের জন্ম হয়। তাহার পুত্র মহাবীর্য্য। মহাবীর্য্যের সন্তান সুধৃতি, তাহার পুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎসুত হর্য্যশ্ব, তাহা হইতে মরুর উদ্ভব হয়। মরুর সন্তান প্রতীপ, তাহা হইতে কৃতরথ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পুত্র দেবমীঢ়, তাহা হইতে বিশ্রুতের উদ্ভব হয়। তাহার তনয় মহাধৃতি। মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত। তাহার পুত্র মহারোমা। মহারোমার সুত স্বর্ণ-রোমা। তাহাহইতে হ্রস্বরোমা জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পুত্র শীরধ্বজ। হ্রস্বরোমা রাজা যজ্ঞার্থ ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার শীরা অর্থাৎ লাঙ্গলপদ্ধতির অগ্র-ভাগ হইতে ঐ ব্যক্তির জন্ম হয় এই কারণে শীরধ্বজ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। শীরধ্বজের সন্তান কুশধ্বজ, তাহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ। ধর্ম্মধ্বজের দুই পুত্র কৃতধ্বজ এবং মিত্রধ্বজ। (১১) তন্মধ্যে কৃতধ্বজ হইতে কেশিধ্বজ উৎপন্ন হন এবং মিত্রধ্বজ হইতে খাণ্ডিক্যের জন্ম হয়। হে রাজন্! কৃতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য আত্মবিদ্যায়

বিশারদ এবং বিলক্ষণ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। একদা কোন কারণে কেশিধ্বজের ভয়ে পলায়ন করেন। ঐ কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্। তাহার পত্র শতদ্যুম্ন, তৎসুত শুচি। ঐ শুচি হইতে সনদ্বাজ উৎপন্ন হয়েন। (১২) সনদ্বাজের আত্মজ ঊর্দ্ধকেতু, তৎপুত্র পুরুজিৎ। পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি, তাহার তনয় শ্রুতায়ু, তাহার পুত্র সুপার্শ্ব। সুপার্শ্ব হইতে চিত্ররথ উৎপন্ন হয়, তাহার পুত্র ক্ষেমাধি। ক্ষেমাধির তনয় সমরথ, তাহার পুত্র সত্যরথ। (১৩) সত্যরথের পুত্র উপগুরু, তাহা হইতে অগ্নির অংশে উপগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন। (১৪) উপগুপ্তের তনয় বস্বনন্ত, তৎসুত যযুর্বান্। তাহা হইতে সুভাষণ উৎপন্ন হয়েন। সুভাষণের সুত শ্রুত, তাহার পুত্র জয়, তত্তনয় বিজয়, তাহা হইতে ঋত উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার পুত্র শুনক, তাহার সন্তান বীতহব্য, তত্তনয় ধৃতি। ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, তাহার পুত্র মহাবশী কৃতি। (১৫) হে রাজন্! এই সকল ভূপাল মিথিলাদেশীয়, ইহাঁরা আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগীশ্বরদিগের প্রসাদে গৃহে বাস করিয়াও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব নির্মুক্ত ছিলেন। (১৬)

ইতি নবম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৃহস্পতির বনিতায় সোম হইতে বুধের জন্ম এবং বুধ হইতে ঊর্ব্বশীগর্ব্ভে আয়ুমুখ্যপ্রভৃতির উৎপত্তি।

শুকদেব কহিলেন অনন্তর পাবন সোম বংশের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করহ। ঐ বংশেই পুণ্যকীর্ত্তি ঐল প্রভৃতি ভূপতি কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! সহস্রশীর্ষা পরম পুরুষ ভগবানের নাভি হ্রদ সরোরুহ হইতে যে বিধাতা উৎপন্ন হয়েন তাঁহার পুত্র অত্রি। তিনি গুণসমূহে পিতৃতুল্য হইয়াছিলেন। (১) সেই অত্রির নেত্র হইতে অমৃতময় সোম নামা তনয় উৎপন্ন হন্। (২) ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ সোমকে বিপ্র ওষধি তথা নক্ষত্র সকলের অধিপতি করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন। (৩)

একদা ঐ সোম দর্পহেতু বল প্রকাশ পুরঃসর বৃহস্পতিপত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিলেন। (৪) হে রাজন্! দেব দানব মধ্যে যে বিগ্রহ হয় তাহার কারণ জান। ভার্য্যা হরণ করিলে পর দেবগুরু বৃহস্পতি অনেক বার সোমের নিকট গিয়া বনিতা প্রত্যর্পণার্থ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু মদমত্ততা প্রযুক্ত সোম গুরুপত্নী পরিত্যাগ করিলেন না। তাহার নিমিত্তই সুর ও অসুরগণ মধ্যে মহা বিগ্রহ উপস্থিত হইল। (৫) বৃহস্পতির উপরে শুক্রাচার্য্যের দ্বেষ ভাব ছিল একারণ তিনি আপনার শিষ্য অসুরগণ সহিত সোমকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ সোমের সপক্ষ হইলেন। আর ভগবান্ হর অঙ্গিরার নিকট বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়াতে স্নেহ বশতঃ সকল ভূতগণে পরিবৃত হইয়া নিজগুরুপুত্র বৃহস্পতিকে গ্রহণ করিলেন। পরে সমুদায় দেবতার সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রও আপনাদের গুরু বৃহস্পতির অনুগামী হইলেন। তাহার পরেই তারার নিমিত্ত সুর ও অসুরদিগের বিনাশক ঘোরতর সমর আরব্ধ হইল। (৬)

হে রাজন্! কিয়দ্দিন যুদ্ধ হইলে পর দেবগুরু বৃহস্পতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক ঐ বিষয় নিবেদন করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা সোমকে সন্নিধানে আহ্বান করিয়া ভর্ৎসনা করিলেন এবং অপহৃতা তারাকে তদীয় স্বামি হস্তে দেওয়াইয়া দিলেন।

বৃহস্পতি আপনার বনিতা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারিলেন ঐ অবলা অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন (৭) অতএব তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন অরে দুর্ম্মতি রমণি! আমার ক্ষেত্রে অন্যের আহিত বীজ ধারণ করিস্, আশু ত্যাগ কর্ ত্যাগ কর্। অরে অসতি! গর্ব্ভ ত্যক্ত হইলে আমি তোকে বিনষ্ট করিব মনে করিয়া ভীত হইস্ না, যদিও আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তথাচ তুই স্ত্রীজাতি, তোকে ভস্মসাৎ করিব না, অধিকন্তু আমি সন্তানার্থী।

পতির এই সকল কথায় তারার অতিশয় লজ্জা হইল। তৎক্ষণাৎ গর্ব্ভ হইতে কনকপ্রভ কুমার পরিত্যাগ করিলেন।

হে রাজন্! পরম সুন্দর কুমার দর্শনে তাহার প্রতি বৃহস্পতি ও সোম উভয়েরই স্পৃহা জন্মিল। তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন আমার এই বালক, তোমার নহে, সুতরাং দুই জনের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। পুত্রার্থ তাঁহাদিগের বিবাদ দেখিয়া দেব ও ঋষিগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার্ এ সন্তান? তারা তজ্জন্য অতিশয় লজ্জিতা হইয়া ছিলেন, লজ্জা প্রযুক্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না, মৌনভাবে রহিলেন। অনন্তর সেই বালক অলীক লজ্জায় কুপিত হইয়া জননীর প্রতি বলিতে লাগিল অরে অসদ্বৃত্তে কথা কহিতেছিস্ না কেন? শীঘ্র আমার নিকট আপনার দেষ বল্। (৮) তাহার পর ব্রহ্মা ঐ অবলাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা করত জিজ্ঞাসিলেন বৎসে! কাহার্ পুত্র আমার নিকট বলহ। তারা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া মৃদুস্বরে এইমাত্র কহিলেন সোমের সন্তান। হে রাজন্! তারার বদন হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইবামাত্র সোম সেই পুত্র লইয়া গেলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ বালকের গম্ভীর বুদ্ধি দেখিয়া "বুধ" নাম রাখিয়াছিলেন। হে মহারাজ! নক্ষত্রপতি সোম সেই তনয় হইতে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হন। (৯)

সে যাহা হউক। ঐ বুধ হইতে ইলার গর্ব্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। এই ব্যক্তি অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রালয়ে তাঁহার রূপ, গুণ, ধন, ঔদার্য্য, শীলতা ও বিক্রম গান করিতেছিলেন, স্বর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশী তাহা শুনিয়া কামশরার্দ্দিতা হইল এবং ঐ রাজার নিকট স্বয়ং আগমন করিল। (১০) হে রাজন্! উর্ব্বশী স্বর্গণিকা হইয়া মানবসমীপে কি প্রকারে গেল এ আশঙ্কা করিও না, মিত্রাবরুণের শাপে সে সময় ঐ অপ্সরাও মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে কন্দর্প তুল্য স্বরূপ, শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্য হইয়াছিল সুতরাং স্বয়ং তাঁহার নিকট গিয়া উপাসনা করিতে লাগিল। (১১)

হে রাজন্! উর্ব্বশীকে অবলোকন করিয়া পুরূরবারও নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। রাজা পুলকিত হইয়া সুমধুর বচনে কহিলেন হে বরারোহে! সুখে আগমন হইল, আপন পাণিপ্রদান কর, বল আমি কি করিব। হে সুন্দরি! আমার সহিত রমণ কর, বহু বৎসর যাবৎ আমাদের উভয়ের পরম সুখে রমণ হউক। (১২)

উর্ব্বশী কহিল হে সুন্দর! তোমার প্রতি কাহার্ নয়ন ও মনঃ আসক্ত না হইবেক? যেহেতু তোমার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইলে রমণেচ্ছায় কেহই তথা হইতে অপগত হইতে চাহে না। (১৩) তদনন্তর শাপাবসানে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ চ্ছলে প্রস্থানের মানসে কহিতে লাগিল হে রাজন্! এই দুইটী মেষ নিক্ষেপ স্বরূপে রক্ষা কর। হে মানদ! আমি তোমার সহিত রমণ করিব, কারণ যে পুরুষ শ্লাঘ্য, সেই ব্যক্তিই রমণীদিগের বরণীয়, অতএব আপনি বিজাতীয় পুরুষ হইলেও বরণে দোষ নাই। (১৪) কিন্তু

হে বীর! আমি তোমার নিকট থাকিয়াও নিত্য অমৃত আহার করিব আর মৈথুনাতিরিক্ত সময়ে তোমাকে বিবস্ত্র দেখিতে পারিব না।

পুরূরবা তদীয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে যাহা২ বলিল তাহাই অঙ্গীকার করিলেন (১৫) এবং কহিলেন সুন্দরি! তোমার আশ্চর্য্য রূপ, আশ্চর্য্য ভাব, দর্শনমাত্রে মানবগণের মোহ হয়। অপর তুমি স্বর্গবাসিনী দেবী, স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, কোন্ মনুষ্য তোমার সেবা না করিবেক? হে রাজন্! এই কথা বলিয়া পুরুষপ্রধান পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত সুরগণের বিহারস্থল চৈত্ররথ প্রভৃতিতে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। উর্ব্বশীও যথাযোগ্য রূপে ঐ কার্য্য সম্পাদনে ব্যাপৃতা রহিল। (১৬) সেই দেবীর গাত্রে পদ্মকিঞ্জল্কের গন্ধ তুল্য সুগন্ধ বহিত, রাজা তাহার সহিত ক্রীড়া করত তদীয় বদন সৌরভে প্রলোভিত হইয়া অনেক দিন পরম আমোদে রহিলেন। (১৭)

এ দিকে দেবরাজ ইন্দ্র সুরপুরে উর্ব্বশীর দর্শন না পাওয়াতে গন্ধর্ব্বদিগকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন উর্ব্বশী কোথায় আছে, শীঘ্র লইয়া আইস, আমার স্থান উর্ব্বশীরহিত হইয়া শোভা পাইতেছে না। (১৮) অতএব মধ্যরাত্রে যখন গাঢ় অন্ধকার উপস্থিত হইল সেই সময় ঐ সকল গন্ধর্ব্ব মর্ত্তলোকে গমন করিল এবং আপনাদের জায়া উর্ব্বশী পুরূরবার নিকট যে দুইটী মেষ নিক্ষেপ স্বরূপে রাখিয়াছিল তাহা হরণ করিয়া আনিল। (১৯) সেই দুইটী মেষকে উর্ব্বশী পুত্র তুল্য জ্ঞান করিত, তাহারা গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার সময় আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল উর্ব্বশী তাহা শুনিতে পাইয়া রাজার নিকট হইতে প্রস্থান বাসনায় খেদ করিতে করিতে কহিল হাঃ আমি এই কুৎসিত স্বামি হইতে বিনষ্ট হইলাম, ইনি নপুংসক, ইহার পুরুষত্ব মাত্র নাই, আপনিই আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান করেন। (২০) ইহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি নষ্ট হইলাম। আহা! আমার অপত্যসকল দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইল, অহো! ইনি আবার পুরুষ, নারীর ন্যায় ভীত হইয়া দিবা রাত্রি শুইয়া আছেন।

হে রাজন্! হস্তী যদ্রূপ অঙ্কুশে বিদ্ধ হয় তাহার ন্যায় উর্ব্বশীর ঐ প্রকার বাগ্বাণে বিদ্ধ হইয়া পুরূরবা সেই রাত্রিতেই নিস্ত্রিংশ (অস্ত্রবিশেষ) গ্রহণ পূর্ব্বক রোষে বিবসন হইয়া মেষাপহারকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। (২১) তদ্দর্শনে গন্ধর্ব্বগণ তৎক্ষণাৎ সেই দুই মেষ পরিত্যাগ করিল এবং বিশিষ্ট দ্যুতিশালী হইয়া দীপ্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা দুইটী মেষশাবক লইয়া স্বস্থানে আগমন করিলেন সত্য কিন্তু তখন তিনি নগ্ন থাকাতে উর্ব্বশী তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিল। হে কুরুবর্য্য! 'মৈথুনভিন্ন সময়ে বিবস্ত্র দেখিতে পারিব না।' ঐ অপ্সরা এই সময় করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর পুরূরবা শয়নে জায়ার দর্শন না পাওয়াতে অতিশয় বিমনা হইলেন, তদ্গতচিত্ত হইয়া কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক শোকাবেগে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (২২) কিয়দ্দিন পরে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে সেই অপ্সরা এবং তদীয় পাঁচটী সখী তাঁহার নয়নপথে পতিতা হইল, অতএব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রহৃষ্ট বদনে এই সুশোভন বচন কহিলেন (২৩) অয়ি জায়ে! থাক, থাক। হে ঘোরে! আমি অদ্যাপি সুস্থ হই নাই, আমাকে সুস্থ না করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না, আইস, দুই জনে একত্র বসিয়া কথা কহি। (২৪) হে দেবি! আমার এই

কমনীয় কলেবর তোকাকর্ত্তৃক দূরে হৃত হইয়া এই এখানে পড়িয়া যায় এবং তোমার প্রসন্নতার আস্পদ না হওয়াতে এই দেখ গৃধ্র ও বৃকগণ ইঁহাকে খাইয়া ফেলে। (২৫)

উর্ব্বশী কহিল রাজন্! মরিও না, তুমি পুরুষ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, এই সকল বৃক অথবা প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয় তোমাকে ভক্ষণ না করুক, অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইও না। হে রাজন্! রমণীদিগের কুত্রাপি সখ্য থাকে না, তাহাদিগের হৃদয় বৃকদের হৃদয় তুল্য। (২৬) যেহেতু রমণীগণ স্বভাবতঃ অকরুণ, ক্রূর ও ক্ষান্তিরহিত, প্রিয়ার্থ সাহস করিয়া থাকে, অল্প বিষয়ের নিমিত্তও বিশ্বস্ত পতি অথবা ভ্রাতার প্রাণ বধ করে। অধিকন্তু যাহারা পুংশ্চলী, স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়ায়, তাহারা সৌহার্দ্দকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে, অজ্ঞ পুরুষের নিকট বাহ্যে অলীক প্রণয় প্রদর্শন করে, কিন্তু অপ্রকাশে সদাই নূতন২ অভিলাষ করিয়া থাকে। (২৭) সে যাহা হউক। তুমি সম্বৎসরান্তে এক রাত্রি আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে, তাহাতেই তোমার অপরাপর অপত্য জন্মিবেক। (২৮)

হে রাজন্! তদনন্তর পুরূরবা ঐ দেবীকে সসত্ত্বা দেখিয়া তদীয় বাক্য স্বীকার করত আপনার পুরে আগমন করিলেন। কিন্তু বৎসর শেষ হইবামাত্র পুনরায় সেই স্থানে গেলেন। বরীপ্রসবিনী উর্ব্বশীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার পরম হর্ষ জন্মিল, প্রমুদিতচিত্তে তাহার সহিত এক রাত্রি বাস করিলেন।

পরে বিচ্ছেদভয়ে রাজার অন্তঃকরণ আকুল হইল। উর্ব্বশী দীন নরপতিকে বিরহাতুর দেখিয়া কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন রাজন্! আমার নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? গন্ধর্ব্বদিগের অনুনয় কর, ইঁহারা আমাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে পারিবেন। (২৯)

হে মহারাজ! উর্ব্বশীর ঐ কথায় পুরূরবা গন্ধর্ব্বদিগের স্তব আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অচিরেই তাঁহাদের সন্তোষ জন্মিল। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া রাজাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম করিলে তদ্যোগে উর্ব্বশী লাভ হইবেক। (৩০) কিন্তু পুরূরবা রাজা সেই অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী বোধ করিয়া তাহার সহিত কতক দিন বনে২ বিহার করিলেন, পরে তাঁহার ভ্রম দূর হইল, অর্থাৎ এ উর্ব্বশী নহে, কিন্তু অগ্নিস্থালী, ইহা বুঝিতে পারিলেন। (৩১) তদনন্তর সেই অগ্নিস্থালী বন মধ্যে স্থাপন করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক নিত্য রজনীযোগে তাহারই ধ্যান করিতে লাগিলেন তাহাতে ত্রেতা যুগ প্রবৃত্তির সময় তদীয় হৃদয়ে কর্ম্মবোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হইল। (৩২) তাহার পরে তিনি পুনরায় অগ্নিস্থালীর স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন শমীবৃক্ষের গর্ব্ভে একটী অশ্বত্থতরু জন্মিয়াছে। অতএব এতন্মধ্যে অগ্নি আছে ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া উর্ব্বশীলোককামনায় রাজা সেই অশ্বত্থ দ্বারা দুইটী অরণি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগ্নি মন্থন করিলেন। (৩৩) হে রাজন্! পুরূরবা কি প্রকারে অরণি দ্বারা অগ্নি মন্থন করেন বলি শ্রবণ করহ। মন্ত্রানুসারে অধর অরণিটীকে উর্ব্বশী এবং উত্তর অরণিকে আত্মা বোধ করিয়া ঐ দুইয়ের মধ্যে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল তাহাকে পুত্র স্বরূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন। (৩৪) অনন্তর সেই অরণি মন্থন করিবামাত্র তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। ঐ অগ্নি সামান্য নহে, তাহা হইতেই ভোগ্য ধন জন্মে। তদনন্তর সেই অগ্নি ত্রয়ীবিদ্যায় বিহিত আধান সংস্কার দ্বারা ত্রিবৃৎ অর্থাৎ আহবনীয়াদি ত্রিরূপ হইলে পর রাজা সেই ত্রিবৃৎ অগ্নিকে আপ-

নার পুত্র বলিয়া কল্পনা করিলেন (৩৫) এবং উর্ব্বশীলোক কামনা করিয়া তাহার দ্বারা সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ ভগবান্ হরির যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। (৩৬)

হে রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্ব প্রকার বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ, দেবতাও একমাত্র নারায়ণ, অগ্নিও একমাত্র লৌকিক, এবং বর্ণও হংস নামে একমাত্র ছিল। (৩৭) পরে ত্রেতা যুগের প্রথমে পুরুরবা হইতে বেদত্রয় হয়। এক্ষণে ঐ যুগে ঐ রাজা অগ্নিরূপ প্রজা দ্বারা গান্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হন। ফলতঃ সত্যযুগে সকল ব্যক্তিই সত্ত্বগুণপ্রধান ছিল, সুতরাং প্রায় সকলেই ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া থাকিত। তাহার পর রজোগুণপ্রধান ত্রেতাযুগে বেদাদির বিভাগ দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকাশিত হইয়াছে। (৩৮)

ইতি নবম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঐলপুত্রের বংশে গাধির জন্ম এবং ঐ গাধির দৌহিত্রসন্তান রামকর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্য বধ।

অনন্তর শুকদেব কহিতে লাগিলেন রাজন্! ঐলের উর্ব্বশী গর্ব্ভে ছয়টী তনয় হয় যথা—আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয়, এবং জয়। (১) তন্মধ্যে শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্, সত্যায়ুর তনয় শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্র একনামা, জয়ের সন্তান অমিত, বিজয়ের তনয় ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তাহার সন্তান হোত্রক। ঐ হোত্রক হইতে সেই জহ্নুর জন্ম হয়, যিনি এক গণ্ডূষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন। (২) সে যাহা হউক। ঐ জহ্নুর পুত্র পুরু, তাহার পুত্র বলাকা, তাহার আত্মজ অজক। সেই অজক হইতে কুশ জন্ম গ্রহণ করেন। কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ এই চারি সন্তান হয়। তন্মধ্যে কুশাম্বু হইতে গাধি জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা হয়। ঋচীক বিপ্র গাধির নিকট সেই কন্যা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে গাধি, তিনি কন্যার অনুরূপ বর নহেন বিবেচনা করিয়া নিবেদন করেন (৩) ব্রহ্মন্! যাহাদের দক্ষিণ অথবা বাম এক দিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ এবং সকল অঙ্গে চন্দ্রের তুল্য জ্যোতিঃ, তাদৃশ সহস্র সংখ্যক অশ্ব আমার কন্যার শুল্ক প্রদান করুন। আপনি ইহা যথেষ্ট মনে করিবেন না, যেহেতু আমরা কুশিকবংশোদ্ভব।। হে রাজন্! সেই ঋষি এই প্রকার উক্ত হইয়া গাধির অভিপ্রায় পরিজ্ঞান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বরুণের নিকটে গেলেন এবং তদ্রূপ সহস্র অশ্ব আনয়ন পুরঃসর প্রদান করিয়া বরাননা সেই ললনার পাণিগ্রহণ করিলেন। (৪)

কিয়ৎকাল পরে ঋচীকের পত্নী ও শ্বশ্রূ পুত্রকামনা করিয়া যথাবিধি চরু করিতে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তিনি পত্নীর নিমিত্ত ব্রাহ্মমন্ত্রে এবং শ্বশ্রূর নিমিত্ত ক্ষত্র মন্ত্রে চরু পাক করিয়া স্নান করিতে গেলেন। (৫) এই সময়ে সত্যবতীর জননী মনে করিলেন ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তার সমধিক স্নেহ হইয়া থাকে, জামাতা আমার কন্যার নিমিত্ত যে চরু পাক করিয়া গেলেন তাহা অবশ্য আমার নিমিত্ত শ্রাপিত চরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকিবেক, অতএব আপনি কন্যার নিকট ঐ চরু প্রার্থনা করিলেন। সত্যবতী মাতার যাচ্ঞায় ব্রাহ্ম মন্ত্রাভিমন্ত্রিত স্বীয় চরু তাঁহাকে প্রদান করিয়া আপনি ক্ষত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত জননীর চরু ভোজন করিলেন। (৬)

অনন্তর মুনি প্রত্যাগত হইয়া যখন ঐ বিষয় অবগত হইলেন তখন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ, চরু বিপর্য্যয় করাতে তোমার পুত্র ঘোর দণ্ডধর হইবেক আর তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন। (৭) এতৎ শ্রবণে সত্যবতী ভীতা হইয়া "এমত না হউক" বলিয়া বিবিধ বিনয় সহকারে মুনিকে প্রসন্ন করাইতে লাগিলেন। অতএব ভার্গব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন তবে তোমার পৌত্র ভয়ানক হইবেক। হে রাজন্! তাহার পরে সত্যবতীর জমদগ্নি নামে তনয় হইল (৮) এবং সেই অবলা লোক পাবনী মহাপুণ্যা কৌশিকী নদী হইয়া রহিলেন।

হে রাজন্! উল্লিখিত জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকার পাণি গ্রহণ করেন (৯) তাহার গর্ব্ভে ঐ ঋষির (জমদগ্নির) ঔরসে বসুমান্ প্রভৃতি বহু সন্তান হয়। তন্মধ্যে "রাম" এই নামে বিখ্যাত পুত্র কনিষ্ঠ। প্রাচীন কবিগণ তাঁহাকে বাসুদেবাংশ তথা হৈহয়কুলান্তক বলিয়া বর্ণন করেন। তিনি এই পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। (১০) পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় জাতিরা রজঃ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া সাহঙ্কার ও বেদবিরুদ্ধাচারী হওয়াতে ভূমণ্ডলের মহৎ ভার স্বরূপ হইয়াছিল অতএব যদিও অত্যল্প অপরাধ ছিল তথাচ পরশুরাম তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয় জাতীয়েরা ভগবান পরশুরামের এমত অপরাধ কি করিয়াছিল যাহাতে তদীয় ক্রোধানলে বারম্বার ক্ষত্রিয়কুল বিনষ্ট হয়? (১১)

শুকদেব কহিলেন হৈহয়দিগের অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরিচর্য্যা কর্ম্ম দ্বারা নারায়ণের অংশের অংশ ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া সহস্র বাহু এবং বৈরি মধ্যে দুর্দ্ধর্ষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (১২) অপর দত্তাত্রেয়সেবা দ্বারা ঐ রাজার অব্যাহত ইন্দ্রিয়, সামর্থ্য, সম্পদ, প্রভাব, বীর্য্য বল, যোগেশ্বরত্ব, আর যাহাতে অনিমাদি গুণ বিরাজমান, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভও হইয়াছিল। অতএব তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহতগতি হইয়া সকল লোকে অবাধে ভ্রমণ করিতেন। (১৩) একদা ঐ অর্জ্জুন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া বহুতর রমণীরত্ন সহিত নর্ম্মদাজলে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। মদোন্মত্ততা প্রযুক্ত কেলি করিতে করিতে বাহু সকল দ্বারা হঠাৎ একবার সেই নদীর স্রোতঃ রোধ করিয়া বসিলেন। (১৪) সেই সময় রাক্ষসেশ্বর রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতী পুরী সমীপে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক ঐ নদীর তটে দেবার্চ্চনা করিতেছিল। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জলপ্রবাহ রুদ্ধ করাতে নদীর স্রোতঃ প্রতিকূল হইয়া তট নিকট প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিকূল স্রোতের জলে আপনার শিবির আপ্লাবিত দেখিয়া অর্জ্জুনের ঐ বীর্য্য বীরাভিমানি রাবণের সহ্য হইল না। (১৫) তৎক্ষণাৎ ক্রীড়াকারি অর্জ্জুনকে অভিভব করিবার উপক্রম করিল। হে রাজন্! রমণীগণের সমক্ষে রাবণ ঐ প্রকারে অপরাধ করাতে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পুরী মাহিষ্মতীতে লইয়া গেলেন এবং কপির ন্যায় কিয়দ্দিন অবরুদ্ধ রাখিয়া পরে অবজ্ঞাক্রমে ছাড়িয়া দিলেন। (১৬)

হে মহারাজ! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কিপ্রকারে অপরাধী হইয়া পরশুরামের হস্তে নিহত হন্ তাহারও বিবরণ বলি শ্রবণ করহ। তিনি একদা মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া বিজন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ জমদগ্নি মুনির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন।

(১৭) অমাত্য, সৈন্য, সামন্ত ও অশ্বাদি বাহন সহিত নরদেবকে আশ্রমে উপস্থিত হইতে দেখিয়া জমদগ্নি ঋষি অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইলেন এবং আপনার কামধেনু দ্বারা যথাবিধি আতিথ্য করিলেন। (১৮.) মুনির ঐ ধেনুরত্নকে আপনার ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখাতে ঐ আতিথ্যে অর্জ্জুনের সন্তোষ হইল না, হৈহয়গণ সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ ধেনু লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন। (১৯) অতএব দর্প করিয়া স্বীয় পুরুষদিগকে আদেশ করিলেন ঋষির অগ্নিহোত্র ধেনু হরণ কর। তাহাতে তাহারা রোরুদ্যমানা সবৎসা সেই ধেনুটীকে বলে ধরিয়া মাহিষ্মতী নগরে লইয়া গেল।

অনন্তর রাজা বহির্গত হইলে পর মুনিতনয় পরশুরাম আশ্রমে আসিলেন। অর্জ্জুনের দৌরাত্ম্য বার্ত্তা শুনিবামাত্র, আঘাত প্রাপ্ত সর্পের ন্যায় তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। (২০) তৎক্ষণাৎ ঘোর পরশু, তূণ সহিত ধনু এবং বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সিংহ যেমন যূথপতি হস্তির প্রতি ধাবমান হয় তাহার ন্যায়, মহাক্রোধে ঐ রাজার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। (২১) হে রাজন্! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অগ্নিহোত্রধেনু হরণ করিয়া পুরী প্রবেশ করিতে করিতে দেখিতে পাইল ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম কৃষ্ণাজিন পরিধান পূর্ব্বক পরশু বাণ প্রভৃতি আয়ুধ সহিত ধনু ধারণ করিয়া মহাবেগে আগমন করিতেছেন এবং সূর্য্যতুল্য দ্যুতিশালী তদীয় জটাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এতদবলোকনে অর্জ্জুন ভীত হইয়া পরিত্রাণার্থ হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতি তথা গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি (অস্ত্রবিশেষ,) শতঘ্নী ও শক্তির সহিত সপ্তদশ অক্ষৌহিণী ভীষণ সেনা পাঠাইয়া দিল কিন্তু পরশুরাম একাকী তাহাদের সমুদায়কেই বিনষ্ট করিলেন। (২২) পরশুরামের বীর্য্য মনঃ ও অনিলের তুল্য, সুতরাং পরচক্র বিধ্বংসনে পারক ছিল। তিনি নিজ পরশুদ্বারা প্রহার করত যেখানে যেখানে গেলেন সেই২ স্থানেই বিপক্ষ পক্ষের বীরগণ ছিন্নবাহু, ছিন্ন উরু ও ছিন্ন কন্ধর হইয়া ধরণীতলে পড়িতে লাগিল আর তাহাদের অশ্ব সারথি সমস্তই নিহত হইল। (২৩)

হৈহয়াধিপ অর্জ্জুন দেখিল রণাঙ্গণ রুধিরধারায় কর্দ্দমময় হইয়া উঠিয়াছে এবং পরশুরামের কুঠার ও বাণপ্রহারে বর্ম্ম, ধ্বজা, ধনুঃ, বাণ ও কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে প্রায় সকল সৈন্যই যুদ্ধে পতিত হইয়াছে অতএব রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বয়ং সমরে আগমন করিল। (২৪) অনন্তর পরশুরামের নিমিত্ত স্বীয় বাহু সকল দ্বারা একেবারে পঞ্চ শত ধনুঃ গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চ শতে পঞ্চ শত সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিল। হে রাজন্! পরশুরাম অস্ত্রধারিদিগের অগ্রণী, যদিও একখানি ধনুঃ ধারণ করিয়াছিলেন তথাপি তাহাতেই বহু সংখ্যক বাণ দিয়া একেকালে অর্জ্জুনের সেই সমুদায় ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। (২৫) ধনুশ্ছিন্ন হইলে পর অর্জ্জুন স্বীয় ভুজ সমূহে সমরসাধন ভূরি২ পর্ব্বত ও বৃক্ষ লইয়া মহাবেগে রণমধ্যে পরশুরামের প্রতি ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে জামদগ্ন্য কঠোরাগ্র কুঠার দ্বারা, সর্পফণার ন্যায়, তাহার বাহু সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে পর্ব্বতের শৃঙ্গ সদৃশ অর্জ্জুনমুণ্ড ছিন্ন করিয়া আনিলেন।

হে রাজন্! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিহত হইবামাত্র তাহার দশ সহস্র পুত্র ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হইল। (২৬) অনন্তর পরশুরাম বৎস সহিত অগ্নিহোত্রীয় ধেনু গ্রহণ করিয়া আশ্রমে আসিলেন এবং বিপক্ষহস্তে পতিত হওয়াতে পরিক্লিষ্টা সেই গাভীকে আনিয়া পিতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন। পরন্তু তিনি যখন আপনার কৃত কর্ম্ম পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন তখন তৎশ্রবণে মুনিবর জমদগ্নির সন্তোষ হইল না,

বরং যথেষ্ট বিরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন অহে রাম! অহে রাম! অহে মহাবাহু! তুমি পাপ করিয়া আসিলে! কি খেদের বিষয়! নরদেব রাজা সর্ব্বদেবস্বরূপ, তাহাকে বৃথা নিহত করিয়াছ। (২৭) হে তাত! আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণে পূজ্য হইয়াছি। ঐ গুণ সামান্য নহে, তাহার দ্বারাই ব্রহ্মা লোকগুরু হইয়া পারমেষ্ঠ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। (২৮) হে বৎস! ক্ষমাদ্বারাই সূর্য্যসম্বন্ধিনী প্রভার ন্যায় ব্রহ্মসম্বন্ধিনী শ্রী শোভা প্রাপ্ত হয়। অপর ক্ষমাশীল পুরুষদিগের প্রতি ভগবান্ ঈশ্বর হরি আশু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। (২৯) হে অঙ্গ! মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার বধ ব্রহ্মবধ অপেক্ষাও গুরু। অতএব তুমি ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া তীর্থ সেবা এবং যম নিয়মাদি দ্বারা পাপ মোচন করহ। (৩০)

ইতি নবম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

জমদগ্নি নিহত হইলে পরশুরাম কর্ত্তৃক বারম্বার ক্ষত্রিয়বধ এবং বিশ্বামিত্র বংশের বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন হে কুরুপ্রবীর! পিতার উপদেশে পরশুরাম "তাহাই করিতেছি" বলিয়া গমন করিলেন এবং সম্বৎসর পর্য্যন্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কোন সময় মুনিপত্নী রেণুকা গঙ্গায় গমন করিয়া তথায় পদ্মমণি নামা গন্ধর্ব্বরাজকে অপ্সরাগণ সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। (১) রেণুকা জলাহরণার্থ ঐ নদীতে গিয়াছিলেন, ক্রীড়াকারী গন্ধর্ব্বরাজ নয়নগোচর হওয়াতে তাঁহার প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, হোমসময় যে অতিক্রান্ত হইতে লাগিল তাহা স্মরণ করিলেন না। (২) অনন্তর আপনিই কালাত্যয় অবলোকন করিয়া মুনি হইতে শাপ আশঙ্কা করত সাতিশয় ভীতা হইলেন এবং সত্বর আগমন পূর্ব্বক কলসটী অগ্রে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। (৩)

এদিকে পত্নীর ব্যভিচার জ্ঞাত হওয়াতে মুনির অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল, জ্বলন্ত হুতাশন প্রায় হইয়া পুত্রদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন এখনি এই পাপীয়সীকে হত্যা করিয়া ফেল। অন্যান্য পুত্রেরা স্পষ্টরূপে আদিষ্ট হইয়াও তাহা করিল না। (৪) কিন্তু পরশুরাম পিতার সমাধি ও তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন, আজ্ঞা লঙ্ঘন কারি ভ্রাতৃগণের ও মাতার যথার্থ আদেশিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যদি পিতার নিয়োগে ইহাদিগকে বিনষ্ট না করি পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেও অভিশাপ দিতে পারেন আর আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক ইহাদিগকে বধ করিলে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইনি পুনরায় ইহাদের জীবন দান করিলেও করিতে পারিবেন। অতএব পিতা প্রেরণ করিবামাত্র পরশুরাম মাতৃসহ ভ্রাতৃগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এই ব্যাপারে সত্যবতীতনয় জমদগ্নি মুনির সাতিশয় প্রীতি জন্মিল। তিনি প্রীত হইয়া পরশুরামকে যথা-ইচ্ছা বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাহাতে জামদগ্ন্য রাম এই বর চাহিলেন হত ব্যক্তিগণ পুনর্জীবিত হয় এবং ইহাদের ঐ বধ যেন স্মরণপথে উদিত না হয়। (৫) রাজন্! জমদগ্নি মুনি তথাস্তু বলিয়া বর দিবামাত্র সেই সকল হত ব্যক্তি কুশল যুক্ত হইয়া নিদ্রাপগমে যেমন গাত্রোত্থান করে তাহার ন্যায় তৎ-

ক্ষণাৎ উত্থিত হইল। রাজন্! পরশুরাম এরূপ নিন্দিত কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন এমত আশঙ্কা করিবেন না, ঐ মুনি পিতার তপোবীর্য্য জানিতেন তাহাতেই সুহৃদ্বধ করেন। (৬)

হে মহারাজ! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যে সকল পুত্র ছিল তাহারা পরশুরামের বীর্য্যে পরাভূত হইয়া আপনাদের পিতার বধ বৃত্তান্ত স্মরণ করত কুত্রাপি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। একদা পরশুরাম আশ্রম হইতে ভ্রাতৃগণের সহিত অরণ্য গমন করাতে ঐ সকল ব্যক্তি ছিদ্র পাইয়া বৈরসাধন বাসনায় তথায় আগমন করিল (৭) এবং দেখিল অগ্নিগৃহের মধ্যে পরশুরামের জনক জমদগ্নি মুনি ভগবানে চিত্ত নিবেশ করিয়া বসিয়া আছেন। এই সুযোগ প্রাপ্ত হওয়াতে সেই পাপাত্মারা তৎক্ষণাৎ ঐ মুনিকে নিহত করিল। পরশুরামের মাতা তদবলোকনে অতিশয় দীনা হইয়া আত্মপ্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই নিষ্ঠুর ক্ষত্রবন্ধুদের দয়া হইল না, বলে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। রামমাতা রেণুকা দুঃখ ও শোকে আর্ত্তা হইয়া আপনিই আপনাকে আঘাত করত হা রাম, হা রাম, হা তাত, হা তাত! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলেন।

দূর হইতে 'হা রাম!' এই আর্ত্তধ্বনি শুনিবামাত্র পরশুরাম ত্বরায় ভ্রাতৃগণ সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন পিতা নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। (৮) ইহাতে তাঁহাদের এতাদৃশ দুঃখ, শোক, ক্রোধ, অমর্ষ এবং পীড়া জন্মিল যে ঐ সকলের আবেগে সকলেই বিমোহিত হইলেন। অনন্তর পরশুরাম হা তাত! হা সাধো! হা ধর্ম্মিষ্ঠ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বর্গে গমন করিলেন। এবম্বিধ বিবিধ বিলাপ করিয়া পিতার মৃতদেহ ভ্রাতাদিগের নিকট রাখিলেন পরে ভয়ঙ্কর পরশ্বধ গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিতে মনঃস্থির করিলেন। (৯) হে রাজন্! পরশুরাম আদৌ মাহিষ্মতী পুরী গমন করিয়া তাহার মধ্যস্থলে অর্জ্জুনপুত্রদিগের মস্তক দ্বারা একটা বিশাল পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ সকল ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করাতে তাহাদের দ্বারাই ঐপুরীর শোভা বিনষ্ট হইয়াছিল, মধ্যস্থানে মুণ্ডময় পর্ব্বত হওয়াতে সেই পুরী আরো বিশ্রী হইল। (১০) সে যাহা হউক। পরশুরাম পরে তাহাদের শোণিতে একটী ভয়ানক নদী করিলেন, সেই সরিৎ ব্রহ্মদ্বেষিদিগের অত্যন্ত ভয়াবহ। তদনন্তর ক্ষত্রিয়জাতিকে অন্যায়বর্ত্তি দেখিয়া পিতৃবধ হেতু করিয়া (১১) একবিংশতি বার এই পৃথ্বীকে নিক্ষত্রিয়া করত স্যমন্তপঞ্চক স্থানে নয়টী শোণিতময় হ্রদ নির্ম্মাণ করিলেন। হে মহারাজ! পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা কেন করেন কারণ শুন, তাঁহার জননী রেণুকা অর্জ্জুনতনয়দিগের দৌরাত্ম্য জন্য দুঃখাবেগে একবিংশতি বার আপনার উদরে আঘাত করিয়াছিলেন তাহাতেই পরশুরাম তাবৎ সংখ্যক বার ক্ষত্রিয়বধ করিলেন।

সে যাহা হউক। তদনন্তর পরশুরাম নিহত পিতার মস্তক তদীয় দেহে সন্ধিত করিয়া কুশোপরি স্থাপন পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞদ্বারা সর্ব্বদেবময় আত্মার অর্চ্চনা করিলেন। সেই যজ্ঞে হোতাকে পূর্ব্ব দিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দিক্ এবং উদ্গাতাকে উত্তর দিক্ দক্ষিণা দিলেন। আর অবান্তর দিক্ সকল অন্যান্য ঋত্বিকদিগকে দান করিয়া মধ্যস্থল কশ্যপকে দান করিলেন। পশ্চাৎ উপদ্রষ্টাকে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ দক্ষিণা দিয়া তাহার পর সদস্যদিগকেও যথাযোগ্য ভূমি দক্ষিণা

দিলেন। তদনন্তর মহানদী সরস্বতীতে গিয়া অবভৃথ স্নানদ্বারা অশেষ কলুষ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিরভ্র দিবাকরের সমান বিরাজ করিতে লাগিলেন। (১২)

এ দিকে জমদগ্নি রামপূজিত হওয়াতে স্মৃতিই যাহার চিহ্ন তাদৃশ স্বীয় শরীর লাভ করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলে গমন পূর্ব্বক সপ্তম ঋষি হইলেন। (১৩) হে রাজন্! কমললোচন ভগবান্ জামদগ্ন্য রামও আগামি মন্বন্তরে বেদ প্রবর্ত্ত করিবেন। অর্থাৎ তিনিও বেদপ্রবর্ত্তক সপ্তর্ষিমধ্যে এক জন হইবেন। তিনি ন্যস্তদণ্ড এবং প্রশান্তচিত্ত হইয়া অদ্যাপি মহেন্দ্র পর্ব্বতে বর্ত্তমান আছেন। সিদ্ধ চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ সতত তাঁহার বিচিত্র চরিত্র গান করিতেছে। (১৪) হে রাজন্! এই প্রকারে ভগবান্ বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি ভৃগুকুলে অবতীর্ণ হইয়া বহুবার ক্ষত্রিয়বধ করিয়া ভূমির পরম ভার হরণ করেন। (১৫)

এক্ষণে প্রস্তুত বিষয় বর্ণন করি শ্রবণ কর। গাধি হইতে জ্বলন্ত অনলের তুল্য মহাতেজস্বি বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি হয়। রাজন্! তিনিই তপঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (১৬) এই তেজস্বি বিশ্বামিত্রের এক শত তনয় হয়, তন্মধ্যে যদিও কেবল মধ্যমের নাম মধুচ্ছন্দঃ তথাচ সকল পুত্রই মধুচ্ছন্দস্ বলিয়া উক্ত হইতেন। (১৭) মহর্ষি বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্ত তনয় শুনঃশেফকে ভৃগুবংশীয় দেবরাত নামক পুত্র করিয়া আপনার অন্যান্য সন্তানদিগকে বলিয়াছিলেন তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া মান্য করহ। (১৮) রাজন্! ঐ শুনঃশেফের পিতা অজীগর্ত্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার যজ্ঞে পশ্বর্থ ঐ পুত্রকে মধ্যম বলিয়া মমতা ত্যাগ পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু ঐ পুরুষপশু (শুনঃশেফ) প্রজেশাদি দেবগণের স্তব করিয়া পাশ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। (১৯) সে দেবযজনে রাত (প্রদত্ত) হওয়াতে গাধিবংশে দেবরাত বলিয়া খ্যাত হইল। পরন্তু ভৃগুবংশে তাহার নাম শুনঃশেফ। (২০) সে যাহা হউক। বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দ নামা যে সকল জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিল, তাহারা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করণে আপনাদের অকুশল জ্ঞান করিল অতএব মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন তোরা অতি দুর্জ্জন, অদ্যাবধি ম্লেচ্ছ হইবি। (২১) তদনন্তর মধ্যম পুত্র মধুচ্ছন্দ পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠের সহিত জনকসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন আপনি আমাদের পিতা, আমাদের জ্যেষ্ঠত্ব অথবা কনিষ্ঠত্ব যাহা অনুমতি করিবেন আমরা তাহাই স্বীকার করিব। (২২) ইহা বলিয়া মন্ত্রদর্শি শুনঃশেফকে আপনাদের জ্যেষ্ঠ করিলেন এবং সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন আমরা সকলেই তোমার অনুগামী অর্থাৎ কনিষ্ঠ হইলাম। (২৩)

এতৎ শ্রবণে বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া ঐ পুত্রদিগকে কহিলেন হে বৎসগণ! তোমরা আমার পূজ্যত্বের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকে পুত্রবন্ত করিলে, ইহাতে আমার মৎপরোনাস্তি প্রীতি জন্মিল, সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিতেছি তোমরা পুত্রবন্ত হইবে। (২৪) হে কুশিকগণ! এই দেবরাত তোমাদের কৌশিক গোত্রই, যেহেতু ইনি আমার পুত্র হইয়াছেন, অতএব তোমরা ইহাঁর অনুগত হও। হে রাজন্! বিশ্বামিত্রের তদ্ভিন্ন অষ্টক হারীত জয় ক্রতুমান প্রভৃতি অন্য অনেক সন্তান ছিল। (২৫) এই প্রকারে অনুগৃহীত অপর এক ব্যক্তি পুত্রত্বরূপে স্বীকৃত হওয়াতে বিশ্বামিত্রের পুত্র দ্বারা কৌশিকগোত্র নানাপ্রকার হয় অর্থাৎ কতকগুলি অভিশপ্ত এবং কতকগুলি প্রবরান্তর প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ দেবরাতের জ্যেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হওয়াই ঐ ঘটনার বীজ। (২৬) ইতি নবম স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আয়ুর পঞ্চপুত্র মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধাদি চারি জনের বংশ বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজেন্দ্র! পুরুরবার * আয়ু নামে যে পুত্র হইয়াছিল তাহার পাঁচটী সন্তান হয়—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রাভ, (১) এবং অনেনাঃ। তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশবৃত্তান্ত সংপ্রতি বলি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র, তাহার তিনটী তনয় হইয়াছিল—কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ। তন্মধ্যে গৃৎসমদ হইতে শুনক উৎপন্ন হন, তাঁহার পুত্র শৌনক, যিনি বহ্বৃচ প্রবরীয় ঋষি হয়েন। (২)

কাশ্যের পুত্র কাশি, তাহার পুত্র রাষ্ট্র, তাহার সন্তান দীর্ঘতমাঃ। দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি, যিনি আয়ুর্বেদের প্রবর্ত্তক, যজ্ঞভাগভোগী, বাসুদেবের অংশ, স্মৃত হইবামাত্র রোগ জন্য ক্লেশ ভয় বিনাশ করেন। সে যাহা হউক। ঐ ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, তাহার তনয় ভীমরথ, তাহা হইতে দিবোদাস উৎপন্ন হয়েন। তাহার পুত্র দ্যুমান্, তাহাকে প্রতর্দ্দনও বলা যাইত, (৩) আর তিনিই শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ, তথা কুবলয়াশ্ব বলিয়া উক্ত হইতেন। ঐ দ্যুমানের অলর্ক প্রভৃতি অনেক সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে অলর্ক ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত বৎসর যাবৎ রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অলর্ক ব্যতীত কোন যুবা তত কাল অবনীভোগ করেন নাই। (৪)

সে যাহা হউক। ঐ অলর্ক হইতে সন্ততি সংজ্ঞক নরপতির উৎপত্তি হয়। তাহার পুত্র সুনীথ, তাহার তনয় নিকেতন। নিকেতনের সুত ধর্ম্মকেতু, তাহা হইতে সত্যকেতু জন্ম গ্রহণ করেন। (৫) সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাহা হইতে ক্ষিতীশ্বর সুকুমার উৎপন্ন হন। তাঁহার তনয় বীতিহোত্র, তাহার পুত্র ভর্গ, তৎসুত ভার্গভূমি। (৬)

হে পরীক্ষিত! এই সকল ভূপাল কাশিবংশীয়, ইহাঁরা কাশির প্রপিতামহ ক্ষত্রবৃদ্ধের অন্বয়ের অনুগামী ছিলেন।

রাজন্! অতঃপর রাভের বংশ বলি, শ্রবণ কর। রাভের পুত্র রভস। তাহার তনয় গম্ভীর, তাহা হইতে অক্রির উৎপত্তি হয়। অক্রিসুত ব্রহ্মবিৎ। অতঃপর অনেনার বংশ বিবরণ অবহিত হইয়া শুন। (৭) অনেনার পুত্র শুদ্ধ। তাহা হইতে ধর্ম্ম সারথি চিত্রকুর উৎপত্তি হয়। চিত্রকুর সন্তান শান্তরজা। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানী ছিলেন একারণ পুত্রোৎপাদন করেন নাই।

হে রাজন্! রজির অপরিমিত বল শালী শত সন্তান হয়। একদা তিনি দেবতাদিগের প্রার্থনায় দানব বধ করিয়া দেবরাজকে স্বর্গপুরী প্রদান করেন তাহাতে মহেন্দ্র তদীয় চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পুরী তাঁহার হস্তে দিয়া প্রহ্লাদাদি রিপুভয়ে আত্ম পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরন্তু রজির মৃত্যু হইলে পর দেবরাজ তদীয় তনয়দিগের নিকট যখন স্বীয় পুরী ত্রিপিষ্টপ যাচ্ঞা করিলেন তখন তাহারা প্রত্যর্পণ করিল না, আপনারা স্বর্গাধিপ হইয়া যজ্ঞ ভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে লাগিল। (৮) অতএব দেবগুরু বৃহস্পতি রজিপুত্রদিগের বুদ্ধিভ্রংশার্থ অভিচার বিধান দ্বারা হোম

* এস্থানে শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রস্তাবার্থ সংক্ষেপে বংশানুবর্ণন হইতেছে, যাঁহার বংশে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন তাঁহার বংশ শেষে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইবেক। অতএব পুরুরবার পঞ্চপুত্র মধ্যে কনিষ্ঠদিগের বংশ বর্ণন করিয়া সংপ্রতি জ্যেষ্ঠের বংশ বর্ণিত হইতেছে।

আরম্ভ করিলেন তাহাতে অচিরেই তাহারা নীতিবর্ত্ম হইতে ভ্রংশিত হইল এবং দেবরাজ অনায়াসে সকলকে বধ করিলেন, এক জনও অবশিষ্ট রহিল না। (৯)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র যে কুশ, তাহার পুত্র প্রতি, প্রতির সন্তান সঞ্জয়, তাহার তনয় জয়। জয়ের পুত্র কৃত, তাহার পুত্র হর্য্যবল নরপতি। হর্য্যবলের পুত্র সহদেব, তাহার সুত হীন, তাহার সন্তান জয়সেন। জয়সেনের তনয় সংকৃতি, তাহার সন্তান ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ মহারথ জয়। এই সকল নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে উৎপন্ন হয়েন। অনন্তর নহুষ বংশের বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ করহ। (১০)

ইতি নবম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নহুষপুত্র যযাতির বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! দেহির ছয় ইন্দ্রিয়ের তুল্য নহুষরাজার যতি-যযাতি-শর্য্যাতি—বিয়াতি এবং কৃতি নামে ছয়টী তনয় হইয়াছিল। (১) ইহাদের মধ্যে যতি রাজ্যের পরিণাম অর্থাৎ অনর্থাবহত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং যদিও পিতা রাজ্য প্রদান করিলেন তথাচ গ্রহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না কারণ তাহাতে প্রবিষ্ট পুরুষ আত্মবোধ বিহীন হয়। (২) অতএব ইন্দ্রাণীর প্রতি ধৃষ্টতা ব্যবহার হেতু পিতা (নহুষ) স্বর্গভ্রষ্ট ও অগস্ত্যাদি বিপ্রগণ কর্ত্তৃক অজগরত্ব প্রাপিত হইলে মধ্যম পুত্র যযাতিই রাজা হইলেন। (৩) তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে চারি দিক্ শাসন করিতে আজ্ঞা দেন এবং আপনি শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্ব্বার দুই কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক কৃতদার হইয়া পৃথিবীর পরিরক্ষণে প্রবৃত্ত হন।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি, নহুষ-পুত্র যযাতি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম বিবাহ কি প্রকারে হইয়াছিল? (৪)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ঈশ্বরঘটনায় প্রতিলোম বিবাহ দোষাবহ নহে। এক সময় দানবরাজের শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী কন্যা দশ শত সখী এবং গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত মিলিত হইয়া পুরের সমীপস্থ উদ্যানে বিহার করিতে যায়। সেই উপবন অতি মনোহর, সকল তরু পুষ্পভরে অবনত হইয়াছিল এবং সেখানে নিকটস্থ নলিনী পুলিনে অলিকুল কলস্বরে গান করিতেছিল। (৫) সে যাহা হউক। শর্ম্মিষ্ঠা সখীসহ ভ্রমণ করিতে২ উদ্যানের এক স্থানে একটী জলাশয় দেখিতে পাইল অতএব তটোপরি স্ব২ পরিধেয় দুকূল স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর জল সেচন করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সময়ে দৈবাৎ দেববর গিরিশ দেবীর সহিত বৃষোপরি আরোহণ করিয়া ঐ দিক্ দিয়া গমন করাতে তাঁহাকে দেখিয়া ঐ সকল কন্যার অতিশয় লজ্জা হইল, সহসা তীরে উত্থিত হইয়া স্ব২ বসন পরিধানার্থ ব্যগ্র হইল। (৬) ব্যস্ততা প্রযুক্ত জানিতে না পারাতে গুরুপুত্রীর বস্ত্র আপনার মনে করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা পরিধান করিল। তদ্দর্শনে দেবযানী কুপিতা হইয়া কহিলেন (৭) অহো! এ দাসীটার অন্যায্য কর্ম্ম নিরীক্ষণ কর। কুক্কুরী যেমন যজ্ঞে যজ্ঞীয় হবি ধারণ করে তাহার ন্যায় এ দুষ্টা আমার ধারণীয় বসন পরিধান করিল। (৮) অহো! যাঁহারা তপস্যা দ্বারা ইহা সৃজন করিয়াছেন যাঁহারা পরম পুরুষের মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মমুখ হইতে উৎপত্তি হেতু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন, যাঁহারা শুভ বেদবর্ত্ম প্রদর্শন করিয়াছেন আর সকল

লোকের নাথ সুরেশ্বরগণ তথা ভগবান্ বিশ্বাত্মা পাবন শ্রীনিবাস যাঁহাদিগের উপাসনা করিয়াথাকেন (৯) সেই ব্রাহ্মণ জাতি সহজেই মান্য, তন্মধ্যে আবার আমরা মহাপ্রভাব ভৃগুবংশে উৎপন্ন। এই দাসীর পিতা যে অসুর, সে আমাদের শিষ্য, এ অসতীর আস্পর্দ্ধা দেখ, শূদ্রজাতির বেদ ধারণের ন্যায় আমাদের ধারণীয় বসন পরিধান করিল।

হে রাজন্! গুরুকন্যা দেবযানী ঐ প্রকারে তিরস্কার করিতে থাকিলে শর্ম্মিষ্ঠা রুষ্টা হইয়া, ধর্ষিতা তুরঙ্গীর ন্যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং রোষভরে অধর দংশন করিয়া কহিল অরে ভিক্ষুকি! আপনার আচরণ না জানিয়া বড়ই যে কটু কহিতে লাগিলি? কাকের ন্যায় তোরা কি আমাদের বাটীর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিস্ না? হে মহারাজ! এবম্বিধ বিবিধ পরুষ বচন প্রয়োগ দ্বারা গুরুকন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়াও শর্ম্মিষ্ঠার ক্রোধশান্তি হইল না, রোষে বসন হরণ পূর্ব্বক নগ্ন করিয়া কূপে ফেলিয়া দিল।

দেবযানীকে কূপমধ্যে ক্ষেপণ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা স্বগৃহে গমন করিলে দৈবাৎ সেই সময়েই যযাতি রাজা মৃগয়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জলার্থী হইয়া ঐ কূপসমীপে গমন করিবামাত্র দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন। শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে কূপমধ্যে বিবস্ত্রাবস্থায় পতিত দেখিয়া রাজার দয়া হইল। তৎক্ষণাৎ আপনার উত্তরীয় বসন পরিতে দিলেন পরে স্বীয় হস্ত দ্বারা তদীয় কর ধারণ করিয়া কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন।

দেবযানী কূপ হইতে উদ্ধৃতা হইয়া প্রেমনির্ভর বচনে যযাতিকে কহিতে লাগিলেন রাজন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার হস্ত গ্রহণ করিলেন, প্রার্থনা করি যে কর একবার গ্রহণ করিলেন অন্য ব্যক্তি সেই কর পুনরায় গ্রহণ না করে। (১০) হে বীর! যদিও প্রতিলোম পরিণয় নিষিদ্ধ, তথাচ আমি কূপমগ্না হইয়া মরিতেছিলাম, এ সময় যখন আপনকার দর্শন পাইলাম তখন আমাদিগের দুই জনের এই সম্বন্ধ অসংশয় পরমেশ্বর নির্ব্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা অন্য পুরুষকৃত নহে। (১১) অধিকন্তু হে মহারাজ! আমি পূর্ব্বে বৃহস্পতির পুত্র কচকে শাপ দিয়াছিলাম, তাঁহাতে আমার প্রতি তাঁহার অভিশাপ আছে * তজ্জন্য ব্রাহ্মণে আমার পাণিগ্রাহ হইবেক না। (১২)

অশাস্ত্রীয়ত্ব প্রযুক্ত অনভিপ্রেত হইলেও দৈবকর্ত্তৃক প্রাপিত বোধ করিয়া এবং আপনার অন্তঃকরণকে তাহার প্রতি সকাম দেখিয়া, অধর্ম্মে আমার মনঃ প্রবিষ্ট হয় না ইহা নিশ্চয় করত, তাহার ঐ বাক্যে নরদেব যযাতি অঙ্গীকৃত হইলেন। (১৩)

অনন্তর রাজা গমন করিলে দেবযানি সেই স্থানে থাকিয়া রোদন করিতে করিতে পিতার নিকট সমুদায় বিবরণ নিবেদন করিলেন অর্থাৎ ভিক্ষুকী বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা যে কটু কহিয়াছিল এবং কূপে ফেলিয়া দিয়া যে কুকর্ম্ম করিয়াছিল, বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন।

* এ বিষয়ে ইতিহাস এই—বৃহস্পতির পুত্র কচমুনি শুক্রের নিকট যখন মৃতসংজীবনী বিদ্যা গ্রহণ করেন সেই সময় এক দিন শুক্রসুতা দেবযানী তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে কচ বলিয়াছিলেন তুমি আমার গুরুপুত্রী, পূজনীয়া, কি প্রকারে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি। অতএব দেবযানী কুপিতা হইয়া এই অভিশাপ দেন তোমার বিদ্যা নিষ্ফলা হইবেক, কচও প্রতিশাপ প্রদান করত কহেন তোমার ব্রাহ্মণপতি হইবেক না।

(১৪) তৎশ্রবণে শুক্রের অন্তঃকরণ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইল, পৌরোহিত্য বৃত্তির কুৎসা ও উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে কন্যার সহিত পুর হইতে নির্গত হইলেন। (১৫)

তদ্বৃত্তান্ত বিদিত হইলে বৃষপর্ব্বা বোধ করিলেন গুরু দেবগণ হইতে আপনার জয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া বহির্গত হইতেছেন, অতএব সত্বর গিয়া পথিমধ্যে পদতলে পতিত হইলেন এবং মস্তকদ্বারা প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ক্ষণ কালমধ্যে শুক্রাচার্য্যের মন্যু অর্দ্ধ পরিমাণে ন্যূন হইল, শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন রাজন্! আমার কন্যা যাহা বলেন, ইহাঁর অভিলাষ সম্পাদন কর, আমি ইহাঁকে ত্যাগ করিতে পারি না। (১৬) এতৎ শ্রবণে গুরুকন্যার প্রসন্নতা প্রতীক্ষা করত বৃষপর্ব্বা অবস্থিত হইলে দেবযানী আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করত বলিলেন আমি পিতৃকর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া যেখানে যাইব, তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সখী সহিত সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হউক। (১৭)

বৃষপর্ব্বা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন আচার্য্য নির্গত হইয়া গেলে আমাদের ঘোর সঙ্কট, এখানে অবস্থিত হইলে গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা, অতএব সেই সময়েই গুরুপুত্রী দেবযানীর হস্তে সখীসমেত শর্ম্মিষ্ঠাকে সমর্পণ করিলেন। পিতৃ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়াতে শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র সখী সহিত দাসীর ন্যায় হইয়া তদবধি দেবযানীর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। (১৮)

অনন্তর শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠা সহিত দেবযানীকে যযাতি হস্তে সম্প্রদান করিলেন, কিন্তু বিশেষ করিয়া কহিয়া দিলেন যদিও আমার কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠাকেও তোমাকে সম্প্রদান করিতেছি তথাচ তুমি কদাপি ইহাকে আপনার শয়নে গ্রহণ করিতে পারিবা না।

হে কুরুপ্রবীর! কোন সময়ে শর্ম্মিষ্ঠা দেখিলেন দেবযানী স্বামি সহবাসে পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছেন, অতএব ঋতুকাল উপস্থিত হইলে আপনার সখার পতি যযাতি রাজাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিলেন। (১৯) রাজা যযাতি অতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ, ঋতুকালে রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক অপত্যার্থ প্রার্থিত হইয়া বিবেচনা করিলেন ইহার কামপূরণে ধর্ম্ম আছে, অতএব যদিও শুক্রাচার্য্যের বাক্য স্মরণ হইল তথাচ দৈবপ্রাপিত জ্ঞানে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সঙ্গম স্বীকার করিলেন। ফলতঃ যযাতি রাজা ধর্ম্ম বোধেই শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কামতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

অনন্তর দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই সন্তান প্রসব করিলেন, আর শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু এই তিন তনয় হইল। (২০) রাজন্! আপনার ভর্ত্তা হইতে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভোৎপত্তি হইয়াছিল অবগত হইবামাত্র দেবযানী অভিমানে পরিপূর্ণ হইলেন এবং ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ পিতৃগৃহে গমন করিলেন। (২১) যযাতি অতিশয় কামুক ছিলেন, প্রেয়সীর রোষ দেখিয়া বিনয় বাক্যে প্রসন্ন করিতেং পশ্চাদ্গামী হইলেন, কিন্তু পাদসম্বাহনাদি দ্বারাও প্রসন্ন করিতে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। (২২) হে মহারাজ! এ দিকে কন্যার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সঘৃণবচনে জামাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন তুই স্ত্রীকামী হইয়া অনৃতাচরণ করিস্? অরে মন্দ! এই অপরাধে, নরদিগের বিরূপকরণী জরা তোর শরীরে প্রবেশ করুক। (২৩)

তৎ শ্রবণে যযাতির চিত্ত অত্যর্থ খিন্ন হইল, নিবেদন করিলেন ব্রহ্মন্! আপন-

কার দুহিতার কামভোগ দ্বারা এখনও আমি সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত হই নাই। শুক্র বলিলেন তবে যদি কোন ব্যক্তি তোর্ জরা গ্রহণ করে তাহার বয়স্ দ্বারা যেমন ইচ্ছা হয় কামভোগ করিস্। (২৪)

হে রাজন্! যযাতি রাজা এই প্রকারে জরা সংক্রমণের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ তনয় যদুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন হে তাত! হে যদো! আমার এই জরা গ্রহণ করিয়া আপনার বয়স্ আমাকে দাও। বৎস! তোমার মাতামহ শুক্রাচার্য্য আমাকে এই জরায় গ্রস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু আমি এখনও বিষয় ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব তুমি এই জরা লও, তোমার যৌবনে আমি কিয়ৎ বৎসর বিহার করি।

যদু কহিল পিতঃ! আপনি মধ্যসময়ে জরা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ জরার সহিত অবস্থান করিতে আমার অন্তঃকরণ চাহিতেছে না, কারণ গ্রাম্য সুখ ভোগ না করিয়া কোন পুরুষ প্রায় তাহাতে বিতৃষ্ণ হইতে পারে না। (২৫)

হে ভারত! তদনন্তর তুর্ব্বসু ও দ্রুহ্যু এই দুই জনও জরা গ্রহণার্থ অভ্যর্থিত হইয়া ঐ রূপে নিরাকৃত করিল। তাহদের ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না, অনিত্য পদার্থকেই নিত্য জ্ঞান করিত, সুতরাং তাহাদের হইতে পিত্রাজ্ঞা পালনের সম্ভাবনা কি? (২৬) পরন্তু যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পূরু যদিও বয়সে ক্ষুদ্র, তথাচ গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। শেষে তাহাকে সম্বোধন করিয়া জরা গ্রহণার্থ যযাতি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন বৎস! তুমি আপনার অগ্রজদের ন্যায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে যোগ্য হও না। (২৭)

পূরু কহিলেন হে মনুষ্যেন্দ্র! ইহলোকে কোন পুরুষই পিতার প্রত্যুপকার করিতে পারে না। পিতা কি সামান্য ব্যক্তি? তাঁহা হইতে দেহসম্বন্ধ এবং তাঁহার প্রসাদে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২৮) তথাপি যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় আপনা হইতে সম্পাদন করে, তাহাকে উত্তম বলা যায়, আদেশিত হইয়া কার্য্যকারী পুত্র মধ্যম, অশ্রদ্ধায় পিতৃনিয়োগ পালনকারী পুত্র অধম। কিন্তু যে পুত্র আজ্ঞাপ্ত হইয়াও আদেশ সম্পাদন না করে, সে পুত্র নহে, পিতার বিষ্ঠামাত্র। (২৯) এই প্রকার কহিয়া আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক পিতার জরা গ্রহণ করিলেন, যযাতিও পুত্রযৌবন দ্বারা যথাবৎ বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩০) হে রাজন্! যযাতি রাজা সপ্ত দ্বীপের অধিপতি ছিলেন, সম্যক্ প্রকারে পুত্রবৎ প্রজা পালন করত ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। পুত্রের যৌবন গ্রহণ করাতে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল ও অব্যাহত হইল। আর দেবযানীও মনঃ বাক্য দেহ এবং অন্যান্য বস্তু দ্বারা নির্জ্জনে অনুদিন প্রিয়তমের পরম প্রীতি জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! যযাতি রাজা ভূরি ভূরি দক্ষিণা দিয়া বহু বহু যজ্ঞ করত সর্ব্ববেদময়, সর্ব্বদেব স্বরূপ, যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করেন। (৩১) অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে জলদাবলির ন্যায় যাঁহাতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ বিরচিত হইয়া যাবৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি তাবৎ বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায় এবং ঐ ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপরমে স্বপ্ন ও মায়া সহিত মনোরথ প্রায় প্রকাশহীন হয়, যযাতি নিরাশী হইয়া সেই অন্তর্যামি পরম সূক্ষ্ম ভগবান্ নারায়ণের বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (৩২) হে রাজন্! ঐ প্রকারে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অপরাঙ্মুখ পঞ্চ ইন্দ্রিয় তথা ষষ্ঠ মনঃ দ্বারা সতত বিষয়ভোগ করিয়াও সর্ব্বভূমীশ্বর যযাতি সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। (৩৩)

ইতি নবম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

যযাতির বৈরাগ্যোদয় এবং নির্ব্বেদার্থ প্রিয়ার প্রতি আত্ম বৃত্তান্ত কথন।

শুকদেব কহিলেন যযাতি রাজা এই প্রকারে বিষয়োপভোগ করিতে২ হঠাৎ এক দিন স্ত্রৈণদ্বারা আত্মার অপহ্নব বুঝিতে পারিলেন, অতএব নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া প্রেয়সীর নিকট নিম্ন লিখিত ইতিহাস বর্ণন করিলেন। (১) তিনি প্রিয়াকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিলেন হে ভার্গবি! আমার সদৃশ এক জন কামী এক গ্রামে বাস করিত, বনস্থিত ধীরগণ তাহার আচরণের নিমিত্ত এখনও শোক করেন, সেই ব্যক্তির অনুষ্ঠিতা গাথা বলি, শ্রবণ কর। (২) একটী ছাগ (পুরুষ) বনমধ্যে (সংসারে) আপনার প্রিয় (বিষয়) অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ এক ছাগীকে স্বকর্ম্মবশতঃ কূপে পতিতা দেখিতে পাইল। (৩) সেই ছাগ অতিশয় কামী, ঐ ছাগীর উদ্ধারোপায় চিন্তা করিয়া, কূপতটে আপনার শৃঙ্গাগ্র দ্বারা মৃত্তিকাদি উদ্ধরণ পূর্ব্বক নির্গমন বর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিল। ঐ বর্ত্মযোগে সুশ্রোণী সেই ছাগী কূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহারই প্রতি অভিলাষবতী হইল। (৪) সেই ছাগী ঐ ছাগকে বরণ করিলে অন্যান্য বহুতর ছাগীও পুষ্ট, রতিসমর্থ, রেতঃসেক্তা এবং মৈথুনপণ্ডিত দেখিয়া ঐ ছাগের প্রতি অভিলাষিণী হইল। (৫) অতএব সেই এক অজবৃষ উল্লিখিত বহুতর অজার রতি বর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাদের সহিত কেলি করিতে লাগিল; সেই ছাগ কামরূপ গ্রহে এরূপ গ্রস্ত হইল যে আপনাকেও জানিতে পারিল না। কিন্তু যে ছাগী কূপে পড়িয়াছিল সে অন্য ছাগীকে আপনা হইতে প্রিয়তমা ও তাহার সহিত স্বীয় প্রিয়তমকে সর্ব্বদা রমমাণ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধা হইল, ছাগের ঐ কর্ম্ম তাহার সহ্য হইল। (৬) অতএব সুহৃদ্রূপি বস্তুতঃ দুর্হৃদ্, ক্ষণসৌহৃদ, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কামুক সেই ছাগকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত হইয়া সে আপনার স্বামির নিকট গমন করিল। (৭) ঐ ছাগ অতিশয় স্ত্রৈণ, এ প্রযুক্ত কাতর হইয়া শব্দ করত প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, কিন্তু পথিমধ্যে কোন প্রকারে প্রসন্ন করাইতে তাহার সামর্থ্য হইল না। (৮) সেই স্থানে ঐ ছাগীর স্বামী কোন ব্রাহ্মণ ক্রোধে ঐ ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করিয়া দিলেন। অর্থাৎ তাহাকে সম্ভোগাসমর্থ করিলেন। পরন্তু ঐ বিপ্র উপায়জ্ঞ ছিলেন, অতএব আপনার পুত্রীর কামভোগার্থ পুনরায় ঐ অণ্ড যোজন করিলেন। অর্থাৎ পুনশ্চ ঐ ছাগকে রতিশক্তি প্রদান করিলেন। (৯) ভদ্রে! ঐ ছাগ ঐ প্রকারে সংবদ্ধবৃষণ অর্থাৎ রতিশক্তিযুক্ত হইয়া কূপলব্ধা সেই ছাগীর সহিত বিষয়ভোগে বহু কাল যাপন করিল, কিন্তু কামসেবা দ্বারা অদ্যাপি তাহার পরিতোষ জন্মে নাই।

হে সুভ্রু! ঐ ছাগের ন্যায় আমিও তোমার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া অতিশয় দীন হইয়াছি। তোমার মায়ায় মোহিত হওয়াতে আমি আপনাকে জানিতে পারিতেছি না। (১০) ভদ্রে! পৃথিবীতে ধান্য যব সুবর্ণ পশু স্ত্রী যাহা যাহা আছে, তৎসমুদায়েও কামহত পুরুষের মনস্তৃপ্তি পূর্ণ করিতে পারে না। (১১) ফলতঃ বিষয় সকলের উপভোগ দ্বারা কাম কদাপি উপশম প্রাপ্ত হয় না, ঘৃতদ্বারা অগ্নির ন্যায় বিষয়ভোগে বরং পুনরায় বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠে। (১২) কিন্তু যখন পুরুষ সকল প্রাণিতে অ-

মঙ্গল ভাব অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি বৈষম্য পরিত্যাগ করে এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হয় তখন তাহার সকল দিকই সুখদ হইয়া উঠে। (১৩) অতএব দুর্ম্মতি জনের যাহা দুস্ত্যজা এবং জীর্ণ ব্যক্তির নিকটেও যাহা জীর্ণা হয় না আর যাহা দুঃখরাশি বহন করে, সুখার্থী পুরুষ সেই তৃষ্ণা আশু পরিত্যাগ করিবেন। (১৪) আর স্ত্রী সহবাস সর্ব্ব প্রকারেই ত্যাগ করা আবশ্যক। ফলতঃ মাতা অথবা ভগিনী কিম্বা কন্যার সঙ্গেও নির্জ্জনে একাসনে থাকা বিধেয় নহে, যেহেতু ইন্দ্রিয়চয় অতিশয় বলবান্, বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করে। ভদ্রে! বিবেচনা করিয়া দেখ, বারম্বার বিষয় সেবায় আমার পূর্ণ সহস্র বৎসর গত হইল, তথাচ অনুদিন সেই সকলে তৃষ্ণাই জন্মিতেছে। অতএব আমি এখন তৃষ্ণাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরব্রহ্মে মনঃ সমাহিত করিব, পরে সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব রহিত ও নিরহঙ্কার হইয়া মৃগগণের সহিত ভ্রমণ করিব। (১৫) প্রিয়ে! যে ব্যক্তি দৃষ্ট শ্রুত সংসার ও আত্মনাশকে অসৎ জানিয়া তাহার অনুধ্যান বা উপভোগ বিসর্জ্জন করেন, তিনিই দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের অনুধ্যানাদিতে পণ্ডিত, তিনিই আত্মদর্শী।

হে রাজন্! যযাতি রাজা জায়াকে এই প্রকার কহিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পূরুর প্রতি তদীয় বয়স্ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাহা হইতে আপনার জরা (বার্দ্ধক্যাবস্থা) গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কোন বিষয়েই তাঁহার স্পৃহা থাকিল না। দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণ দিকে যদুকে, পশ্চিম দিকে তুর্ব্বসুকে এবং উত্তর দিকে অনুকে অধীশ্বর করিলেন। (১৬) পরে অখিল ভূমণ্ডলের আধিপত্যে ক্ষত্রিয়োত্তম প্রিয়তম পূরুকে অভিষিক্ত করিয়া অগ্রজ তনয়দিগকে তাহার বশে স্থাপন করত আপনি বনপ্রস্থান করিলেন। (১৭)

হে রাজন্! যযাতি রাজা বহুতর বৎসর পর্য্যন্ত শব্দাদি বিষয় সমূহে ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ প্রকারে উপরতস্পৃহ হইবামাত্র, পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইলে যেমন পক্ষিশাবক নীড় পরিত্যাগ করে তাহার ন্যায়, ক্ষণমধ্যে ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জ্জন করিলেন। (১৮) তিনি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রহিলেন, তাঁহার আত্মানুভব দ্বারা ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গ নিরস্ত হইল। অতএব প্রকৃষ্ট রূপে খ্যাত হইয়া নির্ম্মল পর ব্রহ্ম বাসুদেবে অচিরেই ভাগবতী গতি লাভ করিলেন। (১৯)

হে মহারাজ! দেবযানী উল্লিখিত গাথা শ্রবণ করিয়া তাহা আপনার প্রস্তোভ অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ প্রোৎসাহন জ্ঞান করিলেন। তথাচ স্ত্রীপুরুষের পরস্পর স্নেহহেতু পরিহাসের ন্যায় ঐ ইতিহাস কথিত হইয়াছিল। অতএব ঐ অবলা, পানীয়শালায় গমনকারিদের ন্যায় ঈশ্বরপরতন্ত্র সুহৃদ্গণের সহবাস মায়াবিরচিত বোধ করিলেন এবং স্বপ্নের সহিত উপমা দিয়া সকলই অলীক বিবেচনা করত সর্ব্বত্র সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানে মনঃ সমাবেশানন্তর কলেবর পরিহার করিলেন। (২০) রাজন্! দেবযানী কি রূপে ভগবানে আপনার মনঃ সমাবেশিত করেন বলি, শুন। 'ভগবন্! আপনি বিধাতা, বাসুদেব, সর্ব্বভূতের নিবাসভূমি, পরম শান্ত, অতি বৃহৎ, আপনাকে নমস্কার করি।' এই প্রকারে সদা মনন করিতেন। (২১)

ইতি নবম স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

পূরুর বংশবিবরণ এবং তদ্বংশীয় দুষ্মন্ততনয় ভরতের যশঃ।

শুকদেব কহিলেন হে ভারত! সংপ্রতি পূরুর বংশ বিবরণ বলি, শুন। ঐ বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অনেক রাজর্ষি তথা ব্রহ্মর্ষি পূরুবংশে উৎপন্ন হয়েন। পূরু হইতে জনমেজয়ের জন্ম হয়। তাহার পুত্র প্রচিন্বান্। তাহা হইতে প্রবীর জন্ম গ্রহণ করেন। প্রবীরের পুত্র মনস্যু। তাহা হইতে চারুপদের উদ্ভব হয়। (১) চারুপদের পুত্র সুদ্যু। তাহা হইতে বহুগব উৎপন্ন হয়েন। তাহার তনয় সংযাতি। সংযাতির পুত্র অহংযাতি, তাহার সন্তান রৌদ্রাশ্ব। (২) ঐ রৌদ্রাশ্ব ঘৃতাচী অপ্সরায় দশটী পুত্র উৎপন্ন করেন, তাহাদের নাম যথা—ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু এবং কনিষ্ঠ বনেয়ু। হে রাজন্! যেমন ইন্দ্রিয়গণ জগতের আত্মভূত মুখ্য প্রাণের বশবর্ত্তী তাহার ন্যায় ঐ দশ পুত্র রৌদ্রাশ্বের অতিশয় বশম্বদ ছিল। সে যাহা হউক। উল্লিখিত দশ রৌদ্রাশ্বতনয় মধ্যে ঋতেয়ুর রন্তিনাব নামা এক তনয়। তাঁহার তিন আত্মজ যথা—সুমতি, ধ্রুব এবং অপ্রতিরথ। তন্মধ্যে অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, তাঁহার তনয় মেধাতিথি, তাঁহা হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ উৎপন্ন হয়েন।

রাজন্! রন্তিনাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে সুমতি, তাহার পুত্র রেভি। তাহার তনয় দুষ্মন্ত। (৩) ঐ রাজা একদা মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় একটী রমণী অধ্যাসীনা হইয়া রমার ন্যায় স্বীয় শরীরের প্রভায় আশ্রমপদ মণ্ডিত করিতেছিলেন। দেবমায়ার সদৃশী সেই তরুণীকে দেখিবা মাত্র রাজা মুগ্ধ হয়েন। (৪) অনন্তর কতিপয় সেনায় পরিবৃত হইয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক সেই বরারোহার সহিত সম্ভাষণ আরম্ভ করেন। হে রাজন্! সেই সুন্দরীকে দর্শন করিবামাত্র দুষ্মন্তের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়াছিল, তাহাতে পর্য্যটন জন্য পরিশ্রম যেন নিবৃত্ত হইয়া ছিল। কামপীড়িত হইয়া হাসিতেং শ্লক্ষ্ণবচনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে কমলপত্রাক্ষি! তুমি কে? কাহার কন্যা? নির্জ্জন বনে কি করিতে বাসনা করিয়াছ? (৫) হে সুমধ্যমে! পূরুবংশীয়দিগের চিত্ত কদাপি অধর্ম্মে রত হয় না, আমার অন্তঃকরণ তোমাতে অনুরক্ত হইতেছে, অতএব আমার সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে তুমি ক্ষত্রিয়তনয়া। (৬)

শকুন্তলা উত্তর দেন রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের আত্মজা, মেনকার গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছি। স্বর্গে যাইবার সময় জননী আমাকে এই বনে পরিত্যাগ করিয়া যান। অতএব আমি ক্ষত্রিয়কন্যাই সত্য। ভগবান্ কণ্ব এ বিষয় অবগত আছেন। হে বীর! আপনকার কি করিব আজ্ঞা করুন, হে মহাশয়! আসন পরিগ্রহ করুন, আমাদের পূজা গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক। এখানে নীবার তণ্ডুল আছে, ভোজন করুন, যদি অভিরুচি হয় অবস্থিতি করিতে অনুমতি হউক। (৭)

দুষ্মন্ত কহেন সুন্দরি! তুমি কুশিক বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার এ রূপ আচরণ উপযুক্ত বটে, যেহেতু রাজকন্যারা সদৃশ বরকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকেন। (৮) শকুন্তলা এ কথায় হাঁ বলিয়া স্বীকার করিলে দেশ কালের বিধানজ্ঞ ঐ রাজা

গান্ধর্ব্ব বিধি দ্বারা অর্থাৎ পরস্পর সময় পূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। হে ভারত! রাজর্ষি দুষ্মন্ত অমোঘ বীর্য্য, সেই ভার্য্যায় বীর্য্যাধান করিয়া পরদিবস স্বীয় পুরে প্রস্থান করেন। অনন্তর যথাযোগ্য সময়ে শকুন্তলার এক কুমার উৎপন্ন হয়। মহর্ষি কণ্ব বনমধ্যেই তাহার যথাযোগ্য সংস্কারাদি ক্রিয়া সকল যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া দেন। হে রাজন্! ঐ বালক বাল্যাবস্থাতেই নিজ বলে সিংহ ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। (৯) অতএব দুরত্যয় বিক্রম দেখিয়া প্রমদোত্তমা শকুন্তলা ভগবান্ হরির অংশের অংশে উৎপন্ন সেই সন্তান লইয়া ভর্ত্তৃসন্নিধানে গমন করেন, কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত অনিন্দিত ঐ পুত্র কলত্র পরিগ্রহ করেন নাই। পরন্তু যখন তিনি শকুন্তলাকে নিরাকৃত করেন তখন শ্রবণকারি সর্ব্ব প্রাণির সমক্ষে আকাশ হইতে অশরীরিণী বাণী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিয়াছিল (১০) অহে দুষ্মন্ত! মাতা ভস্ত্রা অর্থাৎ চর্ম্মপাত্রবৎ আধারমাত্র, পিতারই পুত্র, যেহেতু আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, অতএব আপন পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পালন করহ, শকুন্তলার অবমাননা করিও না। (১১) হে নরদেব! যে ব্যক্তি রেতঃ সেক করে, পুত্র তাহাকেই যমক্ষয় হইতে নিস্তার করিয়া থাকে। তুমিই এই গর্ভ আধান করিয়াছিলে, শকুন্তলা সত্য কহিতেছে। (১২)

হে ভারত! আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র রাজা দুষ্মন্ত সেই পুত্র কলত্র স্বীকার করেন। কিয়ৎ কালানন্তর পিতা উপরত হইলে মহাযশস্বী সেই পুত্র ভরত সিংহাসনারূঢ় হইয়া চক্রবর্ত্তী হইলেন। মহারাজ ভরত ভগবান্ হরির অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার মহিমা মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র সদাই পরিগীত হয়। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং পদদ্বয়ে পদ্মকোষের চিহ্ন বিরাজমান ছিল। (১৩) তিনি মহাভিষেক দ্বারা রাজাধিরাজ হইয়া গঙ্গাতীরে ক্রমে পঞ্চপঞ্চাশৎ পবিত্র অশ্বকরণক যজ্ঞ করেন। (১৪) অপর সেই রাজা মমতাতনয় ভৃগুকে পুরোহিত করিয়া যমুনাতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অষ্টসপ্ততি পবিত্র অশ্ব যথাক্রমে বন্ধন করেন। তিনি সে সময় ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ধন দান করিয়াছিলেন। (১৫)

হে রাজন্! প্রকৃষ্ট গুণবৎ দেশে মহারাজ ভরতের অগ্নি প্রণীত ছিল। সেই অগ্নিপ্রণয়ন কালে সহস্র২ ব্রাহ্মণ তৎকর্ত্তৃক ভূরিদানে প্রদত্ত গাভী সকল এক২ বদ্ধ* করিয়া বিভাগ করিয়া লইতেন। (১৬) অপর মহারাজ ভরত একেবারে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়া নৃপগণকে বিস্ময়ান্বিত করত দেবতাদিগের বিভব অতিক্রমণ করেন। তাঁহার এপ্রকার কর্ম্ম আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু ভগবান্ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১৭) আর তিনি কর্ম্মবিশেষে শ্বেতদন্ত কৃষ্ণবর্ণ চতুর্দ্দশ নিযুত শ্রেষ্ঠ হস্তি হিরণ্যপরিবৃত করিয়া দান করিতেন। ফলতঃ মহাত্মা ভরত যে সকল কর্ম্ম করেন যেমন বাহুদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না তাহার ন্যায় পূর্ব্বতন নৃপগণ সে সকল প্রাপ্ত হয়েন নাই, পরে যে সকল রাজা হইবেন তাঁহারাও প্রাপ্ত হইবেন না। তিনি দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কিরাত হূণ যবন পৌণ্ড্র কঙ্ক খশ শক এবং অন্যান্য অব্রহ্মণ্য নৃপতি তথা সমস্ত ম্লেচ্ছজাতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। (১৮) পূর্ব্বে যে সকল দানব দেবগণকে জয় করিয়া রসাতলাদি স্থানে বাস করিয়াছিল সেই সমস্ত বলী ব্যক্তি দেবস্ত্রীদিগকে রসাতলে লইয়া যায়, মহাত্মা ভরত সেই সকল দেবাঙ্গনাকে পুনরায় আনয়ন করেন। (১৯) হে রাজন্! মহারাজ ভরতের রাজত্ব সময়ে স্বর্গ ও পৃথিবী প্রজা-

---

* চোদ্দ লক্ষের সপ্তাধিক শত ভাগে এক বদ্ধ হয়।

জনের সর্ব্বদা সকল অভিলাষ দোহন করিত। ঐ রাজা সপ্তবিংশতি সহস্র সম্বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া সকল দিকেই সেনা প্রবর্ত্ত করাইয়াছিলেন। (২০)

কিয়ৎ কাল রাজ্যভোগের পর মহারাজ ভরত লোকপালাখ্য ঐশ্বর্য্য এবং অধিরাজের সম্পত্তি তথা অস্খলিত সৈন্য ও আত্মপ্রাণ, সকলই অলীক, এই রূপ বিচার করিয়া বিষয় হইতে উপরত হয়েন। (২১) তাঁহার বিদর্ভদেশীয় সুসম্মত তিনটী পত্নী ছিল। তাঁহারা ভর্ত্তা একবার 'এ পুত্র অনুরূপ নহে' এ প্রকার কহাতে পুনঃ পুনঃ পুত্র দেখিয়া সদৃশানুসন্ধান করত পাছে ব্যভিচার আশঙ্কা করিয়া রাজা আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে স্ব২ সন্তান বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন। (২২) এই রূপে বংশ ব্যর্থ হওয়াতে মহারাজ ভরত পুত্রার্থ বায়ু ও সোমযাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মরুদ্গণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার হস্তে ভরদ্বাজ নামক পুত্র সমর্পণ করেন। (২৩)

রাজন্! ভরদ্বাজের জন্মবিবরণ এবং সমর্পণ প্রকার বলি, অবধান কর। উতথ্য-বনিতা মমতার সসত্ত্বাবস্থায় এক দিন বৃহস্পতি গোপনে ঐ ভ্রাতৃভার্য্যায় মৈথুনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে গর্ব্ভমধ্যে এক সন্তান ছিল, সে সময় তন্মধ্যে দ্বিতীয় গর্ব্ভের স্থান হইবেক কেন? ইহাতে গর্ব্ভস্থ বালক আক্রোশ পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে বীর্য্য-সেক করিতে বারণ করিলেন। বৃহস্পতি কামান্ধ হইয়াছিলেন, গর্ব্ভস্থ বালকের বারণে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্ধ হও বলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন এবং বলে বীর্য্যসেক করিয়া গেলেন। (২৪) বৃহস্পতির শাপে উতথ্যতনয় দীর্ঘতমা হইয়াছিলেন। পরন্তু তিনি পার্ষ্ণিপ্রহার দ্বারা বৃহস্পতির বীর্য্য যোনির বাহিরে নিঃসারিত করিয়া দেন, তাহাতে ভূমিপতিত সেই শুক্রে তৎক্ষণাৎ এক কুমার উৎপন্ন হইয়াছিল।

স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী জানিয়া পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে ভীতা হইয়া উতথ্য-বনিতা মমতা যখন সেই কুমারটী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তৎকালে দেবগণ বৃহস্পতি ও মমতার বিবাদরূপ ঐ কুমারের নাম নির্ব্বচনার্থ সেই বাক্য উল্লেখ করেন। (২৫) যথা-পুত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিয়া বৃহস্পতি মমতাকে কহিয়াছিলেন অয়ি মূঢ়ে! এ বালক একের ক্ষেত্রে অন্যের বীর্য্যে এই রূপে দুই জন হইতে জন্মিল, অতএব এ তোমার স্বামিরও পুত্র, ভর্ত্তা হইতে ভয় শঙ্কা নাই, ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা উত্তর করেন তুমিও ইহার পোষণ কর, আমাদের দুই জন হইতে অন্যায়ে এ বালক উৎপন্ন হইল, আমি একাকিনী কেন পোষণ করিব? পিতা মাতা অর্থাৎ বৃহস্পতি ও মমতা এই প্রকার কহিয়া বিবাদ করিতে করিতে এ বালককে পরিত্যাগ করিয়া যান এই কারণে ইহার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে। (২৬) হে রাজন্! দেবতারা এই প্রকার কহিতে থাকিলেও ব্যভিচারোৎপন্ন সেই বালককে ব্যর্থ বোধ করিয়া উতথ্যভার্য্যা পরিত্যাগ করেন। মরুদ্গণ তাহাকে লইয়া প্রতিপালন করিয়া-ছিলেন। যখন ভরতবংশ বিতথ হইবার উপক্রম হইল সেই সময় তাঁহারা ঐ রাজাকে ঐ পুত্রটী সমর্পণ করিলেন। (২৭) ইতি নবম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

ভরতের বংশ বিবরণ এবং প্রসঙ্গতঃ রন্তিদেব ও অজমীঢ়াদির কীর্ত্তি বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্, বংশ বিতথ হইলে ভরতের প্রতি মরুদ্গণ কর্ত্তৃক ভরদ্বাজ প্রদত্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে ভরদ্বাজের নাম বিতথ হইয়াছিল। বিতথের

পুত্র মন্যু, তাহা হইতে বৃহৎক্ষেত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ এই পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নরের তনয় সংকৃতি। তাহার পুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। (১) রাজন্! রন্তিদেবের মহিমা ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদা গীত হইয়া থাকে। তাঁহার বিত্ত নিরন্তর ব্যয়ে নিযুক্ত ছিল; তিনি স্বয়ং বুভুক্ষিত থাকিয়াও যেমন লব্ধ হইত তৎক্ষণাৎ দান করিতেন। (২) ঐ ধীর নরপতি সমুদায় দান করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া সপরিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন হইতেন। জলমাত্রও পান না করিয়া তাঁহার আটচল্লিশ দিবস অতীত হইত। (৩) পরিবার সকল আহার বিরহে কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, আপনি ক্ষুধা ও পিপাসায় কম্পান্বিত হইতেছেন, এমন সময় ঘৃত পায়স সংযাব এবং জল উপস্থিত হওয়াতে প্রাতঃকালে ভোজন করিতে যান, সে সময়েও যদি কোন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিতেন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বত্র হরিকে নিরীক্ষণ করত আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিতেন। সেই ব্রাহ্মণ ভোজনানন্তর চলিয়া যাইতেন। (৪) তদনন্তর সেই বিভাগাবশিষ্ট অন্নাদি স্বীয় পরিবারদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতে যাইবেন, তদবসরে যদি অন্য এক জন শূদ্র অতিথি বলিয়া আসিত, রন্তিদেব ভগবান্ হরিকে স্মরণ করিয়া সেই বিভক্ত অবশিষ্ট দ্রব্য তাহাকেও ভাগ করিয়া দিতেন। (৫) একদা ঐ রূপে এক জন শূদ্র অতিথি আসিয়া বিদায় হইয়া গেলে বহুতর কুক্কুরে পরিবৃত অপর এক ব্যক্তি অতিথি বলিয়া আসিল এবং কহিল রাজন্! আমি এই কুক্কুরযূথ সহিত অতিশয় বুভুক্ষিত রহিয়াছি, এই যূথ সহিত আমাকে আহার প্রদান করুন। রাজা ঐ ব্যক্তিরও বহু সম্মান করিলেন এবং সমাদর পূর্ব্বক সেই অবশিষ্ট অন্ন সেই সকল কুক্কুর ও সেই কুক্কুরপতিকে প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন। (৬) তাহার পর সকল দিয়া এক জনের তৃপ্তি হয় এমত একটুকু জলমাত্র উর্ব্বরিত হওয়াতে তাহাই পান করিবার উদ্যোগ করেন ইত্যবসরে এক জন পুক্কশ (চণ্ডালবিশেষ) আসিল এবং সকরুণ বচনে কহিল মহারাজ! আমি অতি শ্রান্ত হইয়াছি, এই অশুভ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ জল দিতে আজ্ঞা হউক। সেই ব্যক্তির ঐ রূপ করুণ বচন এবং বিপুল শ্রমের বিবরণ শ্রবণ করিয়া রন্তিদেব নরপতির অতিশয় দয়া হইল, দুঃখিত হইয়া এই অমৃতময় বাক্য প্রয়োগ করত বলিলেন (৭) আমি পরমেশ্বর সন্নিধানে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত গতি অথবা মুক্তিও কামনা করি না, আমার প্রার্থনা এই আমি যেন ভোক্তৃস্বরূপে অন্তঃস্থিত হইয়া সমস্ত দেহির দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে আমাহইতে সকল দেহির দুঃখ দূরীভূত হয়। (৮) এই দীন জন জীবনধারণার্থ বাসনা করিতেছে, ইহার জীবনার্থ জলার্পণ করিলেই আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, গাত্রঘূর্ণি, কাতর্য্য, ক্লান্তি, খেদ, বিষাদ, মোহ, সমুদায় নিবৃত্ত হইবেক। এই প্রকার কহিয়া স্বভাবতঃ দয়ালু মহারাজ রন্তিদেব স্বয়ং পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়াও সেই পুক্কশকে আপনার পানীয় প্রদান করিয়াছিলেন। (৯)

হে রাজন্! ত্রিভুবনাধীশ যে সকল ব্রহ্মাদি দেব ফলাকাঙ্ক্ষি পুরুষদিগকে ফল দান করিয়া থাকেন তাঁহারা মহারাজ রন্তিদেবের ধৈর্য্য পরীক্ষার্থ বিষ্ণুনির্ম্মিত মায়া হইয়া স্ব২ আত্ম দর্শন করান্। (১০) কিন্তু মহারাজ রন্তিদেব সেই সকলের প্রতি নমস্কার পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ ও নিঃস্পৃহ হইয়া কেবল ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল ব্যক্তির নিকট কিছুই চাহেন নাই। (১১)

রাজন্! রন্তিদেব নরপতি ঈশ্বরাতিরিক্ত ফলান্তরানপেক্ষ হইয়া আপনার

চিত্তকে ঈশ্বরাবলম্বি করাতে তাঁহার নিকট গুণময়ী মায়া স্বপ্নবৎ হইয়া আত্মাতেই বিলীন হইয়াছিল। তাঁহার অনুগামী জনগণ তদীয় সংসর্গ প্রভাবে সকলেই নারায়ণ-পর যোগী হইয়াছেন। (১২)

হে কুরুবর্য্য! মন্যুনন্দন নরের বংশ কথিত হইল, অতঃপর গর্গবংশ শ্রবণ কর। গর্গ হইতে শিনি উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার পুত্র গার্গ্য। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক। (১৩) অনন্তর মহাবীর্য্যের বংশ বিবরণ শুন। মহাবীর্য্য হইতে দুরিতক্ষয়ের উদ্ভব হয়। তাহার তিন পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি এবং পুষ্করারুণি। তাঁহারা তিন জনে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১৪)

অতঃপর পঞ্চ মন্যুপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের বংশ শুন। বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী, যিনি হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ করেন। ঐ হস্তির তিন পুত্র—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরু-মীঢ়। (১৫) তন্মধ্যে অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। আর ঐ অজমীঢ় হইতে বৃহদিষু নামে অন্য এক পুত্রও জন্মে, তাহার পুত্র বৃহদ্ধনু। বৃহ-দ্ধনুর সন্তান বৃহৎকায়, তাহার তনয় জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বিষদ, তাহার সন্তান শ্যেনজিৎ। শ্যেনজিতের পুত্র রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস। তন্মধ্যে রুচিরাশ্বের সন্তান পার, তাহার পুত্র পৃথুসেন। (১৬)

হেরাজন্! পারের তনয় নীপ। তাঁহার শত পুত্র হয়, আর তিনিই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ব্ভে ব্রহ্মদত্তকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। (১৭) সেই ব্রহ্মদত্ত যোগী, নিজ ভার্য্যা সরস্বতীর গর্ব্ভে বিশ্বক্সেন নামে এক সন্তান উৎপাদন করেন। যিনি জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (১৮) ঐ বিশ্বক্সেন হইতে উদক্-সেনের জন্ম হয়। তাহা হইতে ভল্লাট উৎপন্ন হইয়াছিলেন। হে কুরুপ্রবীর পরী-ক্ষিত! এই সকল রাজা বৃহদিষুর বংশোদ্ভব। (১৯)

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তাহার তনয় কৃতিমান্, তৎসুত সত্যধৃতি নামা। সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমি, তাহার সন্তান সুপার্শ্ব। (২০) সুপার্শ্ব হইতে সুমতির জন্ম হয়, তাহার তনয় সন্নতিমান্। তাহার সন্তান কৃতী। যিনি হিরণ্য নাভের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্যসামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগ পূর্ব্বক অধ্যাপন করেন। সে যাহা হউক। ঐ কৃতী হইতে উগ্রায়ুধের উৎপত্তি হয়। তাহার পুত্র ক্ষেম্য, তৎসুত সুবীর। সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়। তাহার পুত্র বহুরথ। হে রাজন্! পুরুমীঢ় নিঃ-সন্তান ছিলেন। (২১)

অজমীঢ়ের * নলিনী নামে যে ভার্য্যা ছিল তাহাতে নীল নামা এক তনয় হয়। তাহার পুত্র শান্তি। শান্তির সন্তান সুশান্তি, তাহার পুত্র পুরুজ, তাহা হইতে অর্ক উৎপন্ন হয়েন। (২২) অর্কের পুত্র ভর্ম্ম্যাশ্ব, তাহার মুদ্গল প্রভৃতি বহুতর পুত্র হয়। অর্থাৎ মুদ্গল, যবীনর, বৃহদশ্ব, কাম্পিল্ল এবং সঞ্জয় এই পঞ্চ সন্তান জন্মে। ভর্ম্ম্যাশ্ব ঐ তনয়দিগকে অবলোকন করিয়া একদা কহিয়া ছিলেন আমার এই পাঁচটী পুত্র পঞ্চ বিষয় রক্ষণে সমর্থ, এই কারণে পরে তাহাদের পঞ্চাল সংজ্ঞা হয়। মুদ্গল হইতে মৌদ্গাল্য নামক ব্রহ্ম গোত্র নিবৃত্ত হয়। (২৩) ভর্ম্ম্যাশ্বপুত্র মুদ্গল হইতে শুভ নরমিথুন উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে দিবোদাস নর এবং অহল্যা নারী। সেই অহল্যায় গোতম হইতে শতানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। শতানন্দের সুত সত্যধৃতি, তিনি ধনুর্ব্বেদে

* অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং বৃহদিষু প্রভৃতি ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল তাঁহার সেই দুই বংশ বর্ণিত হইয়াছে, এ তাঁহার বংশান্তর।

সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তনয় সেই শরদ্বান্। উর্ব্বশী দর্শনে যাঁহার শুক্র শরস্তম্বে পতিত হইয়া শুভ নয়মিথুন হইয়াছিল। শান্তনু রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া দৈবাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পান এবং কৃপাপরবশ হইয়া লইয়া আইসেন। সেই নয়মিথুনমধ্যে বালকের নাম কৃপ, বালিকার নাম কৃপী। তিনি দ্রোণাচার্য্যের পত্নী হইয়াছিলেন। (২৪)

ইতি নবম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

দিবোদাসের বংশ এবং ঋক্ষ বংশীয় জরাসন্ধ যুধিষ্ঠির দুর্যোধনাদির বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু। তাহার তনয় চ্যবন, চ্যবনের সন্তান সুদাস. তৎসুত সহদেব, তাহার পুত্র সোমক। সোমকের শত সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে জন্তু জ্যেষ্ঠ (১) এবং পৃষত কনিষ্ঠ। ঐ পৃষত হইতে সর্ব্ব সম্পদ যুক্ত দ্রুপদ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই দ্রুপদ হইতে দ্রৌপদীর জন্ম হয়। তাহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি। তন্মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। এই সকল ব্যক্তি পঞ্চাল বংশীয়। (২)

রাজন্! অতঃপর অজমীঢ়ের বংশান্তর বলি শ্রবণ কর। অজমীঢ়ের অন্য তনয় যে ঋক্ষ, তাহার পুত্র সংবরণ। ঐ সংবরণ হইতে সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ব্ভে কুরুক্ষেত্রপতি কুরুর জন্ম হয়। সেই কুরুর চারি পুত্র—পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু, নিষধ। তন্মধ্যে সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাহার পুত্র চ্যবন, তাহার পুত্র কৃতী। (৩)

কৃতির পুত্র উপরিচর বসু। তাঁহা হইতে বৃহদ্রথ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অন্য পুত্রদের নাম যথা—কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র এবং চেদিপ ইত্যাদি। তাঁহারা সকলেই চেদিপ অর্থাৎ চেদিদিগের রাজা ছিলেন। (৪) সে যাহা হউক। বৃহদ্রথ হইতে কুশাগ্রের জন্ম হয়। তাহার তনয় ঋষভ, তৎসুত সত্যহিত। সত্যহিতের সন্তান পুষ্পবান্, তাহার অপত্য জহু। (৫) হে রাজন্! বৃহদ্রথের অন্যভার্য্যায় দুই খণ্ড সন্তান জন্মিয়াছিল। তাহাদের জননী তাহাদিগকে তদ্রূপ দেখিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়, পরে জরা রাক্ষসী দেখিতে পাইয়া 'জীবিত হও জীবিত হও' এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে সেই দুই খণ্ড মিলাইয়া দিয়াছিল তাহাতেই সেই বালক সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া জরাসন্ধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। (৬) ঐ জরাসন্ধের পুত্র সহদেব। তাহার পুত্র সোমাপি, তাহা হইতে শ্রুতশ্রবার উদ্ভব হয়। (৭)

রাজন্! কুরুপুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান। জহ্নুর তনয় সুরথ। ঐ সুরথ হইতে বিদূরথের জন্ম হয়। তাহার পুত্র সার্ব্বভৌম। (৮) তাহার তনয় জয়সেন। জয়সেনের সন্তান রাধিক। তাহা হইতে অযুতায়ুর উৎপত্তি হয়। অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তাহার পুত্র দেবাতিথি। তৎসুত ঋক্ষ। ঋক্ষ হইতে দিলীপ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার আত্মজ প্রতীপ। (৯) ঐ প্রতীপের তিন পুত্র—দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য গমন করিয়াছিলেন, (১০) অতএব মধ্যম তনয় শান্তনু রাজা হয়েন। পূর্ব্ব জন্মে ইহার নাম মহাভিষক্ ছিল। ইনি কর দ্বারা যে কোন জীর্ণ পুরুষকে স্পর্শ করিতেন সেই ব্যক্তিই যৌবন প্রাপ্ত হইত এবং

উৎকৃষ্ট শান্তি লাভ করিত। এই কর্ম্ম দ্বারা ইহাঁর নাম শান্তনু হয়। (১১) কিন্তু শান্তনু রাজা হইলে দ্বাদশ বৎসর দেবতা বারি বর্ষণ করিলেন না, অতএব রাজা উদ্বিগ্ন চিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ বিষয়ে এই মাত্র কহিলেন মহারাজ! অগ্রজ সত্ত্বে যে ব্যক্তি রাজ্যভোগ করে, সে আপনকার সদৃশ পুরুষ হইলেও পরিবেত্তাই হয়। (১২) আপনি পরিবেদন দোষে দোষী হইয়াছেন, ঐ দোষ পরিহারার্থ আশু অগ্রজকে আনাইয়া রাজ্য দান করুন, তাহা হইলে দেবতা বর্ষণ করিবেন ও পুর এবং রাষ্ট্র বৃদ্ধিশীল হইবেক। বিপ্রদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তনু তৎক্ষণাৎ বনপ্রস্থান করিলেন এবং 'রাজার প্রজাপালনাদি পরম ধর্ম্ম, আপনি রাজ্য স্বীকার করুন' বলিয়া রাজ্য গ্রহণার্থ অগ্রজকে বিনয় করিতে লাগিলেন। পরন্তু ইতিপূর্ব্বে শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার দেবাপিকে পাষণ্ড করিয়া রাজ্যানর্হ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট কতকগুলি ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, বিপ্রগণ পাষণ্ড-মতানুযায়ি কথা দ্বারা বেদ বর্ত্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করাতে দেবাপি শান্তনুর প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া বরং বেদশাস্ত্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অতএব বেদনিন্দা দ্বারা পাতিত্য জন্মিবাতে দেবাপি রাজ্যানর্হ হইলেন, সুতরাং তদনন্তর শান্তনুর রাজ্য-ভোগে আর কোন দোষ রহিল না। পরে যথা কালে বর্ষণ হইতে থাকিল। তদবধি দেবাপি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। কলি যুগে সোমবংশ বিনষ্ট হইলে সত্যের প্রথমে তিনি ঐ বংশ স্থাপন করিবেন। (১৩)

সে যাহা হউক। শান্তনুপুত্র বাহ্লীক হইতে সোমদত্তের উদ্ভব হয়। তাহার তিন তনয়- ভূরি, ভূরিশ্রবা, এবং শাল। হে রাজন্! ঐ শান্তনু হইতে গঙ্গায় আত্মজ্ঞ সেই ভীষ্ম জন্মিয়াছিলেন (১৪) যিনি সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ জনের শ্রেষ্ঠ, মহাভাগবত, বিদ্বান্, এবং বীর সমূহের অগ্রণী ছিলেন, আর সংগ্রামে পরশুরামেরও সন্তোষ উৎপাদন করিতেন। (১৫)

হে রাজন্! ঐ শান্তনু হইতে দাস কন্যায় * চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদনামক জনৈক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হয়। (১৬) শান্তনু রাজা পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে ঐ দাসকন্যায় (সত্যবতীতে) মহর্ষি পরাশর হইতে সাক্ষাৎ ভগবান্ হরির অংশ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মুনি অবতীর্ণ হয়েন, যাঁহা হইতে বেদ সকল পূর্ব্বে গুপ্ত হয় এবং যাঁহার নিকট আমি ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। সেই ভগবান্ বাদরায়ণের পৈলাদি অনেক শিষ্য ছিল, কিন্তু তিনি সেই সকল শিষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি তাঁহার সুশান্ত তনয় বলিয়া আমারই নিকট পরম গুহ্য ভাগবত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। (১৭)

সে যাহাহউক। উল্লিখিত বিচিত্রবীর্য্য কাশিরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণি গ্রহণ করেন। মহাবল ভীষ্ম স্বয়ম্বর হইতে বলদ্বারা তাহাদিগকে আনিয়া দেন। ঐ দুই বনিতায় বিচিত্রবীর্য্য অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে অল্পকালমধ্যে যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হয়েন। (১৮) তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই, তাঁহার সহোদর ভগবান্ বেদব্যাস মাতৃ নিয়োগে তদীয় ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু এবং বিদুর এই তিনটি পুত্র উৎপন্ন করিয়া দেন। (১৯) তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র জন্মে, তাহাদের মধ্যে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ। অপর দুঃশলা নামে এককন্যা

* উপরিচর বসুর বীর্য্যে মৎস্যগর্ভ হইতে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল, দাসেরা (কৈবর্ত্তেরা) তাহাকে প্রতি পালন করে, সেই কারণে দাসকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধা হয়, বস্তুতঃ তাহার নাম সত্যবতী।

হয়। (২০) রাজন্! পাণ্ডু রাজা অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া মৈথুনরত একটী মৃগ বধ করাতে মৃগশাপে মৈথুন ব্যাপারে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার বনিতা কুন্তীর গর্ব্ভে ধর্ম্ম, ইন্দ্র, এবং বায়ু হইতে যুধিষ্ঠিরাদি তিন তনয় উৎপন্ন হয়। (২১) আর তাঁহার মাদ্রী নামে যে ভার্য্যা ছিল তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। ঐ পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদী। তাঁহার গর্ব্ভে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব হইতে পাঁচটী সন্তান হইয়াছিল, তাঁহারা তোমার পিতৃগণ। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে শ্রুতসেন, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক (২২) এবং সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা উৎপন্ন হন। হে রাজন্! ঐ পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যান্য ভার্য্যায় তদ্ভিন্ন অন্যান্য পুত্রও জন্মিয়াছিল। (২৩) যুধিষ্ঠিরের পৌরবী নামে অন্য যে ভার্য্যা ছিল তাহাতে দেবক নামে এক পুত্র হয়। ভীমসেনের হিড়িম্বা নাম্নী বনিতায় ঘটোৎকচ জন্মে। তাঁহার কালী নামে অপরা এক ভার্য্যা ছিল তাহাতে সর্ব্বগত নামা এক সন্তান উৎপন্ন হয়। (২৪) সহদেবের বিজয়া নামে অন্য যে ভার্য্যা ছিলেন তিনি সুহোত্র নামক এক সন্তান প্রসব করেন। আর নকুলের করেণুমতী নামে বনিতায় নিরমিত্র নামক অন্য পুত্র হয়।

হে রাজন্! অর্জ্জুন নাগরাজের কন্যা উলুপীর গর্ব্ভে ইবারান নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন। আর মণিপূরপতিকে যে কন্যা পুত্রিকাধর্ম্মে প্রদত্তা হয় তাহাতে ঐ অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে এক সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু সেই পুত্র তাঁহার পুত্র হয় নাই, তাহার জননী পুত্রিকা হওয়াতে সে মাতামহের পুত্র হইয়াছিল। সে যাহা হউক. ঐ অর্জুনের সুভদ্রা নামে আরো এক ভার্য্যা ছিল তাহাতে তোমার পিতা অভিমন্যু উৎপন্ন হয়েন, তিনি সমস্ত অতিরথ বীরের জয়কারী, এবং মহাবীর ছিলেন। তাঁহার ঔরসে উত্তরার গর্ব্ভে তোমার জন্ম হয়। রাজন্! অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র তেজে কুরুবংশ পরিক্ষীণ হইতে ছিল তুমিও তাহাতে বিনষ্ট হইতে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে কৃতান্তের কর হইতে জীবন সহিত মোচিত হইয়াছ। হে তাত! তোমার এক্ষণে জনমেজয় প্রভৃতি এই সকল তনয়। অর্থাৎ জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন এই চারি পুত্র। ইহাদের মধ্যে জনমেজয় তক্ষক হইতে তোমার মৃত্যু বিবরণ অবগত হইয়া রোষ বশতঃ সর্প সত্রের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যজ্ঞাগ্নিতে সর্প সকল হোম করিবেন। (২৫) অপর তোমার ঐ পুত্র সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং তুর নামক ঋষিকে পুরোহিত করিয়া অন্যান্য বহুতর যজ্ঞও করিবেন। (২৬)

রাজন্! এই জনমেজয়ের শতানীক নামে এক পুত্র হইবেক। তিনি যাজ্ঞবল্ক্য মুনির নিকট বেদ পাঠ করিয়া তাঁহা হইতে ক্রিয়াজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এবং কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। শতানীকের সন্তান সহস্রানীক, তাহা হইতে অশ্বধজ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার পুত্র অসীমকৃষ্ণ, তাঁহার সন্তান নেমিচক্র। তাঁহার রাজত্ব সময়ে হস্তিনাপুর নদীভগ্ন হইবেক তাহাতে তিনি কৌশাম্বী নগরে বাস করিবেন। সে যাহা হউক! ঐ নেমিচক্রের উপ্ত নামে সন্তান হইবেক, তাহার পুত্র চিত্ররথ, তাঁহা হইতে শুচিরথ জন্মিবেন। শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান্, তাঁহার পুত্র সুষেণ নামা মহীপতি হইবেন। (২৭)

সুষেণের সুনীথ নামা তনয় হইবেক। তাহার পুত্র নৃচক্ষু। তাহা হইতে সুখীনল জন্মগ্রহণ করিবেন। সুখীনলের পুত্র পরিপ্লব, তাঁহা হইতে সুনয় জন্মিবেন।

তাঁহার আত্মজ মেধাবী। মেধাবির পুত্র নৃপঞ্জয়। তাঁহা হইতে দূর্ব্ব জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার পুত্র তিমি হইবেন। (২৮)

তিমি হইতে বৃহদ্রথের উদ্ভব হইবেক। তাহার তনয় সুদাস। তাহা হইতে শতানীক জন্মিবেন। শতানীকের পুত্র দুর্ম্মনস, তাহার অপত্য মহীনর। মহীনরের তনয় দণ্ডপাণি, তাহার সন্তান নিমি। সেই নিমি হইতে ক্ষেমক উৎপন্ন হইবেন। হে রাজন্! দেবর্ষি সৎকৃত ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশ ঐ ক্ষেমককে রাজা পাইয়া কলিযুগে অবসান প্রাপ্ত হইবেক। (২৯)

তদনন্তর মগধ বংশীয় যে সকল নরপতি হইবেন তাহাদের বিবরণ বলি। বৃহদ্রথাপত্য জরাসন্ধের সহদেব নামে যে পুত্র হইবেক, তাহার পুত্র মার্জ্জারি। সেই মার্জ্জারি হইতে শ্রুতশ্রবা জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাহার পুত্র যুতায়ু, তাহার সন্তান নিরমিত্র, তৎসুত সুনক্ষত্র। সেই সুনক্ষত্র হইতে বৃহৎসেন উৎপন্ন হইবেন। তাহার তনয় কর্ম্মজিৎ, তৎসুত সুতঞ্জয়। তাহা হইতে বিপ্র নামা নরপতি হইবেন। তাহার পুত্র শুচি। সেই শুচির সন্তান ক্ষেম, তাহা হইতে সুব্রত জন্মিবেন। সুব্রতের পুত্র ধর্ম্মসূত্র। তাহার তনয় সম। ঐ সম হইতে দৃঢ়সেন উৎপন্ন হইবেন। তাহার সুত সুমতি। তাঁহা হইতে সুবল জন্মিবেন। সুবলের সুত সুনীথ, তাহার সন্তান সত্যজিৎ, তৎপুত্র বিশ্বজিৎ, তাহা হইতে রিপুঞ্জয় জন্মিবেন। (৩০) হে রাজন্! সহস্র সম্বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল ভূপাল হইবেন। তদনন্তর যে সমস্ত নরপতি হইবেন পরে (দ্বাদশস্কন্ধে) বলা যাইবেক।

ইতি নবম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনু দ্রুহ্যু তথা তুর্ব্বসুর বংশ এবং জ্যামোঘের উৎপত্তি পর্য্যন্ত যদুবংশ বিবরণ।

শুকদেব কহিলেন অনুর তিন তনয় সভানর, চক্ষু, এবং পরেক্ষু। (১) তন্মধ্যে সভানরের পুত্র কালনর। তাহার পুত্র সৃঞ্জয়। তাহা হইতে জনমেয় জন্মেন। জনমেজয়ের তনয় মহাশাল। তাহার সন্তান মহামনা। (২) মহামনার দুই পুত্র উশীনর এবং তিতিক্ষু। তন্মধ্যে উশীনরের চারি তনয়, যথা—শিবি, বর, কৃমি, এবং দক্ষ। ইহাদের মধ্যে শিবি হইতে বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র, কেকয়, এই চারি পুত্র হয়।

তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ। তাহার তনয় হোম, তৎসুত সুতপাঃ। সুতপা হইতে বলি উৎপন্ন হন। ঐ বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা হইতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি এবং শুম্ভ, পুণ্ড, ওড্র নামে বহু নরপতি উৎপন্ন হয়েন। তাঁহারা স্ব২ নামে ঐ ছয় জনপদ এবং প্রাচ্যদেশ সকল স্ব২ বিষয় করিয়াছিলেন। পরন্তু বলির অঙ্গ হইতে খলপান নামে যে পুত্র জন্মিয়াছিল তাহার তনয় দিবিরথ, তৎসন্তান ধর্ম্মরথ, তাহা হইতে চিত্ররথ উৎপন্ন হয়েন। তিনি নিঃসন্তান, রোমপাদ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সখা দশরথ রাজা তাঁহাকে পুত্রার্থ শান্তা নাম্নী নিজ কন্যা দান করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হে রাজন্! রোমপাদ রাজার রাজ্যে কোন কারণে কিয়ৎ কাল দেবতা বারি বর্ষণ করেন নাই তাহাতে রাজার অনুমতি ক্রমে বারাঙ্গনাগণ তপোবনে গিয়া গীত বাদ্য নাট্য এবং বিভ্রম বিলাস তথা আলিঙ্গন অর্হণ

যোগে ঋষিকে আনয়ন করে। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন মাত্রে বারিবর্ষণ হয়। অনন্তর ঐ মুনি রাজাকে অনপত্য দেখিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক তনয় প্রদান করেন।

সে যাহা হউক! রোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার সন্তান পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষ হইতে বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা এবং বৃহদ্ভানু এই তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতে বৃহন্মনা জন্মেন। তাঁহার তনয় জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বিজয়। তাহার সম্ভূতি নাম্নী ভার্য্যায় ধৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত। তাহার পুত্র সৎকর্ম্মা। তাহা হইতে অধিরথির উদ্ভব হয়। ঐ ব্যক্তিই গঙ্গাতটে ক্রীড়া করিতে২ কুন্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মঞ্জুষার মধ্যে কানীন শিশু প্রাপ্ত হইয়া আপনি অনপত্য এ প্রযুক্ত তাহাকে নিজ তনয় করিয়াছিলেন। হে রাজন্! ঐ তনয়ের নাম কর্ণ, তাহার তনয় বৃষসেন।

যযাতিসুত দ্রুহ্যুর তনয় বভ্রু। তাহার আত্মজ সেতু। সেতুর সন্তান আরব্ধ। তাহার সুত গান্ধার, তৎসুত ধর্ম্ম, তাহা হইতে ধৃত উৎপন্ন হয়েন। ধৃতের সুত দুর্ম্মদ, তাহা হইতে প্রচেতার উদ্ভব হয়। ঐ প্রচেতার শত সন্তান, তাহারা উত্তর দিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছে।

তুর্ব্বসুর সন্তান বহ্নি, তাহার সুত বর্গ, তাহা হইতে ভানুমানের জন্ম হয়। ভানুমানের সুত ত্রিভানু, তাহার তনয় উদারমতি করন্ধম। (৩) করন্ধমের সুত মরুত্ত। তিনি অপুত্রতা প্রযুক্ত কুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে তনয় করেন, সেই দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষী হইয়া পুনরায় আপনার পৌরব বংশ লাভ করিয়াছিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! অতঃপর যযাতির জ্যেষ্ঠতনয় যদুর বংশ বর্ণনা করি অবধান কর, ঐ বংশ অতিশয় পবিত্র, মানব মণ্ডলীর অশেষ কলুষ নাশক, ফলতঃ যদুবংশ শ্রবণ করিলে মানব মাত্রে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়, ঐ বংশে ভগবান্ পরমাত্মা নরাকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (৪)

যদুর চারি তনয় হয় সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল, এবং রিপু, তন্মধ্যে সহস্রজিতের সন্তান শতজিত। তাঁহার তিন তনয়-মহাহয়, রেণুহয় এবং হৈহয় তাঁহাদের মধ্যে হৈহয়ের সুত ধর্ম্ম, তাহার পুত্র নেত্র, তৎসুত কুন্তি। (৫) কুন্তি হইতে সোহাঞ্জি উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার পুত্র মহিষ্মান্, তত্তনয় ভদ্রসেন। ভদ্রসেনের দুই সন্তান দুর্ম্মদ ও ধনক। তন্মধ্যে ধনকের সন্তান কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা, এবং কৃতৌজা এই চারি। তাহাদের মধ্যে কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন, তিনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং ভগবদংশ দত্তাত্রেয় সকাশাৎ যোগগুণ প্রাপ্ত হন। বোধ হয় অন্য কোন নরপতি যজ্ঞ দান তপস্যা যোগ বেদাধ্যয়ন এবং শৌর্য্য বীর্য্য দয়াদি দ্বারা ঐ মহাত্মার গতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। (৬) ঐ রাজা অব্যাহত পরাক্রম হইয়া পাঁচাশী সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষয় ছয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করেন। তাঁহার আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি ছিল, তাহাতে কদাপি বিত্ত নাশ হইত না।

ঐ অর্জ্জুনের সহস্র তনয় হয়, তন্মধ্যে পাঁচ জন সংগ্রামে উর্ব্বরিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষণ এবং মধু। (৭) তন্মধ্যে জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ তাহার শত সন্তান হয়। তালজঙ্ঘাখ্য ঐ সকল ক্ষত্রিয়ই সগর কর্ত্তৃক উপসংহৃত হইয়াছিল। (৮) সে যাহা হউক! তাল জঙ্ঘের শত সন্তান মধ্যে বীতি হোত্র জ্যেষ্ঠ।

হে রাজন্! মহাত্মা বৃষ্ণি যে মধুর তনয় (৯) সেই মধুর শত সন্তান হইয়াছিল। যদিও বৃষ্ণি ও যদুর কারণে মধুর কুল মাধব, বৃষ্ণি এবং যাদব এই তিন নাম

প্রাপ্ত হইয়াছিল তথাপি বৃষ্ণিই ঐ কুলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সে যাহা হউক ! যদুর পুত্র ক্রোষ্টু, তাহার পুত্র বৃজিনবান। (১০) বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত। তাহার তনয় বিশদ্গু, তৎসুত চিত্ররথ, তাহা হইতে মহাযোগী মহাভাগ শশবিন্দুর উদ্ভব হয়। তিনি তত্তৎ জাতির শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মহারত্নের স্বামী এবং অপরাজিত রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। (১১) তাঁহার দশ সহস্র পত্নী। প্রত্যেক স্ত্রীতে এক২ লক্ষ সন্তান হওয়াতে তাঁহা হইতে দশ সহস্র লক্ষ সন্তান উৎপন্ন হয়। (১২) সমস্ত সুত মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্ত্তি, পুণ্যযশা ইত্যাদি ছয় জন প্রধান ছিল। তাহাদের মধ্যে পৃথুশ্রবার সুত ধর্ম্ম, তাহার তনয় উশনা, তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। (১৩) উশনার আত্মজ রুচক। তাঁহার পঞ্চ তনয়, যথা-পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামোঘ। (১৪) ইহাদের মধ্যে জ্যামোঘের ভার্য্যা শৈব্যা। জ্যামোঘ নিঃসন্তান ছিলেন। ভার্য্যার ভয়ে অন্য দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি একদা ইন্দ্রভবন হইতে ভোজ্যা নামী একটী কন্যা হরণ করিয়া আনিতেছিলেন, সেই কন্যাকে রথস্থা দেখিয়া শৈব্যার ক্রোধ জন্মিল, রোষে অমর্ষিতা হইয়া পতিকে জিজ্ঞাসিলেন এ কে ? কাহাকে রথে আরোপণ করিয়া আনিতেছ ? (১৫) জ্যামোঘ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উত্তর দিলেন ইনি তোমার স্নুষা শৈব্যা বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিল আমি বন্ধ্যা, আমার সপত্নীও নাই, আমার স্নুষা এ কথা কি প্রকারে যুক্ত হইল ? (১৬) জ্যামোঘ কহিলেন হে রাজ্ঞি ! তুমি যে তনয় উৎপন্ন করিবা ইনি তাহার পত্নী হইবেন। হে রাজন্ ! বিশ্বেদেব এবং পিতৃগণ জ্যামোঘের ঐ বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (১৭) সে যাহা হউক ! তদনন্তর শৈব্যার গর্ব্ভাধান হয় এবং যথাযোগ্য কালে তিনি একটী সৎ কুমার প্রসব করেন। সেই কুমার বিদর্ভ এই আখ্যায় বিখ্যাত হইয়া পরে ঐ সাধ্বী স্নুষার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৮)

ইতি নবম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

রামকৃষ্ণের উদ্ভব পর্য্যন্ত বিদর্ভ পুত্রত্রয়োৎপন্ন বিবিধ বংশ।

শুকদেব কহিলেন বিদর্ভ সেই স্নুষার গর্ব্ভে কুশ ও ক্রথ নামে দুই সন্তান উৎপন্ন করেন। তাঁহার তৃতীয় তনয় রোমপাদ। ঐ রোমপাদের সুত বভ্রু। বভ্রু হইতে কৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। (১) কৃতির তনয় উশিক। তাঁহা হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নরপতির উৎপত্তি হয়। হে রাজন্ ! বিদর্ভাত্মজ ক্রথের তনয় কুন্তি। তাহার আত্মজ বৃষ্টি। তৎসুত নির্বৃতি। তাহা হইতে দশার্হ নামা তনয় হয়। দশার্হের আত্মজ ব্যোম। তাহার সুত জীমূত। তৎসুত ভীমরথ। (২) ভীমরথ হইতে নবরথ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার সুত দশরথ। দশরথের তনয় শকুনি। তাহার সুত করম্ভি। তদাত্মজ দেবরাত। (৩)

দেবরাতের তনয় দেবক্ষত্র। তাহার পুত্র মধু। তাহা হইতে কুরুবশ উৎপন্ন হয়। কুরুবশের সুত অনু, তাহার তনয় পুরুহোত্র, তৎসুত আয়ু, তাহা হইতে সাত্বতের উদ্ভব হয়। (৪) হে আর্য্য ! সাত্বতের সপ্ত সন্তান যথা--ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক এবং মহাভোজ। তন্মধ্যে ভজমানের দুই পত্নী। এক স্ত্রীতে নিম্লোচি, কিঙ্কণ, এবং বৃষ্ণি এই তিন সন্তান, অন্য বনিতাতেও শতজিত, সহস্রাজিৎ, এবং অযুতাজিৎ এইতিন সন্তান হয়।

রাজন্! দেবাবৃধের সন্তান বভ্রু। তাঁহাদের পিতা পুত্রের প্রসঙ্গে কবিগণ এক শ্লোক গান করিয়া ছিলেন, তাহার অর্থ এই, আমরা দূর হইতে যদ্রূপ শুনিতে পাই নিকটে তদ্রূপ দর্শনও করিয়া থাকি, মহাত্মা বভ্রু মানবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর দেবাবৃধ রাজা দেবতার সমান। (৫) ঐ বংশে পঞ্চষষ্টি এবং ষট্ সহস্র তথা অষ্ট সংখ্যক যে সকল পুরুষ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বভ্রু ও দেবাবৃধ হইতে অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

সাত্বতাপত্য মহাভোজ অতিশয় ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার বংশে ভোজগণের উদ্ভব হয়। হে পরন্তপ! সাত্বতপুত্র বৃষ্ণির দুই তনয়-সুমিত্র এবং যুধাজিৎ। (৬) তন্মধ্যে যুধাজিতের সন্তান শিনি এবং অনমিত্র। তাহাদের মধ্যে অনমিত্রের তনয় নিম্ন। তাহার দুই সন্তান সত্রাজিৎ এবং প্রসেন। রাজন্! অনমিত্রের শিনি নামে অন্য এক তনয় ছিল, তাহার সন্তান সত্যক। (৭) সেই সত্যকের সুত যুযুধান, তাহার তনয় জয়। তাহার তনয় কুণি। ঐ কুণি হইতে যুগন্ধরের জন্ম হয়। হে কুরুবর্য্য! অনমিত্রের বৃষ্টি নামে অপর এক তনয় ছিল। তাহার সুত সফল্ক, তাহা হইতে গান্ধিনীর গর্ব্ভে (৮) অক্রূর ভিন্ন আর দ্বাদশটী বিখ্যাত সন্তান জন্মে, যথা আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রাপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদন এবং প্রতিবাহু, অপর ইহাদিগের সুচারানাম্নী এক ভগিনী হইয়াছিল। সে যাহাহউক। অক্রূরের দুই পুত্র হয়। (৯) দেববান্ ও উপদেব।

চিত্ররথের পুত্র পৃথু, তদ্ভিন্ন বিদূরথ প্রভৃতি বহুতর সন্তান হইয়াছিল। তাহারা সকলেই বৃষ্টি কুলনন্দন। (১০) অপর কুকুর, ভজমান, শুচি এবং কম্বলবর্হিষ এই চারি জন অন্ধকতনয়। তন্মধ্যে কুকুরের সুত বৃষ্টি, তাহার তনয় বিলোমা। তৎপুত্র কপোত রোমা। তাহার সন্তান অনু। তুম্বুরু ঐ অনুর সখা ছিলেন। (১১) সে যাহা হউক। ঐ অনুর সুত অন্ধক। তাহা হইতে দুন্দুভি উৎপন্ন হয়। তাহার সুত অবিদ্য। তৎসুত পুনর্ব্বসু। পুনর্ব্বসুর তনয় আহুক এবং কন্যা আহুকী। তন্মধ্যে আহুকের দুই তনয় দেবক ও উগ্রসেন। তাহাদের মধ্যে দেবকের চারি সন্তান দেববান্, উপদেব, সুদেব, এবং দেববর্দ্ধন। (১২) ঐ চারি তনয়ের ধৃতদেবাদি সাত ভগিনী ছিল, যথা, ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা এবং দেবকী। ঐ সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। (১৩)

হে রাজন্! উগ্রসেনের তনয় কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি, এবং তুষ্টিমান্। (১৪) আর কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ, রাষ্ট্রপালিকা, এই কএকটী কন্যা, ইহারা বসুদেবের অনুজ যে দেবভাগাদি, তাহাদিগের ভার্য্যা হইয়াছিল। (১৫)

হে রাজন্! পূর্ব্বে চিত্ররথাত্মজ যে বিদূরথের উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে শূর উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার সন্তান ভজমান। তাহা হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনির তনয় ভোজ, তাহার তনয় হৃদিক। তাহা হইতে দেবমীঢ, শতধনু এবং কৃতবর্ম্মা এই তিন জন উৎপন্ন হয়। (১৬) তন্মধ্যে দেবমীঢের তনয় শূর। তাঁহার মারিষা নামে এক পত্নী ছিল। মারিষার গর্ব্ভে শূর দশটী নিষ্পাপ তনয় উৎপন্ন করেন। তাহাদের নাম যথা বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবস, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক কঙ্ক, সমী, বৎসক, এবং বৃক। (১৭) হে রাজন্! বসুদেবের জন্ম কালীন স্বর্গে দেবতাদিগের দুন্দুভি এবং

ঢক্কা বাদ্য হইয়াছিল এই নিমিত্ত তাঁহাকে আনকদুন্দুভি বলিত। তিনি ভগবান হরির প্রাদুর্ভাব স্থান ছিলেন্।

সে যাহা হউক। শূরের ঐ সকল তনয় ভিন্ন পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, রাজাদেবী নামে পাঁচটী কন্যা হয়। ইহারা ঐ দশ তনয়ের ভগিনী। (১৮) শূর রাজা আপনার সখা কুন্তিরাজকে অনপত্য দেখিয়া পৃথাকে দান করিয়াছিলেন। ঐ পৃথা কদাচিৎ দুর্ব্বাসা মুনি গৃহে আসিয়া অভ্যাগত হইলে পরিচর্য্যাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ জন্মান এবং তাঁহার নিকট দেবাহ্বান বিদ্যা প্রাপ্ত হন। অনন্তর সেই বিদ্যার বীর্য্য পরীক্ষার্থ শুচি হইয়া সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন। (১৯) পরন্তু ঐ দেবকে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহার অতিশয় বিস্ময় হয়। সবিনয় বচনে নিবেদন করেন হে দেব! আমি কেবল পরীক্ষার্থ বিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনাতে কোন কার্য্য নাই ক্ষমা করুন্! ইহাতে সূর্য্য কহিয়াছিলেন দেবদর্শন ব্যর্থ হয় না, আমি তোমার গর্ব্ভাধান করিব। যদি কন্যা বলিয়া সঙ্কোচ কর তোমার যোনি যে প্রকারে দুষ্ট না হয় সেই প্রকার করিয়া দিব এই রূপ কহিয়া তাহাতে গর্ভাধান পূর্ব্বক সূর্য্যদেব স্বর্গে গমন করেন। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় দিবাকরের তুল্য পৃথার একটী কুমার উৎপন্ন হইয়াছিল। তদনন্তর তিনি লোক ভয়ে ভীতা হইয়া সেই তনয়কে নদী জলে পরিত্যাগ করিলে মহারাজ সত্যবিক্রম পাণ্ডু দেখিতে পাইয়া তাহাকে লইয়া যান।

সে যাহা হউক। রাজন্! শূরকন্যা শ্রুতদেবা করূষবংশীয় বৃদ্ধ শর্ম্মার পরিগ্রহ হয়, যাহাতে দিতিসুত দন্তবক্র ঋষি অভিশপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। অপর কৈকেয় বংশীয় ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচটী তনয় জন্মিয়াছিল। (২০) আর জয়সেন রাজাদেবীর পাণি গ্রহণ করিয়া, তাহাতে বিন্দ অনুবিন্দ নামে দুই তনয় উৎপন্ন করেন। হেরাজন্! চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণি গ্রহণ করে। তাহার তনয় শিশুপাল, তাহার উৎপত্তি-বিবরণ বলিয়াছি। (২১)

অতঃপর বসুদেবের ভ্রাতাদিগের পত্নী ও তনয়দের বিবরণ বলি, শ্রবণ করহ। দেবভাগের ভার্য্যা কংসা, তাহাতে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল দুই তনয় হয়। দেবশ্রবসের পত্নী কংসবতী, তাহার গর্ব্ভে সুবীর ও ইষুমান জন্ম গ্রহণ করেন। কঙ্কের বনিতা কঙ্কা, তাহাতে বক তথা সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ উৎপন্ন হয়। সৃঞ্জয়ের জায়া রাষ্ট্রপালী, তাহার গর্ব্ভে বৃষ দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতির উদ্ভব হয়। শ্যামকের বনিতা শূরভুমি, তাহাতে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। বৎসক মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরায় বৃকাদি সন্তান জন্মান। বৃকের পত্নী দূর্ব্বাক্ষী, তাহাতে তক্ষ পুষ্করমালা প্রভৃতি সন্তান উৎপন্ন হয়। শমীকবনিতা সুদামনী শমীক হইতে সুমিত্র অর্জ্জুনপাল প্রভৃতি তনয় প্রসব করে। আনক স্বীয় বনিতা কর্ণিকার গর্ব্ভে ঋতধামা ও জয় নামক দুই তনয় উৎপন্ন করেন। (২২)

রাজন্! বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা, এবং দেবকী প্রভৃতি অনেক পত্নী। তন্মধ্যে রোহিণীর গর্ব্ভে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব এবং কৃতাদি পুত্র উৎপন্ন হয়। পৌরবীতে সুভদ্র, ভদ্রবাহু, এবং ভূত প্রভৃতি দশটী সন্তান জন্মে। মদিরার গর্ব্ভে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক এবং শূর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়েন। (২৩) ভদ্রা কেশি নামে কুলনন্দন একমাত্র নন্দন প্রসব করেন। রোচনার

ধৃতদেবায় বসুদেব হইতে বিপৃষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। শান্তিদেবার প্রশম, প্রথিত প্রভৃতি আত্মজ উৎপন্ন হয়, এইরূপ উপদেবায় রাজন্যকল্প বর্ষ প্রভৃতি দশটী সন্তান। শ্রীদেবার বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয়টী তনয়। দেবরক্ষিতা গদ প্রভৃতি নয় সন্তান লাভ করেন। যেমন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বসু উৎপাদন করেন তাহার ন্যায় বসুদেব সহদেবায় প্রবর শ্রুতমুখ্য প্রভৃতি অষ্ট তনয় জন্মান্। এই রূপ তাঁহার দেবকীতেও অষ্ট তনয় হয় যথা সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋতু, সম্মর্দ্দন, ভদ্র, সঙ্কর্ষণ, অহীনর। (২৪) রাজন্! বসুদেব দেবকীর অষ্টম পুত্র হরি স্বয়ং হইয়াছিলেন আর তোমার পিতামহী মহাভাগা সুভদ্রাও তাঁহাদের হইতে উৎপন্ন হয়েন (২৫) ফলতঃ যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় সেই২ সময়ে ভগবান ঈশ্বর আপনাকে সৃজন করিয়া থাকেন (২৬) নচেৎ যিনি মায়ানিয়ন্তা, সঙ্গবিহীন, সর্ব্ব সাক্ষী, এবং সর্ব্বগত, তাঁহার মায়া বিনোদ ব্যতিরেকে জন্ম অথবা কর্ম্মের হেতু অন্য কি হইতে পারে? (২৭) অপর যাঁহার মায়াচেষ্টা জীবের পক্ষে অনুগ্রহ স্বরূপ, যেহেতু তাহাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদান, অতএব যিনি সর্ব্ব জীবের অনুগ্রাহক, তাঁহার কর্ম্মাদি পারতন্ত্র্যহেতু জন্মাদি সম্বন্ধের সম্ভাবনা কি? সে যাহাহউক। ঐ মায়াচেষ্টিত শ্রূয়মাণ হইলে তদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতির নিবৃত্তি হওয়াতে তাহা জীবের পক্ষে মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। (২৮)

রাজন্! বহু২ অক্ষৌহিণীর পতি নৃপরূপী অসুরগণ পৃথিবী আক্রমণ করাতে ধরা মহা ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন তাঁহার ভার পরিহারার্থও ভগবানের ঐ উদ্যম জানিবেন (২৯) কারণ যে সকল কর্ম্ম সুরেশ্বরগণ মনের দ্বারাও তর্ক করিয়া উঠিতে পারেন না ভগবান্ মধুসূদন সঙ্কর্ষণ সহিত তৎসমুদায় অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন করেন (৩০) রাজন্! ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, যদিও সঙ্কল্প মাত্রেই ভূভার হরণে সমর্থ ছিলেন তথাপি কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মিবেক তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ নিমিত্ত দুঃখ শোক ও তমোগুণের নাশক পুণ্য যশঃ বিস্তার করিয়াছেন (৩১) ঐ যশঃ সাধু পুরুষদিগের কর্ণামৃত এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্বরূপ, একবার মাত্র শ্রোত্ররূপ অঞ্জলি দ্বারা পান করিলে পুরুষ কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিতে অত্যর্থ সমর্থ হয়। (৩২) অতএব ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, তথা কুরু, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডু বংশীয় মানববর্গ সকলেই ভগবানের চরিত্রের শ্লাঘা করিয়াথাকেন (৩৩) সেই ভগবান্ স্নিগ্ধ সস্মিত দর্শন, উদার বচন, বিক্রমলীলা এবং সমস্ত অবয়ব তথা রম্য মূর্ত্তির দ্বারা সমস্ত মনুষ্য লোককে আমোদিত করিয়াছিলেন। (৩৪) মকর কুণ্ডল এবং মনোহর কর্ণ তথা উদ্দ্যোতশীল কপোল এই সকলে তাঁহার বদন শোভিত ছিল। বিলাস সম্বলিত হাস্য যেন তাহাতে লগ্ন হইয়া থাকিত। তজ্জন্য যেন নিত্যই উৎসব হইত। সেই বদন দৃষ্টি দ্বারা পান করিয়া নর ও নারী দিগের পরিতৃপ্তি হয় নাই, তাহারা আহ্লাদিত হইয়া ছিল সত্য কিন্তু নয়নের নিমেষ অসহিষ্ণু হইয়া নিমেষকর্ত্তা নিমির প্রতি বারম্বার কোপ করিত। (৩৫)

রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার পর মনুষ্যাকার হইয়া পিতৃ গৃহহইতে ব্রজে গমন করেন। তথায় রিপু বিনাশ করিয়া ব্রজবাসিদিগের অর্থ বর্দ্ধিত করিয়া দেন। তৎপরে বহুতর দার পরিগ্রহ করিয়া সেই সকলে শত২ সন্তান উৎপাদনানন্তর লোকসমাজে স্বকীয় বেদবর্ত্ম বিস্তার করত ভূরি২ যজ্ঞদ্বারা আপনারই অর্চ্চনা করেন। (৩৬) অপর তিনি অন্তঃসমুখ কলিপ্রভব পৃথিবীর গুরুভার মোচন করত দৃষ্টিমাত্রে যুদ্ধস্থলস্থিত নৃপসেনা নিকরকে উৎকম্পিত করেন। পরে

অর্জ্জুন রণে জয়ী হইল এই রূপ ঘোষণা দিয়া উদ্ধবের প্রতি পরম তত্ত্ব উপদেশানন্তর স্বীয় রূপেই নিজ ধামে গমন করিয়াছেন। (৬৭)

ইতি নবমস্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

ইতি শ্রীমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কৃত শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে নবম স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

দশম স্কন্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামিকৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে
৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
মহাশয় দ্বয়ের সাহায্যে
পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা

সম্বাদ পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা যন্ত্রাধ্যক্ষের কাবণ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৩

দশমস্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ | পৃষ্ঠাঙ্ক।

বিবরণ — পৃষ্ঠাঙ্ক

নির্ঘণ্ট সমাপ্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

দশম স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

দেবকীর পুত্র হস্তে আত্ম মৃত্যুর কথা শুনিয়া কংস কর্ত্তৃক তদীয় ছয় গর্ভ বধ।

রাজা পরীক্ষিত শ্রবণৌৎসুক্য প্রকাশ পুরঃসর শুকদেবকে সম্বোধিয়া নিবেদন করিলেন ব্রহ্মন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া চন্দ্র সূর্য্য বংশের বিস্তারিত বিবরণ বলিয়াছেন, অপর উক্ত উভয় বংশে যে সকল নরপতি জন্মেন তাঁহাদের পরমাশ্চর্য্য চরিত্রও কথিত হইয়াছে।* (১) পরে ধর্ম্মশীল মহাত্মা যদুরও বংশাবলী বর্ণন করিলেন, এক্ষণে ঐ বংশে অংশে অবতীর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুর বীর্য্য সকল বলিতে আজ্ঞা হউক। (২) হে মুনি সত্তম! যদিও আপনি পূর্ব্ব স্কন্ধের শেষে ভগবানের কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন তথাচ ভগবান্ বিশ্বাত্মা বিষ্ণু, যিনি সকল ভূতের পালন করিতেছেন, তিনি যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া যে যে কর্ম্ম করেন, সমুদায় বিস্তারিত করিয়া আমাদের নিকট বলিতে আজ্ঞা হউক। (৩) ব্রহ্মন্! ইহ লোকে তিন প্রকার মনুষ্য—মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার মানবেরই ভগবচ্চরিত্র শ্রবণে অলংবুদ্ধি হয় না। ফলতঃ ভগবানের গুণানুবাদ মুক্ত জনকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই পরিগীত হয়, অপর তাহা সংসার বিনাশের মহৌষধ ইহাতে মুমুক্ষু পুরুষদিগের তাহাই মোক্ষের উপায়, আর ভগবদ্গুণানুবাদ শ্রোত্র ও মনের আনন্দজনক ইহাতে বিষয়িদিগেরও তাহাই পরম বিষয়। অতএব আত্মঘাতী অথবা পশুঘাতী ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হইবেক? (৪) অধিকন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কুলদেবতা, অতএব তাঁহার কথা নিত্যই শ্রোতব্য। ব্রহ্মন্! আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ যাঁহাকে তরী পাইয়া বৎসপদের তুল্য তুচ্ছ করত সমরে কৌরব সৈন্য সাগর, যাহা তিমিঙ্গিল সমান অমরজয়ি ভীষ্ম প্রভৃতি অতিরথ সমূহে অতিশয় ভীষণ হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে পার হইয়াছিলেন (৫) অপর আমার এই শরীর, যাহা এক্ষণে কুরু ও পাণ্ডবদিগের সন্তানের নিদান হইয়াছে, জননীর গর্ভ মধ্যে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইতেছিল, আমার জননী শরণাপন্না হওয়াতে যিনি সুদর্শন চক্র গ্রহণ পুর্ব্বক কুক্ষি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার ও আমার মাতার অঙ্গ রক্ষা করিয়াছেন (৬) সেই মায়ামনুষ্য ভগবানের বীর্য্য সকল

যথাবৎ বর্ণন করুন। তিনি অখিল প্রাণির অন্তরে ও বাহিরে পুরুষ ও কাল স্বরূপে বর্ত্তমান হইয়া সংসার এবং মোক্ষ প্রদান করিতেছেন। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি, তাহাদিগকে অন্তর্যামিরূপে মুক্তি দিতেছেন, যাহারা বহির্দৃষ্টি, তাহাদিগকে সংসারি করিতেছেন। অতএব অন্তর্দৃষ্টি পূর্ব্বক তদীয় বীর্য্য শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য, মুনে! বলিতে আজ্ঞা হউক। (৭)

ব্রহ্মন্! আপনি একবার কহিলেন সঙ্কর্ষণ রাম রোহিণীতনয়, আবার তাঁহাকেই দেবকীর পুত্র বলিয়া বর্ণন করিলেন, জিজ্ঞাসা করি দেহান্তর ব্যতিরেকে কি প্রকারে রোহিণীতনয়ের পুনরায় দেবকীগর্ভ সম্বন্ধ হইয়াছিল? (৮) আর ভগবান্ মুকুন্দ কি কারণে পিতার আগার হইতে ব্রজে গমন করেন? অপর সাত্বতপতি সেই ভগবান্ জ্ঞাতিগণের সহিত কোথায় কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? (৯) ব্রহ্মন্! ভগবান্ কেশব ব্রজ ও মধুপুরে বাস করিবার সময় কি২ করিয়াছিলেন? কংসাসুর তাঁহার জননীর ভ্রাতা, বধানর্হ, কি নিমিত্ত তাহাকে সাক্ষাৎ বধ করেন? অপর ভগবান্ মনুষ্য দেহ অবলম্বন করিয়া কত বৎসর যদুপুরে বৃষ্ণিদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন? আর সেই প্রভুর কিয়ৎ সংখ্যক পত্নী ছিল? হে মুনিবর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এই সকল এবং অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে যোগ্য হয়েন। আমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করিব। (১০) যদিও আমি প্রায়োবেশার্থ উদক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি তথাচ আপনকার বদনারবিন্দ বিনির্গত হরিকথামৃত পান করাতে এই দুঃসহা ক্ষুধা আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ দিতে সমর্থ হইতেছে না। ফলতঃ জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেও কেবল হরিকথামৃত পান নিমিত্তই আমার জীবন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার উপরম হইলে সদ্যই জীবন বিনষ্ট হইবেক, অতএব বলিতে আজ্ঞা হউক। ১১)।

সূত কহিলেন হে ভৃগুনন্দন! এই সমস্ত সমীচীন প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পরম ভাগবত ভগবান শুকদেব প্রত্যর্চ্চন পূর্ব্বক পরীক্ষিত সন্নিধানে কলি কলুষনাশক শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। (১২)

শুকদেব কহিলেন হে রাজর্ষিসত্তম! তোমার বুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে ঐ বুদ্ধির কারণেই বাসুদেবকথায় তোমার নৈষ্ঠিকী রতি জন্মিয়া থাকিবেক। রাজন্! বাসুদেবকথাপ্রশ্ন তদীয় পাদোদ্ভব সলিলের ন্যায়, প্রচ্ছক বক্তা ও শ্রোতা তিন পুরুষকেই পবিত্র করে। (১৩)

হে মহারাজ! অবনীতলে দৃপ্ত নরপতি ছলে বহুতর দানব উৎপন্ন হইলে পর তাহাদের অসঙ্খ্য সেনার ভূরি ভারে এই ধরা আক্রান্তা হইয়া ব্রহ্মার নিকট শরণাপন্ন হয়। (১৪) ধরণী খিন্না ও অশ্রুমুখী হইয়া গাভীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে সেই বিভুর সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার বিপদ নিবেদন করিয়াছিল। ব্রহ্মা ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেব বৃন্দ তথা ভগবান্ শঙ্কর সহিত ক্ষীর পয়োধি তীরে গমন করিলেন, তথায় গিয়া সমাহিত চিত্তে পুরুষ সুক্ত দ্বারা পরম পুরুষ ভগবান জগন্নাথের আরাধনা করিতে লাগিলেন। (১৫)

কিয়ৎক্ষণপরেই এক আকাশ বাণী ব্রহ্মার শ্রবণগোচর হইল। তাহা শুনিয়া দেবতাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে অমরনিকর! পরম পুরুষ ভগবানের যে বাক্য শুনিতে পাইলাম আমার নিকট শুন, এবং অবিলম্বে তদ্রূপ বিধান করহ। (১৬) ধরণীর যে সন্তাপ হইতেছে ইহা পূর্ব্বেই পরম পুরুষ ভগবানের বিদিত হইয়াছে,

তোমরা যদুবংশে অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবৎ কাল থাকহ, ঈশ্বরদিগেরও. ঈশ্বর সেই হরি স্বীয় কাল শক্তি দ্বারা ধরার ভার হরণ করত যাবৎ ভূতলে বিহার করেন। অর্থাৎ বসুদেবের গৃহে পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ শীঘ্রই জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার প্রিয়ার্থ অমরস্ত্রীগণ অবনীতলে উৎপন্ন হউন। হে দেববৃন্দ! বাসুদেবের অংশ সহস্রবদন স্বরাট অনন্ত দেব ভগবানের প্রিয় করিবার বাসনায় অগ্রে উৎপন্ন হইবেন। (১৭) অপর যে ভগবতী বিষ্ণুমায়ায় জগৎ সংমোহিত হয় তিনিও প্রভু কর্তৃক আদিষ্টা হইয়াছেন দেবকীর গর্ভসঙ্কর্ষণ যশোদামোহনাদি কার্য্য নিমিত্ত যশোদার গর্ভে অংশে উৎপন্ন হইবেন।

শুকদেব কহিলেন প্রজাপতিদিগের পতি বিভু ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া এবং ধরণীকে সান্ত্বনা বচনে আশ্বাস দিয়া স্বীয় ধামে প্রস্থান করেন। (১৮) হে রাজন্! পূর্ব্বকালে যদুপতি শূরসেন রাজা মথুরা নগরীমধ্যে বাস করিয়া মথুরা শূরসেন প্রভৃতি বহুতর বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব ঐ মথুরা নগরী তদবধি সমুদায় যাদব ভূপতির রাজধানী হয়। তথায় ভগবান্ হরি সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। (১৯) শূরবংশীয় বসুদেব কোন সময়ে ঐ মথুরা নগরে বিবাহ করিয়া নবোঢ়া দেবকীর সহিত স্বালয়ে প্রয়াণার্থ রথারোহণ করিলেন। (২০) উগ্রসেনের পুত্র কংস ভগিনীর (দেবকীর) প্রিয়কামনায় সেই রথের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিল এবং শত শত সুবর্ণময় রথে পরিবৃত হইয়া রথ চালাইয়া চলিল। (২১) হে রাজন্! দেবকীর পিতা দেবক রাজা অতিশয় দুহিতৃবৎসল ছিলেন, কন্যাকে স্বর্ণ মালায় অলঙ্কৃত চারি শত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ, এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিত দুই শত সুকুমারী দাসী যৌতুক দিয়াছিলেন। সেই সমস্ত দ্রব্যাদিও যানযোগে দেবকীর সহিত গমন করিল। হে তাত! বর ও বধূর প্রয়াণ আরম্ভ হইবামাত্র তাঁহাদের শুভার্থ একেবারে ভূরি২ শঙ্খ-তূর্য্য-মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি ধ্বনি হইল। (২২) সে যাহাহউক। কংস অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে অশরীরিণী বাণী তাহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন অরে কংস! অরে অবুধ! তুই যাহাকে বহন করিতেছিস, ইহার অষ্টম গর্ভ তোর হন্তা হইবেক। (২৩) এই কথা শুনিবামাত্র ভোজদিগের কুল-দূষণ সেই খল পাপিষ্ঠ কংস তৎক্ষণাৎ ভগিনীর প্রাণ বধার্থ উদ্যত হইল এবং খড়্গ-হস্ত হইয়া দেবকীর কেশবন্ধে গ্রহণ করিল। (২৪)

মহাভাগ বসুদেব আপনার জন্মকালীন দেবতাদের হর্ষহেতু ভূরি২ দুন্দুভি-ঘোষেই জানিয়াছিলেন আমাহইতে ভগবানের অবতার হইবেক তাহাতেই ইহার প্রতীকার হইতে পারিবে অতএব ঐ নির্লজ্জ ক্রূরকে ঐরূপ গর্হিত কর্ম্মে উদ্যত দেখিয়া স্তব স্তুতি এবং কৃপা বিষয়ক যুক্তি দ্বারা শান্ত করত কহিলেন অহে বীর! তুমি ভোজ বংশের যশস্কর, শূরগণ তোমার গুণের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তুমি কি প্রকারে অবলা ভগিনীকে উদ্বাহ পর্ব্বে বধ করিবে? (২৫) হে বীর! তুমি কি মরণভয়ে ইহার প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইতেছ? আমার কথা শুন, জন্মধারি ব্যক্তিদিগের দেহের সঙ্গেই মৃত্যু জন্মে কারণ বিধাতা তাহা ললাটে লিখিয়া দেন, অদ্য হউক বা শতবৎসর পরেই হউক, প্রাণিদের মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবেক, অতএব মৃত্যুভয়ে পাপাচরণ যুক্ত হয় না, অবশ্য ভাবি মরণে বিলম্বমাত্রার্থও পাপকরা যুক্ত নহে। (২৬) অপিচ এই দেহ গত হইলে যদি পুনরায় দেহান্তর না হয় তাহা হইলেও বা পাপ করিয়া দেহের পালন করা উচিত হয়, দেহান্তর প্রাপ্তির অসম্ভাবনামাত্র নাই, এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবা

মাত্র দেহী স্বীয় কর্ম্মবশতঃ অবশ হইয়া অগ্রে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় পরে তাহার পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ হয়। (২৭) -হে বীর! যেমন গমনকারী পুরুষ অগ্রে নিহিত এক পদে ভূমি অবষ্টম্ভন পূর্ব্বক দেহ ধারণ করিয়া পরে অন্য পদকে পূর্ব্ব স্থান হইতে উত্তোলন পুরঃসর সম্মুখে নিহিত করিয়া গমন করে আর যেমন তৃণজলৌকা তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করে, কর্ম্মপথে বর্ত্তমান জীবও সেইরূপে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৮)

হে বীর! জাগ্রদ্দশায় রাজাদি দর্শন ও ইন্দ্রাদি শ্রবণ জন্য সংস্কার মনোমধ্যে আহিত হইলে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেই মনের দ্বারা ঐ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় চিন্তা করিতে২ লোকে যদ্রূপ জাগ্রদ্দশায় দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সদৃশ অনির্ব্বচনীয় রাজাদিরূপ স্বপ্নে মনোরথ যোগে দর্শন করে তাহাতে জাগ্রদ্দেহ হইতে তাহার স্মৃতি অপগত হইয়া যায়, সেইরূপ জীব কর্ম্মবশতঃ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া প্রাক্তন শরীর পরিত্যাগ করে। (২৯) হে বীর! দেহের পঞ্চত্ব সময়ে নানা বিকারাত্মক মনঃ ফলাভিমুখ কর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মায়াদ্বারা নানা দেহরূপে রচিত পঞ্চ ভূতের মধ্যে যে যে দেহ অর্থাৎ দেব অথবা তির্য্যক্ ইত্যাদির প্রতি ধাবমান হওত অভিনিবেশ দ্বারা যে২ রূপ প্রাপ্ত হয় সেই সেই রূপেই দেহী জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যদিও ঐ বিষয়ে মনই কর্ত্তা, তথাচ আমিই সেই মনঃ, এইরূপ প্রতিপন্ন হওয়াতে জীবই মনের সহিত উৎপন্ন হয়। (৩০) যদি বল পরে কোন্ প্রকার দেহ হবে, নিশ্চয় নাই এক্ষণে রাজদেহ রক্ষা করা উচিত, তদর্থ অকার্য্য করাতে দোষ কি? তাহাতে বক্তব্য এই, চন্দ্রাদিজ্যোতিঃ যদ্রূপ জলে এবং তৈল ঘৃতাদি পার্থিব পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইলে বায়ুবেগের অনুগত হইয়া কম্পাদিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় সেইরূপ এই জীব অবিদ্যারচিত দেহে রাগ বশতঃ প্রবিষ্ট হইয়া অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ দেহাধ্যাস হেতুই আত্মার জন্ম কথিত হইয়াছে, অন্যান্য ধর্ম্মের অধ্যাস হেতুক যেমন আত্মাতে দেহধর্ম্ম কৃশতাদি প্রতীয়মান হয় সেইরূপ আত্মধর্ম্ম প্রেমাস্পদত্বাদিও দেহাদিতে প্রতীয়মান হইয়াথাকে সুতরাং রাজদেহ ও শূকরদেহ দুই সমান, তাহার মৃত্যু প্রতীকার চেষ্টা অপ্রয়োজন। (৩১) অতএব যে ব্যক্তি আপনার কল্যাণ অভিলাষ করে তাহার পক্ষে কাহারো দ্রোহাচরণ কর্ত্তব্য নহে, কারণ দ্রোহ করিলে তাহা হইতে এবং তৎ সম্পর্কীয় লোক হইতে ভয় এবং পরকালে যম হইতে যন্ত্রণার সম্ভাবনা আছে। (৩২) হে বীর! তোমার অনুজা এই বালা অতি দীনা, দারুময়ী পুত্তলীর ন্যায় অচেতনপ্রায়া, তুমি দীনবৎসল, এই কল্যাণীকে হত্যা করা তোমার যোগ্য হয় না। (৩৩)

শুকদেব কহিলেন হে কৌরব্য! কংস একে অতি নির্দ্দয়, তাহাতে আবার দৈত্যদিগের অনুগামী হইয়াছিল অতএব যদিও ঐ প্রকার সাম ও ভেদ বচন দ্বারা উপদিষ্ট হইল তথাপি ভাগিনীহত্যার উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইল না। (৩৪) তাহার ঐ নির্ব্বন্ধ অবগত হইয়া বসুদেব উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিয়া সে সময়ের প্রতীকারার্থ একটী উপায় দেখিতে পাইলেন। (৩৫) প্রথমতঃ তাঁহার মনে হইল এ ব্যক্তি খল, আমার কথা মানিবেক না, পরন্তু পরে আপনিই বিবেচনা করিলেন যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি বলের উদয় হয় তাবৎ বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য মৃত্যু নিবারণ করে, তাহাতে যদি নিবৃত্ত না হয় দেহির অপরাধ নাই। (৩৬) অতএব মৃত্যুরূপি এই কংসকে পুত্র দিতে অঙ্গীকার করিয়া ইহার হস্ত হইতে আপাততঃ এই দীনা অবলাকে মোচন করি, পরে যখন আমার পুত্র জন্মিবে সে সময় যাহা

হয় হইবে, এখন তো স্ত্রীলোকটা বাঁচুক। আমার পুত্র জন্মিবার মধ্যে যদি এ দুরাত্মাই মরিয়া যায় তাহা হইলে আমার এ কার্য্য অন্যায় হইবেক না। আর যদি আমার পুত্র হয়, এ না মরে, আমার পুত্র হইতে ইহার মৃত্যু হইয়া বিপরীত হইবারই বা আশ্চর্য্য কি? যেহেতু "দেবকীর অষ্টম গর্ব্ভ তোমার হন্তা হইবেক" এই আকাশবাণী স্পষ্ট শুনা গেল, বিধাতার গতি তো অন্যথা হয় না, অতএব এক্ষণে অপত্য অর্পণ করিতে অঙ্গীকার করাই সৎপরামর্শ, এ রূপ করিলে উপস্থিত মৃত্যু আপাততঃ নিবৃত্ত হইবেক, এখন নিবৃত্ত হইয়া যদি কালান্তরে পুনরায় আপতিত হয় তাহাতে আমার অপরাধ নাই। (৩৭) অধিকন্তু যেমন অগ্নির কাষ্ঠ সংযোগ বিয়োগের কারণ অদৃষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু হয় না অর্থাৎ বনে অথবা গ্রামে অগ্নি উদ্ভূত হইয়া দাহ করিতে করিতে কদাচিৎ নিকটস্থ বৃক্ষ অথবা গৃহাদিও পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থ বৃক্ষ ও গৃহাদি যে দাহ করে তাহার হেতু যদ্রূপ অদৃষ্ট ভিন্ন অন্য নহে তেমনি প্রাণিদিগের শরীর সংযোগ বিয়োগের অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর কারণ অদৃষ্ট মাত্র, তদ্ব্যতীত অন্য নহে। (৩৮)

হে রাজন্! যত দূর পর্য্যন্ত আপনার প্রজ্ঞার গতি, তত দূর পর্য্যন্ত এবম্বিধ বিবিধ বিবেচনা করিয়া বহু মান পুরঃসর বসুদেব সেই পাপাত্মা কংসের পূজা করিলেন। (৩৯) পরে যদিও মনো মধ্যে অতিশয় খিন্ন হইলেন তথাচ বিশ্বাসার্থ বদন কমল বিকসিত করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই নির্লজ্জ ক্রূরকে সম্বোধিয়া পুনরায় বলিলেন (৪০) হে সৌম্য! আকাশবাণী যদ্রূপ কহিলেন, আমি নিশ্চয় কহিতেছি তাহা হইতে তোমার তদ্রূপ ভয় সম্ভাবনা নাই। আকাশবাণী বলিলেন দেবকীর অষ্টম গর্ব্ভ তোমার হন্তা হইবেক, অন্যান্যাপেক্ষায় সকল পুত্রই অষ্টম হইতে পারে, ভাল, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যে সকল পুত্র হইতে তোমার ভয় উত্থিত হইল, জন্মিলে তাহাদের সকলকেই তোমার হস্তে সমর্পন করিব। (৪১)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! কংস বসুদেবের উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া ঐ কথায় স্বস্বদ্বধ হইতে নিবৃত্ত হইল। বসুদেবও প্রীত হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে২ আপনার আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। (৪২)

তদনন্তর ভগবদাশ্রয়ত্ব হেতু সর্ব্বদেবময়ী দেবকী প্রসূতি কাল প্রাপ্ত হইলে বৎসরে একটী করিয়া ক্রমে অষ্ট তনয় এবং এক তনয়া প্রসব করিলেন। বসুদেব মিথ্যাকে অতিশয় ভয় করিতেন এ কারণ বিহ্বল হইয়া অঙ্গীকৃত পালনার্থ প্রথমোৎপন্ন কীর্ত্তিমন্ত তনয়টী গ্রহণ পুর্ব্বক অতি কষ্টে কংস হস্তে সমর্পণ করিলেন। (৪৩) হে রাজন্! বসুদেব পিতা হইয়া স্বয়ং মৃত্যুর হস্তে কি প্রকারে সন্তান অর্পণ করিলেন এ স্থলে এমত আশঙ্কা করিতে পার না, সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধু পুরুষদিগের দুঃসহ কি? বিদ্বান লোকেরা কোন্ বস্তুর অপেক্ষা করিয়া থাকেন? কুৎসিত ব্যক্তিদের অকার্য্য কি? আর যাঁহারা চিত্তে ভগবান্ হরিকে ধারণ করিয়াছেন তাঁহাদের দুস্ত্যজই বা কি? সে যাহা হউক। বসুদেবের ঐ রূপ সাধুত্ব এবং সত্য নিষ্ঠা দেখিয়া কংস মনোমধ্যে যথেষ্ট তুষ্ট হইল এবং হাস্য করিতে করিতে কহিল তুমি এই পুত্রকে লইয়া যাও, ইহা হইতে আমার ভয় নাই, তোমাদের অষ্টম তনয় হইতেই আমার মৃত্যু বিহিত হইয়াছে, জন্মিলে তাহাকেই আনিয়া দিও। এতৎ শ্রবণে বসুদেব তাহাই করিব বলিয়া পুত্রটী লইয়া গমন করিলেন কিন্তু অসৎ ও অজিতেন্দ্রিয় কংসের ঐ বচনে তাঁহার বিশ্বাস না হওয়াতে আন্তরিক আনন্দ জন্মিল না। (৪৪)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! ব্রজপুরে নন্দাদি যে সকল গোপ, তাহাদের যে সমস্ত যোষা, এবং বসুদেবাদি যে সকল বৃষ্ণিবংশ, তথা দেবকী প্রভৃতি যে সমস্ত যদুস্ত্রী (৪৫) অপর বসুদেব ও নন্দ এই উভয়কুলের যে২ জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃদ, যাহারা কংসের অনুগত, সকলেই দেবতা তুল্য ছিলেন। (৪৬) ঐ সময়ে দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট গিয়া ঐ কথা কহিয়া আসিলেন আর দৈত্যগণ ভূমির ভার স্বরূপ হওয়াতে তাহাদের বধার্থ যে দেবকৃত উদ্যম হইবেক তাহাও অবগত করাইলেন। দেবর্ষি ঐ কথা বলিয়া নির্গত হইবামাত্র কংস যদুদিগকে দেবতা এবং দেবকীর গর্ব্ভজ সন্তানমাত্রকে আপনার নিধনকারণ বিষ্ণু মনে করিয়া (৪৭) তৎক্ষণাৎ বসুদেব ও দেবকীকে গৃহ মধ্যে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া রাখিল এবং বিষ্ণু আশঙ্কায় তাঁহাদের যেমন যেমন২ সন্তান জন্মিতে থাকিল, বধ করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! মহীমণ্ডলে প্রায় লুব্ধ ভূপতি মাত্রেই স্ব২ প্রাণের পরিতৃপ্তি কামনায় মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সমস্ত সুহৃদ ও মিত্র পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া থাকে। অপর পূর্ব্বে বিষ্ণু কর্ত্তৃক যে মহাসুর কালনেমি নিহত হইয়াছিল কংস আপনাকে সেই ব্যক্তি স্বরূপে উৎপন্ন জানিয়াই যদুদিগের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল। অপর নিজ পিতা উগ্রসেন, যিনি যদু, ভোজ ও অন্ধক বংশের অধিপতি ছিলেন, তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া স্বয়ং সমুদয় শূরসেন রাজ্য ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। (৪৮)

ইতি দশম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কংস বধার্থ দেবকীগর্ব্ভে ভগবান হরির জন্ম এবং ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক তাঁহার স্তব তথা দেবকীর সান্ত্বনা।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! মগধ দেশীয়দিগের আশ্রয় মহাবল কংসাসুর প্রলম্ব বক-চাণূর-তৃণাবর্ত্ত-অঘাসুর-মুষ্টিকারিষ্ট-দ্বিবিদ-পূতনা-কেশি ধেনুক তথা অন্যান্য অসুররাজ বাণ-ভৌম প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া যদুদিগের নিগ্রহ করিতে লাগিল, তাহাতে যাদব সকল নিপীড়িত হইয়া কুরু-পাঞ্চাল-কেকয়-শাল্ব-বিদর্ভ-নিষধ-বিদেহ এবং কোশল দেশে পলায়ন পূর্ব্বক বসতি করিলেন। (১) কতিপয় জ্ঞাতি চিত্তানুবর্ত্তন পূর্ব্বক কংসেরই উপাসনায় নিবিষ্ট রহিল। (২)

অনন্তর কংস কর্ত্তৃক ক্রমে দেবকীর ছয় বালক নিহত হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর কলা, যাঁহাকে অনন্ত বলা যায় তিনিই দেবকীর সপ্তম গর্ব্ভ হইলেন। আনন্দ রূপ ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন ইহাতে ঐ গর্ব্ভ যেমন হর্ষ বর্দ্ধক হইল, পূর্ব্ব গর্ব্ভের সহিত সাধারণ্য দর্শনে তেমনি শোক বর্দ্ধন হইতে লাগিল। সে যাহা হউক। হে মহারাজ! বিশ্বাত্মা ভগবান্ কংস হইতে নিজাশ্রিত যদুদিগের ভয়ের বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন অতএব স্বয়ং যোগমায়ার প্রতি এই আদেশ করিলেন হে দেবি! হে ভদ্রে! গোপ এবং গো সমূহে অলঙ্কৃত ব্রজপুরে গমন কর। (৩) বসুদেব রমণী রোহিণী নন্দগোকুলে অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল তিনিই নহেন, বসুদেবের অন্যান্য মহিলারাও সেখানকার অলক্ষ্য স্থানে এক্ষণে বসতি করিতেছেন। (৪) তুমি গিয়া দেবকীর জঠরে যে শেষ নামক সন্তান আছে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। হে দেবি! আকর্ষণ করিলে গর্ব্ভ কি রূপে জীবিত থাকি-

বেক এ আশঙ্কা করিও না, তাহা আমারই অংশ। (৫) পরে আমি পূর্ণ রূপে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ব্ভে জন্মিও। (৬) ভদ্রে! তুমি উৎপন্ন হইয়াও, যাহারা পুত্রাদি কামনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের শ্রেষ্ঠা নিয়ন্ত্রী হইবে এবং অর্চ্চকদিগের সমুদায় কাম বর প্রদান করিবে অতএব মানবগণ নানা উপহার ও বলি দিয়া তোমার পূজা করিবেক। আর পৃথিবীতে নরনিকর তোমার স্থান করিয়া দিবেক এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানা, শারদা তথা অম্বিকা এই এই নাম রাখিবেক। (৭) অপর হে দেবি! তোমা কর্ত্তৃক গর্ব্ভ আকৃষ্ট হওয়াতে তত্রস্থ শিশুকে পৃথিবীর লোকেরা সঙ্কর্ষণ বলিবেক। তোমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পরে তিনি সকল লোকের রতি উৎপাদন করিবেন ইহাতে লোকে তাঁহাকে "রাম" বলিয়াও সম্বোধন করিবেক, অধিকন্তু তিনি নিজ বলে অতিশয় উচ্ছ্রিত হইবেন ইহাতে লোকে তাঁহাকে বলভদ্রও বলিবেক। (৮)

হে রাজন্! ভগবান্ কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্টা হইয়া, 'ভাল, তাহাই করিতেছি' বলিয়া মায়া তাঁহার বচন গ্রহণ করিলেন অনন্তর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অবনীতলে গমন করিয়া সেইরূপ করিলেন। (৯) হে মহারাজ! যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক দেবকীর সেই গর্ব্ভ রোহিণীর উদরে নিহিত হইলে পুরবাসী সকলে "দেবকীর গর্ব্ভ বিস্রস্ত হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল কিন্তু তদ্বিবরণ কিছুই জানিতে পারে নাই। (১০) সে যাহা হউক। তৎপরে ভক্ত জনের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি পরিপূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। জীব সকলের ন্যায় তাঁহার ধাতু সম্বন্ধ হয় নাই। (১১) হে রাজন্! বসুদেব ঐ প্রকারে পৌরুষ ধাম অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি মনোমধ্যে ধারণ করত সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বভূতের দুরাসদ এবং সাতিশয় দুর্দ্ধর্য হইয়াছিলেন। (১২)

তদনন্তর প্রাচী দিক্ যদ্রূপ আনন্দকর চন্দ্র ধারণ করে তদ্রূপ দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বেদদীক্ষা দ্বারা অর্পিত অচ্যুতাংশ অর্থাৎ অচ্যুতের অংশ সদৃশ যে অংশ, যাহা ভক্তানুগ্রহার্থে পরিচ্ছিন্ন শরীর তুল্য হইয়াছিল, তাহা আপনার মনো দ্বারাই ধারণ করিলেন। হে রাজন্! ভগবানের ঐ অংশ সর্ব্বাত্মা, অতএব অগ্রেও দেবকীর আত্মাতে বর্ত্তমান ছিলেন। (১৩) সে যাহা হউক। দেবকী যদিও ঐ রূপে জগন্নিবাস ভগবানের নিবাসভূমি হইলেন তথাপি সর্ব্ব জনানন্দভাজন হইয়া অত্যর্থ শোভা পাইতে পারিলেন না, কেবল্ আপনিই দীপ্তিমতী হইলেন কারণ ঘটাদিতে অবরুদ্ধা দীপ শিখার ন্যায় কংসগৃহে অবরুদ্ধা ছিলেন অতএব জ্ঞানবঞ্চক ব্যক্তিতে নিরুদ্ধা সরস্বতী যেমন অন্যের উপকারিণী না হওয়াতে আহ্লাদ জনক রূপে শোভাশালিনী হন না তদ্বৎ সর্ব্ব জনানন্দকত্ব রূপে দেবকীর শোভা হইল না, কেবল আপনিই শোভান্বিতা হইলেন। (১৪) পরন্তু কুক্ষিমধ্যে ভগবান বিষ্ণু অবস্থিত থাকাতে শুচিস্মিতা দেবকী নিজপ্রভায় বাস ভবন উদ্দ্যোতিত করিতেছিলেন, এক দিন কংস তাঁহাকে তদ্রূপ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল এই দীপ্তিশালী ব্যক্তি নিশ্চয় হরি, আমার প্রাণহর হইয়া, দেবকীর গর্ব্ভরূপ গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, কারণ দেবকীকে পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, অগ্রে ঈদৃশী দীপ্তিমতী ছিল না। (১৫) এক্ষণে আমি এ বিষয়ে কি করি, পুরুষ স্বার্থপরতন্ত্র হইয়াও কখন আপনার বিক্রম বিনাশ করে না, এ স্ত্রীলোক, আমার ভগিনী, তাহাতে গর্ব্ভবতী, ইহাকে বধ

করিলে সর্ব্ব কালের নিমিত্ত যশঃ, শ্রী, এবং পরমায়ু বিনষ্ট হইবেক। (১৬) আর যে ব্যক্তি অত্যর্থ ক্রূরতা দ্বারা জীবন ধারণ করে সে জীবন সত্ত্বেও মৃত তুল্য, জীবদ্দশাতেই মনুষ্যেরা বিবিধ দুর্ব্বাক্য দ্বারা তাহাকে ধিক্কার দেয়। অপর দেহ গত হইলে সেই নরাধম শরীরাভিমানি পাপির অন্ধতম নরক প্রাপ্তি হয়। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া যদিও ঐ ঘোরতর ভাব হইতে আপনিই নিবৃত্ত হইল তথাচ বৈরানুবন্ধ করত হরিজন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিল। (১৭) উপবেশন, শয়ন, অবস্থান, ভ্রমণ, ভোজন, পান, সকল সময়ে কেবল হৃষীকেশের চিন্তা করাতে জগৎকে তন্ময় দেখিতে লাগিল। (১৮)

হে পরীক্ষিত! এই সময়ে নারদাদি মুনি এবং অনুচর সমভিব্যাহারি দেববৃন্দ সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা তথা মহেশ দেবকীর বাসভবনে গমন করিয়া বিবিধ বচন দ্বারা কামবর্ষি ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। (১৯) ভগবান্ প্রতিশ্রুত সত্য করিলেন ইহাতে হৃষ্ট হইয়া দেবতারা প্রথমে সত্যস্বরূপে স্তব করিতে লাগিলেন যথা—ভগবন্! আপনি সত্যব্রত অর্থাৎ আপনকার সঙ্কল্প সত্য, সত্যই আপনাতে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিসাধন, আপনি তিন কালেই অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়ের পর এবং স্থিতি সময়ে সত্য স্বরূপ, অর্থাৎ অব্যভিচারে সদা বর্ত্তমান আছেন। কারণ আপনি সত্ত্যের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ তথা বায়ু, আকাশ এই পঞ্চ ভূতের যোনি, সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণেও সত্ত্যে আকাশাদি ঐ পঞ্চ ভূতে অন্তর্যামিত্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ইহাতে স্থিতি সময়েও আপনকার সত্যত্ব দৃষ্ট হইতেছে। আর আপনি ঐ সত্ত্যের অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সত্য অর্থাৎ পারমার্থিক স্বরূপ, যেহেতু তাহার বিনাশে আপনিই অবশিষ্ট থাকেন, অতএব প্রলয় সময়েও অবধিত্ব হেতু আপনকার সত্যত্ব নিশ্চয় হয়। অধিকন্তু আপনি সত্যের অর্থাৎ সুনৃতা বাণীর ও সমদর্শনের প্রবর্ত্তক। এই রূপে সকল প্রকারেই আপনি সত্যাত্মক হইয়াছেন, আমরা সত্যরূপি আপনকায় শরণাপন্ন হইলাম। (২০) ভগবন্! এই প্রপঞ্চ আদি বৃক্ষস্বরূপ অর্থাৎ সমষ্টি ব্যক্তি দেহরূপ। এক (প্রকৃতি) ইহার আশ্রয়। দুই (সুখ দুঃখ) ইহার ফল। তিন অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয় ইহার মূল। চারি (ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ) ইহার রস। পঞ্চ (শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই ইন্দ্রিয়পঞ্চক) ইহার জ্ঞান প্রকার। ছয় (শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা) ইহার স্বভাব। সপ্ত (ত্বক্ অসৃক্ মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র) ইহার ত্বক্। অষ্ট (পাঁচ ইন্দ্রিয় এবং মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার) ইহার বিটপ। নব (নয় দ্বার) ইহার ছিদ্র। দশ (দশ প্রাণ) ইহার পত্র। দুই (জীব ও পরমাত্মা) ইহাতে পক্ষী। (২১) ভগবন্! এবম্বিধ কার্য্যরূপ সংসার বৃক্ষের জন্ম এক আপনা হইতেই হয় অর্থাৎ এক মাত্র আপনিই এই সংসার তরুর কারণ। অপর আপনিই ইহার লয় স্থান। আপনিই পালন কর্ত্তা! যাহাদিগের জ্ঞান আপনকার মায়ায় আচ্ছন্ন, তাহারা আপনাকেই ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র বলিয়া নানাবিধ অবলোকন করিয়া থাকে; বিদ্বান পুরুষেরা তদ্রূপ দেখেন না। (২২) ব্রহ্মন্! আপনি জ্ঞান স্বরূপ আত্মা, চরাচর জগতের কল্যাণার্থ সময়ে সময়ে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন, বস্তুতঃ আপনি কাহারও পুত্র নহেন। অধিকন্তু আপনকার ঐ মূর্ত্তি সত্ত্বগুণান্বিত এবং ধার্ম্মিক জনগণের সুখাবহ ও খলদিগের বিনাশকর। অতএব আপনাকে ঐরূপ বর্ণন করা আমাদের অনুচিত নহে। (২৩) হে অম্বুজাক্ষ! আপনি নির্ম্মল সত্ত্বগুণের ধাম। প্রধান২ বিবেকি পুরুষ সমাধিযোগে আপনাতে স্ব২ চিত্ত নিবেশিত করিয়া আপনকার চরণরূপ

তরণী আশ্রয় পূর্ব্বক ভব সাগরকে গোষ্পদ (তুচ্ছ) করিয়া থাকেন অর্থাৎ যে সকল পুরুষ নিষ্কাম হইয়া আপনকার ভজনা করেন তাঁহাদের অনায়াসে মুক্তি হয়। হে দেব! কেবল আমরাই আপনকার চরণকে সেব্য বলিতেছি এমত নহে, পূর্ব্বতন মহাজনমাত্র আপনকার পদকে সেব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২৪) হে স্বপ্রকাশ! আপনি ভক্তজনের অনুগ্রাহক, ইহাতে আপনকার চরণ তরীর সামীপ্যমাত্রেই সংসারসাগর গোষ্পদ তুল্য হয় অতএব পূর্ব্বতন মহাজনগণ ঐ তরীর অপেক্ষা না করিয়া অন্যের দুস্তর হইলেও স্বয়ং ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তিমার্গ সংপ্রদায় প্রবর্ত্ত করাইয়া আপনকার পদাম্বুজ রূপ তরণী এখানেই রাখিয়া সংসার সাগর পার হইয়াছেন, তাহার কারণ সর্ব্ব ভূতের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় দয়া, সকলে তদ্যোগে পার হইবেক বলিয়া ঐ তরী লইয়া যান নাই। (২৫) হে অরবিন্দলোচন! যেসকল পুরুষ ভবদীয় পাদপদ্ম অনাদর করিয়া আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করে আপনকার প্রতি ভক্তির অভাব হেতু তাহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধা নহে। সে সমস্ত ব্যক্তি বহু জন্মের তপস্যা বলে মোক্ষ সন্নিহিত পদ অর্থাৎ সৎকুল তপঃ শ্রুতাদিতে আরোহণ করিয়া প্রায়ই বিঘ্নে অভিভূত হয়। (২৬) পরন্তু হে মাধব! যে সকল ব্যক্তি আপনকার ভক্ত, আপনাতেই সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐরূপ দুর্গতি হয় না। তাঁহারা আপনাকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারি নিকরের অধিপতিদিগের মস্তকোপরি ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, অর্থাৎ সকল প্রকার বিঘ্ন জয় করিয়া ফেলেন। (২৭)

প্রভো! আপনি স্থিতিকালে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন, আপনকার সেই দেহ দেহিদিগের কর্ম্মফল দায়ক, অতএব সুখাবহ, যেহেতু সেই শরীর যোগে লোকে বেদ-ক্রিয়া-যোগ-তপস্যা এবং সমাধি দ্বারা অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ আশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা আপনকার পূজা করিয়া থাকেন। আপনি শরীর আশ্রয় না করিলে পূজার অভাবে কর্ম্মফল সিদ্ধি হইতে পারিত না। (২৮) হে ধাতঃ! এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব যদি আপনকার নিজ শরীর না হয় তাহা হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান, যাহাতে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত ভেদ নিবর্ত্ত হয় তাহাও হইতে পারে না। গুণ প্রকাশ দ্বারা আপনি সর্ব্ব সাক্ষী, পরিপূর্ণ স্বরূপ, এই প্রকার কল্পনাই হইতে পারে অর্থাৎ আপনকার বুদ্ধ্যাদি গুণ প্রকাশ পাইতেছে, আপনি গুণ সাক্ষী, বুদ্ধ্যারূঢ় হইয়া প্রমাতা হওয়াতে আপনকার গুণ প্রকাশ হইল এ রূপ অনুমানই করা যাইতে পারে, আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না। পরন্তু শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তির সেবা করিলে সেবকের অন্তঃকরণ আপনকার আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আপনকার প্রসাদে অবশ্যই সাক্ষাৎকার ঘটে। (২৯)

ভগবন্! গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম দ্বারা আপনকার নাম রূপ নিরূপণ হয় না, কারণ আপনকার বর্ত্ম মনঃ ও বাক্যের অনুমেয় মাত্র, কিন্তু মনঃ ও বচনেরও গোচর নহে, যেহেতু আপনি তাহারও সাক্ষী। তথাপি, হে দ্যুতিমন্! উপাসকগণ উপাসনাদি ক্রিয়াযোগে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পায় এ রূপ প্রসিদ্ধ আছে। (৩০) ফলতঃ যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক আপনকার পরম মঙ্গল নাম ও রূপ সকল শ্রবণ উচ্চারণ ও চিন্তন করিতে করিতে তথা অন্যং মানবদিগকে স্মরণ করাইতে করাইতে উপাসনাদি ক্রিয়ার সময় আপনকার চরণারবিন্দে অবিষ্ট হইয়া থাকে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না। (৩১) হে ভগবন্! আপনি ঈশ্বর, এই ধরণী আপনকার চরণভূতা, বড় ভাগ্য, আপনকার জন্ম মাত্রে ইহার ভার অপনীত হইল। ভগবন্! আমাদের

পরম ভাগ্য, অদ্য আপনকার সুশোভন চরণের ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশাদি শুভ লক্ষণ দ্বারা অবনীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে আপনা কর্ত্তৃক অনুকম্পিত দেখিতে পাইব (৩২) হে ঈশ! আপনি অসংসারী, সুতরাং ক্রীড়া ব্যতীত আপনকার জন্মের কারণ আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারি না। হে নিত্যমুক্তস্বরূপ! আপনকার জন্ম নাই ইহা কি আবার বলিতে হয়? জীবাত্মার যে জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, তাহাও আপনকার বিষয়ে যে অবিদ্যা আছে তাহারই কৃত, বস্তুতঃ জীবাত্মারও জন্মাদি কিছুই নাই। (৩৩)

সে যাহা হউক। হে ঈশ! আপনি অন্য সময়ে মৎস্য অশ্ব কচ্ছপ বরাহ নৃসিংহ হংস ক্ষত্রিয় বিপ্র এবং দেব এই সকলে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে যদ্রূপ পালন করিয়াছেন এক্ষণেও তদ্রূপে রক্ষা করুন, অধিকন্তু এই ভূমির ভার হরণ করিতে আজ্ঞা হউক। হে যদূত্তম। আপনাকে বন্দনা করি। এই বলিয়া সকলেই মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। (৩৪) তদনন্তর দেবকীর প্রতি কহিতে লাগিলেন হে অম্ব! ভাগ্যক্রমে পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান আমাদের উদ্ভবার্থ তোমার কুক্ষিগত হইয়াছেন, ভোজপতি কংসের মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা হইতে আর তুমি ভয় পাইও না, তোমার আত্মজ অতঃপর যদুদিগের রক্ষাকারী হইবেন। (৩৫)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! যাঁহার রূপ সর্ব্ব প্রত্যক্ ভূত, সেই পুরুষের এই প্রকার যথার্থ স্তব করিয়া দেবতারা মনে করিলেন আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া ব্রহ্মা ও মহেশ বুঝি এখানে থাকিবেন অতএব তাঁহাদিগকে অগ্রগ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। (৩৬)

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভগবান্ হরির নিজ রূপে স্বয়ং উদ্ভব, মাতা পিতা কর্ত্তৃক তদীয় স্তুতি এবং ভীতি বশতঃ গোকুলে নীত করণ।

শুকদেব কহিলেন অনন্তর যখন সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন পরম রমণীয় শোভন সময় উপস্থিত হইল অর্থাৎ যে সময় রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও অশ্বিনী প্রভৃতি তারকা নিকর তথা অন্যান্য তারাসমূহ শান্ত হইল, (১) দিক্ সকল প্রসন্ন ও গগণমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রগণ প্রকাশ হইতে লাগিল। আর পৃথিবীস্থ, পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ, তথা আকর সকল বহুল মঙ্গলময় হইতে থাকিল। (২) অপর যে সময় নদী সকলের জল প্রসন্ন হইল, হ্রদ সকল কমল সমূহে শোভাশালী ও বনরাজীসকল পক্ষি ভ্রমরাদির কলরবে পরিপূর্ণ পুষ্পস্তবকে শোভিত হইয়া উঠিল। (৩) আর যখন পবন সুখস্পর্শ হইয়া পুণ্য গন্ধ বহন পূর্ব্বক বহিতে লাগিল। দ্বিজাতিদিগের শান্ত হুতাশন উদ্দীপ্ত হইয়াউঠিল। (৪) অপিচ যে সময় সাধু পুরুষদের অথবা কংসাদি ব্যতিরিক্ত সকল প্রাণির মনঃ প্রসন্ন হইল। এবং যে সময় সেই জন্মরহিত ভগবান্ আসন্ন প্রসব হইলে অর্থাৎ জন্মিবার উপক্রম করিলে ভূরি২ দুন্দুভি ধ্বনিত হইল তথা গন্ধর্ব্বগণ গান, সিদ্ধচারণনিকর স্তব, এবং অপ্সরাদিগের সহিত বিদ্যাধর সকল হর্ষে নৃত্য আরম্ভ করিল, দেব ও ঋষি সমূহ হর্ষান্বিত হইয়া পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। (৫) অধিকন্তু যখন তমোময় নিশীথে ভগবান্ জনার্দ্দন জন্মিবার উপক্রম করিলে প্রতি-

সাগরে জলধর সমূহ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল (৬) সেই সময়, পূর্ব্ব দিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায় তাহার ন্যায়, দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ হরি ঐশ্বর রূপে আবির্ভূত হইলেন। (৭)

হে রাজন্! ভগবান্ আবির্ভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন সেই বালক অতিশয় অদ্ভুত। তাঁহার কমল তুল্য লোচন, চারি হস্ত, শঙ্খ গদা প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন বিরাজমান, গলদেশে কৌস্তুভ মণি শোভমান। তাঁহার পরিধান পীতবসন, বর্ণ নিবিড় জলধর সদৃশ সুভগ, মহামূল্য বৈদূর্য্য মুকুট তথা কুণ্ডলের দ্যুতিতে অপরিমিত কেশপাশ দেদীপ্যমান। আর তিনি অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা অঙ্গদ তথা কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্তি পাইতেছেন। (৮) ভগবান্ হরিকে উক্ত রূপে আবির্ভূত হইতে দেখিবামাত্র যদিও বসুদেবের নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল কারণ কৃষ্ণাবতারোৎসবের সম্ভ্রম জন্মিল, তথাপি পুত্রমুখ দর্শন হইল বলিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মনোদ্বারা দশ সহস্র ধেনু দান করিলেন। সে সময় বন্ধনাবস্থায় ছিলেন তাহাতে বস্তুতঃ দান হইবার সম্ভাবনা কি? (৯)

হে ভারত! তদনন্তর শুদ্ধবুদ্ধি বসুদেব ঐ পুত্রকে পরম পুরুষ অবধারণ করিয়া প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়ে স্তব করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে বালকের শরীরকান্তি দ্বারা সূতিকাগৃহ সাতিশয় উদ্দ্যোতিত হইতে ছিল। (১০)

বসুদেব পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন অহো! আপনাকে জানিতে পারিলাম, আপনি প্রকৃতির পর পুরুষ। কি আশ্চর্য্য! সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইলেন। ভগবন্! কেবল অনুভব ও আনন্দই আপনকার স্বরূপ এবং আপনি সর্ব্বপ্রাণির অন্তর্যামী। এতদ্রূপ কোন ব্যক্তি কখন কাহারো দৃশ্য হয়েন নাই, ইহাতেই আপনাকে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া আমি আশ্চর্য্য মানিতেছি। (১১) ভগবন্! আপনকার স্বরূপ এই প্রকারই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আপনি দেবকী জঠরপ্রবিষ্ট নহেন। নিজ মায়ায় এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় লক্ষ্য হইতেছেন। (১২) প্রভো! যদ্রূপ অবিকৃত ভাব অর্থাৎ মহদাদি পদার্থসকল বিকৃত ভাবের সহিত অর্থাৎ ষোড়শ বিকারের সহিত মিলিত হইয়া বিরাজ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে। ভগবন্! অবিকৃতভাব মহদাদির সহিত বিকৃত ভাব মিলিত হইবার কারণ এই, ঐ সকল ভাব পরস্পর পৃথক্ হইলে বিশিষ্ট কার্য্যে সমর্থ হয় না। অপর অবিকৃত ভাব সকল ষোড়শ বিকার সহ মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করণানন্তর যদ্রূপ তাহাতে অনু প্রবিষ্ট ন্যায় দৃষ্ট হয় বস্তুতঃ প্রবিষ্ট নহে কারণ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণত্ব রূপে বিদ্যমান ছিল সুতরাং কার্য্য সৃষ্ট হইলে পশ্চাৎ প্রবেশ সম্ভবে না। (১৩) তদ্রূপ আপনি ইন্দ্রিয় ও বিষয় সহিত বর্ত্তমান হইয়াও ঐ সকলের সহিত গৃহীত হয়েন না। হে ভগবন্! পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরই, নীড়ে পক্ষ্যাদির প্রবেশের ন্যায়, অন্যত্র প্রবেশ সম্ভবে, আপনি অনাবৃত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, আপনকার অন্তর্ব্বহিঃ ভেদই নাই, প্রবেশ কোথা হইতে হইবেক। আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সকলের আত্মা, ব্যাপক এবং পরমার্থ বস্তু, আপনকার আবরণ হইতে পারে না। আপনকার অন্তর্যামিত্ব রূপে প্রবেশই মুখ্য নহে, ইহাতে দেবকীগর্ভে প্রবেশ কি রূপে হইবেক? অতএব আপনি কেবল অনুভব ও আনন্দ স্বরূপ, আপনাকে কে

জানিতে পারিলাম, আমার পরম ভাগ্য। (১৪) ভগবন্! যে পুরুষ আত্মার দৃশ্য গুণ দেহাদি মধ্যে দেহাদিকে আত্ম ব্যতিরেকে পৃথক্ বর্ত্তমান বলিয়া নিশ্চয় করে ব্যতিরেক দর্শন হেতু সে নিতান্ত অবিদ্বান, যেহেতু দেহাদি পদার্থ বিচারিত হইলে বাক্য মাত্রের আরম্ভ ব্যতিরেকে ঐ সকল যথার্থ হইতে পারে না, অতএব অগ্রে যে বস্তু অবস্তুত্ব রূপে বাধিত যে পুরুষ বুদ্ধিদ্বারা তাহাই বস্তু বলিয়া স্বীকার করে তাহাকে অবিদ্বান্ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? (১৫)

বিভো! তত্ত্বদর্শিরা বলেন আপনাহইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে অথচ আপনি নিগুর্ণ সুতরাং নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী। ভগবন্! যদিও নিষ্ক্রিয়ের কর্তৃত্ব ও অবিকারিত্ব বিরুদ্ধ, তথাচ আপনি ঈশ্বর এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আপনাতে অকর্তৃত্ব ও অবিকারিত্ব বিরুদ্ধ হইতে পারে না, গুণ সকল সৃষ্ট্যাদি করে, আপনি তাহাদের আশ্রয় বলিয়া আপনাতে সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব আরোপিত হয়, যেমন ভৃত্যকৃত কার্য্য রাজাতে আরোপ করা গিয়া থাকে। (১৬) প্রভো! আপনি উক্ত রূপ হইয়াও ত্রিলোকীর পালনার্থ স্বীয় মায়া দ্বারা শুক্ল বর্ণ ধারণ করেন, সৃষ্টি নিমিত্ত রজোগুণান্বিত রক্ত বর্ণ গ্রহণ করেন, অপর প্রলয় সময়ে তমোগুণ দ্বারা কৃষ্ণ বর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন। (১৭) হে অখিলেশ্বর! হে বিভো! আপনি এই সমস্ত লোকের রক্ষা ইচ্ছা করিয়া আমার আলয়ে কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন অতএব রাজন্য নামক কোটি২ অসুর যূথপতির সহিত যে সকল সেনা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে সাধুজনের রক্ষণার্থ আপনি তাহাদিগকে বধ করিবেন সন্দেহ নাই, (১৮) তথাপি আপনি সাবধান হইবেন কারণ এই খল কংস আমাদের গৃহে আপনকার জন্ম হইবে ইহা শুনিয়া আপনকার অগ্রজদিগকে নিহত করিয়াছে। হে সুরেশ্বর! ঐ দুরাত্মার ভৃত্যেরা আপনকার অবতার কথা বলিয়া আসিল, সে শুনিয়া এখনি অস্ত্র উদ্যত করিয়া আসিতেছে। (১৯)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! তদনন্তর কংসভীতা দেবকী সেই সন্তানটীকে মহাপুরুষ লক্ষণান্বিত দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। (২০)

দেবকী কহিলেন ভগবন্! বেদ সকলে যাহাকে অনির্ব্বচনীয় কার্য্য কল্প যে বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন অর্থাৎ যাহাকে নিরীহ (সন্নিধিমাত্রে কারণ) নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, নিগুর্ণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া থাকেন আপনি সেই বস্তু, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অধ্যাত্মদীপ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি করণ সমূহের প্রকাশক। অতএব আপনকার ভয়াশঙ্কা নাই। (২১) প্রভো! দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে চরাচর লোক বিনষ্ট হয়, সে সময় পৃথিব্যাদি মহাভূত আদিভূতে অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলয় পায় পরে ব্যক্ত সেই আদি ভূত কালবশতঃ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধানকে প্রাপ্ত হইলে এক আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। সে সময় অশেষাত্মক প্রধানে আপনকার প্রজ্ঞা হয় অর্থাৎ আমাতেই এই সমস্ত বিলীন আছে এইরূপ বোধ করেন। (২২)

অপিচ হে প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক ভগবন্! নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিপরার্দ্ধ রূপ যে এই কাল, যাহাতে বিশ্বের বিপরিবর্ত্তন হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন ঐ কাল তোমার লীলা মাত্র। প্রভো! তুমি এতাদৃশ এবং অভয়স্থান, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। (২৩) হে আদ্য! এই মর্ত্ত্যলোক মৃত্যুরূপ বিষধর হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করত সকল লোকের প্রতিই ধাবমান হইয়াছিল, কাহাকেও নির্ভয় পায় নাই। কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয় হেতু তোমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়াতে

এক্ষণে সুস্থ হইয়া শয়ন করিতেছে ইহার নিকট হইতে মৃত্যু অপগত হইল। (২৪) ভগবন্! সেই তুমি ভৃত্য জনের ভয় হারী, উগ্রসেনাত্মজ ঘোর কংস হইতে আমরা অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ত্রাণ কর। তোমার এই ঐশ্বর রূপ ধ্যানাস্পদ; ইহাকে চর্ম্মচক্ষুর গোচর করিও না। (২৫) হে মধুসূদন! আমাতে তোমার যে এই জন্ম হইল ইহা যেন ঐ পাপ কংস জানিতে না পারে। প্রভো! আমি তোমারই নিমিত্ত কংস হইতে ভয় পাইতেছি, আমার চিত্ত অস্থির হইতেছে। অতএব হে বিশ্বাত্মন্! শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের শোভায় শোভিত চতুর্ভুজ, এই অদ্ভুত রূপ তিরোহিত কর। (২৬) ভগবন্! আপনি পরম পুরুষ, প্রলয়াবসানে স্বীয় শরীরে চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার দেহে জগৎ অসঙ্কোচে ছিল কোন পদার্থের স্থান সঙ্কীর্ণ হয় নাই, সেই আপনি আমার গর্ব্ভে জন্মিয়াছেন, ই। মনুষ্য লোকের একপ্রকার বিড়ম্বনা। অতএব এতাদৃশ রূপবান পুত্র দ্বারা আমার শ্লাঘা হওয়া দূরে থাকুক লোক সমাজে বরং উপহাস্যতা হইবার সম্ভাবনা এনিমিত্তেও এই অদ্ভুত রূপ সংহার করুন। (২৭)

এতৎ শ্রবণে ভগবান আপনার চতুর্ভুজ রূপে অবতারের কারণ বলিতে লাগিলেন হে সতি! প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি ছিলে, তৎকালে এই অকল্মষ বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি হইয়াছিলেন। (২৮) ব্রহ্মা তোমাদিগকে প্রজা সৃজনার্থ আদেশ করিলে তোমরা দুই জনে ইন্দ্রিয়চয় জয় করিয়া পরম তপস্যা করিয়াছিলে। বর্ষা রৌদ্র হিম ঘর্ম্ম প্রভৃতি কাল গুণ সকল সহ্য করিয়া থাকিতে, প্রাণায়াম দ্বারা তোমাদের মনোমল নির্ধৌত হইয়াছিল, শীর্ণ পর্ণ ও অনিলমাত্র তোমাদের আহার ছিল, শান্ত চিত্ত হইয়া আমার নিকট অভীষ্ট সিদ্ধি অভিলাষ করত আমার আরাধনা করিতে। (২৯) ভদ্রে! এই প্রকারে আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া পরম দুশ্চর তপস্যা করিতেং তোমাদের দিব্য দ্বাদশ সহস্র বর্ষ যখন গত হয় (৩০) তখন তোমাদের প্রতি আমার পরিতোষ জন্মে, তপস্যা এবং শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তোমরা হৃদয় মধ্যে নিত্য আমার চিন্তা করাতে আমি এই দেহ ধরিয়া প্রাদুর্ভূত হই, কারণ আমি বরদাতাদিগের রাজা, তোমাদের অভিলষিত বর দান করিব। সে যাহা হউক। তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া 'বর প্রার্থনা কর' এই বাক্য বলিলে তোমরা আমার সদৃশ পুত্র চাহিয়াছিলে (৩১) তোমরা দুই স্ত্রী পুরুষে অনপত্য ছিলে, গ্রাম্য বিষয়ের রসাস্বাদ পাও নাই, আমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমার নিকট মুক্তি চাহিতে অসমর্থ হইয়াছিলে। (৩২) সে যাহা হউক। আমি তোমাদিগকে ঐ বরই প্রদান করিয়া গমন করিলে তোমরা আমার সদৃশ তনয় লাভ করিয়া বিবিধ গ্রাম্য ভোগ ভোগ করিয়াছিলে কারণ তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল। হে সতি! সেই জন্মে আমিই তোমাদের পুত্র হইয়াছিলাম কারণ লোকে শীল ঔদার্য্যাদিগুণ দ্বারা আমার সমান কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই নাই। অতএব ঐ জন্মে আমি পৃশ্নিগর্ভ বলিয়া বিখ্যাত হই। (৩৩)

হে সতি! দ্বিতীয় জন্মে আমি পুনরায় তোমাদেরই দুই জনের পুত্র হইয়াছিলাম। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মিয়া উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত হই। ঐ জন্মে আমার আকৃতি খর্ব্ব হইয়াছিল একারণ লোকে আমাকে বামন বলিত। এই তৃতীয় জন্মেও আমি সেই শরীর সহিত তোমাদের গৃহে এইরূপে পুনরায় জন্মিলাম, তোমরা সেই পৃশ্নি ও সুতপা, আমার কথা সত্য জানিও। (৩৪)

হে দেবি! আমার পূর্ব্বতন জন্মসকল স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে এই রূপ দর্শাইলাম, এরূপ না করিলে মানব চিহ্ন দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারিত না। (৩৫) তোমরা দুই জনে স্নেহ করিয়া পুত্র ভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে আমাকে চিন্তা করিয়া অতঃপর আমার পরা গতি প্রাপ্ত হইবে।

হে রাজন্! ভগবান্ হরি এই প্রকার কহিয়া তুষ্ণীভূত হইলেন। পরে দর্শন কারি পিতা মাতার সমক্ষে নিজ মায়া যোগে তখনি প্রাকৃত বালক হইলেন। (৩৬)

অনন্তর যদি কংস হইতে ভয় পাও তবে আমাকে গোকুলে রাখিয়া, আমার যে মায়া যশোদার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া আইস, এই প্রকারে প্রেরিত হওয়াতে যখন সেই পুত্র গ্রহণ করিয়া সূতিকা গৃহ হইতে বহির্গত হইতে বসুদেবের বাঞ্ছা হইল সে সময় ভগবানের যোগমায়া জন্ম রহিত হইয়াও নন্দজায়ার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। (৩৭) রাজন্! সেই মায়ার প্রভাবে সমুদায় দ্বার পালের যাবতীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি অপহৃত হইল অর্থাৎ তাহারা জাগ্রৎ থাকিয়াও অচেতন হইয়া পড়িল এবং পুরবাসি সকলে নিদ্রাতুর হইয়া শয়ন করিল। বসুদেব দেবকী যে গৃহে ছিলেন তথাকার দ্বার সকল বৃহৎ বৃহৎ কপাট, লৌহ কীলক এবং লৌহ শৃঙ্খলে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়া ছিল (৩৮) কিন্তু বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বহির্গমনার্থ উদ্যত হইলে, যেমন রবির উদয়ে অন্ধকার স্বয়ং বিমোচিত হয় তাহার ন্যায়, সে সকল স্বয়ং অপাবৃত হইয়া গেল। রাজন্! তৎকালে মেঘপটল গর্জ্জন পূর্ব্বক বারিবর্ষণ করিতেছিল সত্য কিন্তু তাহাতে বসুদেবের গমন ব্যাহত হইল না, অনন্তদেব স্বীয় ফণা দ্বারা জল নিবারণ করিতে২ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন। (৩৯) অপর বারম্বার বারিধরের বারি বর্ষণে যদিও গম্ভীর জল প্রবাহের বেগে প্রবল তরঙ্গ হইয়া যমুনা ঘোরতর ফেণিল এবং ভয়ানক শত শত আবর্ত্তে সঙ্কুল হইয়া ছিল তথাপি সাগর যদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রকে পথ প্রদান করে তাহার ন্যায় ঐ নদী বসুদেবকে যাইবার নিমিত্ত বর্ত্ম দিল। (৪০) সে যাহা হউক। বসুদেব নন্দব্রজে উপনীত হইয়া দেখিলেন ভগবানের মায়া প্রভাবে গোপেরা সকলেই নিদ্রিত হইয়া আছে অতএব আপনার পুত্রটীকে যশোদার শয়নে স্থাপন করিয়া তদীয় তনয়া গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় গৃহে আগমন করিলেন। (৪১) অনন্তর দেবকীর শয়নে কন্যাটী রাখিয়া আপনার পদদ্বয়ে লৌহ নিগড় বন্ধন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিলেন। (৪২)

হে রাজন্! নন্দপত্নী যশোদা যখন কন্যা প্রসব করেন তৎকালে কোন একটী উৎপন্ন হইল এতাবন্মাত্র তাঁহার বোধ হইয়াছিল, পরিশ্রান্তা ও মায়া দ্বারা অপহৃতস্মৃতি হওয়াতে তাহার চিহ্ন অর্থাৎ পুত্র কি কন্যা জানিতে পারেন নাই। (৪৩)

ইতি দশম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

চণ্ডিকাবাক্য শ্রবণে কংসের ভয় এবং মন্ত্রিদিগের কুমন্ত্রণায় বালকাদি হিংসায় প্রবৃত্তি।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! বসুদেব পূর্ব্ববৎ নিগড়বদ্ধ হইয়া বসিলে বহির্ভাগস্থ ও অভ্যন্তরস্থ সমুদায় পুরদ্বার পূর্ব্ববৎ স্বয়ং আবদ্ধ হইল। তদনন্তর বালকধ্বনি শুনিয়া গৃহপাল সকল জাগিয়া উঠিল (১) এবং সত্বর গমন পূর্ব্বক দেবকীর

অষ্টম গর্ভ জন্ম কংসের নিকটে নিবেদন করিল, ঐ দুরাত্মা উদ্বিগ্ন হইয়া উহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। (২) অতএব শুনিবামাত্র আশু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং এই বুঝি আমার কাল, ইহা বিবেচনা করত বিহ্বল হইল। তদনন্তর স্খলিত ও মুক্তকেশ হইয়া ব্যস্ত সমস্ত দেবকীর সূতিকাগৃহে দৌড়িয়া গেল।

হে ভারত! ভ্রাতাকে আগত দেখিয়া দীনা দেবকী সকরুণ বচনে কহিতে লাগিলেন হে কল্যাণ! এটী তোমার ভাগিনেয়ী, ইহাকে মারিয়া স্ত্রীবধ করা উচিত হয় না। ভাই! তুমি দৈব প্রেরিত হইয়া অগ্নিতুল্য অনেক শিশুর প্রাণ বধ করিয়াছ, একটী কন্যা আমাকে দাও। (৩) প্রভো! আমি তোমার অনুজা ভগিনী, সকল সন্তান গুলি নিহত হওয়াতে নিতান্ত খিন্না হইয়া আছি। শেষের কন্যাটী এ অভাগিনীকে অনুগ্রহ করিয়া দিতে যোগ্য হয়েন। (৪)

হে রাজন্! কন্যাটীকে আলিঙ্গন করিয়া দেবকী দীনা অপেক্ষাও দীনার ন্যায় * হইয়া ঐ প্রকারে যাচ্ঞা করিতে থাকিলেন তথাপি দুরাত্মা কংসের দয়া হইল না, ভৎর্সনা করিয়া তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল (৫) এবং জাতমাত্র সেই কন্যার পা ধরিয়া বলপূর্ব্বক শিলাপৃষ্ঠে প্রক্ষেপ করিল। সে স্বার্থ নিমিত্ত সৌহৃদ্য উন্মূলিত করিয়া ফেলিল। (৬) যাহা হউক। প্রক্ষিপ্তা হইবামাত্র সেই কন্যা কংসের হস্ত হইতে ঊর্দ্ধে গিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবী হইয়া আকাশে গমন করিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর সকলে দেখিতে পাইল বিষ্ণুর অনুজা সেই দেবী সশস্ত্র অষ্টভুজা হইয়াছেন এবং দিব্য বসন ভূষণ ও মাল্যালঙ্কারে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার অষ্ট হস্তে শূল, ধনুঃ, বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, শঙ্খ, চক্র, গদা, দেদীপ্যমান আর সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর এবং উরগগণ ভূরি ভূরি উপহার আহরণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন।

হে ভারত! ঐ দেবী আকাশ হইতে উচ্চ স্বরে কংসকে সম্বোধিয়া কহিলেন (৭) অরে মূঢ়! আমাকে বধ করিলে কি হইবে, তোর পূর্ব্ব শত্রু তোর অন্তক হইয়া কোন স্থানে জন্মিয়াছেন, তুই আর অন্যান্য দীন বালকদিগকে বৃথা বধ করিস্ না। (৮) ঐ প্রকার কহিয়া ভগবতী সেই দেবী ভূমণ্ডল মধ্যে বারাণসী প্রভৃতি বহু২ নামধারি নিকেতনে অধিষ্ঠিতা হইয়া বহুনামা হইলেন। (৯) পরন্তু তাঁহার বাক্য শুনিয়া কংস যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল কারণ তাহার মনে হইল এ কি! দৈব বাক্য অনৃত হইল? যাহা হউক। সে তদনন্তর দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দিল এবং বিনয়াবনত হইয়া কহিতে লাগিল (১০) অগো ভগিনি! অহে ভগিনীপতি! আমি বড় পাপাত্মা, রাক্ষসে যেমন অপত্য হিংসা করে তাহার ন্যায় তোমাদের সুত সকল বিনষ্ট করিয়াছি, ইহাতে আমার কারুণ্য ত্যাগ হইয়াছে এবং আপনি জ্ঞাতি সুহৃদ ত্যাগ করিয়াছি, আমি অতিশয় খল, ব্রহ্মহার সদৃশ মরণের পর কোন্ লোকে যাব বলিতে পারি না। কি আশ্চর্য্য! কেবল মানুষেই মিথ্যা বলে এমত নয় দেবতারাও অনৃত বলিয়া থাকেন! দৈববাক্যে বিশ্বাস করিয়াই তো পাপাত্মা আমি ভগিনীর শিশু সন্তানদিগকে নিহত করিয়াছি। (১১) যাহা হউক। তোমারা আর সন্তানদিগের নিমিত্ত শোক করিও না, তাহারা স্বস্বকৃত কর্ম্ম ভোগ করিয়াছে, অপর

* দুরাত্মা কংস দৌরাত্ম্য করিয়া বধ করিলেও বস্তুতঃ কোন পুত্র বিনষ্ট হয় নাই অন্যত্র নীত হইয়াছিল মাত্র এবং ঐ কন্যাটীও সাক্ষাৎ যোগমায়া ইহা জ্ঞাত ছিল সুতরাং দেবকীকে দীনার ন্যায় বলা গেল।

সকল প্রাণীই দৈবাধীন, একারণ সর্ব্বদা একত্র থাকিতে পায় না, অত্যল্প কালমাত্র থাকে। (১২) যদ্রূপ পৃথিবীতে পার্থিব ঘটাদি উৎপন্ন হয় পরে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার ন্যায় দেহ সকল জন্ম গ্রহণ করে এবং পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অপর যদ্রূপ পার্থিব ঘটাদি বিক্রিয়মাণ হইলেও পৃথিবী বিকৃতা হয় না, তেমনি জন্মাদি দ্বারা দেহ সকলের বিকার হইলেও প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞায়মান এই আত্মা বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হন না, সর্ব্বদা এক রূপই থাকেন। (১৩) ভগিনি! এই রূপ বিচার করিলে শোকাদির সম্ভাবনা মাত্র নাই, যে সকল ব্যক্তি ঐ প্রকার যথাবৎ না জানে তাহাদিগের আত্ম বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহে আত্ম বুদ্ধি হয়। বিপর্য্যয় হইতেই ভেদ জন্মে, অর্থাৎ আত্মা পরিচ্ছিন্ন হইয়া অহঙ্কারাস্পদ ভিন্ন হয়। সেই ভেদ হইতে পুত্রাদির দেহ সহ যোগ ও বিয়োগ হয়। তাহা হইতে সংসৃতি অর্থাৎ সুখ দুঃখ হইয়া থাকে। সেই সংসার যাবৎ অজ্ঞান থাকিবে তাবৎ নিবর্ত্ত হইবেক না। (১৪) অতএব হে ভদ্রে! যে সকল শিশু গিয়াছে যদিও তাহারা বস্তুতঃ তোমার তনয় নহে এবং আমিও বস্তুতঃ তাহাদিগকে নিহত করি নাই, তথাপি অজ্ঞান দৃষ্টিতে তুমি তাহাদিগকে স্বীয় তনয় জানিয়া আমাকর্ত্তৃক নিহত হইলেও শোক করিতে যোগ্য হও না যেহেতু সকল ব্যক্তি অবশ হইয়া স্বকৃত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১৫) যদি বল জ্ঞান দৃষ্টিতে যদ্যপি কেহ হন্তা অথবা হত হয় না তবে ব্রাহ্মণাদি বধে প্রায়শ্চিত্ত শ্রুত হয় কেন? উত্তর তাহাও অজ্ঞান মূলই জানিবে, ফলতঃ দেহাভিমানী পুরুষ যাবৎ পর্য্যন্ত আমি হন্তা, অথবা আমি হত হইলাম এই রূপ আপনাকে বোধ করে তাবৎ পর্য্যন্ত দেহের হনন আত্মাতে কল্পনা করিয়া সেই অজ্ঞ ব্যক্তি বাধ্য ও বাধক ভাব প্রাপ্ত হয়। (১৬) অতএব তোমরা সাধু ও বন্ধুবৎসল, আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা করহ। হে রাজন্! কংস এই রূপ কহিয়া অশ্রুমুখে ভগিনী ও ভগিনীপতির চরণ গ্রহণ করিল। (১৭) এবং কন্যার বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া প্রিয় বচনাদি দ্বারা আত্ম সৌহৃদ্য প্রদর্শন করত তাঁহাদিগকে নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিল বসুদেবও হাস্য করিয়া তাহাকে বলিলেন হে মহারাজ! যে প্রকার কহিতেছ এই রূপই বটে যেহেতু দেহিদিগের অহং বুদ্ধি অজ্ঞানপ্রভবা, সেই অহংবুদ্ধি হইতেই ইনি আপন, ইনি পর, এতদ্রূপ ভেদ দর্শন হয়। (১৮) ভেদদর্শী দেহিগণ শোক হর্ষ লোভ মোহ ভয় দ্বেষ এবং মদে পরিপূর্ণ হয় সুতরাং নিমিত্তভূত পদার্থ সকল দ্বারাই পদার্থ সকলকে বিনষ্ট করেন যে ঈশ্বর, তাঁহাকে দেখিতে পায় না। (১৯)

হে রাজন্! বসুদেব ও দেবকী প্রসন্ন হইয়া, যে প্রকারে বিশ্বাস হয় সেইরূপ করিয়া এই মতে সম্ভাষণ করিলে, কংস তাহাদের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নিজ নিকেতনে প্রবেশ করিল। পরন্তু রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিয়া কন্যারূপিণী মায়ার সমুদায় কথা তাহাদের নিকট কহিল। (২০) মন্ত্রিগণ দানব, দেবতাদের বৈরী এবং তাঁহাদের প্রতি জাতক্রোধ ছিল বিশেষতঃ দৃষ্টমাত্রবিষয়েই বুদ্ধিমান, অতএব প্রভুর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর দিল (২১) হে ভোজেন্দ্র! যদ্যপি এরূপ হইয়া থাকে তবে পুর গ্রাম ব্রজ ইত্যাদি স্থানে যেখানে যত শিশু জন্মিয়াছে তাহাদের বয়ঃক্রম দশ বর্ষের ন্যূনই হউক, অথবা অধিকই হউক, সকলকে বিনষ্ট করা যাউক। মহারাজ! দেবতারা সমরভীরু, আপনকার ধনুকের ছিলার শব্দে নিত্যই উদ্বিগ্নচিত্ত থাকে, তাহারা উদ্যম করিয়া কি করিতে পারিবেক? (২২) হে মহারাজ! আপনি দেবগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা আপনকার

শরজালে বিদ্ধ হইয়া জীবনেচ্ছায় সমর পরিহার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন পর হইয়াছিল। কতকগুলা দেবতা ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়াছিল। আর কতগুলা মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখ হইয়া "আমরা ভয় পাইয়াছি" বলিয়া শরণ প্রার্থনা করিয়াছিল। (২৩) রাজন্! সেই সকল দেবতা স্বং অস্ত্র শস্ত্র বিস্মৃত এবং বিরথ ও ভয়ে বিনম্র হইয়াছিল, অপর তাহাদের ধনুঃ ভগ্ন হইয়াছিল অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়। আপনি তাহাদিগকে অন্য মনস্ক ও বিমুখ দেখিয়া বধ করেন নাই। (২৪) হে ভোজেন্দ্র! দেবতারা নির্ভয় দেশেই শূর, যে স্থানে যুদ্ধ নাই সেই খানেই তাহাদের প্রৌঢ়িবাদ (শৌর্য্যবীর্য্যের কথা) শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের হইতে কি হইতে পারিবে? আর হরি ও হর হইতেই বা ভয় সম্ভাবনা কি? হরি তো সর্ব্বদা নির্জ্জনে সকলের অন্তরেই প্রবিষ্ট থাকেন, কখন বাহিরে দৃষ্ট হন না। মহাদেবের বাস ইলাবৃত বন, যেখানে কখন কোন পুরুষ প্রবেশ করিতে পারে না। ইন্দ্র অথবা ব্রহ্মা হইতেও ভয় সম্ভাবনা দেখি না, কারণ ইন্দ্র অতিশয় অল্পবীর্য্য, আর ব্রহ্মা সর্ব্বদা তপস্যাতেই নিযুক্ত আছেন। (২৫) কিন্তু যদিও উদ্যম করিয়া দেবতারা কিছুই করিতে পারিবেক না সত্য তথাপি নীতি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, আমাদের মত এই, দেবতারা আমাদের শত্রু, সুতরাং উপেক্ষণীয় নহে, অতএব তাহাদিগের মূলোৎপাটনার্থ আমাদিগকে নিযুক্ত করুন। হে মহারাজ! আমরা আপনকার অনুব্রত, প্রাণপণে আদেশ সম্পাদন করিব। (২৬) যেমন শরীরে কোন একটা রোগ উৎপন্ন হইলে যদি তাহাকে উপেক্ষা করা যায় তবে সেই ব্যাধি ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠে পরে সহজে তাহার প্রতীকার করিতে পারা যায় না অথবা যেমন ইন্দ্রিয়নিচয়কে উপেক্ষা করিলে শেষে সে সকলকে বশীভূত করা অসাধ্য হয় তেমনি মহৎ রিপু বদ্ধবল হইলে তাহাকে বিচলিত করা দুঃসাধ্য। (২৭)

হে ভোজেন্দ্র! দেবতাদিগের মূল বিষ্ণু। ঐ বিষ্ণু যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে থাকেন, সেই ধর্ম্মের মূল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা, এবং দক্ষিণা সমেত যজ্ঞ। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বেদবাদি, তপস্বি এবং যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণদিগকে তথা হবির্দোহনকারিণী গাভীসকলকে বধ করা যাউক। হে মহারাজ! গো, বিপ্র, বেদ, তপস্যা, সত্য, শম, দম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা, যজ্ঞ, এ সকল বিষ্ণুর মূর্ত্তি। বিষ্ণু সমস্ত দেবতাদের অধ্যক্ষ, সকলের অন্তর্যামী, অসুরদিগের দ্বেষ্টা, এবং তিনিই ঈশ্বর ও চতুর্মুখ সহিত সমস্ত দেবতার মূল। (২৮) হে মহারাজ! যেহেতু ব্রাহ্মণাদি সকলে বিষ্ণুরই শরীর, অতএব ঋষিদিগের হিংসা করা যাউক, তাহাই বিষ্ণুকে বধ করিবার উপায়।

তদনন্তর দুর্ম্মতি কংস দুর্ম্মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ব্রহ্মহিংসাতেই আপনার শ্রেয়ঃ অবধারণ করিল, কারণ কালপাশে আবৃত হইয়াছিল, পরে হিংসা রসে রসিক তথা ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপধারি দানবদিগকে সাধুজনহিংসার্থ আদেশ করিয়া নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হইল। (২৯) হে ভারত! অসুরগণ একে রজঃপ্রকৃতি, তাহাতে আবার তমোগুণে তাহাদের চিত্ত বিমূঢ় ও আপনারা মৃত্যু সমীপে আগত হইয়াছিল অতএব আশু উৎসন্ন হইবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মদ্বেষ করিতে প্রবৃত্ত হইল। (৩০) হে পরীক্ষিত! সাধুদ্বেষ কেবল মৃত্যু মাত্রের হেতু নহে, তাহাতে বহু অনর্থ হয়। অর্থাৎ মহাজনের অতিক্রমে পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক, কল্যাণ, এবং সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। (৩১)

ইতি দশম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পুত্রের জাতোৎসব করিয়া নন্দের মথুরাগমন এবং তথায় বসুদেব সহ সমাগমোৎসব।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! তনয় উৎপন্ন হইলে উদারমনা নন্দ সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। স্নানানন্তর শুচি হইয়া তৎক্ষণাৎ বেদজ্ঞ বিপ্রগণকে আহ্বান ও অলঙ্কৃত করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক যথাবিধি আত্মজের জাতকর্ম্ম করাইলেন। পরে আপনার পিতৃ ও দেব লোকদিগের অর্চ্চনা হইল। (১) তদনন্তর বিংশতি লক্ষ অলঙ্কৃত ধেনু তথা সাতটী তিলাচল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। সেই সপ্ত তিল পর্ব্বত রত্নসমূহে তথা স্বর্ণ রসাক্ত বসনে আবৃত হইয়াছিল। (২) হে ভারত! গো হিরণ্যাদি দ্রব্য মধ্যে কোন২ পদার্থ যদ্রূপ দানাদি দ্বারা শুদ্ধ হয় তদ্রূপ দানাদিযুক্ত জাতকর্ম্ম সংস্কার দ্বারাই গর্ভশুদ্ধি হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত নন্দ ঐ রূপ দান করিলেন। ফলতঃ কোন২ পদার্থ (ভূম্যাদি) কালবশতঃ শুদ্ধ হয়। কোন২ পদার্থ (দেহাদি) স্নান দ্বারা শুদ্ধি পায়। কোন২ বস্তু (অমেধ্যলেপনাদি) শৌচ দ্বারা শুদ্ধ হয়। কোন২ পদার্থ (গর্ভাদি) জাত কর্ম্মাদি সংস্কারে শুদ্ধ হয়। কোন২ পদার্থ (ইন্দ্রিয়াদি) তপস্যা দ্বারা পূত হয়। কোন২ ব্যক্তি (ব্রাহ্মণাদি) যজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হন। কোন২ পদার্থ (দ্রব্যাদি) দান দ্বারা শুদ্ধ হয়। কোন২ পদার্থ (মনঃ প্রভৃতি) সন্তোষে শুদ্ধ হয়। তথা আত্মা আত্মবিদ্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। (৩)

সে যাঁহা হউক। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ স্বস্তি বাচন আরম্ভ করিলেন। সূত (পৌরাণিক) মাগধ, (বংশকীর্ত্তক) তথা বন্দী (প্রস্তাবানুরূপ কথনশীল লোকেরা) স্তব করিতে লাগিল। শেষে গায়কগণ গান আরম্ভ করিল এবং বারম্বার ভেরী ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। (৪) হে পরীক্ষিত! ব্রজপুরীর সমুদায় দ্বার, অজির এবং গৃহতল সম্মার্জ্জিত ও জলাভিষিক্ত হইল আর চিত্র বিচিত্র ধ্বজা সকলে পতাকার মালা তথা চেল বসন পল্লব এবং তোরণে ভূষিত হইতে আরম্ভ হইল। (৫) অপর ব্রজস্থিত গো বৃষ তথা বৎসসকল তৈল হরিদ্রায় চর্চ্চিত হইয়া বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, মাল্য, বসন তথা কাঞ্চনহারে সমলঙ্কৃত হইল।

পরে মহামূল্য বসন, ভূষণ, বর্ম্ম, তথা উষ্ণীষে সুসজ্জিত হইয়া গোপগণ বিবিধ উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক আসিতে আরম্ভ করিল। (৬) গোপী সকলও যশোদার পুত্র জন্ম শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট হৃষ্ট হইল এবং বসন ভূষণ অঞ্জনাদি দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। (৭) অনন্তর বিশাল নিতম্বা ত্রিবলিশোভিতা সেই সকল গোপী যশোদাতনয় দর্শনার্থ সত্বর গমন করিল। হে রাজন্! কুঙ্কুম ও পদ্ম কিঞ্জল্ক দ্বারা ঐ সকল গোপীর বদনপদ্মে চমৎকার শোভা হইয়াছিল। ত্বরান্বিত হইয়া যাওয়াতে তাহাদের পীন স্তন চঞ্চল হইতে লাগিল। (৮) সেই সকল গোপীর কর্ণে উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠদেশে মনোহর পদক এবং করে শোভন কঙ্কণ ছিল আর তাহারা বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া ছিল। অধিকন্তু তাহাদের মস্তক শিখা হইতে এক২ বার পুষ্পমাল্য বিস্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল অতএব নন্দালয় গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে তাহারা সর্ব্বতোভাবে বিরাজমানা হইল। অধিকন্তু চঞ্চল কুণ্ডল, পীন পয়োধর তথা মনোহর হার দ্বারা তাহাদের সকলেরই চমৎকার শোভা হইল। (৯) সে যাহাহউক। সেই সকল গোপী নন্দনিকেতনে

উপনীত হইয়া 'চিরজীবী হও' বলিয়া বালকের প্রতি আশিষ প্রয়োগ করিতে লাগিল পরে হরিদ্রাচূর্ণ ও তৈল জল দিয়া সেচন করত সেই জন ভগবানের গুণগান করিল। হে রাজন্! সেই মহোৎসবে বিচিত্রং বাদ্য সকল বাদিত হইয়াছিল অপর বিশ্বের ঈশ্বর অনন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দব্রজে অবতীর্ণ হওয়াতে যাবস্ত গোপ আনন্দে পুলকিত হইয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত জল লইয়া পরস্পর সেচন ও নবনীত দ্বারা বিলেপন করিয়া ক্ষেপণ করিতে লাগিল। (১০) মহামনা নন্দ তাহাদিগকে বহুং বসন ভূষণ তথা গোধন প্রসাদ দিলেন অপর সূত মাগধ বন্দী তথা অন্যান্য বিদ্যোপজীবী যে সকল ব্যক্তি গিয়াছিল তাহাদিগেরও অভিলষিত তত্তদ্দ্রব্য দ্বারা যথোচিত পূজা করিলেন। আর মহাভাগা রোহিণী দিব্য বসন মালা তথা কণ্ঠাভরণে ভূষিতা হইয়া ভগবানের আরাধনা এবং স্বীয় তনয়ের উদয় নিমিত্ত যথাশক্তি দান ধ্যান করিলেন। তদ্দর্শনে নন্দ এবং অন্যান্য গোপগণের যৎপরোনাস্তি আনন্দ জন্মিল। (১১) হে রাজন্! ঐ সময় হইতে গোপরাজ নন্দের ব্রজপুরী সমস্ত সমৃদ্ধিতে সম্পন্ন হইয়াছিল অধিকন্তু ঐ পুরী ভগবান হরির নিবাস স্থল হওয়াতে নিজ গুণে মহালক্ষ্মী রমার বিহার ভূমি হইয়া উঠিল (১২)

সে যাহাহউক। তদনন্তর নন্দ গোপদিগকে গোকুল রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া কংসের প্রাপ্য বার্ষিক রাজস্ব প্রদান নিমিত্ত মথুরায় গমন করিলেন (১৩) বসুদেব শুনিলেন রাজধানী মধ্যে আপনার পরম মিত্র নন্দ আসিয়াছেন, অতএব রাজসমীপে কর প্রদানের সংবাদ অবগত হইবামাত্র তাঁহার বাসস্থলে গমন করিলেন। হে রাজন্! প্রাণ আগত হইলে দেহ যদ্রূপ উত্থিত হয় বসুদেব প্রিয় মিত্র নন্দকে দেখিবামাত্র তদ্রূপে সহসা উত্থিত হইলেন এবং প্রীত ও প্রেমবিহ্বল হইয়া প্রিয়তমকে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর পূজিত হইয়া সুখাসীন হওত আদর পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসিয়া আত্মজদ্বয়ে চিত্ত আসক্ত থাকাতে নন্দকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিলেন মিত্র! তুমি অধিক বয়স্ পর্য্যন্ত অপুত্র ছিলে, তোমার সন্তানাশা এক প্রকার নিবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে যে তনয় লাভ করিয়াছ, তোমার পরম ভাগ্য (১৪) সখে! যদিও তুমি এই সংসার চক্রে অবস্থিত ছিলে, তথাচ অদ্য তোমাকে ভাগ্যক্রমে পুনর্জ্জাতের ন্যায় দেখিতে পাইলাম কারণ প্রিয়দর্শন অতি দুর্লভ। (১৫) হে প্রিয়! স্রোতঃ প্রবাহে নীয়মান তৃণ কাষ্ঠাদির যদ্রূপ সর্ব্বদা একত্র স্থিতি হয় না তেমনি যে সকল সুহৃদের বিভিন্ন ও বিচিত্র কর্ম্ম, তাহাদের পরস্পর একত্র স্থিতি ঘটে না। (১৬) হে মিত্র! এক্ষণে তুমি যে বৃহদ্বনে সুহৃদ্গণ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছ, সেখানে পশু সকলের কুশল তো? তথায় তো কোন রোগের প্রাদুর্ভাব নাই? এবং জল তৃণ লতা তো প্রচুর পরিমাণে লভ্য হয়? (১৭) হে ভ্রাতঃ! আমার পুত্র তাহার প্রসূতির সহিত তোমাদের ব্রজে রহিয়াছে, সে তোমাকে পিতা বলিয়া মানে, তোমাদের স্ত্রী পুরুষ কর্ত্তৃক লালিত হইয়া ভাল আছে তো? (১৮) মিত্র! পুত্র কলত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে বন্ধুবর্গের নিমিত্ত সম্পাদিত যে ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম) তাহাই পুরুষের পক্ষে যুক্ত ও শাস্ত্র বিহিত, কারণ বন্ধু বান্ধব ক্লেশ পাইতে থাকিলে পুরুষের ত্রিবর্গ সুখার্থ হয় না। (১৯)

নন্দ এই সকল কথা শুনিয়া বসুদেবকে শান্ত্বনা করত কহিলেন মিত্র! তোমার পত্নী দেবকীর অনেক গুলি সন্তান কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, শেষে একটী কন্যা অবশিষ্টা ছিলেন তিনিও স্বর্গে গমন করিয়াছেন। (২০) আমার নিশ্চয় বোধ

হইতেছে অদৃষ্টেতেই লোকের নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ পুত্রাদি সুখপ্রদ অদৃষ্ট যখন হীন হয় তখন আর পুত্রাদি থাকে না। পরন্তু অদৃষ্টই লোকের পরম পদার্থ, তাহাতে যদিও পুত্রাদি বিয়োগ হয় তথাপি অদৃষ্টই পুনরায় তাহাদের সহিত মিলাইয়া দেয়। এইরূপে অদৃষ্টকেই যে ব্যক্তি আপনার তত্ত্ব অর্থাৎ সুখ দুঃখের অব্যভিচারি কারণ বলিয়া জানেন তিনি কদাপি মুগ্ধ হয়েন না। অতএব এক্ষণে আপনি দুঃখ চিন্তা করিবেন না, মৃত ও বিযুক্তদিগেরও কালান্তরে দর্শন এবং তাহাদিগের সঙ্গেও উত্তর কালে সংযোগের সম্ভাবনা আছে। (২১)

নন্দের ঐ সকল ভবিষ্য সূচক দৈব বচনের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া বসুদেব দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন মিত্র! রাজাকে বার্ষিক কর দেওয়া হইয়াছে আমাদিগের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল, আর এখানে অধিক কাল অবস্থানের আবশ্যকতা নাই, গোকুলে নানা উৎপাত, শীঘ্র প্রস্থান করহ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! বসুদেব এই প্রকার কহিলে নন্দাদি গোপবৃন্দ তাঁহার অনুমতি লইয়া বৃষবাহ শকটে আরোহণ পূর্ব্বক গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন। (২২)

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গোকুল প্রত্যাগমন কালে নন্দের পথিমধ্যে মৃত রাক্ষসী দর্শন এবং মরণ বিবরণ শ্রবণে বিস্ময়।

শুকদেব কহিলেন নন্দ আসিতে আসিতে পথি মধ্যে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন বসুদেবের বাক্য কখন মিথ্যা হয় না, বোধ হয়, ব্রজে কোন উৎপাত হইয়া থাকিবেক, এই প্রকারে উৎপাতাগমাশঙ্কায় তাঁহার সাতিশয় ভয় হইল অতএব ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হইলেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যখন তাঁহার শঙ্কা হইল বালঘাতিনী পূতনা কংস কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া পুর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি স্থানে শিশু হত্যা করিয়া বেড়াইতেছে, জানি না আমার বালক কেমন আছেন? (১) তখন এই অলক্ষ্য বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল—সাত্বতপতি ভগবান্ হরির শ্রবণাদি মাত্রে রাক্ষস সকল নিহত হয়, যেখানে শ্রবণাদি নাই, সেই স্থানেই রাক্ষসীরা স্ব২ কর্ম্ম করিয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি না হয় তথাতেই রাক্ষসীদের শক্তি, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান তথায় রাক্ষসীদের শক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা কি? (২)

এ দিকে ঐ দিবস ঐ পূতনা খেচরী গোকুলে উৎপতিতা হইয়াছিল এবং মায়াযোগে আপনাকে নারী রূপিণী করিয়া নন্দনিবেশনে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কামচারিণী, ইহাতে নির্লজ্জ ও নিঃশঙ্ক হইয়া পর গৃহে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে বিচিত্র কর্ম্ম নহে। (৩) সে যাহা হউক। ঐ নিশাচরী পরমা সুন্দরী নারী হইয়াছিল। তাহার কেশ পাশে মল্লিকা কুসুম সংসক্ত, বৃহৎ নিতম্ব ও পীন স্তনদ্বয়ে আক্রান্তের ন্যায় হওয়াতে উদর যেন ক্লিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরিধান রমণীয় বসন। কর্ণ ভূষণের শোভায় এবং দেদীপ্যমান কুণ্ডলে মুখমণ্ডল সুন্দররূপে মণ্ডিত। (৪) সে মনোহর হাস্যযুক্ত কটাক্ষে ব্রজবাসিদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। অতএব গোপেরা তাহাকে নিবারণ করিল না। গোপীগণ তাহাকে দেখিয়া মনে করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে জন্ম গ্রহণ

করিয়াছেন ইনি বুঝি তাঁহার লক্ষ্মী, এইরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া পতি দর্শনার্থ আসিতেছেন। ফলতঃ তাহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী মনে করিয়া গোপীরাও তুষ্ণীভূত হইয়া ছিল, সুতরাং কেহই নিবারণ না করাতে সে অনায়াসে পুরমধ্যে প্রবিষ্টা হয়। (৫)

রাজন্! নারীরূপিণী পূতনা বালকদিগের সাক্ষাৎ গ্রহস্বরূপ, সে বালক অন্বেষণ করিতে করিতে নন্দগৃহে শয্যার উপর ঐ শিশুটী দেখিতে পাইল। যদিও সেই বালক অসজ্জনের নিধনকারী, তথাচ তাঁহাকে দেখিয়া পূতনার ভয় হইল না কারণ বাল নাট্য হেতু, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়, তাঁহার নিজ মহৎ তেজঃ প্রতিচ্ছন্ন হইয়া ছিল। (৬) সে যাহা হউক। শিশুরূপী ভগবান্ চর অচর সকলের আত্মা, ঐ রাক্ষসী আসিবামাত্র জানিতে পারিলেন এ অঙ্গনা নহে, বালসংহারিকা, অতএব তাহার বিনাশ বাসনায় নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়া রহিলেন। অনন্তর ঐ রাক্ষসী তাঁহার নিকট গমন করিল এবং নির্বোধ ও সর্পেতে রজ্জু বুদ্ধিকারী ব্যক্তি যেমন সুপ্ত বিষধরকে ক্রোড়ে আরোপণ করে তাহার ন্যায়, দুষ্টের অন্তক সেই অনন্তকে গ্রহণ করিয়া আপনার অঙ্কে স্থাপন করিল। (৭) অহে পরীক্ষিত! যদিও ঐ রাক্ষসী কোষাচ্ছাদিত অসির তুল্য তীক্ষ্ণ চিত্তা, তথাচ শ্রীকৃষ্ণের দুই জননী অর্থাৎ যশোদা ও রোহিণী তাহাকে বরা রমণী এবং জননীর ন্যায় চেষ্টান্বিতা তথা গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা দেখিয়া তদীয় প্রভায় অভিভূত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুগ্ধ হইয়া এই অঙ্গনাই বুঝি বালকের জননী হইবে, এইরূপ বিতর্ক করত কেবল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা নিবারণ করিবেন কি? (৮)

সে যাহা হউক। ঐ রাক্ষসী সেই স্থানে উপনীত হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইল এবং দুর্জ্জয় গরল বিলেপিত স্তন পান করিতে দিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া গাঢ় নিপীড়ন পূর্ব্বক কেবল গরল অপথ্য ইহা বিবেচনা করত তাহার প্রাণের সহিত পানকরিতে আরম্ভ করিলেন। (৯).

সমস্ত জীবমর্ম্মে নিষ্পীড্যমানা হওয়াতে সেই রাক্ষসী সহ্ করিতে না পারিয়া বারম্বার ছাড় ছাড় বলিতে লাগিল এবং দুই চক্ষু বিবৃত করিয়া মুহুর্মুহু হস্ত ও পদ ক্ষেপণ করিতে করিতে রোদন আরম্ভ করিল। স্তনাকর্ষণের বেগে তাহার গাত্র কাল ঘর্ম্মে পরিপূর্ণ হইল। (১০) হে রাজন্। পূতনার অতি গভীর বেগান্বিত শব্দে পর্ব্বত সহ পৃথিবী এবং গ্রহ নক্ষত্র সমেত নভোমণ্ডল বিচলিত তথা রসাতল ও দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইল। অধিকন্তু যাবতীয় জীব বজ্র নিপাত শঙ্কায় ভূতলে পড়িয়া গেল। (১১) সে যাহাহউক। ঐ নিশাচরী ঐ প্রকারে ব্যথিতমনা ও বিগতপ্রাণা হইয়া বিবেচনা করিল মরণসময়ে কপটতা যুক্ত নহে অতএব বদন ব্যাদান এবং কেশ, চরণ তথা হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া আপনার রূপ অবলম্বন করিল। পরে বৃত্রাসুর বজ্রাহত হইয়া যে রূপে পড়িয়াছিল সেই রূপে পতিতা হইল। (১২) হে রাজেন্দ্র! পূতনা রাক্ষসীর দেহ পতিত হইবার সময় ছয় ক্রোশের মধ্যে যত বৃক্ষ ছিল, সমুদয় চূর্ণ করিয়া ফেলে অতএব তাহার পতন মহৎ অদ্ভুত হইয়াছিল। (১৩) ফলতঃ পূতনার দেহ অতিশয় ভয়ানক। তাহার বদনে লাঙ্গল দণ্ডের প্রমাণ উগ্র দশন, নাসিকাদ্বয় গিরি কন্দরের সহোদর, দুই স্তন সাক্ষাৎ দুইটা গণ্ড পর্ব্বত, মস্তকে অরুণবর্ণ কেশপাশ প্রকীর্ণ (১৪) চক্ষুর্দ্বয় অন্ধকূপের তুল্য গভীর, জঘনদ্বয় নদীপুলিন সমান, ভুজদ্বয়, উরুদ্বয় এবং পদদ্বয় বদ্ধ সেতুর সদৃশ, উদর জলশূন্য হ্রদ সম। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ভীষণ। (১৫) অতএব সেই

দেহ দর্শন করিয়া গোপ গোপী সকলেরই মহা ভয় জন্মিল। ইতি পূর্ব্বে ঐ রাক্ষসীর গভীর ধ্বনিতে তাহাদের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক নির্ভিন্ন হইয়া ছিল।

সে যাহা হউক। মৃতা রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে আপনাদের বালককে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া গোপীগণ সম্ভ্রমান্বিত হইল এবং শীঘ্র সমীপে গিয়া শিশুকে তুলিয়া লইল। অনন্তর যশোদা ও রোহিণীর সহিত মিলিয়া গোপুচ্ছ ভ্রমণাদি দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার রক্ষা বিধান আরম্ভ করিল। (১৬) প্রথমতঃ গোমূত্র গোময় তথা দুগ্ধ দ্বারা সেই অর্ভককে স্নান করাইল তদনন্তর ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ নাম লিখিয়া দিয়া রক্ষা বিধান করিল। (১৭) তাহার পর গোপীসকল জলস্পর্শ পূর্ব্বক আচান্ত হইয়া প্রথমে আপনাদের সকল অঙ্গে তথা করদ্বয়ে অজাদি একাদশ বীজ ন্যাস করিল শেষে বালকেরও অঙ্গে তদ্রূপ করিয়া দিল। (১৮) হে রাজন্! গোপীরা এই বলিয়া বীজন্যাস করিয়াছিল ভগবান্ অজ তোমার পদদ্বয় রক্ষা করুন, অণিমান তোমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন, যজ্ঞ তোমার ঊরুদ্বয় রক্ষা করুন, অচ্যুত তোমার কটিতট রক্ষা করুন, হয়গ্রীব তোমার জঠর রক্ষা করুন, কেশব তোমার হৃদয় রক্ষা করুন, ঈশ তোমার উদর রক্ষা করুন, সূর্য্যদেব তোমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয় রক্ষা করুন উরুক্রম তোমার মুখ রক্ষা করুন, ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন, (১৯) অপর চক্রসহিত হরি তোমার অগ্রে থাকুন, গদা সহিত হরি তোমার পশ্চাদ্ভাগে থাকুন, ধনুর্দ্ধারী মধুহা এবং অসিধারী অজন তোমার পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থিত হউন, শঙ্খধারী উরগায় তোমার কোণ সকলে থাকুন, উপেন্দ্র তোমার উপরে এবং তার্ক্ষ অধোভাগে আর হলধারী পুরুষ তোমার সর্ব্ব দিকে রক্ষার্থ অবস্থিত হউন্। (২০)

এই প্রকারে বহির্ভাগে রক্ষা করিয়া পরে অন্তরের রক্ষা করত কহিতে লাগিল বৎস! হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয় সকল রক্ষা করন। নারায়ণ তোমার প্রাণ সকল রক্ষা করুন শ্বেতদ্বীপপতি তোমার চিত্ত রক্ষা করুন; যোগেশ্বর তোমার মনঃ রক্ষা করুন। (২১) অপর পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি রক্ষা করুন। ভগবান পর তোমার অহঙ্কার রক্ষা করুন। গোবিন্দ তোমাকে ক্রীড়ার সময়ে রক্ষা করুন। মাধব তোমাকে শয়ন কালে রক্ষা করুন। বৈকুণ্ঠ তোমাকে গমন কালে রক্ষা করুন। শ্রীপতি তোমাকে উপবেশন সময়ে রক্ষা করুন। সর্ব্ব গ্রহ ভয়ঙ্কর যজ্ঞভোক্তা তোমাকে ভোজন কালে রক্ষা করুন, অপর ডাকিনীগণ, রাক্ষসী সকল তথা বালগ্রহ ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ভূতগণ, মাতৃগণ, পিশাচগণ, তথা যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক সকল, এবং কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠ, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি, তথা উন্মাদ, অপস্মার, যাহারা দেহ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় দ্রোহী, আর স্বপ্ন দৃষ্ট মহা উৎপাত এবং বৃদ্ধ গ্রহ, বাল গ্রহ প্রভৃতি যত আছে, সকলেই বিষ্ণুর নাম গ্রহণে ভীত হইয়া বিনষ্ট হউক। (২২)

হে রাজন্! গোপীরা প্রণয় বদ্ধ হইয়া ঐ প্রকারে রক্ষা বিধান করিলে মাতা ঐ তনয়কে স্তন পান করাইয়া শয্যায় শয়ন করাইলেন। এই সময়ে নন্দাদি গোপগণ মথুরা হইতে ব্রজে আসিলেন। পূতনার মৃত দেহ দেখিয়া তাঁহাদের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। (২৩) পরস্পর কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! আমাদের বোধ হয় বসুদেব সংপ্রতি ঋষি অর্থাৎ তপঃ প্রভাবশালী অথবা সম্যক্জ্ঞানী হইয়াছেন কারণ তিনি যাহা বলিয়াছেন সেই উৎপাতই দৃষ্ট হইল।

তদনন্তর ব্রজবাসী সকলে মিলিত হইয়া বহু বহু কুঠার আনিয়া তদ্দ্বারা পূতনার মৃত কলেবর ছেদন করত একএকটা অঙ্গ দূরে ক্ষেপণ করিল এবং কাষ্ঠ বেষ্টিত করিয়া

দগ্ধ করিতে লাগিল। (২৪) হে রাজন! দাহ করিবার সময় ব্রজবাসিদের অন্য এক বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ দহ্যমান সেই দেহের ধূম অগুরু চন্দন তুল্য সুরভি হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদ্দেহ ভোজন করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার সমস্ত পাপ সদ্যঃ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। (২৫) হে মহারাজ! ভগবদ্ভক্তির বৈভব দেখুন, পুতনা সকল লোকের বালঘাতিনী এবং রুধিরাশনা রাক্ষসী ছিল, হত্যা করিবার বাসনাতেও ভগবান্ হরিকে স্তন দিয়া সদ্গতি প্রাপ্তা হইল (২৬) ইহাতে স্নিগ্ধ জননীর ন্যায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা (আস্তিক্য) এবং ভক্তি (প্রেম) দ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু প্রদান করেন তাঁহার সদ্গতির কথা বক্তব্য কি? অপর যে পদদ্বয় ভক্ত জনের হৃদয় স্থিত এবং যাহা লোকবন্দিত দিগেরও বন্দনীয়, সেই পদদ্বয় দ্বারা যাহার অঙ্গ আক্রমণ করিয়া ভগবান স্বয়ং স্তন পান করিলেন সেই রাক্ষসীও যখন জননীর গতি স্বর্গ লাভ করিল তখন কৈবল্যাদি অখিল অর্থপ্রদ ভগবান্ দেবকীনন্দন যে সকল গো ও গোপীর স্তন দুগ্ধ পান করিলেন পুত্রস্নেহে যাহাদের দুগ্ধ অত্যর্থ প্রস্নুত হইল, তাহারা মাতৃসদৃশী হইয়া যে সদ্গতি লাভ করিবেক তাহার কথা কি? ফলতঃ তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অবিরত পুত্রদৃষ্টি করিত সুতরাং তাহাদের অজ্ঞান সম্ভব সংসার কল্পিত হইতে পারে না।

সে যাহা হউক। যে সকল ব্রজবাসী মানব দূরে গিয়াছিল চিতাধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া, ইহা কি, কোথা হইতে হইল? পরস্পর বলিতে বলিতে তাহারা ব্রজে আসিল এবং গোপদিগের প্রমুখাৎ পুতনার আগমন তথা নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং শিশুর কুশল সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইল। পরন্তু উদারমনা নন্দ প্রবাস হইতে আসিয়া স্বীয় তনয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণানন্তর পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

হে কুরু প্রবীর! শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বালচরিত্র এই পুতনা মোক্ষ বিবরণ যে মনুষ্য শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবেন তাঁহার গোবিন্দে রতি লাভ হইবেক। (২৭)

ইতি দশমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

আকাশে শকটোৎক্ষেপণ, তৃণাবর্ত্তকে অধঃক্ষিপ্ত করণ এবং মুখ মধ্যে বিশ্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণ লীলা।

রাজা পরীক্ষিত সবিনয় বচনে শুকদেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ ঈশ্বর হরি মৎস্যাদি যে যে অবতার গ্রহণ করিয়া যে যে কর্ম্ম করেন যদিও সে সকলই আমাদিগের কর্ণ সুখাবহ এবং মনঃপ্রীতিকর হইয়া থাকে (১) তথাপি যাহা শ্রবণ করিলে পুরুষ মাত্রের মনোগ্লানি তথা তাহার মূলীভূত বিবিধ তৃষ্ণা অপগত হয় আর অচিরে সত্ত্বশুদ্ধি হরিভক্তি এবং হরিভক্ত পুরুষের সহিত সখ্য হয়, যদি অনুগ্রহ করেন, সেই মনোহর হরিচরিত্রই বলিতে আজ্ঞা হউক। (২) প্রভো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া মানব জাতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই, তাঁহার অন্যান্য বালচরিত্র অতিশয় অদ্ভুত, অনুগ্রহ করিয়া তাহাও বর্ণন করুন। (৩)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! একদা বালকের অঙ্গ পরিবর্ত্তনে যে উৎসবাভিষেক

করিতে হয় সেই উৎসবাভিষেক তথা সেই দিবসেই জন্ম নক্ষত্রের যোগ নিমিত্ত নন্দালয়ে অতিশয় মহোৎসব হইল তাহাতে যাবতীয় পুরন্ধ্রী (গৃহিণী) এক স্থানে মিলিত হইলে যশোদা তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া গীত বাদ্য এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্রবাচন দ্বারা সুমঙ্গল করিয়া শিশুর অভিষেক করিলেন (৪) তদনন্তর অন্নাদি সমগ্র ভোজন সামগ্রী তথা বসন মাল্য অভীপ্সিত ধেনু ইত্যাদি দিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন তাহাতে সেই সকল বিপ্র তনয়ের মঙ্গল বিধান করিয়া দিলে তিনি কৃতস্নান সেই শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তাঁহার নেত্রদ্বয় নিদ্রায় আকৃষ্ট হইতেছে অতএব ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা তুলিয়া লইয়া গৃহ মধ্যে একটা শকটের নীচে শোয়াইয়া আসিলেন (৫) তাহার পর যে সকল ব্রজবাসিনী আসিয়াছিল উৎসবমত্তা হইয়া তাহাদিগের পূজা করিতে ব্যস্ত হইলেন। অতএব বালক গৃহাভ্যন্তরে শকটের নীচে শয়ান থাকিয়া যে রোদন করিতেছিলেন তাহা তাঁহার শ্রবণগোচর হইল না। বালক স্তনার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে হঠাৎ একবার চরণদ্বয় ঊর্দ্ধ দিকে সঞ্চালিত করিলেন। (৬)

হে রাজন্! অধোভাগে শ্রীকৃষ্ণ শয়ান ছিলেন উপরে শকট ছিল, ঊর্দ্ধ দিকে ক্ষেপণ করাতে তাঁহার ক্ষুদ্র অথচ প্রবাল তুল্য মৃদু চরণ দ্বারা উপরিস্থ শকট আহত হইল এবং তৎক্ষণাৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। সুতরাং নিকটে নানা রস পূর্ণ যে সকল কাংস্যাদি পাত্র ছিল সমুদায় ভগ্ন হইল এবং সেই শকটের চক্র ও অক্ষ উল্‌টিয়া পড়িল আর যুগন্ধর (যোয়াল) বিভিন্ন হইয়া গেল। (৭) হে মহারাজ! অঙ্গ পরিবর্ত্তনোৎসবোপলক্ষে যশোদাপ্রভৃতি যে সকল ব্রজনারী একত্র মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এবং নন্দাদি গোপ বৃন্দ ঐ ব্যাপার অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য দর্শন হেতু সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করত পরস্পর কহিতে লাগিলেন শকটখানা স্বয়ং কি প্রকারে বিপরীত হইয়া পড়িল। সেখানে যে সকল বালক ছিল তাহারা গোপ এবং গোপীগণকে ব্যাকুলচিত্ত দেখিয়া বলিল আমাদের অসংশয় বোধ হয় এই শিশু রোদন করিতে করিতে পা দিয়া শকটখানা ফেলিয়া দিয়াছেন। (৮) কিন্তু বালকের কথা বলিয়া গোপেরা তাহাতে বিশ্বাস করিল না বরং পরস্পর কহিতে লাগিল শিশুর কখন এ রূপ কর্ম্ম সম্ভবে না, ইহারা বালক, কি জানে! হে রাজন্! ঐ শিশুর যে অপরিমিত বল, গোপগণ তাহা জানিতে পারে নাই, তাহাতেই ঐ রূপ কহিল। (৯)

সে যাহা হউক। যশোদা সত্বর গিয়া রোদনশীল পুত্রটীকে ক্রোড়ে লইলেন এবং দুষ্ট গ্রহ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া ভূতপ্রেত বিনাশক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বস্ত্যয়ন করিতে বলিয়া স্তন পান করাইতে লাগিলেন। (১০) হে রাজন্! সেই সকল ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রভাব অনভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং গোপগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে অষ্ট দিকে বলির সহিত স্থাপিত গ্রহাদির হোম করিয়া দধি, অক্ষত, এবং কুশ জল দিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। (১১)

হে মহারাজ! যে সকল বিপ্র অসূয়া, অনৃত, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা, এবং অভিমান বর্জ্জিত ও সত্যশীল সেই সকল দ্বিজাগ্র্য যে আশিষ প্রয়োগ করেন তাহা কদাপি বিফল হয় না (১২) এই অভিপ্রায়ে বালককে আনিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ঋক যজুঃ সাম মন্ত্রে সংস্কৃত তথা পবিত্র ওষধি মিশ্রিত অভিষেক জলে অভিষেক করাইয়া (১৩) গোপরাজ নন্দ সমাহিতচিত্তে স্বস্তিবাচন করাইলেন তাহার পর অগ্নিতে হোম করাইয়া

দ্বিজাতিদিগকে উত্তম গুণযুক্ত অন্ন দিলেন (১৪) আর আত্মজের অভ্যুদয়ার্থ বহু বহু গাভী আনাইয়া বস্ত্র মাল্য তথা স্বর্ণহারে ভূষিত করত দান করিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই আশিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। (১৫) হে রাজন্! বেদবেত্তা যোগী বিপ্রগণ কর্ত্তৃক যেং আশীর্ব্বচন উক্ত হয় সে সকল সেই প্রকারই হইয়াছিল, নিশ্চয় জানিও, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ কদাচ নিষ্ফল হয় না। (১৬)

হে রাজন্! ভগবানের অন্যান্য বিচিত্র বালচরিত্র শ্রবণ করহ। একদা নন্দপত্নী পুত্রকে ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া লালন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার ভার বোধ হইল। সেই শিশুকে গিরিশিখর তুল্য গুরু বোধ করিয়া তিনি ভার বহনে অসহিষ্ণু হইলেন। (১৭) শ্রীকৃষ্ণের উদরস্থিত জগতের ভারে অত্যর্থ পীড়িতা হওয়াতে ঐ গোপীর সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তৎক্ষণাৎ পুত্রকে ভূতলে স্থাপন করিলেন এবং ঐ ঘটনার কারণ না জানাতে উৎপাত আশঙ্কা করিয়া মহাপুরুষের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর ঐ বিষয়েই নিযুক্ত থাকিলেন, কিন্তু পুত্রের উদরে জগৎ অধিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহার যে গুরুত্ব হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলেন না। এই সময়ে কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত্ত নামা এক জন দৈত্য কংসপ্রেরিত হইয়া আসিয়াছিল, সে ভূতলে উপবিষ্ট সেই শিশুকে হঠাৎ হরণ করিল। (১৮) ঐ তৃণাবর্ত্ত চক্রবাতরূপী হইয়া সমস্ত গোকুল আন্দোলিত এবং ধূলি দ্বারা সকলের দৃষ্টি রুদ্ধ তথা ঘোরতর মহৎ ধ্বনিতে দশ দিক্‌-প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। (১৯) অতএব মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমুদায় গোষ্ঠ ধূলি এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াগেল। যশোদা যে স্থানে পুত্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। সকলেই বাত্যায় বিমোহিত হইল। কোন ব্যক্তিই আপনাকে অথবা অন্যকে জানিতে পারিল না, তৃণাবর্ত্ত দানব যে সকল শর্করা (খাপরাল) প্রক্ষেপ করিতেছিল তাহাতে সকলেই বৎপরোনাস্তি উপদ্রুত হইল। (২০)

হে রাজন্! বেগবান পবনচক্র হেতু উক্ত প্রকারে ধূলি বর্ষণ হইতে থাকিলে যশোদা পুত্র, বত্ম দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অনুসরণ করিলেন, কুত্রাপি সন্তান প্রাপ্ত লইলেন না, অতএব মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া করুণস্বরে রোদন করিতেং শোক করিতে লাগিলেন। (২১) অনেকক্ষণ পরে যখন পবনের ধূলিবর্ষণ-বেগ উপরত হইল তখন গোপীগণ রোদন ধ্বনি শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত সেই স্থানে যশোদার নিকট আসিল এবং নন্দনন্দনকে দেখিতে না পাওয়াতে সন্তপ্তচিত্তা তথা অশ্রুপূর্ণমুখী হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন আরম্ভ করিল।

এদিকে তৃণাবর্ত্ত দানব চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ভূরি ভার লইয়া যাওয়াতে তাহার বেগ মন্দীভূত হইয়া পড়িল। অতএব কষ্টসৃষ্টে যদিও আকাশ অতিক্রমণ করিল তথাচ তাহার পর আর যাইতে সমর্থ হইল না। (২৩) হে রাজন্! ঐ দানব বিজাতীয় গুরুত্বহেতু ঐ অদ্ভুত বালককে পর্ব্বত তুল্য বোধ করিতেছিল কিন্তু বালক তাহার গলদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং সে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইলেও তাহা করিতে সমর্থ হইল না, বরঞ্চ গলগ্রহণ হেতু অবিলম্বেই চেষ্টা শূন্য হইল এবং তাহার চক্ষু বাহির হইয়া আসিল অতএব অব্যক্ত ধ্বনি করিতেং গতাসু হইয়া বালক সহিত ব্রজ মধ্যে পড়িয়া গেল। হে রাজন্! অন্তরীক্ষ হইতে শিলা তলে পতিত হওয়াতে সেই ঘোর দানবের সমুদয় অবয়ব বিশীর্ণ হইয়া গেল।

তদনন্তর ব্রজাঙ্গনাগণ রোদন করিতে করিতে, রুদ্রবাণে নির্ভিন্ন ত্রিপুরাসুরের ন্যায়, ভিন্নাঙ্গ ঐ দৈত্যকে দেখিতে পাইল। (২৪) এবং তাহার বক্ষঃস্থলে লম্বিত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মাতৃহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। (২৫) ভয়ঙ্কর দানব গগণ মার্গে লইয়া গিয়াছিল তথাপি বালক মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত ও কল্যাণযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, এতদ্দর্শনে গোপীদিগের এবং নন্দাদি গোপ সকলের পুনরায় অসীম আনন্দ জন্মিল। (২৬) তাঁহারা হৃষ্ট হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন অহো এ অতি আশ্চর্য্য, এই বালক ঐ রূপ ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ত্তৃক মৃত্যুহস্তে স্থাপিত হইয়াও পুনরায় আসিলেন। সেই খল হিংসক আত্মপাপেই বিহিংসিত হইয়াছে, সত্য বটে সাধু লোক সমত্বহেতু আপনা হইতেই ভয় হইতে মুক্ত হন। (২৭) যাহা হউক। আমরা কি তপস্যা, কি বিষ্ণুপূজা, কি কুপ বাপী প্রভৃতি নির্ম্মাণ জন্য পুণ্য, কি পঞ্চযজ্ঞ, কি অগ্নিহোত্রাদি যাগ যজ্ঞ, কিম্বা দান ধর্ম্ম করিয়াছিলাম বলিতে পারি না, যেহেতু সেই সকল তপস্যাদির প্রভাবে আমাদের মৃত বালক ভাগ্যক্রমে আত্ম বন্ধু দিগের আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হে রাজন্! গোপরাজ নন্দ এই প্রকারে নিজ বাস স্থান বৃহদ্বনে বহু বহু অদ্ভুত দর্শন করিয়া বিস্মিত চিত্তে বসুদেবের কথিত বাক্য সকল বারম্বার স্মরণ করিয়াছিলেন।

তদনন্তর এক সময় যশোদা বালককে ক্রোড়ে আরোপণ পূর্ব্বক স্নেহপরিপ্লুতা হইয়া প্রস্নুত স্তন পান করাইতেছিলেন, (২৮) শিশুর প্রায় স্তনপান হইয়াছে, জননী লইয়া লালন করিতেছেন, এমত সময়ে ঐ বালক একবার জৃম্ভা ত্যাগ করাতে তাঁহার মনোহর হাস্যযুক্ত আস্যমধ্যে যশোদা দেখিতে পাইলেন (২৯) আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্তলোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমুদায় ভূত তন্মধ্যে দেদীপ্যমান। হে রাজন্! পুত্রের বদন মধ্যে ঐ প্রকার বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে যশোদার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ক্ষণকাল যৎপরোনাস্তি বিস্মিতা হইয়া রহিলেন। (৩০)

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নন্দনন্দনের নাম করণ এবং বালক্রীড়া কুতূহলে তথা মৃদ্ভক্ষণাভিযোগে বিশ্বরূপ নিরূপণ।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! যদুদিগের পুরোহিত মহাতপা গর্গ বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দমন্দিরে গমন করিলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া নন্দের পরম আনন্দ জন্মিল, কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্থান করিলেন, পরে বিষ্ণুবুদ্ধিতে প্রণিপাত পুরঃসর যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। মুনি আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুখাসীন হইলে সুনৃত বচন দ্বারা আনন্দিত করত নন্দ বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! আপনি পরিপূর্ণস্বরূপ, আমি আপনকার কি করিব? (১) হে ভগবন্! মহাপুরুষগণ স্বীয় আশ্রম হইতে যে অন্যত্র গমন করেন তাহা তাঁহাদিগের স্বার্থ নিমিত্ত নহে, গৃহিদিগেরই মঙ্গলার্থ, গৃহী ব্যক্তিরা অতিশয় কৃপণ, ক্ষণকালের নিমিত্তও গৃহ ত্যাগ করিতে পারে না, মহা পুরুষেরা দয়া করিয়া স্বয়ং তাহাদের গৃহে আসিয়া দর্শন দেন। প্রভো! মহাপুরুষদিগের গৃহিগৃহে আগমনের কারণ এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকারই কল্পিত হইতে পারে না। (২)

হে ভগবন্! অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সাধন যে প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃশাস্ত্র, যদ্দ্বারা একক্ষণে অন্য পুরুষের পর অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্ম এবং অবর কার্য্য অর্থাৎ ইহ জন্মে ভাবি ফল অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহা সাক্ষাৎ আপনাকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। (৩) অপর আপনি ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে আপনি দৈবজ্ঞ ও মন্ত্রবিৎ, অতএব এই দুইটী বালকের সংস্কার সকল করিতে যোগ্য হয়েন। ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণজাতি জন্মদ্বারা মানব মাত্রের গুরু, আপনি সংস্কার করিলে তাহা গুরুকৃতই হইবেক। (৪)

গর্গের মানস গোপনে সংস্কার করেন অতএব নন্দের অত্যর্থ উৎসাহ দর্শনে প্রত্যাখ্যান তুল্য বচনে কহিলেন ভদ্র! আমি যদুদিগের আচার্য্য বলিয়া পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বত্র বিখ্যাত, আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার করি, লোকে এই পুত্রকে দেবকীপুত্র জ্ঞান করিবেক। (৫) যদি বল আপনি যদুদিগের আচার্য্য, আপনি সংস্কার করিলে লোকে না হয় আমার পুত্রকে যদুকুমার বলিয়াই জানিবে, বসুদেবের পুত্র দেবকীগর্ব্ভে জন্মিয়াছেন ইহা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা কি? তাহাতেও বক্তব্য এই, দুরাত্মা কংস পাপমতি, তোমারও বসুদেবের সহিত সখ্য আছে, অধিকন্তু "দেবকীর অষ্টম গর্ভে স্ত্রী হইতে পারে না ইত্যাদি" যে বাক্য দেবকীর কন্যা কহিয়া যান কংস তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকে, অতএব দেবকীর অষ্টম গর্ব্ভের সন্তান কোথাও আছেন ইহা নিশ্চয় করিয়া এবং তোমাদের উভয়ের সখ্য দেখিয়া আমার কৃত সংস্কারকে চিহ্ন করত আশঙ্কায় কংস যদি মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে তো আমাদের মহৎ অনয় প্রকাশ হইবেক? (৬)

নন্দ কহিলেন ব্রহ্মন্! এই ব্রজপুর অতি রহঃস্থান, এখানে কংসের কোন লোক নাই, আমার লোকেরাও আপনাকে দেখিতে পাইবেক না, অলক্ষিত হইয়া কেবল স্বস্তি বাচন টী করিয়া দুইটী বালকের দ্বিজাতিসংস্কার অর্থাৎ দ্বিজাতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কারমাত্র করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

শুকদেব কহিলেন দ্বিজবর গর্গ এই প্রকারে প্রার্থিত হওয়াতে সেই দুই শিশুর নাম করণাদি সংস্কার, যাহা করিতে আপনারও ইচ্ছা হইয়াছিল, নির্জ্জনে অতি গোপনে সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর নন্দকে সম্বোধিয়া বলিলেন ভদ্র! রোহিণীর এই পুত্রটী নিজ গুণে সুহৃজ্জনের মনোরঞ্জন করিবেন এই কারণে ইনি রাম বলিয়া আখ্যাত হইবেন এবং বলাধিক্যহেতু ইহাকে লোকে বলও বলিবেক (৭) অপিচ কোন কারণ বশতঃ যদুগণ পরস্পর বিবদমান হইলে ইনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দ্বারা সম্যক্ কর্ষণ করিবেন অর্থাৎ সকলের ঐকমত্য করিয়া দিবেন এ কারণ ইহাঁকে অনেকে সঙ্কর্ষণ বলিয়াও জানিবে। (৮) আর তোমার এই পুত্রটী প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন, ইহাঁর শুক্ল রক্ত তথা পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, ইদানী ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর "শ্রীকৃষ্ণ" এই একটী নাম হইবেক। (৯) অপর তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কদাচিৎ * বসুদেবের তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন সেই কারণে অভিজ্ঞ জনেরা ইহাঁকে বাসুদেবও বলিয়া থাকেন। (১০) ভদ্র! তোমার তনয়ের গুণানুরূপ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি বহু বহু নাম এবং কর্ম্মানুরূপ গোপতি গোবর্দ্ধন ইত্যাদি

* "পূর্ব্বে কদাচিৎ" এই সামান্য উক্তি দ্বারা নন্দ মনে করিলেন ঋষি বুঝি এই বালকের জন্মান্তরীর নাম বলিতেছেন।

অনেক আখ্যা আছে, আর গুণ কর্ম্মের অনুরূপ ইহাঁর রূপও বিস্তর, সে সকল আমিও জানি না, অন্য ব্যক্তিরাও অবগত নহে। (১১)

সে যাহা হউক। এক্ষণে তোমার এই বালকের প্রভাব বলি শুন। ইনি গোপ ও গোকুলের আনন্দ বর্দ্ধন হইয়া তোমাদের শ্রেয় উৎপাদন করিবেন। অপর তোমরা ইহাঁ হইতে যথার্থতঃ সকল দুর্গম উত্তীর্ণ হইবে। (১২) অহে প্রজাপতি! পূর্ব্বে এক বার অবনী অরাজক হইলে দস্যুগণ হইতে সাধুদিগের উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে ইনি তাঁহাদিগের রক্ষা করেন। ইহাঁ কর্তৃক রক্ষিত এবং সমেধিত হইয়া সাধুগণ সেই সকল দস্যুকে পরাস্ত করিয়া দেন। হে নন্দ! ইনি অতি মহাভাগ, যে সকল মানব ইহাঁতে প্রীতি করেন, যেমন অসুরগণ বিষ্ণু পক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে অভিভব করিতে পারে না তাহার ন্যায়, সেই সকল মানবকে বৈরিবৃন্দ পরাভব করিতে কদাপি সমর্থ হয় না। অতএব তোমার এই আত্মজ গুণ, কান্তি, কীর্ত্তি এবং অনুভাবে নারায়ণের সমান, তুমি সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করহ। (১৩)

হে রাজন্! এই প্রকার আদেশ করিয়া গর্গমুনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, নন্দও আনন্দিত হইয়া আপনাকে কল্যাণপূর্ণ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। (১৪)

কিয়দ্দিন গত হইলে নন্দের গোকুল মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ দুই জনে জানুদ্বয়ে তথা হস্তদ্বয়ে ভর দিয়া চলিতে২ বিহার আরম্ভ করিলেন। (১৫) তাঁহারা উভয়ে স্ব২ পদদ্বয় পুনঃপুনঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক কটিভূষণ ও চরণভূষণ কিঙ্কিণীর নিনাদে রুচির রূপে বারম্বার চলিতে২ ব্রজকর্দ্দমে যাইতেন, সেই কিঙ্কিণীর শব্দে তাঁহাদের মানস সহর্ষ হইত, কখন২ ইতস্ততঃ গমনকারি লোকদের পশ্চাৎ২ তিন চারি পদ গিয়া মুগ্ধ ও প্রতীতের ন্যায় হইয়া জননীদের সমীপে প্রত্যাগমন করিতেন। (১৬) জননীরা আপন২ তনয়কে বাহু দ্বারা গ্রহণ করিয়া পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইতেন। স্নেহভরে তাঁহাদের পয়োধর দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইত। পঙ্ক ও অঙ্গরাগে রুচিরাঙ্গ বালক দ্বয়কে স্ব২ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহারা স্তন দান করিতেন এবং যখন শিশুরা স্তন পান করিত তখন ঈষৎ হাস্য ও শুক্লদশনে শোভিত বদনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। (১৭)

তদনন্তর যে সময় রাম কৃষ্ণ উভয়ের কুমারলীলা অঙ্গনাগণের দর্শনীয় হইল সে সময় ঐ দুই বালক ব্রজমধ্যে বৎসগণের পুচ্ছ ধরিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সেই সকল বৎস ধাবমান হইয়া ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইত। তদ্দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণ কৌতুক বশতঃ গৃহ কৃত্য বিস্মৃত হইয়া হাস্য করিতে২ সাতিশয় হর্ষিত হইতেন। (১৮)

হে রাজন্! আপনাদের দুইটী সন্তান অতিশয় চপল ও ক্রীড়াপর হইয়া উঠিলে তাঁহাদিগকে শৃঙ্গি, দংষ্ট্রি, সর্প, পক্ষি এবং অগ্নি, জল, কন্টক হইতে নিবারণ করিয়া রাখিতে তথা গৃহোচিত তাবৎ কর্ম্ম করিতে দুই জননী (যশোদা রোহিণী) অশক্তা হইয়া পড়িলেন সুতরাং তাঁহাদের অন্তঃকরণ অতিশয় অনবস্থান্বিত হইল। পরন্তু তদনন্তর অল্পকাল মধ্যেই রাম এবং কৃষ্ণ স্ব২ বলে জানু কর্ষণ ব্যতিরেকে পদ দ্বারা ব্রজপুর মধ্যে চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাম সহ মিলিত হইয়া সমবয়স্ক ব্রজবালকদিগের সমভিব্যাহারে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে ব্রজাঙ্গনাদের পরম হর্ষ হইল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল চাপল্য অবলোকন করিয়া সকলে মিলিয়া তদীয় জননীর সমক্ষে আসিয়া বলিত (১৯) তোমার কৃষ্ণ অসময়ে (অদোহন কালে)

বৎস সকলকে খুলিয়া দেন, কেহ আক্রোশ করিয়া কিছু বলিলে হাসিয়া সারেন। চৌর্য্যের নানা উপায় কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা সুস্বাদ দধি দুগ্ধ চুরি করত ভক্ষণ করেন। খাইতেং আবার বানরদিগের প্রতি ভাগ করিয়া দেন। কদাচিৎ খান না, ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া আইসেন। কোন স্থানে কোন দ্রব্য না পাইলে গৃহস্থদের উপর কোপ করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ান শিশুগণকে রোদন করাইয়া পলায়ন পরায়ণ হন। (২০) অপর উচ্চ শিক্যস্থ ভাণ্ডে যে সকল দ্রব্য থাকে, যাহা হাত দিয়া না পান, তাহার নিকট পীঠ উদুখল ইত্যাদি লইয়া গিয়া পাইবার উপায় করেন। যদি আমরা শিক্যস্থ কোন ভাণ্ডের অভ্যন্তরে দধ্যাদি কোন বস্তু লুকাইয়া রাখি তোমার কৃষ্ণ তাহাও জানিতে পারেন এবং অপহরণ করিয়া খাইবার নিমিত্ত তাহাতে ছিদ্র করেন। হে রাজ্ঞি! তোমার বালক ছিদ্র রচনায় বড় দক্ষ। অধিকন্তু যে কালে গোপীগণ স্বং গৃহ কার্য্যে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া থাকে সেই সময় অন্ধকারময় আগারে তোমার বালক আপনার অঙ্গে যে মণিগণ ধৃত আছে, যাহা তাঁহার আপনারই অঙ্গ, সে সকলকে আপনার প্রদীপ তুল্য করিয়া স্বীয় কার্য্য সাধন করেন। (২১) যদি কেহ চোর বলিয়া আক্রোশ করে তাহাকে বলেন তুই চোর, আমি বাটীর স্বামী। হে রাজ্ঞি! তোমার কৃষ্ণ এইরূপে নানাবিধ ধৃষ্টতা করিয়া বেড়ান এবং লোকের মার্জ্জিত গৃহে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া আইসেন। হে সতি! চৌর্য্যোপায় দ্বারাই তোমার পুত্রের সকল কর্ম্ম হয় কিন্তু তোমার সমীপে সাধুর ন্যায় থাকেন, যেন দুষ্টতার লেশও জানেন না।

হে রাজন পরীক্ষিত! গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সভয় নয়ন ও শ্রীযুক্ত বদন অবলোকন করিতে করিতে এই প্রকারে তদীয় মন্দ কর্ম্ম সকল বারম্বার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেও যশোদা কেবল হাস্যমুখী হইয়াছিলেন, পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতেও তাঁহার বাসনা হয় নাই (২২)

পরন্তু কোন সময় অন্যবিধ অপরাধ হওয়াতে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিলেন তাহাতে মহৎ একটী আশ্চর্য্য প্রকাশ পাইল। অর্থাৎ এক দিন রাম প্রভৃতি গোপ বালকগণ ক্রীড়া করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিয়া যশোদার নিকট নিবেদন করিল তোমার কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন (২৩) ইহাতে হিতৈষিণী ঐ জননী তনয়ের কর ধারণ পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হে রাজন! মাতা হাত ধরিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের দুই চক্ষু ভয়ে ব্যাকুল হইল (২৪) যশোদা তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন অরে চপলগাত্র পুত্র! একান্তে মাটী খাইলি কেন? এই যে তোরই সঙ্গী ঐ সকল বালক এবং তোর্ অগ্রজ এই রামও বলিতেছে। (২৫)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন মা! আমি কিছুই ভক্ষণ করি নাই * ইহারা সকলেই মিথ্যা বলিতেছে। ইহারা কেমন সত্যবাদী, প্রত্যক্ষে তুমিই আমার মুখ নিরীক্ষণ কর না? (২৬) যশোদা বলিলেন যদি এমন, মুখ প্রসরণ কর্ দেখি।

হে রাজন্! এই কথা বলিবামাত্র সেই ভগবান হরি, যিনি লীলার্থ মনুজ বালক হইয়াছিলেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত, তৎক্ষণাৎ বদন ব্যাদান করিলেন। (২৭) যশোদা তাঁহার আস্য মধ্যে অখিল বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। অর্থাৎ জঙ্গম, স্থাবর, অন্তরীক্ষ, দিক সকল, এবং পর্ব্বত, দ্বীপ, সমুদ্র সহিত ভূর্লোক, প্রবহ বায়ু, বৈদ্যুত অগ্নি, চন্দ্র তারা সহিত জ্যোতিশ্চক্র অর্থাৎ স্বর্লোক, তথা জল, বায়ু, বৈকারিক অর্থাৎ

* ইহার তাৎপর্য্য বাহিরে কিছু ভক্ষণ করি নাই, অগ্রে হইতে আমার কুক্ষিমধ্যে সমুদায়ই আছে।

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, ইন্দ্রিয় সকল, মনঃ ও শব্দাদি বিষয়, তথা সত্ত্বাদি তিন গুণ ইত্যাদি সমুদায় তন্মধ্যে বিরাজমান দৃষ্ট হইল। (২৮)

হে রাজন্! পুত্রের শরীরে ঈষদ্বিদারিত বদনাভ্যন্তরে এই প্রকার বিচিত্র বিশ্ব, যাহাতে গুণ ক্ষোভক জীব, পরিণামহেতু কাল, কর্ম্ম, এবং তাহার সংস্কার, আশয় এই সকল দ্বারা চারাচর যাবতীয় শরীরের ভেদ বর্ত্তমান ছিল, তাহা এবং এক প্রদেশে আত্ম সহিত ব্রজপুরী অবলোকন করিয়া যশোদার যৎপরোনাস্তি বিস্ময় হইল। (২৯) তিনি আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন এ কি স্বপ্ন? পরে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই বলিলেন স্বপ্ন নয়, ইহা বুঝি ভগবান্ হরির মায়া! তদনন্তর বিবেচনা করিয়া বলিলেন দেবমায়া নয়, তাহা হইলে অন্যে দেখিতে পায় না কেন? আমারই বুঝি বুদ্ধি বিপর্য্যাস হইয়াছে, দর্পণে যদ্রূপ মুখ দেখে তদ্রূপ এতন্মধ্যে বিশ্ব দেখিতেছি। তাহার পর আপনিই বিচার করিয়া বলিলেন ঐ রূপও নহে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণও এতন্মধ্যে প্রতীয়মান কেন হইবেন? পরিশেষে আশঙ্কা করিতে করিতে কহিলেন অন্তরে ও বাহিরে এক রূপে বুঝি জগৎ প্রতীত হইতেছে। ক্ষণৈক পরে আপনিই কহিলেন তাহাও নহে, তাহা হইলে বিম্ব প্রতি বিম্বের ন্যায় পরস্পর বৈপরীত্যে প্রতীত হইত। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অন্য প্রকার বিতর্ক করত কহিলেন আমার বালকের বুঝি ইহা স্বাভাবিক কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য হইবেক। (৩০) পরে শেষ পক্ষই অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন এই ঐশ্বর্য্য অত্যন্ত অচিন্ত্যই বটে। অহো! যাহা চিত্ত মনঃ বাক্য এবং কর্ম্ম দ্বারা বিতর্কের বিষয় নয়, যাহা জগতের আশ্রয়, যাহার অধিষ্ঠানহেতু বুদ্ধিবৃত্তি অভিব্যক্ত হয় এবং যে পদ হইতে এই জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে সেই পদে প্রণত হই। (৩১) হায়! আমি যশোদা নাম্নী গোপী, আমার পতি এই নন্দ, ইনি ব্রজের ঈশ্বর, আমি ইহাঁর অখিল বিত্তাধিষ্ঠাত্রী সতী জায়া, এই কৃষ্ণ আমার পুত্র, এই সকল গোপ গোপী এবং গো ধন আমার, এই প্রকার কুমতি যাঁহার মায়ায় হইতেছে সেই এই ভগবান্ আমার শরণ্য হউন। (৩২)

হে রাজন্! যশোদা গোপী এই প্রকারে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে পর সেই ঈশ্বর পরম বিভু ভগবান্ পুত্রস্নেহময়ী স্বীয়া মায়া বিস্তার করিলেন। (৩৩) তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই গোপীর স্মৃতি বিনষ্টা হইয়া গেল। তিনি তনয়কে ক্রোড়ে করিলেন, প্রবৃদ্ধ স্নেহে তাঁহার হৃদয় ব্যাপ্ত হইল। সুতরাং পূর্ব্বে যদ্রূপ ছিলেন তদ্রূপই হইলেন। (৩৪) এবং বেদ সকল ইন্দ্রাদি বলিয়া, উপনিষৎ সকল ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্য সকল পুরুষ বলিয়া, যোগ সকল পরাত্মা বলিয়া তথা সাত্বতগণ ভগবান্ বলিয়া, যাঁহার মাহাত্ম্য গান করিতেছিলেন সেই হরিকে আপনার আত্মজ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। (৩৫)

এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময় হওয়াতে রাজা পরীক্ষিত পুনরায় বিস্ময় প্রকাশিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! নন্দ এমন কি মহোদয় শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন? আর ভগবান্ হরি যাঁহার স্তন পান করিলেন সেই মহাভাগা যশোদারই বা এমন কি সুকৃতি ছিল? (৩৬) অপর যাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই পিতা মাতারাও শ্রীকৃষ্ণের যে উদার বাললীলা প্রাপ্ত হয়েন নাই, এবং কবিগণ অদ্যাপি যাহা গান করিয়া থাকেন অপর যাহাতে লোকের কলুষ বিনাশ হয়, সেই বাললীলা যিনি প্রাপ্ত হইলেন তিনিই বা কি শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন? (৩৭)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ধরানাম্নী ভার্য্যার সহিত আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন ভগবন্! আমরা দুই জনে অবনীতলে জন্ম গ্রহণ করিলে আমাদের দুই জনের মহাদেবে এবং বিশ্বের ঈশ্বর হরিতে সেই পরমা ভক্তি, যাহাতে লোকে দুর্গতি হইতে উত্তীর্ণ হয়, উৎপন্ন হয় এই বর দেউন। (৩৮) ব্রহ্মা তথাস্তু বলিলে সেই মহা যশস্বী দ্রোণ ব্রজমণ্ডলে নন্দ এই আখ্যায় বিখ্যাত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই দ্রোণভার্য্যা ধরা যশোদা হন। (৩৯) সেই কারণে ভগবান্ জনার্দ্দন পুত্র হইলে তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের নিতরাং ভক্তি জন্মে। অন্যান্য গোপ গোপীদিগের স্বভাবতই তৎপ্রতি ভক্তি ছিল। (৪০) সে যাহা হউক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার আদেশ সত্য করিবার নিমিত্ত রাম সহ ব্রজে বাস করিয়া পুত্রানুকারিণী লীলা দ্বারা সকলেরই প্রীতি বর্দ্ধিত করেন। (৪১)

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

ভাণ্ডভঙ্গাদিদর্শনে গোপী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন এবং তদুদর স্থিত বিশ্ব নিরীক্ষণে বিস্ময়।

শুকদেব কহিলেন একদা গৃহদাসী সকল কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হওয়াতে নন্দগৃহিণী যশোদা স্বয়ং দধি মন্থন করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বালচরিত্র ঘটিত যেং গীত ছিল তাহা স্মরণ করিয়া গান করিতেছিলেন। (১) হে রাজন্! যশোদার স্থূল কটিতটে ক্ষৌমবসন, মেখলায় বদ্ধ ছিল, পুত্রস্নেহে স্তন দ্বয় হইতে দুগ্ধ প্রস্রুত হইতে ছিল, আর বারম্বার রজ্জু আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রান্ত হওয়াতে তাহা হইতে কঙ্কণ চলিত ও কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় কম্পিত এবং কবরী হইতে পুষ্পদাম স্খলিত হইতে ছিল। অপর শ্রম বশতঃ তাঁহার বদন স্বেদ বিন্দুতে অঙ্কিত হইয়া ছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্তন্য পান কামনায় জননীর নিকট আসিলেন এবং হস্তদ্বারা মন্থানদণ্ড ধারণ করিয়া প্রীতি উৎপাদন পুরঃসর মন্থন করিতে বারণ করিলেন। (২) হে রাজন্! ক্রোড়ে আরূঢ় হরির সস্মিত বদন নিরীক্ষণ করিতেং যশোদা স্তন পান করাইতে লাগিলেন। স্নেহ বশতঃ তাঁহার পয়োধর হইতে দুগ্ধ প্রস্রুত হইতে থাকিল। ইতিমধ্যে চুল্লীর উপরে যে দুগ্ধভাণ্ড আরোপিত ছিল অগ্নির অত্যর্থ তাপে তাহা উথলিত হইল অতএব যদিও স্তন্যপানে বালকের তৃপ্তি হয় নাই তথাচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যশোদা বেগে সেই দিকে গমন করিলেন। (৩) স্তন্যপান ত্যাগ করাইয়া যাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ হইল, কম্পমান অরুণ ওষ্ঠ দশন দিয়া দংশন করিতেং ক্রোধে একটা শিলাপুত্র (নোড়া) লইয়া দধিমণ্ডভাজন ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পরে গৃহমধ্যে গিয়া একান্তে নবনীত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। (৪) যশোদা চুল্লী হইতে সুতপ্ত দুগ্ধ নামাইয়া পুনরায় দধিমন্থনস্থানে প্রবেশ করিয়া দেখেন দধিমণ্ডভাজন ভগ্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বিবেচনা করিলেন পুত্রেরই এ কর্ম্ম হইবেক, কিন্তু তাঁহাকে তথায় না দেখাতে হাসিতে লাগিলেন। (৫) পরে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করাতে দেখিতে পাইলেন বালক বিপর্য্যস্ত উদুখলের উপর দাঁড়াইয়া শিক্যস্থ সদ্যোজাত নবনীত পাড়িতেছেন এবং যথেচ্ছারূপে বানরদিগকে দিতেছেন, পরন্তু চৌর্য্যহেতু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অতিশয় চঞ্চল হইতেছে। নিরীক্ষণ করিবামাত্র যশোদা ধীরে ধীরে

পশ্চাৎ দিকে গমন করিলেন। (৬) এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাদ্দৃষ্টি করাতে তাঁহার নয়নগোচর হইল জননী যষ্টি হস্ত হইয়া নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব সত্বর উদূখল হইতে অবরোহণ করিয়া ভীতবৎ পলায়ন পরায়ণ হইলেন। যশোদা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন কিন্তু তাঁহার ধারন বিফল হইল, কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না।

হে রাজন্! যোগিদিগের ঐকাগ্র্যদ্বারা তদাকারতাপ্রাপ্ত চিত্তও যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে অক্ষম হয় তিনি কি সহজে ধৃত হন্? (৭) অনেক ক্ষণ পশ্চাৎ২ গমন করিয়া পরে যশোদা তাঁহাকে ধরিলেন। ধরিবার সময় চঞ্চল বিশাল নিতম্বদ্বয়ের ভারে যশোদার গতি এক২বার স্তব্ধ হইয়াছিল আর কেশবন্ধ বিস্রংসিত হওয়াতে তত্রস্থ পুষ্প সকল বিস্রস্ত হইয়া পশ্চাৎ২ পাড়য়াছিল। (৮) সে যাহা হউক। শ্রীকৃষ্ণের হস্ত গ্রহণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে করিতে ঐ গোপী যদিও অতিশয় ভর্ৎসন করিলেন তথাচ তাঁহার দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই রহিল ভগবান অপরাধ করিয়াছিলেন সুতরাং কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের অঞ্জন চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতে আরম্ভ হইল। অপর দুই করে দুই নেত্র মর্দ্দন করিতে থাকিলেন। (৯)

রাজন্! যশোদা অতিশয় পুত্রবৎসলা। তনয়কে সভয় অবগত হইবামাত্র যষ্টি পরিত্যাগ করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে বাঞ্ছা করিলেন, ইহার কারণ ভগবানের কিরূপ বীর্য্য তদ্বিষয়ে ঐ গোপীর অভিজ্ঞতা ছিল না। (১০) হে রাজন্! যশোদাকে কেন অনভিজ্ঞা বলিলাম কারণ শুন, যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব্ব পর ও অন্তর বাহির, তথা আপনি জগতের স্বরূপ (১১) মানব লীলা করি সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া ঐ গোপী প্রাকৃত বালকের তুল্য রজ্জু দিয়া উদূখলে বন্ধন করিলেন। (১২) যাহা হউক। কৃতাপরাধ বলিয়া যদিও রজ্জুদ্বারা স্বীয় বালককে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন তথাপি ভগবানের প্রভাবে তাহা সম্পন্ন হইল না। গ্রন্থির সময় সেই রজ্জু দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। তদ্দর্শনে গোপী অন্য রজ্জু আনিয়া তাহার সহিত যোগ করিলেন যখন তাহাও ন্যূন হইল তখন অন্য আনিয়া তাহার সঙ্গে মিলাইলেন, তাহাও দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। এই রূপে বন্ধনার্থ যে২ রজ্জু গ্রহণ করিতে থাকিলেন সকলই দুই২ অঙ্গুলি করিয়া ন্যূন হইতে লাগিল। যশোদা আপন গৃহের এবং গোপীদিগের সকল রশ্মি সংযোগ করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তখন তাঁহার অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। হে রাজন্! বন্ধনার্থ যত্ন করিতে করিতে যশোদার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং তাঁহার কেশপাশ হইতে পুষ্পমালা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। জননীর এই পরিশ্রম নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং বন্ধনস্থ হইলেন। (১৩)

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র, ঈশ্বর সহিত এই বিশ্ব তাঁহার বশবর্ত্তী, তথাপি তিনি ঐ প্রকারে ভক্তবশ্যতা দর্শাইয়াছিলেন। (১৪) হে মহারাজ! ভগবানের প্রসাদ অন্য ব্যক্তিরাও প্রাপ্ত হয় সত্য কিন্তু মুক্তিপ্রদ ভগবান হইতে যশোদা যাহা প্রাপ্ত হইলেন তাহা কি ব্রহ্মা, কি আত্মা, কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী, কাহারও কখন লভ্য হয় নাই। (১৫) কারণ গোপীনন্দন ভগবান্ ভক্তিমান জনগণের যদ্রূপ সুখলভ্য দেহাভিমানি তাপসাদির এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানিদিগেরও তদ্রূপ সুলভ নহেন। (১৬)

রাজন্! একদা যশোদা গৃহকার্য্যে ব্যগ্রা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন নামে দুইটী বৃক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ দুই তরু পূর্ব্ব জন্মে কুবেরাত্মজ গুহ্যক ছিল। মদোন্মত্ততার কারণ দেবর্ষি নারদের অভিশাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। অগ্রিম জন্মে তাহারা অতিশয় সুশ্রী ও নলকুবর এবং মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত ছিল। (১৭)

ইতি দশম স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যমলার্জ্জুনপাত এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

রাজা পরীক্ষিত কহিলেন ভগবন্! নলকূবর এবং মণিগ্রীবের শাপের কারণ কি কহিতে আজ্ঞা হয়। তাঁহারা এমন কি বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন যাহাতে ভাগবতোত্তম দেবর্ষিরও তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ জন্মিয়াছিল। (১)

শুকদেব কহিলেন কুবেরের ঐ দুইটী পুত্র রুদ্রানুচর হইয়া অতিশয় অহঙ্কৃত হইয়াছিল। তাহারা একদা মদোম্মত্ত হইয়া কৈলাশ পর্ব্বতের রম্য উপবনে গমন পূর্ব্বক পুষ্পিত বন মধ্যে একসঙ্গে সঙ্গীতকারি স্ত্রীগণ সহিত বিহার করিতে আরম্ভ করিল। বারুণী মদিরা পান করাতে তাহাদের লোচন মদাঘূর্ণিত হইতেছিল। দুইজনে পদ্মবন রাজি বিরাজিত জাহ্নবী জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, হস্তিদ্বয় যেমন হস্তিনীগণ সমভিব্যাহারে বিহার করে তাহার ন্যায়, যুবতিবৃন্দ সহিত জল ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। (২) সেই সময় যদৃচ্ছাক্রমে দেবর্ষি নারদ দৈবাৎ সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র দেবর্ষির বোধ হইল এই দুই ব্যক্তি মদ্য পানে মত্ত হইয়াছে। (৩) হে কুরুনন্দন! যুবতিগণ দেবর্ষিকে দেখিতে পাইয়া সাতিশয় লজ্জিত হইল এবং বিবস্ত্র হইয়া থাকাতে শাপ-ভয়ে সত্বর স্ব২ বসন পরিধান করিতে লাগিল কিন্তু ঐ দুই গুহ্যক দিগম্বর হইয়াই থাকিল, অঙ্গাচ্ছাদনার্থ উদ্যোগ মাত্র করিল না। (৪)

হে রাজন্! ঐ দুই কুবেরাত্মজকে শ্রীমদান্ধ ও মদিরামত্ত দেখিয়া দেবর্ষি তাহা-দের মদ নাশ এবং কৃষ্ণদর্শন লাভ অভিপ্রায়ে অভিশাপ দিবেন বলিয়া কহিতে লাগি-লেন (৫) অহো! যে পুরুষ প্রিয় বিষয় সেবা করে তাহার ঐশ্বর্য্য মদ ভিন্ন সংকুল বিদ্যাদি জনিত মদ অথবা অন্য কোন প্রকার রজোগুণের কার্য্য হাস্যহর্ষাদি তদ্রূপ বুদ্ধিভ্রংশকারী হয় না ঐশ্বর্য্যমদে যদ্রূপ বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, কারণ তাহাতে মদ্য স্ত্রী ও দ্যূত তিনই উপস্থিত করে। (৬) অপর ঐশ্বর্য্য মদে অন্ধ অজিতাত্ম ব্যক্তিরা এই নশ্বর দেহকে অনশ্বর ও জরামৃত্যুবিহীন মনে করিয়া নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক পশু বধ করিয়া বেড়ায়। (৭) কিন্তু ইহা বড় খেদের বিষয় যে এই দেহ নরদেব ভূদেব ইত্যাদি আখ্যায় বিখ্যাত হইলেও অন্তে কৃমি অথবা বিষ্ঠা কিম্বা ভস্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই দেহ প্রোথিত অথবা সাবধানে রক্ষিত হইলে কৃমিময় হইয়া কৃমি সংজ্ঞক, এবং কুকুরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে জঠরানলে জীর্ণ হইয়া বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়, আর অগ্নিতে দগ্ধ হইলে ভস্মাবশেষ হওয়াতে ভস্ম এই নাম পাইয়া থাকে। এতাদৃশ দেহের কারণ যে ব্যক্তি প্রাণিদ্রোহ করে, যাহাতে নিরয় [illegible]

আবার স্বার্থ কি জানিল? আমার বিবেচনায় সে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। (৮) অপর এই দেহ অন্নদাতার অথবা জননীর? পিতার অথবা পুত্রিকা করণের কারণ মাতামহের? বলবান্ লোকের অথবা অগ্নির? কি কুক্কুরের? কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না (৯) বরঞ্চ এ সকলেরই সাধারণ এমত অনুভব হয়। অপর এই দেহের উদ্ভব অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে হইয়াছে, অন্তে অব্যক্তেতেই ইহা বিলয় প্রাপ্ত হইবেক অতএব মূঢ় ব্যতীত কোন্ বিদ্বান ব্যক্তি এতাদৃশ দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তদর্থ প্রাণি হত্যা করিবে? (১০) এই কারণ আমি নিশ্চয় বলিতে পারি শ্রীমদে অন্ধ মূঢ় লোকদিগের কেবল দরিদ্রতাই শ্রেষ্ঠ অঞ্জন, কারণ দরিদ্র লোক আপনার দৃষ্টান্তে অন্যকে দেখিয়া থাকে সুতরাং কাহারো দ্রোহ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। (১১) ফলতঃ যে ব্যক্তির অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয় সেই লোকই মুখম্লানতাদি চিহ্ন দ্বারা সকল জীবেরই সুখ দুঃখ সমান ইহা জানিতে পারে সুতরাং সকল জীবকে সমান বোধ করাতে সেই ব্যক্তি যেমন অন্য প্রাণির কণ্টক বেধজন্য ব্যথা ইচ্ছা করে না, যাহার অঙ্গে কখন কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই তাহার তদ্রূপ বাঞ্ছা হয় না। (১২) অপর দরিদ্রতা যে ভাল তাহার অন্য কারণ এই, দরিদ্রতা হইতে মুক্তিও সাধিত হয় কারণ যে ব্যক্তি দরিদ্র তাহা হইতে অহঙ্কার রূপ গর্ব্ব নির্গত হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি সকল প্রকার মদ শূন্য হয়। তদনন্তর যদৃচ্ছা ক্রমে যে কষ্ট পায় তাহাই তাহার পরম তপস্যা, অধিকন্তু অন্নাকাঙ্ক্ষি দরিদ্র পুরুষের দেহ নিত্য ক্ষুধায় ক্ষীণ হইতে থাকে অতএব তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবিলম্বে শুষ্ক হয়, তাহা হইতে পরহিংসাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। (১৩) অপিচ সমদর্শী সাধু পুরুষেরা দরিদ্র সঙ্গেই সঙ্গত হইয়া থাকেন, সেই সাধুদিগের দ্বারা দরিদ্র পুরুষদিগের তৃষ্ণা ক্ষয় হয় সুতরাং অবিলম্বেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। (১৪) অহে গুহ্যক সন্তান! সাধু পুরুষদিগের ধনিগণই প্রিয়, দরিদ্রজন প্রিয় নহেন, এমত মনে করিও না, সাধুগণ সমচিত্ত, ভগবান্ মুকুন্দের চরণ মাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, ধনগর্ব্বিত অসদাশয় অসৎ লোককে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। (১৫) অতএব তোমরা শ্রীমদে অন্ধ, এবং মাধ্বী সুরা পানে মত্ত থাক, অধিকন্তু এক্ষণে নিতান্ত স্ত্রৈণ হইয়াছ, তোমাদের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত অজিত, আমি তোমাদের অজ্ঞানকৃত মদ নষ্ট করিতেছি। (১৬)

হে রাজন্! এই প্রকার কহিয়া ঐ দেবর্ষি কোপভরে কহিতে লাগিলেন যেহেতু এই দুই ব্যক্তি লোকপালের পুত্র হইয়া এপ্রকারে তমোব্যাপ্ত হইয়াছে, অত্যন্ত দুর্মদতা প্রযুক্ত আপনারা যে বিবস্ত্র, তাহাও জানিতেছে না (১৭) সেই কারণে ইহারা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, অচিরে তদ্রূপ হউক। পরে অনুগ্রহ করত বলিলেন পুনর্ব্বার ইহাদিগকে ঐরূপ না হইতে হয় একারণ আমার প্রসাদে ইহাদের ঐ অবস্থাতেও স্মৃতি থাকিবেক, তাহাই আমার অনুগ্রহ। (১৮) দিব্য শত বৎসর অতীত হইলে ইহারা দুইজনে ভগবান্ বাসুদেবের সান্নিধ্য হেতু পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া আমার অনুগ্রহে সেই দেহে লব্ধভক্তি হইবেক।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! সেই দেবর্ষি এই প্রকার কহিয়া নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। তদবধি নলকূবর ও মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া গোকুলে বাস করিতে ছিল (১৯) হে মহারাজ! দেবর্ষি নারদ ভাগবত জনের মধ্যে প্রধান, অতএব তাঁহার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভগবান্ হরি ধীরে২ সেই স্থানে গমন করিলেন যেখানে যমলার্জ্জুন নামে ঐ দুইটী বৃক্ষ ছিল। (২০) তথায় উপনীত হইয়া ভগবান্

আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন যেহেতু দেবর্ষি আমার পরম ভক্ত, সেই কারণে এই দুইটী কুবেরতনয়কে (যমলার্জ্জুনকে) সেই প্রকার করিতে হইল ঐ মহাত্মা ঋষি যদ্রূপ বলিয়াছেন। (২১) এই প্রকার বলিয়া ভগবান্ অবিলম্বেই সহজাত সেই দুই অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যস্থলে গমন করিলেন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি যাহাতে বদ্ধ ছিলেন সেই উদূখলটা ঐ দুই বৃক্ষের পার্শ্বে আড় হইয়া পড়িল। (২২) হে ভারত! শ্রীকৃষ্ণের উদরে রজ্জু বদ্ধ ছিল তাহাতে সেই উদূখলটা আকর্ষিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়া যায়। যাহা হউক। পরে তিনি মহাবলে সেই উদূখলটা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন তাহাতে দুইটা যমলার্জ্জুনেরই মূল উৎপাটিত হইল এবং তাঁহার বিক্রমে ঐ দুই বৃক্ষের প্রবাল শাখা ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত কম্পান্বিত হইয়া উঠিল, সুতরাং অবিলম্বেই প্রচণ্ড শব্দ করিয়া ঐ দুইটা গাছ পড়িয়া গেল। (২৩)

হে রাজন্! যমলার্জ্জুন উন্মূলিত হইয়া পড়িবামাত্র সেই দুইয়ের অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় দুইটী সিদ্ধ পুরুষ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগের চমৎকার শ্রী, তাহাতে সকল দিক্ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া মস্তক দ্বারা অখিল লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং নির্ম্মদ হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন (২৪) হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে যোগিবর! প্রভো! আপনি অচিন্ত্যপ্রভাব, আপনি বালক নহেন, পরম পুরুষ, যেহেতু সকলের কারণ। ভগবন্! আপনি কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বলেন স্থূল সূক্ষ্ম রূপে প্রকাশমান এই বিশ্ব আপনকার রূপ, অতএব এই বিশ্বের উপাদান কারণও আপনি। (২৫) অপর হে বিভো! এক আপনিই সকল প্রাণির দেহ প্রাণ অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর। (২৬) হে দেব! যেহেতু আপনি ঈশ্বর অব্যয় বিষ্ণু অতএব আপনিই কাল অর্থাৎ কাল আপনকার লীলামাত্র। প্রভো! আপনিই মহান্ অর্থাৎ কার্য্য, আপনিই সূক্ষ্ম রজঃ-সত্ত্ব তমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি। ভগবন্! আপনিই পুরুষ, আপনিই সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যক্ষ, অতএব আপনি সর্ব্ব স্বরূপ। (২৭) হে বিভো! আপনি দ্রষ্টা, একারণ দৃশ্যত্বরূপে বর্ত্তমান যে সকল প্রাকৃত বিকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, সে সকল আপনাকে গ্রহণ করিতে পারে না। হে ভগবন্! জীবও আপনাকে জানিতে সক্ষম নহে কারণ আপনি জীবাদির উৎপত্তির পূর্ব্বাবধি স্বপ্রকাশরূপে সিদ্ধ আছেন ইহাতে দেহাদ্যাবৃত কোন্ ব্যক্তি আপনাকে জানিতে যোগ্য হইবেক? । (২৮) প্রভো! আপনি সেই ভগবান বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার করি। হে ব্রহ্মন্! মেঘ দ্বারা যদ্রূপ দিবাকরের মহিমা আচ্ছন্ন বোধ হয় তদ্রূপ যে সকল গুণের স্বতঃ প্রকাশ হয় সেই সমস্ত গুণ দ্বারা আপনকার মহিমা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, আপনাকে নমস্কার। (২৯) অহো! অশরীরী হইলেও অনুপম অতিশয়শালি তত্ত্বীর্য্য, যাহা দেহি সকলে অসম্ভব, তদ্দ্বারা যাঁহার অবতার সকল শরীর মধ্যে জানা যায় (৩০) সেই আপনি সর্ব্ব লোকের উদ্ভব এবং কৈবল্য নিমিত্ত সম্প্রতি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভো! না হইবেক কেন? আপনি সকল কল্যাণের অধিপতি। অতএব হে পরম কল্যাণ! আপনাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বমঙ্গল! আপনাকে নমস্কার, আপনি বাসুদেব, শান্তমূর্ত্তি, এবং যদুদিগের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। (৩১) হে ভূমন্! আমরা দুই জন আপনকার অনুচর কুবেরের কিঙ্কর। দেবর্ষির অনুগ্রহে আমারদের ভগবদ্দর্শন লাভ হইল। (৩২) ভগবন্! আমাদিগের দুইজনের পুনরায় যেন পূর্ব্ব স্বভাব

না হয়, আমাদের বাক্য আপনকার গুণানুকীর্ত্তনে রত থাকুক, আমাদের শ্রবণ আপনকার কথা শ্রবণে আসক্ত হউক, আমাদের হস্ত আপনকার কর্ম্মে ব্যাপৃত হউক, আমাদের মনঃ আপনকার চরণারবিন্দ স্মরণে নিবিষ্ট থাকুক, আমাদের মস্তক আপনকার নিবাসভূত জগতের প্রণামে নিযুক্ত হউক এবং আমাদের দৃষ্টি আপনকার মূর্ত্তি স্বরূপ সাধু জনদিগের দর্শনে তৎপর হউক। (৩৩)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! গোকুলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে স্তুত হইয়া হাসিতে২ সেই দুই গুহ্যকের প্রতি নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তিনি তখনও রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ ছিলেন। (৩৪)

ভগবান কহিলেন অহে! করুণাময় দেবর্ষি তোমাদিগকে শ্রীমদান্ধ দেখিয়া তোমাদের প্রতি বাক্য-দ্বারা শ্রীভ্রংশ রূপ যে অনুগ্রহ করেন সে বিষয় অগ্রেই আমার পরিজ্ঞাত হয়। (৩৫) যে সকল ব্যক্তি সাধু অর্থাৎ স্বধর্ম্মবর্ত্তী, এবং সর্ব্বত্র সমচিত্ত ও আত্মজ্ঞ, তাঁহাদিগের চিত্ত সুতরাং আমাতেই অর্পিত থাকে, দিবাকর দর্শনে যেমন পুরুষের চক্ষুর বন্ধন হয় না তাহার ন্যায়, আমার দর্শনে তাঁহাদিগের বন্ধন হয় না। (৩৬) অতএব হে নলকূবর! তোমরা আপনাদের নিকেতনে গমন করহ। আমার প্রতি তোমাদের পরম প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে পুনরায় তোমাদের সংসার সম্ভাবনা নাই। (৩৭)

হে রাজন্! সেই দুই গুহ্যক এই প্রকার উক্ত হইয়া সেই ভগবানকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ২ প্রণাম করিলেন পরে উদূখল বদ্ধ সেই দেবদেবকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। (৩৮)

ইতি দশম স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

বৃন্দাবনে বালবৃন্দ সহ বৎস পালন করিতে২ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৎসাসুর ও বকাসুর বধ।

শুকদেব কহিলেন হে কুরুবর! নন্দাদি গোপগণ সেই দুই বৃক্ষের পতন শব্দ শুনিয়া বজ্রপাত ভয়ে ভীত হওত সত্বর সেই স্থানে আসিলেন। (১) আসিবামাত্র দৃষ্ট হইল যমলার্জ্জুন ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ দুই বৃক্ষের পতন কারণ সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা জানিতে পারিলেন না সুতরাং ভ্রান্ত হইয়া রহিলেন। (২) হে রাজন্! যমলার্জ্জুন পতনের প্রত্যক্ষ কারণ নন্দের নিজ নন্দন, তিনি যে উদূখলে রজ্জুবদ্ধ ছিলেন সেই উদূখল ঐ স্থানেই আকর্ষণ করিতে ছিলেন, কিন্তু নন্দাদির সে দিকে মনোযোগ হইল না, কোন্ রাক্ষসাদির এ কর্ম্ম, কি কারণে হইল, এ কি আশ্চর্য্য উৎপাত, এই প্রকার কহিতে২ সকলে যৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন। (৩)

গোপ সকলকে ব্যাকুল দেখিয়া তত্রস্থ বালকেরা কহিতে লাগিল ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) ঐ দুইটী বৃক্ষের মধ্যগত হইয়া তিরশ্চীন (আড়) করিয়া ঐ উদূখলটা আকর্ষণ করিয়াছিলেন আমরা দেখিলাম তাহাতেই ঐ দুইটা গাছ উপড়িয়া পড়িয়া গেল, আমরা কেবল এইমাত্র দেখিয়াছি এমত নহে এই দুই তরু হইতে দুই জন দিব্য পুরুষ নির্গত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও দেখিয়াছি। (৪) কিন্তু সেই সকল গোপ বালকদের ঐ উক্তি গ্রাহ্য করিলেন না বরং পরস্পর তর্ক করত কহিতে লাগিলেন

বালকের একপ প্রকাণ্ড তরুদ্বয় উৎপাটন সম্ভব হয় না। পরন্তু অন্য কতিপয় গোপ বালকদের ঐ কথায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইল। (৫) তদনন্তর ভগবন্মায়ায় মোহিত নন্দ রজ্জুবদ্ধ নিজ পুত্রকে উদুখল আকর্ষণ করিতে দেখিয়া সহাস্য বদনে তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। (৬)

হে রাজন্! পাছে আপনার তথ্য সকলে জানিতে পারে এই ভয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৎপরোনাস্তি বালকত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বালরূপী ভগবান্ কখন২ গোপীদের করতালি দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন বা মুগ্ধ হইয়া, তাহাদের বশবর্ত্তি দারুযন্ত্রের ন্যায়, উচ্চস্বরে গীত গাইতেন। (৭) কখন "ঐ সামগ্রীটা আন তো" এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া আনয়নে যেন সামর্থ্য নাই এবম্বিধ ভাব প্রকাশ করত কেবল পীঠ ও পাদুকা ধরিয়া থাকিতেন, অপর আপনি যে ভৃত্যগণের বশ্য, ইহা নিজ ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাতা লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত আত্মীয় জনগণের প্রীতি উৎপাদন করত কেবল করচালন করিতেন। (৮) ফলতঃ ভগবান্ আপনার বহুবিধ বাল চেষ্টিত দ্বারা সমুদায় ব্রজের হর্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

হে রাজন্! অন্য এক দিন কোন গোপী "ফল কিনিবে গো" বলিয়া চীৎকার করিলে ভগবান্ হরি, যিনি স্বয়ং সর্ব্ব ফল দান করেন, ফলার্থী হইয়া ধান্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের করদ্বয় হইতে সেই ধান্য গলিয়া পড়িতেছিল, ফল বিক্রয়িণী তাঁহার সেই করদ্বয় ফলে পূর্ণ করিয়া দিল এবং তদ্বিনিময়ে রত্ন দ্বারা আপনার ফলভাণ্ড পূর্ণ করিল।

হে রাজন্! অর্জ্জুনবৃক্ষ ভগ্ন হইলে পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ নদীতীরে গমন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিলেন সেই সময় জননী স্তন্য পানার্থ তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। রাম কৃষ্ণ দুই জনই ক্রীড়াসক্ততাহেতু আহূত হইয়াও যখন আসিলেন না, তখন পুত্রবৎসলা রোহিণী তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যশোদাকে পাঠাইয়া দিলেন। উর্দ্ধ দৃষ্টি করাতে যশোদার নয়নগোচর হইল অগ্রজ সহ নিজ আত্মজ ব্রজবালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। স্নেহ বশতঃ যশোদার স্তনদ্বয় প্রস্রুত হইতে লাগিল। অতএব দূর হইতে ডাকিতে লাগিলেন হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ! ও অরবিন্দলোচন, তাত! শীঘ্র আইস, স্তন পান কর। বৎস! আর খেলায় কায নাই, ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছ, এখন ভোজন করিতে যোগ্য হও। পরে রামকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিলেন হে রাম, হে তাত! অনুজ সহ আশু আগমন কর। কখন্ প্রাতঃকালীন আহার করিয়া আসিয়াছ, হে পুত্র! দেখিতেছি তোমরা খেলায় শ্রান্ত হইয়াছ, ব্রজপতি নন্দ ভোজন করিতে বসিয়া তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আইস, আমাদের প্রিয় করিবে চল। পরে অন্যান্য বালকদিগের প্রতি কহিলেন অরে তোরা সব আপনাদের ঘরে যা। তদনন্তর পুনরায় আপনার বালককে বলিতে লাগিলেন তাত! ধূলি দ্বারা তোমার সকল অঙ্গ ধূসরিত হইয়াছে, স্নান করিবে চল। বৎস! অদ্য তোমার জন্ম নক্ষত্র, শুচি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিতে হবে। বৎস! দেখ দেখি তোমার ঐ সকল বয়স্য বালকগণ স্ব২ জননী কর্ত্তৃক কেমন মার্জ্জিতশরীর ও সুন্দর রূপ অলঙ্কৃত হইয়াছে, তুমিও চল, স্নান করিয়া আহারের পর অলঙ্কৃত শরীরে আসিবে। আসিয়া পুনরায় খেলা করিও।

হে রাজন্! যশোদা স্নেহবদ্ধবুদ্ধি হইয়া ঐ প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি

অশেষের শেখর, তাঁহাকে আপনার তনয় বোধ করিয়া রাম সহ তদীয় হস্ত ধরিলেন পরে নিজ নিকেতনে লইয়া আসিয়া কল্যাণকর কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিলেন। (৯)

হে রাজন্! নন্দপ্রভৃতি প্রাচীন২ গোপগণ বৃহদ্বনে বহু বহু উৎপাত অনুভব করিয়া একদা সকলে একত্র মিলিত হইলেন এবং গোকুলের হিতার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উপনন্দ নামা গোপ জ্ঞান ও বয়সে বৃদ্ধ তথা দেশ কাল ও অর্থের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের প্রিয় করিবার বাসনায় কহিতে লাগিলেন যদি গোকুলের হিত করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমাদের এস্থান হইতে উত্থান করা বর্ত্তব্য। কারণ এখানে নিরন্তর ব্রজবাসিদিগের বিনাশহেতু মহা২ উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। বালঘাতিনী পূতনা রাক্ষসীর হস্ত হইতে ঐ বালকটী কথঞ্চিৎ কষ্টে মুক্ত হইয়াছেন। অপর ভগবান্ হরির অনুগ্রহপ্রযুক্তই উহার উপরে সেই শকটটা পড়ে নাই। (১০) অধিকন্তু চক্রবায়ু ঐ বালককে স্বীয় বেগে বিহঙ্গমগণের বিহারস্থান আকাশে নীত করিয়াছিল ঐ শিশু তথা হইতে শিলাতলে পাতিত হন্ কেবল সুরেশ্বরগণ রক্ষা করিয়াছেন। (১১) হে ভ্রাতৃগণ! ঐ বালক কিম্বা অন্য কোন শিশু যমলার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ সেই দুই প্রকাণ্ড তরুর মধ্যস্থলে থাকিয়াও যে নিধন প্রাপ্ত হয় নাই তাহাতেও কেবল ভগবান কর্ত্তৃকই রক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবেক। (১২) অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত উৎপাত জন্য অন্য কোন অরিষ্ট আমাদের ব্রজমণ্ডল অভিভব না করে তাবৎ সকলে বালক সকলকে গ্রহণ করিয়া অনুগ জনগণ সহিত এস্থান হইতে অন্যত্র গমন করি চল। (১৩) হে ভ্রাতৃগণ! বৃন্দাবন নামক বন পশু সকলের হিতকর স্থান, তন্মধ্যে ভূরি২ অবান্তর নবীন বন এবং পবিত্র২ পর্ব্বত, তথা প্রচুর তৃণ ও লতা আছে, অতএব সেই স্থল গোপ গোপী তথা গো, সকলেরই সুখসেব্য। চল, অদ্যই সেখানে গমন করা যাউক, শকট সকল যোজন করহ, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, তোমাদের যদি অভিরুচি হয় গোধন সকল অগ্রে পাঠাও। (১৪)

হে রাজন্! উপনন্দের ঐ সকল কথা শুনিয়া গোপগণ কোন আপত্তি করিল না, সকলেই সাধুবাদ প্রদান করত স্ব২ শকট সমূহ যোজন পূর্ব্বক তদুপরি পরিচ্ছদ সকল আরোপণ করিয়া গমন করিল। (১৫) হে কুরুবর্য্য! সকল গোপালই অতি যত্নে বাল বৃদ্ধ অবলা তথা সমুদায় গৃহোপকরণ শকটোপরি উঠাইয়া লইয়াছিল এবং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা গোধন সকল অগ্রে করিয়া চারি দিক হইতে সুমহৎ তূর্য্যধ্বনি সহ মুখবায়ু দ্বারা শৃঙ্গ সকল পূর্ণ করিতে করিতে অর্থাৎ শিঙ্গা বাজাইতে২ পুরোহিত সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল। (১৬) রাজন! গোপীগণ রথারূঢ় হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কৃষ্ণলীলা গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কুচমণ্ডলে অভিনব কুঙ্কুম বিলেপিত থাকাতে তদ্দ্বারা তাহাদের কমনীয় কান্তি হইয়াছিল। অপর তাহাদের কণ্ঠদেশে উৎকৃষ্ট নিষ্ক এবং পরিধান সুন্দর বসন ছিল। যশোদা ও রোহিণীও রামকৃষ্ণ সহিত এক রথে আরোহণ করিয়া ঐ রূপ দীপ্তি পাইয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের কথা শ্রবণার্থ তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই উৎসুক হইত। (১৭)

হে নৃপ! বৃন্দাবন সর্ব্বকালেই সুখাবহ, গোপগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোকুলের বসতি স্থান করিল। সেই স্থান ভূরি২ শকটে অর্দ্ধচন্দ্রের তুল্য হইয়া রহিল। হে রাজন্! বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং যমুনাপুলিন অবলোকন করিয়া রাম ও কৃষ্ণের পরম প্রীতি জন্মিল। (১৮) তাঁহারাও বালচেষ্টিত ও মধুর বচনদ্বারা ব্রজবাসিদিগের প্রীতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে বৎসপাল হইয়া উঠিলেন। (১৯)

হে রাজন্! রামকৃষ্ণের কৌমার লীলা বলি, শ্রবণ করহ। তাঁহারা দুই জনে বিবিধ ক্রীড়োপকরণ লইয়া গোপালবালকদিগের সহিত ব্রজভূমির অদূরে বৎস চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। (২০) কোথাও বেণু বাজাইয়া বেড়ান, কোথাও বিম্ব ও আমলক ফলাদি দ্বারা ক্ষেপণ (লাটিম) কল্পনা করিয়া উৎক্ষেপণ করেন, কোথাও কিঙ্কিণীযুক্ত চরণের আঘাতে ভূতল তাড়ন করত তদ্দ্বারা খেলায়মান হন, কোথাও বা বৎসদিগের গাত্রে কম্বলাদি বন্ধনপূর্ব্বক কৃত্রিম গোবৃষ করিয়া আপনারাও বৃষের ন্যায় ব্যবহার করেন অর্থাৎ তদনুকারি শব্দ করিতে করিতে পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হন। (২১) কখন কখন শব্দ দ্বারা হংস ময়ূরাদি জন্তুর অনুকরণ করত প্রাকৃত বালকের তুল্য বেড়িয়া বেড়ান।

হে রাজন্! একদা রাম কৃষ্ণ স্বীয় বয়স্যবর্গ সহিত যমুনা তীরে বৎস চরাইতেছিলেন, সেই সময় একটা দৈত্য তাঁহাদের হিংসা করিবার বাসনায় আসিল। (২২) ভগবান্ হরি সেই দৈত্যকে বৎসরূপে বৎসযূথের মধ্যগত দেখিয়া বলদেবকে দেখাইয়া দিলেন। পরে আপনি যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই এই রূপ ভাব প্রকাশ করত ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গেলেন। (২৩) সমীপে উপস্থিত হইয়াই বৎসরূপি সেই অসুরের পশ্চাদ্ভাগের দুইটা পদ সহিত লাঙ্গুল ধরিয়া কিয়ৎ ক্ষণ ঘুরাইলেন পরে গতাসু করিয়া কপিত্থ গাছের অগ্রে প্রক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! ঐ বৎসাসুরের বিশাল শরীরের ভারে সেই কপিত্থ তরু ভাঙ্গিয়া পড়িল সুতরাং ঐ অসুরও তাহার সহিত পতিত হইল। তদনন্তর মৃত অসুর দর্শন করিয়া বালকদিগের বিস্ময় জন্মিল। আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে করিতে সকলেই সাধুবাদ করিতে লাগিলেন আর দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিলেন। (২৪)

হে রাজন্! যে রাম কৃষ্ণ সকল লোকের শ্রেষ্ঠ পালক, তাঁহারা দুই জন বৎস পালক হইয়া প্রাতরাশ (প্রাতঃকালীন ভোজন সামগ্রী) সঙ্গে লইয়া বৎস চরাইতে চরাইতে ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়াইতেন। (২৫) এক দিন সকল গোপ বালক স্ব২ বৎসকুলকে জলপান করাইবে বলিয়া জলাশয় সমীপে গমন করিল এবং বৎসদিগকে জলপান করাইয়া আপনারা পান করিতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই স্থানে ঐ সকল বালক মহাসত্ত্ব একটা পক্ষি দেখিতে পাইল সে বজ্রনির্ভিন্ন পর্ব্বতচ্যুত প্রকাণ্ড শৃঙ্গের ন্যায় তথায় বসিয়া রহিয়াছিল। দেখিবামাত্র সমুদায় বালক সাতিশয় ভীত হইল। হে রাজন্! ঐ পক্ষির নাম বক, সে একটা মহান্ অসুর, বক রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত বেগে আসিয়া একেবারে গ্রাস করিল। তাহার তুণ্ড অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং সে স্বয়ং মহা বলিষ্ঠ ছিল। (২৬)

রাজন্! রাম প্রভৃতি বালকগণ কৃষ্ণকে মহাবকের মুখগ্রস্ত হইতে দেখিয়া ভয়ে সেইরূপ অচেতন হইল যদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ প্রাণ বিনা বিচেতন হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই বকের বদন মধ্যস্থ হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন অতএব সে জগদ্গুরুর জনক ঐ গোপাল বালককে রোষে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন পূর্ব্বক বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার পরেই তুণ্ডাঘাত দ্বারা প্রাণ বধার্থ পুনরায় নিকটে গেল। (২৭) কংস প্রেরিত ঐ বককে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার দুই বাহু দ্বারা তাহার তুণ্ডদ্বয়ে ধারণ করিলেন এবং দর্শনকারি বালকগণের সমক্ষে বীরণবৎ (তৃণবিশেষের ন্যায়) বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণের পরম হর্ষ হইল। (২৮) সেই সময় সুরলোকস্থ সমস্ত লোক

নন্দন বনের মল্লিকাদি কুসুম দ্বারা বকারি ভগবান হরির উপর বর্ষণ করিলেন এবং শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি তথা বিবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া কৃষ্ণসমভিব্যাহারী গোপবালকগণ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিল। (২৯)

সে যাহা হউক। রামাদি বালকবৃন্দ যখন দেখিল শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের বক্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থানে আসিলেন তখন ইন্দ্রিয়গণ যেমন প্রাণ প্রাপ্তিতে স্বস্থ হয় তাহার ন্যায় নির্বৃত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল পরে বৎস সকলকে একত্র করিয়া ব্রজে আগমন পূর্ব্বক সকলের নিকট ঐ ঘটনার কথা কহিল। (৩০) গোপ ও গোপীগণ তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং অত্যর্থ প্রীতি হেতু সাদর হইয়া সমুৎসুকচিত্তে সুরলোক হইতে আগতের ন্যায় সেই সকলকে দর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যত দেখিল কিছুতেই তাহাদের নয়ন পরিতৃপ্ত হইল না। (৩১)

"অহো কি আশ্চর্য্য! বহুতর ব্যক্তি এই বালকের মৃত্যুর কারণ হইয়া গেল কিন্তু যেহেতু পূর্ব্বে তাহাদের হইতে অন্যের ভয় হইত এই কারণে তাহাদিগেরই অনিষ্ট দৃষ্ট হইল। (৩২) সেই সকল দানব ঘোর দর্শন হইয়াও ইহাকে অভিভব করিতে পারে নাই, হিংসা করিবার বাসনায় ইহার নিকট আসিয়া, যেমন অগ্নিতে পতঙ্গ বিনষ্ট হয় তাহার ন্যায়, আপনারাই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। (৩৩) যাহা-হউক। ব্রহ্মবেত্তাদিগের বাক্য বড় আশ্চর্য্য, সে সকল কদাচ অসত্য হয় না, ভগবান গর্গ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তদ্রূপই অনুভূত হইল"। হে রাজন্ এই প্রকারে রামকৃষ্ণের কথা প্রসঙ্গে কথোপকথন করত নন্দাদি গোপগণ সদা আমোদ প্রমোদ করিতেন, সংসার বেদনা কিছুই তাঁহাদের অনুভূত হইত না। (৩৪)

ইতি দশম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অঘাসুরের সর্প শরীর ধারণ পূর্ব্বক বৎস পাল গিলন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার গলদেশে বধ।

শুকদেব কহিলেন কোন সময় ভগবান্ হরি বনেতেই প্রথম ভোজন করিবার মানসে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বৎস পালক বয়স্য দিগকে প্রবোধিত করিয়া মনোহর শৃঙ্গধ্বনি করিতে করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন। (১) তাঁহার সঙ্গে স্নেহান্বিত সহস্র সহস্র বালক স্ব স্ব সহস্রাধিক সংখ্যাযুক্ত বৎসতর অগ্রে কৃত করিয়া সাতিশয় হর্ষে বাহির হইল তাঁহাদের হস্তে সুন্দর শিক্য, বেত্র, বেণু ও বিষাণ ছিল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বৎসের সঙ্গে আপনাদের বৎস সকলকে যূথবদ্ধ করিয়া চরাইতে চরাইতে নানা স্থানে বাল ক্রীড়া দ্বারা বিহার আরম্ভ করিল। (২) ঐ সকল বালক যদিও স্ব২ জননী কর্ত্তৃক কাচ, মুক্তা, মণি, তথা স্বর্ণ ভূষণ দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল তথাচ বন হইতে পুষ্প প্রবাল ও ফল স্তবক এবং ময়ূর পুচ্ছ তথা ধাতু প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পুনরায় আপনাদের ভূষা করিতে লাগিল। (৩) আর পরস্পরের শিক্যাদি অপহরণ করত যাহা২ জ্ঞাত হইতে লাগিল সে সকল দূরে ফেলিয়া দিতে থাকিল। তত্রত্য বালকেরা হাসিতে২ সেই সকল পুনরায় দিতে লাগিল। (৪) যদি কখন শ্রীকৃষ্ণ

বন শোভা সন্দর্শন নিমিত্ত দূরে যাইতেন তাহা হইলে "আমি অগ্রে, আমি অগ্রে" এই রূপ বলিয়া বালকেরা তাঁহাকে স্পর্শ করত ক্রীড়া করিত। (৫) কতিপয় বালক বংশী বাদ্য করিতে করিতে, কতক গুলি শৃঙ্গ (শিঙ্গা) বাজাইতে বাজাইতে, কতিপয় অর্ভক ভৃঙ্গসহ গান করিতে করিতে, অন্য বালকেরা কোকিলসঙ্গে কলরব করিতে করিতে, খেলা করিতে লাগিল। (৬) অপর শিশুরা পক্ষিদিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদের সহিত গমন, বকসঙ্গে উপবেশন, তথা ময়ূর সহ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল (৭) আর কোন২ বালক বানরশিশুদিগকে আকর্ষণ, কেহ২ তাহাদের সহিত বৃক্ষে আরোহণ, অন্যে তাহাদের সঙ্গে দন্ত দর্শন ও ভ্রূ বিজৃম্ভাদি দ্বারা অঙ্গ বিকৃতি তথা তাহাদের সমভিব্যাহারে বৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় উল্লম্ফন আরম্ভ করিল। (৮) আর২ বালকেরা ভেকগণের সহিত নির্ঝরাপ্লুত সরিৎ সকল উল্লঙ্ঘন এবং প্রতিবিম্ব সকলের প্রতি উপহাস তথা প্রতিধ্বনির প্রতি আক্রোশ করিতে লাগিল। (৯) রাজন্! যে ভগবান হরি বিদ্বজ্জনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরম সুখ স্বরূপ, ভক্তজনের আত্মপ্রদ পরম দেবতা, এবং মায়াশ্রিত জনের পক্ষে নর বালক রূপে প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহার সহিত গোপ বালকগণ যখন ঐ প্রকারে বিহার করিতে লাগিল তখন অবশ্যই বোধ হইবেক ঐ সকল বালকের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ছিল, তাহাতেই তাহারা ভগবানের সহিত সখ্যভাবে বিহার করিতে পাইয়াছিল। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা যাঁহার অনুভব মাত্র করেন, ভক্ত জনে অতি গৌরবে যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, ব্রজবালকগণ সখ্যভাবে যে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল ইহাতে তাহাদিগের আশ্চর্য্য ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবেক। (১০) অথবা যোগিগণ বহু জন্ম পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রাদি ব্রত দ্বারা ধৃতাত্মা হইয়াও যাঁহার চরণরেণু লাভ করিতে পান না সেই ভগবান স্বয়ং যে সকল ব্রজবাসির দর্শনগোচরে অবস্থিত হন, তাহাদের ভাগ্য যে অত্যাশ্চর্য্য ইহা বর্ণন করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। (১১)

সে যাহা হউক। তদনন্তর একদিন অঘ নামে একটা ভয়ঙ্কর অসুর ঈর্ষাবশতঃ ব্রজ বালকদিগের ঐ রূপ সুখ ক্রীড়া দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দানব অতিশয় দুর্দান্ত, দেবতারা অমৃত পানে অমর হইয়াও তাহা হইতে মৃত্যু ভয় করত নিরন্তর তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন। অর্থাৎ দেবগণ স্ব২ জীবন বাসনায় পরস্পর নিত্য এই রূপ কহিতেন এ পাপাত্মা কি প্রকারে বিনষ্ট হইবে। (১২) ঐ অঘাসুর পূতনা ও বকাসুরের অনুজ, কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিল। সে কৃষ্ণ প্রভৃতি বালক বৃন্দকে অবলোকন করিয়া নিশ্চয় করিল এই বালক আমার সেই দুই সহোদরের বিনাশকারী, হউক, বৎসপাল সহিত ইহাকে অদ্যই নিহত করিব। (১৩) ইহাদিগকে বিনষ্ট করিলে ব্রজবাসী জনগণও অবশিষ্ট থাকিবেক না, ইহারা যখন আমার সুহৃদ্দিগকে তিলোদক রূপে কল্পিত করিয়াছে তখন ব্রজবাসিরা সকলেই বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ প্রাণ গত হইলে আর দেহের প্রতি চিন্তা কি? প্রাণধারি ব্যক্তিদিগের পুত্রই প্রিয়তর প্রাণ, পুত্র নষ্ট হইলে তাহারা আপনা হইতেই নষ্ট হইবেক। (১৪) এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ঐ খল অসুর যোজন প্রমাণ দীর্ঘ এবং পর্ব্বত তুল্য পীবর আশ্চর্য্য বিশাল অজগর দেহ ধারণ করিয়া ঐ সকল বালককে গ্রাস করিবার আশায় পথিমধ্যে শয়ন করিল। তাহার বিশাল দেহে পর্ব্বত গুহা তুল্য আনন প্রসারিত

রহিল। (১৫) অধর ওষ্ঠ ধরায় পতিত ও উত্তর ওষ্ঠ উপরে জলধরে সংলগ্ন হইল, দুই সৃক্ক অর্থাৎ ওষ্ঠপ্রান্তভাগ পর্ব্বত গুহার তুল্য বিস্তীর্ণ রহিল। তাহার দন্তসকল গিরি-শৃঙ্গ সমান, মুখের মধ্য ভাগ যেন গাঢ় অন্ধকার, জিহ্বা যেন বিস্তীর্ণ বর্ত্ম, নিশ্বাস সাক্ষাৎ পরুষ পবন, চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি দাবাগ্নিবৎ অত্যুষ্ণ। (১৬)

হে রাজন্! উক্ত প্রকার বিস্তৃত বদন নিরীক্ষণ করিয়া সকল বালকই তাহাকে বাস্তবিক অজগর মনে করিল এবং এ আমাদের বৃন্দাবনের সম্পদ এই ভ্রান্তিহেতু বিপরীত বুঝিয়া লীলাবশতঃ বিস্তৃত অজগরের সাদৃশ্যে উৎপ্রেক্ষণ আরম্ভ করিল (১৭) এবং পরস্পর কহিতে লাগিল অহে মিত্রগণ! আমাদের অগ্রে এই যে বস্তু অবস্থিত রহিয়াছে ইহা সত্বাভাস কি না? এই প্রাণী কি আমাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত একপে বিসৃত সর্পতুণ্ড তুল্য আচরণ করিতেছে? (১৮) তদনন্তর নিশ্চয় করিয়া বলিতে লাগিল হাঁ বটে, ঐ প্রকারই সত্য, ঐ দেখ, সূর্য্যকিরণে আরক্ত মেঘ ইহার উত্তর ওষ্ঠের তুল্য এবং ঐ মেঘের প্রতিচ্ছায়ায় অরুণিত স্থল ইহার অধর ওষ্ঠ সদৃশ হইয়া আছে (১৯) আর বাম ও দক্ষিণ দিকের দুইটা গিরিগুহা ওষ্ঠ প্রান্তভাগের সমান দৃষ্ট হইতেছে, অপর পর্ব্বতের এই সকল অত্যুচ্চ শৃঙ্গাদি ইহার দংষ্ট্রা সকলের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে,। (২০) অধিকন্তু দীর্ঘতা বিশিষ্ট সুবিস্তীর্ণ বর্ত্ম ইহার রসনার সহিত তুল্যতা আর এই সকল শৃঙ্গের অন্তর্গত অন্ধকার ইহার আননাভ্যন্তরের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। (২১) অপিচ দাবানলে উষ্ণ এই খর পবন ইহার নিঃশ্বাসের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, আর ঐ দাবাগ্নিতে দগ্ধ প্রাণি সকলের যে দুর্গন্ধ, তাহাই সর্পমধ্যগত আমিষ গন্ধের সদৃশ বাহির হইয়া আসিতেছে। (২২)

এই প্রকারে বাস্তব অজগরকে অজগর তুল্য বিতর্ক করিয়া পরে কহিতে লাগিল এ কি এখানে আমাদিগকে গ্রাস করিবে? আমরা তো বিনষ্ট হই না, এ যদি আমা-দিগকে বিনষ্ট করিতে চাহে বকাসুরের ন্যায় অসুর হন্তা এই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ক্ষণকাল মধ্যে আপনিই বিনষ্ট হইবে। ইহা বলিয়া বকারি ভগবান হরির কমনীয় বদন অবলোকন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া সকলেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। (২৩)

হে রাজন্! অখিল প্রাণির হৃদয়স্থ ভগবান্ হরি অতজ্জ্ঞ বালকদিগের ঐ প্রকার পরস্পর কথন শ্রবণ করিয়া চিন্তা দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন বাস্তবিক সর্পশরীর ঐ রাক্ষসটা আমার আত্মীয় ঐ সকল বালকের নিকট সর্প সাদৃশ্যে প্রতীয়মান হইতেছে অতএব তিনি তাহাদিগকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত যাবৎ মনঃ স্থির করিতেছিলেন (২৪) তাবৎ সেই সকল শিশু বৎসবৃন্দ সহ ঐ অসুরের উদর মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহারা কেবল প্রবিষ্ট হইল, সেই সর্পশরীর অসুর তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিল না, কারণ সে মনোমধ্যে আপনার নিহত সেই দুই আত্মীয়ের স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। (২৫) সে যাহা হউক। সকল লোকের অভয় দাতা ভগ-বান্ হরি অন্য নাথ বিহীন সেই সকল দীন বালকদিগকে আপনার কর হইতে অপসৃত এবং মৃত্যুর জঠরাগ্নির তৃণভূত হইতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন এবং ইহা ভাগ্যকৃত কর্ম্ম বলিয়া অত্যর্থ পীড়িত হইতে লাগিলেন। (২৬) পরে সেই খলের জীবন এবং ঐ সকল সাধুর হিংসন এই দুইটী কর্ম্ম কি প্রকারে না হয় অনেক ক্ষণ ভাবিয়া তদ্বিষয়ের উপায় স্থির করত অবশেষে আপনিও সেই সর্পের তুণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (২৭)

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ অজগররূপি অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেবতা সকল মেঘ ব্যবধানে থাকিয়া ভয় প্রযুক্ত হাহাকার করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন কিন্তু অঘাসুরের বান্ধব যে সকল কংসাদি রাক্ষস, তাহাদের হর্ষের পরিসীমা রহিল না। (২৮) দেবতাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ঐ অসুরের দেহ চূর্ণ করিতে ভগবানের ইচ্ছা হইল অতএব বালক ও বৎস সহ আপনাকে তাহার গলদেশে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। (২৯) তদনন্তর অতিকায় সেই অঘাসুরের মুখাদির বর্ত্মভূত কণ্ঠ নিরুদ্ধ এবং লোচন বহির্গত হইল। সে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবিলম্বেই তাহার দেহ মধ্যে পবন নিরুদ্ধ হইয়া পূর্ণ হইল এবং ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। (৩০)

হে রাজন্! বায়ু বহির্গত হইবামাত্র তাহার সঙ্গে সমুদয় ইন্দ্রিয় নির্গত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন আপনার সমস্ত সুহৃদ বয়স্যগণ গতাসু হইয়াছে অতএব অমৃত বর্ষণী স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা জীবন দান পূর্ব্বক উত্থিত করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হওত নির্গত হইয়া আসিলেন। (৩১) হে ভাগবত! ঐ সর্পের স্থূল দেহস্থ শুদ্ধ সত্ত্বময় অদ্ভুত মহৎ জ্যোতিঃ স্বীয় তেজে দশ দিক প্রজ্বলিত করত ভগবানের বিনির্গম প্রতীক্ষা করিয়া অকাশে অবস্থিতি করিতেছিল। ভগবান্ নির্গত হইবা মাত্র দর্শনকারি দেবগণের সমক্ষে তাহা সেই ঈশে গিয়া প্রবেশ করিল। (৩২)

তদনন্তর দেবগণ আনন্দিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ দ্বারা আপনাদের কার্য্যকারি ভগবান হরির পূজা করিলেন। আর অপ্সরা সকল শোভন নৃত্য, গন্ধর্ব্বাদি গায়কগণ মনোহর গীত, বিদ্যাধর সকল মনোভাবন বাদ্য, বিপ্রবৃন্দ স্তব, এবং প্রজাপুঞ্জ জয়শব্দ দ্বারা যথোপযুক্ত অর্হণ আরম্ভ করিল। (৩৩) হে রাজন্! আপনার ধামসমীপে সেই সকল আশ্চর্য্য স্তব, গীত, বাদ্য, জয়শব্দ, তথা অনেক উৎসব স্বরূপ মঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু পরমেশ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার যৎপরো নাস্তি বিস্ময় হয়। (৩৪) অহে পরীক্ষিত! অঘাসুর যে অজগর শরীর ধারণ করিয়াছিল তাহার অদ্ভুত চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া বহুকাল যাবৎ বৃন্দাবনে ব্রজবাসিদিগের ক্রীড়ার্থ মহা বিল হইয়াছিল। (৩৫)

সে যাহা হউক। ভগবান কৌমার কালে অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমে ঐ কর্ম্ম অর্থাৎ মৃত্যু হইতে আপনাদের ও বালকদের পরিত্রাণ এবং অজগর রূপি অঘাসুরের সংসার মোচন করেন, বালকেরা সেই সময়েই তাহা দেখিয়াছিল কিন্তু তাহারা ব্রজে আসিয়া পৌগণ্ডকালে অর্থাৎ ষষ্ঠ বৎসরে 'অদ্য এই সকল ঘটনা হইল' বলিয়া পরিচয় দিল। (৩৬) রাজন্! অঘাসুরও যে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শ মাত্রে ধুতপাপ হইয়া অসজ্জনের সুদুর্লভ তাদাত্ম্য লাভ করিল ইহা মায়ামনুষ্যবালক পরাবর সকলের পরম বিধাতা ভগবান হরির আশ্চর্য্য কার্য্য নহে। (৩৭) যাঁহার শ্রীমূর্ত্তির কেবল মনোময়ী প্রতিকৃতি বলপূর্ব্বক এক বার মাত্র অন্তরে আহিত হইয়া প্রহ্লাদাদি ভক্তগণকে ভাগবতী গতি প্রদান করিয়াছিল সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ স্বয়ং অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যে ভাগবতী গতি দিবেন তাহা কি আবার অদ্ভুত বিষয়। ভগবান্ নিত্য আত্ম সুখানুভব দ্বারা সমস্ত মায়া ব্যুদস্ত করিয়াছিলেন। (৩৮)

সূত কহিলেন হে দ্বিজগণ! শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত মহারাজ পরীক্ষিত আপনার প্রদাতার এই প্রকার বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া শুকদেবকে পুনরায় ঐ বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলেন যেহেতু শ্রবণ করিয়া তদীয় চিত্ত একান্ত বশীকৃত হইয়াছিল। (৩৯)

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! কালান্তরে কৃত কর্ম্মে তৎকালীন বোধ কিরূপে হইয়াছিল? ভগবান হরি কৌমার কালে অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমে যাহা করিয়াছিলেন ব্রজবালকেরা তাহা পৌগণ্ডে অর্থাৎ ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রমে কি প্রকারে অবগত হইয়া ব্রজে গিয়া বলিয়াছিল?' নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইহা ভগবান্ হরির মায়া, অন্যথা নহে। গুরো! আমরা ক্ষত্রবন্ধু হইয়াও লোকমধ্যে অতিশয় ধন্য, যেহেতু আপনকার প্রমুখাৎ পুণ্য কৃষ্ণকথামৃত মুহুর্মুহুঃ পান করিতেছি। (৪০)

সূত কহিলেন হে ভাগবতোত্তমোত্তম শৌনক! রাজা পরীক্ষিত যে ভগবান্ অনন্তের স্মরণ করাইয়া দিলেন তাঁহা কর্ত্তৃক যদিও শুকদেবের অখিল ইন্দ্রিয় অপহৃত হইল তথাচ ঐ প্রকার জিজ্ঞাসিত হওয়াতে কথঞ্চিৎ বহির্দৃষ্টি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতি বচনারম্ভ করিলেন। (৪১)

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মায়াদ্বারা গোপবালক ও গোবৎস হরণ এবং সর্ব্বরূপি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্বৎসর পর্য্যন্ত অবিকল পূর্ব্ববৎ করিয়া রাখন।

শুকদেব কহিলেন হে ভগবতোত্তম! হে মহাভাগ! ভাল জিজ্ঞাসা করিলে, তোমাকে সাধুবাদ দি, যেহেতু ভগবান্ ঈশের কথা মুহুর্মুহুঃ শ্রবণ করিয়াও নব্যবৎ করিতেছ। (১) রাজন্! সারগ্রাহি যে সকল সাধু পুরুষদিগের অচ্যুতবার্ত্তাই বাক্য কর্ণ এবং চিত্তের বিষয়, তাঁহাদিগের ইহাই স্বভাব যে কামুক ব্যক্তিদিগের কামিনী বার্ত্তার ন্যায় ভগবান্ অচ্যুতের কথা প্রতিক্ষণ নব্যবৎ করেন। তুমি ভগবৎকথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যদিও ইহা অতিশয় গুহ্য, তথাচ তোমার নিকট বলিব, কারণ স্নিগ্ধ শিষ্যকে অতিশয় গোপনীয় বিষয়ও বলা গিয়া থাকে।

রাজন্! মৃত্যুরূপি অঘাসুরের মুখ হইতে বৎসপাল রক্ষা করিয়া সরোবরের পুলিনে আনয়ন পূর্ব্বক ভগবান্ বলিতে লাগিলেন (২) হে বয়স্যগণ! এই পুলিন অতিশয় রমণীয়, এখানে আপনাদের কেলিসম্পদ সমুদায়ই রহিয়াছে, এখানকার বালুকাসকল কোমল অথচ নির্ম্মল আর এই সরোবরের সমুদায় কমল বিকসিত হওয়াতে সৌরভে বহুবিধ বিহগ ও ভ্রমর আসিয়াছে, তাহাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে তীরস্থ তরু সকল বিলাসিত হইতেছে। (৩) এখানে আমরা ভোজন করি আইস, বেলা অতীত হইতেছে, সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। বৎস সকল সমীপে জলপান করিয়া আস্তে আস্তে তৃণমধ্যে চরুক। (৪)

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে বালকেরা তাহাই ভাল বলিয়া স্বীকার করিল। পরে বৎস গণকে জলপান করাইয়া হরিত তৃণময় প্রদেশে বাঁধিয়া দিল। তদনন্তর শিক্য মোচন পুরঃসর ভগবানের সহিত হর্ষে ভোজন করিতে বসিল। (৫) হে রাজন্! ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে পদ্মাকারে ভূরি২ পংক্তি রচনা করিয়া ঘন হইয়া বসিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার অভিমুখে তাহাদের সকলেরই মুখ রহিল, অতএব কমল কর্ণিকার পত্র সকল যদ্রূপ শোভা পায় তাহারা

তদ্রূপে বিরাজমান হইল (৬) তাহাদের মধ্যে কোন২ বালক পুষ্পদ্বারা, কেহ কেহ পুষ্পদল দ্বারা, কতকগুলি পল্লব দ্বারা, কতিপয় শিশু অঙ্কুর, ফল, গাছের ছাল, শিকা, তথা প্রস্তর খণ্ড দ্বারা, পাত্র রচনা করিয়া আহার আরম্ভ করিল। (৭) সকলে পরস্পর আপন আপন খাদ্যের বিশেষ২ আস্বাদ পৃথক্২ দর্শাইয়া হাস্য পরিহাস করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভ্যবহার করিতে লাগিল। (৮) হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভুক হইয়াও সেই সকল গোপবালক মধ্যে বসিয়া যে ভোজন করিলেন ইহার কারণ এই, সে সময় আপনি বালকের কেলি স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি উদর ও বসনের মধ্যে বেণু, বাম কক্ষে শৃঙ্গ (শিঙ্গা), বাম হস্তে বেত্র, এবং অঙ্গুলি সন্ধি সকলে স্নিগ্ধ দধ্যোদনের কবল তথা তদুচিত বিল্বাদি ফল ধারণ করিয়াছিলেন। আর আপনি পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় সকলের আভিমুখ্যে থাকিয়া আত্ম চতুর্দিকে উপবিষ্ট সুহৃদ্গণকে স্বীয় পরিহাস বাক্যে হাস্য করাইতেছিলেন। স্বর্গবাসী ও মর্ত্তস্থ ব্যক্তি গণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল।

হে ভারত! উক্ত প্রকারে যাবতীয় বৎসপাল শ্রীকৃষ্ণাত্ম হইয়া ভোজন করিতে থাকিলে তাহাদের বৎসগণ চরিতে চরিতে তৃণলোভে হঠাৎ দূরবর্ত্তি একটা বৃহৎ বন মধ্যে প্রবেশ করিল। (৯) তদ্দর্শনে বৎসপালগণ উদ্বিগ্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়কারণ হইতে তাহাদের ভীতি বিমোচন পুরঃসর কহিলেন হে মিত্রগণ! ভোজন হইতে বিরত হইও না, নিরুদ্বেগ চিত্তে আহার করহ, আমি তোমাদের সকল বৎস আনিয়া দিতেছি। (১০) এই কথা বলিয়া খাদ্য সামগ্রীর গ্রাস হাতে করিয়াই পর্ব্বত, পর্ব্বতগুহা, লতাচ্ছন্ন বিবর, তথা সঙ্কটস্থান সকলে বৎস অন্বেষণ করত গমন করিলেন। (১১)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে যে ব্রহ্মা আকাশে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর মোক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই পদ্মযোনি ঐ অবসরে আসিয়া বালরূপি ঈশ্বর হরির অন্য মহিমা দর্শনার্থ তদীয় বৎস এবং ভোজনস্থান হইতে বৎসপাল সকলকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন এবং অন্যত্র স্থাপন করিয়া আপনি অন্তর্ধান হইলেন। (১২)

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ বৎস সকলকে দেখিতে না পাওয়াতে যেখান হইতে গিয়াছিলেন সেই পুলিনে আগমন করিলেন, কিন্তু সেখানে বৎসপালদিগকেও দেখিতে পাইলেন না, অতএব বনের চতুর্দ্দিকে বৎস ও বৎসপাল উভয়েরই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন বিপিনের ইতস্ততঃ কুত্রাপি বৎস ও বৎসপালসকল দৃষ্ট না হইল তখন হঠাৎ তাঁহার বোধগম্য হইল এ সকল বুঝি ব্রহ্মার কর্ম্ম। হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার ঐ বিষয় অবগত হওয়া বিচিত্র নহে। (১৩) সে যাহাহউক। তৎপরে বিশ্বদর্শী ভগবান হরি সেই সকল বালকদের জননীর তথা ব্রহ্মার আনন্দ নিমিত্ত আপনাকেই বৎস ও বৎসপাল এই দ্বিবিধ রূপে রচনা করিলেন। (১৪) হে রাজন্! ভগবান্ বিবেচনা করিলেন ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপালদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, যদি আমি নীরব হইয়া থাকি তাহা হইলে বালকদের মাতৃগণের বিষাদের পরিসীমা থাকিবেক না, আর যদি সেই সকল বালককেই আনয়ন করি তাহা হইলে ব্রহ্মার মোহ হইতে পারে না, অতএব উভয়ের প্রীতি নিমিত্ত আপনিই দ্বিবিধ হইয়া রহিলেন। (১৫) অর্থাৎ বৎস ও বৎসপালদিগের যদ্রূপ ক্ষুদ্র পরিমাণে শরীর, যে প্রকার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র হস্ত পদাদি, যাদৃশ শৃঙ্গ, (শিঙ্গা), বেণুদল, শিক্য প্রভৃতি, যেমন বসন

ভূষণ, যদ্রূপ শীল, গুণ, আকার, বয়স্, যে প্রকার আহার বিহার ইত্যাদি, অবিকল তদ্রূপ হইয়া সর্ব্ব স্বরূপ ভগবান দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অতএব সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়, এই যে প্রসিদ্ধ বাক্য, তাহা যেন অর্থতঃ প্রত্যক্ষ গোচর হইল। (১৬) সে যাহাহউক। ভগবান্ ঐ প্রকারে সর্ব্বাত্মা হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন, আপনি আত্মরূপি গোবৎস সকলকে আত্মরূপি বৎসপালদিগের দ্বারা নিবারণ করিতে ছিলেন অর্থাৎ প্রয়োজক ও কর্ম্ম এবং প্রয়োজ্যকর্ত্তা আপনিই হইয়াছিলেন। আর আত্ম বিহার দ্বারা আপনিই ক্রীড়া করাতে ক্রিয়াকারণও আপনিই হইয়াছিলেন। (১৭)

হে রাজন্! ভগবান্ মায়াবলে তত্তদ্গোপবালকের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন অতএব তত্তদ্বৎস সকলকে পৃথক্ পৃথক্ লইয়া গিয়া তত্তদ্গোষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক তত্তদ্গৃহে প্রবেশ করিলেন। (১৮) হে কুরুবর্য্য! বৎসপাল বালক দিগের মাতৃগণও ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা বংশীধ্বনি শুনিবামাত্র সত্বর উত্থিত হইয়া সেই সকল মায়া-রচিত বালককে স্ব২ তনয় জ্ঞান করিল, পরে পর ব্রহ্মের ন্যায় বাহু দ্বারা তুলিয়া লইয়া নির্ভর আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুধাবৎ সুস্বাদ এবং আসববৎ মাদক দুগ্ধ, যাহা স্নেহ বশতঃ স্বতঃ প্রস্রুত হইতেছিল, পান করাইতে লাগিল। (১৯) হে ভূপ! শ্রীকৃষ্ণ! এই প্রকারে তত্তৎ কালে তত্তৎ ক্রীড়ার নিয়ম করিয়া সায়ং কাল উপস্থিত হইলে শোভন আচরণ দ্বারা মাতৃগণকে প্রহর্ষিত করিলেন। তাহারাও উন্মর্দ্দন, অবলেপন, অলঙ্করণ, রক্ষণ, তিলকার্পণ, তথা অশনাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে তাঁহার লালন করিল। (২০) তদনন্তর গাভী সকল ত্বরান্বিত হইয়া গোষ্ঠে আসিতে লাগিল এবং হুঙ্কার শব্দে আহূত ও সমীপে মিলিত স্ব২ বৎসকে মুহুর্মুহু অবলেহন করত স্বয়ং প্রস্রুত স্তন্য রস পান করাইতে আরম্ভ করিল। (২১) রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গো এবং গোপীদিগের উপলালন রূপ মাতৃতা যদিও পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রকাশ পাইল তথাচ এক্ষণে বিশেষ স্নেহাধিক্য দৃষ্ট হইল। ঐ সকল গো গোপাদের ভগবানে বাল ভাবনাও পূর্ব্ব বৎ হইল কিন্তু পূর্ব্বে মায়া ছিল না, এক্ষণে আমার ইনি মাতা, আমি ইহাঁর পুত্র, এই প্রকার মোহ অধিক হইল। (২২) ফলতঃ ব্রজবাসি দিগের ইতি পূর্ব্বে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনাদের পুত্রাপেক্ষা যে স্নেহা-ধিক্য ছিল এক্ষণে ঐ সকল স্ব২ সন্তানের প্রতি তদপেক্ষাও অধিক স্নেহ হইল এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহা এমত বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল যে তাহার সীমা রহিল না। (২৩)

হে রাজন্! এই প্রকারে স্বয়ং আত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালক হইয়া বৎস এবং বৎসপালক চ্ছলে আপনার দ্বারা আপনাকেই পালন করত সম্বৎসর পর্য্যন্ত বনে বনে ও গোষ্ঠে গোষ্ঠে ক্রীড়া করিলেন। (২৪) হে ভারত! এতাবৎ পর্য্যন্ত বলদেবও মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, সম্বৎসরান্তে কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন, অর্থাৎ বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচ বা ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে একদা বলদেব বৎস চারণ করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন (২৫) সেই বন হইতে অধিক দূর অন্তরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরে সে সময় কতক গুলি গাভী চরিতেছিল, তাহারা ব্রজ সমীপে চরণ শীল ঐ সকল বৎসকে দেখিতে পাইল। (২৬) ঐ সকল বৎস নয়নগোচর হইবামাত্র গাভীগণ অত্যন্ত স্নেহাকৃষ্ট হইল এবং আত্ম বিস্মরণ পুরঃসর যৎপরোনাস্তি বেগে ব্রজের দিকে আসিতে লাগিল। তাহারা আপনাদের পালক তথা দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রমণ করিয়া চলিতে লাগিল, দুই২ চরণ যুক্ত করিয়া ধাবমান হওয়াতে দূর হইতে দ্বিপদের ন্যায়

প্রতীয়মান হইল। তাহাদের গ্রীবা ককুদে আকুঞ্চিত হইয়া ছিল, এবং সকলেই মুখ উন্নমিত করিয়া আসিতে ছিল আর, সকলেরই স্তন হইতে সর্ব্বতোভাবে দুগ্ধ ক্ষরিতে ছিল! (২৭) রাজন্! উপরি লিখিত গো সমূহ মধ্যে গাভী সকল গোবর্দ্ধন গিরির নিম্নে আসিয়া সেই সকল বৎসের সহিত মিলিত হইল, যদিও পুনঃ প্রসূতা হওয়াতে গাভীগণ বৎসবতী হইয়াছিল তথাচ স্নেহভরে ঐ সকল বৎসের অঙ্গ গিলিবার ন্যায় করিয়া লেহন করত স্তন্য পান করাইতে লাগিল। (২৮)

হে মহারাজ! গোপগণ ঐ সকল গাভীর অবরোধার্থ বিস্তর আয়াস করিয়াছিল, সকল ব্যর্থ হওয়াতে লজ্জিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া দুর্গম বর্ত্ম পর্য্যটন জন্য ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক পশ্চাৎ২ আসিল এবং গো বৎস সহিত স্ব২ পুত্রদিগকে দেখিতে পাইল। (২৯) অহে পরীক্ষিত! তনয়দিগকে দেখিবামাত্র গোপদিগের অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস উদ্গত হইল তাহাতে তাহাদের চিত্ত নিমগ্ন হইয়া পড়িল। লজ্জা ও ক্লেশ হেতু তাহারা পুত্র-দের প্রতি তাড়ন করিতে আসিয়াছিল কিন্তু নয়ন গোচর হইবা মাত্র গতমন্যু হইয়া তদ্বৈপরীত্যে বরং জাতানুরাগ হইল অতএব সেই সকল বালককে গ্রহণ পূর্ব্বক বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করত পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইল। (৩০) তদনন্তর প্রবৃদ্ধবয়স্ক গোপগণ পুত্রাশ্লেষে নির্বৃত হইয়া যদিও অতিকষ্টে ঐ আলিঙ্গন ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইল তথাচ সেই সকল তনয়ের স্মরণ করাতে তাহা-দের নয়নাশ্রু উদ্গত হইতে লাগিল। (৩১)

যে সকল শিশু স্তন পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহাদের উপরও ব্রজবাসিদিগের প্রেম সমৃদ্ধির আতিশয্য দেখিয়া কারণ না জানাতে বলদেব চিন্তা করিতে লাগি-লেন (৩২) পূর্ব্বে বাসুদেবে যদ্রূপ বৃদ্ধিশীল প্রেম ছিল এক্ষণে আপনাদের বালকের প্রতি ব্রজবাসিদের তদ্রূপ বৃদ্ধিশীল স্নেহ দেখিতেছি, এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড? আমার এবং সমস্ত ব্রজবাসির ঐ সকলের প্রতি এতাদৃশী প্রীতির কারণ কি? (৩৩) এ কোন্ মায়া? দেবতাদিগের অথবা মানবদিগের কিম্বা দানবদিগের? এ মায়া কাহা কর্ত্তৃকই বা প্রযুক্তা হইয়াছে? ইহা অন্য মায়া সম্ভবে না, যেহেতু ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে, বোধ হয় আমার স্বামি শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া হইবেক। (৩৪) এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানময় নেত্র প্রকাশ করাতে দেখিতে পাইলেন সকল বৎস, সমুদায় সখা, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। (৩৫) হে রাজন্! বলদেব ঐ প্রকারে সামান্যতঃ সমুদায়কে শ্রীকৃষ্ণ রূপি জানিয়া পরে বিশেষ পরিজ্ঞা-নার্থ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভাই! এই সকল বৎসপাল সুরেশ অর্থাৎ দেবগণের অংশ এবং এই সকল বৎস ঋষিদিগের অংশ, অগ্রে ইহাই জানিতাম কিন্তু এক্ষণে ঐ প্রকার বোধ হয় না, ভেদাশ্রয় হইলেও ইহাদের মধ্যে তোমাকেই দীপ্তি পাইতে দেখিতেছি, অতএব এ সকল কি? কি প্রকারে হইল বল? এইরূপ উক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিগম হইতে সংক্ষেপে কহিলে সমুদায় বিষয় বলদেবের পরিজ্ঞাত হইল। (৩৬)

হে রাজন্! তদনন্তর যাহা২ হইয়াছিল বলি শুন। শ্রীকৃষ্ণ মায়াবলে বৎস ও বৎস-পাল সৃজন করিয়া ঐ প্রকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, এক বৎসর গত হইল, কিন্তু মনুষ্যের এক বৎসর ব্রহ্মার আত্ম পরিমাণে ত্রুটিমাত্র পরিমিত কাল। ব্রহ্মা ঐ কালের পর ঐ স্থানে পুনরায় আগমন করিয়া দেখিলেন ভগবান্ পূর্ব্ববৎ অনুচরগণ সহ মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। (৩৭) ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ কি? গোকুলে যত বালক ও গো বৎস ছিল, বৎস সহিত সকল বালকই

আমার মায়াশয্যায় শয়ান আছে অদ্যাপি তাহাদের পুনরুত্থান হয় নাই। (৩৮) আমার মায়ায় মোহিত সে সকল বালক হইতে ভিন্ন এ সকল বৎস ও শিশু কোথা হইতে হইল? ইহারা এখানে কি রূপে আসিল? ফলতঃ ঐ সকল মায়া কল্পিত বালকই সম্বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। (৩৯) সে যাহা হউক, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক ও চিন্তা করিয়াও ব্রহ্মা ঐ দ্বিবিধ বালকাদি মধ্যে কোন্ গুলি সত্য ও কোন্ গুলি অসত্য কোন প্রকারে নিশ্চয় করিতে পারিলেন না সুতরাং মোহ শূন্য অথচ বিশ্বমোহন ভগবান্ বিষ্ণুকে মায়া দ্বারা মুগ্ধ করিতে গিয়া আপনিই বিমোহিত হইলেন। (৪০)

হে রাজন্! তমিস্রা রজনীতে হিমকণপ্রভব অন্ধকার যদ্রূপ পৃথক্ আবরণকারী হয় না, রাত্রির অন্ধকারেই লীন হয়, এবং রাত্রিকালীন খদ্যোতের জ্যোতিঃ যদ্রূপ দিবসে পৃথক্ প্রকাশক হয় না, সূর্য্য কিরণেই লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ যে পুরুষ মহৎ পুরুষে আত্ম যোগ করেন তাঁহার প্রতি ইতর মায়া কিছু করিতে পারে না, আপনারই সামর্থ্য বিনষ্ট করে। (৪১) সে যাহা হউক। ঐ সময় অন্য এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল, সমুদায় বৎস ও বৎসপাল তথা সমস্ত যষ্টি শৃঙ্গ প্রভৃতি পদার্থ দর্শনকারি ব্রহ্মার সমক্ষে তৎক্ষণাৎ ঘনশ্যাম, পীতকৌষেয়ধারী, চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্ত, কিরীট কুণ্ডল-হার এবং বনমালায় অলঙ্কৃত দৃষ্ট হইতে লাগিল। (৪২) অপর সকলেরই বাহুতে শ্রীবৎসের প্রভাযুক্ত অঙ্গদ, সকলেরই হস্তে রত্নময় ও কম্বুবৎ ত্রিধারান্বিত কঙ্কণ, সকলেই নূপুর, কটক, কটিসূত্র, তথা অঙ্গুরীয়ক দ্বারা উদ্দ্যোতিত। (৪৩) আর সকলকারই সর্ব্ব গাত্রে বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যশালি ভক্ত জন কর্ত্তৃক অর্পিত কোমল তুলসীর নবীন দাম এবং তদ্দ্বারা সকলেরই চরণ ও মস্তক পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইল। (৪৪) অপিচ সকলেই চন্দ্রিকার ন্যায় বিশদ হাস্য তথা অরুণ বর্ণ যুক্ত অপাঙ্গ দর্শন দ্বারা রজঃ ও সত্ত্বগুণে আপন২ ভক্তদিগের মনোরথ সকলের স্রষ্টা পালকবৎ প্রকাশ পাইতেছিল। অর্থাৎ স্বত্ত্ব গুণবৎ বিশদ স্মিত দ্বারা পালকের ন্যায় এবং রজো গুণবৎ অরুণ গুণ দ্বারা স্রষ্টার ন্যায় হইয়া তাদৃশ কটাক্ষে উদ্দ্যোতিত হইতেছিল। (৪৫) আর মূর্ত্তিমান ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় চর ও অচর নৃত্য গীতাদি বহুবিধ অর্হণ দ্বারা তাহাদিগের পৃথক্ উপাসনা করিতেছিল। (৪৬) অপর সকলেই অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, অবিদ্যাদি শক্তি এবং মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে বেষ্টিত একপ বোধ হইল। (৪৭) অপিচ কাল স্বভাব সংস্কার কাম কর্ম্ম ও গুণাদি যে সমস্ত পদার্থ, সে সকলের সহচর ভগবন্মহিমা দ্বারা যাহাদের স্বাতন্ত্র্য তিরস্কৃত হয়, সে সকলও মূর্ত্তিমান হইয়া ঐ সমস্ত ব্যক্তির উপাসনা করিতে লাগিল। (৪৮) হে মহারাজ! সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত আনন্দ মাত্রৈক রূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই তাহাদিগের মূর্ত্তি হইয়াছিল অতএব তাহাদের মাহাত্ম্য জ্ঞানচক্ষু আত্মজ্ঞ জনগণেরও স্পর্শ যোগ্য হয় নাই। (৪৯)

হে রাজন্! এই প্রকারে ব্রহ্মা একেবারেই ঐ সমস্ত আত্মাকে সেই পরব্রহ্ম রূপ দর্শন করিলেন যাঁহার দীপ্তি দ্বারা সমুদায় চরাচর জগৎ প্রকাশমান হইতেছে। (৫০) তদনন্তর আশ্চর্য্যহেতু দৃষ্টি পরাবর্ত্তন করিয়া, অথবা নিজ বাহন হংস পৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া নিশ্চল হইলেন। ঐ সকল বালকের তেজে তাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইল। হে রাজন্! ব্রহ্মাকে তদ্রূপ দেখিয়া ঐ সময় এইরূপ বোধ হইল যেন ব্রজাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সমীপে একটী চতুর্ম্মুখী কনক প্রতিমা রহিয়াছে। (৫১)

হে রাজন্! যে ব্রহ্ম তর্কের অগোচর, তাহা নয় তাহা নয় এইরূপ সর্ব্ব নিরসন দ্বারা স্বপ্রকাশক, জ্ঞান স্বরূপ, প্রকৃতির পর এবং জন্মরহিত, যাঁহার মহিমা অসাধারণ, সেই ব্রহ্মাও ঐ প্রকারে, ইহা কি, বলিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করত মুগ্ধ ও দর্শনাক্ষম হইলে, পরমতেজঃস্বরূপ ভগবান বিষ্ণু জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মায়া রূপ যবনিকা অপসৃতা করিলেন। (৫২) মহারাজ! মায়া অপসৃতা হইবামাত্র ব্রহ্মার বহির্ভাগে দৃষ্টি লব্ধ হইল এবং মৃত ব্যক্তি যদ্রূপ কথঞ্চিৎ উত্থিত হয় তাহার ন্যায় উত্থিত হইলেন। তদনন্তর কষ্টে নয়ন উন্মীলন করিয়া আপনার সহিত এই জগৎ দেখিতেপাইলেন। (৫৩) সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিতে২ হঠাৎ সম্মুখস্থিত বৃন্দাবন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ অরণ্য লোকদিগের জীবিকোপযোগি বহুবিধ তরু লতায় আকীর্ণ, অতএব তাহার চারি দিকেই নিরন্তর প্রিয় বস্তু সকল বর্ত্তমান ছিল। (৫৪) অপর যে সকল মনুষ্যসিংহাদি জীব স্বভাবতঃ পরস্পর অপ্রতিসমাধেয় বৈর ধারণ করে তাহারাও তথায় পরস্পর মিত্রবৎ বাস করিতে ছিল আর সে স্থানে ভগবান অচ্যুতের নিবাস এই হেতু তথাহইতে ক্রোধ লোভাদি যেন পলায়নপরায়ণ হইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। (৫৫) সে যাহা হউক। সেই বিপিনে ব্রহ্মা পূর্ব্বের ন্যায় পরব্রহ্মকে গোপবালকের নাট্য ধারণ করিতে দেখিলেন। ফলে অদ্বয় অনন্ত এক এবং অগাধ বোধ স্বরূপ হইয়াও ভগবান্ সে সময় ভক্ষ্যদ্রব্যের গ্রাস হস্তে করিয়া ইতস্ততঃ বৎস ও বয়স্যগণের অন্বেষণ করিতেছিলেন। রাজন্! যিনি অদ্বিতীয় তাঁহার বৎস অন্বেষণ, যিনি একমাত্র তাঁহার সখা, অগাধ বোধ রূপির জ্ঞানার্থ অন্বেষণ, অনন্তের ইতস্ততঃ অনুসন্ধান, পরপুরুষের শিশুত্ব, পরব্রহ্মের হস্তে ভোজনীয় কবল, এ সকল নাট্য ব্যতীত কি রূপে সম্ভবিতে পারে। (৫৬) সে যাহা হউক। ব্রহ্মা পরব্রহ্ম বিষ্ণুকে ঐ রূপ অবলোকন করিবামাত্র বেগে আপন বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বীয় কলেবরকে কনক দণ্ডবৎ ভূতলে পাতিত করিলেন। তদনন্তর মস্তক চতুষ্টয়স্থ চারিটী মুকুটের অগ্রভাগ দিয়া চরণদ্বয় স্পর্শ করত প্রণাম করিয়া আনন্দাশ্রুর শোভন সলিলে অভিষেক করিতে লাগিলেন (৫৭) আর ইতিপূর্ব্বে ভগবানের যে মহিমা অবলোকন করিলেন তাহা পুনঃ২ স্মরণ করিয়া বারম্বার উত্থান পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তদীয় পাদপদ্মে পতিত হইয়া থাকিলেন। (৫৮) তাহার পর ধীরে২ গাত্রোত্থান করিয়া লোচনদ্বয় মর্দ্দন করিতে২ নতকন্ধর হইয়া ভগবানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং বিনীত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সমাহিত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্গদবচনে স্তব আরম্ভ করিলেন। (৫৯)

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অদ্ভুত দর্শনের কারণ নিশ্চয়ে অক্ষম হইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব।

ব্রহ্মা কহিলেন হে স্তবনীয়! তোমার প্রসন্নতা নিমিত্ত তোমারই স্তব করি। প্রভো! তোমার শরীর সজল জলদবৎ স্নিগ্ধ শ্যামল। তোমার বসন বিদ্যুতের তুল্য পীতবর্ণ। গুঞ্জার কর্ণভূষণ এবং ময়ূর পুচ্ছের শিরোভূষণে তোমার আনন নিরন্তর শোভমান। প্রভো! তুমি বনমালা ধারণ করিতেছ। কবল, বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু ইত্যাদির

চিহ্ন দ্বারা তোমার শ্রী উদ্রিক্তা হইয়াছে। হে দেব! তোমার দুইটী পাদপদ্ম অতিশয় মৃদু, তুমি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ। (১) ভগবন্! আমি তোমার স্তব করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে এরূপ স্বরূপানুবাদ করিতেছি ইহার কারণ আছে। হে দেব! স্থূলতত্ত্বরূপে প্রকাশিত তোমার এই যে অবতার, ইহারও মহিমা নিরুদ্ধ মনের দ্বারাও অবগত হইতে কেহ সমর্থ হইবেক না। ভগবন্! আমি তোমার এই অবতারকে সুলভ বলিতেছি কেন, ইহা হইতে আমার মহৎ অনুগ্রহ লাভ হইল, আর এইরূপ ভক্তজনের যদ্রূপ ইচ্ছা, তদনুরূপ হয়, কিন্তু হে দেব! অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায় ইহা ভূতময় নহে, এ রূপ অচিন্ত্য ও শুদ্ধ সত্ত্বময়। প্রভো! যখন এই রূপেরই মহিমা জানা যায় না তখন কেবল আত্ম সুখানুভবমাত্র স্বরূপ গুণাতীত অবতারী যে তুমি, তোমার প্রকৃত মহিমা অবগত হইতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবেক? (২) পরন্তু হে ব্রহ্মন্! তোমার মহিমা এবম্বিধ দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার নিস্তারের অসম্ভাবনা দেখি না, যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান বিষয়ে অত্যল্পও প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থিতি করত সাধুজন কর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত ত্বদীয় বার্ত্তা, যাহা সাধুজনের সন্নিধিমাত্রে আপনা হইতে শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়, কায় মনো বাক্যে সৎকার পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকে তাহারা যদিও অন্য কোন কর্ম্ম না করুক, তথাচ ত্রৈলোক্য মধ্যে অন্যান্য সকলের অজিত হইয়াও তুমি তাহাদের কর্ত্তৃক প্রায় জিত হও, অর্থাৎ তুমি অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহারা তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। (৩) কিন্তু যে সকল দুর্ভাগ্য লোক পরম শ্রেয়ের বর্ত্ম স্বরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বোধ লাভার্থ ক্লেশ করে তাহাদিগের তুষাবঘাতি লোকদের ন্যায় ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যেমন অল্প প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে কণামাত্রহীন স্থূল তুষ, যাহা ধান্যবৎ প্রকাশ পায়, তাহা লইয়া অবঘাত করিলে কোন ফল লব্ধ হয় না তেমনি ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল বোধ লাভার্থ যত্ন কারিদের কিঞ্চিন্মাত্র ফল লাভ হয় না, ক্লেশ মাত্র পর্য্যবসান হইয়াথাকে। (৪) হে ভূমন্! ইহ লোকে পূর্ব্বকালে বহু২ ব্যক্তি যোগী হইয়াও যোগদ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতে তোমার প্রতি লৌকিক চেষ্টা সকলও সমর্পণ করিয়াছিলেন পরে তোমাতে নিজকর্ম্মার্পণে লব্ধ এবং তোমার কথা শ্রবণে উপজাত ভক্তি যোগে আত্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া সুখে তোমার পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব সদাচারেও সপ্রমাণ হইতেছে যে ভক্তি দ্বারাই জ্ঞান হয়। (৫) হে অপরিচ্ছিন্ন! যদিও সগুণ নির্গুণ উভয়ই অবিশেষে দুর্জ্ঞেয়, তথাপি প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা অগুণের মহিমা সহজে জ্ঞান গোচর হইবার সম্ভব, যেহেতু আত্মাকারান্তঃকরণের সাক্ষাৎ কারি হইয়া থাকে। বিশেষাকার রহিত হওয়াতে ঐ আত্মকারিতা অসম্ভব নহে, পরন্তু যদিও অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয়, তথাপি ফল বিষয় না হওয়াতে অনাত্মত্ব প্রসক্তি নাই। প্রভো! স্বপ্রকাশকত্বহেতু উহার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, অন্য প্রকার হইলে তাহা হইত না। (৬) হে দেব! তুমি এই বিশ্বের হিতার্থ গুণাবিষ্কার পুরঃসর অবতীর্ণ এবং গুণ সকলের অধিষ্ঠাতা, তোমার গুণের বিশেষ বিবরণ দূরে থাকুক "তাহা এতাবৎ" বলিয়া গণনা করিতেও কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবেক? ভগবন্! যে সকল নিপুণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহু জন্ম ও বহু কালে ভূমির পরমাণু, আকাশের হিমকণা এবং স্বর্গস্থ নক্ষত্রাদির কিরণপরমাণুও পরিগণিত হয় তাহারাও তোমার গুণ গণনায় সমর্থ নহে। (৭) পরন্তু তোমার অনুকম্পা নিরীক্ষণ করিয়া অর্থাৎ কবে তোমার দয়া হইবেক এই প্রতীক্ষায় বহু মন্যমান হইয়া অনাসক্ত

চিত্তে আপনার অর্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ ও কায় মনো বাক্যে তোমার প্রতি নমস্ক্রিয়া রচনা করত যে ব্যক্তি জীবিত থাকেন তিনিই মুক্তি বিষয়ে দায় ভাগী হয়েন। ফলতঃ ভক্ত ব্যক্তির জীবন ব্যতিরেকে অন্য কিছুই দায় প্রাপ্তি বৎ মুক্তি বিষয়ে উপ-যোগী নহে। (৮)

হে রাজন্! ব্রহ্মা এই প্রকারে স্তব করিয়া পরে ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত আপনার অপরাধ নিবেদন করত কহিলেন হে ঈশ! আমার দৌর্জ্জন্য দর্শন কর, তুমি অনন্ত, আদ্য, পরমাত্মা, মায়াবিদিগেরও মোহনকারী, আমি তোমার প্রতি আপনার মায়া প্রসারণ করিয়া আত্মৈশ্বর্য্য নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অহো! যদ্রূপ অগ্নি হইতে উত্থিত শিখা অগ্নির প্রতি কোন কার্য্যকর হয় না তাহার ন্যায় তোমার প্রতি ঐরূপ করিতে গিয়া আমি কিঞ্চিৎকর হইয়াও উঠিতে পারি নাই। (৯)

হে অচ্যুত! আমি রজোগুণে উৎপন্ন হইয়াছি একারণ অজ্ঞ; সুতরাং "আমি জগৎকর্ত্তা" এই যে মদ, যাহা প্রগাঢ় তিমির স্বরূপ, তাহাতে আমার নেত্রদ্বয় অন্ধীভূত হইয়াছে, অতএব তোমা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এই রূপ মানিতেছি। প্রভো! "এ ব্যক্তি অন্যত্র প্রভুত্বরূপে বর্ত্তমান হইলেও আমারই ভৃত্য অতএব এ আমার অনুকম্পনীয়" মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা কর। (১০) ভগবন্! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়, তেজঃ, জল, এবং পৃথিবী, এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ড-ঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্ত বিতস্তি মাত্র পরিমিত আমার শরীর, আমি কোথায়? আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে ঈশ্বর বলিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর বটে কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষ ন্যায় তোমার শরীরের প্রত্যেক রোমবিবর, অতএব আমি অতি তুচ্ছ, আমাকে অনুকম্পা কর। (১১) হে অধোক্ষজ! গর্ভস্থ শিশু জননী জঠরে থাকিয়া যে পাদ বিক্ষেপ করে তাহাতে কি জননীর প্রতি তাহার অপরাধ হয়? লোকে ভাব অভাব শব্দে অভিহিত যত বস্তু আছে তন্মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বস্তু তোমার কুক্ষির বহিঃস্থ নহে, অতএব সমস্ত বস্তু তোমার কুক্ষিগত হওয়াতে আমিও তোমার কুক্ষির মধ্যস্থিত, মাতৃবৎ তোমাকে আমার অপরাধ সহিতে হইবেক। (১২) হে ঈশ! ত্রিজগতের অন্তে অর্থাৎ প্রলয় কালে যখন সাগর সকলের সংশ্লেষ হয় তখন জলশায়ি নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে অজ বিনির্গত হয়েন এই যে একটী প্রবাদ আছে তাহা মিথ্যা নহে, কারণ আমি কি তোমা হইতে উৎপন্ন হই নাই, তোমা হইতেই তো আমার উদ্ভব হইয়াছে। (১৩) হে অধীশ! তুমি কি নারায়ণ নহ? আমি নিশ্চয় কহিতে পারি তুমিই নারায়ণ, যেহেতু তুমি সর্ব্বদেহির আত্মা, এরূপ হইয়াও তুমি নারায়ণ নহ এমত নহে কারণ নর অর্থাৎ জীবসমূহ তোমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, অতএব সর্ব্ব দেহির আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত তুমিই নারায়ণ। অপর হে দেব! তুমি অখিল লোকের সাক্ষী অর্থাৎ সমুদায় লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছ, ইহাতেও নারায়ণ শব্দবাচ্য, কারণ নার অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি অয়ন অর্থাৎ পরিজ্ঞান করেন তিনিই নারায়ণ। ভগবন! নর হইতে উদ্ভূত যে সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তথা তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল, তন্মাত্র অয়ন আশ্রয় হওয়াতে যে নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও তোমার মূর্ত্তি ইহা সত্যই, তোমার মায়া নহে। (১৪)

হে দেব! জগতের আশ্রয় ভুত তোমার ঐ শরীর কল্পান্তে জলশায়ী ছিল, ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমি তোমার নাভি কমলের নালরূপ বর্ত্মযোগে তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াছি সে সময়ে কেন তাহা দৃষ্ট হয় নাই। যদি বল তোমার শরীর বাহ্য দৃষ্ট হইয়া পরে অন্তঃকরণ দৃশ্য হয়, তাহাতেও বক্তব্য এই, তখন আমি তাহা হৃদয়েতেও দেখিতে পাই নাই। পরন্তু তৎকালেই আমি তপস্যা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সুন্দর রূপে দৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে উহা মায়া মাত্র এখনও এমত বোধ হইতেছে। অতএব তোমার মূর্ত্তির দেশ বিশেষে পরিচ্ছেদ সত্য নহে। (১৫) অপর হে মায়োপশমন! তুমি এই অবতারেই বহিঃ সুব্যক্ত এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ আপনার জঠর মধ্যে জননীকে দর্শাইয়াছ, তদ্দ্বারাও এ সকলের মায়াত্ব প্রকৃটীকৃত হইয়াছে। অতএব জলাদি প্রপঞ্চ সত্য না হওয়াতে তদ্দ্বারা তোমার পরিচ্ছেদ সত্য নহে। (১৬) ভগবন্! তোমার সহিত এই সমস্ত জগৎ তোমার কুক্ষিতে যে প্রকারে প্রকাশ পায় সে সকল বাহিরেও সেই প্রকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রভো! মায়া ব্যতিরেকে কি তোমাতে এসকল ঘটিতে পারে? অতএব বহিঃস্থিত জগৎ প্রপঞ্চ তোমার জঠর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ইহাও বলিতে পারা গেল না, কারণ তাহা হইলে তুমি আদর্শ স্থানীয় হইয়া পড় তাহাতে তোমাতে প্রতীতি হয় না সুতরাং জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা মাত্র। (১৭) প্রভো! তুমি আপনি ভিন্ন এই বিশ্বের মায়াত্ব আমাকেও কি দেখাও নাই, অদ্যই দেখাইলে, তাহার নিদর্শন এই, প্রথমে একাকী ছিলে, তাহার পর আপনিই সমস্ত ব্রজবাসী বান্ধব এবং সমুদায় বৎস হইলে, আমি সে সকলকে আবার চতুর্ভুজ নিরীক্ষণ করি। তদনন্তর আমি অখিল তত্ত্বাদি সহিত উপাসনা করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি চতুর্ভুজ হইয়াও তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড হয়। এক্ষণে অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট আছেন। (১৮)

প্রভো। তুমিই প্রকৃতিস্থ আত্মা, যে সকল ব্যক্তি তোমার স্বরূপ জানে না, তাহাদের নিকট তুমি স্বতন্ত্র রূপে মায়া বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছ যেমন। জগতের সৃষ্টিতে আমি, পালনে তুমি, সংহারে মহেশ প্রকাশ পান্ হে ঈশ! হে প্রভো! হে বিধাতঃ! জন্মরহিত হইয়াও তোমার দেব, ঋষি, মনুষ্য তথা তির্য্যগ্ যোনি সকলে যে জন্ম তাহা অসৎও দুর্ম্মদ জনের নিগ্রহ এবং সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত মাত্র। (১৯) হে ভুমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোথায় কি প্রকারে কত এবং কবেই বা তোমার লীলা জানিতে পারে? ফলত তোমার মায়া বৈভব অচিন্ত্য। তুমি যোগ মায়া বিস্তার করিয়া সত্যই ক্রীড়া করিতেছ। (২০)

অতএব অসৎ স্বরূপ, স্বপ্নতুল্য, প্রতিভাস শূন্য, সুখ বহুল এই অশেষ জগৎ নিত্যসুখ ও নিত্য জ্ঞান রূপী অনন্ত যে তুমি, তোমাতে মায়া দ্বারা উদ্ভূত হওয়াতে যদিও শেষে বিনশ্বর, তথাচ নিত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে অর্থাৎ তুমি অধিষ্ঠান হওয়াতে তোমার গুণে তত্তৎ প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে। (২১) ভগবন্! এক তুমি সত্য, যেহেতু তুমি আত্মা, অর্থাৎ দৃশ্য নহ, সুতরাং যিনি আত্মা, তিনি অবশ্য সত্য। প্রভো! তুমি আদ্য অর্থাৎ সকলের কারণ, অতএব তোমার জন্ম নাই। ভগবন্! তুমি যে আদ্য (কারণ) তাহার হেতু এই, তুমি পুরাণ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান আছ। তাহার কারণ শ্রুতিতে তোমাকে পুরুষ শব্দে

বলিয়াছেন, পুরুষের অর্থ পূর্ব্বে বর্ত্তমান। অপর তুমি নিত্য অর্থাৎ সনাতন, ইহাতে তোমার জন্মান্তর ও অস্তিত্ব লক্ষণ বিকার নাই। আর তুমি পূর্ণ, অজস্রসুখ, অক্ষর ও অমৃত, সুতরাং তোমার বুদ্ধি বিপরিণাম, অপক্ষয় অথবা বিনাশ নাই, অপিচ তুমি অনন্ত ও অদ্বয় অতএব দেশ কাল পরিচ্ছেদ এবং বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য। অধিকন্তু তুমি স্বয়ংজ্যোতিঃ, নিরঞ্জন এবং উপাধি বর্জ্জিত। (২২) ভগবন্! তুমি এ প্রকার এবং সকলের আত্মা, যে সকল ব্যক্তি সম্যক প্রকারে তোমাকে আত্ম স্বরূপে নিরীক্ষণ করেন তাঁহারা দিবাকর রূপি গুরু হইতে লব্ধ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা সংসার রূপ অনৃত সাগর উত্তীর্ণ হন। (২৩) প্রভো! রজ্জুতে যদ্রূপ সর্পশরীরের আরোপ ও অপবাদ হইয়া থাকে তাহার ন্যায় আত্মা আত্মরূপে পরিজ্ঞাত না হইলে অজ্ঞান বশতঃ সমুদায় প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় কিন্তু জ্ঞান হইবা মাত্র তৎপ্রভাবে পুনরায় তাহা বিলীন হইয়া যায়। অতএব সংসারের মূল যদি অজ্ঞান হইল তবে জ্ঞান দ্বারা ঐ সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব নহে। (২৪) ভগবন্! অজ্ঞান দ্বারা লব্ধ-সংজ্ঞ যে দুইটী প্রসিদ্ধ ভববন্ধ ও ভবমোক্ষ, সে দুটী পৃথক পদার্থ সত্য কিন্তু প্রজ্ঞরূপ ভাব হইতে অন্য নহে, কারণ অখণ্ড অনুভব স্বরূপ শুদ্ধ যে আত্মা, তাঁহার বিচার করিলে অজ্ঞান অথবা বন্ধ কিছুই থাকে না, অতএব দিবাকরে যেমন দিবা অথবা রাত্রি কিছুই নাই তদ্বৎ তাঁহাতে জ্ঞানও নাই মোক্ষও নাই। (২৫)

প্রভো! তুমি আত্মা, তোমাকে পর (দেহাদি) জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ আত্মাতে দেহাদি অধ্যাস করিয়া, আর পরকে (দেহাদিকে) আত্মা জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ দেহা-দিতে আত্মাধ্যাস করিয়া অজ্ঞ লোকেরা এই দেহের মধ্যে নষ্ট আত্মার অন্বেষণ বাহিরে করে, এ কি চমৎকার? গৃহে নষ্ট বস্তুর কি বনে অন্বেষণ করা উচিত? যাহাহউক, অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই অজ্ঞতা অতিশয় অদ্ভুত! (২৬) পরন্তু সাধু ও বিবেকী জনগণ চিজ্জড়াত্মক শরীর মধ্যেতেই অসৎ পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া তোমার অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ভগবন্! অসৎ ত্যাগের কারণ এই তদ্ব্যতিরেকে অধিষ্ঠানতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয় না। ফলতঃ যদিও সর্প না থাকে তথাচ তাহার নিষেধ না করিলে সাধু পুরুষেরা কি রজ্জু জানিতে পারেন? কখনই পারেন না। অতএব আত্মরূপে জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয় অন্য প্রকারে হয় না ইহা নিশ্চিত হইল। (২৭)

হে দেব! হে ভগবন! যদ্যপিও মোক্ষ জ্ঞানলভ্য তথাচ তোমার পাদপদ্মদ্বয়ের প্রসাদলেশে যে ব্যক্তি অনুগৃহীত, তিনিই ত্বদীয় মহিমার তত্ত্ব অবগত হয়েন তদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অসৎ পরিত্যাগ না করিয়া চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না। (২৮) অতএব হে নাথ! এই ব্রহ্মজন্মে অথবা পরে অন্য কোন পশু পক্ষ্যাদি মধ্যে যে জন্ম হইবে সেই জন্মে আমার যেন সেই মহৎ ভাগ্য হয় যাহাতে আমি ভবদীয় পুরুষদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি হইয়া তোমার পাদপল্লব অত্যর্থ সেবা করিতে পারি। (২৯) বিভো! কি আশ্চর্য্য! ব্রজস্থ গো এবং গোপীগণ অতিশয় ধন্য, কারণ সমস্ত যজ্ঞ অদ্যাপি যাঁহার তৃপ্তি নিমিত্ত সমর্থ হইল না সেই তুমি প্রতিক্ষণ তৃপ্তি প্রকাশ পুরঃসর ঐ সকল গো গোপার বৎসতর ও আত্মজ স্বরূপ হইয়া মহাহর্ষে অমৃতরূপে দুগ্ধ পান করিতেছ! অহো নন্দগোপ এবং ব্রজবাসি মানবদিগের অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য! পরমানন্দরূপী সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম তাহাদের মিত্র হইয়াছেন। (৩০) হে অচ্যুত! ঐ সকল ব্যক্তির ভাগ্যমহিমার কথা এক্ষণে থাকুক, কে তাহা বলিতে সমর্থ হইবে? আমি এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা

সেই একাদশ দেব তথা অহঙ্কার ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা শর্ব্বাদি, আমরাও মহা ভাগ্যশালী, যেহেতু ইন্দ্রিয় রূপ পানপাত্র দ্বারা তোমার পাদপদ্মের মকরন্দ, যাহা সুস্বাদ মাদক স্বরূপ, তাহা পান করিতেছি। (৩১) অতএব মনুষ্যলোকে, তন্মধ্যেও অরণ্যে, তন্মধ্যেও গোকুলে, যে কোন জন্ম হওয়া মহৎ ভাগ্য, কারণ তাহাতে গোকুলবাসি যে কোন ব্যক্তির পদধূলি দ্বারা অভিষেক হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রভো! গোকুলবাসীরাই এরূপ ধন্য কেন কারণ বলি, তাহাদের সমুদয় জীবন সেই মুকুন্দ পরায়ণ যাঁহার পদরজঃ অদ্যাপি শ্রুতি সকল অন্বেষণ করিতেছেন। (৩২)

হে দেব! ইহা বিচার করিয়া আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে তুমি বুঝি এক্ষণে এই সকল ঘোষ নিবাসিদিগের প্রতি সর্ব্ব ফলাত্মক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু ফল দান করিবে। প্রভো! তোমার ভক্তদিগের বেশের অনুকরণ মাত্র করিয়া পাপিষ্ঠ পূতনাও বন্ধু বান্ধব সহিত যখন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন যাহাদের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয় সমুদয় তোমাতে সমর্পিত, তাহাদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল না দিলে পর্য্যাপ্ত হইবেক কেন? । (৩৩) যদি বলেন রাগাদি বিহীন সন্ন্যাসিদিগেরও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল কিছু নাই, আমাকে প্রাপ্ত হইলেও আমার ভক্তগণের পর্য্যাপ্ত ফল হইবেক না এ কি কথা? উত্তর, হে কৃষ্ণ! রাগাদি তাবৎ পর্য্যন্তই তস্কর এবং গৃহও তাবৎ পর্য্যন্তই কারাগৃহ, আর মোহও তাবৎ পর্য্যন্তই পাদশৃঙ্খল হইয়া থাকে যাবৎ ঐ সকল তোমার জন্য না হয়। ফলতঃ তোমার ভক্তদিগের রাগাদি তোমাতে অর্পিত হওয়াতে সে সকল বন্ধনকারণ না হইয়া বরং মোচনকারণ হইয়া থাকে। অতএব তোমার ভক্ত ও সন্ন্যাসিদের কিছু বিশেষ নাই বরং ভক্তদিগের ভজন অধিক আছে। (৩৪) কিন্তু তুমি তজ্জন্য ইহাদের পুত্রাদিরূপে বর্ত্তমান নহ, তুমি বস্তুতঃ নিষ্প্রপঞ্চ, কেবল ভক্ত জনগণের আনন্দ বিস্তারার্থ এই রূপ পুত্রাদি প্রপঞ্চ বিস্তার করিতেছ, প্রভো! কপট পুত্রত্বাদি কি তাদৃশী ভক্তির বিনিময় হইব? (৩৫)

হে ভগবন্! আর বাগ্বাহুল্যে প্রয়োজন নাই, যাঁহারা জানেন তাঁহারা জানুন, কিন্তু তোমার বৈভব আমার কায় মনো বাক্যের বিষয় নহে। (৩৬) হে শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে অনুজ্ঞা কর, প্রস্থান করি। প্রভো! তোমার মহিমা এবং আমাদের জ্ঞান বল প্রভৃতি সমুদায় তুমিই জানিতেছ। ভগবন্! তুমিই সর্ব্ব জগতের নাথ, অতএব মমতাস্পদ এই জগৎ এবং আমার এই শরীর তোমাতেই অর্পণ করিলাম (৩৭)

হে রাজন্! ব্রহ্মা এই প্রকার স্তব করিয়া পরে প্রস্থানানুমতি নিমিত্ত আদরপূর্ব্বক নমস্কার করিতে লাগিলেন হে শ্রীকৃষ্ণ! হে বৃষ্ণিকুলকমলপ্রীতিপ্রদ অর্থাৎ হে সূর্য্যোপম! হে দেব দ্বিজ পশু পৃথ্বীরূপ উদধির বৃদ্ধিকারিন্ অর্থাৎ হে চন্দ্রোপম! হে পাষণ্ড ধর্ম্মরূপ বনশতমোহারিন্! হে ক্ষিতিরাক্ষস বিনাশিন্? অর্থবা হে সূর্য্যাবধি সমস্ত পূজ্য পূজ্য! কল্প পর্য্যন্ত তোমাকে নমস্কার করি। (৩৮)

শুকদেব কহিলেন উক্ত প্রকারে স্তব করণানন্তর বারত্রয় পদদ্বয় পরিক্রমণ পূর্ব্বক জগদ্ধাতা ব্রহ্মা সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন তদনন্তর সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া নিজ ধামে প্রস্থিত হইলেন (৩৯) ভগবান্ হরিও ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বাবস্থিত বৎস সকলকে আপনার পুলিনে আনয়ন করিলেন। তথায় তখনও পূর্ব্ববৎ তাঁহার সকল সখা উপস্থিত ছিল। (৪০)

হে রাজন্! আপনাদের প্রাণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রূপ প্রিয় বিরহে যদিও পূর্ব্বোক্ত বালকদের পক্ষে ক্ষণ কালও বৎসরাধিক বোধ হইত তথাপি তাহারা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকাতে সম্পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইলেও তাবৎ কালকে অর্দ্ধ ক্ষণমাত্র জ্ঞান করিল। (৪১) রাজন্! মায়া মোহিত ব্যক্তিদের কি না বিস্মরণ হয়? দেখ এই জগৎ মায়া মোহিত হওয়াতে পুনঃপুনঃ আত্মাকেই বিস্মৃত হইতেছে। (৪২) ফলেও তাবৎকাল গত হইলেও ঐ সকল বালকের ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কিছুই বোধ হয় নাই। যাহা হউক, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া কহিতে লাগিল মিত্র, তুমি বড় শীঘ্র আসিলে, তোমাকে রাখিয়া আমরা এক গ্রাসও ভোজন করি নাই, এখানে আইস, ভোজন করিতে বৈস। (৪৩) তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে সেই সকল শিশুর সহিত অভ্যবহার করিলেন, তাহার পর অজগর চর্ম্ম দেখাইতে দেখাইতে তাহাদের সহিত বন হইতে ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। (৪৪) হে রাজন্! ময়ূরপুচ্ছ এবং পুষ্প তথা বনধাতু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সকল অঙ্গ চিত্রিত হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং বংশী শৃঙ্গাদির উদ্দাম ধ্বনি দ্বারা উৎসবান্বিত হইয়াছিলেন, উপলালন দ্বারা বৎস সকলকে আহ্বান করিতে করিতে ব্রজে উপনীত হইয়া গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। গোপগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের উৎসব বোধ করিতে লাগিল। (৪৫)

তদনন্তর ঐ সকল ব্রজবালক স্ব২ পিত্রাদি সন্নিধানে বলিতে লাগিল অদ্য শ্রীকৃষ্ণ বনে একটা মহা সর্প নিহত করিয়াছেন, আমরাও ইহাঁ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছি। (৪৬)

রাজা পরীক্ষিত কহিলেন ব্রহ্মন্! আপনি অগ্রে বলিয়াছেন ব্রজবাসিদিগের আত্মপুত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রেম হইয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করি আত্মভব তনয় সকলেও যে প্রেম পূর্ব্বে কখন হয় নাই অন্যোৎপন্ন শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিদের ততোধিক প্রেম কি প্রকারে জন্মিয়াছিল? (৪৭)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! সকল প্রাণির আত্মাই পরম প্রিয়, অপত্য বিত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয়তর হইয়া থাকে। (৪৮) হে রাজেন্দ্র! এই কারণেই দেহিদিগের স্ব২ অহঙ্কারাস্পদ দেহে যদ্রূপ স্নেহ হয় মমতাবলম্বি পুত্র বিত্ত গৃহাদিতে তদ্রূপ হয় না। (৪৯) যে সকল পুরুষ দেহাত্মবাদী অর্থাৎ দেহে আত্মাধ্যাস করিয়া থাকে তাহাদেরও দেহ যদ্রূপ প্রিয়তর দেহের পশ্চাৎ হয় যে সকল পুত্রাদি, তত্তাবৎ তদ্রূপ প্রিয় নহে। (৫০) কিন্তু যদ্যপিও দেহ মমতা ভাজন তথাচ তাহা আত্মবৎ প্রিয় হইতে পারে না যেহেতু দেহ জীর্ণ হইয়া আসন্ন মৃত্যু হইলেও জীবিতাশা বলবতী হইয়া থাকে। (৫১) অতএব সকল দেহির আত্মাই প্রিয়তর, আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। (৫২) রাজন্! তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া জানহ, তিনি জগতের হিতার্থ মায়া দ্বারা এখানে দেহির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। (৫৩) বস্তুতঃ যে সকল পুরুষ সর্ব্ব জগতের কারণ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাঁহাদিগের সমক্ষে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ পায়। তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে তদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই নাই। (৫৪) হে রাজন্! যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ কারণেতেই অবস্থিত হয়, সেই কারণেরও কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত বস্তু কি, নিরূপণ কর। (৫৫) হে মহারাজ! ভগবান্ মুরারির যশঃ অতি

পবিত্র, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার পদপল্লব রূপ প্লব, যাহা মহাজন গণের আশ্রয় তাহা আশ্রয় করে তাহাদিগের নিকট ভবসাগর বৎসপদ মাত্র হয় এবং তাহারা পরম পদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করে, বিপৎ সকলের যে পদ (আশ্রয়) তাহা কদাপি তাহাদের হয় না অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম হইতে তাহাদিগকে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না।

রাজন্! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে অর্থাৎ কৌমার কালে হরিকৃত কর্ম্ম পৌগণ্ডসময়ে কিরূপে কথিত হইয়াছিল? তাহার সমুদায় বিবরণ এই তোমার নিকট কহিলাম। (৫৬) হে ভারত! সুহৃদগণ সহ ভগবানের এই চরিত্র, অঘাসুর মর্দ্দন, এবং শাদ্বলোপরি ভোজন তথা প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক ভগদ্রূপ, আর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃত সুমহৎ স্তব, এ সকল পাঠ ও শ্রবণ করিলে পুরুষের সমস্ত পুরুষার্থ লাভ হয়।

হে মহারাজ! রাম কৃষ্ণ ব্রজে থাকিয়া উক্ত প্রকারে লীলাকর সেতুবন্ধ, মর্কটগণ সহ উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফনাদি বিবিধ কৌমার ব্যবহার দ্বারা কৌমার কাল অতি বাহিত করিয়াছিলেন। (৫৭)

ইতি দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধেনুকাসুরমর্দ্দন এবং কালিয় ক্ষোভ হইতে গোপ বালকদিগের পরিরক্ষণ।

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর রাম কৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়স্ প্রাপ্ত হইলে ব্রজের মধ্যে পশু পালন কার্য্যে সম্মত হইলেন অতএব সখাদিগের সহিত গাভী চারণ করত ইতস্ততঃ প্রসর্পণ দ্বারা বৃন্দাবনকে অতিশয় পবিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। (১) তিনি বলভদ্রের সহিত অন্বিত হইয়া বিহার কামনায় বেণু বাজাইতে২ স্বীয় যশোগায়ক গোপগণে পরিবৃত হইলেন এবং গাভীগণকে অগ্রে করিয়া পশু গণের হিত কর কুসুমাকর সেই বনে প্রবেশ করিলেন। (২) হে রাজন্! বৃন্দাবন অতিশয় মনোভাবন, সুমধুর রব কারী ভ্রমর এবং মৃগ ও পক্ষিগণে সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত, তথায় মহাজনদিগের মনের সমান নির্ম্মল জল পূর্ণ সরোবর থাকাতে তদাশ্রয় করিয়া পবন সর্ব্বদা গমনগমন করে আর শতপত্র সকলের গন্ধে সেই বায়ুর সুন্দর সৌগন্ধ্য জন্মিয়া থাকে। (৩) সে যাহা হউক! আদি পুরুষ ভগবান্ ঐ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন স্থানে স্থানে বনস্পতি সকলের শিখাগ্রভাগ ফল পুষ্পের গুরু ভারে অবনত হইয়া অরুণ পল্লবের কান্তি সহিত তদীয় চরণ স্পর্শ করিতেছে। অতএব বিস্ময়ান্বিত হইয়া হর্ষে বলদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন (৪) হে দেববর! এই সকল শাখা শিখাগ্র ভাগ দ্বারা পুষ্প ফল উপাহার লইয়া তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছে, ইহাদের মানস এই, যে পাপে আপনাদের তরুজন্ম হইয়াছে সেই পাপ শান্তি পায়। (৫) হে অনঘ! এই সকল ভ্রমর তদীয় লোক পাবন যশঃ গান করত তোমার বর্ত্মানুবর্ত্তী হইতেছে। আমার অনুমান হয় ইহারা তোমার সেই সকল মুখ্য মুনি, তুমি ইহাঁদের আত্মদেব, একারণ বনে গূঢ় হইলেও তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না

অর্থাৎ তুমি মনুষ্যবেশে নিগূঢ় হওয়াতে, মুনিরাও মধুকর বেশে তোমার উপাসনা করিতেছেন। (৬) অপর হে স্তবনীয়! এই সকল শিখী তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষে নৃত্য করিতেছে, আর গোপীগণের ন্যায় এই সমস্ত হরিণী ঈক্ষণ দ্বারা এবং এই সকল কোকিল সুমধুর রব দ্বারা, তোমার প্রিয় করিতেছে। প্রভো! সাধুদিগের স্বভাব এই, আপনাদের যে কিছু থাকে গৃহাগত মহাজনকে সমুদায় সমর্পণ করে। (৭)

সে যাহা হউক। অদ্য এই বৃন্দাবন ভূমি এবং অত্রস্থ তৃণ লতা সকল ধন্য হইল, যেহেতু তোমার পদদ্বয় স্পর্শ করিতেছে। এখানে তোমার নখরে স্পৃষ্ট হওয়াতে অত্রত্য এই সকল বৃক্ষ লতাকেও ধন্য বলিয়া প্রশংসা করি। অপর এখানকার নদ নদী পর্ব্বত তথা মৃগ ও পক্ষিগণও ধন্য, যেহেতু ত্বদীয় সদয় অবলোকন প্রাপ্ত হইতেছে। আর এই গোপীগণও ধন্য, কারণ লক্ষ্মীও এক সময় যাহার নিমিত্ত সস্পৃহ হন ইহারা তোমার সেই ভুজান্তর অনায়াসে লাভ করিতেছে। (৮)

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এবম্প্রকারে শ্রী সমন্বিত বৃন্দাবনের প্রতি প্রীত হইয়া পর্ব্বত সমীপবর্ত্তি সরিত্তটে পশু চারণ করিতে করিতে অনুচরগণ সহ সহর্ষ মনে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। (৯) কোথাও মধুকর নিকর মদান্ধ হইয়া গুণ গুণ শব্দে গান করিলে পথিমধ্যে বলদেবের সঙ্গে মিলিয়া আপনি তদ্রূপ গান করেন, সেই সময় অনুগামি জন কর্ত্তৃক তদীয় চরিত্র গীত হয়। কোথাও শুকপক্ষিকে মধুরাস্ফুট বাক্যে জল্পন করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে স্বয়ং তদ্রূপ জল্পন করেন। কোথাও কোকিলদিগকে মনোহর স্বরে রব করিতে দেখিয়া আপনি তদনুরূপ রব করেন। (১০) কোথাও কলহংসগণের নিনাদ শুনিয়া স্বয়ং তদনুরূপ ধ্বনি করিয়া উঠেন। কোথাও সহচর সখাদিগকে হাস্যান্বিত করাইয়া নৃত্যকারি ময়ূরের অভিমুখে আপনি নৃত্য করেন। কোথাও গো এবং গোপালদিগের মনোজ্ঞ অথচ মেঘগম্ভীর স্বরে দূরগামি পশুগণকে স্নেহ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া প্রত্যানয়ন করেন। (১১) কোন সময়ে চকোর চক্রবাক বক ভারদ্বাজ পক্ষি তথা ময়ূরদিগের অনুকরণ করত তদনুরূপ ধ্বনি করেন। কোন সময়ে হিংস্র প্রাণিগণ মধ্যে ব্যাঘ্র ও সিংহ হইতে ভীতবৎ হন অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিয়া সকল প্রাণী পলায়ন করিলে আপনিও পলায়নপরায়ণ হয়েন। (১২) কোন স্থানে অগ্রজ ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইলে গোপ বালকদিগের ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া স্বয়ং পাদ সম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহাকে বিশ্রাম করান্। (১৩) কোথাও আপনারা দুই ভ্রাতায় পরস্পর কর ধরিয়া হাসিতে হাসিতে নৃত্য গীত তথা উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন করিয়া মল্লযোদ্ধা গোপালদিগের প্রশংসা করেন। কোন স্থানে নিযুদ্ধ শ্রমে কর্শিত হইয়া বৃক্ষমূলে পল্লব শয্যায় শয়ন করেন, তখন গোপালদিগের উৎসঙ্গে তাঁহার মস্তক থাকে। (১৪)

হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইলে কতক গোপাল তাঁহার পাদ সম্বাহন, এবং অন্য ধুতপাপ বালকেরা পল্লবাদি রচিত ব্যজন দ্বারা বায়ু বীজন করিয়াছিল। অপরে স্নেহার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহার অনুরূপ মনোজ্ঞ স্বরে ধীরে২ গীত গাইয়াছিল। (১৫)

হে ভারত! রমা কর্ত্তৃক যাঁহার পাদ পল্লব লালিত হয় সেই হরি এই প্রকার চরিত্র দ্বারা গোপাত্মজত্ব খ্যাপন পুরঃসর গ্রাম্য সহচরগণ সহ গ্রাম্য বালকবৎ ক্রীড়া করেন। যদিও তিনি স্বীয় মায়া দ্বারা আপনার স্বভাব গোপন করিয়াছিলেন তথাচ মধ্যে মধ্যে তাঁহাতে পরমেশ্বরেরই চেষ্টিত দৃষ্ট হইত। (১৬) তাহার নিদর্শন এই, রাম কৃষ্ণের সখা শ্রীদামনামা গোপাল তথা সুবল স্তোক কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপ গণ একদা

প্রেমহেতু এই কথা বলিয়াছিলেন (১৭) হে রাম, হে রাম, হে মহাবল! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে দুষ্টদমনকারিন্! এস্থানের অনতিদূরে একটি সুমহৎ অরণ্য আছে, সেই বন বহুতর তাল তরুতে ব্যাপ্ত, তথায় সতত ভূরি ভূরি তাল ফল পতিত হইয়া আছে, কিন্তু দুরাত্মা ধেনুক দানব সে সমুদায় তালই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে রাম, হে কৃষ্ণ, সেই অসুর অতিশয় বীর্য্যবান, তাহার রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সে একাকী নহে, আত্মতুল্য বলশালি অন্যান্য বহুতর জ্ঞাতিগণে সর্ব্বদা পরিবৃত থাকে। হে অমিত্র হন্! সেই অসুর নরান্তকারী অতএব তাহা হইতে ভীত হওয়াতে কোন মানবই সেই বনের সুন্দর সুরভি ফল কখন ভোজন করিতে পায় না সুতরাং তথায় রাশি রাশি ফল পড়িয়া আছে। (১৮)

এই দেখ সেই সকল পক তাল ফলের সকল দিকে প্রসৃত সুরভি গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। হে কৃষ্ণ! সৌগন্ধ্যে আমাদের চিত্ত প্রলোভিত হইতেছে, আমাদিগকে ঐ সকল ফল দাও। হে রাম! ঐ ফল ভক্ষণ করিতে বহুকাল হইতে আমাদের বড় বাঞ্ছা আছে, যদি অভিলাষ হয় গমন কর।

হে রাজন্! সুহৃদ্গণের এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রিয় করণাভিলাষে সেই দুই প্রভু অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণ হাস্যপূর্ব্বক গোপগণে পরিবৃত হইয়া সেই তালবনের প্রতি যাত্রা করিলেন। বলদেব তালারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হস্তির ন্যায় মহাবলে বাহুদ্বয় দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক কম্পিত করত তরু হইতে তাল সকল পাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৯) হে মহারাজ! তাল ফলের পতন শব্দ শ্রবণ গোচর হইবামাত্র, ধেনুকাসুর রাসভাকার হইয়া বেগে পর্ব্বত সহিত পৃথ্বী তল কম্পিত করত তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবমান হইল। (২০) মহাবল ধেনুক সত্বর সমীপে আসিয়া পশ্চাদ্ভাগের দুই খান পা দিয়া বলদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল, পরে কুৎসিত রাসভ শব্দের অনুকরণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে লাগিল। (২১) তদনন্তর গর্দ্দভাকারে পুনরায় নিকটে আসিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে সম্মুখে দাঁড়াইল এবং বলদেবকে নিহত করিবার মানসে রোষবশতঃ পশ্চাদ্ভাগের দুইটা পা তাঁহার প্রতি প্রসারণ করিল। (২২) হে রাজন্! বলদেব এক হাতে সেই দুইটী পা ধরিয়া অনেক ক্ষণ ঐ অসুরকে বারম্বার উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ঘুরাইলেন পরে ভ্রামণ দ্বারা তাহার জীবন ত্যাগ হইয়াছে জানিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। হে মহারাজ! ধেনুকাসুরের শরীর ক্ষেপণে মহাচ্ছিরা বৃহৎ২ তাল তরু আহত হইয়া কম্পিত হইল এবং ক্ষণ কাল পরেই পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই ভগ্ন তরুর ভারে নিকটস্থ অন্য২ বৃক্ষ কম্পিত হইয়া ভগ্ন হইল এবং তাহাও আর একটাকে কাঁপাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। (২৩) ফলতঃ বলদেবের লীলাহেতু প্রক্ষিপ্ত ধেনুকাসুরের গর্দ্দভ দেহে যে সকল তাল তরু প্রকম্পিত হইল তদ্ভাবৎ কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে মহাবায়ুতে আহতের ন্যায় হইয়া সমুদায় তাল বন কম্পিত হইয়াছিল। (২৪) হে মহারাজ! বসন যেমন তন্তুতে ওত প্রোত, তদ্বৎ এই বিশ্ব যে অনন্ত জগদীশ্বর ভগবানে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে তাঁহাতে ঐ বিষয় বিচিত্র নহে। সে যাহা হউক। তদনন্তর ধেনুকাসুরের যে সকল জ্ঞাতি গর্দ্দভ রূপ হইয়া ছিল তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রাম ও কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং রোষবশতঃ তাঁহাদের বান্ধবদিগকে আহত করিল। কিন্তু সে সকল অসুরকে আসিতে দেখিয়া রাম এবং কৃষ্ণ পশ্চাদ্ভাগের পা ধরিয়া তালগাছে ফেলিয়া দিলেন। (২৫) অতএব দৈত্যদিগের প্রাণ শূন্য দেহ

এবং তালফল তথা ভগ্ন তালাগ্র দ্বারা সংকীর্ণ হইয়া সেই ভূমি তদ্রূপ দীপ্তি পাইতে লাগিল যেমন মেঘ সকল দ্বারা আকাশতল দীপ্তি পায়। সে যাহা হউক। রাম কৃষ্ণের এই প্রকার সুমহৎ কর্ম্মের বিবরণ দেবতাদিগের পরিজ্ঞাত হইলে তাঁহারা স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি মোচন ও দুন্দুভি ধ্বনি এবং নানা প্রকারে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। (২৬) এ দিকে ধেনুকাসুরকে নিহত দেখিয়া সর্ব্ব সাধারণ মানবগণ নির্ভয় হইয়া তালবনস্থ তালফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল আর পশু সকল নিরুদ্বেগ চিত্তে তৃণ ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর যাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন পুণ্যজনক, সেই পদ্মপলাশ লোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুবর্ত্তি গোপগণের কৃত স্তব শ্রবণ করিতে২ অগ্রজ সহ ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। (২৭)

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোপীদিগের নয়ন উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া ছিল। তাহারা তাঁহার প্রবেশ সংবাদ পাইবামাত্র সকলে মিলিয়া দেখিতে আসিল। গাভী সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করাতে তাহাদের খুরোদ্ধূত ধূলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কুন্তল ধুসরিত হইয়াছিল, সেই ধুসরিত কুন্তলে ময়ূরপুচ্ছ তথা বন্য প্রসূন বদ্ধ ছিল। অপর তাঁহার দর্শন অতিশয় রুচির এবং হাস্য অত্যর্থ মনোহর। আর তিনি বদনে বেণু রাখিয়া বাজাইতেছিলেন এবং অনুচরগণ অনুক্ষণ তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছিল। (২৮) ব্রজাঙ্গনা সকল স্ব২ নেত্র রূপ তৃষিত মধুকর দ্বারা তদীয় বদনারবিন্দ মকরন্দ বিন্দু পান করাতে তাহাদের দিবাভাগের বিরহ জন্য সন্তাপ পরিত্যাগ হইল এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের সলজ্জ হাস্য দ্বারা বিনয় প্রকাশক কটাক্ষ দর্শন রূপ সৎকার পাইয়া গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর পুত্রবৎসলা যশোদা এবং রোহিণী দেবী সময় ও অভিলাষ অনুসারে সেই দুই পুত্রের প্রতি পরম আশিষ প্রয়োগ করিলেন। রাম কৃষ্ণ দুই ভ্রাতায় মজ্জন ও উন্মর্দ্দনাদি দ্বারা পথশ্রান্তি নিবারণ পূর্ব্বক মনোহর বসন পরিধান করিলেন পরে দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধে ভূষিত হইলেন। তাহার পর জননী সুস্বাদ অন্ন আনিয়া দিলে ভোজন করিয়া রমণীয় শয়নে শয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে নিদ্রা গেলেন।

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে পর্য্যটন করত ঐ প্রকারে কাল যাপন করিতেছিলেন। এক সময় বলরামকে না বলিয়া অন্যান্য সখায় পরিবৃত হওত কালিন্দীকূলে গো চারণ করিতে গেলেন। হে মহারাজ! কালিন্দীর জলমধ্যে কালিয় নামে একটা ভয়ঙ্কর বিষধর ছিল। তাহার বিষে কালিন্দীর জল সর্ব্বদা ভয়ানক রূপে দূষিত হইয়া থাকিত। গো এবং গোপগণ তন্নিকটে গিয়া নিদাঘ ও আতপে সাতিশয় আর্ত্ত হইল এবং পিপাসায় আকুল হওয়াতে সেই দুষ্ট জলই যথেষ্ট পান করিল। হে কুরূদ্বহ দৈবোপহত চিত্ত হইয়া সেই বিষাক্ত বারি পান করিবামাত্র সকল ব্যক্তিই গতাসু হইয়া জলোপান্তে পতিত হইল। পরন্তু যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর ভগবান্ হরি যখন তাহাদিগকে তদ্রূপ অবলোকন করিলেন তৎক্ষণেই অমৃতবার্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা পুরুজ্জীবিত করিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ আপনি ঐ সকল ব্যক্তির নাথ, ইহাতে তাহাদিগকে ঐ রূপে পুনর্জ্জীবিত করা ভগবানের বিচিত্র কর্ম্ম নহে। (২৯) সে যাহা হউক। সেই সকল ব্যক্তি জল সমীপ হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত সবিস্ময়চিত্তে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদিগের স্মৃতি সম্যক্ প্রকারে প্রতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল অতএব কালট পান করিয়া মরণানন্তর আপনারের যে

পুনরায় জীবন লাভ হইল তাহার প্রতি ভগবান্ গোবিন্দের অনুগ্রহ দৃষ্টিকেই কারণ বলিয়া মানিতে লাগিল। (৩০)

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

যমুনা হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালিয় নিগ্রহ এবং তৎপত্নীদিগের স্তবে তাহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণা।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! কালসর্প কালিয় দ্বারা কালিন্দীর জল দূষিত দেখিয়া ভগবান্ হরি তাহার বিশুদ্ধি অন্বেষণ করত সেই বিষধরকে নিগ্রহ পূর্ব্বক তথা হইতে নিঃসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। (১)

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরি কালিন্দীর অগাধ জল মধ্যে কালিয় সর্পকে কি প্রকারে নিগ্রহ করিয়াছিলেন আর সেই সর্প কি প্রকারে বহু যুগ পর্য্যন্ত তন্মধ্যে বাস করিয়াছিল? বলিতে আজ্ঞা হউক। (২) গুরো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী, স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হয়েন, তাঁহার গোপালন দ্বারা যে উদার চরিত্র, তাহা অমৃত স্বরূপ, সেই চরিতামৃত সেবা করিয়া কাহার্ তৃপ্তি বোধ হইয়া থাকে? (৩)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! কালিন্দীর মধ্যে অন্য একটী হ্রদ ছিল, তাহার অভ্যন্তরে কালিয় বাস করিত। কালিয়ের বিষাগ্নি দ্বারা সেই হ্রদের জল পাক হইয়া সর্ব্বদাই ফুটিত। অতএব তাহার উপর দিয়াও পক্ষি প্রভৃতি খেচরগণ গমন করিলে তন্মধ্যে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গতাসু হইত। (৪) অপর তাহার তীর দিয়া যে সকল স্থাবর অথবা জঙ্গম প্রাণী গমনাগমন করিত তাহারাও বিষ জলের তরঙ্গস্পর্শি এবং দুষ্ট বারির কণাবাহি বায়ু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইত। (৫) হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ খল দমনার্থ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ঐ ভয়ঙ্কর বিষধরের প্রচণ্ড বিষ বীর্য্য এবং তদ্দ্বারা ঐ হ্রদের জল নিতান্ত দূষিত দেখিয়া তীরস্থ কদম্বোপরি আরোহণ করিলেন। রাজন্! যদিও কালিয় কালকূটের তেজে কালিন্দী তীরস্থ সমস্ত তরু লতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল তথাচ ভাবি শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ ভাগ্য বশতঃ তত্তীরবর্ত্তী হইয়াও ঐ এক কদম্ব তরু শুষ্ক হয় নাই। অথবা গরুড় অমৃতাহরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বে ঐ তরুর উপরে বসিয়াছিল সেই অমৃতস্পর্শ হওরাতে তাহা অমর হয়। সে যাহা হউক। ভগবান্ সেই কদম্বোপরি আরূঢ় হইয়া দৃঢ় রূপে রসনা বন্ধন করিলেন পরে বাহ্বাস্ফোটন পুরঃসর সেই অত্যুচ্চ তরু হইতে ঐ বিষজলের উপর লম্ফ দিয়া পড়িলেন। (৬)

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ পতিত হইবা মাত্র সেই সর্পহ্রদ তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে শত ধনুঃ পর্য্যন্ত প্রসৃত হইল কারণ পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভগবানের পতন বেগে তত্রস্থ সর্পগণ সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল তাহাতে তাহাদের বিষের তেজে হ্রদস্থ জলরাশি উন্নত হইয়া উঠিতে লাগিল। অপর উগ্রতর অহিবিষে ঐ হ্রদের ভয়ঙ্কর তরঙ্গ কষায়ীকৃত হইল। হে মহারাজ! সর্প হ্রদের ঐরূপ প্রসৃত হওয়া বিচিত্র নহে, ভগবান্ হরির অনন্ত বল, তাঁহার পক্ষে উহা কি আবার একটা কর্ম্ম। (৭)

সে যাহা হউক। বর বারণবৎ বিক্রমশালী ভগবান্ হরি সর্প হ্রদে বিহার করিতে

করিতে বাহুদণ্ডে তত্রস্থ যে সকল জল আহত করিতে লাগিলেন তাহার শব্দ শ্রবণ এবং তাহা হইতে আপনার সদনের অভিভব অবলোকন করিয়া কালিয়ের সহিষ্ণুতা হইল না, সে রোষ বশতঃ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল। (৮) রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেক্ষণীয় সুকুমার, মেঘবৎ উজ্জ্বল শ্যাম, পীত বসনধারী, শ্রীবৎসে শোভিত। তদীয় বদন ঈষদ্ধাস্যে পরম সুন্দর এবং চরণদ্বয় লাক্ষারস তুল্য অরুণ। তিনি নির্ভয়ে হ্রদ মধ্যে বিহার করিতেছিলেন। কালিয় বহির্গত হইয়াই রোষ বশতঃ তাঁহার মর্ম্ম স্থানে দংশন করিল এবং আপনার শরীরাভোগে বেষ্টন করিয়া রাখিল। (৯) সর্প শরীরাভোগে পরিবেষ্টিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা দৃষ্ট হইল না। তাঁহাকে তদ্রূপ নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় প্রিয় অথচ সখা গোপগণ সাতিশয় দুঃখিত হইল এবং দুঃখ ও ভয় প্রযুক্ত হত বুদ্ধি হইয়া পড়িতে লাগিল। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট দর্শনে গোপদিগের এরূপ মোহ হওয়া বিচিত্র নহে, তাহারা আপনাদের আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, কলত্র, কাম, সকলই তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিয়াছিল। হে মহারাজ! বৃষভ, গাভী, বৃক্ষ তথা বৎসতরীগণও ঐ ঘটনা অবলোকনে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি অর্পণ পূর্ব্বক ভীত হইয়া রোদন পরায়ণের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। (১০)

এই সময়ে ব্রজ মধ্যে ভূকম্পাদি আধিভৌতিক এবং উল্কাপাতাদি আধিদৈবিক তথা বামাঙ্গস্ফুরণাদি আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ উৎপাত হইতে আরম্ভ হইল। ঐ সকল এপ্রকার দারুণ হইল যে সকলই যেন আসন্ন ভয় জ্ঞাপন করিতে লাগিল। (১১) সুতরাং ঐসকল উৎপাত অলোকন করিয়া নন্দপ্রভৃতি গোপদিগের ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, বিশেষতঃ বলরামকে না লইয়া শ্রীকৃষ্ণ একাকী গোচরণে গমন করিয়াছেন ইহা যখন অবগত হইল তখন নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। (১২) তাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানিত না, একারণ ঐ সকল দুর্নিমিত্ত হেতু তাঁহাকে নিধন প্রাপ্ত মনে করিয়া দুঃখ শোক ও ভয়ে আতুর হইল অধিকন্তু তাঁহার প্রতিই তাহাদের প্রাণ ও মনঃ সমর্পিত ছিল। (১৩) অতএব আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সাতিশয় বৎসলতা প্রযুক্ত কাতর হইয়া কৃষ্ণ দর্শন লালসায় গোকুল হইতে বহির্গত হইল। (১৪) ভগবান বলভদ্র অনুজের প্রভাব জানিতেন, একারণ ঐ সকল ব্যক্তিকে তাদৃশ কাতর নিরীক্ষণ করিয়া কেবল হাস্য করিলেন, কিঞ্চিন্মাত্র কহিলেন না। (১৫) তাহারা ইতস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করত যে সকল পদে ভগবানকে লক্ষ্য করাযায় সেই সকল পদ দ্বারা সূচিত বর্ত্মযোগে যমুনা তটে গমন করিল। (১৬) হে রাজন্! যেমত অপ্রমত্ত যোগিগণ শ্রুতি বর্ত্মযোগে গমন করত অন্যান্য পদের মধ্যে তত্তদুপাধির অপবাদ পূর্ব্বক পরম তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া থাকেন তেমনি ঐ সকল ব্যক্তি গাভী সকলের বর্ত্মে গমন করত অন্য২ পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ পদ্ম যব যুক্ত পদ নিরীক্ষণ করত ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিল। (১৭) তৎপরে যখন দূর হইতে দেখিতে পাইল হ্রদমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্পশরীরে বেষ্টিত ও নিরীহ হইয়া রহিয়াছেন এবং তৎ সমীপে গোপাল গণ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে আর গাভী সকল চতুর্দিকে রোদন করিয়া বেড়াইতেছে তখন অতিশয় আর্ত্ত হইয়া পরম কশ্মল প্রাপ্ত হইল। (১৮)

হে রাজন্! গোপীদিগের অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত ছিল, অতএব সর্ব্বদাই তাঁহার সৌহৃদ্য, সহাস্য দর্শন এবং সস্মিত বচন স্মরণ করিত। সেই প্রিয়তম অহিগ্রস্ত হইলে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং প্রিয় বিরহিত হওয়াতে

ত্রিভুবন শূন্য দেখিতে লাগিল। তদনন্তর কৃষ্ণমাতা যেখানে অপত্যার্থ সন্তাপ করিতেছিলেন তথায় তাঁহার নিকট গিয়া তত্তুল্য বেদনা ব্যক্ত করত সেই২ ব্রজ কথা কহিতে আরম্ভ করিল পরে শ্রীকৃষ্ণের আননে আপনাদের নয়ন অর্পণ করিয়া মৃতকের তুল্য নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

তদনন্তর কৃষ্ণের প্রতি যাহাদের প্রাণ, সেই নন্দাদি গোপগণ যখন ঐ হ্রদ মধ্যে প্রবেশোন্মুখ হইলেন তখন ভগবান্ বলভদ্র দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন। (১৯) রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই প্রকার দেখিয়া এবং আপনার নিমিত্ত বাল ও অবলা সহিত সমস্ত গোকুলকে অত্যর্থ দুঃখিত জানিয়া মুহূর্ত্ত কাল অবস্থান পূর্ব্বক সেই উরগ বন্ধ হইতে উত্থিত হইলেন কারণ তৎকালে মর্ত্ত্য পদবীর অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। (২০) হে রাজন্! ভগবানের বিস্তারশালি শরীরে ঐ ভুজঙ্গের কলেবর ব্যথিত হইল। সে কুণ্ডল উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কুপিত হইল এবং ফণা উন্নত করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কেবল নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। তাহার নাসারন্ধ্র দিয়া বিষ বহির্গত হইতে লাগিল এবং নয়ন দ্বয় পাকভাণ্ডবৎ সন্তপ্ত ও অত্যর্থ স্তব্ধ হইল আর বদন উন্মুক্ত হইয়া গেল (২১) ভগবান হরি ক্রীড়া করত খগেন্দ্রের ন্যায় সেই সর্পের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিলেন। তাহার প্রত্যেক মুখে দুই২টা শিখাযুক্ত জিহ্বা ছিল, তাহার দ্বারা সে বারম্বার সৃককদ্বয় লেহন করিতেছিল। আর তাহার দৃষ্টি সাতিশয় ভয়ঙ্কর এবং বিষাগ্নিতে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। রাজন্! কেবল ভগবানই সেই ভুজঙ্গের চারি দিকে ভ্রমণ করিলেন এমত নহে সেও পলায়নের অবসর প্রতীক্ষা করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। (২২) হে মহারাজ! ঐরূপ ভ্রমণ দ্বারা যখন সেই সর্পের সামর্থ্য বিনষ্ট হইল তখন তাহার উন্নত স্কন্ধ অবনত করিয়া তদীয় বিস্তীর্ণ মস্তকে ভগবান আরোহণ করিলেন। অতএব মস্তকস্থ রত্ননিকরের স্পর্শে ভগবানের পাদপদ্ম অপূর্ব্ব তাম্রবর্ণ হইল। তিনি অখিল নৃত্য প্রভেদের গুরু অতএব চঞ্চল মস্তকের উপরেও নৃত্য করিবার উপক্রম করিলেন। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্যার্থ কৃতোদ্যম দেখিবা মাত্র গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ মুনি চারণ এবং দেবতাদিগের বধূগণ প্রীতি পূর্ব্বক সেই সময় মৃদঙ্গ পণব আণক বাদ্য তথা গীত এবং পুষ্পোপহার ও স্তব স্তুতির সহিত সহসা সমীপে আসিলেন। (২৩) হে ভারত! কালিয় নাগের এক শতটা প্রধান মস্তক, সে ক্ষীণায়ু হইয়াও পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছিল, অতএব তাহার যে যে মুণ্ড নত না হইল খলদণ্ডধারী ভগবান হরি নৃত্যচ্ছলে চরণপাত দ্বারা সেই সেই মুণ্ড মর্দ্দিত করিয়া ফেলিলেন তাহাতে সেই ভুজঙ্গ মুখ ও নাসিকা বিবর দ্বারা উল্বণ শোণিত বমন করত পরম মোহ প্রাপ্ত হইল। (২৪)

হে কৌরব্য! কালিয় নাগ তদনন্তর পুনরায় চক্ষুর্দ্বারা গরল উদ্গিরণ করত রোষে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার মস্তকোপরি নৃত্য করিতে করিতে যে যে ফণা সমুন্নত দেখিলেন পদাঘাত দ্বারা তাহা অবনত করাইয়া তাহার দমন করিলেন। এই সময় গন্ধর্ব্বাদি দেবগণ হৃষ্ট হইয়া শেষশায়ী পুরাণ পুরুষের ন্যায় যশোদানন্দনকে বিবিধ পুষ্পোপহার দিয়া পূজা করিলেন। (২৫) সে যাহাহউক। ঐরূপ আশ্চর্য্য নৃত্যে যখন ফণা সহস্র বিরুগ্ন এবং গাত্র ভগ্ন হইল তখন কালিয় বহুমুখে রুধির বমন করিতে করিতে চরাচরগুরু পুরাণ পুরুষ নারায়ণের স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে শরণাপন্ন হইল। (২৬)

রাজন্! যে শ্রীকৃষ্ণের উদরমধ্যে ত্রিজগৎ বর্ত্তমান, তিনি ফণার উপর আরোহণ করিয়া রহিলেন সুতরাং কালিয়কে অতিভরে আ ান্ত ও তাহার ফণারূপ আতপত্রকে পার্ষ্ণিপ্রহারে সর্ব্বতোভাবে রুগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া কালিয়ের বনিতাগণ অত্যর্থ আর্ত্ত হইল। তাহাদের বসন ভূষণ ও কেশবন্ধন বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তদনন্তর তাহারা সেই আদ্য পুরুষেরই নিকট শরণাপন্ন হইল। (২৭) তাহারা সাধ্বী স্ত্রী, একারণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া পাপাত্মা পতির মোচন বাসনায় জলাশয় তীরে স্ব২ কায় নিধান পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রাণির পতি শরণদ হরিকে প্রণাম করিতে লাগিল। রাজন্! ভয়ে নাগপত্নীদের চিত্ত সাতিশয় বিহ্বল হইয়াছিল। তাহারা ভগবানের আশু দয়া হইবে বলিয়া শিশু সন্তান গুলিকে অগ্রে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। (২৮)

প্রণামানন্তর নাগ বনিতাগণ বলিতে লাগিল ভগবন্! আপনি খলদিগের নিগ্রহ নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের পতি কালিয় খল, এ পাপ করিয়াছিল ইহার এ রূপ দণ্ড ন্যায্য বটে। প্রভো! শত্রুতে এবং পুত্রেতে আপনকার সমান দৃষ্টি, আপনি ফলই আলোচনা করিয়া দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। (২৯) ভগবন্! আপনকার দণ্ড অসজ্জনের কল্মষ নাশক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আপনি এই দণ্ড করিয়া আমাদের প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করিলেন। কারণ এ ব্যক্তির এক্ষণে যে সর্পত্ব দৃষ্ট হইতেছে ইহার পরেই এ সর্পত্বের মোচন হইবেক। অতএব সর্পত্বের বীজীভূত পাপ নিবর্ত্তনের হেতু হওয়াতে, আপনকার দণ্ড যদিও আপাততঃ ক্রোধরূপে প্রতীয়মান হউক তথাচ ইহা অনুগ্রহ বলিয়াই আমাদের সম্মত হইল। (৩০) ভগবন্! এই ব্যক্তি স্বয়ং মান রহিত সত্য, কিন্তু অন্যের প্রতি মানদ হইয়া পূর্ব্বে অপূর্ব্ব তপস্যা অথবা সকল প্রাণির প্রতি অনুকম্পা করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিল বলিতে পারি না, যেহেতু আপনি সকলের জীবন দাতা, আপনি ইহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। (৩১) ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণও তপস্যাদি দ্বারা যে শ্রীর প্রসাদ প্রার্থনা করেন সেই শ্রী ললনা হইয়াও আপনকার যে চরণরেণু স্পার্শাধিকার বাসনায় অন্যান্য কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধৃতব্রত হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন এই সর্পের সেই চরণরেণু স্পার্শাধিকার দেখিতেছি, এ ব্যক্তির ইহা কোন্ পুণ্যের অনুভাব বলিতে পারি না। আমাদের বোধ হয় ইহার এইরূপ ভাগ্যোদয় তপস্যাদি জনিত নহে, ইহা আপনকার অচিন্ত্য কৃপারই বৈভব। (৩২) প্রভো! আপনকার চরণরেণু সামান্য নহে, যে সকল ব্যক্তি ইহা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বর্গপৃষ্ঠ অথবা সার্ব্বভৌম পদ কিম্বা পারমেষ্ঠ্য পদ অথবা পৃথিবীর আধিপত্য কিম্বা যোগসিদ্ধি অথবা অপুনর্ভব (মুক্তি) কিছুই বাঞ্ছা করেন না, অর্থাৎ আপনকার চরণরেণু প্রাপ্ত হইলে স্বর্গাদি পদ তুচ্ছ বোধ হয়। (৩৩) হে নাথ! কি আশ্চর্য্য, এই সর্পরাজ তমোংশে উৎপন্ন এবং স্বভাবতঃ ক্রোধপরবশ হইয়াও আপনকার চরণরেণু প্রাপ্ত হইল, অন্য ব্যক্তিদের শ্রমাদি দ্বারাও ইহা সুলভ্য নহে। প্রভো! সংসার চক্রে ভ্রমণকারী শরীরী পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ ইহা আমার সেব্য হউক এইরূপ প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ অপেক্ষিত সম্পদ্ প্রাপ্ত হয় তাহা কি অনায়াসে লভ্য হইতে পারে? (৩৪) যাহা হউক, আপনকার ঐশ্বর্য্যাদি গুণ অচিন্ত্য, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকল দেহে অন্তর্যামিত্ব রূপে বর্ত্তমান এবং মহাত্মা, কিন্তু সকল দেহে ঐরূপে বর্ত্তমান হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন, যেহেতু আপনি আকাশাদিরও আশ্রয় এবং পূর্ব্বাবধি

বর্ত্তমান আছেন অপর সকলের কারণ পর্য্যন্ত স্বয়ং কারণাতীত। (৩৫) আর আপনি জ্ঞপ্তি ও চিৎ শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং নির্গুণ-নির্বিকার-প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক-অনন্তশক্তি ব্রহ্ম স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। (৩৬) ভগবন্! আপনি কালস্বরূপ, কালশক্তির আশ্রয়, কালাবয়ব সকলের অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি সমবায়ের সাক্ষী, বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বের দ্রষ্টা, বিশ্বের কর্ত্তা, এবং বিশ্বের সর্ব্ব কারণ, আপনাকে নমস্কার। (৩৭) প্রভো! আপনি সমস্ত ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি এবং চিত্তের স্বরূপ, সৃষ্টিকার্য্যে যে ত্রিগুণ অভিমান, তদ্দ্বারা আপনকার অংশ ভূত আত্মার অনুভাব গূঢ় হইয়া আছে, আপনাকে নমস্কার করি। (৩৮) ভগবন্! আপনি অহঙ্কারে আবৃত নহেন একারণ অনন্ত, অদৃশ্য এ প্রযুক্ত সূক্ষ্ম, উপাধিকৃত বিকার নাই, এই হেতু কূটস্থ, অতএব সর্ব্বজ্ঞ। প্রভো! আপনি মায়া দ্বারা অস্তি, নাস্তি, সর্ব্বজ্ঞ, কিঞ্চিজ্জ্ঞ, বদ্ধ, মুক্ত, এক, অনেক, ইত্যাদি নানা বাদের অনুবর্ত্তী হন। অপর আপনি বাচ্য ও বাচক শক্তি অর্থাৎ অভিধেয় ও অভিধান শক্তি ভেদের কারণেও নানা রূপে প্রতীয়মান হয়েন। (৩৯) ভগবন্! আপনি প্রমাণ সকলের মূল অর্থাৎ চক্ষুরাদিরও চক্ষুরাদি স্বরূপ, অতএব আপনি কবি অর্থাৎ নিরপেক্ষ জ্ঞানবান্, এবং শাস্ত্র সকলের যোনি, অর্থাৎ বেদ সকল আপনকার নিশ্বাস, আর আপনি প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত নিয়ম স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। (৪০) প্রভো! আপনি শুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চতুর্মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার করি। ভগবন্! আপনি উপাসকদিগের পতি অর্থাৎ সালোক্যাদি দ্বারা পালক, আপনাকে নমস্কার। (৪১) প্রভো! আপনি অন্তঃকরণ সকলকে প্রকাশ করেন অতএব চিত্তাদির অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রযুক্ত চতুর্মূর্ত্তি, অপর তত্ত্বগুণ দ্বারা উপাসকদিগের ফল বৈচিত্র্যার্থ আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া নানাত্বরূপে প্রকাশমান হন্। আর আপনি চিত্তাদির চেতন ব্যবসায়াদি বৃত্তি দ্বারা উপলক্ষ্য এবং গুণ সকলের সাক্ষী ও স্বগোচর অর্থাৎ আপনিই আপনার বিষয়, আপনাকে নমস্কার করি। (৪২) ভগবন্! আপনকার মহিমা অতর্ক্য, আপনি সর্ব্ব কার্য্যোৎপত্তি প্রকাশের হেতু, একারণ উপলক্ষণ যোগ্য। হে ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক! আপনি মুনি অর্থাৎ আত্মারাম এবং মৌনশালী অর্থাৎ আত্মারামত্বস্বভাব, আপনাকে নমস্কার। (৪৩) প্রভো! আপনি পরাপর গতিজ্ঞ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম সকলের গতি জানেন এ কারণ কুত্রাপি আসক্ত নহেন, অপিচ আপনি সকলের অধিষ্ঠাতা, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি সর্ব্বাধিষ্ঠাতা কেন, আপনাতে বিশ্ব বর্ত্তমান নয় অর্থাৎ আপনি তন্নিষেধের সমুদ্র, অথচ বিশ্ব স্বরূপ অর্থাৎ তদ্বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান। আর আপনি বিশ্বের দ্রষ্টা অর্থাৎ অধ্যাস ও অপবাদের সাক্ষী এবং অবিদ্যা ও বিদ্যার দ্বারা ঐ অপবাদের হেতু। অতএব সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব আত্মারামত্বাদি দ্বারা আপনকার ঐশ্বর্য্য নিরতিশয়-আপনাকে নমস্কার করি। (৪৪)

বিভো! আপনি গুণে অহীন এবং কালশক্তিধারী হইয়াও ধারণ পূর্ব্বক এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন অতএব এক্ষণে সমীক্ষা হেতু সংস্কার রূপে বর্ত্তমান তত্তৎ স্বভাব (ঘোরত্বাদি) প্রকটিত করত ক্রীড়া করিতেছেন। ভগবন্! আপনকার বিহার আমোঘ। (৪৫) হে দেব! এই সকল শান্ত অশান্ত মূঢ়যোনি জন যদিও আপনকারই তনু অর্থাৎ ক্রীড়োপকরণ, তথাপি আমাদের বোধ হয় অধুনা শান্ত জনেরাই আপনকার প্রিয়, কারণ আপনি সাধু জনের ধর্ম্ম প্রতিপালনেচ্ছায় চেষ্টা করিতেছেন অতএব তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবস্থিত হইয়া-

আছেন। (৪৬) কিন্তু আপনি স্বামী, আপনকার ভৃত্য একবার অপ্রিয় আচরণ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবেক। হে শান্তাত্মন্! এব্যক্তি অতি মূঢ়, আপনাকে জানে না, ইহাকে ক্ষমা করিতে যোগ্য হয়েন। ভগবন্! অনুগ্রহ করুন, নতুবা এই সর্পের এখনি প্রাণত্যাগ হয়, ইহার বিয়োগে আমরা আপনকার শোচ্য হইব, আমাদের প্রাণ স্বরূপ পতি প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক। (৪৭) প্রভো! আমরা আপনকার কিঙ্করী, আমাদের প্রতি বিহিত আদেশ করুন, যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব, অর্থাৎ আপনি যদি আজ্ঞা করেন অতঃপর একেবারে প্রাণি ভক্ষণে ক্ষান্ত হইব। প্রভো! শ্রুত আছে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আপনকার আদেশ পালন করিলে সর্ব্ব প্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়।

শুকদেব কহিলেন নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে স্তুত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ভগ্নমুণ্ড ও মূর্চ্ছিত নাগকে চরণ দিয়া উল্লিখন পূর্ব্বক ত্যাগ করিলেন। রাজন্! দীন কালিয় পরিত্যক্ত হইবা মাত্র স্বীয় ইন্দ্রিয় ও প্রাণ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে হরিকে নিবেদন করিল (৪৮) ভগবন্! আমরা জন্মাবধি খল এবং তমঃ প্রকৃতি, অতএব আমাদের মন্যু দুঃশাম্য। হে নাথ! প্রাণিদিগের স্বভাব দুস্ত্যজ, যেহেতু তাহা দুষ্ট গ্রহ স্বরূপ। (৪৯) হে দেব! এই বিশ্ব গুণের প্রভাবেই বিবিধ রূপ দৃষ্ট হয়, ইহার বীর্য্য, সামর্থ্য, যোনি, বীজ, আশয়, আকৃতি নানা প্রকার, আপনি এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। (৫০) ভগবন্! এই বিশ্ব মধ্যে আমরা সর্প জাতি, জন্ম দ্বারাই আমাদের মন্যু গুরুতর, অপিচ আমরা মোহাচ্ছন্ন, ইহাতে আমরা আপনা হইতে আপনকার মায়া কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারি? (৫১) ভগবন্! যেহেতু আপনার মায়াত্যাগে সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর আপনিই কারণ, অতএব অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই আমাদের প্রতি বিধান করুন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! কার্য্যার্থ নরাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল কথা শুনিয়া এই প্রত্যুত্তর করিলেন (৫২) অহে সর্প! তুমি আর এখানে থাকিও না, পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব সহ সমুদ্রে গমন কর, বিলম্ব করিও না, কারণ গো ও মনুষ্যেরা নদী উপভোগ করিয়া থাকে, তুমি এখানে থাকিলে তাহারা আসিতে পারিবেক না। (৫৩) অপর তোমার প্রতি আমি এই যে শাসন করিলাম যে মানব ইহা স্মরণ এবং উভয় সন্ধ্যায় কীর্ত্তন করিবেক সে ব্যক্তি কখন তোমাদের হইতে ভয় না পায় অর্থাৎ আমি আজ্ঞা করিতেছি তোমরা কদাপি সে ব্যক্তির ভয় উৎপন্ন করিতে পারিবা না। (৫৪) আর যে ব্যক্তি আমার এই আক্রীড় জলে স্নান করিয়া ইহার দ্বারা দেবাদি তর্পণ করিবেক এবং উপবাস পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়া অর্চ্চনা করিবেক, তাহার সর্ব্ব পাপ মোচন হইবেক, এই কারণেও তোমার এস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। যদি তুমি এখানে থাক কোন ব্যক্তি আসিতেই পারিবেক না, স্নান পূজা করিবার প্রসক্তি কি? (৫৫) হে সর্প, এস্থান হইতে নির্গত হইলে তোমারও গরুড়ভয় সম্ভাবনা নাই, তুমি এই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণক দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লও, তাহার ভয়ে সুপর্ণ তোমাকে ভক্ষণ করিতে পারিবেক না, বিশেষতঃ তোমার মস্তকে আমার পদ চিহ্ন রহিল ইহাতেও তোমার নিকট গরুড়াগমন সম্ভাবনা বিরহ।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! এই কথা বলিয়া অদ্ভুতকারী ভগবান্ হরি ছাড়িয়া দিলে কালিয় নাগ এবং তাহার পত্নী সকল হর্ষিত হইল পরে মহা সমাদরে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। দিব্য বসন, দিব্য মাল্য, দিব্য মণি এবং পরমোৎকৃষ্ট বহু মূল্য

ভূষণ, তথা দিব্য গন্ধ, দিব্য অনুলেপন এবং মহতী উৎপলমালা, এই সকল উপহার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া গরুড়ধ্বজ জগন্নাথকে প্রসন্ন করিল। তদনন্তর প্রীত ও অনুজ্ঞাত হইয়া প্রদক্ষিণ এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কলত্র পুত্র মিত্র সমভিব্যাহারে সাগর মধ্যস্থ সেই রমণক দ্বীপে গমন করিল। হে রাজন্! ক্রীড়ার্থ মনুষ্য শরীরধারি ভগবান হরির অনুগ্রহে ঐ সময় হইতে যমুনা নির্বিষা এবং তাহার জল অমৃতবৎ সুস্বাদ হইয়াছে। (৫৩)

ইতি দশম স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নাগালয় হইতে কালিয়ের নির্গমন এবং ভগবান কর্ত্তৃক শ্রান্ত ও বন্ধুগণকে দাবানল হইতে পরিত্রাণ।

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! কালিয় কি প্রকারে নাগালয় পরিত্যাগ করে, আর সে গরুড়ের কি অপ্রিয় করিয়াছিল? (১)

শুকদেব কহিলেন রাজন! নাগদিগের আয়ত্ত সুতরাং ভক্ষণীয় জনগণ নাগপীড়া পরিহারার্থ যে বলি মাসে মাসে বৃক্ষমূলে অর্পণ করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিল (২) নাগেরা আত্ম রক্ষণার্থ সেই বলির স্ব২ অংশ পর্ব্বে পর্ব্বে মহাত্মা গরুড়কে সম্প্রদান করিত। (৩) কিয়ৎ কাল পরে কদ্রুসুত কালিয় স্বীয় বিষ ও বীর্য্য জন্য মদে আবিষ্ট হইল অতএব গরুড়কে গণ্য না করিয়া স্বয়ং সমুদায় বলি ভোজন করিতে আরম্ভ করিল *। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ গোচর হইলে, ভগবৎপ্রিয় গরুড়ের অতিশয় কোপ হইল। তিনি প্রাণবধ কামনায় মহাবেগে কালিয় সন্নিধানে ধাবমান হইলেন। (৪) হে রাজন্! সুপর্ণকে আসিতে দেখিয়া বিষায়ুধ কালিয় আপনার বহু২ ফণা উন্নমিত করিয়া যুদ্ধার্থ তাঁহার প্রতি গমন করিল। কালিয়ের জিহ্বা অতিশয় করাল এবং উগ্র লোচন জৃম্ভিত হইয়া উঠিয়াছিল, অতএব দন্তায়ুধ ঐ নাগ দশন রূপ শস্ত্র দ্বারা সুপর্ণকে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। (৫) গরুড় ভগবান মধুসূদনের আসন, ইহাতেই তাঁহার বেগ অতিশয় প্রচণ্ড ছিল। এই ব্যাপারে তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ হইল, রোষ বশতঃ কদ্রুপুত্রকে নিরস্ত করিয়া সুবর্ণবৎ দেদীপ্যমান বাম পক্ষের আঘাতে অতিশয় আহত করিলেন। (৬) রাজন্! গরুড়ের পক্ষ দ্বারা আহত হইবা মাত্র কালিয় অতিশয় বিহ্বল হইল এবং গরুড়ের অগম্য ও অগাধতা হেতু দুর্গম কালিন্দী হ্রদে প্রাণ ভয়ে প্রবেশ করিল। (৭)

হে পরীক্ষিত! কালিন্দী হ্রদ গরুড়ের অগম্য কেন, কারণ বলি শুন। এক সময় গরুড় ঐ হ্রদের প্রধান একটী জলচরকে আপনার ঈপ্সিত ভক্ষ্য বোধ করিয়া ধরিতে যাইতেছিলেন, দৈবাৎ সৌভরির নয়ন গোচর হওয়াতে তিনি নিবারণ করিলেন, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ততা প্রযুক্ত গরুড় সে নিবারণ শুনিলেন না, ব্যগ্র হইয়া ঐ ভক্ষ্য হরণ করিলেন। সেই জলচর মীনদিগের অধিপতি, সে হৃত হইলে মীন সকল দুঃখিত হইল, তাহা দেখিয়া সৌভরির চিত্ত দয়ার্দ্র হইল অতএব তিনি ঐ জলাশয়স্থ জলচরদিগের ক্ষেমা-

* অথবা গরুড়ের ভক্ষ্য সর্পগণ এক২ নাগ দিব বলিয়া গরুড়ের নিমিত্ত যে বলি নিরূপিত করিয়াছিল, সকল নাগই তাহাতে স্ব২ ভাগ প্রদান করিত, কেবল কালিয় মদোন্মত্ততা প্রযুক্ত তাহা দিত না, অন্যের দেওয়াও আপনি ভোজন করিতে লাগিল।

কাঙ্ক্ষায় কহিলেন অতঃপর গরুড় যদি এখানে প্রবেশ করিয়া মৎস্য খায় সদ্যঃ প্রাণে বিযুক্ত হইবেক, আমি নিশ্চয় কহিলাম। (৮) হে রাজন্! ঐ বিবরণ কেবল কালিয় জানিত, অন্য কোন সর্প অবগত ছিল না, অতএব গরুড়ভয়ে ভীত হইয়া কালিয় তথায় বাস করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সে স্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। (৯)

সে যাহা হউক। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ দিব্য বসন ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক স্মুবর্ণে ভূষিত এবং মহার্হ মণিগণে সজ্জিত হইয়া কলিন্দী হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া আসিলে (১০) তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সমস্ত গোপ প্রাণপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় সকলের ন্যায় উত্থিত হইল এবং আনন্দ পূর্ণ হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে লাগিল। (১১) হে কৌরববর! যশোদা, রোহিণী, তথা, অন্যান্য গোপী এবং নন্দ ও আর২ গোপ সকলও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া স্ব২ বিনষ্ট চেষ্টা পুনঃ প্রাপ্ত হইল, আর শুষ্ক তরু নিকরও তাঁহার দর্শনে সদ্যঃ প্ররোহিত হইয়া উঠিল। (১২) বলদেবও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন। যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব জানিতেন বলিয়া অগ্রে হাস্য করিলেন তথাপি স্নেহবশতঃ ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অপর শ্রীকৃষ্ণকে নয়ন গোচর করিয়া গো বৃষ তথা বৎসতর সকলও পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল। (১৩) অনন্তর গুরু বিপ্রগণ সস্ত্রীক হইয়া নন্দ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক আনন্দে কহিতে লাগিলেন রাজন্! তোমার প্রবল ভাগ্য, তাহাতেই তোমার পুত্র মহাসর্প কালিয় কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও মুক্ত হইয়া আসিল। (১৪) যশোদাও মহাভাগ্যবতী, কারণ নষ্ট পুত্র পুনরায় লাভ করিয়া অঙ্কে আরোপণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত মুহুর্ম্মুহু আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছেন। (১৫)

হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিত! ব্রজবাসিগণ এবং গো সকল যদিও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হেতু শ্রম কর্ষিত হইয়াছিল তথাচ সে রাত্রি কালিন্দীর কূল সমীপেই অবস্থিতি করিল। নিশীথ সময়ে দৈবাৎ শুচিবন হইতে দাবাগ্নি উদ্ভূত হইল এবং স্মুপ্ত ব্রজবাসিদিগকে চারি দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। ব্রজবাসিরা অনল স্পর্শ মাত্র সসম্ভ্রমে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইল এবং মায়া মানব পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া কহিতে লাগিল হেকৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! হে রাম! হে অমিত বিক্রম! এই ঘোরতর দাবানল তোমাদের মনুষ্য যে আমরা, আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। (১৬) হে প্রভো! এই কালাগ্নি অতিশয় দুস্তর, আমরা তোমার স্মুহৃদ, আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা কর, আমরা মৃত্যু হইতে ভীত নহি, পাছে তোমার চরণ হইতে আমাদের বিয়োগ হয় তজ্জন্যই ভয় করিতেছি, যেহেতু তোমার চরণে কোথা হইতেও ভয় হয় না, অতএব আমরা ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না।

হে রাজন্! জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বজনের এই প্রকার কাতর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সেই ভীষণ দাবানল পান করিলেন। তিনি অনন্ত ও অনন্ত শক্তি ধারণ করেন, তাঁহার ঐ কর্ম্ম বিচিত্র নহে। (১৭)

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বসন্ত গুণ লক্ষিত গ্রীষ্ম সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলভদ্র দ্বারা প্রলম্বাসুর বধ।

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্ত জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া গোকুল-

মণ্ডিত ব্রজ মণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুগামী লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে যশঃ কীর্ত্তন করিতেং চলিল। (১) হে রাজন্! যাহাতে গোপালন মাত্র ছল দেদীপ্যমান, তাদৃশী মায়া যোগে রামকৃষ্ণ ব্রজ মধ্যে ঐ প্রকারে বিহার করিয়া বেড়ান্ ইত্যবসরে শরীরিদিগের অনতি প্রিয়তর গ্রীষ্ম ঋতু আসিয়া আবির্ভূত হইল। কিন্তু সেই গ্রীষ্ম যেখানে ভগবান্ কেশব বলদেবের সহিত বাস করিতে ছিলেন সেই বৃন্দাবনের গুণে বসন্তের ন্যায় লক্ষিত হইল (২) যেহেতু নিদাঘ সময়েও বৃন্দাবন মধ্যে নির্ঝর সকলের ধ্বনি দ্বারা কঠোর ধ্বনি যুক্ত ঝিল্লীক নামক সূক্ষ্ম কীটদিগের ধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া গেল আর সকল প্রদেশ নিরন্তর ঐ সকল নির্ঝরের জলকণায় সুস্নিগ্ধ বৃক্ষমণ্ডলে মণ্ডিত হইল। (৩) অপর ঐ সময় সরিৎ, সরোবর এবং প্রস্রবণ সকলের তরঙ্গে সঙ্গত হইয়া কমল কহ্লার ও উৎপল রেণু হরণ পূর্ব্বক পবন বহমান হইল অতএব যে স্থলে হরিত তৃণ ছিল না তাদৃশ স্থানেও ব্রজবাসিদিগের উপর গ্রীষ্মকালীন দিনকর অথবা অনল জনিত সন্তাপ হইল না। (৪) হে রাজন্। যেখানকার নদী সকলে অগাধ জল, এবং সেই সকল জলের তরঙ্গ তট স্পর্শ করিয়া চলিত হওয়াতে পুলিন দ্বারা ভূমির পঙ্ক নিরন্তর দ্রব হইতেছিল অতএব তিগ্মাংশুর কিরণ বিষবৎ উল্বণ হইয়াও যে স্থানে ভূমির রস এবং শাদ্বল রূপত্ব হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই (৫) অপর যে বন সর্ব্ব প্রকার কুসুমে পরিপূর্ণ এবং অতিশয় শ্রীযুক্ত, আর যেখানে মৃগ ও বিহঙ্গগণ বিচিত্র রব এবং ভ্রমর ও ময়ূর সকল মধুর গীত আর কোকিল ও সারসগণ অব্যক্ত চিকিকুচি ধ্বনি করিতেছিল সেই বনে ক্রীড়া করিবেন বলিয়া গোপ ও গোধনে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্রের সহিত বেণু বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ করিলেন।

হে রাজন্! বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত গোপ নবীন পত্র, ময়ূরপুচ্ছ স্তবক এবং মাল্য তথা গৈরিক ধাতুতে ভূষিত হইয়া নৃত্য গীত এবং বাহু যুদ্ধ করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন তখন কতকগুলি গোপাল বাদ্য করে, কতিপয় বালকে গান গায়, অপর গোপালেরা বংশী, করতল ও শৃঙ্গ বাজাইয়া প্রশংসা করে।

হে নৃপ! দেবতা সকল গোপ জাতির বেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নটেরা যেমন নটের সেবা করে তাহার ন্যায় ঐ সকল গোপরূপী দেব গোপালরূপি রামকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। (৬)

সে যাহা হউক। কাক পক্ষধারী বলরাম হরি ভ্রামণ, উল্লম্ফন, উৎক্ষেপণ, আস্ফোটন এবং আকর্ষণ ইত্যাদি বিবিধ কৌতুক তথা বাহু যুদ্ধ করিয়া কোন স্থানে ক্রীড়া করিলেন, কোথাও অন্যান্য গোপ বালক নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলে আপনারা দুই জনে গায়ক ও বাদক হইয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের প্রশংসা করিলেন। (৭) কোথাও বিল্ব ফল দ্বারা, কোথাও কুম্ভস্ত বৃক্ষের ফল দ্বারা, কোথাও আমলকীর মুষ্টি দ্বারা খেলাইয়া বেড়াইলেন। কোথাও অস্পৃশ্যত্ব ও নেত্রান্ধত্ব ইত্যাদি ছল করিয়া কেলি করিলেন, কোথাও বা মৃগ পক্ষ্যাদির চেষ্টা করত ক্রীড়ায় মগ্ন হইলেন। (৮) কোথাও মণ্ডূকবৎ উল্লম্ফন, কোথাও নানাবিধ হাস্য পরিহাস, কোথাও দোলাবলম্বন, কোথাও নরপতিদের তুল্য লীলা দ্বারা খেলা করিলেন। (৯) হে রাজন্! এই প্রকারে রাম কৃষ্ণ দুই জনে লোকপ্রসিদ্ধ বিবিধ ক্রীড়া করত

বৃন্দাবনে নদী, পর্ব্বত, গহ্বর, তথা কুঞ্জ সকলে এবং কাননে ও সরোবরে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (১০।

এক দিবস গোপগণের সহিত দুই জনে পশু চারণ করিতেছেন এমত সময়ে প্রলম্বাসুর গোপরূপী হইয়া তাঁহাদের দুই জনকে হরণ করিবার মানসে ঐ বনে আগমন করিল। যদিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অসুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন তথাচ তাহার বিনাশ সঙ্কল্প করিয়া তাহাকে সখা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। (১১) তদনন্তর বিহারজ্ঞ ভগবান্ সেই স্থানে গোপালদিগকে আহ্বান করিয়া এই বাক্য বলিলেন অহে গোপগণ ! আমরা বয়স্ ও বল ইত্যাদির অনুসারে দ্বন্দ্বীভূত হইয়া ক্রীড়া করি, আইস। (১২) এতৎ শ্রবণে গোপগণ সেই স্থানেই রামকৃষ্ণকে নায়ক করিল, পরে কতকগুলি বালক কৃষ্ণের পক্ষ হইল এবং অন্যেরা বলদেবের পক্ষ আশ্রয় করিল। তাহার পর বাহ্য ও বাহক রূপ বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ হইল। হে রাজন্ ! সেই সকল ক্রীড়ায় যাহারা জয়ী হইল তাহারা বাহ্য হইয়া এক২ জনকে বাহক করিয়া তদুপরি আরোহণ, আর পরাজিত ব্যক্তিরা বাহক হইয়া বহন করিতে লাগিল। (১৩) এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণাদি গোপালগণ পরস্পর বাহক এবং বাহ্য হইয়া গোচারণ করিতে করিতে ভাণ্ডীরক নামক বিখ্যাত বন সন্নিধানে গিয়া উপনীত হইলেন। হে রাজন্ ! বলভদ্রের পক্ষীয় শ্রীদাম বৃষভাদি বালকগণ যখন ক্রীড়ায় জয়ী হইত তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপালগণ তাহাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিত। একবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে এবং ভদ্রসেন কৃষ্ণকে আর প্রলম্বাসুর বলরামকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতেছিল। (১৪) এই সময় দানববর প্রলম্ব শ্রীকৃষ্ণকে অসহ্য মনে করিয়া তাঁহার দৃষ্টি পরিহার বাসনায় বলদেবকে লইয়া দূরে গমন করিল। (১৫)

হে রাজন্ ! বলভদ্র পর্ব্বতেন্দ্রবৎ অতিশয় গুরু, তাঁহাকে বহন করাতে মহাসুর প্রলম্বের বেগ বিগত হইল। অতএব সে স্বীয় আসুরিক কলেবর অবলম্বন করিল এবং সুবর্ণে অলঙ্কৃত হইয়া, যদি যথোচিত স্থানে স্থির বিদ্যুৎ ও উপরে উড়ুপতি চন্দ্র থাকেন তাহা হইলে বারিধরের যদ্রূপ শোভা হয়, তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল।(১৬) তাহার চক্ষুর দৃষ্টি অত্যর্থ প্রদীপ্ত হইয়া উগ্র দংষ্ট্রা ও ভ্রুকুটি তটে সংলগ্না হইল, আর মস্তকের কেশ কলাপ জ্বলন্ত অনল শিখার সদৃশ দীপ্তি পাইতে থাকিল, বিশেষতঃ কিরীট এবং কুণ্ডলাদি ভূষণের জ্যোতিতে অদ্ভুত দ্যুতিমান হইয়া উঠিল। অতএব অম্বর চারি ঐ কলেবর অবলোকন করিয়া হলধর ঈষৎ ত্রস্ত হইলেন। (১৭) পরন্তু তৎপরেই তাঁহার স্মৃতি আগত হইল অতএব অভয় হইয়া সমভিব্যাহারি গোপগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাপহারি সেই রিপুর মস্তকে ক্রোধে দৃঢ়তর মুষ্ট্যাঘাত আরম্ভ করিলেন যেমন দেবরাজ বজ্রবেগ মুষ্টি দ্বারা পর্ব্বতোপরি আঘাত করেন। (১৮) হে রাজন্ ! আহত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ অসুর বিশীর্ণশিরা হইল এবং স্মৃতি অপগত হওয়াতে শোণিত বমন করিতে করিতে ঘোরতর চীৎকার করিয়া প্রাণ বিয়োগানন্তর তদ্রূপে পতিত হইল যেমন দেবরাজের বজ্রে আহত হইয়া পর্ব্বত পতিত হয়। যাহা হউক। বলশালি বলদেব কর্ত্তৃক প্রলম্ব নিহত হইলে গোপগণ দেখিয়া সাধুবাদ করত যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। (১৯) এবং আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে২ প্রশংসার্হ ঐ মহাত্মার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। অপর মরণানন্তর প্রত্যাগতের ন্যায় তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রেমে বিহ্বল চিত্ত হইয়া রহিল। হেরাজন্ ! পাপাত্মা প্রলম্ব নিপাতিত হইলে দেবগণও পরম নির্বৃত

হইয়া বলদেবের উপর মাল্য*বর্ষণ করিলেন এবং সাধু সাধু বলিয়া বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (২০)

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুঞ্জারণ্যে নিবিষ্ট গোপ ও গোকুলদিগকে অরণ্যাগ্নি হইতে রক্ষা করণ।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! গোপাল সকল ক্রীড়াসক্ত হইয়া থাকিলে তাহাদের গো সকল দূরে গিয়া চরিতে আরম্ভ করিল এবং স্বেচ্ছাক্রমে চরিতে২ তৃণ লোভে গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। (১) অজা গাভী ও মহিষীগণ এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিয়া তৃণাহার করিতেছিল, হঠাৎ বনাগ্নিতাপে সন্তাপিত ও তৃষিত হওয়াতে চীৎকার করিতে২ ঈষিকাটবী মধ্যে নিবিষ্ট হইল। (২) এ দিকে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপালগণ পশুদিগকে দেখিতে না পাইয়া অত্যর্থ অনুতাপান্বিত হইলেন যেহেতু বিবিধ প্রকারে অন্বেষণ করিয়াও সে সকল কোথায় গেল, জানিতে পারিলেন না। (৩) পশুগণই গোপালদের জীবিকা সাধন, সেই পশু বিনষ্ট হওয়াতে সকলে অচেতন হইলেন এবং পশুদের খুর ও দশনে সংছিন্ন তৃণ তথা গোষ্পদ অঙ্কিত ভূপ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের বর্ত্ম অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। (৪) অনেক ক্ষণ পরে মুঞ্জাটবী মধ্যে ভ্রষ্টমার্গ হইয়া ক্রন্দনকারী গোধনসকল নয়নগোচর হইল অতএব যদিও আপনারা তৃষিত ও শ্রান্ত হইয়াছিলেন তথাচ তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। রাজন্! ভগবান্ সেই সকল গাভীর চিহ্ন পাইয়া যখন গম্ভীর বাক্যে তাহাদিগকে আহ্বান করেন তৎ কালে তাহারা স্ব২ নামের ধ্বনি শুনিয়া হর্ষে প্রতিধ্বনি করিয়াছিল। (৫)

সে যাহা হউক। তদনন্তর বনবাসিদিগের ক্ষয়কারী মহান্ দাবালন অনিল প্রেরিত হইয়া ভয়ানক শিখা সঞ্চালন পূর্ব্বক স্থাবর জঙ্গম গ্রাস করিতে২ যদৃচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে উদ্ভূত হইল। চারিদিকে দাবানল দর্শন করিয়া গো এবং গোপগণের যৎপরোনাস্তি ভয় হইল এবং মানবগণ যেমন মৃত্যু ভয়ে পীড়িত হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হয় তাহার ন্যায় সকলে বলভদ্র সহিত শ্রীকৃষ্ণের শরণ প্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিল হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবীর্য্য! হে রাম! হে অমোঘ বিক্রম! আমরা দাবাগ্নিতে দহ্যমান হইয়া শরণাপন্ন হইতেছি, আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে যোগ্য হও। হে কৃষ্ণ! এই সকল ব্যক্তি তোমার বান্ধব, ইহাদের অবসাদ হওয়া উচিত হয় না। হে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ! আমরা তোমাকে আপনাদের নাথ এবং আপনাদের পরম অয়ন জানি।

শুকদেব কহিলেন ভগবান্ হরি বন্ধু বর্গের ঐ রূপ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া করুণা প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন ভয় নাই, তোমরা নয়ন নিমীলন কর। (৬) রাজন্! এতৎ শ্রবণে গোপগণ তাহাই করিতেছি বলিয়া নিমীলিত লোচন হইলে যোগাধীশ ভগবান্ সেই উল্বণ দাবানল আনন দ্বারা পান করিয়া নির্ব্বাণ করিলেন। অনন্তর গোপদিগকে ভাণ্ডীর বনে আনয়ন পূর্ব্বক গহ্বর প্রবেশ, পিপাসা ও শ্রান্ত্যাদি-জনিত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করিলেন। (৭)

হে মহারাজ! ক্ষণকাল মধ্যে ভাণ্ডীরবনে আনীত হওয়াতে তাহার পর চক্ষু উন্মীলন করিয়া গোপদিগের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল যেহেতু আপনাদিগকে এবং গো সকলকে আপদ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত দেখিতে পাইল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় যোগবীর্য্য এবং যোগ মায়ার অদ্ভুত অনুভাব তথা দাবানল হইতে আপনাদের অভাবনীয় ভব্য অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পরম অমর জ্ঞান করিতে লাগিল।

সে যাহা হউক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রকারে গো সকলকে নিবৃত্ত করিয়া সায়াহ্নে বলদেব সহ বংশী ধ্বনি করিতে২ আপনাদের গোষ্ঠে আসিলে, গোপগণ তাঁহার স্তব করিল এবং গোপীদিগের গোবিন্দ দর্শনে পরম আনন্দ হইল, কারণ তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের পক্ষে ক্ষণকালও যুগ শত তুল্য বোধ হইত। (৮)

ইতি দশম স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

বর্ষা ও শরদ্ ঋতুর শোভা বর্ণন এবং গোপগণ সহ রামকৃষ্ণের প্রাবৃটকালীন ক্রীড়া।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! গোপগণ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া রামকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম এবং দাবাগ্নি হইতে আপনাদের রক্ষণ তথা প্রলম্বাসুর বধ প্রভৃতি সেই সকল বৃত্তান্ত গোপীদের নিকট বর্ণন করিল। তৎশ্রবণে প্রাচীন২ গোপ তথা গোপীদিগের যৎপরোনাস্তি বিস্ময় জন্মিল। তাহারা চমৎকৃত হইয়া এই রূপ অনুমান করিতে লাগিল রামকৃষ্ণ মানব নহেন, ইহাঁরা দেবপ্রবর, লীলার্থ ব্রজে আসিয়াছেন। (১)

তদনন্তর যে কালে উৎপত্তি ও জীবন দ্বারা সর্ব্ব প্রাণির উদ্ভব হয় এবং যাহাতে পরিবেশ অথবা দিক্ সকল বিদ্যোতিত হইয়া থাকে আর যে সময় নভস্তল সতত সংক্ষুভিত দেখা যায়, সেই প্রাবৃট কাল প্রবর্ত্তিত হইল। (২) বিদ্যুৎ ও গর্জ্জন সহিত নিবিড় নীল জলদে আচ্ছন্ন হওয়াতে গগণমণ্ডলের জ্যোতিঃ অস্পষ্ট হইল সুতরাং নভস্তল সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্বাদি গুণাবচ্ছিন্ন জীবের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। (৩) অপর দিনপতি পৃথ্বীপতির ন্যায় স্বীয় কিরণদ্বারা আট মাস অবনীর যে জলময় বসু আকর্ষণ করিয়াছিলেন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়াতে তাহা মোচন করিতে আরম্ভ করিলেন। (৪) আর যেমন সকরুণ সাধুজন সন্তপ্ত জন নিরীক্ষণে অনুকম্পান্বিত হইয়া তাহার আপ্যায়নার্থ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন তাহার ন্যায় বিদ্যদ্যুক্ত বারিদমণ্ডলী বিদ্যুদ্রূপ নয়ন দ্বারা জগৎকে নিদাঘতপ্ত দেখিয়া দয়ার্দ্র হইল ও জগতের আপ্যায়নকর বহু২ জীবন মোচন করিতে লাগিল। (৫) যদিও পৃথিবী গ্রীষ্মহেতু অত্যর্থ কৃশা হইয়াছিল তথাচ বারিদবর্ষণে সিক্তা হইয়া তদ্বৎ পুষ্টা হইতে লাগিল যেমন কাম্য তপস্বির তপঃফল কাম প্রাপ্ত হইয়া পুষ্ট হয়। রাজন্! সকল সময়েই নিশামুখে গ্রহসকলের দীপ্তি প্রকাশ পায় কিন্তু যেমন কলিযুগে পাপি পাষণ্ড জনগণ দীপ্তি পায়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রকাশ হয় না, তদ্বৎ এই কালে প্রদোষ সময়ে খদ্যোত সকল দ্যুতিমান হইল, গ্রহদিগের প্রকাশ হইল না। (৬) হে মহারাজ! ভেকসকল পূর্ব্বাবধি তুষ্ণীম্ভূত হইয়া শয়ান ছিল এই সময় মেঘধ্বনি শ্রবণ করিয়া তদ্বৎ বাক্য সৃজন আরম্ভ করিল, যেমন নিত্যকর্ম্মাবসানে আচার্য্যের ধ্বনি শুনিলে শিষ্যগণ অধ্যয়ন করে। (৭) অপর ক্ষুদ্র২ নদী সকল নিদাঘকালীন প্রখর দিনকর

কিরণে শুষ্ক হইতেছিল এক্ষণে বর্ষাগমে সে সকল জলপূর্ণ হইয়া, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র পুরুষের দেহ দ্রবিণ সম্পদের ন্যায় উৎপথবর্ত্তিনী হইল। (৮) এই সময়ে অবনী কোথাও নীলবর্ণ নবীন তৃণদ্বারা নীলবর্ণা, কোথাও ইন্দ্রগোপ কীট দ্বারা লোহিত বর্ণা, এবং স্থানে স্থানে ছাত্রাকার উদ্ভিদে ছায়ান্বিতা হওয়াতে নরপতিদিগের সেনাসম্পদের ন্যায় শোভমানা হইল। (৯) পরন্তু এ সময় ক্ষেত্রসকল শস্য সম্পত্তি দ্বারা কৃষকদিগকে হর্ষ দিতে লাগিল অর্থাৎ এই কালে অবিচ্ছেদে বৃষ্টি হওয়াতে ক্ষেত্রস্থ প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি শস্য অবলোকনে কৃষকদের আনন্দ জন্মিল কিন্তু যে সকল ব্যক্তি শস্যাদি দৈবাধীন, ইহা না জানে, বৃষ্টির বিচ্ছেদে যখন শস্য শুষ্ক হয় তখন ঐ সকলই তাহাদিগকে মহা২ মনস্তাপ দিয়া থাকে। (১০)

সে যাহা হউক। যদ্রূপ হরিসেবায় প্রবৃত্ত জনগণ সদ্যঃ রুচির হয় নব বারি সেবাদ্বারা জল ও স্থলবাসী সকল জীব তদ্রূপ অচিরেই রুচির রূপ ধারণ করিল।(১১) রাজন্! অপক্ক যোগির কামাসক্ত ও বিষয়প্রবণ চিত্ত যদ্রূপ ক্ষুব্ধ হয়, এই সময়ে সরিৎ সকলে সঙ্গত এবং বায়ুবেগে তরঙ্গিত হইয়া সাগর তদ্রূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। (১২) যেমন ভগবানের প্রতি যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত, তাঁহারা বিবিধ ব্যসনে অভিভূত হইয়াও ব্যথিত হন না, তদ্বৎ এই কালে গিরিসকল বৃষ্টিধারায় আহত হইতে থাকিলেও ব্যথিত হইল না। (১৩) রাজন্, বর্ষার প্রভাবে সকল স্থানের বর্ত্ম সংস্কারবিরহে তৃণাচ্ছন্ন হইয়া তদ্বৎ সন্দেহাস্পদ হইয়া উঠিল যেমন দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক অনভ্যস্ত অতএব কালবশতঃ আহত হইয়া শ্রুতি সকল আছে কি না বলিয়া সন্দেহাস্পদ হয়। (১৪) যদ্রূপ পুংশ্চলীগণ গুণি পুরুষে স্থৈর্য্য অবলম্বন করে না তদ্রূপ এ সময় চলসৌহৃদ বিদ্যুৎসবল সর্ব্বজনবান্ধব বারিধরে স্থিরতা ধারণ করিল না। (১৫) ইন্দ্রধনু যদিও নির্গুণ অর্থাৎ জ্যারহিত, তথাচ গুণি অর্থাৎ গর্জ্জিত শব্দ গুণ যুক্ত আকাশে তদ্বৎ প্রকাশমান হইল যেমন সত্ত্বাদিগুণ ব্যতিকরাত্মক ব্যক্ত প্রপঞ্চ অগুণ পুরুষে প্রকাশ হয়। (১৬) অপর স্বীয় চৈতন্য দ্বারা প্রকাশ পায় যে অহঙ্কার, তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া যদ্রূপ জীব দীপ্তি প্রাপ্ত হয় না তেমনি আপনার জ্যোৎস্নায় উদ্দীপিত মেঘে আচ্ছন্ন হওয়াতে চন্দ্রের সুস্পষ্ট দীপ্তি হইল না। (১৭) যদ্রূপ গৃহাশ্রমে সন্তপ্ত জনগণ ভাগবত জন সমাগমে আনন্দিত হয় তেমনি ময়ূরনিকর জলধরাগমে উৎসব বোধ করিয়া হৃষ্ট হইল অতএব তাহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। (১৮) এই সময় পাদপ সকল স্ব২ পদ দ্বারা পয়ঃ পান করিয়া তদ্রূপে অনেক প্রকার দেহশালী হইল যেমন প্রথমাবস্থায় ক্ষীণ ও তপঃশ্রান্ত পুরুষেরা অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তৎসেবায় অনেক মূর্ত্তি হইয়া থাকেন। (১৯) যদ্রূপ দুরাশয় গ্রাম্য পুরুষেরা যাহাতে ঘোরতর কৃত্য দেদীপ্যমান, তাদৃশ গৃহেও বাস করে, তদ্রূপ চক্রবাক সকল যে সকল সরোবরের তট ঘোর পঙ্ক ও কণ্টক যুক্ত, তাহাতেও বসতি করিয়া রহিল। (২০)

রাজন্, এই কালে দেবরাজ অনবরত বারি বর্ষণে প্রবৃত্ত হওয়াতে জলপ্রবাহ সকল সেইপ্রকারে সেতুভেদ আরম্ভ করিল যেমন কলিযুগে পাষণ্ডদিগের কুতর্কবাক্য বেদবর্ত্ম ভগ্ন করে। (২১) যেমন রাজগণ পুরোহিতদিগের কথিত বাক্য সকল কালে২ গ্রহণ করেন তদ্বৎ মেঘসকল কালে কালে বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রাণিসকলের প্রতি অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। (২২)

হে রাজন্! এই প্রকার বর্ষার সময় ক্রীড়া করিবার মানসে গো এবং গোপালগণে পরিবৃত হইয়া বলদেব সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পক্ক খর্জ্জূর ও জম্বু বিশিষ্ট এক বিপিনে

প্রবেশ করিলেন। পীনতর স্তনভরে মন্দগামী ধেনুসকল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সত্বর সঙ্গে সঙ্গে চলিল কিন্তু তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিয়া পড়িতে লাগিল। (২৩) হে কৌরব্য! সেই বিপিনমধ্যে বৃক্ষসকল প্রমুদিত, বনরাজী মধু ক্ষরণশীল এবং পর্ব্বত হইতে জলধারা পতিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ চারি দিকেই সে সকল দেখিতে পাইলেন। তথায় জলধারার ধ্বনিতে গুহা সকল শব্দায়মান হইতেছিল। সে যাহা হউক। বনমধ্যে যখন বারি বর্ষণ হইল তখন শ্রীকৃষ্ণ কোথাও বৃক্ষমূলে, কোথাও বা গুহামধ্যে অবস্থান করিলেন আর কন্দ মূল ও ফলমাত্র আহার করিয়া বিহার করিয়া বেড়াইলেন। অপর সমীপে যে সকল দধি অন্ন আনীত হইল জল সন্নিহিত শিলার উপর বসিয়া সমভিব্যাহারি সঙ্কর্ষণাদি গোপগণ সহিত তাহা ভোজন করিলেন। রাজন্! সেই সময় শাদ্বলের উপর শয়ান হইয়া নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত বৃষ ও বৎসতর তথা স্তনভরাক্রান্ত গাভী সকল রোমন্থ করিতেছিল। ভগবান তাহাদিগকে সর্ব্বকালীন সুখাবহ দেখিতে লাগিলেন। পরে বর্ষাশ্রী নয়নগোচর হওয়াতে তিনি আপনারই শক্তিতে বর্দ্ধিত ঐ শ্রীর সমাদর করিলেন। (২৪)

হে মহারাজ! রাম কৃষ্ণ দুই জনে এই প্রকারে বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকিলে ক্রমে বর্ষা অতীত ও শরৎ সমাগত হইল। অতএব মেঘ অপগত, জলাশয় স্বচ্ছ এবং পবন অপরুষ হইয়া উঠিল। (২৫) শরৎ কালে স্বভাবতঃ জলাশয় সকলে কমল উৎপন্ন হয় সুতরাং ঐ কাল উপস্থিত হওয়াতে সকল জলাশয়ের জল সেই রূপে নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হইল, যেমন ভ্রষ্ট ব্যক্তিদের চিত্ত যোগসেবা করিলেও পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। (২৬) অপর যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উৎপন্না ভক্তি চারি প্রকার আশ্রমিদিগের অশুভ অপহরণ করে তাহার ন্যায় শরৎ ঋতু আবির্ভূত হইয়া আকাশাদি চারি ভূতের চারিটী মল অপহরণ করিল। অর্থাৎ যদ্রূপ ব্রহ্মচারির ভক্তি জন্মিলে তাঁহার গুরুর নিমিত্ত উদকাহরণ কর্ম্ম নিবৃত্ত হয় কারণ ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতার্থ সেই শিষ্যকে গুরু আর কোন কর্ম্মে নিয়োগ করেন না, তেমনি শরৎ প্রবৃত্ত হইলে আকাশের মেঘ সকল নিবৃত্ত হইল। এবং যদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমির নির্জ্জন বাসে অভিলাষ উৎপত্তি হেতু পুত্র কলত্রাদি সঙ্করতা অপগত হয় তদ্রূপ শরদা-গমে ভূত সকলের সঙ্করতা অপগত হইল। অপর যেমন বানপ্রস্থাশ্রমির মল ধারণ ক্লেশ হরিভক্তি প্রভাবে বিনষ্ট হয় তদ্বৎ শরৎ প্রবৃত্তি হেতু ভূমির কর্দ্দম বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল, আর যেমন যতিদিগের কামাদি বাসনা মল কৃষ্ণভক্তিতে দূরীভূত হয় তদ্বৎ শরদাগমে জলের আবিলতা দূরীভূত হইল। (২৭)

এই কালে জলদ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ হইয়া তদ্বৎ বিরাজমান হইল যেমন নিষ্পাপ মুনিগণ পুত্র বিত্তাদি বিষয়ক বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে শোভা প্রাপ্ত হন। (২৮) এই সময় পর্ব্বত সকল সেই প্রকারে কোথাও নির্ম্মল জল মোচন করিতে লাগিল, কোথাও বা কিছুই করিল না, যেমন জ্ঞানিগণ কৃপাবশতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি জ্ঞানামৃত বিতরণ করেন কাহাকেও কিছুই দেন না। অর্থাৎ উপাধ্যায়-গণের কর্ম্ম বিদ্যা উপদেশের ন্যায় সর্ব্বত্র জ্ঞানিরা যদ্রূপ জ্ঞানামৃত বিতরণ করেন না তদ্রূপ বর্ষাকালের ন্যায় শরৎকালে পর্ব্বত সকল সর্ব্বত্র নির্ম্মল বারি মোচন করিল না। (২৯) এই কালে দিনকরের প্রখর কিরণে অহরহ জলাশয় সকলের জল পরিক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল কিন্তু যে সকল মীনাদি অত্যল্প জলে চরিয়া বেড়ায়

তাহারা তদ্বৎ তাহা জানিতে পারিল না যেমন কুটুম্বাসক্ত মূঢ় মানবগণ অনুদিন পরিক্ষীয়মাণ পরমায়ু জানিতে পারে না। (৩০) পরন্তু যেমন অজিতেন্দ্রিয় দরিদ্র কৃপণ কুটুম্বী জন সন্তাপ প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় অল্প জলচর মৎস্যাদি জন্তুগণ শরৎ কালীন রবিজন্য সন্তাপ প্রাপ্ত হইল। (৩১) যেমন ধীর পুরুষেরা অল্পেং অনাত্ম শরীরাদিতে 'মমতা ও অহন্তা' ইত্যাদি বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তেমনি শরৎকালের আগমনে স্থলী সকল মমতার ন্যায় পঙ্ক আর লতা সকল অহন্তার ন্যায় অপক্কতা অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিল। (৩২) হে রাজন্! আত্মার ক্রিয়া পরিত্যাগ হইলে মুনি যদ্রূপ নিশ্চল হন তদ্রূপ শরদাগমে সমুদ্র নিশ্চলাম্বু হইল এবং ঐ মুনি বেদধ্বনি নিবৃত্ত হইলে যদ্রূপ তুষ্ণীভুত হন তাহার ন্যায় শরদাগমে সাগর নীরব হইল। (৩৩) অপর যেমন যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিগলিত জ্ঞান ইন্দ্রিয় প্রত্যাহরণ করিয়া গ্রহণ করেন এই সময়ে কৃষক লোকেরা তদ্বৎ স্বং ক্ষেত্রে দৃঢ়তর সেতু করিয়া সেতু বদ্ধ কেদার হইতে জল গ্রহণ করিতে লাগিল। (৩৪)

রজনীযোগে চন্দ্র প্রাণিসকলের শরৎ কালীন দিনকর জন্য সন্তাপ তদ্বৎ হরণ করিলেন যেমন বোধ দেহাভিমানজন্য সন্তাপ এবং মুকুন্দ ব্রজাঙ্গনাদের মনস্তাপ হরণ করিয়া থাকেন। (৩৫) শরদাগম হেতু গগণ মণ্ডলে তারকা সকল বিমল হইয়া উঠিল। অতএব যদ্রূপ পরব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা দ্বারা নির্ণীত পদার্থের দর্শক এবং সত্ত্ব গুণযুক্ত বস্তু শোভা পায় তদ্রূপে গগণ মণ্ডল এই সময় নির্মেঘ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। অপর আকাশের উপর নিশীথিনী-নাথ চন্দ্র অখণ্ড মণ্ডল হইয়া নক্ষত্রগণ সহ তদ্রূপ বিরাজমান হইলেন যেমন যদুপতি কৃষ্ণ বৃষ্ণি চক্রে পরিবৃত হইয়া ভূমণ্ডলে বিরাজমান হয়েন। (৩৬) যেমন কৃষ্ণ-হৃত চিত্ত গোপীগণ চিত্ত দ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত সন্তাপ পরিহার করে তদ্বৎ এই কালে সকল জন সমশীতোষ্ণ পুষ্প বন পবন আশ্লেষ করিয়া তাপ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। (৩৭) রাজন্! শরদাগমে গো, মৃগ, পক্ষী, নারী, ইহারা অনিচ্ছু হইলেও স্বং পতি কর্তৃক বলে অনুগম্যমানা হইয়া তদ্বৎ গর্ব্ভবতী হইল যেমন ঈশ্বরারাধনার্থ ক্রিয়া বলে ফল কর্তৃক অনুগম্যমানা হইয়া ভোগগর্ব্ভা হয়। (৩৮) অপর হে নৃপ! এই সময়ে দিবাকরের প্রকাশে কুমুদ ব্যতীত যাবতীয় জলজ পুষ্প উৎফুল্ল হইল যেমন রাজার প্রকাশে দস্যু ব্যতীত সমস্ত লোক নির্ভয় ও প্রফুল্ল হয়। (৩৯) এই সময়ে পুর ও গ্রাম সকলে লৌকিক বৈদিক মহোৎ-সব দ্বারা পক্কশস্যাঢ্যা ভূমি শোভা পাইতে লাগিল সত্য কিন্তু ভগবান হরির অংশ রাম ও কৃষ্ণ দ্বারা তাহাদের অত্যর্থ শোভা হইল। (৪০) হে রাজন্! বণিক, মুনি, নৃপ ও স্নাতক বিপ্রগণ বর্ষা প্রযুক্ত এক স্থানে অবরুদ্ধ হইয়াছিল এই সময়ে তাহারা স্বং স্থান হইতে নির্গত হইয়া তদ্রূপে আপনং অর্থ অর্থাৎ বণিগ্জনে বাণিজ্য, ঋষি-গণ স্বাচ্ছন্দ্য, নৃপগণ দিগ্বিজয়, এবং স্নাতকগণ বিদ্যাদি প্রাপ্ত হইতে লাগিল যেমন মন্ত্র যোগাদি প্রভাবে সিদ্ধ পুরুষেরা অ য়ুর্দ্ধারা অবরুদ্ধ হইয়া পরে কাল আগত হইলে যোগাদি প্রাপ্য স্বং দেহ প্রাপ্ত হন। (৪১)

ইতি দশম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

শরৎ কালীন রম্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং তদীয় বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদিগের গীত।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! শরদাগমে যেখানকার সলিল নির্ম্মল হইল এবং যেখানে পদ্মাকর সুগন্ধি গন্ধবহ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল তাদৃশ বৃন্দাবনে গো এবং গোপালগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন। (১) প্রবিষ্ট হইয়াই গোপাল বালক তথা বলভদ্র সহ গোচারণ করিতে করিতে বংশী ধ্বনি করিলেন। হে মহারাজ! সে সময় তথায় পর্ব্বত, সরিৎ এবং সরোবর সকলের সমীপস্থ পুষ্পিত বনরাজী মধ্যে পক্ষী ও ভ্রমর নিকর মধুর স্বরে রব করিতেছিল। (২) সে যাহা হউক। শ্রীকৃষ্ণের যে বেণুগীত হইতে মদনের উদয় হয় কোন২ ব্রজাঙ্গনা সেই বেণুগীত শুনিতে পাইয়া পরোক্ষে স্ব২ সখীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বর্ণন করিতে লাগিল। (৩) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াও তদীয় চেষ্টা স্মরণ-হওয়াতে গোপীগণ তাহাতে সমর্থ হইল না, কারণ শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তাহ দের কামাবেগ প্রবল হইল সুতরাং আপনাপন চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। (৪) হে ভারত! কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে ব্রজাঙ্গনাদিগের মনঃ ক্ষুব্ধ হইল, বলি শ্রবণ কর। গোপীরা মনে করিল শ্রীকৃষ্ণ নটবর শরীর ধারণ করিয়া স্বীয় পদে অঙ্কিত রমণীয় বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছময় মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধান কনকবৎ কপিশ বর্ণ বসন, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা। তিনি স্বয়ং অধর সুধা দিয়া বেণুরন্ধ্র পূরণ করিতেছেন আর গোপীগণ চারি দিকে তদীয় কীর্ত্তি গান করিতেছে। (৫) সে যাহা হউক। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বভূত মনোহর সেই বংশীরব শ্রবণ করিয়া যাবতীয় ব্রজাঙ্গনা ঐ রূপ বর্ণন করিতে করিতে পদে পদে পরমানন্দ মূর্ত্তি ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিল। (৬)

গোপীরা কহিল চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের প্রিয়দর্শনই চক্ষুর ফল, তদ্ব্যতীত অন্য ফল আছে আমাদের বুদ্ধিতে এমত উদয় হয় না। পরন্তু যে সকল ব্যক্তি বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে পশু সহ বনপ্রবেশকারি ব্রজপতি রাম কৃষ্ণের সেই বদনারবিন্দ পান করিতেছেন যাহাতে নিরন্তর বেণু সংলগ্ন আছে এবং যাহা হইতে স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয় তাহারদেরই সেই ফল অনুভূত হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন জন তাহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না।

(৭) আর আর গোপীরা কহিল আহা গোপদিগের কি আশ্চর্য্য পুণ্য! রাম ও কৃষ্ণ সময়ে সময়ে তাহাদিগের সভা মধ্যে নীল ও পীত অম্বরে বিচিত্র বেশ হইয়া অত্যর্থ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদিগের সেই নীল ও পীত বসনে আম্র মুকুল, ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল, এবং পদ্মমালা মধ্যে২ ঈষৎ সংলগ্ন আছে। (৮)

অন্য ব্রজাঙ্গনা কহিল হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল বলিতে পারি না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের যে অধরসুধা কেবল গোপীদিগের ভোগ্যা, এই বেণু তাহা স্বাতন্ত্র্যে যথেষ্ট পান করিতেছে তাহাতে কেবল রসমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই বংশীর আরো সৌভাগ্য দেখ, যাহাদের জলে উহা পরিপুষ্ট হইয়াছিল সেই সকল হ্রদিনীও বিকসিত কমলচ্ছলে সেই প্রকারে রোমাঞ্চিত লক্ষিত হইতেছে আর যাহাদের বংশে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল সেই সকল তরুও মধুধারাচ্ছলে সেই প্রকারে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে যেমন কুলবৃদ্ধ পুরুষেরা আপনাদের বংশে ভগবৎসেবক দেখিতে

পাইলে রোমাঞ্চিত হয়েন, এবং আনন্দাশ্রু মোচন করেন। (৯) কোন২ গোপী কহিল হে সখি! এক্ষণে বৃন্দাবন স্বর্গ অপেক্ষাও ভূমির কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে, কারণ দেবকীনন্দন ভগবানের পাদ পদ্মদ্বয় হইতে ইহাঁর সম্পদ্ লাভ হইয়াছে। অপর এই বৃন্দাবনে গোবিন্দের বেণু বিনাদ শ্রবণ করিয়া মুরজ গর্জ্জিত বোধে তাঁহাকে নীল মেঘ জ্ঞান করত যে সকল ময়ূর মত্ত হইল তাহাদের নৃত্য দেখিয়া তত্তৎ পর্ব্বতের গুহায় অন্যান্য প্রাণিসকল উপরত ক্রিয় হইতেছে, ঐ ব্যাপার তো অন্যত্র নাই, অতএব বৃন্দাবনই পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে সুতরাং বলিতে হইল। (১০)

অন্য ব্রজাঙ্গনা কহিল হে সখি! এই সকল হরিণী যদিও তির্য্যগ্ যোনি গত, তথাচ ইহারা ধন্য, যেহেতু বংশী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৃহীতবিচিত্রবেশ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয় সহিত বিলোকন দ্বারা বিরচিত পূজা প্রদান করিতেছে। হে সখি! ইহারা আপনাদের কৃষ্ণসার পতি দিগের সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ইহাদের পতিরাও ধন্য, আমাদের ভর্ত্তৃগণ গোপ, অতি ক্ষুদ্র, সমক্ষে তাহা সহিতেও অক্ষম (১১)

অপর কতকগুলি ব্রজাঙ্গনা কহিল হে গোপাগণ! যাহা হইতে বনিতা জনের উৎসব হয় তাদৃশ রূপশীল শালি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার বাদিত বংশী নিনাদ ও অসঙ্কীর্ণ গীত শ্রবণ করিয়া বিমান যোগে গমনকারিণী দেবাঙ্গনারা দেবতাদের অঙ্কে থাকিয়াও কামে বিক্ষিপ্ত ধৈর্য্যা হইয়া মুগ্ধ হন। মোহের প্রমাণ এই, তৎকালে সেই সকল দেবীর কুসুম কবরী পরিভ্রষ্ট এবং নীবী স্খলিত লইয়া পড়ে (১২) আরো কহিল এই সকল গাভী উন্নমিত কর্ণপুট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদনারবিন্দ বিনির্গত বেণু গীতামৃত পান করিতে করিতে এবং এই সমস্ত শাবক স্তন ক্ষরিত ক্ষীর গ্রাস মুখে করিতে করিতে বিস্মৃতক্রিয় হইয়া পড়িতেছে, ইহার কারণ এই বোধ হয় ইহারা দৃষ্টি পথ দ্বারা মনো মধ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে তাহাতেই ইহাদের লোচনে অশ্রুলেশ দৃষ্ট হইতেছে। (১৩) আরো কহিল হে সখি! এই বনে যে সকল বিহগ আছে তাহারা প্রায় মুনি হইবার যোগ্য, যেহেতু যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয় সেই প্রকার করিয়া মনোহর প্রবাল শালি তরু শাখায় আরোহণ পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণের বাদিত মধুর বংশী গীত শ্রবণ করিতেছে। ঐ দেখ কোন প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হওয়াতে ইহাদের নয়ন নিমীলিত হইতেছে, ইহাদের বদনে আর বাক্য নাই। ফলতঃ মুনিগণ যেমন যে রূপে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয় তদ্রূপ করিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ করত বেদ তরুর শাখা আরোহণ করিয়া রুচির প্রবালবৎ কর্ম্ম সকল করেন এবং তাহাতেই সুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতই শ্রবণ করিয়া থাকেন অত্রত্য পক্ষিগণও সেই রূপ করিতেছে অতএব ইহারাই সেই সকল মুনি হইতে পারে। (১৪।) আরো কহিল সখি! সচেতনের কথা কি, অচেতন নদী সকলও শ্রীকৃষ্ণের বেণু গীত শ্রবণ করিয়া যে রূপে আলিঙ্গন হয় তদ্রূপ করিয়া তরঙ্গ হস্ত দিয়া কমলোপহার আহরণ করত তাঁহার পদ যুগল গ্রহণ করিতেছে। হে গোপীগণ! ঐ দেখ পরিভ্রমণ দ্বারা নদী সকলের মনোভব সূচিত হইতেছে, এবং তাহাতে তাহাদের বেগ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। (১৫)

অপর গোপী কহিল সখি! বারিধর স্বয়ং যেমন লোকের আর্ত্তি হরণ করেন শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ লোকার্ত্তি হারী, অতএব শ্রীকৃষ্ণ বারিধরের বন্ধু। ঐ দেখ, বারিধর নিজ বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে, গোপ গণ সহ রৌদ্রে২ পশু চরাইতে এবং ক্ষণে২ বেণু বাজাইতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের উপরে উদিত হইয় ... এক্ষণে

পুনরায় প্রবৃদ্ধ হইয়া পুষ্প সমূহ এবং স্বীয় শরীর দ্বারা ছত্র রচনা করিয়া দিল। (১৬) অন্য গোপী কহিল সখি! শবর স্ত্রী গণ ধন্য, তাহারা কৃতার্থ হইল যেহেতু যে কুঙ্কুম প্রথমে দয়িতাদের স্তনে অনুলিপ্ত পরে রাত্রি কালে শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্মের অরুণিমায় কান্তি প্রাপ্ত, এবং যাহা পুনঃ২ বনস্থলী পরিভ্রমণহেতু তৃণ সকলে সংলগ্ন, সেই কুঙ্কুম লইয়া আপনাদের স্তন ও বদনে লেপন করত কামব্যথা বিসর্জ্জন করিতেছে। যদি বল শবরাঙ্গনাদের কামব্যথা কি প্রকারে হইল.? উত্তর. উল্লিখিত কুঙ্কুম দর্শনেই তাহাদের কাম রূপ তাপ জন্মিয়াছিল। (১৭) হে সখীগণ! এই গিরি (গোবর্দ্ধন) নিশ্চয় হরিভক্ত জনগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই পর্ব্বত রাম কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ দ্বারা প্রমোদিত হইয়া পানীয়, শোভন তৃণ, কন্দর এবং কন্দ দ্বারা গো ও বয়স্য সমূহ সহ বর্ত্তমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা বিস্তার করিতেছে। (১৮) হে সখীগণ! গোপ বৃন্দের সহিত বনে বনে গোচারণকারী রাম কৃষ্ণ গো সকলের পাদ বন্ধন রজ্জু এবং তাহাদের পাশ দ্বারা কৃতচিহ্ন হইয়া আছেন অর্থাৎ তাঁহারা মস্তকে পাদ বন্ধন রজ্জু এবং স্কন্ধে পাশ স্থাপন করিয়া গোপদের শ্রীর সহিত বিরাজ করিতেছেন। আর মধুরপদ বেণু নিনাদ দ্বারা শরীরিদিগের মধ্যে জীব সকলের যে অস্পন্দন এবং তরু সকলের যে পুলক হইতেছে ইহা অতিশয় বিচিত্র।

রাজন্! বৃন্দাবন চারী ভগবান হরির এবম্বিধ ক্রীড়া পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১৯।

ইতি দশম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বস্ত্র হরণ লীলা দ্বারা গোপ কন্যাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বর দান তদনন্তর যজ্ঞ শালায় গমন।

শুকদেব কহিলেন হেমন্তের প্রথমে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজের কুমারী সকল হবিষ্য ভোজিনী হইয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চন রূপ ব্রত আরম্ভ করিল। অরুণোদয় কালে যমুনা জলে স্নান করিয়া তাহারা জল সমীপে শিকতময়ী প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক সুগন্ধি গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ বলি প্রবাল ফল তণ্ডুল তথা অন্যান্য উচ্চাবচ উপহার দিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিল। (১) সেই সকল কুমারী "হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি। হে অধীশ্বরি! অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নন্দ গোপ সুত পতি প্রদান করুন, আপনাকে নমস্কার করি" এই মন্ত্র জপ করত পূজা করিল। (২) হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক ব্রজকুমারী গণ এই প্রকারে এক মাস কাল ব্রতাচরণ তথা নন্দনন্দন আমাদের পতি হউন এই কামনায় ভদ্রকালীর অর্চ্চন করিল। (৩) তাহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব২ নাম সহ পরস্পর হস্তগ্রহণ পূর্ব্বক যমুনায় স্নান করিতে যাইত, এবং চলিতে চলিতে উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিত। এক দিন নদী তীরে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় বসন স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে জলমধ্যে কেলি আরম্ভ করিল। (৪) যোগেশ্বর দিগের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা অবগত হইয়া তাহাদিগের কর্ম্মের ফলদানার্থ বয়স্য সহ সেই স্থানে আসিলেন। (৫) এবং তাহাদিগের বসন হরণ করিয়া সত্বর কদম্ব তরুপরি আরোহণ করিলেন। পরে হাস্যকারি বালকদিগের

সহিত হাসিতেং পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন (৬) অহে অবলাগণ! তোমরা এখানে আসিয়া যথেচ্ছাক্রমে স্বং বসন গ্রহণ্ কর, আমি সত্য বলিতেছি, পরিহাস করিতেছি না, যেহেতু এক্ষণে তোমরা ব্রত শ্রান্ত আছ। (৭) আমি এখনও অলীক বলিতেছি না, পূর্ব্বেও কখন অলীক বলি নাই, এই সকল গোপাল তাহা জানে, অতএব হে সুমধ্যমা সুন্দরীগণ! তোমরা একে একে অথবা সকলে মিলিয়া আসিয়া বসন গ্রহণ কর। (৮)

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ পরিহাস অবলোকন করিয়া ব্রজকুমারীগণ প্রেম রসে মগ্ন হইল এবং পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতে লাগিল, কিন্তু কেহই জল হইতে নির্গত হইতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার ঐ প্রকার কহিতে থাকিলে ক্রীড়ায় তাহাদের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইল এবং শীতল সলিলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া শীত প্রযুক্ত কম্পান্বিত কলেবরে বলিতে লাগিল (৯) অহে শ্রীকৃষ্ণ! অন্যায় কর কেন। আমরা জানি তুমি নন্দগোপ তনয়, ব্রজের শ্লাঘ্য, এবং আমাদের প্রিয়, আমাদের বস্ত্র গুলি দাও, এই দেখ আমরা কাঁপিতেছি। (১০) প্রৌঢ়া গোপীগণ বলিতে লাগিল হে শ্যামসুন্দর! তুমি যেমন বলিবে আমরা সেই প্রকার করিয়া তোমার দাস্য করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদের বসন প্রদান কর। যদি না দাও রাজাকে বলিয়া দিব। (১১)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে শুচিস্মিতা অবলাগণ! তোমরা যদি আমার দাসী হইতে এবং আমি যাহা বলিব তাহা করিতে স্বীকার করিতেছ তবে আমি বলিতেছি এখানে আসিয়া আপনং বসন গ্রহণ কর, আমার নিকটে আসিয়া না লইলে কখনই দিব না, রাজাকে বলিয়া দিবে দিলেই বা ক্ষতি কি, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন? (১২)

হে রাজন্! সেই সকল অবলাই ব্রত কর্ষিত হইয়াছিল, তাহারা শীতে সাতিশয় কম্পান্বিত হওয়াতে তদনন্তর আপনং করতল দিয়া অধোদেশ আচ্ছাদন করত জলাশয় হইতে নির্গত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ঈষৎ অক্ষত যোনি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের শুদ্ধ ভাবে প্রসন্ন হইলেন পরে তাহাদের বস্ত্রগুলি স্কন্ধে রাখিয়া প্রীতি পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে বলিলেন (১৩) তোমরা ব্রতস্থ হইয়া বিবস্ত্র হওত জলে যে অবগাহন করিয়াছিলে ইহাতে তোমাদের দেবহেলন অর্থাৎ অপরাধ হইয়াছে। সেই পাপের অপনোদনার্থ আপনং মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অধোভাগে প্রণাম কর, পরে বসন লইও। (১৪)

হে রাজন্! ভগবান্ অচ্যুত বিবস্ত্রাবগাহনকে এই প্রকারে দোষ বলিয়া বর্ণন করিলে ব্রজাঙ্গনারা মনে করিল ইহাতে বুঝি আমাদের ব্রত ভঙ্গ হইল, অতএব ব্রতপূর্ণতা কামনা করিয়া সেই ব্রতের এবং অন্যান্য অশেষ কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ সেই ভগবান হরিকেই প্রণাম করিল যেহেতু তিনিই পাপমার্জ্জক। সে যাহা হউক। ভগবান্ দেবকীনন্দন একে দয়ালু, তাহাতে আবার ব্রজকুমারীদের ঐ কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইলেন অতএব সেই সকল অবলাকে তদ্রূপে প্রণত দেখিয়া তাহাদের বসন প্রদান করিলেন। (১৫)

অহে পরীক্ষিত! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল অবলাকে সম্বোধিয়া পরিহাস বাক্যে লজ্জা প্রদান করত বলিতে লাগিলেন বিবস্ত্র অবগাহনে অপরাধ হয় ইত্যাদি বলিয়া কেমন তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছি, এখানে আসিয়া আপনং বসন গ্রহণ করহ এই আগ্রহ করিয়া কেমন লজ্জা বিসর্জ্জন করাইয়াছি, পরিহাস করিতেছি না ইত্যাদি বলিয়া কেমন উপহাসাস্পদ করিয়াছি, মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অধো-

ভাগে প্রণাম কর ইত্যাদি বচনে প্রায়শ্চিত্ত ছল করিয়া কেমন তোমাদিগকে খেলনা তুল্য করিয়াছি, কেমন তোমাদের বসন হরণ করিয়াছিলাম। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে আপনার ধৃষ্টতার পরিচয় দিলেও সেই সকল অবলা দোষ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করিল না যেহেতু প্রিয় সঙ্গ দ্বারা তাহাদের দোষ দৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়াছিল। (১৬) তদনন্তর ব্রজাঙ্গনাগণ স্বং বসন পরিধান করিয়া প্রিয়তম সঙ্গমে বশীভূত হইল অতএব গৃহীত চিত্তা হওয়াতে সে স্থান হইতে বিচলিত হইতে পারিল না। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের লোচন লজ্জা বিলসিত হইয়াছিল ইহাতে অনুমান হয় শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের চিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৭)

সে যাহা হউক। ভগবৎপাদস্পর্শ কামনায় ধৃত ব্রতা সেই সকল অবলার মানস অবগত হইয়া ভগবান দামোদর সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন (১৮) অহে সাধ্বীগণ! তোমরা আমার অর্চ্চনা কর, তোমাদের যাহা মনোরথ, লজ্জা প্রযুক্ত তাহা বিজ্ঞাপন না করিলেও আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাদের সেই মনোরথ আমি অনুমোদন করিয়া লইলাম, তাহা সত্য হইবার যোগ্য। (১৯) হে সুন্দরীগণ! যে সকল ব্যক্তির চিত্ত আমাতে অবেশিত হয়, তাহাদের কামনা বিষয় ভোগার্থ কল্পিত হয় না কারণ যবাদি বীজ ভর্জ্জিত ও পক্ক হইলে তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। (২০) হে অবলা সকল! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, এখন ব্রজে গমন কর, আগামিনী রজনী সকলে আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে, যাহার নিমিত্ত এই ব্রত আচরণ করিলে এবং যদর্থ কাত্যায়নী অর্চ্চিতা হইলেন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ব্রজকুমারীগণ ভগবান কর্ত্তৃক এই প্রকার আদেশিত হইয়া লব্ধ কাম হইল এবং তদীয় পাদপদ্ম ধ্যান করত অতি কষ্টে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ব্রজে গমন করিল।

তদনন্তর ভগবান্ দেবকীনন্দন গোপগণে পরিবৃত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে অধিক দূরে গিয়া পড়িলেন। নিদাঘ কালীন তীক্ষ্ণ দিনকর কিরণে তরু সকলকে ছায়া দ্বারা আপনাদিগের আতপত্র তুল্য নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকদিগকে বলিতে লাগিলেন হে স্তোককৃষ্ণ! হে অংশ! হে শ্রীদাম! হে বল! হে অর্জুন! হে বিশাল! হে বৃষভ! হে ওজস্বিন্! হে দেবপ্রস্থ! হে বরূথপ! (২১) এই সকল বৃক্ষ নিরীক্ষণ কর। ইহারা মহা ভাগ্যবান্, পরার্থই ইহারদের জীবন, ইহারা স্বয়ং বাত বর্ষা হিম সহিষ্ণুতা করিয়া আমাদের তজ্জন্য ক্লেশ নিবারণ করিতেছে। (২২) অহো! ইহারা সকলের উপজীবন, ইহারদের জন্ম অতিশয় শ্রেষ্ঠ, দয়ালু জনের নিকট যাচকদের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতে প্রাণিগণ কখন বিমুখ হইয়া যায় না। (২৩) ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, ফল, কাষ্ঠ, গন্ধ, ঘনরস, ভস্ম, অস্থি তথা পল্লবাদি অঙ্কুর দ্বারা সিদ্ধ সকলের কামনা নিরন্তর পূর্ণ করে, না হইবেক কেন? দেহিদিগের প্রতি ধন, প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য, ইত্যাদি দ্বারা যে কল্যাণাচরণ তাহাই তো দেহিদিগের জন্মের ফল। (২৪) হে রাজন্! এই প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেং ভগবান্ হরি সেই সকল বৃক্ষের মধ্য হইতে যমুনায় গিয়া উপনীত হইলেন। হে মহারাজ! প্রবাল স্তবক, পুষ্প, ফল এবং দল সমূহে সেই সকল তরুর শাখা বিনম্র হইয়া ছিল। সে যাহা হউক। গোপাল সকল যমুনা প্রাপ্ত হইয়া তথায় গাভীগণকে সুশীতল শুভ্র জল পান করাইল এবং আপনারাও প্রচুর পরিমাণে স্বাদু উদক দ্বারা উদন্যা নিবৃত্তি করিল। (২৫) হে নৃপ! যমুনার উপবনে সেই সকল গোপাল

পশু চরাইতেং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাম কৃষ্ণ সমীপে আগমন পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে বলিতে লাগিল। (১৬)

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গোপালগণ দ্বারা যজ্ঞ দীক্ষিতদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞা এবং তাহাদিগকে অনুতাপিত করণ।

গোপালের বলিল হে রাম হে রাম! হে মহাবীর্য্য! হে দুষ্ট দমনকারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! আমাদিগকে ক্ষুধায় অতিশয় ক্লেশ দিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বুভুক্ষা শান্তি করিতে যোগ্য হয়েন।

শুকদেব কহিলেন গোপালগণ ঐ প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজভক্তা বিপ্রপত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইবার মানসে তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা দেবার্চ্চন স্থানে গমন কর, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা স্বর্গ কামনা করিয়া আঙ্গিরস নামক সত্র করিতেছেন,। (১) সেখানে গিয়া অন্ন চাহিয়া আন, আমরা দুই জনে পাঠাইতেছি ইহাতে তোমাদের লজ্জা কি? যদি এমত আশঙ্কা কর যে অপাত্র বলিয়া তোমাদিগকে দিবে না, আমি বলিয়া দিতেছি আর্য্য ভগবান্ বলভদ্রের এবং আমার নাম গ্রহণ করিও। হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া গোপালগণ যজ্ঞ স্থানে গমন করিল এবং ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে উপদেশানুসারে যাচ্ঞার্থ কহিল হে ভূদেববৃন্দ! শ্রবণ করুন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের আদেশকারী, আপনাদের নিকটে আসিলাম, আপনাদের মঙ্গল হউক, আমাদিগকে বলভদ্র প্রেরিত গোপাল জানুন। (২) হে মহাশয়! রাম ও কৃষ্ণ এই স্থানের অদূরে গো চারণ করিতেছেন। তাঁহারা বুভুক্ষিত হইয়া আপনাদের অন্ন অভিলাষ করিতেছেন, আপনারা ধর্ম্মজ্ঞ প্রবর, যদি তাঁহাদের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে, সেই দুই মহাত্মার প্রার্থিত অন্ন প্রদান করুন। (৩) হে সাধুবরবৃন্দ! দীক্ষা আরম্ভ করিয়া অগ্নিষোমীয় পশু মারণের পূর্ব্বেই দীক্ষিতান্ন গ্রহণে দোষ, তদ্ভিন্ন স্থলে এবং সৌত্রামণী হইতে অন্য দীক্ষায় দীক্ষিতের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না, অতএব তাঁহারা তোমারদের নিকট অন্ন চাহিলেন। (৪)

রাজন্! সেই সকল ব্রাহ্মণ এই প্রকারে ভগবানের যাচ্ঞা শুনিয়াও শুনিল না, সামান্য স্বর্গাদিতে তাহাদের আশা মাত্র ছিল বস্তুতঃ ক্লেশাধিক কর্ম্মই করিত অতএব তাহারা অজ্ঞ, আপনাদিগকে বৃথা জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া মানিত। (৫) হায়! দেশ, কাল, চরু পুরোডাশাদি পৃথকং দ্রব্য, মন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ, এবং অপূর্ব্ব এ সকল যাঁহার স্বরূপ (৬) সেই সাক্ষাৎ পর ব্রহ্ম ভগবান্ অধোক্ষজকে "ইনি মনুষ্য" এই রূপ মনুষ্য দৃষ্টি করিয়া সেই সকল দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মানিল না। তাহারা দেহাভিমানী, আমরা ব্রাহ্মণ, আমরাই মহৎ, এই অভিমানে মত্ত ছিল। অতএব গোপালদিগের উক্তি শ্রবণ করিয়া হাঁ, না কিছুই বলিল না। হে রাজন্! গোপগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাম কৃষ্ণ সন্নিকটে অবিকল সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিল (৭) তাহা শুনিয়া ভগবান্ জগদীশ্বর হাস্য করিলেন পরে লৌকিকী গতি দর্শাইয়া, অর্থাৎ কার্য্যার্থি লোকের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত হয় না, কোন্ যাচক পরাভূত না হয় ইত্যাদি

লোকস্থিতি বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় গোপদিগকে কহিলেন (৮) তোমরা এবার গিয়া সেই ব্রাহ্মণদের পত্নীদিগকে বল বলভদ্র সহ শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছেন। সেই সকল অবলা কেবল দেহ দ্বারা গৃহে বাস করে বস্তুতঃ মনের সহিত আমাতেই সদা অবস্থিতি করিতেছে। আমার প্রতি তাঁহাদের অতিশয় স্নেহ, আমার নাম গ্রহণ করিলেই তোমাদিগকে প্রচুর অন্ন দিবে কোন সন্দেহ নাই। (৯)

হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় গোপালকগণ পত্নীশালায় গমন করিল এবং তথায় উপবিষ্ট ও উত্তমালঙ্কারে অলঙ্কৃত দ্বিজাঙ্গনাদিগকে প্রণাম করিয়া সবিনয় বচনে বলিতে লাগিল (১০) হে বিপ্রবধূগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি, আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন, এ স্থানের অদূরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। (১১) তিনি গোপাল বালকদিগের সহিত গোচারণ করিতে২ বলদেবের সঙ্গে দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। অনুচরগণ সহিত তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, তাঁহার নিমিত্ত অন্ন প্রদান করুন। (১২)।

রাজন্! বিপ্রবনিতাদের চিত্ত কৃষ্ণকথাতেই আক্ষিপ্ত ছিল। তাহারা নিত্যই কৃষ্ণ দর্শনার্থে উৎসুক থাকিত, তিনি সমীপে আসিয়াছেন শুনিবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইল। (১৩) তৎক্ষণাৎ বহু২ পাত্রে বহু গুণ যুক্ত অন্ন এবং চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ ভোজ্য গ্রহণ করিয়া, যেমন নদী সকল বেগে সমুদ্রে গমন করে তদ্বৎ শীঘ্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিল। তাহাদের পতি, ভ্রাতৃ এবং বন্ধু বান্ধব, সকলেই বারম্বার নিবারণ করিল কিন্তু তাহারা কোন বাধাই মানিল না, ইহার কারণ বহু কাল অবধি শুনিয়া ভগবান উত্তমঃশ্লোকে স্ব২ চিত্ত ধারণ করিয়াছিল। (১৪) তাহারা সকলে সত্বর নিকটে উপনীত হইয়া দেখিল যমুনার যে উপবন অশোক নব পল্লবে মণ্ডিত, তথায় অগ্রজ সহ শ্রীকৃষ্ণ গোপগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। (১৫) তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ, পরিধান পীতাম্বর, বনমালা, ময়ূরপিচ্ছ, স্বর্ণাদি ধাতু এবং প্রবাল এই সকল বেশ নটবৎ, অনুব্রতি সখার স্কন্ধে একটী হস্ত বিন্যস্ত করিয়া আছেন, অন্য হস্তে লীলাহেতু লীলা কমল ঘুরাইতেছেন। কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপালে অলকা এবং আস্যকমলে মনোহর হাস্য। (১৬)

হে নরেন্দ্র! বহুবার প্রিয়তমের উৎকর্ষ শ্রবণে কৃতার্থভূত শ্রবণেন্দ্রিয় তথা লোচনরন্ধ্র দ্বারা সেই সকল অবলার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা তদ্যোগে ভগবানের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়াতে চিরকাল তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তদ্রূপে মনঃ সন্তাপ পরিত্যাগ করিল যেমন যোগিগণ সুষুপ্তিসাক্ষি প্রাজ্ঞকে আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ ত্যাগ করিয়া থাকেন। (১৭) সে যাহা হউক। এই সকল অবলা আত্ম দিদৃক্ষায় অখিল আশা পরিহার পুরঃসর আসিয়াছে,' সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান হরি যদিও ইহা অবগত হইলেন তথাচ হাস্য করিতে করিতে তাহাদের প্রতি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (১৮)

ভগবান্ কহিলেন হে ভাগ্যবতীগণ! তোমাদের আগমন শুভ, যেহেতু কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত হইলা। তোমাদের ইহা উচিত বটে। (১৯) যে সকল ব্যক্তি বিবেকী, বিবেক দ্বারা আপনার অর্থ দেখেন, তাঁহারা প্রিয় আত্মা যে আমি, আমাতে সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধান রহিত। নিরন্তর। ভক্তি করিয়া থাকেন। (২০) হে অবলাগণ! আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রিয়। ফলতঃ যাহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মনঃ, দেহ, পুত্র, কলত্র, জাতি, ধন ইত্যাদি প্রিয় হইয়া

থাকে তাহার অপেক্ষা প্রিয় আর কে হইতে পারে? (২১) অতএব তোমরা কৃতার্থ হইলে, এক্ষণে যজ্ঞস্থলে গমন করহ, যদিও তোমাদের আর কোন যাগ যজ্ঞ আবশ্যক নাই তথাচ তোমাদের পতি বিপ্রগণ তোমাদের দ্বারা গৃহমেধী হইয়া আপনং সত্র সমাপন করিবেন। (২২)

এতৎ শ্রবণে বিপ্রপত্নীগণ বলিতে লাগিলেন প্রভো! এরূপ পরুষ বচন বলিতে যোগ্য হয়েন না, "আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হইবেক না" আপনিই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা সত্য করুন। আমরা সমুদায় বন্ধু বান্ধব বিসর্জ্জন করিয়া অবজ্ঞাতেও প্রদত্ত আপনকার চরণতলের তুলসীদাম স্বং মস্তক দ্বারা বহুমান পূর্ব্বক বহন করিবার নিমিত্ত ভবদীয় পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। (২৩) অপর এক্ষণে আমাদের পতিগণ অথবা পিতা মাতা কিম্বা পুত্র অথবা ভ্রাতৃ বন্ধু সুহৃদগণ আমাদিগকে গ্রহণ করিবেক না। হে অরিন্দম ভগবন্! আমরা আপনকার পদাগ্রে পতিত হইলাম, আমাদের অন্য গতি নাই, অতএব দাস্যই বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। (২৪)

ভগবান্ কহিলেন তোমাদের পতিগণ অথবা পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্রাদি তোমাদের প্রতি দোষারোপ করিবেক না, আর আমার অনুজ্ঞায় লোক সকলও কিছু বলিবেক না। এই বলিয়া প্রত্যক্ষে দেবতাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন ঐ দেখ দেবতারাও অনুমতি করিতেছেন। (২৫) হে অবলাগণ! কেবল অঙ্গসঙ্গ মানবসঙ্গের সুখ অথবা অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত হয় না, আমাতে মনঃ নিবেশ করিতে থাক, অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবা। দেখ, শ্রবণ দর্শন তথা অনুকীর্ত্তনে আমাতে যদ্রূপ ভাব জন্মিতে পারে নিকটে থাকিলে তদ্রূপ হয় না, অতএব বলি আপনাদের ভবনে প্রতিগমন করহ। (২৬)

শুকদেব কহিলেন সেই সকল বিপ্রবনিতা এই প্রকার কথিতা হইয়া পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিল। সেই বিপ্রগণও দোষ দৃষ্টি না করিয়া সেই সকল যোষার সহিত সত্র কর্ম্ম সমাপন করিলেন। (২৭) সেখানে একটী অবলা স্বামিকর্ত্তৃক ধৃতা হইয়া গৃহে থাকিতে বাধ্যা হইয়াছিলেন। অতএব তিনি যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছিলেন ধ্যান যোগে সেই প্রকারে আপনার হৃদয়ে ভগবানকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধি কলেবর পরিহার করিলেন অর্থাৎ চৈতন্য দ্বারা ভগবানে সঙ্গতা হইলেন।

সে যাহাহউক। বিপ্র পত্নীগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের আনীত সেই চতুর্বিধ অন্ন দ্বারা সকল গোপালককে ভোজন করাইলেন এবং আপনিও আহার করিলেন। (২৮) হে মহারাজ পরীক্ষিত! লীলার্থে মানব কলেবরধারী ভগবান্ হরি এই প্রকারে মানব ব্যবহারের অনুকরণ করত সৌন্দর্য্য বাক্য এবং চরিত্র দ্বারা গো, গোপ তথা গোপাদিগকে ক্রীড়া করাইবার নিমিত্ত স্বয়ং ক্রীড়া করেন! (২৯)

অনন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণের বোধ হইল নরানুকারী রাম কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাতে আমরা অপরাধী হইয়াছি, অতএব ঐ বিষয় স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। (৩০) আর আপনাদের স্ত্রীদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অলৌকিকী ভক্তি এবং আপনাদিগকে সেই ভক্তিতে বিহীন দেখিয়া অনুতাপ করিতেং অত্যর্থ আত্মনিন্দা করিলেন। (৩১। তাঁহারা কহিলেন শুক্র, সাবিত্রী এবং দীক্ষা এই তিন প্রকারে আমাদের যে জন্ম হইয়াছে সেই ত্রিবিধ

জন্মকে ধিক্, আমাদের ব্রহ্মচর্য্যকেও ধিক্, বহুজ্ঞতাকেও ধিক্, কুলকেও ধিক্, কর্ম্ম-দক্ষতাকেও ধিক্, কারণ আমরা অধোক্ষজ ভগবানে বিমুখ। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভাগবতী মায়া যোগিদিগেরও মোহজনিকা, যেহেতু আমরা ব্রাহ্মণ, সকল বর্ণের গুরু, আমরাও আপন বিষয়ে মুগ্ধ হইলাম। (৩২)

অহো! নারীদিগেরও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণে দুরন্ত ভাব (ভক্তি) দেখহ, এই ভাবে গৃহ সংজ্ঞক মৃত্যুপাশ সংছিন্ন হয়। (৩৩) কি আশ্চর্য্য! এই সকল অবলার উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মচর্য্যার্থ গুরুকুলে বাসও করে নাই, ইহাদের তপস্যা অথবা আত্মবিচার কিম্বা শৌচাচার অথবা সন্ধ্যোপাসনাদি শুভ ক্রিয়াও কিছুই নাই, তথাপি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর যে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রতি ইহাদের দৃঢ় ভক্তি হইয়াছে, আমরা সংস্কারাদিমন্ত হইয়াও তাহা উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না, নিশ্চয় বোধ হইতেছে গৃহব্যাপারে প্রমত্ত হইয়া আমরা স্বার্থ বিষয়ে বিমূঢ় আছি। যাহাহউক, গোপদিগের বাক্য আমাদের সদ্গতি-স্মরণ করাইয়া দিল, নচেৎ কৈবল্যহেতু পূর্ণকাম এবং সর্ব্ব কল্যাণপতি পরমে-শ্বরের অস্মাদিতে প্রয়োজন কি? ইহা যে সেই জগদীশ্বরের বিড়ম্বন মাত্র। (৩৪) ফলতঃ স্বয়ং লক্ষ্মী পাদস্পর্শ প্রত্যাশায় আপনার চাঞ্চল্যাদি দোষ পরিহার পূর্ব্বক অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বারম্বার যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহার যাচ্ঞা অসং-শয় জনমোহিনী। যাহা হউক। দেশ, কাল, দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজ-মান, যজ্ঞ এবং ধর্ম্ম এ সকল যাঁহার স্বরূপ, (৩৫) সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ যোগেশ্বর-দিগের ঈশ্বর, বিষ্ণু যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও এইরূপ সর্ব্বত্র শ্রবণ করি-তেছি তথাপি আমরা এমত মূঢ় যে তাঁহাকে জানিতে পারি নাই। (৩৬) এক্ষণে অকুণ্ঠমেধা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি। সেই আদ্য পুরুষ আমাদিগের এই অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হয়েন, তাঁহার মায়াতেই আমাদের চিত্ত মোহিত হইয়াছে, তাহা-তেই আমরা তদীয় অনুভাব জানিতে পারি নাই।

হে রাজন্! সেই সকল বিপ্র এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলন জন্য আপনাদের অপরাধ স্মরণ করিয়া যদিও তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হই-লেন তথাচ কংসভয়ে ভীত হওয়াতে যাইতে পারিলেন না। (৩৭)

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রার্চ্চন নিবারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনোৎসব প্রবর্ত্তন।

শুকদেব কহিলেন বিপ্রগণ কংসভয়ে স্ব২ আশ্রমে থাকিয়াই ভগবানের সেবা করিতে লাগিলেন, এ দিকে বলদেবের সহিত ভগবান সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া গোপদিগকে ইন্দ্রযাগার্থ উদ্যোগ করিতে দেখিলেন। ভগবান্ সকলের আত্মা এবং সর্ব্বদর্শী, ইহাতে যদিও স্বয়ং ঐ বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইলেন তথাচ বিনয়াবনত হইয়া নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ২ গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন (১) হে পিতঃ! আপনাদিগের কোন্ বিষয়ে এই উদ্যোগ উপস্থিত? বৃথা উদ্যোগ হইতে পারে না, বোধ করি

কোন যজ্ঞ হইবেক, যদি তাহা হয় এই যজ্ঞে কি ফল, দেবতাই বা কে, কি প্রকার ব্যক্তিই বা ইহাতে অধিকারী, কি সাধন দ্বারাই বা ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়? (২) পিতঃ! এ বিষয়ে আপনকার সুমহৎ কামনা দেখিতেছি অতএব আমি শুনিতে বাসনা করি, সবিশেষ বলুন। (৩) তথাপি পিতাকে তুষ্ণী থাকিতে দেখিয়া পুনর্বার বলিলেন পিতঃ! যাঁহারা সর্বত্র আত্মদর্শী, অতএব যাঁহাদের ইনি আত্মীয়, ইনি পর, এতদ্রূপ ভেদ দৃষ্টি নাই, ভেদ জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত যাঁহারা মিত্র, উদাসীন ও শত্রু বর্জ্জিত, সে সকল পুরুষের কোন কর্ম্মই গোপনীয় নাই। (৪) আর যদিও ভেদজ্ঞান থাকে তথাচ উদাসীন ব্যক্তিই অরিবৎ বর্জনীয় হয়, সুহৃজ্জন আত্ম তুল্য, তাহাকে মন্ত্রণা বিষয়ে ত্যাগ করা উচিত নহে। (৫) অপর লোকে জানিয়া ও না জানিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে সত্য কিন্তু সুহৃদ্গণ সহ বিচার পূর্বক জানিয়াই কর্ম্ম করা উচিত, জানিয়া কর্ম্ম করিলেই বিদ্বান ব্যক্তির যথাবৎ কর্ম্ম ফল হয়, অবিদ্বানের হয় না। (৬) অতএব জিজ্ঞাসা করি আপনাদিগের এই যে ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে এতদ্বিষয়ে কি বিচার করিয়াছেন? ইহা কি শাস্ত্রতঃ প্রবৃত্ত, অথবা লোকাচার পরিপ্রাপ্ত? পিতঃ! এতদ্বিষয়ের উপপত্তি সহিত বিবরণ বর্ণন করুন। (৭)

নন্দ কহিলেন হে তাত! ভগবান্ ইন্দ্র পর্জ্জন্য রূপী, মেঘ সকল তাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি। সেই সকল মেঘ প্রাণিগণের প্রীতিজনন এবং জীবনকারণ বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। (৮) আমরা এবং অন্যান্য মানবগণ মেঘপতি ঈশ্বর সেই ইন্দ্রকে তাঁহারই বর্ষণ করা বারিতে সুসিদ্ধ দ্রব্যজাত দ্বারা যজ্ঞ করত অর্চ্চনা করিয়া থাকি। (৯) তাহার অবশিষ্ট অংশ দ্বারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ নিমিত্ত সকলের জীবিকা কল্পিত হয়। হে বৎস! কৃষ্যাদি দ্বারা জীবিকা হয় এমত বলিতে পারা যায় না, কারণ পর্জ্জন্যই পুরুষদিগের পুরুষকার সকলের ফল সাধন অর্থাৎ বারিদের বারিবর্ষণ ব্যতিরেকে কৃষ্যাদি কদাপি সফল হইতে পারে না। হে তাত! এই ইন্দ্রার্চ্চন ধর্ম্ম পারম্পর্য্যাগত আচার প্রাপ্ত, যে মানব কাম অথবা দ্বেষ কিম্বা ভয় অথবা লোভ হেতু এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহার কখনই কল্যাণ হয় না। (১০)

শুকদেব কহিলেন নন্দ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিদিগের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া, ক্রোধোৎপাদন দ্বারা গর্ব্বরূপ পর্ব্বত হইতে ইন্দ্রকে অবতারণ করাইবার অভিপ্রায়ে, ভগবান কেশব পিতার প্রতি নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (১১)

ভগবান্ কহিলেন জীব মাত্র কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্ম দ্বারাই বিলয় পাইয়া থাকে। অপর সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্ষেমও কর্ম্ম দ্বারাই প্রতিগত হয়। (১২) স্বয়ং কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়াও অন্য জীবদিগের কর্ম্মফলদাতা কোন ঈশ্বর যদ্যপি থাকেন তিনিও কর্ম্ম ফল দান দ্বারা কর্ত্তারই ভজনা করেন কেননা যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করে তাহার তিনি প্রভু নহেন, অর্থাৎ তাহাকে ফল দিতে পারেন না। (১৩) অতএব কর্ম্ম হইতেই যদি ফল সিদ্ধ হইল এবং সকলে যদি কর্ম্মেরই পরতন্ত্র হইয়া পড়িল তবে কর্ম্মানুবর্ত্তি প্রাণিগণের ইন্দ্রে প্রয়োজন কি? অজ গল স্তন তুল্যত্ব হেতু তাহাতে কোন কার্য্যই দৃষ্ট হয় না। যদি বল অন্তর্যামি ব্যতিরেকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না, ইহাতে কোন দেবতার উপযোগিতা নাই এমত বলিতে পারি না, উত্তর, প্রাক্তন সংস্কার কর্ত্তৃক কর্ম্ম সকল বিহিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে ইন্দ্র বা অন্য কোন দেবতারই ক্ষমতা নাই। (১৪) ফলতঃ প্রাণি মাত্রেই স্বভাবের পরতন্ত্র, সকলে স্বভাবেরই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে, অতএব সুর, অসুর, মানুষ সহ এই সমস্ত

জগৎ স্বভাবেই অবস্থিত। (১৫) অপর জীব সকল কর্ম্মদ্বারাই উচ্চাবচ বিবিধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করে, কর্ম্ম দ্বারাই শত্রু অথবা মিত্র কিম্বা উদাসীন হয়, অতএব কর্ম্মই সকলের গুরু, কর্ম্মই ঈশ্বর, অর্থাৎ স্বভাবতঃ নিষ্পন্ন কর্ম্মই সকলের কারণ, সুতরাং কর্ম্মই পূজ্য। (১৬) অতএব স্বভাবস্থ হইয়া স্বীয় কর্ম্মকারি পুরুষের কর্ম্মেরই পূজা করা কর্ত্তব্য। (১৭) বস্তুতঃ যে যাহার দ্বারা বর্ত্তমান হয় তাহার তাহাই দেবতা। (১৮) নতুবা যেব্যক্তি এক প্রকার ভাব অবলম্বন করিয়া অসতী যোষার জারসেবত্ব ন্যায় পুনরায় অন্য ভাব সেবা করে তাহার ঐ ভাব হইতে কখনই কল্যাণ হয় না। (১৯) অতএব বিপ্র জাতি বেদাধ্যাপন দ্বারা, ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবীপালন দ্বারা, বৈশ্য জাতি কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা, এবং শূদ্রগণ দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা বৃত্তি করিয়া থাকে। (২০) তন্মধ্যে বৈশ্যদিগের বৃত্তি চতুর্ব্বিধ, কৃষি বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুসীদ। আমরা গোপ জাতি, গো রক্ষাই আমাদের বৃত্তি, নিরন্তর তাহাই করিয়া থাকি। (২১) পিতঃ! সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু। রজো গুণ দ্বারা বিশ্ব উৎপন্ন হয় তদনন্তর পরস্পর হইতে অন্যান্য বিবিধ জগৎ হইয়াছে। ঐ রজোগুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মেঘ সকল সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, প্রজাগণ সেই মেঘ দ্বারাই জীবিত হয়, মহেন্দ্র কি করিবেন? (২২)

হে তাত! আমরা বনবাসী, বন ও পর্ব্বতে বসতি করি, পত্তন দেশ ও গ্রাম এ সকল আমারদের কল্যাণ হেতু হইতে পারে না, বরং বন শৈলাদিই আমাদের যোগক্ষেমের কারণ। (২৩)

অতএব গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ইন্দ্র যজ্ঞার্থ যে সকল দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ হইয়াছে তদ্দ্বারাই এই যজ্ঞ সমাধা হউক (২৪) পায়স আদি মুদ্গাসূপ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার পাক তথা গোধূমাদি বিকার, পিষ্টক এবং শস্কুলী প্রস্তুত হউক, আর সর্ব্ব প্রকারে দোহন গ্রহণ করা যাউক। (২৫) অপর ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ সম্যক্ প্রকারে অগ্নিতে হোম করুন, আপনারা তাঁহাদিগকে বহু গুণান্বিত অন্ন এবং ধেনু সহিত দক্ষিণা দিউন। শ্বপচ চণ্ডাল পতিত প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও যথাযোগ্য দান করা যাউক। (২৬) সংপ্রতি গো সকলকে তৃণ দিয়া পর্ব্বতের পূজোপহার প্রদান করুন এবং উত্তমরূপে আহার করিয়া শোভন বসন পরিধান পূর্ব্বক সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত তথা অনুলেপিত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, অনল এবং পর্ব্বত এ সকলকে প্রদক্ষিণ করুন। হে তাত! আমার এই মত যদি ইচ্ছা হয় এই প্রকার করুন। (২৭) এইরূপ যজ্ঞ গো বিপ্র প্রভৃতির প্রিয় এবং আমারও অভীপ্সিত।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! কালরূপী ভগবান্ হরি ইন্দ্রদর্প চূর্ণ করণ বাসনায় ঐরূপ বলিলে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ শুনিয়া সর্ব্বতোভাবে তদীয় বচন গ্রহণ করিলেন আর তিনি যে প্রকারে যাহাহ বলিলেন সেই প্রকারে তৎসমুদায় বিধান করিলেন। (২৮) পরে স্বস্তিবাচন করাইয়া ইন্দ্রযজ্ঞার্থ দ্রব্য দ্বারা ভূধর ও ভূদেবদিগের যথাযোগ্য বলি প্রদান করিলেন এবং সাদরে গাভীদিগকে তৃণ দিলেন। তদনন্তর গোধন সকলকে অগ্রে করিয়া পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিলেন। (২৯) তাঁহারা সকলেই উত্তম রূপে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকৃষ্ট বৃষভ যুক্ত ভূরি শকটে আরোহণ করিয়াছিলেন। গোপীগণও ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বচন সহিত শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য গান করত শকটারূঢ় হইয়াছিল। (৩০) ভগবান হরি গোপদিগের বিশ্বাসজনক অন্য প্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া "আমি শৈল হইয়াছি" এই বাক্য উচ্চারণ করত পূজোপ-

করণ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর সাতিশয় বিশাল হয়। (৩১) তদনন্তর ব্রজজনদিগের সহিত আপনি আপনাকে নমস্কার করেন এবং এই বাক্য বলিতে আরম্ভ করেন কি আশ্চর্য্য! দেখ, এই মূর্ত্তিমান পর্ব্বত আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করিতেছেন (৩২) কামরূপী এই শৈল সর্পাদিরূপ হইয়া, যে সকল বনবাসী অবজ্ঞা করিতেছিল তাহাদিগকে হত্যা করিতেছেন, আইস, আপনাদের এবং গো সকলের ক্ষেমার্থ আমরা ইহাকে নমস্কার করি।

হে রাজন! সেই সকল গোপ বাসুদেবের মন্ত্রণায় উক্ত প্রকারে পর্ব্বত গো এবং বিপ্রদিগের যজ্ঞ যথাবৎ অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার সহিত পুনরায় ব্রজে প্রত্যাগত হইল। (৩৩)

ইতি দশম স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক ব্রজবিনাশার্থ ভয়ঙ্কর বারিবর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গিরিধারণ পুরঃসর গোকুল রক্ষা।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! সেই সময় দেবরাজ আপনার অর্চ্চনার উচ্ছেদ অবগত হইয়া নন্দাদি যেসকল গোপদিগের শ্রীকৃষ্ণই প্রভু, তাহাদের প্রতি অত্যর্থ কুপিত হইলেন। দেবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্তকারি বারিদ পটলীর যে প্রসিদ্ধগণ প্রলয় করে, তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন এবং আমিই ঈশ্বর এই গর্ব্বে গর্ব্বিত থাকাতে এই বাক্য বলিলেন (২) বনবাসি গোপদিগের ধন মদের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! তাহারা মানুষ একটা কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া, আমি যে দেব, আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে (৩) যেমন অজ্ঞ পুরুষেরা আত্মানুস্মরণরূপা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া অদৃঢ় ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্ত্য যেসকল যাগ যজ্ঞ, যাহা নামমাত্রে তরণী সদৃশ, তদ্দ্বারা ভবসাগর পার হইতে বাসনা করে (৪) তদ্বৎ গোপ সকল বাচাল, বালিশ, স্তব্ধ, পণ্ডিতম্মন্য, অবিনীত, মানুষ যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয় জ্ঞান করিতেছে (৫)

অতএব সকল গোপই ধনমদে মত্ত এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৃংহিতদেহ হইয়াছে সন্দেহ নাই, তোমরা শীঘ্র গিয়া তাহাদিগের ধনমদ ও গর্ব্ব অপনয়ন কর এবং তাহাদের পশু সকলকে ক্ষয় করিয়া ফেল (৬) আমিও নন্দের গোষ্ঠ বিধ্বংস বাসনায় ঐরাবত বাহনে আরোহণ করিয়া মহাবেগশালী মরুদ্গণ সহিত তোমাদের পরেই ব্রজে যাইতেছি (৭)

শুকদেব কহিলেন যেসকল মেঘ প্রলয়াভিপ্রায়ে বদ্ধ হইয়াছিল তাহারা দেবরাজের ঐ প্রকার আজ্ঞায় বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া মহাবলে ধারাসম্পাত করত নন্দের

---

* দেবরাজ নিন্দা করিবার নিমিত্ত ভগবানের প্রতি যে সকল কটু শব্দ প্রয়োগ করিলেন, অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্তবই বোধ হয়। তিনি ভগবানকে বাচাল বলিলেন, বাচাল শব্দের অর্থ শাস্ত্রযোনি, শ্রীকৃষ্ণ তরুণ হইয়াও বালিশ অর্থাৎ শিশুবৎ নিরভিমান। অপর 'স্তব্ধ' এই শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার অন্য বন্দনীয় নাই একারণ অনম্র। আর অজ্ঞ এই শব্দের অর্থ তাঁহা অপেক্ষা জ্ঞানবান নাই, পণ্ডিতম্মন্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মবেত্তাদিরও চিন্তনীয়। কৃষ্ণ অর্থাৎ সদানন্দ রূপী তথাপি মানুষ অর্থাৎ ভক্তবৎসল প্রযুক্ত মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান।

গোকুল নিপাড়ন করিতে আরম্ভ করিল (৮) বিদ্যুৎ সমূহ দ্বারা বিদ্যোতন ও ভূরিং অশনি দ্বারা গর্জ্জন করত আবহ প্রবহাদি প্রবল বায়ু সমূহে প্রেরিত হইয়া করকা বর্ষণ করিতে লাগিল (৯) হে মহারাজ! জলধর সকল স্থূণাবৎ স্থূল জলধারা অজস্র বর্ষণ করিতে থাকিলে সুতরাং ভূমি জলরাশিতে আপ্লাবিত হইল অতএব কোন্ স্থান নিম্ন ও কোন্ স্থান উন্নত, তাহাও দৃষ্ট হইল না (১০) অত্যর্থ বারিধারা পতন ও প্রবলতর পবন বহনে যাবতীয় পশু কাতর কলেবর এবং গোপ ও গোপীগণ শীতে সাতিশয় আর্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল (১১) অর্থাৎ পশু সকল বারিধারায় পীড়িত হইয়া স্বং কর দ্বারা মস্তক ও বৎসগণকে আচ্ছাদিত করত কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানের পাদমূলে আসিয়া পড়িল। (১২) আর গোপ ও গোপী সকল এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! প্রভো! আপনিই এই গোকুলের নাথ। হে ভক্তবৎসল! দেবরাজের কোপ হইতে আমাদিগকে এবং এই গোকুলকে পরিত্রাণ করিতে যোগ্য হয়েন (১৩)

হে মহারাজ! গোপ গোপীদিগের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই ভগবান্ শিলা বর্ষণ ও অতিবাতে গোকুলের অচেতনে বিনাশ অবলোকন করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন ইন্দ্র কুপিত হইয়া এই সকল করিতেছেন। (১৪) ভগবান্ বলেন বর্ষার সময় গত হইয়াছে তথাচ এই যে শিলাপ্রচুর অত্যর্থ বৃষ্টি হইতেছে ইহার কারণ বোধ হয় আমরা যে ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করিলাম তজ্জন্য ক্রোধে আমাদের বিনাশার্থ ইন্দ্র এই সকল করিতেছেন (১৫) ভয় কি, আমি আপন সামর্থ্যানুসারে এবিষয়ের প্রতীকার সাধন করিব। মূঢ়তা প্রযুক্ত যাহারা আপনাদিগকে লোকপাল বলিয়া মানে তাহাদের শ্রীমদ লক্ষণ তমঃ বিনাশ করা কর্ত্তব্য হয়। (১৬) দেবগণ সত্ত্বগুণ অথবা সদ্ভক্তি যুক্ত, তাঁহাদের আমরা ঈশ এরূপ গর্ব্ব সম্ভবে না অতএব ঐ সকল ব্যক্তি অসৎ, আমি অসতের মান ভঙ্গ করিয়া থাকি, তাহা প্রশমার্থই হইয়া থাকে। (১৭) এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন হইয়াছে আমি ইহার আশ্রয় ও নাথ, অতএব আপনার আত্মা দিয়াও ইহাকে রক্ষা করিব আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। (১৮।

ভগবান্ হরি এই প্রকার কহিয়া এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া, বালকে যেমন ছত্রাক ধরে তাহার ন্যায়, অবলীলা ক্রমে ধারণ করিলেন। (১৯) পরে গোপদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ওগো অম্ব! ওগো তাত! অহে ব্রজবাসিগণ! তোমরা গোধন সহ যথাসুখে এই গিরির অভ্যন্তরে প্রবেশ করহ। আমার হস্ত হইতে পর্ব্বত নিপতিত হইবেক এ শঙ্কা করিও না, আর বাতবৃষ্টি জন্য ভয় করিতে হইবেক না, তাহা হইতে পরিত্রাণের এই উপায় বিহিত হইল। (২০)

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের ঐ কথায় গোপদিগের চিত্ত আশ্বস্ত হইল, তৎক্ষণাৎ গোধন, শকট মণ্ডলী, তথা ভৃত্য পুরোহিতাদি সহিত সকলে স্বচ্ছন্দে পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। (২১) ভগবান ক্ষুৎ পিপাসার ক্লেশ এবং সুখাপেক্ষা বিসর্জ্জন করিয়া অবিচ্ছেদে সপ্তাহ কাল গোবর্দ্ধন ধরিয়া রহিলেন তন্মধ্যে একবারও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। ব্রজবাসিরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের এই যোগানুভব অবগত হইয়া দেবরাজ বিস্মিত হইলেন এবং সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হওয়াতে নিস্তব্ধ হইয়া, যে সকল মেঘকে বর্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

আকাশ নির্ম্মেঘ হইল, দিবাকর প্রকাশ পাইলেন এবং দারুণ বাত বৃষ্টি উপরত হইল. অবগত হইয়া, গোবর্দ্ধনধারী ভগবান্ হরি গোপদিগকে সম্বোধিয়া বলিলেন। (২২) ওগো গোপসকল! তোমরা এখন গোধন ও পুত্র কলত্র সহ পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হও, আর ভয় নাই, বায়ু ও বর্ষণ নিবৃত্ত হইয়াছে, নদ নদীসকল প্রায় বিগতজল হইয়া আসিল। (২৩)

তাহার পর সেই সকল গোপ শকট দ্বারা দ্রব্য সামগ্রী বহন পূর্ব্বক স্ব২ গোধন গ্রহণ করিয়া নির্গত হইয়া আসিল, আর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধজনেরা ধীরে ধীরে বহির্গত হইল। তদনন্তর দর্শনকারি সকল ভূতের সমক্ষে ভগবান্ও সেই পর্ব্বতটীকে স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিয়া দিলেন। (২৪) পরে ব্রজবাসিগণ প্রেমাবেগে পূর্ণ হইয়া যথোচিত আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিতে লাগিল আর গোপীসকল স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর পরম হর্ষে পূজা তথা দধি অক্ষতাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ আরম্ভ করিল। হে রাজন্! যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং মহাবল বলরাম ইহারা স্নেহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত আশীঃ প্রয়োগ করিলেন। স্বর্গে দেবতা, সিদ্ধ সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, এবং চারণগণ তুষ্ট হইয়া স্তব ও পুষ্প বৃষ্টি মোচন করিতে লাগিলেন আর দেব বৃন্দ কর্ত্তৃক প্রনোদিত হইয়া দেবলোকে শঙ্খ ও দুন্দুভি শব্দায়মান হইল এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বরাজগণ আনন্দে সংগীত আরম্ভ করিল। (২৫)

হে রাজন্! তাহার পর অনুরক্ত গোপাল বৃন্দে পরিবৃত হইয়া বলভদ্র সহ ভগবান্ হরি আপনার গোষ্ঠের প্রতি যাত্রা করিলেন। গোপাগণও তদীয় তথাবিধ হৃদয়ঙ্গম কীর্ত্তি কদম্ব গান করিতে২ পরম হর্ষে স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল। (২৬)

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে বিস্মিত গোপদিগের নিকট নন্দ কর্ত্তৃক গর্গ কথিত তদীয় ঐশ্বর্য্য বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন সেই সকল গোপ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ ভূরি২ অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তদীয় বীর্য্য অনবগত এ প্রযুক্ত অতিশয় বিস্মিত হইল এবং নন্দ সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিল (১) তোমার বালকের এই সকল কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য, ইনি গ্রাম্য গোপ জাতি মধ্যে কি প্রকারে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এতাদৃশ জন্ম ইহাঁর অাপনার অর্হ। (২) ইনি বালক, বয়ঃক্রম সপ্ত বর্ষ মাত্র তথাচ মহাগজ যেমন কমল ধরিয়া থাকে তদ্বৎ এক হস্তে অবলীলা ক্রমে কি প্রকারে গিরিবর গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন? (৩) অপর কাল যদ্রূপ কলেবরের আয়ুঃ আকর্ষণ করে তদ্বৎ ঈষৎ নিমীলিতাক্ষ এই বালক কি প্রকারে মহাবলা পুতনা রাক্ষসীর প্রাণ সহ স্তন পান করিয়াছিলেন? (৪) ইহাঁর যখন তিন মাস বয়স্, তখন একটা প্রকাণ্ড শকটের অধোভাগে শয়ান হইয়া ঊর্দ্ধে চরণদ্বয় চালন করত রোদন করিতে ছিলেন সেই চরণদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা আহত হইয়া সেই শকটটা কি প্রকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল? (৫) হে গোপরাজ! শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর বয়ঃক্রমে বসিয়া থাকিতেং তৃণাবর্ত্ত দৈত্য কর্ত্তৃক আকাশে অপহৃত হইতেছিলেন তখন কি প্রকারে কণ্ঠ গ্রহণ

দ্বারা কাতর করিয়া সেই দৈত্যকে নিহত করেন? (৬) আর জিজ্ঞাসা করি নবনীত চুরি করিলে ইহাঁর মাতা ইহাঁকে উদুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন, ইনি তদবস্থায় বাহু-দ্বয় দ্বারা ছুইটা যমলার্জ্জুনের মধ্যে গমন পূর্ব্বক কিরূপে সেই বৃক্ষদ্বয়কে পাতিত করেন? (৭) অপর ইনি বালক বৃন্দে পরিবৃত হইয়া বলভদ্র সহ বন মধ্যে বৎস সকল চারণ করিতেছিলেন সেই সময় বকাসুর ইহাঁর বধ কামনায় আসি-য়াছিল, ইনি স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা বকবেশধারি সেই অরির মুখ ধরিয়া কি প্রকারে বিদা-রিত করিয়া ফেলেন! আর বৎস বিনাশ বাসনায় বৎসরূপ ধরিয়া বৎসাসুর বৎসগণ মধ্যে প্রবেশ করিলে ইনি বধ করিয়া কি প্রকারে অবলীলাক্রমে তাহাকে এবং তাহার দ্বারা কপিত্থ ফল সকলকে নিপাতিত করেন? অপিচ ইনি বলদেব সহ মিলিয়া রাসভ ও তাহার বান্ধবগণকে কি প্রকারে বিনষ্ট করিয়া তাল বনকে মঙ্গল্য ও পরিপক্ব তাল-ফলে সমন্বিত করেন? অধিকন্তু ইনি বলশালি বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া কি প্রকারে প্রলম্বাসুরের নিপাত পূর্ব্বক ব্রজবাসি পশু তথা গোপদিগকে দাবানল হইতে পরিত্রাণ করেন? (৮) অপর ইনি কি রূপে অতিক্রুর ভুজগেন্দ্র কালিয়ের দমন পূর্ব্বক বলে তাহাকে নির্ম্মদ ও নির্বাসিত করিয়া যমুনার জল নির্ব্বিষ করেন? (৯) আর হে নন্দ! তোমার এই তনয়ের প্রতি আমাদের সমুদায় ব্রজবাসির দুস্ত্যজ অনুরাগ এবং ইহাঁরও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ কেন হইয়াছে? ইনি তো সকলের আত্মা নহেন। (১০) হে ব্রজনাথ! সপ্ত বর্ষ বয়স্ক বালক কোথায়, আর প্রকাণ্ড পর্ব্বত ধারণ কোথায়? অর্থাৎ তাদৃশ শিশুর ঐ কর্ম্ম অত্যন্ত অসম্ভব, এই সকল কারণেই তোমার আত্মজের প্রতি আমাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। (১১)

এতৎ শ্রবণে নন্দ কহিলেন অহে গোপগণ! আমার বাক্য শুন, এই বালকের প্রতি তোমাদের ভয় অপগত হউক। এই কুমারটীর উদ্দেশে গর্গমুনি আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা,—এই বালক প্রতিযুগে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে ইহাঁর শুক্ল রক্ত তথা পীত এই তিন প্রকার বর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইদানী কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। পূর্ব্বে কোন সময় ইনি বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইহেতু অভিজ্ঞ জনগণ এখনও ইহাঁকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। রাজন্! তোমার পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ বহু বহু নাম রূপ আছে, সে সকল আমি জানি, অন্য ব্যক্তিরা অবগত নহে। ইনি গোপ ও গোকুলের আনন্দ জনক হইয়া তোমাদের শ্রেয়ঃ বিধান করিবেন। তোমরা ইহাঁর দ্বারা বস্তুতঃ সমস্ত দুর্গ উত্তীর্ণ হইবে। হে ব্রজপতে! পূর্ব্ব কালে একদা অরাজক হইলে সাধুগণ দস্যু পীড়িত হইয়াছিলেন। ইনি রক্ষা করাতে সেই সকল সাধু সমেধিত হইয়া দস্যুদিগকে পরাজয় করেন। অতএব যাঁহারা তোমার এই মহাভাগ পুত্রের প্রতি প্রীতি করেন যেমন অসুরগণ বিষ্ণুপক্ষদিগকে অভি-ভব করিতে সমর্থ হয় না তেমনি সেই সকল ব্যক্তিকে অরিগণ কখন অভিভব করিতে পারে না। (১২) হে নন্দ! তোমার এই কুমার গুণ-শ্রী-কীর্ত্তি এবং অনুভাব দ্বারা নারায়ণের সমান। এই সকল গর্গোক্তি পুনরুক্তি করিয়া নন্দ বলিলেন অতএব হেগোপগণ! ইহার কর্ম্ম সকল বিস্ময়ের বিষয় নহে। মুনিবর গর্গ সাক্ষাৎ আমাকে ঐ প্রকার আদেশ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন, যদিও তৎকালে আমার মনে ঐ রূপ প্রতীতি হয় নাই তথাচ এক্ষণে আমি কৃষ্ণকে নারায়ণাংশ বলিয়াই মান্য করি যেহেতু ইনি অক্লিষ্টকারী। (১৩)

হে রাজন্! ব্রজবাসী গোপগণ ঐ প্রকার গর্গগীত নন্দবচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইল এবং বিস্ময় বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। (১৪) অহো! যজ্ঞ ব্যাঘাত জনিত ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া দেবরাজ ঘোরতর বর্ষণ করিতে থাকিলে বজ্র, করকা, তথা প্রবল পবনে গোষ্ঠস্থ পশু, পশুপাল তথা অবলা সকল অবসন্ন হইতেছিল. তাহা অবলোকন করিয়া হাস্য করিতে করিতে যিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করেন এবং অবল বালক যেমন লীলার্থ উচ্ছিলীন্ধ্র ধারণ করে তাহার ন্যায়, এক হস্তে সেই গিরি ধারণ পুরঃসর গোষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রের মদভেদী, গো সকলের ইন্দ্র, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রীত হউন। (১৫)

ইতি দশম স্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবলোকনে সুরভী ও সুরেন্দ্র কর্ত্তৃক অভিষেক মহোৎসব।

শুকদেব কহিলেন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধৃত এবং বৃষ্টিধারা হইতে ব্রজমণ্ডল রক্ষিত হইলে গোলোক হইতে সুরভি এবং দেবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করিলেন। (১) দেবরাজ অবহেলন জন্য লজ্জায় লজ্জিত হইয়া নির্জ্জনে সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক আপনার যে কিরীটের কিরণ অর্কতুল্য, সেই কিরীট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় স্পর্শ করিলেন। (২) অমিততেজা ভগবানের অনুভাব যেরূপ শ্রুত ছিল প্রত্যক্ষে নিরীক্ষিত হওয়াতে আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর এই বলিয়া দেবরাজের নিজের যে অহঙ্কার ছিল তাহা বিনষ্ট হইল। এক্ষণে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্ন লিখিত বিনীত বাক্য বলিতে লাগিলেন। (৩)

ইন্দ্র কহিলেন ভগবন্! আপনকার স্বরূপ শান্ত অর্থাৎ এক রূপ, তপোময়, এবং জ্ঞানপ্রচুর অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, তাহাতে রজ ও তমোগুণ বিধ্বস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ সত্ব, অতএব অস্মাদৃশ জন সন্নিধানে দৃশ্যমান এই যে মায়াময় সংসার, যাহা অজ্ঞানে অনুবদ্ধ, ইহা আপনকার নাই। (৪) হে ঈশ! যদি অজ্ঞান ও তৎকৃত দেহসম্বন্ধ না থাকিল তবে দেহ সম্বন্ধ কৃত যে সকল লোভাদি, যাহারা পুনরায় অন্য দেহোৎপত্তির কারণ, এবং অজ্ঞানিদিগের ব্যঞ্জক, সে সকল কোথা হইতে হইবেক অর্থাৎ তদ্ভাবতের কথা কি? পরন্তু লোভাদি না থাকিলেও আপনি ধর্ম্ম রক্ষা এবং খল নিগ্রহ নিমিত্ত দণ্ড ধারণ করিতেছেন অতএব দণ্ডার্থই আমার এই মান ভঙ্গ করিলেন। (৫)

ভগবন্! আপনি গোপবালক নহেন, জগতের জনক, উপদেষ্টা এবং নিয়ন্তা অর্থাৎ দণ্ডকারী। অপর আপনি কাল স্বরূপ একারণ সমর্থ অতএব দণ্ড ধারণ করিয়া লীলাবতার দ্বারা এইরূপ চেষ্টা করিয়া বেড়ান ফলতঃ আপনকার চেষ্টা লীলামাত্র, কিন্তু আমরা মনে করি আপনি জগদীশ্বর বলিয়া অভিমানকারি অস্মদাদির মান বিনাশ করিতেছেন। (৬) প্রভো! যে সকল ব্যক্তি আমার সদৃশ অজ্ঞ, অতএব আপনাদিগকে জগদীশ বলিয়া মানে, তাহারা আপনাকে ভয়কালেও নির্ভর নিরীক্ষণ করিয়া এক্ষণে আপনাদের মদ অর্থাৎ "আমরা জগতের ঈশ্বর" এই অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক

বিগতগর্ব্ব হওত আপনকার ভক্তি স্বরূপ আর্য্য বর্ত্ম সেবা করিতেছে, না করিবে কেন? আপনকার চেষ্টাই খল ব্যক্তিদিগের দণ্ড। (৭) প্রভো! আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলাম, আপনকার প্রভাব জানি নাই, একারণ অপরাধ করিয়াছি, আমি মূঢ়মতি, আমাকে ক্ষমা করুন, আর প্রার্থনা করি এতাদৃশী অসতী মতি পুনরায় আমার যেন না হয়। (৮) হে অধোক্ষজ। যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং পৃথিবীর ভার স্বরূপ এবং যাহাদের হইতে বহুতর ভারের উৎপত্তি হয় সেই সকল সেনাপতির বিনাশ তথা আপনকার চরণ সেবকদিগের কুশল এই দুইটী কার্য্য নিমিত্ত আপনকার এই অবতার, আমি আপনকার সেবক, যদিও অত্যন্ত অপরাধী হইয়া থাকি, ক্ষমা করা উচিত। (৯) প্রভো! আপনি ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীমান কৃষ্ণ এবং অন্তর্যামী, তথা মহাত্মা অর্থাৎ অন্তঃস্থ হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন। অপর আপনি বাসুদেব অর্থাৎ সকলের নিবাসস্থান এবং যাদবদিগের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। (১০) ভগবন্! আপনি যদুদিগের পতি বটেন কিন্তু স্বয়ং যাদব নহেন, আপনার ইচ্ছায় এই দেহ স্বীকার করিয়াছেন, তথাচ এই মূর্ত্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান মাত্র। অপর আপনি মায়া দ্বারা জগদ্রূপ, যেহেতু আপনি সকলের বীজ, অতএব আপনি সর্ব্ব ভূতের আত্মা, আপনাকে নমস্কার। (১১) ভগবন্! যজ্ঞ বিহত হওয়াতে আমি অভিমান বশতঃ তীব্রমন্যু হইয়া গোষ্ঠ বিনাশ নিমিত্ত বারি বর্ষণ ও বায়ু প্রেরণ করিয়া অত্যন্ত অকার্য্য করিয়াছি (১২) হে ঈশ! তথাপি আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ দর্শাইয়াছেন কারণ আপনা হইতে আমার এই স্তব্ধতা বিধ্বস্ত এবং উদ্যম ব্যর্থ হইল আর ঈশ্বর, গুরু, এবং আত্মরূপী যে আপনি, আপনকার শরণ প্রাপ্ত হইলাম।

শুকদেব কহিলেন দেবরাজ কর্ত্তৃক এই প্রকারে পরিস্তুত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে২ মেঘ গম্ভীর স্বরে তাঁহার প্রতি নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিলেন। (১৩)

ভগবান্ কহিলেন হে দেবেন্দ্র! তুমি দেব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যর্থ মত্ত হইয়াছিলে, আমি অনুগ্রহ করিয়া আমার স্মরণ নিমিত্ত তোমার যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছি। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য সম্পদে অন্ধ হয়, সে দণ্ডহস্ত যে আমি, আমাকে দেখিতে পায় না, অতএব যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে আমার বাসনা হয় আমি তাহাকে অগ্রে ঐশ্বর্য্য সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি। (১৪) হে শক্র! এক্ষণে গমন কর, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার আজ্ঞা পালন করিও, স্বর্গে গিয়া নিরহঙ্কার ও অপ্রমত্ত হইয়া স্ব২ অধিকারে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি কর। (১৫)

তদনন্তর মনস্বিনী সুরভি শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিয়া তনুজ গোসমূহ সহ সম্বোধন পূর্ব্বক গোপরূপি সেই ঈশ্বরের প্রতি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (১৬)

সুরভি কহিলেন হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বসম্ভব! আমরা দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও লোকনাথ আপনা কর্ত্তৃক পুনশ্চ রক্ষিত হইলাম। (১৭) হে অচ্যুত, আপনি আমাদের পরম দেবতা। হে জগৎপতে! গো বিপ্র দেব তথা অন্যান্য সাধুজনের অভ্যুদয়ার্থ আপনি আমাদের ইন্দ্র হউন। (১৮) আমরা আপনাকে আমাদের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিব, ব্রহ্মা আমাদিগকে এতদ্বিষয়ের নিমিত্তই পাঠাইয়া দিলেন। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনি মানব নহেন, ভূমির ভার হরণ নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। (১৯)

হে রাজন্। এই প্রকারে সম্ভাষণ করিয়া সুরভি স্বীয় দুগ্ধ দ্বারা ভগবান্‌কে ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত করিলেন। (২০) তদনন্তর দেবেন্দ্রও দেবমাতৃদিগের উত্তেজনায় স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া দেব ও ঋষিগণ সহিত ঐরাবত করোদ্ধৃত আকাশ গঙ্গার জল লইয়া ভগবানের অভিষেক করিলেন, তাহার পর গোবিন্দ এই নাম রাখিলেন কারণ ইন্দ্রত্বরূপে স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজন্। সেই সময় সেখানে তুম্বুরু নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি তথা গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণ গণ উপনীত হইয়া ভগবানের লোকমলাপহ অমল যশঃ গান আর দেবাঙ্গনা সকল হর্ষান্বিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (২১) অপর দেব বৃন্দ মধ্যে ধ্বজবৎ দর্শনীয় অর্থাৎ প্রধান দেবগণ তাঁহার স্তব এবং আশ্চর্য্য পুষ্প বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। অপিচ লোকপালদিগের সহিত তিন লোক পরম নির্বৃতি লাভ করিল আর গাভী সকল স্ব২ পয়োধারায় ধরাতল আর্দ্র করিয়া তুলিল। (২২)

হে কুরুনন্দন! শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হইলে পর নদ নদী সকল ক্ষীরাদিবিবিধ রসবাহিনী হইয়াছিল, বৃক্ষ সকলে মধু ক্ষরণ হইতে আরম্ভ হয়, ব্রীহি প্রভৃতি ওষধিসকল বর্ষণ বিনাও পরিপক্ক হইয়া উঠে। আর পর্ব্বত সকল স্ব২ গর্ভস্থিত মণি নিকর বাহিরে প্রকটিত করিয়া ধারণ করিয়াছিল। অধিকন্তু যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃ ক্রূর, তাহারা পরস্পর দ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলে নির্বৈর হইয়াছিল। দেবরাজ এই প্রকারে গো ও গোকুলপতি গোবিন্দকে অভিষিক্ত করিয়া দেবাদিগণে পরিবৃত হওত স্বর্গ গমন করেন। (২৩)

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন এবং গোপদিগের বৈকুণ্ঠ দর্শন।

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ! একদা গোপরাজ নন্দ একাদশীর উপবাস করিয়া ভগবান্ জনার্দ্দনের অর্চ্চনা পূর্ব্বক দ্বাদশীতে স্নান নিমিত্ত যমুনার জলে প্রবিষ্ট হইলেন। আসুরী বেলা না মানিয়া শাস্ত্রবলে অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই রাত্রিতে জলমধ্যে প্রবেশ করেন অতএব বরুণের একজন ভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়া আপনার প্রভুসন্নিধানে লইয়া গেল। নন্দকে না দেখিয়া যাবন্ত গোপ সাতিশয় ব্যাকুল হইল এবং হে রাম! হে কৃষ্ণ! বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। (১) পিতাকে বরুণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন ইহা শুনিয়া ভগবান ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ জনগণের অভয় দান করত, তৎক্ষণাৎ বরুণ সন্নিধানে গমন করিলেন। (২) লোকপাল বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার আলয়ে উপনীত দেখিয়া মহতী সপর্য্যার দ্বারা পূজা করিয়া নিম্ন লিখিত বচন বলিতে লাগিলেন। তাঁহার দর্শনেই মহোৎসব হইল। (৩)

বরুণ কহিলেন প্রভো! অদ্য আমার দেহ ধারণ সফল হইল, অদ্যই আমি পরম অর্থ প্রাপ্ত হইলাম, ইহার অগ্রে সর্ব্ব রত্নাকরের অধিপতি হইয়াও এবম্বিধ অর্থ পাই নাই। ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি আপনকার পাদপদ্ম সেবা করে তাহারদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, আমিও চরণসেবক, আমার সংসার নিবৃত্তি হইল। (৪) প্রভো! আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যরূপী পূর্ণ স্বরূপ এবং সর্ব্ব জীবের নিয়ন্তা, কারণ যে মায়া লোক-

সৃষ্টি বিকল্পিত করে তাহাও আপনাকে আশ্রয় করে না, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। (৫) ভগবন্! আমার একটা মূঢ় ভৃত্য কার্য্যাকার্য্য কিছু বুঝে না, সে যে আপনকার এই পিতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, আপনি তজ্জন্য অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হয়েন। (৬) হে গোবিন্দ! হে পিতৃবৎসল! আপনকার এই পিতাকে লইয়া যাউন।

শুকদেব কহিলেন অখিলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে প্রসাদিত হইয়া আপনার পিতাকে লইয়া গেলেন এবং বন্ধুদিগের আহ্লাদ উৎপাদন করিলেন। (৭) লোকপাল বরুণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের সম্যক নমস্ক্রিয়া অবলোকন করিয়া নন্দ বিস্মিত হইয়া জ্ঞাতিগণ সন্নিধানে আসিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। (৮) হে রাজন! সেই সকল গোপও শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানিয়া সোৎসুক চিত্তে এই চিন্তা করিতে লাগিল ভগবান্ অবশ্য আমাদিগকে ব্রহ্মাখ্য স্বীয় সূক্ষ্ম স্থান প্রাপ্ত করাইবেন। (৯)

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞাতিদিগের উক্ত প্রকার সঙ্কল্প স্বয়ং অবগত হইয়া তাহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ নিমিত্ত কৃপাবশতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন (১০) ইহ লোকে জীব সকল অবিদ্যা, (দেহাদিতে অহং বুদ্ধি) এবং কাম ও কর্ম্ম দ্বারা দেব তির্য্যগাদি উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় কিন্তু তাহারা আপনাদের গতি জানে না। (১১) মহা কারুণিক বিভু ভগবান এই রূপ চিন্তা করিয়া গোপদিগকে প্রকৃতির পর যে ব্রহ্ম স্বস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠাখ্য লোক, তাহা দর্শন করাইলেন। (১২) দেহাদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের তদ্দর্শন সুসাধ্য নয় একারণ প্রথমে অজড়, অপরিচ্ছিন্ন, নির্গুণ এবং সনাতন যে ব্রহ্ম, মুনিগণ গুণাপায়ে সমাহিত হইয়া যাহা দর্শন করেন, তাহাই প্রদর্শন করিলেন। (১৩)

হে রাজন্! অক্রূর পূর্ব্বে যেখানে গিয়াছিলেন নন্দাদি গোপগণ সেই ব্রহ্মহ্রদ সংজ্ঞক যমুনায় নীত হইয়া তাহাতে মজ্জনানন্তর ব্রহ্মলোক দর্শন করেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনরায় উদ্ধৃত করিলে পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিস্ময় হয়, তাহার পর সকলে পরম আনন্দে নির্বৃত হইয়া বিবিধ বেদ বাক্যে স্তব করেন। (১৪)

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

রাস বিহারার্থ গোপীগণ সহ কথোপকথন এবং রাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান কৌতুক।

শুকদেব কহিলেন ভগবানও প্রতিশ্রুত সেই সকল রজনী শরৎকালীন উৎফুল্ল মল্লিকায় সুশোভন অবলোকন করিয়া যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক কেলি করিতে মনস্থ করিলেন। (১) তাঁহার প্রীতি নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ নিশাকর আকাশমণ্ডলে উদিত হইয়া, দীর্ঘ কালের পর সমাগত প্রিয় যেমন আপন প্রেয়সীর বদন কমল অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে বিলিপ্ত করেন তদ্বৎ, পূর্ব্বদিশার মুখ সুখতম কিরণ দ্বারা অরুণ উদয়রাগে অরুণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রে প্রাণিমাত্রের তাপগ্লানি দূরীভূত হইল। (২) ভগবান দেখিলেন নিশাকর অখণ্ডমণ্ডল হইয়া নভোমণ্ডলে উদিত

হইয়াছেন, লক্ষ্মীর বদনপ্রভার ন্যায় তাঁহার প্রভা প্রকাশ পাইতেছে এবং নবীন কুঙ্কুমবৎ অরুণ বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে অপর তদীয় কোমল কিরণে সমস্ত বনস্থলী সুরঞ্জিত হইয়াছে অতএব কেলির উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া বামলোচনাদিগের মনোহর গীত মধুর স্বরে গান করিলেন। (৩)

ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত একে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল তদুপরি আবার তাহারা অনঙ্গ বর্দ্ধন তদীয় গীত শ্রবণ করিল অতএব নিঃসাপত্ন্যে বিহার বাসনায় পরস্পর কেহ কাহাকেও স্ব২ উদ্যম জ্ঞাপন না করিয়া, যে স্থানে সেই কান্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন তথায় সত্বর আসিতে লাগিল। বেগে আগমন করাতে তাহাদের কর্ণ কুণ্ডল সাতিশয় চঞ্চল হইল। (৪) কোন২ গোপাঙ্গনা গো দোহন করিতেছিল তাহারা দোহন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্ন পাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃসারণ করিতেছিল সমুদায় ক্বাথ নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অপরা গোপী গোধূম কণান্ন রন্ধন করিতেছিল, পক্ক অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন২ গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, অন্য কএক জন পতিশুশ্রূষায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গেল। অন্য অঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল গীত শুনিবামাত্র অশন বিসর্জ্জন করিয়া প্রস্থান করিল। (৫) আর আর অঙ্গনা অঙ্গরাগ লেপন করিতেছিল, অপর কতিপয় যোষা অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিতেছিল আর কতক গুলি লোচনে অঞ্জন দিতেছিল, তাহারাও গীত শ্রবণে সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ সমীপে সত্বর গমন করিল, ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাহাদিগের বসন ও ভূষণ ঊর্দ্ধাধো ধারণ দ্বারা স্থানতঃ ও স্বরূপতঃ বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইল। (৬)

হে রাজন্! যাহাদিগের মনঃ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, তাহাদিগের কার্য্যে কোন বিঘ্নই ব্যাঘাত করিতে প্রভু হয় না। ঐ সকল ব্রজাঙ্গনার পতি, পিতৃ, ভ্রাতৃ, বন্ধু যদিও বারম্বার বারণ করিল অথাচ আপনাদের আত্মা গোবিন্দ কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়াতে মোহিত হইয়া চলিল, কোন মতেই নিবৃত্ত হইল না। (৭) যে সকল গোপী নির্গমন লাভ করিতে পারিল না তাহারা পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল ঐ সময় নিমীলিত নয়ন হইয়া অত্যর্থ চিন্তা করিতে লাগিল। (৮) হে ভারত! দুঃসহ প্রিয়বিরহ জন্য তীব্র তাপে সেই সকল গোপীর সমুদায় অশুভ বিগত হইল অর্থাৎ কৃষ্ণের অ প্রাপ্তি জন্য পরম দুঃখভোগ দ্বারা তাহাদের সমস্ত পাপ ক্ষয় পাইল এবং ধ্যান যোগে তাঁহার আশ্লেষ প্রাপ্ত হওয়াতে তজ্জন্য পরম সুখভোগ দ্বারা সমস্ত পুণ্যও প্রক্ষীণ হইল। (৯) অতএব যদিও তাহাদের উপপতি বোধ ছিল তথাচ সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়াতে তৎকালীন সুখ দুঃখ দ্বারা অশেষ কর্ম্মক্ষয় করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিল। (১০)

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন মুনে! ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কমনীয় জানিত, ব্রহ্মস্বরূপে তাহাদের পরিজ্ঞান হয় নাই, যেমন পতিপুত্রাদি সকলেই বস্তুতঃ ব্রহ্ম স্বরূপ হইলেও ব্রহ্মবুদ্ধির অভাব হেতু তদ্ব্যক্তির উপাসনায় মোক্ষ হয় না তেমনি গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্ম বুদ্ধি হয় নাই, গুণের প্রতিই চিত্ত নিয়ত আসক্ত ছিল ইহাতে তাহাদের গুণ প্রবাহের উপরতি হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি কিরূপে হইল? (১১)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! এ বিষয় অগ্রে তোমার নিকট কহিয়াছি; শিশুপাল যে প্রকারে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্বৃত্তান্ত স্মরণ কর। অপ্রিয় ব্যক্তিরা সদা শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ব্যক্তিদের কথা কি? তাঁহারা সিদ্ধি লাভ না করিবেন কেন? ফলতঃ সকল জীবেই ব্রহ্ম আছেন সত্য কিন্তু অন্যান্য জীবে তাহা আবৃত, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৃষীকেশ একারণ তাঁহাতে অনাবৃত ব্রহ্মত্ব, অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্ম বোধের অপেক্ষা নাই। (১২) রাজন্! দেহী কি প্রকারে অনাবৃত ব্রহ্ম হইবেক এমত আশঙ্কা করিও না, ভগবান অব্যয়, অপ্রমেয় নির্গুণ এবং গুণনিয়ন্তা, তাঁহার ঐরূপ দেহ ধারী হইয়া প্রকাশ কেবল মানবদিগের নিঃশ্রেয়সার্থ, তাঁহাকে অন্য দেহির সমান বলা যুক্ত হয় না। (১৩) অতএব যে কোন প্রকারে হউক ভগবানে আসক্তি মুক্তির কারণ হয়, ভগবানের প্রতি নিত্য কাম অথবা ক্রোধ কিম্বা ভয় অথবা স্নেহ কিম্বা সম্বন্ধ অথবা ভক্তি বিধান করিয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১৪) রাজন্! ইহ, ভগবানের অত্যন্ত ভার নহে অতএব এজন্য তুমি যোগেশ্বরের ঈশ্বর অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিস্ময় করিও না, জীবের কথা কি? তাঁহা হইতে স্থাবরাদিও মুক্ত হয়। (১৫)

সে যাহাহউক। সেই সকল ব্রজাঙ্গনাকে সমীপে আগতা দেখিয়া বক্তৃশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাগ্বিলাস দ্বারা মোহিত করত নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিলেন। (১৬)

গোপীদিগকে সম্বোধিয়া ভগবান্ কহিলেন হে মহাভাগা ব্রজাঙ্গনা সকল! তোমাদের সুখে আগমন হইল? আমি তোমাদের কি প্রিয় করিব? সকলে সম্ভ্রমে আসিতেছ, দেখিয়া ভয় হইতেছে, ব্রজের কুশল তো? আগমনের কারণ কি বলহ। (১৭)

একথায় গোপীদের সলজ্জ ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন এই রজনী ঘোররূপা, এখন এখানে ভয়ঙ্কর প্রাণিসকল চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছে, শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, হে সুমধ্যমা সুন্দরীগণ! এ সময় এ স্থানে স্ত্রীলোকের থাকা উচিত নয়। (১৮) তোমাদের মাতা পিতা ভ্রাতা পতি এবং পুত্রগণ তোমাদিগকে দেখিতে না পাওয়াতে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, বন্ধু বান্ধবদিগের ভয় করিতে হইবেক না। (১৯)

এতদ্বচন শ্রবণে গোপীগণ ঈষৎ প্রণয় কোপে অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিল, তাহা দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন এই কুসুমিত বন পৌর্ণমাসীর শশিকরে সুরঞ্জিত এবং যমুনাস্পর্শি পবনের মন্দ২ সঞ্চারণে কম্পমান তরুপল্লবে শোভিত হইতেছে, ইহা দেখিতে আসিয়াছিলে, দেখা হইল (২০) অতএব এক্ষণে ব্রজের প্রতি গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। হে সতীগণ! আপনাদের পতিদিগের সেবা কর গিয়া, গৃহে তোমাদের বৎস ও বালক গণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও এবং দুগ্ধাদি দোহন কর। (২১)

এ কথায় গোপীদের দৃষ্টি ক্রোধে কুঞ্চিত হইল, তদবলোকনে বলিলেন অথবা বোধ হয় আমার প্রতি স্নেহ হেতু তোমরা একপে বশীকৃত চিত্ত হইয়া এখানে আসিয়াছ, হে সুন্দরীগণ! ইহা যুক্ত বটে যেহেতু সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে। (২২) কিন্তু হে কল্যাণিনীগণ! অকাপট্যে পতির এবং তদীয় বন্ধুবর্গের শুশ্রূষা তথা পুত্র কন্যাদিগের লালন পালনই স্ত্রীলোকদিগের পরম ধর্ম্ম। যে সকল

অবলা পতিলোক অভিলাষ করে তাহাদিগের কর্ত্তব্য অপাতকী পতি দুঃশীল, অথবা দুর্ভগ কিম্বা বৃদ্ধ অথবা জড় কিম্বা রোগী অথবা নির্ধন যে কোন অবস্থাপন্ন হউক কদাপি পরিত্যাগ না করে। (২৩) অপর কুলাঙ্গনাদিগের উপপতি সংক্রান্ত সুখ স্বর্গের অহিতকর, অযশের জনক, এবং অতি তুচ্ছ, দুঃখ সম্পাদক ও ভয়াবহ অতএব ঔপপত্য সর্ব্বতোভাবে গর্হিত। (২৪) আর শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান এবং কীর্ত্তনে যেমন সহজে আমার প্রতি ভাবোদয় হইতে পারে আমার সন্নিকর্ষে তেমন হয় না অতএব বলি তোমরা গৃহের প্রতি নিবৃত্ত হও।

শুকদেব কহিলেন গোপীগণ এই প্রকারে ভগবদুক্ত অপ্রিয় বচন শ্রবণ করিয়া সঙ্কল্পভঙ্গে বিষণ্ন হওত দুরত্যয় চিন্তা প্রাপ্ত হইল। (২৫) তাহাদিগের গুরুতর দুঃখ জন্মিল অতএব শোকহইতে উদ্গত নিশ্বাস দ্বারা যাহাতে বিম্ব ফল তুল্য অধর শুষ্ক হইতেছিল তাদৃশ বদন অবনত করিয়া তুষ্ণীভূত হইয়া রহিল, কেবল চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখিত ও অশ্রু জলে কুচ কুঙ্কুম প্রক্ষালিত করিতে লাগিল। ঐ অশ্রু নয়নের কজ্জল হরণ করিয়াছিল। (২৬) সেই সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, তাঁহার নিমিত্ত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিল, অতএব পরে রোদন দ্বারা উপহত স্বং নয়ন মার্জ্জন করিয়া ঈষৎ কোপাবেশহেতু গদ্গদ বাক্যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, যিনি প্রিয়েতর প্রায় কথা কহিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিল। (২৭)

গোপীরা কহিল প্রভো! এ প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না, আমরা সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনকার পাদমূল সেবা করিতেছি, আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে গ্রহণ করুন, যেমন আদিপুরুষ দেব মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করেন, ত্যাগ করিবেন না। (২৮) হে অঙ্গ! ধর্ম্মবেত্তা আপনি পতিপুত্র বন্ধু বান্ধবগণের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম, যাহা বলিলেন, তাহা আপনাতেই বর্ত্তমান হউক, কেননা আপনিই শুশ্রূষণীয়ত্ব রূপে উপদিশ্যমান পতিপুত্রাদির অধিষ্ঠান; তাহার কারণ আপনি ঈশ্বর, ঈশ্বর ব্যতিরেকে তো পতিপুত্রাদি কিছুই সম্ভবে না। হে দেব! আপনি যে ঈশ্বর তাহার প্রমাণ এই, আপনি দেহধারিদিগের আত্মা এবং প্রিয়তর ও বন্ধু অতএব সর্ব্ব বন্ধু করণীয় আপনাতেই থাকুক। (২৯)

হে আত্মন্! শাস্ত্র নিপুণ জনগণ নিত্য প্রিয় আত্মরূপি আপনাতেই রতি করিয়া থাকেন, পতিপুত্রাদি কেবল পীড়াদায়ক, সে সকলে কি হইবেক? অতএব হে বরদ! হে ঈশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, হে অরবিন্দনেত্র, আমরা চিরকাল হইতে যে আশা ধারণ করিতেছি তাহা ছেদন করিবেন না। (৩০) হে সুন্দর! আপনি আমাদিগকে যে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন তাহা আমাদের অশক্য, কারণ আমাদিগের যে চিত্ত এতাবৎ কাল সুখে গৃহব্যাপারে রত ছিল তাহা আপনি হরণ করিয়াছেন, যে দুই কর গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, তাহাও অপহৃত হইয়াছে, আর আমাদের পদদ্বয় আপনকার পাদমূল হইতে এক পদও চলিতেছে না, আমরা কি প্রকারে ব্রজে গমন করি, গিয়াই বা কি করিব?। (৩১) হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনকার সহাস্য অবলোকন এবং সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কামাগ্নি দীপিত হইল, অধরামৃত দিয়া সেক করত তাহা নির্ব্বাণ করুন, নতুবা এই এক অগ্নি রহিল, আবার আপনকার বিরহ হইতে অন্য অনল জন্মিবেক, দ্বিবিধ দহনে দগ্ধ হইয়া, ধ্যানযোগে যোগিদের ন্যায়, আমরা আপনকার চরণ সন্নিধি প্রাপ্ত হইব। (৩২) হে অম্বুজাক্ষ! অরণ্য জন আপনকার প্রিয়তর এই কারণে কোন অরণ্যে যদবধি আমরা আপনকার

পদতল যাহা রমাকেও কদাচিৎ উৎসব প্রদান করে, তাহা স্পর্শ করিয়াছি, সেই স্থানে আপনা কর্ত্তৃক আনন্দিত হইয়া অবধি আর আমাদের অন্যের সমক্ষে অবস্থিতি করিতেও প্রবৃত্তি হয় না, অতএব স্বপতি সন্নিধানে গিয়া কি করিব, তুচ্ছবোধ হইয়াছে, তাহাদের প্রতি আর রতি হয় না, সুতরাং তাহাদের হইতে কামাগ্নি নির্ব্বাণের সম্ভাবনা বিরহ। (৩৩) ভগবন্! যাঁহার কটাক্ষ লাভ বাসনায় ব্রহ্মাদি সুরনিকর তপস্যার্থ প্রয়াস করিয়া থাকেন সেই শ্রী আপনকার বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও স্বীয় সপত্নী তুলসীর সহিত ভবদীয় পদরেণু কামনা করেন, তাহার কারণ ঐ রেণু যাবতীয় ভৃত্য কর্ত্তৃক সেবিত হয়। আমরাও শ্রীর ন্যায় আপনকার পদরেণুর শরণাপন্ন হইলাম (৩৪) অতএব হে কলুষনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা আপনকার উপাসনা করিব এই আশা করিয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগিদের ন্যায় ভবদীয় পদ মূল প্রাপ্ত হইয়াছি। হে পুরুষরত্ন! আপনকার সুন্দর সহাস্য নিরীক্ষণ দ্বারা যে তীব্র কাম জন্মিয়াছে তাহাতে আমাদের চিত্ত দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, আমাদিগকে দাস্য প্রদান করুন। (৩৫)

হে সুন্দর! আপনকার এই বদন মনোহর চূর্ণকুন্তলে আবৃত, ইহার উভয় গণ্ডস্থলে কুণ্ডলশ্রী দেদীপ্যমান, অধরে সুধা ক্ষরিতেছে এবং নেত্রদ্বয়ে সহাস্য অবলোকন, আর আপনকার ভুজদ্বয় অভয়প্রদ এবং বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর রতিজনক, এ সকল নিরীক্ষণ করিয়া দাসী হইতেই আমাদের বাসনা হইতেছে। (৩৬) হে অঙ্গ! আপনকার কলপদ অমৃতময় যে বেণুগীত, তাহাতে সম্মোহিত হইলে ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ অবলা নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পুরুষেরাও স্বধর্ম্ম হইতে চলিত হইয়া পড়ে। অপর আপনকার ত্রৈলোক্য সৌভগ এই রূপ নয়ন গোচর করিয়া কাহার্ বিস্ময় না হয়, যেহেতু গাভী, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষ সকলও পুলকে পরিপূর্ণ হইল। (৩৭) আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যেমন আদিপুরুষ দেবদেব সুরলোক গোপ্তা হইয়া জন্মিয়াছিলেন তদ্বৎ আপনি ব্রজবাসি জনগণের ভয়ার্ত্তিহারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব হে আর্ত্তবন্ধো! কৃপা করিয়া আমাদিগের উত্তপ্ত স্তনে তথা মস্তকে আপনকার করকমল নিধান করুন। প্রভো! আমরা আপনকার কিঙ্করী। (৩৮)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও স্বয়ং আত্মারাম, তথাপি সমাগত গোপীদিগের ঐ প্রকার কাতর্য্য বাক্য ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া সদয় হইলেন তদনন্তর হাস্য করিতে করিতে তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইলেন। (৩৯) প্রিয় সমাগম মাত্রে সেই সকল গোপীর বদনারবিন্দ উৎফুল্ল হইল, উদার চেষ্টাশালী ভগবান্ হরি মিলিত সেই সকল গোপীর সহিত তদ্বৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন যেমন তারাগণ সহ তারাপতি বিরাজমান হন। তৎকালে তাঁহার উদার হাস্য ও সুন্দর দন্তসকলে মনোজ্ঞ কুন্দ কুসুমবৎ দীধিতি উদ্দ্যোতিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ সেই বনিতাশত মধ্যে যূথপতি তুল্য হইয়া কখন আপনি গান করিলেন কখন বা তাহাদিগের কর্ত্তৃক উপগীত হইলেন। নদী পুলিনে প্রবেশ করিয়া পরে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ পূর্ব্বক গোপীগণ সহিত বিপিন শোভিত করত বেড়াইতে লাগিলেন। সেই পুলিন কুমুদামোদি সুশীতল পবনে সেবিত এবং হিম বালুকায় পরিপূর্ণ ছিল। (৪০) রাজন্। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাহুপ্রসারণ-আলিঙ্গন-কর- চূর্ণকুন্তল-

উরু-নীবি-স্তন ইত্যাদির স্পর্শ, তথা নখাগ্রপাত, কটাক্ষ নিক্ষেপ এবং হাস্য পরিহাস, আর ক্রীড়া দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের কাম উদ্দীপন পুরঃসর তাহাদিগকে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। (৪১) এই প্রকারে ভগবান্ এবং মহাত্মা অর্থাৎ অনাসক্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাশাৎ মান লাভ হওয়াতে সেই সকল ব্রজরমণী অত্যর্থ মানিনী হইল এবং আপনাদিগকে যাবতীয় অঙ্গনা মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিতে লাগিল। (৪২) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেশব অর্থাৎ নিজ মাহাত্ম্যে ব্রহ্মা এবং মহেশকে একত্র অনুস্যূত করিতে পারেন, তিনি ঐ সকল রমণীর ঐ রূপ সৌভাগ্যমদ এবং গর্ব্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রশমন ও তাহাদের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। (৪৩)

ইতি দশমস্কন্ধে একোন ত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বিরহ সন্তপ্ত গোপীগণ কর্ত্তৃক নিশাভাগে উন্মত্তবৎ বনে বনে ভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ।

শুকদেব কহিলেন ভগবান্ সহসা অন্তর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, হস্তিনীসকল যেমন যূথপতির অন্বেষণ করে তদ্বৎ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। (১) রমাপতির গতি, অনুরাগ, স্মিত, সবিলাস নিরীক্ষণ, মনোহর আলাপ, বিহার বিভ্রম এবং অন্যান্য বিলাস চেষ্টা দ্বারা সেই সকল অবলার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল অতএব তাঁহার প্রতি তাহাদের আত্মা সমর্পিত হওয়াতে তাহারা তদীয় তত্তৎ চেষ্টা গ্রহণ করিল অর্থাৎ তাঁহার চেষ্টার অনুকরণ দ্বারা ক্রীড়া আরম্ভ করিল। (২) অপর প্রিয়তমের গতি, ঈষদ্ধাস্য, মনোহর ঈক্ষণ এবং সুন্দর সম্ভাষণ প্রভৃতিতে তাহাদিগের মূর্ত্তি আবিষ্ট হইয়াছিল অতএব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ক্রীড়া ও বিলাস হইল সুতরাং সকলেই কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর "আমিই এই কৃষ্ণ" এবম্প্রকার কহিতে লাগিল। (৩) অপিচ উচ্চস্বরে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই গান করিতে২ এক বন হইতে অন্য বনে গমন করত তাঁহারই অন্বেষণ করিতে থাকিল আর যিনি আকাশবৎ সকল ভূতের অন্তরে অবস্থিত এবং বাহিরেও বর্ত্তমান, তরুনিকর সন্নিধানে সেই মহা পুরুষের কথা জিজ্ঞাসিতে আরম্ভ করিল। (৪)

অশ্বত্থপ্রভৃতির সমীপে গমন করিয়া বলিল হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাস্য এবং সবিলাস অবলোকন দ্বারা আমাদের মনঃ হরণ পূর্ব্বক চৌরবৎ গমন করিয়াছেন, তোমরা কি দেখিয়াছ? (৫) হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগকেশর! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার ঈষদ্ধাস্যে মানিনীদিগের দর্প চূর্ণ হয়, তিনি কি এখান হইতে গিয়াছেন? হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! ভগবান্ অচ্যুত, যিনি অলিকুলের সহিত তোমাকে সদা ধারণ করেন, যিনি তোমার অতিশয় প্রিয়, তাঁহাকে কি দেখিয়াছ? (৬)

তদনন্তর গুণাতিরেকেও অধিক নম্র, এপ্রযুক্ত যদি ইহারা দেখিয়া থাকে মনে করিয়া মালতীপ্রভৃতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিল হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! তোমরা কি দেখিয়াছ, আমাদের মাধব করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া কি এই দিক্ দিয়া গিয়াছেন? (৭)

পরে ফলাদি দ্বারা সকলের তৃপ্তিকারী এই সকল তরু দেখিতে পারে ইহা মনে করিয়া আম্রাদি সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু, হে আকন্দ! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! হে নীপ! হে অন্যান্য তরুগণ! পরার্থই তোমাদের জন্মগ্রহণ, এবং তোমরা যমুনাকূল সমীপে বাস করিতেছ ইহাতে তোমরা তীর্থবাসী। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার কথাটী বলিয়া দাও, তাঁহার বিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য হইতেছে। (৮)

তদনন্তর পৃথ্বীকে সম্বোধিয়া বলিল হে অবনি! তুমি কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলে যেহেতু কেশবের চরণস্পর্শে তোমার উৎসব হইয়াছে কেননা অঙ্গরুহ সকল দ্বারা রোমাঞ্চিতা হইয়া শোভা পাইতেছ। জিজ্ঞাসা করি তোমার এই উৎসব কি সংপ্রতি চরণস্পর্শে উৎপন্ন অথবা পূর্ব্বাবধি ত্রিবিক্রমের পদে সর্ব্বাক্রমণ হেতু হইয়াছে? কিম্বা তাহারও পূর্ব্বে বরাহ মূর্ত্তির আলিঙ্গনে জন্মিয়াছে। (৯)

পরে দৃষ্টি প্রসাদ দেখিয়া হরিণীদের কৃষ্ণদর্শন সম্ভাবনা মনে করত কহিতে লাগিল হে এণাঙ্গনাগণ! আমাদের অচ্যুত স্বীয় সুন্দর বদন ও বাহু প্রভৃতির দ্বারা তোমাদের দৃষ্টির তৃপ্তি বিস্তার করত প্রিয়ার সহিত কি সমীপগত হইয়াছিলেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণের কুন্দকুসুম মালা, যাহা কান্তাঙ্গ সঙ্গ বশতঃ তদীয় কুচ কুঙ্কুমে রঞ্জিতা হইয়াছিল, এখানে তাহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। (১০)

তদনন্তর ফলভারাবনত তরুগণকে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রণত মনে করিয়া তাহাদের নিকট প্রিয়াসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণের গতি বিলাস অবগত হইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিল হে তরুনিকর! রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ করে কমল লইয়া প্রিয়তমার স্কন্ধে নিজ বাহু স্থাপন পূর্ব্বক প্রণয়াবলোকন সহ ভ্রমণ করিতে২ আসিয়া এখানে কি তোমাদের প্রণতি অভিনন্দন করিয়াছিলেন? তিনি একাকী নহেন, তুলসীস্থ অলিকুল, যাহারা তদামোদ-মদে অন্ধ, তাহারা তাঁহার অনুগামী আছে। (১১)

পরে কতিপয় গোপী কহিল হে সখীগণ! আমাদের অনুমান হয় এই সকল লতা শ্রীকৃষ্ণ সহ সঙ্গতা হইয়া থাকিবে অতএব ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। ইহাদের আশ্চর্য্য ভাগ্য, বৃক্ষ বাহু আলিঙ্গন করিয়াও নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণের নখরস্পৃষ্টা হইয়াছে যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ইহারা উদ্গত রোমাঞ্চ ধারণ করিতেছে। হে সখীগণ! স্বপতি সঙ্গম মাত্রে এতাদৃক পুলক কদাপি সম্ভবে না। (১২)

হে রাজন্! এই প্রকারে উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে২ সেই সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ নিমিত্ত বিহ্বল হইল পরে তদাত্মিকা হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই লীলার অনুকরণ আরম্ভ করিল। (১৩)

কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অন্যা গোপী কৃষ্ণবৎ আচরণ করত তাহার স্তন পান করিতে লাগিল। অপরা গোপী আপনাকে বালকবৎ করিয়া রোদন করিতে করিতে শকটাসুরের ন্যায় আচরণ কারিণী অন্যা গোপীকে পাদ দ্বারা আহত করিল। (১৪) একজন গোপী আপনাকে তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় করিয়া অন্যা যে গোপী শ্রীকৃষ্ণের বাললীলা অভিনয় করিতেছিল তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। কোন গোপী গোপদিগের শব্দে চরণদ্বয় আকর্ষণ করত হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল। অন্যা দুই অঙ্গনা আপনাদিগকে রাম ও কৃষ্ণের ন্যায় করিল আর কতকগুলি যোষা গোপীদের ন্যায় কর্ম্ম করিতে লাগিল! একজন গোপী বৎসা-

সুরবৎ আচরণকারিণী অন্য গোপীকে বধ করিতে থাকিল, অন্যা গোপী বকাসুরবৎ আচরণকারিণী গোপীর প্রাণ নাশে রতা হইল। (১৫) অপর যদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ দূরস্থিত গাভী সকলকে আহ্বান করিয়া বংশী বাজাইতেন এক জন গোপী তদ্রূপে তাঁহার অনুকরণ করত বংশীধ্বনি করিতে করিতে ক্রীড়া আরম্ভ করিলে অন্যান্য সকল গোপী সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। অপর গোপী কোন গোপীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচিন্তা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কহিতে লাগিল অহে গোপীগণ! আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমার ললিত গতি অবলোকন করহ। (১৬) অপর "তোমরা বাত বৃষ্টিতে ভয় পাইও না, তাহা হইতে তোমাদের পরিত্রাণ বিধান করিতেছি" এই কথা বলিয়া অতিশয় যত্নে এক হস্তে আপনার উত্তরীয় বসন উপরি ভাগে ধারণ করিল। (১৭) হে রাজন্! অন্য একজন গোপী আর এক গোপীর উপর আরোহণ করিয়া আপনার চরণ দ্বারা তদীয় মস্তক আক্রমণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল অরে দুষ্ট (কালিয়!) এখনও এখান হইতে যা, অরে তুই কি জানিস্ না! আমি খল দিগের উপর দণ্ড ধারণার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছি। (১৮) সেখানে, অন্য একজন গোপী কহিতে লাগিল অহে গোপগণ। ভয়ানক দাবানল অবলোকন করহ। শীঘ্র নয়ন নিমীলিত কর, আমি তোমাদের কল্যাণ বিধান করিব। (১৯) অন্যা গোপী "ভাণ্ডভেদি নবনীত চোরকে বন্ধন করি" বলিয়া আর এক গোপীকে মাল্য দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিল। সেই বরাক্ষী ভীতা হইয়া বদন আচ্ছাদন করত ভয়ানুকরণ করিতে লাগিল। (২০)

হে রাজন্! সেই সকল গোপী তদনন্তর পুনরায় বৃন্দাবনে লতা ও তরুনিকরকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে২ গমন করিয়া বনের এক প্রদেশে সেই পরমাত্মার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল অতএব সহর্ষ হইয়া কহিল মহাত্মা নন্দনন্দনের এই সকল পদ চিহ্ন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ পদ্ম যবাদি দ্বারাই স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। (২১) পরে সেই সকল অবলা সেই সেই পদ চিহ্ন যোগে তাঁহার বর্ত্ম অন্বেষণ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু অগ্রেই বধূর পদচিহ্নে সংমিশ্রিত পদাঙ্ক দেখিতে পাওয়াতে আর্ত্তা হইয়া কহিতে লাগিল (২২) এসকল পদচিহ্ন কাহার? দেখিতেছি হস্তিনী যেমন হস্তির সহিত যায় তেমনি সেই সুভগা নন্দসূনুর সহিত গমন করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্কন্ধে আপনার প্রকোষ্ঠ বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। (২৩) যাহাহউক, সেই রমণী নিশ্চয় ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছিল, তাহা না হইলে কি গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে তাহাকে নির্জন স্থলে আনয়ন করেন। (২৪) হে সখীগণ! এই সকল গোবিন্দ পদারবিন্দ রেণু অতিশয় পুণ্য যেহেতু ব্রহ্মা মহেশ এবং রমা দেবী পাপাপনোদন নিমিত্ত এ সকলকে মস্তকে ধারণ করেন। হে সখীগণ, আমার এরূপ কহিবার তাৎপর্য্য এই আমরা এই সকল রেণুতে অভিষিক্ত হই আইস, এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে পারিব। (২৫)

অন্য গোপীরা কহিতে লাগিল হে সখীবৃন্দ! সেই রমণীর এই সকল পদচিহ্ন আমাদের অতিশয় দুঃখ জন্মাইতেছে কারণ সে একা গোপীদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিতেছে। (২৬)

অনন্তর অন্বেষণ করিতে করিতে অমিশ্রিত কেবল কৃষ্ণপদচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিল এখানে সেই সুভগার পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে না, বোধ হয় তৃণাঙ্কুর

দ্বারা প্রেয়সীর সুকোমল পদতল খিন্ন হইয়াছিল তাহাতে প্রিয়তম তাহাকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়াছিলেন অতএব এবিষয়ে সন্দেহ নাই, হে গোপীসকল! এই দেখ না বধূকে বহন করিতে করিতে কামী কৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন তজ্জন্য এস্থলে তাঁহার এই সকল পদচিহ্ন অধিক মগ্ন হইয়াছে।

তদনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া কহিতে লাগিল হে সখীগণ! এই স্থানে পুষ্প নিমিত্ত সেই মহাত্মার কান্তা স্কন্ধ হইতে অবরোপিতা হইয়াছিল কারণ এখানকার পদাঙ্ক ঐরূপ নহে। এস্থানে সেই প্রিয়তম আপনার প্রিয়ার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিয়া থাকিবেন। (২৭) অনুমান হয় পদাগ্র দ্বারা দাঁড়াইয়াছিলেন, দেখ না এখানকার পদচিহ্ন সম্পূর্ণ নয়। (২৮)

অনন্তর কৃষ্ণ জানূপরি উপবিষ্টা কৃষ্ণপ্রেয়সীর চিহ্ন দেখিতে পাইয়া কহিতে লাগিল হে সখীগণ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে কামী কৃষ্ণ এ স্থানে পুষ্পাদি দ্বারা আপনার কামিনীর কেশ প্রসাধন করিয়া দিয়াছেন, অপর তিনি কান্তার নিমিত্ত সেই সকল পুষ্প চূড়ার সদৃশ করিয়া বন্ধন করত এখানে অসংশয় বসিয়াছিলেন। (২৯)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! ভগবান্ স্বতঃ পরিতৃপ্ত এবং স্বক্রীড় ও নারী বিভ্রমে অনাকৃষ্ট হইয়াও কামিদিগের দৈন্য এবং অবলাজনের দুরাত্মতা প্রদর্শন নিমিত্ত প্রেয়সীর সহিত কেলি করিয়াছিলেন। (৩০) তৎকালে সেই কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীও আপনাকে যাবতীয় যোষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল এই প্রিয়, যে সকল গোপীর কামই বনাগমন সাধন, সেই সমস্ত গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল আমাকে ভজিতেছেন। অতএব সেই গোপী বন প্রদেশে উপনীত হইয়া সগর্ব্বে এই প্রকার কহিয়াছিল হে প্রিয়তম! আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে মানস, আমাকে তুলিয়া লইয়া চল। (৩১) রাজন্! কামিদিগের দৈন্য প্রকাশ করত ভগবান্ ঐ প্রকার উক্ত হইয়া প্রেয়সীকে কহেন তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। (৩২) কিন্তু সেই গোপী স্কন্ধারোহণে উদ্যতা হইবা মাত্র ভগবান অন্তর্হিত হয়েন সুতরাং সে অনুতাপ সাগরে পতিতা হয় (৩৩) এবং এই প্রকারে বিলাপ করে হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা রমণ! হে মহাবাহো! কোথায় রহিলে। সখে! আমি অতি দীনা, তোমার দাসী, আমাকে আপনার সন্নিধান প্রদর্শন করাও। (৩৪)

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ! যে সকল গোপী ভগবানের বর্ত্ম অন্বেষণ করিতেছিল তাহারা ঐ কর্ম্ম করিতে করিতে অদূরে প্রিয় বিশ্লেষে বিমোহিতা ঐ অবলাকে অবলোকন করিল। পরে তাহার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকাশাৎ মান প্রাপ্তি ও অবমানের বিষয় অবগত হইয়া তদীয় দৌরাত্ম্য বিবেচনা করত পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। (৩৫) তদনন্তর সেই যোষাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণার্থ বন প্রবেশ করিল এবং জ্যোৎস্না যাবৎ প্রকাশমান থাকিল তাবৎ অন্বেষণ করিতে লাগিল, পরে অন্ধকার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ঐ ব্যাপার হইতে নিবৃত্তা হইল। (৩৬)

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই সেই সকল গোপীর চিত্ত অর্পিত, তাঁহার কথাই তাহাদের আলাপ এবং তাঁহার চেষ্টাই তাহাদের চেষ্টা হওয়াতে তাহারা সর্ব্বতোভাবে তন্ময়ী হইয়া রহিয়াছিল এবং তাঁহার গুণ সকলই গান করিতেছিল। অতএব ঐ প্রকারে কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইতে না পারিলেও আপনাদের গৃহ স্মরণ করিল না। (৩৭) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে পুনরায় যমুনা পুলিনে আসিল এবং শ্রীকৃষ্ণের

আগমনার্থ আকাঙ্ক্ষান্বিত হইয়া সকলে মিলিত হওত তাঁহারই গান করিতে লাগিল। (৩৮)

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নিরাশ হইয়া কৃষ্ণগান করিতে করিতে গোপীগণ কর্তৃক তদাগম প্রার্থনা।

গোপীগণ কহিল হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে অপর তুমি এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এই কারণে কমলাও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া এস্থানে নিত্য বিরাজমানা। হে প্রিয়! এই প্রকারে তোমার কারণে যে ব্রজমণ্ডলে সকল ব্যক্তি আমোদান্বিত সে স্থানে তোমার দাসী এই সকল গোপী (যাহারা তোমার নিমিত্তই কথঞ্চিৎ প্রাণ ধরিয়া আছে,) তোমার অন্বেষণ করিয়া কাতর হইতেছে, কৃপা করিয়া দর্শন দাও। (১) হে সম্ভোগপতে, হে অভীষ্ট প্রদ, আমরা তোমার অমূল্য দাসী, তুমি যে শরৎকালীন সরোবরে সুজাত অথচ বিকসিত কমল গর্ভের কান্তিহারি নয়ন দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতেছ ইহা কি লোকে বধ বলিয়া গণ্য হয় না? শস্ত্র দ্বারা বধই কি বধ? চক্ষুর্দ্বারা বধ কি বধ নহে? অবশ্যই বধ শব্দ বাচ্য। অতএব তোমার দৃষ্টি দ্বারা অপহৃত অস্মদাদির প্রাণ প্রত্যর্পণ নিমিত্ত দর্শন দাও। (২) হে শ্রেষ্ঠ! বিষময় জল হইতে, অঘাসুর হইতে, বাত বৃষ্টি হইতে, অশনিপাত হইতে, অরিষ্টরূপী ময়াত্মজ হইতে এবং অন্য সর্ব্ববিধ ভয় হইতে কালিয় দমনাদি দ্বারা আপনি আমাদিগকে বারম্বার রক্ষা করিয়া এক্ষণে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? (৩)

সখে! তুমি যশোদার তনয় নহ কিন্তু সর্ব্ব প্রাণির বুদ্ধি সাক্ষী। ব্রহ্মা বিশ্ব পালনার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তুমি সাত্বতদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব বিশ্বপালনার্থ অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত জনের উপেক্ষা করা উচিত হয় না। (৪) হে দেব! আমরা তোমার ভক্ত, অস্মদাদির প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর। হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ! তোমার চরণ কমল প্রাণিদিগকে অভয় দেয়, আমরা সংসার ভয়ে ঐ চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া তোমার যে কর সরোরুহ লক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা বরদ, তাহা আমাদের মস্তকে নিহিত কর। (৫) সখে! তুমি ব্রজ জনের আর্ত্তিহারী। হে বীর! তোমার স্মিত নিজ জনগণের গর্ব্বনাশক। আমরা তোমার কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে নাথ, আমরা অবলা, প্রথমে আমাদিগকে চন্দ্রানন দর্শন করাও। (৬) সখে! তোমার পাদপদ্ম প্রণত প্রাণিমাত্রের পাপনাশন, পশুদেরও অনুগ, সৌভাগ্যে লক্ষ্মীর নিকেতন, বীর্য্যাতিরেক হেতু উহা কালিয় নাগের ফণায় অর্পিত হইয়াছিল, বিনয় করি ঐ চরণ আমাদের স্তনোপরি অর্পণ কর, আর আমাদের কামতরু ছেদন করিয়া ফেল। (৭) হে পুষ্করাক্ষ! তোমার মধুর বাণী সুন্দরপদাবলীসমলঙ্কৃতা এবং বুধজনের মনোজ্ঞা। এই বাণী দ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে। হে বীর, আমরা তোমার কিঙ্করী, মুগ্ধা হইয়া মারাপড়ি, অধর মধু প্রদান করিয়া জীবিত কর। (৮) হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, সুকৃতিরা ত্বদীয় কথামৃত পান করাইয়া তাহা নিবারণ

করিয়াছেন। ফলতঃ তোমার কথামৃত প্রতপ্ত জনের জীবন স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ জনগণও তাহার স্তব করেন। তাহাতে কামকর্ম্ম নিরস্ত হয়। অপর ঐ অমৃত শ্রবণ মাত্রে মঙ্গলপ্রদ এবং শান্তিদায়ক, পৃথ্বীতলে যে সকল ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাহা পান করেন অসংশয় তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বহুং দান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা অতিশয় পুণ্যবান্। হে-ভগবন্! যাহারা কেবল তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন তাঁহারা যখন ধন্য হইলেন তখন দর্শনকারিদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে দর্শন দেউন। (৯) হে প্রিয়! হে কপট! তোমার যে সকল হাস্য, সপ্রেম দর্শন, বিহার (যাহার ধ্যানেও মঙ্গল হয়) এবং নির্জ্জনে হৃদয়স্পর্শি সঙ্কেত নর্ম্ম, সে সকল আমাদের মনকে ক্ষোভিত করিতেছে। (১০) সখে! তোমার প্রতি আমাদের চিত্ত অতিশয় প্রেমার্দ্র, কি কারণে তুমি আমাদের প্রতি কপটাচরণ করিতেছ। হে কান্ত! যখন তুমি পশু চরাইতে চরাইতে ব্রজ হইতে চলিয়া যাও তখন তোমার কমলবৎ কোমল চরণ পাছে কঙ্কর এবং তৃণ ও অঙ্কুরে ক্লেশ পায় এই ভাবিয়া আমাদিগের মনঃ অতিশয় ব্যাকুল হয়। (১১) তোমার দুঃখ আশঙ্কা করিয়া আমরা ঐ রূপ হই কিন্তু তুমি সায়ংকালে আসিয়া নীলকুন্তলে আবৃত, ও গোসকলের পদ ধূলিতে ধূসরিত, পদ্মতুল্য আনন ধারণ এবং তাহা মুহুর্মুহু প্রদর্শন করত আমাদের মনোমধ্যে কেবল কামই জন্মাইয়া দাও, সঙ্গ দাও না, ইহাতে তোমাকে কপট ভিন্ন আর কি বলিব। (১২) কিন্তু এক্ষণে কপাট্য পরিত্যাগ কর। হে আধিহারিন্! হে রমণ! তোমার এই চরণপদ্ম প্রণতজনের কামদ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, ধরণীর ভূষণ, আপদকালে ধ্যেয় অর্থাৎ ধ্যানমাত্রে আপদ নিবারণকারী এবং সেবা সময়েও সুখস্বরূপ, দয়া করিয়া কামতাপ শান্তি নিমিত্ত ইহা আমাদের স্তনে অর্পণ করহ। (১৩) হে বীর! তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধক, শোক নাশক ও শব্দায়মান বেণুতে সুন্দররূপে চুম্বিত, ঐ অধরামৃতে মানবগণের সার্ব্বভৌমাদি সুখেচ্ছাও বিস্মরণ হয়, কপটতা পরিহার পূর্ব্বক ইহা আমাদিগকে বিতরণ করহ। (১৪)

হে প্রিয়! দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর তখন তোমাকে না দেখাতে প্রাণিমাত্রের পক্ষে ক্ষণার্দ্ধ কালও যুগবৎ অতিশয় দুর্যাপনীয় বোধ হয় এবং দিনান্তে তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার শোভন বদন অবলোকন করিয়া নিমেষ মাত্র ব্যবধানও অসহ্য হওয়াতে সেই সকল প্রাণির নিকট চক্ষুর পক্ষ্মকারী ব্রহ্মা মন্দ বলিয়া গণ্য হন। (১৫) অতএব তোমার অদর্শনে অতুল দুঃখ এবং দর্শনে পরম সুখ প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, পতি-পুত্র-জ্ঞাতি-ভ্রাতৃ-বান্ধব, সমুদায় পরিত্যাগ করত আমরা তোমার সমীপে আসিয়াছি। হে অচ্যুত! তুমি আমাদের আগমন কারণ জান তোমারই উচ্চ গীতে আমরা মোহিত হইয়াছি। হে কিতব! রাত্রিকালে স্বয়ং আগতা এবম্বিধ যোষাদিগকে তোমা ব্যতিরেকে কোন্ পুরুষ পরিত্যাগ করে? কেহই করে না। (১৬)

হে প্রিয়! তোমার নির্জ্জন স্থানের নর্ম্ম সঙ্কেত এবং যাহাতে কামোদয় হয় তাদৃশ সহাস্য বদন তথা সপ্রেম অবলোকন, অপর লক্ষ্মীর নিকেতন ত্বদীয় বিশাল বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মিতেছে এবং সেই স্পৃহা দ্বারা মুহুর্মুহু মনঃ মুগ্ধ হইতেছে। (১৭) প্রভো! তোমার এই প্রকারে আবির্ভাব ব্রজবনবাসি সকল ব্যক্তিরই দুঃখ নিরসনার্থ এবং ইহা সর্ব্ব মঙ্গল স্বরূপ অতএব ত্বদর্থ স্পৃহা দ্বারা আমাদের মনঃ রুগ্ন হইতেছে, স্বজনের মানস রোগের নিবর্ত্তক গোপনীয় ঔষধ

যাহা, তুমিই তাহা জান, কার্পণ্য পরিহার করিয়া আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রদান কর। (১৮)

অবশেষে প্রেমপ্রধর্ষিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমরা স্তনের উপরে সম্মর্দ্দন শঙ্কায় আস্তে২ ধারণ করিয়াথাকি তুমি সেই চরণ দ্বারা এখন অটবী পরিভ্রমণ করিতেছ। তোমার সেই চরণ কমল কি সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে। তাহাই ভাবিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে কারণ তুমিই আমাদের পরমায়ু। (১৯)

ইতি দশমস্কন্ধে এক ত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বিরহালাপ শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং প্রেম বিহ্বল গোপীগণের প্রতি সান্ত্বনা।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে সাতিশয় স্পৃহা হইয়াছিল অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনেক প্রকার প্রলাপ এবং বিবিধ গান করিয়া শেষে অধীর হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। (১) তদবলোকনে দয়ালু ভগবান্ পীতাম্বরধারী ও মাল্যালঙ্কৃত হইয়া সস্মিতবদনে তাহাদের সমক্ষে একপে আবির্ভূত হইলেন যে দেখিবা মাত্র বোধ হইল ইনি জগন্মোহন কামদেবেরও মনোমধ্যে উদ্গত যে কাম, যেন তাহারও সাক্ষাৎ মোহজনক। (২) যাহা হউক। সেই প্রিয়তমকে আগত অবলোকন করিয়া সেই সকল অবলার লোচন প্রাপ্তিহেতু উৎফুল্ল হইল এবং প্রাণকে আগত দেখিয়া হস্ত পদাদি অবয়ব সকল যদ্রূপ সহর্ষে যুগপৎ উত্থিত হয় তাহার ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সকলে একেবারে উত্থান করিল। (৩) পরে কোন গোপী আনন্দে আপনার সংহত করদ্বয়ে তদীয় কর কমল গ্রহণ করিল। কোন গোপী চন্দন চর্চ্চিত তদীয় বাহু স্বীয় স্কন্ধে ধরিল। কোন গোপী তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল অঞ্জলি পাতিয়া লইতে লাগিল। আর বিরহ সন্তপ্তা কোন গোপী তদীয় চরণকমল আপনার স্তনোপরি নিহিত করাইল। (৪) এক জন গোপী প্রণয় কোপাবেশে বিবশা হইয়া ভ্রূদ্বয় কুটিলীকৃত করত ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক চাহিয়া রহিল। সে কটাক্ষ জন্য পরিভব দ্বারা যেন তাড়না করিতে লাগিল। (৫) অন্যা গোপী শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ সম্যক প্রকারে সেবিত হইলেও অনিমিষ নয়নে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিল পরন্তু সাধু পুরুষেরা তদীয় চরণ সেবা করিয়া যেমন পরিতৃপ্ত হন না তদ্বৎ তৃপ্ত হইতে পারিল না। (৬) কোন অবলা স্বীয় নেত্র রন্ধ্র দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া নয়ন দ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত যোগির ন্যায় পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দসংযুতা হইয়া থাকিল। (৭)

রাজন্! সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন রূপ পরমানন্দে নির্বৃতা হইয়া বিরহ জন্য সন্তাপ তদ্বৎ পরিত্যাগ করিল যেমন মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ঈশ্বর প্রাপ্ত হইয়া সংসার তাপ মোচন করেন। (৮) হে তাত! যেমন পরমাত্মা সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া শোভা পান্ তাহার ন্যায়, বিধূত পাপা সেই সকল গোপীতে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ অচ্যুত সমধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন। (৯) সে যাহাহউক। তদনন্তর

ভগবান্ সেই সকল গোপী লইয়া যমুনাপুলিনে প্রবেশ করিলেন। তথায় বিকসিত কুন্দ ও তদ্রূপ মন্দার পুষ্পের সৌরভে সুরভি আনিলে অলিকুল চঞ্চল হইতে ছিল (১০) অপর শারদ শশধরের রশ্মি সমূহে রাত্রিকালীন তিমির বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, অতএব সে স্থান সর্ব্বতোভাবে সুখকর ছিল। অপিচ কালিন্দীর হস্তরূপ তরঙ্গ দ্বারা তথায় কোমল বালুকা উদ্ধাত হইয়াছিল। এই সকল কারণেই গোপীবৃন্দ লইয়া পুলিনে প্রবেশ করিলে তাহাদিগের দ্বারা পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের সমধিক শোভা হয়। (১১)

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জন্য আনন্দে গোপীদিগের হৃদ্গত রোগ দূরীভূত হইয়া গেল অতএব যেমন শ্রুতি সকল কর্ম্ম কাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া তত্তৎ কামানুবন্ধ দ্বারা অপূর্ণের ন্যায় থাকিয়া জ্ঞানকাণ্ডে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার দ্বারা তদাহ্লাদে পূর্ণ হওত কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করে তদ্বৎ সেই সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ণকামা হইল। পরন্তু আপ্তকামা হইয়াও তাহারা প্রেম বশতঃ কুচকুঙ্কুমাচিত স্ব২ উত্তরীয় দিয়া অন্তর্যামি সেই ভগবানের নিমিত্ত আসন রচনা করিল। (১২) যোগেশ্বরগণ স্ব২ হৃদয় মধ্যে যাঁহার আসন কল্পনা করেন সেই ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভা গত হইয়া তাহাদের কল্পিত সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহাদের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর ত্রৈলোক্য শোভার এক আধার রূপে প্রকাশমান হইয়াছিল। (১৩)

রাজন্! সেই সকল গোপীর ঈক্ষণ হাস্যলীলায় সুশোভন এবং ভ্রু বিলাস বিভ্রমে ভূষিত। তাহারা অনঙ্গদীপন সেই ভগবানের কর ও চরণ সম্মর্দ্দন দ্বারা সেবা করিয়া ঈষৎ কোপাবেশে এই বচন প্রয়োগ করিল (১৪) হে শ্রীকৃষ্ণ! কোন ব্যক্তিরা ভজনাকারি প্রাণিদিগকে তাহাদের ভজনানুসারে ভজনা করিয়া থাকে, কোন২ ব্যক্তি তাহার বিপর্য্যয় করত ভজনার অপেক্ষা না করিয়া, যাহারা ভজনা না করে তাহাদিগকেও ভজনা করে, অন্য ব্যক্তিরা কি ভজনাকারী, কি অভজনকারী, উভয়বিধ ব্যক্তিকেই ভজনা করে না, এ কি ব্যাপার? আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া বল। (১৫)

ভগবান্ কহিলেন হে সখীগণ! যাহারা উপকারক প্রত্যুপকারক স্বরূপে পরস্পর উপাসনা করে তাহারা অন্যের উপাসনা করে না, আপনারই উপাসনা করিয়া থাকে ইহার অন্যথা নাই, কেননা স্বার্থ নিমিত্তই তাহাদের একান্ত উদ্যম। অতএব ঐরূপ উপাসনায় সৌহৃদ্য হয় না, সুতরাং তাহাতে সুখও নাই, ধর্ম্মও নাই। (১৬) কিন্তু যাহারা ভজনা করে না, যে সকল ব্যক্তি, তাহাদিগের ভজনা করেন, পিতা মাতার ন্যায় তাঁহারা দুই প্রকার, এক দয়ালু, দ্বিতীয় স্নিগ্ধ। তন্মধ্যে দয়ালু ব্যক্তিদিগের ঐ কর্ম্ম দ্বারা নিষ্কল ধর্ম্ম হয় আর স্নিগ্ধ ব্যক্তিদের সৌহৃদ্য লাভ হইয়া থাকে। (১৭)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কতকগুলি আত্মারাম অর্থাৎ অপরাগদর্শী, কতিপয় আপ্তকাম পুরুষ (যাহারা পূর্ণকামত্ব প্রযুক্ত বিষয় পাইয়াও ভোগেচ্ছা রহিত) আর মূঢ় ও কৃতঘ্ন এই চারি প্রকার ব্যক্তিরা ভজনাকারি লোকদিগকেও ভজনা করে না, ইহাতে যাহারা ভজনা না করে তাহাদিকে যে ভজনা করিবে তাহার সম্ভাবনা কি? (১৮) হেসখীগণ! ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে আমি কেহই নহি, আমি পরম কারুণিক এবং পরম সুহৃৎ, কারণ ভজনাকারি এই সকল ব্যক্তির নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তি নিমিত্ত

ইহাদিগকে ভজনা করি না। যেমন অধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া নষ্ট করিলে কেবল সেই ধনের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া থাকে, অন্য কিছুই জানিতে পারে না. (১৯) সেইরূপ তোমরা যুক্তাযুক্ত বিবেচনা না করিয়া আমার নিমিত্ত লোক পরিত্যাগ করিয়াছ এবং ধর্ম্মের পরীক্ষা না করিয়া বেদ ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছ, ও স্নেহ ত্যাগহেতু জ্ঞাতি পরিহার করিয়াছ, অতএব তোমাদের ধ্যান প্রবৃত্তি নিমিত্ত পরোক্ষ ভাবে আনুগত্য করিয়া যেন তোমাদের প্রেমালাপ শুনি নাই এতদ্রূপ ভাব ব্যক্ত করত অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। হে অবলাগণ ! হে প্রিয়া সকল ! এই সকল বিবেচনা করিয়া তোমরাও আমার প্রতি দোষারোপ করিতে যোগ্য হও না। (২০) হে সুন্দরীবৃন্দ ! তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য, তোমাদের প্রতি আমি চিরকালেও স্বীয় সাধু কৃত্য করিতে সমর্থ হইব না, তোমরা দুর্জ্জর মোহ শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ। কিন্তু আমার মনঃ অনেকের প্রতি প্রেমাবদ্ধ এপ্রযুক্ত একনিষ্ঠ হয় নাই, অতএব তোমাদেরই সাধুকৃত্য দ্বারা তোমাদের কৃত সাধু কৃত্যের বিনিময় হইল। অর্থাৎ তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম, প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারিলাম না। (২১)

ইতি দশম স্কন্ধ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

গোপী মণ্ডল মধ্যগ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যমুনাবনকেলি করণক প্রিয়াগণ সহ বিহার।

শুকদেব কহিলেন রাজন্। ভগবানের এই প্রকার সুকোমল বচনাবলী শ্রবণ করিয়া গোপীসকল বিরহ জন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিল এবং তাঁহার কর চরণাদি অবয়ব স্পর্শে তাহাদের সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ সমৃদ্ধ হইল। (১) গোপীগণ পরস্পর পরস্পরের বাহু গ্রথিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলে ভগবান গোবিন্দ প্রীত ও অনুব্রত সেই সকল স্ত্রীরত্ন সহ মিলিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। (২) অতএব গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত রাসোৎসব প্রবৃত্ত হইল। সেই সকল অবলা মণ্ডল রূপে অবস্থিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দুই দুই জনের মধ্যেস্থানে একরূপে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দুই পার্শ্বে দুই দুই জনের গলদেশ একরূপে আলিঙ্গন করিলেন যে তাহারা প্রত্যেকে তাঁহাকে স্ব২নিকটস্থ এবং ইনি আমাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন এইরূপ বোধ করিতে লাগিল। রাজন্! একাকী শ্রীকৃষ্ণ কিপ্রকারে সকল গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে সকলকে আলিঙ্গলন করিলেন এমত সংশয় করিও না, ভগবান্ যোগেশ্বর অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, কিছুই তাঁহার অসাধ্য নয়। (৩) সে যাহাহউক ! এই ব্যাপার দর্শন নিমিত্ত দেব দেবী দিগের অন্তঃকরণ অত্যর্থ উৎসুক হইল। অতএব তৎক্ষণেই সস্ত্রীক দেবগণের শত শত বিমানে গগণ মণ্ডল সঙ্কুল হইল। তাহার পর দুন্দুভি সকল বাদিত এবং পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, আর প্রধান২ গন্ধর্ব্বগণ সস্ত্রীক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশঃ গান করিতে আরম্ভ করিল (৪)। হে মহারাজ ! রাস মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহারকারিণী সেই সকল রমণীর বলয় নূপুর এবং কিঙ্কিণীনিকরের ধ্বনি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইল। (৫) রাজন্! যদ্রূপ সুবর্ণময় মণি সকলের মধ্যে মধ্যে থাকিলে মহানীল

মণি সাতিশয় শোভা পায় তাহার ন্যায় সেই সমস্ত স্বর্ণবর্ণা গোপীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া আলিঙ্গিত। সেই সকল অবলা দ্বারা ভগবান্ দেবকীনন্দন অত্যর্থ শোভা পাইতে লাগিলেন। (৬) পরন্তু গোপীদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যদ্রূপ শোভা হইল গোপীগণও তাঁহার দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। কারণ পদন্যাস, কর-চালন, সস্মিত ভ্রূবিলাস, আভুগ্ন মূর্দ্ধভাগ, সকম্প স্তনমণ্ডল, চঞ্চল বসন এবং গণ্ডস্থলে দোলায় মান কুণ্ডল দ্বারা গোপীদিগের বদনে স্বেদবিন্দু উদীর্ণ এবং কবরী ও কাঞ্চীর গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল অতএব তাহারা কৃষ্ণ গুণ গান করিতে করিতে-মেঘচক্রে বিদ্যুতের ন্যায় সাতিশয় বিরাজমানা হইল। ফলতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বহুবিধ, ইহাতে তিনি সে সময় মেঘচক্রের সদৃশ হওয়াতে গোপীগণ যেন বিদ্যুৎ, স্বেদবিন্দু যেন জলধারা, এবং সংগীত যেন মেঘগর্জ্জন তুল্য হইয়াছিল। (৭) সে যাহাহউক। তদনন্তর রতিপ্রিয়া সেই সকল অঙ্গনা নৃত্য করিতে করিতে উচ্চ-স্বরে গান আরম্ভ করিল। সেই গানে যেন ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিত সেই সকল গোপীর কণ্ঠদেশ নানা রাগে অনুরঞ্জিত হইয়াছিল (৮) হে মহারাজ! তদ্দর্শনে সাধু! সাধু! বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মান করিলে কোন গোপী তাঁহার সঙ্গে অমিশ্রিত ষড়জাদি স্বরালাপ উন্নয়ন করিল কিন্তু সে সকল স্বরালাপ শ্রীকৃষ্ণের উন্নীত স্বরালাপে সঙ্কীর্ণ হইল না (৯) বরঞ্চ সেই ষড়জাদি স্বরের উন্নয়নকে ধ্রুব অর্থাৎ তালবিশেষ করিয়া ঊর্দ্ধে নীত করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীকে বহু২ ধন্যবাদ দিলেন। (১০)

রাজন্! নৃত্যগীতাদি দ্বারা কৃষ্ণসম্মানিতা সেই সকল অবলা মধ্যে কোন গোপী রাসে পরিশ্রান্তা হইয়া গদাধারি হরির পার্শ্বে গিয়া অবস্থিতা হইল এবং বাহু দ্বারা তদীয় স্কন্ধ গ্রহণ করিল। অতএব তাহার হস্তের বলয় ও মস্তকের মল্লিকা শ্লথ হইয়া পড়িতে লাগিল। (১১) তথায় অন্য একজন গোপী আপনার স্কন্ধস্থিত কৃষ্ণবাহু (যাহা চন্দন চর্চ্চিত ছিল এবং যাহাতে উৎপলের সৌরভ বহিতে ছিল) আঘ্রাণ করিয়া রোমাঞ্চিতা হইল এবং আনন্দে গান করিতে লাগিল। (১২) কোন কামিনী নৃত্য বশতঃ চঞ্চল কুণ্ডলদ্বয়ের কিরণে বিদ্যোতিত প্রিয়তমের গণ্ড আপনার তথাবিধ গণ্ডস্থলে ধারণ করিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তাম্বূল চর্ব্বিত দিলেন। (১৩) কোন গোপী নৃত্য গীত করিতে২ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বগতা হইয়া তদীয় মঙ্গলকর করকমল আপ-নার কুচমণ্ডলে স্থাপন করিল। রাজন্! অনবরত নৃত্য করাতে সেই গোপীর নুপুর ও মেখলা যেন মুখরিত হইয়াছিল (১৪) অন্যান্য গোপীরা কমলার একান্ত বল্লভ কম-নীয় কান্ত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহা কর্ত্তৃক বাহুদ্বয়দ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইল এবং তদীয় গুণ গান করত বিহার করিতে লাগিল। (১৫) রাজন্! বলয়, নুপুর, এবং কিঙ্কিণী ধ্বনি করিতে২ সেই সকল গোপীই রাস সভায় ভগবানের সহিত নৃত্য করিল। কর্ণোৎপল, চূর্ণকুন্তল, অলকালঙ্কৃত কপোল এবং স্বেদ কর্ণনিকর দ্বারা তাহাদের বদনে পরম শোভা হইয়াছিল। অপর তাহাদের কেশ হইতে কুসুমমালা বিস্রস্তা হইয়া পড়িয়া-ছিল তাহাতে এরূপ বোধ হইয়াছিল যেন তাল মান দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কেশ সকল মস্তকের পুষ্প কম্পিত করিয়া পদতলে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে অতএব সেই রাসসভায় ভ্রমর নিকরই গায়ক হইয়াছিল। (১৬)

সে যাহা হউক। গোপীগণ যদ্রূপ ভগবানের সহিত বিবিধ বিভ্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিল আলিঙ্গন, করাভিমর্ষণ, স্নিগ্ধ অবলোকন, উদ্দাম বিলাস

ও উদ্দাম হাস্য করত রমাপতিও তদ্রূপ সেই সকল ব্রজাঙ্গনার সহিত সেই প্রকারে কেলি করিলেন যেমন বালক আপনার প্রতিবিম্ব সহিত ক্রীড়া করে। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ আপনারই সর্ব্বকলা কৌশল এবং সৌগন্ধ্য লাবণ্য মাধুর্য্যাদি ব্রজাঙ্গনাসকলে সঞ্চারিত করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিলেন। (১৭) হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গে গোপীদিগের প্রকৃষ্ট প্রীতি জন্মিল তাহাতে তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল এরূপ আকুল হইল যে কুন্তল, দুকূল, এবং স্তনা বরণ শ্লথ হইয়া পড়িয়া গেলেও যথার্থ রূপে পূর্ব্ববৎ ধারণ করিতে পারিল না। তাহাদের মাল্য ও অলঙ্কার সকলও বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল (১৮।) হে মহারাজ! কেবল গোপীকুল ব্যাকুল হইল এমত নহে, দেবাঙ্গনাগণও শ্রীকৃষ্ণকেলি অবলোকনে কামার্দ্দিত হইয়া মুগ্ধ হইলেন। অপর তারাগণ সহ তারাপতিরও বিস্ময় জন্মিল। হে ভরতর্ষভ! নিশাকর বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপনার গতি বিস্মৃত হইলে সুতরাং তাঁহার অগ্রবর্ত্তী গ্রহ সকল ও নিশ্চল হইল অতএব সুদীর্ঘা রজনীতে গোপীগণ যথাসুখে বিহার করিতে লাগিল। (১৯) রাসস্থলে যত সংখ্যক গোপী ছিল শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পূর্ব্ব প্রার্থনা এবং আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া আপনাকে তত সংখ্যক করিলেন এবং যদিও আপনি আত্মারাম, তথাপি লীলা নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ক্রীড়া করিলেন। রাজন্! সেই সকল রমণী রতিক্রীড়ায় শ্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতিশয়তা হেতু প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় শুভ করতল দিয়া তাহাদের বদন মার্জ্জন করিয়া দিতেন। (২০) গোপীগণ উজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল এবং কুন্তলের কান্তিতে গণ্ডস্থলে যে শোভা হইয়াছিল তজ্জন্য অমৃত তুল্য হাস্য এবং মনোহর অবলোকন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত তদীয় কর্ম্ম সকলের গান করিত এবং তাঁহার নখর স্পর্শে তাহাদের পরম প্রমোদ জন্মিত। (২১)

যেমন প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া পরিশ্রান্ত গজরাজ গজীগণ সহ জলপ্রবিষ্ট হয় তাহার ন্যায় তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রান্ত হইয়া শ্রমাপনয়ন নিমিত্ত সেই সকল গোপী সহিত সরোবরে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে ভগবান্ স্বয়ং লোক-মর্য্যাদা অতিক্রমণ করিয়াছিলেন। (২২) অতএব ঐ রূপে তিনি জলে অবগাহন করিলে গোপীদের অঙ্গ সঙ্গে সম্মর্দ্দিতা যে মালা, যাহা তাহাদের কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিতা হইয়াছিল, তত্রস্থ গন্ধর্ব্বপতি তুল্য সুগায়ক ভ্রমর নিকরও তাঁহার অনুগামী হইল। (২৩) সে যাহা হউক। জলমধ্যে যুবতীবৃন্দ বারম্বার তাঁহার উপর জল প্রক্ষেপ করিতে লাগিল এবং হাস্য করিতে করিতে প্রেমভরে ইতস্ততঃ চারিদিকেই জল দিয়া আর্দ্রীকৃত করিল। ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও গজেন্দ্র তুল্য লীলা প্রকাশ করত সেই গোপীমণ্ডল মধ্যে ক্রীড়া করিলেন। তদ্দর্শনে বিমানচারী দেবগণ পুষ্প বর্ষণ পুরঃসর নানা প্রকারে স্তব করেন। (২৪)

তদনন্তর মদমত্ত মতঙ্গ যদ্রূপ করেণুগণ সহ ভ্রমণ করে তদ্বৎ ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনার উপবনে বিহার আরম্ভ করিলেন। তথাকার দিক এবং স্থল সকলে সুখস্পর্শ পবন বহিতেছিল। সেই বায়ু জলজ ও স্থলজ পুষ্প সকলের সৌরভে সাতিশয় সুরভি হইয়াছিল। (২৫) হে রাজন্! সত্য সঙ্কল্প এবং অনুরাগি স্ত্রীকদম্বে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে সকল রজনী রাসক্রীড়া করেন। সেই সমস্ত নিশার বর্ণনা কি করিব, সে সকল নিশাকরকরে বিরাজিত অতএব

শরৎকালীন অথচ কাব্যে কথ্যমান যে সকল রস, তত্তাবতের আশ্রয়। পর ভ ভগবান্ ঐ রূপে যুবতী বৃন্দ সহ কেলি করিলেও তাঁহার শুক্র আপনাতেই অবরুদ্ধ ছিল, স্খলিত হয় নাই। (২৬)

রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! আপনি কহিয়াছিলেন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম প্রশমন নিমিত্ত ভগবান জগদীশ্বর অংশে অবতীর্ণ হয়েন, তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম মর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা, এবং রক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে তদ্বিপরীত (অধর্ম্ম,) আচরণ করিলেন? মুনে! ইহা কলঞ্জ ভক্ষণাদিবৎ অধর্ম্ম মাত্র নহে কিন্তু পর স্ত্রী বলাৎকার মহা সাহস। (২৭) যদি বলেন আপ্তকাম পুরুষের ইহা অধর্ম্ম নহে, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই—যদি যদুপতি আপ্তকাম, তবে কি অভিপ্রায়ে নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন। হে সুব্রত! এ বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় হইল, ছেদন করুন। (২৮)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অধীশ্বরদিগেরও ধর্ম্ম ব্যতিক্রম ও সাহস দৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তি তেজস্বী, একারণ তাঁহাদের উহা দোষার্থ হয় না, যেমন অগ্নির সর্ব্ব ভক্ষণ দোষার্থ নহে। (২৯) কিন্তু যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র, তাহাদের কদাপি মনোদ্বারাও ঐরূপ আচরণ কর্ত্তব্য নহে। যেমন রুদ্র ব্যতিরিক্ত ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিলে বিনষ্ট হয় তেমনি মূঢ়তা প্রযুক্ত দেহাদির পরতন্ত্র পুরুষ ঐ রূপ আচরণ করিলে বিনষ্ট হইবেক। (৩০) হে মহারাজ! ঈশ্বরদিগের বচন সত্য অতএব তাঁহারা যাহা বলেন তাহা অবশ্যই আচরণ করিবেক কিন্তু তাঁহাদের আচরিত সর্ব্বত্র সত্য নহে, কোথাও কোথাও সত্য হয়, অএতব তাঁহাদের বাক্যে যাহা২ কথিত অবিরুদ্ধ তত্তৎ আচরণই কর্ত্তব্য। (৩১) রাজন্! অধীশ্বরদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরকালে অথবা ইহকালে কোন অর্থ সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহারা অহঙ্কার বর্জ্জিত, ইহাতে তদ্বিপর্য্যয়েও অর্থাৎ অসৎ কার্য্যাচরণেও কোন প্রকার অনর্থ সম্ভাবনা বিরহ। (৩২) অতএব যদি অধীশ্বরদিগের কুশল অকুশল আচরণ জন্য ফল না হইল তবে যিনি অখিল সত্ত্বের এবং তির্য্যক্ মানব দেবতার তথা সকল ঈশিতব্যের ঈশ্বর, তাঁহার কুশল অকুশল সম্বন্ধ কি রূপে হইবেক? (৩৩) হে মহারাজ! যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ সেবনে তৃপ্ত মুনিগণ যোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধ মোচন পুরঃসর স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন, কোন প্রকারে বন্ধন প্রাপ্ত হন না, তাঁহার ইচ্ছায় শরীরবন্ধ কোথা হইতে হইবেক? (৩৪) যিনি গোপীদিগের এবং তাহাদের পতিসকলের তথা সমস্ত দেহির অন্তঃকরণচারী, বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, সেই এই ভগবান্ কেবল লীলাহেতু দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের তুল্য শরীরী নহেন, তাঁহার দোষ সম্ভাবনা কি? (৩৫) ফলতঃ যদিও ভগবান্ আপ্তকাম তথাপি ভক্ত জনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত মনুষ্য দেহ অবলম্বন করিয়া তাদৃশী ক্রীড়া করেন যাহা শুনিয়া লোকে তৎপর হয়। অর্থাৎ শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচিত্ত যে সকল ব্যক্তি বহির্মুখ, তাহাদিগকেও আত্মপরায়ণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং তদ্রূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (৩৬) রাজন্! ব্রজবাসি জনগণ ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়াছিল অতএব তাহারা ঐ রূপ আচরণেও তাঁহার প্রতি অসূয়া করে নাই। ফলতঃ ভগবন্মায়ায় তাহারা স্ব২ দারদিগকে আপনাদের পার্শ্বেই অবস্থিত বোধ করিত! (৩৭)

সে যাহা হউক। ক্রীড়া করিতে করিতে যখন নিশাবসান হইয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল তখন বাসুদেব গোপীদিগকে স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিতে অনুমতি

দিলেন। অতএব সেই সকল ভগবৎপ্রিয়া অবলা অনিচ্ছু হইয়াও স্বং ভবনে গমন করিল। (৩৮)

হে মহারাজ! ভগবান্ বিষ্ণুর ব্রতাঙ্গনাগণ সহ এই ক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ অথবা বর্ণন করিবেন তিনি ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরে সুধীর হওত হৃদয়ের রোগরূপ কাম আশু পরিত্যাগ করিবেন। (৩৯)

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কর্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দের মোচন এবং শঙ্খচূড় বধ।

শুকদেব কহিলেন এক সময় দেবযাত্রা উপলক্ষে গোপালগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বৃষ বাহিত শকটোপরি আরোহণ পূর্ব্বক অম্বিকা কাননে গমন করিলেন। তথায় সরস্বতী জলে স্নান করিয়া ভক্তি সহকারে বিবিধ উপহার দিয়া পরম বিভু দেবদেব পশুপতির তথা মহাদেবী অম্বিকার অর্চ্চনা করিলেন। (১) এবং আমাদের প্রতি দেবতা প্রীত হউন এই সঙ্কল্প করিয়া আদর পুরঃসর ব্রাহ্মণদিগকে গো, হিরণ্য, বসন তথা মধু সহিত অন্ন প্রদান করিলেন (২) রাজন্! ধৃতব্রত মহা-ভাগ নন্দ সনন্দক প্রভৃতি সকল গোপেরই জলমাত্র ভোজন পুরঃসর উপবাসী হইয়া সরস্বতীতীরে সেই রাত্রি বাস হইল। (৩) নিশাভাগে সকলে অবস্থিত আছেন ইতি মধ্যে একটা মহা উরগ অত্যর্থ বুভুক্ষিত হইয়া অলক্ষিতরূপে যদৃচ্ছাক্রমে সেই বিপিনে আসিয়া এবং শয়ান নন্দকে সহসা গ্রাস করিল।

অহিগ্রস্ত হইবামাত্র, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করে, হে তাত! আমি শরণাগত, আমাকে মুক্ত কর, বলিয়া গোপরাজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। (৪) রাজন্! গোপরাজের আর্ত্তনাদ শ্রবণমাত্রে গোপালগণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল এবং অহিগ্রস্ত দেখিয়া সম্ভ্রান্ত হওত সত্বর জ্বলন্ত কাষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। (৫) উরঙ্গম যদিও বারম্বার প্রজ্বলিত দারু দ্বারা প্রতা-ড়িত হইতে থাকিল তথাচ নন্দকে পরিত্যাগ করিল না। অতএব সাত্বত পতি ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া পদদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিলেন। (৬) হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমচ্চরণ স্পর্শ মাত্রে তাহার দুরদৃষ্ট বিনষ্ট হইল অতএব সে সর্প শরীর পরিহার করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদ্যাধর মধ্যে পূজিত স্বীয় রূপ ধারণ করিল। (৭)

সে ব্যক্তি হেমমালালঙ্কৃত দীপ্যমান দেহে প্রণত হইয়া সম্মুখে অবস্থিত হইলে ভগবান্ গোপ জন সমাজে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ নিমিত্ত অজ্ঞের ন্যায় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন (৮) অহে! তুমি যে শুভদর্শন, পরম শোভায় শোভিত হই-তেছ, তুমি কে? কি প্রকারে অবশ হইয়া এতদ্রূপ গর্হিতা গতি প্রাপ্ত হইয়া ছিলে।

সর্প উত্তর দিল ভগবন্! আমি সুদর্শন এই আখ্যায় বিখ্যাত একজন বিদ্যাধর, আপন রূপ সম্পত্তি রূপ শ্রীর সহিত বিমানারোহণে দিক্ সকলে পর্য্যটন করিতে ছিলাম। (৯) আত্মরূপে দর্পিত থাকাতে বিরূপ আঙ্গিরস ঋষিদিগকে দেখিয়া উপহাস করি। তাঁহারা উপহসিত হইয়া আমার পাপের কারণ আমাকে সর্প-যোনি প্রাপ্ত করান্। (১০) কিন্তু সেই সকল সকরুণ মুনি আমার প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্তই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন কারণ তাঁহাদের সেই শাপ হইতে লোকগুরু

আপনকার পদদ্বারা স্পৃষ্ট হইলাম, আমার সমস্ত অশুভ দূরীভূত হইল। (১১) হে দুঃখনাশন! আমি আপনকার পাদস্পর্শে শাপ মুক্ত হইলাম এক্ষণে স্বলোক গমনার্থ আপনকার নিকট অনুজ্ঞা যাচ্ঞা করি। হে মহাযোগিন্! হে মহাপুরুষ! হে সৎপতে! আমি শরণাগত, হে কৃষ্ণ! হে সর্ব্বলোকেশ্বরদিগের ঈশ্বর! আমাকে অনুমতি করুন্। হে অচ্যুত! আপনকার দর্শনমাত্রে আমি সদ্যঃ ব্রহ্মদণ্ড হইতে বিমুক্ত হইলাম। প্রভো! যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া লোকে অখিল শ্রোতাকে এবং আপনাকে সদ্যঃ পবিত্রিত করে, আপনি সেই পুরুষ, আপনকার পদ স্পৃষ্ট হইয়া যে স্বয়ং পূত হইবেক তাহার আবার কথা কথা কি? রাজন্! এই প্রকারে ভগবানের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সুদর্শন বিদ্যাধর স্বর্গারোহণ করেন এবং নন্দও কৃচ্ছ্র হইতে মোচিত হন। সেই সময় ব্রজ বাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐ রূপ আত্ম বৈভব বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত চিত্ত হইয়াছিল অতএব তদনন্তর তাঁহাতেই আপনাদের বিষয় সমাপন করিয়া আদর পূর্ব্বক তদীয় কথা কহিতে কহিতে পুনরায় ব্রজে গমন করিল। (১২)

রাজন্! কোন সময় অদ্ভুত বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ব্রজাঙ্গনাদিগের মধ্যগত হইয়া রজনীযোগে বন বিহার করেন। (১৩) সেই সকল স্ত্রীরত্ন বদ্ধসৌহৃদ হইয়া ললিত স্বরে তাঁহাদেরই দুই জনের গুণ গান করিয়াছিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতায় সুন্দর-রূপে অলঙ্কৃত এবং তাঁহাদের বাহু চন্দনানুলিপ্ত হইয়াছিল আর গলদেশে মালা এবং কটিদেশে নির্ম্মল বসন পরিধান ছিল। (১৪) হে মহারাজ! সেই নিশার প্রবেশে চন্দ্র তারাবৃত হইয়া উদিত হইয়াছিল এবং মল্লিকা পুষ্পের সৌরভে অলিকুল মত্ত হইয়া বেড়াইতেছিল, আর কুমুদ সংসর্গী পবন মন্দ২ বহিতেছিল অতএব রাম কৃষ্ণ উভয়েই তাহার সৎকার করেন। (১৫) তৎপরে দুই জনে অন্যের যুগপৎ কল্পনা করিতে অশক্য হইলেও একেবারেই স্বরমণ্ডল মূর্চ্ছনা রচনা করত যে রূপে মনঃ ও শ্রবণের মঙ্গল হয় সেই রূপ করিয়া গান আরম্ভ করিয়া ছিলেন। (১৬)

রাজন্! রাম কৃষ্ণের সঙ্গীত আকর্ণন করিয়া গোপীগণ মূর্চ্ছিত হয়। তাহাদের চিত্ত সেই গাতে বিলীন হওয়াতে গাত্র হইতে বস্ত্র যে বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কেশ হইতে মাল্য যে স্খলিত হইয়াছিল তাহাও তাহারা জানিতে পারে নাই।

সে যাহা হউক। রাম কৃষ্ণ ঐ প্রকারে গান করিতে২ প্রমত্তবৎ স্বেচ্ছানুসারে যখন ক্রীড়া করেন সেই সময় শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত বিদ্যাধর তথায় উপস্থিত হয়। (১৭) হে মহারাজ! রাম কৃষ্ণ দুই জনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন তাঁহা-দের সমক্ষেই সেই বিদ্যাধর নিঃশঙ্ক হইয়া, তাঁহারা দুইজনে যাহাদের নাথ, সেই প্রমদাগণকে উত্তর দিকে প্রেরণ করে, অতএব সেই সকল অবলা ব্যাকুল হইয়া রোদন পরা হয়। (১৮) পরন্তু হে রাম! হে কৃষ্ণ! বলিয়া আপনার অঙ্গনাগণকে চীৎকার করিতে দেখিবামাত্র দুই ভ্রাতা ব্যাঘ্রগ্রস্তা গাভী সকলের ন্যায় সেই সকল অবলার পশ্চাৎ ধাবমান হয়েন (১৯) এবং হস্তে শাল বৃক্ষ লইয়া, ভয় পাইও না, এই অভয় শব্দ করত মহা বেগে ত্বরায় সেই অধম বিদ্যাধর সন্নিধানে গমন করেন। কালান্তক যম তুল্য তাঁহাদিগের দুই জনকে পশ্চাদাগত অবলোকন করিবা মাত্র মূঢ় শঙ্খচূড় যৎপরোনাস্তি ভীত হয় এবং সেই সকল স্ত্রীজন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক জীবন কামনায় পলা-য়ন করে। কিন্তু সে যেখানে২ ধাবমান হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার শিরোরত্ন হরণ

বাসনায় সেই২ স্থানে তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হন। আর বলদেব সেই সকল অবলার রক্ষক হইয়া সেই স্থানে থাকেন। (২০)

তদনন্তর ভগবান্ বিভু নিকটস্থ প্রায় হইয়া মুষ্টিদ্বারা সেই দুরাত্মার চূড়ামণি সহ মস্তক ছেদন করেন। রাজন্! এই প্রকারে শঙ্খচূড় বিদ্যাধর বধ করিয়া ভাস্বর মণি আনয়ন করত ভগবান্ দর্শনকারি যোষাদিগের সমক্ষেই অগ্রজকে দান করিয়াছিলেন। (২১)

ইতি দশম স্কন্ধে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে গোকুলবালাগণ কর্ত্তৃক তদ্গুণ গান দ্বারা দুঃখে দিনযাপন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ব্রজাঙ্গনাদের নিশাভাগ কৃষ্ণ সহ বিহারে পরম সুখে যাইত কিন্তু দিবসে শ্রীকৃষ্ণ বন গমন করিলে তাঁহারই প্রতি আসক্তচিত্ততা প্রযুক্ত সেই সকল অবলা তদীয় লীলা গান করিয়া অতি কৃচ্ছ্রে বাসর ভাগ যাপন করিত।

গোপীগণ কহিত হে সখীবৃন্দ! শ্রীকৃষ্ণ যখন বাম বাহু মূলে বাম কপোল বিন্যাস করিয়া ভ্রূযুগল নর্ত্তিত করত অধরে অর্পিত বেণুর সপ্ত স্বর রন্ধ্রে সুকোমল অঙ্গুলি নিধান পূর্ব্বক বাদ্য করেন সে সময় সিদ্ধদিগের বনিতাগণ স্ব২ পতি সঙ্গে থাকিলেও সেই বেণু রব শ্রবণ করিয়া আদৌ বিস্মিত হয় পরে কামশর পরবশ হইয়া লজ্জিত হওত মোহিত হইয়া পড়ে, তাহার নিদর্শন এই—কটি বসন যে স্খলিত হয় তাহাও স্মরণ করিতে পারে না। (২) হে অবলাগণ! আর আশ্চর্য্য শুন—সেই নন্দসূনু, যাঁহার হাস্য হারবৎ বিশদ, যাঁহার বক্ষঃস্থলে স্থির বিদ্যুতের তুল্য লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমানা, যিনি আর্ত্তজনগণের নর্ম্মদ, তিনি যখন বংশী বাদ্য করেন তখন ব্রজে স্থিত যে সকল গাভী, বৃষ, মৃগ, তাহাদের চিত্ত সেই বাদ্যে অপহৃত হয় অতএব ঐ সকল পশু দূর হইতে দন্ত দ্বারা কবল দংশন এবং কর্ণদ্বয় উত্তম্ভন করিয়া নিদ্রিত বা চিত্র লিখিতের ন্যায় হইয়া পড়ে। হে সখীবৃন্দ! পশ্বাদি অজ্ঞান জীব, তাহাদের এ ভাব অতি বিচিত্র। (৩) হে সখীগণ! ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকরাগ, ও তরু পল্লব দ্বারা সেই মুকুন্দ মল্ল বেশধারির অনুকারী হইয়া কোন সময় বলদেব ও গোপগণ সহিত বেণু ধ্বনি করিতে২ যখন গাভী সকলকে আহ্বান করেন তখন সেই ধ্বনি শুনিয়া নদী সকল যেন পবনোদ্ধৃত তদীয় পাদপদ্ম পরাগ স্পৃহায় ভগ্ন গতি হয়। কিন্তু নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমাদের ন্যায় সেই সকল সরিতেরও বহুতর পুণ্য নাই, কারণ তাঁহার পদরেণু প্রাপ্ত হয় না, কেবল প্রেমবশতঃ আপনাদের তরঙ্গ রূপ কর কম্পিত করে, তৎপরেই তাহাদের জল নিশ্চল হয়। (৪) সখি! সেই শ্রীকৃষ্ণ, অনুচর দেবগণ যাঁহার বীর্য্য বর্ণন করেন, আদি পুরুষের ন্যায় যাহার নিশ্চল শ্রী, তিনি বনচর হইয়া যখন গিরিতটে চারণকারি গাভীসকলকে বংশী বাজাইয়া পৃথক্ পৃথক নামের গান দ্বারা আহ্বান করেন তখন বনস্থ পুষ্পফল পূর্ণ লতাসকল, (যাহাদের শাখা ফলভরে অবনত) প্রেম পুলকিত হইয়া যেন আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান বিষ্ণু ব্যক্ত করত মধুধারা বর্ষণ করে। ঐ সকল লতার পতি তরুগণেরও ঐ রূপ আনন্দ হয়। (৫) হে সখি! সুন্দরপ্রধান

শ্যামসুন্দর বনমালাস্থ দিব্যগন্ধযুক্ত তুলসীর মধুমত্ত ভ্রমরনিকরের অনুকূল উচ্চ গীত সাদরে গ্রহণ করত যখন আপনার অধরে বেণু সংযুক্ত করেন তখন সরোবরস্থ হংস এবং অন্যান্য বিহঙ্গ সকল মনোহর গীতেহৃতচিত্ত হইয়া আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপবেশন করে, সে সময় তাহাদের চিত্ত একাগ্র এবং নয়ন নিমীলিত ও বদন মৌনান্বিত হইয়া থাকে। (৬) হে ব্রজাঙ্গনাগণ! অন্যের কথা কি বলিব, মেঘ সকলও সেই হরিকে দেখিয়া সেবা করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ, মাল্যবিনির্ম্মিত কর্ণভূষণে ভূষিত সেই শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সহ গিরিতটে দণ্ডায়মান হইয়া স্বয়ং প্রহৃষ্ট হওত বিশ্বের হর্ষ উৎপাদন পূর্ব্বক যখন বেণুরবে পরিপূরিত করেন সে সময় বারিধর সেই শ্রীধরের অতিক্রমণে শঙ্কিতচিত্ত হয় কিন্তু সে অন্যদিকেও যায় না এবং উচিত গর্জ্জনও করে না, সেই স্থানেই অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনির পশ্চাৎ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করে। অপর স্বয়ং দেবতারূপ হইয়া বিশ্বের আর্ত্তিহরণে সাম্যহেতু স্বীয় সুহৃদ সেই নন্দসুনুর উপর ছায়া দ্বারা আতপত্র রচিয়া পুষ্প বর্ষণ করিতে থাকে। (৭) হে যশোদে! তোমার তনয় নানাবিধ ক্রীড়ায় সুনিপুণ, তিনি বেণু বাদ্যবিষয়ে, যাহাতে আপনারই শিক্ষা, অর্থাৎ যে সকল আপনারই উৎপ্রেক্ষিত, অন্য হইতে শ্রুত হয় নাই, সেই সকল স্বরালাপ যখন উন্নয়ন করেন তখন ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্রপ্রভৃতি দেবেশগণ মন্দ্র মধ্যাদি ভেদে সেই সকল স্বরালাপ সম্যক্ শ্রবণ করিয়া আপনারা কোবিদ হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হন। সে সময় গাতধ্বনিরাগে তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হয়। হে সতি! ঐ সকল দেবতার মোহের কারণ এই, তাঁহারা সেই সকল স্বরালাপের তত্ত্ব (ভেদ) নিশ্চয় করিতে পারেন না। (৮) হে সখি! আমাদের মোহের কথা কি বলিব? গজগামী শ্রীকৃষ্ণ আপনার যে পাদপদ্মে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ ও কমলের বিচিত্র চিহ্ন দেদীপ্যমান, সেই পাদপদ্ম দ্বারা ব্রজভূমির খুরাক্রমণজন্য ব্যথা শান্তি করত বেণু বাজাইয়া যে গমন করেন তজ্জন্য তাঁহার সবিলাস অবলোকনে আমারদের মনে মনোভববেগ অর্পিত হয়, তাহাতে আমরা তরুদের অবস্থা প্রাপিত হই সুতরাং আপনারদের বসন ও কেশবন্ধন যে স্খলিত হইয়া পড়ে মোহবশতঃ তাহা কিছুই জানিতে পারি না। (৯) হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ গাভীগণনার্থ গ্রথিত মণি ধারণ করেন। তিনি কোন প্রদেশে সেই মণি দ্বারা গাভী সকল গণনা করিতে২ যাহার গন্ধ অতিশয় প্রিয়, তাদৃশ তুলসীর মালা ধারণ পূর্ব্বক প্রিয় অনুচরের স্কন্ধে হস্ত নিহিত করিয়া যে সময় গান করেন তখন শব্দায়মান সেই বেণুর রবে কৃষ্ণসারাঙ্গনা হরিণী দিগের চিত্ত অপহৃত হয় অতএব তাহারা গুণসাগর সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই সঙ্গে থাকে, তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয় না, যেহেতু গোপীদের ন্যায় তাহাদের গৃহাশা পরিত্যাগ হয়। সখি! গোপীরাও ঐরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তিনী হইয়া আছে। (১০)

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রকারে বৃন্দাবনপ্রদেশে ক্রীড়া করিয়া সায়াহ্নে গোধন সকল প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক যমুনায় ক্রীড়া করেন গোপীগণ তাঁহার তৎকালীন সৌভাগ্য বর্ণন করত কহিতে লাগিল- হে যশোদে! তোমার বৎস নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপী জনের উৎসবার্থ কৌতুকান্বিত হইয়া কুন্দ কুসুম দামে অলঙ্কার রচনা পূর্ব্বক হর্ষদ হইয়া যখন ক্রীড়া করেন সে সময় মন্দ গন্ধবহ চন্দন তুল্য সুগন্ধ অথচ সুশীতল স্পর্শ দ্বারা তাঁহার সম্মান করত অনুকূল রূপে বীজন করে আর গন্ধর্ব্বাদি উপদেব গণ স্তাবক হইয়া বাদ্য গীত ও পুষ্প বর্ষণাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিতে থাকেন। (১১)

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া আনন্দিত হওত পরস্পর কহিতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিমিত্ত গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন অতএব তিনি ব্রজে নিবদ্ধ যেসকল গবী (অস্মদাদি) তাহাদের হিতকারী। বোধ হয় পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ তাঁহার চরণ বন্দন করিতেছেন। ঐ তাঁহার বংশী গীতযুক্ত হইতেছে, অনুচরগণ কীর্ত্তি স্তব করিতেছে। সখি! দেবকী জঠরোদ্ভব সেই গোকুলচন্দ্র, সুহৃজ্জনের (অস্মদাদির) মনোরথ পূর্ণ করিবার বাসনায় দিনান্তে ধেনু সকল সংকলন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার গলদেশের মাল্য গাভী সকলের খুররজে ব্যাপ্ত হইয়াছে, আহা! তিনি শ্রমযুক্ত কান্তি দ্বারাও সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন। (১২)

তদনন্তর অতি সম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণকে সমীপে আসিতে দেখিয়া কোন২ গোপী কহিতে লাগিল সখি! এই যে যদুপতি দিনান্তে ব্রজ বদ্ধ ধেনু স্বরূপ অস্মদাদির অনন্ত দিনতাপ শান্তি করত আসিতেছেন। ইনি স্বীয় সুহৃজ্জনের আনন্দ প্রদ, দেখ২ ঈষৎ মদে ইহাঁর লোচনদ্বয় বিহ্বল, গলে বনমালা লম্বমান, বদন ঈষৎ পক্ক বদরী ফল তুল্য, কনকময় কুণ্ডলের কান্তিতে কোমল গণ্ডস্থল সুশোভিত। ইহাঁর গমন গজরাজের তুল্য সুন্দর, ইহাঁর মুখ নিশাপতির সদৃশ প্রসন্ন। (১৩)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! এই প্রকার বিরহ দুঃখেও গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করত দিবাভাগেও ক্রীড়া করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই তাহাদিগের জীবন, তাঁহার প্রতিই তাহাদের মনের সংকল্প ছিল, অতএব বিরহেও তাহাদের সুমহৎ উৎসব হইয়াছিল। (১৪)

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

অরিষ্ট বধ এবং নারদ বাক্যে রামকৃষ্ণকে বসুদেবপুত্র জানিয়া কংস কর্ত্তৃক তদ্বধ মন্ত্রণা ও আনয়নার্থ অক্রূরের প্রতি আদেশ।

অনন্তর রাজা পরীক্ষিতকে সম্বোধিয়া শুকদেব কহিতে লাগিলেন হে মহারাজ! সেই সময় বৃষভাকৃতি দুষ্ট অরিষ্ট অসুর খুরক্ষেপে ক্ষিতিতল বিক্ষত ও কম্পিত করত গোষ্ঠে আগমন করিল। তাহার ককুদ (ঝুটি) ও কায় প্রকাণ্ড। (১) সে ভয়ঙ্কর রূপে বৃষভ জাতীয় ধ্বনি করত পদন্যাসে ধরাতল বিদীর্ণ এবং লাঙ্গূল ঊর্দ্ধ করিয়া শৃঙ্গাগ্র দ্বারা তট সকল উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল। (২) আর মধ্যে মধ্যে অল্প২ বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল। অপিচ তাহার লোচন দ্বয় বিস্তারিত হইয়া ছিল। (৩) রাজন্! ঐ অসুরের ভয়ানকতার কথা কি বলিব? তাহার নিষ্ঠুর নিনাদ শ্রবণ করিলে ভয়ে গাভী সকলের এবং নারীদিগের গর্ভ অকালে স্রুত ও পতিত হয়। (৪) তাহার প্রকাণ্ড গলপৃষ্ঠে পর্ব্বত আশঙ্কা করিয়া মেঘ সকল অবস্থিতি করিতেছিল। অপর তাহার শৃঙ্গ অতিশয় তীক্ষ্ণ। অতএব তাহাকে নিরীক্ষণ করিবা মাত্র গোপ ও গোপীগণ সন্ত্রস্ত হইল এবং পশু সকল ব্যাকুল হইয়া গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। (৫) পরে "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমাদিগকে রক্ষা কর" এই কথা বলিতে বলিতে সকলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া শরণাপন্ন হইল।

রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ দেখিলেন গোকুল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল অতএব অভয় বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বৃষাসুরকে আহ্বান করত

বলিতে লাগিলেন অরে অসত্তম! অরে মন্দ! তোর সদৃশ দুষ্ট দুরাত্মাদিগের দমন কারী আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি, আমি থাকিতে সপাল এই পশু পালকে ভীত করাতে তোর কি ফল লাভ হইবেক? (৬) এই কথা বলিয়া করতল দ্বারা বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক সেই তলশব্দে ঐ অসুরকে কোপিত করিলেন পরে সর্পদেহাকার নিজ হস্ত সখার স্কন্ধে প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অচ্যুত, অর্থাৎ অনশ্বর এবং অন্যকে হরণ করেন একারণ হরি বলিয়া বিখ্যাত। (৭)

সে যাহা হউক। দুষ্ট অরিষ্ট ঐ রূপে ক্রোধিত হইয়া খুর প্রক্ষেপে ধরণী খনন করত মহাক্রোধে কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহার পুচ্ছ ঊর্দ্ধগত হওয়াতে সে সময় তদ্দ্বারা মেঘ সকল আকাশে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। (৮) ঐ অসুর আপনার দুই শৃঙ্গের অগ্রভাগ অগ্রে ন্যস্ত করিয়াছিল, এবং তাহার লোহিত লোচন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছিল। সে কটাক্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, ইন্দ্রক্ষিপ্ত অশনির ন্যায়, দ্রুত দৌড়িয়া আসিল। (৯) কিন্তু আসিবা মাত্র ভগবান্ তাহার দুইটা শৃঙ্গ ধরিলেন এবং হস্তী যেমন প্রতিপক্ষ হস্তির প্রতিকূলতা করে তদ্বৎ প্রতিকূলতা করিয়া একেবারে আঠার পদ অন্তরে তাড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। (১০) হে মহারাজ! সেই অসুর তাড়িত ও পাতিত হইয়া তখনি গাত্রোত্থান করিল এবং ক্রোধপূর্ণ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর্ম্মযুক্ত সর্ব্বাঙ্গে পুনরায় ধাবমান হইল। (১১)

শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আসিতে দেখিয়া বিষাণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক নিগ্রহ করিলেন এবং পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া আর্দ্র বসনের ন্যায় নির্দয় নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন পরে তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই তাহাকে নিহত করিলেন। সেও অচেতন হইয়া পতিত হইল। (১২) রাজন্! দুষ্ট অরিষ্ট অসুর ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ এবং পদ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে২ প্রচলিতনয়ন হইয়া গতাসু হইল তৎপরেই শমন ভবনে গমন করিল। ইহা অবলোকন করিয়া দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে২ ভগবান্ হরির ভূরি২ স্তব করিলেন। (১৩)

রাজন্! এই প্রকারে কুকুদ্মী বৃষরূপী অরিষ্ট অসুরকে বিনষ্ট করিয়া স্বজাতি কর্ত্তৃক পরিস্তুত হওত শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সহ গোকুলে প্রবেশ করেন। তিনি গোপীদিগের নয়নের মূর্ত্তিমান উৎসব ছিলেন। (১৪)

হে পরীক্ষিত! অদ্ভুত কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ মধ্যে অরিষ্ট অসুরকে বিনষ্ট করিলে এক দিন দেবর্ষি নারদ কংসসমীপে উপনীত হইয়া কহিতে লাগিলেন (১৫) হে অসুররাজ! দেবকীর অষ্টম গর্ভ বলিয়া যে কন্যা প্রসিদ্ধা হয় সে দেবকীর কন্যা নহে, যশোদার আত্মজা, আর ব্রজে যশোদার তনয় বলিয়া প্রসিদ্ধ যে কৃষ্ণ, তিনি যশোদার আত্মজ নহেন, দেবকীর নন্দন, এবং তত্রস্থ রোহিণীপুত্র রাম দেবকীর সপ্তম সন্তান। বসুদেব তোমার ভয়ে আপনার মিত্র নন্দের হস্তে ঐ দুই পুত্রকে সমর্পণ করিয়া আইসে, তাহাদের হইতেই সেই সকল পুরুষ নিহত হইয়াছে।

ভোজপতি কংস ঐ কথা শ্রবণ মাত্রে কোপে কম্পিত কলেবর হইল এবং বসুদেবের প্রাণবধ বাসনায় তৎক্ষণাৎ শানিত খড়্গ গ্রহণ করিল। (১৬) দেবর্ষি তদবলোকনে “রাজন্! বসুদেব নিহত হইলে রাম কৃষ্ণ পলাইবে অতএব ইহাকে বধকরা উচিত নহে” এই রূপ মন্ত্রণা দিয়া ঐ ব্যাপার হইতে নিবারণ করিলেন কিন্তু কংস বসুদেবের বধে ক্ষান্ত হইয়াও তাহার তনয়কে আপনার মৃত্যু জানিয়া লোহময় পাশ আনাইয়া ভার্য্যার সহিত তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখিল।

তদনন্তর দেবর্ষি স্বস্থানে প্রতি নিবৃত্ত হইলে কংস কেশিনামে অসুরকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিল গোকুলে রাম কৃষ্ণকে নিহত করিয়া আইস। তৎপরে মুষ্টিক, চানূর শল তোষলক প্রভৃতি অমাত্য তথা প্রধান২ হস্তিপালকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিল অহে মহাবীর চানূর! অহে মুষ্টিক! আমার বচন শ্রবণ করহ। (১৭) বসুদেবের দুই পুত্র রাম কৃষ্ণ নন্দ ব্রজে আছে, দেবর্ষি নারদ বলিয়া গেলেন তাহাদের হইতে আমার মৃত্যু হইবে। (১৮) এতৎ শ্রবণে ঐ দুই দানব তখনি ব্রজ গমনে উদ্যত হইলে কংস কহিল তোমরা তাহাদের দুই জনকে এই স্থানে আনাইয়া মল্ল লীলাক্রমে বধ করহ। আশু মল্লরঙ্গ মধ্যে বিবিধ মঞ্চ (উর্চ্চ স্তম্ভাদি রচিত স্থান) প্রস্তুত কর, এবং এই ঘোষণা দাও যে ব্রজ ও জনপদবাসী সকলে আসিয়া স্বেচ্ছা কৃত মল্লযুদ্ধ দর্শন করুক। (১৯) অপর হে ভদ্র মহামাত্র! তুমি সেই রঙ্গ দ্বারে কুবলাপীড় নামে মহা হস্তিকে লইয়া যাও এবং তাহার দ্বারা আমার ঐ দুই বৈরির প্রাণ বধ কর। (২০) অপর চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাবিধি ধনুর্যাগ আরম্ভ হউক, বরদ ভূতরাজের প্রীতি নিমিত্ত পবিত্র পশু সকল বলি হইতে থাকুক। (২১)

রাজন্! অর্থসিদ্ধান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ কংসাসুর অমাত্যদিগের প্রতি ঐরূপ আজ্ঞা দিয়া যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে ডাকাইয়া আনিল এবং আপন হস্ত দ্বারা তদীয় হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিল (২২) অহে অক্রূর! আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মিত্রকৃত্য করিতে হইবে। হে সৌম্য! ভোজ ও বৃষ্ণি বংশ মধ্যে তোমা ভিন্ন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সাদর ও অত্যর্থ হিতকর নাই। অতএব যেমন দেবেন্দ্র বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া স্বার্থ প্রাপ্ত হন তদ্বৎ আমি তোমাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য সাধন করিতে বাঞ্ছা করি। সখে! একবার নন্দের ব্রজে গমন কর, সেখানে বসুদেবের দুইটী পুত্র আছে, তাহাদিগকে এই রথে করিয়া আনয়ন করহ, বিলম্ব করিও না। (২৩) মিত্র! বিষ্ণু যাহাদের আশ্রয়, সেই সকল দেবতা ঐ দুই বালককে আমার মৃত্যু স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কারণে বলিতেছি উপায়নহারি নন্দাদি গোপগণ সহিত সেই দুই বালককে আনয়ন করহ। (২৪) এখানে আনীত হইলে কালান্তকযমতুল্য হস্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করাইব। যদি হস্তির আক্রমণ হইতে মুক্ত হয় বজ্রসদৃশ মল্লদের দ্বারা বিনাশিত করিব। ঐ দুইটা নিহত হইলে তাহাদের বন্ধু বসুদেব প্রভৃতি এবং বৃষ্ণি ভোজ ও দশার্হ তথা রাজ্যাভিলাষী স্থবির আমার পিতা উগ্রসেন আর তাহার ভ্রাতা দেবক এবং অন্যান্য যে সকল দুরাত্মা দ্বেষ্টা আছে এ সকলকে বিনষ্ট করিব। ইহারা সন্তপ্ত আছে, ইহাদিগকে হত্যা করা দুরূহ হইবেক না। (২৫) হে মিত্র! তাহার পরেই এই পৃথিবী অকন্টক হইবে। যদিও কতিপয় অসুহৃদ্বধে অবনী নিঃসপত্না হয় না সত্য, তথাচ জরাসন্ধ রাজা আমার গুরু, দ্বিবিদ আমার প্রিয় সখা, আর শম্বর নরক তথা বাণ এই তিন মহাসুরের আমারই সহিত সৌহৃদ্য, ঐ সকল বীরের সহায়তায় বিপক্ষ সুরপক্ষীয়দিগকে নিহত করিয়া পৃথ্বী ভোগ করিতে পারিব। (২৬) মিত্র! এই সমস্ত বিষয় অবগত হইলে, এক্ষণে যাও, ধনুর্যজ্ঞ নিরীক্ষণ অথবা যদুপুরের শোভা দর্শন করাইবার ছল করিয়া রাম কৃষ্ণ দুই বালককে শীঘ্র আনয়ন কর। (২৭)

কংসের ঐ কথায় "তুমি যাহা বিচার করিয়া স্থির করিয়াছ তাহা ভাল বটে এবং ইহাতে তোমার মরণ নিবারণ হইবেক" এইরূপ প্রতিবচন দিয়া অক্রূর কহিতে লাগিলেন মিত্র! এত দূর অভিনিবেশ করা কর্ত্তব্য হয় না, পরে ভবিতব্য

সূচিত করত কহিলেন হে মহারাজ! সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান করাই উচিত, কারণ দৈবই ফল সাধক। (২৮) অপর হে অসুরবর! মনোরথ সকল দৈব কর্ত্তৃক প্রতিহত হইলেও লোকে তাহা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কখন হর্ষে কখন বা শোকে সংযুক্ত হয়। তথাপি আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি করিতেছি।

শুকদেব কহিলেন অক্রূরকে এবং মন্ত্রিদিগকে এই প্রকার আদেশ পূর্ব্বক বিদায় করিয়া কংস আপনার সদনে প্রবেশ করিল অক্রূরও স্বীয় আলয়ে প্রস্থিত হইলেন। (২৯)

ইতি দশম স্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কেশিবধ এবং নারদবচনে স্তুত হইয়া পরে ব্যোমাসুর সংহার।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! কংস প্রেরিত যে কেশী অসুর মনের তুল্য বেগবান মহা অশ্ব হইয়া খুরক্ষেপে ধরাতল বিদীর্ণ এবং কেশর চালনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘ ও বিমান সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল সঙ্কীর্ণ করিয়া আসিতেছিল এবং যাহার হ্রেষিত রবে অখিল বিশ্ব ত্রাসিত হইতেছিল (১) তাহাকে নিষ্ঠুর নিনাদে গোকুলের ভয় জন্মাইতে এবং পুচ্ছরোম দ্বারা মেঘসকল ঘূর্ণিত করিতে তথা সংগ্রামার্থ আপনাকে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে নির্গত হইলেন এবং গর্জ্জন পূর্ব্বক স্বীয় সমীপে আহ্বান করিলেন। সেই কেশীও তাঁহার আহ্বান শুনিয়া সিংহবৎ সিংহনাদ করিল। (২) পরে সে শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া যেন আকাশ গ্রাস করিবে এই ভাবে বদন ব্যাদন পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল এবং অত্যর্থ ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ ভাগের দুইটা পদ দিয়া সেই কমললোচনের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল। রাজন্! ঐ দানব অতিশয় দুরাসদ অর্থাৎ অন্যে তাহাকে অভিভব করিতে পারে না এবং অত্যন্ত দুরতিক্রম কারণ তাহার বেগ অতি প্রচণ্ড। (৩) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহার ঐ আঘাত হইতে অন্তর হইলেন পরে সে তাঁহার নিধন নিমিত্ত যে দুইটা পদ প্রসারিত করিতেছিল দুই হস্তে তাহা ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন তদনন্তর গরুড় যেমন সর্প ধরিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক দূরে ফেলিয়া দেয় তদ্বৎ ঘৃণা করত শত ধনু অন্তরে পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত হইলেন। (৪) পরন্তু কিয়ৎ ক্ষণ পরেই কেশির সংজ্ঞা হইল, অতএব পুনরায় উত্থিত হইয়া মুখ বিস্তীর্ণ করত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বিল মধ্যে সর্পের প্রবেশ ন্যায় নির্ভয়ে তাহার বদনাভ্যন্তরে বাম বাহু প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। (৫) রাজন্! কেশির দশন সকল চর্ব্বণ বাসনায় যেমন ভগবানের বাহু স্পর্শ করিল তৎক্ষণাৎ অতি তপ্ত লৌহাদি স্পৃষ্ট প্রায় হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আর শ্রীকৃষ্ণের বাহুও সেই অসুরের দেহ মধ্যগত হইয়া উপেক্ষিত জলোদর রোগের তুল্য বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। (৬) হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধিশীল বাহু দ্বারা কেশির শরীরস্থ বায়ু নিরুদ্ধ হইল অতএব সে স্বিন্ন কলেবর এবং বিবৃত্ত নেত্র হইয়া চরণ ক্ষেপণ ও বিষ্ঠা বিসর্জ্জন করিতে করিতে গতাসু হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। (৭) রাজন্! কর্কটিকা ফল যদ্রূপ পক্ক হইলে অত্যন্ত বিদীর্ণ হয় তদ্বৎ বিদীর্ণ ও বিগতাসু কেশির দেহাভ্যন্তর

হইতে মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজ আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং যদণ্ড অযত্নে বৈরী বিনষ্ট হইল তথাচ গর্ব্ব রহিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করত স্তব করিতে লাগিলেন। (৮)

রাজন্! ভাগবতপ্রবর দেবর্ষি নারদ তদনন্তর অক্লিষ্ট কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিয়া নির্জ্জনে বলিলেন (৯) হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! (একপ সম্বোধনের তাৎপর্য্য এই, তুমি ঈশ্বর, ভূভার দৈত্য সংহার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ অতএব তদ্রূপ আচরণ করিয়া বিশ্ব পালন করহ। পরে ঐ বিষয়ে তোমার ভয়াশঙ্কা নাই এই অভিপ্রায়ে সম্বোধন করিতে লাগিলেন) হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ! হে অচিন্ত্য প্রভাব! হে বিশ্ব-নিয়ন্তঃ! হে সর্ব্বভূতাবাস! হে সর্ব্বাশ্রয়! হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! হে সর্ব্বশক্তে! (১০) কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থ অনল তুল্য, আপনি সর্ব্ব ভূতের অভ্যন্তরে অনুস্যূত এক আত্মা। পরন্তু অতিশয় গূঢ়, একারণ দৃশ্য হন না। প্রভো! আপনাকে গূঢ় বলিলাম কেন? আপনি গুহাশয় অর্থাৎ বুদ্ধিরও আশ্রয় এবং সাক্ষী, সুতরাং দৃশ্য হন না, অপর আপনি মহাপুরুষ অতএব পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি জনগণের জ্ঞেয় নহেন। প্রভো! আপনকার সর্ব্বান্তর্যামিত্বের প্রমাণ এই যে আপনি ঈশ্বর। হে ভগবন্! ঈশ্বর ব্যতিরেকে পরতন্ত্র জীবদিগের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। (১১) প্রভো! আপনি স্বতন্ত্র, সাধনান্তর নিরপেক্ষ হইয়া মায়া শক্তি দ্বারা গুণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই বিশ্বের সৃজন পালন এবং সংহার হইতেছে, আপনি সত্য সঙ্কল্প অতএব ঈশ্বর। (১২) প্রভো! নৃপরূপে উৎপন্ন যে সকল দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষস, তাহাদিগের বিনাশ এবং সাধুগণের রক্ষণ নিমিত্ত আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে আপনা কর্ত্তৃক হয়াকৃতি এই দানব অবলীলা নিহত হইল। ইহার হেষিত শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিতেন। (১৩) ভগবন্! পরশ্ব দিবস চাণূর, মুষ্টিক, এবং অন্যান্য মল্ল, তথা হস্তি ও কংসকে আপনা কর্ত্তৃক নিহত দেখিব। অর্থাৎ অদ্যই আপনাকে লইতে আসিবে, কল্য আপনি মথুরায় যাত্রা করিবেন, পরশ্ব চাণূর প্রভৃতি নিহত হইবে। (১৪) ভগবন্! তাহার পরে শঙ্খ, যবন, মুর ও নরক প্রভৃতি অসুরদিগের বধ, তদনন্তর পারিজাত হরণ ও ইন্দ্রের পরাভব, তৎপরে বীর কন্যাদিগের বীর্য্যশুল্কে বিবাহ, তাহার পর দ্বারকায় নৃগ নরপতির পাপ মোচন, (১৫) জাম্ববতী সহ স্যমন্তক মণি গ্রহণ, তদনন্তর মহাকালপুর হইতে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনিয়া দেওন, পশ্চাৎ পৌণ্ড্রক বধ, তৎপরে কাশীপুরী দাহ, দন্তবক্র নিপাত এবং মহাযজ্ঞে শিশুপাল বধ হইবেক (১৬) আর অন্যান্য যে সকল বীরত্বের কর্ম্ম দ্বারকায় বাস করিতেং করিবেন তৎ সমুদায়ও দর্শন করিব এবং অবনীতলে কবিগণ সে সকল সতত গান করিবেন। (১৭) হে অর্জ্জুন সারথে! তদনন্তর কামরূপী এবং ভূভার ক্ষয় কারী যে আপনি, আপনকার অক্ষৌহিণী সকলের নিধন দেখিতে পাইব। (১৮)

প্রভো! আপনি কেবল জ্ঞানৈক মূর্ত্তি, পরমানন্দ স্বরূপ, স্বীয় সম্যক্‌স্থিতি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনকার বাঞ্ছিত অমোঘ। কিন্তু নিজ তেজে মায়াগুণ প্রবাহ আপনাহইতে নিত্য নিবৃত্ত হইয়া আছে অতএব আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী। আমি আপনকার শরণ গ্রহণ করি। (১৯) ভগবন্! আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্যকে বশ করেন, এবং স্বাশ্রয় অর্থাৎ অন্যের বশ্য নহেন, অতএব নিজাধীন মায়া দ্বারা মহদাদি অশেষ কল্পনা নির্ম্মাণ করেন। আপনি ক্রীড়ার্থ মনুষ্য

দেহ ধারণ করিয়াছেন অতএব যদু বৃষ্ণি এবং সাত্বতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনাকে প্রণাম করি।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ভাগবত প্রধান দেবর্ষি নারদ এই প্রকারে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে বিজ্ঞাপনানন্তর প্রণাম করিয়া তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভগবদ্দর্শনেই তাঁহার মহোৎসব হইল। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণও সমরে কেশি দানব নিহত করিয়া ব্রজ জনের সুখোৎপাদন পুরঃসর প্রীত সেই সকল গোপাল সহ পশু পালন করিতে লাগিলেন। (২০)

হে মহারাজ! এক সময় সেই সকল গোপাল পর্ব্বতের প্রস্থ দেশে পশু চারণ করিতে করিতে চোর ও পালক অপদেশে নিলায়ন ক্রীড়া আরম্ভ করিল। (২১) সেই খেলায় কতিপয় বালক চৌর, এবং কতকগুলি পালক আর কতকগুলি মেষবৎ ব্যবহারকারী হইয়া অকুতোভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল। (২২) সেই সময় ময়-পুত্র মহা মায়াবী ব্যোমাসুর* মায়াদ্বারা গোপাল রূপ ধরিয়া সেই স্থানে আসিল এবং সেই সকল গোপাল সহ ক্রীড়ায় মিলিয়া আপনি চৌরবৎ হইয়া যে সকল গোপাল মেষবৎ হইতেছিল তাহাদিগের এক জনকে লইয়া যাইতে লাগিল। (২৩) হে মহারাজ! সে ঐরূপে গোপালদিগকে আনিয়া গিরি গুহায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক একটা প্রস্তর দ্বারা তাহার দ্বার আবৃত করিয়া দিল। ক্রীড়াস্থলে কেবল চারি বা পাঁচটী বালক অবশিষ্ট রহিল। (২৪)

ব্যোমাসুরের ঐ কর্ম্ম অবগত হইয়া সাধুজনের আশ্রয়প্রদ ভগবান্ হরি যে সময় সে গোপালদিগকে লইয়া যায় সেই সময় সিংহ যেমন বৃক ধরে তদ্বৎ মহাবলে তাহাকে ধারণ করিলেন। সেও মহাবল পরাক্রম, আপনাকে মুক্ত করিবার বাসনায় গিরীন্দ্র সদৃশ নিজরূপ ধারণ করিল কিন্তু কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে ধরিয়াছিলেন তাহাতেই আতুর হইয়া পড়িল সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। (২৫) ভগবান দুই বাহু দ্বারা নিগ্রহ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন এবং যে প্রকারে পশুমারে সেই প্রকার করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে এই ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। (২৬) পরে ভগবান্ গিরিগুহার আবরণ নির্ভিন্ন করিয়া গোপালদিগকে সেই কৃচ্ছ্র স্থান হইতে নিঃসারিত করিয়া আনিলেন তদনন্তর ভূতলে গোপাল এবং উপরে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিস্তুত হইয়া অনুচর গণ সমভিব্যাহারে নিজ গোকুলে প্রবেশ করিলেন। (২৭)

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

অক্রূরের গোকুলাগমন এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহার সম্মান।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! দেবর্ষি নারদ কংস বধাদি কার্য্য বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমনার্থ উদ্যত আছেন ইত্যবসরে অক্রূর সেই রাত্রি মধুপুরীতে অবস্থিতি করিয়া প্রাতঃকালে রথারোহণ পূর্ব্বক নন্দের গোকুলে যাত্রা করিলেন। সেই

*কেশিবধানন্তর নারদ বচন স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় পূর্ব্ববৎ পশুপালন করত ব্যোমাসুর বধ করেন। অথবা কেশিবধের পূর্ব্বেই ব্যোমবধ হইয়াছিল, এস্থলে কেশধারিবধ প্রসঙ্গে উক্ত হ ল। কিন্তু কেহ২ শঙ্খচূড়বধের পূর্ব্বেই এই বিবরণ পাঠ কর—

মহাভাগ পথে গমন করিতে২ কমল লোচন ভগবানে পরম ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন (১)। আমি এমন কি সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এমন তপস্যাই বা কি করিয়াছি, আর যোগ্য পাত্রে এমন কি সামগ্রীই বা দিয়াছি যাহার কারণে অদ্য কেশব দর্শন পাইব? (২) আমার চিত্ত বিষয়েই আবিষ্ট, ইহাতে আমার উত্তমঃ শ্লোক দর্শন দুর্লভ, শূদ্রজাত মানবের পক্ষে যদ্রূপ বেদোচ্চারণ লভ্য হইতে পারে না তদ্রূপ আমারও কৃষ্ণ দর্শন লাভ হইতে পারিবেক না। (৩) অথবা এ আশঙ্কা কিছু নয়, যদিও আমি এমন নীচ তথাচ আমার কৃষ্ণদর্শন হইতে পারিবেক। কারণ যেমন নদীবেগে যেসকল তৃণাদি হৃত হয় তন্মধ্যে কোন তৃণ কোন স্থানে কদাচিৎ উত্তীর্ণ হয় তেমনি স্ব২ কর্ম্ম বশতঃ কাল কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ জীব সকলের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। অতএব এই ব্যাপারেই অদ্য আমার অমঙ্গল বিনষ্ট এবং জন্ম সফল হইবেক যেহেতু যোগিধ্যেয় ভগবৎ পাদ পদ্মে প্রণাম করিব। (৫) কি আশ্চর্য্য! কংস অতিশয় খল হইয়াও অদ্য আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিল কারণ তাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি কৃতাবতার হরির পাদ পদ্ম দেখিতে পাইব। ভগবানের চরণকমল সামান্য নহে, তদীয় নখ প্রভাবে পূর্ব্বতন অম্বরীষাদি রাজর্ষিগণ দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (৬) অপর ঐ পাদপদ্মের পরম ঐশ্বর্য্য, কারণ ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি সুরগণও তাহার অর্চ্চনা করেন এবং সমধিক সৌভাগ্যে মোহিত হইয়া স্বয়ং শ্রীদেবী তাহার সেবা করিয়া থাকেন আর তাহাই পরম পুরুষার্থ যেহেতু ভক্তগণ সহিত মুনি বৃন্দ সদা তাহার ধ্যান করেন। অধিকন্তু গোচারণার্থ অনুচরগণ কর্ত্তৃক সেবিত হয় ইহাতে দয়ালুতা ও গোপীদিগের কুচকুঙ্কুমে অঙ্কিত ইহাতে প্রেমমাত্র সুলভত্ব প্রকাশ পাইতেছে। (৭) তদনন্তর অন্য প্রকার মনোরথ করত কহিতে লাগিলেন আমি নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণের সেই বদন অবলোকন করিতে পাইব। সেই বদনে শোভন কপোল ও সুন্দর নাসিকা এবং তাহাতে সহাস্য নিরীক্ষণ ও অরুণ কমল তুল্য লোচন দেদীপ্যমান, আর তাহা কুটিল কুন্তলে আবৃত। হে রাজন্ পরীক্ষিত! অক্রূর এই প্রকার চিন্তা করিতে২ তৎকালেই শুভ সূচক দর্শনে সহর্ষ হইয়া কহিলেন আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইবে কারণ মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চরিতেছে।

পুনরায় অন্য বিধ চিন্তা করত কহিতে লাগিলেন পৃথিবীর ভারাবতরণ নিমিত্ত আপন ইচ্ছায় মনুষ্য রূপ ধারী ভগবান হরির লাবণ্য যুক্ত কলেবর দর্শন অদ্য হইতে পারে, যদি সাক্ষাৎ লাভ হয় তাহা হইলে কি যথার্থতঃ আমার লোচনের ফল হইবেক না? অবশ্যই হইবেক।

অনন্তর যে ব্যক্তি অস্মদাদিবৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া প্রতীয়মান হয়েন তাঁহাতে বিষ্ণুত্ব কি রূপে সম্ভবিবেক এই আশঙ্কা নিরাকরণ করত কহিতে লাগিলেন যিনি কার্য্য ও কারণের ঈক্ষণ মাত্রে কর্ত্তা, এবং তদ্রূপ হইয়াও অহঙ্কার শূন্য। অপর যাঁহাতে নিত্য স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা তমঃ (অজ্ঞান), ভেদ তথা ভ্রম (অভিনিবেশাদি) দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি যিনি নিজাধীন মায়া দ্বারা আপনারই ঈক্ষণে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি সহিত আত্মাতে রচিত জীবগণ সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনস্থ তরু সকলে এবং গোপীদিগের আলয়ে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন (১০) অপর যে সকল গুণ কর্ম্ম ও জন্ম কথায় অখিলের পাপ বিনাশ পায় সেই সকল গুণ কর্ম্ম ও জন্ম সংক্রান্ত যাঁহার কথা জগৎকে জীবিত শোভিত এবং পবিত্রিত

করে। পরন্তু যে সকল কথা তাহাতে বিরহিত, সে সকল যদিও অলঙ্কৃত হয় তথাচ বসনালঙ্কৃত শবের ন্যায় শোভন বলিয়া সাধু জনের সম্মত হয় না। (১১) সেই ভগবান্ স্বয়ং রচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সেতুর পালক, অমরপ্রবরদিগের সুখ বর্দ্ধক হইয়া সাত্বত বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার যশঃ বিস্তার করত ব্রজে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অশেষ মঙ্গলকর সেই যশঃ দেবগণ সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন। (১২) তিনি মহাজনদিগের গতি ও গুরু, অপর ভুবন মধ্যে অদ্বিতীয় কমনীয়, তাঁহা হইতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের চক্ষুর সুমহৎ উৎসব হয়, অতএব তিনি লক্ষ্মীরও অভিলষিত স্থান। শ্রীমূর্ত্তিধারী সেই হরিকে অদ্য আমি নিশ্চয় দর্শন করিব কারণ রজনী প্রভাত সময়ে ভূরিং শুভ দর্শন হইয়াছিল। (১৩) পরে নয়নগোচর হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই দুই প্রধান পুরুষের যে চরণ যোগিগণও আত্ম প্রাপ্তি নিমিত্ত কেবল চিত্ত দ্বারা ধারণ করেন তাহাতে প্রণত হইব এবং তাঁহাদের দুই জনের সহিত তাঁহাদের সখা গোপদিগকেও নমস্কার করিব, অদ্য ইহাই আমার কর্ম্ম। (১৪) আমি চরণ তলে পতিত হইলে বোধ হয় সেই বিভু স্বীয় কর কমল আমার মস্তকে নিহিত করিবেন কারণ কাল ভুজঙ্গ রংহে যে সকল মানব উদ্বিগ্ন হইয়া শরণাপন্ন হয় তদীয় করকমল তাহাদিগকে অভয় দিয়া থাকে। (১৫) মহাত্মা বলি পদত্রয় পরিমিত ভূমি দান সময়ে তাঁহার সেই করে কিঞ্চিৎ জল এবং শচীপতি কোন সময়ে তাহাতে কোন প্রকার অর্হণ অর্পণ করিয়া ত্রিজগতের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপর সৌগন্ধিকের গন্ধবৎ গন্ধামোদিত সেই করকমল রাস ক্রীড়ায় স্পর্শমাত্রে ব্রজাঙ্গনাদিগের শ্রান্তি নিবারণ করিয়াছে অতএব তাহা মুমুক্ষুদিগের সংসার নিবারক, সকামদিগের অভ্যুদয়প্রদ এবং অনুরক্তদিগের পক্ষে পরম সুখদায়ক। (১৬)

যদিও আমি কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যাইতেছি অতএব তাহার দূত, তথাপি ভগবান আমার প্রতি "এ শক্রর লোক" এমত জ্ঞান করিবেন না, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আমার চিত্তের অন্তরে ও বাহিরে কি রূপ চেষ্টা, অন্তর্যামী হইয়া নির্ম্মল চক্ষু অর্থাৎ নিত্য জ্ঞান যোগে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ফলতঃ যদিও আমি বাহিরে অসুররাজ কংসেরই অনুবৃত্তি করিতেছি তথাপি আমার অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণেই অনুগত, তিনি অন্তর্যামী, আমার এই ভাব অবশ্য জানেন। (১৭) অতএব কৃতাঞ্জলি হইয়া চরণোপান্তে পতিত হইলে যদি তিনি কৃপামৃতে আর্দ্রীভূত দৃষ্টি দ্বারা আমার প্রতি সস্মিত অবলোকন করেন তৎক্ষণাৎ আমার অখিল কলুষ বিনষ্ট হইবেক, নিষ্পাপ ও নিঃশঙ্ক হইয়া পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইব। (১৮)

আমি সুহৃত্তম এবং জ্ঞাতি, অপর তদ্ব্যতীত অন্য দেবতা জানি না, এ সকল স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাকে আলিঙ্গন করিবেন তখনি আমার দেহ অতিশয় পবিত্রীকৃত হইবেক এবং সেই আশ্লেষ প্রভাবে কর্ম্মময় বন্ধন আমার দেহ হইতে শ্লথ হইয়া পড়িবেক। (১৯) অপর আমি অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইলে মহাযশা মুকুন্দ আমাকে হে অক্রূর! হে তাত! বলিয়া যখন সম্ভাষা করিবেন তখন আমার জন্ম সফল হইবেক। ফলতঃ সেই মহীয়ান্ ভগবান কর্ত্তৃক যে জীব সম্মানিত না হয় তাহার জন্ম বিফল, তাহাকে ধিক্। (২০) যদিও তাঁহার প্রিয় অপ্রিয়, সুহৃদ অসুহৃদ্, এবং হিত অহিত অথবা উপেক্ষ্য কেহ নাই সত্য, তথাপি কল্পবৃক্ষ যদ্রূপ যে ব্যক্তি যে প্রকারে আশ্রিত হয় তাহাকে সেই প্রকারে ফল দেয়

তদ্রূপ তিনিও যে ভক্ত যেরূপে ভজনা করে তাহাকে তদ্রূপেই অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। (২১) আমি অবনত হইয়া যখন অঞ্জলি বন্ধন করিব তখন সেই অঞ্জলিতেই আমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সেই অগ্রজ যদুবর স্বীয় বন্ধুবর্গের প্রতি কংস কি করিতেছে হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রশ্ন করিবার অগ্রে আমি সৎক্রিয়া প্রাপ্ত হইব কোন সন্দেহ নাই। (২২)

শুকদেব কহিলেন সমস্ত পথ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করাতে অক্রূর যদিও পথ জানিতে পারিলেন না, তথাপি রথযোগে গোকুলে আসিয়া উপনীত হইলেন, দিবাকরও অস্ত গেলেন। (২৩) রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের যে চরণের রেণু অখিল লোকপাল স্ব২ কিরীটে ধারণ করেন এবং যাহা ধরার অলঙ্কার স্বরূপ ও যাহাতে পদ্ম যব অঙ্কুশাদি চিহ্ন দেদীপ্যমান, অক্রূর রথ হইতে সেই চরণ দেখিতে পাইলেন। (২৪) হরিপাদপদ্ম দর্শনে যে আনন্দ জন্মিল তাহাতে অক্রূরের সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইল এবং প্রেম হেতু গাত্রের রোম অঞ্চিত হইয়া উঠিল। অপর অশ্রুকলায় লোচন দ্বয় আকুল হইয়া আসিল। অতএব রথ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক কি আশ্চর্য্য বলিয়া দুর্লভতা ভাবিতে২ তাহাতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। (২৫) রাজন্! দম্ভ, ভয় এবং শোক পরিত্যাগ করিয়া হরিমূর্ত্তি দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা অক্রূরের কংসসন্দেশাদি যাবৎ অর্থ হইল এতাবন্মাত্রই পুরুষার্থ, অতএব তিনি হরিচরণে কেন লুণ্ঠিত হইলেন এ আশঙ্কা করিও না, প্রেম সম্ভ্রমে ফলোদ্দেশ নাই। (২৬) সে যাহা হউক। তদনন্তর অক্রূর দেখিলেন কৃষ্ণ ও রাম উভয়ে ব্রজ মধ্যে গোদোহন স্থান গত হইয়াছেন। তাঁহাদের পরিধান পীত ও নীল বসন, নয়ন শরৎকালীন নলিন তুল্য, দুই জনেই কিশোর কিন্তু এক জন শ্যাম অন্য জন পীতবর্ণ, পরন্তু উভয়েই শ্রীর নিকেতন, এবং উভয়েরই বৃহৎ বাহু ও সুন্দর বদন অতএব দুই জনেই পরম সুন্দর এবং বালহস্তির তুল্য বিক্রমশালী। (২৭) ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম চিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বারা ব্রজভূমি শোভিত করিতেছেন, অপর উভয়েই মহাত্মা এবং উভয়েরই নয়ন অনুকম্পা বিলসিত ঈষদ্ধাস্যে শোভিত। (২৮) অপর দুই জনেরই উদার অথচ রুচির ক্রীড়া, দুই জনেই মাল্যালঙ্কৃত ও বনমালাধারী। পবিত্র গন্ধ অনুলেপনে উভয়েরই অঙ্গ অনুলিপ্ত, দুই জনেই স্নাত হইয়া নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়াছেন। (২৯) অপিচ উভয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বরূপ, তাহার কারণ দুই জনেই আদ্য, তৎকারণ তাঁহারাই জগতের হেতু অতএব জগতের পতি। ভূভার হরণার্থ মূর্ত্তিভেদে রাম কৃষ্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র। (৩০) তাঁহারা স্বীয় প্রভা দ্বারা দিক্ সকলের অন্ধকার দূর করিতেছিলেন। মারকত ও রৌপ্য শৈল স্বর্ণে ব্যাপ্ত হইলে যদ্রূপ হয় দুই জনে অবিকল তদ্রূপ। হে মহারাজ! রাম কৃষ্ণকে উক্ত রূপ দেখিবামাত্র অক্রূর সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্নেহ বিহ্বল চিত্তে তাঁহাদের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। (৩১) ভগবদ্দর্শন জন্য আনন্দ বাষ্পে তাঁহার লোচনদ্বয় পূর্য্যাকুল হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল আর এতাদৃশ ঔৎসুক্য জন্মিল যে আমি অক্রূর, নমস্কার করি; একথা বলিতেও শক্তি হইল না। (৩২) প্রণত বৎসল ভগবান্ "ইনি অক্রূর, এই নিমিত্ত আসিতেছেন" জানিতে পারিয়া আপনার কংসবধ সামর্থ্য ইঙ্গিতে প্রকটিত করত চক্রাঙ্কিত কর দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। (৩৩) মহামনা বলভদ্রও প্রণত অক্রূরকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন পরে আপনার হস্ত দ্বারা অঞ্জলিরূপে সংহত তদীয় দুই হস্ত গ্রহণ করিয়া অনুজ সহিত গৃহে আনিলেন। (৩৪)

তদনন্তর কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে প্রধান আসন দিলেন এবং পদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া মধুপর্কের উপযুক্ত অর্হণ আনয়ন পূর্ব্বক সমর্পণ করিলেন। তৎপরে গাভী নিবেদন করিয়া দিয়া শ্রান্ত সেই অতিথির শ্রমাপনোদন নিমিত্ত আদর পূর্ব্বক বায়ু বীজন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহুতর ব্যঞ্জন সহ পবিত্র অন্ন আনিয়া দিলেন এবং ভোজন করিলে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বলরামও প্রীতিপূর্ব্বক মুখবাস তথা গন্ধ মাল্য প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় পরম প্রীতি জন্মাইতে লাগিলেন। (৩৫)

তাহার পর সম্মানিত অক্রূরকে সম্বোধিয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন হে দাশার্হ! ক্রুর কংস জীবিত থাকিতে, তোমরা কিপ্রকারে জীবন ধারণ করিতেছ? আমি দেখিতেছি যেসকল মেষকে ব্যাধে পালন করে তোমরা এক্ষণে তাহাদের তুল্য হইয়াছ। (৩৬) যে দুরাত্মা রোরুদ্যমানা স্বীয় ভগিনীর অপত্য সকল নিহত করিয়াছে, যে কেবল আপনার প্রাণই পরিতৃপ্ত করিতে ভাল জানে অতএব যে অতিশয় খল, তোমরা সেই কংসের প্রজা। তাহার নিকট তোমাদের জীবনমাত্রও দুর্লভ, তোমাদের কুশল কি বিচার করিব? (৩৭)

রাজন্! এই প্রকার সুনৃত বচন দ্বারা নন্দ কর্ত্তৃক সভাজিত হওয়াতে ঐ রূপ প্রশ্ন দ্বারাই অক্রূরের অধ্ব পরিশ্রম পরিত্যাগ হইল। (৩৮)

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা, গোপীগণের খেদোক্তি এবং যমুনায় অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন।

শুকদেব কহিলেন অক্রূর পথে আসিতে আসিতে যে যে মনোরথ করিয়াছিলেন গোকুলে উপনীত হইবামাত্র রাম ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমধিক সম্মানিত এবং পর্য্যঙ্কে সুখোপবিষ্ট হইয়া সে সকলই লাভ করিলেন। রাজন্! শ্রীনিবাস ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? সকলি লভ্য হয়, তথাপি ভগবৎপরায়ণ জনগণ কিঞ্চিৎ অভিলাষ করিয়া থকেন। সে যাহাহউক। দেবকীতনয় ভগবান্ হরি সায়ঙ্কালীন অশন সমাপন করিয়া অক্রূর সমীপে পুনরায় আসিলেন এবং সুহৃজ্জনের প্রতি কংস কিরূপ ব্যবহার করে ও তাহার আর কি করিতে অভিলাষ, এই সকল জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। (১)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে তাত! হে সৌম্য! সুখে আগমন হইয়াছে? তোমার আপনার কুশল? সুহৃদ, সপিণ্ড ও বন্ধু সকলে সুখে ও আরোগ্যে আছেন? (২) অথবা যে ব্যক্তি নাম মাত্রে মাতুল, সেই কংস আমাদের কুলের কণ্টক, সে বৃদ্ধিশীল থাকিতে জ্ঞাতিদের (তোমাদের) তথা প্রজাজনের মঙ্গল কথা কি জিজ্ঞাসা করি? এসকল প্রশ্নই অসঙ্গত। (৩) যাহাহউক। আমাদের নিমিত্ত নিরপরাধ পিতা মাতাকে বহুতর দুঃখ ভোগ করিতে হইল, আমারই কারণে তাঁহাদের পুত্রমরণ ও আমরাই কারণে তাঁহাদের বন্ধন হইয়াছে। (৪) হে সৌম্য! তোমরা আমার জ্ঞাতি, অদ্য যে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল ভাগ্যক্রমে ভালই হইল, আমিও ইহা আকাঙ্ক্ষা করিতে ছিলাম। হে তাত! কিকারণে আগমন হইল বর্ণন করহ। (৫)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! মধুবংশীয় অক্রূর জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবানের

নিকট সমুদায় বর্ণন করিলেন অর্থাৎ কংস যদুদিগের উপর যেরূপে বৈরানুবন্ধ করিতেছিল, যেরূপে বসুদেবের বধার্থ উদ্যত হইয়াছিল, (৬) যদ্রূপ ছদ্মে ধনুর্যজ্ঞার্থ আদেশ করে, যে নিমিত্ত (চানূর মুষ্টিকাদি দ্বারা তাঁহারই সংহারার্থ) আপনি দূত হইয়া প্রেরিত হইয়াছেন এবং যেরূপে বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্বজন্ম নারদ কর্ত্তৃক উক্ত হয়, সকল বলিয়া শুনাইলেন। (৭)

অক্রূরের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া পরবীরহন্তা শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব হাস্য করিলেন পরে নন্দ সন্নিধানে গমন করিয়া কংসরাজা যাহা আদেশ করিয়াছেন বিজ্ঞাপন করিলেন। (৮) নন্দও গোপদিগকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা দিলেন অহে! সকলে ক্ষীরাদি সর্ব্ববিধ গোরস গ্রহণ কর, উত্তমোত্তম উপায়ন লও, এবং শকট যোজন করিতে বল। (৯) মথুরায় একটী মহৎ পর্ব্ব হইতেছে, দেখিতে হইবে, জনপদবাসী সকলেই যাইতেছে। (১০) তদনন্তর ব্রজরক্ষাধিকারি দ্বারা সর্ব্বত্র ঐরূপ ঘোষণা দেওয়াইলেন। (১১)

হে রাজন্! কৃষ্ণৈকজীবনা গোপাঙ্গনা সকল রাম কৃষ্ণকে মথুরায় লইবার নিমিত্ত অক্রূরের ব্রজাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যর্থ ব্যথিত হইল। (১২) শ্রবণমাত্রে হৃত্তাপ জন্মিবাতে তজ্জন্য নিশ্বাস দ্বারা কতকগুলি গোপীর মুখশ্রী একেবারে ম্লান হইয়া গেল এবং শোকাবেগ বশতঃ কতিপয় গোপীর দুকূল, বলয় তথা কেশগ্রন্থি স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। (১৩) অপর২ গোপীদের শ্রীকৃষ্ণানুধ্যান বশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অশেষ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইল অতএব মুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তাহারা স্ব২ দেহও জানিতে পারিল না। (১৪) অন্য অবলাগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ জন্য ঈষদ্ধাস্য সহ উচ্চারিত হৃদয়স্পর্শি চিত্রপদ বচনাবলী স্মরণ করিয়া সম্মোহিত হইল। আর২ গোপী সুললিত গমন, সুন্দর চেষ্টা, সুস্নিগ্ধ ও সহাস্য অবলোকন, শোকাপহ কর্ম্ম এবং উদার চরিত (১৫) চিন্তা করত শ্রীকৃষ্ণ বিরহাশঙ্কায় ভীত ও বিহ্বল হইল এবং সকলে মিলিয়া দলবদ্ধ হওত অশ্রুপূর্ণ মুখে নিম্নলিখিত খেদোক্তি আরম্ভ করিল কারণ ভগবান অচ্যুতের প্রতিই তাহাদের চিত্ত সংলগ্ন ছিল। (১৬)

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম করিয়া দিয়া পুনরায় বিঘটন করাইতেছে বলিয়া বিধাতার প্রতি আক্রোশ করত সেই সকল গোপী বলিতে লাগিল অহে বিধাতঃ! তোমার দয়া মাত্র নাই, মৈত্রী এবং স্নেহ সহিত দেহিগণকে সংযুক্ত করিয়া ভোগ প্রাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে বিয়োগান্বিত কর। তুমি অতি মূর্খ, তোমার চেষ্টিত বালকের চেষ্টিতের ন্যায় নিরর্থক। (১৭) শ্রীকৃষ্ণের যে বদন শ্যাম বর্ণ কুন্তলে আবৃত, সুন্দর কপোল ও উন্নত নাসিকায় মনোহর এবং যে গূঢ় হাস্যে শোকাপনোদন হয় তাঁহার দ্বারা পরম সুন্দর, সেই বদন আমাদিগকে একবার দর্শন করাইয়া পুনর্ব্বার তাহা অদৃশ্য করিতেছ, অতএব তোমার কৃত কর্ম্ম সাধু নহে। (১৮) তুমি অতি ক্রূর, অক্রূর নাম ধরিয়া আসিয়া, আমাদিগকে যে চক্ষু দিয়াছিলে অজ্ঞবৎ তাহা হরণ করিতেছ। আহা! আমরা তোমার দত্ত চক্ষুর্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দেহৈকদেশে নেত্র অথবা বক্ত্রাদিতে তোমার সমগ্র সৃষ্টি নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিতাম। তোমার অভিপ্রায় বুঝা গেল আমরা সকল রহস্য অবগত হইতেছি এই রোষের পরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগ করাইয়া আমাদিগকে অন্ধ করিতেছ। (১৯)

তদনন্তর বিধাতার কথা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল নন্দ নন্দনের সৌহৃদ্য স্থির নহে, যদিও আমরা পতি, পুত্র তথা গৃহ, স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ

তাঁহার দাস্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং ত্বৎকৃত গূঢ় হাস্য দ্বারাই পরবশ হইয়া আছি তথাচ তিনি আর আমাদিগকে দেখিবেন না, কারণ নূতন নূতনই তাঁহার প্রিয়, অতএব আমরা তাঁহাকে নিবারণ করিব। (২০) সখি! বোধ হয় এই রাত্রি সুখ প্রভাতা হউক বলিয়া মথুরাঙ্গনাগণ যে সকল আশিষ্ প্রার্থনা করিয়াছিল অদ্য সকলই সত্য হইল কারণ শ্রীকৃষ্ণের যে বদন অপাঙ্গোৎকলিত স্মিত দ্বারা আসবস্বরূপ, তাহা পান করিতে পাইবে (২১) সেই সকল অবলার মৃদু মঞ্জু কথায় মুকুন্দের চিত্ত বশীকৃত হইবেক এবং তিনি তাহাদের সলজ্জ স্মিতও বিভ্রমে ভ্রান্ত হইবেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ যদিও পিত্রাদি পরতন্ত্র এবং ধীর তথাপি অবিদগ্ধা অস্মদাদির এস্থানে আর আসিবেন না। (২২) হায়! আমাদের উৎসব অন্যে ভোগ করিবে। দাশার্হ ভোজ অন্ধক বৃষ্ণি এবং সাত্বত এ সকলের দৃষ্টির অদ্য মহা মহা উৎসব হইবেক কারণ তাহারা দেবকীনন্দনকে দর্শন করিবে, অপর পথ দিয়া গমন করিবার সময় অন্য যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবে তাহাদেরও নয়নোৎসব হইবেক। (২৩)

তৎপরে অক্রূরের প্রতি আক্রোশ করিয়া কহিতে লাগিল যে ব্যক্তির এ প্রকার ব্যবহার, যাহার দয়ামাত্র নাই, তাহার অক্রূর এ নাম ভাল হয় নাই, এ অতি নিদারুণ, সুদুঃখিত এই সকল অবলা জনকে আশ্বাস না দিয়া ইহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর শ্রীকৃষ্ণকে অতিদূরে লইয়া যাইবেক। (২৪) হায়! আমাদের জীবনে ধিক্! কঠিন-চিত্ত হইয়া এই যে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করেন, তাঁহার পশ্চাৎ২ এই যে গোপাল সকল শকট লইয়া ত্বরা করিতে লাগিল। স্থবিরেরাও বারণ করিতেছেন না। আহা! দৈবও আমাদের প্রতিকূল চেষ্টা করিতেছেন, অনুকূল হইলেন না। (ইহার তাৎপর্য্য দৈব অনুকূল হইলে অবশ্য ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হইত কিম্বা অকস্মাৎ বজ্রপাত অথবা অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিত, তাহা কিছুই হইতেছে না) (২৫)

তদনন্তর পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সাহসাবলম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করি চল, কুলবৃদ্ধ বান্ধবগণ আমাদের কি করিবেন? মুকুন্দ সঙ্গ অর্দ্ধ নিমেষের নিমিত্তও দুস্ত্যজ, দুর্দ্দৈববশতঃ তাহা হইতে বিয়োজিত হইতে হইবেক, ইহাতেই আমাদিগের চিত্ত দীন হইতেছে। যখন এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইলাম তখন মৃত্যু হইতেও ভয় করি না। (২৬) হে গোপীগণ! যাঁহার সানুরাগ সুললিত হাস্য—মনোহর—মন্ত্র লীলাবলোকন এবং সপ্রেম আলিঙ্গনে বিভূষিত রাসক্রীড়াসভায় আমরা রজনী সকল ক্ষণবৎ যাপন করিয়াছিলাম সেই এই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে বিরহ দুঃখ কি প্রকারে পার হইব? (২৭) দিবাবসানে গোপ বালকগণে পরিবৃত হইয়া, বেণু বাজাইতে বাজাইতে ব্রজে প্রবেশ করত সস্মিত কটাক্ষ নিরীক্ষণ দ্বারা যিনি আমাদের চিত্ত হরণ করেন তাঁহা ব্যতিরেকে কি প্রকারেই বা আমরা জীবন ধারণ করিব? হে গোপীগণ! ব্রজে প্রত্যাগমন সময়ে গাভী সকলের খুর ধূলি দ্বারা তাঁহার অলক ও গলদেশস্থ মাল্য মনোহর রূপে ধূসরিত হয়। (২৮)

হে রাজন্ পরীক্ষিত! ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই আসক্ত থাকাতে তাহারা বিরহাতুর হইয়া ঐ প্রকার বলিতে বলিতে পরে লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক "অহে কৃষ্ণ! অহে গোবিন্দ! অহে দামোদর!" বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। (২৯) কিন্তু অবলাগণ ঐ প্রকারে ক্রন্দন করিতে থাকিলেও তাহাদের অনুরোধ না করিয়া দিবাকর উদিত হইবামাত্র অক্রূর সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক রথ চালাইয়া

চলিলেন। (৩০) পরে নন্দাদি গোপবৃন্দ গোরস পরিপূর্ণ ভূরি২ কলস উপায়ন লইয়া শকট যোগে তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। (৩১) গোপীগণও দয়িত শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক নিরীক্ষণাদি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আনন্দিত হইল এবং তদীয় প্রত্যাদেশ আকাঙ্ক্ষা করত অবস্থিত হইয়া রহিল। (৩২) যদুবর ভগবান্ ব্রজাঙ্গনাদিগকে তদ্রূপে সন্তাপিত দেখিয়া শীঘ্র আসিব এই সপ্রেম বচন দূত দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলেন। (৩৩) তথাচ যাবৎপর্য্যন্ত রথের পতাকা ও রেণু লক্ষ্য হইল তাবৎ গোপীগণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। পরে গোবিন্দের নিবর্ত্তন দর্শনে নিরাশ হইয়া নিরীক্ষণক্রিয়া হইতে ক্ষান্ত হইল এবং প্রিয়চরিত্র গান করত বিশোক হইয়া দুই দিন যাপন করিল। ভগবান্‌ও বলভদ্র এবং অক্রূর সমভিব্যাহারে বায়ুবৎ বেগশালি রথ যোগে পাপনাশিনী যমুনার তটে উপনীত হইলেন। (৩৪) তথায় স্নান করিয়া আদৌ সুমৃষ্ট মণিপ্রভ জল পান করিলেন পরে তরু সমূহ সমীপে একবার গমন করিয়া বলভদ্র সহ পুনশ্চ রথারূঢ় হইলেন। (৩৫)

অনন্তর অক্রূর তাঁহাদিগকে রথোপরি রাখিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া বিধি পূর্ব্বক আপনি স্নান আরম্ভ করিলেন। (৩৬) তিনি জলে নিমগ্ন হইয়া সনাতন ব্রহ্ম জপ করত সেই স্থানে মিলিত রাম কৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল বসুদেবের দুই তনয় রথোপরি আছেন, তাঁহারা এখানে সলিল মধ্যে কেন? তবে কি রথে নাই, এই বলিয়া উন্মজ্জন পূর্ব্বক উপরে দেখিলেন সেখানেও পূর্ব্ববৎ দুই ভ্রাতায় অধ্যাসীন হইয়া আছেন। তদনন্তর সলিলাভ্যন্তরে যে দর্শন হইল তবে তাহা কি মিথ্যা, ইহা বলিয়া পুনরায় জলমগ্ন হইলেন। (৩৭) পুনরায় দেখিতে পাইলেন সেখানেও ভগবান্ অনন্ত উপস্থিত আছেন. সিদ্ধ উরগ এবং অসুরগণ নতকন্ধর হইয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। (৩৮) তাঁহার সহস্র মস্তক, ফণা সকলে সেই সহস্র মস্তক বিরাজমান, তাঁহার পরিধান নীল বসন, বর্ণ মৃণালবৎ বিশদ, অতএব শিখর সহ বর্ত্তমান কৈলাস পর্ব্বতবৎ অবস্থিত। (৩৯) সেই দেবের ক্রোড়ে অন্য একটী রূপ দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বর্ণ নিবিড় শ্যাম, পরিধান পীত কৌষেয়, চারি বাহু, দুই নয়ন পদ্ম পত্রের তুল্য আয়ত, অতিশয় শান্ত মূর্ত্তি (৪০) অপর তদীয় বদন মনোহর অথচ প্রসন্ন. হাস্য ও কটাক্ষ পরম সুন্দর, ভ্রূদ্বয় সুশোভন, নাসিকা উন্নত; কর্ণ সুচারু, কপোল সুন্দর, অধর অরুণ বর্ণ। (৪১) ভুজদ্বয় আজানু লম্বিত অথচ পীবর, স্কন্ধদ্বয় উত্তুঙ্গ, বক্ষঃস্থলে কমলা বিরাজমানা, কণ্ঠদেশ কম্বুবৎ, নাভি নিম্ন, উদর ত্রিবলী বিশিষ্ট এবং অশ্বত্থদল সদৃশ (৪২) তিনি বিশাল কটিতট তথা তদ্রূপ নিতম্ব এবং করভ সদৃশ, উরুদ্বয়ে সুচারু, আর চারু জঙ্ঘাদ্বয়ে সুন্দর। (৪৩) অপর উত্তুঙ্গ গুল্ফ তথা অরুণ নখরনিকরের কিরণে এবং নব দল তুল্য নব অঙ্গুলি তথা অঙ্গুষ্ঠে তাঁহার পাদ পদ্ম শোভমান। (৪৪) অপর তিনি মহার্হ মণি সমূহে খচিত কিরীট, কটক, অঙ্গদ তথা কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, হার, নূপুর ও কুণ্ডলে বিরাজ করিতে ছিলেন। আর তাঁহার করে কমল, তথা চক্র গদা দেদীপ্যমান। অপিচ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ এবং গলায় বনমালা। (৪৫) অধিকন্তু সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি পার্ষদ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মরুদ্রাদি সুরেশ্বর, মরীচ্যাদি ব্রাহ্মণগণ, তথা প্রহ্লাদ নারদ বসু প্রভৃতি প্রধান২ ভাগবত ভিন্ন২ অভিপ্রায়ে উত্তম২ বাক্যে স্তব করিতেছিলেন।

(৪৬) অপর শ্রী, পুষ্টি বাণী, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জ্জা, এই সকল দেবী, তথা জীবগণের সংসার হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা, আর ঐ দুয়ের কারণীভূত শক্তি, এবং মায়া, ইহারাও সেবা করিতেছেন। (৪৭)

এই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া অক্রুর অত্যর্থ প্রীত হইলেন, তাঁহার গাত্র পুলকে পরিপূর্ণ হইল, ভাবে সর্ব্ব শরীর ও লোচন আর্দ্র হইতে লাগিল। অতএব আমাদের এই শ্রীকৃষ্ণই এতদ্রূপ পরমেশ্বর, ইহা জানিয়া পরম ভক্তি সহকারে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। পরে সত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে ধীরে ধীরে গদগদ বচনে স্তব করিতে লাগিলেন। (৪৮)

ইতি দশমস্কন্ধ নবত্রিংশ অধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানিয়া সগুণ নির্গুণভেদে অক্রূর কর্ত্তৃক স্তব।

অক্রূর কহিলেন হেশ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি বালক নহেন, আদ্য পুরুষ অর্থাৎ আদ্যন্ত শূন্য, কারণ আপনি অখিল কারণের কারণ। প্রভো! আপনিই সেই নারায়ণ, যাঁহার নাভিজাত অরবিন্দ কোষ হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত, যাহা হইতে এই লোক হইয়াছে। (১) ভগবন্! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মনঃ, ইন্দ্রিয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং সর্ব্ব দেবতা, ইহারা এবং যে সকল পদার্থ এই জগতের হেতু, তৎসমুদায় আপনকার শ্রীমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন। (২) প্রভো! মায়া প্রভৃতি এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষাদি দ্বারা দৃষ্ট হয় অতএব ইহারা জড়ত্বের কারণ, ইহারা আত্মরূপি আপনকার স্বরূপ অবগত নহে। ভগবন্! ব্রহ্মাও মায়ার গুণে আবৃত হওয়াতে আপনকার গুণাতীত স্বরূপ জানিতে পারেন না ইহাতে অন্য (জীব) কি প্রকারে জানিবেক? (৩) পরন্তু আপনি যদিও কাহারো সাক্ষাৎ গোচর নহেন তথাচ যে কোন বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া ভজনা করিলে উপাসকদের গম্য হইয়া থাকেন অতএব হৈরণ্যগর্ভাদি সাধু যোগিগণ, অধ্যাত্ম, অধিভূত তথা অধিদৈবের সাক্ষী এবং অন্তর্যামি স্বরূপ ও নিয়ন্তা যে আপনি, আপনকারই উপাসনা করিয়া থাকেন। (৪) কোনং ব্যক্তিরা বেদ ও বিদ্যা দ্বারা আপনকার আরাধনা করেন কর্ম্মযোগী দ্বিজগণও, যাঁহাদের বজ্রহস্তাদি নানারূপ, সেই সকল ইন্দ্রাদি দেবতার নাম দ্বারা বিস্তীর্ণ যজ্ঞকরণক আপনকারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। (৫) যে সকল জ্ঞানী অখিল কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া উপশম প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাও জ্ঞানযজ্ঞ (সমাধি) দ্বারা জ্ঞানরূপি আপনকারই আরাধনা করেন। (৬) ব্রহ্মন্! অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব শৈবাদি দীক্ষায় দীক্ষিত তাহারা আপনকার স্বরূপ আত্মার চিন্তা করত আপনকার কথিত পঞ্চরাত্রাদি বিধান দ্বারা বাসুদেবাদি ভেদে বহু মূর্ত্তি এবং নারায়ণ রূপে একমূর্ত্তি যে আপনি, আপনকারই অর্চ্চনা করেন। (৭) অপর ব্যক্তিরা শিবোক্ত যে মার্গ, যাহা শৈব পাশুপাতাদি ভেদে বহুধা বিভিন্ন, তদ্দ্বারা শিবরূপি আপনকারই উপাসনা করেন। (৮) প্রভো! আপনি সর্ব্ব দেবময় একারণ যাহারা বিবিধক্ষুদ্র দেবতাভক্ত, তাহারা যদিও পরস্পর দেবতাধিক্ষেপ করাতে ব্যাকুলচিত্ত এপ্রযুক্ত বিভিন্ন বুদ্ধি তথাচ সকলেই আপনকারই পূজা করে। (৯) অতএব সমুদায় বর্ত্ম আপনাতেই পর্য্যবসিত। যেমন নদী সকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃষ্টিজলে

পরিপূর্ণ হওত বহুস্রোতা হয় কিন্তু শেষে সকল দিক হইতে সাগরেই আসিয়া প্রবেশ করে তদ্বৎ তত্তদ্দেবতাদিগের বর্ত্ম সকলি অন্তে আপনাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। (১০)

প্রভো! আপনকার শক্তি যে প্রকৃতি, তাঁহার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ, অতএব প্রকৃতি কার্য্যোপাধি ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জীব সকল উপাধি লয়ে সেই সকল গুণে প্রবিষ্ট হয় পরে সেই গুণ সকল প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি আপনাতে প্রবেশ করে অতএব উপাধি বিলয়ে সকলেই আপনাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। (১১) পরন্ত আপনি অবিলুপ্ত বুদ্ধি কারণ আপনি সকলের আত্মা, এবং সর্ব্ব বুদ্ধির সাক্ষী, আপনাকে নমস্কার করি। প্রভো! দেব, মানব, তির্য্যক যাহাদের আত্মা, অর্থাৎ যাহারা দেবাদি শরীরাভিমানী, তাহাদের মধ্যে আপনকার অবিদ্যাকৃত এই গুণ প্রবাহ প্রবৃত্ত আছে অতএব সে সকল হইতে আপনকার সুমহৎ প্রভেদ। (১২)

ভগবন্! অগ্নি আপনকার মুখ, এই পৃথ্বী আপনকার চরণ, সূর্য্য আপনকার চক্ষু, আকাশ আপনকার নাভি, দিকসকল আপনকার শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বর্গ আপনকার মস্তক, দেবেন্দ্রগণ আপনকার বাহু, সাগর সকল আপনকার কুক্ষি, বায়ু আপনকার প্রাণ ও বল, (১৩) বৃক্ষ ও ওষধিসকল আপনকার গাত্র রোম, মেঘ সকল আপনকার কেশ, পর্ব্বত সকল আপনকার অস্থি, ও নখ, রাত্রি ও দিন আপনকার নিমেষ, প্রজাপতি আপনকার মেঢ়, এবং বৃষ্টি আপনকার বীর্য্য রূপে কল্পিত হয়। (১৪) হে অব্যয়াত্মন্! আপনি মনো বৃত্তি বৃত্তিহীন, তথাচ আপনাতেই বহু জীব সঙ্কুল পালক সহিত এই সকল লোক সঞ্চারিত হইতেছে অর্থাৎ যেমন জল নিবাসী সূক্ষ্ম প্রাণী অণ্ডরাশি জলে এবং মশকগণ উড়ুম্বর মধ্যস্থ কেশরে থাকিয়া পরস্পর বার্ত্তানভিজ্ঞ হইয়া সঞ্চরণ করে তদ্বৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকল আপনাতে সঞ্চরণ করিতেছে। (১৫)

ভগবন্! আপনকার স্বরূপ ঐ রূপ দুরবগাহ বলিয়াই সাধুগণ আপনকার অবতার কথামৃত সেবন করেন। আপনি ক্রীড়নার্থ যে২ রূপ ধারণ করেন সাধু সকল তদ্দ্বারা শোক বিসর্জ্জন করিয়া হর্ষে আপনকার যশঃ গান করিয়া থাকেন। (১৬) আপনি প্রলয় পয়োধি চারী কারণ মৎস্য হইয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের হন্তা হয়গ্রীব রূপী, আপনাকে নমস্কার। (১৭) ভগবন্! আপনি কূর্ম্ম রূপী হইয়া মন্দর গিরি ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি ধরণীর উদ্ধার করিয়া বিহার নিমিত্ত বরাহ রূপ ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। হে সাধুজন ভয়হারিন্! আপনি অদ্ভুত নরহরি রূপ ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! আপনি বামন অবতার গ্রহণ করিয়া ত্রিভুবন আক্রমণ করেন, আপনাকে নমস্কার করি। (১৮) হে দেব! আপনি পরশুরাম অবতার হইয়া দৃপ্ত ক্ষত্রিয়রূপ বন ছেদন করেন আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনিই রাবণের অন্তকারী রামরূপ ধারী, আপনাকে নমস্কার করি। (১৯) ভগবন্! আপনি বাসুদেব সঙ্কর্ষণ (বলভদ্র) প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ রূপে অবতীর্ণ হন, আপনাকে নমস্কার। আপনি সাত্বতদিগের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দৈত্য দানবদিগের মোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! আপনি কল্কি রূপ ধারণ করিয়া ম্লেচ্ছ প্রায় ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করেন, আপনকার প্রতি প্রণত হই। (২০)

রাজন্! ঐ প্রকারে স্তবানন্তর অক্রূর বন্ধমোচন প্রার্থনা নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন হে ভগবন্! এই সমস্ত লোক আপনকার মায়ায় মোহিত, সুতরাং ইহারা অসৎ দেহাদিতেই আগ্রহবান্ হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছে। (২১) প্রভো! কেবল এই সকল লোক নহে, আমিও মূঢ় হইয়া স্বপ্নকল্প দেহ গেহ পুত্র কলত্র স্বজন ধনাদিতে সত্য বুদ্ধি করত ভ্রমণ করিতেছি। (২২) আমি এই কারণে মূঢ় যে অনিত্য, অনাত্মা, এবং দুঃখ, এসকল পদার্থে বিপরীত বুদ্ধি করিতেছি। অর্থাৎ অনিত্য কর্ম্মফলে নিত্য বোধ এবং অনাত্ম দেহে আত্মজ্ঞান তথা দুঃখরূপ গৃহাদিতে সুখবোধ করিতেছি. অপর সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বেই আমার আরাম বোধ হইতেছে তাহার কারণ তমোগুণে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, অতএব পরম প্রেমাস্পদ যে আপনি, আপনাকে জানিতে পারিতেছি না। (২৩) যেমন অবোধ জন জলোৎপন্ন তৃণাদিতে আচ্ছন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণায় ধাবমান হয় তদ্বৎ আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া সংসারে অনুরক্ত আছি। (২৪) প্রভো! আমার বুদ্ধি বিষয় বাসনা যুক্ত হইয়াছে, আমি আপনার মনকে নিয়ম করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমার মন একে আপনা হইতে কাম কর্ম্মে ক্ষুভিত, তদুপরি আবার তাহাকে বলবান অর্থাৎ বিষয় সংযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে, ইহাতে নিরোধ করিতে পারি, সাধ্য কি? (২৫) ভগবন্! এপ্রকারে অস্বতন্ত্র যে জন, আমি সেই ব্যক্তি, আপনকার চরণে শরণাপন্ন হইলাম। হে ঈশ! হে অন্তর্যামিন্! আপনকার চরণে শরণও অসজ্জনের সুলভ নহে, আমি যে প্রাপ্ত হইলাম ইহা আপনকার অনুগ্রহ, সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে। হে পদ্মনাভ! জীবের সংসার সমাপ্তি যখন আপনকার কৃপায় সম্ভাব্য হয় তখনি সাধুসেবা সম্পন্ন ও সেই সময়েই আপনকার প্রতি মতি উৎপন্ন হয়। পরন্তু আপনকার কৃপা না হইলে সাধুসেবা অথবা আপনাতে মতি কখনই হয় না, সুতরাং মুক্তি হওয়াও অসম্ভব। (২৬)

তদনন্তর পদতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন অহো! যাঁহার বিজ্ঞানই মূর্ত্তি, অতএব যিনি সমস্ত জ্ঞানের কারণ, অপর যিনি পুরুষের ঈশ্বর যে সকল কাল কর্ম্ম স্বভাবাদি, তৎসমুদায়ের নিয়ন্তা, তাহার কারণ পরিপূর্ণ স্বরূপ ও অনন্ত শক্তি, সেই বিভুকে আমি নমস্কার করি। (২৭) ভগবন্! আপনি চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব এবং সর্ব্ব প্রাণির আশ্রয় অর্থাৎ অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নমস্কার করি, প্রভো! আপনি হৃষীকেশ, অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, আপনকার শরণাগত হইলাম আমাকে রক্ষা করুন। (২৮)

ইতি দশমস্কন্ধে চত্বারিংশ অধ্যায়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদর্শন, পুরীপ্রবেশ কালীন রজক বধ, তথা তুষ্ট হইয়া সুদামার প্রতি বরদান।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ভগবান্ জলমধ্যে স্তবকারি অক্রূরকে আপনার রূপ দর্শাইয়া, নট যেমন স্বকৃত নাট্য সংহরণ করে তদ্বৎ পুনরায় সংবরণ করিলেন। অক্রূরও ভগবন্মূর্ত্তির অন্তর্ধান অবলোকন করিয়া জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং

সত্বর সমস্ত আবশ্যক কর্ম্ম সমাপন করিয়া সবিস্ময় মনে রথ সন্নিধানে আগমন করিলেন। তাঁহাকে সম্বোধিয়া ভগবান্ জিজ্ঞাসিলেন;তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন কিছু অদ্ভুত দর্শন করিয়া আসিলে। (১)

অক্রূর কহিলেন ভগবন্! ভূতলে অথবা নভস্তলে কিম্বা জলে যত অদ্ভুত আছে, আপনাতে তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান, কারণ আপনি বিশ্বাত্মা, আপনাকে যখন দর্শন করিলাম তখন আর কি না দেখা রহিল, সকলই দৃষ্ট হইল। (২) হে পরমেশ্বর! আপনাতে সমস্ত অদ্ভুত দেদীপ্যমান, আপনাকে এখানে যদ্যপি দর্শন না করি তাহা হইলে ভূমিতে অথবা আকাশে কিম্বা জলে কি অদ্ভুত দেখিব? কিছুই দৃষ্ট হইবেক না। ফলতঃ আপনা ব্যতিরেকে পৃথিব্যাদিতে আর কিছুই অদ্ভুত নাই। (৩) হে মহারাজ! অক্রূর এই প্রকার কহিয়া রথ চালাইয়া চলিলেন এবং দিনাবসান হয় এমত সময় রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। (৪) গ্রাম্য জনগণ বর্ত্ম মধ্যে স্থানে স্থানে আসিয়া একত্র মিলিল এবং রাম ও কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া এমন প্রীত হইল যে আপনাদের দৃষ্টি পুনর্ব্বার প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইল না, দাঁড়াইয়া দেখিতে থাকিল। (৫) ততক্ষণ পর্য্যন্ত নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ সমীপবর্ত্তি উপবনে উপনীত হইয়া রাম কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। (৬) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে আসিয়া মিলিত হইলেন। পরে আপনার হস্ত দ্বারা অক্রূরের হস্ত গ্রহণ করিয়া হাস্য করিতে২ বিনীত ভাবে বলিলেন (৭) তুমি রথ সহিত অগ্রে পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার গৃহে যাও, আমরা এখনে অবরোহণ করি, বিশ্রামানন্তর পুরী দর্শন করিব।

অক্রূর কহিলেন প্রভো! আপনাদের দুই জনে বিরহিত হইয়া আমি মথুরায় প্রবেশ করিতে পারিব না। হে নাথ! হে ভক্তবৎসল! আমি ভক্ত, আমাকে পরিত্যাগ করা যোগ্য হয় না। (৮) অতএব, হে অধোক্ষজ! আসুন, আমাদের গৃহে গমন করি। হে সুহৃত্তম! আপনি অগ্রজ ও গোপালগণ সহ সহৃদগণ সমভিব্যাহারে আমাদের ভবনে গিয়া আমাদিগকে সনাথ করুন্। (৯) ভগবন্! আমরা গৃহমেধী, পদধূলি দিয়া আমাদিগের গৃহ পবিত্র করিবেন চলুন, আপনকার পদধূলির প্রক্ষালন জল গৃহাঙ্গনে থাকিলে তদ্দ্বারা পিতৃলোক সকল এবং অগ্নি সহিত সুরগণ পরিতৃপ্ত হন্ (১০) প্রভো! আপনকার চরণ যুগল প্রক্ষালন করিয়া বলি রাজা মহান্ পুণ্যকীর্ত্তির যোগ্য হইয়াছেন এবং একান্ত ভক্তদিগের যে গতি, তাহাও লাভ করিয়াছেন। (১১) ভগবন্! আপনকার পদোদ্ভব পবিত্র বারি ত্রিলোককে পবিত্রিত করিতেছে। মহাদেব সেই সলিল নিজ মস্তকে ধারণ করেন, অধিক কি বলির সেই জলস্পর্শে সগর রাজার সন্তানগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। (১২) হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! আপনকার শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই পুণ্যপ্রদ। হে যদূত্তম! হে উত্তমঃশ্লোক! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার করি। (১৩)

ভগবান্ কহিলেন আর্য্য বলভদ্র সহ মিলিয়া তোমার ভবনে পশ্চাৎ আগমন করিব প্রথমতঃ যদু সকলের বিদ্রোহাচারি দুরাচার কংসকে নিহত করিয়া সুহৃদ্গণের প্রিয় সাধন করি। (১৪) ভগবানের এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া অক্রূর অন্যমনস্ক তুল্য হইয়া পুরী প্রবিষ্ট হইলেন। পরে রাম ও কৃষ্ণ আনীত হইলেন এই স্বকৃত কর্ম্ম কংসসমীপে নিবেদন করিয়া আপনার গৃহে গমন করিলেন। (১৫)

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্র সহ পুরী দর্শন বাসনায় অপরাহ্লে গোপগণে

পরিবৃত হইয়া মথুরায় প্রবেশ করিলেন। (১৬) দেখিলেন সেই পুরীর তুঙ্গ গোপুর (ফটক) ও অন্যান্য দ্বার সকল স্ফটিক ময়। তাহাতে বৃহৎ২ হেমময় কবাট ও বৃহৎ২ তোরণ। অপর পুরীমধ্যে ভূরি২ ধান্যাগার ও অশ্বশালা প্রভৃতি রহিয়াছে, সে সকল তাম্র ও পিত্তল নির্ম্মিত, আর চারি দিকে খাত থাকাতে তদ্দ্বারা পুরী অতিশয় দুর্গম, এবং দূরস্থ উদ্যান ও নিকটস্থ রম্য উপবনে সুন্দর শোভান্বিত। (১৭) অধিকন্তু সুবর্ণময় চতুষ্পথ, স্বর্ণ হর্ম্ম্য, এবং সুশোভন গৃহোচিত আবাসে তথা এক-রূপ শিল্পোপজীবিদিগের কর্ম্মস্থান, বিশেষ২ উপবেশন স্থান এবং অন্যান্য ভবনে সেই পুরী সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত আছে। তথাকার বড়ভী (গৃহসম্মুখস্থ বক্র কাষ্ঠাচ্ছাদন) বেদী (বড়ভীর নীচে বিরচিত বেদিকা বিশেষ) গবাক্ষ ছিদ্র এবং মণিবন্ধ ভূমি-সকল বৈদূর্য্য, বজ্র, স্ফটিক, নীলকান্তমণি, বিদ্রুম, মুক্তা এবং মরকত মণিতে খচিত। সেই সকল বড়ভী প্রভৃতিতে ময়ূর ও পারাবতসকল উপবিষ্ট হইয়া শব্দ করিতেছিল। (১৮) সেখানকার রাজমার্গ, অন্যান্য বর্ত্ম, পণ্যবীথি, তথা চত্বর সকল সংসিক্ত, এবং তথায় মাল্য, যবাদির অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল প্রকীর্ণ ছিল। (১৯) অপর তত্রস্থ সমস্ত সদন চন্দনোক্ষিত ভূরি২ পূর্ণ কুম্ভে সুন্দর রূপ সজ্জিত। সেই সকল কুম্ভ চতুর্দ্দিকে পুষ্প ও দীপ শ্রেণিতে বিভূষিত এবং মুখে পল্লব ও কণ্ঠে পট্টীযুক্ত আর নিকটস্থিত কদলী গুবাক ও তোরণে সুসজ্জিত হইয়া ছিল অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহ দ্বারের উভয় পার্শ্বে তণ্ডুলোপরি পূর্ণ কুম্ভ, তাহার চারি দিকে পুষ্পাবলি, কণ্ঠে পট্টা, মুখে আম্রাদি পল্লব, উপরে পাত্রান্তরে দীপশ্রেণী, নিকটে রম্ভা, গুবাক এবং তোরণ ছিল। (২০)

হে রাজন্! রাম ও কৃষ্ণ রাজমার্গ দিয়া বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র পুরাঙ্গনাগণ সত্বর দেখিতে আসিল এবং সাতিশয় উৎসুক হইয়া হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিল। (২১) তাহাদের এতাদৃশ ঔৎসুক্য হইল যে কোন কোন অবলা বসন ও আভরণ বিপরীত ভাবে পরিধান করিয়াই চলিল অন্যান্য নারী কঙ্কণাদি যুগল অলঙ্কার পরিবে বলিয়া বাহির করিয়াও একটা পরিয়া অন্যট বিস্মৃত হইয়া দৌড়িল। অপর কতিপয় যোষা এক কর্ণে একটী পত্র ও এক-পদে একগাছ নূপুর পরিয়াই চলিয়া গেল। আর কতকগুলি এক লোচনে অঞ্জন দিয়া দ্বিতীয় নয়ন অঞ্জনাক্ত না করিয়াই দর্শনার্থ ধাবমান হইল। (২২) অপর কএক যোষা ভোজন করিতে২ ভোজন ত্যাগ করিয়া ধাবমান হইল। অন্য কএক জনের সখীরা তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া দিতে ছিল, তাহারা স্নান না করিয়াই দৌড়িয়া গেল। কতি-পয় নারী শয়নে শয়ানা ছিল, তাহারা শব্দ শ্রবণ মাত্রে গাত্রোত্থান করিয়া চলিল। আর যাহারা পুত্র জননী, শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করাইতেছিল, তাহারা বালক ফেলিয়া দেখিতে গেল। (২৩) হে রাজন্! মত্ত গজেন্দ্র তুল্য বিক্রম শালী কমল লোচন ভগবান্ হরি আপনার যে শরীরে লীলা সহিত হাস্য এবং অবলো-কনে কমলাকে রমণ করান্ সেই শরীর দ্বারা ঐ সকল অবলার নয়নোৎসব উৎপাদন করত মনঃ হরণ করিলেন। (২৪) হে অরিন্দম! সেই সকল অবলার চিত্ত বারম্বার শ্রবণ করিয়া তদ্গত হইয়াছিল অতএব তাহারা অবলোকন করিয়া উদ্ঘাটিত নেত্ররূপ দ্বার দিয়া মনোমধ্যে প্রাপ্ত আনন্দমূর্ত্তি সেই বিভুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তদপ্রাপ্তি জন্য অনন্ত ব্যথা বিসর্জ্জন করিল এবং তাঁহার নিরীক্ষণ ও হাস্য রূপ সুধাভিষেকে তাহা-দের প্রচুর মান লব্ধ হইল অতএব হর্ষে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

(২৫) তদনন্তর সেই সকল যোষা প্রাসাদ শিখরে আরূঢ় হইয়া রাম ও কৃষ্ণের উপর পুষ্প বর্ষণ আরম্ভ করিল। প্রীতি বশতঃ তাহাদের সকলের বদন কমল প্রফুল্ল হইল। রাজন্! স্থানে স্থানে দ্বিজাতিগণ দধি, অক্ষত, উদকপাত্র সহিত গন্ধ মাল্য তথা উপায়ন প্রদান পূর্ব্বক পরম হর্ষে তাঁহাদের দুই জনের পূজা করিলেন। (২৬) অধিকন্তু পুরস্ত্রী মাত্রে এক বাক্য হইয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক এই বাক্য কহিল আহা! গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিল, কারণ তাহারা নরলোকের মহোৎসব স্বরূপ এই দুই জনকে নিরন্তর দর্শন করে। (২৭)

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যাইতে২ দেখিলেন কোন রজক, যে বসন নির্ণেজন ও সে সকল রঞ্জিত করিত, কতকগুলি বস্ত্র লইয়া যাইতেছে। দেখিবামাত্র তাহার নিকট শোভন বসন চাহিলেন এবং কহিলেন আমাদের দুই জনের যেমন যোগ্য হয় তদ্রূপ অম্বর প্রদান করহ, দিলে তোমার পরম শ্রেয়ঃ হইবেক, এবিষয়ে সংশয় নাই। (২৮) সেই রজক কংসরাজের ভৃত্য, অতএব সাতিশয় দুর্ম্মদ। পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্ কর্ত্তৃক যাচিত হইবা মাত্র সে রোষে পরিপূর্ণ হইল এবং ভর্ৎসনা করত কহিতে লাগিল (২৯) অরে দুর্বৃত্ত! নিত্য পর্ব্বতে ও বনে২ চরিয়া বেড়াস্, তোরা এমন২ বসনই পরিস্ বটে, কি! রাজ দ্রব্য প্রার্থনা করিস্? (৩০) শীঘ্র পলায়ন কর্, তোরা মূর্খ, যদি জীবন রাখিতে বাঞ্ছা থাকে এরূপ প্রার্থনা করিস্ না। রাজপুরুষগণ অহঙ্কৃত লোকদিগকে বন্ধন, হনন এবং নিঃস্ব করেন। হে মহারাজ! রজক এই প্রকারে তিরস্কার আরম্ভ করিলে দেবকীতনয় ভগবান্ কুপিত হইলেন এবং আপনার করাগ্র দিয়া তখনই রজকের দেহ হইতে মুণ্ডটা পৃথক্ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। (৩১) এতদবলোকনে রজকের অনুজীবী যাবতীয় ব্যক্তি বস্ত্রপেটক পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন পরায়ণ হইল। ভগবান্ গোবিন্দ অবিলম্বে বহুতর বসন গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি এবং বলভদ্র আপনাদের প্রিয় দুই দুই বসন পরিধান করিয়া কতকগুলা ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট গোপদের নিমিত্ত লইয়া গেলেন। (৩২)

তদনন্তর কোন তন্তুবায় তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক বিচিত্রবর্ণ বসনময় ভূষণ আনিয়া অনুরূপ বেশ করিয়া দিল। (৩৩) রাজন্! নানাবিধ বেশে রাম ও কৃষ্ণ অলঙ্কৃত হইলে পর উৎসব সংক্রান্ত শুক্ল ও কৃষ্ণ করভদ্বয় তুল্য তাঁহাদের পরম শোভা হইল। (৩৪) অতএব ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া সেই তন্তুবায়কে আপনার সারূপ্য এবং ইহলোকে পরম শ্রী, বল, ঐশ্বর্য্য, স্মৃতি তথা ইন্দ্রিয়পাটব প্রদান করিলেন।

তদনন্তর ভগবান্ সুদামা মালাকারের আলয়ে গমন করিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাদের দুই জনকে দেখিবা মাত্র মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণত হইল। পরে আসন আনিয়া দিয়া অর্ঘ্যাদি বিবিধ উপহার তথা মাল্য তাম্বূল অনুলেপন দ্বারা তাঁহাদের এবং অনুচরগণের পূজা করিল। তদনন্তর কহিতে লাগিল প্রভো! আপনাদের দুই জনের আগমনে আমাদের জন্ম সার্থক এবং কুল পবিত্রিত হইল আর পিতৃ দেব ও ঋষিগণ আমার প্রতি প্রীত হইলেন। (৩৫) আমি নিশ্চয় জানি আপনারা দুই জনে এই বিশ্বের পরম কারণ, জগতের মঙ্গল তথা উদ্ভব নিমিত্ত এখানে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (৩৬) ভগবন্! যদিও যে ব্যক্তি ভজনা করে আপনারা তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকেন তথাচ আপনাদের বিষম দৃষ্টি নাই, কারণ আপনারা সর্ব্ব ভূতে সমান, এবং সকলের সুহৃৎ ও সর্ব্ব জগতের আত্মা। প্রভো! আপনারা এতদ্রূপ, আমি আপনাদের ভৃত্য, আজ্ঞা করুন কি করিব। ভগবন্! আপনাদের

নিয়োগই পুরুষদের পক্ষে পরম অনুগ্রহ। (৩৭) হে রাজেন্দ্র! সুদামা এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিয়া পরে অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রীতমনে উত্তমোত্তম সুগন্ধি পুষ্পে বিরচিত মালা লইয়া সম্মুখে উপস্থিত করিল। অনুচরগণ সহ রাম ও কৃষ্ণ প্রীত হইয়া সেই সকল মাল্যে সুন্দর রূপ অলঙ্কৃত হইলেন এবং প্রণত ও শরণাগত সেই মালাকারকে বহুং বর প্রদান করিলেন। রাজন্! সে ব্যক্তি অখিলাত্মা ভগবানের প্রতিই অচলা ভক্তি এবং তদীয় ভক্তজন সহ সৌহার্দ্দ তথা সর্ব্ব ভূতে পরম দয়া যাচ্ঞা করিল। (৩৮) ভগবান্ তাহার প্রার্থিত সমুদায় বর প্রদান করিয়া পরে সে প্রার্থনা না করিলেও বলিলেন অহে মাল্যকার! তোমার বংশে শ্রী সতত বৃদ্ধিশীলা থাকিবেন এবং তোমার বল, আয়ু, যশঃ ও কান্তি সমুন্নত হইবেক। এইরূপ বর দিয়া অগ্রজ সহ তথাহইতে নর্গত হইলেন। (৩৯)

ইতি দশম স্কন্ধে এক চত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্বিচত্বা রংশ অধ্যায়।

কুব্জাকে ঋজু করণ তথা ধনুর্ভঙ্গ রক্ষি বধাদি।

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন একটী রমণী যুবতী ও বরাননা কিন্তু আকারে কুব্জা, অঙ্গবিলেপনের পাত্র হস্তে লইয়া যাইতেছে। অতএব সুখপ্রদ সেই মাধব হাস্য করত জিজ্ঞাসা করিলেন (১) হে অঙ্গনে! হে বরোরু! তুমি কে? এ অনুলেপন কাহার্? আমাদিগকে বল, তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার হস্তস্থ এই উত্তম অঙ্গবিলেপন আমাদের দুই জনকে দাও, অচিরে পরম শ্রেয়ঃ দেখিতে পাইবে। (২)

সৈরিন্ধ্রী কহিল হে সুন্দর! আমার নাম ত্রবক্রা, আমি কংসরাজার অনুলেপন-সাধন ক্রিয়ায় বহুমতা দাসী। আমার প্রস্তুত করা এই অঙ্গবিলেপন (৩) ভোজপতির অতিশয় প্রিয়। আপনারা দুই জনব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহার যোগ্য হইবেক? পরে তাঁহাদের অঙ্গ সৌষ্ঠব, সুকুমারতা, রসিকতা তথা মধুর হাস্য, মনোজ্ঞ আলাপ ও কটাক্ষ দর্শনে বিমোহিতচিত্তা হইয়া উভয়কেই সেই ঘন অনুলেপন প্রদান করিল। (৪) অতএব রাম ও কৃষ্ণ দুই জনেই পীতাদি বর্ণে সুশোভন সেই অঙ্গবিলেপনে অনুরঞ্জিত হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। রাজন্! সেই অঙ্গরাগও তাঁহাদের গাত্র প্রাপ্ত হইয়া শোভাতিশয় ধারণ করিল। (৫) তদনন্তর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া আপনার দর্শনে সদ্যঃ ফল প্রদর্শন করত ত্রিবক্রা রুচিরাননা কুব্জাকে তখনি ঋজু করিতে মনস্থ করিলেন (৬) অতএব আপনার দুই পদ দিয়া তাহার দুই পদাগ্রের উপর দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের দুইটী অঙ্গুলি উন্নত করত তদ্দ্বারা মুখের অধোভাগ ধারণ পূর্ব্বক দেহ উন্নত করিয়া দিলেন (৭) রাজন্! ঐরূপ করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ কুবজার অঙ্গ সরল ও সমান হইল এবং নিতম্ব ও স্তন বিশাল দেখাগেল। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ মাত্রে সে সদ্যঃ উত্তমা প্রমদা রূপে প্রকাশ পাইল। হে রাজন্! সেই কুব্জা রূপ, গুণ এবং ঔদার্য্য সম্পন্না হওয়াতে কামাতুরা হইল অতএব শ্রীকৃষ্ণের উত্তরচ্ছদ আকর্ষণ পূর্ব্বক সগর্ব্বে কহিতে লাগিল হে বীর! গৃহে যাই আইস, তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে দেখিয়া এ অবলার চিত্ত উন্মথিত হইল, প্রসন্ন হও। যুবতী নারী এই প্রকারে যাচ্ঞা করাতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনকারি বলভদ্র তথা অন্যান্য অনুগদিগের বদন অবলোকন করিয়া হাসিতেং বলিলেন (৮) হে

সুভ্রু! তোমার আগারে মনঃপীড়ার নিবারণ হয়, কংসবধ দ্বারা সুহৃজ্জনের প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়া আসিতেছি। হে সুন্দরি! অকৃতদার প্রবাসি পুরুষদের তুমিই পরম আশ্রয়। (৯) হে ভারত! এই রূপ সুমধুর বচনে কুব্জাকে স্বস্থানে প্রেরণ করিয়া ভগবান্ অগ্রজ সহ গমন আরম্ভ করিলেন। পথ মধ্যে বণিগ্‌গণ দেখিতে পাইয়া বিবিধ উপহার তথা মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিল। (১০) অপর তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কামোদ্রেক হওয়াতে অবলা সকল আত্ম বিস্মৃত হইল। তাহাদের বসন, বলয়, বেণী বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং অবশেষে সকলের মূর্ত্তি চিত্রার্পিত প্রায় হইল। (১১)

হে যাহাহউক! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসি লোকদিগকে ধনুর্যজ্ঞ স্থান জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন ইন্দ্র সম্বন্ধীয় ধনুর ন্যায় অদ্ভুত ধনুঃ (১২) বহু বহু পুরুষে রক্ষা করিতেছে, তাহা পরম ঐশ্বর্য্য যুক্ত এবং সুন্দর অর্চ্চিত। শ্রীকৃষ্ণ বল পূর্ব্বক সেই ধনু গ্রহণ করিলেন। রক্ষী পুরুষগণ নিবারণ করিতে লাগিল, তাহাদের বারণ শুনিলেন না, (১৩) অবলীলা ক্রমে উদ্ধৃত সেই ধনু বামহস্তে স্থাপন পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিলেন এবং দর্শন কারি মানবসমূহ সমক্ষেই আকর্ষণ করিয়া, যেমন মহা বিক্রমশালী মত্ত হস্তী ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে তদ্বৎ, মধ্যস্থলে সেই ধনু নিমেষমাত্রে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাজন্! ধনুর্ভঙ্গের ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত আকাশ তথা সকল দিক্ পরিপূরিত করিল এবং ভোজপতি শুনিয়া সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইল। (১৪) কিন্তু তাহার রক্ষিগণ কুপিত ও আততায়ী হইয়া ধর্ ধর্ মার্ মার্ এই বাক্য বলিতে বলিতে দৌড়িয়া আসিল এবং ধরিতে মনস্থ করিয়া অনুচরগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিল। (১৫) হে মহারাজ! ঐ সকল দানবের দুষ্ট অভিপ্রায় অবলোকন করিয়া রাম ও কৃষ্ণ কেবল ক্রুদ্ধ হইলেন এমত নহে, দুই জনে ভগ্ন ধনুর দুই খণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলেন। (১৬) তদনন্তর কংস প্রেরিত সৈন্যদিগকেও নিহত করিয়া, ইহার পরে প্রাতঃকালে গমন করিব এই বিবেচনায় যজ্ঞশালার দ্বার হইতেই নির্গত হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং পুরসম্পদ্ দর্শন পুরঃসর হৃষ্টচিত্তে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। (১৭) পুরবাসী জনগণ তাঁহাদের দুই জনের ঐ অদ্ভুত বীর্য্য, প্রভাব, প্রগল্‌ভতা তথা অঙ্গ সৌন্দার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মান্য করিল। (১৮) সে যাহাহউক! স্বেচ্ছানুসারে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের দিবা অবসান হইল, সূর্য্যদেবও অস্ত গেলেন, অতএব দুই জনে গোপগণে পরিবৃত হইয়া শকটাবমোচন স্থানে আগমন করিলেন। (১৯) হে মহারাজ! ব্রজহইতে শ্রীকৃষ্ণের নির্গমন সময়ে গোপীগণ মথুরাঙ্গনাদিগের যে সমস্ত আশিষ্ আশংসা করিয়াছিল মধুপুরে ভগবানের শরীর শোভা দর্শন করিয়া সে সকলই সত্য হইল। রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দের গাত্রশোভার সৌভাগ্য কি বর্ণন করিব, ব্রহ্মাদি ভজনা করিলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রী ঐ গাত্রলক্ষ্মীকে আপনার আশ্রয় বলিয়া কামনা করেন। (২০) সে যাহাহউক। তদনন্তর রাম ও কৃষ্ণ পদ প্রক্ষালন করিয়া ক্ষীর মিশ্রিতান্ন ভোজন করিলেন। এবং কংসের চিকীর্ষিত জানিতে পারিয়া সেই রাত্রি সুখে বাস করিলেন (২১) এদিকে দুর্ম্মতি কংস ধনুর্ভঙ্গ এবং রক্ষি পুরুষদিগের সংহার তথা সেনাগণের নিধন শ্রবণ করিয়া এই অনুমান করিতে লাগিল ইহা কেবল রাম কৃষ্ণের ক্রীড়া মাত্র, কোন প্রকার পরাক্রম নহে। (২২)

পরন্তু ঐ দুর্ম্মতি তদনন্তর দীর্ঘ প্রজাগর ও মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া জাগ্রৎ

স্বপ্ন ভেদে ভূরি ভূরি দুর্লক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে সকল কেবল দুর্লক্ষণ নহে প্রত্যেকে মৃত্যুর দূত। (২৩) কংস দেখিতে লাগিল যেন জলাদিতে আপনার প্রতিবিম্ব রহিয়াছে কিন্তু মস্তক নাই, তথা চক্ষুর অন্তরালে দ্বিতীয় অঙ্গুল্যাদি কিছুই নাই তথাচ চন্দ্র সূর্য্যাদি যেন দুই দুই হইয়াছেন এমত বোধ হয়। (২৪) অপর সে দেখিল যেন প্রতিবিম্বে ছিদ্র প্রতীতি হইতেছে এবং কর্ণপুট আচ্ছাদন করিলে অভ্যন্তরে যে ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে তাহা যেন শুনিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু বৃক্ষ সকলে স্বর্ণ বোধ এবং ধূলি কর্দ্দমাদিতে পদচিহ্নের অদর্শন প্রতীতি হইতে লাগিল। (২৫) (এ সকল জাগরিতের দুর্লক্ষণ)। অপর কংস স্বপ্নে দেখিতে লাগিল মৃত লোকদের সহিত যেন আলিঙ্গন হইল, কখন গর্দ্দভারোহণে গমন, কখন যেন মৃণাল ভক্ষণ হইল এবং এক জন যেন দিগম্বর ও তৈলাভ্যক্ত হইয়া যবাপুষ্পের মালা ধারণ পূর্ব্বক নিকট দিয়া গেল। হে রাজন্! স্বপ্ন ও জাগরণ সময়ে এতদ্ব্যতীত এবম্বিধ অন্যান্য ভূরি ২ দুর্নিমিত্ত দর্শন হওয়াতে কংস মরণ ভয়ে সাতিশয় ভীত হইল, চিন্তায় তাহার নিদ্রা লাভ হইল না। (২৬)

হে কৌরব্য! ঐ রূপে কষ্ট সৃষ্টে রাত্রি প্রভাতা হইয়া দিবাকর জল হইতে পুনরায় উত্থিত হইলে কংস মল্লক্রীড়া মহোৎসবের আদেশ করিল। অতএব মল্ল পুরুষেরা রঙ্গস্থানে উপনীত হইল এবং তূর্য্য ও ভেরীর ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। আর রঙ্গ পার্শ্বস্থ মঞ্চসকল মাল্য, পাতাকা, পট্টবসন তথা তোরণে অলঙ্কৃত হইল। (২৭) পরে সেই সকল মঞ্চে পুর ও জনপদ বাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি দর্শকগণ যথা সুখে উপবেশন করিল এবং রাজগণও তন্মধ্যে কৃতাসন হইলেন। অবশেষে অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কংস তত্রস্থ রাজমঞ্চোপরি অধ্যাসীন হইল কিন্তু যদিও সে মণ্ডলেশ্বর মধ্যে অবস্থিত হইল তথাচ তাহার হৃদয় ক্ষুভিত হইতে লাগিল। (২৮) সে যাহা হউক। তদনন্তর তূর্য্য সকল বাদ্যমান ও তাহার উপরে মল্লদিগের তাল উচ্চরূপে শ্রূয়মাণ হইতে থাকিলে মল্লাচার্য্য সহ মল্লগণ অলঙ্কৃত হইয়া রঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। (২৯) তাহার পর চানূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল এই সকল মল্ল তূর্য্যবাদ্যে প্রহর্ষিত হইয়া মল্লরঙ্গ প্রাপ্ত হইল! (৩০) নন্দগোপাদ গোপগণ ভোজরাজ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া আপনাদের আনীত উপায়ন নিবেদন করিয়াছিলেন, অনুমতি ক্রমে তাঁহারাও এক দিগের এক মঞ্চে উপবেশন করিলেন। (৩১)

ইতি দশস্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

গজেন্দ্র বধ করিয়া রাম কৃষ্ণের মল্লরঙ্গ প্রবেশ এবং চানূর সহ সম্ভাষ।

শুকদেব কহিলেন হে পরন্তপ! তদনন্তর রাম এবং কৃষ্ণ মল্লদিগের তাল তথা দুন্দুভি নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব দিনেই বিবেচনা করিয়া ঐ বিষয়ে আপনাদের নিরপরাধত্ব স্থির করিয়া ছিলেন। (অর্থাৎ এই বিচার করিয়াছিলেন আমরা ধনুর্ভঙ্গাদি দ্বারা আপনাদের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিলাম, তথাচ দুরাত্মা কংস আমাদের পিতা মাতাকে মুক্ত করিল না, আমাদিগকে আবার হত্যা করিতে অভিলাষ করে, অতএব এ যদিও মাতুল তথাচ ইহার প্রাণ বধে আমাদের দোষ নাই)! (১) সে যাহাহউক। রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন

তথ য় কুবলয়াপীড় নামে মহা হস্তী অবস্থিত রহিয়াছে, হস্তিপক তাহাকে প্রেরণ করিতেছে (২) তদ্দর্শনে ভগবান্ যুদ্ধোচিত বেশ পরিধান এবং কুটিল অলক সকল বন্ধন করিয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে হস্তিপকের প্রতি কহিতে লাগিলেন অরে হস্তিপ! অরে হস্তিপ! আমাদিগকে যাইবার পথ দে, ভিতরে যাইব, বিলম্ব করিস্ না। যদি না দিস্ কুঞ্জর সহিত তোকে মৃত্যু নিকেতনে পাঠাইয়া দি। (৩)

রাজন্! হস্তিপালক এই প্রকারে নিৎসিত হইয়া অত্যর্থ ক্রুদ্ধ হইল অতএব হস্তিকে কোপিত করিয়া কৃষ্ণের প্রতি প্রেরণ করিল। সেই করী কালান্তক যমোপম অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যুর নিমিত্ত এবং ঐ দুইয়ের যিনি নিয়ন্তা, সে সকলের সহিত তাহার উপমা হইত। (৪) অতএব সেই করীন্দ্র বেগে ধাবমান হইয়া শুণ্ড দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিল। তিনিও কৌশলে শুঁড় হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া তাহার সকল পদে আঘাত করিয়া অদৃশ্য হইলেন। (৫) হস্তী তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়াতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, পরন্তু সে ঘ্রাণ দ্বারা দেখিতে পাইত, ফলেও প্রসিদ্ধ আছে যে পশুগণ ঘ্রাণযোগে দেখিতে পায়, অতএব ঘ্রাণ দ্বারা জানিতে পারিয়া পুনরায় শুণ্ডাগ্র দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিল। কিন্তু তিনি বলদ্বারা অবিলম্বেই বিনির্গত হইলেন। (৬) তদনন্তর গরুড় যেমন সর্প ধরে তদ্বৎ অবলীলাক্রমে সেই অতিবল দন্তাবলের শুঁড় ধরিয়া পঞ্চ বিংশতি ধনুতে যত হয় তত অন্তরে, আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। (৭) এবং বালকগণ যেমন ভ্রাম্যমাণ গোবৎস সহ ভ্রমণ করে তদ্বৎ বামে ও দক্ষিণে পর্য্যাবর্ত্তমান সেই হস্তির সহিত স্বয়ং ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুচ্ছ ধরিয়াছিলেন, ইহাতে সে তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত যখন দক্ষিণ দিকে গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বামদিগে ঘুরাইয়া ভ্রমণ করিলেন আর বামদিকে গেলে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করাইয়া ঘুরিতে থাকিলেন। (৮) তাহার পর সম্মুখে আনিয়া হস্ত দ্বারা ঐ হস্তিকে আঘাত করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে ধাবমান হওত পদে পদে স্পৃষ্ট হইয়া তাহাকে পাতিত করিলেন অর্থাৎ সে যেরূপে পড়িয়া যায় তদ্রূপ করিয়া তাহাকে বঞ্চনা করত দৌড়িতে লাগিলেন সুতরাং সে পদে২ স্পৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। (৯) কিন্তু ঐ হস্তী ক্রীড়া হেতু দৌড়িতে দৌড়িতে ভূমিতে পড়িয়াও তখনি উত্থিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণকে পতিত বোধ করিয়া ক্রোধে ভূতলে দন্তাঘাত করিতে লাগিল। পরন্তু যখন দেখিল নিজ বিক্রম প্রতিহত হইয়া গেল তখন ঐ গজেন্দ্র অত্যর্থ অমর্ষিত এবং মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রোষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। হে মহারাজ! তাহাকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ আপন হস্ত দিয়া তদীয় হস্ত (শুঁণ্ড) নিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। পরে মৃগেন্দ্রবৎ লীলাহেতু পতিত সেই হস্তিকে পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহার দন্ত উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং তাহারই আঘাতে ঐ হস্তির এবং হস্তিপকদিগের প্রাণ বধ করিলেন। (১০)

তদনন্তর মৃত হস্তি পরিত্যাগ করিয়া দন্ত হস্তেই মল্লরঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন। (১১) রাজন্! সে সময় শ্রীকৃষ্ণ বীরশ্রীতে অত্যর্থ শোভা পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্কন্ধে গজদন্ত বিন্যস্ত ছিল, এবং আপনি শোণিত ও মদজলের কণায় সর্ব্বতোভাবে অঙ্কিত হইয়াছিলেন। আর তাঁহার বদন কমলে স্বেদ বিন্দু উদ্গত হইয়াছিল। (১২) হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ কেবল একাকী প্রবেশ করিলেন না, দুই ভ্রাতায় কতিপয় গোপপরিবৃত হইয়া রঙ্গ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। দুই জনেরই হস্তে হস্তিদন্তরূপ বর

আয়ুধ ছিল। (১৩) হে ভারত! যে ভগবান্ মল্লদিগের অশনি, মানবদিগের নরবর, যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান মদন, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিদিগের শাসনকর্ত্তা, নিজ পিতা মাতার নিকট শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জনের পক্ষে জড় স্বরূপ, যোগিদিগের পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদিগের পরম দেবতা বলিয়া বিখ্যাত, তিনি অগ্রজ সহিত রঙ্গ মধ্য গত হইয়া বিবিধ ভাবে প্রকাশমান হইলেন। অর্থাৎ ভগবান্ শৃঙ্গারাদি সর্ব্ব রস কদম্ব মূর্ত্তি, পরন্তু রঙ্গমধ্যস্থ হইয়া পৃথক্২ ভাবে ভিন্ন২ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, সকলের নিকট এক ভাবে প্রকাশিত হইলেন না। (১৪)

রাজন্! কুবলয়াপীড় হস্তিকে নিহত এবং রাম কৃষ্ণ দুই শিশুকে দুর্জ্জেয় অবলোকন করিয়া কংস মনস্বী হইয়াও সে সময় সাতিশয় ভীত হইল। (১৫) পরন্তু বিচিত্র বেশ ও বিচিত্র বসন ভূষণ মাল্যে ভূষিত ঐ দুই মহাভুজ (রাম কৃষ্ণ) মনোহর বেশধারী নট প্রায় নির্ভয়ে রঙ্গমধ্যগত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরীরপ্রভায় দর্শকমাত্রের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল। (১৬) হে মহারাজ! রঙ্গস্থানে মঞ্চোপরি যে সকল নগরবাসী ও জনপদনিবাসী জন উপবেশন করিয়াছিল সেই দুই সুশোভন শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের নয়ন ও আনন প্রকৃষ্ট হর্ষের আবেগে উজ্জৃম্ভিত হইল। তাহারা তদ্রূপ হইয়া স্ব২ নয়ন দ্বারা রাম কৃষ্ণের আনন কেবল পান করিতে থাকিল কিন্তু তাহাতে নিরাকাঙ্ক্ষ হইল না। (১৭) তাহার প্রমাণ--এইরূপ লক্ষিত হইল যেন চক্ষুর্দ্বারা পান, জিহ্বা দ্বারা অবলেহন, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ এবং বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিতেছে। (১৮) অপর তাহারা পরস্পর এইরূপ কহিল ধনুর্ভঙ্গাদি যাহা২ শুনিয়াছিলাম, ইহাঁদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপ-গুণ মাধুর্য্য এবং প্রাগল্ভ্য আমাদিগকে সে সকল যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছে। (১৯) ইহারা দুই জনে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ হরির অংশে বসুদেব সদনে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। (২০) অসংশয় বোধ হয় ইনিই দেবকীর গর্ব্ভে জন্মিয়াছিলেন, গোকুলে নীত হইয়া এতাবৎ কাল নন্দ নিকেতনে গোপনে বাস করিতেছিলেন। (২১) নিশ্চয় বোধ হয় ইনিই পূতনার অন্ত করেন, ইহাঁ কর্ত্তৃকই চক্রবাত দানব, যমলার্জ্জুন, ধেনুক, কেশী, শঙ্খচূড়, এবং অন্যান্য তদ্রূপ ব্যক্তি (অঘাসুরাদি) বিনাশিত হয়। অপর ইনিই দাবানল হইতে পালক সহিত গো সকলকে পরিত্রাণ করেন। ইহাঁ হইতেই কালিয় দমন এবং দেবেন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। ইনিই এক হস্তে সপ্তাহ পর্য্যন্ত গিরিবর গোবর্দ্ধন ধরিয়াছিলেন, ইনিই বায়ু বৃষ্টি তথা বজ্রাঘাত হইতে গোকুলের পরিত্রাণ করেন। (২২) ইহাঁর বদনে সহাস্য কটাক্ষ দর্শন নিত্য উদিত, গোপীগণ এই বদন অবলোকন করিয়া অনায়াসে পরম হর্ষে বিবিধ সন্তাপ উত্তীর্ণ হয়। (২৩) অতএব অনেকে বলিয়া থাকেন ইহা কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া যদুর বংশ বিখ্যাত হওত শ্রী, কীর্ত্তি তথা মহত্ত্ব লাভ করিবেক। (২৪) অপর ইহাঁর অগ্রজ এই শ্রীমান্ বলভদ্র, ইহাঁরও দুইটী লোচন কমল তুল্য, ইনি প্রলম্ব অসুরকে নিহত করিয়াছেন এবং বৎস বকাদি দানবগণও ইহাঁ হইতে বিনাশিত হইয়াছে। (২৫)

হে রাজন্! দর্শক জনগণ এই প্রকার বলিতে থাকিলে এবং রণ তূর্য্য সকল নিনাদিত হইয়া উঠিলে সেই সময় রাম ও কৃষ্ণকে সম্বোধিয়া চানূর এই বাক্য বলিল অহে নন্দনন্দন! অহে রাম! তোমরা দুই জনে বীর্য্য সম্মত এবং মল্ল যুদ্ধে অতিশয় বিশারদ ইহা শুনিয়া যুদ্ধ দর্শনাভিলাষী মহারাজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে।

প্রজাগণ কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা রাজার প্রিয় করিয়াই শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্যথায় বিপরীত হইয়া থাকে। অপর সুব্যক্ত আছে যে গোপগণ এবং বৎসপাল সকল নিত্য প্রমুদিত হইয়া বনে২ মল্লযুদ্ধ দ্বারাই ক্রীড়া করত গোচারণ করে। (২৬) অতএব আইস, তোমরা এবং আমরা নৃপতির প্রিয় করি। এরূপ করিলে সমস্ত প্রাণী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন কারণ নরপতি সর্ব্ব ভূত স্বরূপ।

ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া, মল্লযুদ্ধ তো আমার অভীষ্ট, ইহা মনে করিয়া, আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক ভগবান্ দেশ কালের উপযুক্ত এই বাক্য বলিলেন আমরাও এই মহারাজ ভোজপতির প্রজা, যদিও আমরা বনচর, তথাচ অবশ্য নরপতির প্রিয় করিব অতএব এই আদেশ আমাদের প্রতি পরম অনুগ্রহ। (২৭) কিন্তু আমরা বালক অতএব আমাদের সমান বলশালি বালকদের সহিত যে রূপে বাহুযুদ্ধ হয় তদ্রূপ করিয়া ক্রীড়া করিতে চাহি ইহা হইলে সভাধিকারিদিগকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবেক না। (২৮)

চানূর কহিল তুমি বালক নহ, কিশোরও নহ, তুমি ও বলভদ্র বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ তোমাহইতে সহস্র হস্তির শক্তিধারী কুবলয়াপীড় করী অবলীলাক্রমে নিহত হইয়াছে। (২৯) অতএব তোমাদের দুই জনকে বলবানদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবেক, ইহাতে কোন অংশে অধর্ম্ম সম্ভাবনা নাই। হে বার্ষ্ণেয়! আইস, তুমি আমার উপর বিক্রম কর এবং বলভদ্রের সহিত মুষ্টিক বিক্রম প্রকাশ করুক। (৩০)

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

মল্ল কংসাদির মর্দ্দন, কংস যোষাদের প্রতি আশ্বাস দান এবং রাম কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতৃ মাতৃ দর্শন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ঐ প্রকারে স্থিরসঙ্কল্প হওয়াতে ভগবান্ মধুসূদন চানূরকে এবং রোহিণীনন্দন মুষ্টিককে গ্রহণ করিলেন। আপনাদের দুই হস্তে তাহাদের হস্তদ্বয় এবং আপনাদের দুই পদে তাহাদের দুই পদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া সহসা বিজয়েচ্ছায় পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। (১) *অরত্নি দ্বারা তাহাদের অরত্নিদ্বয়, তথা দুই পদ দিয়া তাহাদের পদদ্বয়, দুই জানু দ্বারা তাহাদের দুই জানু, মস্তক দ্বারা তাহাদের মস্তক ও বক্ষঃস্থল দ্বারা তাহাদের বক্ষঃস্থল ধারণ করিয়া পরস্পর আঘাত করিলেন। (২) পরে পরিভ্রামণ, তাড়ন, বাহুনিপীড়ন, অধঃক্ষেপণ এবং পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে ও পৃষ্ঠে গমন, এই সকল ক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগকে ব্যাবৃত্ত করিলেন। (৩) তদনন্তর দুই যোদ্ধাতেই পরস্পর জিগীষায় †উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন তথা স্থাপন দ্বারা আপনং দেহের অপকার করিল। (৪) হে রাজন্! ঐ যুদ্ধের এক দিকে বল, অন্য দিকে অবল অবলোকন করিয়া সদয় হওত বহু২ যোষা পৃথক্২ দলবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল এ সমর অতি বিষম। (৫) আহা! কি খেদের বিষয়, এই সকল রাজসভাসদ্দিগের মহৎ অধর্ম্ম

* অরত্নি-বাহু মধ্য হইতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ব্যতিরেকে কৃত মুষ্টি হস্ত।

† উত্থাপনের অর্থ-পদদ্বয় ও জানুদ্বয় পিণ্ডীকৃত করিয়া পতিতের উচ্চাটন।—উন্নয়ন হস্তদ্বয় দ্বারা তুলিয়া লওন।—চালন কণ্ঠাদি লগ্নের নিঃসারণ।—স্থাপন—হস্তপদাদি পিণ্ডীকৃত করণ।

হইতেছে, দুই জন বালকের ও বলবানের যুদ্ধ যদি রাজা দেখেন তাঁহাকে স্বয়ং বারণ করিতে হয় এখানে রাজা আপনি বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, সভাসদেরাও অনুমতি করিতেছে। (৬) অহো! ঐ দুই জন মল্ল দুইটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত তুল্য, উহাদের সকল অবয়ব বজ্রবৎ কঠিন, উহারা কোথায়, আর সুকুমারাঙ্গ ও অপ্রাপ্ত যৌবন এই দুইটী কিশোর কোথায়? উহাদের সঙ্গে ইহাঁদের নিযুদ্ধ কি যোগ্য হয়? (৭) নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই সভার অতিশয় ধর্ম্ম ব্যতিক্রম হইল। চল, যেখানে অধর্ম্ম সমুত্থিত হয় তথায় কখন থাকিতে নাই। (৮) অপর২ অবলাসকল বলিল অগো! সভায় থাকিয়া যে ব্যক্তি কোন কথা না কহে অর্থাৎ জানিয়াও তুষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকে এবং যে বিরুদ্ধ বলে তথা যে অজ্ঞতা প্রযুক্ত আমি কিছুই জানি না বলে, তাহারা সকলেই কিল্বিষভাগী হয় অতএব সভ্যদোষ স্মরণ করিয়া প্রাজ্ঞ পুরুষের সহসা সভা প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে। (৯) আহা! দেখ দেখ, শত্রুরা চারি দিকে ধাবমান হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণের বদন কমল, পদ্মকোষে জল লগ্ন ন্যায় শ্রমবারিতে ব্যাপ্ত হইল। (১০) আর২ যোষা কহিল হে সখীগণ! ব্যাকুল হও কেন? তোমরা কি দেখিতেছ না, ঐ বলভদ্রের আতাম্রলোচন মনোজ্ঞ বদন মুষ্টিকের প্রতি সক্রোধ হইয়া হাস্য জন্য আবেগে শোভা পাইতেছে। (১১)

অপর স্ত্রীগণ কহিতে লাগিল অহো সেই সকল ব্রজভূমি ধন্য, যেখানে এই পুরাণ পুরুষ নিজ বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়া বলভদ্র সহ গোপালন ও বেণুধ্বনি করত বিবিধ ক্রীড়া দ্বারা গমনাগমন করেন। ইনি যদিও মানবদেহে গূঢ় হইয়া আছেন তথাচ গিরিশ এবং রমা নিরন্তর ইহাঁর চরণদ্বয় অর্চ্চনা করেন। (এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে এ সভাকে ধিক্! কারণ এখানে ইহাঁর পরাভব হইতে লাগিল)। (১২) আহা কি কষ্ট, আমাদের অত্যল্প পুণ্য, যেহেতু অসময়ে ইহাঁকে দেখিলাম। গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিল, তাহারা ইহাঁর নিত্য নবীন মনোহর রূপ অহরহ নয়ন গোচর করিতেছে, আহা ইহাঁর লাবণ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার সমান বা অধিক লাবণ্যশালী কেহ নাই। অপর এই লাবণ্য আভরণাদি দ্বারা উৎপন্ন, এমত বলা যাইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং ঐশ্বর্য্য যশঃ তথা লক্ষ্মীর অব্যভিচারি স্থান, অতএব ইহা অতিশয় দুর্লভ। (১৩) অহো! যে সকল ব্রজাঙ্গনা দোহন, অবহনন, দধি মন্থন, উপলেপন, দোলান্দোলন, বালকরোদন, জলসেচন, এবং গৃহমার্জ্জনাদি সময়ে ইহাঁর গান করে, তাহারা ধন্য, কারণ ইহার প্রতিই তাহাদের চিত্ত অনুরক্ত, তৎপ্রমাণ তাহারা ঐ সময় অশ্রুকণ্ঠী হয়। (১৪) অপিচ যে সকল অবলা প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে গমনকারি এবং সায়ংকালে বেণু বাদন পূর্ব্বক প্রত্যাগমনশীল এই শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণ করিয়া শীঘ্র নির্গত হওত পথে তাঁহার হাস্য ও দয়াবলোকন সহ বিরাজমান বদন কমল অবলোকন করে তাহাদের ভূরি পুণ্য। (১৫)

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীলোকেরা সভয় হইয়া পরস্পর এই রূপ কহিতে থাকিল, যোগেশ্বর ভগবান্ হরি তাহাদের ভয় নিবারণ নিমিত্ত শত্রু বিনাশ করিতে মনস্থ করিলেন। (১৬) এ দিকে অবলাদিগের ঐ রূপ সভয় বাক্য শুনিয়া রাম কৃষ্ণের পিতা মাতা পুত্র স্নেহ জন্য শোকে সাতিশয় বিহ্বল হইলেন এবং পুত্রদ্বয়ের বল না জানিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরন্তু ভিন্ন২ নিযুদ্ধ দ্বারা চানূর ও কেশব উভয়ের পরস্পর যদ্রূপ যুদ্ধ হইল বলভদ্রও মুষ্টিক সহ বিবিধ প্রকারে তদ্রূপ সংগ্রাম করিলেন। (১৭) তদনন্তর ভগবানের অরত্নি জানু প্রভৃতি অবয়ব সকলের

প্রহার, যাহা তীব্র বজ্র প্রপাতবৎ নিষ্ঠুর, তদ্দ্বারা শ্লথগাত্র হইয়া চানূর মুহুর্মুহু গ্লানি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। (১৮) পরে শ্যেনবৎ বেগশালী হইয়া দুই কর মুষ্টীকৃত করত উৎপতিত হইল এবং মহাক্রোধে ভগবান্ বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। কিন্তু মাল্য প্রহারে মত্ত হস্তী যদ্রূপ চলিত হয় না তদ্বৎ তাহার মুষ্ট্যাঘাতে ভগবান্ বিচলিত হইলেন না। (১৯) বরং বাহুদ্বয় ধরিয়া নিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে অনেক বার ঘুরাইয়া ভূমির উপর আছড়াইয়া ফেলিলেন। ঘূর্ণন বেগে তাহার জীবন নিতান্ত পরিক্ষীণ হইল। (২০) অতএব সে বিস্রস্ত কেশ, বিস্রস্ত বেশ এবং বিস্রস্ত মাল্য হইয়া ইন্দ্রধ্বজবৎ পতিত হইল। হে রাজন্! মুষ্টিক দানবও ঐ প্রকারে আদৌ আপনার মুষ্টি দ্বারা বলভদ্রকে আঘাত করিয়াছিল কিন্তু পরে বলী বলদেব কর্ত্তৃক তল প্রহার দ্বারা অত্যর্থ অভিহত হইল (২১) এবং পীড়িত ও কম্পিত হইয়া মুখ দিয়া রুধির বমন করিতে করিতে গতাসু হইল তাহার পরেই, ছিন্ন তরুর প্রায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

হে রাজন্! তদনন্তর কূট নামা দানব আসিয়া সম্মুখীন হইল কিন্তু প্রধান নিযোদ্ধা রাম অবজ্ঞা পূর্ব্বক বাম মুষ্টি দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাকে নিহত করিলেন। ঐ সময়েই শ্রীকৃষ্ণের পাদাগ্র দ্বারা শল দানব ভগ্নশীর্ষ এবং তোশল দানব দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া উভয়েই নিপাতিত হইল। হে মহারাজ! চানূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল এই সকল শূর নিহত হইলে অবশিষ্ট মল্লেরা সকলেই প্রাণ রক্ষা বাসনায় পলায়ন পরায়ণ হইল। (২২) পরে রাম ও কৃষ্ণ চরণে রত্ন নূপুর দিয়া বয়স্য গোপ-দিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত তূর্য্য বাদ্য মধ্যে নৃত্যাদি দ্বারা বিহার আরম্ভ করিলেন। (২৩) তাঁহাদের এই কর্ম্মে কংস ব্যতীত সকল ব্যক্তিই সাতিশয় হর্ষিত হইল এবং প্রধান২ বিপ্রগণ সাধু সাধু বলিয়া পরমাহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! প্রধান প্রধান মল্লগণ নিহত ও পলায়িত হইলে ভোজপতি কংস তূর্য্য-বাদ্য বন্ধ করিয়া দিল এবং এই বাক্য বলিল দুর্বৃত্ত বসুদেবের এই দুইটা পুত্রকে পুর হইতে নিঃসারিত করহ, এবং গোপদিগের সকল ধন হরণ করিয়া লও, আর দুর্ম্মতি নন্দকে বন্ধন করিয়া রাখ, অধিকন্তু দুর্বুদ্ধি অসত্তম বসুদেবকে আশু মারিয়া ফেল, অপর উগ্রসেন পিতা হইলে কি হয় সে সদা পরপক্ষের অনুরাগী, তাহাকেও অনুচরগণ সহ বিনষ্ট কর। (২৪) রাজন্! দুরাত্মা কংস এই প্রকারে অহঙ্কার প্রকাশ করিতে থাকিলে অব্যয় ভগবান্ অতিশয় কুপিত হইলেন এবং লঘুতাহেতু বেগে উৎপতিত হইয়া উর্দ্ধ মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। আপনার মৃত্যু রূপী ভগবান্‌কে মঞ্চ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কংস সহসা আসন হইতে উত্থিত হইল এবং বিনাশ বাসনায় তখনই চর্ম্ম খড়্গ গ্রহণ করিল। (২৫) হেমহারাজ! খড়্গ হস্ত হইয়া কংস আকাশে শ্যেনবৎ একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ভ্রমণ আরম্ভ করিলে, গরুড় যেমন উরগ ধারণ ধরে তদ্বৎ অবিসহ্য উগ্র তেজঃশালী ভগবান্ বল পূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিলেন। (২৬) এবং কেশ গ্রহণ করিয়া রঙ্গোপরিস্থ উচ্চ মঞ্চ হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া আপনি তাহার উপরে পতিত হইলেন। রাজন্! কেশে ধৃত হইবা-মাত্র দুরাত্মা কংসের কিরীট বিচলিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপরে ভগবানের পতিত হইবার কারণ এই তিনি বিশ্বাশ্রয় এবং স্বয়ং পদ্মনাভ আর সেই পদ্ম হইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, অতএব গুরুত্ব প্রযুক্ত তাহার উপরে পড়িলেন। যদিও পতনের অন্য স্থানও ছিল তথাচ তিনি আত্মতন্ত্র অর্থাৎ স্বেচ্ছাধীন, এপ্রযুক্ত তাহারই উপর-

পতিত হইলেন। সে যাহা হউক। কংস অসুর তদীয় পতনে নিষ্পিষ্ট হইলে, সিংহ যেমন মৃত হস্তি আকর্ষণ করে তাহার ন্যায়, ভগবান্ দর্শনকারি জগতের সম্মুখে তাহাকে বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! তদবলোকনে যাবতীয় দানব উচ্চস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল তাহাতে তুমুল কোলাহল হইল। হে রাজন্! নিত্য কংসাসুর উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া ভোজন, পান, ভ্রমণ, শয়ন, ও নিশ্বাস প্রশ্বাস কালে সদাই এই দেখিত যেন ভগবান্ হরি চক্রায়ুধ ধারণ করিয়া আপনার অগ্রে দণ্ডায়মান আছেন অতএব সে দেহ পরিত্যাগানন্তর ঐ দুষ্প্রাপ্য রূপই প্রাপ্ত হইল। (২৭) তাহার অনুজ কঙ্ক ন্যগ্রোধ প্রভৃতি অষ্ট ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের আনৃণ্য করিবার বাসনায় রোষান্বিত হইয়া ধাবমান হইল। (২৮) কিন্তু রোহিণীনন্দন বলভদ্র তাহাদিগকে তদ্রূপ বেগশালী তথা তাদৃশ উদ্যোগী দেখিয়া পরিঘাস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক, সিংহ যেমন পশু হত্যা করে তদ্বৎ, নিহত করিলেন। রাজন্! এই সময়ে আকাশে দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল, ব্রহ্মা মহেশ প্রভৃতি দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করত প্রীত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! মৃত অসুরদিগের অঙ্গনাগণ সুহৃন্মরণে দুঃখিত ও সাশ্রুলোচন হইয়া স্ব২ মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিল (২৯) এবং শোক প্রকাশ করিতে২ বীরশয্যায় শয়ান পতিদিগকে আলিঙ্গন করিয়া মুহুর্মুহু অশ্রু মোচন পুরঃসর কাতর স্বরে বিলাপ বাক্যে কহিতে লাগিল (৩০) হা নাথ! হা প্রিয়! হা ধর্ম্মজ্ঞ! হা করুণ! হা অনাথবৎসল! তুমি নিহত হওয়াতে আমরা গৃহ ও প্রজা সহ নিহত হইলাম কারণ আমরা ত্বদীয়। (৩১) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি পতি, তোমাতে বিরহিতা হইয়া এই পুরী আমাদের ন্যায় শোভা পাইতেছে না, ইহার উৎসব ও মঙ্গলাদি ব্যাপার সকলই নিবৃত্ত হইয়া গেল, তুমি অনপরাধি সকল প্রাণির ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ করিয়াছিলে তাহাতেই এই দশা প্রাপ্ত হইলে কারণ কোন্ ভূতদ্রোহী কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? (৩২) ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে সকল ভূতের সৃষ্টি হয় এবং অন্তে তাঁহাতে সকলে বিলীন হয় অপর তিনই সকলের পালক অতএব যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে সে কখন সুখ পাইতে পারে না। (৩৩)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজযোষাদিগকে আশ্বাস দিয়া যাহার নাম লৌকিকী সংস্থা, মৃত ব্যক্তিদিগের সেই ক্রিয়া করাইলেন। পরে মাতা এবং পিতাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আপনারা দুই জনে মস্তক দ্বারা তাঁহাদের চরণ ঈষৎ স্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। (৩৪) হে রাজন্! দেবকী ও বসুদেবের রাম কৃষ্ণের প্রতি পুত্র ভ্রান্তি পরিত্যাগ হইল অতএব জগদীশ্বর জ্ঞানে শঙ্কিত হওয়াতে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না কিন্তু বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। (৩৫)

ইতি দশম স্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতৃ নন্দাদি শান্ত্বনা এবং উগ্রসেনাভিষেক তথা গুরু নিবাস হইতে গৃহাগমন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন জনক জননীর

সাংসারিক সুখানুভব হইবার পূর্ব্বেই আমরা দুই জন ঈশ্বর এমত পরিজ্ঞান জন্মিল কিন্তু আমি প্রসন্ন হইলে ইহাঁদের এরূপ জ্ঞান দুর্লভ হইবার সম্ভাবনা নাই বরং আমার প্রতি পুত্র জ্ঞান দ্বারা যে প্রেমসুখ হইতেছে তাহাই দুর্লভ হইবেক অতএব এক্ষণে ইহঁদের আমার প্রতি ঈশ্বর জ্ঞানে কার্য্য নাই, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের প্রতি স্বাধীন জগমোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। (১) তদনন্তর অগ্রজ সহ সেই সাত্বত-শ্রেষ্ঠ ভগবান পিতামাতার নিকট প্রশ্রয়াবনত হইয়া প্রীতি পুরঃসর সাদর বচনে বলিলেন (২) হে তাত! হে অম্ব! আমাদের নিমিত্ত তোমরা দুই জনে নিত্য উৎকণ্ঠিত থাকিলে। আমরা পুত্র হওয়াতে কুত্রাপি তোমাদের দুই জনের বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরাদি তত্তদবস্থানুভব জন্য সুখভোগ হয় নাই। (৩) আমরাও দৈবহত, এ কারণ তোমাদের নিকট বাস লাভ করিতে পারি নাই, আর পিতৃ গৃহ স্থিত বালকেরা যে আমোদ প্রমোদ অনুভব করে তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াছি। (৪) হে পিতঃ! এই দেহে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মাদি অর্থ হইবার সম্ভাবনা, এ দেহ যে পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন ও পালিত হইয়াছে, মনুষ্য শত সম্বৎসর পরমায়ুঃ পাইয়াও সেই পিতা মাতার আনৃণ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। (৫) তন্মধ্যে যে পুত্র সমর্থ হইয়াও দেহ ও ধন দিয়া পিতা মাতার জীবিকা সম্পাদন করিয়া না দেয় লোকান্তরে তাহাকে যম দূতেরা তাহার আপনারই মাংস ভক্ষণ করায়। (৬) অপিচ যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও মাতা, পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু সন্তান তথা গুরু, বিপ্র ও শরণাগতদিগকে পোষণ না করে সে নিশ্বাস সত্ত্বেও মৃত তুল্য। (৭) অতএব অসামর্থ্য হেতু কংস হইতে নিত্য উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া তোমাদের অর্চ্চনা না করাতে আমাদের দুই জনের এতাবৎ দিবস অনর্থক অতিক্রান্ত হইয়াছে। (৮) পরন্তু হে তাত! হে অম্ব! আমরা দুই জনই পর তন্ত্র অর্থাৎ পরাধীন। দুরাত্মা কংসের কারণ সর্ব্বদা অত্যর্থ ক্লিষ্ট থাকিতাম এই কারণে আপনাদের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই অতএব ক্ষমা করিতে যোগ্য হয়েন।

হে রাজন্! মায়ামানব বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরির ঐ প্রকার মোহন বচনে বসুদেব ও দেবকী একেবারে মোহিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দ করিতে লাগিলেন। পরন্তু অশ্রুধারার অভিষেক করত অবিলম্বেই স্নেহ পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। অর্থাৎ তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মোহিত হইলেন এবং বাষ্প দ্বারা তাঁহাদের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। (৯)

হে রাজন্! ভগবান্ দেবকীনন্দন এই প্রকারে পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিয়া পরে মাতামহ উগ্রসেন সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে যদুদিগের অধিপতি করিলেন। (১০) এবং এই কথা বলিলেন হে মহারাজ! আমরা তোমার প্রজা, আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে যোগ্য হও। আমি রাজা হইয়া আজ্ঞা করিতে পারি না, কারণ যযাতির অভিশাপ আছে যদুদিগের নৃপাসনে অধিবেশন হইবেক না। যদ্যপি তুমিও যাদব, তথাচ আমার আজ্ঞায় তোমার নৃপাসনারোহণে দোষ নাই। (১১) তোমার তাদৃশী শক্তি নাই এমত মনে করিও না, আমার প্রসাদে সকল ক্ষমতাই হইবেক। হে মহারাজ! আমি ভৃত্য হইয়া সমীপে থাকিলে বিবুধাদিও অবনত হইয়া তোমার নিমিত্ত বলি আহরণ করিবেক, ইহাতে অন্য নরপতিদের কথা কি? (১২)

তদনন্তর বিশ্বকারী ভগবান্ হরি কংসভয়ে যে সকল জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দশার্হ, কুকুর প্রভৃতি পলায়ন করিয়া বিদেশ বাসে কৃশ হইতেছিল তাহাদিগকে নানা দিক্ হইতে আনাইয়া অর্চ্চনা পুরঃসর বিত্ত দ্বারা সন্তর্পিত করিয়া স্ব২ গেহে পুনর্ব্বায় বাস করাইলেন। (১৩) রাজন্' ঐ সকল ব্যক্তি রাম কৃষ্ণের বাহু বীর্য্যে পরির ক্ষত এবং তাঁহাদের হইতে লব্ধ মনোরথ হইয়া স্ব২ আবাসে বিহার করিতে লাগিল রাম ও কৃষ্ণ হইতে তাহাদের সর্ব্বার্থ পূর্ণ এবং মনঃসন্তাপ দূরীভূত হইয়া গেল। অধিকন্তু নিত্য প্রমুদিত এবং দয়া ও ঈষদ্ধাস্য সমন্বিত কটাক্ষোপশোভিত শ্রীযুক্ত মুকুন্দবদন অহরহ অবলোকন করাতে সকলেই প্রীত হইতে লাগিল। (১৪) হে মহারাজ! তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও মুকুন্দ মুখাম্ভোজ সুধা স্ব২ নয়ন যোগে মুহুর্মুহুঃ পান করাতে সাতিশয় বল ও তেজঃ সম্পন্ন যুবার তুল্য হইল।

হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলভদ্র নন্দ সন্নিধানে আগমন করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন (১৫) হে পিতঃ! আপনারা স্নেহ পূর্ব্বক আমাদিগকে যথেষ্ট লালন পালন করিয়াছেন কারণ আপনার দেহাপেক্ষাও আত্মজের প্রতি মাতা পিতার অধিক প্রীতি হইয়া থাকে। (১৬) আমরা বসুদেব দেবকীর পুত্র, আপনাদের পুত্র নহি এমত মনে করিবেন না, পোষণ ও রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক যে সকল শিশু পরিত্যক্ত হয় তাহাদিগকে স্বপুত্রবৎ যাঁহারা প্রতিপালন করেন তাঁহারাই পিতা মাতা। হে তাত! আপনারা এক্ষণে ব্রজে গমন করুন, আমরাও সুহৃদ্গণের সুখ বিধান করিয়া স্নেহ দুঃখিত জ্ঞাতি যে আপনারা, আপনাদিগকে দেখিতে যাইব। (১৭)

হে রাজন্! ভগবান্ অচ্যুত এই প্রকারে ব্রজবাসি জনগণ সহিত নন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বসন ভূষণ তথা কাংস্যাদি ভাজন দিয়া পরমাদরে পূজা করিলেন। ভগবানের কথা শুনিয়া নন্দ প্রণয়বশতঃ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন পরে তাঁহাদের দুই জনকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে লোচন দ্বয় পরিপূর্ণ করত গোপগণ সহ ব্রজে গমন করিলেন। (১৮)

হে রাজন্! তদনন্তর বসুদেব স্বীয় পুরোহিত গর্গাচার্য্য এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা আপনার তনয়দ্বয়ের যথাবিধি উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। (১৯) পরে সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক বহু২ সবৎসা গাভী দক্ষিণা দিলেন। সেই সকল ধেনু সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত, এবং রুক্ম মালা ও ক্ষৌম বসনে সুসজ্জিত হইয়াছিল। (২০)

হে রাজন্! রাম কৃষ্ণের জন্ম নক্ষত্রে যে সকল ধেনু মনো দ্বারা প্রদত্ত হয় দুরাত্মা কংস জানিতে পারিয়া সে সকল হরণ করিয়া লইয়াছিল সত্য কিন্তু মহামতি বসুদেব স্মরণ করিয়া রাজগোষ্ঠ হইতে সে সকল আনয়ন পূর্ব্বক এক্ষণে বিপ্রসাৎ করিলেন। (২১)

তদনন্তর রাম ও কৃষ্ণ যদু কুলাচার্য্য গর্গমুনি হইতে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং শোভন ব্রত ধারণ পুরঃসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে লাগিলেন। (২২) তাঁহারা দুইজন জগতের ঈশ্বর, তাঁহাদের হইতেই সকল বিদ্যা প্রকৃষ্ট রূপে উদ্ভূত হয় অতএব যদিও তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, তথাচ মানব চেষ্টা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ অমল জ্ঞান প্রচ্ছাদন করিয়া পরে গুরুকুলে বাস বাসনায় অবন্তী পুরনিবাসি সান্দীপনি

মুনি সমীপে গমন করিলেন (২৩) এবং দুই জনে সকল ইন্দ্রিয় দমন ও গুরুর প্রতি যথাবৎ বৃত্তি ধারণ করিয়া অন্য সকলকে শিক্ষা দান করত ভক্তি পুরঃসর সযত্ন হইয়া দেববৎ গুরু সেবা করিতে লাগিলেন। (২৪)

রাজন্! দ্বিজবর সান্দীপনি গুরু সেই দুই শিষ্যের শুদ্ধ ভাব সম্বলিত অনুবৃত্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া শিক্ষা কল্পাদি সমুদয় বেদাঙ্গ এবং উপনিষৎ সহিত নিখিল বেদ উপদেশ দিলেন। (২৫) অপর মন্ত্র দেবতা জ্ঞান সহিত ধনুর্ব্বেদ, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা দ দর্শন বিদ্যা, তর্কবিদ্যা এবং সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন দ্বৈধ আশ্রয় এতদ্রূপ ছয় প্রকার রাজনীতিও শিক্ষা করাইলেন। (২৬) হে নৃপ! সেই দুই অমর-শ্রেষ্ঠ স্বয়ং সর্ব্ব বিদ্যার প্রবর্ত্তক, অতএব এক বার কথন মাত্রে সমুদায় গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে চতুঃষষ্টি কলায় * সুশিক্ষা হইল। (২৭) পরে গুরু দক্ষিণা নিমিত্ত তাঁহারা আচার্য্যকে প্রলোভিত করিলেন। (২৮)

হে রাজন্! সান্দীপনি দ্বিজ দুই শিষ্যের অদ্ভুত মহিমা এবং অলৌকিকী বুদ্ধি শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীর সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে মহা সাগরে আপনার যে শিশু সন্তান বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হন এই প্রার্থনা করিলেন। (২৯) দুরন্ত বিক্রম মহারথ রাম কৃষ্ণ তাহাই হইবেক বলিয়া তৎক্ষণাৎ রথোপরি আরোহণ করিলেন এবং প্রভাসে গমন পূর্ব্বক সমুদ্র তীরে উপনীত হইয়া ক্ষণকাল তথায় বসিয়া রহিলেন। সমুদ্র এতদ্বিষয় অবগত হইবামাত্র সত্বর তাঁহাদের পূজোপহার আহরণ করিয়া দিল। ভগবান্ তাহাকে এই কথা বলিলেন তুমি স্বীয় মহৎ তরঙ্গ দ্বারা যে বালকটী গ্রাস করিয়াছ তিনি আমার গুরুপুত্র, আশু তাঁহাকে আনিয়া দাও। (৩০)

এতৎ শ্রবণে সমুদ্র সত্রাস বচনে উত্তর করিল হে দেব! আমি সেই বালককে হরণ করি নাই, পঞ্চজন নামা অসুর শঙ্খ রূপ ধারিয়া নিত্য আমার জলচারী হইয়া আছে, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সে দানব মহান্ অতএব আমার আয়ত্ত নহে।

ভগবান ইহা শুনিয়া সত্বর জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিহত করিলেন কিন্তু তাহার উদর মধ্যে বালককে দেখিতে পাইলেন না। অতএব তদঙ্গ-প্রভব শঙ্খটী লইয়া রথে আসিলেন। পরে বলভদ্র সহ যমরাজের সংযমনী নামক

---

* চতুঃষষ্টিকলা যথা,—গীত ১, বাদ্য ২, নৃত্য ৩, নাট্য ৪, আলেখ্য ৫, বিশেষকচ্ছেদ্য ৬, তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার ৭, পুষ্পাস্তরণ ৮, দশনবসনাঙ্গরাগ ৯, মণিভূমিকাকর্ম্ম ১০, শয়নরচন ১১, উদকবাদ্য ১২, উদকঘাত ১৩, চিত্রাযোগ ১৪, মাল্যগ্রথনবিকল্প ১৫, কেশশেখরাপীড়যোজন ১৬, নেপথ্যযোগ ১৭, কর্ণপত্রভঙ্গ ১৮, গন্ধযুক্তি ১৯, ভূষণযোজন ২০, ঐন্দ্রজাল ২১ কৌচুমারযোগ ২২, হস্তলাঘব ২৩, চিত্রশাকাপূপভক্ষবিকারক্রিয়া ২৪, পানকরসরাগাসবযোজন ২৫, সূচীবাপ কর্ম্ম, সূত্রক্রীড়া ২৬, বীণা ডমরু বাদ্য ২৭, প্রহেলিকা ২৮, প্রতিমা ২৯, দুর্ব্বচনযোগ ৩০, পুস্তকবাচন ৩১, নাটিকা আখ্যায়িকা-দর্শন ৩২, কাব্যসমস্যাপূরণ ৩৩, পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প ৩৪, তর্ককর্ম্ম ৩৫, তক্ষণ ৩৬, বাস্তুবিদ্যা ৩৭, রূপ্যরত্নপরীক্ষা ৩৮, ধাতুবাদ ৩৯, মণিরাগজ্ঞান ৪০, আকরজ্ঞান ৪১, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ ৪২, মেষ-কুক্কুটলাবক যুদ্ধ বিধি ৪৩, শুকশারিকা প্রলাপন ৪৪, উৎসাদন ৪৫, কেশমার্জ্জনকৌশল ৪৬, অক্ষর-মুষ্টিকাকথন ৪৭, ম্লেচ্ছিত বিকল্প ৪৮, দেশভাষাজ্ঞান ৪৯, পুষ্প শকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান ৫০, যন্ত্রমাতৃকা ৫১, ধারণমাতৃকা ৫২, সংপাট্য ৫৩, মানসী কাব্যক্রীড়া ৫৪, ক্রিয়াবিকল্প ৫৫, ছলিতকযোগ ৫৬, অভিধান কোষচ্ছন্দোজ্ঞান ৫৭, বস্ত্রগোপন ৫৮, দ্যূতবিশেষ ৫৯, আকর্ষণক্রীড়া ৬০, বালক্রীড়নক ৬১, বৈনায়িক বিদ্যা ৬২, বৈজয়িক বিদ্যা ৬৩, বৈয়াসিকী বিদ্যা ৬৪।

প্রিয় পুরী মধ্যে গমন করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। (৩১) হে মহারাজ! প্রজাসংহারক যম শঙ্খনিনাদ আকর্ণন করিয়া সাধ্যানুসারে বাহুল্য করিয়া তাঁহাদের মহতী সপর্য্যা করিলেন (৩২) তদনন্তর অবনত হইয়া সর্ব্ব ভূতাহঃকরণবাসি ভগবান্ হরিকে সম্বোধন পুরঃসর এই বচন বলিলেন প্রভো! আপনারা দুই জন সাক্ষাৎ বিষ্ণু, লীলা-নিমিত্ত মানব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি আপনাদের কি করিব, আজ্ঞা করুন। (৩৩)

ভগবান্ কহিলেন আমার গুরুপুত্র নিজ কর্ম্মের কারণ এখানে আনীত হইয়াছেন, হে মহারাজ! আমার আজ্ঞায় পুরস্কৃত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আনিয়া দাও। (ইহার তাৎপর্য্য যদিও তিনি নিজ কর্ম্ম প্রযুক্ত পরিগৃহীত হইয়াছেন তথাচ আমার আদেশে আনয়ন করিয়া দিলে তোমার দোষ হইবেক না)। এ কথায় যমরাজ তাহাই করিতেছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বালককে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ সেই শিশুকে লইয়া গুরু সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমর্পণ করিয়া কহিলেন পুনরায় বর প্রার্থনা করুন। (৩৪)

গুরু কহিলেন বৎস! তোমরা দুই জনে সম্যক্‌রূপে গুরু দক্ষিণা প্রদান করিলে, না হইবেক কেন? আমি তোমাদের সদৃশ শিষ্যের গুরু, আমার কি কোন কামনা অবশিষ্ট থাকে? (৩৫) হে বীর! এক্ষণে তোমরা নিজ নিকেতনে গমন করহ, তোমাদের পবিত্র কীর্ত্তি হউক। (৩৬)

হে রাজন্! গুরু কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুজ্ঞাত হইয়া রাম ও কৃষ্ণ পবন তুল্য বেগশালি এবং মেঘবৎ গম্ভীর ধ্বনিশোভিত রথে আরোহণ পুরঃসর স্বপুরে সমাগত হইলেন। (৩৭) প্রজাগণ বহু দিন দর্শন পায় নাই অতএব তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যেন বিনষ্টধন পুনর্লব্ধ হইল এতদ্রূপ বোধ করত সকলেই মহাহ্লাদপ্রকাশ করিতে লাগিল। (৩৮)

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করিয়া তদীয় বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যশোদা নন্দের শোকাপনোদন।

শুকদেব কহিলেন যিনি বৃষ্ণিদিগের সম্মত মন্ত্রী এবং আপনার প্রিয় সখা ও বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য, তথা—যিনি বুদ্ধি দ্বারা অতিশয় শ্রেষ্ঠ, সেই প্রিয়তম একান্ত ভক্ত উদ্ধবকে কোন সময় আহ্বান করিয়া শরণাগত জনার্ত্তিহারী ভগবান্ হরি হস্তে হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন হে সৌম্য উদ্ধব! শীঘ্র ব্রজধামে গমন কর আমাদের সন্দেশ বার্ত্তা দ্বারা গোপাঙ্গনাগণের আমার বিয়োগ জন্য মনঃপীড়া নিবারণ করহ। (১) হে তাত! আমার প্রতিই তাহাদের মনঃ, আমিই তাহাদের প্রাণ, আমার নিমিত্তই তাহারা পতি পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং আমিই তাহাদের দয়িত, প্রেষ্ঠ ও আত্মা, তাহারা মনোদ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া আছে। (২) হে তাত! যে সকল ব্যক্তি আমার নিমিত্ত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ এবং তাহার সাধন বিসর্জ্জন করে আমি তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকি (৩) গোপীদিগের প্রিয়তম যাবতীয় পদার্থ মধ্যে আমি অতি শ্রেষ্ঠ, আমি দূরস্থ হওয়াতে অবশ্য আমাকে স্মরণ করিয়া মুগ্ধ

হইতেছে কারণ তাহারা সকলেই বিরহ জন্য ঔৎকণ্ঠ্যের পরবশ। (৪) ফলতঃ আমি গোকুল হইতে নির্গত হইয়া আগমন সময়ে শীঘ্র আসিব বলিয়া যে প্রত্যাগমনাশা দিয়াছিলাম তদ্দ্বারাই আমার প্রিয়তমা। সেই সকল গোপী এত দিন কষ্ট সৃষ্টে প্রাণ ধারণ করিতেছে। আমার প্রতিই তাহাদের আত্মা এই কারণে বোধ হইতেছে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া আছে, নচেৎ স্বস্বদেহে তাহাদের আত্মা থাকিলে এত দিন বিরহ তাপে দগ্ধ হইয়া যাইত। (৫)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! এই প্রকার উক্ত হইয়া উদ্ধব আদর পূর্ব্বক প্রভুর সংবাদ গ্রহণ করিয়া রথারোহণ পুরঃসর নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন (৬) এবং দিবাকর অস্ত গত হন এমন সময়ে নন্দব্রজে উপনীত হইলেন। সে সময় পশুসকল গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তাহাদের খুরোদ্ধূত ধূলি দ্বারা অক্রূরের রথ আচ্ছন্ন হইল (অতএব গোপীরা জানিতে না পারাতে তাঁহার নন্দ সহ সম্মিলন লব্ধ হইল)। (৭)

হে মহারাজ! অক্রূর যেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন সেই নন্দব্রজ, তাহার বর্ণনা করি শ্রবণ করহ। সেখানে রজস্বলা গবী নিমিত্ত গোবৃষসকল মত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল আর ধেনুগণ স্তন ভরে কাতর হইয়াও স্ব২ বৎসদের প্রতি ধাবমান হইতেছিল। (৮) অপর শুভ্র গোবৎস সকল ইতস্ততঃ উৎপতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা যেন মণ্ডিত হইয়া ছিল, আর সেখানে চারি দিকে গোদোহন শব্দ তথা বেণুধ্বনি সহিত "ত্যাগ কর-ত্যাগ করিও না, আন, দাও, লও," ইত্যাদি রব শ্রুত হইতেছিল। অপর গোপ ও গোপীগণ রাম কৃষ্ণের কীর্ত্তি সকল সঙ্গীত করাতে তদ্দ্বারাও সেই স্থান বিরাজিত হইয়াছিল। (৯) অপিচ গোপদিগের ভবনে অগ্নি, অর্ক, অতিথি, গো, বিপ্র, পিতৃ তথা দেবগণের অর্চ্চনা হইতেছিল তাহাতে, এবং ধূপ-দীপ-মাল্যে, সেই ব্রজ অতিশয় মনোরম হইয়াছিল। (১০) আর সেখানকার চারি দিকের বন পুষ্পিত, ও পক্ষি এবং ভ্রমর নিকরে নিনাদিত হইতেছিল। অধিকন্তু হংস ও কারণ্ডবে আকীর্ণ কমল সমূহ দ্বারা সে স্থান সর্ব্বতোভাবে শোভিত হইয়া রহিয়াছিল। (১১)

সে যাহা হউক। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর অক্রূরকে সমাগত দেখিয়া গোপরাজ নন্দ সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাসুদেব বোধে বিশেষ করিয়া অর্চ্চনা করিলেন। পরে তিনি পরমান্ন ভোজন করিয়া শয়নে সুখোপবিষ্ট হইলে পাদ সম্বাহনাদি দ্বারা শ্রমাপোদন পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহাভাগ! শূরনন্দন বসুদেব আনন্দে আছেন? তিনি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুহৃদ্গণে বেষ্টিত হওত সন্তান সন্ততি প্রভৃতির সহিত তো কুশল ভোগ করিতেছেন? (১২) ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা কংস আপনার পাপে অনুজ সহিত নিহত হইয়াছে, সে ধর্ম্মশীল সজ্জনদিগের সদাই বিদ্বেষ করিত। (১৩) অহে অক্রূর! শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদিগকে এবং তাঁহার মাতাকে স্মরণ করেন? আর সুহৃদ্, সখা, গোপ, ব্রজ (যাহার তিনিই অধিপতি) গাভী, বৃন্দাবন, তথা গোবর্দ্ধন, এসকলও কি তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয়? (১৪) অপর তিনি কি একবার স্বজনগণকে দর্শন করিতে আসিবেন? আহা! তাঁহার সেই সস্মিত বদন আমরা কবে অবলোকন করিব? (১৫) অহো! সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দাবাগ্নি, বাতবর্ষ, বৃষ, সর্প এবং অন্যান্য দুরতিক্রমণীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (১৬) অহে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল বীর্য্য এবং লীলাহেতু অপাঙ্গ দ্বারা দর্শন, তথা সহাস্য সম্ভাষণ স্মরণ

করিলে আমাদিগের সকল ক্রিয়া শিথিল হয়। (১৭) কেবল ক্রিয়া শিথিল হয় এমত নহে তদীয় পদাঙ্কিত নদী, পর্ব্বত, বন প্রদেশ তথা ক্রীড়াস্থান নিরীক্ষণ করিলে আমাদের মনঃ তদাত্মতা প্রাপ্ত হয়। (১৮) মহামুনি গর্গের গম্ভীর বচনানুসারে আমার অনুমান হয় সেই রাম ও কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ দেবতা, দেবগণের প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। (১৯) কেবল গর্গবাক্য নহে, তাঁহাদিগের ব্যবহারেও উহাই বোধ হয়, দেখ, তাঁহারা দশ সহস্র মত্তহস্তির বলশালি কংসকে তথা দুইট মল্লকে এবং গজপতিকে, সিংহ যেমন পশু বধ করে তাহার ন্যায়, অবলীলাক্রমে নিহত করিলেন। (২০) অপর গজরাজ যেমন অবলীলায় যষ্টি ভঙ্গ করে তদ্বৎ তালত্রয় প্রমাণ সুকঠিন ধনুঃ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন আর সপ্তাহ পর্য্যন্ত এক হস্তে প্রকাণ্ড পর্ব্বত ধারণ করিলেন। অধিকন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত, বক প্রভৃতি সুর অসুর জয়ী দৈত্যগণ অবলীলাক্রমে বিজিত হইল।

শুকদেব কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্ত অনুরক্ত থাকাতে নন্দ ঐ প্রকার স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়া অশ্রুকণ্ঠ হইলেন অতএব তৎপরে প্রেমপ্রসর বশতঃ বিহ্বল হইয়া তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। পুত্রের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া যশোদারও অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং স্নেহ বশতঃ তাঁহার স্তনদ্বয় পরিস্নুত হইল। হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ যশোদার ঐ প্রকার প্রগাঢ় অনুরাগ অবলোকন করিয়া উদ্ধব হর্ষান্বিত হইয়া নন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে মানদ! তোমরা দুই জন মানবগণ মধ্যে পরম শ্লাঘ্যতম, যেহেতু অখিল গুরু নারায়ণে এতাদৃশী ভক্তি করিয়াছ। (২১) হে মহাশয়! রাম ও কৃষ্ণ দুই জন বিশ্বের যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপদান কারণ. আর তাঁহারা দুই জনে ভূত সকলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুপহিত বিবিধ ভেদের তথা জীবের নিয়ন্তা, কারণ তাঁহারা পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ অনাদি। (২২) হে মহাশয়! প্রাণ বিয়োগ সময়ে ক্ষণকাল মাত্র যাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ চিত্ত ধারণ করিয়া কর্ম্ম বাসনা ছেদন পূর্ব্বক স্বরূপজ্ঞানবান ও শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি হইয়া পরা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় (২৩) অখিলের আত্মা ও কারণ এবং কারণবশতঃ নররূপী পরিপূর্ণ স্বরূপ সেই ভগবানে তোমরা দুই জন পরম ভক্তি করিতেছ, অতএব তোমাদের নিজ কার্য্যের আর কি অবশিষ্ট আছে। (২৪) হে মহাত্মন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ কাল পরে পুনরায় ব্রজে আসিবেন এবং সেই সাত্বতপতি সে সময় তোমাদের প্রিয় বিধান করিবেন। (২৫) অপর শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গমধ্যে সমস্ত সাত্বত জনের প্রতীপ কংসকে নিহত করিয়া তোমাদের নিকট আগমন পূর্ব্বক যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাও সত্য করিবেন। (২৬) অতএব হে মহাভাগ! তোমরা খিন্ন হইও না, এখনই অথবা সমীপেই সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে, কারণ যেমন কাষ্ঠ মধ্যে জ্যোতিঃ বর্ত্তমান, তদ্বৎ সর্ব্ব প্রাণির হৃদয় মধ্যে তিনি অবস্থিত আছেন। অর্থাৎ মন্থন বিনা যদ্রূপ কাষ্ঠস্থ জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয় না তেমনি ভক্তি ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যায় না। (২৭) তিনি সর্ব্বত্র সমান, তাঁহার প্রিয় কেহ নাই, অপ্রিয় ও কেহ নাই, আর উত্তম অধম অথবা সমানও কেহ দৃষ্ট হয় না। অপর তাঁহার মাতা, পিতা, ভার্য্যা, পুত্র ইত্যাদি অথবা আত্মীয় অনাত্মীয়, কিম্বা দেহ, জন্ম কিছুই নাই। (২৮) আর তাঁহার কোন কর্ম্মও নাই, পরন্তু তিনি ঐ রূপ জন্ম কর্ম্মাদি বিহীন হইয়াও ক্রীড়া রস পরবশ হওত সাধু জনের পরিপালন নিমিত্ত সাত্বিক, রাজস, তামস যোনিতে অথবা দেবাদি, মৎস্যাদি ও নৃসিংহাদি যোনিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। (২৯) তিনি নির্গুণ হইয়াও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই

তিন গুণ ভজনা করেন এবং ক্রীড়াতীত হইয়াও ক্রীড়া করত ঐ সকল গুণ দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি পালন করিয়া থাকেন। (৩০) যদ্রূপ ভ্রমণোপলক্ষিত দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিলে ভূমিও যেন ভ্রমণ করিতেছে এতদ্রূপ বোধ হয় তেমনি চিত্ত কর্ত্তা হওয়াতে তাহাতে অহং বুদ্ধি দ্বারা আত্মাধ্যাস হেতু আত্মাই যেন কর্ত্তা একপ প্রতীয়মান হয়, (৩১) অপর সেই ভগবান হরি কেবল তোমাদের দুই জনের আত্মজ নহেন, তিনি সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতা, মাতা, এবং তিনিই ঈশ্বর (৩২) অধিকন্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান স্থাবর জঙ্গম ক্ষুদ্র মহৎ যে কিছু দৃষ্ট অথবা শ্রুত হয় অচ্যুত ব্যতিরেকে কিছুই যথার্থতঃ নির্ব্বচনাই বস্তু নহে, তিনিই ঐ সকল, তিনিই পরমাত্ম স্বরূপ। (৩৩)

হে রাজন্! নন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণানুচর অক্রূরের এইরূপ কথোপকথনে সেই রজনী যাপিতা হইল। নিশাবসানে গোপীগণ শয়ন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপ জ্বালিল এবং দেহল্যাদি মার্জ্জন করিয়া দধিমন্থন আরম্ভ করিল। (৩৪) তাহাদের কাঞ্চী প্রভৃতিতে যে সমস্ত মণি ছিল সে সকল প্রদীপের আলোকে উদ্দীপ্ত হওয়াতে তদ্দ্বারা সাতিশয় শোভা হইল। অপর তাহাদের যে হস্তে কঙ্কণ ছিল সেই হস্ত দিয়া তাহারা রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। রাজন্! যে সময় ঐ সকল গোপীর নিতম্বদেশ ও স্তনস্থ হার চলিত হইল আর কপোলদেশ কর্ণকুণ্ডলে উল্লসিত এবং আনন অরুণ বর্ণ কুঙ্কুমে রঞ্জিত হওয়াতে চমৎকার শোভা হইতে লাগিল। সেই সকল ব্রজাঙ্গনা উচ্চস্বরে কমল লোচন শ্রীকৃষ্ণের গান করাতে তাহার ধ্বনি দধিমন্থন ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া গগণ মণ্ডল স্পর্শ করিল। হে মহারাজ! সেই ধ্বনি সামান্য নহে, তাহাতে দিক্ সকলের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। (৩৫)

সে যাহা হউক। দিবাকর উদিত হইলে গোপী সকল ব্রজদ্বারে স্বর্ণময় একটী রথ দেখিতে পাইল এবং দেখিয়া বলিতে লাগিল এ কাহার রথ? (৩৬) যে ব্যক্তি কংসের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে এবং যে কমললোচন কৃষ্ণকে এখান হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছে, সেই অক্রূর আবার আসিয়াছে না কি? (৩৭) এবার বুঝি আমাদিগের দ্বারা মৃত কংসের ঔর্দ্ধদেহিক সাধন করিবে (৩৮)

হে রাজন্! গোপাঙ্গনারা যে সময় এই প্রকার বলিতে লাগিল সেই সময় কৃতাহ্নিক হইয়া উদ্ধব আগত হইলেন। (৩৯)

ইতি দশমস্কন্ধে ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণাদেশে উদ্ধব কর্ত্তৃক গোপীদের প্রতি তত্ত্ব প্রবোধ এবং তাহাদের আজ্ঞাক্রমে পুরী প্রস্থান।

শুকদেব কহিলেন কৃষ্ণানুচর সেই উদ্ধবের বাহুদ্বয় দীর্ঘ, লোচনদ্বয় নবীন কমল তুল্য পরিধান পীতবসন, বক্ষঃস্থলে পদ্মমালা লম্বমানা ছিল তাঁহার বদন বিলাসশালি অরবিন্দ সদৃশ, তাহা আবার কুণ্ডলে পরিমৃষ্ট হইতে ছিল তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ (১) যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং এ ব্যক্তি কে? ইহাঁর দর্শন যে পরম সুন্দর, ইনি কোথা হইতে আসিলেন, কাহার সন্তান, অচ্যুতের ন্যায় বেশভূষা দেখিতেছি, এইরূপ কহিতে২ সোৎসুক চিত্তে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। হে রাজন্!

উদ্ধব সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না, উত্তমঃশ্লোক ভগবানের পাদপদ্মই তাঁহার আশ্রয় ছিল। অতএব গোপীরা বিনয়াবনত হইয়া সলজ্জ হাস্য, সলজ্জ দর্শন ও সুমিষ্ট বচনাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিল. পরে তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে রমাপতির বার্ত্তাবহ জানিয়া নির্জ্জনে কহিতে লাগিল (২০) আমরা জানি তুমি যদুপতির সেবক, পিতা মাতার প্রিয় করিতে বাসনা করিয়া প্রভু তোমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন. (৩) এতদ্ব্যতীত এই গোব্রজে সেই মহাপুরুষের আর কিছুই স্মরণীয় দৃষ্ট হয় না। অহো বন্ধুগণের প্রতি স্নেহানুবন্ধ, বোধ করি, মুনিদেরও দুস্ত্যজ! (৪) ফলতঃ অন্যের সহিত মৈত্রী কার্য্য নিমিত্ত হয়, যাবৎ কার্য্য থাকে তাবন্মাত্র তাহার অনুকরণ হয়, অতএব সে মৈত্রী বাস্তবিক নহে। তাহার দৃষ্টান্ত-যেমন স্ত্রী জনের প্রতি পুরুষের মৈত্রী, এবং কুসুম সমূহের প্রতি ভ্রমর নিয়করের প্রণয়। (৫) ঐ কারণেই গণিকারা নির্ধন পুরুষকে, প্রজাগণ অসমর্থ নরপতিকে, অধীতবিদ্য ব্যক্তিরা আচার্য্যকে এবং ঋত্বিকেরা দত্তদক্ষিণ যজমানকে পরিত্যাগ করেন। (৬) অপর পক্ষিকুল বিগতফল তরুকে পরিহার করে, অতিথি সকল ভোজন হইলে পর গৃহমেধির সদন ত্যাগ করিয়া যায়, মৃগেরা দগ্ধ বিপিন বিসর্জ্জন করে আর উপপতিগণ উপভোগ হইলে অনুরক্তা রমণীকেও পরিহার করিয়া থাকে। (৭)

হে মহারাজ! গোপী সকলের মনঃ বাক্য কায় গোবিন্দে নিবেশিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধব সমাগত হইলে তাহারা লোক ব্যবহার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উক্ত প্রকারে প্রিয়তমের কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন এবং তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কালের যে সমস্ত ব্যাপার, তাহা স্মরণ করিয়া রোদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। (৮) কোন গোপী সেই সময় একটী মধুকর নয়নগোচর হওয়াতে প্রিয় সঙ্গম চিন্তা করিতেং "প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আমাকে প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত ইহাকে দূত পাঠাইয়াছেন" এই রূপ কল্পনা করিয়া নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিল। (৯)

সেই গোপী কহিতে লাগিল হে মধুপ! তুমি ধূর্ত্তের বন্ধু, আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না, তুমি নমস্কার দ্বারা প্রসন্নতা প্রার্থনা কেন করিতেছ? আমাদের সপত্নীর কুচদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে বনমালা বিমর্দ্দিতা হইয়াছে, তোমার শ্মশ্রুতে তাহার কুঙ্কুম দৃষ্ট হইতেছে। মধুপতি সেই সকল মানিনীদিগকেই প্রসন্ন করুন, আমাদিগকে প্রসন্ন করিয়া কি হইবেক? অহে! তুমি যদুনাথের দূত, তুমি এমন কেন? তোমার নিমিত্ত তিনি যে যদুদিগের সভায় উপহাসাস্পদ হইবেন! (১০) এ কি বলিবার কথা? তোমার সদৃশ দুর্ম্মেধা জন যেমন কুসুম পরিত্যাগ করে তদ্বৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে একবার স্বীয় মোহিনী অধরসুধা পান করাইয়া সদ্যঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অহে পদ্মা তাঁহার পাদপদ্ম কেন ত্যাগ করেন না, বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যা কথায় তাঁহার চিত্ত অপহৃত হইয়াছে কিন্তু আমরা পদ্মার ন্যায় অবিদগ্ধা নহি। (১১) অহে ষড়ঙ্ঘ্রি! গৃহবিহীন যদুদের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ পুরাতন, অনেক বার অনুভূত আছেন, তাঁহার গান আমাদের অগ্রে কেন গাইতেছ? এক্ষণে যাহারা তাঁহার সখী, তাহদের অগ্রে গিয়া তৎপ্রসঙ্গ গান করহ, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে তাহাদের কুচরোগ বিনষ্ট হইয়াছে, গীত শুনিয়া তোমাকে অভীষ্ট দান করিবেক। (১২) অহে! স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে যে সকল স্ত্রী আছে তন্মধ্যে কোন স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের দুষ্প্রাপ্য? কেহই নহে। কপট রুচির হাস্য সেই মধুপতির ভ্রূদ্বয়ে সদা বিজৃম্ভিত অতএব লক্ষ্মী তাঁহার চরণ রেণু উপাসনা করেন, তাঁহার নিকটে আমরা কে? অহে মধুকর!

যদিও এই রূপ বটে তথাপি তুমি তাঁহাকে এই কথাটী বলিও দীনের প্রতি অনুকম্পা-শীল পুরুষের প্রতিই উত্তমঃ শ্লোক শব্দ প্রয়োগ হয়। (১৩) অনন্তর সেই ভ্রমরকে পাদমূলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, এ বুঝি ক্ষমা করাইতেছে মনে করিয়া বলিল পদ-তলে অর্পিত মস্তক পরিত্যাগ কর। ইহা কি মুকুন্দের নিকট শিক্ষা করিয়া আসিয়াছ? দৌত্য কর্ম্ম ও প্রিয় বচন রচনা দ্বারা প্রার্থনা বিষয়ে তুমি বিলক্ষণ চতুর, তোমার সকল বিষয় জানিলাম। অহে! মুকুন্দের অপরাধ কি, একথা বলিও না, আমরা তাঁহার নিমিত্ত পতি পুত্রাদি ইহলোক ও ধর্ম্ম সাধ্য পরলোক, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তিনি এমত অব্যবস্থিত চিত্ত, যে অনায়াসে আমাদিগকে বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার বিষয় আবার কি অনুসন্ধান করিতে হয়। (১৪) অহে! তিনি এমন ক্রূর যে রামাবতারে দাশরথি হইয়া ব্যাধবৎ বালি রাজাকে বিদ্ধ করেন আর সীতাপরতন্ত্র হইয়া সূর্পনখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া দেন, সেই অবলা কাম পরবশা হইয়া নিকটে গিয়াছিল, এই মাত্র তাহার অপরাধ। অপিচ বামনাবতারে বলি রাজার প্রদত্ত পূজোপহার আহার করিয়া কাকবৎ তাহাকেই বন্ধন করিয়াছিলেন। অতএব সেই কৃষ্ণবর্ণটীর সখ্যে প্রয়োজন নাই এমত মনে করি কিন্তু তাঁহার কথা রূপ অর্থ দুস্ত্যজ, সুতরাং ত্যাগ করিতে পারি না। (১৫) অধিকন্তু আমরা জানি তাঁহার কথাও ত্রিবর্গ লতার উন্মূলনী, কারণ তদীয় চরিত্র রূপ যে লীলা, যাহা কর্ণ দ্বয়ের অমৃত স্বরূপ, তাহার কণামাত্র এক বার পান করিয়া তদ্দ্বারা যাহাদের রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম নিরস্ত হইয়াছে অতএব যাহারা বিনষ্ট তুল্য, তাদৃশ বহুং ব্যক্তি হঠাৎ দুঃখিত গৃহ কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া ভোগহীন বিহঙ্গবৎ কেবল প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, অতএব সর্ব্বতোভাবেই তাহা ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু আমরা তদ্বিষয়ে সমর্থ হইতেছি না। (১৬) অহে উপমন্ত্রিন্! একথা থাকুক যেহেতু যেমন অনভিজ্ঞ হরিণাঙ্গনাগণ ব্যাধের কৃত্রিম গীত না বুঝিয়া সত্যবৎ বিশ্বাস করিলে শর দ্বারা পরিক্ষত হওত যাতনা দর্শন করে তেমনি আমরা সেই কুটিল কৃষ্ণের কথা সত্যবৎ বিশ্বাস করিয়া বারম্বার মনঃ পীড়া দর্শন করিতেছি। এই পীড়া তাঁহার নখস্পর্শ জন্য তীব্র স্মরে জন্মিয়াছে অতএব এ কথা ত্যাগ করিয়া অন্য কথা বল। (১৭)

তদনন্তর পুনরায় কহিতে লাগিল অহে! তুমি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সখা, প্রিয় কর্ত্তৃক কি প্রেরিত হইয়া আগমন করিয়াছ? অহে দূত! তবে তুমি আমাদের পূজ্য, কি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ রাখ, প্রার্থনা করহ। অহে! তোমার শ্রীকৃষ্ণ মিথুনীভাব কখন ত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাঁহার পার্শ্বে আমাদিগকে কেন লইয়া যাবে। এক্ষণে তাঁহার বধূ কমলা সতত সঙ্গে বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন। (১৮) পরে সম্মানিতা প্রায় হইয়া হর্ষে বলিতে লাগিল অহে সৌম্য! আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল হইতে আসিয়া এক্ষণে কি মধুপুরীতে আছেন? তিনি কি পিতৃ গৃহ ও বন্ধু গোপদিগকে স্মরণ করেন? আমরা তাঁহার কিঙ্করী ছিলাম, আমাদের কথা কি কখন বলেন? তিনি কবে আসিয়া অগুরুবৎ সুরভি হস্ত আমাদের মস্তকে বিন্যস্ত করিবেন?

শুকদেব কহিলেন উদ্ধব এই সকল কথা শুনিয়া কৃষ্ণ দর্শন লালসা সেই সকল গোপীকে প্রিয় সমাচার দ্বারা সান্ত্বনা করত নিম্ন লিখিত বাক্য বলিলেন। (১৯)

উদ্ধব কহিলেন অহো! তোমরা লোকপূজিতা যোষা, অসংশয় কৃতার্থ হইয়াছ, যেহেতু তোমাদের চিত্ত ভগবান্ বাসুদেবে অর্পিত আছে। (২০) হে অবলাগণ! দান,

ব্রত, তপস্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় দমন এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই উপার্জ্জন করা গিয়া থাকে। (২১) তোমরা ভাগ্য-ক্রমে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকে মুনিদেরও দুর্লভা অতি শ্রেষ্ঠা ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছ, (২২) তোমাদের পরম ভাগ্য যে, পতি-পুত্র-দেহ-গেহ-স্বজন, সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণাভিধ পরম পুরুষকে বরণ করিয়াছ। (২৩) হে মহাভাগাগণ! অধো-ক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমরা একান্ত ভক্তি ধারণ করিয়াছ, যাহা হউক, তোমার-দের এই বিরহ আমার প্রতিও মহৎ অনুগ্রহ করিল যেহেতু ভগবৎ প্রেমসুখ দেখিতে পাইলাম। (২৪) এক্ষণে তোমাদের প্রিয়সন্দেশ শ্রবণ করহ, ইহা অতিশয় সুখাবহ, আমি এই সন্দেশ লইয়াই এখানে আসিয়াছি, হে ভদ্রাগণ! তোমাদের ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের রহস্য সকল কার্য্যই আমি করিয়া থাকি। (২৫)

হে অবলাগণ! ভগবান্ বলিলেন আমার সহিত তোমাদের বিয়োগ কখনই নাই, যেহেতু আমি সর্ব্বাত্মা, অর্থাৎ সকলের উপাদান কারণ। অতএব যেমন চরাচর ভূত সকল মধ্যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই পঞ্চ মহাভূত আশ্রয়ত্ব রূপে অনুগত, তেমনি আমি মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি কার্য্য ও গুণ অর্থাৎ কারণ, এ সকলে আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত অনুগত আছি। (২৬) কিন্তু আপনাতেই ভূত ইন্দ্রিয় গুণ স্বরূপ আপনাদ্বারা আপনাকে সৃজন সংহার ও পালন করি। আমার আপনার মায়ার অনুভাব এই প্রকার, অতএব নির্ব্বিকারের ভূত ইন্দ্রিয় গুণ স্বরূপত্ব কোথায় এমত আশঙ্কা করিও না। (২৭) পরন্তু আত্মা শুদ্ধ যেহেতু গুণ সকলে অন্বিত হয়েন না, তাহার কারণ তিনি গুণ হইতে পৃথক্, যেহেতু স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ। মায়াকার্য্য মনোবৃত্তি যে সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগরণ, তদ্দ্বারাই তিনি বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ রূপে প্রতীয়মান হয়েন, স্বতঃ তদ্রূপে তাঁহার প্রতীতি হয় না। (২৮) যদ্রূপ নিদ্রোত্থিত পুরুষ মিথ্যাভূত স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করে তদ্রূপ লোকে যাহার দ্বারা মিথ্যাভূত শব্দাদি বিষয় ধ্যান করিয়াথাকে এবং ধ্যান করত যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হয় অন-লস হইয়া সেই মনের নিরোধ করা কর্ত্তব্য। (২৯) এই মনোনিরোধই বেদ, অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাঙ্খ্য (আত্মানাত্মবিবেক), সন্ন্যাস, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় দমন এবং সত্য, এ সকলের ফল অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত ঐ তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হয়, যেমন নদী সকল সাগরে পর্য্য-বসন্ন হইয়াথাকে। (৩০) হে সুন্দরীগণ! আমি তোমাদের প্রিয় হইয়াও যে তোমাদের দৃষ্টির দূরে রহিয়াছি ইহা কেবল তোমরা আমার ধ্যান করিবে এবং তদ্দ্বারা মনের সন্নিকর্ষ হইবে এতাবন্মাত্র প্রয়োজনার্থ (৩১) কারণ পৃষ্ঠস্থ দূরবর্ত্তি বিষয়ে যেমন মন যায়, নিকটবর্ত্তি নয়নগোচর বস্তুতে স্ত্রীলোকদের চিত্ত তেমন নিবিষ্ট হয় না, অতএব তোমরা আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) অশেষ বৃত্তিশূন্য মনঃ নিবিষ্ট করিয়া নির-ন্তর আমার স্মরণ করহ, অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবা। (৩২) হে কল্যাণিনীগণ! যখন আমি রাত্রিকালে বনমধ্যে রাসক্রীড়া করি সে সময় যেসকল অবলা স্ব২ ভর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে আমার সহিত রাস বিহারে বঞ্চিত হইয়াছিল তাহারা আমার বীর্য্য চিন্তা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। (৩৩)

শুকদেব কহিলেন রাজন্! ব্রজাঙ্গনাগণ প্রিয়তমের এই প্রকার আদেশ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইল এবং তদীয় সন্দেশ দ্বারা স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধবের প্রতি নিম্ন লিখিত বচন প্রয়োগ করিল। (৩৪)

গোপীরা কহিল যদুদিগের দুঃখদ বৈরী কংস অনুগগণ সহ নিহত হইয়াছে?

ভাগ্যক্রমে লব্ধসর্বার্থ আত্মীয়গণ সহ শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে কুশলে আছেন? (৩৫) অন্যান্য গোপী জিজ্ঞাসিল হে সৌম্য! গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি যে প্রীতি করিতেন তাহা কি এক্ষণে মধুপুরাঙ্গনাদিগের প্রতি করিতেছেন? তিনি কি সেই সকল অবলার স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্য সহ উদার নিরীক্ষণ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াথাকেন? (৩৬) অপর গোপী কহিল শ্রীকৃষ্ণ রতিবিশেষজ্ঞ এবং পুরযোষাদিগের প্রিয়, তাহাদের বাক্য এবং বিভ্রম দ্বারা অবশ্য অর্চ্চিত হইয়াছেন, কেন না প্রেমাবদ্ধ হইবেন? (৩৭) আর২ গোপী বলিল হে সাধুবর! গোবিন্দ মথুরাঙ্গনাদিগের সভা মধ্যে স্বৈর কথা প্রস্তাবে কখন কি অবিদগ্ধা অস্মদাদির স্মরণ করেন? (৩৮)

বিদগ্ধা যোষারা কহিল অহে উদ্ধব! কুমুদ, কুন্দ ও চন্দ্রে রমণীয় বৃন্দাবন মধ্যে যে রাসসভা হয়, যাহাতে চরণ নূপুর সকল শব্দায়মান হইয়াছিল, সেই সভায় প্রেয়সী অস্মদাদি সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে নিশায় ক্রীড় করিয়াছিলেন সে সকল কি কখন স্মরণ করেন? সে সময় আমরা তাঁহার মনোজ্ঞ কথা সকলের স্তব করিয়াছিলাম। (৩৯) অহে মহাশয়! শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আমরা নিরন্তর শোকসন্তপ্ত হইতেছি। ইন্দ্র যেমন অমৃত বর্ষণ দ্বারা নিদাঘ তপ্ত বনকে উজ্জীবিত করেন তদ্বৎ তিনি কর স্পর্শাদি দ্বারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করত কি এখানে আসিবেন? (৪০)

অপর গোপী কহিল সখি! শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে অনন্যগতিক ছিলেন, তাহাতেই এখানে বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে বৈরি বিনাশ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং নরেন্দ্রকন্যা পরিণয় করিয়া প্রীত ও সমস্ত সুহৃজ্জনে পরিবৃত আছেন, তেমন ঐশ্বর্য্য পাইয়া এখন কেন এখানে আসিবেন? (৪১)

পরন্তু একটী গোপী এই পরমার্থ বচন বলিল পরম ধীর, স্বতঃ প্রাপ্তকাম, পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীপতির বনচরী অস্মদাদিতে অথবা অন্য রাজ কন্যাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? কিছুই হইতে পারে না। (৪২) যেহেতু যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতি ঘটিবার নহে তাহাই আমাদিগকে আকুল করিতেছে, অতএব আমাদের পক্ষে নৈরাশ্যই শ্রেয়ঃ। অপর কামচারিণী পিঙ্গলাও কহিয়াছে নৈরাশ্য পরম সুখ, আমরা যদিও তাহা জানি, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের দুরত্যয়া আশা। (৪৩) অথবা উত্তমঃ শ্লোক ভগবানের রহস্য বার্ত্তা পরিত্যাগ করিতে কোন্ ব্যক্তির উৎসাহ হইবেক? ইচ্ছা না করিলেও শ্রী তাঁহার অঙ্গ হইতে কখন পরিচ্যুত হয়েন না। (৪৪) হে সখি! শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইলে আর আমাদের ক্লেশ হয় না কিন্তু বিস্মরণ করিতে পারি কই? প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই সকল নদী, পর্ব্বত, বনোদ্দেশ, বেণুরব, বলভদ্র সহ সেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিল, এ সকল শ্রীনিকেতন তদীয় পদাঙ্কন দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। (৪৫) অহে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতি, উদার হাস্য, লীলাবলোকন এবং মধুর বচনে আমাদের বুদ্ধি হৃত হইয়াছে, ইহাতে আমরা কি প্রকারেই বা বিস্মৃত হইতে পারিব? হে কৃষ্ণ! হে রমানাথ! হে ব্রজপতে! হে আর্ত্তিহারিন্! এই গোকুল দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, ইহাকে উদ্ধার কর। (৪৬)

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ দ্বারা সেই সকল গোপীর বিরহ সন্তাপ বিগত হইল তাহারা তদ্রূপ হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে অধোক্ষজ ও তাঁহাকে আত্মা জানিয়া পরে উদ্ধবের পূজা করিল। (৪৭) হে মহারাজ! গোপীদিগের মনঃ সন্তাপ অপনোদন করত উদ্ধব কতিপয় মাস সেই স্থানে বাস করিলেন। তিনি

কৃষ্ণলীলা কথা গান করিয়া গোকুল নিবাসি জনগণকে অনুক্ষণ আনন্দিত করিলেন। ফলতঃ উদ্ধব যত দিবস নন্দব্রজে বাস করেন কৃষ্ণকথা দ্বারা ব্রজবাসিদিগের পক্ষে সে সকল দিন ক্ষণপ্রায় বোধ হইয়াছিল। (৪৮) আর সেই হরিদাস গিরি, নদী, বন, পর্ব্বত, গহ্বর, তথা পুষ্পিত তরুনিকর নিরীক্ষণ করিয়া স্থানে২ ব্রজবাসিদিগকে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া দিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (৪৯) অপর তিনি আদি গোপী-দের কৃষ্ণাবেশ দ্বারা মনের বৈক্লব্য অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করি-বেন বলিয়া এইরূপ কহিয়াছিলেন (৫০) অবনী মধ্যে কেবল এই সকল গোপা-ঙ্গনারই জন্ম সফল, যেহেতু ইহাঁরা অখিলাত্মা ভগবানে এবম্প্রকারে পরম প্রেমবতী হইয়া আছেন। এই প্রেম সামান্য নহে, সংসার ভীরু মুনিগণ মুক্ত হইয়াও ইহা বাঞ্ছা করেন, আমরাও (ভক্তেরাও) ইহা অভিলাষ করিয়া থাকি, অতএব যে ব্যক্তির অনন্ত ভগবানের কথাতেই রস, তাঁহার চতুর্ম্মুখ জন্ম দ্বারাও প্রয়োজন কি? (৫১) এই সকল নারী বনচরী এবং ব্যভিচার দূষিতা, ইহারা কোথায়? আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে পরম প্রেম কোথায়? অর্থাৎ যদিও ইহাদের ভগবানে প্রেমভাব অসম্ভব সত্য তথাচ যে বিদ্বান্ জন সাক্ষাৎ ভজনা করে পরিসেবিত মহৎ ঔষধরাজবৎ (অমৃতবৎ) ভগবান্ আশু তাহার শ্রেয়ঃ বিস্তার করিয়া থাকেন। (৫২) অহো! রাসোৎসবে ভুজ-দণ্ড দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়াতে যাহারা কল্যাণ লাভ করিয়াছিল সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষঃস্থল স্থিতা একান্ত রতা কমলার প্রতিও তদ্রূপ অনুগ্রহ হয় না, যে সকল স্বর্গণিকার পদ্মবৎ সৌরভ এবং মনোহর কান্তি, তাহাদের প্রতিও নাই, ইহাতে অন্যাঙ্গনাদের কথা কি? তাহারা তো দূরে নিরস্ত আছে। (৫৩) অতএব আমার প্রার্থনা এই, আমি এই গোপাদের চরণ-রেণু সেবি বৃন্দাবনস্থ গুল্ম লতা প্রভৃতি ওষধির মধ্যে কিছু হইতে পাই। অহো! এই গোপীদের ক্ষমতার কথা কি বলিব? ইহারা দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া শ্রুতি বিমৃগ্য মুকুন্দ পদবীর অনুগমন করিয়াছিলেন। (৫৪) অপর কমলা যাঁহার অর্চ্চনা করেন এবং আপ্তকাম যোগেশ্বরগণ আত্মাতে যাঁহার সপর্য্যা করিয়া থাকেন এই সকল গোপী রাস সভায় স্ব২ স্তনোপরি বিন্যস্ত সেই ভগবৎ পদারবিন্দ আলিঙ্গন করিয়া স্ব২ সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (৫৫) অতএব নন্দব্রজস্থ অঙ্গনাদিগের পাদরেণুর বারম্বার বন্দনা করি, তাঁহাদের হরিকথা গান ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছে। (৫৬)

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর গোপাদিগের নিকট অনুজ্ঞা যাচ্ঞা এবং যশোদা নন্দ তথা গোপদিগকে সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান বাসনায় উদ্ধব রথোপরি আরোহণ করিলেন। (৫৭) তিনি নির্গত হন্ ইত্যবসরে নন্দাদি গোপগণ বিবিধ উপায়ন হস্তে লইয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক অনুরাগ বশতঃ সাস্রুলোচনে বলিলেন আমাদিগের মনের সকল বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ পদাম্বুজাশ্রয়া হউক, আর আমাদের বাক্য তদীয় নাম কীর্ত্তনে এবং আমাদের দেহ তাঁহার প্রতি প্রণত্যাদি রচনে তৎপর হউক। (৫৮) আমরা স্ব২ কর্ম্ম বশতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি আমাদের মঙ্গলাচরণ ও দান দ্বারা পরমেশ্বর কৃষ্ণে রতি হউক।

হে রাজন্! কৃষ্ণভক্তি বশতঃ গোপগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে পূজিত হইয়া উদ্ধব পুনরায় কৃষ্ণ লালিতা মথুরায় আগমন করিলেন (৫৯) পরে শ্রীকৃষ্ণকে

প্রণাম করিয়া ব্রজবাসিদিগের ঐকান্তিকী ভক্তির কথা নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত উপায়ন সকল বাসুদেব বলভদ্র এবং রাজ সন্নিধানে সমর্পণ করিলেন। (৬০)

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায়। ০

অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায়।

কুব্জার সহিত বিহার এবং অক্রূরের মনোরথ পূরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাণ্ডবদের সান্ত্বনা করণ।

শুকদেব কহিলেন রাজন্' তদনন্তর সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শন ভগবান্ অবগত হইয়া কাম সন্তপ্তা সৈরিন্ধ্রীর (কুব্জার) প্রিয় বাসনায় তদীয় ভবনে গমন করিলেন। (১) সেই গৃহ মহামূল্য গৃহোপকরণ সকলে সুসজ্জিত এবং রতিবন্ধাদির ভূরি২ চিত্রপটে চিত্রিত আর মুক্তামালা পাতাকা চন্দ্রাতপ শয্যা আসন তথা সুরভি ধূপ দীপ এবং মাল্যগন্ধে মণ্ডিত ছিল। (২) সে যাহা হউক। শ্রীকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া সেই যোষা তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইল এবং সসম্ভ্রমে সখীদের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিয়া আসনাদ দান দ্বারা তাঁহার যদ্রূপ পূজা করিল উদ্ধবেরও তদ্রূপ উত্তমরূপে অর্চ্চনা করিল। অনন্তর উদ্ধব আসন সংস্পর্শন পুরঃসর ভূতলে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও শীঘ্র মহার্হ শয্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। লোকাচারের অনুবর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ছিল সুতরাং ঐরূপ করিলেন। (৩) সে যাহাহউক। শ্রীকৃষ্ণ শয়নারূঢ় হইলে সেই যোষা (যে স্নান, অনুলেপন, বসন, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল, প্রভৃতি দ্বারা আপনার দেহকে তদ্যোগ্য করিয়াছিল।) তাঁহার সমীপে গমন করিল। সে সময় ঐ রমণীর কটাক্ষ সলজ্জ লীলাস্মিত সমন্বিত বিভ্রম বিলাসে বিভূষিত হইয়াছিল। (৪) হে রাজন্! নব সঙ্গম লজ্জায় বিশঙ্কিতা সেই সুন্দরীকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার কঙ্কণালঙ্কৃত দুই কর ধারণ করিলেন এবং শয়নে বসাইয়া রমণের উপক্রম করিলেন। হে মহারাজ! কুব্জার অনুলেপনার্পণ ব্যতীত অ ্য পুণ্যলেশ ছিল না কিন্তু ঐ পুণ্যের মাহাত্ম্য দেখুন। (৫) যাহা হউক। সেই ভাগ্যবতী অনন্তের চরণদ্বয় আঘ্রাণ করিয়া আপনার কাম সন্তপ্ত স্তনদ্বয় বক্ষঃস্থল, তথা নয়নদ্বয়ের পীড়া নিবারণ করত দুই স্তনের মধ্যগত আনন্দমূর্ত্তি কান্তকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘকালীন সন্তাপ পরিহার করিল। (৬)

হে রাজন্! সেই কুব্জা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ্য পরমেশ্বরকে অঙ্গরাগার্পণ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃত দৃষ্টিতে কামই যাচ্ঞা করিল। (গোপাঙ্গনাদের ন্যায় তাঁহার নিষ্ঠা হইল না) অতএব সে এক প্রকার দুর্ভগা। সে সপ্রেম বচনে শ্রীকৃষ্ণকে কহিল হে প্রেষ্ঠ! এখানে কিয়ৎ দিবস আমার সহিত বাস কর এবং আমার সঙ্গে ক্রীড়া করহ। হে অম্বুজেক্ষণ! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। (৭) অতএব মানদ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কামরূপ বর দিয়া এবং অলঙ্কারাদি দান দ্বারা তাহার সম্মান করিয়া উদ্ধব সহিত স্বীয় সমৃদ্ধ ধামে প্রত্যাগমন করিলেন। (৮) হে রাজন্! ঈশ্বরদিগের ঈশ্বর দুরারাধ্য ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিষয় সুখ প্রার্থনা করে ঐ সুখ তুচ্ছ এইহেতু সে ব্যক্তি নিতান্ত কুবুদ্ধি। (৯)

সে যাহা হউক। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর প্রেরণ বাসনায় এবং অক্রূরের প্রিয় কামনায় বলভদ্র ও উদ্ধব সহ প্রথমতঃ অক্রূর ভবনে গমন করিলেন। (১০) অক্রূর সেই সকল শ্রেষ্ঠ আত্ম বান্ধবদিগকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া পরম হর্ষে প্রত্যুত্থান করিলেন এবং আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশিয়া রাম ও কৃষ্ণ চরণে প্রণত হইলেন। পরে আপনিও তাঁহাদের বর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসনে অধ্যাসীন সেই সকল মহানুভবের যথাবিধি পূজা করিলেন। (১১) হে রাজন! অক্রূর তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালনার্থ জল স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া দিব্য বসন, দিব্য ভূষণ, দিব্য গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি উপহার দিয়া অর্চ্চনানন্তর মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন, পরে রাম ও কৃষ্ণের চরণদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন (১২) ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা কংস অনুচরগণ সহ নিহত হইয়াছে আপনাদের এই কুল ভাগ্যক্রমে আপনাদের দুইজন বর্ত্তৃক মহৎ কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধৃত ও সমেধিত হইল। (১৩) আপনারা দুই জন জগন্ময়, যেহেতু দুই জনেই জগতের হেতু ও প্রকৃতি পুরুষ স্বরূপ। অতএব আপনাদের দুই জন ব্যতীত কারণ অথবা কার্য্য কিছুই নাই। (১৪) হে পরমেশ্বর! রজঃপ্রভৃতি স্বশক্তি দ্বারা আপনা হইতে সৃষ্ট এই বিশ্বে কারণত্ব প্রযুক্ত অনুপ্রবিষ্ট না হইয়াও আপনি অনুপ্রবিষ্টবৎ অবস্থিত আছেন। অপর শ্রুত প্রত্যক্ষগোচর যে রূপে হয় তদ্রূপে আপনিই বহু প্রকার হইয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। (১৫) যেমন রূপান্তরাভিব্যক্তির স্থান চরাচর ভূত সকলে পৃথিব্যাদি কারণ সকল নানা রূপে প্রকাশ পায় তেমনি আপনি নিরবচ্ছিন্ন আত্মা ও আত্মতন্ত্র হইয়াও আপনার কারণ ভূত ভৌতিক সকলে বহু প্রকারে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। (১৬) হে ব্রহ্মন্! আপনি আপনার শক্তি স্বরূপ যে রজঃ তমঃ ও সত্ত্বগুণ, তদ্দ্বারাই বিশ্বের সৃষ্টি সংহার ও পালন করেন কিন্তু স্বয়ং সেই সকল গুণ অথবা কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়েন না। অপর আপনি জ্ঞানাত্মা, ইহাতে আপনকার বন্ধহেতু অবিদ্যাই বা কোথায়? অর্থাৎ তাহা আপনকার কখনই নাই। (১৭) ভগবন্! দেহাদি উপাধি নিরূপিত নহে একারণ আত্মার জন্ম তথা তন্মূলক ভেদ স্বরূপতঃ হইতে পারে না। অপর আপনার অবিদ্যা নাই, এই কারণে তন্নিবন্ধন বন্ধ ও মোক্ষও হইতে পারে না, আমাদের অবিবেক বশতঃ ভ্রান্তিপ্রায়ানুরূপে আপনকার বন্ধ মোক্ষ কল্পিত হয়। (১৮) (পরন্তু যদিও আপনকার বন্ধ ও মোক্ষ কল্পিত মাত্র, তথাচ আপনকার অবতার ও সে সকলের চরিত্র বলিতে পারি না, সে সকল আপনার লীলা মাত্র। ফলতঃ) আপনি জগতের হিতার্থ যে পুরাণ বেদ পথ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যখন২ পাষণ্ড পথবর্ত্তী অসজ্জন কর্ত্তৃক বাধিত হয় তখনই আপনি সত্ত্বগুণ ধারণ করিয়া থাকেন। (১৯) প্রভো! সেই আপনি অসুরাংশোৎপন্ন নরপতিদিগের শত২ অক্ষৌহিণী সেনা বধ দ্বারা ভূমির ভার অপনয়ন নিমিত্ত এই বংশের যশঃ বিস্তার করত নিজ অংশ বলভদ্র সহ বসুদেব ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (২০) অতএব আপনকার আগমনে আমরা কৃতার্থ হইলাম। হে ঈশ! আমাদের এই সকল গৃহের অদ্য ভূরি ভাগ প্রকাশ হইল, অর্থাৎ এ সকল তপোবন অপেক্ষাও পুণ্যতম হইয়া উঠিল যেহেতু যিনি পঞ্চ যজ্ঞ ও দেবতা মূর্ত্তি এবং যাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালন জল সুরতরঙ্গিণী হইয়া ত্রিজগৎ পবিত্রিত করিতেছেন, সেই জগদ্গুরু আপনি এই সকল গৃহে প্রবেশ করিলেন। (২১) প্রভো! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃৎ এবং কৃতজ্ঞ, কোন্

বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনা ভিন্ন অন্যকে শরণ প্রাপ্ত হইবেক? কেহই হইবেক না। আপনি ভজনাকারি সুহৃদ্ জনের প্রতি সর্ব্ব কাম এবং আপনাকেও প্রদান করিয়া থাকেন, অপর আপনকার উপচয় ও অপচয় নাই। (২২) হে জনার্দ্দন! আমাদের পরম ভাগ্য, যেহেতু আমরা অবিবেকী হইয়াও গৃহে বসিয়া আপনকার দর্শন পাইলাম, আপনকার গতি যোগেশ্বর সুরেশ্বরদিগেরও দুষ্প্রাপ্য। এক্ষণে আশু আমাদের পুত্র কলত্র ধন-জন-দেহ-গেহাদি মোহবর্দ্ধিনী ভবদীয়া মায়া ছেদন করিয়া দেউন।

ভক্ত কর্ত্তৃক এই প্রকারে অর্চ্চিত এবং স্তুত হইয়া ভগবান্ হরি স্বীয় বচন দ্বারা যেন মোহিত করত হাস্য পূর্ব্বক অক্রূরের প্রতি নিম্ন লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

ভগবান্ কহিলেন তুমি আমাদের গুরু, পিতৃব্য, এবং শ্লাঘ্য বন্ধু। আমরা তোমাদের পুত্র, অতএব নিত্য রক্ষণীয়, পোষ্য ও অনুকম্পনীয়। (২৩) হে মহাশয়! যে সকল মানব স্বং কল্যাণ কামনা করেন তাঁহাদের পক্ষে আপনকারদের সদৃশ পূজ্যতম মহাভাগ পুরুষদিগের নিত্য পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। মানবগণ দেবতাদের সেবা করিয়া থাকে প্রসিদ্ধ আছে সত্য কিন্তু দেবগণ কেবল স্বকার্য্য সাধন তৎপর, সাধুগণ তদ্রূপ নহেন, তাঁহারা পরানুগ্রহ পরায়ণ। ফলতঃ পরমার্থ বিবেচনা করিলে সাধুগণই দেবতা, সুতরাং তাঁহাদের সেবা করা উচিত। (২৪) ইহাতে এমত মনে করিও না যে জলময় স্থান সকল তীর্থ নহে এবং মৃন্ময় ও শিলাময় মূর্ত্তিসকল দেবতা নহেন, অসংশয় ঐ সকলও তীর্থ ও দেবতা, পরন্তু যদিও জলময়ও তীর্থ এবং মৃন্ময় ও শিলাময় মূর্ত্তি সকলও দেবতা, তথাপি সাধুদের ও ঐ সকলের মধ্যে মহৎ প্রভেদ, কারণ ঐ সকল সমধিক কাল সেবা দ্বারা পবিত্রিত করেন, সাধুগণ দর্শন মাত্রে পূত করিয়া থাকেন। (২৫)

হে তাত! তুমি আমাদিগের সুহৃদ্গণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব পাণ্ডবদিগের কল্যাণ চিকীর্ষায় তাঁহারা কেমন আছেন জানিবার নিমিত্ত হস্তিনাপুরে গমন কর। (২৬) পিতার মৃত্যু হইলে পর অপোগণ্ড পাণ্ডবগণ মাতৃসহ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি ধৃতরাষ্ট্র রাজা কর্ত্তৃক স্বপুরে আনীত হইয়া এক্ষণে তথায় বসতি করিতেছেন। (২৭) আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে দীন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা সেই সকল পাণ্ডবদের প্রতি সমানরূপ ব্যবহার করেন না কারণ তাঁহার সন্তান দুর্য্যোধন প্রভৃতি অতিশয় দুষ্ট, তিনি তাহাদেরই বশবর্ত্তী, অধিকন্তু আপনি অন্ধ। অতএব তুমি যাও, তাঁহার ব্যবহার ভাল কি মন্দ, জানিয়া আইস। অগ্রে সকল বিষয় অবগত হই, পরে সেই প্রকার বিধান করিব যাহাতে সুহৃদ্গণের কল্যাণ হয়।

হে রাজন্! ভগবান্ ঈশ্বর হরি এই প্রকার অক্রূরের প্রতি আদেশ করিয়া পরে বলভদ্র ও উদ্ধব সহ স্বভবনে গমন করিলেন। (২৮)

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অক্রূরের হস্তিনাপুর গিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বৈষম্য ব্যবহার দর্শনানন্তর প্রত্যাগমন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! পৌরবেন্দ্রদিগের নির্ম্মিত দেবায়তনাদি দ্বারা

অঙ্কিত হস্তিনাপুরে উপনীত হইয়া অক্রূর দেখিলেন তথায় ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, কুন্তী, (১) সোমদত্ত সহ বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ এবং অপরাপর সুহৃদ্গণ উপস্থিত রহিয়াছেন। (২) অক্রূর যথা নিয়মে সমীপস্থ হইলে সেই সকল ব্যক্তি সুহৃদ্গণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল এবং তিনিও তাহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। (৩) অনন্তর রাজার ব্যবহার বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত তথায় কতিপয় মাস বাস করিলেন। নরপতির পুত্রগণ অসৎ এবং তিনি স্বয়ং মন্দমতি ছিলেন, অধিকন্তু খল কর্ণাদির ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করিতেন। (৪) অতএব রাজতনয়েরা পাণ্ডুতনয়দিগের প্রভাব ও শস্ত্রাদি-নৈপুণ্য, তথা বল, বীর্য্য এবং প্রশ্রয়াদি সদ্গুণ অপর তাহারের প্রতি প্রজা জনের অনুরাগ সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া যাহা২ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। (৫) অপর বিষদানা দ যেং অন্যায্য ব্যবহার করিয়াছিল কুন্তী এবং বিদুর সে সকলই অক্রূরের নিকট বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া বলিলেন। (৬) হে মহারাজ! অক্রূর কুন্তীর ভ্রাতা, অতএব তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কুন্তী নিকটে গিয়া জন্মস্থান স্মরণ করত সাশ্রুলোচনে আদৌ এইরূপ বলিলেন (৭) হে সৌম্য! আমার পিতা মাতা, ভ্রাতৃগণ, ভগিনী সকল, ভ্রাতৃপুত্রেরা, কুলস্ত্রীগণ এবং সখীসকল কি কখন আমাদিগকে মনে করেন? (৮) আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান্ কৃষ্ণ শরণাগত পালক এবং ভক্তবৎসল, তিনি কি আমার পুত্রদিগকে স্মরণ করেন এবং কমললোচন বলরামও কি কখন পিতৃস্বস্রেয়দিগকে মনে করিয়া থাকেন? (৯) হে ভ্রাতঃ! বৃকমধ্যে হরিণীর ন্যায় আমি শত্রুগণ মধ্যে নিরন্তর শোক করিয়া কালযাপন করিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ কি আসিয়া আমাকে এবং পিতৃহীন বালকদিগকে বাক্য দ্বারা শান্তনা করিবেন? (১০)

তদনন্তর কৃষ্ণগুণ স্মরণ হওয়াতে হর্ষে বারম্বার সম্বোধন করত বলিতে লাগিলেন হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! হে বিশ্বপালক প্রভো! আমি শিশুগণ সহিত মহা ক্লেশ পাইতেছি, তোমার শরণাগত হইলাম, হে গোবিন্দ! আমাকে রক্ষা কর। (১১) প্রভো! যে সকল মনুষ্য মৃত্যু সংসার হইতে ভয় পায় তাহাদের পক্ষে, ঈশ্বর যে আপনি, আপনকার পাদ পদ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু রক্ষক দেখি না। (১২) হে কৃষ্ণ! আপনি ধর্ম্মাত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, জীবের সখা, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য যুক্ত এবং জ্ঞানাত্মা, আমি আপনকার শরণাপন্ন হইলাম। (১৩) হে রাজন্! তোমাদের প্রপিতামহী (কুন্তী) এই প্রকারে স্বজন এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া দুঃখিত হওত অত্যর্থ রোদন করিলেন। (১৪) মহাযশস্বী অক্রূর এবং বিদুর কুন্তীর দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতেন, তাঁহারা রোদন শ্রবণে কাতর হইয়া তদীয় তনয়দিগের জনক ধর্ম্ম পবন ইন্দ্রাদির কথা দ্বারা শান্তনা করিলেন। (১৫)

তদনন্তর রাম কৃষ্ণাদি বন্ধুগণ সৌহৃদ্য বশতঃ যে সকল কথা বলিয়া দিয়া ছিলেন অক্রূর যাইবার মানসে বিষম পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সুহৃদ্গণের মধ্যে সে সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। (১৬)

অক্রূর কহিলেন অহে বিচিত্রবীর্য্যতনয় ধৃতরাষ্ট্র! অহে কুরুবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন! অহে রাজন্! তোমার ভ্রাতা পাণ্ডু উপরত হওয়াতে (তৎপুত্র সত্বেও) তুমি এক্ষণে রাজাসনে অবস্থিতি করিতেছ। (১৭) থাক, তথাপি যদি ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পালন এবং সুশীলতার সহিত প্রজা রঞ্জন কর আর জ্ঞাতিদিগের প্রতি সমভাবে বর্ত্তমান

হও তাহা হইলে কল্যাণ এবং কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। (১৮) কিন্তু যদি অন্যথা আচরণ কর তাহা হইলে লোক সমাজে গর্হিত হইয়া ইহকালেই নরক অর্থাৎ মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইবে অতএব আপনার আত্মজগণের প্রতি এবং পাণ্ডুতনয়দিগের প্রতি সমান রূপে বর্ত্তমান থাকহ। (১৯) হে রাজন্! এ সংসারে কোন ব্যক্তির কাহারো সহিত নিত্য অবস্থান হইবেক না, আপনার দেহ সহই চিরাবস্থিতি হয় না পুত্র কলত্রাদির সহিত নিত্য স্থিতির সম্ভাবনা কি? অতএব আত্ম পুত্রে ও অন্য পুত্রে সমজ্ঞান কি রূপে হইবেক এমত মনে করিও না। (২০) অধিকন্তু জীব একাকী উৎপন্ন হয়, একাকীই বিলয় পায়, একাকীই সুকৃত ভোগ করে, একাকীই দুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে। জন্ম মরণ এবং সুখ দুঃখে কাহারো সহিত সাহিত্য নাই। (২১) আর অন্য ব্যক্তিরা "আমরা পোষ্যবর্গ" এই ছল করিয়া, জলবাসি মীনের জীবন স্বরূপ জলের ন্যায় মূঢ় পুরুষের প্রাণ তুল্য অধর্ম্মোপার্চিত বিত্ত হরণ করে। (২২) অপিচ যে মূঢ় "এসকল আমার আপনার" এই অভিমানে যে সমস্ত প্রাণ ধন ও পুত্র কলত্রাদি পরিজনের পোষণ করে তাহারা বিনষ্ট হইয়া অথবা জীবদ্দশাতেই ভোগ প্রাপ্তি না হইতেই সে বণকারি সেই মূঢ়কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। (২৩) সেই ব্যক্তি অর্থে অনভিজ্ঞ ঐ সকল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনি পাপমাত্রকে পাথেয় রূপে গ্রহণ করত নরকে প্রবিষ্ট হয়। স্বধর্ম্ম বিমুখ হওয়াতে তাহার মনোরথও পূর্ণ হয় না। (২৪) অতএব হে রাজন্! এই লোককে স্বপ্ন, মায়া অথবা মনোরথ তুল্য অবলোকন করিয়া আপনার দ্বারা আপনাকে নিয়ম পূর্ব্বক শান্ত হওত সর্ব্বত্র সমান হও। (২৫)

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন অক্রূর! আপনি যে প্রকার কল্যাণী বাণী বলিতেছেন তদ্দ্বারা আমার তদ্রূপ অলংবুদ্ধি হইতেছে না যদ্রূপ অমৃত পাইয়া মনুষ্যের অলংবোধ হয় না। (২৬) কিন্তু হে সৌম্য! আমার অস্থির হৃদয় পুত্রানুরাগ বশতঃ বিষম হইয়াছে, তাহাতে আপনকার এই সুনৃতা বাণী স্থান পাইতেছে না, যেমন স্ফটিক শিলাতে স্ফুরিতা সৌদামিনী সহসা বিলয় প্রাপ্ত হয় তদ্বৎ বিলীন হইয়া যাইতেছে। (২৭) যদি বলেন এরূপ জানিয়াও কেন মোহ হয়? উত্তর, যিনি ভূভার অবতারণ নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি ঈশ্বর, তাঁহার মায়া কোন্ পুরুষ অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে? (২৮) অহো! যাঁহার নিজ মায়াবর্ত্ম অতর্ক্য, তদ্দ্বারা যিনি এই বিশ্ব সৃজন করিয়া ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হওত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিতেছেন, যাঁহা হইতে এ সংসার চক্রের গতি হইতেছে, সেই পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। (২৯)

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ! সেই যাদব ঐ সকল বচনে অন্ধ রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুহৃদ্গণের অনুজ্ঞায় পুনরায় যদুপুরের গমন করেন এবং পাণ্ডব দিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছিল, যাহা জানিতে স্বয়ং প্রেষিত হইয়াছিলেন, রাম ও কৃষ্ণ সন্নিকটে উপনীত হইয়া সমুদায় বলেন। (৩০)

ইতি দশমস্কন্ধে ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জরাসন্ধভয়ে সমুদ্রমধ্যে দুর্গনির্ম্মাণ এবং শঙ্কট দানব বধানন্তর জরাসন্ধ জয়।

শুকদেব কহিলেন হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কংসাসুরের দুই মহিষী অস্তি ও প্রাপ্তি। ভর্ত্তা নিহত হইলে তাহারা দুঃখার্ত্তা হইয়া পিতৃভবনে গমন করিল। তাহাদের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধ। তাহারা দুঃখিতা হইয়া তন্নিকটে আপনাদের বৈধব্যের কারণ সমুদায় নিবেদন করিল। (১) জরাসন্ধ রাজা ঐ অপ্রিয় সমাচার অবগত হইয়া শোক ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইল এবং রোষবশতঃ মহীতল যাদবশূন্য করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। (২) পরে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীতে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা পূর্ব্বক যদুদিগের রাজধানী মথুরা নগরী সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ করিল। (৩) শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন তাহার সেনাগণ লঙ্ঘিতমর্য্যাদ সাগরতুল্য, এবং আপনার পুরী তাহাদের কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল, আর আত্মীয় জন গণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। (৪) অতএব দেশকালানুরূপ আপনার অবতার প্রয়োজন চিন্তা করিলেন অর্থাৎ এইরূপ ভাবিলেন আমি সকল সেনাই কি বিনষ্ট করিব কি জরাসন্ধকে নিহত করিয়া সৈন্যগণকে গ্রহণ করিব অথবা জরাসন্ধ সহ সমস্ত সেনা নিহত করিয়া ফেলিব। হে রাজন্! ভগবান্ ভূভারাবতারণ কারণ মানুষ হইয়াছিলেন বস্তুতঃ মনুষ্য নহেন, এই কারণে জয় করিব কিনা এতাদৃশী চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। (৫) সে যাহা হউক, ভগবান্ ঐরূপ ত্রিবিধ চিন্তা করিয়া প্রথম পক্ষ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন মগধাধিপতির আনীত এই সমস্ত সেনা তাহার বশীভূত সকল ভূপতির অক্ষৌহিণী দ্বারা সম্ভৃত হইয়াছে কোন সন্দেহ নাই, অতএব ইহার এই বল ভূমির সুমহৎ ভার, আমি এই সকল বল বিনষ্ট করিব, হস্তী অশ্ব রথ এবং সেনা সহ এই রাজাকে আদৌ বিনষ্ট করিব না, ইহাকে না মারিলেই এ পুনরায় বলার্থ উদ্যম করিবে। (৬) এই নিমিত্তই তো আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। ফলতঃ ভূমির ভার হরণ এবং সাধুদিগের পরিরক্ষণ তথা অসাধু জনের বিনাশ করিবার নিমিত্তই আমার অবতার স্বীকার। (৭) অপর ধর্ম্ম রক্ষার্থ এবং কদাচিৎ কোন সময়ে যদি অধর্ম্ম উদ্ভূত হয় তাহার নিবারণ নিমিত্ত আমি অন্য দেহও আশ্রয় করিয়া থাকি। (৮)

হে মহারাজ! ভগবান্ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে আকাশ হইতে সূর্য্য তুল্য তেজস্বী দুই খানি রথ সারথি এবং ধ্বজ পতাকাদি সহিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল এবং দিব্য পুরাণ অস্ত্র শস্ত্র সকলও আসিয়া পৌঁছিল। (৯) সেই সকল সমর সামগ্রী দর্শন করিয়া পরে ভগবান্ কৃষ্ণ বলভদ্রকে সম্বোধিয়া বলিলেন হে আর্য্য! দেখুন আপনি যে যদুদের নাথ, সেই যদুদিগের বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, এই আপনকার রথ এবং প্রিয় অস্ত্র সকল আসিয়া উপস্থিত হইল। এই যানে আরোহণ করিয়া তাহাদের বাসন বিনাশ করুন এবং জ্ঞাতিগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। হে ঈশ, এই নিমিত্তই আমাদের জন্ম আপনি সাধুদিগের সুখকারী, এই ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীতে ভূমির গুরুতর ভার হইয়াছে, ইহা নিরাকৃত করুন। (১০)

হে রাজন্! এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া রাম ও কৃষ্ণ বদ্ধকবচ এবং শোভিত শস্ত্র সমন্বিত হইয়া রথারোহণ পুরঃসর পুর হইতে নির্গত হইলেন, অত্যল্প সেনা তাঁহা-

দিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল। দারুকসারথি ভগবান হরি পুরী হইতে নির্গত হইয়াই শঙ্খ ধ্বনি করিলেন তাহাতে বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাদিগের হৃদয়ে সন্ত্রাস ও কম্প উপস্থিত হইল। (১১) কিন্তু মগধাধিপতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া কহিতে লাগিল অহে * পুরুষাধম কৃষ্ণ! বালকের ন্যায় তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করি না, ইহাতে আমার লজ্জা হইবে। (১২) † অহে মন্দ, বন্ধু ঘাতিন্! তুমি সর্ব্বদা গুপ্ত হইয়া থাক, তোমার সহিত আমি সমর করিব না। (১৩) অহে রাম! তোমার যদি শ্রদ্ধা হয় যুদ্ধ কর কিন্তু স্থৈর্য্য অবলম্বন করহ। হয় আমার বাণে বিচ্ছিন্ন দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগামী হও কিম্বা আমাকে নিহত কর। (১৪)

ভগবান্ কহিলেন শূর পুরুষেরা আত্মশ্লাঘা করে না, আপনাদের পৌরুষই দেখাইয়া থাকে। অহে রাজন্! তুমি আতুর ও মুমূর্ষু হইয়া যাহা বলিতেছ, তোমার কথা গ্রহ করি না। (১৫)

শুকদেব কহিলেন এতৎ শ্রবণে জরাসন্ধ, যেমন বায়ু মেঘদ্বারা সূর্য্যকে এবং ধূলি দ্বারা অগ্নিকে আবরণ করে তদ্বৎ, মহাবল জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণকে সৈন্য-রথ-পতাকা-অশ্ব-সারথি সহিত আবৃত করিল। অবলাগণ রণস্থলে রাম ও কৃষ্ণের সুপর্ণ তালধ্বজ চিহ্নিত রথ নিরীক্ষণ করিয়া পুরস্থ অট্টালিকা হর্ম্ম্য ও গোপুর আশ্রয় করিল আর শোকাকুল হইয়া মুহুর্মুহু মুগ্ধ হইতে লাগিল। (১৬) সে যাহা হউক। শত্রু সেনারূপ মেঘ সমূহের উল্বণ বাণ বর্ষণে স্বীয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত দেখিয়া ভগবান্ হরি সুর ও অসুরগণের অর্চ্চিত অত্যুত্তম শরাসন উজ্জৃম্ভিত করিলেন। (১৭) তদনন্তর তূণ হইতে নিরন্তর বাণ গ্রহণ করত সে সকলকে গুণে সন্ধান করিলেন তাহার পর গুণ আকর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত নিশিত শর মোচন করিতে করিতে তদ্দ্বারা রথ অশ্ব হস্তী পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। এই প্রকার করাতে, জ্বলন্ত কাষ্ঠ যদ্রূপ ভ্রমণ করাইলে অলাত চক্রবৎ ভ্রমণ করে তদ্বৎ, তাঁহার শরাসন বিস্ফূর্জ্জিত হইল। (১৮) রাজন্! এই রূপ ধনু বিস্ফূর্জ্জনে করি-সকল নির্ভিন্ন কুম্ভ হইয়া পড়িল, অনেক২ অশ্ব শরাঘাতে ছিন্ন কন্ধর হইল, রথ সকলের অশ্ব ধ্বজ সারথি ও রথিগণ নিহত হইয়া গেল আর পদাতি সকল ছিন্ন বাহু ও ছিন্নগ্রীব হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিল। (১৯) হে রাজন্! ঐ যুদ্ধে যে সকল নর, গজ, তুরঙ্গম ছিদ্যমান হইতে লাগিল তাহাদের অঙ্গ হইতে শত২ শোণিতময়ী নদী হইল, সে সকল নদীতে হস্ত সকলই অহি, মনুষ্য মুণ্ড সমূহই কচ্ছপ, নিহত হস্তিনিকরই দ্বীপ মৃত তুরঙ্গ সজ্জই গ্রহ, (২০) কর এবং উরু সকলই মীন, মনুষ্য কেশই শৈবাল, ধনুক সকলই তরঙ্গ, আয়ুধ নিচয়ই গুল্ম, চর্ম্ম সকলই ভয়ানক আবর্ত্ত, উত্তমোত্তম মহা মূল্য মণিই প্রস্তর খণ্ড, আভরণসকলই বালুকা, (২১) অতএব ঐ সকল সরিৎ ভয়াবহা হইয়া যুদ্ধ স্থলে পরস্পর প্রবর্ত্তিত হইল। সে সকল দর্শন করিলে মনস্বিদিগেরও রোমহর্ষ হইত। অপর অপরিমেয় তেজস্বী বলভদ্র মুষল দ্বারা ভূরি২ দুর্ম্মদ অরি নিহত করিয়া অর্ণববৎ দুর্গম ও ভয়ঙ্কর সেই সমস্ত সৈন্য (যাহা বিক্রমে অগাধ এবং দেশতঃ নিরবচ্ছিন্ন ও যাহা মগধেন্দ্র জরাসন্ধ স্বয়ং পালন করিতেছিল) ক্ষণকাল মধ্যে

---

* পুরুষাধম শব্দে যদিও আপাততঃ নীচ অর্থ প্রকাশ পায় তথাচ পুরুষ সকল যাঁহা হইতে অধম এই রূপ সমাসে পুরুষোত্তমই বাস্তবিক অর্থ।

† অহে মন্দ-ইহার বস্তুতঃ অর্থ অহে অমন্দ। বন্ধুঘাতিন্-অর্থ-অবিদ্যা নিবারক। গুপ্ত-অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া দুর্দ্দমনীয়।

ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! রাম ও কৃষ্ণের এই রূপ যে কর্ম্ম উক্ত হইল তাহা কেবল তাঁহাদের দুই জনের ক্রীড়া মাত্র, পরাক্রম নহে। (২২) হে ভারত! যাঁহার অনন্ত গুণ, যিনি স্বীয় লীলাক্রমে ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, তাঁহার বিপক্ষ পক্ষ নিগ্রহ যদিও বিচিত্র নহে তথাপি তিনি মর্ত্ত্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন অতএব ঐ ব্যাপার বর্ণন করি। (২৩)

জরাসন্ধ বিরথ হইলে এবং সৈন্য সকল নিহত হওয়াতে তাহার প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, সিংহ যেমন সিংহকে ধারণ করে তদ্বৎ মহাবল বলভদ্র তাহাকে গ্রহণ করিলেন। (২৪) কিন্তু যদিও জরাসন্ধ বারম্বার অরাতি বিনাশ করিয়াছিল তথাচ যখন বলভদ্র কর্ত্তৃক বারুণ ও মানুষপাশে বদ্ধ হইল তখন ভগবান্ গোবিন্দ কোন কার্য্য করিবার বাসনায় তাহাকে মুক্ত করিলেন। হে রাজন্! রাম ও কৃষ্ণ দুই লোকনাথ দ্বারা সেই বীরসম্মত দানব মুক্ত হইয়া সাতিশয় লজ্জিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ তপস্যার্থ সঙ্কল্প করিল, পরন্তু পথিমধ্যে রাজগণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে বারণ করিয়া কহিতে লাগিল। (২৫) অর্থাৎ সেই সকল রাজা তাহাকে দেখিয়া যাহাতে ধর্ম্মোপদেশপর পদ সকল দেদীপ্যমান, তাদৃশ বাক্য এবং লৌকিক নীতি উদাহরণ প্রদর্শন করত কহিল তুমি মহান্ অল্পসংখ্যক যদুদের হইতে তোমার যে পরাভব হইল ইহা কেবল তোমার আপন কর্ম্ম বন্ধে হইয়াছে, ইহাতে লজ্জা কি? (২৬)

কিন্তু সমস্ত সৈন্য নিহত হইলে পর ভগবান্ জরাসন্ধকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন অতএব ঐ নরপতি দুর্ম্মনা হইয়া নিজদেশ মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইল। (২৭) শ্রীকৃষ্ণও অনায়াসে শত্রু সেনা রূপ মহা সাগর নিস্তীর্ণ হইয়া এবং অক্ষত বল রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবতারা তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন। (২৮) মথুরা বাসী জনগণ, তদীয় কার্য্যে বিজ্বর ও আনন্দিত চিত্ত হইল অতএব প্রত্যুদ্গমন করিয়া সূত মাগধ ও বন্দিগণ সহ তাঁহার বিজয় গান আরম্ভ করিল। (২৯) হে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণ পুরী প্রবিষ্ট হইলে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, তুরী, বীণা, বংশী, মৃদঙ্গাদি বাদ্য সকল বারম্বার বাদিত হইল। (৩০) মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ নিমিত্ত পুরীর বর্ত্ম সকল জলাভিষিক্ত এবং স্থানে২ পতাকা উড্ডীয়মানা, ও উৎসবার্থ সকল দিকে তোরণ নিবদ্ধ হইয়াছিল আর সর্ব্বত্র বেদধ্বনি শুনা যাইতে ছিল সুতরাং সেই পুরীর সমস্ত ব্যক্তিই আহ্লাদিত ছিল। (৩১) সে যাহাহউক শ্রীকৃষ্ণ প্রবিষ্ট হইলে নারীগণ মাল্য দধি অক্ষত ও অঙ্কুর বিকীর্ণ করিল এবং তাঁহার প্রীতিবশতঃ উৎফুল্ল নয়ন হইয়া সস্নেহে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। (৩২) এবং সমর ভূমিস্থ বিত্ত যাহা বীরগণের অনন্ত ভূষণ, যাহা আহরণ করিয়া আনিলেন, পুর প্রবিষ্ট হইয়া তাহা যদুরাজের নিকট সমুদায় নিবেদন করিলেন। (৩৩)

হে মহারাজ! ঐ প্রকার পরাজয় বর্ত্তমান থাকিলেও মগধ রাজ জরাসন্ধ ভূরি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া কৃষ্ণ পালিত যদুদিগের সহিত সতের বার সংগ্রাম করিয়াছিল। (৩৪) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে বৃষ্ণিগণ তাহার সমুদায় বল ক্ষয় করেন। রাজন্! সেই সকল অনীকিনী নিহত হইলে জরাসন্ধ রাজা শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গমন করিল। (৩৫)

তদনন্তর অষ্টাদশ সংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা হইলে নারদ প্রেরিত কালযবন বীর অকস্মাৎ রণস্থলে উপস্থিত হইল। (৩৬) মনুষ্য লোকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ

ছিল না, সে বৃষ্ণিদিগকে আত্মতুল্য শ্রবণ করিয়া তিনকোটি ম্লেচ্ছ সহিত আগমন পূর্ব্বক মথুরা বেষ্টন করিল। (৩৭) তাহাকে অবলোকন করিয়া বলভদ্র সহায় শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন কি আশ্চর্য্য! যবন ও জরাসন্ধ উভয় হইতেই যদুদিগের মহৎ দুঃখ উপস্থিত। (৩৮) এই মহাবল যবন অদ্য আসিয়া আমাদিগকে নিরুদ্ধ করিতেছে, জরাসন্ধও অদ্য হউক, কল্য হউক, অথবা পরশ্ব হউক আসিবেক। (৩৯) আমরা দুইজনে ইহার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে যদি জরাসন্ধ আইসে অসংশয় আমাদের বন্ধু জনের প্রাণ বিনাশ করিবেক কিম্বা সে অতিশয় বলী, তাহাদিগকে আপনার পুরে লইয়া যাইবেক। অতএব অদ্য দ্বিপদদিগের দুর্গম এক দুর্গ বিধান করি, তথায় জ্ঞাতিদিগকে নিরাপদে রাখিয়া যবনকে সংহার করিব। (৪০) ভগবান্ এই প্রকার চিন্তা করিয়া সমুদ্র মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় নগর নির্ম্মাণ করিলেন। (৪১) যেখানে বিশ্বকর্ম্মার সমস্ত বিজ্ঞান এবং সমুদায় ক্রিয়াকৌশল দৃশ্য হইতে লাগিল। ফলতঃ সেই নগর গৃহ নির্ম্মাণস্থান অনতিক্রমণ না করিয়া* রাজমার্গ উপমার্গ এবং চত্বরাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইল। (৪২) অপর যেখানে দেবতরু ও দেবলতা বিরাজমান, তাদৃশ বহু বহু উদ্যান ও বিচিত্র উপবনে সুশোভিত এবং হেমময় চূড়াশালি স্ফাটিক অট্টালিকা তথা গোপুর সকলে সুসজ্জিত হইল। (৪৩) আর তত্রস্থ অশ্বশালা অন্নশালা প্রভৃতি কোষ্ঠ সকল রজত ও পীত লোহ নির্ম্মিত হইল, সে সকল হেমকুম্ভে অলঙ্কৃত। অপর তথাকার গৃহ সকল সুবর্ণময় হইল, সে সকলের শিখর পদ্মরাগময়, এবং গৃহতল সকল মহামরকতময়। (৪৪) অপিচ বাস্তোষ্পতিপ্রভৃতি দেবতাদের গৃহ এবং চন্দ্রশালাদি দ্বারা তাহা নির্ম্মিত ও চতুর্ব্বর্ণের মানবে পরিপূর্ণ হইল। অধিকন্তু ভূরিং রাজগৃহ শোভা পাইতে লাগিল। (৪৫) হে রাজন্! সেই নগরে হরির নিমিত্ত দেবরাজ দেবসভা ও পারিজাত বৃক্ষ পাঠাইয়া দেন। অতএব সে স্থানে অবস্থিত হইয়াও মানবগণ ক্ষুৎপিপাসাদি মর্ত্ত্য ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছিল। (৪৬) আর বরুণদেব শ্যামবর্ণ এককর্ণ মনোজব শ্বেত অশ্ব সকল এবং কুবের অষ্টবিধ নিধি এবং লোকপালগণ অতি প্রসিদ্ধ নিজ বিভূতি প্রেরণ করেন। (৪৭) অপিচ অন্যান্য সিদ্ধগণকে স্বং অধিকার সিদ্ধি নিমিত্ত ভগবান্ যেং আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন হরি ভূতলে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারাও সে সকল প্রত্যর্পণ করিলেন। (৪৮)

সে যাহাহউক, ভগবান্ হরি নিজ যোগ প্রভাবে যে রূপ কৌশলে যবনও না জানিতে পারে এবং লোকেরাও অবগত না হয় সেই রূপ করিয়া সেই স্থানে আত্মীয় জনগণকে লইয়া গেলেন পরে বলভদ্র সহ মথুরায় আসিয়া, তুমি এখানে থাকিয়া প্রজা পালন কর আমি যবনকে বিনষ্ট করিয়া আসি, এই পরামর্শ করত পুরদ্বার হইতে নির্গত হইলেন। হে রাজন্! সে সময় তাঁহার গলায় পদ্ম মালা মাত্র লম্বমান ছিল, হস্তে কোন আয়ুধ ছিল না। (৪৯)

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

* সম্মুখে রাজমার্গ, পশ্চিমে উপমার্গ, দুই দিকে চত্বর সকল, তন্মধ্যে কোষ্ঠ সকল, তাহাতেও অন্তঃ সুবর্ণভবন, তদুপরি স্ফাটিক অট্টালিকা, তাহার উপর হেমকুম্ভ এই রূপে সেই নগর নির্ম্মিত হইল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুচুকুন্দ দৃষ্টি করণক যবন বধ তথা মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তাহার প্রতি অনুকম্পা।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ উদয়শালি নিশাকর তুল্য দর্শনীয়তম, তাঁহার কলেবর শ্যামবর্ণ, পরিধান পীত কৌশেয় বসন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, গলদেশে কৌস্তুভ, কন্ধর উন্নত তাঁহার বিশাল চারিবাহু ও দীর্ঘ লোচন নবীন কমল তুল্য। (১) আর তিনি নিত্য প্রমুদিত, শ্রীমৎ সুন্দর কপোলে শোভিত, তদীয় মুখারবিন্দ বিশদ হাস্যে মনোহর হইয়াছিল, আর তাহাতে মকরকুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। (২) অতএব তাঁহাকে পুর হইতে নির্গত হইতে দেখিবামাত্র দেবর্ষি নারদ যে সকল লক্ষণ বলিয়াছিলেন তদ্দ্বারা "এই পুরুষ বাসুদেবই, অন্য কেহ হইতে পারেন না, যেহেতু ইহাঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ও ইহার চারি হস্ত এবং পদ্ম নেত্র, আর ইনি অতি সুন্দর ও মনোজ্ঞ বনমালাধারী"। (৩) এইরূপ অনুমান করিয়া যবন‡বলিতে লাগিল ইনি এখন নিরায়ুধ হইয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন, আমিও নিরস্ত্র, এখন ইহাঁর সহিত সমর করি। এই রূপ স্থির করিয়া, পরাঙ্মুখ হইয়া ধাবমান সেই হরিকে ধরিবার বাসনায় পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। হে নৃপ! ভগবান্ যোগিদেরও দুরাপ, তাঁহাকে সহজে প্রাপ্ত হইবে সম্ভাবনা কি? (৪) ভগবান্ প্রত্যেক পদে আপনাকে হস্ত প্রাপ্তের ন্যায় দেখাইতে দেখাইতে ঐ যবনকে দূরবর্ত্তি গিরি গহ্বরে নীত করিলেন। (৫) হে মহারাজ! যবন শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া এইরূপে আক্ষেপ করিতে লাগিল। অহে তুমি যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার পলায়ন উচিত হয় না, কিন্তু তখনও তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হয় নাই সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইল না।

কিন্তু ভগবান্ ঐ রূপ অধিক্ষিপ্ত হইয়াও দণ্ডায়মান হইলেন না, গিরি গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর যবনও গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অন্য এক মনুষ্যকে তথায় শয়ান দেখিতে পাইল। (৬) দেখিয়া মনে হইল এই ব্যক্তিই বাসুদেব, আমাকে এত দূর আনিয়া এখানে সাধুর ন্যায় শয়ন করিতেছে, এই প্রকার অনুমান করিয়া সেই মূঢ় শয়ান সেই পুরুষকে অচ্যুত জ্ঞানে পদ দ্বারা প্রহার করিল। হে রাজন্! সেই ব্যক্তি অনেক ক্ষণ শয়ন করিয়া ছিল পদাঘাতে উত্থিত হইয়া আশু নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল তাহাতে দৃষ্ট হইল পার্শ্বে ঐ যবন অবস্থিত। (৭) হে ভারত! সেই পুরুষ নিদ্রাভঙ্গে সাতিশয় রুষ্ট হইয়াছিল তাহার দৃষ্টিপাত মাত্রে স্বদেহজ অনল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল তাহাতে যবন ক্ষণ মাত্রে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। (৮)

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্। যিনি যবনকে ভস্মীভূত করিলেন তিনি কে, কাহার বংশোদ্ভব, তাঁহার প্রভাব কীদৃক্ বীর্য্য কি রূপ, কেন গিরি গহ্বরে গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন? (৯)

---

‡ একদা গার্গ্যের শ্যালা গার্গ্য নপুংসক বলিয়াছিলেন তাহাতে দেবগণ তাঁহাকে উপহাস করেন। অতএব গার্গ্য ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবের তপস্যা করিয়া প্রসন্ন করত তাঁহার নিকট যদুদিগের ভয়াবহ পুত্র বর পান। তাহার পর যবনেন্দ্র অপুত্র হইয়া স্বীয় ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা করাতে ঐ গার্গ্য যদু ভীষণ কালযবনকে উৎপন্ন করিয়া দেন।

শুকদেব কহিলেন, তিনি ইক্ষ্বাকু কুলে জন্মিয়াছিলেন, তিনি মান্ধাতার পুত্র, অতি মহা ব্রহ্মণ্য ও সত্য প্রতিজ্ঞ, তাঁহার নাম মুচুকুন্দ। ইন্দ্রাদি সুরগণ অসুরদের হইতে ভীত হইয়া আত্ম রক্ষার্থ তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি চিরকাল দেবতাদিগকে রক্ষা করেন। (১০) পরন্তু দেবতারা পরে কার্ত্তিকেয়কে স্বর্গপালক সেনানী পাইয়া মুচুকুন্দকে বলিলেন আমাদিগের পরিরক্ষণ জন্য তোমার বড় কষ্ট হইতেছে, এই কৃচ্ছ্র হইতে বিরাম কর। (১১) অপর হে বীর! তুমি নরলোক পরিত্যাগ করিয়া এবং নিষ্কন্টক রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়া আমাদিগকে পালন করিতেছ তাহাতে তোমার সকল কামই পরিত্যক্ত হইয়াছে, (১২) আমাদের বোধ হয় তোমার পুত্র কলত্র জ্ঞাতি অমাত্য মন্ত্রী অথবা প্রজা এক্ষণে কেহই নাই, তাহারা তোমার সমান কালীন, কালবশতঃ এত দিন বিচলিত হইয়া থাকিবেক, (১৩) কাল বলবানদিগের মধ্যেও বলবান্, কালই ভগবান অব্যয় ঈশ্বর, যেমন পশু রক্ষক পশুদিগকে সঙ্কলন করে তেমনি ঐ কাল ক্রীড়া করত সকল প্রজাকে সঙ্কলন করিয়া থাকে। (১৪) অতএব তোমার মঙ্গল হউক, আমরা তোমার প্রতি যথেষ্ট তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর, মুক্তি ব্যতিরেকে যাহা চাহিবে তাহাই দিব, হে রাজন্! আমাদের মুক্তি দান সামর্থ্য নাই। এক অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মোক্ষের প্রভু, তিনিই মুক্তি দিতে পারেন। (১৫)

হে রাজন্! এই প্রকার উক্ত হইয়া সেই মহাযশা মুচুকুন্দ দেবতাদিগের বন্দনা করেন পরে গুহাগত হইয়া দেবতাদের প্রদত্ত নিদ্রা বশে সেই স্থানেই শয়ন করিয়াছিলেন। যবনেরা ভস্মতা প্রাপ্ত হইলে সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ সেই মহা-বুদ্ধি মুচুকুন্দকে আত্মরূপ দেখাইলেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের কলেবর জলদবৎ শ্যাম-বর্ণ, পরিধান পীত কৌশেয় বসন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, গলদেশ দেদীপ্যমান কৌস্তুভে বিরাজিত, আর স্বয়ং চতুর্ভুজ এবং বৈজয়ন্তী মালা দ্বারা পরম শোভা পাইতেছিলেন, অপর তাঁহার বদন মনোহর ও সুপ্রসন্ন, কর্ণে মকর কুণ্ডল দেদীপ্যমান, অতএব মনুষ্য লোকের দর্শনীয়, আর তাঁহার ঈক্ষণ সানুরাগ ও সস্মিত বয়স নবীন, কিন্তু বিক্রম মৃগেন্দ্র তুল্য। তাঁহার দর্শন পাইয়া (১৬) তদীয় তেজে অভিভূত হওত মহা বুদ্ধি মুচুকুন্দ রাজা আদৌ শঙ্কিত হইলেন ইনি তেজো দ্বারা দুর্দ্ধর্য না কি?

পরে ক্রমে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। (১৭) মুচুকুন্দ কহিলেন অরণ্য মধ্যে দুষ্প্র-বেশ স্থান গিরিগহ্বর এস্থানেও গুরুতর কণ্টক, এখানে আপনি কেন আসিয়াছিলেন। আসিয়াও এক স্থানে স্থির হইয়া নাই, পদ্ম পলাশ সদৃশ পদদ্বয় দ্বারা চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছেন, (১৮) আপনি কে? আপনি বুঝি তেজস্বিদিগের তেজঃ, অথবা ভগবান্ বিভাবসু, কিম্বা সূর্য্য, চন্দ্র, মহেন্দ্র, কি লোকপাল অথবা অন্য বুঝি কেহ? (১৯) আমার বোধ হইতেছে আপনি তিন দেবদেবের শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ বিষ্ণু, যেহেতু যেমন প্রদীপ স্বীয় প্রভাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করে, তেমনি আপনি স্বীয় প্রভাদ্বারা অত্রস্থ তমঃ বিনষ্ট করিতেছেন। হে নরপুঙ্গব! আপনকার অব্যলীক বিবরণ শ্রবণ করিতে আমাদের অতিশয় অভিলাষ হইতেছে যদি ইচ্ছা হয় আপনার জন্ম কর্ম্ম ও গোত্র বলিতে আজ্ঞা হউক। (২০) হে প্রভো! আমরা বিখ্যাত ক্ষত্র বন্ধু, ইক্ষ্বাকু বংশ প্রভব, আমার নাম মুচুকুন্দ, যুবনাশ্বেরপুত্র যে মান্ধাতা, আমি তাঁহার তনয়। বহু-কাল জাগরণ দ্বারা শ্রান্ত হইয়া নিদ্রায় অবসেন্দ্রিয় হইয়া এই নির্জ্জন স্থানে শয়ন করিয়া ছিলাম এখনই কোন ব্যক্তি উঠাইল নিশ্চয় বোধ হইতেছে সে ব্যক্তিও

নিজ পাপে ভস্মীভূত হইয়াছে। তাহার পরেই শ্রীমান অমিত্র শাসন আপনি দৃষ্ট হইলেন। আপনকার তেজঃ অবিষহ্য, তাহাতে আমাদের সামর্থ্য প্রতিহত হইল, এই নিমিত্ত অনেক জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। হে মহাভাগ! আপনি দেহিদিগের মাননীয়।

হে রাজন্! মুচুকুন্দ নরপতি কর্তৃক এই প্রকার সম্ভাষিত হইয়া ভূতভাবন ভগবান হাস্য করত মেঘগম্ভীরবাচন দ্বারা নিম্ন লিখিত প্রতিবচন প্রদান করিলেন।

ভগবান্ কহিলেন রাজন্! আমার জন্ম কর্ম্ম ও নাম সহস্রং আছে, সে সকল অনন্ত এ প্রযুক্ত আমিও সংখ্যা করিয়া বলিতে অপারক। (২১)

রাজন! কোন ব্যক্তি যদিও পৃথিবীর ধূলি গণনা করিতে সমর্থ হয় তথাপি বহু জন্মেও কখন আমার জন্ম ও কর্ম্ম সকলের সংখ্যা করিতে সমর্থ হইবেক না। (২২) ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়োপপন্ন আমার যে সকল জন্ম ও কর্ম্ম, মহর্ষিগণ তাহার অনুক্রমণ করিতে গিয়া অন্ত পান নাই। তথাপি সংপ্রতিকার জন্ম কর্ম্ম সকল আমার নিকট শ্রবণ কর, বলিতেছি। পূর্ব্বে ধর্ম্ম রক্ষা এবং পৃথিবীর ভার স্বরূপ অসুরদিগের বধ নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিলাম অতএব যদুকুলে বসুদেব ভবনে অবতীর্ণ হই। আমি বসুদেবের পুত্র, এই কারণে লোকে আমাকে বাসুদেব বলিয়া থাকে। (২৩) আমাকর্ত্তৃক কালনেমি নিহত হইয়াছে এবং প্রলম্ব প্রভৃতি যে সকল দানব সদা সাধুদিগের দ্বেষ করিত তাহাদিগকেও আমি বিনষ্ট করিয়াছি, রাজন্! এই যবনও আমা হইতেই দগ্ধ হইল, তোমার তিগ্ম চক্ষু নিমিত্ত মাত্র অতএব আমিই বিষ্ণু, তোমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত এই গিরি গহ্বরে আসিয়াছি। তুমি পূর্ব্ব জন্মে বিস্তর বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমি ভক্ত বৎসল, অতএব আসিতে হইল। (২৪) হে রাজর্ষে! আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সকল অভিলাষ প্রদান করিব কেননা আমার শরণাগত হইয়া কোন লোক ইহ লোকে শোক করিতে যোগ্য হয় না। (২৫)

শুকদেব কহিলেন, এই সকল কথা শ্রবণে মুচুকুন্দ নরপতি হর্ষান্বিত হইলেন এবং "অষ্টাবিংশযুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন" এই গর্গ বাক্য স্মরণ হওয়াতে ইনি নারায়ণ দেব ইহা জানিয়া প্রণাম ও স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন। (২৬)

মুচুকুন্দ কহিলেন হে ঈশ! স্ত্রী পুরুষ দ্বিবিধ লোকই আপনকার মায়ায় বিমোহিত, এ কারণ কেহই অর্থদর্শী নহে, অর্থাৎ পরমার্থ সুখ স্বরূপ যে আপনি, আপনাকে দেখিতে পায় না, সুতরাং আপনার সেবায় বিমুখ হয়। কিন্তু পরস্পর বঞ্চিত হইয়া সুখ বাসনায়, যে সকল গৃহে দুঃখেরই প্রভব, তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে। (২৭) পরন্তু হে অনঘ! যে ব্যক্তি এই কর্ম্মভূমিতে দুর্লভ অবিকলাঙ্গ মানব দেহ কোনক্রমে লাভ করিয়া আপনকার পদারবিন্দ ভজনা না করে, কেবল অসৎ বিষয় সুখেই স্থিরমতি হইয়া থাকে, সে তৃণলুব্ধ পশু যেমন অন্ধ কূপে পতিত হয় তদ্বৎ, গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত। (২৮) হে অজিত! কেবল অন্যের এই রীতি এমত নহে, আমিও এইরূপ হইতেছি। দেহেতে আমার আত্ম বুদ্ধি আছে অতএব দুরন্ত চিন্তা দ্বারা পুত্র কলত্র কোষ ভূমি প্রভৃতিতেই আমি আসক্ত এবং ভূপতি হওয়াতেরাজ্য শ্রীদ্বারা উন্মদ্ধমদ হইয়াছি, আমারও কাল বিফলে গত হইল। (২৯) প্রভো! এই দৃশ্য কলেবর ঘট কুড্য সদৃশ অনাত্মা, ইহাতে [illegible]

এ রূপ অভিমানী হইয়া হস্তি-অশ্ব রথ সেনা-সেনাপতিতে পরিবৃত হওত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বেড়িয়াছি, আপনাকে গণনা করি নাই। ভগবন্! যেহেতু আমি এইরূপ সুদুর্ম্মদ হইয়াছি অতএব আমার এই কাল বিফলে গিয়াছে। (৩০)

কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিকৃত্যচিন্তা অর্থাৎ এমত এমত কর্ত্তব্য এই রূপ মনোরথ পরম্পরা হেতু প্রমত্ত অর্থাৎ আপনাকে গণনা না করিয়া দেহাদিতে আসক্ত এবং মনোরথ ভগ্ন হইলেও বিষয়ে সোৎসুক ও বিষয় প্রাপ্ত হইলেও পুনশ্চ প্রাপ্ত্যর্থ প্রবৃদ্ধ তৃষ্ণান্বিত, সেই ব্যক্তিকে অপ্রমত্ত অন্তক আপনি, যেমন ক্ষুধায় সৃক্কলেহী অহি মূষিককে অভিভব করে তদ্বৎ সহসা অভিভব করিয়া থাকেন। (৩১) অপিচ যে দেহ পূর্ব্বে নরদেব এই সংজ্ঞা পাইয়া সুবর্ণ মণ্ডিত রথ অথবা মতঙ্গজ কিম্বা বাহনে ভ্রমণ করে যে নর দেব সংজ্ঞিত দেহ তাহাই আপনকার দুরত্যয় কাল কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া পরে বিষ্ঠা অবথা কৃমি কিম্বা ভস্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ফলতঃ এই দেহ মৃত্যুর পরে কুক্কুর শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠা হয়, তাহারা ভক্ষণ না করিলে কৃমি, আর দগ্ধ হইলে ভস্মমাত্র হইয়া থাকে। (৩২) হে ঈশ! কাল কর্ত্তৃক অভিভূত হইবার অগ্রেও এই দেহে পারতন্ত্র্য দুঃখ দৃষ্ট হয়, কারণ যে ব্যক্তি দিক্ চক্র জয় করাতে সংগ্রাম শূন্য এবং পূর্ব্বে সমান রাজগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হন তিনিও রমনীদিগের যে সকল ভবনে মিথুনীভাব সুখই শ্রেষ্ঠ, তাহাতে ক্রীড়া মৃগবৎ ইতস্ততঃ নীত হইয়া থাকেন। (৩৩) অপিচ যে ব্যক্তির তৃষ্ণা অতিশয় প্রবৃদ্ধা, তাহার ভোগ হইবার সময়ও নাই, পুনরায় ইন্দ্র হইব এই কামনা করিয়া উপস্থিত ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওত তাহার অপেক্ষায় অধঃশয়ন ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি তপস্যায় সুনিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। (৩৪) হে অচ্যুত! আপনকার অনুগ্রহে যখন সংসারি জনের সংসারান্ত হয় তখনি সাধু সহ সমাগম হইয়া থাকে যে সময় সাধু সঙ্গ হয় সে সময় সর্ব্ব সঙ্গ নিবৃত্তি দ্বারা কার্য্য কারণ নিয়ন্তা, সাধুগণের পরম গতি, এবং পরাবরেশ, আপনাতে রতি জন্মে, আপনাতে রতি হইলেই মুক্ত হয়। (৩৫) হে ঈশ! সৎ সঙ্গের পূর্ব্বে আমার যে যদৃচ্ছা ক্রমে রাজ্যাদি সহ বিচ্ছেদ হইয়াছে আপনি এ মহৎ অনুগ্রহ করিয়াছেন। প্রভো! তপস্যার্থ বন প্রবেশেচ্ছু বিবেকী অখণ্ড ভূপতিগণ এই রূপ অনুগ্রহই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। (৩৬) বিভো! আপনকার পাদ সেবা নিরভিমান পুরুষদিগের প্রার্থনীয়, আমি তাহাই চাহি তদ্ভিন্ন অন্য বর অভিলাষ করি না। হে হরে! আপনি অপবর্গদাতা, আপনকার আরাধনা করিয়া কোন্ বিবেকী পুরুষ যাহাতে আপনার বন্ধন হয় তাদৃশ বর প্রার্থনা করে। (৩৭)

অতএব হে ঈশ! রজ স্তমঃ সত্ত্ব গুণে অনুবদ্ধ হয় যে ঐশ্বর্য্যাদি, শত্রু মারণাদি ও ধর্ম্মাদিরূপ অশেষ কামনা তাহা সর্ব্ব প্রকারে বিসর্জ্জন করিয়া অদ্বয়, নির্গুণ, নিরঞ্জন, জ্ঞানময় ঈশ্বর অতএব অক্ষয় যে আপনি, আপনকার শরণ গ্রহণ করি। (৩৮) প্রভো! আমি কর্ম্মফলে চিরকাল আর্ত্ত আছি আবার তাহার বাসনায় সন্তপ্ত হইয়াছি তথাপি তৃষ্ণারূপ ছয় রিপু (ছয় ইন্দ্রিয়) বিগত হয় নাই, যদ্যপি কথঞ্চিৎ দৈববশতঃ শান্তি লাভ হইল আপনকার পাদ পদ্ম, যাহা অশোক, অভয় ও অমৃত, তাহা প্রাপ্ত হইলাম, হে শরণদ! হে আত্মন্! হে ঈশ! আমি আপদে ব্যাপ্ত, আমাকে রক্ষা করুন। (৩৯)

ভগবান্ কহিলেন হে সর্ব্ব ভূমীশ্বর মহারাজ! তোমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল এবং অতি সুহৃৎ, যেহেতু আমি তোমাকে বর দ্বারা এত লোভ প্রদর্শন করিলাম তথাপি

তোমার বুদ্ধি কামে ব্যাহত হইল না। (৪০) তোমাকে যে আমি বরের লোভ দেখাইতেছিলাম, নিশ্চয় জানিও, ইহা তোমার প্রমাদার্থ নহে, কারণ একান্ত ভক্ত ব্যক্তিদিগের মতি সম্প্রাপ্ত আশ্বাসে কখন আসক্ত হয় না। (৪১) রাজন্! যে সকল ব্যক্তি অভক্ত, তাহারা যদিও প্রাণাদি দ্বারা মনঃ নিয়ম করে তথাচ বাসনা ক্ষয় না হওয়াতে কখন২ তাহা বিষয়াভিমুখ হইতে দেখা যায়। (৪২) সে যাহা হউক, তুমি আমার প্রতি আবেশিত মানস হইয়া যথেচ্ছা ক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করহ, তোমার এই রূপ অনপায়িনী ভক্তি নিত্য আমার প্রতি থাকুক। (৪৩)

রাজন! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মৃগয়াদি দ্বারা বহুতর প্রাণি বধ করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে আশ্রয় করিয়া সমাহিত চিত্তে তপস্যা করত তদ্দ্বারা সেই পাপ ক্ষয় কর। ইহার পর জন্মে সর্ব্ব প্রাণির সুহৃত্তম দ্বিজবর হইয়া কেবল আমাকে প্রাপ্ত হইবে। (৪৪)

ইতি দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীতবৎ হইয়া ধাবমান হওত দ্বারকাগমন এবং ব্রাহ্মণ মুখে রুক্মিণীর সংবাদ শুনিয়া তদনুমোদন।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ নিকট ঐ প্রকার অনুগ্রহ লাভানন্তর ইক্ষ্বাকু বংশ প্রভব মুচুকুন্দ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গহ্বর হইতে নির্গত হইলেন। (১) মনুষ্য পশু বৃক্ষ লতা প্রভৃতিকে খর্ব্বাকার দেখিয়া তাঁহার মনে হইল কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উত্তর দিকে গমন করিলেন। (২) এবং তপস্যায় শ্রদ্ধান্বিত, ধীর, নিঃসঙ্গ ও মুক্ত সংশয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমাহিত করত গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। (৩) সেখানে নর নারায়ণের আলয় বদরিকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া শীতোষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু ও শান্ত হওত তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা আরম্ভ করিলেন। (৪)

এদিকে যবন হত হইলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মথুরায় আসিয়া ম্লেচ্ছগণের বিনাশ পুরঃসর তাহাদের ধন দ্বারকায় নীত করত পথে চলিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত গো অশ্ব মনুষ্য দ্বারা ধন নীত হইতে থাকিলে ত্রয়োবিংশতি অনীকিনীর পতি জরাসন্ধ স্বয়ং আগমন করিল। (৫) রাম ও কৃষ্ণ শত্রু সৈন্যের বেগোদ্রেক অবলোকন করিয়া মানবলীলা গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি ধাবমান হইলেন। (৬) রাজন্! যদিও রাম ও কৃষ্ণ অভীত, তথাপি অতি ভীতবৎ হইয়া প্রচুর ধন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পদ্মপলাশতুল্য কোমল২ পদদ্বয় দ্বারা বহুযোজন দূর এমত দেশে পলায়মান হইলেন। (৭) মগধাধিপতি জরাসন্ধ অতিশয় বলবান্, রাম কৃষ্ণ দুই জনকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া হাস্য করিল এবং সেই দুই ঈশ্বরের প্রমাণ (ইয়ত্তা) না জানাতে রথ ও সেনাগণ সহ পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। (৮) হে ভারত! রাম ও কৃষ্ণ অধিক দূর দৌড়িয়া যাওয়াতে শ্রান্ত হইয়া প্রবর্ষণ নামক উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। হে মহারাজ! সেই পর্ব্বতে ভগবান্ ইন্দ্র নিত্য প্রকৃষ্ট রূপ বর্ষণ করেন এই কারণে তাহার নাম প্রবর্ষণ। (৯) সে যাহাহউক। জরাসন্ধ রাম কৃষ্ণকে ঐ পর্ব্বতে নিলীন হইতে দেখিল অথচ তাঁহাদের নিলয় স্থান প্রাপ্ত হইল না অতএব চতুর্দ্দিকে অগ্নি উৎসৃজন করত ভূরি২ দাব দ্বারা সেই গিরি

দগ্ধ করিল। (১০) কিন্তু যদুবর রাম ও কৃষ্ণ দুই জনেই সেই পর্ব্বতের দহ্যমান তট হইতে বেগে উৎপতিত হইয়া একাদশ যোজন উচ্চ হইতে নীচে ভূতলে পতিত হইলেন। তদনন্তর রিপু ও তাহার অনুচরগণের অলক্ষিত হইয়া সমুদ্র পরিখায় বেষ্টিত স্বীয় পুরীতে পুনরায় আগমন করিলেন। হে নৃপ, মগধরাজও রাম কৃষ্ণ দগ্ধ হইলেন এই রূপ মিথ্যা মনে করিয়া আপনার সুমহৎ সৈন্য আকর্ষণ পূর্ব্বক মগধের প্রতি নিবৃত্ত হইল। (১১)

হে রাজন্! পূর্ব্বে (নবমস্কন্ধে) কহিয়াছি যে আনর্ত্ত দেশাধিপতি শ্রীরৈবত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজসুতা রেবতীকে বলভদ্র হস্তে সম্প্রদান করেন। (১২) হে কুরু শ্রেষ্ঠ! ভগবান্ গোবিন্দও লক্ষ্মীর কলা ভীষ্মক তনয়া রুক্মিণীকে স্বয়ম্বরে বিবাহ করিলেন। (১৩) গরুড় যেমন দেবগণকে প্রমথিত করিয়া সুধা হরণ করিয়াছিল তাবৎ তিনি চৈদ্য পক্ষীয় শাল্ব প্রভৃতি ভূপতি গণকে সর্ব্ব লোকের সমক্ষে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভীষ্মক কন্যা প্রাপ্ত হয়েন। (১৪)

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষস বিধানানুসারে ভীষ্মক তনয়া রুচিরাননা রুক্মিণীর পাণি গ্রহণ করেন শ্রুত হইল (১৫) এক্ষণে অমিত তেজাঃ শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ বিশেষ রূপ শুনিতে ইচ্ছা করি, তিনি মাগধ শাল্ব প্রভৃতি রাজ গণকে যে প্রকারে জয় করিয়া কন্যা লাভ করিয়াছিলেন বলিতে আজ্ঞা হউক। (১৬) হে ব্রহ্মন্! শ্রুত সারবেত্তা কোন ব্যক্তি মহাবল, শ্রুতি সুখদ, লোক মলাপহ এবং নিত্য নূতন অর্থাৎ প্রতিক্ষণে আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মান কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাতে পরিতৃপ্ত হয়? কেহই হয় না, অতএব বলুন।

শুকদেব কহিলেন বিদর্ভ দেশাধিপতি ভীষ্মক নামে এক জন মহান রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও এক কন্যা। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রুক্মী পরে রুক্মরথ, রুক্মবাহু রুক্মকেশ এবং রুক্মমালী এই চারি জন হয় তাঁহাদের ভগিনীর নাম রুক্মিণী।

যে রুক্মিণী গৃহাগত লোকদের প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ ও শ্রীর প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে আপনার সদৃশ পতি বোধ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার এবং তদীয় বুদ্ধি, লক্ষণ, ঔদার্য্য রূপ গুণ ও শীলতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে আপনার সদৃশী ভার্য্যা বিবেচনা করত বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। (১৭)

হে রাজন্! রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় দ্বেষ করিত, একারণ শ্রীকৃষ্ণ হস্তে ভগিনী সম্প্রদানার্থ উচ্ছুক বন্ধু গণকে তাহাহইতে নিবারণ করিয়া চেদিরাজ শিশুপালকে বর স্থির করিল। (১৮)

হে মহারাজ! নীলকটাক্ষা রুক্মিণী ঐ বিষয় অবগত হইয়া সৎপরোনাস্তি দুর্ম্মনা হইলেন এবং অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণানয়নার্থ কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে আশু নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। (১৯) সেই ব্রাহ্মণ দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে দ্বারপাল গণ তাহাকে পুরী মধ্যে প্রবেশ করাইল। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন কাঞ্চন ময় আসনে আদ্য পুরুষ ভগবান্ অধ্যাসীন। (২০)

হে রাজন্! ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়াই আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং আপনার আসনে বসাইয়া দেবগণ যেমন আপনাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) পূজা করেন তদ্বৎ, অর্চ্চনা করিলেন। (২১) অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলে সাধুজনের গতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে গিয়া হস্ত দিয়া তদীয়

দুই চরণ ধীরে২ মর্দ্দন করত অব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে দ্বিজবর! আপনকার বৃদ্ধ সম্মত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অনতি কৃচ্ছে তো বর্ত্তমান? আপনি তো সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন? (২২) হে বিপ্র! স্বধর্ম্মে অহীয়মান হইয়া যে কোন রূপে হউক ব্রাহ্মণ সদা সন্তুষ্ট থাকিবেন, স্বধর্ম্ম ব্রাহ্মণের অখিল কাম দোগ্ধ্রী। (২৩) কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ সুরেশ্বর হইয়াও লোক সকল প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়াও সন্তোষ বিরহে অপ্রাপ্তবৎ ক্লেশ পান। আর সন্তুষ্ট জন নিষ্কিঞ্চন হইয়াও বাহু অঙ্গুলি প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে তাপ রহিত হইয়া সুখে শয়ন করেন। (২৪) অহো! যে সকল ব্রাহ্মণ আত্ম লাভ সন্তুষ্ঠ স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ সর্ব্ব ভূতের সুহৃৎ, নিরহঙ্কার এবং শান্ত, তাঁহাদিগকে মস্তক দ্বারা বারম্বার নমস্কার করি। (২৫)

হে ব্রহ্মন্! তোমারদিগের সকলেরই কুশল কি না? যে রাজার অধিকৃত দেশ মধ্যে পাল্যমান প্রজা সকল সুখে বাস করে, এমত রাজা আমার প্রিয়। (২৬) তুমি যে স্থান হইতে যে কার্য্যের নিমিত্তে এই দুর্গম সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এখানে আসিয়াছ, যদি গোপনীয় না হয়, তবে সে সমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত কর, যে তোমার কি কার্য্য আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। (২৭)

ব্রাহ্মণ এইরূপে লীলা গৃহীত মানবদেহ বিশিষ্ট পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট রুক্মিণী দান বিষয়ে তদীয় বন্ধুগণের অভিপ্রায় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মির ব্যবহার সমুদায় বর্ণন করিলেন। (২৮) রুক্মিণী নির্জ্জনে স্বয়ং যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ব্রাহ্মণ প্রেম চিহ্ন স্বরূপ সেই পত্র খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

রুক্মিণীর বাক্য। হে অচ্যুত! হে ভুবন সুন্দর! শ্রবণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কর্ণ বিবর দ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীর তাপ নাশ করে যে তোমার গুণ সমুদায়, তাহা, আর চক্ষুর্ব্বিশিষ্ট প্রাণিমাত্রের দর্শনেন্দ্রিয়ের অখিলার্থ লাভাত্মক যে তোমার রূপ তাহাও শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ লজ্জা শূন্য হইয়া তোমার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। (২৯) হে মুকুন্দ! হে নর শ্রেষ্ঠ! কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়ঃ, ধনসম্পত্তি, ও প্রভাব দ্বারা উপমা রহিত এবং নরলোকের মনোভিরাম যে তুমি, তোমাকে কোন্ কুলবতী গুণোদারা বুদ্ধিমতী কন্যা বিবাহাবসরে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ না করে? অতএব আমাতে দোষের শঙ্কা কি? (৩০) হে বিভো! সেই হেতু আমি তোমাকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং আমার আত্মা তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি, অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নী স্বীকার কর। হে অম্বুজাক্ষ! তুমি বীর, তোমার বস্তু যে আমি আমাকে শীঘ্র আসিয়া চেদিরাজ যেন স্পর্শ না করে, সিংহের ভোগ্য বিষয় যেন শৃগালে হরণ না করে। (৩১) আমি যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পূর্ত্তকর্ম্ম বা অগ্নি হোত্রাদি যজ্ঞ বা স্বর্ণাদি দান তীর্থ পর্য্যটনাদি বা নিয়ম ব্রতাদি কিম্বা দেব বিপ্র গুরু অর্চ্চনাদি দ্বারা নিয়ত ভগবান্ পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন, দমঘোষ পুত্র প্রভৃতি অন্য ব্যক্তি না করুক। (৩২) হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি প্রথমে গোপনে বিদর্ভে আগমন পূর্ব্বক পরে সেনাপতিতে পরিবৃত হইয়া চৈদ্যাধিপতি ও মগধরাজের বল সমুদায় নির্ম্মন্থন করতঃ হঠাৎ বীর্য্য স্বরূপ শুল্ক দ্বারা রাক্ষস বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। (৩৩) যদি বল, তুমি অন্তঃপুর মধ্যচারিণী, অতএব তোমার বন্ধুগণকে নিহত না করিয়া কি প্রকারে

তোমাকে বিবাহ করিব? তাহার উপায় বলি। বিবাহ পূর্ব্ব দিনে মহতী কুল দেব যাত্রা হইয়া থাকে, যে যাত্রায় নব বধুকে পুরীর বাহিরে অম্বিকার মন্দিরে গমন করিতে হয়, অতএব অম্বিকার মন্দির হইতে আমাকে হরণ করা অতি সুকর। (৩৪) হে অম্বুজাক্ষ! উমাপতি প্রভৃতি মহান্তরা আপনার পাপাপনোদনের নিমিত্তে যে তোমার পাদ পঙ্কজ রজেতে স্নান করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই তোমার প্রসাদ লাভ করিতে যদি আমি না পারি, তবে উপবাসাদি ব্রতদ্বারা ক্ষীণ করিয়া এই প্রাণ সকলকে পরিত্যাগ করিব, এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে শত জন্মেতেও তোমার প্রসন্নতা লাভ হইবে। (৩৫)

ব্রাহ্মণ কহিলেন; হে যদুদেব! এই সকল গুহ্য সমাচার আমি আনয়ন করিয়াছি, বিবেচনা করিয়া এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনন্তর তাহাই করিবেন। (৩৬)

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ নগরে গমন পূর্ব্বক শত্রু বলের সমক্ষ হইতে রুক্মিণীকে হরণ করেন।

শুকদেব কহিলেন, যদুনন্দন বৈদর্ভীর সমাচার শ্রবণ পূর্ব্বক নিজ হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করতঃ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন। (১)

ভগবান্ কহিলেন, তদ্রূপ আমারও চিত্ত রুক্মিণীর প্রতি অর্পিত হওয়াতে রাত্রিতে নিদ্রা লব্ধ হয় না। আমার প্রতি রুক্মির দ্বেষ বশত আমার বিবাহ যে নিবারিত হইয়াছে, তাহা আমিও অবগত আছি। (২) অতএব রাজস্ব হীন রাজন্যগণকে যুদ্ধে উন্মন্থন করিয়া মৎপরায়ণা অনিন্দিতাঙ্গী সেই রুক্মিণীকে অরণি উন্মন্থন করিয়া অগ্নি শিখার ন্যায় আনয়ন করিব। (৩)

অনন্তর মধুসূদন পর রাত্রিতে রুক্মিণীর বিবাহ নক্ষত্র ইহা অবগত হইয়া সারথিকে আহ্বান পূর্ব্বক শীঘ্র রথে অশ্ব যোজনা করিতে কহিলেন। (৪) পরে সারথি, শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প, ও বলাহক এই অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত রথ আনয়ন পূর্ব্বক প্রাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্যন্দনে আরোহণ করিয়া এবং দ্বিজকে তথায় আরোহণ করাইয়া দ্রুতগামী হয় দ্বারা আনর্ত্ত হইতে এক রাত্রে বিদর্ভ নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। (৫)

এখানে কুণ্ডিন পতি রাজা ভীষ্মক অনভিরুচি সত্ত্বেও পুত্রস্নেহ বশতাপন্ন হইয়া শিশুপালকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করাইতেছেন। (৬) পুরমধ্যস্থ মার্গ, রথ্যা ও চতুষ্পথ সকল সম্মার্জন পূর্ব্বক সংশিক্ত হইতেছে এবং চিত্র বিচিত্রিত পতাকা বিশিষ্ট ধ্বজ দ্বারা ও তোরণ দ্বারা অলঙ্কৃত হইতেছে। (৭) স্রক্ চন্দনাভরণাদি বিশিষ্ট, নির্ম্মলাম্বর বিভূষিত স্ত্রী পুরুষ কর্ত্তৃক সংযুক্ত শ্রী সম্পন্ন গৃহ সকল অগুরু দ্বারা প্রধূপিত হইতেছে। (৮) মহারাজ! পরে ভীষ্মক রাজা যথাবিধি পিতৃ দেব ও বিপ্রগণকে সম্যক্ রূপে অর্চ্চনা করিয়া ও অন্যান্য সকলকে যথানুরূপ ভোজন করাইয়া মঙ্গল বাচন করাইতে লাগিলেন। (৯) মুখ প্রক্ষালনাদি দ্বারা সুদতী ও সুস্নাতা এবং কৃত কৌতুক মঙ্গলা কন্যাকে নূতন বস্ত্র যুগল দ্বারা ও উত্তমোত্তম ভূষণ দ্বারা বিভূষিতা করিলেন। (১০)

দ্বিজশ্রেষ্ঠেরা ঋক্ যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা সেই কন্যার রক্ষা বিধান করিলেন। অথর্ব্ব বেদবেত্তা পুরোহিত গ্রহ শান্তির নিমিত্তে হোম করিতে লাগিলেন। বিধানবিদ্ শ্রেষ্ঠ রাজা ভীষ্মক বিপ্রগণকে হিরণ্য, রূপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিল ও ধেনু সকল দান করিতে লাগিলেন। (১১)

ও দিকে চেদিপতি রাজা দমঘোষও ঐ রূপ স্বীয় পুত্রের অভ্যুদয়োচিত সমুদায় কর্ম্ম মন্ত্রজ্ঞ বিপ্র দ্বারা সম্পন্ন করাইলেন। (১২) অনন্তর মদস্যন্দন বিশিষ্ট গজ সমূহ ও হেম মালাযুক্ত রথ সকলে এবং পত্তি অশ্ব সংকুল সৈন্য সমূহ দ্বারা পরিবৃত হইয়া কুণ্ডিন অর্থাৎ ভীষ্মক পুরীতে গমন করিলেন। (১৩) বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিমিত্তে কল্পিত অন্য পুরীমধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করাইলেন। শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি চৈদ্য পক্ষীয় সহস্রং রাজারা সেই পুরীমধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (১৪) চৈদ্যরাজপুত্র শিশুপালকে কন্যা দান করিবার সময়ে বলদেব প্রভৃতি যদুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যদি হরণ করেন এইরূপ আশঙ্কান্বিত হইয়া আর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব এই প্রকার নিশ্চয় মনে করিয়া সমগ্র বল বাহনান্বিত রাম কৃষ্ণ দ্বেষী রাজা সকল আগমন করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ বলদেব বিপক্ষীয় বলের উদ্যোগ ও কন্যা হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমন শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ আশঙ্কায় ভ্রাতৃস্নেহবশানুগ হইয়া রথ অশ্ব গজপত্তি প্রভৃতি মহান্ দল বল সমভিব্যাহারে সত্বরে কুণ্ডিনে আগমন করিলেন। (১৫)

বরারোহা ভীষ্মক কন্যা হরির আগমন প্রতীক্ষায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রেরিত ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন না দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! এই রাত্রির অবসানেতেই এই অভাগিনীর বিবাহ দিবস উপস্থিত হইবে, এখনও যে পদ্মপলাশ লোচন আগমন করিলেন না ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আর আমার প্রেরিত সন্দেশ হর সেই ব্রাহ্মণও এখনও প্রত্যাগমন করিতেছেন না। (১৭) অনিন্দিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আগমনে কৃতোদ্যম হইয়াও আমার জুগুপ্সিত ধার্ষ্ট্যাদি মনে করিয়া নিশ্চয় আমার পাণিগ্রহণ করিতে আসিবেন না এই নিমিত্তে ব্রাহ্মণও আসিতেছেন না। (১৮) আমি দুর্ভাগিনী আমার প্রতি বিধাতা অনুকূল নহেন মহেশ্বরও অনুকূল নহেন, অথবা গৌরী দেবী কিম্বা গিরিজা সতী রুদ্রাণী আমার প্রতি বিমুখ হইয়া থাকিবেন। (১৯) গোবিন্দাহৃত মানসা বালা রুক্মিণী এই প্রকার চিন্তা করত এখনও গোবিন্দাগমনের সময় উপস্থিত হয় নাই এইরূপ জ্ঞানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অশ্রুকলাকুল নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন। (২০) হে মহারাজ! এইরূপে গোবিন্দাগমন প্রতীক্ষাবতী রুক্মিণীর অভিলষিত সিদ্ধিসূচক বাম উরু ও বাম ভুজ এবং বামনেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। (২১)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক, (আমি আসিয়াছি গিয়া বল) এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া সেই ব্রাহ্মণ গিয়া অন্তঃপুরচারিণী দেবী রাজ পুত্রীকে দর্শন করিলেন। (২২) রুক্মিণী সেই ব্রাহ্মণকে প্রহৃষ্ট বদন ও অব্যগ্রগতি বিশিষ্ট দেখিয়া লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করত সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, (২৩) ব্রাহ্মণও তাঁহার নিকটে, যদুনন্দন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ইহা কহিলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে সত্য বাক্য কহিয়াছেন তাহাও বর্ণন করিলেন। (২৪)

বৈদর্ভী শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে ব্রাহ্মণকে দিবার নিমিত্তে অন্য কোন প্রিয় বস্তু দেখিতে না পাইয়া অর্থাৎ একার্য্যে সর্ব্বস্ব দানও অতি অল্প ইহা মনে করিয়া কেবল প্রণাম করিতে লাগিলেন, পরে বহু সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিলেন।

রাজা স্বীয় দুহিতার বিবাহ দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া রাম কৃষ্ণ উভয়ে আগত হইয়াছেন শুনিয়া তূর্য্য সংঘোষ দ্বারা সন্মান করত আগমন করিলেন এবং মধুপর্ক ও নির্ম্মল বস্ত্র সকল ও অন্যান্য অভীষ্ট উপহার আনিয়া তাঁহার দিগকে পূজা করিলেন। (২৫) মহামতি* ভীষ্মক তদুভয়ের নিমিত্তে অতিশয় শোভান্বিত এক পুরী সংকল্পিত করিয়া সসৈন্য সানুগ সেই রামকৃষ্ণের যথানুরূপ আতিথ্য বিধান করিলেন। (২৬) এইরূপে সমাগত সমুদায় রাজাদিগের মধ্যে যাঁহার যে প্রকার বীর্য্য ও যে রূপ বয়স ও যে প্রকার বল ও যে প্রকার বিত্ত তদনুসারে সমস্ত কামনা দ্বারা সকলের সম্মান করিলেন। (২৭)

বিদর্ভ পুর বাসী গণ কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া আগমন পূর্ব্বক যেমন পিপাসার্ত্ত লোকে অঞ্জলি পুটে জল পান করে তদ্রূপ যেন নেত্রাঞ্জলি পুটে তন্মুখ পঙ্কজ পান করিতে লাগিল। (২৮) এবং রুক্মিণীই ইহাঁর ভার্য্যা হইবার যোগ্য অন্যা নহে আর এই অনিন্দিত বিগ্রহ পুরুষই রুক্মিণীর যথার্থ সমুচিত বর। (২৯) আমার দিগের যাহা কিছু পুণ্য আছে ত্রিলোকীকর্ত্তা অচ্যুত তাহাদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করুন এবং বৈদর্ভীর পাণিগ্রহণ করুন। পুরবাসী লোক সকল প্রেম কলায় আবদ্ধ হইয়া এই রূপ বলিতে লাগিল এবং রুক্মিণীও রক্ষি গণে বেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুর হইতে অম্বিকালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। (৩০)

রুক্মিণী সম্যক্‌রূপে মুকুন্দ চরণাম্বুজ অনুধ্যান করতঃ বাগ্‌যত হইয়া মাতৃগণের সহিত সখীগণে পরিবারিত ও নিকটবর্ত্তী উদ্যতাস্ত্র বলবান্ রাজ-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ভবানী দেবীর পাদ পল্লব দর্শনার্থ পদব্রজেই গমন করিলেন। (৩১) তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, তূরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। (৩২) সহস্র২ বারাঙ্গনা সকল নানা প্রকার উপহার ও বলি লইয়া, স্রক চন্দন বস্ত্রাভরণ দ্বারা অলঙ্কৃত দ্বিজ পত্নী সকল, গায়কেরা গান করতঃ, স্তুতি পাঠকেরা স্তব করতঃ, বাদ্যকরেরা বাদ্য করতঃ, আর সূত মাগধ বন্দী সকল কন্যার চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। (৩৩)

অনন্তর দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া কর চরণাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া, শুচি ও শান্তচিত্ত হইয়া অম্বিকার নিকটে গিয়া প্রবেশ করিলেন। (৩৪) বিধিজ্ঞা প্রাচীনা বিপ্র যোষিতেরা সেই বালা রুক্মিণিকে ভবের সহিত ভবপত্নী ভবানীর বন্দনা করাইতে আরম্ভ করিলেন। (৩৫) বন্দন মন্ত্র যথা, হে অম্বিকে! স্বীয় সন্তান গণেশাদির সহিত তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন শিবা তুমি তদ্বিষয়ে অনুমোদন কর। (৩৬) ইহা বলিয়া রুক্মিণী জল, চন্দন, তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমালা, অভরণ দ্বারা ও নানা উপহার বলি, প্রদীপাবলি দ্বারা ও লবণ, গুবাক, তাম্বূল, যজ্ঞসূত্র, ফল, ইক্ষু দ্বারা পূজা করিলেন, পরে পতিবত্নী-বিপ্র স্ত্রীরাও সেই সকল দ্রব্য দ্বারা পৃথক্‌রূপে পূজা করিলেন। (৩৭) পরে সেই

* মহামতি শব্দে উক্ত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণই আমার কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্তে আগমন করিয়াছেন এই বিবেচনায় বয়োচিত বিধানানুসারে আতিথ্য করিবেন।

সকল বিপ্রস্ত্রীরা তাঁহাকে প্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং রুক্মিণীও বিপ্রপত্নীগণকে ও দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। (৩৮)

অনন্তর রুক্মিণী মৌনব্রত পরিত্যাগ করিয়া রত্নালঙ্কারাদিতে উপশোভিত কর পল্লব দ্বারা সখীগণের হস্ত ধারণ করতঃ অম্বিকা গৃহ হইতে নির্গতা হইলেন। (৩৯) দেব মায়ার ন্যায় বীর ব্যক্তিরও মোহকারিণী সুন্দর মধ্যদেশ বিশিষ্টা, ও কুণ্ডল মণ্ডিত মুখী ও অজাত রজস্কা ও নিতম্বেতে অর্পিত হেম মেখলা বিশিষ্টা অল্প অল্প স্তন চিহ্ন যুক্তা ও কুণ্ডল হইতে শঙ্কাযুক্তের ন্যায় চঞ্চল চক্ষু বিশিষ্টা ও শোভন হাসা ও বিম্বফলের ন্যায় অধর শোভা দ্বারা রক্তিম বর্ণ কুন্দ কলিকা তুল্য দন্ত পংক্তি বিশিষ্টা ও কল হংস গামিনী ও শিঞ্জিত নূপুর শোভিত পাদদ্বয় দ্বারা গমনবতী সেই রুক্মিণীকে দেখিয়া সমাগত যশস্বী বীর পুরুষ সকল তৎকৃত হৃদয় বেদনায় পীড়িত হইয়া মোহিত হইতে লাগিল। (৪০) অশ্ব রথ গজারূঢ় সেই রাজারা সকলে তদীয় উদারহাস্য ও সলজ্জাবলোকনে হৃতচিত্ত হওয়াতে ত্যক্তাস্ত্র ও বিমূঢ় চিত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল এবং যাত্রাচ্ছলে স্বীয় লাবণ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্পণ করিতেছেন দেখিয়া ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। (৪১) এইরূপে রুক্মিণী অল্পে অল্পে চরণ কমলদ্বয় চালনা করতঃ ভগবানের আগমন উপলব্ধি পূর্ব্বক বাম করাঙ্গুলি দ্বারা অলকা সকল উত্তোলন করিয়া সলজ্জ নয়নে আগত নৃপগণকে ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। (৪২)

অনন্তর রাজকন্যা রথে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলে শ্রীকৃষ্ণ রাজন্যাগণকে পরাভব করিয়া সকল শত্রুর সমক্ষ হইতে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করাইয়া রুক্মিণীকে হরণ করিলেন। (৪৩) পরে শৃগাল মধ্যহইতে স্বীয় ভাগহারী সিংহের ন্যায় বলদেব সমভিব্যাহারে ক্রমশ গমন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অভিমানী অপর জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা সকলে স্বীয় পরাভব ও যশ ক্ষয় আর সহিতে পারিল না। (৪৪) এবং খেদ করিতে লাগিল, আহা ধনুর্দ্ধারি যে আমরা, আমারদিগকে ধিক থাকুক, যেহেতু যেমন কেশরীর বলি অন্য পশুতে লইয়া যায় তদ্রূপ আমাদিগের যশ গোপ কর্ত্তৃক হৃত হইল। (৪৫)

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষ রাজাদিগকে জয় করিয়া ও রুক্মিকে বিরূপ করিয়া নিজ পুরীতে গিয়া রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন।

শুকদেব কহিলেন, এই রূপে সকলে ধিককার করতঃ ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়ে স্বস্ববলে পরিবৃত হইয়া কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক কৃতোদ্যোগ হইয়া যথাযোগ্য বাহনে আরোহণ করতঃ কৃষ্ণ বলরামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। (১) হে মহারাজ! যাদব পক্ষীয় অনীক যূথপগণ বিপক্ষ পক্ষীয় বলের আগমন অবলোকন করিয়া স্বীয় স্বীয় ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করত তাহারদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। (২) যেমন মেঘ সকল পর্ব্বতের উপরিভাগে বারিবর্ষণ করে তদ্রূপ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে গজ স্কন্ধ হইতে রথের উপরিভাগ হইতে অস্ত্র কুশল বিপক্ষেরা শর বর্ষণ করিতে লাগিল। (৩) সুমধ্যমা রুক্মিণী স্বীয় পতির সৈন্যগণকে শরবর্ষণে আচ্ছন্ন

দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল নয়নে অথচ সলজ্জ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (৪) তখন ভগবান্ হাস্য করিয়া কহিলেন হে বামলোচনে! ভয় করিও না, তোমার শত্রুপক্ষীয় বল সকল এখনিই বিনষ্ট হইবে। (৫) পরে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বীরগণ তাহাদিগের সেই বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিপক্ষীয় হয় গজ রথ সকল ধ্বংস ও চূর্ণ করিতে লাগিলেন। (৬) তাহাতে রথারোহী অশ্বারোহী গজারোহী সৈন্যগণের কোটি কোটি মস্তক সকল কুণ্ডল কিরীট ও উষ্ণীশ সহিত পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। (৭) অসি গদা বাণ সহিত হস্ত সকল, প্রকোষ্ঠ সকল, উরুদেশ সকল, অঙ্ঘ্রি সকল আর অনবরত নাগ উষ্ট্র খর মনুষ্যদিগের মস্তক সকল পতিত হইতে লাগিল। (৮) জয়াকাঙ্ক্ষি বৃষ্ণি পক্ষীয় বল কর্ত্তৃক বিপক্ষীয় অনীক বল হন্যমান হইলে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা সকলে বিমুখ হইয়া গমন করিল। (৯) এবং হৃত দারের ন্যায় আর্ত্ত ও নষ্ট প্রভ ও উৎসাহ শূন্য ও শুষ্ক বদন এই রূপ অবস্থাপন্ন শিশুপালের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিল। (১০) হে নরশ্রেষ্ঠ দৌর্ম্মনস্য পরিত্যাগ কর। হে মহারাজ! দেহিদিগের মধ্যে সুখ দুঃখের স্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায় না। (১১) যেমন কুহকের ইচ্ছানুসারে কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা নৃত্য করে সেই রূপ ঈশ্বর পরতন্ত্র হইয়া এই সুখ দুঃখ যাতায়াত করিতেছে। (১২) আমিও শ্রীকৃষ্ণ হইতে সপ্তদশবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরে ত্রয়োবিংশতি অনীক সৈন্য দ্বারা শেষে একবার জয়লাভ করিয়াছি। (১৩) তথাপি আমি কখন শোক বা হর্ষ প্রকাশ করি না। হে মহারাজ! অদৃষ্ট বশতঃ কালে এই জগৎ কখন বিপ্লাবিত হইবে। (১৪) আমরা সকলে বীর যূথপতিদিগের অধিপতি হইয়াও কৃষ্ণ পালিত অল্প সৈন্য যদুগণ কর্ত্তৃক এক্ষণে পরাজিত হইলাম। (১৫) এক্ষণে সময় উহাদিগের অনুকূল অতএব এখন রিপুগণ জয়লাভ করুক, কাল যখন অনুকূল হইবে তখন আমরা জয় লাভ করিব। এই রূপে বন্ধু কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া চৈদ্যাধিপতি শিশুপাল সানুগের সহিত স্বীয় পুরী প্রস্থান করিলেন। এবং হত শেষ রাজাগণও স্বীয় স্বীয় পুরীতে পুনর্গমন করিল।

তখন কৃষ্ণ পরিপন্থী বলবান্ রুক্মী স্বীয় ভগিনীর রাক্ষসোদ্বাহ সহিতে না পারিয়া অক্ষৌহিণী সেনার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ক্রোধাবিষ্ট মহাবাহু রুক্মী শরাসনে শর সন্ধান করত কৃতোদ্যোগ হইয়া তত্রস্থ সকল রাজগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে হনন না করিয়া এবং ভগিনীকে উদ্ধৃতা না করিয়া কুণ্ডিন রাজ্যে আর প্রবেশ করিব না আমি যথার্থ বলিতেছি ইহা কহিয়া রথে আরোহণ করতঃ সারথির প্রতি অনুমতি করিলেন, শীঘ্র অশ্ব সকলকে চালনা করিয়া যেখানে কৃষ্ণ আছেন তথায় গমন কর, তাঁহার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে। (১৬) অদ্য আমি শাণিত বাণ দ্বারা দুর্ম্মতি গোপালের বলদর্প বিনষ্ট করিব, যে দর্পে তিনি হঠাৎ আমার স্বসাকে অপহরণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রমাণ (ইয়ত্তা) অনভিজ্ঞ কুমতি রুক্মী ইহা কহিয়া রথোপরি হইতে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া গোবিন্দকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। (১৭) এবং সুদৃঢ় ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তিনটী শর নিক্ষেপ করিলেন ও কহিলেন, ওরে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যদুকুলের কলঙ্ককারী, ক্ষণকাল স্থির হও। (১৮) হবি অপহরণকারী কাকের ন্যায় আমার ভগিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া কোথায়

যাও। হেমন্দ! মায়াবী অধম যোদ্ধা যে তুমি, অদ্য তাবৎ তোমার দর্প চূর্ণ করিব যাবৎ তুমি আমার বাণে আহত হইয়া শয়ন না কর, অতএব আমার ভগিনীকে পরিত্যাগ কর।

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করতঃ ছয় বাণ দ্বারা ধনুঃছেদন, পূর্ব্বক রুক্মীকে বিদ্ধ করিলেন এবং আট বাণে চারি ঘোটক, দুই বাণে সারথি ও তিন বাণে ধ্বজা ছেদন করিলেন। অতঃপর রুক্মী অপর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্দ্বারা আহত হইয়া পুনর্ব্বার সমূহ বাণ দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন; রুক্মীও পুনর্ব্বার অন্য ধনু গ্রহণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহা ছেদন করিলেন। এই রূপে পরিঘ, পট্টিস, শূল, চর্ম্ম, অসি শক্তি, তোমর প্রভৃতি যে যে অস্ত্র রুক্মী গ্রহণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎ সমুদায়ই ছেদন করিলেন।

অনন্তর রুক্মী ক্রোধে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হননের ইচ্ছায় খড়্গ হস্তে পতঙ্গের অগ্নিতে গমনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাণ দ্বারা সমাগত সেই রুক্মীর খড়্গ ও চর্ম্ম তিল তিল প্রমাণে ছেদন করিয়া রুক্মীকে হনন করিতে উদ্যত হইয়া তীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিলেন।

তখন রুক্মিণী সতী ভ্রাতৃ বধের উদ্যোগ দর্শনে ভয়ে বিহ্বলা হইয়া ভর্ত্তৃ চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া করুণ স্বরে কহিতে লাগিলেন। হে যোগেশ্বর? হে অপ্রমেয়াত্মা! হে দেব দেব। হে জগৎ পতে। হে কল্যাণ! হে মহাবাহো! আমার ভ্রাতাকে হনন করিবেন না (১৯)

শুকদেব কহিলেন। তখন ভয়ে কম্পিত কলেবরা, শোকে মুখ শুষ্ক হওয়াতে অবরুদ্ধ কণ্ঠ, এবং কাতরতা বশতঃ স্খলিত হেম মালা, এই রূপ অবস্থাপন্ন রুক্মিণী কর্ত্তৃক পদদ্বয় গৃহীত হওয়াতে করুণাপ্রকাশ করত রুক্মীবধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। (২০) এবং চেল খণ্ড দ্বারা সেই বিরুদ্ধ কারি রুক্মীকে বদ্ধ করতঃ সেই অসিতেই তাঁহার স্থানে ২ শ্মশ্রু কেশ মুণ্ডন করিয়া বিরূপ করিয়াদিলেন, এবং যেমন করিগণ নলিনী বন দলন করে তদ্রূপ যাদব পক্ষীয় বীর পুরুষেরা উদ্ধত শত্রু সৈন্য গণকে বিমর্দ্দন করিতে লাগিল। (২১)

অনন্তর ভগবান্ বিভু সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া রুক্মীকে দর্শন করিলেন, তাঁহাকে তথা ভূত হত প্রায় দেখিয়া সকরুণ হৃদয়ে তাঁহার বন্ধন মোচন করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে সুহৃদের শ্মশ্রু ও কেশ মুণ্ডন করিয়াছ, ইহা আমারদিগের অতি গর্হিত অসাধু কর্ম্ম করা হইয়াছে, কারণ সুহৃদকে বিরূপ করাকেই বধ করা বলা যায়। (২২)

পরে রুক্মিণীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তে কহিলেন, হে সাধ্বী! ভ্রাতার বিরূপ করণ চিন্তা করিয়া আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিও না, কারণ সুখ দুঃখের দাতা অন্য ব্যক্তি নহে, যেহেতু পুরুষ স্বকৃত সুখ দুঃখ স্বয়ং ভোগ করে। (২৩)

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, বন্ধু ব্যক্তি বধ যোগ্য দোষ বিশিষ্ট হইলেও তাহাকে বধ করা উপযুক্ত নহে, ত্যাগ করাই বিধেয়, যে ব্যক্তি স্বীয় দোষে হত হইয়াছে তাহাকে কি পুনর্ব্বার বধ করা বিধেয় হয়? (২৪)

পুনরায় রুক্মিণীর প্রতি কহিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের এই ধর্ম্ম প্রজাপতি ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে ধর্ম্মেতে ভ্রাতাও ভ্রাতাকে হনন করিতে পারে, অতএব ইহা অতি দারুণ ধর্ম্ম, তাহাতে আমাদিগের অপরাধ কি? (২৫)

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কহিলেন, রাজ্য, কি ধন, কি ভূমি, কি সৌভাগ্য, কি মান এই সকলের নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্তে সৌভাগ্য সদান্ধ মানী ব্যক্তি বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় বটে কিন্তু আমাদিগের তদ্রূপ হওয়া অনুচিত। (২৬)

পুনর্ব্বার রুক্মিণীকে কহিলেন, তুমি অজ্ঞের ন্যায় সর্ব্বভূতের অহিতকারী ভ্রাতাদিগের যে সর্ব্বদা মঙ্গল ইচ্ছা করিতেছ ইহা তোমার অতি অসমীচীনা বুদ্ধি, কারণ তাহা তোমার সুহৃদ্গণের অমঙ্গল জনক। (২৭) যেহেতু দেহাত্মবাদী মনুষ্যদিগের এইরূপ আত্মমোহ দেবমায়া দ্বারা কল্পিতই হয়, যে কেহ সুহৃৎ কেহ শত্রু কেহবা উদাসীন। (২৮) কিন্তু পরমার্থতঃ সমুদায় দেহিমাত্রের বিশুদ্ধ পরমাত্মা একই মাত্র, অথচ মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁহাকে নানার ন্যায় জ্ঞান করে, যেমন জলে চন্দ্র সূর্য্যাদি ও ঘটাদিতে আকাশকে নানা করিয়া দেখে। (২৯) আত্মাতে অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত, আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আদ্যন্ত বিশিষ্ট এই দেহ দেহীকে সংসারে প্রবৃত্ত করে তাহাতেই এক বিশুদ্ধ আত্মা প্রতীত হয়েন না। (৩০) কিন্তু হে সতি! সেই আধিভৌতিকাদি দেহের সহিত আত্মার সংযোগ বা বিযোগ কখনই সম্ভব হয় না, কারণ দেহ অসৎ ও আত্মা সৎ, অথচ ভূতেন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট দেহ যে প্রকাশিত হয়, আত্মাই তাহার হেতু, যেমন চক্ষু ও রূপ এ উভয়ই সূর্য্য হইতেই প্রকাশিত হয়। (৩১) আর জন্মাদি রূপ যে ছয় বিকার ইহা দেহের ই বিকার মাত্র, আত্মার কখনই নহে, যেমন চন্দ্রকলা মাত্রেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয় চন্দ্রের নহে, অথচ কলা নাশেতেই অমাবস্যাকে ইন্দুক্ষয় বলিয়া স্বীকার করে, তদ্রূপ মূঢেরা দেহ নাশেতেই আত্মার নাশ ব্যবহার করে।)৩২) যেমন স্বপ্নেতে বিষয়ের অসত্ত্বেও শয়ান ব্যক্তি ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ উপলব্ধি করে, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তি সংসার প্রাপ্ত হয়। (৩৩) অতএব হে শোভন হাস্যযুক্তে, রুক্মিণী! অজ্ঞান জনিত এই যে তোমার শোক ইহা আত্মাকে শুষ্ক ও মোহযুক্ত করে, অতএব উক্ত রূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উহাকে দূরীভূত করিয়া সুস্থা হও। (৩৪)

শুকদেব কহিলেন, তন্বী রুক্মিণী এই রূপে ভগবান বলদেব কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া মনোমালিন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে বুদ্ধিতে সমাহিত করিলেন। (৩৫)

অনন্তর প্রাণমাত্রাবশিষ্ট, হত বল, ও হতপ্রভ রুক্মি শত্রু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্বীয় বিরূপ করণ স্মরণ পূর্ব্বক মিথ্যা মনোরথ করতঃ আপনার নিবাসের নিমিত্তে ভোজকট নামে এক মহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। (৩৬ দুর্ম্মতি কৃষ্ণকে হনন না করিয়া এবং ভগিনীকে উদ্ধৃতা না করিয়া আর কুণ্ডিনে প্রবেশ করিব না, ইহা কহিয়া ক্রোধ বিষ্ট চিত্তে সেই ভোজকটে বসতি করিতে লাগিলেন।

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রূপে ভূমিপতিগণকে পরাজয় করিয়া ভীষ্মক সুতা রুক্মিণীকে স্বীয় পুরীতে আনয়ন পূর্ব্বক যথাবিধি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তখন যদু পুরীর প্রতি গৃহে, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভাবাপন্ন মনুষ্য গণের মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। (৩৭) এবং সুমার্জ্জিত মণি কুণ্ডল বিশিষ্ট নর নারী গণ হৃষ্ট চিত্ত হইয়া বিচিত্র বসন বিভূষিত বর বধূর নিমিত্তে দেয় উপহার আহরণ করিতে লাগিল। (৩৮) তখন সেই বৃষ্ণি পুরী, উত্তোলিত ধ্বজ বিশেষ দ্বারা ও বিচিত্র মাল্য বস্ত্র বিশিষ্ট স্বর্ণ তোরণ দ্বারা এবং প্রতি দ্বারে কল্পিত লাজাঙ্কুর পুষ্প প্রবালাদি মাঙ্গল্য বস্তু দ্বারা ও পূর্ণ কুম্ভ ও অগুরু ও ধূপ দীপ

দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। (৩৯) আর আহূত প্রিয়তম রাজাদিগের করিগণের মদ ক্ষরণ দ্বারা মার্গ সকল সিক্ত হইতে লাগিল, ও দ্বার দেশে উচ্চতর কদলী বৃক্ষ ও গুবাক সকল শোভা পাইতে লাগিল। (৪০) সমাগত বন্ধুবর্গের মধ্যে কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু, এবং কুন্তি বংশীয় রাজারা সকলে ঔৎসুক্য হেতু তথায় একত্রিত হইয়া পরস্পর আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন

তখন ইতস্ততঃ গীয়মান রুক্মিণীহরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা ও রাজ কন্যাগণ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং হেরাজন্! দ্বারকায় রুক্মিণীও লক্ষ্মীর সহিত শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পুরবাসী গণের মহা আমোদ হইতে লাগিল। (৪১)

ইতি দশমস্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রদ্যুম্নের জন্ম ও শম্বর কর্ত্তৃক তাঁহার অপহরণ, এবং শম্বরকে বধ করিয়া পত্নীর সহিত তাঁহার আগমন।

শুকদেব কহিলেন, বাসুদেবাধিষ্ঠিত চিত্ত প্রভব হেতু বাসুদেবাংশ সম্ভূত কামদেব পূর্ব্বে মহাদেবের ক্রোধে দগ্ধ হইয়া দেহ প্রাপ্তির নিমিত্তে পুনর্ব্বার বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইলেন। (১) সেই কামদেব শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যে সমুদ্ভূত হইয়া রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইলেন, তিনি সর্ব্বতো ভাবে পিতা হইতে অন্যূন। (২) পরে কামদেবের প্রসিদ্ধ শত্রু কামরূপী শম্বর তাঁহাকে আপনার শত্রু জানিয়া অপ্রাপ্তাবস্থ বালক সেই প্রদ্যুম্নকে হরণ পূর্ব্বক সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করতঃ স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। (৩) প্রদ্যুম্ন সমুদ্র জলে নিক্ষিপ্ত হইলে এক বলবান্ মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। পরে সেই বৃহৎ মৎস্য অপর মৎস্যের সহিত জালে আবৃত হইয়া মৎস্য জীবি কৈবর্ত্ত কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। (৪) কৈবর্ত্তেরা সেই বৃহৎ মৎস্যটী শম্বরসন্নিধানে লইয়াগিয়া উপহার প্রদান করিল। শম্বরের সূদগণ মৎস্যকে রন্ধন শালায় লইয়া গিয়া অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিবার সময়ে তদুদরে এক অদ্ভুত বালক দেখিয়া ঐবালককে মায়াবতীর নিকটে সমর্পণ করিলেন। (৫)

পূর্ব্বে নারদ শঙ্কিতচেতা সেই মায়াবতীকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে রুক্মিণীতে বালকের উৎপত্তি ও তাঁহার মৎস্যোদরে প্রবেশ এবং এই বালকই তোমার ভর্ত্তা ইহা বলিয়াছিলেন। (৬) তিনিই কামদেবের পতিব্রতা পত্নী রতি, তিনি দগ্ধ দেহ পতির দেহোৎপত্তি প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। (৭) এবং তিনি শম্বর কর্ত্তৃক অন্ন ব্যঞ্জন সাধনে পাচিকা রূপে নিরূপিত হইয়াছিলেন। তিনি নারদ বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক শিশুকে কামদেব বোধ করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ করিতে লাগিলেন। (৮) পরে অনতিদীর্ঘকালে সেই প্রদ্যুম্ন যৌবনারূঢ় হইয়া অবলোকনকারিণী নারী গণের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। (৯) হে মহারাজ! তখন সেই মায়াবতী পদ্মপলাশ লোচন, আজানু লম্বিত বাহু, নরলোক সুন্দর নিজ পতিকে সুরতোপযুক্ত অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে প্রীতিপূর্ব্বক লজ্জার সহিত হাস্য যুক্ত উৎক্ষিপ্ত ভ্রূদ্বারা দর্শন করতঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (১০)

এতদ্দর্শনে ভগবান্ প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে কহিলেন, হে মাতঃ! এক্ষণে তোমার অন্তঃকরণের অন্যথা ভাব দেখিতেছি, এখন মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া তুমি কামিনী ভাবে বর্ত্তমান হইয়াছ। (১১)

রতি কহিল, তুমি নারায়ণের পুত্র, শম্বরাসুর তোমাকে গৃহ হইতে অপহরণ করিয়াছিল, হে প্রভো! আমি তোমার অধিকৃত পত্নী রতি, তুমি কামদেব। এই শম্বরাসুর অপ্রাপ্তাবস্থ সময়ে লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাতে তোমাকে এক মৎস্য গ্রাস করিয়াছিল, হে প্রভো! সেই মৎস্যের উদর হইতে এখানে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। (১২) দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়, ও শতশত মায়া অভিজ্ঞ সেই স্বীয় শত্রুকে তুমি মোহনাদি মায়া দ্বারা জয় কর। (১৩) মৃত পুত্রা কুররী পক্ষিণীর ন্যায় বা অনুদ্দিষ্ট বৎসা গাবীর ন্যায় পুত্র স্নেহাকুলা ও দীনা ও আতুরা তোমার মাতা সর্ব্বদাই রোদন করিতেছেন। মায়াবতী প্রদ্যুম্ন মহাত্মাকে এই রূপ কহিয়া তাঁহাকে সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মহামায়া বিদ্যা প্রদান করিলেন।

তখন প্রদ্যুম্ন শম্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া অসহ্য আক্ষেপ বাক্য দ্বারা তাহাকে তিরস্কার করতঃ ক্রোধ জন্মাইয়াদিয়া যুদ্ধের নিমিত্তে তাহাকে আহ্বান করিলেন। পরে পাদ দ্বারা আহত উরগের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে অনুযুক্ত শম্বর ক্রোধে তাম্রবর্ণ নয়ন হইয়া গদাহস্তে নির্গত হইলেন। (১৪) এবং গদা উত্তোলন করিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের প্রতি বেগে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক বজ্র নির্ঘোষ নিষ্ঠুর সদৃশ এক মহা শব্দ করিয়া উঠিল। ভগবান্ প্রদ্যুম্নও স্বীয় গদা দ্বারা সম্মুখে আগত সেই গদাকে চূর্ণ করতঃ ক্রোধে শব্দ করিয়া শত্রুর প্রতি গদা প্রক্ষেপ করিলেন। (১৫) তখন শম্বরাসুর ময়দানব দর্শিত দৈতেয়ী মায়া আশ্রয় করিয়া আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের প্রতি লৌহময় বর্ষাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। (১৬) পরে রুক্মিণীপুত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্নও লৌহময় বর্ষদ্বারা বিদ্ধ হইয়া সর্ব্ব মায়াবিনাশিনী সত্ত্বগুণময়ী মহামায়াবিদ্যা প্রয়োগ করিলেন। (১৭) অনন্তর শত শত দৈত্য গণ, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, ও রাক্ষস সম্বন্ধীয় মায়া প্রয়োগ করিতে লাগিল, এবং প্রদ্যুম্নও সে সমুদায় মায়াকে বিনাশ করিলেন। (১৮) এবং শাণিত অসি উত্তোলন পূর্ব্বক কিরীট কুণ্ডল সহিত তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু বিশিষ্ট শম্বরের মস্তক বল পূর্ব্বক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। এবং দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুতি সহকারে কুসুম বর্ষণে আকীর্ণ হইয়া অম্বরচারিণী ভার্য্যাকে লইয়া আকাশমার্গে স্বীয় পুরী প্রস্থান করিলেন। (১৯) হে রাজন্! বিদ্যুতের সহিত বলাহকের ন্যায় পত্নীর সহিত প্রদ্যুম্ন ললনাগণ সঙ্কুল অন্তঃপুরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। (২০)

অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীগণ, নবজলদ শ্যামবর্ণ, পীত কৌষেয় বাস, প্রলম্ববাহু, রক্তবর্ণ চক্ষু, শোভন হাস্যযুক্ত রুচিবানন, নীলবর্ণ কুটিল কুন্তলে অলঙ্কৃত মুখপদ্ম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বোধে লজ্জায় তথায় লুক্কায়িত হইতে লাগিল। (২১) ।)২২) পরে স্ত্রীগণ ঈষদ্বৈলক্ষণ্য দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ নয় ইহা অবধারণ করিয়া প্রমুদিতান্তঃকরণে স্ত্রীরত্ন দর্শনে বিস্মিত হইয়া নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অসিতাপাঙ্গী মিতভাষিণী বৈদর্ভী তথায় আসিয়া তদ্দর্শনে পুত্র স্নেহে ক্ষীরক্ষরিতপয়োধরা হইয়া বিনষ্ট স্বীয় পুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। (২৩) এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ নরশ্রেষ্ঠ কে? এই কমললোচন কাহার সন্তান? কেবা ইহাঁকে জঠরে ধারণ করিয়াছে? ইনি ইবা কাহাকে প্রাপ্ত করিয়াছেন? (২৪)

আমারও একটী সন্তান নষ্ট হইয়াছে, যেটী সূতিকা গৃহ হইতে হৃত হয়, সেটী যদি কোন স্থানে জীবিত থাকে তবে ইহাঁর তুল রূপ ও ইহাঁর তুল্য বয়স হইয়া থাকিবে। (২৫) এব্যক্তি ইবা আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, হাস্য, ও বিলোকনাদি সর্ব্ব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য কিপ্রকারে প্রাপ্ত হইল। (২৬) আমি যে বালককে গর্ব্বে ধারণ করিয়াছিলাম, নিশ্চয় বোধ হইতেছে সেই বা এই হইবে, যে হেতু ইহাঁর প্রতি অধিক প্রীতি প্রযুক্ত আমার বাম ভুজ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

বৈদর্ভী এই প্রকারে মীমাংসা করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবকী ও বসুদেবের সহিত ভগবান্ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ জনার্দন সমুদায় বিষয় জানিয়াও তুষ্ণী ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, কিন্তু নারদ শম্বরাসুর কর্ত্তৃক হরণাদি সমুদায় বিষয় বর্ণন করিলেন। এই মহদাশ্চর্য্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরস্থ যোষিৎ গণ মৃতের ন্যায় বহু বৎসর পর্য্যন্ত হৃত হইয়া পুনরাগত প্রদ্যুম্নের প্রতি আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে দেবকী, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ও স্ত্রীগণ এবং রুক্মিণী সেই দম্পতীকে আলিঙ্গন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। বিনষ্ট প্রদ্যুম্ন পুনরাগমন করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসী লোক সকল কহিতে লাগিল, আহা! এই বালক মৃতপ্রায় অমুদ্দিষ্ট হইয়া পুনরাগমন করিয়াছে। (২৮) রমাপতি শ্রীকৃষ্ণরূপ বিম্বের প্রতিবিম্ব স্বরূত ও স্মরণ মাত্র চিত্তের ক্ষোভ জনক কামদেব দৃষ্টি গোচর হইলে শ্রীকৃষ্ণের সমান রূপতা প্রযুক্ত নিজপতি ভাবনায় তাঁহার মাতৃগণও রূঢ় ভাব হইয়া নির্জ্জনে বারম্বার যে প্রদ্যুম্নকে ভজনা করিতেন ইহা যখন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তাহাতে অন্য নারীদিগের কথা আর কি আছে? (২৯)

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাভিযোগে মণি হরণ পূর্ব্বক জাম্ববানের ও সত্রাজিতের কন্যা প্রাপ্তি, অনন্তর অন্যদার গ্রহণ ও স্যমন্তক হরণাদি দ্বারা অর্থের অনর্থতা কথন।

শুকদেব কহিলেন, কৃতাপরাধ সত্রাজিত অপরাধ শান্তির নিমিত্তে স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া স্যমন্তক মণির সহিত স্বীয় তনয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। (১)

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সত্রাজিত শ্রীকৃষ্ণের কি অপরাধ করিয়াছিলেন ও কি প্রকারেইবা তাঁহার স্যমন্তক প্রাপ্তি হইল, আর কি নিমিত্তেই বা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক সহিত স্বীয় সুতা প্রদান করিলেন? তাহা শুনিতে বাসনা করি। (২)

শুকদেব কহিলেন, সূর্য্যদেব স্বীয় ভক্ত সত্রাজিতের স্বামী হইয়াও পরম সুহৃদ ছিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্নিগ্ধ শিখা সত্রাজিতকে স্যমন্তক নামক মণি প্রদান করেন। (৩) হে মহারাজ! একদা সত্রাজিত সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করতঃ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ শালী ও তেজ দ্বারা অনুপলক্ষিত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন। (৪) দ্বারকাবাসী লোক সকল দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া তেজে বিলুপ্ত দৃষ্টি হইয়া সূর্য

আশঙ্কায় ভগবানের নিকটে গিয়া সংবাদ দিল, ভগবান্ তৎকালে অক্ষ ক্রীড়া করিতেছিলেন। (৫) তাহারা কহিল, হে নারায়ণ! তোমাকে নমস্কার করি, হে শঙ্খ চক্র গদাধর! হে দামোদর! হে পদ্ম পলাশ লোচন! হে গোবিন্দ! হে যদুনন্দন। (৬) হে জগৎপতে! তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে এই সূর্য্যদেব আগমন করিতেছেন, তীক্ষ্ণ রশ্মি এই সূর্য্য কিরণ সমূহ দ্বারা মনুষ্যগণের চক্ষুর্দ্বয়ে বিঘ্ন করিতেছেন। (৭) হে প্রভো! ত্রিলোকী মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবগণ সকলও তোমার অনুসরণ ইচ্ছা করেন, ইহা জানিয়া অদ্য গূঢ় ভাবে যদুকুল মধ্যে তোমাকে দর্শন করিবার মানসে সূর্য্যদেব আগমন করিতেছেন। (৮)

শুকদেব কহিলেন, অম্বুজলোচন শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করতঃ কহিলেন, এ সূর্য্যদেব নহে স্যমন্তক মণির প্রকাশ দ্বারা জাজ্বল্যমান শত্রাজিত আগমন করিতেছে। (৯) পরে শত্রাজিৎ স্বীয় গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বিপ্রগণ দ্বারা উৎসবের সহিত মঙ্গলাচরণ করাইয়া সেই সুশোভিত মণিটীকে দেব সদনে সংস্থাপিত করিলেন। (১০) হে প্রভো! সেই মণিটী প্রতিদিন আটটী করিয়া স্বর্ণভার (চারিধানে এক গুঞ্জা, পাঁচ গুঞ্জায় একপণ, আটপণে এক ধরণ, আট ধরণে এক কর্ষ, চারি কর্ষে এক পল, শতপলে এক তুলা, এই রূপ বিংশতি তুলাতে এক ভার) প্রসব করিত। (১১) মায়াবী শত্রাজিতের সেই মণিটী যে স্থানে অর্চ্চনা সহকারে স্থাপিত হয়, তথায় দুর্ভিক্ষ, মারী, অমঙ্গল, সর্প, আধি ব্যাধি ইত্যাদি দ্বারা অশুভ হইবার ভয় কিছুই থাকে না। (১২)

পূর্ব্বে এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজের নিমিত্তে শত্রাজিতের নিকটে ঐ মণিটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রাজিৎ প্রার্থনা ভঙ্গ বিষয়ে কোন বিতর্ক না করিয়াও অর্থ কামুক হইয়া মণি প্রদান করেন নাই। (১৩)

একদা শত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন সেই মহাদ্যুতি স্যমন্তক মণিটী কণ্ঠে ধারণ করতঃ ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলেন। (১৪) তথায় এক কেশরী ঘোটকের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গিরি গুহায় প্রবেশ করিল। পরে জাম্ববান্ সেই গুহামধ্যে কেশরীকে নিহত করিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা স্বীয় কুমারের ক্রীড়া দ্রব্য করিয়া দিলেন।

পরে শত্রাজিৎ স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে পুনরাগমন করিতে না দেখিয়া পরিতাপ করত কহিলেন। (১৫) আমার ভ্রাতা, প্রসেন কণ্ঠে মণি ধারণ করতঃ বনে গমন করিয়াছিলেন, প্রায়ই বোধ হয় মণিলোভে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ জনগণ কর্ণাকর্ণি করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম্পরায় তাহা শ্রবণ করিয়া আপনাতে লিপ্ত অযশ অপনোদনের নিমিত্তে নগরস্থ জনগণের সহিত প্রসেনের অন্বেষণে গমন করিলেন। বনমধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে কেশরী কর্ত্তৃক নিহত অশ্বের সহিত প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা সকলে পর্ব্বত পৃষ্ঠে প্রসেনঘাতী সেই সিংহকে জাম্ববান্ কর্ত্তৃক নিহত দেখিলেন। পরে ভগবান্ স্বীয় জনগণকে বাহিরে রাখিয়া নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ঋক্ষরাজের সেই ভয়ানক গুহা মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। তথায় বালকের ক্রীড়া দ্রব্যীকৃত সেই মণিশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া হরণার্থ কৃত নিশ্চয় হইয়া সেই বালকের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বালকের ধাত্রী সেই অপূর্ব্ব পুরুষবিগ্রহ দর্শন করিয়া ভীরু স্বভাব বশতঃ ক্রন্দন করিয়া উঠিল,

ইহা শ্রবণ করিয়া বলিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ ক্রোধান্ধ হইয়া আগমন করিল এবং ক্রোধে অনুভব করিতে না পারিয়া প্রাকৃত পুরুষজ্ঞানে আপনার অভীষ্ট দেবতা ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। (১৬)

একমাংসাভিলাষী শ্যেন পক্ষীদ্বয়ের যুদ্ধের ন্যায় অস্ত্র যষ্টি ও হস্ত দ্বারা বিজিগীষু উভয়ের তুমুল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে লাগিল। (১৭) এইরূপে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় নিষ্ঠুর পরস্পর মুষ্টির আঘাত সংকৃত ঘোর যুদ্ধ অষ্টাবিংশতি দিবস অহর্নিশি অবিশ্রান্ত হইতে লাগিল। (১৮)

পরে জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় মুষ্টির আঘাতে বিশ্লিষ্ট অঙ্গবন্ধন, ক্ষীণ শ্রীব, ও কম্পিত কলেবর হইয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে কহিতে লাগিল। (১৯) আমি জানিলাম, তুমি সকল প্রাণির প্রাণ, বল, হৃদয় ও দেহ, তুমি পুরাতন পুরুষ বিষ্ণু এবং প্রভু ও অধীশ্বর। (২০) তুমি সমুদায় বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাদিগেরও স্রষ্টা, এবং সমুদায় সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কেবল তুমি এক মাত্র নিত্য পদার্থ। গমনশীল পদার্থের মধ্যে তুমিই কাল ও ঈশ্বর, ও সমুদায় আত্মার তুমি পরমাত্মা। (২১) পূর্ব্বে তোমার ঈষদুদ্দীপিত রোষ সহকৃত কটাক্ষ বিক্ষেপে নক্র তিমিঙ্গিল সহিত ক্ষুব্ধ সমুদ্র স্বীয় গাত্রোপরি সেতু প্রদান করিয়াছিল, আর তুমিই সেই সেতু বদ্ধ করিয়া স্বীয় যশোরাশি দ্বারা লঙ্কাকে উজ্জ্বলিত এবং রাক্ষসদিগের মস্তক সকল বাণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিয়াছিলে। (২২)

হে মহারাজ! পদ্মপলাশলোচন ভগবান দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উভয় পাণি দ্বারা অনুভূত বিজ্ঞান স্বীয় ভক্ত সেই ঋক্ষরাজ জাম্ববানের গাত্র স্পর্শ করিয়া পরম কৃপা সহকারে মেঘ ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে তাহাকে কহিতে লাগিলেন। (২৩) হে ঋক্ষপতে! স্যমন্তক মণির নিমিত্তে আমরা অনেকে এই গহ্বর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পরে তাহাদিগের মধ্যে এই মণি দ্বারা আপনার মিথ্যাভিশাপ পরিমার্জনাভিলাষে আমিই এই বিলমধ্যে প্রবেশ করি। (২৪)

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই প্রকার শ্রবণ করিয়া জাম্ববান হৃষ্ট চিত্তে পূজার নিমিত্তে স্যমন্তক মণির সহিত স্বীয় দুহিতা জাম্ববতী কন্যা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন।

ওদিকে বিল প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের বহির্গমন না দেখিয়া বিল দ্বারস্থ জনগণ দ্বাদশ দিবস তথায় প্রতীক্ষা করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় পুরী প্রস্থান করিল। তথায় দেবকী রুক্মিণী বসুদেব সুহৃদ জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব সকলে শ্রীকৃষ্ণের পর্ব্বত গুহা হইতে অনির্গম বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকে মুহ্যমান হইতে লাগিলেন। (২৫) এবং দ্বারকাবাসী সেই সকল প্রজারা শত্রাজিতের প্রতি অভিযোগ বাক্য প্রয়োগ করত দুঃখিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার বাসনায় চন্দ্র ভাগা নামক দুর্গা দেবীর আরাধনা করিতে লাগিল। (২৬) তাহা দিগের কৃত দেবীর উপাসনা হেতু প্রত্যাদিষ্ট আশীর্ব্বাদ সহিত শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধাভিলাষ হইয়া দারার সহিত লোকের হর্ষ উৎপাদন করতঃ আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। (২৭) মৃত বন্ধুর পুনরাগমনের ন্যায় পত্নীর সহিত আগত মণিকণ্ঠে হৃষীকেশকে লাভ করিয়া সকলে মহা মহোৎসব করিতে লাগিল।

তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজ সন্নিধানে সভামধ্যে সত্রাজিতকে আহ্বান করিয়া যে রূপে মণি প্রাপ্ত হইয়াছেন সকলের সমক্ষে তাহা ব্যক্ত করতঃ তাঁহাকে ঐ মণি প্রদান করিলেন। (২৮) পরে সত্রাজিত অতি লজ্জিত হইয়া অধোমুখে মণি রত্ন গ্রহণ ক-

রতঃ স্বীয় অপরাধ দ্বারা অনুতাপিত হইয়া আপনার পুরীতে প্রবেশ করিলেন। (২৯) এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলবদ্বিরোধে ব্যাকুল হইয়া সেই অপরাধ অনুধ্যান করতঃ চিন্তা করিলেন, যে কিপ্রকারে আমার এই পাপ প্রক্ষালিত হইবে, এবং কি রূপেই বা শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। (৩০) কি করিলেই বা আমার মঙ্গল হইবে? আর কি করিলেই বা লোকে আমাকে অবিচারক ক্ষুদ্র মূঢ় ও লোভী বলিয়া অভিযোগ না করিবে?। (৩১) স্ত্রীরত্ন স্বরূপ আমার কন্যা ও মণিরত্ন তাঁহাকে প্রদান করি, আমার অপরাধ শান্তি নিমিত্তে এই উপায় অবলম্বন করাই সমীচীন, অন্যথা তৎ শান্তির আর উপায় নাই।

সত্রাজিত মনে মনে এই প্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া শুভ লক্ষণা স্বীয় সুতা সত্যভামা এবং স্যমন্তক মণি স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন। (৩২) কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি অনেকানেক রাজা কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শীল, রূপ, ঔদার্য্য ও গুণসম্পন্না সেই সত্যভামাকে যথাবিধি বিবাহ করিলেন। (৩৩) এবং সত্রাজিতকে কহিলেন, হে নৃপ! আমরা তোমার মণি অভিলাষ করি না, তুমি, সূর্য্য ভক্ত সে মণিটী তোমারই থাকুক, কিন্তু আমরা তাহার ফলভাগী অর্থাৎ অপুত্রত্ব হেতু তোমার ধন পরে আমাদিগেরই লভ্য হইবে। (৩৪)

ইতি দশম স্কন্ধে ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সপ্ত পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

পুনর্ব্বার শত ধন্বা বধে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর কর্ত্তৃক আহৃত মণি হইতে স্বীয় অযশ পরিহার করেন।

শুকদেব কহিলেন, পাণ্ডবেরা জতু গৃহহইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিয়াও পাণ্ডবদিগের ও কুন্তীর জতুগৃহে দগ্ধ হওয়া শ্রবণ করিয়া কুলোচিত ব্যবহার করণার্থ বলদেবের সহিত কুরুদিগের সমীপে গমন করিলেন। (১) তথায় উপস্থিত হইয়া ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণাচার্য্য ইহাঁরদিগের নিকটে গমন করত তাঁহারদিগের সমান দুঃখে দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। (২)

হে রাজন্! অনন্তর মণি লাভার্থ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে শতধন্বাকে এবং অক্রূর ও কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, তোমরা শত্রাজিতের নিকট হইতে স্যমন্তক মণিটী গ্রহণ করিতে পার না? (৩) যদি বল শত্রাজিৎ জীবিত থাকিতে তাহা দিবে না, তাহাতে কহিলেন, যে ব্যক্তি আমারদিগের নিকটে কন্যা ও মণি প্রতিশ্রুত হইয়া বিগ্রহান্তে শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা দান করিলেন, মণি দিলেন না, সেই শত্রাজিৎ অদ্যাপি কেন তাহার ভ্রাতা প্রসেনের অনুগামী না হইল?

অসত্তম পাপাত্মা গতায়ু শতধন্বা এই রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বাক্যে মতি ভেদ লাভ করিয়া মণি লোভে গিয়া নিদ্রিত শত্রাজিৎকে বধ করিল। (৪) তদ্দর্শনে তৎ পুরীস্থ স্ত্রীগণ অনাথার ন্যায় চীৎকার করিতেছে ইত্যবসরে শতধন্বা পশু হননকারী সৌনিকের ন্যায় হননান্তর মণি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

এ দিকে সত্যভামা স্বীয় পিতাকে হত দেখিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া হা হতাস্মি বলিয়া তাত তাত শব্দে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে মৃত পিতাকে

তৈলদ্রোণীতে নিক্ষেপ করিয়া গজসাহ্বয় নগরে গমন করিলেন, তথায় গিয়া পরিতাপ পূর্ব্বক বিদিতার্থ শ্রীকৃষ্ণকে অবিদিতের ন্যায় পিতার মরণবার্ত্তা শ্রবণ করাইলেন।

হে রাজন্ ইহা শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব নৃলোক ব্যবহার অনুসরণ পূর্ব্বক, আহা? আমারদিগের কি কষ্ট উপস্থিত, ইহা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভার্য্যা ও অগ্রজের সহিত তথা হইতে স্বীয় পুরী আগমন পূর্ব্বক শতধন্বাকে হনন করিবার নিমিত্তে ও তাহা হইতে মণি হরণ জন্য কৃতোদ্যোগ হইতে লাগিলেন। শতধন্বাও শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ শ্রবণ করিয়া ভয়ে আপনার প্রাণ রক্ষার সাহায্যার্থ কৃতবর্ম্মার নিকটে গিয়া যাচ্ঞা করিলেন। (৫)

তখন কৃতবর্ম্মা কহিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ঈশ্বরদ্বয়ের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিব না। কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকটে অপরাধ করিয়া কুশলে থাকিতে পারে। (৬) কংস অনুজের সহিত যাঁহার দ্বেষ বশতঃ সকল সম্পত্তি হইতে বিযুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছে, জরাসন্ধ যাঁহা হইতে সপ্তদশবার যুদ্ধে রথচ্যুত হইয়াছে। শতধন্বা এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অক্রূরের নিকটে গিয়া সহায়তা প্রার্থনা করিল, তখন অক্রূরও কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি জানিয়াশুনিয়াও ঈশ্বরদ্বয়ের বলের বিরোধী হইবে? (৭) যিনি অবলীলাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণ যাঁহার চেষ্টা জানিতে পারেন না। যিনি সপ্তম বর্ষ বয়সে পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বালকের কন্দুক ধারণের ন্যায় এক হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। সেই আদিভূত অনন্ত কুটস্থ পরমাত্মাকে নমস্কার করি। (৮)

শতধন্বা অক্রূর কর্ত্তৃক এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সেই স্যমন্তক মহামণি তাঁহাকে অর্পণ করতঃ শতযোজনগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। (৯) হে রাজন্! রাম জনার্দ্দনও গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগশালী অশ্ব দ্বারা গুরুবধকারী শতধন্বার প্রতি ধাবিত হইতে লাগিলেন। (১০) শতধন্বাও শত যোজন গমনানন্তর গমনে অসমর্থ হইয়া মিথিলার উপবনে পতিত অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রস্ত হৃদয়ে পদচারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণও রোষ পরতন্ত্র হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। (১১)

পাদ বঞ্চারী শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ ধার চক্র দ্বারা পদ সঞ্চারণগামী শতধন্বার মস্তক চ্ছেদন করিয়া অক্রূরে মণি সমর্পিত ইহা জানিয়াও তাহার বস্ত্র মধ্যে মণি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এবং তথায় মণি প্রাপ্ত না হইয়া অগ্রজ সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৃথা শতধন্বাকে বধ করিলাম, তাহার নিকটে মণি নাই। (১২)

অনন্তর বলদেব কহিলেন, নিশ্চয় বোধ হইতেছে তবে শতধন্বা সেই মণি কোন ব্যক্তির নিকটে সমর্পণ করিয়াছে, অতএব তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুমি স্বীয় পুরী প্রস্থান কর। (১৩) আমি আমার প্রিয় সুহৃৎ বিদেহ রাজাকে এক্ষণে এক বার দেখিতে বাসনা করিতেছি, হে মহারাজ! ইহা বলিয়া যদুনন্দন বলদেব মিথিলা পুরীতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। মিথিলাধিপতি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রীত-মনে সহসা গাত্রোত্থান করতঃ অর্চ্চনা দ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনীয় বলদেবকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। (১৪) প্রভু বলদেব মিথিলাতে কয়েক বৎসর সুখে অবস্থিতি করিলেন। (১৫)

অনন্তর কোন কালে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সুযোধন প্রীতি যুক্ত মহাত্মা জনক কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। (১৬)

এ দিকে প্রিয়কারী প্রভু কেশব দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক শতধন্বার মৃত্যু সংবাদ ও মণির অপ্রাপ্তি সমাচার স্বীয় প্রিয়া সত্যভামাকে কহিলেন। (১৭) এবং পরে ভগবান্ সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে করিয়া হত বন্ধুর পারলৌকিক যে যে ক্রিয়া কর্ত্তব্য তাহা সমুদায় সম্পন্ন করিলেন। (১৮)

এ দিকে শতধন্বার মণিহরণ বিষয়ে প্রবোজক অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা উভয়ে শতধন্বার বধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলেন। (১৯) অক্রূর দ্বারকা হইতে প্রোষিত হইলে আধিদৈবিক আধিভৌতিক শারীরীক ও মানসিক তাপ রূপ দ্বারকাবাসিদিগের অরিষ্ট সকল মুহুর্মুহু আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। (২০) হে রাজন্! কেহ কেহ পূর্ব্বোদাহৃত শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া এই রূপ অক্রূরের বিয়োগকেই অরিষ্টের কারণ বলিয়া বর্ণন করেন। কিন্তু ফলতঃ মুনিজনের আবাস ভূমি যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিবাস স্থানে অরিষ্ট দর্শন সংঘটন হওয়া কখন সম্ভব হইতে পারেনা। (২১) একদা কাশী প্রদেশে ইন্দ্র কর্ত্তৃক অনাবৃষ্টি সাধিত হইলে সমাগত শ্বফল্ককে কাশীরাজ স্বীয় সুতা গান্দিনী নাম্নী কন্যা প্রদান করেন, অনন্তর তদ্দেশে সুবৃষ্টি হয়। তৎ প্রভাবে তৎপুত্র এই অক্রূর যেখানে যেখানে গমন করেন তথায় তথায় দেবতারা বৃষ্টি করেন, ও তথায় তথায় উপতাপ বা মারীভয় প্রভৃতি থাকে না। (২২)

এইরূপ অক্রূর মহিমা প্রতিপাদনপর বৃদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা এ বিষয়ের কারণ নহে কিন্তু মণির অপগম মাত্র কারণ ইহা জানিয়া জনার্দ্দন অক্রূরকে আনয়ন করাইলেন। (২৩) অক্রূরকে সম্মান ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রিয় বাক্য কহিয়া অখিল চিত্তাভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে দানপতে! শতধন্বা কর্ত্তৃক শ্রীমান স্যমন্তক মণি তোমাতে যে ন্যাস্ত হইয়াছে ইহা আমি পূর্ব্বেই বিদিত আছি। (২৪) অনপত্য প্রযুক্ত সত্রাজিতের জলপিণ্ড প্রদান, ও ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক অবশিষ্ট দায় তাঁহার দুহিতার পুত্রেরা গ্রহণ করিবে বটে কিন্তু তথাপি অন্য কর্ত্তৃক দুঃখে ধারণীয় এই মণি এক্ষণে তোমার নিকটেই থাকুক। (২৫) কিন্তু অগ্রজ আমার প্রতি মণি বিষয়ে সম্যক রূপে বিশ্বাস করেন না, অতএব হে মহাভাগ! একবার মণি দর্শন করাইয়া বন্ধুদিগের শান্তি স্থাপন কর। (২৬) শ্বফল্কতনয় অক্রূর এই রূপ শমতাবলম্বিত বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া সূর্য্য সমপ্রভ স্যমন্তক মণি বস্ত্রাবরণ সহিত আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে প্রদান করিলেন। (২৮) প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে মণি দর্শন করাইয়া সেই মণি দ্বারা আপনার মিথ্যাভিশাপ বিমোচন করিয়া পুনর্ব্বার অক্রূরকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। (২৯)

যে ব্যক্তি ভগবান্ ঈশ্বর বিষ্ণুর এই বীর্য্য সমন্বিত পাপ হর মঙ্গল বর্দ্ধক উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ কিম্বা অনুস্মরণ করেন, তিনি দুষ্কীর্ত্তি বা দুরিত হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। (৩০)

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অষ্ট পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীপ্রভৃতি পঞ্চ কন্যাকে করস্থ করেন এবং পরম তপস্বিনী কালিন্দীকে বিবাহ করিবার নিমিত্তে প্রিয়ার আবাস ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন।

শুকদেব কহিলেন, একদা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিপ্রভৃতি কর্তৃক আবৃত হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াও পুনর্দৃষ্ট পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার মানসে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। (১) পার্থ প্রভৃতি বীরগণ সেই অখিলেশ্বর মুকুন্দকে সমাগত দেখিয়া পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণের আগমনে ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় সকলেই এককালে গাত্রোত্থান করিলেন। (২) বীরগণেরা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ তাঁহার অঙ্গ সংস্পর্শে বিধূত পাপ হইয়া তাঁহার অনুরাগ সমন্বিত সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট হইতে লাগিলেন। (৩) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও ভীমের পাদাভিবন্দন করিয়া সমবয়স্ক অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া এবং বয়ঃকনিষ্ঠ নকুল ও সহদেব কর্তৃক অভিবন্দিত হইলেন। (৪) পরে শ্রীকৃষ্ণ পরমাসনে আসীন হইলে নবোঢ়া অনিন্দিতা দ্রৌপদী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া অল্পে অল্পে আসিয়া অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সাত্যকি সম্মান পূর্ব্বক অভিবন্দিত হইয়া এবং তত্রস্থ সকলকে সম্মান ও বন্দনা করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। (৫) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসা পৃথার নিকটে সমাগমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন এবং তৎকর্তৃক করুণাযুক্ত সজল নয়নে অভিলক্ষিত হইয়া বধূগণের সহিত তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকেও স্বীয় বান্ধবগণের কুশল অবগত করিলেন। (৬) পরে প্রেমের সহিত শোচনাতে অবরুদ্ধ কণ্ঠা ও অশ্রুপূর্ণনয়না পৃথা সেই সকল ভুক্ত বহু ক্লেশ স্মরণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! ক্লেশের অবসানের জন্যই আত্মদর্শন হইয়া থাকে। (৭) অতএব এক্ষণে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, আমরা অনাথার ন্যায় ছিলাম তুমি আমাদিগকে সনাথা করিলে, হে কৃষ্ণ! তুমি আমারদিগকে বন্ধু বলিয়া স্মরণ করতঃ মদীয় ভ্রাতা অক্রূরকে প্রেরণ করিয়াছিলে। (৮) জগতের সুহৃদ্ যে তুমি তোমার স্বপর ভ্রান্তি নাই বটে তথাপি যে ব্যক্তি তোমাকে নিয়ত স্মরণ করে তাঁহার হৃদিস্থিত ক্লেশ নষ্ট করিয়া থাক। (৯)

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অধীশ্বর! আমরা যে কি মঙ্গল আচরণ করিয়াছি, তাহা আমি জানি না, যেহেতু যোগেশ্বর দিগেরও দুর্দ্দর্শ যে তুমি, বিষয়াসক্ত চিত্ত যে আমরা, অদ্য আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলে। (১০) এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক অভ্যর্থিত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থবাসীদিগের নয়নের আনন্দ জনক হইয়া এক বৎসর কয়েক মাস তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। (১১)

একদা শত্রুহন্তা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে করিয়া কপিধ্বজ রথে আরোহণ পূর্ব্বক অক্ষয় বাণ বিশিষ্ট তূণীরদ্বয় স্কন্ধে লইয়া বহু ব্যাল সমাকীর্ণ নিকটবর্ত্তী মহৎ বনে মৃগয়া বিহারার্থ গমন করিলেন। তথায় গিয়া ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, রুরু, শরভ, গবয়, খড়্গী, হরিণ এবং শল্লক সকল শরদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। (১২) কিঙ্করগণ সেই মেধ্য পশুগণ লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া সমর্পণ করিল। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণান্বিত হইয়া পর্ব্ব দিবসে যমুনায় গমন করিলেন। তথায় গিয়া উভয়ে অতি নির্ম্মল জল স্পর্শ পূর্ব্বক পান করত স্নিগ্ধ হইয়া চারুদর্শনা এক কন্যাকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিলেন। (১৩) তখন অর্জ্জুন

স্বীয় সখা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রুচিরাননা সুদতী বরারোহা প্রমদোত্তমা সেই কন্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার পুত্রী? কোথা হইতে কি করিতেই বা আসিয়াছ। আমার বোধ হইতেছে, তুমি পতি ইচ্ছা করিতেছ, অতএব হে শোভনে! সত্য করিয়া বল।

কালিন্দী কহিলেন, আমি সূর্য্যদেবের কন্যা, বরণীয় বরপ্রদ বিষ্ণুকে পতি ইচ্ছা করিয়া পরম তপস্যা অনুষ্ঠান করিতেছি। (১৪) হে বীর! সেই শ্রীপতি ব্যতিরেকে আমি অন্য পতি প্রার্থনা করি না। অনাথের আশ্রয় সেই মুকুন্দ ভগবান্ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন। আমার নাম কালিন্দী, আমার পিতা যমুনা জল মধ্যে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন না পাইব তাবৎ তথায় বাস করিব। (১৫) গুড়াকেশ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সেই সকল কথা কহাতে বাসুদেব পূর্ব্বেই তাহা জানিতেন অতএব তাঁহাকে রথে উত্তোলন করিয়া অর্জ্জুনের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিলেন। (১৬)

পরে অর্জ্জুন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তথায় তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা তাঁহাদিগের নিমিত্ত এক অদ্ভুত বিচিত্র নগর প্রস্তুত করিলেন। (১৭) ভগবান্ স্বপক্ষীয়দিগের প্রিয় কার্য্যের নিমিত্তে তথায় অবস্থান করতঃ খাণ্ডব নামক ইন্দ্রের বন অগ্নিকে প্রদান করিবার জন্য অর্জ্জুনের সারথি হইলেন। (১৮) হে রাজন্! তখন সেই অগ্নি তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে ধনু, শ্বেত অশ্ব, ধ্বজ, অক্ষয় তূণদ্বয় এবং অস্ত্র দ্বারা অভেদ্য চর্ম্ম প্রদান করিলেন। (১৯) শ্রীকৃষ্ণ সেই খাণ্ডব দাহক বহ্নি হইতে ময়কে মোচন করেন এবং সখা অর্জ্জুনের নিমিত্তে এক সভা প্রস্তুত করেন, যে সভাতে দুর্য্যোধনের জল স্থল বিষয়ে দৃষ্টি বিভ্রম হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্তৃক অনুজ্ঞাত ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সাত্যকি প্রভৃতি কর্তৃক পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার দ্বারকা পুরী প্রস্থান করিলেন। (২০)

অনন্তর দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া পুণ্য ঋতুতে ও শুভ নক্ষত্রে কালিন্দীর পাণি গ্রহণ করিলেন এবং পরম মঙ্গল স্বরূপে আত্মীয়বর্গের আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন। (২১) দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী অবন্তি দেশের রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তা স্বীয় ভগিনী মিত্রবিন্দাকে স্বয়ম্বর হইতে নিবৃত্তা করিয়াছিলেন। হে রাজন্! পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পিতৃস্বসা রাজাধিদেবীর তনয়া সেই মিত্রবিন্দাকে সকল রাজগণের সমক্ষ হইতে সহসা হরণ করেন। (২২)

হে রাজন্! অযোধ্যাধিপতি নগ্নজিৎ নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, সত্যা নামে তাঁহার এক কান্তিমতী কন্যা ছিল, পিতৃ নামে তাহাকে নাগ্নজিতীও কহিত। (২৩) তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ, সুদুর্দ্ধর্ষ, বীরগন্ধ অসহিষ্ণু ও খল এরূপ সাতটী গো বৃষকে জয় না করিলে কোন রাজা তাহাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইবেন না। (২৪) সাত্বতপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃষজিৎ কর্তৃক লভ্য সেই কন্যার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহৎ সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া সেই অযোধ্যাধিপতির পুরীতে গমন করিলেন। (২৫) পরে কোশলপতি শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া প্রীতি পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করতঃ আসন প্রদান ও মহৎ পূজা দ্রব্য দ্বারা সম্মান করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে নরেন্দ্র কন্যা সত্যা স্বীয় অভিমত বর রমাপতিকে সমাগত দেখিয়া

প্রার্থনা করিয়া মনে মনে কহিলেন, যদি আমি কখন ব্রত ধারণ করিয়া থাকি তবে অগ্নিদেব আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ইনিই আমার পতি হয়েন।

পরে নগ্নজিৎ পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে নারায়ণ! হে জগৎপতে! আপনি আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, আমি অতি অকিঞ্চিৎকর, আমি আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিব, লক্ষ্মী ব্রহ্মা মহেশ্বর ইহাঁরা লোকপালগণের সহিত যাঁহার পাদপদ্মের রেণুকণা মস্তকে ধারণ করেন এবং যিনি স্বীয় কৃত জগৎ সেতু রক্ষার নিমিত্তে যথাকালে লীলা বিগ্রহ বিধারণ করেন, সেই যে ভগবান্ তিনি আমার প্রতি কিসেতে পরিতুষ্ট হইবেন।

শুকদেব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিয়া সহাস্য বদনে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে নগ্নজিৎকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। (২৬) ভগবান্ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! কবিরা নিজ ধর্ম্মবর্ত্তী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যাচ্ঞাকে অতি গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তোমার সহিত সৌহৃদ্য ইচ্ছা করিয়া তোমার নিকটে তোমার কন্যাকে যাচ্ঞা করিতেছি, কিন্তু আমরা শুল্ক প্রদান করিব না। (২৭) রাজা কহিলেন, হে নাথ! সর্ব্বগুণের এক আধার যে তুমি তোমাহইতে অন্য শ্রেষ্ঠ এই কন্যার অভীষ্ট বর আর কোথায় মিলিবে? যাঁহার অঙ্গে অনপায়িনী শ্রী সর্ব্বদা বসতি করিতেছেন। কিন্তু হে সাত্বতর্ষভ! কন্যার অভীপ্সিত বর প্রার্থনায় পুরুষের বীর্য্য পরীক্ষার নিমিত্তে পূর্ব্বে আমরা এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। (২৮) হে বীর! এই যে সাতটী গোবৃষ, ইহারা অতি দুর্দ্দান্ত, ও অনাযত্ত। অনেকানেক নৃপাত্মজেরা ইহারদিগের দ্বারা ভিন্নগাত্র ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। (২৯) হে যদুনন্দন! হে শ্রীপতে! যদি এই সকল গোবৃষ তোমাকর্ত্তৃক নিগৃহীত হয়, তবে তুমি আমার দুহিতার অভিমত বর অবশ্যই হইবে। (৩০) প্রভু শৌরি এই প্রকার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কটিবন্ধন পূর্ব্বক আপনাকে সাত অংশে বিভক্ত করিয়া অবলীলাক্রমে সেই সাতটী গোবৃষকে ধারণ করিলেন, এবং তাহারদিগকে রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের বলদর্প চূর্ণ করিলেন। পরে যেমন লীলাবদ্ধ দারুময় বৃষকে বালকেরা আকর্ষণ করে তদ্রূপ আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর রাজা নগ্নজিৎ প্রীত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা দান করিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেই সদৃশী ভার্য্যাকে যথাবিধি প্রতিগ্রহ করিলেন। রাজপত্নীগণ স্বীয় দুহিতার শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রিয় পতি লাভ দর্শন করিয়া পরমানন্দিত চিত্তে মহোৎসব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্খ ভেরী ও আনকাদি বাদিত্র হইতে লাগিল এবং বস্ত্র মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নরনারীগণ প্রমুদিত হৃদয়ে গীত বাদ্য ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। (৩১) রাজা নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে দশ সহস্র ধেনু ও স্বর্ণহার বস্ত্রাদি মণ্ডিত তিন সহস্র দাসী যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিলেন। (৩২) এবং নয় সহস্র হস্তী, নয় লক্ষ রথ, নবকোটি অশ্ব, এবং নয় পদ্ম ভৃত্য প্রদান পূর্ব্বক মহৎ সৈন্য সামন্ত দ্বারা পরিবৃত করিয়া রথে উত্তোলন করিয়া দিয়া রাজা কৌশল স্নেহ ক্লিষ্ট হৃদয় হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। (৩৩) শ্রীকৃষ্ণ সত্যাকে লইয়া গমন করিতেছেন ইত্যবসরে যে সকল রাজারা সপ্ত গোবৃষ হইতে ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভগ্নবীর্য্য হইয়াছিল তাহারা উহা শুনিয়া রোষ পরবশ হইয়া আসিয়া পথ রুদ্ধ করিল। (৩৪) তখন বন্ধু প্রিয়কারী গাণ্ডীবী অর্জ্জুন আসিয়া যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে নষ্ট করে তদ্রূপ তাহাদিগের ক্ষিপ্ত শর সমূহ ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে

বিনাশ করিল। যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ দেবকীনন্দন যৌতুক লব্ধ দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া সত্যার সহিত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। (৩৫) পরে শ্রীকৃষ্ণ সন্তর্দনাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক দত্ত কৈকেয় দেশীয় স্বীয় পিতৃস্বসা শ্রুত কীর্ত্তির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। (৩৬) এবং সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না মদ্রাধিপতির কন্যা লক্ষ্মণাকে সুপর্ণের সুধা হরণের ন্যায় স্বয়ম্বরে একাকী হরণ করেন। (৩৭) শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ অন্যা অন্য সহস্র সহস্র ভার্য্যা ছিল, ভৌমকে হনন করিয়া তাঁহার অন্তঃপুর হইতে সেই চারুদর্শনা রমণীগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। (৩৮)

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্ট পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীহরি ভৌমকে হনন করিয়া তদাহৃত সহস্র কন্যা ও স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করেন, পরে তাহাদিগকে পরিণয় করিয়া গৃহস্থের ন্যায় তাহাদিগের গৃহে রমণ করেন।

রাজা কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে ভৌমকে হনন করেন এবং ভৌম যে প্রকারে স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ করে, শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বিক্রম যথাসম্ভব বর্ণন করুন। (১)

শুকদেব কহিলেন, ভৌম ইন্দ্র মাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় হরণ করাতে এবং ইন্দ্রকে ছত্র হরণ পূর্ব্বক অমরাদ্রি স্থান চ্যুত করাতে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকর্তৃক ভৌম চেষ্টিত অবগত হইয়া ভার্য্যার সহিত গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক ভৌমের পুরী প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে গমন করিলেন। (২) সেই পুরী গিরিদুর্গ, অস্ত্র দুর্গ, জল দুর্গ, অগ্নিদুর্গ, এবং বায়ুদুর্গ এই সকল দ্বারা দুর্গম ও ঘোরতর দৃঢ় মুরাসুরের অনেকানেক পাশে আবৃত এবং পর্ব্বত দ্বারা পরিবৃত ছিল। (৩) শ্রীকৃষ্ণ গদা দ্বারা গিরি দুর্গকে, ও বাণ দ্বারা অস্ত্র দুর্গকে, ও চক্র দ্বারা অগ্নি দুর্গ, এবং খড়্গ দ্বারা জল বায়ু মুরপাশ দুর্গকে ভেদ করিলেন। (৪) গদাধর মনস্বিনী স্ত্রীগণের যন্ত্র স্বরূপ হৃদয় সকলকে পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ দ্বারা এবং গুরুতর গদার আঘাতে পুরীর প্রাচীর সকল ভেদ করিয়া ফেলিলেন। (৫) প্রলয় কালীন বজ্রধ্বনির ন্যায় ভয়ানক সেই পাঞ্চজন্য ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শয়ান পঞ্চশির মুর দৈত্য জল হইতে উপরে উত্থিত হইল। এবং দুর্নিরীক্ষ ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া প্রলয় কালীন সূর্য্য বা অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্য মান মুর দৈত্য পঞ্চমুখ দ্বারা ত্রৈলোক্য গ্রাস করতঃ গরুড়ের প্রতি সর্পের গমনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আগমন করিতে লাগিল। (৬) পরে ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া বেগে গরুড়ের প্রতি নিক্ষেপ করতঃ পাঁচ মুখ দ্বারা এক শব্দ করিয়া উঠিল। সেই মহান্ শব্দ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ও সমুদায় দিক্ পরিপূর্ণ করতঃ অণ্ডকটাহ পর্য্যন্ত আবরণ করিল। (৭) গরুড়ের প্রতি আপতিত সেই ত্রিশূলকে শ্রীকৃষ্ণ বেগে দুই বাণ দ্বারা তিন খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিলেন। এবং তাহার পাঁচ মুখে পাঁচ শর দ্বারা তাড়না করিলেন। তখন মুরাসুর তাহার প্রতি গদা নিক্ষেপ করিল। পরে গদাগ্রজ মহা যুদ্ধে সেই আঘাত গদাকে নিজ গদা দ্বারা সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এবং বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আগত মুরাসুরের মস্তক চক্র দ্বারা অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন।

(৮) মুরাসুর ছিন্নশীর্ষ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলেতে পতিত হইল, যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গ ইন্দ্রের বজ্রে খণ্ডিত হইয়া পতিত হয় তদ্রূপ। তখন তাহার সাত পুত্র পিতার বধে শোকার্ত্ত হইয়া ক্রোধে শত্রু নির্যাতন করিতে উদ্যত হইল। (৯) তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ এবং বরুণ এই সাত জন, ভৌম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক পীঠনামক চমূপতিকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধে গমন করিল। এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ, অসি, গদা, শক্তি, ঋষ্টি, শূলপ্রভৃতি অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অমোঘ বীর্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ শর দ্বারা তাহারদিগের সেই অস্ত্র সমূহ তিল তিল প্রমাণে ছেদন করিলেন। (১০) এবং পীঠপ্রভৃতি অনীকপগণ স্বচ্যুত বাণে নিরস্ত ও ছিন্ন শিরঃভুজাঙ্ঘ্রি বর্ম্ম হইয়া যমালয়ে গমন করিল। পরে দুর্ম্মর্ষণ ধরানন্দন নরক দেখিয়া শুনিয়া মদশ্রবণ বিশিষ্ট সমুদ্র সম্ভূত গজে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিল। (১১) সূর্য্যের উপরিভাগে তড়িৎ সংযুক্ত মেঘের ন্যায় ভার্য্যার সহিত গরুড়ের উপরিস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শক্তি বিশেষ নিক্ষেপ করিল, এবং যোদ্ধারা সকলে এক কালে শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। (১২) গদাগ্রজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র পত্র বিশিষ্ট শাণিত বাণ দ্বারা সেই ভৌম সৈন্য গজের বাহু ও শিরঃ কর্ত্তন পূর্ব্বক অশ্বকুঞ্জরগণকে নষ্ট করিতে লাগিলেন। (১৩) হে কুরুনন্দন! শ্রীকৃষ্ণ পক্ষদ্বয় দ্বারা গজ হননকারী গরুড় হইতে অবরোহণ করিয়া যোদ্ধাগণ কর্ত্তৃক যে সকল অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তিন তীক্ষ্ণ শর দ্বারা এক এক করিয়া তৎসমুদায় ছেদন করিলেন। (১৪) গরুড়ের তুণ্ড পক্ষ নখ দ্বারা আহত গজ সকল পীড়িত হইয়া স্বস্বপুরী প্রস্থান করিতে লাগিল। কেবল নরক অর্থাৎ ভৌম একা যুদ্ধ করিতে লাগিল। (১৫) এবং গরুড় কর্ত্তৃক অর্দ্দিত স্বীয় বলকে পলায়মান দেখিয়া ভৌম গরুড়ের প্রতি যাহাহইতে বজ্র প্রতিহত হইয়াছিল সেই শক্তি প্রহার করিল। (১৬) পুষ্পমালা দ্বারা আহত হস্তীর ন্যায় গরুড় সেই শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইল না। তখন ভৌম শ্রীকৃষ্ণকে হনন করিবার নিমিত্তে শূলাস্ত্র গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহার সে উদ্যম সফল হইল না। কারণ সেই শূল নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা গজস্থ ভৌমের শিরশ্ছেদন করিলেন। কুণ্ডল কিরীট বিভূষিত উজ্জ্বল সেই মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন ঋষিগণ হাহাকার পূর্ব্বক সাধুবাদ করিলেন, দেবতারা সকলে পুষ্পমালা বৃষ্টি করতঃ স্তুতি করিতে লাগিলেন। (১৭)

অনন্তর নরক মাতা পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রতপ্ত জাম্বূনদের ন্যায় উজ্জ্বল অদিতির সেই কুণ্ডলদ্বয় বৈজয়ন্তী বনমালা ও বারুণ ছত্র এবং মহামণির সহিত সমর্পণ করিলেন। এবং হে রাজন্! ভক্তি দ্বারা প্রণত হইয়া প্রাঞ্জলি পূর্ব্বক সকল দেবতার পূজনীয় বিশ্বেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। (১৮) পৃথিবী কহিলেন, হে দেবদেবেশ! তোমাকে নমস্কার করি, হে শঙ্খ চক্র গদাধর! ভক্ত জনের ইচ্ছানুরূপ গৃহীত দেহ পরমাত্মাকে নমস্কার করি। (১৯) পদ্মনাভ পঙ্কজমালী ও পদ্মনেত্র এবং পঙ্কজাঙ্ঘ্রি, নারায়ণকে নমস্কার করি। (২০) ভগবান্ বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। পূর্ণ বোধ স্বরূপ জগতের আদি কারণ বীজ পুরুষকে নমস্কার করি। (২১) স্বয়ং অজ অথচ সকলের জনয়িতা অনন্ত শক্তি ব্রহ্মকে নমস্কার করি। পরাবর জগতের আত্মভূত হে পরমাত্মন্ তোমাকে নমস্কার করি। (২২) হে প্রভো! তুমি সিসৃক্ষু হইয়া অসম্বৃত রূপে অন্ধকার নিরসনের নিমিত্তে উৎকট

রজোরূপ সূর্য্যকে সৃজন করিয়াছ। হে জগৎপতে! জগৎ প্রতিপালনের নিমিত্তে তুমি কাল, তুমি প্রধান, তুমিই পরম পুরুষ। (২৩) হে ভগবন্! আমি পৃথিবী, জল, জ্যোতি, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, এই পঞ্চ তন্মাত্র, দেবতা, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব এই চরাচরাত্মক জগৎ, অদ্বিতীয় যে তুমি তে মাতে এ সমুদায় ভ্রম দৃষ্টি মাত্র। (২৪) অতএব হে ব্রহ্মন্! হে প্রপন্নার্ত্তি হর! আমার পুত্র যে নরক, তাহার পুত্র এই ভগদত্ত-ভীত হইয়া তোমার পাদপদ্মে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে প্রতিপালন কর, এবং ইহার মস্তকে অখিল পাপনাশক তোমার হস্তদ্বয় অর্পণ কর। (২৫)

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে ভক্তি নম্রা ভূমি কর্ত্তৃক স্তুতি বাক্য দ্বারা পূজিত হইয়া ভগদত্তের সহিত পৃথিবীকে অভয় প্রদান করত সকল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই ভৌমের পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (২৬) এবং তথায় বিক্রম দ্বারা রাজাদিগের নিকট হইতে ভৌম কর্ত্তৃক আহৃত দেবসিদ্ধাসুর নৃপপ্রভৃতির শতাধিক ষট্ সহস্র কন্যাগণকে দর্শন করিলেন। স্ত্রীগণও পুরী প্রবিষ্ট নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া দৈবউপাগত অভীষ্ট পতিকে মনে মনে বরণ করিতে লাগিল, আর কহিল ইনি আমাদিগের পতি হউন এবং বিধাতা তদ্বিষয়ে অনুকূল হউন। এই প্রকার সকল স্ত্রীগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন অর্পণ করিতে লাগিল। (২৭) পরে শ্রীকৃষ্ণ নরযান দ্বারা শুভ্রবস্ত্র পরিধান সেই স্ত্রীগণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। এবং মহাকোষ-রথ, অশ্ব-সম্পত্তি সকল ও চতুর্দন্ত বেগবান্ ঐরাবত কুলোৎপন্ন হস্তীগণ ও চতুঃষষ্টি পাণ্ডবও প্রেরণ করিলেন। (২৮) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের ভবনে গমন করত অদিতিকে সেই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী কর্ত্তৃক প্রিয়ার সহিত পূজিত হইয়া, ভার্য্যার প্রার্থনায় পারিজাতকে উৎপাটন পূর্ব্বক গরুড় পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রের সহিত দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বীয় পুরী প্রস্থান করিলেন। (২৯) তথায় লইয়া গিয়া সত্যভামার গৃহোদ্যানের শোভার নিমিত্তে তন্মধ্যে রোপণ করিলেন। তখন তাহার গন্ধে লোলুপ হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রমরগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। (৩০) যে ইন্দ্র প্রণত হইয়া কোটি কোটি কিরীট দ্বারা পাদস্পর্শ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অর্থ সাধন বিষয়ে যাচ্ঞা করেন, অহো, তিনি এক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়া ইহাঁর সহিত এই মহৎ বিগ্রহ করিলেন, অতএব দেবতাদিগের ক্রোধ ও ঐশ্বর্য্য মত্ততার প্রতি ধিক্ থাকুক। (৩১)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এক মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই সকল স্ত্রী সংখ্যক রূপ ধারণ করতঃ নানা গৃহে গমন পূর্ব্বক এক সময়ে সেই সকল কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। (৩২) এবং নিজানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সেই স্ত্রীদিগের সাম্যাতিশয় রহিত গৃহ সকলেতে এক ভাবে অবস্থান করতঃ রামাগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। যেমন সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহধর্ম্ম আচরণ করে তাহার ন্যায়। (৩৩) ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁহার অবস্থানও জানিতে পারেন না, সেই সকল স্ত্রীগণ সেই রমা পতিকে এই প্রকারে পতিরূপে প্রাপ্তি পূর্ব্বক সহর্ষচিত্তে অনুরাগের সহিত হাস্য, অবলোকন, নব সঙ্গম, ও জল্পনা বিষয়ে লজ্জিত হইয়া অবিশ্রান্ত ভজনা করিতে লাগিল। (৩৪) শত শত দাসীগণ থাকিতেও সেই স্ত্রীরা সকলে, আসিবা মাত্র গাত্রোত্থান, আদর, আসন, পাদ প্রক্ষালন, তাম্বূল, বিশ্রাম জন্য চামর ব্যজন, গন্ধ, মাল্য, কেশ সংস্কার, স্নান ও উপহার প্রদান দ্বারা বিভুর দাস্য বিধান করিতে লাগিল। (৩৫)

ষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস দ্বারা রুক্মিণীর কোপ জন্মাইয়া পরে প্রেম কলহে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন। সেই প্রেম কলহের ঐশ্বর্য্য বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন. একদা জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শয্যায় সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, রুক্মিণী সখীগণের সহিত ব্যজন দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। (১) যে অজ ঈশ্বর অবলীলাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতেছেন, তিনি স্বীয় সেতুর রক্ষার নিমিত্তে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (২) ভ্রাজমান মুক্তাদাম বিলম্বিত বিতান দ্বারা বিরাজিত এবং মণিময় দীপ মালা দ্বারা সুশোভিত সেই অন্তঃপুর শোভা পাইতেছে। (৩) এবং মল্লিকা পুষ্পের প্রফুল্ল দামে দ্বিরেফগণ নিনাদ করিতেছে। (৪) জালরন্ধ্র দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট চন্দ্রের অরুণ কিরণে ও পারিজাত বন হইতে আমোদিত উদ্যানশালী সুগন্ধ বায়ু হিল্লোলে এবং জাল রন্ধ্র দ্বারা বহির্গত অগুরু ধূপে অতিশয় মনোহর হইয়াছে। (৫) এইরূপ শোভাবিশিষ্ট অন্তঃপুর মধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি অতি শুভ্র দুগ্ধ ফেন নিভ উত্তম শয্যাতে সুখে শয়ান জগৎপতিকে রুক্মিণী সেবা করিতে লাগিলেন। (৬) এবং সখীর কর হইতে রত্ন দণ্ড বিশিষ্ট নূতন ব্যজন গ্রহণ পূর্ব্বক দেবী রুক্মিণী তদ্দ্বারা ব্যজন করত জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। (৭) এবং সেই অচ্যুত সমীপে রুক্মিণী অতিশয় শোভা পাইতেছেন, তাঁহার হস্তদ্বয় ব্যজনে ব্যগ্র হওয়াতে অঙ্গুরীয় ও বলয়ের সহিত মণি নূপুরের ধ্বনি হইতেছে, এবং বস্ত্রান্তরালে গূঢ় কুচ কুঙ্কুমের সংসর্গে সুবর্ণ হারের আভা রক্ত বর্ণ হইয়াছে, ও নিতম্বস্থ সুবর্ণ কাঞ্চী শোভিত হইতেছে। (৮) যিনি, লীলা গৃহীত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন সেই রুক্মিণীকে অলকার সহিত কুণ্ডল ও কণ্ঠস্থ হারের শোভায় উল্লসিত বক্ত্র ও অমৃতময় হাস্য বিশিষ্ট ও অনন্য গতি রূপিণী দেখিয়া প্রীতি পূর্ব্বক হাসিতেং শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন। (৯)

ভগবান্ কহিলেন, হে রাজপুত্রি! লোকপাল সদৃশ, রূপৌদার্য্য বলবিশিষ্ট, শ্রীমান্, মহানুভাব. ভূপালগণ কর্ত্তৃক প্রথমে তুমি অভীপ্সিত হইয়াছিলে। (১০) কাম দুর্ম্মদ ও অর্থী তোমার প্রাপ্ত্যর্থে সমাগত সেই সকল চৈদ্য প্রভৃতি ভূপতিকে (তুমি ভ্রাতা ও পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াও) পরিত্যাগ করিয়া অসামান্য রূপ বিশিষ্ট আমাকে কেন বরণ করিয়াছিলে? (১১) হে সুভ্রু! আমরা বলবান্ রাজা চৈদ্য প্রভৃতি হইতে ভয় পাইয়া সমুদ্রের শরণাগত হইয়াছি, তথাপি ঐ রাজারা আমাদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, তহাতে আমরা প্রায় নৃপাসন পরিত্যাগ করিয়াছি। (১২) স্ত্রী পারতন্ত্র্য রহিত ও অবিজ্ঞাতাচার পুরুষের সহিত সম্বলিতা হইলে যোষিৎগণ প্রায়ই অবসন্ন হইয়া থাকে। (১৩) আমরা অতি নিষ্কিঞ্চন, সুতরাং ~~আমরা~~ সর্ব্বদাই নিষ্কিঞ্চন লোকদিগেরই প্রিয়। অতএব হে সুমধ্যমে! আঢ্য ব্যক্তিরা আমারদিগকে প্রায় ভজনা করেন না। (১৪) আর যাহারদিগের বিত্ত পরস্পর অনুরূপ, ও যাহারদিগের জন্ম ঐশ্বর্য্য আকৃতি আয় ব্যয় সমান তদুভয়ের মৈত্রী বা বিবাহ অতি প্রশস্ত, উত্তম ও অধমের মৈত্রী বা বিবাহ প্রশস্ত নহে। (১৫) হে বৈদর্ভি! এ সকল বিষয় না জানিয়া তুমি অদীর্ঘদর্শিতা প্রযুক্ত ভিক্ষুদিগের শ্লাঘ্য আমারদিগকে যে বরণ করিয়াছ, ইহা তোমার বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। (১৬)

অতএব এক্ষণেও তুমি অনুরূপ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষকে ভজনা কর, যাহাতে ইহ পরকালে তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে। (১৭) হে বামোরু! চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ, ও দন্ত বক্র প্রভৃতি রাজারা ও তোমার অগ্রজ রুক্মী ইহারা সকলেই আমার দ্বেষ করিয়া থাকে। (১৮) হে ভদ্রে! বলমদান্ধ উদ্যোগী সেই সকল বীরদিগের গর্ব্ব হরণের জন্য সাধুদিগের তেজ অপহরণ করিয়া আমি তোমাকে আনয়ন করিয়াছি। (১৯) আমরা উদাসীন, আমরা স্ত্রী বা অপত্য বা অর্থাভিলাষী নহি, আমরা দেহ গেহ বিষয়ে ক্রিয়া শূন্য, আমরা অক্রিয় প্রদীপের ন্যায় সাক্ষি স্বরূপে পূর্ণ হইয়া আত্মলাভের নিমিত্তে বর্ত্তমান আছি। (২০)

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ এই সকল কথা বলিয়া পরে স্বীয় বল্লভাকে মানিনী দেখিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করতঃ উপরত হইলেন। (২১) দেবী রুক্মিণী এই রূপ ত্রিলোকেশ পতি ও স্বীয় প্রিয়ের অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে হৃৎকম্প পূর্ব্বক অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। (২২) তখন রুক্মিণী নখ রূপ অরুণ শ্রী বিশিষ্ট সুকোমল পদ দ্বারা ভূমি খনন করতঃ অঞ্জন সহকারে কৃষ্ণবর্ণ অশ্রু দ্বারা কুঙ্কুমাক্ত স্তনদ্বয়কে অভিষেক করতঃ দুঃখেতে রুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (২৩) দুঃখ ভয় শোকে বিনষ্ট বুদ্ধি রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় স্খলিত হইল এবং ব্যজন পতিত হইল আর অবশ বুদ্ধি বশতঃ মুগ্ধ হইয়া সহসা বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার শরীর কেশপাশ বিকীর্ণ করতঃ পতিত হইল। (২৪)

ইহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বন্ধন রূপ হাস্য গাম্ভীর্য্য বিষয়ে অনববোধবতী স্বীয় প্রিয়ার প্রতি সকরুণ হৃদয়ে অনুকম্পা করিলেন। (২৫) তখন চতুর্ভুজ, সত্বর পর্য্যঙ্ক হইতে অবরোহণ করতঃ প্রিয়াকে উঠাইয়া কেশ বন্ধন করিয়া দিয়া পদ্ম হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন। (২৬) হে রাজন্! তখন অশ্রু কলাকুল নেত্রদ্বয় মুছাইয়া দিয়া শোকেতে উপহত স্তনদ্বয় হস্ত দ্বারা মার্জন করিয়া অনন্যমনা সতীকে আলিঙ্গন করিলেন। (২৭) পরে সাধুদিগের গতি সান্ত্বজ্ঞ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া হাস্য গাম্ভীর্য্যে ভ্রান্ত চিত্তা ও অযোগ্য পরিহাস বিশিষ্টা কৃপাপাত্রী রুক্মিণীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। (২৮)

ভগবান্ কহিলেন, হে বৈদর্ভি! আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না, হে সুন্দরি! তুমি যে মৎপরায়ণা তাহা আমি বিলক্ষণ রূপে জানি, তোমার বাক্য শুনিবার নিমিত্তে পরিহাসক্রমে আমি এরূপ আচরণ করিলাম। (২৯) আর প্রেম কোপে স্ফুরিতাধর বিশিষ্ট ও কটাক্ষ বিক্ষেপে অরুণোপাঙ্গ যুক্ত এবং সুন্দর ভ্রুকুটী সহকৃত তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্তে আমি এই আচরণ করিলাম। (৩০) হে ভীরু! হে ভামিনি! গৃহস্থদিগের গৃহেতে প্রিয়ার সহিত নর্ম্মক্রীড়াতে যে কাল যাপন হয় ইহা পরম লাভ।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! এই রূপে বৈদর্ভি ভগবান্ কর্ত্তৃক পরিশান্তিত হইয়া তাঁহার পরিহাসোক্তি জানিতে পারিয়া প্রিয় ত্যাগ ভয় পরিত্যাগ করিলেন। (৩১)

হে ভারত! সলজ্জ সহাস্য মনোহর স্নিগ্ধ অপাঙ্গ দ্বারা ভগবন্মুখ নিরীক্ষণ করতঃ পুরুষশ্রেষ্ঠকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। (৩২) রুক্মিণী কহিলেন, হে পদ্মলোচন! তুমি যে কহিয়াছ ভগবান্ অসমান বিগ্রহ, তাহা সত্যই বটে, কেননা স্বীয়

মহিমাতে অভিরত ব্রহ্মাদিরও অধীশ্বর ভূমা ভগবান্ বা কোথায়? আর গুণ প্রকৃতি অথচ অজ্ঞদিগের গৃহীতপাদ আমিই বা কোথায়? (৩৩) হে উরুক্রম! তুমি চৈতন্যঘন রূপ নির্গুণ আত্মা, তুমি যে গুণগ্রাম হইতে ভয় পাইয়া সমুদ্র জলে অন্তঃহৃদয়ে শয়ন কর, ইহাও সত্য। আর তুমি যে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিয়াছ তাহাও সত্য। আর তুমি যে নৃপাসন পরিত্যাগ করিয়াছ ইহাও সত্য, যেহেতু তোমার সেবকেরাও অন্ধতম পরিত্যাগ করেন, তাহাতে তোমার কথা আর কি আছে?। (৩৪) তোমার পাদপদ্মের মকরন্দসেবী মুনিদিগেরও যে অস্ফুট মার্গ তাহা নরাকার পশুদিগের দুর্বিভাব্য, অতএব তোমার মার্গের কথা আর কি কহিব? হে ভূমন্! যে সকল ব্যক্তি তোমার সেবা করেন, তাঁহাদিগের চেষ্টিত যখন অলৌকিকের ন্যায়, তখন ঈশ্বর যে তুমি, তোমার চেষ্টিত যে অলৌকিক হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি?। (৩৫) আর তুমি নিষ্কিঞ্চন নহ, যেহেতু তোমার কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, বলিভোজী ব্রহ্মা প্রভৃতিরাও যাঁহার বলি আহরণ করেন। ধন মদান্ধ ব্যক্তিরা তোমাকে অন্তক বলিয়া জানিতে পারে না, আর বলিভোজীদিগের শ্রেষ্ঠ তুমি, অতএব সেই বলিভোজীরাও তোমাকে জানে না। (৩৬) তুমি সমস্ত পুরুষার্থময় এবং ফলাত্মা, সুমতি লোক সকল যাঁহাকে বাঞ্ছা করিয়া আর সমুদায় পরিত্যাগ করেন, হে বিভো! তোমার সেব্য সেবক ভাব লক্ষণ যে সম্বন্ধ তাহা তাঁহাদিগেরই সমুচিত, কিন্তু পরস্পর অভিরত সুখ দুঃখাত্মা স্ত্রী ও পুরুষের তাহা সমুচিত নহে। (৩৭) দণ্ডবিধায়ী মুনিগণ কর্ত্তৃক তোমার অনুভাব কথিত হইয়াছে, এবং তুমি জগতের আত্মা ও আত্মপ্রদ এ নিমিত্তে তোমার ভ্রূ বিক্ষেপে উদিত কাল বেগে নষ্ট কল্যাণ পদ্মভব ও স্বর্গপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি, অন্যের কথা আর কি কহিব?। (৩৮) হে গদাগ্রজ! হে ঈশ! সিংহ যেমন অন্য পশুকে দূরীভূত করিয়া বলি হরণ করে, তদ্রূপ শার্ঙ্গ ধনু নিনাদ দ্বারা জরাসন্ধাদি রাজগণকে দূর করিয়া স্বীয় বলিরূপ আমাকে হরণ করিয়াছ যে তুমি, তোমার যে ভয়েতে উদধি বাস করা বাক্য তাহা সম্ভূত নহে। (৩৯) হে অম্বুজাক্ষ! নৃপ শিখামণি স্বরূপ অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি, গয় প্রভৃতি রাজগণ যে তোমাকে পতি ইচ্ছা করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার পদবী আশ্রয় করিতে বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখন অবসন্ন হয়েন নাই। (৪০) গুণালয় এই কৃষ্ণের, মুক্তিদায়ক, সাধুগীত, লক্ষ্মীর আলয় পাদপদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও তাহাকে অনাদর করতঃ কোন্ মানবীয় স্ত্রী অর্থ লালসায় অন্য ভয়ানক পুরুষকে আশ্রয় করে? (৪১) অতএব জগতের অধীশ্বর, ইহপরত্র কামপুর আত্মা স্বরূপ অনুরূপ তোমাকেই ভজনা করিয়াছি। যে ব্যক্তি তোমাকে ভজনা করে সংসার তাপ দূর করিয়া তাহাকে তুমি আত্মসাৎ কর, অতএব দেবতির্য্যগাদি নানা পথে ভ্রাম্যমান হইয়াও আমি তোমার পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়াছি। (৪২) হে অচ্যুত! হে শত্রুদমন! হর বিরিঞ্চি সভায় গীয়মান তোমার কথা যে কামিনীর কর্ণমূলে আগমন করে নাই, তোমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং স্ত্রীদিগের গৃহে গর্দ্দভ গো কুক্কুর বিড়াল ও ভৃত্য তুল্য সেই রাজারা ঐ অভাগিনীর পতি হইবার যোগ্য। (৪৩) যে স্ত্রী তোমার পাদপদ্মের মকরন্দের আঘ্রাণ পায় নাই সেই মূঢ়মাত স্ত্রী বাহ্যে ত্বক্ শ্মশ্রু রোম নখ কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত, অন্তরে মাংস অস্থি রক্ত কৃমি বিষ্ঠা ও বাতপিত্ত কফে পরিপুরিত জীবিত শবদেহকে কান্ত জ্ঞানে ভজনা করে। (৪৪) হে অম্বুজাক্ষ! তুমি আত্মারাম এবং

আমার প্রতি তোমার অনতিরিক্ত দৃষ্টি আছে, অতএব তোমার চরণে আমার অনুরাগ হউক। আর যখন এই জগতের বৃদ্ধির নিমিত্তে অতিমাত্র রজোগুণাবলম্বী হইয়া তুমি আমার প্রতি কটাক্ষ করিবে তখনি তাহা আমার প্রতি অনুকম্পা জানিব। (৪৫) হে মধুসূদন! তুমি যে কহিয়াছ, অন্য অনুরূপ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠকে বরণ কর, তোমার এই কথা আমি নিতান্ত অলীক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু লোকে কোন কামিনীর কোন পুরুষের প্রতি রতি দেখিতেছি, যেমন কাশীরাজের কন্যা অম্বা অম্বিকা অম্বালিকার মধ্যে আম্বার শাল্ব রাজের প্রতি রতি হইয়াছিল। (৪৬) অসতী স্ত্রী পরিণীতা হইয়াও নূতন নূতন পুরুষকে অভিলাষ করে, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তিরা অসতীকে গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করিলে ইহ পরলোক হইতে পরিচ্যুত হয়েন। (৪৭)

ভগবান্ কহিলেন, হে সাধ্বি! হে রাজপুত্রি! এই সকল কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্তে আমি তোমার সহিত পরিহাস করিলাম, আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার তুমিও কহিলে, সে সমুদায়ই যথার্থ। (৪৮) হে কামিনি! কাম নিরস্থি অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্তে আমার নিকটে যে যে কাম্য বস্তু কামনা করিবে, হে কল্যাণি! তুমি আমার একান্ত ভক্ত, অতএব তুমি তাহা নিত্য প্রাপ্ত হইবে। (৪৯) হে অনঘে! তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আমি উপলব্ধি করিলাম, যেহেতু বাক্য দ্বারা চাল্যমান হইয়াও আমার প্রতি স্থাপিত তোমার বুদ্ধি কোন প্রকারে অন্য ভাবাপন্ন হইল না। (৫০) আমি মুক্তির অধীশ্বর, তপস্যা দ্বারাই হউক আর ব্রতাচরণ দ্বারাই হউক, যে ব্যক্তি সকাম হইয়া দাম্পত্যোপভোগ সুখের নিমিত্তে আমাকে ভজনা করে, সে নিশ্চয় আমার মায়ায় মোহিত হয়। (৫১) হে মানিনি! অপবর্গ ও সম্পদ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্য সম্পদকেই বাঞ্ছা করে, বিষয়াসক্তত্ব প্রযুক্ত তাঁহারা নিকৃষ্ট যোনিতেই সঙ্গত হয়, আহা! তাহারা অতি মন্দভাগ্য। (৫২) হে গৃহেশ্বরি! তুমি নিষ্কাম হইয়া নিয়ত যে আমার সেবা করিয়াছ, ইহা অতি মঙ্গলের বিষয়, ইহা কপট ব্যক্তির অতি দুষ্কর এবং সুতরাং দুরভিপ্রায় বিশিষ্টা ও স্বীয় প্রাণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ শীলা এবং প্রবঞ্চন পরা স্ত্রীদিগের পক্ষেও ইহা অতি সুদুষ্কর। (৫৩) হে মানিনি! আমি কোন গৃহে তোমার সদৃশ প্রণয়িনী গৃহিণী দর্শন করি নাই, যেহেতু স্বীয় বিবাহ কালে সমাগত নৃপগণকে লক্ষ না করিয়া আমার গুণ শ্রবণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে আমার নিকটে ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। (৫৪) বিবাহ পর্ব্বোপলক্ষে যুদ্ধেতে পরাজিত ভ্রাতার বিরূপ করণ ও কালান্তরে দ্যূত সভায় সেই ভ্রাতার বধ এই সকল স্মরণ করিয়াও আমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ ভয়ে তুমি তদ্বিষয়ক দুঃখ সহ্য করিয়াছ এবং তদ্বিষয়ে আমারদিগকে কিছুই বল নাই, সেই হেতু তোমা কর্ত্তৃক আমরা পরাজিত হইয়াছি। (৫৫) আর কন্যা বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে বলিয়া গূঢ় মন্ত্রণা করত আমাকে প্রাপ্তের নিমিত্তে তুমি দূত প্রেরণ করিয়াছিলে এবং এই জগৎ শূন্য দেখিয়া অনন্যযোগ্য তোমার এই শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, আহা! তোমার কর্ম্ম তোমাতেই থাকুক, কিন্তু আমরা তাহাতে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। (৫৬)

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ দেবকী নন্দন লোক গুরু বিভু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সুরত নর্ম্ম সংলাপ সহকারে সুখ ভোগে রত হইয়া নরলোককে বিড়ম্বনা করতঃ

রমার সহিত রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং অন্যান্য স্ত্রীদিগের গৃহে সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (৫৭)

ইতি দশম স্কন্ধে ষষ্টিতম অধ্যায়।

এক ষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র পৌত্রাদি সন্ততি ও অনিরুদ্ধ বিবাহে বলরাম কর্ত্তৃক রুক্মি বধ এবং ষোড়শ সহস্র এক শত অষ্ট সংখ্যক স্ত্রীতে সমুদ্ভূত কোটি পুত্র পৌত্রাদির বিবাহ বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল স্ত্রীরা প্রত্যেকে দশ দশটী পুত্র প্রসব করিলেন, কেহই ন্যূনটী প্রসব করিলেন না। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ অবয়ব সম্পন্ন হইলেন। (১) শ্রীকৃষ্ণের বনিতা রাজপুত্রীরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় স্বীয় গৃহে নিয়ত অবস্থিত দেখিয়া আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্রী করিয়া মানিতে লাগিল, যেহেতু তাঁহারা তাঁহার তত্ত্ব অবগত ছিলেন না অর্থাৎ তাঁহার আত্মারামত্ব জানিতেন না। (২) পূর্ণ স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর পদ্মকোষ সদৃশ বদন ও আয়ত বাহু নেত্র এবং প্রেমহাস্য সহিত সরস বীক্ষিত আর মনোহর জল্পিত দ্বারা মুগ্ধ হইয়া বনিতাগণ স্বীয় স্বীয় বিলষিত দ্বারা তাঁহার মনকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। (৩) ষোড়শ সহস্র পত্নীগণ গূঢ় হাস্যযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা দর্শিত ভাবসহকৃত মনোহর ভ্রূ মণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত যে সুরত বিষয়ক মন্ত্রণা তাহাতে প্রাগল্‌ভ্য বিশিষ্ট অনঙ্গ বাণ দ্বারা ও কাম শাস্ত্র প্রসিদ্ধ অন্য কোন প্রকরণ দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণের মনঃক্ষোভ জন্মাইতে সমর্থ হন নাই। (৪) ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁহার মহিমা অবগত নহেন, সেই রমাপতিকে সেই সকল স্ত্রীরা পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিষয়ে আসক্তি শূন্যতা বশতঃ হৃষ্ট চিত্তে অনুরাগের সহিত হাস্য, অবলোকন ও নবসঙ্গম বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রভৃতি বিভ্রম সহকারে ভজনা করিতে লাগিল। (৫) শত শত দাসীগণ থাকিতেও সেই সকল স্ত্রীরা অভ্যর্থনা, আসন প্রদান, সম্মান, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূল, বিশ্রামার্থ ব্যজন, গন্ধ, মাল্য, কেশ সংস্কার, শয্যা, স্নান ও উপহার ইত্যাদি দ্বারা প্রভুর দাস্য বিধান করিতেন। (৬)

যাঁহারদিগের গর্ভে দশ দশটী পুত্র উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সেই সকল স্ত্রীগণের মধ্যে আটটী শ্রীকৃষ্ণের মহিষী, অতএব সেই আটটীর সন্তান যে প্রদ্যুম্নাদি তাঁহারদিগের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি।

রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু এই দশ সন্তান উৎপন্ন হয়েন, ইঁহারা সকলেই বীর্য্যবান্ এবং কেহই পিতৃ সাদৃশ্য বিষয়ে হ্রাস নহেন।

সত্যভামার গর্ভে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, বিভানু, ও প্রতিভানু এই দশটী জন্ম গ্রহণ করেন।

জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিণ, ও ক্রতু এই দশটী জন্মেন, ইঁহারা সকলেই সর্ব্বাংশে পিতৃ তুল্য। (৭)

নাগ্নজিতী অর্থাৎ সত্যার গর্ভে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু, ও কুন্তি, সমুদ্ভূত হয়েন, ইঁহারা সকলেই শ্রী সম্পন্ন

কালিন্দীর গর্ভে শুক, কবি, বৃষ, সুবাহু, ভদ্র, একল, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক এই দশটী উৎপন্ন হয়েন, ইহারা সকলেই বলবান্। (৯)

মাদ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মণার গর্ভে প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ, অপরাজিত এই দশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (১০)

মিত্রবিন্দার গর্ভে বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন, অন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি এই দশটী উৎপন্ন হয়েন। (১১)

ভদ্রার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, রাম, আয়ু ও সত্যক এই দশটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। (১২)

এতদ্ভিন্ন রোহিণী প্রভৃতির গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের দীপ্তিমান্ ও তাম্রতপ্ত প্রভৃতি অনেকানেক তনয় উৎপন্ন হয়।

হে রাজন্! ভোজকট নামক পুরীতে রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মি রাজার পুত্রী রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে মহাবল অনিরুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন। (১৩) হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্র সকল ও অন্যান্য পুত্রগণ হইতে কোটি কোটি পৌত্র উৎপন্ন হয় যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্রগণের জননীর সংখ্যা ষোড়শ সহস্র। (১৪)

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রুক্মি রাজা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্তে অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অতএব সেই রুক্মি রাজা শত্রু পুত্র প্রদ্যুম্নকে কি নিমিত্তে স্বীয় কন্যা রুক্মবতী দান করেন। (১৫) হে বিদ্বন্! প্রতিদ্বন্দ্বিরূপ উভয় ব্যক্তির পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ কি প্রকারে সংঘটিত হইল, ইহা আমাকে বিশেষ করিয়া বল। (১৬) আপনি যোগী, যোগী ব্যক্তিরা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, দূরস্থ এবং ব্যবহিত এ সমুদায় বিষয়ই প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান। (১৭)

শুকদেব কহিলেন, রুক্মী যদিও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সহিত বিরোধ স্মরণ করিয়াও স্বীয় ভগিনী রুক্মিণীর প্রীতির নিমিত্তে ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নকে স্বীয় সুতা রুক্মবতী দান করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ অনঙ্গ একরথ প্রদ্যুম্ন অঙ্গ সম্পন্ন হইয়া এবং স্বয়ম্বরে রুক্মবতী কর্ত্তৃক বৃত হইয়া সমাগত রাজাদিগকে যুদ্ধে জয় করত তাঁহাকে হরণ করিয়াছিলেন। (১৮) হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের মধ্যে সকলের এক এক কন্যা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে রুক্মিণীর তনয়া বিশালাক্ষী চারুমতী নাম্নী কন্যাকে বলবান্ কৃতকর্ম্ম রাজার পুত্র বিবাহ করেন। (১৯)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা থাকিলেও রুক্মী স্বীয় ভগিনীর প্রীতি সম্পাদনার্থ তাঁহার পৌত্র স্বীয় দৌহিত্র অনিরুদ্ধকে রোচনা নাম্নী স্বীয় পৌত্রী দান করেন। শত্রুর সহিত সম্বন্ধ জন্য এই সকল বিবাহকে অধর্ম্ম জনক জানিয়াও কেবল স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়াই ইহা স্বীকার করেন। (২০) হে রাজন্! এই বিবাহ উপলক্ষে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং সাম্ব প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই ভোজকটপুরে গমন করিয়াছিলেন। বিবাহ ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে পরে বলদৃপ্ত কলিঙ্গাধিপতি প্রভৃতি রাজারা রুক্মিকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি এই সময়ে অক্ষ ক্রীড়া দ্বারা বলরামকে জয় কর। (২১) বলরাম অক্ষ ক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, সুতরাং পরাজিত হইয়া অপমানিত হইবেন।

ইহা শ্রবণ করিয়া রুক্মী বলরামকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত অক্ষ

ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। বলরাম এই ক্রীড়াতে ক্রমশঃ শত, সহস্র, অযুত পর্য্যন্ত পণ করিয়া খেলিতে লাগিলেন এবং রুক্মীও প্রতিবারই তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। ইহা দেখিয়া কলিঙ্গরাজ উপহাসচ্ছলে দন্ত বাহির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। হলায়ুধ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। (২২) অনন্তর রুক্মী লক্ষ পণ করিয়া খেলিলেন, কিন্তু এবার বলরাম জয়ী হইলেন, তখন রুক্মী কপটতা আশ্রয় করিয়া "আমি জয়ী হইয়াছি" ইহা কহিতে লাগিলেন (২৩) তখন শ্রীমান্ বলদেব পর্ব্ব দিবসীয় সমুদ্রের ন্যায় ক্রোধে ক্ষুব্ধ চিত্ত এবং রক্তবর্ণ নয়ন হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দশ কোটি পণ করিয়া খেলিতে বসিলেন। (২৪) এবারও বলরাম রুক্মীকে ধর্ম্মতঃ জয় করিলেন, কিন্তু রুক্মীও পুনর্ব্বার কৈতবতা অবলম্বন করিয়া "আমি জয়ী হইয়াছি এই সকল পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলুন" ইহা বলিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে দৈববাণী হইল যে "ধর্ম্মত বলরাম কর্ত্তৃক রুক্মী পরাজিত হইয়াছেন কিন্তু রুক্মী যে বলিতেছেন আমি জিত হইয়াছি ইহা মিথ্যা।" তখন বিদর্ভ রাজ রুক্মী সেই দৈববাণীকে অনাদর করিয়া অন্যান্য দুষ্ট রাজাদিগের পরামর্শে কাল সহকারে উপহাস বাক্য দ্বারা বলরামকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তোমরা বনচারী গোপালক তোমরা অক্ষক্রীড়া জান না। রাজারা অক্ষ ক্রীড়া ও বাণ শিক্ষা দ্বারা আনন্দিত হয়েন, তোমার সদৃশ লোকেরা তাহার কি জানিবে?। (২৫)

এইরূপে রুক্মী কর্ত্তৃক অধিক্ষিপ্ত ও অন্যান্য রাজগণ কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া বলদেব ক্রোধে পরিঘ অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক সেই মঙ্গল সভা মধ্যে সকলের সমক্ষে রুক্মীকে বধ করিলেন এবং বেগে দশ পা গমন পূর্ব্বক কলিঙ্গ রাজকে ধরিয়া ক্রোধে তাঁহার দন্ত পংক্তিদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, যেহেতু তিনি ঐ সকল দন্ত বাহির করিয়া উপহাস পূর্ব্বক হাস্য করিয়াছিলেন। পরে অন্যান্য রাজারা সকলে বলদেবের পরিঘাস্ত্র দ্বারা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাহু, উরু, ও শিরোদেশ ভগ্ন হওয়াতে রক্তাক্ত কলেবরে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজন্! এইরূপে স্বীয় শ্যালক রুক্মী, রুক্মিণী সমক্ষে বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্নেহ ভঙ্গ ভয়ে রুক্মিণী বা বলরামকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। (২৬) অনন্তর মধুসূদনের আশ্রিত বলরাম প্রভৃতি সকলেই অখিল মনোরথ সিদ্ধ হওয়াতে নবোঢ়া ভার্য্যার সহিত অনিরুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করাইয়া ভোজকট হইতে সুখে কুশস্থলীতে গমন করিলেন। (২৭)

ইতি দশম স্কন্ধে একষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

উষার সহিত রমমান অনিরুদ্ধের বাণ রাজা কর্ত্তৃক রোধ, এবং অনিরুদ্ধের অন্য বিবাহে বাণ যাদব যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ হরকে জয় করিয়া বাণ রাজের বাহু ছেদন করেন।

শুকদেব কহিলেন, মহাত্মা বলিরাজার এক শত পুত্র, বাণ তাঁহারদিগের সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তিনি সহস্র বাহু, তিনি তাণ্ডব বিষয়ে বাদ্য দ্বারা মহাদেবের পরিতোষ জন্মিয়াছিলেন। (১) ভক্ত বৎসল সর্ব্বভূতাধিপতি শরণ্য ভগবান্ বর

প্রদান দ্বারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তিনিও সেই ত্রিপুরাধিপতির নিকটে বর প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

একদা বল দুর্ম্মদ বাণ সূর্য্য সদৃশ প্রকাশ বিশিষ্ট কিরীট দ্বারা পার্শ্বস্থ মহাদেবের পাদপদ্ম স্পর্শ করতঃ তাঁহাকে কহিলেন। (২) 'হে মহাদেব' তুমি লোক গুরু ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অপূর্ণ কাম পুরুষদিগের কাম পূরয়িতা কল্পতরু। তুমি আমাকে সহস্র হস্ত প্রদান করিয়াছ, তাহা কেবল আমার ভারের নিমিত্তে হইয়াছে, কারণ ত্রিলোকী মধ্যে তোমা ব্যতীত আমার সমান প্রতিযোদ্ধা দেখিতে পাই না। (৩) বল ভরে কণ্ডূতি পরিপূরিত এই হস্ত সকল দ্বারা আমি দিগ্‌গজের সহিতও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। হে আদ্য! যখন আমি পর্ব্বত সকলকে চূর্ণ করতঃ গমন করিতে থাকি তখন তাহারাও ভীত হইয়া পলায়ন করে।

ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হে মূঢ়! যখন তোমার এই কেতু ভগ্ন হইবে, তখন দেখিবে আমার সদৃশ কোন ব্যক্তির সহিত তোমার দর্পহারী সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। (৪) হে মহারাজ! কুমতি বাণ মহাদেব কর্ত্তৃক এই প্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া স্বীয় বীর্য্য নাশের প্রতি মহাদেবের আদেশ প্রতীক্ষা করতঃ হৃষ্টচিত্তে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিল। (৫)

এই বাণ রাজার ঊষা নামে এক কন্যা ছিলেন, তিনি স্বপ্নাবস্থায় অদৃষ্ট অশ্রুত কান্ত অনিরুদ্ধের সহিত রতি লাভ করিতেন। (৬) তিনি এক এক সময়ে সখীগণের সহিত নিদ্রিত হইয়া অনিরুদ্ধকে না দেখিতে পাইয়া ভ্রান্তিক্রমে "হে কান্ত! কোথায় গেলে" ইহা বলিয়া উঠিতেন এবং পরে সখীগণকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেন। (৭) বাণ রাজার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা ঊষার সখী ছিলেন, তিনি একদা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সখী ঊষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (৮) হে রাজপুত্রি! অদ্যাপি তোমার পাণি গ্রহণ হয় নাই, সুতরাং তোমার কান্তকে লক্ষ করিতে পারি না, অতএব হে সুভ্রু! তুমি কাহাকে প্রার্থনা কর, তোমার মনোরথই বা কি প্রকার? ঊষা কহিলেন। হে সখি! শ্যামবর্ণ, কমললোচন, পীতবাস, বৃহদ্বাহু, স্ত্রীদিগের হৃদয়ঙ্গম এমন কোন এক নরকে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাঁহাকেই আমি কান্ত রূপে প্রার্থনা করি, তিনি স্বপ্ন কালে আমাকে অধর সুধা পান করাইয়া পরে দুঃখার্ণবে মগ্ন করিয়া কোথায় গমন করেন।

চিত্রলেখা কহিলেন, হে সখি! আমি তোমার দুঃখ অপনোদন করিব, যিনি তোমার মনোহরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বল, ত্রিলোকী মধ্যে থাকিলেই আমি তাঁহাকে আনয়ন করিয়া দিব। (৯) ইহা বলিয়া চিত্রলেখা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ, এবং মনুষ্যদিগের প্রতিকৃতি পটে চিত্রিত করিলেন। (১০) এবং মনুষ্যের মধ্যে বৃষ্ণি বংশ, বলবান্ আনকদুন্দুভি, রাম কৃষ্ণ, ও প্রদ্যুম্নের প্রতিকৃতি লিখিলেন, কিন্তু প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া ঊষা শ্বশুর বলিয়া লজ্জিতা হইলেন, হে মহীপতে! পরে পটে লিখিত অনিরুদ্ধকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদনে সেই এই ইহা বলিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

হে রাজন্! তখন যোগ সম্পন্না চিত্রলেখা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া যোগবলে আকাশে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপালিত দ্বারকায় গমন করিলেন। (১১) যোগিনী চিত্রলেখা তথায় গিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ান অনিরুদ্ধকে গ্রহণ পূর্ব্বক শোণিত পুরে লইয়া গিয়া সখী ঊষাকে প্রিয় দর্শন করাইলেন। (১২) তখন ঊষা

হৃষ্টচিত্তে সেই সুন্দর বরকে অবলোকন করিয়া পুরুষের অলক্ষিত স্বীয় গৃহে রাখিয়া অনিরুদ্ধের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। (১৩) তখন অনিরুদ্ধ প্রবৃদ্ধ স্নেহ সহকারে ঊষা কর্ত্তৃক অপহৃতেন্দ্রিয় হইয়া বহু মূল্য বস্ত্র, মাল্য গন্ধ ধূপ দীপ আসনাদি ও পান ভোজন বাক্যাদি এবং শুশ্রূষাদি দ্বারা সেই কন্যা গৃহে নিরন্তর গূঢ় ভাবে সমর্চ্চিত হইয়া কত দিন গত হইল তাহা জানিতেও পারিলেন না। (১৪)

কিয়দ্দিন পরে অন্তঃপুররক্ষিগণ গোপন করিতে অসমর্থ হেতু সকল দ্বারা অতিহৃষ্টা ঊষাকে যদুবীর কর্ত্তৃকা ভুজ্যমান ও হতব্রতা বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। (১৫) পরে নিশ্চয় করিয়া রাজার নিকটে গিয়া আবেদন করিল, মহারাজ! তোমার কন্যার কুল দূষণ বিরুদ্ধাচরণ আমরা লক্ষ করিয়াছি। (১৬) হে প্রভো! গমনাগমন শূন্য হইয়া আমার দিগ কর্ত্তৃক গূঢ়ভাবে গৃহে রক্ষিত এবং পুরুষের দুষ্প্রেক্ষ্য আপনার কন্যার যে কি রূপে দোষ জন্মিল ইহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

অনন্তর বাণ দুহিতার দূষণাবহ ব্যবহার শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে সত্বর গিয়া কন্যার গৃহ প্রাপ্তি পূর্ব্বক তথায় যদু শ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। (১৭) কামদেবের পুত্র, ত্রিভুবনে এক মাত্র সুন্দর, শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, পদ্মনেত্র, বৃহদ্বাহু, এবং কুন্তল ও কুণ্ডল জ্যোতিতে এবং সহাস্য অবলোকনেতে তাঁহার মুখ মণ্ডল শোভা পাইতেছিল। (১৮) তিনি তৎকালে সর্ব্ব মঙ্গল সম্পন্না প্রিয়ার সহিত অক্ষ ক্রীড়া করিতেছিলেন, প্রিয়ার অঙ্গ সংসর্গে তাঁহার স্তন কুঙ্কুম অনিরুদ্ধের গলস্থ বসন্ত মল্লিকাশ্রিত মালায় সংলগ্ন হইয়াছিল এবং তখন উভয়ে সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। ইহা দেখিয়া বাণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (১৯)

তখন অনিরুদ্ধ অনেকানেক যোদ্ধা ও আততায়ি জনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাণকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লৌহ বিশেষ নির্ম্মিত পরিঘ উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোধ ভরে দণ্ডায়মান হইলেন, যেমন হননেচ্ছু কালান্তক যম দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করেন, তাহার ন্যায়। যেমন কুক্কুর শূকরযূথপতিকে বিনাশ করে তদ্রূপ হননেচ্ছায় চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত সেই সকল অরিগণকে অনিরুদ্ধ বিনষ্ট করিলেন, তাহাতে তাহারা বাহু মস্তকাদিতে আহত হইয়া স্বীয় স্বীয় ভবন হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। (২০) এমত সময়ে, বলিনন্দন বলবান্ বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সৈন্যঘাতী অনিরুদ্ধকে নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন। তখন ঊষা স্বীয় প্রিয়ের বন্ধন ব্যাপার শ্রবণ করিয়া শোকে অত্যন্ত অবসন্না হইলেন এবং অশ্রুকলাকুল লোচনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। (২১)

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বাণ যাদব যুদ্ধে মাহেশ জ্বর কর্ত্তৃক বাণ বাহুচ্ছেত্তা হরির স্তুতি।

শুকদেব কহিলেন, হে ভারত! অনিরুদ্ধকে না দেখিতে পাইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ শোকে চারি বৎসর অর্থাৎ অষ্ট চত্বারিংশৎ মাস অতিবাহিত করিলেন। (১) অনন্তর নারদের মুখে অনিরুদ্ধের বন্ধন বার্ত্তা ও বাণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত বৃষ্ণিগণ শোণিতপুরে গমন করিলেন।

(২) প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র, প্রভৃতি এবং রাম কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী অন্যান্য লোক সকল। (৩) এবং সাত্বতপ্রধান যোদ্ধাগণ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সহিত সর্ব্ব দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া বাণ নগরের চারিদিকে গিয়া প্রতিরোধ করিলেন। (৪) এবং গৃহ উদ্যান প্রাচীর অট্টালিকা গোপুর সকল ভগ্ন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বাণ ক্রোধান্বিত হইয়া তুল্য সৈন্য সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। (৫) এদিকে ভগবান্ রুদ্র বাণ রাজার সাহায্যার্থ কার্ত্তিকের ও প্রমথগণের সহিত নন্দি বৃষভে আরোহণ পূর্ব্বক রাম কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন লোমহর্ষ জনক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সহিত শঙ্করের, প্রদ্যুম্নের সহিত কার্ত্তিকেয়ের, কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত বলরামের, সাম্বের সহিত বাণপুত্রের, এবং বাণের সহিত সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সুরাসুরাধিপতি ব্রহ্মা প্রভৃতি, মুনি, সিদ্ধচারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষগণ, ইহাঁরা বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দর্শনার্থ আগমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণাগ্র শর দ্বারা শঙ্করের অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, যাতুধান, বেতাল, বিনায়ক, ভূতমাতৃ, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও ব্রহ্মরাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। পিনাকী মহাদেবও শার্ঙ্গীর প্রতি পৃথক্ দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন, শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণও তাহার প্রতিরূপ অস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে সে সকল অস্ত্রের শমতা করিলেন। (৬) ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রের প্রতি পর্ব্বতাস্ত্র, আগ্নেয়ের প্রতি পার্জ্জন্যাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্রের প্রতি নারায়ণাস্ত্র প্রক্ষেপ করিলেন। অনন্তর জৃম্ভাস্ত্র দ্বারা বিজৃম্ভিত মহাদেবের মোহ জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অসি গদা ও বাণ দ্বারা বাণ রাজার সৈন্যগণকে হনন করিতে লাগিলেন। (৭) তখন কার্ত্তিকেয় প্রদ্যুম্নের বাণ সমূহ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া সর্ব্ব গাত্র হইতে রক্ত মোচন করিতে২ ময়ূরে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। (৮) কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ উভয়ে মুষলাঘাতে ব্যথিত হইয়া পতিত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের অনীকগণ স্বীয় অধিপতিদ্বয়কে হত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন স্বীয় সৈন্যগণকে বিশীর্ণ দেখিয়া রথী বাণ ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। এবং এককালে পঞ্চশত ধনু আকর্ষণ করিয়া রণ দুর্ম্মদ বাণ এক এক ধনুতে দুই দুই বাণ সন্ধান করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদায় ধনু এককালে ছেদন করিলেন, এবং সারথি, রথ, ও অশ্ব সকলকে ভগ্ন ও বিনষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। এমতকালে বাণমাতা কোটবী নগ্না ও মুক্তকেশা হইয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৯) তখন গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ নগ্না স্ত্রীকে না দেখিবার নিমিত্তে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, এবং বাণও ভগ্নরথ ও ছিন্ন ধনু হওয়াতে পুরী প্রবেশ করিলেন। (১০)

ভূতগণ নষ্ট ও পলায়িত হইলে ত্রিশির ও ত্রিপাৎ জ্বর যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। (১১) অনন্তর নারায়ণ শৈব জ্বরকে দেখিয়া শীত জ্বরের সৃষ্টি করিলেন, তখন মাহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বর উভয়ে পরস্পর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। (১২) মাহেশ্বর জ্বর যুদ্ধ করিতে করিতে বৈষ্ণব জ্বর বলে পীড়িত হইয়া কোন স্থানে

অভয় প্রাপ্ত না হইয়া সভয় হৃদয়ে শরণ প্রার্থনায় করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া হৃষী-কেশকে স্তব করিতে লাগিলেন। (১৩)

মাহেশ্বর জ্বর কহিলেন, তুমি অনন্ত শক্তি পরমেশ্বর, আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সর্ব্বাত্মা, কেবল জ্ঞান মাত্র, তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের হেতু এবং বেদ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম ও প্রশান্ত স্বরূপ। (১৪) কাল, দৈব, কর্ম্ম, জীব, স্বভাব, ভূত সূক্ষ্ম, প্রকৃতি, প্রাণ, আত্মা, একাদশ ইন্দ্রিয়, দেহ, বীজাঙ্কুর, হে বিভো! এ সমুদায় তোমারই মায়া মাত্র। কিন্তু তুমি সেই মায়া বর্জ্জিত, অতএব মায়া নিষেধের অবধিভূত যে তুমি, তোমাকে ভজনা করি। (১৫) তুমি লীলাগৃহীত মৎস্য কূর্ম্মাদি নানা ভাব দ্বারা লোক-সেতু ধারণ করতঃ দেবতা ও সাধুদিগকে পালন করিতেছ, এবং হিংসা বিশিষ্ট উন্মার্গগামী দৈত্য সকলকে হনন করিতেছ, যেহেতু ভূমির ভার হরণের নিমিত্তেই তোমার এই জন্ম হইয়াছে। (১৬) অত্যুদ্রিক্ত শান্তোগ্র দুঃসহ শীত জ্বর রূপ তোমার তেজ দ্বারা আমি সন্তপ্ত হইয়াছি। যত দিন পর্য্যন্ত আশানুবদ্ধ হইয়া দেহীগণ তোমার চরণ মূল সেবা না করে, তাবৎকাল তাহাদিগের এইরূপ তাপ হইয়া থাকে। (১৭)

ভগবান্ কহিলেন, হে ত্রিশির জ্বর! তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইলাম, মৎসৃষ্ট জ্বর হইতে তোমার ভয় অপনীত হউক। অদ্যাবধি যে ব্যক্তি আমারদিগের এই সংবাদ স্মরণ করিবে, তাহার আর তোমাহইতে ভয় থাকিবে না। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ মাহেশ্বর জ্বর প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে বাণ জনার্দ্দনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিল। পরে বাণ রাজা বাহু সহস্র দ্বারা নানা অস্ত্র ধারণ করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে চক্রায়ুধের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ পুনঃ পুন নানাস্ত্র প্রক্ষেপকারী সেই বাণের সহস্র বাহু ক্ষুরধার তুল্য চক্র দ্বারা বৃক্ষ শাখার ন্যায় এক কালে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাণ রাজার বাহু সকল ছিন্ন হইলে ভক্তানুকম্পী ভগবান্ মহাদেব সমাগত হইয়া চক্রায়ুধকে স্তব করিতে লাগিলেন। (১৮) রুদ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি পরম জ্যোতীরূপ পরব্রহ্ম, তুমি বাঙ্ময় বেদ মধ্যে গূঢ় ভাবে অবস্থিত আছ, শুদ্ধচিত্ত মুনিগণ তোমাকে কেবল আকাশের ন্যায় দৃষ্টি করেন। (১৯) নভোমণ্ডল তোমার নাভিদেশ, অগ্নি তোমার মুখ, জল তোমার শুক্র, স্বর্গ তোমার মস্তক, দিক্ সকল তোমার শ্রোত্র, পৃথিবী তোমার পদ, চন্দ্র তোমার মন, সূর্য্য তোমার চক্ষু, অহঙ্কার তোমার আত্মা, সমুদ্র তোমার উদর, ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপাল তোমার হস্ত। (২০) ওষধি সকল তোমার লোম, মেঘ [illegible]র কেশ, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, প্রজাপতি তোমার মেঢ়, ধর্ম্ম তোমার হৃদয়, এই [illegible] বিরাট্ পুরুষ রূপে লোকে তোমাকে কল্পনা করিয়া থাকে। (২১) হে অপ্রচ্যুত স্বরূপ! তোমার এই অবতার কেবল জগতের অভ্যুদয় ও ধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্তে, আমরা সকল লোক পাল, তোমা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া আমরা সাত লোককে প্রতিপালন করিতেছি। (২২) তুমি স্বজাতীয় ভেদ রহিত তুরীয় আদ্য পুরুষ ও স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ, জগতের হেতু, এবং স্বয়ং অহেতুঃ, কিন্তু সকল বিষয় প্রকাশের নিমিত্তে স্বীয় মায়া দ্বারা সমুদায় বিকার স্বরূপে প্রতীয়মান হও। (২৩)

হে ভূমন্! যেমন সূর্য্য মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াও সেই মেঘকে ও মেঘান্তরিত ঘটাদি রূপকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করে তদ্রূপ তুমি অহঙ্কারাদি গুণে আবৃত হইয়াও সত্ত্বাদিগুণকে ও গুণী জীব সকলকে প্রকাশ করিয়া থাক, যেহেতু তুমি আত্ম প্রদীপ। (২৪) যাঁহার মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া জীব সকল পুত্রদার গৃহাদিতে আসক্তি বশতঃ দুঃখ সাগরে দেবাদি যোনি বা মনুষ্যাদি যোনিতে নিমগ্ন হয়। (২৫) সেই দেবতা যে তুমি, তোমা কর্ত্তৃক দত্ত এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়বশতঃ তোমার পাদপদ্মে সমাদর না করে, সেই আত্মবঞ্চক সর্ব্বদা শোক বিশিষ্ট হয়। (২৬) যে মনুষ্য অপ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ পুত্রাদি প্রীতি বশতঃ প্রিয় ঈশ্বর পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ ভোজন করে। (২৭) আমি, ব্রহ্মা, ও অন্যান্য দেবগণ, এবং মুনি সকল, আর বিশুদ্ধ চিত্ত অন্যান্য সকলেই সর্ব্ব প্রযত্নে প্রিয়তম ঈশ্বর পরমাত্মার শরণাপন্ন। (২৮) হে দেব! জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু, সম স্বভাব অতএব শান্তস্বরূপ, সর্ব্বাত্মক রূপে বুদ্ধি প্রবর্ত্তক, সমানাসমান জাতীয় রহিত, জগতের ও জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ ঈশ্বরকে সংসার মুক্তির নিমিত্তে আমরা ভজনা করি। (২৯) হে দেব! এই বাণ আমার অনুবর্ত্তী প্রিয় ভক্ত, ইহাঁকে আমি অভয় প্রদান করিয়াছি, অতএব যেমন তুমি দৈত্য পতি প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলে, তেমনি ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হও।

ভগবান্ কহিলেন, হে ভগবন্! যাহা তুমি আমাকে কহিলে, আমি তোমার সেই প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিব, তোমার যাহা কিছু অনুষ্ঠিত, সে সমুদায় আমার সাধুরূপে অনুমোদিত। (৩০) বলি আমার ভক্ত অতএব তাঁহার পুত্র এই বাণাসুর আমারও অবধ্য, এবং প্রহ্লাদকে আমি বর দিয়াছিলাম যে তোমার বংশ আমার অবধ্য হইবে। (৩১) কেবল ইহাঁর দর্পোপশমনের নিমিত্তে আমি ইহাঁর বাহু সকল ছেদন করিয়াছি এবং পৃথিবীর ভারাবতারের নিমিত্তে ইহাঁর বাহুবল অপহরণ করিয়াছি। (৩২) এখনও ইহাঁর চারি খানি বাহু অবশিষ্ট আছে, তদ্বিশিষ্ট হইয়াই ইনি অজরামর হইবেন, তোমার পার্ষদ মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ হইবেন, এবং কোন ব্যক্তি হইতে ইহাঁর ভয় থাকিবে না। (৩৩)

বাণরাজা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ ঊষা বধূর সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া তথায় আনয়ন করিলেন। (৩৪) এবং বাস ও অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া ও অক্ষৌহিণী সেনাগণে পরিবৃত করিয়া এবং পত্নীর সহিত অনিরুদ্ধকে অগ্রে করিয়া ও মহাদেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া গমন করিলেন। (৩৫) পরে তাঁহারা মনোহর ধ্বজা দ্বারা ভূষিতমার্গা ও অলঙ্কৃতা সুশোভিতা রাজধানীতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন পৌরজন ও সুহৃন্মণ্ডলী এবং দ্বিজাতিগণ সকলে অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক শঙ্খ আনক দুন্দুভি বাদ্য দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি এই শ্রীকৃষ্ণের বিজয় এবং শঙ্করের সহিত যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্মরণ করেন, তাঁহার আর কখনও পরাজয় হয় না। (৩৬)

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ নৃগকে শাপ হইতে মোচন করেন, ও ব্রহ্মস্ব হরণ দোষ উক্তি দ্বারা রাজাদিগকে শিক্ষা দেন, এবং বিভূতি মদোন্মত্ত যদুগণকে নৃগোদ্ধার প্রসঙ্গে অনুশাসন করেন।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! একদা সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু, গদ প্রভৃতি যদুকুমারেরা বিহারার্থ উপবনেগমন করিয়াছিলেন। (১) তথায় বহুকাল ক্রীড়া করতঃ পিপাসান্বিত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে২ এক কূপ দেখিতে পাইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন কূপে জল নাই, এক অদ্ভুত জীব তন্মধ্যে পতিত রহিয়াছে। (২) তখন তাঁহারা পর্ব্বত সদৃশ সেই কৃকলাশকে দেখিয়া কৃপান্বিত হইয়া তথাহইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে যত্ন করিতে লাগিলেন। (৩) এবং বালকেরা তাহাকে চর্ম্মময় রজ্জু ও সূত্রময় রজ্জুতে বদ্ধ করিয়াও উত্তোলন করিবার নিমিত্তে কোন প্রকারে শক্ত হইলেন না, পরে তাঁহারা উৎসুক হইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। বিশ্বভাবন অরবিন্দাক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া বাম করদ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। (৪) তখন সেই কৃকলাস শ্রীকৃষ্ণের কর সংস্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় কৃকলাস রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপ্ত সুবর্ণ বর্ণ ও অদ্ভুত অলঙ্কার সহকৃত অম্বর মালা বিশিষ্ট দেব রূপ ধারণ করিলেন।

এমত কালে শ্রীকৃষ্ণ ঐ কৃকলাসের নিদান অবগত থাকিলেও সর্ব্বলোকে প্রচারের নিমিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! বরেণ্য রূপধারী তুমি কে? নিশ্চয় আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া গণ্য করি। (৫) হে ভদ্র! কি কর্ম্ম দ্বারা তোমার এই অযোগ্য অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছিল, আমি তাহা জানিবার নিমিত্তে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব যদি তাহা বলিবার যোগ্য হয়, তবে আপনাকে গোপন না করিয়া প্রকাশ কর।

শুকদেব কহিলেন, এই রূপে আনন্দ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নৃগ রাজা সূর্য্য সদৃশ জ্যোতি র্ব্বিশিষ্ট কিরীট দ্বারা মাধবকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন। (৬) নৃগ কহিলেন, হে প্রভো! আমি ইক্ষাকু তনয় নরেন্দ্র, আমার নাম নৃগ, বোধ হয় দাতাগণের নাম শ্রবণের সময়ে আমার নাম অবশ্য কখন আপনার কর্ণ স্পর্শ করিয়া থাকিবে। (৭) হে নাথ! সর্ব্ব ভূতের আত্মার সাক্ষি স্বরূপ তুমি, এবং কালেতেও তোমার দৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না, অতএব যদিও তোমার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি তোমার আজ্ঞাক্রমে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পৃথিবীতে যত বালুকা কণা আছে, আকাশে যত তারকা আছে, যত সংখ্যক বর্ষধারা পতিত হয়, আমি তত সংখ্যক গোদান করিয়াছি। পয়স্বিনী, শীলরূপ গুণ যুক্তা, হেম শৃঙ্গী, রৌপ্যখুরা, সবৎসা, বস্ত্রমাল্যালঙ্কৃতা এই রূপ ন্যায়ার্জ্জিত তরুণী কপিলা গোসকল আমি দান করিয়াছি। (৮) নানালঙ্কার বিশিষ্ট, গুণ শীল সম্পন্ন, বহুকুটুম্বী, সদাচার সম্পন্ন, তপস্যা ও শ্রৌত কর্ম্ম সহকৃত বেদাধ্যয়ন দ্বারা উদার স্বভাব, এবং যুবা, এরূপ দ্বিজ শ্রেষ্ঠ সকলকে আমি দান করিয়াছি। (৯) গো, ভূ, হিরণ্য, আয়তন, অশ্ব, হস্তী, দাসী সহিত কন্যা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তিল, শয্যা, বস্ত্র, রত্ন, অলঙ্কার, রথ, এ সকল দান করিয়াছি ও যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছি এবং বাপী কূপতড়াগাদি প্রস্তুত করিয়াছি। (১০(

আমি এই রূপ হইলেও আমার এক শঙ্কট শ্রবণ কর, প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত কোন এক ব্রাহ্মণের একটী গো গোষ্ঠ ভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধন সকলের মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল, আমি তাহা না জানিয়া এক দ্বিজকে দান করিয়াছিলাম, গৃহীতা দ্বিজ তাহাকে লইয়া যাইতেছিল, পথমধ্যে ঐ গোর স্বামী দ্বিজ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, এগো আমার। প্রতিগৃহীতা কহিলেন, রাজানৃগ আমাকে দিয়াছেন অতএব এগো আমার। (১১) সেই উভয় ব্রাহ্মণ এই রূপ বিবাদ করিয়া স্বার্থ সাধনার্থ প্রতিগৃহীতা আমাকে দাতা ও গোস্বামী আমাকে অপহর্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মহা ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। (১২) এই রূপ ধর্ম্ম শঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে আমি উভয় বিপ্রকেই অনুনয় বিনয় করিলাম, এবং উভয়কেই কহিলাম "এই গোটী আমাকে দাও, আমি ইহার পরিবর্ত্তে অতি উৎকৃষ্ট লক্ষ গো প্রদান করিব। অবিজ্ঞাত কিঙ্করকে উভয়েই অনুগ্রহ করুন, এবং অশুচি নিরয়ে পতিত আমাকে ধর্ম্ম শঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন"। (১৩) তখন গোস্বামী, "আমি রাজার গো ইচ্ছা করি না" ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং গৃহীতাও "অন্য অযুত গোও আমি ইচ্ছা করি না" কহিয়া গমন করিলেন। (১৪) কিছুকাল পরে আমার সময় উপস্থিত হইলে যম দূতেরা আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল। হে দেব দেব, জগৎ পতে! শ্রবণ করুন, তখন যম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। (১৫) হে নৃপতে! তুমি পূর্ব্বে অশুভ ভোগ করিবে কি সুখ ভোগ করিবে? দান ধর্ম্মের ফল যে প্রকাশ বিশিষ্ট লোক প্রাপ্তি, তাহার অন্ত নাই, ইহা আমি দেখিতেছি। (১৬) অতএব আমি কহিলাম, হে দেব! আমি পূর্ব্বে অশুভ ভোগ করিব। তখন যম কহিলেন, তবে পতিত হও, হে প্রভো! তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে পতিত কৃকলাস দর্শন করিলাম। হে কেশব! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, ভবৎ সন্দর্শনার্থী তোমার এই দাসের অদ্যাপি স্মৃতি ভ্রংশ হয় নাই। (১৭)

হে বিভো! তুমি পরমাত্মা, তুমি উপনিষৎ রূপ চক্ষু দ্বারা যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে বিভাব্য, অতএব কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! তুমি আমার নয়ন গোচর হইয়াছ। তুমি সাক্ষাৎ অধোক্ষজ, যে ব্যক্তির সংসার বন্ধন মোচন হইবে তাহারই তুমি দৃশ্য হইয়া থাক, এই নিমিত্তেই কৃকলাস ভব দুঃখে অন্ধ যে আমি, আমার নিকটে তুমি দৃশ্য হইলে। হে দেব দেব! হে জগন্নাথ! হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে পুরুষোত্তম! হে হৃষীকেশ! হে পুণ্য শ্লোক! হে অব্যয়! (১৮) হে কৃষ্ণ! হে বিভো! আপনি অনুমতি করুন, আমি দেবলোকে গমন করি, আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকি, আমার চিত্ত যেন তোমার পদে স্থান পায়। (১৯) তুমি সকলের আদি কারণ তোমাকে নমস্কার, তুমি ব্রহ্ম, তুমি অনন্ত শক্তি, তুমি যোগপতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার। ইহা বলিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদ স্পর্শ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করতঃ বিমানে আরোহণ করিয়া সকলের সাক্ষাতে দেব লোকে গমন করিলেন।

তখন ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাজন্যগণকে শিক্ষা প্রদান করতঃ পরিজন বর্গকে কহিলেন। (২০) অগ্নি সদৃশ তেজস্বী হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি অতিঅল্প মাত্রও ব্রহ্মস্ব ভোজন করে, তাহাও তাহার পক্ষে দুর্জ্জর হয়, তখন ঈশ্বর মানী রাজাদিগের কথা আর কি বলিব। হলাহলকে আমি

বিষ বলিয়া মানি না যেহেতু তাহার প্রতিক্রিয়া আছে, ব্রহ্মস্বকেই আমি বিষ বলিয়া স্বীকার করি, যেহেতু ত্রিভুবনে তাহার প্রতিবিধান নাই। (২১) বিষ, ভক্ষিতারই প্রাণ নষ্ট করে, অগ্নিও জল দ্বারা শমতা পায়, কিন্তু ব্রহ্মস্ব রূপ দাবানল মূলের সহিত সমুদায় কুল দগ্ধ করে। (২২) যথাবিধান ক্রমে অননুজ্ঞাত ব্রহ্মস্ব ভোজন করিলে ত্রিপুরুষ অর্থাৎ পুত্র পৌত্র সহিত ভোক্তাকে নাশ করে, আর হঠাৎ বল পূর্ব্বক ভোজন করিলে পূর্ব্বের দশ ও পরের দশ এই বিংশতি পুরুষকে নাশ করে। (২৩) যাহারা ব্রহ্মস্ব ইচ্ছা করে, তাহারাই নিরয় ইচ্ছা করে, অতএব মূর্খেরাই আত্মপাতিত্ব বিবেচনা করে না, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সহিত রাজারা তাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন। (২৪) বহু পরিবার বিশিষ্ট বদান্য ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহৃত হইলে তাঁহার রোদনের অশ্রুবিন্দু সকল যতগুলি পাংশুকণা আক্রম করে, ব্রাহ্মণদায়াপহারী রাজাই হউক বা রাজবংশীয়ই হউক তত সংখ্যক বৎসর নির্ব্বিবাদে কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয়। স্বদত্ত হউক বা পর দত্তই হউক যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ব্যক্তি ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া থাকে। (২৫) ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় ধনে যেন আমার স্পৃহা কখন না জন্মে, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজারা অল্পায়ু, পরাজিত, ও রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট, এবং উদ্বেজিত হয়। হে আমার বন্ধু বান্ধবগণ! ব্রাহ্মণ ক্রোধান্বিত হইলেও কখন তাঁহার সহিত কলহ করিও না, ব্রাহ্মণ যদি মারেন বা শাপ দেন তথাপি নিত্য তাঁহাকে নমস্কার করিবে। (২৬) যেমন আমি সমাহিত হইয়া নিত্যকাল ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া থাকি তদ্রূপ তোমরাও প্রণাম করিও। যিনি আমার এই বাক্যের অন্যথাচরণ করিবেন তিনি দণ্ডভাগী হইবেন। (২৭) ব্রাহ্মণের অর্থ অপহৃত হইলে তাহা সেই অপহর্ত্তাকে অধঃপাতিত করে, যেমন ব্রাহ্মণের গো এই অজ্ঞাত নৃগরাজাকে অধঃপাতিত করিল। সর্ব্বলোক পাবন ভগবান্ মুকুন্দ দ্বারকাবাসি প্রজাদিগকে এই প্রকার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করাইয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন। (২৮)

ইতি দশম স্কন্ধে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বলরাম গোকুলে আগমন পূর্ব্বক গোপীগণের সহিত রমণ করতঃ মত্ততাবশত কালিন্দীকে আকর্ষণ করেন, বলরামের সেই সকল চরিত বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! একদা ভগবান্ বলভদ্র সুহৃদ্গণকে দর্শন করিবার নিমিত্তে উৎকণ্ঠিত চিত্তে রথে আরোহণ করিয়া নন্দের গোকুলে গমন করিলেন। (১) বলদেব তথায় উপস্থিত হইলে চিরোৎকণ্ঠিত গোপগোপীগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, এবং তিনি পিতামাতাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ দ্বারা আনন্দিত হইলেন। (২) এবং পিতামাতা, হে দাশার্হ! তুমি জগদীশ্বর, অনুজের সহিত তুমি আমারদিগকে চিরকাল প্রতিপালন কর, ইহা বলিয়া অঙ্কে উত্তোলন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ নেত্রজলে অভিষিক্ত করিলেন। (৩) পরে বলদেব গোপবৃদ্ধগণকে বিধিবৎ অভিবাদন করিলেন এবং

বয়ঃকনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইলেন। (৪) এবং যাহার যেমন বয়স, যাহার সহিত যেমন সখ্যভাব, যাহার সহিত যেমন আপনার সম্বন্ধ, তদনুসারে গোপগণের নিকট আগমন পূর্ব্বক হাস্য ও হস্ত গ্রহণাদি, দ্বারা সমাদর করিলেন। এবং তিনি সুখাসনে আসীন হইয়া বিশ্রাম করিলে গোপগণ নিকটে আগমন পূর্ব্বক যাদবকুলের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, যেহেতু কৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্তে তাঁহারা সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরে বলরামও প্রেম গদ্‌গদ বাক্যে তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কহিলেন, হে রাম! আমাদিগের বন্ধু বান্ধব সকলে কুশলে আছেত? কেহ বলিলেন, হে রাম! তোমরা দার সুতান্বিত হইয়া আমারদিগকে কি স্মরণ করিতে? কেহ বলিলেন, আহা! তোমরা বলে পাপ কংসকে বিনাশ করিয়াছ, সুহৃদ্‌জনগণকে মুক্ত করিয়াছ, রিপুসকলকে জয় ও হত করিয়া দুর্গ আশ্রয় পূর্ব্বক বাস করিতেছ। (৫) পরে রাম সন্দর্শনে আদরবতী গোপীগণ হাসিতে২ জিজ্ঞাসা করিল, পুরস্ত্রী জন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেনত? তিনি পিতামাতাকে ও বন্ধুবর্গকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? সেই মহাভুজ আমারদিগের সেই সেবা কি স্মরণ করেন? হে প্রভো! যাঁহার নিমিত্তে আমরা দুস্ত্যজ স্বজন মাতা পিতা ভ্রাতা পতি পুত্র ভগিনী সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সৌহৃদ্যপাশ ছেদন করিয়াছেন। (৬) তিনি গমন কালে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, স্ত্রীগণ তাদৃশ বাক্যে কেনই বা না শ্রদ্ধা করিবে? (৭) অন্যে কহিল, অনবস্থিতাত্মা ও কৃতঘ্নের সেই বাক্য পুরস্ত্রীগণ কেনই বা গ্রহণ করিল? তাঁহার সুন্দর হাস্যাবলোকন দ্বারা জনিত স্মরে আতুর হইয়াই বিচিত্র বাক্য গ্রহণ করিয়াছিল। (৮) অপরা কহিল, হে গোপীগণ! তাঁহার কথায় আর আমারদিগের কি হইবে? এক্ষণে অন্যান্য কথায় কাল যাপন কর। আমারদিগের ব্যতিরেকে যদি তিনি কাল কাটাইতে পারেন, তবে আমরাও তাঁহা ব্যতিরেকে কালাতিপাত করিতে পারিব। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, বাক্য, মনোহর বীক্ষিত, গতি, প্রেম, আলিঙ্গনাদি স্মরণ করতঃ স্ত্রীগণ রোদন করিতে লাগিল। (৯)

অনন্তর নানা প্রকার অনুনয় কোবিদ ভগবান সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ঙ্গম বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। (১০) এবং রাত্রিকালে গোপীগণের সহিত রমণ করতঃ চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস তথায় অবস্থান করিলেন। (১১) এবং পূর্ণচন্দ্র কলায় উজ্জ্বলিত ও কুমুদ গন্ধযুক্ত বায়ুসেবিত যমুনার উপবনে স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন। (১২) এমত কালে বরুণদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত বারুণীদেবী বৃক্ষ কোটর হইতে পতিত হইয়া সুগন্ধ দ্বারা সেই বনের সমুদায় স্থান আমোদিত করিল। বায়ু সহকারে সর্ব্বত্র বিস্তৃত সেই মধুধারার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বলদেব তথায় গিয়া ললনাগণের সহিত তাহা পান করিলেন। (১৩) তখন বনিতাগণ মত্ততায় হলায়ুধের চরিত গান করিতে লাগিল এবং তিনিও মত্ত ও মদ বিহ্বল লোচন হইয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। (১৪)

বৈজয়ন্তী মালা বিশিষ্ট, এক কুণ্ডলধারী, হেমশীকরের ন্যায় স্বেদকণা ভূষিত সহাস্য মুখপদ্ম বিশিষ্ট, মদোন্মত্ত বলদেব জলক্রীড়ার নিমিত্ত যমুনাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। (১৫) পরে, আমি মত্ত হইয়াছি বলিয়া আমার বাক্য অনাদর করিয়া আগমন করিল না, ইহা ভাবিয়া তিনি কুপিতহইয়া হলাগ্র দ্বারা যমু-

নাকে আকর্ষণ করিলেন। (১৬) এবং কহিলেন, হে পাপে! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি তথাপি তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আসিতেছ না, তুমি কামচারিণী, অতএব তোমাকে আমি এই লাঙ্গলাগ্র দ্বারা শত খণ্ড করিয়া ফেলিব। (১৭)

হে নৃপ! এই রূপে নির্ভৎসিত হইয়া যমুনা চমকিত হৃদয়ে ভয়ে পাদপদ্মে পতিত হইয়া যদুনন্দনকে কহিতে লাগিলেন। (১৮) হে রাম! হে মহাবাহো! আমি তোমার বিক্রম জানি না, হে জগৎপতে! তোমার শেষ রূপ একাংশে জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে ভগবন্! আমি তোমার পরম ভাব অজ্ঞাতবর্ত্তী, হে বিশ্বাত্মন্! হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার শরণাগতা, আমাকে পরিত্যাগ কর। (১৯)

অনন্তর ভগবান্ বলদেব এইরূপে যাচিত হইয়া যমুনাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং করেণুগণের সহিত করিরাজের ন্যায় স্ত্রীগণের সহিত জলে অবগাহন করিলেন। (২০) এবং স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিহার করিয়া জল হইতে উত্তীর্ণ হইলে লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে নীলবর্ণ অম্বরদ্বয়, মহার্ঘ্য ভূষণ ও সুন্দর মালা প্রদান করিলেন। (২১) বলদেবও নীলাম্বরদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক কাঞ্চনময়ী মালা কণ্ঠে ধারণ করতঃ অলঙ্কারে ভূষিত ও চন্দনে লিপ্ত হইয়া মাহেন্দ্র বারণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! অদ্যাপি যমুনাকে ভাব দ্বারা অনন্তবীর্য্য বলদেবের বীর্য্য প্রকাশ করতঃ তদাকৃষ্ট পথে বর্ত্তমানা দেখিতেছি। (২২) এই রূপে ব্রজ যোষিৎগণের মাধুর্য্য বিলাস দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া ব্রজে রমমান বলদেবের সমুদায় নিশা এক রাত্রির ন্যায় গত হইল। (২৩)

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কাশীতে গমন করিয়া পৌণ্ড্রককে, এবং তাহার মিত্রকে বধ করিয়া পরে সুদক্ষিণকে বধ করেন।

শুকদেব কহিলেন, হে নৃপ! বলরাম নন্দ ব্রজে গমন করিলে কিয়ৎকাল পরে করূষ দেশাধিপতি অজ্ঞানান্ধ পৌণ্ড্রক রাজা আমিই বাসুদেব ইহা স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। (১) অজ্ঞ লোকেরা, তুমিই জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেব হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা বলিয়া তাঁহাকে স্তব করিয়াছিল এবং তাহাতে তিনিও আপনাকে অচ্যুত বলিয়া অভিমান করিতেন। (২) ক্রীড়াকালে বালক কর্ত্তৃক কৃত নৃপত্ব প্রাপ্ত বালকের ন্যায় অজ্ঞান মন্দমতি পৌণ্ড্রক দ্বারকায় অব্যক্ত গতি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতও দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক সভামণ্ডপে উপবিষ্ট কমল পত্রাক্ষ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পৌণ্ড্রক রাজার কথিক বিষয় নিবেদন করিতে লাগিল। পৌণ্ড্রক বলিয়া পাঠাইয়াছেন, ভূতানুকম্পার্থ আমি একাই বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, দ্বিতীয় হয় নাই, অতএব তুমি মিথ্যা বাসুদেব নাম পরিত্যাগ কর। হে সাত্বত! তুমি মূঢ়ত্ব হেতু আমার যে সকল চিহ্ন ধারণ করিয়াছ, সে সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসিয়া আমার শরণাগত হও নতুবা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর।

শুকদেব কহিলেন, তখন অল্প বুদ্ধি পৌণ্ড্রকের এই প্রেরিত সংসাদ শ্রবণ করিয়া উগ্র সেনাদি সভাসদ গণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। (৩) এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বাক্যকে পরিহাস রূপে গণনা করিয়া দূতকে কহিলেন, হে মূঢ়! আমি সুদর্শনাদি চিহ্ন সকল তোমার প্রতি এবং যাহারদিগের সহিত একত্রিত হইয়া তুমি একথা উত্থাপন করিয়াছ তাহাদিগের প্রতি প্ররিত্যাগ পরিব। (৪) হে অজ্ঞ! যখন তুমি হত হইয়া মুখ রুদ্ধ করতঃ কঙ্ক; গৃধ্র ও বট পক্ষীতে আবৃত হইয়া শয়ন করিবে, তখন বক্কুরেরা তোমার শরণাগত হইবে। (৫) পরে দূত স্বীয় স্বামীর প্রতি এই প্রকার আক্ষেপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌণ্ড্রক নিকটে গিয়া সমুদায় নিবেদন করিল।

এ দিকে, শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়া কাশীতে যাত্রা করিলেন। মহারথ পৌণ্ড্রক তৎকালে কাশীতে মিত্র পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুই অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া সত্বর পুরী হইতে নির্গত হইলেন। (৬) হে নৃপ! কাশীপতি পৌণ্ড্রকের মিত্রছিলেন, সুতরাং তিনি তিন অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রাহ হইয়া পশ্চাৎ২ গমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, শংখ, চক্র, অসি, গদা, শার্ঙ্গ ও শ্রীবৎসাদিতে উপলক্ষিত ও কৌস্তুভ মণি-ধারী এবং বন মালা বিভূষিত পৌণ্ড্রককে দেখিতে পাইলেন। (৭) পীত বর্ণ কৌশেয় বস্ত্র দ্বয় পরিধান পূর্ব্বক কৃত্রিম গরুড়োপরি উপবিষ্ট, অমূল্যাভরণ ভূষিত মকর কুণ্ডলে সুশোভিত, এবং রঙ্গস্থল গত নটের ন্যায় কৃত্রিম রূপে স্বীয় সদৃশ বেশধারী পৌণ্ড্রককে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে শত্রু গণ শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, অসি, পট্টিশ ও বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। (৮) এবং শ্রীকৃষ্ণও যেমন প্রলয় কালীন অগ্নি পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রজা গণের পীড়াদায়ক হয় তদ্রূপ গদা অসি, চক্র ও বাণদ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের বল সমুদায়কে হস্তী অশ্ব রথ পত্তি সহিত সাতিশয় পীড়াদিতে লাগিলেন। (৯) তখন শ্রীকৃষ্ণের চক্র দ্বারা অবখণ্ডিত অশ্ব রথ কুঞ্জর মনুষ্য খর উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া মনস্বিদিগের প্রমোদ জনক সেই রণ স্থল কল্পান্তে রুদ্রদেবের ক্রীড়া স্থানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর শ্রীহরি পৌণ্ড্রককে কহিলেন, হে পৌণ্ড্রক! তুমি দূত মুখে আমাকে যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলে, আমি সেই সকল চিহ্ন স্বরূপ অস্ত্র এক্ষণে তোমার প্রতি পরিত্যাগ করি। আর তুমি মিথ্যা করিয়া যে আমার নাম ধারণ করিয়াছ তাহাও অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করাই। আর যদি তোমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা না করি, তবে অদ্য তোমার শরণাপন্ন হইব। (১০) এইরূপ আক্ষেপ বাক্যে তিরস্কার পূর্ব্বক শাণিত বাণ দ্বারা পৌণ্ড্রককে রথচ্যুত করিয়া যেমন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদন করেন তদ্রূপ চক্রদ্বারা তাঁহার শিরঃছেদন করিলেন। পরে শাণিত বাণ দ্বারা কাশীপতির শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া যেমন বায়ুবেগে পদ্মকোষ ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয় তদ্রূপ সেই মস্তকটী কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই রূপে সখার সহিত অহঙ্কারী পৌণ্ড্রককে বিনাশ করিয়া অমৃত কথা বর্ষণ পূর্ব্বক সিদ্ধ-গণ কর্ত্তৃক গীয়মান হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। হে রাজন্! পৌণ্ড্রক বিদ্বেষ বশত সর্ব্বদাই ভগবান্কে ধ্যান করিত সুতরাং তাহাতে তাহার অখিল বন্ধন শিথিল

হইয়াছিল, এবং সে সর্ব্বদাই হরির রূপ ধারণ করিত, অতএব মরণোত্তর সে তন্ময় হইয়া গেল। (১১)

এদিকে কাশীপুরীতে রাজ ভবনদ্বারে সকুণ্ডল মস্তক পতিত দেখিয়া সকল লোকে সংশয়াপন্ন হইয়া একি কাহার মস্তক ইহা কহিতে লাগিল। হে রাজন্! পরে রাজমহিষীগণ ও রাজার পুত্র বান্ধব এবং পৌরজনেরা কাশীপতি রাজার মস্তক চিনিতে পারিয়া হা হতোস্মি শব্দ করতঃ নাথ নাথ বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। (১২) তখন কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক "পিতৃ হন্তাকে নিপাত করিয়া পিতৃ ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইব" স্বীয় বুদ্ধিতে এই অভিসন্ধি করিয়া উপাধ্যায়ের সহিত একত্রিত হইয়া পরম সমাধি দ্বারা মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। (১৩) অনন্তর অবিমুক্ত ভগবান্ ভব প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। সুদক্ষিণও পিতৃ হন্তার বধের উপায় রূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলেন। (১৪) বিপ্রগণ দ্বারা অভিচার বিধানে ঋত্বিজের ন্যায় নিয়োগ সম্পাদনকারী দক্ষিণাগ্নির সম্যক্ রূপে পরিচর্য্যা কর, তাহা হইলে অব্রহ্মণ্যের প্রতি নিয়োগ করিলে সেই অগ্নি প্রমথগণে আবৃত হইয়া তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধি করিবেন। মহাদেব কর্ত্তৃক এই রূপে আদিষ্ট হইয়া নিয়ম ব্রত ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিচার করত আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। (১৫) অনন্তর অতি ভীষণাকার, তপ্ত তাম্রবর্ণ শিখাও শ্মশ্রুধারী, ও অঙ্গার উদ্গারকারী লোচন বিশিষ্ট, মূর্ত্তিমান্ অগ্নি, কুণ্ড হইতে উত্থিত হইল। (১৬) এবং দন্ত ও ভয়ানক ভ্রূকুটী দ্বারা কঠোর বদন, নগ্ন, ও প্রজ্বলিত শিখাত্রয় কম্পিত করতঃ স্বীয় জিহ্বা দ্বারা সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিল। (১৭) আর ভূতগণে আবৃত হইয়া তাল বৃক্ষ প্রমাণ পাদদ্বয় দ্বারা অবনীতল কম্পিত করতঃ দিগ্দাহ করিতে করিতে দ্বারকার প্রতি ধাবিত হইল।

ওদিকে দ্বারকাবাসি লোক সকল সেই আভিচারিক অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া বন দাহকালে মৃগ যূথের ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল। (১৮) শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে সভামণ্ডপে বসিয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন, পুরবাসী সকলে ভয়ে হে ত্রিলোকেশ! পুর দাহকারী অগ্নি হইতে রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। (১৯) তখন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাহারদিগের ব্যাকুল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং স্বীয় জনগণের ভয় উপলব্ধি করিয়া হাসিতে হাসিতে ভয় নাই আমি তোমারদিগকে রক্ষা করিব ইহা বলিতে লাগিলেন। পরে সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু ভগবান্ তাহাকে মহাদেবের কার্য্য জানিয়া তাহার প্রতীকারের নিমিত্তে পার্শ্বস্থ চক্রকে আদেশ করিলেন। (২০) অনন্তর কোটি সূর্য্য সমপ্রভ, প্রলয়ানল তুল্য জাজ্বল্যমান, মুকুন্দাস্ত্র সেই সুদর্শনচক্র, স্বীয় তেজ দ্বারা আকাশ, দিক্, স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রকাশ করতঃ সেই অগ্নির পীড়া জন্মাইতে লাগিল। (২১) হে নৃপ! অনন্তর স্বীয় কৃত অভিচার রূপ সেই ক্রিয়াজনিত অগ্নি চক্রপাণির অস্ত্রবলে প্রতিহত হইয়া ভগ্নমুখে নিবৃত্ত হইয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ঋত্বিক্গণের সহিত সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। (২২) এবং বিষ্ণুর চক্রও তৎপশ্চাৎ মঞ্চ সভা আলয় আপণ সহিত, গোপুর অট্টালিকা প্রকোষ্ঠ সঙ্কুল, কোষ হস্তী রথ অশ্ব শালিনী কাশীপুরীতে গিয়া প্রবেশ করিল। এবং সমুদায় বারাণসীপুরী দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার অক্লিষ্ট কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল।

যে মনুষ্য এই উত্তমশ্লোকের বিক্রম বার্ত্তা লোক সকলকে শ্রবণ করায় বা যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ইহা শ্রবণ করে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। (২৩)

ইতি দশম স্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায়।

বলরাম মদমত্ত হইয়া রৈবত পর্ব্বতে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করতঃ দ্বিবিদ বানরকে বধ করেন।

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রভু বলরাম অন্য যেং কর্ম্ম করিয়াছেন, অনন্ত অপ্রমেয়াত্মা অদ্ভুত কর্ম্মা রামের সেই সকল আচরিত আমি পুনর্ব্বার শুনিতে বাসনা করি। (১)

শুকদেব কহিলেন, দ্বিবিদ নামে কোন এক বানর নরক অর্থাৎ ভৌমের সখা ছিল। বলবান্ দ্বিবিদ মৈন্দের ভ্রাতা ও সুগ্রীবের সচিব ছিল। (২) সেই বানর দ্বিবিদ সখার বৈরনির্য্যাতন মানসে রাষ্ট্রবিপ্লব করিবার ইচ্ছায় গোকুলের পুরগ্রাম নগরাদিতে বহ্নি প্রদান করত দাহ করিতে আরম্ভ করিল। (৩) এবং কখন কখন শৈলখণ্ড উৎপাটন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা, যে খানে তাহার মিত্র-হা হরি অবস্থিতি করিতেছেন, সেই আনর্ত্ত দেশের নগর সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। (৪) অযুত মত্ত হস্তীর বলধারী সেই বানর কখন কখন সমুদ্র মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক বাহু প্রক্ষেপ দ্বারা তাহার জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া বেলাকূলে বর্ত্তমান দেশ সকলকে প্লাবিত করিতে লাগিল। (৫) এবং ঋষিদিগের আশ্রমের বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়া আহবনীয় অগ্নি সকল বিষ্ঠাদিমূত্র দ্বারা অপবিত্র করিতে লাগিল। (৬) যেমন ভ্রমর অন্যান্য কীট সকলকে ধরিয়া স্বীয় গর্ত্তে পূরিয়া আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ বলদৃপ্ত সেই বানর মনুষ্যদিগের স্ত্রীপুরুষকে ধরিয়া পর্ব্বতগুহায় নিক্ষেপ করত শৈলখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করিত। (৭)

এইরূপে দেশ সকলকে উপপ্লবান্বিত ও কুল স্ত্রীগণকে দূষিত করিয়া দূর হইতে সুললিত গান শ্রবণ করিয়া রৈবত গিরিতে গমন করিল। এবং তথায় গিয়া পুষ্কর-মালী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ললনাকুল মধ্যস্থ যদুপতি বলরামকে দেখিতে পাইল। (৮) তখন বলদেব মত্ত হস্তির ন্যায় স্বীয় শরীর জ্যোতিতে বিভূষিত, ও বারুণী মদ্যপানে মদবিহ্বল লোচন হইয়া গান করিতেছিলেন। এমত সময়ে দুষ্ট বানর বৃক্ষ শাখায় আরোহণ পূর্ব্বক বৃক্ষকে কম্পিত করত স্বীয় অবয়ব প্রকাশ করিয়া স্বজাতীয় শব্দ করিয়া উঠিল। (৯)

স্বভাব চপলা হাস্যপ্রিয়া বলদেব পরিগৃহীতা তরুণীগণ সেই বানরের প্রাগল্‌ভ্য দর্শনে হাস্য করিতে লাগিলেন। (১০) বানরও নিরীক্ষমান বলদেবকে ভ্রূক্ষেপ ও মুখ ভঙ্গি দ্বারা অনাদর পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে স্বীয় মার্গদেশ দর্শন করাইয়া বারম্বার অবজ্ঞা করিতে লাগিল। তখন বীরশ্রেষ্ঠ বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি পাষাণ খণ্ড নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূর্ত্ত কপিও বর্জিত পাষাণখণ্ড হইতে স্বীয় শরীরকে বাঁচাইয়া২ নিকটে গমন পূর্ব্বক মদিরা কলস গ্রহণ করত দূরে গিয়া হাস্যাদি দ্বারা বলদেবের কোপ জন্মাইয়া উপহাস করিতে লাগিল। (১১) এবং মদ্যকলস ভাঙ্গিয়া বনিতাগণের বস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক ছিন্ন করিয়া এবং অন্যান্য কদর্য্য ব্যবহার

করিয়া বলদেবের সহিত বিরোধ করিতে লাগিল। মদোদ্ধত বলদেব তাহার সেই অবিনয় ও তৎকর্তৃক দেশকে উপদ্রুত দেখিয়া ক্রোধে শত্রুনাশার্থ মুষল ও হল উভয় ধারণ করিলেন। (১২)

বলবান্ দ্বিবিদও স্বহস্তে শালবৃক্ষ উৎপাটন করত বেগে আগমন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বলদেবের মস্তকে তাড়না করিল। (১৩) ভগবান্ শঙ্কর্ষণ মস্তকোপরি আপতিত পর্ব্বত সদৃশ সেই শাল বৃক্ষকে হস্তে গ্রহণ করতঃ দ্বিবিদের মস্তকে মুষলাঘাত করিলেন। (১৪) যেমন গৈরিক রাগে পর্ব্বত বিরাজিত হয় তদ্রূপ মুষল দ্বারা মস্তিষ্কে আহত হইয়া রক্ত ধারাতে দ্বিবিদ সুশোভিত হইল এবং মুষল প্রহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াও পুনর্ব্বার অন্য শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক আকর্ষণ বেগে তাহাকে নিষ্পত্র করিয়া তদ্দ্বারা বলরামের প্রতি আঘাত করিল, বলরামও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শতখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্বিবিদও অন্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল এবং বলরামও তাহাকে শত খণ্ড করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবানের সহিত পুনঃপুন যুদ্ধে সর্ব্বদিক্ হইতে বৃক্ষ সকল আকর্ষণ পূর্ব্বক বনকে বৃক্ষ শূন্য করিয়া ফেলিল। পরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলদেবের উপরে শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল, মুষলায়ুধ বলদেবও অবলীলাক্রমে তৎসমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। (১৫) পরে কপীশ্বর তাল বৃক্ষ সদৃশ হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বেগে আগমন পূর্ব্বক রোহিণী পুত্রের বক্ষদেশে তাড়না করিল। (১৬) তখন যাদবেন্দ্র বলদেবও মুষল ও লাঙ্গল পরিত্যাগ করতঃ ক্রোধে তাহার জত্রু অর্থাৎ কণ্ঠবাহুমূলে দৃঢ়তর করাঘাত করিলেন। তাহাতে দ্বিবিদ রুধির বমন করিতেং ভূতলে পতিত হইল। (১৭) হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যেমন নদীতে নৌকা সকল বায়ুবেগে কম্পিত হয় তদ্রূপ তাহার পতনবেগে সতোয় বিবর বনস্পতি সহিত পর্ব্বত সকল কম্পমান হইয়া উঠিল। (১৮) তখন স্বর্গ হইতে দেব সিদ্ধ মুনীন্দ্রগণ পুষ্পবৃষ্টি সহকারে জয়শব্দ, নমঃশব্দ ও সাধুশব্দ করিতে লাগিলেন। (১৯) ভগবান্ শঙ্কর্ষণ এইরূপে জগদুপপ্লবকারী দ্বিবিদকে বিনাশ পূর্ব্বক দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বীয় সেনগণ সহিত স্বপুরী প্রবেশ করিলেন। (২০)

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুদ্ধে কৌরব কর্ত্তৃক সাম্ব রুদ্ধ হইলে তাহার মোচনের নিমিত্তে বলরামের গজসাহ্বয়ে গমন।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! সংগ্রামজেতা জাম্ববতীনন্দন সাম্ব স্বয়ম্বর সভা হইতে দুর্য্যোধন সুতা লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়াছিলেন। (১) তাহা দেখিয়া কৌরবেরা কুপিত হইয়া কহিল, এই বালক অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত, যেহেতু কন্যা তাহাকে কামনা না করিলেও সে আমাদিগকে অনাদর করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিল। (২) সেই দুর্ব্বিনীত বালককে বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন কর, দেখি, তাহাতে বৃষ্ণিবংশীয়েরা কি করিতে পারে। তাহারা আমারদিগের প্রসাদাভিলাষী এবং আমারদিগের দত্ত কিঞ্চিৎ রাজ্য ভোগ করে, তাহারা স্বয়ং রাজা নহে। (৩) বালক নিগৃহীত হইলে যদি তাহা শুনিয়া বৃষ্ণিগণ এখানে আগমন করে, তাহা হইলে

প্রাণায়ামাদি দ্বারা দমিত ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় তাহারাও ভগ্নদর্প হইয়া বালকের সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। (৪) এই প্রকারে ভীষ্ম কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া তাঁহার সহিত কর্ণ, শল্ল, ভূরি, যজ্ঞকেতু এবং সুযোধন, ইহারা সাম্বকে বন্ধন করিবার নিমিত্তে গমন করিলেন, মহাবল সাম্ব ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় বলকে পশ্চাৎ২ আগমন করিতে দেখিয়া মনোহর ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় একা দণ্ডায়মান হইলেন। (৫) তখন কর্ণ প্রভৃতি সেই ধনুর্দ্ধারী বল সমুদায় সাম্বকে ধরিবার ইচ্ছায় উচ্চৈঃস্বরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিতে বলিতে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বাণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। (৬) মহারাজ! যদুনন্দন সাম্ব কুরুবীরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র মৃগ কর্তৃক তাড়িত সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া ধনুঃ আস্ফালন করতঃ অচিন্ত্য পুরুষের পুত্র সেই বীরবালক কর্ণাদি ছয় মহা বীরকে ও রথ গজ হয় প্রভৃতিকে তাবৎ সংখ্যক বাণ দ্বারা পৃথক২ রূপে বিদ্ধ করিলেন। (৭) চারি চারি বাণ দ্বারা চারি২ অশ্ব ও এক এক বাণ দ্বারা সারথি সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই ছয় ধনুর্দ্ধারী মহারথি সাম্বের সেই কর্ম্মকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং চারিজনে চারিটী অশ্বকে ও একজন সারথিকে অপর একজন তাঁহার ধনুকে ছেদন করিলেন। (৮) কুরুগণ এই প্রকারে যুদ্ধে জয়ী হইয়া বহু কষ্টে সেই বালককে রথ চ্যুত করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের কন্যার সহিত তাঁহাকে স্বীয় পুরে লইয়াগেলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর নারদ মুখে এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণি বংশীয়েরা উগ্রসেন কর্ত্তৃক উৎসাহ প্রাপ্তি পূর্ব্বক ক্রোধে কুরুদিগের প্রতি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। (৯) বলদেব তাহা শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমন পূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যুক্ত বৃষ্ণিগণকে সান্ত্বনা করিলেন, কলিমলাপহ বলদেব কুরু ও বৃষ্ণিবংশের কলহ ইচ্ছা করিলেন না। পরে ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণের সহিত একত্রিত হইয়া সূর্য্য সদৃশ প্রকাশ শালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক গ্রহগণে পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। (১০) বলরাম গজসাহ্বয় নগরে উপস্থিত হইয়া পুরীর বাহিরে এক উপবনে উত্তীর্ণ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃকরণের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহার নিকটে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। (১১) উদ্ধব গিয়া অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্য্যোধন ইহাদিগকে যথাবিধি বন্দনা করিয়া বলরামের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। (১২) তখন তাঁহারা সুহৃত্তম রাম আগমন করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতমনে উদ্ধবকে সম্মান করিয়া সকলেই উপায়ন হস্তে করিয়া গমন করিলেন। (১৩) পরে ক্রমে২ যথাবিধানে সকলে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া একটী গো ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বলরামের প্রভাব জানিতেন, তাঁহারা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পর বন্ধু বান্ধবগণের কুশল বার্ত্তা শ্রবণ ও জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বলরাম বিনয় বচনে কহিলেন, ক্ষিতিপতিদিগের অধিপতি এই প্রভু উগ্রসেন তোমারদিগকে যাহা আজ্ঞা করেন, তোমরা স্থির বুদ্ধি হইয়া শ্রবণ করতঃ অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। (১৪) উগ্রসেনের বাক্য এই যে তোমরা বহুব্যক্তি একত্র হইয়া এক জন ধার্ম্মিককে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় করিয়া যে বন্ধন করিয়াছ, বন্ধুগণের সহিত ঐক্য রক্ষার্থে তাহা আমরা সহ্য করিয়াছি, অতএব এক্ষণে সেই পুত্রকে আনয়ন করিয়া আমাদিগের নিকটে সমর্পণ কর। (১৫) এই রূপ প্রভাব, উৎসাহ, বলসমন্বিত ও

স্বীয় সামর্থ্যযুক্ত বলরামের বাক্য শুনিয়া কুরুগণ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন। (১৬) আহা কি মহদাশ্চর্য্য! দুরত্যয় কালের কুটিল গতি ক্রমে উপানৎও মুকুট ভূষিত শিরোদেশে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ হীন হইয়াও আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা করে। (১৭) পৃথার বিবাহ দ্বারা এই সকল বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত আমাদিগের কেবল যোনি সম্বন্ধমাত্র, সেই হেতুই ইহারা আমাদিগের সহিত এক শয্যায় শয়ন ও একত্র ভোজন করিতে পায়, কিন্তু আমাদিগের দত্ত নৃপাসন প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে ইহারা আমাদিগের তুল্য হইতে চায়। (১৮) এইক্ষণে ইহারা আমারদিগকে উপেক্ষা করিয়াই চামর ব্যজন, শংখ, আতপত্র, কিরীট, আসন, শয্যা ইত্যাদি স্বতন্ত্ররূপে উপভোগ করিতেছে। (১৯) সর্পদিগের নিকটে অমৃত প্রদানের ন্যায় যদু বংশীয়দিগের এই যে রাজ চিহ্ন সকল ইহা দাতৃগণের শত্রু তুল্যমাত্র, যে যদুবংশীয়েরা আমাদিগের প্রসাদ লাভ করিয়া জীবিত থাকে, তাহারা এক্ষণে লজ্জা শূন্য হইয়া আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা করিতেছে। (২০) ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কুরু-শ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক অদত্ত বস্তু দেবরাজ ইন্দ্রও পাইতে সমর্থ হয়েন না, যেমন সিংহের গ্রাস মধ্যস্থ পদার্থ সিংহ পরিত্যাগ না করিলে মেষ তাহা কখনই পাইতে পারে না তাহার ন্যায়। (২১)

শুকদেব কহিলেন, জন্ম ও বন্ধু হইতে প্রাপ্ত সৌভাগ্যমদে উন্মত্ত সেই অসভ্য ভরত বংশীয়েরা বলরামকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করাইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। পরে বলদেব কৌরবদিগের দৌঃশীল্য দর্শন ও অবাচ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন। (২২) যেসকল অসাধু লোক ধনাভিজনাদিমদে উন্মত্ত হইয়া শান্তি ইচ্ছা না করে, দুষ্ট পশুদিগের প্রতি লগুড়ের ন্যায় তাহাদিগকে দণ্ড করিলেই তাহারা শমতা পায়। আহা! যদু কুল ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণও ক্রমশঃ কুপিত হইবেন, অতএব আমি উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া শমতা করিয়া দিব এই মনে করিয়া এখানে আগমন করিলাম। (২৩) কিন্তু ইহারা অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, কলহাভিরত ও খল, যেহেতু ইহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বারম্বার অবাচ্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। (২৪) ইন্দ্রাদি লোকপাল সকল যাঁহার আদেশানুবর্ত্তি হইয়া কর্ম্ম করেন, ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, তিনের অধীশ্বর সেই উগ্রসেন ইহাদিগের প্রতি আজ্ঞা করিতে সমর্থ নহেন। (২৫) যিনি সুধর্ম্মাকে আক্রমণ করেন এবং যিনি অমর বৃক্ষ পারিজাতকে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় উপবনে উপভোগ করিতেছেন, তিনি ইহাদিগের সহিত উপবেশন করিবার যোগ্য নহেন। অখিলেশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পাদপদ্ম দ্বয়ের সেবা করেন, সেই শ্রীপতি রাজ পরিচ্ছদের যোগ্য হইলেন না। (২৬) লোকপাল সকল, যোগিগণের তীর্থ স্বরূপ যাঁহার পাদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি ও লক্ষ্মী, আমরা তাঁহার অংশের অংশ মাত্র, আমরা যাহার পাদরজ চিরকাল বহন করি, তাঁহার আর রাজ সিংহাসনে কি কাজ। বৃষ্ণিবংশীয়েরা কৌরবদিগের দত্ত সুখও ভোগ করিয়াথাকেন বটে এবং আমরা উপানহ বটে কিন্তু কৌরবেরা স্বয়ং মস্তক স্বরূপ অর্থাৎ আমরা তাহাতে আরোহণ করিব। (২৭) আহা! মদমত্তদিগের ন্যায় অভিমানী ঐশ্বর্য্য মত্ত ব্যক্তিদিগের অতি রুক্ষ অসম্বন্ধ বাক্য কে সহ্য করিতে পারে? অদ্য আমি পৃথিবীকে নিষ্কৌরবা করিব ইহা বলিয়া হল গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধে ত্রিজগৎ দগ্ধ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (২৮) পরে লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা গজসাহ্বয়

নগর উৎপাটন করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই নগর গঙ্গায় পতিত হইয়া বাত্যাঘাতে জলযানের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। (২৯)

তখন কৌরবগণ জীবন প্রার্থনায় সকলে একত্রিত হইয়া লক্ষ্মণার সহিত সাম্বকে অগ্রে করিয়া অঞ্জলি পুটে প্রভু বলদেবের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিল। হে রাম! হে অখিলাধার! আমরা তোমার প্রভাব জানি না, হে অধীশ্বর! আমারা অতি মূঢ় ও কুবুদ্ধি, আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি স্বয়ং নিরাশ্রয় হইয়াও এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এক মাত্র হেতু। হে ঈশ! শাস্ত্রে কথিত আছে, তোমার ক্রীড়াকালে এই সকল লোক তোমার ক্রীড়া দ্রব্য রূপে উৎপন্ন হয়। (৩০) হে সহস্র মস্তক! তুমি লীলা দ্বারা এই ভূমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাক এবং অদ্বিতীয় তুমি অন্তকালে এই বিশ্বকে আত্মাতে লয় করিয়া শেষ শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। (৩১) হে ভগবন্! তোমার কোপ কেবল শিক্ষার্থ, দ্বেষ মৎসরার্থ নহে, তুমি স্থিতি পালনতৎপর হইয়া জীব সকলকে ধারণ করিয়া থাক। (৩২) হে সর্ব্ব ভূতাত্মন্! তোমাকে নমস্কার করি, হে সর্ব্বশক্তিধর! হে অব্যয়! হে বিশ্ব কর্ম্মন্! আমরা তোমার শরণাগত, তোমাকে নমস্কার করি। (৩৩)

শুকদেব কহিলেন, এই রূপে উদ্বিগ্ন, বেপমান, প্রপন্ন কৌরবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত বলদেব পুনর্ব্বার প্রসন্ন হইলেন, এবং মাভৈষ্ট বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন। (৩৪) তখন দুহিতৃবৎসল দুর্য্যোধন তাঁহাকে ষষ্টি বৎসর বয়স্ক দ্বাদশ শত কুঞ্জর, অযুত তুরঙ্গম, সূর্য্যসম তেজঃশালী রৌপ্যময় ছয় সহস্র রথ, নিষ্ক কণ্ঠ সহস্র দাসী উপায়ন স্বরূপ প্রদান করিলেন। (৩৫) তখন সাত্বতপতি ভগবান্ বলদেব তৎ সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সুহৃদগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া বধূর সহিত সাম্বকে লইয়া স্বীয় পুরী প্রস্থান করিলেন। (৩৬) অনন্তর হলায়ুধ স্বীয় পুরী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যাদবদিগের সভা মধ্যে অনুরক্ত চিত্ত বন্ধুগণের নিকটে যাইয়া কুরুগণ কর্ত্তৃক বিচেষ্টিত সমুদায় বিষয় আদ্যোপান্ত কহিতে লাগিলেন। অদ্যাপি সেই গজসাহ্বয় নগর বলদেবের বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, অদ্যাপি ঐ নগর দক্ষিণে গঙ্গারদিকে সমুন্নত দেখিতে পাওয়া যায়। (৩৭)

ইতি দশম স্কন্দে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ প্রতিগৃহে শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে স্তব করতঃ গমন করেন।

শুকদেব কহিলেন, দেবর্ষি নারদ নরকের নিধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বহু স্ত্রীর পাণি গ্রহণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহা দেখিবার মানস করিলেন। (১) একা শ্রীকৃষ্ণ এক শরীরে একদা ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর গৃহে যে অবস্থান করেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য! ইহা ভাবিয়া নারদ তদ্দর্শনার্থে দ্বারকায় গমন করিলেন। (২) সেই দ্বারকার ফল পুষ্প ভারাবনত আরামবনে পক্ষি সকল সুখে গান করিতেছে (৩) এবং উৎফুল্ল ইন্দীবর কহ্লার কুমুদ উৎপলে পরিব্যাপ্ত সরোবরে সারস ও কলহংসগণ উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতেছে। এবং স্ফটিক রজত নির্ম্মিত লক্ষ লক্ষ নূতন নূতন প্রাসাদ গৃহ সকল শোভা পাইতেছে। (৪) সেই সকল গৃহ মহা মারকতের

ন্যায় চাকচিক্য বিশিষ্ট ও স্বর্ণ রত্নাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন। (৫) এবং সেই পুরী বিভক্ত রাজপথ, পথ ও চতুষ্পদ, এবং চত্বর, আপণ, শালা, সভা ও দেবালয়ে সুশোভিত, আর জলসিক্ত মার্গ আপণ বীথিতে মনোরম এবং বায়ুবেগে বিচলিত ধ্বজ পতাকায় আতপ নিবারিত হওয়াতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে। (৬)

অনন্তর নারদ সেই নগরী মধ্যে সকল লোকপাল কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত, শোভা সম্পন্ন, ষোড়শ পদ্ম সহস্রে সমলঙ্কৃত, শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার পত্নীদিগের ভবন মধ্যে এক মহৎ পুরীতে প্রবেশ করিলেন, যে পুরীতে বিশ্বকর্ম্মার সমুদায় কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। (৭) সেই পুরী বৃক্ষ স্তম্ভে শোভিত, বৈদূর্য্য মণি ফলকে আচ্ছাদিত, ইন্দ্র নীল মণিময় কুড্যে অলঙ্কৃত হইয়াছে, কখনই তাহার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় না। (৮) বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত, মুক্তাদাম বিলম্বিত বিতান দ্বারা এবং উৎকৃষ্ট মণিতে পরিষ্কৃত মহামূল্য আসন ও পর্য্যঙ্ক দ্বারা অলঙ্কৃত এবং শুভ্র বস্ত্র ও নিষ্ককণ্ঠী দাসীগণ দ্বারা এবং কঞ্চুক, উষ্ণীষ, বস্ত্র, মণি কুণ্ডল সহিত পুরুষ দ্বারা সুশোভিত। (৯) মহারাজ! তথায় রত্ন প্রদীপ সমূহের আলোকে অন্ধকার নষ্ট হওয়াতে প্রধূপিত অগুরু ধূমকে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া শিখণ্ডিগণ তাহাকে মেঘ বোধ করিয়া প্রাচীরে উপবেশন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ স্বরে নিনাদ করত নৃত্য করিতেছে। (১০)

নারদ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, সমান গুণ, সমান রূপ, সমান বয়ঃ, সমান বেশ, এরূপ সহস্র দাসীতে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গৃহিণী রুক্মিণী রুক্ম দণ্ড বিশিষ্ট চামর দ্বারা সর্ব্বদা সাত্বত পতিকে ব্যজন করিতেছেন। (১১) তখন সকল ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সমাগত দেখিয়া সহসা পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থান পূর্ব্বক কিরীট যুক্ত মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদ যুগলে প্রণাম করতঃ অঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে স্বীয় আসনে উপবেসন করাইলেন। (১২) যাঁহার চরণ ধৌত জলে গঙ্গা তীর্থ হইয়াছেন, তিনি গুণযুক্ত স্বীয় ব্রহ্মণ্যদেব নামের মাহাত্ম্য রক্ষার্থ স্বয়ং জগদ্গুরু হইয়াও নারদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই জল আপনি মস্তকে ধারণ করিলেন, যেহেতু তিনি সাধুদিগের গতি। (১৩) পরে পুরাণ ঋষি নর সখ নারায়ণ যথাবিধান ক্রমে দেবর্ষিকে পূজা করিয়া অমৃতবর্ষি মিত বাক্য দ্বারা কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! এক্ষণে আপনার কি কার্য্য আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। (১৪)

নারদ কহিলেন, হে বিভো! অখিল লোকনাথ যে তুমি, তোমাতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, তুমি সাধুজনের মৈত্র ও খল জনের দমনকারী। তুমি জগতের স্থিতি ও রক্ষা এবং মুক্তির নিমিত্তে স্বীয় ইচ্ছায় অবতীর্ণ হও, তোমাকে আমি সম্যক্ রূপে জানিলাম। (১৫) লোক মুক্তির কারণ তোমার পাদ যুগল দর্শন করিলাম, অপরিমিত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক ধ্যান করেন, সংসার কূপে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের আলম্বন স্বরূপ সেই চরণ যুগল ধ্যান করতঃ চিরকাল বিচরণ করিব, তদ্বিষয়ে আমার যাহাতে সর্ব্বদা স্মৃতি থাকে আমার প্রতি এমত অনুগ্রহ কর।

হে রাজন্! অনন্তর নারদ যোগেশ্বরের যোগমায়া জানিবার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণের অন্য পত্নীর গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। (১৬) তথায় গিয়া দেখিলেন, স্বীয় প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। এবং নারদ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি প্রত্যুত্থান ও আসনাদি দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা

করিলেন এবং অনবগতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন হে নারদ! আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন? আমরা অপূর্ণ, আপনি পূর্ণ স্বভাব, অতএব আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিব? তথাপি তাহা আজ্ঞা করিয়া আমাদিগের জন্ম সার্থক করুন। তখন নারদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তূষ্ণীভাবে উঠিয়া অন্য গৃহে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ভগবান্ গোবিন্দ শিশু সন্তানকে লালন পালন করিতেছেন। পরে অন্য গৃহে গিয়া দেখিলেন, ভগবান্ স্নান করিবার উপক্রম করিতেছেন। (১৭) কোন গৃহে বা পঞ্চ মহা যজ্ঞদ্বারা আহবনীয়াদি অগ্নিতে হোম করিতেছেন। কোথাও বা দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া অবশেষে আপনি ভোজন করিতেছেন। কোথাও বা বাগ্যত হইয়া পরব্রহ্মকে ধ্যান করত সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছেন। এক স্থানে বা অসি চর্ম্ম লইয়া পথে ভ্রমণ করিতেছেন। কোন স্থানে বা অশ্ব গজ রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন। কোথায় বা বন্দিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন। কোন স্থানে বা উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণের সহিত বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছেন। কোথায়ও বা বারমুখ্য অবলাগণে পরিবৃত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন। কোথাও বা দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত গোদান করিতেছেন। কোথাও বা ইতিহাস পুরাণ ও মঙ্গল কথা শ্রবণ করিতেছেন। কোথাও বা কোন প্রিয়ার সহিত হাস্য পরিহাস কথায় কাল যাপন করিতেছেন। কোন স্থানে ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন। কোথাওবা অর্থ ও কাম্য বস্তুর উপায় চিন্তাকরিতেছেন। একস্থানে প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ পরমাত্মার ধ্যান করিতেছেন। কোথাওবা কাম্যভোগ পরিচর্য্যা দ্বারা গুরুশুশ্রূষা করিতেছেন। কোন স্থানে কাহার সহিত কলহ করিতেছেন। কোথাওবা কাহারও সহিত সন্ধি করিতেছেন। কোন স্থানে বলদেবের সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক সাধুদিগের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। (১৮) কোথাওবা যথাকালে পুত্র কন্যাগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত ধন দ্বারা উপযুক্ত কন্যা পাত্র ঘটনা করিতেছেন। (১৯) কোথাওবা কন্যা পুত্রগণের শ্বশুর গৃহে প্রেরণ ও স্বীয় গৃহে আনয়নরূপ মহোৎসব দেখিয়া যাহাতে লোকে বিস্ময়াপন্ন হয় তদ্রূপ কল্পনা করিতেছেন। কোথাওবা মহা যজ্ঞ দ্বারা সকল দেবতাদিগের যাজন করিতেছেন। কোথাওবা কূপ আরাম গৃহাদি দ্বারা পূর্ত্তকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। কোন স্থানে যাদবগণের সহিত সিন্ধু সম্ভূত ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় বিচরণ করত মেধ্য পশু সকলকে হনন করিতেছেন। (২০) কোন স্থানে অন্তঃপুর গৃহ মধ্যে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। অপর কোন স্থানে যোগাদিগের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত যোগেশ্বর রূপে বিচরণ করিতেছেন।

অনন্তর নারদ মানুষী রতিভোগাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের যোগ মায়ার প্রভাব দেখিয়া হাস্য করিতে২ কহিলেন (২১) হে যোগেশ্বরাত্মন্! যোগিদিগের দুর্দর্শ অথচ তোমার পাদ পদ্ম সেবা দ্বারা প্রতীত তোমার যোগমায়ার প্রভাব অদ্য জানিতে পারিলাম। (২২) অদ্যাবধি আমি তোমার ভুবন পাবনী লীলা গান করতঃ তোমার যশেতে পরিব্যাপ্ত দেবলোকে পর্য্যটন করিব, জানিবেন। (২৩) ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মের বক্তা, অনুষ্ঠাতা ও অনুমোদিতা, সুতরাং লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই রূপে অবস্থিতি করিতেছি, অতএব হে পুত্র! তুমি তদ্দর্শনে মোহিত হইও না। (২৪)

শুকদেব কহিলেন, এই রূপে অনুগৃহীত নারদ গৃহাশ্রমিদিগের অতি পবিত্র শোভন ধর্ম্ম আচরণ করত সর্ব্ব গৃহে বর্ত্তমান অথচ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। (২৫) এবং অনন্ত বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব জাতকৌতুকে বারম্বার দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (২৬) এইরূপে অর্থকাম বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্যক্ রূপে পূজিত হইয়া দেবর্ষি নারদ প্রীতমনে তাঁহাকে স্মরণ করিতেং প্রস্থান করিলেন। (২৭) মহারাজ! এইরূপে অখিল জগতের উদ্ভবের নিমিত্ত গৃহীত নানামূর্ত্তি এবং মনুষ্য পদবীতে অনুবর্ত্তমান নারায়ণ, লজ্জ, নিরীক্ষণ সৌহৃদ্য যুক্ত হাস্য পরিহাস সহকারে ষোড়শ সহস্র বারাঙ্গনাগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। (২৮) বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু শ্রীকৃষ্ণ এই উপলক্ষে যে যে অসাধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা গান করে বা স্মরণ করে অথবা তাহাতে অনুমোদন করে, মুক্তির সোপানভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি হয়। (২৯)

ইতি দশমস্কন্ধে একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কর্ম্ম উপলক্ষে দূত ও নারদের কার্য্যে কার্য্যমন্ত্র বিচার ও জগদীশ্বরের আহ্নিক জগন্মঙ্গল চরিত্র দেখিয়া যথাক্রমে নারদের উক্তি।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর একদা উষাকাল প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ হইলে স্বীয় পতি কর্ত্তৃক কণ্ঠে গৃহীত মাধবপত্নীগণ বিরহ ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া প্রাতরববোধক কূজন পর কুক্কুটগণকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। (১) পারিজাত বনবায়ু সহকৃত অলিকুল গানে নিদ্রা রহিত পক্ষিসকল বন্দিগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইবার নিমিত্ত সাতিশয় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। (২) তখন বৈদর্ভীপ্রভৃতি বনিতাগণ মুহূর্ত্তমাত্রও শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ অসহমান হইয়া আলিঙ্গনবিশ্লেষ পর্য্যালোচনা করত প্রিয় পতির বাহুলতার অভ্যন্তরে গমন করিতে লাগিল। (৩)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জলস্পর্শ করত তমোনির্ম্মুক্ত স্বীয় শরীরের ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা ধারণ করিলেন। (৪) তিনি এক এবং স্বয়ং জ্যোতি, নিরুপাধি, অব্যয়, স্বমহিমাপ্রতিষ্ঠিত, নিত্য অপাপবিদ্ধ, পরব্রহ্ম সদানন্দ স্বরূপ। বিশ্বের জন্মস্থিতি ভঙ্গের হেতুভূত স্বীয় শক্তি দ্বারা তাঁহার ভাব লক্ষিত হয়। (৫) পরে নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া শুক্ল বাসদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়া কলাপ সমাপন করত অভ্যুদয়ে অনলে আহুতি প্রদানানন্তর বাগ্যত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। (৬) এবং তৎপরে সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া তদুপস্থান সমাপনানন্তর স্বীয় অংশস্বরূপ দেব ঋষি পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিপ্রগণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকদিগের অর্চ্চনা করিলেন। (৭) পরে রুক্মশৃঙ্গী, সৎস্বভাবা, মৌক্তিক মালা বিশিষ্টা, দুগ্ধবতী, প্রথম প্রসূতা, সবৎসা এবং রৌপ্য খুরবিশিষ্টা, এই রূপ ত্রয়োদশাধিক চতুরশীতিসহস্র গোসকল ক্ষৌমবস্ত্র অজিন তিল সহিত অলঙ্কৃত বিপ্রগণকে প্রতিদিন প্রদান করিতে লাগিলেন। (৮) তদনন্তর স্বীয় বিভূতি স্বরূপ গো, বিপ্র দেবতা বৃদ্ধ গুরু ও ভূত সকলকে নমস্কার করিয়া পরে কপিলা গো স্পর্শ করিলেন। (৯) অনন্তর স্বীয় কৌস্তভ ভূষণ পীতাম্বরাদি

দ্বারা ও উৎকৃষ্ট মাল্যানুলেপন দ্বারা নরলোক বিভূষণ স্বরূপ আপনাকে বিভূষিত করিলেন। (১০) পরে মঙ্গলার্থ আজ্য ও গোবৃষ দ্বিজ দেবতা দর্শন করিয়া পৌরান্তঃপুরচারী সর্ব্ব বর্ণের অভিলষিতার্থ প্রদান পূর্ব্বক প্রকৃতিগণের পরিতোষ জন্মাইয়া আনন্দ যুক্ত হইলেন। (১১) অনন্তর, প্রথমতঃ বিপ্রগণকে ভোজ্য দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া স্রক তাম্বূল ও অনুলেপন দ্বারা সুহৃদ্গণ স্ত্রীলোক ও দারা সকলের পরিতোষ জন্মিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিলেন। এমতকালে সারথি সুগ্রীবাদি হয় যুক্ত পরমাদ্ভুত রথ আনয়ন করত প্রণাম পূর্ব্বক অগ্রে দণ্ডায়মান রহিল। (১২) পরে যেমন সূর্য্যদেব পূর্ব্ব পর্ব্বতে আরোহণ করেন তাঁহার ন্যায়, স্বীয় হস্ত দ্বারা সারথির অঙ্গুলি অবলম্বন পূর্ব্বক সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। (১৩) অন্তঃপুর স্ত্রীগণের সলজ্জ প্রেম বীক্ষণ দ্বারা ঈক্ষিত হইয়া এবং অতি কষ্টে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জাতহাস্যে তাঁহাদিগের মনঃ হরণ করত গমন করিলেন। (১৪) হে রাজন্! এই রূপে সর্ব্ব গৃহ হইতে পৃথক পৃথক নির্গমন পূর্ব্বক একমাত্র হইয়া সকল বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে সুধর্ম্মাখ্য সভাগৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন, যে স্থানে প্রবিষ্ট ব্যক্তিমাত্রের কাম ক্রোধাদি রিপুগণের তরঙ্গ সকল নিবারিত হয়। (১৫) পরে বিভু যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তত্রস্থ পরমাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নরশ্রেষ্ঠ যদুগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় প্রভাব দ্বারা দিক সকল প্রকাশ করত তারকাগণে পরিবৃত দ্বিজরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (১৬) হে রাজন্! তথায় পরিহাস কারী নটাচার্য্যগণ নানাপ্রকার হাস্যরস দ্বারা এবং নর্ত্তকীগণ তাণ্ডব দ্বারা বিভুর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। (১৭) এবং সুত মাগধ ও বন্দীগণ মৃদঙ্গ বীণা মুরজ ও বেণু প্রভৃতির তাল ও শঙ্খ ধ্বনি সহকারে নৃত্যগীত ও স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। (১৮) কোন কোন বাগ্মী ব্রাহ্মণেরা তথায় উপবেসন পূর্ব্বক বেদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, আর কেহবা পূর্ব্ব২ পুণ্যযশা রাজাদিগের যশোযুক্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

এমতকালে, মহারাজ! প্রতীহারী কর্ত্তৃক ভগবানের নিকট বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রবেশিত, অপূর্ব্ব দর্শন, এক পুরুষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে সে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক নিরোধ জনিত রাজাদিগের দুঃখ আবেদন করিল। (১৯) জরাসন্ধের দিগ্বিজয়কালে যে সকল রাজারা তাহার নিকটে অবনত না হইয়াছিল, সেই সকল দুই অযুত সংখ্যক রাজাকে হঠাৎ গিরিব্রজ দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাদিগেরই দুঃখ আবেদন করিল। (২০)

রাজারা কহিয়াছেন, হে কৃষ্ণ! হে অপ্রমেয়াত্মন্! হে প্রপন্ন ভয় ভঞ্জন! আমরা ভব ভয়ে ভীত ও ভ্রষ্ট বুদ্ধি হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। (২১) যৎকালে লোক সকল কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্মে রত হইয়া তোমা কর্ত্তৃক কথিত স্বীয় কুশল রূপ তোমার অর্চ্চন কর্ম্মে অনবহিত হয়, তখন যে বলবান্ পুরুষ আসিয়া সদ্য তাহাদিগের জীবিতাশা ছেদন করেন, সেই অনিমিষ স্বরূপ কালাত্মা তোমাকে নমস্কার করি। (২২) হে ঈশ! তুমি জগদীশ্বর, সাধুজন রক্ষা ও খলজন নিগ্রহের নিমিত্তে তুমি লোকে অংশ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তথাপি যে আমরা এত দুঃখ পাইতেছি, তাহাতে জরাসন্ধাদিরা কি তোমার নিদেশ অতিক্রম করিতেছে, কিম্বা আমরা স্বকৃত কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছি? ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। (২৩) হে ঈশ! বিষয় পরতন্ত্র রাজ্য সুখ আমাদিগের পক্ষে স্বপ্ন স্বরূপ হইয়াছে, আর নিরন্তর ভয়ে কম্প-

মান এই মৃত তুল্য শরীরে আমরা কেবল পুত্র দারাদির চিন্তা ভার বহন করিতেছি; ইতঃপূর্ব্বে নিষ্কাম ব্যক্তিরও লভ্য যে স্বতঃ সিদ্ধ সুখ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা এই ক্লেশ পাইতেছি, সে কেবল তোমার মায়ামাত্র, অতএব আমাদিগের প্রতি কৃপা কর। (২৪) যেমন সিংহ মেষকে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ জরাসন্ধ একা অযুত মত্ত মাতঙ্গ বীর্য্য ধারণ করতঃ স্বীয় ভবনে ভূভুজগণকে অবরুদ্ধ করিয়াছে, অতএব প্রণত ব্যক্তির শোকহর পাদ যুগল বিশিষ্ট তুমি সেই জরাসন্ধ রূপ কর্ম্ম পাশ হইতে আমাদিগকে মোচন কর। (২৫) হে উদ্যত চক্র! হে অজিত! জরাসন্ধ সপ্ত দশ বার তোমা কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পরে একবার নৃলোক রত অনন্ত বীর্য্য তোমাকে জয় করত অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া, তোমার প্রজা যে আমরা, আমাদিগকে পীড়া দিতেছে, অতএব যথা কর্ত্তব্য বিধান করুন। (২৬) জরাসন্ধ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধ রাজাগণ এইরূপে তোমার দর্শনাভিলাষে তোমার পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়াছে, অতএব সেই শরণাগত দীন জনের কল্যাণ বিধান করুন।

রাজদূত এই প্রকার কহিতেছে, এমত সময়ে পিঙ্গলবর্ণ জটাভারধারী পরম দ্যুতি দেবর্ষি নারদ জাজ্বল্যমান সূর্য্যদেবের ন্যায় আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব্ব লোকেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে সভা ও অনুগের সহিত উত্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পরে তিনিও তাঁহাদিগকে সমাদর করত নির্দ্দিষ্ট আসনে বিধিবৎ উপবিষ্ট হইলে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে মুনিকে পরিতৃপ্ত করিয়া সুমধুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন। (২৭) অদ্য ত্রৈলোক্যের ভয় দূরীভূত হইল, বিশেষতঃ আমাদিগের মহান্ লাভ উপস্থিত, ত্রিলোক পর্য্যটক ভগবান্ ঋষি হইতে অদ্য আমরা সর্ব্ব লোক বৃত্তান্ত জানিতে পারিব। (২৮) হে ভগবন্! ত্রিলোকী মধ্যে ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ বিষয়ে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পাণ্ডবেরা এক্ষণে কি কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণন করুন। (২৯)

নারদ কহিলেন, হে বিভো! হে ভূমন্! বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদিরও মোহয়িতা যে তুমি, তোমার বহু প্রকার দুরত্যয় মায়া আমি দর্শন করিয়াছি, অতএব প্রচ্ছন্ন তেজা বহ্নির ন্যায় স্বীয় শক্তি দ্বারা প্রচ্ছন্ন ভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতেছ যে তুমি, তোমার এরূপ প্রশ্ন আর আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় না। (৩০) বিদ্যমান স্বরূপে অবভাসমান এই জগৎকে তুমি স্বীয় মায়া দ্বারা সৃষ্টি করিয়া নিয়োগ করিতেছ, তোমাকে সুন্দররূপে জানিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তি সমর্থ হয় না, অতএব সেই অচিন্ত্য স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। (৩১) অনর্থবাহী শরীর লইয়া সংসারী অথচ মোক্ষের উপায় অনবগত এই জীবের সম্বন্ধে যিনি লীলারূপ অবতার দ্বারা স্বীয় যশঃ স্বরূপ প্রদীপ প্রজ্বালিত করেন, আমি সেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম। (৩২) হে ব্রহ্মন্! তুমি এইরূপ হইলেও নরলোকানুকারীরূপে তোমাকে ত্বদ্ভক্ত পৈতৃষ্বস্রেয় রাজার চিকীর্ষিত বিষয় শ্রবণ করাই। তোমার তৃপ্তি কামনায় পাণ্ডব নৃপতি রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, তুমি গিয়া তদ্বিষয়ে অনুমোদন কর। (৩৩) সেই যজ্ঞেতে দেবতারা ও যশস্বি রাজারা তোমাকে দর্শন করিবার মানসে তথায় আগমন করিবেন। (৩৪) এবং তোমার দর্শনাদি দ্বারা তাঁহারা পবিত্র হইবেন, তোমার শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান দ্বারা যখন চাণ্ডাল জাতি পর্য্যন্তও পবিত্র হয়, তখন হে ঈশ! যাঁহারা তোমাকে দর্শন স্পর্শন করিবেন, তাঁহাদিগের কথা আর কি কহিব (৩৫) হে ভুবন মঙ্গল! যে

তোমার অমল যশঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে দিগ্বিতান রূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই তোমার চরণাম্বু স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী, পৃথিবীতে গঙ্গারূপে বিশ্ব পবিত্র করিতেছে। (৩৬)

শুকদেব কহিলেন, নারদের এই বাক্যাবসানে তথায় বর্ত্তমান আত্মীয় পক্ষ যাদবগণ জরাসন্ধের জয় বিষয়ে মনোযোগী না হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া বাক্য কৌশলে স্বীয় ভৃত্য উদ্ধবকে কহিতে লাগিলেন। (৩৭) হে উদ্ধব! তুমি আমার সুহৃৎ ও মন্ত্রণা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, সুতরাং তুমি আমার পরম চক্ষু স্বরূপ, তোমার বাক্যে আমি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, অতএব তুমি এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য বলিবে, তাহাই করিব। সর্ব্বজ্ঞ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মুগ্ধবৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিদেশ শিরোধারণ পূর্ব্বক উদ্ধব প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন। (৩৮)

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্ততিতম অধ্যায়।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

উদ্ধবের মন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

শুকদেব কহিলেন, মহামতি উদ্ধব এইরূপ দেবর্ষির প্রকাশিত মত অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞে গমন ও সভ্যাদিগের মত অর্থাৎ রাজগণ রক্ষা এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিমত অর্থাৎ উভয় বিষয়, এই সকল জানিতে পারিয়া কহিতে লাগিলেন। (১) উদ্ধব কহিলেন, হে দেব! দেবর্ষি যাহা কহিলেন রাজসূয় যজ্ঞকারী পৈতৃষ্বসেয়ের সাহায্য, তাহা কর্ত্তব্য এবং শরণ প্রার্থী রাজাদিগের রক্ষাও তোমার কর্ত্তব্য। (২) হে বিভো! দিক্‌চক্র জয়ী রাজার রাজসূয় যজ্ঞ সিদ্ধি এবং জরাসন্ধ জয় এই উভয় বিষয়ই আমার অভিমত। (৩) হে গোবিন্দ! ইহাতে আমাদিগের পরম লাভ হইবে এবং জরাসন্ধ হইতে রাজাদিগকে মোচন করিলে আপনাদেরও যশোলাভ হইবে। (৪) সেই রাজা জরাসন্ধ অতিশয় দুর্বিষহ ও বলেতে অযুত মত্ত হস্তির সমান, এবং সমবল অভাবে সে অন্য বলবানদিগের সম্বন্ধে অতি ভয়ানক। (৫) অতএব দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেই বীরকে জয় করা কর্ত্তব্য, শত শত অক্ষৌহিণী দ্বারা তাহাকে জয় করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু বিপ্রগণ ব্রহ্মণ্য দেবকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, অতএব তদ্বিষয়ে সৈন্য নিয়োগ পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে প্রত্যাখ্যান করা বিধেয় নহে। (৬) বৃকোদর ব্রাহ্মণবেশে তাহার নিকটে গমন পূর্ব্বক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রার্থনা করুন। তাহা হইলে আপনার সম্মুখে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে হনন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। (৭) যেমন অরূপী কালাত্মা ঈশ্বর যে তুমি, তোমার বিশ্ব সৃষ্টি সংহার বিষয়ে ব্রহ্মা ও মহাদেব নিমিত্ত মাত্র, তদ্রূপ সন্নিধিমাত্রে তুমিই হন্তা, ভীম কেবল নিমিত্ত মাত্র। (৮) জরাসন্ধ কর্ত্তৃক রুদ্ধ রাজাদিগের মহিষীগণ তোমার এই বিশদ কর্ম্ম অর্থাৎ জরাসন্ধ বধ ও স্বীয়২ পতির মোক্ষ বিষয় গৃহে গৃহে ঘোষণা করিবে। যেমন গোপীগণ শঙ্খচূড় হইতে, কুঞ্জর পতি নক্র হইতে, সীতা রাবণ হইতে ও বসুদেব কংস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মোক্ষ বিষয় গান করিয়াছিলেন। আর আমরাও মুনিগণ তোমার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদাই মোক্ষ বিষয় গান করিতেছি। (৯) হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ বধ আমাদিগের ভূরি প্রয়োজনের নিমিত্তে কল্পিত হইবে, অতএব রাজা-

দিগের পুণ্য কর্ম্ম পরিপাক বশত ও জরাসন্ধের পাপ কর্ম্ম পরিপাক হেতু সেই যজ্ঞে গমন তোমার অভিমত হউক।" (১০)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলদায়ক উদ্ধবের এই ন্যায্য বাক্যকে দেবর্ষি নারদ, বন্ধুবৃন্দগণ ও শ্রীকৃষ্ণ সকলেই সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। (১১) অনন্তর দেবকীনন্দন বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতা মাতা ও গুরু প্রভৃতির অনুজ্ঞা লইয়া দারুক জৈত্রাদি ভৃত্যগণকে গমনে উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। (১২) সপরিচ্ছদ ও পুত্রাদি সহিত স্বীয় পত্নীগণকে প্রথমত যানে আরোহণ করাইয়া এবং বলরামের ও যদুরাজের অনুমতি লইয়া পরে সারথি কর্ত্তৃক আনীত গরুড় ধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন। (১৩) তদনন্তর রথ, গজ, পত্তি, অশ্বনায়কাদিতে পরিব্যাপ্ত অতি তীব্র আত্ম সেনাগণে পরিবৃত হইয়া এবং মৃদঙ্গ ভেরী আনক শংখ গোমুখ বাদ্যে দিকসকল পরিপূর্ণ করত পুরী হইতে নির্গত হইলেন। (১৪) বস্ত্রাভরণ গন্ধমাল্য বিশিষ্টা পতিব্রতা নারীসকল পুত্রগণ সহিত অসিচর্ম্মধারী জনগণে পরিবৃত হইয়া নরযান, অশ্ব, কাঞ্চনশিবিকা যোগে স্বীয় পতি অচ্যুতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। (১৫) অলঙ্কৃত পরিজন যোষিৎগণ ও বারবনিতা সকল তৃণ নির্ম্মিত গৃহ ও কম্বল বস্ত্রাদি সহিত, নর, উষ্ট্র গো, মহিষ, খর, অশ্বতরী, শকট ও করেণু এবং বলীবর্দ্দাদি যোগে গমন করিতে লাগিল। (১৬) গমন কালে তাঁহাব দিগের তুমুল রবকারী বল সকল বৃহৎধ্বজ, পট, ছত্র, চামর দ্বারা ও অস্ত্র, অভরণ, কিরীট এবং কবচ দ্বারা দিবাভাগে রবির অংশুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া উর্ম্মি তিমিঙ্গিলাদি দ্বারা সুশোভিত সমুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। (১৭) অনন্তর মুকুন্দ সন্দর্শনে নির্ব্বৃতেন্দ্রিয় নারদ যদুপতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্য অবলোকন করত তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিমান মার্গে গমন করিলেন। (১৮) তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজদূতকে মধুর বাক্যে তুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে দূত! ভয় করিও না, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি জরাসন্ধকে বধ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। (১৯) ইহা শ্রবণ করিয়া দূত গমন পূর্ব্বক নৃপগণের নিকট সমুদায় বিষয় নিবেদন করিল এবং তাঁহারাও সকলে মুক্তি-ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। (২০)

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আনর্ত্ত, সৌবীর, মরু ও কুরুক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গিরি, নদী, পুর, গ্রাম, ব্রজ ও আকরাদি উত্তীর্ণ হইলেন। (২১) অনন্তর দৃশদ্বতী, সরস্বতী, পাঞ্চাল, মৎস্যদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তখন অজাত শত্রু যুধিষ্ঠির রাজাদিগের দুর্দ্দর্শ শ্রীকৃষ্ণ সমাগত শুনিয়া প্রীতমনে উপাধ্যায় ও সুহৃদগণে আবৃত হইয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন। (২২) পরে গীত বাদ্যাদি মঙ্গল শব্দ ও পুনঃপুন বেদোচ্চারণ করত প্রাণের নিকটে ইন্দ্রিয়গণের গমনের ন্যায় সমাদর পূর্ব্বক হৃষীকেশের নিকটে আগমন করিলেন। (২৩) এবং স্নেহে আকুলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ বহুকাল পরে দৃষ্টপ্রিয় সুহৃৎকে পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। (২৪) পরে লক্ষ্মীর আলয় রূপ মুকুন্দগাত্র বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করাতে তাঁহার সমুদায় পাপরাশি বিনষ্ট হইল এবং আহ্লাদে লোক ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া সাশ্রুলোচনে পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। অনন্তর ভীম সেই মাতুলেয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সহাস্য বদনে প্রেমাশ্রুধারায় আকুল হইলেন। পরে নকুল সহদেব সহিত অর্জ্জুন আসিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রিয়বর অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পকলায়

আকুল হইলেন। (২৫) অর্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন কিন্তু নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধগণকে ও ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্য নমস্কার ও কুরুসৃঞ্জয় কেকয়দিগের মধ্যে মানি ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিলেন। সূত মাগধ বন্দি ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উপমন্ত্রিগণ ও ব্রাহ্মণ সকল মৃদঙ্গ শঙ্খ পটহ বীণা পণব বেণু দ্বারা ও নৃত্যগীত বাদ্য এবং স্তব দ্বারা অরবিন্দাক্ষের সন্তোষ জন্মাইতে লাগিল, পুণ্য শ্লোক শিখামণি ভগবান্ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও স্তূয়মান হইয়া সেই সমলঙ্কৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (২৬) করিগণের মদগন্ধ যুক্ত তোয় দ্বারা সেই পুরীর পথ সকল সংসিক্ত হইয়াছে এবং চিত্রধ্বজ, কনক তোরণ ও পূর্ণকুম্ভ দ্বারা এবং বিশুদ্ধ চিত্ত ও নবদুকূলধারী, বিভূষণ বিশিষ্ট ও স্রগ্‌গন্ধযুক্ত পুরুষ ও নারীগণ দ্বারা সেই পুরী বিরাজিত হইতেছে। (২৭) প্রতিগৃহ প্রদীপ্ত দীপ সমূহ যুক্ত, গবাক্ষ দ্বার হইতে নির্গত ধূপগন্ধে পতাকা সকল প্রধূপিত, উপরিভাগে হেম কলস যুক্ত হেম স্তম্ভ বিশিষ্ট, কুরুরাজ পুরীতে এরূপ গৃহসকল দর্শন করিলেন। (২৮) যুবতীগণ নয়নের পানীয় বিষয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমন শুনিয়া আহ্লাদে শিথিলীকৃত বস্ত্র ও কেশ বন্ধন করিতে২ গৃহ কর্ম্ম বা শয্যায় পতিকে পরিত্যাগ করত দর্শনার্থ রাজমার্গে গমন করিতে লাগিল। (২৯) হস্তী অশ্ব রথ পদাতি দ্বারা পরিব্যাপ্ত রাজবর্ত্মে ভার্য্যা-বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া নারীগণ অট্টালিকার শিরোদেশ হইতে কুসুম বর্ষণ পূর্ব্বক মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করত হাস্য ও অবলোকন দ্বারা তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। (৩০) চন্দ্রসহচরী তারাগণের ন্যায় পথমধ্যে মুকুন্দ পত্নী-গণকে দর্শন করিয়া নারীগণ কহিতে লাগিল, আহা! ইহাঁরা কি পুণ্য করিয়াছেন, যেহেতু ইহাঁরা উদার হাস্য ও লীলাবলোকন দ্বারা চক্ষুর উৎসব বিধান করিতেছেন। (৩১)

পরে শিল্পোপজীবি নিষ্পাপ পৌরজনেরা মঙ্গল দ্রব্য হস্তে করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। (৩২) শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল লোচন বিশিষ্ট অন্তঃপুর জনগণ সহিত সসম্ভ্রমে রাজার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৩৩) তখন পৃথা ত্রিভুবনেশ্বর ভ্রাতৃপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে শয্যাহইতে উত্থান পূর্ব্বক পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সহিত আসিয়া সমাদর করিলেন। (৩৪) রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেব গোবিন্দকে সমাদর পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করতঃ আহ্লাদে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পূজা বিষয়ে প্রকার বিশেষ বিস্মৃত হইয়া গেলেন। (৩৫) হে রাজন্! পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী ও স্বীয় ভগিনী সুভদ্রা কর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইয়া স্বয়ং পিতৃ-স্বসা পৃথার ও গুরু সম্পর্কীয় স্ত্রীগণের পাদাভিবন্দন করিলেন। (৩৬) পরে দ্রৌপদী শ্বশ্রূ পৃথা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল পত্নীকে অর্থাৎ রুক্মিণী, সত্যা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, শৈব্যা ও নাগ্নজিতীকে নমস্কার পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেন। (৩৭) এতদ্ভিন্ন আর যে যে শ্রীকৃষ্ণ পত্নী আগত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে বস্ত্র মাল্য ভরণাদি দ্বারা সমাদর করিলেন। (৩৮) ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্য অনুগ অমাত্য ও ভার্য্যাগণ সহিত জনার্দনকে প্রত্যহ নব নব সুখদ দ্রব্যে সুখী করিতে লাগিলেন। (৩৯) শ্রীকৃষ্ণ সখার সহিত একত্রিত হইয়া খাণ্ডব বন দ্বারা বহ্নিকে পরিতৃপ্ত করত ময়কে তথাহইতে মোচন করিয়া ও যুধিষ্ঠিরের দিব্য সভা রচনা করিয়া এবং তাঁহার অন্যান্য প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করত সখার সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক

সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করত কিয়দ্দিবস তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (৪০)

ইতি দশম স্কন্ধে এক সপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিবেদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে ভীম দ্বারা বধ করেন।

শুকদেব কহিলেন, একদা রাজা যুধিষ্ঠির মুনিগণ, ব্রাহ্মণ মণ্ডলী, ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল ও ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া সভা মণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন। (১) এবং আচার্য্য গণ ও কুলবৃদ্ধ সকল এবং জ্ঞাতি সম্বন্ধি বান্ধববর্গ তথায় উপস্থিত আছেন, তাঁহারদিগের সকলকে শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। (২) যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গোবিন্দ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা তোমার পবিত্র বিভূতির অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব হে প্রভো! তুমি তাহা সম্পন্ন কর। (৩) হে কমল নাভ! যাহারা অবিরত তোমার পাদপদ্মের পরিচর্য্যা করে, ও ধ্যান করে, এবং পাপ নাশের নিমিত্তে শুচি হইয়া নামোচ্চারণ করে, তাহারা সংসার মুক্তি লাভ করে, আর যদি মঙ্গল প্রার্থনা করে তবে তাহাও প্রাপ্ত হয়, আর তাহা না করিলে চক্রবর্ত্তি ব্যক্তিও তাহা প্রাপ্ত হয় না। (৪) অতএব, হে দেবদেব! অত্রস্থ এই লোক সকল তোমার চরণারবিন্দ সেবার প্রভাব দর্শন করুক। হে বিভো! এই কুরুস্বঞ্জয় বংশের মধ্যে যাহারা তোমার সেবা করে বা যাহারা না করে, সেই উভয়কেই তদ্বিষয়ে নিষ্ঠা প্রদর্শন করাও। (৫) হে ভগবন্! তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপ, তোমার স্বপর ভেদ জ্ঞান নাই, তুমি সর্ব্বাত্মা, সমদৃক ও সুখানুভব স্বরূপ, অতএব তোমার রাগাদি নাই, যে ব্যক্তি তোমার সেবা করে তাহার সম্বন্ধে তুমি কল্পবৃক্ষ স্বরূপে প্রসন্ন হও, যে ব্যক্তি তোমার যেমন সেবা করে, তুমি তাহাকে তদনুরূপ ফল দান কর, কখনই বিপর্য্যয় কর না। (৬)

ভগবান্ কহিলেন, হে রাজন্! হে শত্রু কর্ষণ! তুমি যাহা সংকল্প করিয়াছ তাহা অবশ্যানুষ্ঠেয় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য, তোমার এই কল্যাণী কীর্ত্তি সর্ব্ব লোকে পরিব্যাপ্ত হইবে। (৭) হে প্রভো! তোমার অভিলষিত এই মহাযজ্ঞ ঋষিদিগের, পিতৃগণের, দেবতাবর্গের ও আমাদিগের সমুদায় সুহৃৎ মণ্ডলীর এবং সকল ভূতের প্রার্থনীয়। (৮) অতএব, মহারাজ! সকল নৃপতিকে পরাজয় করত সমুদায় জগতে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞের সমুদায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক ক্রতু আরম্ভ করুন। (৯) হে রাজন্! তোমার এই ভ্রাতারা সকলেই লোকপালদিগের অংশে সম্ভূত, অতএব ইহাঁদিগের দ্বারা সমস্তই জয় হইবে, আর অজিতেন্দ্রিয় অকৃতাত্ম ব্যক্তিদিগের দুর্জ্জয় যে আমি, আমিও তোমা কর্ত্তৃক বশীকৃত হইয়াছি। (১০) আমার অধীন যে ব্যক্তি, সে অতি অকিঞ্চন হইলেও, তাহাকে কোন দেবতারাও তেজ যশঃ সৌভাগ্য বা বিভূতি দ্বারা পরাভব করিতে পারেন না, ইহাতে রাজাদিগের কথা আর কি বলিব। (১১)

শুকদেব কহিলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত্যুৎফুল্ল বদনে বিষ্ণু তেজে উপবৃংহিত ভ্রাতৃবর্গকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন। (১২) সৃঞ্জয়ের সহিত সহদেবকে দক্ষিণ দেশ জয় করিতে আদেশ করিলেন। মৎস্য রাজের সহিত

নকুলকে পশ্চিম দিকে, কেকয় রাজের সহিত অর্জ্জুনকে উত্তর দিকে এবং মদ্রক রাজের সহিত ভীমকে পূর্ব্ব দিকে জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। (২৩) হে নৃপ! কিয়ৎকাল পরে সেই বীর পুরুষেরা স্বীয় বলে নৃপগণকে জয় করিয়া দিগ্‌দিগন্ত হইতে ক্রমশ আগমন পূর্ব্বক যাগানুষ্ঠানকারী অজাত শত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভূরি ভূরি ধন দান করিতে লাগিলেন। (১৪) তখন রাজা যুধিষ্ঠির সকল রাজা পরাজিত হইয়াছে কেবল জরাসন্ধ হয় নাই, ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলে, পূর্ব্বে উদ্ধব যে উপায় কহিয়া ছিলেন, হরি সেই উপায় নির্দ্ধারিত করিলেন। (১৫) অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, এই তিন জনে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করত যেস্থানে বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ আছেন সেই গিরিব্রজে গমন করিলেন। (১৬) আতিথ্য বেলায় সেই গৃহমেধী জরাসন্ধের গৃহে গমন করতঃ ব্রাহ্মণবেশধারী রাজন্যেরা ব্রাহ্মণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক যাচ্ঞা করিলেন। এবং কহিলেন, হে রাজন্! আমরা অতিথি, আমরা বহু দূর হইতে আগমন করিয়াছি, আমরা যাহা প্রার্থনা করি তাহা তুমি প্রদান কর, তোমার মঙ্গল হইবে। (১৭) তিতিক্ষু ব্যক্তির দুঃসহ কিছুই নাই, অসাধুব্যক্তির অকার্য্য কিছুই নাই, ঔদার্য্য সম্পন্ন ব্যক্তির অদেয় কিছুই নাই এবং সমদর্শি ব্যক্তির পরও কেহই নহে। (১৮) যেব্যক্তি এই অনিত্য মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়া সাধুদিগের গান যোগ্য নিত্য যশঃ সম্পাদন না করে, সেব্যক্তি নিন্দনীয় ও শোচনীয়। (১৯) রাজা হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, মুদ্গল, শিবি, বলি, ব্যাধ ও কপোত * এবং আর২ অনেকেই এই অনিত্য শরীর দ্বারা নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। (২০)

শুকদেব কহিলেন, তখন জরাসন্ধ স্বর, আকৃতি, জ্যাঘাতাঙ্কিত প্রকোষ্ঠ, এই সকল চিহ্ন দ্বারা ও দ্রৌপদী স্বয়ম্বরাদিতে দৃষ্ট প্রযুক্ত তাঁহারদিগকে রাজন্যবন্ধু জানিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা রাজন্যবন্ধু হইয়াও ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া যখন আগমন করিয়াছেন, তখন ইহাদিগকে দুস্ত্যজ এই আত্মাও ভিক্ষা প্রদান করিব। (২১) ইন্দ্রেরও সৌভাগ্য অপহরণ কারী দৈত্যপতি বলিরাজা শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও এবং দ্বিজরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক ছলক্রমে ঐশ্বর্য্য হইতে চ্যুত হইয়া ও তাঁহাকে জানিতে পারিয়াও ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই বলিরাজার সর্ব্বদিগব্যাপিনী নিষ্পাপ কীর্ত্তি কে না শ্রবণ করিয়াছে। (২২) ক্ষয়শীল এই জীবিত দেহ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক যদি বিপুল যশ উপার্জ্জন না করা হয় তবে এই শরীর ধারণের ফল কি? (২৩) উদারমতি জরাসন্ধ এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও ভীমকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! ভিক্ষার বিষয় প্রার্থনা কর, তোমরা আমার মস্তক প্রার্থনা করিলেও তাহা প্রদান করিব।

ভগবান্ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমরা রাজন্য, যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, অন্য কামনা করি না। যদি ইচ্ছা কর, তবে আমাদিগের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ

* রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঋণ পরিশোধার্থে ভার্য্যা কন্যাদি সমুদায় বিক্রয় করিয়া স্বয়ং চাণ্ডাল হইয়াও স্বর্গে গমন করেন। রন্তিদেব অষ্টচত্বারিংশৎ দিবস উপবাসী থাকিয়া পরে যৎকিঞ্চিৎ অন্ন পাইয়া তাহা অতিথিকে দিয়া ব্রহ্মলোকে যান। মুদ্গলের কুটুম্বগণ অন্নাভাবে অবসন্ন হইলেও অতিথিকে দান করাতে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। শিবি শরণাগত কপোতকে রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় মাংস শ্যেনকে দিয়া স্বর্গে যান। বলিরাজা সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। কপোত ব্যাধকে কপোতী সহিত আত্ম মাংস দান করিয়া স্বর্গে গিয়াছিল। ব্যাধও তদুভয়ের সদ্ভক্তি দর্শনে বিবেক বশত স্বর্গে গমন করে।

কর। (২৪) এই দেখ, ইনি ভীম, আর ইনি উহাঁর ভ্রাতা অর্জ্জুন, আর এই উভয়ের মাতুলেয় ভ্রাতা আমাকে শ্রীকৃষ্ণ জানিবে, আমরা তোমার শত্রু।

ইহা শ্রবণ করিয়া মাগধ রাজ জরাসন্ধ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হে মন্দবুদ্ধিগণ! তবে তোমাদিগের সহিত যুদ্ধই করিব। (২৫) হে কৃষ্ণ! তুমি অতিভীরু, এবং যুদ্ধ বিষয়ে অতি ক্ষুদ্র চিত্ত, অতএব তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, তুমি যুদ্ধ ভয়ে স্বীয় মথুরাপুরী পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের শরণাগত হইয়াছ। (২৬) আর এই অর্জ্জুনও বয়সে কনিষ্ঠ, ও বলবান্ নহেন, অতএব ইনি অসমান, ইহাঁর সহিতও যুদ্ধ করিব না, কিন্তু ভীম আমার তুল্যবল অতএব ইহাঁর সহিতই যুদ্ধ করিব। (২৭) ইহা কহিয়া জরাসন্ধ ভীমসেনকে এক মহতী গদা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ দ্বিতীয় গদা স্বয়ং হস্তে করিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। (২৮) অনন্তর রণদুর্ম্মদ উভয় বীর যুদ্ধ স্থানে পরস্পর মিলিত হইয়া বজ্র সদৃশ গদা দ্বারা উভয়েই পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। (২৯) এবং উভয়ে বাম দক্ষিণ দিক্ হইতে বিচিত্র মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করাতে রঙ্গস্থলগত নটদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের যুদ্ধ দেখিতে অতি মনোহর হইল। (৩০) হে রাজন্! পরে যুদ্ধমান জগদ্বয়ের দন্তাঘাত শব্দের ন্যায় উভয়ের ক্ষিপ্ত গদা দ্বয়ের পরস্পরাঘাতে বজ্র নির্ঘোষ সদৃশ চটপটা শব্দ আরম্ভ হইল। (৩১) যেমন অর্ক শাখা দ্বারা যুদ্ধমান ক্রুদ্ধ করিদ্বয়ের অঙ্গ সংস্পর্শে অর্ক শাখা চূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ উভয়ের ভুজবেগে নিপাত্যমান সেই গদাদ্বয় পরস্পরের অংশ, কটি, পাদ, কর, উরু, জত্রুদেশ সংস্পর্শ মাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। (৩২) পরে নৃবীরদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের ক্ষিপ্ত গদাদ্বয়কে লৌহ স্পর্শ তুল্য মুষ্টি দ্বারা চূর্ণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতে পরস্পর যুদ্ধমান গজদ্বয়ের শব্দের ন্যায় বা নভস্থল তাড়নোত্থ বজ্র ধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। (৩৩) হে নৃপ! সেই অক্ষীণ বল, ও সমশিক্ষা ও সম বিক্রমশালী বীর দ্বয়ের এই প্রকার প্রহার বিশিষ্ট তুমুল নির্ব্বিশেষ যুদ্ধ হইতে লাগিল। (৩৪)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় তেজ দ্বারা অর্জ্জুনের তৃপ্তি জন্মাইয়া, জরা নামক রাক্ষসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত জরাসন্ধের জন্ম মরণ ও জীবিত বিষয় জানিয়াও চিন্তা করিতে লাগিলেন। (৩৫) অমোঘ দর্শন ভগবান্ শত্রুবধের উপায় চিন্তা করিয়া বৃক্ষশাখা ধারণ পূর্ব্বক তাহার মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চিরিয়া সঙ্কেত দ্বারা ভীমসেনকে তাহার বধের উপায় বলিয়া দিলেন। তখন মহাসত্ত্ব বীর ভীমসেন উপায় জানিতে পারিয়া শত্রুর পাদদ্বয় গ্রহণ করত ভূতলে পাতিত করিলেন। এবং পাদ দ্বারা এক পা চাপিয়া ধরিয়া ও অন্য পা হস্তে গ্রহণ করতঃ শাখার ন্যায় গুহ্যদেশ হইতে চিরিয়া ফেলিলেন। (৩৬) পরে এক এক দিকে এক এক পাদ উরু বৃষণ কটি পৃষ্ঠ স্তন স্কন্ধ বাহু চক্ষু ভ্রূ ও কর্ণ, এইরূপ দুই খণ্ড করাতে প্রজাগণ তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইল। মগধেশ্বর নিহত হইলে এক মহান্ হাহাকার শব্দ উপস্থিত হইল। পরে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। (৩৭) অমেয়াত্মা ভূত ভাবন ভগবান্ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের তনয় সহদেবকে মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এবং জরাসন্ধ কর্ত্তৃক যে সকল রাজারা সংরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে মোচন করিলেন। (৩৮

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ রুদ্ধ রাজাদিগকে মোচন করিয়া নিজ রূপ দর্শন করান।

শুকদেব কহিলেন, তুই অযুত অষ্ট শত সংখ্যক সেই রাজারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রুদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে জরাসন্ধের বধোত্তর কালে তাঁহারা মলিন গাত্র ও মলিন বস্ত্রে গিরিদ্রোণী হইতে বহির্গত হইলেন। (১) তাঁহারা বহু কাল রুদ্ধ থাকাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট, শুষ্ক বদন ও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলেন। (২) তাঁহারা বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তিনি ঘনশ্যাম, পীতকৌষেয় বাস, শ্রীবৎস কণ্ঠ, চতুর্ব্বাহু, পদ্মপলাশলোচন, প্রসন্ন বদন, স্ফুরন্মকর কুণ্ডল, শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী, কিরীট হার বলয় মেখলাদি বিশিষ্ট। (৩) গ্রীবাতে ভ্রাজমান উৎকৃষ্ট মণিধারী, এবং বনমালা কণ্ঠে লম্বমান রহিয়াছে। (৪) হে রাজন্! অনন্তর সেই বদ্ধ মুক্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আহ্লাদে যেন তাঁহাকে চক্ষুর্দ্বারা পান করিতে লাগিল, জিহ্বা দ্বারা অবলেহন করিতে লাগিল, ও নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিতে লাগিল এবং যেন বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিল। (৫) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে রোধ ক্লেশ দূর করিয়া ও সর্ব্ব পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মস্তক অবনত করত শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্মে প্রণাম করিতে লাগিল। পরে অঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া হৃষীকেশকে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। (৬)

রাজারা কহিলেন, হে দেবদেব! হে প্রপন্নার্ত্তিহর! হে অব্যয়! তোমাকে নমস্কার করি, হে কৃষ্ণ! আমরা অতি নির্ব্বিন্ন ও তোমার শরণাপন্ন, অতএব ঘোর সংসার হইতে আমারদিগকে উদ্ধার কর। (৭) হে নাথ! হে মধুসূদন! সেই মগধ রাজের সহিত আমরা কোন প্রকার অসূয়া করি নাই। হে বিভো! রাজাদিগের যে রাজ্যচ্যুতি সে কেবল তোমার অনুগ্রহ মাত্র, অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত মাত্র। (৮) নৃপগণ রাজ্যৈশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া স্বীয় কুশল দেখিতে পায় না, এবং তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য সম্পদকে নিত্য করিয়া মানে। (৯) যেমন অজ্ঞান মনুষ্য মৃগ তৃষ্ণাকে জলাশয় করিয়া মানে, তদ্রূপ অবিবেকী লোক সকল বিকারাপন্ন মায়াকেই বস্তু বলিয়া স্বীকার করে। (১০) হে বিভো! পূর্ব্বে আমরা সৌভাগ্যমদে নষ্টবুদ্ধি ও এই পৃথিবী জয়ের নিমিত্তে পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া নৈর্ঘৃণ্য বশতঃ স্বীয় প্রজা নষ্ট করিয়াছি এবং দুর্ম্মদ হইয়া তোমাকে সম্মুখে দেখিয়া গণনাও করি নাই। (১১) হে কৃষ্ণ! এক্ষণে সেই আমরা অত্যন্ত বেগশালী দুরন্ত বীর্য্য কাল সহকারে তোমার অনুকম্পায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট দর্প হইয়াছি, অতএব তোমার চরণে শরণাপন্ন হইলাম। (১২) হে বিভো! এক্ষণে আমরা রোগের আকর ও নিরন্তর পতমান এই দেহ দ্বারা মৃগতৃষ্ণিকা রূপ রাজ্যের উপাসনা করিতে আর ইচ্ছা করি না, এবং পরলোকে কর্ণ সুখ জনক কর্ম্ম ফল স্বর্গাদিও বাঞ্ছা করি না। (১৩) এক্ষণে আমারদিগকে এমত কোন উপায় আদেশ কর যাহাতে আমরা সংসারী হইয়া থাকিলেও তোমার চরণ কমলে স্মৃতির বিরাম না হয়। প্রণত ক্লেশ নাশক, পরমাত্মা হরি বাসুদেব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের চরণে বার বার নমস্কার করি। (১৪)

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ মুক্ত বন্ধন রাজগণ কর্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া সকরুণ চিত্তে তাঁহাদিগকে সুললিত স্বরে কহিতে লাগিলেন। (১৫) ভগবান্ কহিলেন, হে ভূপগণ! তোমরা যে রূপ আশা করিতেছ, অদ্য হইতে অখিলেশ্বর আত্ম স্বরূপ আমাতে তোমারদিগের তাদৃশ দৃঢ়া ভক্তি হইবে (১৬) হে ভূপতিগণ! আমার সেবা কর্ত্তব্য বলিয়া তোমরা যে স্থির করিয়াছ, ইহা অতি উৎকৃষ্ট। আর তোমরা যাহা কহিলে তাহাও সত্য, আমি দেখিতেছি সৌভাগ্যমদের উন্নতিই মনুষ্যের উন্মত্ততার কারণ। (১৭) দেখ, কার্ত্তবীর্য্য নহুষ, বেণ, রাবণ, নরক ও অন্যান্য দেব দৈত্য নরেশ্বরগণ সৌভাগ্য মত্ততা হেতু স্ব স্ব স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে। (১৮) অতএব তোমরা উৎপাদ্য এই দেহাদিকে অন্তবৎ জানিয়া প্রমাদ শূন্য চিত্তে যজ্ঞাদি দ্বারা আমার সেবা করত ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন কর। (১৯) তোমরা প্রজা সন্ততি প্রতিপালন করতঃ সংসারাশ্রমে দুঃখ ও সংসার অতিক্রমে সুখ ইহা জানিয়া আমাকে প্রাপ্তি পূর্ব্বক সেবা করত সদন্তঃকরণ হইয়া বিচরণ করিবে। (২০) দেহাদি বিষয়ে উদাসীন হইয়া ব্রত ধারণ পূর্ব্বক আত্মাতেই রমণ করতঃ সম্যক্‌রূপে আমাতে মন সমাধান করিয়া অন্তকালে ব্রহ্ম রূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। (২১)

শুকদেব কহিলেন, ভুবনেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নৃপগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া তাঁহাদিগের অভ্যঙ্গ ও স্নানাদি ক্রিয়াতে দাসদাসীগণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। (২২) পরে তাঁহারা স্নান ও অলঙ্কৃত হইলে সহদেব দ্বারা তাহাদিগকে নৃপোচিত বস্ত্রমাল্য বিলেপন অন্ন তাম্বূলাদি দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক পূজা করাইলেন। (২৩) অনন্তর সেই ক্লেশমুক্ত রাজারা মুকুন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মেঘ মুক্ত গ্রহগণের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। (২৪) এবং মণি কাঞ্চন বিশিষ্ট সদশ্ব যুক্ত রথে তাঁহাদিগকে আরোহণ করাইয়া ও সূনৃত বাক্য দ্বারা তৃপ্ত করিয়া স্বীয় স্বীয় দেশে প্রেরণ করিলেন, তখন তাঁহারা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ক্লেশ মুক্ত হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার কার্য্য সকলকে ধ্যান করত গমন করিতে লাগিলেন। (২৫) পরে তাঁহারা স্ব২ নিকেতনে উপস্থিত হইয়া যেরূপে ভগবান্ জরাসন্ধকে শাসন করেন সেই সমস্ত মহাপুরুষ চেষ্টিত বিষয় অতন্দ্রিত চিত্তে স্বীয় অমাত্যগণের নিকটে কহিতে লাগিলেন।

এদিকে কেশব ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া সহদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। (২৬) অনন্তর তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া শত্রুজয় সূচক শঙ্খধ্বনি করিলেন, তাহাতে সুহৃদ্গণ হর্ষযুক্ত এবং শত্রুগণ দুঃখিত হইতে লাগিল। (২৭) ঐ শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ বাসীগণ হৃষ্টমনে জরাসন্ধের বধ অবগত হইয়া আনন্দিত হইল এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও পূর্ণ মনোরথ হইলেন। পরে ভীম অর্জ্জুন ও জনার্দন যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহারা যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন সমুদায় শ্রবণ করাইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহা শ্রবণ করিয়া কেশবের অনুকম্পা দেখিয়া আনন্দাশ্রুকলা মোচন পূর্ব্বক প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া আর কিছুই কহিলেন না। (২৮)

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিজগণ দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ঐ যজ্ঞে অগ্রে পূজা প্রসঙ্গে চৈদ্যরাজ শিশুপালের বধ বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, হে বিভো! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে জরাসন্ধবধাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। (১) যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ত্রৈলোক্য গুরু সনকাদি ঋষিগণ, সকল লোক ও সকল ঈশ্বর ইহাঁরা তোমার শাসনকে দুর্লভ লব্ধ জ্ঞান করিয়া মস্তকে বহন করেন। (২) হে অরবিন্দাক্ষ! সেই ভগবান তুমি, রাজাভিমানী অতি দীন যে আমরা, তুমি যে আমাদিগের শাসন স্বীকার কর, ইহা কেবল আমারদিগের বিড়ম্বনা মাত্র। (৩) এক অদ্বিতীয় পর ব্রহ্ম যে পরমাত্মা, কোন কর্ম্ম দ্বারাই সূর্য্য তেজের ন্যায় তাঁহার মহিমার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। (৪) হে অজিত! হে মাধব! অজ্ঞান পশুদিগের ন্যায় তোমার ভক্তগণের দেহাদি বিষয়ে অহং মমাভিমান রূপ ভেদ বুদ্ধি নাই তাহাতে তোমার কথা আর কি কহিব। (৫)

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে ইহা কহিয়া তৎকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া যজ্ঞীয় কালে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞে ঋত্বিক রূপে বরণ করিতে লাগিলেন। (৬) কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গোতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, বিশ্বামিত্র, বামদেব, জৈমিনি, সুমতি ও ক্রতু। (৭) পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, রাম, ভার্গব, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দ ও বীরসেন ইহারা সকলে ব্রতী হইলেন! (৮) আর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র রাজা ও রাজযোষিৎগণ আহূত হইয়া যজ্ঞ দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। (৯) অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণ লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া বেদ বিধানানুসারে তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দীক্ষিত করিলেন। (১০) পূর্ব্বকালে বরুণের রাজসূয় যজ্ঞে যে রূপ উপকরণ প্রস্তুত হইয়াছিল, এই যজ্ঞে সেইরূপ হেম নির্ম্মিত উপকরণ সকল প্রস্তুত হইল। (১১) ইন্দ্রাদি লোকপাল, সগণ ব্রহ্মা ও মহাদেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগ, মুনি, যক্ষ, রাক্ষস, খগ, কিন্নর, চারণ, রাজ, ও রাজপত্নীগণ প্রভৃতি যাঁহারা যজ্ঞে সমাহূত হইয়াছিলেন, সকলেই অবিস্মিত হইয়া কৃষ্ণ ভক্ত পাণ্ডু পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞকে সুসম্পন্ন বলিয়া মানিলেন। (১২) বরুণের যজ্ঞে দেবতাদিগের ন্যায় দেব তুল্য ঋত্বিকগণ বিহিত বিধানানুসারে মহারাজকে রাজসূয়ে যাজন করিতে লাগিলেন। (১৩) পরে সোমাভিষব দিনে মহীপাল সুসমাহিত হইয়া যথাবিধি মহাভাগ সদস্যপতি সহিত যাযকগণকে পূজা করিলেন। (১৪)

অনন্তর সভাবরণ সময়ে অগ্র পূজা যোগ্য বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সভাসদ্গণ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব কহিলেন, সাত্বত পতি ভগবান্ অচ্যুত অগ্র পূজার যোগ্য, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ইহাকে পূজা করিলে সকল দেবের পূজা হইবে। (১৫) এই বিশ্ব সংসার যদাত্মক ও যজ্ঞ সকল যন্ময় এবং অগ্নি আহুতি মন্ত্র সকল ও সাংখ্য যোগ যাঁহার অধীন। (১৬) তিনি এক অদ্বিতীয় এবং তদাত্মক এই সমুদায় জগৎ, হে সভাসদ্গণ! তিনি আপনিই আপনার আশ্রয় এবং তিনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা।

(১৭) যাঁহার অনুগ্রহে সকলেই শ্রেয়োধর্ম্মাদি লক্ষণ বিবিধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া থাকে, সুতরাং সমুদায় কর্ম্মফলই তদধীন। অতএব এই মহৎ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে পূজা প্রদান করে, ইহা হইলে সর্ব্বভূতের ও আত্মারও পূজা করা হইবে। (১৮) দত্ত বস্তুর আনন্ত্য ইচ্ছা করিয়া সকল ভূতের আত্মভূত, অনন্যদর্শি, শান্ত, পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকেই অগ্র পূজা দেওয়া বিধেয়। (১৯) শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব বেত্তা সহদেব ইহা কহিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সজ্জন সকলেই সাধু সাধু বলিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। (২০) এইরূপ দ্বিজগণের সাধু শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং সভাসদ্গণের হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পারিয়া রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয় বিহ্বল চিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক হৃষীকেশকে পূজা করিলেন, এবং তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া দিয়া লোক পাবন সেই পাদোদক, ভার্য্যা অনুজ অমাত্য ও কুটুম্ব সহিত হৃষ্টচিত্তে মস্তকে ধারণ করিলেন। পরে পীত কৌষেয় বস্ত্র ও মহার্ঘ্য অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সুশোভিত দেখিয়া সকল লোকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমঃ শব্দ জয় শব্দ করতঃ প্রণাম করিতে লাগিল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল।

এমত কালে দমঘোষ পুত্র শিশুপাল এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্মান উপলব্ধি করিয়া স্বীয় আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ গুণ বর্ণন শ্রবণে জাত মন্যু হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক সভা মধ্যে ভয় শূন্য হৃদয়ে ক্রোধে পরুষ বাক্য শ্রবণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কহিতে লাগিল। কি দুরত্যয় কালের আধিপত্য উপস্থিত হইয়াছে, এ সময়ে জনশ্রুতিও সত্য হইয়া উঠে, যেহেতু এক্ষণে বালকের বাক্যেতে বৃদ্ধদিগের বুদ্ধিও বিচলিত হইল। (২১) হে সর্ব্ব সদসম্পতিগণ! তোমরা পাত্রাপাত্র বিবেচনায় অতি বিজ্ঞ, অতএব বালকের বাক্য গ্রহণ করিও না, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা যে অগ্র পূজায় সম্মত করিয়াছ তাহা করিও না। (২২) তপস্যা বিদ্যা ব্রতধারী, জ্ঞান দ্বারা নষ্ট পাপ, লোকপাল পূজিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ সদসম্পতিগণকে অতিক্রম করিয়া কুল পাংসন গোপালক কৃষ্ণ কাকের পুরোডাস প্রাপ্তির ন্যায় কি নিমিত্তে অগ্র পূজা প্রাপ্তির যোগ্য হইবে। (২৩) বর্ণাশ্রম কুল রহিত, সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত, স্বেচ্ছাচারী, গুণ হীন ব্যক্তি কি প্রকারে অগ্র পূজার যোগ্য হইবে। (২৪) যযাতি কর্ত্তৃক পরাভূত ইহাদিগের কুল, সতত বৃথা পান রতি জন্য সাধুগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব তাহারা কি জন্য অগ্র পূজার যোগ্য হইবে। (২৫) ইহারা ব্রহ্মর্ষি সেবিত দেশ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র দুর্গ আশ্রয় করতঃ দস্যুর ন্যায় প্রজাদিগের দণ্ড বিধান করে, অতএব কি নিমিত্তে অগ্র পূজার যোগ্য হইবে। (২৬) নষ্ট কল্যাণ শিশুপাল এইরূপ অভদ্র বাক্য সকল কহিল। কিন্তু শৃগালের রবের প্রতি সিংহের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ কিছুই উত্তর করিলেন না।

তখন সভাসদ্গণ সেই দুঃসহ ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্রোধে চেদিরাজ শিশুপালকে ভৎসনা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ভগবানের বা তদ্ভক্ত ব্যক্তির নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান না করে সে ব্যক্তিও সুকৃত চ্যুত হইয়া অধোগামী হয়। অনন্তর পাণ্ডুপুত্রগণ ও মৎস্য সৃঞ্জয় কেকয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক শিশুপাল হননেচ্ছায় উত্থিত হইতে লাগিল। হে ভারত! তখন শিশুপালও অবমানিত হইয়া সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পক্ষীয় রাজগণকে ভৎসনা করত খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিল। (২৭) তখন ভগ-

বান্ স্বয়ং উত্থিত হইয়া স্বীয় পক্ষীয়গণকে নিবারণ করত ক্রোধে আগত শিশুপালের মস্তক ক্ষুরধার চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। শিশুপাল হত হইলে পর মহান্ কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল। এবং তাহার অনুগত রাজাগণ জীবিতাশয়ে পলায়ন করিতে লাগিল ও সকল লোকের সমক্ষে আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় শিশুপালের দেহস্থ জ্যোতি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ শরীরে প্রবেশ করিল। (২৮) তিন জন্মে আনুবর্ত্তিক শত্রুতাবিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা ধ্যান করত শিশুপাল মরণেতের তন্ময় হইয়া গেল, যেহেতু অনুধ্যানই গতির কারণ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সমাপনান্তে ঋত্বিক্ সদস্যগণকে বিপুল দক্ষিণা প্রদান করিলেন, পরে যথাবিধি সকলকে পূজা করিয়া অবভৃথ স্নান করিলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া সুহৃদ্গণের প্রার্থনানুসারে কিয়ৎ মাস তথায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর সকল রাজাগণের অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় করা তাঁহাদিগের অনীপ্সিত হইলেও পরমেশ্বর দেবকীনন্দন ভার্য্যাগণ ও অমাত্য মণ্ডলী সহিত স্বীয় পুরী প্রস্থান করিলেন। মহারাজ! এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান ও বিপ্রশাপে বৈকুণ্ঠ বাসিদিগের পুনঃপুন জন্ম আমি তোমাকে বিস্তারিত রূপে কহিলাম। রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের মধ্যে বলিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (২৯) পরে সকল দেব মানুষ খেচরগণ রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এবং রাজার যজ্ঞকে প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে স্বীয় স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। (৩০) কেবল পাপাত্মা কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য লক্ষ্মী দর্শন পূর্ব্বক তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বিমর্শ হইতে লাগিলেন। (৩১)

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের এই শিশুপাল বধাদি কর্ম্ম কীর্ত্তন করেন, বা রাজা যুধিষ্ঠিরের এই বিস্তৃত যজ্ঞের বিষয় আলোচনা করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়েন। (৩২)

ইতি দশম স্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠিরের অবযথ সম্ভ্রম ও দুর্য্যোধনের মান ভঙ্গ।

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞ দর্শনে নরদেবতা প্রভৃতি যাহারা সমাগত হইয়াছিলেন সকলেই আহ্লাদিত হইলেন। (১) কেবল রাজা দুর্য্যোধন বিমর্ষ ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, ইহা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তাহার কারণ কি তাহা বর্ণন করুন। (২)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! তোমার পিতামহ মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে প্রেম বদ্ধ বন্ধু বান্ধবগণ সকলেই স্বয়ং পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। (৩) তন্মধ্যে ভীম রন্ধনশালাধ্যক্ষ হইলেন, অর্জ্জুন হইলেন ধনাধ্যক্ষ, সহদেব সমাগত ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিতে নিযুক্ত হইলেন, নকুল দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে লাগিলেন। (৪) শ্রীকৃষ্ণ সাধুদিগের শুশ্রূষা ও পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন, দ্রুপদরাজা পরিবেশনে এবং মহাত্মা কর্ণ দান বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন। (৫) এবং যযধান, বিকর্ণ, হার্দিক্য ও বিদুর, এবং বাহ্লীক পুত্র ভূরি ও সন্তর্দনাদি, ইহাঁরা

সকলে রাজার প্রিয় ইচ্ছা করিয়া সেই মহা যজ্ঞে নানা কর্ম্মে নিরূপিত হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। (৬) এইরূপে সমুদায় যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হইলে ও ঋত্বিক সদস্য বহু-বেত্তা সুহৃদ্গণ মিষ্ট বাক্য পূজা ও দক্ষিণাদি দ্বারা সম্মানিত হইলে এবং চৈদ্যপতি শিশুপাল সাত্বত পতির চরণে প্রবিষ্ট হইলে পর রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গায় অবভৃথ স্নানার্থ গমন করিলেন। (৭) সেই অবভৃথোৎসবে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুধুরী, আনক, গো মুখ প্রভৃতি বিচিত্র বাদ্য যন্ত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। নর্ত্তকী সকল হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিল, যূথং গায়কগণ গান করিতে আরম্ভ করিল, এবং বেণু বীণা ও করতাল প্রভৃতি উচ্চধ্বনি সকল আকাশ স্পর্শ করিতে লাগিল। (৮) চিত্রধ্বজ পতাকা দ্বারা ও গজ হয় স্যন্দন দ্বারা এবং সমলঙ্কৃত সৈন্যগণ দ্বারা আবৃত রাজা সকলে রুক্মমালা ধারণ পূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন। (৯) যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয়, কোশল বংশীয় রাজাগণ যজমানের সহিত একত্রিত হইয়া সৈন্যগণ গমনে ভূমিকে কম্পিত করত গমন করিতে লাগিলেন। (১০) সদস্য, ঋত্বিক ও দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ পুনঃ পুন বেদগান দ্বারা ও দেবতা ঋষি গন্ধর্ব্বগণ পুষ্প বর্ষণ দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। (১১) গন্ধ মাল্য ভূষণ দ্বারা সমলঙ্কৃত নর নারীগণ বিবিধ রস দ্বারা অনুলিপ্ত ও অভিষিক্ত করত পরস্পর বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। (১২) এবং বার যোষিৎগণ তৈল দুগ্ধ গন্ধ হরিদ্রা কুঙ্কুমাদি দ্বারা পুরুষগণ কর্তৃক অনুলিপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বিলিপ্ত করত বিহার করিতে লাগিল। (১৩) স্বর্গে বিমানারোহণে দেবীগণের ন্যায় রক্ষিগণ বেষ্টিত রাজপত্নীগণ সমারোহ দর্শনার্থ তথায় গমন করিতে লাগিল, এবং তাহারা তথায় গিয়া সখীগণ দ্বারা গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হইয়া সলজ্জ হাস্য সহিত বিকসিত বদনে বিরাজ করিতে লাগিল। (১৪) পরে আর্দ্র বস্ত্র পরি-ধান করতঃ বিবৃতগাত্রা ও ঔৎসুক্যে স্খলিতকবরী বন্ধন বশত বিগলিত শিরোমালা বিশিষ্টা স্ত্রীগণ চর্ম্মপাত্র দ্বারা দেবর ও সখাগণকে অভিষেক করাইয়া রুচির বিহার দ্বারা কামীদিগের ঔৎসুক্য বিধান করিতে লাগিল। (১৫) তখন রুক্মমালাবিশিষ্ট সদশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় সপত্নীক রাজা যুধিষ্ঠির শরীরধারী সাক্ষাৎ ক্রতুরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (১৬) পরে ঋত্বিকগণ রাজার পত্নী সংযাজ ও আব-ভৃথ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কৃষ্ণার সহিত তাঁহাকে আচমন করাইয়া গঙ্গাজলে স্নান করাইতে লাগিলেন। নরদুন্দুভির সহিত দেবদুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল, দেবঋষি পিতৃ মানবেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল, বর্ণাশ্রমাচারিরা তাঁহার সহিত গঙ্গায় স্নান করিতে আসিল, যেহেতু মহাপাতকি ব্যক্তিরাও তাহাতে পাপ হইতে সদ্য মুক্ত হয়। (১৭) অনন্তর নারায়ণপর রাজা যুধিষ্ঠির নূতন বস্ত্রদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক অল-ঙ্কৃত হইয়া বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ঋত্বিক সদস্য বিপ্র প্রভৃতি ও জ্ঞাতি বন্ধু রাজাদিগকে পুনঃ পুন পূজা করিলেন। (১৮) এবং সকল লোকেই মণিকুণ্ডল মালা উষ্ণীষ দুকূ-ল হারাদি ধারণ করিয়া দেবতাদিগের ন্যায় শোভিত হইল এবং নারীগণও কুণ্ডল দ্বয় বিশিষ্ট অলঙ্কার সকুল হইয়া কনক মেখলা দ্বারা অতিশয় শোভাধারণ করিল, অনন্তর মহীশাল ঋত্বিক সদস্য ও ব্রহ্মবাদিগণ এবং বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি ও রাজারা সকল, যাঁহারা তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে দেবর্ষি পিতৃ-গণের সহিত পূজিত হইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হরিভক্ত রাজার রাজসূয় মহাযজ্ঞকে প্রশংসা করত সকলেই অমৃত পায়ী মর্ত্ত্যের ন্যায় পরিতৃপ্ত হইল। পরে রাজা যুধিষ্ঠির প্রেমে কাতর হইয়া সুহৃৎ সম্বন্ধি

বান্ধবগণকে ও শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় করিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্তে সাম্বাদি স্বীয় যাদবগণকে কুশস্থলীতে প্রেরণ করিয়া রাজার প্রীতির নিমিত্ত আরও কিয়ৎকাল তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (১৯) এইরূপে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ হইতে দুস্তর মনোরথ মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। (২০)

একদা দুর্য্যোধন অন্তঃপুরে কৃষ্ণভক্ত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন। (২১) যে অন্তঃপুরে ময় কর্ত্তৃক ক্লিপ্ত নানাপ্রকার নরেন্দ্র অসুরেন্দ্র দেবেন্দ্র লক্ষ্মী শোভা পাইতেছে, ও দ্রৌপদী সেই সকল শোভায় শোভিত হইয়া পতি সেবা করিতেছেন, দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে বিষণ্নমনা হইয়া পরিতপ্ত হইলেন। (২২) তৎকালে তথায় নিতম্বভারে মন্দগতি শোভাবিশিষ্টা ও সুচারু কুচকুঙ্কুমে রক্তবর্ণ হারশালিনী এবং চঞ্চল কুণ্ডল সহিত কুন্তল যুক্তা শোভিত মুখী শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। (২৩) সেই অন্তঃপুর মধ্যে ময় কল্পিত এক সভামণ্ডপে ধর্ম্মপুত্র অধিরাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আবৃত ও বন্দিগণে স্তূয়মান হইয়া পরমেষ্ঠী শ্রীধারণ করত মহেন্দ্রের ন্যায় কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট আছেন। (২৪) মহারাজ! এমত কালে অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অসি হস্তে ক্রোধে রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন। (২৫) তখন দুর্য্যোধন সেই সভায় আগমন পূর্ব্বক ময় মায়ায় বিমোহিত হইয়া স্থলে পতন পূর্ব্বক জলভ্রমে বস্ত্র উত্তোলন করিতে ও জলেতে স্থলভ্রমে তাহাতে পতিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই দুরবস্থা দেখিয়া ভীম স্ত্রীগণ ও অপর রাজা সকলে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও কৃষ্ণানুমোদিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া লজ্জায় অধোবদনে ক্রোধে জ্বলিতের ন্যায় দুর্য্যোধন তথা হইতে নির্গত হইয়া তুষ্ণীভাবে গজসাহ্বয় নগরে প্রস্থান করিলেন এবং সাধুব্যক্তিদিগের সুমহান্ হাহা শব্দ উত্থিত হইল, তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠির বিমনার ন্যায় হইলেন। (২৬) তখন পৃথিবীর ভার হরণেচ্ছু ভগবান, (যাঁহার মায়ায় এই ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে) তিনি তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! রাজসূয় মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য যাহা তুমি আমার নিকটে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহা এই কহিলাম। (২৭)

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃষ্ণিশাল্ব মহাযুদ্ধে দ্যুমদ্গদা প্রহার দ্বারা প্রদ্যুম্নের রণ হইতে অপসরণ।

শুকদেব কহিলেন, হে নৃপ! লীলানর শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণের অন্য অদ্ভুত কার্য্য অর্থাৎ যেরূপে সৌভপতি শাল্ব রাজা হত হয়েন, তাহা শ্রবণ করুন। শিশুপালের সখা শাল্ব রাজা ও জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজারা রুক্মিণীর উদ্বাহ কালে সমাগত যদুগণ কর্ত্তৃক যদ্ধে পরাজিত হয়েন। তৎকালে শাল্বরাজা সকল নরপতিগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে আমি পৃথিবীকে যাদব শূন্য করিব, আমার পুরুষত্ব প্রত্যক্ষ করিও। (১) মূঢ়মতি শাল্বরাজা এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রতিদিন একমুষ্টি পাংশুমাত্র

আহার করত কিয়ৎকাল প্রভু পশুপতির আরাধনা করিতে লাগিলেন। (২) ভগবান্ উমাপতি আশুতোষ সম্বৎসরান্তে বর প্রদানার্থ শরণাগত শাল্বের নিকটে আবির্ভূত হইলেন। তখন শাল্ব তাঁহার নিকট দেবাসুর মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বোরগ রাক্ষসদিগের অভেদ্য এবং বৃষ্ণি বংশীয়দিগের ভয়ঙ্কর কামচারী যান প্রার্থনা করিলেন। (৩) মহাদেবও তথাস্তু বলিয়া পরপুরঞ্জয় ময়কে আদেশ করাতে, ময় লৌহময় সৌভ নামক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া শাল্বরাজকে প্রদান করিলেন। (৪) তখন শাল্ব তমোময় দুরাসদ সেই কামগ যান প্রাপ্তি পূর্ব্বক বৃষ্ণিকৃত বৈর স্মরণ করত দ্বারকায় গমন করিলেন, এবং মহতী সেনা দ্বারা দ্বারকা পুরী অবরোধ করত উপবন উদ্যানাদি ভগ্ন করিতে লাগিলেন। (৫) গোপুর সহিত দ্বার, প্রাসাদ, অট্টালিকা, কুড্য, ক্রীড়াস্থান ও বিমানাগ্র ভগ্ন করিয়া শস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং শিলা, বৃক্ষ, অশণি, সর্প, জল ধারা ও কঙ্করাদি প্রক্ষেপ করত এবং দিক সকলকে ধূলি কণা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রচণ্ড চক্র বাত উঠিতে লাগিল। (৬)

হেরাজন! সৌভ পতি শাল্ব কর্ত্তৃক এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুরবাসীগণ প ড়িত হইয়া ত্রিপুরাসুর কর্ত্তৃক পীড়িত পৃথিবীর ন্যায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহারথ বীর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন স্বীয় প্রজাগণকে অর্দ্যমান দেখিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক মাভৈষ্ট বলিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। এবং তাঁহার সহিত সাত্যকি, চারু-দেষ্ণ, সাম্ব, অনুজের সহিত অক্রূর, হার্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুকসারণ ও অপর মহাধনু-র্দ্ধর যূথপতিগণ রথ গজ পদাতি সহিত নির্গত হইতে লাগিলেন। (৭) অনন্তর দেবা-সুর যুদ্ধের ন্যায় যদুগণের সহিত শাল্বের অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। (৮) পরে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন ক্ষণকাল মধ্যে দিব্যাস্ত্র বর্ষণ দ্বারা সেই সৌভপতির সমুদায় মায়াজাল সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় নিবারিত করিলেন। (৯) এবং স্বর্ণপুঙ্খ, অযোমুখ ও সন্নত পর্ব্ব এরূপ পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা শাল্বের ধ্বজিনী পতিকে বিদ্ধ করিলেন। (১০) আর শত বাণদ্বারা শাল্বকে, এক এক বাণে তাঁহার সেনাগণকে, দশ দশ বাণ দ্বারা তাঁহার সেনাপতিগণকে, ও তিন তিন বাণ দ্বারা বাহনসকলকে তাড়না করিলেন। (১১) মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সেই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া স্বীয় বা পর-কীয় সকল সৈন্যগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। (১২) ময়কৃত মায়াময় সেই শাল্বের যান কখন বহুরূপ, কখন একরূপ, কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য, এইরূপে শত্রু-পক্ষীয়দিগের দুর্বিভাব্য হইতে লাগিল। (১৩) কখন ভূমিতলে, কখন আকাশে, কখন গিরিশিখরে, কখন জলে, এইরূপে অলাত চক্রের ন্যায় শাল্বের যান দুরবস্থিত হইল এবং সাত্বত পক্ষীয় সেনাপতিগণও সেনা ও শাল্ব সহিত তদীয় যানকে যেখানে যেখানে লক্ষ করিতে লাগিল সেই সেই স্থানেই শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। (১৪ তখন যদুপুর নাশোদ্যত শাল্ব পরপক্ষীয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অগ্ন্যর্ক সদৃশ আশী-বিষতুল্য শরাঘাতে মোমুহ্যমান হইতে লাগিল। (১৫) এবং শাল্বের সেনাপতি গণের শস্ত্র সমূহে অত্যন্তরূপে পীড়িত হইয়াও বৃষ্ণিপক্ষীয় বীরগণ লোকদ্বয় জয়েচ্ছায় স্বীয়২ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন না। (১৬)

দ্যুমান্ নামে শাল্বের এক অমাত্য ছিল, সে পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াছিল, একণে সেই বলবান্ আসিয়া কার্ষ্ণায়স গদা দ্বারা প্রদ্যুম্নকে প্রহার করত চীৎকার করিতে লাগিল। (১৭) অরিন্দম প্রদ্যুম্ন সেই দ্যুমদ্গদা দ্বারা বিদীর্ণ বক্ষ

হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, এমত কালে দারুকাত্মজ ধর্ম্মবিৎ সারথি তাঁহাকে তথাহইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন, তথায় তিনি মুহূর্ত্তমাত্রে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সারথিকে কহিলেন, হে সূত! আহা! তুমি অতি অসাধু কার্য্য করিয়াছ, যেহেতু আমাকে যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিয়াছ। (১৮) বিকল চিত্ত সারথি কর্ত্তৃক অবিহিতীকৃত যে আমি, আমা ব্যতীত যদুকুলে জাত ব্যক্তির রণ বিচ্যুতি আর কখন শুনা যায় নাই। (১৯) পিতৃ পিতৃব্য রাম ও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলে "ধর্ম্ম যুদ্ধ হইতে অপসারিত যে আমি, আমাকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে আমি এই অযোগ্য বাক্য, কি প্রকারে প্রকাশ করিব। (২০) ভ্রাতৃ পত্নীগণ পরিহাস করিতে২ স্পষ্ট রূপে আমাকে কহিবেন, যে হে বীর! যুদ্ধে তোমার অন্য লোকে কি কি প্রকারে অবিহিত কার্য্য করিয়াছিল বল। (২১)

সারথি কহিল, হে আয়ুষ্মন্! হে বিভো! আমি ধর্ম্ম জানিয়া ঐ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছি, শাস্ত্রে কহে, রথী বিপদ্ গ্রস্ত হইলে সারথি তাঁহাকে রক্ষা করিবে, এবং সারথি বিপদে পতিত হইলেও রথী তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। (২২) ইহা জানিয়া আমি, শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত ও গদা দ্বারা আহত এবং মূর্চ্ছিত আপনাকে যুদ্ধ স্থান হইতে অপসারিত করিয়াছি। (২৩)

ইতি দশম স্কন্ধে ষট সপ্ততিতম অধ্যায়।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া নানা মায়াবী শাল্বকে বধ করত তাহার সৌভযান চূর্ণ করেন।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর প্রদ্যুম্ন সলিল স্পর্শ পূর্ব্বক পরিকর বদ্ধ হইয়া কার্ম্মুক ধারণ করত সারথিকে কহিলেন, সেই বীরদ্যুমানের নিকটে আমাকে লইয়া যাও (১) পরে রুক্মিণী নন্দন প্রদ্যুম্ন তথায় গিয়া স্বীয় সৈন্য সংযতকারী দ্যুমানকে রুদ্ধ করিয়া হাসিতে২ আট বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। (২) এবং চারি বাণে চারি ঘোটক, এক বাণে সারথি, দুই বাণে ধনু ও কেতু এবং অন্য এক বাণে দ্যুমানের মস্তক চ্ছেদন করিলেন। (৩) পরে গদ, সাত্যকি ও সাম্বাদি সকলে শৌভ পতির অন্যান্য সৈন্যগণকে হনন করিতে লাগিলেন, সেই সৌভেয় গণ সকল ছিন্ন শিরা হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। (৪) এইরূপ যদুবংশীয় ও শাল্ব বংশীয় দিগের উভয়েরতর ঘোর তুমুল যুদ্ধ সাত দিবা রাত্রি সমভাবে হইতেলাগিল। (৫)

এই সময়ে ধর্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র প্রস্থে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ও শিশুপাল নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় অমঙ্গল সূচক নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া কুরু বৃদ্ধগণ ও মুনিগণ এবং সপুত্রা পৃথার অনুজ্ঞা লইয়া দ্বারকা পুরী প্রস্থান করিলেন। (৬) পথে গমন করিতে২ কহিলেন, আমি বলদেবের সহিত ইন্দ্র প্রস্থে অবস্থান করিতেছিলাম, বোধ হয়, চৈদ্য পক্ষীয় রাজন্য গণ আমার পুরীতে কোন প্রকার উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। (৭) এই প্রকার দুর্নিমিত্ত দর্শন পূর্ব্বক স্বীয় জন গণের দুঃখ অনুভব করত পুর রক্ষণে বল রামকে নিয়োগ করিয়া দূর হইতে শাল্ব রাজকে ও তাহার শৌভকে দর্শন করিয়া সারথিকে কহিলেন। (৮) হে সূত! শীঘ্র শাল্বের নিকটে রথ লইয়া যাও, সৌভরাট্ শাল্ব অত্যন্ত মায়াবী অতএব উঁহাকে কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম করা কর্ত্তব্য। (৯) শ্রীকৃষ্ণ

কর্তৃক এই রূপে অনুজ্ঞাত সারথি রথ চালাইতে লাগিল। এবং স্বপক্ষীয় ও পর পক্ষীয় সকলে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল। (১০) তখন হতপ্রায় বলের অধিপতি শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার সারথির প্রতি ভয়ানক শক্তি নিক্ষেপ করিল। (১১) শ্রীকৃষ্ণ আকাশে মহাউল্কার ন্যায় দিক প্রকাশিকা সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া অতি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাহাকে শত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। (১২) পরে ষোড়শ বাণ দ্বারা শাল্বকে বিদ্ধ করিয়া আকাশ চারী তাহার সৌভকে রশ্মি দ্বারা আকাশ বিদ্ধ কারী সূর্য্যের ন্যায় শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। (১৩) অনন্তর শাল্ব শার্ঙ্গ ধনু শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্ত ধনু সহিত বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল, তাহাতে হস্ত হইতে ধনু ভূতলে পতিত হইল, তথায় যুদ্ধ দর্শনার্থ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক অদ্ভুত তুমুল হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। তখন সৌভরাট্ শাল্ব উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করত জনার্দ্দনকে কহিলেন। (১৪) হে মূঢ়! তুমি সকল লোকের সমক্ষে আমার ভ্রাতৃ তুল্য সখা শিশুপালের ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছ এবং অনবহিত হইয়া যজ্ঞ সভা মধ্যে তুমি তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছ। (১৫) সেই অপরাজিতম্মন্য তোমাকে অদ্য এই শাণিত বাণ দ্বারা যম ভবনে প্রেরণ করিব, যদি তুমি কিয়ৎকাল আমার অগ্রে বর্ত্তমান থাক।

ভগবান্ কহিলেন, হে মন্দ! বৃথা কেন বাক্য ব্যয় করিতেছ, তুমি কি দেখিতেছ না সম্মুখে অন্তক উপস্থিত, শূরগণ স্বীয় পৌরুষ দর্শন করায়, কেবল বাক্য ব্যয় করে না। ইহা কহিয়া যুদ্ধ সংরব্ধ ভগবান্ ভয়ানক বেগশালিনী গদা দ্বারা তাহার জক্রু দেশে তাড়না করিলেন। তাহাতে শাল্ব রক্ত বমন করতঃ কাঁপিতে লাগিল, পরে গদার বেদনা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে শাল্ব অন্তর্হিত হইল। ক্ষণকাল বিলম্বে এক পুরুষ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে২ কহিল, ব্রহ্মন্! দেবকী দেবী আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, হে মহাবাহো পিতৃ বৎসল কৃষ্ণ! শৌনিকের পশু বন্ধনের ন্যায় শাল্ব তোমার পিতাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে। (১৬) এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মানুষী প্রকৃতি গত দয়াবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় স্নেহে বিমনা হইয়া কহিতে লাগিবেন। সুরাসুর কর্ত্তৃক অজেয় অপ্রমত্ত বলরামকে জয় করিয়া কি প্রকারে বলবান্ পিতাকে সেই ক্ষুদ্রবল শাল্ব আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে শাল্ব বসুদেবের ন্যায় এক পুরুষকে গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিল। (১৭) হে বালিশ! এই তোমার জনয়িতা পিতা, যাহা হইতে তুমি জীবিত রহিয়াছ, তোমার সাক্ষাতে ইহাকে বধ করি, সমর্থ হও তবে আসিয়া রক্ষা কর। এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া মায়াবী শাল্ব খড়্গ দ্বারা সেই পুরুষের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহা লইয়া আকাশস্থ সৌভে গিয়া প্রবেশ করিল। (১৮)

অনন্তর স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্ হইলেও মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ স্বজন স্নেহ বশতঃ ক্ষণকাল মনুষ্য স্বভাবে নিমগ্ন হইয়া তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিলেন, পরে ময় কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া শাল্ব কর্ত্তৃক বিস্তারিত সেই আসুরী মায়া বুঝিতে পারিলেন। (১৯) এবং সেই যুদ্ধ স্থলে কোথায় বা সেই দূত আর কোথায় বা পিতার দেহ কিছুই দেখিতে না পাইয়া স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাহাকে আসুরী মায়া নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সৌভস্থ অম্বর চারী শত্রুকে অবলোকন করিয়া তাহাকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন। (২০)

হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপরানুসন্ধান রহিত কোন কোন ঋষিরা এইরূপ বর্ণন করেন, স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা তাঁহারা স্মরণ করেন না। (২১) অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সম্ভাবিত এই শোক মোহ স্নেহ ভয় বা কোথায়, আর অখণ্ডিত জ্ঞান স্বরূপ দেবাসুর পূজিত শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়। (২২) যাঁহার পাদ সেবা দ্বারা প্রাপ্ত আত্ম বিদ্যা বলে সাধুব্যক্তিরা অনাদি অবিদ্যা রূপ মহা মোহকে বিনাশ করেন, ও স্বীয় অনন্ত ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, সেই সাধুদিগের গতিস্পরমেশ্বরের মোহ কোথায় অতএব উক্ত মুনিদিগের মত অতি অকিঞ্চিৎকর। (২৩)

পরে শস্ত্র সমূহ দ্বারা বল পূর্ব্বক শার্ঙ্গ ধনুর প্রতি প্রহারকারী সেই শাল্বকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অমোঘ বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ তাহার বর্ম্ম, ধনু, শিরোমুকুট ও সৌভকে গদা দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্ত প্রক্ষিপ্ত গদা দ্বারা চূর্ণ হইয়া সেই সৌভ সহস্র খণ্ড হইয়া জলে পতিত হইল। তখন শাল্ব সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে আগমন পূর্ব্বক গদা উত্তোলন করত দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। (২৪) এমত কালে শ্রীকৃষ্ণ আগত সেই শাল্বের গদা সহিত হস্ত ভল্ল দ্বারা ছেদন করিয়া তাহার বধের নিমিত্তে প্রলয়কালের সূর্য্য সদৃশ অদ্ভুত চক্র ধারণ করিলেন এবং সূর্য্য সহকৃত উদয়াচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই মায়াবী শাল্বের কুণ্ডল কিরীট সহিত মস্তক সেই চক্রাঘাতে ছেদন করিলেন। যেমন ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায়। তৎকালে মনুষ্য লোকে এক হাহা শব্দ উত্থিত হইল। (২৫) পাপাত্মা শাল্ব নিপতিত হইলে ও গদাদ্বারা সৌভ চূর্ণিত হইলে স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। (২৬)

এমত সময়ে স্বীয় সখাগণের উপকার করিবার বাসনায় দন্তবক্র নামে এক পদাতি ক্রোধে আগমন করিল। (২৭)

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্ট সপ্ততিতম রধ্যায়।

দন্তবক্র ও বিদূরথকে হনন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরীমধ্যে রমণ করেন।
এবং বলরাম সূতকে বধ করেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! শিশুপাল; শাল্ব ও পৌণ্ড্রক, পরলোক গত এই সকল সুহৃদের পরোক্ষে সৌহৃদ্য করিবার বাসনায় দন্তবক্র নামে দুর্ম্মতি এক পদাতি ক্রোধে চক্র হস্তে লইয়া পৃথিবীকে কম্পিত করত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। (১) শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে আয়াত দন্তবক্রকে দেখিয়া গদাহস্তে সত্বর রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সমুদ্র বেলার ন্যায় ধাবিত হইলেন। (২) তখন সেই দুর্ম্মদ পদাতি গদা উত্তোলন করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে কহিল, ভাল ভাল, তুমি অদ্য আমার দৃষ্টিপথে আগত হইয়াছ। (৩) হে কৃষ্ণ! তুমি আমারদিগের মাতুলেয়, অথচ মিত্রদ্রোহকারী অতএব আমাকেও হনন করিবে, হে মন্দ! বজ্র তুল্য এই গদা দ্বারা আমি তোমাকে হনন করিব। (৪) হে অজ্ঞ! আমি মিত্রবৎসল, দেহচর ব্যাধির ন্যায় বন্ধুরূপ শত্রুকে বধ করিয়া মিত্রঋণ পরিশোধ করিব। (৫) এইরূপ রুক্ষ বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া দন্তবক্র সিংহনাদ পূর্ব্বক অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীর ন্যায়

গদাদ্বারা মস্তকে তাড়না করিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই গদাদ্বারা আহত হইয়াও যুদ্ধে কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না, পরে তিনি স্বীয় বৃহৎ গদা লইয়া দন্তবক্রের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন দন্তবক্র গদা দ্বারা নির্ভিন্ন হৃদয় হইয়া রক্ত বমন করত কেশ ও হস্ত পদাদি প্রসারণ পূর্ব্বক ধরণীতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। পরে শিশুপালের শরীর জ্যোতির ন্যায় দন্তবক্রের শরীরস্থ সূক্ষ্মতর জ্যোতি সকলের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরমধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। (৬)

অনন্তর দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হননেচ্ছায় অসিচর্ম্ম হস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় উপস্থিত হইল। হে রাজেন্দ্র! সে আগত হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্র দ্বারা কিরীট কুণ্ডল সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। মহারাজ! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সৌভ, শাল্ব ও সহানুজ দন্তবক্র প্রভৃতি দুর্জ্জয় বীরগণকে বিনাশ করিয়া দেব মনুষ্য মুনি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগ অপ্সরা পিতৃ যক্ষ কিন্নর চারণ কর্ত্তৃক পূজিত ও স্তুত হইয়া এবং কুসুম বর্ষণ সহকারে উপগায়মান হইয়া স্বীয় বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে নানালঙ্কার বিভূষিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৭) যোগেশ্বর ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অবলীলাক্রমে জয় প্রাপ্ত হইলেও কদাচিৎ তিনি জরাসন্ধাদি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ইহা পশুদৃষ্টিলোকে কহিয়া থাকে। (৮)

একদা বলরাম কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের উদ্যোগ শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে মাধ্যস্থ করিবার নিমিত্তে তীর্থাভিষেক চ্ছলে প্রভাসে যাত্রা করিলেন। (৯) তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভাস তীর্থে স্নান ও দেবর্ষি পিতৃ মানবদিগের তর্পণ ক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে প্রতি স্রোতা সরস্বতীতে গমন করিলেন। (১০) অনন্তর ক্রমশ পৃথদক, বিন্দুসর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রাচী ও সরস্বতীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। (১১) পরে গঙ্গা প্রভৃতি সমুদায় তীর্থে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বশেষে নৈমিষারণ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে ঋষিগণ কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। (১২) বলরাম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দীর্ঘসত্রী মুনিগণ যথাবিধানে প্রত্যুত্থান ও অর্চ্চন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। (১৩) বলরামও অর্চ্চিত ও ঋষিগণে পরিবারিত হইয়া আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক বরাসনে আসীন ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণকে দেখিতে পাইলেন। (১৪) তৎকালে লোমহর্ষণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান বা প্রণাম কিম্বা বদ্ধাঞ্জলি না হওয়াতে এবং প্রতিলোমজ হইয়াও বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হওয়াতে, বলদেব তাহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া কহিলেন, এই প্রতিলোমজ কি নিমিত্তে ধর্ম্ম প্রতিপালক এই বিপ্রগণ হইতে ও আমা হইতে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছে, অতএব এই দুর্ম্মতি আমার বধ্য। (১৫) মহর্ষি ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইয়া সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্র ও বহুবিধ ইতিহাস পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছে। (১৬) এত অধ্যয়ন করিয়াও অদান্ত, অজিতাত্মা, অবিনীত ও বৃথা পণ্ডিতাভিমানী হইলে নটের ন্যায় তাহার সেই অধ্যয়ন গুণশালী হয় না। (১৭) এই নিমিত্তেই আমি ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি যে এইরূপ ধর্ম্মধ্বজি লোক সকলকে বধ করিব, যেহেতু ইহারা অত্যন্ত পাতকি। (১৮) ভগবান্ প্রভু সঙ্কর্ষণ ইহা মাত্র বলিয়া অসৎবধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াও ভবিতব্য অপরিহার্য্য হেতু কর স্থিত কুশাগ্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। (১৯) তখন সকল মুনিগণ খিন্ন

মনে হাহাকার করতঃ বলরামকে কহিলেন, হে প্রভো! অদ্য তুমি অধর্ম্ম কার্য্য করিলে। (২০) হে যদুনন্দন! যত কাল পর্য্যন্ত সত্র সমাপ্তি না হইবে তত দিনের নিমিত্তে আমরা ইহাকে এই ব্রহ্মাসন ও শারীরিক শ্রম নিবারণার্থ আয়ুঃ প্রদান করিয়াছি। (২১) কিন্তু তুমি যে না জানিয়া এই ব্রাহ্মণ বধ করিয়াছ, তাহাতে তুমি যোগেশ্বর বলিয়া যদিও আমায় তোমার পাপ স্পর্শের প্রযোজক হইতে পারে না, তথাপি ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত তোমার কর্ত্তব্য। (২২) হে লোক পাবন! তুমি যদি এই ব্রহ্ম হত্যার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার লোক সংগ্রহার্থ তাহা আচরিতই হইবে। (২৩)

ভগবান কহিলেন, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি এই ব্রহ্ম হত্যার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিব, মুখ্য কল্পে ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা আপনারা বিধান করুন। (২৪) হে মুনিগণ! এ ব্যক্তির দীর্ঘ আয়ুঃ, বল, ইন্দ্রিয় পটুতা ও তদ্ভিন্ন তোমরা ইহাকে কি কি বর প্রদান করিয়াছ, তাহা বল, আমি যোগমায়া দ্বারা তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিব। (২৫) ঋষিগণ কহিলেন, হে রাম! তোমার অস্ত্র ও বীর্য্য ইহার মৃত্যু এবং আমাদিগের বাক্য যাহাতে সত্য হয়, তাহা বিধান করুন, আর কি অধিক কহিব। (২৬) ভগবান্ কহিলেন, আত্মাই পুত্র রূপে উৎপন্ন হয় ইহা বেদে অনুশাসিত হইয়াছে অতএব এক্ষণ অবধি এই রোম হর্ষণের পুত্র আয়ু ইন্দ্রিয় ও বলবান্ উগ্রশ্রবাঃ তোমাদিগের পুরাণ বক্তা হইবেন। (২৭) হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এক্ষণে তোমরা আমার নিকট আর কি কামনা কর বল, আমি তাহা সম্পন্ন করিব। আর আমার অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত কি তাহাও চিন্তা কর, অনুষ্ঠান করিব। (২৮)

ঋষিগণ কহিলেন, ইল্বলের পুত্র বল্কল নামে এক ঘোর দানব প্রতি পর্ব্ব দিবসে আসিয়া আমাদিগের যজ্ঞ দূষিত করে। হে দেব! পূয় শোণিত বিষ্ঠা মূত্র সুরা ও মাংস বর্ষণকারী সেই পাপাত্মাকে বধ করিলে আমাদিগের অত্যন্ত উপকার হয়। (২৯) অনন্তর সমুদায় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া সমাহিত হইয়া দ্বাদশ মাস ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া তীর্থ স্নায়ী হইলে ব্রহ্মবধ জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। (৩০)

ইতি দশম স্কন্ধে অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

বল্কলকে হনন করিয়া পরে তীর্থ স্নানাদি দ্বারা বলদেব সূত হত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর পর্ব্ব দিবস উপস্থিত হইলে, হে রাজন্! চতুর্দ্দিকে পূয়গন্ধ সহকারে প্রচণ্ড পাংশু বর্ষণ ও ভয়ানক ঝটিকা বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। (১) পরে সেই যজ্ঞশালার মধ্যে বল্কলাসুর কৃত অমেধ্যময় বর্ষণ হইতে লাগিল, শূলধারী বলদেব তাহা দেখিতে পাইলেন। (২) বলদেব সেই অঞ্জনাচল তুল্য বৃহৎকায়, তাম্রবর্ণ কেশ শ্মশ্রুবিশিষ্ট দংষ্ট্র ও ভ্রূকুটী দ্বারা ভয়ানক বদন, বল্কলকে দেখিয়া পরসৈন্য বিদারণ মুষলকে ও দৈত্যদমন হলকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ হল ও মুষল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হলাগ্র দ্বারা সেই গগন বিহারী ব্রহ্মদ্রুহ বল্কলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক মুষল দ্বারা তাহার মস্তকে তাড়না করিলেন। (৩) তখন বল্কল ভগ্নললাট হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে বজ্রাহত

শৈলের ন্যায় আর্ত্তনাদ করত ভূতলে পতিত হইল। তখন মহাত্মা মুনিগণ রামকে স্তব করত অবিতথ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক, বৃত্র হননকারী ইন্দ্রকে দেবতাদিগের ন্যায় অভিষেক করিতে লাগিলেন। (৪) এবং তাঁহাকে অম্লান পঙ্কজা বৈজয়ন্তী মালা ও দিব্য বস্ত্রদ্বয় এবং দিব্য আভরণ সকল প্রদান করিলেন। (৫)

অনন্তর বলরাম সেই ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে কৌশিকীতে গমন করিলেন. তথায় স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, সরোবরে গমন করিলেন, যেখানে সরযুনদী বেগবতী হইতেছে। (৬) তথা হইতে অনুলোম ক্রমে প্রয়াগে যাত্রা করিলেন, তথায় স্নান ও দেবাদির তর্পণ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিলেন। (৭) পরে ক্রমশঃ গোমতীতে ও গণ্ডকীতে স্নান করিয়া বিশাল ও শোনে গিয়া অবগাহন করিলেন। অনন্তর গয়ায় গিয়া স্নান ও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমে যাত্রা করিলেন। তথায় স্নান করিয়া মহেন্দ্রাদ্রিতে রামচন্দ্র মূর্ত্তিকে দর্শন ও অভিবাদন করিয়া পরে সপ্ত গোদাবরী, বেণা, পম্পা, ও ভাগীরথীতে গমন করিলেন। (৮) অনন্তর স্কন্দদেবকে দর্শন করিয়া গিরিশালয় শ্রীশৈলে যাত্রা করিলেন। (৯) তথা হইতে দ্রাবিড়ে মহাপুণ্য অদ্রি ও বেঙ্কট দেবকে দর্শন করিয়া কাঞ্চিনগরে কাম কোষ্ঠী কাবেরী সরিদ্বরা ও মহাপুণ্য শ্রীরঙ্গাখ্য তীর্থে গমন করিলেন যেখানে হরি সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। পরে হরিক্ষেত্র ঋষভাদ্রি ও দক্ষিণ মথুরা এবং মহাপাতক নাশন সেতু বন্ধ সমুদ্রে গমন করিলেন, তথায় গিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গো দান করিলেন। তৎপরে কৃতমাল তাম্রপর্ণী ভ্রমণ করিয়া মলয় পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সমাসীন অগস্ত্য দেবকে প্রণাম ও অভিবাদন করিলেন। (১০) তথা হইতে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ সমুদ্রে কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হইয়া দুর্গা দেবীকে দর্শন করিলেন। (১১) পরে অনন্তপুর ও পঞ্চাপ্সরসে উত্তীর্ণ হইয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তর অযুত গো দান করিলেন, যেখানে হরি সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। (১২) পরে ভগবান্ গমন করিতেং কেবলা ত্রিগর্ত্তকা ও গোকর্ণাখ্য শিবক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে সদাশিব সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। (১৩) অনন্তর বলদেব আর্য্যা দ্বৈপায়নীকে দর্শন করিয়া স্থর্পারকে গমন করিলেন। পরে ক্রমে তাপী পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নান করিয়া দণ্ডকারণ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রেবানদী তীরে মাহেষ্মতীপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় মুনি তীর্থে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার প্রভাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলরাম প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ মুখে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে সকল রাজাগণের বিনাশ শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর ভার অপহৃত বলিয়া মানিলেন। (১৪) পরে যদুনন্দন গদা দ্বারা যুদ্ধমান ভীম ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ নিবারণ করিবার মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। (১৫) এমত কালে রাজা যুধিষ্ঠির, যমজ নকুল সহদেব ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন, ইহাঁরা সকলে বলরামকে দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক, কি বলিবার নিমিত্তে এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বলদেব ভীম দুর্য্যোধন উভয়কে যুদ্ধ সংরব্ধ গদাপাণী বিজয়ৈষী ও মণ্ডলাকারে চরমান দেখিয়া কহিলেন, হে বীরদ্বয়! তোমরা উভয়ে তুল্য বল. হে রাজন্! হে বৃকোদর! তোমাদিগের এক জনকে আমি প্রাণাধিক জ্ঞান করি, আর এক জনকে শিক্ষা অধিক বলিয়া মান্য করি। (১৬) অতএব তোমাদিগের সমবীর্য্য

উভয়ের মধ্যে একের জয় বা অন্যের পরাজয় দেখিতে পাইতেছি না, সুতরাং তোমরা এই বিফল যুদ্ধ পরিত্যাগ কর। (১৭) হে নৃপ! তখন বদ্ধবৈর সেই উভয়ে পরস্পর পরস্পরের দুর্ব্বাক্য ও দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া বলদেবের সেই অর্থবৎ বাক্য অগ্রাহ্য করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। (১৮) বলরামও উপদিষ্ট বাক্যে অনাদর দেখিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া উগ্রসেনাদি জ্ঞাতিবর্গের সহিত সঙ্গত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিতে লাগিলেন। (১৯) পরে পুনর্ব্বার নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন, তথায় ঋষিগণ যজ্ঞমূর্ত্তি ও যজ্ঞনির্বৃত্ত বিগ্রহ রামকে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। (২০) ভগবান্ প্রভু বলদেব সেই ঋষিগণকে বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিলেন, যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাতে এই বিশ্ব ও বিশ্বেতে আত্মাকে অভিন্ন রূপে জানা যায়। পরে পত্নী রেবতীর সহিত অবভৃথ স্নান করিয়া জ্ঞাতি বন্ধু ও সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া শুভ্র বস্ত্রাবৃত ও অলঙ্কৃত হইয়া জ্যোৎস্নার সহিত চন্দ্রের ন্যায় বিরাজিত হইলেন।

অনন্ত অপ্রমেয় মায়ামর্ত্ত্য বিগ্রহ বলশালী বলদেবের এই প্রকার অসংখ্য আশ্চর্য্য কার্য্য আছে, অদ্ভুত কর্ম্মা অনন্ত বলরামের সেই সকল কর্ম্ম সায়ংকালে বা প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি স্মরণ করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুর অতিপ্রিয় পাত্র হয়। (২১)

ইতি দশম স্কন্দে একোনাশীতিতম অধ্যায়।

অশীতিতম অধ্যায়।

অর্থেপুস্থু গৃহাগত শ্রীদাম নামক ব্রাহ্মণকে পূজা করত শ্রীকৃষ্ণ গুরুগৃহে বাস কথা জিজ্ঞাসা করেন।

রাজা কহিলেন, হে ভগবন্! হে প্রভো! অনন্তবীর্য্য মহাত্মা মুকুন্দের অন্যান্য বীর্য্যবৎ কার্য্য আমি শুনিতে বাসনা করি। (১) হে ব্রহ্মন্! কোন্ ব্যক্তি উত্তম শ্লোকের সৎকথা একবার শ্রবণ করিয়া বিশেষজ্ঞ হইয়া বিরত হইতে পারে? সকলেই তদ্বিষয়ক অভিলাষ শরে বিদ্ধ হইয়া বিষণ্ন হয়। (২) সেই বাক্য, যাহার দ্বারা তাঁহার গুণ ব্যাখ্যাত হয়, সেই হস্ত, যাহার দ্বারা তাঁহার কর্ম্মকৃত হয়; সেই মন, যাহার দ্বারা স্থাবর জঙ্গমে অধ্যাসীন তাঁহাকে স্মরণ করা যায়; সেই কর্ণ যাহার দ্বারা তাঁহার পুণ্য কথা শ্রুত হয়। (৩) সেই মস্তক যাহার দ্বারা তাঁহার স্থাবর জঙ্গম উভয় আলম্বনকে নমস্কার করা যায়; সেই চক্ষু, যাহার দ্বারা আলম্বন রূপে তদুভয়কে দর্শন করা যায়। সেই অঙ্গ, যাহার দ্বারা বিষ্ণুর বা তদীয় ভক্তের পাদোদক নিত্য সেবিত হয়। (৪)

সূত কহিলেন, ভগবান্ বাদরায়ণি শুকদেব বিষ্ণু ভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে হৃদয় নিমগ্ন করত বলিতে লাগিলেন। শুকদেব কহিলেন, ব্রহ্মবিত্তম কোন এক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন, তিনি ইন্দ্রিয়ার্থে বিরক্ত প্রশান্তাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। (৫) সেই গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এবং এক খণ্ড মলিন চীর বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন, তাঁহার ভার্য্যাও তদ্রূপ বস্ত্র পরিধানা ও সর্ব্বদা ক্ষুধায় কাতরা থাকিতেন (৬) এক দিবস পতিব্রতা বিপ্রপত্নী ম্লান বদনে দরিদ্র বিপ্রকে কহিলেন, অদ্য আমি আপনার ভোজন সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া অবসন্ন ও কম্পিত কলেবর হই-

তোছ। হে ব্রহ্মন্! আমি শুনিয়াছি, ব্রহ্মণ্য শরণ্য সাক্ষাৎ শ্রীপতি ভগবান্ সাত্বত পতি আপনার সখা। হে মহাভাগ! সেই সাধুপরায়ণ ভগবানের নিকটে যাও, তিনি অবসন্ন ও কুটুম্বী দেখিয়া তোমাকে ভুরি ধন দান করিবেন। (৭) সেই ভোজ বৃষ্ণি অন্ধকেশ্বর এক্ষণে দ্বারকায় অবস্থিতি করিতেছেন, আপনি তথায় গমন করুন। (৮) যাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিলে যিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করেন, সেই জগদ্গুরুকে ভজনা করিলে তিনি যে অভীষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ এইরূপে ভার্য্যা কর্তৃক মুহুর্মুহু প্রার্থিত হইয়া ভাবিলেন, আর যত হউক বা না হউক শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিব ইহাই পরম লাভ। ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণ গমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। (৯) এবং ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! কিঞ্চিৎ উপায়ন গৃহে থাকেত আমাকে দাও, আমি লইয়া গমন করি। তখন ব্রাহ্মণী বিপ্রদিগের নিকট হইতে চারি মুষ্টি পৃথুক তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া চীর বস্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে উপায়ন প্রদান করিলেন। (১০) দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই উপায়ন হস্তে লইয়া কিপ্রকারে আমার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন হইবে, ইহা ভাবিতে২ দ্বারকায় গমন করিলেন। (১১) এবং ক্রমশ সেনা রক্ষার স্থান ও কক্ষা সকল অতিক্রম করিয়া ও অচ্যুত ধর্ম্মি অন্ধক বৃষ্ণিদিগের অগম্য গৃহে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়ষ সহস্র পত্নীগণের পুরীমধ্যে যে পুরীতে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। (১২) তখন শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূর হইতে সহসা তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রিয়ার পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থান পূর্ব্বক নিকটে আগমন করত হর্ষচিত্তে উভয় হস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। (১৩) এবং প্রিয় সখা ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্পর্শে নির্ব্বৃত্ত ও প্রীত হইয়া নেত্রদ্বয় হইতে প্রেম চিহ্ন স্বরূপ বারি ধারা মোচন করিতে লাগিলেন। (১৪) হে রাজন্! অনন্তর লোকপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখাকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং তাঁহার উপহার আহরণ পূর্ব্বক পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। এবং চন্দনাগুরু কুঙ্কুম প্রভৃতি দিব্য গন্ধ ও সুরভিধূপ এবং দীপাবলিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করত তাম্বূলাদি প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (১৫) দেবী রুক্মিণী স্বয়ং সখীগণের সহিত সেই মলিন বেশ ক্ষুধাতুর শীর্ণ কলেবর বিশ্রী ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৬) অমল কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি পূর্ব্বক সেই মলিন বেশী ব্রাহ্মণের পূজা করিতে দেখিয়া অন্তঃপুরজন সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল। (১৭) ইহলোক গর্হিত অতি অধম শ্রীহীন এই ভিক্ষু মলিন বেশ ব্রাহ্মণ কর্তৃক কি পুণ্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। (১৮) যেহেতু শ্রীনিবাস ত্রৈলোক্য গুরু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সসম্ভ্রমে পর্য্যঙ্কে প্রিয়াকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইনি অগ্রজের ন্যায় সেবিত হইতেছেন। (১৯) অনন্তর পরস্পর পরস্পরের করগ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বে গুরুকুল বাস সময়ে আপনাদিগের অনুষ্ঠিত বিষয়ের কথা সকল কহিতে লাগিলেন। (২০)

ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি গুরু দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক গুরুকুল হইতে সমাবৃত্ত হইয়া সদৃশী ভার্য্যা লাভ করিয়াছ কি না? (২১) হে বিদ্বন্! আমি জানিলাম, নিরত গৃহমেধী হইয়াও তোমার অন্তঃকরণ কামে বিহত হয় নাই, আর ইহাও জানিলাম, যে ধন রত্নাদি বিষয়েও তোমার অত্যন্ত প্রীতি নাই। (২২) যেমন আমি লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি, তদ্রূপ কোন কোন ব্যক্তি

মায়ারচিত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম দ্বারা হতচেতন না হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। (২৩) হে ব্রহ্মন্! আমারদিগের সেই গুরুকুলে বাস তোমার স্মরণ হয়? যে গুরুকুল হইতে জানিবার বিষয় অবগতি পূর্ব্বক দ্বিজ হইয়া সংসার পারলাভ হইয়াছে (২৪) হে অঙ্গ! ইহ সংসারে যাঁহাহইতে সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি সেই পিতা, আদ্য গুরু পূজনীয়, আর দ্বিজাতিদিগের সৎকর্ম্মের সম্ভব যাঁহাহইতে অর্থাৎ বেদাধ্যাপক তিনি দ্বিতীয় গুরু; এবং সকল আশ্রমির জ্ঞানদ গুরু আমি তৃতীয়, কিন্তু আদ্য অপেক্ষাও পূজনীয়। (২৫) হে ব্রহ্মন্! যে সকল ব্যক্তিরা জ্ঞানপ্রদ গুরু রূপ আমার উপদেশ মাত্রে সুখে ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হয় বর্ণাশ্রমিদিগের মধ্যে তাহারাই অর্থ কোবিদ। (২৬) আমি সর্ব্বভূতাত্মা, গুরু শুশ্রূষা দ্বারা আমি যে রূপ তুষ্ট হই, যজ্ঞ ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা, ও যত্যাচারেও তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না (২৭) হে ব্রহ্মন্! গুরুকুলে বাস সময়ে একদা গুরুপত্নী কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমরা কাষ্ঠানয়নে গমন করিয়াছিলাম, তাহা তোমার স্মরণ হয়?। (২৮) হে দ্বিজ! আমরা মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অকালে মহাভয়ঙ্কর বাতবৃষ্টি আরম্ভ হইল ও নিষ্ঠুর মেঘ সকল আসিয়া উপস্থিত হইল। (২৯) তৎকালে সূর্য্য অস্তগত হইলেন ও দিক্ সকল অন্ধকারে আবৃত হইল, এবং নিম্নোন্নত স্থান সকল জলময় হইতে লাগিল, আমরাও সেই বিপদে পড়িয়া আর কিছুই উপায় দেখিতে পাইলাম না। (৩০) পরে আমরা তথায় বর্ষাজলে আপ্লুত হইয়া ও ঝটিকা বায়ু দ্বারা হন্যমান হইয়া দিগ্‌ভ্রান্তি বশতঃ পরস্পর পরস্পরের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর সন্দীপনি গুরু আমাদিগের অবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া সূর্য্যোদয় না হইতে হইতেই আমারদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন। (৩১) এবং কহিলেন, হে পুত্রগণ! আহা! তোমরা আমার নিমিত্তে অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইয়াছ। আত্মাই প্রাণিদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু তোমরা তাহাকেও অনাদর করিয়া আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। (৩২) সচ্ছিষ্যদিগের এইরূপে গুরুর প্রত্যুপকার করা সকল কার্য্যে বিশুদ্ধ ভাবে গুরুর প্রতি আত্ম সমর্পণ করা কর্ত্তব্যই বটে। (৩৩) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিষ্যগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম, তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হউক, তোমাদিগের অধীত বিষয় সকল ইহপরকালে সারবান্ হউক। (৩৪) হে ব্রহ্মন্! গুরুকুলে বাস কালে এইরূপ অনেক বিষয় হইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ হয়? গুরুর অনুগ্রহ হইলেই পুরুষ শান্তি পূর্ণ হয়। (৩৫।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে দেব! হে জগদ্‌গুরো! তুমি সত্য কাম, আমরা তোমার সহিত একত্রিত হইয়া যখন গুরুকুলে বাস করিয়াছি, তখন আমাদিগের অসম্পন্ন আর কি আছে?। (৩৬) হে প্রভো! ছন্দোময় ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ এবং সংসার হইতে মুক্তি যাঁহার দেহ হইতে উৎপন্ন হয় তাঁহার গুরুকুলে বাস করা কেবল অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয়। (৩৭)

ইতি দশমস্কন্ধে অশীতিতম অধ্যায়।

একাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখা শ্রীদাম ব্রাহ্মণের পৃথুক তণ্ডুল ভোজন করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রদুর্লভ সম্পত্তি দান করেন।

শুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ সেই দ্বিজের সহিত কথোপকথন করিয়া তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে২ পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিলেন। (১) সাধুদিগের গতি, ব্রাহ্মণ্যদেব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎ কাল প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে হৃষ্টচিত্তে প্রিয় ব্রাহ্মণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (২) পরে ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি এত দিনের পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ, অতএব আমার নিমিত্তে কি উপায়ন গৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছ বল। (৩) ভক্ত জন প্রীতি পূর্ব্বক আমার নিমিত্তে অণুপরিমাণ আহরণ করিলেও আমার তাহা যথেষ্ট হয়। আর অভক্ত জন ভূরি পরিমাণ আহরণ করিলেও আমার তাহাতে তোষ জন্মে না। পত্র কি পুষ্প, ফল কি জল, যে যাহা আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক দান করে সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্ত্যুপহৃত সেই সকল দ্রব্য আমি প্রীতি পূর্ব্বক ভোজন করি। হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইলেও ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন, তথাপি শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণকে পৃথুক তণ্ডুল উপায়ন প্রদান করিতে পারিলেন না। (৪) সর্ব্ব ভূতের অন্তঃকরণদর্শী সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রাহ্মণের আগমন কারণ বুঝিয়া ইহ চিন্তা করিলেন, যে পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্য কামনায় ইনি আমাকে ভজনা করেন নাই। ( ) কিন্তু ইনি আমার সখা, ইনি পতিব্রতা পত্নীর প্রিয় ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, অতএব ইহাঁকে মর্ত্ত্য দুর্লভ সম্পদ প্রদান করিব। (৬) ইহা চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের চীর বন্ধন হইতে স্বয়ং "ইহা কি" বলিয়া পৃথুক তণ্ডুল সকল গ্রহণ করিলেন। (৭) এবং কহিলেন, হে সখে! এই পরম প্রীতিজনক উপায়ন আমার নিমিত্তে আনয়ন করিয়াছ, বিশ্বাত্মা যে আমি, আমাকে এই পৃথুক তণ্ডুল সকল পরিতৃপ্ত করে। (৮) ইহা বলিয়া একবার এক মুষ্টি সেই পৃথুক তণ্ডুল ভোজন করিলেন, এবং দ্বিতীয় এক মুষ্টি ভোজনের জন্য যেমন গ্রহণ করিয়াছেন অমনি তৎপরা লক্ষ্মী সেই পরমেষ্ঠীর হস্ত ধারণ করিলেন * (৯) এবং কহিলেন হে বিশ্বাত্মন্! ইহলোকে বা লোকান্তরে পুরুষের প্রতি তোমার সন্তোষের কারণ ও সর্ব্বসম্পৎ সমৃদ্ধির নিমিত্তে ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে। (১০) পরে ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের আবাসে অবস্থান করিলেন, এবং অতি উপাদেয় দ্রব্য ভোজন পান করিয়া আপনাকে স্বর্গবাসীর ন্যায় সুখী করিয়া মানিলেন। (১১)

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে বিশ্বভাবন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইয়া ও তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় ভবনের প্রতি যাত্রা করিলেন, এবং পথে গমন করত শ্রীকৃষ্ণের বিনয়োক্তি স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন। (১২) ব্রাহ্মণ যদিও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নির্ব্বৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি তিনি স্বয়ং ধন প্রার্থনা করেন নাই ও সখাও তাঁহাকে ধনদান করেন নাই ইহা ভাবিয়া লজ্জায় পরিপূর্ণ হইয়া গৃহে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন (১৩) এবং ভাবিতে লাগিলেন, আহা! ব্রহ্মণ্যদেবের কি ব্রহ্মণ্যতাই আমি দর্শন করিলাম, যেহেতু আমি দরিদ্রতম

* অর্থাৎ এক মুষ্টি ভোজনের পরিবর্ত্তে সর্ব্ব সম্পত্তি দান করা হইল, দ্বিতীয় মুষ্টি ভোজন দ্বারা আমাকে ভবদীন করিবেন না ইতি।

হইয়াও লক্ষ্মীকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলাম। (১৪) আহা! কোথায় আমি এই নীচ দরিদ্র, আর কোথা সেই শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ. আহা! আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি দুই হস্তে আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। আর সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আমাকে অতিশয় উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়াছেন, এবং আমি শ্রান্ত হইলে ব্যজন হস্তা মহিষী দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করাইয়াছেন (১৫) ভূদেব কর্ত্তৃক দেবতার ন্যায় আমি সেই দেবদেব কর্ত্তৃক পরম শুশ্রূষা সহকারে চন্দন লেপনাদি দ্বারা পূজিত হইয়াছি (১৬) যদিও তদীয় চরণ সেবাই স্বর্গ ও অপবর্গ ও পৃথিবীর সকল সম্পৎ এবং পুরুষের সমুদয় সিদ্ধির কারণ, তথাপি সেই কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ, "এব্যক্তি নির্দ্ধন, ধন পাইয়া অত্যন্ত মত্ততায় আমাকে আর স্মরণ করিবে না" ইহা ভাবিয়াই নিশ্চয় আমাকে ধন দান করেন নাই। (১৭) এইরূপ চিন্তা করিতে২ ব্রাহ্মণ স্বীয় পুরীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া দেখেন, পুরীর চারিদিকে সূর্য্য চন্দ্রাগ্নি সমপ্রভ বিমান সকল যাতায়াত করিতেছে। (১৮) কূজন পর পক্ষি সঙ্কুল বিচিত্র উপবন ও উদ্যান সকল, উৎফুল্ল কুমুদ পদ্ম কহ্লার ও উৎপল বিশিষ্ট সরোবরে শোভা পাইতেছে। (১৯) এবং সেই পুরী অলঙ্কৃত পুরুষ ও হরিণাক্ষী স্ত্রীগণে সর্ব্বদা যুক্ত রহিয়াছে। দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, এ কি, ইহা কাহার স্থান, সেই আমার ভগ্ন পর্ণকুটীর কি প্রকারে এরূপ হইল। (২০) তিনি এই প্রকার মীমাংসা করিতেছেন এমত সময়ে দেবতুল্য নর নারীগণ আগমন পূর্ব্বক নানা প্রকার গীতবাদ্যাদি উপায়ন দ্বারা তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিল। (২১) এবং বিপ্রপত্নী পতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষ পূর্ব্বক সমাদর করতঃ রূপধারিণী লক্ষ্মীর কমল বন হইতে আগমনের ন্যায় শীঘ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। (২২) পতিব্রতা ব্রাহ্মণ পত্নী প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রু নয়ন নিমীলিত করিয়া প্রণাম ও মনে২ আলিঙ্গন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বিমানচারিণী দেবীর ন্যায় নিষ্ককণ্ঠী দাসীগণ মধ্যে ভ্রাজমানা স্ফূর্ত্তিমতী স্বীয় পত্নীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত শত শত মণিস্তম্ভোপেত মহেন্দ্রভবনের ন্যায় স্বীয় ভবনে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। (২৩) তথায় দুগ্ধ ফেন নিভ, রুক্ম পরিচ্ছদ বিশিষ্ট, শয্যা; ও পর্য্যঙ্ক এবং হেমদণ্ড চামর ব্যজন সকল দর্শন করিলেন। (২৪) এবং হেমময় আসন, কোমল আস্তরণ, মুক্তা দাম বিলম্বিত শোভিত বিতান, ও মহামারকত বিশিষ্ট স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ কুড্যে ভ্রাজমান রত্ন দীপ, এবং ললনা রত্ন সকল বিরাজ করিতেছে। (২৫) এইরূপ সেই পুরীমধ্যে সর্ব্ব সম্পত্তির সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ অহেতু সম্ভূত স্বীয় সমৃদ্ধির প্রতি স্থির হৃদয়ে বিতর্ক করিতে লাগিলেন। (২৬) পরে স্থির করিলেন, যে অতি দরিদ্র দুর্ভাগ্য আমি, আমার এই সমৃদ্ধির হেতু মহাবিভূতি যদুত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত অন্য আর কিছুই উপপন্ন হয় না। (২৭) দয়াময়শ্রেষ্ঠ আমার সখা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দৃষ্টিগোচর হইয়াই কিছু না বলিয়াও অসমক্ষে যাচককে ভূরিদান করেন, যে হেতু তিনি স্বয়ং ভূরিভোজ অর্থাৎ বহুসম্পত্তির অধীশ্বর। যেমন সমুদ্র পরিপূরক পর্জ্জন্য বহুজলকেও অল্প মানিয়া অসমক্ষে ভূরি জলদান করে তাহার ন্যায়। (২৮) তিনি স্বদত্ত বস্তু অধিক হইলেও তাহাকে অল্প করিয়া মানেন এবং সুহৃৎ কর্ত্তৃক দত্ত অতি তুচ্ছ পদার্থ হইলেও তাহাকে বহু করিয়া মানেন, যেহেতু সেই মহাত্মা আমাকর্ত্তৃক উপনীত এক মুষ্টি পৃথুক তণ্ডুল প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২৯) জন্ম জন্মান্তরে আমার তাঁহার সহিত প্রেম, সখ্য,

মৈত্রী ও সেবকত্ব চির সম্বন্ধ থাকুক, এবং সেই গুণালয় মহানুভাবের সহিত বিশেষ সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভক্তের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হউক। (৩০) স্বয়ং বিচক্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনিদিগের তদাসক্তি জন্য পতন দেখিয়া অদীর্ঘদর্শী অবিবেকী ভক্তকে সম্পৎ ঐশ্বর্য্য বিভূতি প্রদান করেন না, দৃঢ়ভক্তিমাত্র দেন। (৩১) অতীবভক্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ বিবেচনা করিয়া জনার্দনোদ্দেশে অল্পে অল্পে বিষয় ত্যাগ অভ্যাস করতঃ অনতিলম্পট হইয়া জায়ার সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। (৩২) ব্রাহ্মণেরাই সেই দেব দেব প্রভু যজ্ঞপতি হরির নিকটে প্রভু হয়েন, যেহেতু ব্রাহ্মণহইতে পরম দেবতা আর কেহই নাই। (৩৩) তখন সেই ভগবৎ সুহৃৎ বিপ্র এই প্রকারে অন্যের অজিত ও স্ববিভূতি পরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার ধ্যান বেগে শিথিলীকৃতাত্মবন্ধন হইয়া অচিরকাল মধ্যে সাধুদিগের গতি সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ প্রাপ্ত হইলেন। (৩৪)

ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রহ্মণ্যতা শ্রবণ করিয়া নর ভগবানেতে পরম ভাব লাভ করিয়া কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। (৩৫)

ইতি দশমস্কন্ধে একাশীতিতম অধ্যায়।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া রবিগ্রহে বৃষ্ণিগণকে দেখিয়া ভূপগণ পরস্পর কৃষ্ণ কথা কহেন এবং শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রে গমন করেন।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারকায় উপবেশন করিয়া আছেন, এমত কালে কল্পক্ষয়ে সূর্য্যের সর্ব্বাভাবের ন্যায় অতি মহান্ সূর্য্য গ্রহণ আরম্ভ হইল। (১) হে রাজন্! পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারিয়া সকল লোকে সর্ব্বদিক হইতে মঙ্গল বিধানার্থ সমন্ত পঞ্চক ক্ষেত্রে যাত্রা করিল (২) শস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার বাসনায় যেখানে ক্ষত্রিয় রক্তে মহা হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৩) ভগবান্ প্রভু পরশুরাম স্বয়ং কর্ম্মেতে অলিপ্ত হইয়াও লোক সংগ্রহের নিমিত্তে পাপ নাশার্থ অন্য ব্যক্তির ন্যায় যেখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (৪) হে ভারত! মহতী তীর্থ যাত্রা কালে ভারতীয় প্রজাবর্গ, বৃষ্ণিগণ, অক্রূর, বসুদেব ও আহুক প্রভৃতি যেখানে গমন করিয়াছিলেন। স্বীয় স্বীয় পাপনাশার্থ সকল লোকেই তথায় গমন করিল। (৫) গদ প্রদ্যুম্ন সাম্ব ও সুচন্দ্র এবং শুক সারণের সহিত অনিরুদ্ধ দ্বার রক্ষা করিতেছেন আর কৃতবর্ম্মা সৈন্য রক্ষা করিতেছেন। (৬) দ্বারকা বাসী জনগণ দেববিমান সদৃশ রথ, তরঙ্গ তুল্য গতি বিশিষ্ট অশ্ব, মেঘনিস্বন তুল্য বৃংহিত যুক্ত গজ, ও বিদ্যাধর তুল্য মনুষ্যগণে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে লাগিল। (৭) পথিমধ্যে সেই কাঞ্চনমালী মহাতেজা পুরুষেরা দিব্য মাল্য বস্ত্রাদি ধারণ করতঃ স্বীয় স্বীয় কলত্র সহিত দেবতাদিগের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। (৮)

অনন্তর সেই মহাভাগ দ্বারকাবাসীগণ সমন্ত পঞ্চকে উত্তীর্ণ হইয়া সংযত চিত্তে উপবাস করত স্নান করিয়া বস্ত্র মাল্য গন্ধ বিশিষ্ট গো সকল ব্রাহ্মণ দিগকে দান করিতে নাগিলেন। (৯) এবং পরে যথা বিধানে রাম হ্রদে পুনর্ব্বার মুক্তি স্নান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে আমাদিগের দৃঢ়ভক্তি হউক বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিতে

লাগিলেন। (১০) পরে কৃষ্ণদেবতা বৃষ্ণিগণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভোজন করতঃ তরুমূলে স্নিগ্ধ চ্ছায়াতে সুখে বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, অন্যান্য সুহৃৎ সম্বন্ধি নৃপগণ মৎস্য উশীনর কৌশল্য বিদর্ভ কুরুসৃঞ্জয় কাম্বোজ কৈকয় মদ্র কুন্তী আনর্ত্ত কেরল ও অন্যান্য আত্মপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় নৃপগণ এবং নন্দপ্রভৃতি সুহৃদ্‌গোপগণ ও গোপীগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া তথায় আগমন করিয়াছেন। (১১) পরে তাঁহারা পরস্পর সন্দর্শন জনিত হর্ষবেগে প্রোৎফুল্ল হৃদয় হইয়া আলিঙ্গন করত রোমাঞ্চিত কলেবরে ও আনন্দাশ্রুনয়নে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া হৃষ্ট হইতে লাগিলেন। (১২) এবং স্ত্রীগণও পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে পরস্পর বক্ষদেশ স্পর্শ হওয়াতে স্তন কুঙ্কুম মৃষ্ট হইল ও প্রণয়াশ্রুলোচনে পরস্পর হস্ত ধারণ করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া বয়ঃকনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইলেন, পরে স্বাগত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরস্পর কৃষ্ণ কথা কহিতে লাগিলেন। (১৩) পরে কুন্তী ভ্রাতা, ভগিনী, তৎপুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতৃ পত্নী ও মুকুন্দকে দেখিয়া কথোপকথনে অদর্শন জনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। (১৪)

কুন্তী কহিলেন, হে আর্য্য! হে ভ্রাতঃ! আমি আপনাকে অপূর্ণ মনোনরথ করিয়া মানিতেছি, যেহেতু অতি মহত্তম তোমরাও আপৎ কালেও আমাকে এক বার স্মরণ কর না। (১৫) সুহৃৎ জ্ঞাতি পুত্র ভ্রাতা ও পিতামাতা ইহাঁরা, যাঁহার দৈব প্রতিকূল হয়, এরূপ স্বজনকে স্মরণও করেন না। বসুদেব কহিলেন, হে ভগিনি! আমাদিগের প্রতি বৃথা অসূয়া প্রকাশ করিও না, মনুষ্য সকল দৈবের অধীন, লোক সকল ঈশ্বরে বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করে বা অন্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। (১৬) আমরা সকলে কংস কর্ত্তৃক প্রতাপিত হইয়া দশ দিকে প্রসৃত হইয়াছিলাম, দৈবক্রমে পুনর্ব্বার সম্প্রতি এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি।

শুকদেব কহিলেন, পরে বসুদেব ও উগ্রসেন প্রভৃতি যদুগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত সকল নৃপতিগণ অচ্যুত সন্দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন, পরে ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধন পুত্রসহিত গান্ধারী দারাসহিত পাণ্ডবগণ, কুন্তী সঞ্জয় বিদুর কৃপ কুন্তিভোজ বিরাট ভীষ্মক নগ্নজিৎ পুরুজিৎ দ্রুপদ শৈব্য ধৃষ্টকেতু কাশীরাজ দমঘোষ বিশালাক্ষ মৈথিল মদ্রক কেকয় যুধামন্যু সুশর্ম্মা ও বাহ্লিক প্রভৃতি রাজা সকল। (১৭) ও অন্যান্য রাজাগণ ও যুধিষ্ঠিরানুগত রাজা সকলে সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। পরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ বলদেব কর্ত্তৃক সম্যকরূপে পূজিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণাশ্রিত বৃষ্ণিগণকে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৮) হে ভোজপতে! মনুষ্যদিগের মধ্যে তোমরাই ধন্যজন্মা পুরুষ যেহেতু যোগিদিগেরও দুর্দর্শ যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তোমরা সর্ব্বদাই দর্শন করিতেছ। (১৯) যাঁহার দেবগীত পবিত্র কীর্ত্তি এই বিশ্বকে পবিত্র করে, যাঁহার পাদ ধৌত জল গঙ্গা রূপে ও যাঁহার বাক্য বেদ রূপে এই জগৎকে পবিত্র করে, আর এই পৃথিবী কালবশতঃ দগ্ধ মাহাত্ম্য হইয়াও যাঁহার পাদপদ্মোত্থ শক্তি প্রভাবে আমাদিগকে অখিলার্থ প্রদান করিতেছে। (২০) প্রবৃত্তিমার্গরূপ যে তোমাদের গৃহে দর্শন স্পর্শন অনুগমন কথন শয্যা শয়ন অশন বিবাহ সম্বন্ধ ও দৈহিক সম্বন্ধ সহকারে স্বর্গাপবর্গে বিতৃষ্ণাকারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব তোমরাই সফল জন্মা। (২১)

শুকদেব কহিলেন, তখন নন্দ তথায় শ্রীকৃষ্ণ সহিত যদুগণের আগমন শুনিয়া গোপগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্তে শকটে অর্থ লইয়া তথায় গমন করিলেন। ওদিকে বৃষ্ণিগণও তথায় উপস্থিত নন্দকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে শরীরে প্রাণ প্রাপ্তির ন্যায় উত্থিত হইয়া বহুকাল অদর্শন জন্য কাতর হইয়া দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। (২২) এবং বসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীত মনে ও প্রেম বিহ্বল চিত্তে কংসকৃত ক্লেশ ও গোকুলে পুত্র সংস্থাপন স্মরণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে পিতাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করতঃ অশ্রুপূর্ণ নয়নে কণ্ঠরোধের ন্যায় আর কিছুই কহিলেন না। (২৩) পরে মহাভাগা যশোদা বহুকাল পরে সেই পুত্রদ্বয়কে স্বীয় আসনে উপবেশন করাইয়া পৃথক পৃথক্ রূপে উভয়কে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন। (২৪)

এমত সময়ে দেবকী ও রোহিণী দেবী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার মৈত্রীভাব স্মরণ পূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন। (২৫) হে ব্রজেশ্বরি! তোমার কৃত অনিবৃত্ত অর্থাৎ চির বর্ত্তমান মৈত্রীভাব কে বিস্মৃত হইতে পারে? ইন্দ্র তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইলেও তাহার প্রতিক্রিয়া করা যাইতে পারে না। (২৬) এই উভয় বালক স্বীয় পিতা মাতাকে জানে না. হে ভগবতি! যেমন পক্ষ্মদ্বয় চক্ষুকে রক্ষা করে তদ্রূপ ইহারা স্বীয় পিতা মাতা কর্ত্তৃক তোমাদিগের প্রতি ন্যস্ত হইয়া বিশিষ্ট রূপে প্রীতি অভ্যুদয় পোষণ পালনাদি প্রাপ্তি পূর্ব্বক রক্ষিত হইয়াছেন, কোথাও ইহাঁরদিগের ভয় হয় নাই, যেহেতু সাধুদিগের স্বপর বিশেষ নাই। (২৭)

শুকদেব কহিলেন, গোপীগণ বহুকালের পর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অভীষ্ট প্রাপ্তি পূর্ব্বক অনিমিষ দর্শনার্থ চক্ষুদ্বয়ে পক্ষ্ম নির্ম্মাতা বিধাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল এবং যোগীদিগের দুরাপ শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষুর্দ্বারা হৃদয়স্থ করত আলিঙ্গন পূর্ব্বক তদীয় ভাবে গদগদ হইল। তখন ভগবান্ও তদ্রূপ গোপীগণকে ও তাহারদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া আলিঙ্গন করত তাহারদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিলেন। (২৮) আমরা স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণের প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বহুকাল শত্রুপক্ষ ক্ষপণ মানসে গমন করিয়াছিলাম, অতএব আমাদিগের সখ্য ভাব কি তোমরা স্মরণ করিয়াছিলে?। (২৯) অথবা অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া আমাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলে, ভূত সকলের নিয়োগের কারণ সেই ভগবান্ ঈশ্বর, আমরা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই নাই। (৩০) বায়ু যেমন মেঘ, তৃণ, তুলা, ও রজঃ প্রভৃতিকে সংযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার বিযুক্ত করে, তাহার ন্যায় ভূতকৃৎ ঈশ্বর ভূত সকলকে তদ্রূপ করেন। (৩১) আমার প্রতি ভক্তিই ভূতগণের অমৃতের নিমিত্তে কল্পিত হয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদিগের যে স্নেহ আছে, ইহা অতি মঙ্গলের বিষয়, যেহেতু তাহা আমার প্রাপক। (৩২) আমি সর্ব্বভূতের আদ্যন্ত ও অন্তর্ব্বাহ্যে বর্ত্তমান. হে অঙ্গনাগণ! যেমন ভৌতিক পদার্থ সকলের আদ্যন্তে ও অন্তর্ব্বাহ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ বর্ত্তমান্ আছে, তদ্রূপ। (৩৩) এইরূপ সমস্ত ভৌতিক পদার্থে এই মহাভূত সকল বর্ত্তমান আছে, আত্মা কেবল আত্মাতেই বিস্তৃত, কিন্তু সেই উভয়ই আবার পরম অক্ষর রূপ আমাতে দৃষ্টি কর। (৩৪)

শুকদেব কহিলেন, গোপীগণ এইরূপ অধ্যাত্ম উপদেশ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া পরে তাঁহাকে অনুধ্যান করতঃ লিঙ্গ শরীর রূপ উপাধি ধ্বংস করিয়া

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল। (৩৫) এবং কহিতে লাগিল, অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে চিন্তনীয় ও সংসার কূপে পতিত ব্যক্তিদিগের উত্তরণের অবলম্বন রূপ পদ্মনাভের পাদপদ্মদ্বয় গৃহী হইলেও আমাদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা উদিত হউক। (৩৬)

ইতি দশম স্কন্ধে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রসঙ্গে তাঁহার ভার্য্যা সকল স্বীয় স্বীয় উদ্বাহ বিষয় দ্রৌপদীর নিকটে ব্যক্ত করেন।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর সকলের গুরু ও গতিরূপ ভগবান্ গোপাদিগের প্রতি অনুগ্রহানন্তর যুধিষ্ঠিরকে সকল সুহৃদ্গণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। (১) তাঁহারা সকলে এইরূপ লোকনাথ কর্ত্তৃক সৎকার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দর্শনে হত পাপ হইয়া হৃষ্ট মনে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। (২) হে প্রভো! মহৎ লোকের মন হইতে মুখ দ্বারা নিঃসৃতদেহ ও অবিদ্যার নাশার্থ তোমার চরণাম্বুজ স্বরূপ আসব যে ব্যক্তি কখন একবার শ্রবণাঞ্জলি পুটে পান করিয়াছে, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? (৩) স্বীয় তেজ দ্বারা নিরস্ত আত্মকৃত অবস্থাত্রয় ও সর্ব্বানন্দ স্বরূপ অখণ্ড জ্ঞানরূপ, এবং কাল সহকারে বিলুপ্ত বেদের উদ্ধার বিষয়ে প্রাপ্ত যোগমায়ারূপ আর পরমহংসদিগের গতি স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। (৪)

শুকদেব কহিলেন, হেরাজন্! এইরূপে সকল জন সেই উত্তম শ্লোক শিখামণিকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলে অন্ধক ও কৌরবদিগের স্ত্রীগণ একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পর ত্রিলোক গীত গোবিন্দ কথা যে রূপে আলাপ করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। (৫) প্রথমত দ্রৌপদী কহিলেন, হে বৈদর্ভি! হে ভদ্রে! হে জাম্ববতি! হে সত্যে! হে সত্যভামে! হে কালিন্দি! হে মিত্র বিন্দে! হে রোহিণি! হে লক্ষ্মণে। (৬) হে অন্য কৃষ্ণপত্নীগণ! ভগবান্ অচ্যুত স্বীয় মায়া দ্বারা লোকের উপকারার্থ কি প্রকারে স্বয়ং তোমাদিগের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্ত কর। (৭)

রুক্মিণী কহিলেন, চৈদ্যাধিপতি শিশুপালের প্রতি আমাকে সমর্পণ করিবার নিমিত্তে উদ্যতকার্ম্মুক রাজাগণ প্রথমত স্থিরীকৃত করেন, কিন্তু পরে সেই অজেয় সৈন্যগণের মস্তকে চরণ প্রদান করত শৃগালের নিকট হইতে স্বীয় ভাগহারী মৃগেন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হরণ করেন, সেই শ্রীনিকেতন সর্ব্বদা আমার অর্চ্চনীয় হউন। (৮)

সত্যভামা কহিলেন, স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনের বধে আমার পিতা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অযশ মার্জ্জনার্থ ঋক্ষরাজকে বধ করিয়া স্যমন্তক রত্ন আনিয়া দেন, তাহাতে আমার পিতা ভীত ও প্রতিশ্রুত হইয়া সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আমায় দান করেন। (৯)

জাম্ববতী কহিলেন, আমার পিতা জাম্ববান্ নিজ নাথ সীতাপতি ইহাঁকে না জানিতে পারিয়া ইহাঁর সহিত সপ্ত বিংশতি দিবস যুদ্ধ করেন, পরে পরীক্ষা দ্বারা

জানিতে পারিয়া পাদগ্রহণ পূর্ব্বক স্যমন্তক মণির সহিত আমাকে উপহার প্রদান করেন, তাহাতেই আমি ইহাঁর দাসী হইয়াছি। (১০)

কালিন্দী কহিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ প্রার্থনায় তপস্যা করিতেছিলাম, এমত কালে স্বীয় সখা অর্জুনের সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিলেন, সেই অবধি আমি ইহাঁর গৃহ মার্জ্জনকারিণী দাসী হইয়াছি। (১১)

ভদ্রা কহিলেন, আমার স্বয়ম্বর কালে যিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রাজাগণকে এবং অপকারী আমার ভ্রাতৃগণকে পরাজয় করিয়া কুক্কুরের নিকট হইতে স্বীয় বলিহারী সিংহের ন্যায় আমাকে স্বীয় পুরে লইয়া গিয়াছিলেন, জন্ম জন্মে আমি যেন সেই শ্রীনিবাসের চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকি। (১২)

সত্যা কহিলেন, আমার পিতা ক্ষিতিপতিদিগের বলবীর্য্য পরীক্ষার্থ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ অতিবীর্য্যবান্ সাতটী গো বৃষ প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু শিশুরা যেমন অজ বৎসদিগকে বন্ধন করে, তদ্রূপ বরবীর্য্যাপহারী শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করত বল দ্বারা তাহাদিগকে নিগ্রহ করত বন্ধন করিয়াছিলেন। (১৩) পরে পথিমধ্যে অন্যান্য রাজগণকে জয় করিয়া এইরূপ চতুরঙ্গিণী সেনা ও দাসীগণ সহিত যিনি আমাকে স্বীয় পুরে আনয়ন করেন, তাঁহার দাস্যবৃত্তি আমার চিরস্থায়ী হউক। (১৪)

মিত্রবিন্দা কহিলেন, হে কৃষ্ণে! আমার পিতা আমাকে তচ্চিন্তা দেখিয়া মাতুল পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া সখী ও সেনাগণ সহিত আমায় দান করেন। (১৫) আমি কর্ম্ম দোষে সংসারে ভ্রমমাণ, অতএব জন্ম জন্মে ইহাঁর পাদ সংস্পর্শ আমার যেন অন্যথা না হয়, তাহাতে আমার শ্রেয় হইবে। (১৬)

লক্ষ্মণা কহিলেন, হে রাজ্ঞি! নারদ মুখে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাতেই অনুরক্ত হইল, যেহেতু লক্ষ্মী বিস্তর বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। (১৭) হে সাধ্বি! দুহিতৃ বৎসল আমার পিতা বৃহৎসেন আমার মত জানিতে পারিয়া তদ্বিষয়ের উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (১৮) হে রাজ্ঞি! যেমন তোমার স্বয়ম্বর কালে অর্জুন প্রার্থনায় লক্ষ রূপ মৎস্য কৃত হইয়াছিল আমার স্বয়ম্বর কালেও সেইরূপ হয়, কিন্তু এ সময়ে এই মাত্র বিশেষ হইয়াছিল যে মৎস্য বহিরাচ্ছন্ন স্তম্ভমূলস্থ কলস জলে মাত্র দৃশ্য, উপরে লক্ষ্য কিন্তু দৃষ্টি নিম্ন দিকে। ইহা শ্রবণ করিয়া সহস্র২ ভূপতিগণ দিগ্দিগন্ত হইতে সর্ব্বাস্ত্র শস্ত্র সমভিব্যাহারে উপাধ্যায় সহিত আমার পিতার পুরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। (১৯) পরে যাঁহার যেমন বীর্য্য যাঁহার যেমন বয়স তদনুসারে আমার পিতা কর্ত্তৃক সকলে সংপূজিত হইয়া আমাকে অভিলাষ করিয়া সভামধ্যে লক্ষ বিদ্ধ করিবার মানসে সকলেই শরচাপ হস্তে করিলেন। (২০) কেহ কেহ সজ্য করিতে না পারিয়া গ্রহণ মাত্র পরিত্যাগ করিলেন, কেহ কেহ বা জ্যা আকর্ষণ করিয়া সেই চাপ দ্বারা আহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। (২১) মাগধ, অম্বষ্ঠ, চেদিপতি, ভীম, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি অপর বীরগণ সজ্য করিয়াও লক্ষের অবস্থিতি জানিতে পারিলেন না। (২২) পরে অর্জুন জলে মৎস্য প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক লক্ষের অবস্থিতি জানিয়া যত্ন সহকারে বাণ পরিত্যাগ করিলেন, সেই বাণ গিয়া লক্ষকে স্পর্শ করিল কিন্তু তাঁহার আর বল প্রযুক্ত লক্ষকে ছিন্ন করিতে পারিল না। (২৩)

এইরূপে সমস্ত মান্য রাজাগণ অপমানিত হইয়া নিবৃত্ত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে ধনু লইয়া সজ্য করিলেন। (২৪) এবং একবার মাত্র জলে অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি বাণ সন্ধান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মৎস্য ছেদন পূর্ব্বক সেই সর্ব্বার্থ সাধক মুহূর্ত্তে তাহাকে পাতিত করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভি ধ্বনি পৃথিবীতে জয় শব্দ হইতে লাগিল ও দেবতারা হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। (২৫) তখন আমি পাদদ্বয়ে নূপুর ধ্বনি করতঃ রত্নমালা গ্রহণ পূর্ব্বক নূতন কৌশেয় বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া সলজ্জ হাস্যে মস্তকে মালা লইয়া সেই রঙ্গস্থলে গিয়া প্রবেশ করিলাম। (২৬) এবং শুক্ল হাস্য ও কটাক্ষ সহিত উরুকুণ্ডল যুক্ত গণ্ড সংস্কৃত বক্ত্র উন্নত করিয়া অল্পে২ রাজা সকলকে নিরীক্ষণ করতঃ অনুরক্ত হৃদয়ে স্বীয় মালা শ্রীকৃষ্ণের গল দেশে অর্পণ করিলাম। তখন মৃদঙ্গ পটহ শঙ্খ ভেরী আনকাদি ধ্বনি হইতে লাগিল এবং নট নর্ত্তকী ও গায়কগণ নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিল। (২৭) হে যাজ্ঞসেনি দ্রৌপদি! এইরূপ আমা কর্ত্তৃক ভগবান্ ঈশ্বর বৃত হইলে নৃপগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কামাতুর হইয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। (২৮) তখন আমাকে অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত রথে আরোহণ করাইয়া চতুর্ভুজদেব শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গ ধনু হস্তে করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। (২৯) হে রাজ্ঞি! তখন মৃগদিগের সমক্ষ হইতে সিংহের ন্যায় দারুক সেই কাঞ্চন শোভিত রথ লইয়া সকল রাজাগণের সমক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। (৩০) কুক্কুরগণের সিংহ সংরোধের ন্যায় তখন সেই রাজন্যগণ মধ্যে কেহ কেহ পথ মধ্যে তাঁহার সংরোধার্থ সসজ্জ হইতে লাগিল, কেহ বা ধনুর্ব্বাণ উত্তোলন পূর্ব্বক সংহত হইতে লাগিল, পরে তাহারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শার্ঙ্গ ধনুশ্চ্যুত বাণ দ্বারা ছিন্ন বাহু উরু কন্ধর হইয়া যুদ্ধে পতিত হইল, কেহ বা যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। (৩১) পরে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ অলঙ্কার ভূষিতা ধ্বজপট চিত্র তোরণ বিশিষ্টা নিম্নোর্দ্ধ মনোহরা সেই কুশস্থলী পুরীতে প্রবেশ করিলেন, যেমন সূর্য্য অস্তাচলে প্রবেশ করেন, তাহার ন্যায়। (৩২) তখন আমার পিতা মহার্হ বাস অলঙ্কার শয্যা আসন পরিচ্ছদ দ্বারা সুহৃৎ সম্বন্ধি বান্ধবগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। (৩৩) এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ হইলেও তাঁহাকে সর্ব্ব সম্পদ্যুক্ত দাসী সৈন্য হস্তি অশ্ব ও মহামূল্য অস্ত্র সকল ভক্তি ভাবে প্রদান করিলেন। (৩৪) এই রূপে আমরা সকলে কত কত তপস্যা দ্বারা সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই আত্মারামের গৃহ দাস্য প্রাপ্ত হইয়াছি। (৩৫)

মহিষীগণ কহিলেন, সগণ ভৌমকে নিহত করিয়া দিগ্বিজয় কালে তৎকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত রুদ্ধ রাজাদিগের অবরুদ্ধ কন্যাগণকে মোচন করিয়া, স্বয়ং আপ্তকাম হইয়াও, সংসার বিমোক্ষ রূপ পাদ পদ্ম ইচ্ছা কারিণী সেই কন্যাগণকে বিবাহ করেন। (৩৬) হে সাধ্বি! সার্ব্বভৌম পদ, বা ইন্দ্রত্ব পদ, বা তাঁহার ভোগ্য, বা অণিমাদি সিদ্ধি বা ব্রহ্ম পদ, বা মোক্ষ কিম্বা সালোক্য মুক্তি, ইহার কিছুই আমরা কামনা করি না, কেবল লক্ষ্মীর কুচ কুঙ্কুম গন্ধাঢ্য সেই গদাধরের পাদরজ আমরা মস্তকে বহন করিবার জন্যই কামনা করিয়া থাকি। (৩৭) নদীকূলে তৃণ পল্লব সকলেতে গোচারণ কালে ব্রজস্ত্রীগণ ও গোপ সকল সেই মহাত্মার নিকটে যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিল সেই পাদস্পর্শ আমাদিগের অভিমুখে লব্ধ হইতেছে। (৩৮)

ইতি দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

মুনি সমাগমানন্তর উৎসাহ পূর্ব্বক বসুদেব প্রভৃতি যদুগণের প্রস্থান ইত্যাদি।

শুকদেব কহিলেন, পৃথা, গান্ধারী, যাজ্ঞসেনী ও সুভদ্রা, রাজপত্নীগণ ও গোপী সকল অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণেতে তাঁহাদিগের নির্ম্মল প্রেমানুবন্ধ শ্রবণ করত, অশ্রুকলায় আকুল হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (১) স্ত্রীগণের সহিত স্ত্রীগণের ও পুরুষদিগের সহিত পুরুষদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে দর্শনার্থ মুনিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব, নারদ চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গোতম, পরশুরাম, সশিষ্য ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, ব্রহ্ম পুত্রগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য এবং বামদেবাদি ঋষিগণ তথায় আগমন করিলেন। হে নৃপ! পাণ্ডব সকল ও অন্যান্য রাজাগণ রাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতি যাঁহারা তথায় উপবিষ্ট ছিলেন, সকলেই সেই বিশ্ব বন্দিত মুনিগণকে দেখিয়া সহসা উত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিতে লাগিলেন। (২) এবং যথাসম্ভব স্বাগত আসন পাদ্য অর্ঘ্য মাল্য ধূপ ও গন্ধাদি দ্বারা রাম কৃষ্ণাদি সকলেই তাঁহারদিগকে পূজা করিলেন। (৩) পরে তাঁহারা সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে ধর্ম্মগোপ্তা ভগবান্ তাঁহাদিগকে কহিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই মহতী সভাস্থ সকলে সংযত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। (৪)

ভগবান্ কহিলেন, আহা! অদ্য আমাদিগের জন্ম সফল হইল ও তৎফল প্রাপ্ত হইলাম যেহেতু অদ্য দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য যজ্ঞেশ্বরদিগকে দর্শন করিলাম। (৫) প্রতিমাদিতে দেব বুদ্ধি বিশিষ্ট অল্প তপঃসম্পন্ন মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে যোগেশ্বর দর্শন স্পর্শন প্রশ্ন প্রণাম ও পাদার্চ্চনাদি কি সম্ভাবিত হয়। (৬) জলময় স্থান তীর্থ নহে ও মৃৎপাষাণময়ী মূর্ত্তিও দেবতা নহে, যেহেতু তাঁহারা বহুকালে মনুষ্যকে পবিত্র করিতে পারেন কিন্তু সাধুর দর্শন মাত্রেই পবিত্র করেন। (৭) অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন ইহাঁরা ভেদ বুদ্ধিতে উপাসিত হইলে অজ্ঞান নাশ করিতে পারেন না কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র সাধুসেবায় সমুদায় অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। (৮) বাতপিত্ত শ্লেষ্মময় শরীরে যাহার আত্ম জ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয় জ্ঞান, মৃত্তিকা বিকারে যাহার দেবতা ও জলেতে যাহার তীর্থ জ্ঞান এবং সাধুজনেতে যাহার সেই সকল জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি গো তৃণবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ। (৯)

শুকদেব কহিলেন, বিপ্রগণ, অকুণ্ঠ বুদ্ধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ অনন্যরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রম বুদ্ধি বশত কিয়ৎকাল তুষ্ণীভাবে অবস্থিতি করিলেন। (১০) এই রূপে মুনিগণ সেই ঈশ্বরের অনীশ্বর ভাব যুক্ত বাক্যকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া পরে লোক সংগ্রহার্থ ইহা বুঝিতে পারিয়া হাস্য করত জগৎগুরুকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। (১১)

মুনিগণ কহিলেন, আমরা তত্ত্ববিদ শ্রেষ্ঠ ও প্রজাপতিদিগের অধীশ্বর হইয়াও যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছি, এবং যিনি স্বরচেষ্টা দ্বারা গূঢ় ভাবে অনীশ্বরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, আহা! সেই ভগবচ্চেষ্টিত কি আশ্চর্য্য। (১২) ভৌম বিকার ঘটশরাবাদি দ্বারা বহু নাম রূপিণী ভূমির ন্যায় স্বয়ং এক মাত্র অক্রিয় হইয়াও নানা প্রকারে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ং বদ্ধ নহেন,

আহা! সেই ভূমা পরমেশ্বরের যে জন্মাদি চরিত্র তাহা কেবল অনুকরণ মাত্র। (১৩) তুমি বর্ণাশ্রমাত্মা পরম পুরুষ, তুমি যথা কালে স্বীয় ভক্ত জনের রক্ষার নিমিত্তে ও সনাতন বেদ পথে প্রবৃত্তির জন্য এবং খল লোকের নিগ্রহার্থে অবলীলা ক্রমে শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ ধারণ করিয়া থাক। (১৪) অতএব অতি শুদ্ধ সত্ত্ব যে বেদ তাহাই তোমার হৃদয়, যেহেতু সেই বেদে কার্য্য ও কারণ এবং তপঃ স্বাধ্যায় সংযম সহিত পর ব্রহ্ম উপলব্ধ হয়েন। (১৫) হে ব্রহ্মন্! তুমি বেদ হৃদয় প্রযুক্ত শাস্ত্র যোনি আত্মা রূপ তোমার সন্ধান বেদ প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ কুলকে যে পূজা করিয়া থাক সেই হেতু তুমিই ব্রহ্মণ্য শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মণ্য দেব। (১৬) অদ্য আমাদিগের জন্ম সফল হইল এবং বিদ্যা, তপস্যা ও চক্ষুঃ সার্থক হইল, যে হেতু তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সাধু সঙ্গম হইল, তুমি সকল মঙ্গলাকর। স্বীয় যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন মহিমা, অকুণ্ঠ বুদ্ধি পরমাত্মা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। (১৭) এক স্থানাবস্থায়ী এই রাজা সকল ও বৃষ্ণিগণ মায়ারূপ যবনিকাদ্বারা আচ্ছন্ন কাল স্বরূপ ঈশ্বর পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। (১৮) যেমন স্বপ্ন দৃক্ শয়ান পুরুষ ইন্দ্রিয় মনদ্বারা নাম মাত্রে প্রকাশিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি রূপে আপনাকে জানে, স্বরূপত জানিতে পারে না। (১৯) হে ব্রহ্মন্! তদ্রূপ এই লোক সকল মায়াদ্বারা ভ্রমচিত্ত হইয়া স্মৃত্যপপ্লব হেতু ইন্দ্রিয় মনোদ্বারা নাম মাত্রে প্রকাশিত রূপে তোমাকে জানে, স্বরূপত জানে না (২০) আমরা অদ্য সেই তোমার গঙ্গাতীর্থের উৎপাদক, ও সুবিপক্ক যোগীদিগের হৃদয়ে ধৃত পাদপদ্ম দর্শন করিলাম। পূর্ব্বে ভক্তি যোগে বিনষ্টোপাধি ঋষিরা তোমার গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব এক্ষণে ত্বদ্ভক্ত আমারদিগকে তদ্রূপে অনুগ্রহ কর।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজর্ষে! মুনিগণ এই রূপে শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরকে ইহা কহিয়া পরে স্বীয় স্বীয় আশ্রমে গমন করিবার নিমিত্তে মনস্থ করিলেন। (২১) তাহা দেখিয়া মহাযশা বসুদেব তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম ও পাদগ্রহণ পূর্ব্বক সংযত চিত্তে কহিতে আরম্ভ করিলেন। (২২)

বসুদেব কহিলেন, হে ঋষিগণ! সর্ব্বদেবতাত্মক তোমাদিগকে নমস্কার করিয়া নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ কর, যে কর্ম্ম দ্বারা যে রূপে আমাদিগের কর্ম্ম বন্ধন মোচন হয় তাহা উপদেশ কর। (২৩)

নারদ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বালক মনে করিয়া আপনার কল্যাণ জনক বিষয় অবগত হইবার বাসনায় আমার দিগকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। (২৪) সন্নিকর্ষই মনুষ্যদিগের অনাদরের কারণ, যেহেতু গঙ্গাবাসী লোকে বিশুদ্ধির নিমিত্তে গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়াও অন্য জলার্থে গমন করিয়া থাকে। (২৫) এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় দ্বারা বা কাল সহকারে অথবা স্বতঃ পরতঃ বা গুণতঃ কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতির বিনাশ নাই। (২৬) ক্লেশ, কর্ম্ম পরিপাক বা গুণ প্রবাহ দ্বারা অব্যাহতানুভব অদ্বিতীয় স্বীয় বিভব প্রাণাদি দ্বারা উপগূঢ় সেই ঈশ্বরকে অন্য লোকেরা মেঘ বা হিমদ্বারা উপগূঢ় সূর্য্যের ন্যায় করিয়া মানে।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মুনিগণ, সকল রাজাদিগের সমক্ষে ও শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সাক্ষাতে বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম বন্ধন মোচন হয় তাহা সাধুগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে

যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করাই কর্ম্ম বন্ধন মোচনের উপায়। (২৭) স্বীয় হর্ষজনক, চিত্তের উপশম রূপ, সুগমযোগ এই ধর্ম্ম কবিগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্র চক্ষু দ্বারা দর্শিত হইয়াছে। (২৮) গৃহমেধী ব্রাহ্মণদিগের ইহাই মঙ্গলজনক উত্তম পথ, যে শ্রদ্ধা সহকারে শুদ্ধচিত্ত হইয়া সেই পুরুষের অর্চ্চনা করা। (২৯) হে বসুদেব! জ্ঞানী ব্যক্তি যজ্ঞ দান দ্বারা বিত্তৈষণা, গৃহোচিত ভোগ দ্বারা পুত্র দারৈষণা, এবং কাল সহকারে ক্ষয়ালোচনা দ্বারা আপনার স্বর্গাদি লোকৈষণা পরিত্যাগ করিবেক। (৩০) হে প্রভো! এষণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামে বসতি করতঃ ধীর সকল পশ্চাৎ তপোবনে গমন করেন। দেব ঋণ, ঋষি ঋণ ও পিতৃ ঋণ, এই তিন প্রকার ঋণে ঋণবান্ হইয়া ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদন, এই সকল দ্বারা তাহা হইতে উত্তীর্ণ না হইলে পতিত হয়েন। (৩১) হে মহামতে! তুমি এক্ষণে ঋষি ঋণ ও পিতৃ ঋণ এই উভয় ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ, অতএব যজ্ঞ দ্বারা দেব ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া অঋণী ও অনধীন হও (৩২) হে বসুদেব! তুমি পরম ভক্তি সহকারে জগদীশ্বর হরির অর্চ্চনা আরম্ভ কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

শুকদেব কহিলেন, এই রূপ মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামনা বসুদেব প্রণামাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ ব্রতী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তখন ঋষিগণ ধর্ম্মযজ্ঞে বৃত হইয়া সেই ধার্ম্মিক বসুদেবকে সেই ক্ষেত্রেই উত্তম কল্প যজ্ঞ দ্বারা যাজন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞের দীক্ষা আরম্ভ হইলে বৃষ্ণিগণ সুস্নাত, পুষ্কর মালাবিশিষ্ট, সুবাস ও অলঙ্কৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। (৩৩) এবং তাঁহাদিগের মহিষীগণ কণ্ঠে নিষ্ক ও সুবাস পরিধান পূর্ব্বক কুঙ্কুম লিপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে উপায়ন হস্তে দীক্ষাশালায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন মৃদঙ্গ ভেরী পটহ আনক শঙ্খাদি ধ্বনি হইতে লাগিল ও নট নর্ত্তকীগণ নৃত্য, সূত মাগধেরা স্তব, ও সভর্ত্তৃক সুকণ্ঠ গন্ধর্ব্ব পত্নী সকলে গান করিতে আরম্ভ করিল। (৩৪) পরে ঋত্বিকগণ অষ্টাদশ পত্নী সহিত বসুদেবকে অঞ্জন দ্বারা নেত্র ও স্নেহ দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বাঙ্গলিপ্ত করিয়া তারাগণের সহিত সোমরাজের ন্যায় অভিষেক করিলেন। (৩৫) তখন দীক্ষিত ও আজিন বস্ত্রাবৃত বসুদেব, বস্ত্রবলয় হার কুণ্ডল নূপুর দ্বারা অলঙ্কৃত সেই স্ত্রীগণের সহিত বিরাজিত হইলেন। হে মহারাজ! সদস্যগণের সহিত পীতকৌশেয় বাস বিশিষ্ট ঋত্বিক্‌গণও ইন্দ্রের যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। (৩৬) এবং স্বীয়২ বন্ধুগণে পরিবৃত ও দারা পুত্র সমন্বিত সর্ব্ব জীবের ঈশ্বর রাম ও কৃষ্ণও স্বস্ব বিভূতি ভূষিত হইয়া বিরাজিত হইলেন। (৩৭) পরে বিধানানুসারে অগ্নিহোত্রাদি লক্ষণ সমুদায় প্রকৃতি বিকৃতি যাগ দ্বারা প্রতি যজ্ঞে দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়ার ঈশ্বরকে পূজা করিলেন।

অনন্তর বসুদেব যথাকালে অলঙ্কৃত ঋত্বিক্‌গণকে পূজা পূর্ব্বক যথাবিহিত গো ভূ কন্যা ও মহাধন দক্ষিণা প্রদান করিলেন। (৩৮) পরে সেই মহর্ষিগণ পত্নী সংযাব ও অবভৃথ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যজমানের সহিত রামহ্রদে গিয়া স্নান করিলেন। (৩৯) এবং যজমানও স্নানানন্তর বন্দীগণকে নানা অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রদান করিলেন, পরে অলঙ্কৃত হইয়া অন্ন প্রদান দ্বারা সমুদায় জীবের পরিতোষ জন্মাইলেন। (৪০) পরে দারা পুত্র সহিত বন্ধুগণকে ও বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশি, কেকয়, সৃঞ্জয় প্রভৃতিকে এবং সদস্য, ঋত্বিক্, সুর, মনুষ্য, ভূত, পিতৃ, চারণগণকে প্রীতি পূর্ব্বক পূজা করিলেন

এবং পরে তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লইয়া যজ্ঞের প্রশংসা করিতেই স্ব২ স্থানে গমন করিলেন। (৪১) অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, ভীষ্ম, দ্রোণ, পৃথ, নারদ, ব্যাসদেব ও অপরাপর সুহৃৎ সম্বন্ধি বান্ধবগণ। (৪২) ইহঁরা সকলে বন্ধুবর্গ যদুগণকে আলিঙ্গন করিয়া সৌহৃদ্য জন্য অতি দুঃখিত হৃদয়ে বিরহে কাতর হইয়া স্ব২ দেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বন্ধুবৎসল নন্দ গোপগণের সহিত সহ সমাদৃত হইয়া রাম কৃষ্ণ ও উগ্রসেনাদির সহিত পরমাহ্লাদে কিয়ৎকাল তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (৪৩) তখন বসুদেব মনোরথ মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া সুহৃদ্গণ সহিত প্রীতমনে নন্দের হস্ত ধারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন। (৪৪)

বসুদেব কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! ঈশ্বর কৃত স্নেহ পাশকে আমি শূরদিগের বল দ্বারা ও যোগিদিগের জ্ঞান দ্বারাও দুস্ত্যজ বলিয়া স্বীকার করি (৪৫) আমরা অতি অকৃতজ্ঞ, তোমরা সাধুতম, আমাদিগের প্রতি তোমরা যে এই অনুপম মৈত্রী স্থাপন করিয়াছ, ইহা ফলোপধায়িনী না হইয়া কখন নিবৃত্ত হইবে না। (৪৬) হে ভ্রাতঃ! পূর্ব্বে আমরা অসমর্থ প্রযুক্ত তোমারদিগের কুশল চেষ্টা করিতে পারি নাই, এবং এক্ষণেও সৌভাগ্য মদে অন্ধ হইয়া অগ্রবর্ত্তি তোমারদিগকে দেখিতে পাই না। (৪৭) হে মানদ! শ্রেয়স্কাম পুরুষের রাজ্য লক্ষ্মী যেন না হয়, যে রাজ্য লক্ষ্মী দ্বারা অন্ধ হইয়া স্বজন বন্ধুকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আনকদুন্দুভি এইরূপ সৌহৃদ্য ভাবে শৈথিল্যচিত্ত হইয়া, তৎকৃতমৈত্রী স্মরণ করতঃ অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। (৪৮) নন্দও স্বীয় সখার ও রাম কৃষ্ণের তুষ্টির নিমিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক যদুগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া আজ কাল করিয়াও তিন মাস তথায় অবস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে বান্ধবগণের কামনা পরিপূর্ণ হইলে ব্রজবাসি বান্ধবগণের সহিত আভরণ ও নানা প্রকার মহামূল্য পরিচ্ছদ গ্রহণ পূর্ব্বক (৪৯) এবং বসুদেব উগ্রসেন কৃষ্ণ উদ্ধব ও বলদেব কর্ত্তৃক দত্ত বস্তু সকল লইয়া ও যাদবগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নন্দ গোপীগণ ও গোপ সকলে গোবিন্দের চরণাম্বুজে স্থাপিত মনকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া ও কষ্ট সৃষ্টে মথুরায় গমন করিলেন। এইরূপে বন্ধুগণ গমন করিলে কৃষ্ণদেবতা বৃষ্ণিগণ বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় গমন করিলেন। (৫০) তথায় উপস্থিত হইয়া তীর্থযাত্রা বিষয়ে সুহৃৎ সন্দর্শনাদিরূপ যে যে মহোৎসব হইয়াছিল, তৎ সমুদায় লোকের নিকটে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। (৫১)

ইতি দশমস্কন্ধে চতুরশীতিতম অধ্যায়।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পিতাকে জ্ঞান দান ও মাতাকে মৃত পুত্র প্রদান পূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ করেন।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর একদা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আসিয়া বসুদেবের পাদাভিবন্দন করিবামাত্র বসুদেব তাঁহাদিগের উভয়কে অভিনন্দন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। (১) বসুদেব মুনিদিগের বাক্য শ্রবণে তদুভয়ের প্রতি যে অত্যন্ত বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রীত মনে কহিলেন। (২) হে কৃষ্ণ! হে মহা যোগিন্! হে সঙ্কর্ষণ হে সনাতন! এই জগতের সাক্ষাৎ কারণ রূপ প্রধান পুরুষ ও তৎ কারণ

রূপ ঈশ্বর বলিয়া আমি তোমারদিগকে জানি। (৩) যেখানে, যাহার দ্বারা যাহা-হইতে, যাহার নিমিত্তে, যাহার, যেং প্রকার, যাহা যাহা হয়, সে সমুদায়ই এই প্রধান পুরুষেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্। (৪) হে অধোক্ষজ! হে আত্মন্! তোমার আত্ম সৃষ্ট এই নানাবিধ বিশ্বেতে, তুমি আপনিই অন্ত প্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞান শক্তি রূপে বিশ্ব প্রতিপালন করিতেছ। (৫) বিশ্বস্রষ্টা সূত্রাত্মা হিরণ্য গর্ব্ভাদির যে সকল শক্তি আছে, সে সমুদায়ই ঈশ্বর শক্তি, যেহেতু সকলেই ঈশ্বর পরতন্ত্র, এবং চেতন স্বরূপ ঈশ্বর হইতে অচেতন রূপে বিসদৃশ, এবং ঈশ্বরের সত্তাতেই তাহাদিগের ব্যাপার হয়। (৬) চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজঃ সূর্য্যের প্রভা, নক্ষত্র বিদ্যুতাদির স্ফুরণ সত্ত্ব, রাজাদিগের স্থৈর্য্য এবং ভূমির গন্ধ; বস্তুত এ সমুদায়ই তুমি। (৭) হে দেব! জলের যে তৃপ্তি হেতুত্ব ও জীবন হেতুত্ব; এবং জল ও তাহার যে রস, সমুদায়ই তুমি। হে ঈশ্বর! বায়ুর যে তেজ, বেগ, বল চেষ্টা ও গতি এ সমুদায় তোমারই শক্তি। (৮) দিক্ ও দিক সকলের অবকাশ, আকাশ, শব্দতন্মাত্র, ও তাহার অবস্থা বিশেষ, ও নাদবিন্দু যুক্ত ওঙ্কার এবং আকৃতি সকলের পৃথগভিধান অর্থাৎ বৈখরী স্বরূপ, এ সমুদায়ই তুমি। (৯) তুমি ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্য, ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের অধিষ্ঠান শক্তি, বুদ্ধির অববোধ শক্তি এবং জীবের অনুসন্ধান শক্তি। (১০) তুমি ভূত সকলের আদি কারণ, ও ইন্দ্রিয়গণের নিদান ভূত, এবং দেবতাদিগের মূল স্বরূপ, আর জীবদিগের সংসার কারণ প্রকৃতি। (১১) যেমন দ্রব্যবিকার অনিত্য ঘটকুণ্ডলাদির মধ্যে দ্রব্য মাত্রকে সত্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তদ্রূপ নশ্বর এই সমুদায় ভাবের মধ্যে কেবল তুমিই মাত্র অনশ্বর নিত্য পদার্থ। (১২) সত্ত্ব রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ ও তদ্বৃত্তি অর্থাৎ তৎপরিণাম মহদাদি সমুদায় যোগমায়া দ্বারা তোমাতে কল্পিত হইয়াছে। অতএব এই সকল ভাববিকার তোমাতে কিছু মাত্র নাই কিন্তু ইহারা যখন তোমাতে কল্পিত হয় সুতরাং তখন তুমিও ইহাদিগের অনুগত হও, তদ্ভিন্ন অব্যাবহারিক তুমি মাত্র অবশিষ্ট থাক। (১৩) এই গুণ প্রবাহ বিষয়ে সেই অখিলাত্মার সূক্ষ্ম গতি বুঝিতে না পারিয়া সেই অবোধ জন্য জীব সকল কর্ম্মানুসারে সংসারী হয়। (১৪) হে ঈশ্বর! যদৃচ্ছাক্রমে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম ও ইন্দ্রিয় সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি স্বার্থে প্রমত্ত হয়, তোমার মায়ায় আবৃত হইয়া তাহার বয়স গত হয়। (১৫) দেহাদিতে অহং বুদ্ধি ও দেহ সম্বন্ধি পুত্রাদিতে মমতা এই রূপে এই সমুদায় জগৎকে তুমি স্নেহ পাশে বন্ধন কর। (১৬) তোমরা দুই জন আমারদিগের পুত্র নহ, তোমরা সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর, তোমারা ভূভার হরণের নিমিত্তে অবতীর্ণ হইয়াছ কি না তাহা সত্য করিয়া বল। (১৭) হে আর্ত্তজন বন্ধো! এক্ষণে আমরা তোমারদিগের আপন্ন জনের সংসৃতি ভয়াপহারক পাদ পদ্মে শরণাপন্ন হইলাম, এতাবৎ দিবস আমারা মর্ত্ত্য শরীরে আত্ম দৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থে লালসা বশতঃ পরমেশ্বরেতে যে অপত্য বুদ্ধি করিয়াছি তাহা অতি অকিঞ্চিৎ কর। (১৮) তুমি প্রতি জন্মে সূতি-কাগৃহ মধ্যে আমারদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছ যে আমি অজ ঈশ্বর স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ জন্ম গ্রহণ করিলাম। অতএব হে উরুগায়! গগনের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু ধারণ করিতেছ যে তুমি, কোন্ ব্যক্তি তোমার বিভূতি মায়া জানিতে পারে।

শুকদেব কহিলেন, সাত্বত পতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিনম্র ভাবে সহাস্য বদনে বিনয় বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন। (১৯)

ভগবান্ কহিলেন, হে তাত! তোমার এই অর্থবদ্বাক্য আমি মান্য করিলাম, যেহেতু পুত্র যে আমরা, আমার দিগের উদ্দেশে তত্ত্ববিষয় নিরূপিত হইয়াছে। (২০) হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি ও এই শ্রেষ্ঠ লোক সকল, এবং এই দ্বারকাবাসী জনগণ, ইহাঁরা সকলেই সচরাচর ঈশ্বর রূপে অন্বেষণীয়। (২১) স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপী এই এক আত্মা স্বীয় সৃষ্ট গুণ দ্বারা উৎপাদিত দেহ সকলে বহুপ্রকার হয়েন, কিন্তু স্বরূপত তিনি নিত্য ও নির্গুণ। আত্মা এইরূপ অবিকৃত হইয়াও আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও পৃথিবী ও তৎকৃত বিকার প্রভৃতিতে নানা রূপে আবির্ভূত হয়েন।৮

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অভিহিত হইয়া ঈশ্বর বিষয়ে নানাত্ব বুদ্ধি শূন্য হইয়া প্রীতমনে তুষ্ণী অবলম্বন করিয়া রহিলেন। (২২) হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দেবকী দেবী লোকমুখে স্বীয় পুত্রদ্বয় কর্তৃক মৃত গুরু পুত্রের আনয়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (২৩) এবং কংস কর্তৃক স্বীয় পুত্রগণের সংহার বার্ত্তা রাম ও কৃষ্ণকে শ্রবণ করাইয়া অতি-দীন ভাবে সেই পুত্রগণকে স্মরণ করতঃ শোকে অশ্রু পূর্ণ নয়নে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবকী কহিলেন, হে রাম! হে অপ্রমেয়াত্মন্! হে কৃষ্ণ! হে যোগেশ্বরেশ্বর! আমি জানিলাম, তোমরা বিশ্ব স্রষ্টাদিগের ঈশ্বর ও আদি পুরুষ। (২৪) হে আদ্য পুরুষদ্বয়! কাল সহকারে দুর্বল অথচ শাস্ত্রমার্গ পরিত্যাগী রাজাদিগের বধার্থ ও ভূমির ভার হরণার্থ নিশ্চয় তোমরা আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। (২৫) হে বিশ্বাত্মন্! যাহার অংশের অংশ দ্বারা এই বিশ্বের উৎপত্তি বিনাশ হইয়া থাকে, অদ্য আমরা সেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম। (২৬) তোমরা গুরু কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া চিরমৃত গুরুপুত্রকে পিতৃ স্থান হইতে আনয়ন পূর্ব্বক গুরু দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলে। তোমারা উভয়েই যোগেশ্বর অতএব তোমরা তদ্রূপ আমার কামনা পূর্ণ কর, ভোজরাজ কংস কর্তৃক নিহত পুত্রগণকে আমরা দেখিতে অভিলাষ করি।

ঋষি কহিলেন, হে ভারত! মাতা কর্তৃক এই রূপে অনুজ্ঞাত হইয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে যোগমায়া আশ্রয় করিয়া পাতালে গিয়া প্রবেশ করিলেন (২৭) তাঁহারা উভয়ে পাতালে প্রবিষ্ট হইলে দৈত্যরাট্ বলি বিশ্বদেবতা সুতরাং আত্মদেবতাদ্বয়কে দর্শন করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া সবংশে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। (২৮) অনন্তর বলিরাজ হৃষ্টচিত্তে তদুভয়ের নিমিত্তে উত্তম আসন আনয়ন পূর্ব্বক উভয় মহাত্মাকে তাহাতে উপবেশন করাইয়া পাদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া তজ্জল সবংশে মস্তকে ধারণ করতঃ বস্ত্র আভরণ ও অনুলেপ-নাদি মহাবিভূতি দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। এবং মালা ধূপ দীপ তাম্বূলাদি প্রদান পূর্ব্বক তচ্চরণে সমুদায় বিত্তাদি ও আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন (২৯) হে মহা-রাজ! পরে বলিরাজ ভগবৎ পদাম্বুজ হৃদয়ে ধারণ করত প্রেমে বিহ্বলচিত্ত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে ও আনন্দ জলাকুল নয়নে গদ্গদ ভাবে কহিতে লাগি-লেন। (৩০)

বলিরাজ কহিলেন, মহৎ অনন্ত দেবকে নমস্কার, বিধাতৃরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, এবং সাঙ্খ্যযোগের বিস্তৃতি হেতু পরমাত্মা পরব্রহ্মকে নমস্কার। (৩১) তোমাদিগের দর্শন ভূতগণের দুষ্প্রাপ্য হইলেও তোমাদিগের অনুগ্রহে কাহারও পক্ষে তাহা সুলভ হয়, যেহেতু আমরা রজস্তমঃ স্বভাব হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে অদ্য তোমাদিগের দর্শন

প্রাপ্ত হইলাম। (৩২) আহা! দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ ও নায়ক, ইহারা সকলে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-নিকেতন শাস্ত্র-শরীর রূপ তোমাতে নিত্য বদ্ধবৈর, আমরা ও অন্য ব্যক্তিরাও প্রায় তত্তুল্য। (৩৩) কোন দৈত্যেরা উন্নদ্ধবৈর ভাবে, কোন ভক্তেরা ভক্তিভাবে, ও গোপীরা কাম প্রভাবে যেমন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিশুদ্ধ সত্ত্ব দেবতারাও তদ্রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। (৩৪) হে যোগেশ্বর! যোগীরাও প্রায় যখন নিশ্চিত রূপে তোমার যোগমায়ার প্রভাব জানিতে পারেন না, তখন আমরা কোথায় আছি। (৩৫) অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। নিরপেক্ষ মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থনীয় তোমার পদারবিন্দের আশ্রয় হইতে অন্য গৃহকে অন্ধকূপ বলা যায়, সেই অন্ধকূপ হইতে নির্গত হইয়া বিশ্ব শরণীয়ের পাদ পদ্মে বৃত্তিলাভ করতঃ আমি শান্ত হইয়া একা বিচরণ করিব অথবা সর্ব্বসমানদর্শী মহৎ ব্যক্তিদিগের সহিত বিচরণ করিব। (৩৬) হে ঈশিতব্যেশ! আমারদিগকে শিক্ষা দাও, হে প্রভো! আমারদিগকে নিষ্পাপ কর, তোমার প্রতি শ্রদ্ধা বিশিষ্ট পুরুষ বিধি নিষেধের শাসন হইতে প্রমুক্ত হয়। (৩৭)

ভগবান্ কহিলেন, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উর্ণার গর্ব্ভে মরীচি ঋষির ছয়টী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। দেবতুল্য সেই ঋষিপুত্রেরা ব্রহ্মাকে স্বীয় সুতার প্রতি উপগত হইতে উদ্যক্ত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। (৩৮) এই পাপে সেই ঋষিপুত্রেরা তৎক্ষণাৎ আসুরীযোনি প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ হিরণ্য কশিপুর পুত্র হইয়া জন্মেন। কিন্তু যোগমায়া প্রভাবে তাঁহারা দেবকীর উদরে আনীত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন। হে বলিরাজ! তাঁহারাই কংশ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। কিন্তু দেবকী দেবী তাঁহারদিগকে আত্মজ মনে করিয়া শোক করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা তোমারই নিকটে আছেন। (৩৯) অতএব আমি মাতৃশোক নিবারণের নিমিত্তে ইহাঁরদিগকে লইয়া যাইব, পরে শাপ বিমুক্ত ও ক্লেশ হইতে উদ্ধৃত হইয়া ইহাঁরা দেবলোকে গমন করিবেন। (৪০) এই স্মর* উদগীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃক্ ও ঘৃণি, এই ছয় ঋষিপুত্রেরা আমার প্রসাদে পুনর্ব্বার সদ্গতি লাভ করিবেন। (৪১) ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ঋষিপুত্রগণকে লইয়া বলিরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক মাতাকে মৃতপুত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবকী দেবী বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সেই বালকগণকে দেখিয়া পুত্র স্নেহে স্তনদ্বয় হইতে ক্ষীর ক্ষরণ করিতে করিতে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া বারম্বার মস্তক আঘ্রাণ করতঃ প্রীতমনে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। (৪২) এবং তাঁহারা গদাধর কর্ত্তৃক পীতাবশিষ্ট অমৃত স্তন্য পান করিয়াও নারায়ণাঙ্গ সংস্পর্শে আত্ম দর্শন লাভ করিলেন। (৪৩) পরে গোবিন্দকে ও দেবকী দেবীকে এবং পিতাকে ও বলদেবকে প্রণাম করিয়া সকল লোকের সমক্ষে বিমানমার্গে স্বীয় ধামে যাত্রা করিলেন। (৪৪) হে নৃপ! তখন দেবকী দেবী মৃত পুত্রের আগমন ও নির্গম দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে সে সমুদায়কে শ্রীকৃষ্ণের রচিত মায়া বলিয়া মনে স্থির করিলেন। হে ভারত! অনন্ত বীর্য্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ অনেকানেক অদ্ভুত বীর্য্যবৎ কার্য্য আছে। (৪৫)

সূত কহিলেন, ব্যাসপুত্র শুকদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত অমৃত কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের চরিত

* পূর্ব্বে এই স্মরের নাম কীর্ত্তিমান বলা হইয়াছে, অতএব মরীচির প্রথম পুত্র যে কীর্ত্তিমান তাহা আর বিরুদ্ধ নহে।

জগতের পাপ নাশক ও ভক্ত জনের কর্ণালঙ্কার স্বরূপ। এই অদ্ভুত কার্য্য যে ব্যক্তি শ্রবণ করে বা অন্যকে শ্রবণ করায় সে ব্যক্তি তচ্চিত্ত হইয়া অন্তে তাঁহার পরম ধামে গমন করেন। (৪৬)

ইতি দশম স্কন্ধে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

অর্জুন দম্ভ সহকারে সুভদ্রাকে হরণ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ মিথিলায় গমন করতঃ স্বীয় ভক্ত নৃপ ও বিপ্রকে সদ্গতি প্রদান করেন।

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী সুভদ্রা, অর্থাৎ যিনি আমার পিতামহী ছিলেন, তাঁহাকে আমার পিতামহ অর্জুন যে প্রকারে বিবাহ করেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। (১)

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! আপনার পিতামহ প্রভু অর্জুন তীর্থ যাত্রার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসে গিয়া শ্রবণ করিলেন, স্বীয় মাতুলপুত্রী সুভদ্রার বিবাহের দিন অবধারিত হইয়াছে। (২) এবং বলরাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তাঁহাকে দুর্য্যোধনের হস্তে সমর্পণ করিবেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে আর কাহারও মত নাই। তখন অর্জুন সুভদ্রা লাভ প্রত্যাশায় ত্রিদণ্ডী রূপ ধারণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। (৩) এবং স্বার্থ সাধন মানসে সর্ব্বদা পৌরজন কর্ত্তৃক ও তাঁহার পরিচয়ানভিজ্ঞ বলরাম কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় এক বৎসর অবস্থিতি করিলেন। (৪) ইতোমধ্যে একদা বলরাম, অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করেন, যতিরূপী অর্জুনও বলদেব কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে আহৃত অন্ন, সকল তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিলেন (৫) ইত্যবসরে সেই ধীরমনোহরা মহতী কন্যা সুভদ্রাকে দেখিয়া অর্জুন ভাবে উৎফুল্ল নয়ন হইয়া মনঃক্ষোভে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। (৬) এবং সুভদ্রাও নারীদিগের হৃদয়ঙ্গম অর্জুনকে নয়ন গোচর করিয়া লজ্জায় অধোবদন ও স্বীয় হৃদয়ে নয়ন ন্যস্ত করতঃ এক এক বার কটাক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন। (৭) তখন সুভদ্রা হরণাবসরেচ্ছু অর্জুন অতি বলবান্ কাম কর্ত্তৃক ভ্রমচ্চিত্ত হইয়া তাঁহাকে অনুধ্যান করতঃ কোন প্রকারে আর সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। এমত সময়ে মাতা পিতা ও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অনুমতি লইয়া সুভদ্রা দেব দর্শন চ্ছলে রথে আরোহণ পূর্ব্বক যেমন দুর্গ হইতে নির্গত হইয়াছেন, অমনি মহারথ অর্জুন তাঁহাকে হরণ করিয়া সেই রথ লইয়াই গমন করিতে লাগিলেন। (৮) তখন যে সকল বলবান্ যোদ্ধারা আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল, তিনি তৎ সমুদায়কে বাণ দ্বারা নিরস্ত করিয়া কুক্কুরগণের নিকট হইতে স্বীয় ভাগহারী মৃগেন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে লইয়া গমন করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া বলদেব পর্ব্ব দিবসীয় মহা সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে, সুহৃদ্গণ ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশান্ত করিলেন। (৯) তখন বলরাম প্রশান্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক বরবধূকে উপহার স্বরূপ হস্তী অশ্ব দাস দাসী প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারদিগের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বদা ভক্তি পরিপূর্ণ, শান্ত, কবি ও অলম্পট, শ্রুতদেব নামে এক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। (১০) সেই গৃহাশ্রমী

শ্রুতদেব অযাচিতোপস্থিত দ্রব্য দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করতঃ বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরে বসতি করিতেন। (১১) তাঁহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ মাত্র দৈবযোগে প্রত্যহ তাঁহার নিকট উপনীত হইত অধিক নহে, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যথোচিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। (১২) আর তৎকালে মৈথিল বংশ সম্ভূত বহুলাশ্ব নামে এক নিরহঙ্কৃত রাজাও সেই রূপে শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। (১৩) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই উভয় ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দারুক কর্ত্তৃক আনীত রথে আরোহণ করতঃ মুনিগণ সমভিব্যাহারে বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। নারদ, বামদেব, অত্রি, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, অসিত, আরুণি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, ও চ্যবন প্রভৃতি আমরা সকলেই তৎসহিত গমন করিয়াছিলাম। আমরা সকলে মিথিলা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলে পৌরজানপদগণ অর্ঘ্য হস্তে করিয়া গ্রহগণের সহিত উদিত সূর্য্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের পূজা করিতে লাগিল। (১৪) হে নৃপ! তখন, আনর্ত্ত, ধন্ব, কুরু, জাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণদেশীয় এবং অন্যান্য দেশীয় নর নারীগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের উদার হাস্য ও স্নিগ্ধেক্ষণ বিশিষ্ট মুখপদ্ম দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। (১৫) এবং ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণও তাঁহারদিগকে স্বীয় দর্শন ফল স্বরূপ মহামোহ বিনাশ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করতঃ অশুভ নাশক ও দিগন্তব্যাপী স্বীয় যশোগীত শ্রবণ করিতে করিতে দেবতা ও ঋষিগণের সহিত ক্রমশঃ বিদেহ নগরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। (১৬) হে নৃপ! তখন পৌরজানপদগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক উপায়ন হস্তে করিয়া হৃষ্টচিত্তে আগমন করিতে লাগিলেন। (১৭) এবং প্রীত্যুৎফুল্ল নয়নে উত্তম শ্লোককে দর্শন করিয়া শিরোদেশে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক শ্রুতপূর্ব্ব মুনিগণ সহিত তাঁহারদিগকে প্রণাম করিতে লাগিল। এবং মিথিলাধিপতি ও শ্রুতদেব উভয়ে আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ জগদ্গুরু আগমন করিয়াছেন, মনে করিয়া প্রভুর পাদপদ্মে পতিত হইতে লাগিলেন। পরে গললগ্নীকৃত বস্ত্র অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ে এক সময়েই স্ব স্ব গৃহে আতিথ্য গ্রহণার্থ দ্বিজগণ সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। (১৮) ভগবান্ উভয় বান্ধবের প্রিয় ইচ্ছায় তাহা স্বীকার করিয়া উভয় রূপে দ্বিজগণ সহিত উভয়ের গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন, কিন্তু উভয়েই তাহা জানিতে পারিলেন না, তখন মহামনা রাজা জনক দূর হইতে আগত ও শ্রান্ত এবং তাঁহারদিগকে স্বীয় গৃহাগত দেখিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং তাঁহারাও সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। (১৯) তখন রাজা তাঁহারদিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া নিরতিশয় ভক্তি সহকারে সহাস্য হৃদয়ে নয়ননীরে আর্দ্র হইয়া উঠিলেন। (২০) এবং প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহারদিগের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া দিয়া লোকপাবন সেই জল সপরিবারে মস্তকে ধারণ করিলেন ও পরে তাঁহাদিগকে গন্ধ মাল্য বস্ত্র ধূপ দীপ অর্ঘ্য এবং গো বৃষ দ্বারা পূজা করিলেন। (২১) এবং তাঁহারা অন্ন জল তাম্বূলাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় বক্ষদেশে ধারণ করতঃ হৃষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে তাঁহারদিগকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। (২২)

রাজা জনক কহিলেন, হে বিভো! তুমি সর্ব্বজীবের আত্মা, সাক্ষী ও স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ; এই নিমিত্তেই পাদপদ্ম শরণাভিলাষী যে আমরা, আমারদিগের দর্শন পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। (২৩) আর তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে আমার

একান্ত ভক্ত যে ব্যক্তি তাহা হইতে বন্ধু, ভার্য্যা বা পুত্র ইহাঁরা কেহই আমার প্রিয় নহেন, সেই বাক্য সফল করিবার নিমিত্তেই তুমি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছ। কোন্ পুরুষ ইহা জানিয়া শুনিয়াও তোমার চরণাম্বুজ পরিত্যাগ করিয়া থাকে? যেহেতু তুমি নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনিদিগের জ্ঞানদ গুরু। (২৪) যিনি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া সংসারে সমুৎপন্ন জীবদিগের সংসার শান্তির নিমিত্তে ত্রৈলোক্যের পাপ নাশক যশো বিস্তার করিয়াছেন, সেই অকুণ্ঠ বুদ্ধি শান্ত ঋষি তপঃফল প্রদাতা ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। (২৫) হে ভুমন্! এই সকল দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে কিয়দ্দিন আমার গৃহে বাস কর, তাহাতে তোমারদিগের পাদ রজঃ সংস্পর্শে এই নিমি রাজার কুল পবিত্র হউক। লোক পাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মিথিলাধিপতি কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া তত্রস্থ নরনারীগণের কল্যাণ বিধান করত কিয়দ্দিন তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (২৬)

এদিকে শ্রুতদেব স্বীয় গৃহে মুনিগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহারদিগকে প্রণাম করিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। (২৭) হে মহাভাগ! পরে তৃণাসন ও পীঠাদি আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে তাঁহারদিগকে উপবেসন করাইয়া স্বাগতাদি জিজ্ঞাসানন্তর ভার্য্যা ও আপনি উভয়ে তাঁহাদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই জলে আপনাকে ও স্বীয় বংশীয় সকলকে অভিষিক্ত করিয়া সর্ব্বমনোরথ লাভ করিয়া হর্ষে পরিপূর্ণ হইলেন। (২৮) অনন্তর ফলমূল সুগন্ধ তৃণ স্বাদু জল সুরভি মৃত্তিকা তুলসী কুশা পদ্ম ও তেজস্কর অন্নাদি অনায়াসলভ্য উপকরণ দ্বারা তাঁহারদিগের আরাধনা করিলেন। (২৯) পরে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যে, যাঁহারদিগের পাদরেণুতে সকল তীর্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ও যাঁহারা নারায়ণ মূর্ত্তির আলয় স্বরূপ সেই ভূসুরগণের সহিত, ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত, গৃহান্ধ কূপে পতিত আমার যে অদ্য সমাগম হইল ইহার কারণ কি?। (৩০) ভার্য্যাপুত্র সমন্বিত ও সম্মুখে সমুপস্থিত শ্রুতদেব, সুখোপবিষ্ট কৃতাতিথ্য শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। (৩১)

শ্রুতদেব কহিলেন, হে পরম পুরুষ! তুমি যে অদ্যই আমারদিগকে প্রাপ্ত হইলে এমত নহে, যখন তুমি স্বীয় শক্তিদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সত্তা মাত্রে ইহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছ, তখনি আমারদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছ, কেবল অদ্য আমরা তোমাকে দেখিতে পাইলাম মাত্র। (৩২) যেমন নিদ্রিত পুরুষ আপন মায়ার দ্বারা মনে মনে স্বপ্ন সম্ভূত বস্তু সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবভাসমান হয়েন তদ্রূপ। (৩৩) যে ব্যক্তি তোমার নাম শ্রবণ করে, বা গান করে, অথবা তোমাকে পূজা করে বা বন্দনা করে, কিম্বা তোমার সহিত সংসর্গ করে, সেই নির্ম্মলাত্মা মনুষ্যের হৃদয়ে তুমি প্রকাশিত হও। (৩৪) আর সাংসারিক কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত চিত্ত লোকের হৃদিস্থ হইয়াও অহঙ্কারাদি ব্যবধান বশতঃ তুমি দূরস্থ হও, তদ্ভিন্ন তোমার গুণকীর্ত্তনে অমলাত্মা ব্যক্তিদিগের অন্তিকেই তুমি বিদ্যমান আছ। (৩৫) অধ্যাত্মবেত্তা নিরহঙ্কৃত লোকদিগের সম্বন্ধে তুমি মুক্তিদাতা, ও দেহাদ্যভিমানি জীবদিগের সম্বন্ধে তুমিই বিভক্ত মৃত্যু স্বরূপ, এবং মহদাদি কার্য্য ও প্রকৃতি রূপ উভয়কেই তুমি উপাধিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ, আর স্বীয় মায়াদ্বারা তোমার দৃষ্টি অসম্বৃত অথচ অন্যের দৃষ্টি রুদ্ধ হয়। এবম্ভূত তোমাকে নমস্কার করি। (৩৬) হে দেব! আমরা তোমার ভৃত্য, অতএব আমাদিগের প্রতি আজ্ঞা কর, তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সেই পর্য্যন্তই মনুষ্যদিগের ক্লেশ থাকে, যত দিন তুমি নয়ন গোচর না হও।

শুকদেব কহিলেন, প্রপন্নার্ত্তিহর ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে কহিতে আরম্ভ করিলেন। (৩৭) ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই সকল মুনিগণ কেবল তোমারই প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তে এখানে আগমন করিয়াছেন জানিবে, ইহাঁরা পাদরজ দ্বারা লোক সকলকে পবিত্র করত আমার সহিত সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। (৩৮) দেবগণ, ক্ষেত্র সকল ও তীর্থ সমুদয়, ইহাঁরা দর্শন ও স্পর্শন প্রভৃতি দ্বারা অল্পে অল্পে বহুকালে লোককে পবিত্র করেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সদাই পবিত্র করেন। আর দেবতা প্রভৃতিরা যে পবিত্র করেন, তাহাতেও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টি অপেক্ষা করে। (৩৯) তপস্যা, বিদ্যা ও তুষ্টি দ্বারা ইহলোকে সকল প্রাণির মধ্যে জন্ম মাত্রেই ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে আবার যিনি আমার উপাসক তাঁহার কথা আর কি কহিব। (৪০) চতুর্ভুজ রূপ যে আমি, ব্রাহ্মণগণের আরাধনা আমার অত্যন্ত প্রিয় জানিবে, যেহেতু ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ববেদময় এবং আমিও সর্ব্ববেদময়। (৪১) অসূয়া বিশিষ্ট দুষ্প্রজ্ঞ লোক সকল আমার স্বরূপ না জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু পূজ্যবুদ্ধি বিশিষ্ট লোকেরা আমাকে গুরু বা বিপ্র বা পরমাত্মা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। (৪২) চরাচরাত্মক বিশ্বের কারণ যে মহদাদি পদার্থ সকল তাহা আমারই স্বরূপ এইরূপ ভাবনা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা আমাকে চিত্তে ধারণ করিয়া থাকেন, অতএব হে ব্রহ্মন্! এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা কর। এই প্রকারেই আমার অর্চনা জন্য তৃপ্তি অনায়াসে সম্পাদিত হয়, তদ্ভিন্ন নানা প্রকার বিভূতি দ্বারাও তদ্রূপ হয় না।

শুকদেব কহিলেন, শ্রুতদেব ও মিথিলাধিপতি রাজা জনক উভয়ে এইরূপ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিপ্রগণ সহিত তাহাকে একাত্মভাবে অর্চ্চনা করিয়া তদ্দত্ত সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন। (৪৩) হে রাজন্! ভক্ত বৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে উভয় ভক্তকে শ্রুতি সকলের ব্রহ্ম পরস্বরূপ মুক্তি মার্গ উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। (৪৪)

ইতি দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

নারদনারায়ণ সংবাদ ও বেদ কর্ত্তৃক নারায়ণের স্তুতি।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রত্যক্ষ রূপে নির্দেশ করিবার অযোগ্য ও নির্গুণ এবং কার্য্যকারণাস্পৃষ্ট পরব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে সগুণ শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ বর্ণন করেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতিগোচর হয়েন। (১)

শুকদেব কহিলেন, প্রভু পরমেশ্বর, বিষয় সকলের নিমিত্তে ও জন্মাদি সাধন কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্তে এবং লোকান্তরীয় ভোগের নিমিত্তে আর মুক্তির নিমিত্তে লোকদিগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সকল সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ এইরূপ সৃষ্ট্যাদি গুণসম্পন্ন ঈশ্বরকেই শ্রুতি সকল প্রতিপন্ন করেন, নির্গুণকে নহে। (২) পরব্রহ্ম পর এই উপনিষৎ বাক্য পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্যেরা অবধারণ করিয়াছেন. যে অকিঞ্চন ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা অবধারণ করেন, তিনিই কল্যাণ লাভ করেন। (৩) এতদ্বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ এক্ষণে তোমার নিকটে নারদ নারায়ণ সংবাদরূপ নারায়ণ কর্ত্তৃক কথিত গাথা বর্ণন করি। (৪) ভগবৎপ্রিয় নারদ ঋষি যিনি একদা লোক সকলের সুখ ও মঙ্গলের নিমিত্তে

এই ভারতবর্ষে আকল্প পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান ও শমতা গুণ সম্পন্ন তপস্যা আশ্রয় করেন, তিনি একদা সকল লোক পর্য্যটন পূর্ব্বক সনাতন ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্তে নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। হে কুরুকুল প্রদীপ! নারদ তথায় গিয়া নানা গ্রামবাসি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত্ত ও মধ্যে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া এই ত্বদুক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ নারায়ণও সেই ঋষি সকলের সমক্ষে তাঁহাকে জনলোক নিবাসী পূর্ব্বাচার্য্যদিগের ব্রহ্মবাদ কহিতে আরম্ভ করিলেন। (৫)

ভগবান্ কহিলেন, হে স্বায়ম্ভুব নারদ! পূর্ব্বকালে জনলোকে তত্রস্থ ঊর্দ্ধরেতা ঋষিরা ব্রহ্ম সত্র * নামে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (৬) তৎকালে তুমি আমারই অংশ বিশেষ অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি দর্শনার্থে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলে। তত্রস্থ ঋষিদিগের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, যাহা এক্ষণে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। (৭) তত্রস্থ ঋষিরা স্বাধ্যায় তপঃ ও চরিত্র বিষয়ে এবং অরিমিত্র উদাসীনের প্রতি সকলেই সমান প্রযুক্ত সকলেই প্রবচন যোগ্য হইলেও কৌতুকক্রমে একজনকে প্রবক্তা করিয়া অপর সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। (৮) তাহার মধ্যে সনন্দ কহিলেন, স্বীয় সৃষ্ট এই বিশ্ব সংসারকে প্রলয় কালে আপনাতে উপসংহার করিয়া স্বীয় শক্তি যোগ নিদ্রায় শয়ান পরমেশ্বরকে প্রলয়ান্তে সৃষ্টি সময়ে প্রথম নিশ্বাসোৎপন্ন শ্রুতিগণ প্রলয়ান্ত প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা জাগরিত করিতে লাগিলেন। (৯) যেমন অনুজীবি বন্দীগণ প্রত্যূষে আগমন পূর্ব্বক শোভন কীর্ত্তি ও পরাক্রম সূচক বাক্য দ্বারা শয়ান সম্রাট্‌কে জাগ্রত করে, তাহার ন্যায়। (১০)

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে অজিত! তোমার জয় হউক। হে অখিল শক্ত্যব বোধক! স্থাবর জঙ্গম শরীরধারী জীবদিগের সম্বন্ধে তুমি স্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত সত্ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট অবিদ্যাকে নষ্ট কর, যেহেতু তুমি স্বরূপত সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। সৃষ্টিকালে তুমি যখন অখণ্ডৈক রস হইয়াও মায়ার সহিত ক্রীড়া কর, বেদ সকল তখনি তোমাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। (১১) এই চরাচর বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, এসকলই অবশেষ রূপে বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তোমাকে জানি, যেহেতু অবিকৃত মৃত্তিকা হইতে বিকৃত ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশের ন্যায় অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই বিকৃত বিশ্বের উদয়াস্ত হইতেছে, অতএব ঋষিগণ তোমাতেই মন ও বাক্য সমর্পণ করেন, সুতরাং মনুষ্যাদিগের পদ যে কোন স্থানে বিক্ষিপ্ত হউক পৃথিবীতে অদত্ত আর কেন হইবে? অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠ পাষাণাদি কিছুই পৃথিবী হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপ বেদে যাহা কিছু বিকার জাত কথিত হয় সকলই কেবল তোমাকেই প্রতিপাদন করে। (১২) হে ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তক! তুমিই সর্ব্ব কারণ রূপে পরমার্থ বস্তু, যখন বিবেকীরা তোমার অখিল লোক বৃজিন নিরসন হেতু কীর্ত্তি সুধাসিন্ধুতে অবগাহন পূর্ব্বক পাপ ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তখন হে পরম! যাঁহারা স্বরূপ বিস্ফুরণ দ্বারা রাগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অখণ্ডানন্দানুভব রূপ তোমার স্বরূপ ভজনা করেন, তাঁহারা যে পাপ ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি। (১৩) যে সকল জীব তোমার অনুবর্ত্তীভক্ত, তাহারদিগেরই জীবন সার্থক, তদিতর লোক সকল ভস্ত্রার ন্যায় কেবল বৃথা বিশ্বাস বহন করে মাত্র। যাঁহার অনুপ্রবেশ দ্বারা চেতন প্রাপ্ত হইয়া মহদহঙ্কারাদি সকল সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ এই দেহ সৃষ্টি করে, ও যাঁহাহইতে অন্ন

* যে যজ্ঞে যজমানেরাই ঋত্বিক্ রূপে কর্ম্মকরেন, তাহার নাম সত্র। আর তাহাতে তাঁহারাই যদি বক্তৃ শ্রোতৃভাবে ব্রহ্ম মীমাংসা করেন, তবে তাহাকে ব্রহ্ম সত্র বলে।

ময়াদি কোষে চেতন প্রাপ্তি হয়, সেই পুরুষাকার তুমি। আর সেই অন্নময়াদি কোষে সম্বন্ধ মাত্র উপদেশে পুচ্ছ রূপে উক্ত যে ব্রহ্ম তাহাও তুমি। আর স্থূল সূক্ষ্ম হইতে অতিরিক্ত, সাক্ষি স্বরূপ; অবাধিত, ও অমৃত স্বরূপ তুমি। (১৪) ঋষিদিগের সম্প্রদায় মধ্যে স্থূলদর্শী ঋষিরা উদর মধ্যগত মণিপূরস্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, আর আরুণিরা হৃদয়মধ্যস্থ নাড়ীমার্গে সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন। হে অনন্ত! পরে তাঁহারা হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধির পরম স্থান মস্তকের প্রতি উদ্গত হয়েন, যে স্থানে গমন করিলে পুনর্ব্বার আর কৃতান্ত মুখে গমন হয় না। (১৫) অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠের আকারানুসারে ন্যূনাধিক রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি স্বকৃত বিচিত্র কার্য্যে উপাদান কারণ রূপে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় তত্তদ্বস্তুর অনুকরণ করতঃ ন্যূনাধিক ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাক এই হেতু মিথ্যাভূত এই বস্তু সকলেতে সত্যস্বরূপ এক রস তোমাকে নির্ম্মল বুদ্ধি যোগী সকল সাংসারিক ব্যবহার শূন্য হইয়া অবিশেষ রূপে ভজনা করেন। (১৬) স্বীয় কর্ম্মোপার্জ্জিত এই নানা দেহে ভোক্তৃরূপে বর্ত্তমান ও বস্তুত কার্য্য কারণাদিরূপ আবরণ শূন্য এই পুরুষকে সর্ব শক্তির অংশ স্বরূপ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান তোমারই অংশ বলিয়া বর্ণন করেন। এইরূপ জীবতত্ত্ব বিচার করিয়া বৃতবিশ্বাস কবিগণ এই মর্ত্ত্যলোকে সংসার নিবর্ত্তক ও নিগমোক্ত কর্ম্মের ফলদাতৃরূপ তোমার পাদপদ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। (১৭) হে ঈশ্বর! দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্তে আবিষ্কৃত মূর্ত্তি যে তুমি, তোমার চরিত রূপ অমৃত মহাসমুদ্রে পরিভ্রমণেতে বিগতশ্রম ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি তোমার পাদ সরোজে রমমান হংস কুলের ন্যায় তৎসংসর্গে পরিত্যক্তাশ্রম হইয়া মুক্তি পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না। (১৮) তোমার সেবা কার্য্যের উপযোগী এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আত্মা, সুহৃদ ও প্রিয়ের ন্যায় স্বাধীন রূপে বর্ত্তমান আছে, আর প্রিয় হিত পরমাত্মা রূপ তুমিও অভিমুখ রহিয়াছ, আহা! তথাপি লোক সখ্যভাবে তোমার উপাসনা করে না। তাহারা কেবল এই শরীরের লালন পালনেতে রত থাকে ও আত্মাকে অনাদর করে তাহারা শরীর পালনের বাসনায় কদর্য্য শরীর গ্রহণ করতঃ এই ভয়ানক সংসারে ভ্রমণ করে। (১৯) প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক দৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ তোমার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টায় তোমার স্বরূপ স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয়, অপরিচ্ছিন্ন যে তুমি তোমাকে পরিচ্ছিন্ন রূপে দর্শন পূর্ব্বক সর্পেন্দ্র দেহ সদৃশ তোমার ভুজদণ্ডে বিষক্ত বুদ্ধি কামাত্মা স্ত্রীগণও তাহা প্রাপ্ত হয়, এবং শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা রূপ আমরা ত্বৎ সদৃশ হইয়াও তোমার পাদপদ্ম সুখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই॥ (২০) হে ভগবন্! ইহ সংসারে পূর্ব্ব সিদ্ধ স্বরূপ তোমাকে অর্ব্বাচীনোৎপত্তি বিনাশশালী কোন পুরুষ জানিতে সমর্থ হইবে? যেহেতু তোমাহইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন এবং ব্রহ্মা হইতে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবতারা উৎপন্ন হয়েন, সুতরাং তুমিই পূর্ব্ব সিদ্ধ আর সকলেই অর্ব্বাচীন। আর যখন তুমি সমুদয় জগৎ উপসংহার করিয়া শয়ন কর, তখন জ্ঞান সাধন স্থূল আকাশাদি, বা সূক্ষ্ম মহদাদি, কিম্বা তদুভয়ারব্ধ শরীর, অথবা কাল বৈষম্য, অথবা শাস্ত্র, ইহার কিছুই থাকে না। (২১) যে বৈশেষিকেরা এই অসৎ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, যে পাতঞ্জলেরা অসৎ হইতেই ব্রহ্মত্বের আবির্ভাব বর্ণন করেন, যে নৈয়ায়িকেরা একবিংশতি প্রকার দুঃখের বিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া অবধারণ করেন, যে সাংখ্যেরা আত্মার ভেদ নির্ণয় করেন, এবং যে মীমাংসকেরা কর্ম্ম ফল ব্যবহারকে সত্য বলিয়া উপদেশ দেন, তাঁহারা সকলেই

কেবল আরোপিত ভ্রম মাত্রে আবদ্ধ করেন। আর নির্ব্বোধ লোকেরা ত্রিগুণময় পুরুষ বলিয়া জ্ঞানঘন রূপ তোমাতে যে ভেদ কল্পনা করে, তাহারদিগের অজ্ঞানতা দূর হইলে পর সে ভেদ আর থাকে না। (২২) মনুষ্যদেহ অবধি এই ত্রিগুণাত্মক সমুদয় জগৎ মনোমাত্র বিলসিত রূপে অনিত্য হইয়াও তোমার অধিষ্ঠান মাত্রে নিত্যরূপে প্রকাশমান হইতেছে, আর আত্ম জ্ঞানীরা এই ভোক্তৃভোগ্যরূপ অশেষ জগৎকে আত্মা হইতে অভিন্ন রূপে সৎ বলিয়া নির্ণয় করেন, যেমন সুবর্ণার্থী ব্যক্তি স্বর্ণ বিকৃত হইয়া কুণ্ডলাদি হইলেও তাদাত্ম্যপ্রযুক্ত তাহাকে অসুবর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করে না। অতএব স্বকৃত এই বিশ্বেতে অন্তর্যামী রূপে তুমিই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছ ইহা সিদ্ধ হইল। (২৩) যাঁহারা অখিল জগদাধার রূপে তোমার উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অনাদর পূর্ব্বক তাহার মস্তকে পদাঘাত করেন। আর যাহারা তোমার উপাসনায় বিমুখ, তাহারা পণ্ডিত হইলেও রজ্জুদ্বারা পশু বন্ধনের ন্যায় বাক্যেতে আবদ্ধ হয়, মুক্ত হয় না, যেহেতু তোমাতে কৃতসৌহৃদ ব্যক্তিরা আপনাকে ও অন্যকে পবিত্র করে কিন্তু অভক্তকে পবিত্র করে না। (২৪) তুমি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ রহিত হইয়াও সমস্ত প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান করিয়া থাক, যেহেতু তুমি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আর ইন্দ্রিয়াপেক্ষা হয় না। অতএব ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা অবিদ্যাসহকৃত হইয়া তোমার পূজা আহরণ করেন, এবং যেমন খণ্ডমণ্ডলাধিপতি রাজারা অখিল মণ্ডলাধিপতি মহারাজাকে স্বপ্রজাদত্ত বলি প্রদান করেন, তদ্রূপ মনুষ্যদত্ত হব্য কব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু তোমাকর্ত্তৃক যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সভয়ে তোমার সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। (২৫) হে নিত্যমুক্ত ঈশ্বর! তুমি সঙ্গ রহিত হইয়াও যখন মায়ার সহিত ঈক্ষণমাত্রে ক্রীড়া কর, তখনি সেই ঈক্ষণমাত্রে উদ্ভূত কর্ম্মযুক্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জাতি সকল উৎপন্ন হয়। আর আকাশ সদৃশ সমদর্শী ও পরম কারুণিক এবং শূন্য সদৃশ অবাঙ্মনসগোচর যে তুমি, তোমার আত্মীয় বা পর কেহ নাই। (২৬) হে ধ্রুব! যদি জীব সকল বস্তুতঃ অনন্ত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে তোমার সহিত সাদৃশ্য প্রযুক্ত তোমাতে আর নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, তদ্ভিন্ন তোমার নিয়ন্তৃত্ব থাকে, যেহেতু ঔপাধিকরূপে বিকারময় জীব উৎপন্ন হইয়া অনুস্যূতরূপে কারণতা পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় বিকারের নিয়ন্তা হয়। অতএব যাঁহারা বলেন তোমার স্বরূপ জানি তাঁহারা জানেন না, যেহেতু তুমি অবিষয়, ও জানি বলাতে দোষ হয়। (২৭) কেবল জড়তম অজ প্রকৃতি হইতে বা কেবল অবিকারি অজ পুরুষ হইতে প্রাণিবর্গের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, কিন্তু বায়ুসহকৃত জল হইতে বুদ্বুদের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের যোগ হইতেই প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়। অতএব এই সকল প্রাণিবর্গ নানারূপ কার্য্য কারণাত্মক উপাধি সহিত পরম রসস্বরূপ তোমাতে বিলীন হয়, যেমন সমস্ত আম্লাদি রস মধুতে এবং সকলনদীর জল মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়। (২৮) সুধীগণ তোমার মায়া দ্বারা এই মনুষ্যলোকের ভ্রান্তি অবগত হইয়া সংসার নিবারক যে তুমি তোমার অত্যন্ত অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন, অতএব যাঁহারা তোমার অনুবৃত্তি করেন তাঁহারদিগের আর ভব ভয় কেন হইবে? যেহেতু তোমার যে ভ্রূকুটী তাহা তোমার অশরণাপন্ন ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। (২৯) যে সকল ব্যক্তি উপায় স্বরূপ গুরুর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সকল ও প্রাণ সকলকে বশীভূত করিয়াই ইহলোকে অতি চঞ্চলরূপ

অদান্ত মনকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা কর্ণধার শূন্য নৌকাশ্রিত বণিজের মহাসমুদ্রে পতনের ন্যায় বহু দুঃখে আকুল হইয়া সংসার সমুদ্রে পতিত হয়। (৩০) পরমানন্দ রসস্বরূপ তুমি থাকিতে যে সকল লোক দারাপুত্র ধন জন গৃহ রাজ্য রথাদি তুচ্ছ বিষয় আশ্রয় করিয়া তাহাতেই রত হয়, তাহাদের কি সুখ লাভ হয়। আর সত্যবস্তু না জানিয়া যাহারা মিথুনীভাবে কেবল রতি সুখেরই বশতাপন্ন হয় সুখ বিহীন এই নশ্বর সংসারে কে তাহারদিগের সুখ বিধান করিতে পারে। (৩১) হে কৃষ্ণ! ঋষিগণ স্বীয় পাদোদক দ্বারা অন্যের পাপনাশক হইলেও তোমার পাদ পদ্ম হৃদয়ে ধারণ করত নিরহঙ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে মহৎ পুণ্য তীর্থ সকলের সেবা করিয়া থাকেন বটে কিন্তু তাঁহারা আর বিবেক ধৈর্য্যাদি নাশক গৃহ রাজ্যাদি ভব কুৎসিত সুখের উপাসনা করেন না। নিত্য সুখ স্বরূপ তোমাতে যাঁহারা একবার মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারদিগেরই যখন উক্ত কুৎসিত সুখে প্রবৃত্তি হয় না, তখন ঋষিদিগের কথা আর কি বলিব। (৩২) সৎ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই জগৎকে সৎমনে করিবে না, যেহেতু তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ, অর্থাৎ অপাদান নির্দ্দেশ হেতু তদুভয়ের ভেদ প্রতীত হয়, ও পিতৃ পুত্রের ভেদ দর্শন জন্য জনকের ভেদ নিষিদ্ধও হইতে পারে না, এবং বিবর্ত্তোপাদানের মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধই আছে, অতএব তত্তুল্য সত্যমিথ্যা উভয় যুক্তও নহে। অতএব তোমার বাক্যরূপ বেদ সকল গৌণ বৃত্তি দ্বারা কর্ম্মজড় লোকদিগকে অন্ধপরম্পরাক্রমে ব্যবহারার্থ মিথ্যা জগতে সত্য জ্ঞানে ভ্রমণ করাইতেছে। (৩৩) সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না, এবং নাশের পরেও ইহার কিছুই থাকিবে না, অতএব কেবল মধ্যস্থানে সত্য একরস স্বরূপ তোমাতে এই মিথ্যা জগৎ কিয়ৎকাল ভাসমান হয়, সুতরাং মৃৎ সুবর্ণাদি জনিত ঘট কুণ্ডলাদির সহিত ইহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে, অতএব যাঁহারা এই মিথ্যা মনোভিলাষকে সত্য করিয়া জানেন, তাঁহারা অতি অজ্ঞ। (৩৪) সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ পশ্চাৎ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতি পূর্ব্বক জন্ম মরণ রূপ সংসার প্রাপ্ত হয়েন। আর যখন তিনি ত্বচ বিনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সেই মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাপ্তৈশ্বর্য্য হয়েন, তখন তিনি অণিমাদি অষ্ট গুণিত পরমৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হইয়া অপরিচ্ছিন্ন রূপে পূজনীয় হয়েন। (৩৫) হে ভগবন্! যদি যোগীগণ হৃদিস্থিত কামজটা সকলকে মূলের সহিত উদ্ধৃত না করেন, তবে অসাধুদিগের হৃদিস্থিত কণ্ঠমণির অস্মরণের ন্যায় তুমি সাক্ষাৎ অনুভূত হও না। সেই ইন্দ্রিয় তর্পণ কুশল যোগীদিগের ইহামুত্র উভয় কালেই অসুখ অর্থাৎ ইহ কালে অন্তক ভয় ও পরকালে তোমাকে অপ্রাপ্তিজন্য ভয়। (৩৬) হে সগুণ! যিনি তোমাকে জানিয়াছেন, তিনি কর্ম্মফল প্রদাতৃ হইতে উত্থিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন না, আর দেহাভিমানীদিগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর বিধি নিষেধেরও বশীভূত হয়েন না, যেহেতু তাঁহারা অনুদিন গীত পরম্পরাদ্বারা তোমাকে শ্রবণ করত হৃদয়ে ধারণ করেন। (৩৭) হে ভগবন্! তুমি অনন্ত অতএব দেবতারাও তোমার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, যেহেতু আবরণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে কাল চক্রের সহিত রজঃকণার ন্যায় তোমার অন্তরে ভ্রমণ করে, অতএব শ্রুতি সকল তোমাতে পর্য্যবসান রূপে তন্ন তন্ন করিয়া তোমাতেই ফলবতী হয়।

ভগবান্ কহিলেন, এইরূপে সেই সকল ব্রহ্মার পুত্রগণ আত্মানুশাসন শ্রবণ করিয়া আত্মার গতি অবগত হইয়া সনন্দকে পূজা করিতে লাগিলেন। (৩৮) ব্যোমগামী পূর্ব্বজাত মহাত্মারা এই রূপে অশেষ শ্রুতি পুরাণ রহস্য তাৎপর্য্য সমুদ্ধৃত করিয়াছিলেন। (৩৯) হে ব্রহ্ম পুত্র নারদ! তুমি শ্রদ্ধা সহকারে মনুষ্যদিগের সর্ব্ব কাম প্রদ এই আত্মানুশাসন হৃদয়ে ধারণ করতঃ পৃথিবী পর্য্যটন কর। (৪০)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! সেই নৈষ্ঠিক ব্রতাচারী ঋষি নারদ এইরূপে গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রুত অর্থ সকল হৃদয়ে ধারণ করত কৃত কৃত্য হইয়া কহিতে লাগিলেন। সেই অমল কীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, সর্ব্বভূতের সংসার মোচনার্থ যিনি অংশকলা ধারণ করিয়াছেন। (৪১) এইরূপে নারদ আদ্য ঋষি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার মহাত্মা শিষ্যগণকে প্রণাম করিয়া পরে, আমার পিতা যে দ্বৈপায়ন, তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। তখন তিনি আমার পিতা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আসনে উপবেসন পূর্ব্বক নারায়ণ মুখ হইতে শ্রুত সমুদায় বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। হে রাজন্! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ পরব্রহ্মেতে মন কি রূপে বিচরণ করিবে, তাহা এই বর্ণন করিলাম। (৪২) যিনি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, যিনি প্রকৃতি পুরুষের উপাদান কারণ, যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া জীব রূপে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, যিনি ভোগায়তন নির্ম্মাণ করিয়া শাসন করিতেছেন, জীব সকল যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া চরণ মূলে পতন পূর্ব্বক মায়াকে পরিত্যাগ করেন, যেমন সুপ্ত পুরুষকে অন্যে দেখে কিন্তু সে স্বয়ং দেখিতে পায়না তদ্রূপ যিনি সমুদায় দেখিতেছেন, সেই কৈবল্য যোনি অভয় হরিকে নিয়ত ধ্যান করি। (৪৩)

ইতি দশম স্কন্ধে সপ্তাশীতি তম অধ্যায়।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

বিষ্ণু ভক্তের মুক্তি ও অন্য দেবতা ভক্তের বিভূতি প্রাপ্তি কথন।

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেবাসুর মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা ভোগাভিলাস বর্জ্জিত শিবের আরাধনা করেন তাঁহারাই প্রায় ধনী ও ভোগী হয়েন, আর যাঁহারা সর্ব্বভোগাস্পদ লক্ষ্মীপতি হরির আরাধনা করেন, তাঁহারা ধনী বা ভোগী হয়েন না কেন? এতদ্বিষয়ে আমার মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব জানিতে অভিলাষ করি, বিরুদ্ধ চরিত প্রভুদ্বয়ের সেবকদিগের বিরুদ্ধ গতি কেন হয়। (১)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! শিব সর্ব্বদা শক্তিযুক্ত, ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত। যেহেতু অহঙ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও তামস, সেই জন্যই শিবকে ত্রিলিঙ্গ বলাযায়। (২) তাঁহা হইতেই দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে যে কিছু বিকারোপাধি ভজনা করিলেই সমুদায় বিভূতির গতি প্রাপ্তি হয়। (৩) হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর, ও সর্ব্বসাক্ষী, তাঁহাকে ভজনা করিলেই নির্গুণত্ব প্রাপ্তি হয়। (৪) অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে তোমার পিতামহ ভগবদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া শুশ্রূষা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যিনি লোকের নিঃশ্রেয়সার্থ যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েন,

সেই প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে তখন এই উত্তর প্রদান করিলেন। (৫) ভগবান্ কহিলেন, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাহার সকল ধন হরণ করিয়া লই, এবং সে দুঃখিত হইলে তাহার বন্ধু বান্ধব সকলও স্বভাবত তাহাকে পরিত্যাগ করেন। (৬) সে যখন পুনর্ব্বার বন্ধুদিগের আগ্রহে ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলোদ্যোগ হয়, তখন সে মদধীন লোকের সহিত মৈত্রী বন্ধন করে, আমি তখন তাহাকে বিশিষ্ট রূপ অনুগ্রহ করি। (৭) তখন সেই ধীর ব্যক্তি চিন্মাত্র সৎস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম স্বভাব পর ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানিয়া সংসার হইতে প্রমুক্ত হয়। (৮) অতএব লোকসকল সুদুরারাধ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বরদ দেবতার ভজনা করে, পরে তাহারা সেই আশু বরপ্রদ দেবতা হইতে ধন সৌভাগ্য লাভ করতঃ মত্তভাবে উদ্ধত চিত্তে আমাকে বিস্মৃত হয় ও অবজ্ঞা করে। (৯)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহাঁরা শাপ ও প্রসন্নতার প্রভু বটেন, কিন্তু তাহার মধ্যে শিব ও ব্রহ্মা ইহাঁরা উভয়ে সদাই শাপও প্রসন্নতা দান করেন কিন্তু বিষ্ণু তদ্রূপ নহেন। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বকালের এক ইতিহাস উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি, মহাদেব বৃকাসুরকে বরদান করিয়া যে রূপে সঙ্কটাপন্ন করেন, তাহা শ্রবণ কর! (১০) শকুনির পুত্র বৃক নামক দুর্ম্মতি অসুর পথিমধ্যে নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনের মধ্যে কোন দেবতা আশু বরপ্রদ। নারদ কহিলেন, মহাদেবের উপাসনায় আশু সিদ্ধি হয়, অল্পগুণ দোষেতেই তিনি আশু তুষ্ট ও কুপিত হয়েন। (১১) তিনি দশাননের বাণে পরি তুষ্ট হইয়া তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করত অবশেষে অত্যন্ত সঙ্কটে নিপতিত করেন। (১২) বৃকাসুর নারদ কর্ত্তৃক এই রূপে উপদিষ্ট হইয়া কেদারে গমন পূর্ব্বক অগ্নিমুখে স্বীয় গাত্র মাংস আহুতি প্রদান করতঃ মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। (১৩) সাতদিন এই রূপে আরাধনা করিয়াও মহাদেবের দর্শন না পাইয়া বৈরাগ্য বশতঃ আহুতি দানার্থ সুধৃতি দ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। (১৪) তখন মহা কারুণিক সাক্ষাৎ মহাদেব অগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করত নিবৃত্ত করিলেন, এবং বৃকাসুরও শিবগাত্রস্পর্শে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। (১৫) পরে মহাদেব কহিলেন, হে দৈত্য! তুমি যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। যে আমার শরণাপন্ন হয় আমি তাহারই প্রতি প্রীত হই, অতএব তুমি বৃথা কেন আত্মাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইতেছ। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই পাপীয়ান্ অসুর মহাদেবের নিকটে সর্ব্বভূত ভয়াবহ বর প্রার্থনা করিল অর্থাৎ কহিল আমাকে এই বর প্রদান কর যে আমি যে যে ব্যক্তির মস্তকে হস্ত প্রদান করিব তাহারা তৎক্ষণাৎ মরিবে। (১৬) হে ভারত! ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ রুদ্র ক্ষণ কাল দুর্ম্মনার ন্যায় হইলেন, পরে সর্পকে দুগ্ধ প্রদানের ন্যায় হাসিতে হাসিতে তথাস্তু বলিয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। তখন অসুর সেই বরের পরীক্ষার নিমিত্তে শম্ভুর মস্তকে স্বীয় হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। আহা! মহাদেবও স্বদত্ত বর প্রভাবে মহাভীত হইলেন। (১৭) তখন মহাদেব দানব ভয়ে ত্রস্ত ও বেপমান হইয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন, এবং বৃকাসুরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। (১৮) অন্যান্য দেবতা সকলে তাহার প্রতিবিধানের

উপায় স্থির করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে মহাদেব বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, যেখানে ভক্তবৎসল ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন, যেখানে গমন করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের দণ্ড পুরস্কার ব্যতীত্ত পুনরাবৃত্তি হয় না। (১৯) ভগবান্ জনার্দন মহাদেবকে ব্যসনী দেখিয়া ও তাঁহার পশ্চাৎধাবমান বৃকাসুরকে তদবস্থ উপলব্ধি করিয়া যোগমায়াদ্বারা বটুক বেশ ধারণ করত মেখলাজিন কুশ দণ্ড অক্ষাদি ধারণে জ্বলন্ত অগ্নিরন্যায় অসুরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুরও তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিনীত ভাবে যথাবিধানে অভিবাদন করিল। (২০)

ভগবান্ কহিলেন, হে শকুনি নন্দন! তুমি দূর হইতে দ্রুত আগমনে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, পুরুষের আত্মাই সর্ব্ব কাম দোগ্ধা, অতএব তাঁহাকে দুঃখ দিওনা। (২১) হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! যদি তোমার এই বিষয় আমার শ্রবণ যোগ্য হয় তবে বিশেষ রূপে বর্ণন কর, আমি তাহা পূর্ণ করিতে অভিলায করি। শুকদেব কহিলেন, এই রূপে ভগবান্ কর্ত্তৃক অমৃত বর্ষি বাক্য দ্বারা পৃষ্ট হইয়া বৃকাসুর কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করত পূর্ব্বানুষ্ঠিত সমুদায় বিষয় তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। (২২) তাহাতে ভগবান্ কহিলেন, হে অসুর বর! আমি তোমার বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে পারিলাম না, যে পিশাচরাট শিব দক্ষ শাপে পিশাচ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তাঁহাকে জগদ্গুরু বলিয়া তাঁহার কথায় তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে তুমি আপনার মস্তকেই হস্ত প্রদান করিয়া পরীক্ষা না কর কেন?। (২৩) হে দানব রাজ! যদি শম্ভুর বাক্য কোন রূপে অসত্যই হয় তবে পরে সেই অসদ্বক্তাকে অনৃত বাদী বলিয়া জয় করিও, তাহা হইলে এমন অনৃত বাক্য আর তিনি কখনই কহিবেন না। (২৪) এই রূপ ভগবানের সুপেশল বিচিত্র বাক্য শ্রবণে হত বুদ্ধি ও বিস্মিত হইয়া কুমতি বৃকাসুর স্বীয় মস্তকে হস্ত প্রদান করিবা মাত্র বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ছিন্ন মস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন স্বর্গে জয় শব্দ নমঃশব্দ সাধুশব্দ হইতে লাগিল এবং দেব ঋষি পিতৃ গন্ধর্ব্বেরা পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, শিবও সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। তখন ভগবান্ পুরুষোত্তম মহাদেবের নিকট আসিয়া কহিলেন। (২৫) হে ঈশ! হে দেব! এই পাপাত্মা অসুর স্বীয় পাপে হত হইল, যখন মহৎব্যক্তির প্রতি বৈবাচরণ করিয়া কোন ব্যক্তি ক্ষমার পাত্র হইতে পারে না, তখন জগদ্গুরু বিশ্বেশ্বরের প্রতি বৈরভাব করিয়া যে সে ক্ষমার পাত্র হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। (২৬) যে ব্যক্তি এই রূপ অব্যাকৃত শক্তি সম্পন্ন সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু হইতে গিরিত্র মোক্ষ বিষয়ের কথা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করায় কিম্বা স্বয়ং শ্রবণ করে সে ব্যক্তি সংসার বন্ধন ও শত্রু হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করে। (২৭)

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

কোন্ দেবতা মহৎ এতৎদ্বিষয়ে সংশয়ানন্তর পরীক্ষা করিয়া ভৃগু মুনিগণের নিকট বিষ্ণুর উৎকর্ষতা বর্ণন করেন।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! সরস্বতীতটে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের

মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনের মধ্যে কোন দেবতা মহৎ। (১) পরে এই বিষয় জানিবার নিমিত্তে তাঁহারা ব্রহ্ম পুত্র. ভৃগুকে ব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করিলেন, ভৃগুও তদনুসারে ব্রহ্মার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পরীক্ষার নিমিত্তে তাঁহাকে প্রণাম বা স্তব কিছুই করিলেন না, তাহাতে ব্রহ্মা স্বীয় তেজে প্রজ্বলিতের ন্যায় হইয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন। (২) পরে আত্মভূ ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রের প্রতি সহসা উত্থিত সেই ক্রোধ জলসেক দ্বারা অগ্নির ন্যায় স্বয়ং আপনাতেই উপশান্ত করিলেন, ইহা দেখিয়া ভৃগু তথা হইতে নিরস্ত হইয়া কৈলাসে গমন করিলেন, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র মহাদেব হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্তে গাত্রোত্থান করিলে ভৃগু তাঁহাকে উৎপথগামী বলিয়া অশ্রদ্ধা করাতে তিনি অতিশয় কুপিত হইলেন এবং আরক্ত নয়নে শূল উত্তোলন করিয়া ভৃগুকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া দেবী ভগবতী মহাদেবের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন, অনন্তর ভৃগু তথা হইতে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া দেখিলেন যে লক্ষ্মীর সহিত জনার্দ্দন পর্য্যঙ্কে শয়নে রহিয়াছেন, তথায় গিয়াই তাঁহার বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। অনন্তর সাধুগতি ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা গিয়া প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে প্রভো! এই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, আপনি যে আসিয়াছেন তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি নাই অতএব তদ্বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন। (৩) হে ভগবন্! পবিত্র জনক তোমার পাদোদক দ্বারা বৈকুণ্ঠ সহিত আমাকেও লোকপালদিগকে পবিত্র কর। অদ্য হইতে আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি হইল, এবং তোমার পদচিহ্ন আমার বক্ষদেশে বিভূতি স্বরূপ হইয়া রহিল। (৪)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু এই রূপ কহিলে পরে ভৃগু তাঁহার গম্ভীর বাক্যে নিবৃত্ত হইয়া তৃপ্তচিত্ত ও অশ্রুলোচনে পুনর্ব্বার যজ্ঞ স্থানে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্ম বাদি মুনিদিগের নিকটে স্বীয় অনুভূত বিষয় সকল বিশেষ রূপে বর্ণন করিলেন। (৫) মুনিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও মুক্ত সংশয় হইয়া শান্তি ও ভয়ের কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক বিষ্ণুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। (৬) এবং কহিলেন, যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ এবং যাঁহা হইতে জ্ঞান, চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, যশ, প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যিনি অকিঞ্চন, সাধু সমচিত্ত ন্যস্ত দণ্ড শান্ত মুনিদিগের পরম গতি, ব্রাহ্মণেরা যাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি ও ইষ্ট দেবতা, নিপুণ বুদ্ধি শান্ত ব্যক্তিরা নিরন্তর যাঁহার ভজনা করেন, তিনিই পরম দেবতা। (৭) গুণবতী মায়া দ্বারা তাঁহারই রাক্ষস অসুর দেবতা এই ত্রিবিধ শরীর কল্পিত হইয়াছে, তিনিই পুরুষার্থের হেতু। (৮) শুকদেব কহিলেন, সরস্বতী তীরস্থ ঋষিগণ এইরূপ লোকের সংশয়াপনোদনের নিমিত্তে নারায়ণের পদাম্ভোজ সেবা দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৯) সূত কহিলেন, এই রূপ ব্যাস তনয় শুকদেবের মুখ পদ্ম গন্ধ যুক্ত পীযূস রূপ পরম পুরুষের গুণ কীর্ত্তন যে সকল পান্থ ব্যক্তি শ্রবণ পুটে নিরন্তর পান করে, তাহারা পথ ভ্রমণের পরিশ্রম হইতে অনায়াসে মুক্ত হয়। (১০)

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত বাস করিতেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল, কিন্তু পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা

মাত্র প্রাণত্যাগ করিল। তখন ব্রাহ্মণ সেই মৃতপুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করতঃ বিলাপ করিতে করিতে দীন ভাবে বলিতে লাগিলেন; ব্রহ্মদ্বেষ্টা, শঠ বুদ্ধি, লুব্ধ, বিষয় কামুক, এবং ক্ষত্রিয়াধম, এইরূপ রাজার কর্ম্ম দোষে আমার পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রজাগণ হিংসক, দুঃশীল, অজিতেন্দ্রিয়, রাজার সেবা করিলে অবশ্যই দরিদ্র ও দুঃখিত হইয়া অবসন্ন হয়। (১১) দ্বিতীয় পুত্র ও তৃতীয় পুত্রের সময়েও ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করত এই কথা কহিলেন। এই রূপ করিতে করিতে নবম বালকের সময় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবেসন পূর্ব্বক ঐ কথা শ্রবণ করত ব্রাহ্মণকে কহিলেন। (১২) হে ব্রহ্মন্! তোমার নিবাসে কেহ ধনুর্দ্ধর নাই এবং রাজন্য বন্ধুও নাই যে ইহাঁরদিগকে রক্ষা করে। এই বালকেরা যাহাতে ব্রাহ্মণ হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, আমি এমত করিব। (১৩) ব্রাহ্মণেরা যে খানে ধন দারা আত্মজ শূন্য হইয়া ক্রন্দন করেন সেখানে যে রাজারা অবস্থিতি করে তাহারা রাজন্য বেশধারী নটমাত্র। (১৪) অতএব হে ভগবন্! আমি তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব। আমি যদি এই প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিতে না পারি তবে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্তে অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ধনুর্দ্ধর শ্রেষ্ঠ ও অপ্রতিরথ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ, ইহার মধ্যে কে তুমি, ইহারা আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। (১৫) অতএব জগদীশ্বরের দুষ্কর যে কার্য্য, তুমি বালক হইয়া সেকার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন করিবে অতএব আমি তদ্বিষয়ে তোমাকে শ্রদ্ধা করি না।

অর্জুন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি সঙ্কর্ষণ বা কৃষ্ণ অথবা তৎপুত্রও নহি। আমার নাম অর্জুন, গাণ্ডীব আমারই ধনু। আমাকে অবজ্ঞা করিও না আমার বীর্য্য শ্রবণ করিয়া থাকিবে, আমি মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। হে প্রভো! আমি যুদ্ধে মৃত্যুকে জয় করিয়া তোমার পুত্রগণকে আনয়ন করিব। (১৬) ব্রাহ্মণ এই রূপে অর্জুন কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার বীর্য্য স্মরণ করিতে২ প্রীতমনে স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

কিয়ৎদিন পরে পুনর্ব্বার দ্বিজপত্নীর প্রসূতি কাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ মহা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দীন ভাবে আসিয়া অর্জুনকে কহিলেন, হে অর্জুন! এই সময়ে মৃত্যু হইতে আমার সন্তানকে রক্ষা কর। (১৭) তখন অর্জুন জলস্পর্শ পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া দিব্য অস্ত্র সকলকে স্মরণ করত জ্যা আরোপ পূর্ব্বক গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন। (১৮) এবং সূতিকাগারে গিয়া ঊর্দ্ধাধ তির্য্যক চতুর্দিক নানাস্ত্র যোজিত শর দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। (১৯) অনন্তর বিপ্র পত্নীর এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, এবং সে কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইয়া গেল, তাহার শরীর মাত্রও অবশিষ্ট থাকিল না। তখন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের নিকটে গিয়া অর্জুনকে নিন্দা করত কহিলেন, হে ভগবন্! আমার মূঢ়তা অবলোকন কর, আমি যে অসমর্থের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহার এই ফল লাভ হইয়াছে। (২০) প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁরা যাহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন, তাহার রক্ষিতা প্রভু আর কে আছে? সেই মিথ্যাবাদী অর্জুনকে ধিক্, আর সেই আত্ম শ্লাঘির ধনুকেও ধিক্ এবং যে দুর্ম্মতি দৈবোপহৃত পুত্রকে আনয়নের প্রতিজ্ঞা করে তাহাকেও ধিক্। ব্রাহ্মণ এইরূপ তিরস্কার করিলে পর অর্জুন বিদ্যা প্রভাবে সংযমনী পুরীতে যমের নিকট গমন করিলেন। তথায় বিপ্র পুত্রগণকে না দেখিয়া

পরে ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন। পরে আগ্নেয়ী, নৈঋতী, সৌম্যা, বায়বী, বারুণী পুরী, রসাতল ও স্বর্গ এবং অন্যান্য স্থান অন্বেষণ করিলেন। (২১) পরে অর্জুন দ্বিজ সুত গণকে কোনস্থানে প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে অবমানিত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন। (২২) হে অর্জুন! তোমাকে আমি দ্বিজ পুত্রগণ দর্শন করাইব, তুমি আপনাকে অবজ্ঞা করিও না, তোমার এই বিমলা কীর্ত্তি মনুষ্য লোকে স্থাপিত হইবে। ইহা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত দিব্যাশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিলেন। (২৩) পরে সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত গিরি ও লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! তথায় গিয়া অন্ধকরে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প, ও বলাহক নামক অশ্বগণের গতিরোধ হইল। ইহা দেখিয়া মহাযোগেশ্বর প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহস্রাদিত্য প্রকাশ তুল্য স্বীয় চক্রকে সেই তমো মধ্যে প্রক্ষেপ করিলেন। (২৪) তখন্ সেই চক্র মনের ন্যায় বেগে তমোমধ্যে প্রবেশ করত ভূরি প্রকাশ দ্বারা সেই গহন অন্ধকার বিদারণ তরিতে লাগিল, যেমন ধনুচ্যুত রামশর চমূ বিদারণ করে তাহার ন্যায়। (২৫) তখনঅর্জুন চক্র প্রদীপ্ত পথে দূরে বর্ত্তমান ব্যাপ্ত পরম ভাগবত জ্যোতিকে দেখিয়া নিয়ত জ্যোতি দর্শনে উৎপীড়িত নেত্র হইয়া এক এক বার উভয় চক্ষু মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। (২৬) অনন্তর তাঁহারা উভয়ে নভস্থল হইতে অতি বেগে মহৎ ঊর্ম্মি সঙ্কুল সলিল মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া মণি সহস্র শোভিত প্রকাশ শালী এক অদ্ভুত পুরী দর্শন করিলেন। (২৭) সেই পুরীমধ্যে সহস্র ফণায় বিভ্রাজ মান, দ্বিসহস্র উজ্জ্বল চক্ষু বিশিষ্ট, শ্বেত পর্ব্বত সন্নিভ, নীল জিহ্ব, অদ্ভুত মহাভোগ অনন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। (২৮) পরে দেখিলেন সেই অনন্তের ফণার উপরিভাগে নিবিড় মেঘ বর্ণ পিঙ্গল বসন, প্রসন্ন মুখ, রুচির নেত্র, মহা প্রভাব এক পুরুষোত্তম উপবিষ্ট আছেন। (২৯) মহামণি সমূহে খচিত কিরীট কুণ্ডল প্রকাশে বিরাজিত সহস্র কুণ্ডল বিশিষ্ট, আজানুলম্বিত অষ্ট ভুজে সুশোভিত, কৌস্তুভের সহিত শ্রীবৎস চিহ্ন যুক্ত ও বনমালা বিরাজিত। (৩০) চতুর্দিকে সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি পার্শ্বদেরা মূর্ত্তিমান্ চক্রাদি আয়ুধগণ এবং পুষ্টি শ্রী কীর্ত্তি প্রভৃতি অখিল বিভূতি সকল সেই পরমেষ্ঠীপতির সেবা করিতেছে। (৩১) অচ্যুত ও অর্জুন উভয়ে দর্শন করিবা মাত্র অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, এবং সেই প্রভু পরমেষ্ঠীও তাঁহারদিগের উভয়কে বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৩২) হে নর নারায়ণ! এই দ্বিজ বালকগণকে দর্শন করিবার নিমিত্তে আমি এখানে আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে তোমারদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম। তোমরা পৃথিবীর ভার হরণ রূপ অসুর বধের নিমিত্তে আমার অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব তাহা সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। (৩৩) হে নর নারায়ণ! তোমরা পূর্ণকাম হইলেও কেবল লোক সংগ্রহের নিমিত্তেই ধর্ম্মাচরণ করিতেছ।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এইরূপে ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাস্বীকার করত দ্বিজ কুমারগণকে গ্রহণ পুরঃসর প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় পুরী প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া পুত্র প্রদান করিলেন এবং অর্জুন পরমবিস্ময়াপন্ন হৃদয়ে তাঁহার নিকটে বিষ্ণুর প্রভাব বর্ণন করিতে

আরম্ভ করিলেন, এবং পুরুষের যাহা কিছু পুরুষত্ব আছে তৎসমুদায়ই কৃষ্ণানুকম্পিত বলিয়া স্বীকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অনেকানেক প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শন করত গ্রাম্য বিষয় সকল উপভোগ ও বিবিধ যজ্ঞ সাধন করিতেন এবং ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণের প্রতি এইরূপ কামানুরূপ ফলদান করিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র যমাদি হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন অধর্ম্মিষ্ঠ রাজাকে স্বয়ং কোন কোন পাপাত্মাকে অর্জুনাদিদ্বারা বিনাশ করিয়া ছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথকে অনাবৃত্ত করিয়াছিলেন। (৩৪)

ইতি দশমস্কন্ধে উন নবতিতম অধ্যায়।

নবতিতম অধ্যায়।

পুনর্ব্বার সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা ও যদুবংশের আনন্ত্য বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, একদা শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ, বৃষ্ণি পুঙ্গব নিসেবিত, সর্ব্ব সম্পত্তি শালী, স্বীয় পুরী দ্বারকায় সুখে বসতি করিতেছেন। (১) উত্তম বেশ ভূষা বিশিষ্ট, নবযৌবন সম্পন্ন, তড়িৎ সম কীর্ত্তিমতী, স্ত্রীগণ সেই পুরীর সকল পথে কন্দুক ক্রীড়া করিতেছে। মদমত্ত মাতঙ্গদল, সুসজ্জীভূত যোদ্ধাগণ কণকোজ্জ্বল রথ সকল চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। পুষ্পিত বৃক্ষ সকল উদ্যান ও উপবনে শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে ভৃঙ্গ ও পক্ষীগণ সুস্বরে গান করিতেছে। এইরূপে উপশোভিত পুরী মধ্যে ষোড়শ সহস্র পত্নীর সহিত এক শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন কিন্তু ষোড়শ সহস্র গৃহে ষোড়শ সহস্র রূপ ধারণ করিয়াই বিহার করিতেছেন। (২) কখন বা প্রোৎফুল্ল কুমুদ কহ্লার পদ্মরেণু সুবাসিত নির্ম্মল সলিলা তটিনী জলে অবগাহন পূর্ব্বক অলিকুল কূজন শ্রবণ করত যোষিৎগণে পরিবৃত হইয়া মহোদয় শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন। (৩) গন্ধর্ব্বেরা মৃদঙ্গ পণবানক ও বীনা বাদন পূর্ব্বক গানদ্বারা ও সূত মাগধ বন্দীগণ স্তবদ্বারা তাহার উপাসনা করিতেছে, এইরূপ নর নারীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যক্ষীগণ সহিত যক্ষ রাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। (৪) স্ত্রীগণ বিভ্রমে স্খলিত বস্ত্র ও বিবৃত গাত্র হইয়া স্রস্ত কবরী বন্ধন উদ্ধৃত করত স্বীয় কান্তকে অভিষেক পূর্ব্বক আলিঙ্গনে জাতলজ্জায় বিরাজ করিতেছে। (৫) শ্রীকৃষ্ণও মহিষীগণের স্তন হইতে উন্মোচিত স্রক্ কুঙ্কুমদ্বারা ক্রীড়া করত দৃঢ় আলিঙ্গনে কম্পিত কুন্তল বন্ধন হইয়া তাহারদিগের গাত্রে জল সেচন করত স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক সিচ্যমান হইয়া করেণু পরিবৃত করি রাজের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গীত বাদ্যোপজীবি নট নর্ত্তকী গণকে অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন এবং স্ত্রীগণও তাহারদিগকে স্বীয় অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রদান করিল। এইরূপ গতি আলাপ স্মিত ঈক্ষণ নর্ম্ম আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্ত্রীগণের বুদ্ধি অপহৃত হইল (৬) পরে মুকুন্দৈকভাবনাবতী স্ত্রীগণ সেই অরবিন্দাক্ষকে চিন্তা করত উন্মত্তের ন্যায় যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। (৭)

মহিষীগণ কহিলেন, হে সখি কুররি! এক্ষণে রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ ঘোররূপে নিদ্রা যাইতেছেন, আমরা নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছি মনে করিয়া তুমি বিলাপ করিতেছ, তোমার নিদ্রা নাই, অথবা শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদার ঈক্ষিত দ্বারা আমাদিগের ন্যায়

তোমার চিত্ত বুঝি গাঢ় রূপে বিদ্ধ হইয়াছে। (৮) হে চক্রবাকি! তুমি রাত্রি কালে স্বীয় বন্ধুকে না দেখিতে পাইয়াই দুঃখে নেত্রদ্বয় নিমীলিত কর না কেবল করুণা করিয়া রোদন মাত্র কর, কিম্বা আমাদিগের ন্যায় অচ্যুত পদ সেবিত মালা মস্তকে বহন করিবার নিমিত্তেই রোদন করিয়া থাক। (৯) হে সমুদ্র! তুমি এই রাত্রিতে নিয়ত নিদ্রালাভ না করিতে পারিয়া জাগ্রত হইয়াই রোদন করিতেছ, অথবা আমাদিগের ন্যায় মুকুন্দ কর্ত্তৃক নষ্ট কুঙ্কুমাদি লাঞ্ছন হইয়া সমদশা প্রাপ্তি পূর্ব্বকই রোদন করিতেছ। (১০) হে চন্দ্র! তুমি কি কোন বলবান্ রোগে আক্রান্ত হইয়া নিজ দীধিতি দ্বারা এই ক্ষীণ অন্ধকারকে বিনষ্ট করিতে পারিতেছ না, কিম্বা আমরা তোমাকে আমারদিগের ন্যায় মুকুন্দগদিত বিস্মৃত হইয়া স্তব্ধ বাক্যের ন্যায় অবলোকন করিতেছি। (১১) হে মলয়ানিল! আমরা তোমার এমন কি অপ্রিয়াচরণ করিয়াছি, যে তুমি গোবিন্দাপাঙ্গ নির্ভিন্ন আমারদিগের হৃদয়ে স্মর বেদনা প্রেরণ করিতেছ। (১২) হে মেঘ! তুমি যাদবেন্দ্রের সখা, এজন্য তুমি আমারদিগের ন্যায় প্রেমবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীবৎস চিহ্ন সর্ব্বদা ধ্যান করিতেছ, আর তাঁহার প্রসঙ্গ অনুধ্যান করত দুঃখে কাতর হইয়া আমারদিগের ন্যায় সরল হৃদয়ে উৎকণ্ঠচিত্তে বারবার বাস্পধারা মোচন করিতেছ। (১৩) হে রমণীয় কণ্ঠ কোকিল! তুমি এই মৃত সঞ্জীবন বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভাষা সদৃশ শব্দ বিন্যাস করিতেছ, অতএব তোমার কি প্রিয়াচরণ করিব বল। (১৪) হে উদার বুদ্ধি পর্ব্বত! তুমি যে চলিতেছ না কিম্বা কিছু বলিতেছ না, বোধ হয় তুমি কোন মহদভিপ্রায় চিন্তা করিতেছ, কিম্বা আমারদিগের ন্যায় বসুদেব নন্দনের পাদপদ্ম দ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিবার কামনা করিতেছ। (১৫) হে সিন্ধু পত্নী নদীগণ! তোমারদিগের গভীর প্রদেশ শুষ্ক হইয়াছে, কমল শোভা শূন্য হইয়াছে, তোমরা অতি কৃশ হইয়াছ, এই গ্রীষ্ম সময়ে প্রিয় সমুদ্র তোমারদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন না, আহা! যেমন আমরা মধুপতির প্রণয়াবলোকন না পাইয়া শুষ্ক হৃদয় ও কৃশ হইতেছি, তোমরাও তদ্রূপ। (১৬) হে হংস! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ, এস এস, এই দুগ্ধ পান কর, হে অঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বল। তোমাকে আমরা দূত বলিয়া জানি, তিনি সুখে আছেন, আমাদিগের কথা কিছু বলিয়াছেন, আমাদিগের সুহৃদ্ভাব স্মরণ করিয়াছেন, একাকিনী শ্রীই তাঁহাকে ভজনা করেন, তদ্ব্যতীত আলাপ মাত্র কারী সেই অরতি প্রদকে আমরা কি রূপে ভজনা করিব, আমরা সেবা তৎপর।

শুকদেব কহিলেন, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রিয়মাণ ঈদৃশ ভাবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১৭) যিনি নাম শ্রবণমাত্র সহসা স্ত্রীগণের মন হরণ করেন, সেই উরুগীত শ্রীকৃষ্ণকে যে মহিষীগণ সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাঁহাদিগের মন যে অপহৃত হইবে তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে। যাঁহারা ভর্ত্তৃভাবে পাদ সেবাদি দ্বারা প্রেম সহকারে জগদ্গুরুর পরিচর্য্যা করেন তাঁহাদিগের তপস্যা আর কি বর্ণন করিব। (১৮) সাধুগতি শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ বেদোদিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই প্রকার গৃহ মেধিদিগের পরম ধর্ম্ম অনুষ্ঠাতৃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট ও শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিলেন। (১৯) হে রাজন্! রুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রীরত্ন ভূত আট মহিষীগণও তাঁহাদিগের পুত্রগণের কথা আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি।

দশদশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই সমুদায় বীর্য্যবান্ উদার যশস্বী পুত্রগণের মধ্যে আঠার জন মহারথ ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। (২০) প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, ভানুবৃন্দ বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি, ও ন্যগ্রোধ। হে রাজেন্দ্র! মধুসূদনের এই পুত্রগণের মধ্যে রুক্মিণী সুত প্রদ্যুম্ন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও পিতৃ সমান গুণসম্পন্ন ছিলেন, তিনি রুক্মি রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে অযুত মত্ত হস্তিবলান্বিত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়েন। তিনি রুক্মি রাজার দৌহিত্র, কিন্তু তিনি সেই রুক্মির পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বজ্র উৎপন্ন হয়েন, মৌষল যুদ্ধে কেবল তিনি মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁহা হইতে প্রতিবাহু, প্রতিবাহু, হইতে সুবাহু, সুবাহু হইতে উপসেন এবং উপসেন হইতে ভদ্রসেন উৎপন্ন হয়েন হে রাজন্! এই যদুকুলে নির্দ্ধন বা অবহুপুত্র বা অল্পায়ু বা অল্পবীর্য্য কিম্বা অব্রহ্মণ্য কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। যদুবংশ প্রসূত বিখ্যাতকর্ম্মা পুরুষদিগের সংখ্যা কহিতে শতবৎসরেতেও সমর্থ হইব না। (২১) আমি শুনিয়াছি যদুকুলের অসংখ্য বালকদিগের অধ্যয়নার্থ তিন কোটি এক শত অষ্টাশীতি জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। অতএব অসংখ্যাত মহাত্মা যদুবংশীয়দিগের সংখ্যা করিতে কে সমর্থ হইবে? যে বংশেতে উগ্রসেন সর্ব্বদা অযুত লক্ষ পরিবারে পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। (২২) যে সকল সুদারুণ দৈত্যগণ দেবাসুর যুদ্ধে হত হইয়াছিল, তাহারাই মনুষ্য মধ্যে বলবান্ প্রজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগেরই নিগ্রহের নিমিত্তে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দেবতাগণ যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েন। হে নৃপ! তাঁহারা একাধিক শতকুলে বিভক্ত হয়েন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভুত্বে তাহাদিগের প্রমাণ স্বরূপ ছিলেন। সমুদায় যাদবগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তি হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণার্পিত চেতা বৃষ্ণিগণ শয়নোপবেসন গমন আলাপ স্নান ভোজনাদি বিষয়ে আপনারদিগকে গণনাই করিত না। (২৩) হে মহারাজ! যে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি কলাপরূপতীর্থ যদুবংশে উৎপন্ন হইয়া পাদশৌচ রূপ গঙ্গা তীর্থকে অল্পকৃত করিয়াছে, তাঁহার শত্রু মিত্র উভয়েই যে সারূপ্য লাভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি। আর যে লক্ষ্মীর নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ যত্ন করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী যে তাঁহারই হইবেন তাহাও আশ্চর্য্য নহে। আর যাঁহার নাম শ্রবণে বা কীর্ত্তনে অমঙ্গল নাশ করে, যিনি সমস্ত ঋষিকুলে গোত্র ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কাল চক্রায়ুধ সেই শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীর ভার হরণ করা আশ্চর্য্য কার্য্য নহে। (২৪) জনগণ নিবাস স্বরূপ, যদুবর সেবিত স্থাবর জঙ্গমের সংসার দুঃখ হন্তা, দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হস্ত দ্বারা অধর্ম্ম বিনাশ করত ও সহাস্য মুখ দ্বারা ব্রজপুর বনিতাগণের অনঙ্গ বর্দ্ধন করতঃ জয়যুক্ত হউন। (২৫) নিজ ধর্ম্ম রক্ষার্থ লীলাবিগ্রহ, যদূত্তম, শ্রীকৃষ্ণের তদনুরূপ কর্ম্ম ও আচরিত সকল তাহার পাদপদ্মের অনুবৃত্তি ইচ্ছা করিয়া এইরূপে শ্রবণ করিবেক। (২৬) মুকুন্দের উৎকৃষ্ট চরিত কথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও চিন্তাদ্বারা মনুষ্য দুস্তর কৃতান্ত জয় ও অপবর্গ রূপ তাহার সালোক্য প্রাপ্ত হয়, যাহার নিমিত্তে রাজারাও বিবেক বশত গ্রাম হইতে বনে গমন করেন। (২৭)

ইতি দশমস্কন্ধে নবতিতম অধ্যায়।

ইতি ৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় দ্বয়ের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদককৃত শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে দশম

শ্রীমদ্ভাগবত

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

একাদশ স্কন্ধ।

—oo—

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৭।

একাদশ স্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ পৃষ্ঠাঙ্ক।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

বৈরাগ্য বশতঃ যদুবংশ সংক্ষয়ের নিমিত্ত মৌষল কথার উপক্রম।

শুকদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও যাদবগণে পরিবৃত হইয়া অতিবেগবান্ ও হিংসা পর্য্যবসায়ী কলহ উৎপাদন পূর্ব্বক দৈত্যগণকে বধ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন। (১) যে সকল পাণ্ডুবংশীয়েরা বারম্বার দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক কপট দ্যূত, অবজ্ঞা, কেশাকর্ষণাদি দ্বারা কুপিত হইয়াছিল, তাহারদিগকে নিমিত্তমাত্র করিয়া পরস্পর সমবেত নানাবিধ নৃপগণকে বধ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষিতিভার হরণ করিয়াছেন। (২) অপ্রমেয় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাহুবলে রক্ষিত যদুগণদ্বারা বিবাহাদি উপলক্ষে ভূভার-ভূত রাজসেনাগণকে নিরস্ত করিয়া শেষে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে আহা! লৌকিক প্রতীতিতে পৃথিবীর ভার গত হইয়াছে বটে কিন্তু স্বরূপত তাহা হয় নাই যেহেতু অবিষহ্য যাদবকুল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। (৩) মদাশ্রিত, ও নিত্য বিভবোচ্ছ্রিত এই যদুকুলের পরিভব হওয়া অন্য হইতে কখনই সম্ভূত নহে, অতএব তৃণ গুচ্ছের অন্তরে অগ্নি প্রদানের ন্যায় যদুকুলের অন্তরে কলহ বিধান করতঃ শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক স্বধামে প্রেরণ করিব। (৪) হে রাজন্! সত্য সঙ্কল্প ঈশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়া বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয় কুলের সংহার করিয়া ছিলেন। (৫) এবং লোক লাবণ্যপ্রদ স্বীয় মূর্ত্তি দ্বারা মনুষ্যগণের নয়ন আকর্ষণ করতঃ ও স্বীয় বাক্য দ্বারা তৎ-স্মরণকারীদিগের চিত্ত হরণ করতঃ এবং স্বীয় পাদপদ্ম দ্বারা তৎচিহ্ণ স্মরণকারীদিগের সংসার গমনাদি ক্রিয়া নিবৃত্ত করতঃ আর পৃথিবীময় শোভনকীর্ত্তি বিস্তার করতঃ নিশ্চয় ইহা দ্বারা লোকে সুখে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে ইহা স্থির করিয়া পরে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া ছিলেন। (৬)

রাজা কহিলেন হে দ্বিজসত্তম! ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল, বৃদ্ধোপসেবী ও নিত্য কৃষ্ণার্পিত চেতা বৃষ্ণিগণের প্রতি কি প্রকারে বিপ্রশাপ সম্ভূত হইল। (৭) অত-এব সেই শাপ কিপ্রকার ও তাহার কারণই বা কি এবং সেই একাত্মা বৃষ্ণিগণের বিচ্ছেদই বা কিপ্রকারে সম্ভব হইল, এই সমুদয় আমার নিকট ব্যক্ত করুন। (৮)

শুকদেব কহিলেন, উদার কীর্ত্তি আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণ সকল সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশ রূপ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে মঙ্গল জনক কর্ম্ম সকল আচরণ করতঃ বহুকাল দ্বারকাধামে রমণ করিয়া শেষে ভূভার হরণেচ্ছায় স্বীয় কুল সংহারে

কৃতসংকল্প হইলেন। (৯) এমন সময়ে কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থ আহূত ঋষিগণ, কালমলাপহারক পুণ্যনিবহ মঙ্গলজনক কর্ম্ম সম্পন্ন করতঃ ভূভার হরণের কাল স্বরূপ যদুরাজ গৃহস্থিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, সমীপস্থ পিণ্ডারক তীর্থে গমন করিতে লাগিলেন। (১০) তন্মধ্যে বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, এবং নারদ প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। (১১) মুনিগণ গমন করিতেছেন এমতকালে যদুবংশীয় অবিনীত কুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহারদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে প্রণাম পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। (১২) তাঁহারা জাম্ববতী নন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশ পরিধান করাইয়া মুনিগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া কহিলেন। (১৩) হে অমোঘ-দর্শন বিপ্রগণ! এই অন্তর্ব্বত্নী নীলনয়না ললনা আপনাদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছাবতী হইয়াও সাক্ষাৎ প্রশ্নে লজ্জায় আবৃত বদন হইতেছেন, এই পুত্র কামা বনিতার প্রসবকাল উপস্থিত, অতএব ইনি কি প্রসব করিবেন আপনারা বলুন। (১৪) হে নৃপ! মুনিগণ এই প্রকারে বঞ্চিত হইয়া কুপিত হৃদয়ে তাহারদিগকে কহিলেন, হে মন্দভাগ্য বালক সকল! ইনি তোমারদিগের কুল-নাশক এক মুষল প্রসব করিবেন। (১৫) ইহা শ্রবণে বালকগণ অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া সাম্বের উদরদেশের বস্ত্র মোচন করিয়া দেখিলেন যে তন্মধ্যে লৌহ নির্ম্মিত এক মুষল বিদ্যমান রহিয়াছে। (১৬) পরে তাহারা, আমরা কি মন্দ ভাগ্য, আমরা কি দুষ্কর্ম্মই করিলাম, লোকে আমাদিগকে কি বলিবে, ইহা বলিতে বলিতে ব্যাকুল হৃদয়ে সেই মুষল গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করিল। (১৭) এবং ম্লান বদনে মুষল হস্তে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণের সমক্ষে রাজা উগ্র-সেনের নিকটে সমুদয় ব্যক্ত করিল। (১৮) হে নৃপ! অমোঘ ব্রহ্মশাপের বিষয় শ্রবণ করিয়া ও মুষল প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বারকাবাসী জনগণ ভয় বিস্ময়ে এক কালীন অভিভূত হইল। (১৯) তখন যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষল চূর্ণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট লৌহ খণ্ড সহিত সেই পরমাণু সকল সমুদ্র সলিলে নিক্ষেপ করি-লেন। (২০) নিক্ষেপ করিবামাত্র এক মৎস্য আসিয়া সেই লৌহ খণ্ড গ্রাস করিল ও চূর্ণ সকল তরঙ্গ সহকারে তীরে সংলগ্ন হইয়া তাহাতে এরকা অর্থাৎ শর তৃণ বৃক্ষসকল উৎপন্ন হইল। (২১) কিয়ৎকাল পরে মৎস্যজীবি এক কৈবর্ত্ত জাল দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য ধরিতে গিয়া অন্য মৎস্যের সহিত সেই মৎস্যটী প্রাপ্ত হইল এবং তাহাকে খণ্ড করিবার সময় তাহার উদর মধ্যে সেই লৌহ খণ্ড পাইয়া শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া রাখিল। (২২) কালরূপী ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও সেই ব্রহ্মশাপ অন্যথা করিতে ইচ্ছা না করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন। (২৩)

ইতি একাদশ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ নিমি জায়ন্ত সংবাদ দ্বারা বসুদেবের নিকটে ভাগবত ধর্ম্ম ব্যক্ত করেন।

শুকদেব কহিলেন, হে কুরুকুল প্রদীপ! নারদ শ্রীকৃষ্ণ চরণ দর্শনার্থ প্রায়

সর্ব্বদাই গোবিন্দ ভুজ রক্ষিত দ্বারকায় গমন করিতেন। (১) হে রাজন্! ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট কোন্ ব্যক্তি অমরগণনিষেবিত মুকুন্দ চরণাম্বুজ ভজনা না করিয়া থাকে। (২) একদা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ সমাগত দেবর্ষি নারদকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক সুখাসনে উপবেশন করাইয়া বসুদেব অভিবাদন করতঃ কহিতে লাগিলেন। (৩) বসুদেব কহিলেন, হে ভগবন্! যেমন পিতা মাতার আগমন কেবল পুত্রের কল্যাণের নিমিত্তে হয়, আর যেমন ভগবদ্ভক্তের আগমন কেবল কৃপাপাত্রদিগের মঙ্গলার্থ হয়, তদ্রূপ ভগবদনুগৃহীত তোমার আগমন সমস্ত প্রাণিবর্গের মঙ্গলার্থ। (৪) দেবতাদিগের যে আচরিত তাহা প্রাণিগণের সুখের নিমিত্তেও হয় ও দুঃখের নিমিত্তেও হয়, কিন্তু ভবৎ সদৃশ অচ্যুতাত্মা সাধুদিগের যে আচরিত তাহা কেবল সুখেরই কারণ হয়! (৫) যে ব্যক্তি যেরূপে দেবতাদিগকে ভজনা করে, ছায়ার ন্যায় দেবতারাও কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ তদ্রূপ নহেন, তাঁহারা দীন বৎসল। (৬) হে ব্রহ্মন্! তথাপি আমি তোমার নিকটে ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্য সকল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা শ্রবণ করিয়া সমুদয় ভয় হইতে প্রমুক্ত হয়। (৭) আমি পূর্ব্বে দেবমায়ায় মোহিত হইয়াই পুত্র কামনায় সেই মুক্তিদাতা পুরাণ পুরুষকে পূজা করিয়াছিলাম মোক্ষের নিমিত্তে করি নাই। (৮) হে সুব্রত! এই নানা বিভীষিকাযুক্ত ও ভয়সংকুল সংসার হইতে যাহাতে তোমা কর্ত্তৃক অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্ত হইতে পারি, আমাকে এমন উপদেশ প্রদান কর। (৯)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! ধীমান বসুদেব এই রূপ প্রশ্ন করিলে পর দেবর্ষি নারদ হরিগুণ স্মরণ পূর্ব্বক প্রীতমনে কহিতে আরম্ভ করিলেন। (১০ নারদ কহিলেন, হে সাত্বতপতি! তুমি যাহা মনস্থ করিয়াছ তাহা অতি উৎকৃষ্ট বিষয়, তুমি যে ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা অতি পবিত্র বিষয়। (১১) হে বসুদেব! ভাগবতধর্ম্ম শ্রুত বা পঠিত, ধ্যাত বা আদর পূর্ব্বক গৃহীত অথবা সংস্তুত হইলে বিশ্ব প্রবঞ্চক ব্যক্তিকেও সদ্য পবিত্র করেন। (১২) আহা! তুমি অদ্য আমাকে পরম কল্যাণ, পুণ্যকীর্ত্তি, ভগবান্ নারায়ণদেবের চরণ স্মরণ করিয়া দিলে। (১৩) এক্ষণে এই ভাগবত ধর্ম্ম নির্ণয় বিষয়ে মহাত্মা জনকের সহিত ঋষিদিগের সংবাদ রূপ পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। (১৪)

স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয় ব্রত নামে এক পুত্র ছিলেন, প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নিধ্র, অগ্নিধ্রের পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ। (১৫) লোকে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনেচ্ছায় বাসুদেবাংশ রূপে অবতীর্ণ বলিয়া সেই ঋষভকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, সেই ঋষভের একশত পুত্র হয়, তাঁহারা সকলেই বেদ পারগ। (১৬) তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরত, তিনি অতিশয় নারায়ণ ভক্ত ছিলেন, এই অদ্ভুত ভারতবর্ষ তাঁহারই নামে বিখ্যাত হইয়াছে। (১৭) এই ভারতবর্ষাধিপতি ভরত বহুকাল পৃথিবী ভোগ করিয়া পরে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরির আরাধনার্থ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া তিন জন্ম তপস্যা করত পরে তৎপদবী প্রাপ্ত হয়েন। (১৮) ঋষভের আর নয় পুত্র ব্রহ্মাবর্ত্তাদি নয় বর্ষের অধিপতি হইলেন, তদ্ভিন্ন একাশীতি জন কর্ম্ম মার্গ প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইয়া এই ভারতবর্ষের ইতস্তত বাস করিতে লাগিলেন। (১৯) অবশিষ্ট নয়জন আত্মোপাসনায় কৃতশ্রম, পরমার্থ-নিরূপক, আত্ম বিদ্যা বিশারদ, মহাভাগ, দিগম্বর মুনি হইলেন। তাঁহারদিগের নাম, কবি, হবি

অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন। (২০) ইহাঁরা ভগবানের বিবর্ত্ত রূপ সদসদাত্মক এই বিশ্বকে আপনা হইতে অভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করত সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। (২১) ইহাঁরা অব্যাহত গতি ও আসক্তি শূন্য হইয়া দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নর, কিন্নর, ও নাগলোকে ও মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ, গোভুবনে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। (২২) তাঁহারা একদা যদৃচ্ছাক্রমে এই ভারতবর্ষে ঋষি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান মহাত্মা নিমিরাজার যজ্ঞস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। (২৩) হে মহারাজ! তখন সেই সূর্য্য সদৃশ প্রতাপশালী মহাভাগবত বিপ্রগণকে সন্দর্শন করিয়া যজমান নিমিরাজা, যজ্ঞীয় অগ্নি ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সমাদর পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে উপবেশন করাইলেন। (২৪) তাঁহারা আসনে উপবেশন করিলে পর বিদেহরাজ নিমি তাঁহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ জানিয়া প্রীতমনে যথাবিধি পূজা করিলেন। (২৫) এবং প্রশ্রয়াবনত হইয়া পরম প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় তেজে জাজ্জ্বল্যমান ব্রহ্মপুত্র সদৃশ সেই নয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (২৬) বিদেহ কহিলেন, হে মহাভাগগণ! আমি তোমারদিগকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু মধুসূদনের পার্ষদ বলিয়া জানিতেছি, যেহেতু বিষ্ণুভক্তেরা লোকদিগকে পবিত্র করিবার জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। (২৭) দেহিদিগের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর এই মানুষ দেহ অতি দুর্ল্লভ, তাহার মধ্যেও আমি বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয় ব্যক্তির দর্শনকে দুর্ল্লভ করিয়া মানি। (২৮) অতএব হে পবিত্র ঋষিগণ! তোমারদিগকে আমি আত্যন্তিক মঙ্গল সাধন জিজ্ঞাসা করি, এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধ সাধুসঙ্গও মনুষ্যদিগের পরম নিধি লাভ। (২৯) অতএব হে বিপ্রগণ! যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তোমরা আমাকে ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ করাও, যাহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া নারায়ণ প্রপন্ন ব্যক্তিকে আত্ম প্রদান করেন। (৩০)

নারদ কহিলেন, হে বসুদেব! সেই মহত্তম বিপ্রগণ এইরূপে নিমি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সৎকার পূর্ব্বক প্রীতমনে ঋত্বিক সদস্য সহিত বিদেহ রাজকে পৃথক্ পৃথক্ কহিতে আরম্ভ করিলেন। (৩১) প্রথমত কবি কহিলেন, আমি জানি, ভগবানের পাদপদ্ম উপাসনা করিলে আত্যন্তিক মঙ্গল হয় আর কিছুতেই ভয় পাইতে হয় না, যেহেতু এই সংসারে দেহাদিতে আত্ম ভাবনাবশতঃ সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত লোকদিগেরও তাহাতে নিঃশেষ রূপে ভীতি নিবারিত হয়। (৩২) মূঢ়মতি লোকদিগের সহসা আত্মলাভ সিদ্ধির নিমিত্তে ভগবান্ যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সকলকেই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। (৩৩) হে রাজন্! যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া লোক সকল চক্ষু নিমীলন * পূর্ব্বক পর্য্যটন করিলেও কখন প্রমাদে স্খলিত বা পতিত হয়েন না। (৩৪) শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বা আত্মা দ্বারা বিধি বিহিত কিম্বা স্বভাবানুসারী যে কোন কর্ম্ম কৃত হয়, সে সমুদায়ই পরম পুরুষ নারায়ণ পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবেক। (৩৫) ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তির মায়াবেশ বশত স্বরূপের অস্মৃতি ও দেহাত্ম জ্ঞান হয়, সুতরাং দ্বৈতাভিনিবেশ বশতঃ তাহারা ভয় পায়, অতএব গুরু ও দেবতাতে আত্ম দৃষ্টি পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একাগ্র ভক্তি সহকারে ঈশ্বরকে ভজনা করিবেক। (৩৬) বস্তুত দ্বৈত সত্য নহে, কিন্তু তাহা অবিদ্যমান হইয়াও স্বপ্ন ও

* অজ্ঞান—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় চক্ষু স্বরূপ। তাহার এক বিহীন ব্যক্তিকে কাণ বলা যায়, দুই বিহীন ব্যক্তির নাম অন্ধ।

মনোরথের ন্যায় ধ্যাতা পুরুষের বুদ্ধিতে অবভাত হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম সকলের সঙ্কল্প বিকল্পকারী মনের নিরোধ পূর্ব্বক ধ্যান করিলেই অভয় প্রাপ্ত হয়েন। (৩৭) রথাঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণের লোক প্রসিদ্ধ মঙ্গলজনক জন্ম কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়া ও তদর্থক নাম সকল কীর্ত্তন করতঃ অসঙ্গ ও লজ্জা শূন্য হইয়া বিচরণ করিবেক। (৩৮) এইরূপ আচরণে অনুশংচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়ের নাম কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও শ্লথহৃদয় হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন আলাপ, কখন গান, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন। (৩৯) আর আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতি, সত্ত্ব, দিক্, বৃক্ষ, সরোবর ও সমুদ্রাদি যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদয়কে হরির শরীর জানিয়া অনন্য মনে প্রণাম করিতে থাকেন। (৪০) যেমন ভোজনকালে প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে থাকে, তদ্রূপ হরি ভজন সময়ে প্রেম, ঈশ্বরানুভব, ও সংসারে বিরক্তি এই তিনই এক কালে সম্পন্ন হইতে থাকে। (৪১) হে রাজন্! এইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা অচ্যুতাঙ্ঘ্রি ভজনা পরায়ণ ভাগবত ব্যক্তির ভক্তি, সংসারে বিরক্তি, ও ভগবদনুভব, সম্পন্ন হইলে পরে সাক্ষাৎ পরম শান্তি প্রাপ্তি হয়। (৪২)

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে ভাগবত ব্যক্তির লক্ষণ বলুন, এবং যে রূপ তাঁহার ধর্ম্মে নিষ্ঠা, যাদৃশ স্বভাব, লোক মধ্যে যেমন আচার, যে প্রকার বাক্য এবং যে চিহ্ন দ্বারা তিনি ভগবৎ প্রিয় হয়েন, তাহাও বলুন। (৪৩)

হরি কহিলেন, যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন, এবং ভগবদাত্মাতে সর্ব্বভূতকে দেখেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। (৪৪) যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, ভেদ দর্শন জন্য তিনি মধ্যম। (৪৫) যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিমাতে হরির পূজা করেন, আর তদ্ভক্ত বা অন্যকে পূজা না করেন, তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ ক্রমশ উত্তম ভক্তির অধিকারী। (৪৬) বাসুদেবাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থ গ্রহণ করেন না, কিন্তু তাহার মধ্যে যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিয়াও এই বিশ্বকে বিষ্ণু মায়ারূপে দর্শন করত হর্ষ বা দ্বেষ না করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। (৪৭) যিনি হরি স্মৃতি বশতঃ দেহের জন্ম বিনাশ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, ধিয়ের তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রম রূপ সংসার ধর্ম্ম দ্বারা বিমুগ্ধ না হয়েন, তিনিই ভাগবত প্রধান। (৪৮) যাঁহার অন্তঃকরণে কাম কর্ম্ম বাসনার উৎপত্তি না হয় এবং এক বাসুদেবই যাঁহার আশ্রয়, তিনিই ভাগবতোত্তম। (৪৯) যাঁহার এই পাঞ্চভৌতিক দেহে জন্ম কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম ও জাতি দ্বারা অহংভাব উদ্রিক্ত না হয় তিনিই হরির প্রিয়। (৫০) ধনেতে যাঁহার স্বকীয় বা পরকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই, সকল আত্মাতে যিনি ভেদ বুদ্ধি না করেন, অথচ সকল ভূতকেই সমান দেখেন এবং শান্তচিত্ত হয়েন, তিনিই ভাগবতোত্তম। (৫১) যে ব্যক্তি অকুণ্ঠ স্মৃতি এবং ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তেও হরিভক্তি পরায়ণ দেবতাদিগেরও দুর্লভ ভগবৎ পদারবিন্দ স্মৃতি হইতে লবার্দ্ধ বা নিমেষার্দ্ধও বিচলিত না হয়েন, তিনিই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ (৫২) যেমন চন্দ্র উদিত হইলে আর সূর্য্যের রশ্মি থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদাঙ্গুলি নখরমণিচন্দ্রিকা দ্বারা উপাসকের হৃদয় তাপ নিবারিত হইলে সে আর কিরূপে উদিত হইবে। (৫৩) পাপাপনোদক

শ্রীকৃষ্ণ অবশেতে অভিহিত হইয়াও প্রণয় শৃঙ্খলে পাদবন্ধন বশতঃ যাহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন, তাঁহাকে ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলা যায়। (৫৪।)

ইতি একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

মুনিগণ কর্ত্তৃক মায়া, তত্তুত্তরণ, ব্রহ্ম ও কর্ম্ম এই চারিটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান।

রাজা কহিলেন, হে ঋষিগণ! মায়াবী ব্যক্তিদিগেরও মোহিনী পরম বিষ্ণুর মায়ার স্বরূপ আমি জানিতে বাসনা করি, আপনারা তাহা প্রকাশ করুন। (১) আমি এই মর্ত্ত্যলোকে সংসার তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া সেই তাপের মহৌষধ স্বরূপ হরি-কথামৃতবর্ষি তোমারদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না। (২)

অন্তরীক্ষ কহিলেন, হে মহাভুজ! ভূতাত্মা আদ্য পুরুষ স্বীয় অংশভূত জীব-দিগের বিষয় ভোগ ও মুক্তির নিমিত্তে যে মায়া দ্বারা মহাভূত সহকারে উচ্চ নীচ ভূত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকেই ভগবানের মায়া বলা যায়। (৩) এই প্রকারে পঞ্চ মহা ভূত দ্বারা স্থূল ভূত সকল সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামি রূপে জীব ভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক মনোরূপে ও দশ ইন্দ্রিয় রূপে আত্মাকে বিভাগ করতঃ গুণ সকল ভজনা করিতেছেন। (৪) সেই প্রভু জীব আত্মপ্রকাশিত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করত এই সৃষ্ট পাঞ্চভৌতিক শরীরকে আত্মা রূপে মানিয়া তাহাতেই আসক্ত হইতেছেন। (৫) সেই দেহী জীব কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাসনা সহিত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করতঃ দুঃখাত্মক সেই সকল কর্ম্মফল ভোগ করিয়া এই সংসার পথে ভ্রমণ করিতেছেন। (৬) এইরূপে পুরুষ বহু অমঙ্গল বাহী কর্ম্ম গতিতে ভ্রমণ করতঃ প্রলয় পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া উৎপত্তি বিনাশ ভজনা করেন (৭) এবং মহা-ভূত নাশের হেতু প্রলয় উপস্থিত হইলে অনাদ্যনন্তকাল স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্য সকলকে অব্যক্তে আনয়ন করিবার নিমিত্তে আকর্ষণ করেন। (৮) সেই প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে শত বর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে এবং তৎকালে সূর্য্য অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া ত্রিলোকী উত্তপ্ত করিবে। (৯) এবং সঙ্কর্ষণ মুখ হইতে অনল উত্থিত ও বায়ু দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ঊর্দ্ধশিখায় পাতালতল অবধি সমুদায় বিশ্ব দগ্ধ করতঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। (১০) সম্বর্ত্তক নামে মেঘগণ হস্তি শুণ্ড সদৃশ ধারা সহকারে শত বৎসর বর্ষণ করিবে, এবং তৎ সলিলে বিরাট বিলীন হইবে! (১১) হে নৃপ! তখন বৈরাজ পুরুষ স্বীয় উপাধি বিরাটকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্ধন শূন্য অলাতাবশিষ্ট অগ্নির ন্যায় সূক্ষ্ম অব্যক্তে প্রবেশ করিবে। (১২) পৃথিবী সম্বর্ত্তক বায়ু দ্বারা হৃত গন্ধা হইয়া জলে বিলীন হইবে এবং জল হৃত রস হইয়া জ্যোতিতে কল্পিত হইবে। (১৩) অন্ধকারে হৃত রূপ হইয়া জ্যোতি বায়ুতে লীন হইবে এবং অবকাশ দ্বারা হৃত স্পর্শ বায়ুও আকাশে প্রবিষ্ট হইবে। (১৪) পরে কাল কর্ত্তৃক হৃত গুণ আকাশও তামস অহ-ঙ্কার রূপ আত্মাতে লীন হইবে। (১৫) হে রাজন্! ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি, ইঁহারা বৈকারিক গুণের সহিত সাত্ত্বিক অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বে বিলীন হইবে। (১৬) হে রাজন্! ভগবানের এই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারিণী ত্রিগুণ মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছা করেন বলুন। (১৭)

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! অকৃতাত্ম লোকের দুস্তর এই ঐশ্বরী মায়াকে যে রূপে স্থূল বুদ্ধি লোক সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহাই বলুন। (১৮)

প্রবুদ্ধ কহিলেন, শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি, দুঃখ প্রতীকার ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্তে কর্ম্মাচরণকারী এবং মিথুনাচারী লোকদিগের কর্ম্মফলের বৈপরীত্য সন্দর্শন করিবেন। (১৯) নিত্য পীড়াদায়ক, অতিকষ্ট সাধ্য, দুর্লভ বিত্ত দ্বারা বা কর্ম্ম জন্য অতি চঞ্চল গৃহ, অপত্য, বন্ধু ও পশু দ্বারা কি তৃপ্তি সাধিত হইবে? (২০) এই রূপ কর্ম্ম জন্য সমুদায় লোককে অত্যন্ত নশ্বর বলিয়া জানিবে, আর যেমন খণ্ডমণ্ডলবর্ত্তী রাজাদিগের তুল্যের প্রতি স্পর্দ্ধা, অতিশয়ের প্রতি অসূয়া ও ধ্বংশালোচনায় ভয় হয় তদ্রূপ সমুদায় লোককেই জানিবে। (২১) এই রূপ অনিত্য দর্শি, পরম মুক্তি জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি শব্দ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞ শান্তিগুণ সম্পন্ন গুরুর নিকট গমন করিবেন (২২) এবং তথায় গিয়া, উপাসকের আত্মপ্রদ আত্মা হরি যাহাতে পরিতুষ্ট হয়েন সেইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু সেবা করত তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেক। (২৩) প্রথমতঃ মনেতে সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল সাধুসঙ্গ করিবেক, পরে হীনলোকের প্রতি দয়া, সমান লোকের সহিত মিত্রতা ও শ্রেষ্ঠলোকের সম্মান শিক্ষা করিবেক। (২৪) পরে বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, স্বধর্ম্মাচরণ, ক্ষমা, মৌনভাব, স্বশাখাধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদি সহন শিক্ষা করিবেক। (২৫) পরে আপনার ও ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা, মুক্তি, অভিমান রাহিত্য, সুলভ শুচি বল্কলাদি পরিধান, ও যে কোন প্রকারে সন্তোষ শিক্ষা করিবেক। (২৬) ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য শাস্ত্রে অনিন্দা, মন বাক্য ও কর্ম্মের নিয়ম, সত্য এবং সম দমাদি শিক্ষা করিবেক। (২৭) অদ্ভুত কর্ম্মা হরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণ সকলের শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যান এবং তাঁহারই উদ্দেশে অখিল কায়িক ব্যাপার সম্পন্ন করিবেক। (২৮) ইষ্ট চিন্তা, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, আপনার প্রিয় বস্তু, দারা, গৃহ, পুত্র, প্রাণ, এ সমুদায়ই পরমেশ্বরে নিবেদন করিবেক। (২৯) এই রূপ কৃষ্ণ ভক্ত মনুষ্যের সহিত সৌহৃদ্যভাব ও স্থাবর জঙ্গমে পরিচর্য্যা, বিশেষতঃ লোক বা সাধু কিম্বা মহৎ ব্যক্তির সহিত সাধুভাব শিক্ষা করিবেক। (৩০) পবিত্র ভগবদ্যশের পরস্পর কথোপকথন; পরস্পর প্রণয়, সন্তোষ, ও দুঃখ নিবৃত্তি শিক্ষা করিবেক। (৩১) পাপাপনোদক হরিকে পরস্পর স্মরণ করিবেক ও অন্যকে স্মরণ করিয়া দিবেক এবং সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তি দ্বারা পুলকিত শরীর ধারণ করিবেক। (৩২) কখন কৃষ্ণচিন্তায় রোদন করিবেক, কখন হাস্য করিবেক, কখন আহ্লাদিত হইবেক, কখন অলৌকিক বাক্য বলিবেক, কখন নৃত্য, কখন গীত, কখন কৃষ্ণানুশীলন, কখন নির্ব্বৃত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবেক। (৩৩) এই রূপ ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করতঃ তদুৎপন্ন ভক্তি সহকারে নারায়ণ পর হইয়া দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। (৩৪)

রাজা কহিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা ব্রহ্মবিদ শ্রেষ্ঠ, অতএব নারায়ণাভিধ পরমাত্মা পরব্রহ্মেতে কিরূপে নিষ্ঠা হয়, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। (৩৫)

পিপ্পলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তিকালে ও ধ্যানাদিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান, আর দেহ ইন্দ্রিয় মন ইহারা যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরম তত্ত্ব জানিবে। (৩৬) মন, বাক্য, চক্ষু, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল ইহাকে গ্রহণ

করিতে সমর্থ হয় না। যেমন স্বীয় অংশ ভূত বিস্ফুলিঙ্গ সকল অগ্নিকে দাহ বা 'প্রকাশ করিতে পারে না তাহার ন্যায়। যিনি স্তিন্ন নিষেধের সমাপ্তি নাই, বাক্য তাঁহাকে অর্থোক্ত রূপে তন্ন তন্ন করিয়া ব্যক্ত করে, সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। (৩৭) সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান রূপে উক্ত হয়েন, পরে তিনিই জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি দ্বারা মহান্ বলিয়া উক্ত হয়েন, তৎপরে অহঙ্কারাত্মক জীব রূপে কথিত হয়েন, অনন্তর দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সুখাদি রূপে প্রকাশিত হয়েন, যেহেতু সেই উরুশক্তি ব্রহ্মই কার্য্য কারণ এবং তদুভয়েরও কারণ হয়েন। (৩৮) পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নাই, যেহেতু তিনি জন্ম বিনাশশালী বস্তুর দ্রষ্টা মাত্র, এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্ষয়োদয় রহিত জ্ঞান মাত্র। যেমন একমাত্র নিত্য জ্ঞান ইন্দ্রিয় বলে বিকল্পিত হয়েন কিন্তু তন্মধ্যে থাকিয়াও প্রাণ অবিকারী হয়েন তাহার ন্যায়। (৩৯) যেমন অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, এই চতুর্ব্বিধ জীব শরীরে অবিকারী রূপে প্রাণ অনুবৃত্ত হয়েন, তদ্রূপ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার বিলীন হইলে বিকার হেতু লিঙ্গ শরীরের আশ্রয়াভাবে কূটস্থ অবিকারী থাকেন, এবং সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলে অনুস্মৃতি হয়। (৪০) যে সময় লোকে ভক্তি সহকারে পদ্মনাভের চরণানুসেবা দ্বারা গুণ কর্ম্মজনিত চিত্তমল প্রক্ষালিত করে, তখন নির্ম্মল চক্ষুর নিকটে সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্ম তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয়েন। (৪১)

রাজা কহিলেন, যে কর্ম্ম যোগদ্বারা পুরুষ সংস্কৃত ও আশু কর্ম্ম বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরম নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করেন, তাহাই আপনারা বলুন। (৪২) আর পূর্ব্বে আমার পিতা ইক্ষ্বাকুর সমক্ষে ব্রহ্মপুত্র ঋষিদিগের নিকটে আমা কর্ত্তৃক এই রূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কিন্তু ঋষিরা তাহার উত্তর দেন নাই বা কেন তাহার কারণও ব্যক্ত করুন। (৪৩)

আবির্হোত্র কহিলেন, বিহিত, অবিহিত ও নিষিদ্ধ, এই তিন প্রকার কর্ম্ম কেবল বেদ বাদমাত্র, লৌকিক নহে, কিন্তু বেদ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, সুতরাং তাহাতে দেবতারাও মুগ্ধ হয়েন, অন্যের কথা আর কি বলিব, অতএব তখন তুমি বালক প্রযুক্ত ঋষিরা উত্তর দেন নাই। (৪৪) এক প্রকার অর্থ অন্য প্রকার করিয়া বলার নাম পরোক্ষ বাদ। অতএব যেমন পিতা খণ্ড লড্ডুকের প্রলোভন দেখাইয়া বালককে ঔষধ ভক্ষণ করান, তদ্রূপ বালকদিগের অনুশাসন স্বরূপ এই বেদ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির নিমিত্তে পরোক্ষ বাদে কর্ম্ম সকল বিধান করেন। (৪৫) যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় প্রযুক্ত অজ্ঞ হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ না করে, সে ব্যক্তি বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান রূপ অধর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনর্জ্জন্ম মরণ রূপ মৃত্যু পাশে বদ্ধ হয়। (৪৬) আর যে ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করত নিঃসঙ্গ হইয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনিই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। ফলশ্রুতি কেবল প্ররোচনার্থ মাত্র। (৪৭) যে ব্যক্তি সহসা আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি বেদ বিধানের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধির সমুচ্চয় করিয়া তদনুসারে কেশবের পরিচর্য্যা করিবেন। (৪৮) আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহাহইতে আগমার্থ অবগত হইয়া স্বীয় অভিমতানুসারে মহাপুরুষের মূর্ত্তি বিশেষের অর্চ্চনা করিবেক। (৪৯) শুদ্ধ চিত্ত হইয়া মূর্ত্তি বিশেষের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়াম ও ভূত শুদ্ধি দ্বারা স্বীয় দেহ সংশোধন করত ন্যাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া হরির অর্চ্চনা করিবেক। (৫০) অর্চ্চনার পূর্ব্বে

যথালব্ধ উপচার সহকারে বস্ত্রাদি শোধন দ্বারা পুষ্পাদি দ্রব্য, সম্মার্জ্জনাদি দ্বারা ভূমি, অব্যগ্রতা দ্বারা আত্মা, অনুলেপনাদি দ্বারা স্বীয় শরীরকে অর্চ্চনা কার্য্যের যোগ্য করিয়া এবং আসনে জল প্রোক্ষণ করিয়া। (৫১) পাদ্যাদি কল্পনা পূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করত সমাহিত চিত্তে অঙ্গন্যাস করন্যাস সহকারে মূল মন্ত্রযোগে অর্চ্চনা করিবেক। (৫২) সাঙ্গোপাঙ্গ ও পার্ষদ সহিত অভিমত সেই সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় মন্ত্র দ্বারা পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নানীয় বস্ত্র ভূষণ। (৫৩) গন্ধ মাল্য দূর্ব্বা পুষ্প ধূপ দীপ ও নানা উপহার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করত বিধিবৎ স্তব করিয়া হরিকে নমস্কার করিবেক (৫৪) আপনাকে তন্ময় রূপে ধ্যান করত হরি মূর্ত্তি পূজা করিবেক। পরে মস্তকে নির্ম্মাল্য লইয়া সৎকার পূর্ব্বক দেবতা মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করত পূজা সমাপন করিবেক। (৫৫) যে ব্যক্তি এইরূপ তান্ত্রিক কর্ম্মযোগানুসারে অগ্নি বা সূর্য্য বা জল বা অতিথি অথবা স্বীয় হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তিনি অচিরাৎ মুক্তি লাভ করেন। (৫৬)

ইতি একাদশস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

জয়ন্তীনন্দন দ্রবিড়সত্তম কর্ত্তৃক অবতার ঘটিত কার্য্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর।

রাজা কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীনরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে যে জন্মে যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, আপনারা তাহাই আমাকে বলুন। (১)

দ্রবিড় কহিলেন, হে রাজন্! যে ব্যক্তি এই অনন্তদেবের অনন্ত গুণ সকলের সংখ্যা করিতে ইচ্ছা করে, সে অতি অদূরদর্শী। কোন মহামতি ব্যক্তি যদিও কখন পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করিতে সমর্থ হয়েন, তথাপি অখিল শক্তি ঈশ্বরের অনন্ত গুণের সংখ্যা হয় না। (২) স্বসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করতঃ অংশরূপে তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক আদিদেব নারায়ণ পুরুষ সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছেন। (৩) যাঁহার শরীরেতে এই ভুবন ত্রয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণিগণের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়াছে, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, যাঁহার নিশ্বাসে বল বীর্য্য ক্রিয়া সাধিত হয়, তিনিই সত্ত্ব রজ তমোগুণ দ্বারা জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের আদি কর্ত্তা। (৪) এই জগতের সৃষ্টি কার্য্যের নিমিত্তে যাঁহার রজোগুণ দ্বারা প্রথমত ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন, ইহার পালনের নিমিত্তে যাঁহার সত্ত্বগুণ হইতে যজ্ঞ ফলদাতা ও দ্বিজ ধর্ম্মপালক বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইহার নাশের জন্য যাঁহার তমোগুণ হইতে রুদ্র আবির্ভূত হয়েন, এই রূপে পরম্পরায় যাঁহা হইতে প্রজাগণের সতত সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ হয়, তিনিই আদ্য পুরুষ। (৫) ধর্ম্মের ভার্য্যা দক্ষদুহিতা মূর্ত্তির গর্ভে প্রশান্ত ঋষি প্রবর নরনারায়ণ রূপ মূর্ত্তিদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই মহর্ষি নিষেবিত মূর্ত্তিদ্বয় নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বলিয়াছেন, এবং অদ্যাপি কর্ম্মাচরণ করিতেছেন। (৬) সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের কর্ম্মসাধন দেখিয়া ইন্দ্র মনে করিলেন যে আমার পদ গ্রহণ করিবার নিমিত্তে এই অনুষ্ঠান করিতেছেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার তপোনাশের নিমিত্তে কামদেবকে নিয়োগ করিলেন। কাম-

দেব স্বীয়গণের সহিত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহিমা না জানাতে, অপ্সরোগণ, বসন্ত, সুমন্দ বায়ু, ও স্ত্রী প্রেক্ষণরূপ বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। (৭) গর্ব্বরহিত আদিদেব, ইন্দ্রকৃত অপরাধ জানিতে পারিয়াও হাস্য করিয়া শাপভয়ে কম্পমান কামগণের প্রতি কহিলেন, হে বিভো মদন! হে মারুত! হে দেববধূগণ! তোমরা ভয় পাইও না, আমারদিগের নিকটে আতিথ্য গ্রহণ কর, এই আশ্রম শূন্য করিয়া যাইও না। (৮) হে নরদেব! সেই দেবগণ অভয়প্রদ নারায়ণ কর্ত্তৃক এই রূপে অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোমুখে বিনয় বচনে তাঁহাকে কহিলেন, হে বিভো! মায়াতীত, অবিকৃত, ও আত্মারাম ধীরগণ-পরিসেবিত যে তুমি, তোমার কিছুই বিচিত্র নহে। (৯) যাঁহারা তোমার সেবা করেন, সুতরাং তাঁহারা স্বীয় স্থান অতিক্রম করিয়া তোমার পরম পদে গমন করেন, অতএব তাঁহাদিগেরই দেবকৃত বহু বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা, আর যিনি যজ্ঞে যথাযোগ্য বলি প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার বিঘ্ন করেন না, কিন্তু তুমি যাঁহার রক্ষিতা তিনি সর্ব্ব বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করেন। (১০) কোন কোন ব্যক্তি অপার জলধিরূপ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতোষ্ণাদি, প্রাণবায়ু, জিহ্বার ভোগ ও ইন্দ্রিয় ভোগ স্বরূপ আমারদিগের অধীনতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও বিফল ক্রোধের বশীভূত প্রযুক্ত গোষ্পদে নিমগ্ন হয়, দুশ্চর তপস্যাও বৃথা পরিত্যাগ করে। (১১)

পরে বিভু নারায়ণ এই রূপে স্তবকারী সেই দেবতাদিগের দর্প শান্তির নিমিত্তে তাঁহারদিগকে অদ্ভুত দর্শন সমলঙ্কৃত শুশ্রূষা তৎপর যোগ বিনির্ম্মিত স্ত্রীগণদর্শন করাইলেন। (১২) তখন সেই দেবানুচরেরা লক্ষ্মীর ন্যায় রূপ সম্পন্না স্ত্রীগণকে দেখিয়া এবং তাঁহারদিগের রূপৌদার্য্যে শ্রীহীন হইয়া পরিমলগন্ধে মুহ্যমান হইলেন। (১৩) তখন দেবদেব নারায়ণ হাস্য করিতে করিতে তাঁহারদিগকে কহিলেন, এই স্বর্গ ভূষণ স্বরূপ স্ত্রীগণের মধ্যে সমানবর্ণ দেখিয়া একটী প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করি। (১৪) পরে সেই সুরবন্দীগণ তদাদেশানুসারে প্রার্থনা পূর্ব্বক উর্ব্বশী নামক অপ্সরাকে লাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উর্ব্বশী সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। (১৫) অনন্তর তাহারা ইন্দ্র সভায় গিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক সকল দেবতার সমক্ষে নারায়ণের বল বিষয় বর্ণন করিলেন, ইন্দ্র তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইলেন। (১৬) জগতের মঙ্গলের নিমিত্তে হংসরূপী অচ্যুত বিষ্ণু অংশ রূপে অবতীর্ণ হইয়া দত্তাত্রেয়কে আত্ম যোগ বলিয়াছিলেন, এবং দত্তাত্রেয় কুমারকে, কুমার সনকাদিকে, সনকাদি আমার পিতা ঋষভকে বলিয়াছিলেন। এবং হয়গ্রীবাবতারে মধুহন্তা সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক পাতাল হইতে বেদ উদ্ধৃত হয়। (১৭) মৎস্যাবতারে মনু, পৃথিবী, ও ওষধি সকলকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, বরাহাবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করত দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন, কূর্ম্মাবতারে অমৃত মথনে পৃষ্ঠদেশে মন্দর গিরি ধারণ ও ভয়ার্ত্ত প্রপন্ন গজেন্দ্রকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। (১৮) নৃসিংহাবতারে গোষ্পদে নিপতিত স্তবকারী বালিখিল্য ঋষিগণকে রক্ষা করেন, ও বৃত্রাসুর বধে ব্রহ্মহত্যাপাপে নিপতিত ইন্দ্রকে উদ্ধার করেন, এবং অসুর গৃহে নিরুদ্ধা অনাথা দেবস্ত্রীগণকে মোচন করেন, আর সাধুদিগের অভয়ের নিমিত্তে অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। (১৯) সর্ব্ব মন্বন্তরে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদিগের নিমিত্তে দৈত্যপতিকে নাশ করিয়া ত্রিভুবন পালন করেন। বামনাব-

তারে বলিরাজ হইতে যাচ্ঞাচ্ছলে এই পৃথিবী হরণ করত পুনর্ব্বার তাঁহাকেই প্রদান করেন। (২০) পরশুরামাবতারে হৈহয় কুল নাশের অগ্নিস্বরূপ ভৃগুপুত্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিসপ্তবার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। রামাবতারে লঙ্কাপুরীস্থিত দশাননকে বিনাশ করত সমুদ্র বন্ধন করেন, লোকমলঘ্ন কীর্ত্তি সেই সীতাপতি রামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন। (২১) সেই অজন্মা পুরুষ ভূমির ভারাবতারের নিমিত্তে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাদিগেরও দুষ্কর কার্য্য করিবেন ও যজ্ঞানর্হ অথচ যজ্ঞকারী দৈত্যগণকে অহিংসাবাদে বিমোহিত করিবেন এবং অন্তে কলিযুগে জবন প্রায় রাজাদিগকে হনন করিবেন। (২২) হে মহাভুজ! সেই ভূরিযশা জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ভূরি ভূরি জন্ম ও কর্ম্ম বর্ণিত আছে। (২৩)

ইতি একাদশস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুগে যুগে ভক্তিহীন কনিষ্ঠাধিকারিদিগের নিষ্ঠা ও উপযুক্ত বিষ্ণু পূজা বিধি কি, এই প্রশ্নের উত্তর।

রাজা কহিলেন, হে আত্মবিত্তম ঋষিগণ! লোকে প্রায় ভগবান হরির আরাধনা করে না, অতএব সেই অজিতাত্মা অশান্তকাম লোকদিগের গতি কি হইবে। (১)

চমস কহিলেন, সেই আদি পুরুষের মুখ বাহু উরু পাদ হইতে ব্রহ্মচার্য্যাদি আশ্রম সহিত গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বিপ্রাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। (২) সেই বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মপ্রভব ঈশ্বর পুরুষকে নাজানিয়া অন্য ভজনা না করে কিম্বা যাহারা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। (৩) যে সকল স্ত্রীশূদ্রাদির সম্বন্ধে হরিকথা বা অচ্যুত কীর্ত্তন দূর পরাহত, তাহারা ভবদ্বিধ লোকের অনুগ্রহ পাত্র। (৪) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য, ইহাঁরা উপনয়ন বেদাধ্যয়ন রূপ শ্রৌত জন্ম দ্বারা হরি পাদ পদ্মের নিকট সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াও বেদের অর্থবাদে মুগ্ধ হয়েন। (৫) কর্ম্মাকুশল, অজ্ঞান, অনম্র, মূর্খ, অথচ পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় সেই লোক সকল আহার বিহারাদি যে মধুর বাক্যে আপনারা উল্লাসিত হয়, তাহাই বলিয়া থাকে। (৬) এবং রজোগুণ প্রভাবে অভিচার রত, কামুক, সর্পের ন্যায় ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মাভিমানী, পাপাত্মা লোকে অচ্যুত প্রিয় সাধুদিগকে দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকে। (৭) এবং মিথুন সুখ বিশিষ্ট গৃহে বসিয়া স্ত্রীগণের উপাসনা করত পরস্পর কামভোগের বিষয়ই জল্পনা করে ও অন্নদান বা দক্ষিণা বিধান ব্যতিরেকে অজ্ঞতাবশত বৃথা যজ্ঞ করিয়া ভোগের নিমিত্তে তাহাতে অনর্থক পশু বধ করে। (৮) আর সেই খল স্বভাব লোকেরা ধন সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, পরিবার, বিদ্যা, দান, রূপ, বল, ও কর্ম্মদ্বারা জাত গর্ব্বে অন্ধ হইয়া হরিপ্রিয় সাধুদিগের এবং ঈশ্বরের অপমান করে। (৯) সেই মূর্খ লোকেরা আকাশের ন্যায় সর্ব্ব প্রাণিতে সর্ব্বদা অবস্থিত ও বেদোপগীত অভীষ্ট ঈশ্বর আত্মাকে শ্রবণেও আলোচনা করে না, কেবল বাক্যেতে স্বীয় স্বীয় মনোরথ জল্পনা করে। (১০) লোকেতে স্ত্রীসংসর্গ, আমিষ ভক্ষণ ও মদ্যসেবা এস্ যুদ্ধার

প্রাণিগণের রাগপ্রাপ্ত বিষয় সুতরাং এসকলেতে বিধি প্রেরণা নাই, অতএব তাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যে বিবাহিত স্ত্রীসংসর্গ, যজ্ঞেতে আমিষ ব্যবহার, সুরাগ্রহ নামক কর্ম্মেই মদ্য সেবা। কিন্তু তাহাহইতে নিবৃত্ত হওয়াই সকল অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কল্প। (১১) ধন যদি কেবল ধর্ম্ম সাধন মাত্রে প্রযুক্ত হয় তবে তাহাহইতেই পরোক্ষ জ্ঞান সহিত অপরোক্ষ জ্ঞান ও নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। দেহাদি সাধনার্থ এই রূপ ধনে ধনী হইলেও দুরন্ত বীর্য্য মৃত্যুকে দর্শন করিতে হয় না। (১২) কর্ম্ম বিশেষে মদ্যের যে আঘ্রাণ, তাহাই ভক্ষণ রূপে বিহিত, দেবতোদ্দেশে যে পশু বধ তাহাই বিহিত, কিন্তু হিংসা নহে, ও প্রজার নিমিত্তে যে স্ত্রীসংসর্গ তাহা বিহিত কিন্তু রতির নিমিত্তে নহে। এইসকলকে বিশুদ্ধ করিয়া জানিবে কিন্তু স্বধর্ম্ম বলিয়া জানিবে না। (১৩) যে সকল অসৎ অথচ সাধু অভিমানী মূঢ় ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত দোষ নাজানিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে পশুহনন করে, সেই সকল হত পশু পরলোকে গিয়া সেই হন্তাদিগকে ভক্ষণ করে। (১৪) যাহারা পরকারের ব্যভিচারাদি দ্বারা ঈশ্বর পরমাত্মা হরির বিদ্বেষ করিয়া থাকে, তাহারা স্বীয় শরীরে ও পুত্রাদিতে স্নেহ বন্ধন পূর্ব্বক অধঃপতিত হয়। (১৫) যাহারা ধর্ম্মার্থকাম তৎপর ও উপশান্তি রহিত, কিন্তু মূঢ়ত্ব হইতে অতীত অথচ অপ্রাপ্ত কৈবল্য, তাহারাই দোষারোপ দ্বারা আত্মাকে হনন করে। (১৬) অতএব সেই আত্মঘাতী, অশান্ত, ও কাল সহকারে বিফল মনোরথ, অকৃত কৃত্য লোক সকল কর্ম্মেতে জ্ঞান মনে করিয়া অবসন্ন হয়। (১৭) সেই সকল বাসুদেব পরাঙ্মুখ ব্যক্তি আত্ম মায়া রচিত গৃহ, পুত্র বন্ধু, ধন পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্ধতম মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। (১৮)

রাজা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! সেই ভগবান কোন্ কালে কিরূপ বর্ণে কিরূপ আকারে অবতীর্ণ হয়েন, এবং কি কি নামে ও কোন বিধি অনুসারে মনুষ্যেরা তাঁহাকে পূজা করেন, তাহা বল। (১৯)

করভাজন কহিলেন, সত্য, ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে কেশব নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকারে অবতীর্ণ হইয়া নানা বিধি দ্বারা উপাসিত হয়েন। (২০) সত্যযুগে শুক্ল বর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কলাম্বর, দণ্ড কমণ্ডলু ও কৃষ্ণাজিন যজ্ঞসূত্র ও মালাধারী, ব্রহ্মচারী বেশে অবতীর্ণ হয়েন। (২১) তৎকালে মনুষ্য সকল শান্ত নির্ব্বিরোধী সমহৃদয় হইয়া তপস্যা ও শমদমাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতেন। এবং হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, অব্যক্ত পুরুষ, ও পরমাত্মা, তাঁহার এই সকল নাম কীর্ত্তন করিতেন। (২২) ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, মেখলাত্রয় ধারী, পিঙ্গল কেশ, দেবশরীর ও স্রুক স্রুবাদি উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তি রূপে অবতীর্ণ হয়েন। (২৩) তখন ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী মনুষ্যেরা সর্ব্ব দেবাত্মক সেই হরিকে ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পূজা করিতেন। (২৪) এবং বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিপুত্র, সর্ব্বদেবময়, উরুক্রম, কামবর্ষী, জয়ন্ত ও উরুগায় এই নামে কীর্ত্তিত হয়েন। (২৫) দ্বাপরযুগে অতসী কুসুমবৎ পীতবর্ণ, পীতবাস, চক্রাদিধারী ও শ্রীবৎসাদি অঙ্কিত চিহ্নে লক্ষিত রূপে অবতীর্ণ হয়েন। (২৬) হে নৃপ! সে সময়ে পরম জিজ্ঞাসু মনুষ্যেরা বেদ ও তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম দ্বারা মহারাজোপলক্ষিত পুরুষের উপাসনা করিতেন। (২৭) এবং বাসুদেবকে নমস্কার ও সঙ্কর্ষণকে নমস্কার এবং ভগবান্ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার, নারায়ণ ঋষি, মহাত্মা পুরুষ বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর, সর্ব্বভূতাত্মাকে নমস্কার।

দ্বাপরের পৃথিবীপতিরা জগদীশ্বরের স্তব করিতেন। (২৮) কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া যে রূপে নানা তন্ত্র বিধানে পূজিত হয়েন, তাহা শ্রবণ করুন। (২৯) কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্র নীলমণি জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সাঙ্গোপাঙ্গ ও পার্ষদ সহিত অবতীর্ণ হয়েন। তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন। (৩০) এবং এই রূপে স্তব করেন, হে প্রণতপাল মহাপুরুষ! ধ্যানযোগ্য, পরিভবনাশক, অভীষ্ট-পূরক, তীর্থাশ্রয়, শিব বিরিঞ্চিনুত, শরণ্য, অনুগত প্রতিপালক, ভবসমুদ্র তরণীরূপ তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। (৩১) হে মহাপুরুষ! তুমি দেবতাভিলষিত দুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া পিতার বাক্যানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছিলে, এবং দয়িতা কর্ত্তৃক ঈপ্সিত মায়ামৃগের অনুশরণ করিয়াছিলে, অতএব তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। (৩২) হে রাজন্! এই প্রকার যুগের অনুরূপ নাম রূপ দ্বারা যুগাবতীর্ণ মনুষ্যেরা মুক্তিদাতা ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। (৩৩) সারভাগা গুণজ্ঞ শ্রেষ্ঠ লোকেরাই কলিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, যেহেতু যে কলিযুগে কেবল নাম সংকীর্ত্তন মাত্রেই সমুদায় স্বার্থ লাভ হয়। (৩৪) সংসারে ভ্রমণকারী দেহীদিগের ইহা হইতে পরম লাভ আর কিছুই নাই, যেহেতু এই যুগে সংকীর্ত্তনমাত্রে পরম শান্তি লাভ হয় ও সংসার দুঃখ বিনষ্ট হয়। (৩৫) হে রাজন্! সত্যপ্রভৃতি যুগে উৎপন্ন প্রজারা কলিযুগে উৎপন্ন হইবার নিমিত্তে বাঞ্ছা করেন। কলিতে উৎপন্ন লোক সকল কোন কোন স্থানে অবশ্যই নারায়ণপর হইবে, কিন্তু মহারাজ! দ্রাবিড় দেশে ভূরি ভূরি নারায়ণপর লোক উৎপন্ন হইবেন। যে দ্রাবিড়ে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী, মহাপুণ্যা প্রতীচী নদী বিদ্যমান আছে। (৩৬) হে মনুজেশ্বর! যাঁহারা সেই সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহারা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া প্রায় ভগবদ্ভক্ত হয়েন। (৩৭) হে রাজন্! যে ব্যক্তি কৃত্যাকৃত্য পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি আর দেবতা ঋষি ভূত মনুষ্য বা পিতৃলোকের কিঙ্কর হয়েন না ও তাঁহারদিগের নিকটে অঋণী হয়েন। (৩৮ স্বীয় পাদমূল ভজনাকারী অন্যভাবরহিত প্রিয়ভক্ত, যদি কখন প্রমাদ বশত নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হয়েন, তাহা হইলে হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট করেন। (৩৯)

নারদ কহিলেন, মিথিলেশ্বর এই রূপ ভগবদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে উপাধ্যায়ের সহিত জয়ন্তী নন্দন মুনিগণকে বিহিত বিধানে পূজা করিলেন। (৪০) অনন্তর সিদ্ধ ঋষিগণ সর্ব্বলোক সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন এবং রাজাও ধর্ম্মানুষ্ঠান করত যথাকালে পরমগতি লাভ করিলেন। (৪১) হে মহাভাগ! তুমিও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই শুভ জনক ভগবদ্ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিঃসঙ্গ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। (৪২) যেহেতু ভগবান্ ঈশ্বর হরি তোমারদিগের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব তোমারদিগের দম্পতীর যশে এই জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। (৪৩) দর্শন আলিঙ্গন আলাপ শয্যা আসন ও ভোজনাদি দ্বারা তোমরা যে শ্রীকৃষ্ণেতে পুত্রস্নেহ করিতেছ, তাহাতেই তোমারদিগের আত্মা পবিত্র হইয়াছে। (৪৪) শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্বাদি নৃপতিগণ শত্রুভাবে শয়নাসনাদি কালে গতি বিলাস বিলোকনাদি সহকারে যাঁহার আকৃতি ধ্যান করত সালোক্য মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তের কথা আর কি কহিব। (৪৫) অতএব হে বসুদেব! সর্ব্বাত্মা মায়ামনুষ্য ভাব প্রাপ্ত, অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র জ্ঞান করিও না। (৪৬)

ভূমির ভার ভূত অসুর ও রাজন্য বর্গের হননের নিমিত্তে এবং সাধুদিগের রক্ষা সাধন ও মোক্ষ বিধানার্থ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যশ লোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। (৪৭)

শুকদেব কহিলেন, মহাভাগ বসুদেব ও ভাগ্যবতী দেবকীদেবী ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়চিত্তে আপন আপন মোহ পরিত্যাগ করিলেন। (৪৮) যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই পুণ্যজনক ইতিহাস হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি পাপ মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। (৪৯)

ইতি একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তব করত স্বীয় ধাম গমনের অনুরোধ করিলে উদ্ধব তদ্ধামে যাইবার নিমিত্তে হরির নিকট প্রার্থনা করেন।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর একদা পুত্রগণ, দেবগণ ও প্রজাপতিগণের সহিত ব্রহ্মা, ভূতগণ সহিত ভূত ভব্যেশ ভব, মরুৎগণ সহিত ভগবান্ ইন্দ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, ঋভুগণ, অঙ্গিরা, রুদ্রগণ সাধ্য দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর, কিন্নর ইহাঁরা সকলে কৃষ্ণ দর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিলেন। (১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বিগ্রহ পরিগ্রহ দ্বারা নরলোক মনোরম হইয়া লোকে সর্ব্বলোক পাপাপহ যশ বিস্তার করিতেছেন, ব্রহ্মাদির তাহাই দর্শন করিবার ইচ্ছা। (২) ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহা ঋদ্ধিতে সমৃদ্ধ ও বিভ্রাজমান দ্বারকা পুরীতে গিয়া অদ্ভুত দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। (৩) এবং স্বর্গোদ্যান সম্ভূত মাল্য দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া শৃঙ্খল বদ্ধ বিচিত্রার্থ বাক্য দ্বারা জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। (৪)

দেবগণ কহিলেন হে নাথ! বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বাক্য দ্বারা আমরা তোমার পদারবিন্দে প্রণাম করি, যেহেতু অন্তরে ভাবযুক্ত ও কর্ম্মপাশ বন্ধন মুমুক্ষু ঋষিরাও তোমাকে হৃদয়ে চিন্তা করেন। (৫) হে অজিত! তুমি মায়া গুণে বর্ত্তমান হইয়া ত্রিগুণ মায়া দ্বারা এই দুর্বিভাব্য মহদাদি প্রপঞ্চকে স্বীয় আত্মাতে সৃষ্টি স্থিতি নাশ করিতেছ, অথচ তুমি সে সকল কর্ম্মে লিপ্ত হও না, যেহেতু তুমি অব্যবহিত স্বীয় সুখে সর্ব্বদা অভিরত এবং অনবদ্য। (৬) হে স্তবনীয় শ্রেষ্ঠ! তোমার যশোরাশি শ্রবণে প্রবৃদ্ধ শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুদিগের যে রূপ চিত্ত শুদ্ধি হয়, বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া দ্বারাও সংসারিদিগের তদ্রূপ হয় না। (৭) তোমার পাদপদ্ম আমারদিগের বিষয় বাসনা নাশের ধূমকেতু স্বরূপ হউক। মুনিবর মুক্তির নিমিত্তে যাহাকে আর্দ্র হৃদয়ে বহন করেন, ও ভক্তেরা সমবিভূতির নিমিত্তে যাঁহাকে বাসুদেবাদিব্যূহে অর্চ্চনা করেন, এবং জ্ঞানিরা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির নিমিত্তে যাঁহাকে ত্রিকালে অর্চ্চনা করেন। (৮) হে ঈশ! যাজ্ঞিকেরা প্রযতপাণি হইয়া হবির্গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রয়ী নিরুক্ত বিধি দ্বারা যাঁহাকে যজ্ঞাগ্নিতে চিন্তা করেন, ও যোগিরা আত্ম মায়া বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া অধ্যাত্ম যোগ বিষয়ে যাঁহাকে ধ্যান করেন, এবং মুক্ত পুরুষ পরম ভাগবতদিগের যিনি পূজনীয়। (৯) হে বিভো! সপত্নীর ন্যায় স্পর্দ্ধমানা এই ভগবতী লক্ষ্মীকেও অনাদর করিয়া যে তুমি এই ভক্তার্পিত পর্য্যুষিত বনমালা ও সম্প্রণিত অর্হণ জ্ঞান করিয়া গ্রহণ কর, সেই তোমার পাদপদ্ম আমা-

দিগের অশুভ নাশের নিমিত্তে ধূমকেতু স্বরূপ হউক। (১০) হে ভূমন্! তোমার যে পাদপদ্ম বলি রাজকে বন্ধনের সময় ত্রিবিক্রম যুক্ত কেতু স্বরূপ হইয়াছিল, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা তাহার পতাকা স্বরূপ, এবং তাহা অসুর ও দেবতাগণের সৈন্যদিগের ভয় ও অভয় জনক আর সাধুদিগের স্বর্গ ও অসাধুদিগের অধোগমনের নিমিত্তে। হে ভগবন্! আমরা সেই পাদপদ্মের সেবা করিতেছি, তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। (১১) কালরূপী প্রকৃতি পুরুষের পর পুরুষোত্তম যে তুমি, ব্রহ্মাদি স্তম্ব-পর্য্যন্ত প্রাণিগণ বিদ্ধ--নাশিক রজ্জু বদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় তোমার বশতাপন্ন হইয়া যুদ্ধাদি দ্বারা পরস্পর পীড়িত হইতেছে, অতএব তোমার পাদপদ্ম আমারদিগের মঙ্গল বিধান করুন্। (১২) যেহেতু শাস্ত্রে তোমাকে অব্যক্ত জীব ও মহতেরও নিয়ন্তা বলিয়াছেন, অতএব তুমিই এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশের হেতু, এবং অখিলের অপচয়ের নিমিত্ত গভীর বেগবান্, চাতুর্ম্মাস্যত্রয় রূপ নাভিত্রয়বিশিষ্ট কালচক্র রূপে তুমিই প্রবৃত্ত হইয়া থাক, অতএব তুমিই উত্তম পুরুষ। (১৩) অমোঘবীর্য্য পুরুষ, তোমা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে মায়া দ্বারা গর্ভ ধারণের ন্যায় মহৎকে ধারণ করেন, সেই মহান্ তোমাতে অনুগত হইয়া সেই মায়া দ্বারা আত্মা হইতে বহিরাবরণোপেত হেমময় অণ্ড সৃষ্টি করেন। (১৪) হে হৃষীকপতি! যেহেতু মায়া হইতে উৎপন্ন গুণ বিকার দ্বারা উপনীত অর্থ সকলেতে যুক্ত হইয়াও তুমি তাহাতে লিপ্ত নহ, সেই হেতু তুমিই স্থাবর জঙ্গমের অধীশ্বর, কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্য লোকে স্বয়ং বিষয়ে লিপ্ত হইয়া ভীত হয়। (১৫) ষোড়শ সহস্র পত্নীগণ মন্দ মন্দ হাস্য ও অবলোকনেতে দর্শিত ভাব ও হরণশীল ভ্রূমণ্ডল দ্বারা প্রেরিত সুরত মন্ত্র বিষয়ে প্রাগলভ্য বিশিষ্ট অনঙ্গ বাণদ্বারা ও কামকলা দ্বারা যাঁহার মনের বিকার জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। (১৬) তোমার অমৃত কথা রূপ স্রোতোবাহিণী কীর্ত্তি ও পাদাবনেজন জনিত সরিৎ এ উভয়ে ত্রৈলোক্যের পাপ নাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহার মধ্যে বেদবিহিত কীর্ত্তিরূপ তীর্থ শ্রবণ দ্বারা ও অঙ্ঘ্রিজ তীর্থ অঙ্গ সংস্পর্শদ্বারা পবিত্র করে। আশ্রমধর্ম্মস্থিত লোকেরা সে উভয় তীর্থেরই সেবা করেন। (১৭)

শুকদেব কহিলেন, দেবগণ সহিত ব্রহ্মা এইরূপে হরির স্তব করিয়া পরে অম্বর আশ্রয় পূর্ব্বক গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন। (১৮) ব্রহ্মা কহিলেন, হে অশেষাত্মন্! হে প্রভো! পূর্ব্বকালে আমরা ভূমির ভার হরণের নিমিত্তে তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে সমুদায়ই সুসম্পন্ন হইয়াছে। (১৯) সত্য সন্ধ সাধুদিগের ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং দিক দিগন্তরে সর্ব্বলোক পাপনাশিনী কীর্ত্তি বিস্তারিত রূপে সংস্থাপন করা হইয়াছে। (২০) হে বিভো! যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া অনুত্তম রূপ ধারণ পূর্ব্বক জগতের হিতের নিমিত্তে বিক্রম যুক্ত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়াছ। হে ঈশ! তোমার এই আচরিত সকল সাধু মনুষ্যেরা কলিতে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া সহসা পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে! হে পুরুষোত্তম! হে বিভো! যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পঞ্চবিংশাধিক শত বৎসর অতিবাহিত করা হইয়াছে, হে অখিলাধার! অদ্যাপি তোমার দেবকার্য্য সম্পন্ন করিতে অবশিষ্ট রহিয়াছে, আর এক্ষণে এই যদুকুলও বিপ্রশাপে

আগমন করুন, এবং লোক ও লোক পাল সহিত বৈকুণ্ঠ কিঙ্কর আমার দিগকে রক্ষা করুন। (২১)

ভগবান্ কহিলেন, হে বিবুধেশ্বর! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহা পূর্ব্বেই অবধারিত করিয়াছি, আমি তোমারদের অখিল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, এবং ভূমির ভার অবতারিত করিয়াছি। বীর্য্য শৌর্য্য যুক্ত সম্পদ দ্বারা উদ্ধত ও সর্ব্বলোক জয়েচ্ছু এই যাদব কুলকে আমি বেলা দ্বারা মহার্ণবের ন্যায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। (২২) যদি আমি এই বল দৃপ্ত বিপুল যদুকুলকে সংহার না করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ইহারা ব্যবহার সীমা লঙ্ঘন পূর্ব্বক সমুদায় লোক বিনষ্ট করিবে। (২৩) হে অনঘ! হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে বিপ্র শাপদ্বারা এই কুল নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব এতদন্তে আমি তোমার ভবন হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব। শুকদেব কহিলেন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা লোক নাথ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দ্বারকাপুরীতে এক মহোৎপাত উত্থিত হইল, এবং তাহা অবলোকন করিয়া ভগবান্ যদুবৃদ্ধ গণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে আর্য্যগণ! চারিদিকে এই সুমহৎ উৎপাত উপস্থিত হইতেছে, এবং আমারদিগের কুলে দুরত্যয় ব্রহ্ম শাপও আশ্রয় করিয়াছে। (২৪) অতএব যদি কুল রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় তবে আমার দিগের আর এখানে বসতি করা উপযুক্ত হয় না, অদ্যই মহৎ পুণ্য জনক প্রভাস তীর্থে গমন করিব আর অপেক্ষা করিব না। (২৫) দক্ষ শাপে যক্ষ্ম রোগগ্রস্ত চন্দ্র যে তীর্থে স্নান করিয়া পাপ ও রোগ হইতে মুক্তি পূর্ব্বক সদ্য কলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২৬) আমরাও সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃ দেবতার তর্পণ করত নানা গুণবান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গণকে অন্ন ভোজন করাইব। (২৭) এবং সেই সকল সৎপাত্রে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ধন দান করিয়া নৌকা দ্বারা মহার্ণব উত্তরণের ন্যায় মহৎ পাপ রাশি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

শুকদেব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যাদবগণ প্রভাস তীর্থে গমন করিবার নিমিত্তে রথ সজ্জা করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন! নিত্য অনুব্রত উদ্ধব ইহা নিরীক্ষণ করিয়া ও ভগবদুক্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং ঘোরতর উৎপাত সন্দর্শন করিয়া নিজনে গমন পূর্ব্বক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও পাদদ্বয় ধারণ করত কহিতে লাগিলেন। (২৮) উদ্ধব কহিলেন, হে দেব! হে দেবেশ! হে যোগেশ! হে পুণ্য শ্রবণকীর্ত্তন! নিশ্চয় বোধ হইতেছে তুমি এই কুল সংহারপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবে। (২৯) যেহেতু তুমি সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপের প্রতি বিধান করিতেছ না, হে কেশব! সেই জন্য ক্ষণার্দ্ধও তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না, অতএব আমাকে তোমার ধামে লইয়া যাও। হে কৃষ্ণ! কর্ণের অমৃত স্বরূপ ও পরম মঙ্গল জনক তোমার ক্রীড়া বিষয় আস্বাদন করিয়া লোকে অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করে। (৩০) তুমি আমার দিগের প্রিয়, আমারা তোমার ভক্ত, অতএব আমরা শয়ন, আসন, গমন, উপবেসন, স্নান, ক্রীড়া, ভোজন ও ভজন কালে কি প্রকারে তোমাকে ভুলিয়া থাকিব। (৩১) তোমার উপযুক্ত মাল্য গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজী দাস আমরা, অতএব আমরা তোমার মায়া

জয় করিতে অবশ্যই সমর্থ হইব। (৩২) শ্রমশীল উর্দ্ধরেতা দিগম্বর সন্ন্যাসিগণ শান্ত ও অমল চিত্ত হইয়া তোমার ব্রহ্মাখ্য ধামে গমন করিয়া থাকেন। (৩৩) হে মহাযোগিন্! আমরা ইহসংসারের কর্ম্ম বর্ত্মে ভ্রমণ করিয়াও তোমার ভক্ত হইয়া তোমার চরিত বর্ণন দ্বারা দুস্তর পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইব। (৩৪) আমরা তোমার গতি, হাস্য, দর্শন, ও ক্রীড়া প্রভৃতি নৃলোক বিড়ম্বিত ক্রিয়া সকল ও অমৃতায়মান বাক্য সকল স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতেছি। (৩৫)

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব কর্ত্তৃক এই রূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া একান্ত প্রিয় সেই উদ্ধবের প্রতি কহিতে লাগিলেন। (৩৬)

ইতি একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

উদ্ধবের আত্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্তে স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক অবধূত ইতিহাসোক্ত অষ্টগুরুর বিষয় বর্ণন।

ভগবান কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা সত্য, আমি তাহাই সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আর ব্রহ্মা, শিব ও লোকপাল সকলে আমার স্বর্গাভিগমন ইচ্ছা করিতেছেন। (১) পৃথিবীতে আমি অশেষ প্রকার দেবকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছি, যাহার নিমিত্তে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। (২) আর সপ্তম দিবসের পর আমার এই যদুকুল পরস্পর বিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মশাপ রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইবে এবং সমুদ্র ইহারদিগের পুরী প্লাবিত করিবে। (৩) হে সাধো! যখন আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিব, তখন ইহার আর মঙ্গল হইবে না এবং তখন অচিরাৎ কলি ইহাকে পরাজয় করিবে। (৪) অতএব হে ভদ্র! আমি এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে তুমি আর এখানকার একস্থানে বসতি করিও না। কলিযুগের লোকেরা অত্যন্ত অভদ্ররুচি হইবে। তৎকালে তুমি স্বজন বন্ধু সকলেতে স্নেহশূন্য হইয়া সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক প্রকারে আমাতে মনোনিবেশ করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিবে। (৫) মন বাক্য চক্ষু শ্রবণাদি দ্বারা এই জগতের যাহা কিছু গ্রহণ করা যায় সমুদায়ই মনোময় ও মায়ারূপে গ্রহণ করিয়া নশ্বর বলিয়া জান। (৬) গুণ দোষ বুদ্ধি বিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত চিত্ত পুরুষের কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই ভেদ জ্ঞানের বিষয় যে ভ্রম তাহাও গুণ দোষ ভাক্। (৭) অতএব সমাহিতচিত্ত ও যুক্তেন্দ্রিয় হইয়া এই জগৎকে আত্মাতে অর্পিত দেখিবে এবং সেই আত্মাকে আমাতে বিস্তৃত দেখিবে। (৮) সকল শরীরির আত্মভূত ও জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুক্ত এবং আত্মানুভবে সন্তুষ্ট হইলে আর কোন প্রকার বিঘ্নে পতিত হইবে না। (৯) গুণ দোষ বুদ্ধি হইতে অতীত মুক্ত পুরুষ যে দুষ্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হন তাহা দোষ বুদ্ধিতে নহে এবং বিহিত কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করেন, তাহাও গুণ বুদ্ধিতে নহে কিন্তু বালকের ন্যায় প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করেন। (১০) সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত ও জ্ঞান বিজ্ঞান নিশ্চয় হইয়া এই বিশ্বকে মদাত্মক রূপে দর্শন করিলে পুনর্ব্বার আর বিপদাপন্ন হইতে হয় না। (১১)

শুকদেব কহিলেন; হে নৃপ! মহাভাগবত উদ্ধব ভগবান কর্ত্তৃক এই রূপে আদিষ্ট হইয়া অচ্যুতকে প্রণাম পূর্ব্বক তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ কহিতে আরম্ভ করিলেন। (১২)

উদ্ধব কহিলেন, হে যোগেশ! হে যোগবিন্যাস! হে যোগাত্মন্! হে যোগসম্ভব! তুমি আমাকে মুক্তির নিমিত্তে যে সন্ন্যাস লক্ষণ ত্যাগ কহিলে, হে ভূমন্! তোমার অভক্ত এবং সুতরাং বিষয়াসক্ত লোকের ঐরূপ কামনা পরিত্যাগকে আমি অতি দুষ্কর বলিয়া মানি। (১৩) এইরূপ মূঢ়মতি আমি তোমার মায়া বিরচিত পুত্র পৌত্রাদি সহিত এই আত্মাতে অহং মনাভিমানে আসক্ত হইতেছি অতএব তোমা কর্ত্তৃক নিগদিত বিষয় আমি যে রূপে সহসা সাধনা করিতে পারি, হে ভগবন্! সেই রূপে এই ভৃত্যকে অনুশাসন কর। (১৪) হে ঈশ! স্বপ্রকাশ সত্য আত্মা যে তুমি, তোমা ভিন্ন আত্মোপদেশ বক্তা দেবতাদিগের মধ্যেও দেখিতে পাই না, যেহেতু বিষয়েতে অর্থ বুদ্ধি বিশিষ্ট এই ব্রহ্মাদি শরীরী মাত্রেই তোমার মায়াতে বিমোহিত রহিয়াছে। (১৫) অতএব আমি পাপে সন্তপ্ত ও অতিশয় নির্ব্বিন্ন হইয়া সেই অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসি অনবদ্য অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নরসখা নারায়ণ তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। (১৬)

ভগবান্ কহিলেন, ইহলোকে লোক তত্ত্বপরীক্ষক মনুষ্য সকল প্রায়ই আত্মা দ্বারা বিষয় বাসনা হইতে আত্মাকে সমুদ্ধৃত করিয়া থাকেন। (১৭) আত্মাই পশু-আত্মার গুরু, বিশেষতঃ পুরুষের গুরু, যেহেতু এই আত্মাই প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা মুক্তি ফল লাভ করেন। (১৮) সাংখ্যযোগ বিশারদ ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্ব শক্ত্যুপবৃংহিত আমাকে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ রূপে দর্শন করেন। (১৯) এক পদ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ ও অপদ প্রভৃতি পূর্ব্ব সৃষ্ট বহু শরীর আছে, তাহার মধ্যে পুরুষ শরীর আমার অত্যন্ত প্রিয়। (২০) পুরুষ শরীর যুক্ত লোকেরা গৃহ্যমান গুণ, রূপ, হেতু ও লিঙ্গ দ্বারা অনুমানে ইন্দ্রিয়াগোচর আমাকে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। (২১) এতদ্বিষয়ে অমিত তেজা যদু ও অবধূতের সংবাদ রূপ পুরাতন ইতিহাস কথা উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। কোন কালে ধর্ম্মবিৎ যদু অকুতোভয়ে পৃথিবী পর্য্যটমান কোন এক তরুণ কবি অবধূত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। (২২)

যদু কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি অকর্ত্তা, অথচ তুমি এই লোক বিলক্ষণা বুদ্ধি কোথায় পাইলে, তুমি জ্ঞানবান্ হইয়াও যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বালকের ন্যায় লোকে বিচরণ করিতেছ। (২৩) প্রায়ই লোক সকল আয়ু, যশ, ও সৌভাগ্য কামনায় ধর্ম্মার্থকাম ও জ্ঞান বিষয়ের চেষ্টা করে। (২৪) কিন্তু তুমি কবী ও কর্ম্মদক্ষ এবং সুন্দর ও মিতবাক্ হইয়াও জড় উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় কর্ম্মও করিতেছ না কিছু ইচ্ছাও করিতেছ না। (২৫) কাম ও লোভ রূপ দাবাগ্নি দ্বারা সমস্ত লোক দহ্যমান হইলেও তদগ্নি সংযুক্ত হইয়াও গঙ্গাজলমধ্যস্থিত হস্তীর ন্যায় উত্তপ্ত হইতেছ না। (২৬) হে ব্রহ্মন্! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিষয় বাসনা শূন্য কলত্রাদি রহিত কেবল একমাত্র তোমার আত্মাতেই এত আনন্দের কারণ কি, তাহা বল। (২৭) ভগবান্ কহিলেন, সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য সুমেধা যদু কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্রয়াবনত যদুকে সৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। (২৮)

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজন্! আমার বুদ্ধ্যুপাশ্রিত বহু গুরু আছেন, যাঁহারদিগের নিকট হইতে এই বুদ্ধি প্রাপ্তি পূর্ব্বক মুক্ত ভাবে পর্য্যটন করিতেছি, তাঁহারদিগের পরিচয় শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত,

অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, ভ্রমর, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুরর, বালক, কুমারী, শরনির্ম্মাতা, সর্প, উর্ণনাভি, ও পেশস্কৃৎ কীট। (২৯) হে রাজন্! এই চতুর্বিংশতি গুরুকে আশ্রয় করিয়া আমি শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনা আপনিই ইহারদিগের বৃত্তি শিক্ষা করিয়াছি। (৩০) হে নাহুষাত্মজ পুরুষ শ্রেষ্ঠ বদু! ইহারদিগের মধ্যে আমি যাঁহার নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। (৩১) ধীরব্যক্তি দৈব বশানুগত ভূত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও তাহা জানিয়া শুনিয়া কখন আশ্রিত সন্মার্গ হইতে বিচলিত হইবেক না, পৃথিবী হইতে আমি এই রূপ অচলব্রত শিক্ষা করিয়াছি। (৩২) সাধুব্যক্তি সর্ব্বদা পরোপকারার্থ চেষ্টা ও পরার্থে নির্জ্জনে বাস পৃথিবীর অংশ পর্ব্বত ও বৃক্ষের নিকট হইতে শিক্ষা করিবেক এবং বৃক্ষের শিষ্য হইয়া ছেদন বহনাদির ন্যায় পরাধীনত্ব শিক্ষা করিবেক। (৩৩) প্রাণ বায়ু যেমন ইন্দ্রিয় বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই কেবল আহার মাত্রে জীবিত থাকে, মুনি তদ্রূপ ইন্দ্রিয় প্রিয় বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ বৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন, যাহাতে জ্ঞান নাশ ও মন বুদ্ধি বিকীর্ণ না হয় এমত আহার করিবেক। (৩৪) যোগী ব্যক্তি নানা ধর্ম্ম বিশিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়াও গুণ দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক বায়ুর ন্যায় তাহাতে অনাসক্ত হইবেন। (৩৫) আত্মদৃক যোগী ব্যক্তি ইহলোকে পার্থিব দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক তদ্গুণ আশ্রয় করিয়াও যেমন বায়ু গন্ধের সহিত যুক্ত হয়েন তদ্রূপ তদ্গুণে যুক্ত হইবেন না। (৩৬) মুনি ব্যক্তি অন্বয় সহকারে সর্ব্বব্যাপীরূপে ব্রহ্মাত্ম ভাব দ্বারা স্থাবর জঙ্গমের অভ্যন্তর গত হইয়া আকাশের ন্যায় ব্যাপক আত্মার অসঙ্গ অব্যবচ্ছেদ্যত্ব ভাবনা করিবেক। (৩৭) আকাশ যেমন বায়ু দ্বারা বিচলিত মেঘাদি পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ পুরুষ কাল সৃষ্ট গুণ বিশেষ তেজ অপ অন্নময় ভাবের সহিত সংস্পৃষ্ট হইবে না। (৩৮) হে নৃপ, জল যেমন স্বচ্ছ, স্বভাবত স্নিগ্ধ, মধুর ও তীর্থ স্থান, মুনি ব্যক্তিও তত্তুল্য হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করিবেন। (৩৯) যুক্তাত্মা ব্যক্তি তেজস্বী ও তপস্যায় প্রদীপ্ত, অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভক্ষ হইয়াও, পাপমলে লিপ্ত হইবেন না। (৪০) মুনি ব্যক্তি অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন, বা প্রকাশিত হইয়া ও শ্রেয়োভিলাষি কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ পাপপুণ্য দগ্ধ করত দাতারা যাহা দিবেন, তাহাই ভোজন করিবেন। (৪১) অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের মধ্যে তত্তৎ স্বরূপে প্রবেশ করে, তদ্রূপ প্রভু পরমেশ্বর স্বীয় মায়াদ্বারা এই উচ্চ নীচ লক্ষণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। (৪২) যেমন কালেতে চন্দ্রের কলাসকলের হ্রাস বৃদ্ধি হয় স্বরূপত তাহা চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ সৃষ্টি অবধি মরণ পর্য্যন্ত ভাব বিকার সকল দেহেরই জানিবে, আত্মার নহে। (৪৩) যেমন স্বরূপত অগ্নির উৎপত্তি বিনাশ নাই, উৎপত্তি বিনাশ কেবল শিখার মাত্র তদ্রূপ বলবৎ বেগবান্ কালদ্বারা নিত্য উৎপত্তি বিনাশ ভূতেরই জানিবে, আত্মার নহে। (৪৪) যেমন সূর্য্য রশ্মিদ্বারা জল আকর্ষণ করত পুনর্ব্বার যথাকালে তাহা প্রদান করেন, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করত যথাকালে তাহা অর্থিগণকে প্রদান করিবেন অথচ স্বয়ং তাহার আত্মাতে আসক্ত হইবেন না। (৪৫) যেমন একমাত্র সূর্য্য জলপাত্র রূপ উপাধি ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন, তদ্রূপ স্বস্বরূপাবস্থিত আত্মা স্বরূপত অভিন্ন হইলেও স্থূলবুদ্ধিলোকে উপহিত আত্মাকে তত্তদ্রূপে ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে। (৪৬) কোথাও

কাহারও সহিত অতিশয় প্রীতি বা অত্যাসক্তি করিবেক না, যদি কেহ করেন, তবে তিনি দীনধী কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করেন। (৪৭) কোন একটী কপোত অরণ্যমধ্যে বৃক্ষোপরি নীড় নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা কপোতীর সহিত কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়াছিল। (৪৮) স্নেহবদ্ধহৃদয় গৃহধর্ম্মি সেই কপোতদ্বয় পরস্পর অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে, অঙ্গেতে অঙ্গেতে, বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে সর্ব্বদা বন্ধন করিয়াথাকিত। (৪৯) তাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া মিথুনীভাবে শয়ন, অশন, গমন, উপবেশন, কথোপকথন ও ক্রীড়াদিবিষয়ে একশরীরের ন্যায় বন রাজিতে বিচরণ করিত। (৫০) হে রাজন্! সেই কপোতী পতিকর্ত্তৃক অনুকম্পিতা ও তৃপ্তচিত্তা হইয়া যখন যাহা বাঞ্ছা করিত, অজিতেন্দ্রিয় কপোত কষ্ট স্বীকার করিয়াও তখনি তাহা আনয়ন করিয়া দিত। অনন্তর কপোতী যথাকালে প্রথম গর্ভধারণ করিল এবং স্বীয় পতির সমক্ষে নীড়মধ্যে অণ্ড সকল প্রসব করিল। (৫১) দুর্ব্বিভাব্য ঈশ্বরশক্তিপ্রভাবে যথাকালে সেই সকল অণ্ডহইতে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন কোমলাঙ্গ পক্ষ বিশিষ্ট শাবক সকল উৎপন্ন হইল। তখন পুত্রবৎসল কপোতদম্পতী প্রীতমনে তাহারদিগের পুষ্টি-সাধন করিতে লাগিল; এবং তাহারদিগের কূজিত শ্রবণ করত কলভাষিত জ্ঞানে আপনাদিগকে কৃতার্থ মানিতে লাগিল। (৫২) শাবকদিগের পক্ষস্পর্শ, কূজিত, মুখচেষ্টিত ও কায়িক ব্যাপার অনুভব করিয়া কপোত দম্পতী হৃষ্ট হইতে লাগিল। (৫৩) বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত, দীন বুদ্ধি, ও স্নেহানুবদ্ধহৃদয় কপোত দম্পতী পরস্পর পুত্রকন্যাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। একদা শাবকদিগের আহারান্বেষণার্থ কপোত কপোতী কাননে গমন করিল এবং তথায় বহু ক্ষণ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। (৫৪) এ দিকে এক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ করতঃ নীড় সমীপে চরমান কপোত শাবকদিগকে সন্দর্শন করিয়া জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহারদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিল। (৫৫) পরে প্রজাপোষণ সমুৎসুক কপোত কপোতী ভক্ষ্যদ্রব্য মুখে গ্রহণ করত স্বীয় নীড় সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল সন্তানগণ জালে সম্বৃত হইয়া রোদন করিতেছে, তাহাতে কপোতী স্নেহবশীভূত হৃদয়ে দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহারদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। (৫৬) এবং ঈশ্বর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অত্যন্ত স্নেহে ও দীনহৃদয়ে বদ্ধশাবকগণকে দেখিয়া স্মৃতি ভ্রংশ পূর্ব্বক আপনিও সেই জালে গিয়া বদ্ধ হইল। (৫৭) তখন কপোত আত্ম শরীর হইতেও অধিক প্রিয়তর সন্তানগণকে ও আত্ম সদৃশ ভার্য্যাকে জালে বদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। (৫৮) আমি অতি অকৃতপুণ্য ও দুর্ব্বুদ্ধি, আমার দুর্গতি দেখ। গৃহস্থাশ্রমে তৃপ্ত ও কৃতার্থ না হইতে হইতেই ধর্ম্মার্থসাধন গৃহাশ্রম বিনষ্ট হইল। পতিদেবতা, অনুরূপা ও অনুকূলা আমার ভার্য্যা আমাকে শূন্য গৃহে পরিত্যাগ করিয়া সাধুপুত্রদিগের সহিত কোথায় গমন করিতেছে। আমি এই শূন্য গৃহে ভার্য্যাপুত্র বিহীন হইয়া দীন ভাবে কি রূপে কি নিমিত্তে বাস করিব এবং দুঃখে নিমগ্ন হইয়া কি প্রকারেই বা জীবিত থাকিব। (৫৯) কপোত এই রূপে বহু বিলাপের পর পুত্রগণকে ও ভার্য্যাকে জালাবৃত মৃত্যুগ্রস্ত ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মোহে জ্ঞান শূন্য হইয়া আপনিও গিয়া সেই জালে পতিত হইল। পরে ক্রূর ব্যাধ সেই গৃহমেধি কপোত কপোতী ও তাহারদিগের সন্তানগণকে লাভ করিয়া জালে আচ্ছন্ন করত অভীষ্ট লাভ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিল। (৬০) যে ব্যক্তি এই রূপ কুটুম্বী, অশান্ত হৃদয় ও গৃহমেধী

হইয়া অত্যন্ত আসক্তি বশত কুটুম্ব পোষণ করে, সে এই পূর্ব্বোক্ত কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করে। (৬১) মুক্তিসাধনের বিবৃতদ্বারস্বরূপ মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই কপোতের ন্যায় গৃহাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্রে আরূঢ় চ্যুত করিয়া বলিয়াছেন। (৬২)

ইতি একাদশ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

অজগরাদি নয় জন গুরুর নিকটে অবধূত যাহা শিক্ষা করেন, অবধূত ইতিহাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত করেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজন্! স্বর্গে ও নরকে উভয়ত্রই প্রাণিদিগের ইন্দ্রিয়জনিত সুখ দুঃখ সমান, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে সুখও ইচ্ছা করিবেন না। (১) খাদ্য দ্রব্য মিষ্ট হউক বা বিরস হউক, অধিক হউক বা অল্পই হউক যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেই উদাসীন হইয়া অজগরের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিবেক। (২) নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট হইয়াও বহু দিবস শয়ন করিয়া থাকিবেক, তথাপি যদি যদৃচ্ছাক্রমে আহারীয় দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত না হয় তবে অজগরের ন্যায় দৈবগতি বিবেচনায় ধৈর্য্যবান্ হইবেক। (৩) ইন্দ্রিয় বল, মনোবল, ও শরীর বল, প্রাপ্তি পূর্ব্বক অকর্ম্মকারী শরীর লইয়া নিদ্রা শূন্য ও স্বার্থভাবনা পূর্ব্বক অজগরের ন্যায় শয়ন করিয়া থাকিবেক এবং ইন্দ্রিয় সৌষ্ঠব পাইয়াও কোন চেষ্টা করিবেক না। (৪) মুনি ব্যক্তি বাহিরে প্রসন্নভাব ও অন্তরে গম্ভীরভাব, অলক্ষ্যাভিপ্রায় প্রযুক্ত দুর্ব্বিগাহ্য অনতিক্রমণীয়, অপরিচ্ছেদ্য ও অক্ষোভ্য রূপে নিশ্চলোদক সমুদ্রের ন্যায় সকল ভাব ধারণ করিবেন। (৫) নারায়ণপরায়ণ মুনি, যেমন সমুদ্র বর্ষাকালে নদী সংযোগে প্রবৃদ্ধ বা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ সমৃদ্ধ কাম বা হীন কাম হইলেও সমৃদ্ধ বা হীন হয়েন না। (৬) অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেব মায়ারূপ স্ত্রীলোক দর্শন করিয়া এবং তদ্ভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্নিতে পতনের ন্যায় অন্ধ তমোমধ্যে পতিত হয়। (৭) মূর্খ ব্যক্তি মায়া রচিত স্ত্রী, হিরণ্যাভরণ ও বস্ত্রাদি বিষয়ে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া বুদ্ধি ভ্রংশ বশতঃ পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়। (৮) যাবৎকাল দেহ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ তৎকার্য্যের নিমিত্তে মুনি ব্যক্তি অল্প২ গ্রাস গ্রহণ করিবেন, কোন গৃহস্থের হিংসা না করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য সাধন করিবেন। (৯) যেমন ভ্রমর নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে তদ্রূপ কুশল ব্যক্তি অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করেন। (১০) মুনি ব্যক্তি ভিক্ষিত অন্নাদি পরাহ্ন বা পরদিবসের নিমিত্তে সঞ্চয় করিবেক না, পাণি মাত্র বা উদর মাত্রই পাত্র করিয়া মক্ষিকার ন্যায় অসঞ্চয়ী হইবেন। (১১) ভিক্ষুক ব্যক্তি আগামী কালের নিমিত্তে অন্ন সংগ্রহ করিবেক না, কেবল মক্ষিকার ন্যায় স্বীয় আহার সংগ্রহ করিবেক, সুতরাং তাহাতে বিনষ্ট হইবেক না। (১২) ভিক্ষু ব্যক্তি দারুময়ী যুবতীকেও পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেক না, যদি স্পর্শ করেন তবে করিণীর অঙ্গ সঙ্গত করীর ন্যায় গর্ত্তে পড়িয়া বিনষ্ট হইবেন। (১৩) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার মৃত্যু স্বরূপ কখন কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না, যদি আসক্ত হয়েন, তবে যেমন অন্য গজ কর্ত্তৃক অন্য গজ বিনষ্ট হয় তদ্রূপ বলবান্ কর্ত্তৃক হত হইবেন

(১৪) যে লুব্ধ ব্যক্তি অতি দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে অথচ দান বা ভোগ না করে, তাহার সঞ্চিত ধন অন্য লোকে আসিয়া ভোগ করে, যেমন মক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে কিন্তু অন্য লোকে আসিয়া তাহা গ্রহণ করে তদ্রূপ। (১৫) গৃহমেধি ও স্বীয় কল্যাণেচ্ছু গৃহীদিগের দুঃখোপার্জিত বিত্ত মধুমক্ষিকার ন্যায় যতি ব্যক্তি অগ্রে ভোজন করিবেন। (১৬) যতি ব্যক্তি বনচর হইয়া কখন আর গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিবেন না, লুব্ধকের গীত শ্রবণে মোহিত ও বদ্ধ হরিণের নিকট হইতে তদুপদেশ শিক্ষা করিবেক। (১৭) হরিণীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ বারাঙ্গনাগণের গ্রাম্য নৃত্যগীত বাদ্যাদি শ্রবণ করত তাহাদিগের ক্রীড়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বশীভূত হইয়াছিলেন। (১৮) অসদ্বদ্ধি লোকেরা অতিশয় প্রমাথিনী রসনা দ্বারা রস বিষয়ে বিমুগ্ধ হইবে না, যদি মুগ্ধ হয়, তবে বড়িশ বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইবে। (১৯) নিরাহার মনীষিগণ সহসা রসনা ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করিতে পারেন, যেহেতু নিরাহার ব্যক্তির রসনাই প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু পুরুষ যত দিন রসনা জয় না করিয়া অন্য সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করেন তখনও তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না, পরে রসনা জিত হইলে সকল ইন্দ্রিয়ই পরাজিত হয়। (২০)

পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত, হে নৃপনন্দন আমি তাহার নিকট হইতে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। (২১) একদা সেই স্বৈরিণী পথিক কান্তকে স্বীয় রতি গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্তে উত্তম বেশ ভূষা ধারণ করতঃ সায়ংকালে পুরদ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (২২) হে পুরুষর্ষভ! পরে সেই অর্থলোভী স্বৈরিণী পথমধ্যে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া এক এক করিয়া সকলের প্রতিই ইনিই বিত্তবান্ ইনিই আমাকে অনেক অর্থ দিবেন এই রূপ মনে করিতে লাগিল। (২৩) সেই সঙ্কেতোপজীবিনী বেশ্যা এই রূপ সকলকে গমনাগমন করিতে ও স্বীয় গৃহে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল অন্য কোন ধনবান্ ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বহু ধন দান পূর্ব্বক ভজনা করিবে। (২৪) পিঙ্গলা এইরূপ দুরাশা বশতঃ দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রাশূন্য হইয়া প্রবিষ্ট ও নির্গত হইতে হইতেই অধিক রাত্রি হইয়া উঠিল। (২৫) পরে ধনাশায় শুষ্কবদনা ও দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার সুখাবহ চিন্তা হেতু বৈরাগ্য আসিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। (২৬) তৎকালে সেই পিঙ্গলা যাহা কহিয়াছিল তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। (২৭) হে রাজন্! যেহেতু বৈরাগ্য, পুরুষদিগের আশাপাশের ছেত্তা অতএব অজাত বৈরাগ্য ব্যক্তির আশাপাশ চ্ছেদন হইবার আর উপায় নাই। (২৮)

পিঙ্গলা কহিল, আহা! আমি কি বিবেক শূন্য, আমার কি বিস্তৃত মোহ, আমি কি অজিতাত্মা, যেহেতু আমি মুর্খের ন্যায় অতি তুচ্ছ কান্তের নিকট হইতে কাম্য বিষয় কামনা করিতেছি। (২৯) আহা! আমি অন্তরে রমমাণ রতি প্রদ ও বিত্ত প্রদ এই নিত্য সৎপদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদ, দুঃখ ভয় শোক পীড়াদায়ক অতি তুচ্ছ পুরুষকে ভজনা করিতেছিলাম। (৩০) আহা! এতকাল আমি অতি বিগর্হিত বার্ত্তাযুক্ত অতি কদর্য্য সাঙ্কেত্য বৃত্তি দ্বারা বৃথা আত্মাকে পরিতপ্ত করিয়াছি, যেহেতু আমি ক্রীতের ন্যায় হইয়া লম্পট, অর্থলুব্ধ ও অনুশোচ্য পুরুষ হইতে রতি ও বিত্ত প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছিলাম। (৩১) বংশ শক্ সদৃশ অস্থি নির্ম্মিত ও ত্বক্ রোম নখাদি দ্বারা আবৃত এবং ক্লেদ ক্ষরিত নব-

দ্বার বিশিষ্ট অথচ বিষ্ঠা মূত্র পরিপূর্ণ অস্থি হেয় এই কান্ত শরীরকে আমা ভিন্ন কে আর আদর করিয়া থাকে। (৩২) যেহেতু আমি আত্মপ্রদ অচ্যুত হইতে অন্যের নিকটে কামভোগ ইচ্ছা করিয়াছি, সেই জন্য এই বিদেহ নগর মধ্যে আমি একাই কেবল মূঢ় বুদ্ধি। (৩৩) শরীরিদিগের আত্মা রূপ প্রিয়তম সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আত্মাকে বিক্রয় করিয়া আমি লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত রমণ করিব। (৩৪) কাম্য বিষয় সকল ও কামদাতা নর সকল এবং কাল কলিত দেবতা সকল, এসমুদায়ই অনিত্য, অতএব ইহারা কামিনীগণের কিঞ্চিৎ মাত্র প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। (৩৫) নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমার কোন অলক্ষিত কর্ম্ম দ্বারা ভগবান বিষ্ণু আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, যেহেতু এক্ষণে আমার এই সুখাবহ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। (৩৬) যদি আমি মন্দ ভাগ্য হইতাম, তাহা হইলে, যে বৈরাগ্য বশতঃ পুরুষ সকল গৃহাপত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তি আশ্রয় করেন, সেই সুখ হেতু বৈরাগ্য আমার কখনই আসিয়া উপস্থিত হইত না। (৩৭) শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই নির্ব্বেদ রূপ উপকার আমি মস্তকে গ্রহণ করত গ্রাম্যক্রিয়া সঙ্গত এই দুরাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি সেই অধীশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। (৩৮) আমি যথালাভে জীবিকা নির্ব্বাহ করত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সন্তুষ্ট চিত্তে সেই জগৎ রমণ পরমাত্মার সহিত বিহার করিব (৩৯) সংসার গর্ত্তে পতিত, বিষয় মোহে অন্ধ, এবং কাল সর্প দষ্ট আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন কে আর সমর্থ হইবে? (৪০) যখন এই জগৎ কাল সর্প গ্রস্ত রূপে দৃষ্ট হইবে, তখন অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল ভোগ হইতে বিরক্ত হইবে এবং আত্মা দ্বারাই আত্মাকে রক্ষা করিবেক। (৪১)

ব্রাহ্মণ কহিলেন, পিঙ্গলা বেশ্যা এইরূপে বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক কান্ত তৃষ্ণা-জনিত দুরাশা ছেদন করতঃ উপশান্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শয্যায় গিয়া উপবেশন করিল। (৪২) আশাই দুঃখের কারণ নৈরাশ্যই পরম সুখ, যেহেতু পিঙ্গলা বেশ্যা কান্তাশা পরিত্যাগ করিয়া নৈরাশ্য লাভ পূর্ব্বক সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। (৪৩)

ইতি একাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

কুররাদি হইতে শিক্ষিত বিষয় শ্রবণ করিয়া যদুরাজ কৃতার্থ হইয়াছিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয় সেই২ বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের কারণ, অতএব যে অকিঞ্চন ব্যক্তি তাহা জানেন তিনিই অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়েন। (১) নিরামিষ বলবান্ কুররপক্ষি সামিষ দুর্ব্বল পক্ষিকে বধ করিয়া তাহার সেই আমিষ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু সে যদি তখন সেই আমিষ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সুখী হয়। (২) আমার মান বা অপমান কিছুই নাই অথবা গৃহবান্ ও পুত্রবান্দিগের ন্যায় কোন চিন্তাও নাই, অতএব আমি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকি। (৩) অজ্ঞ উদ্যম রহিত বালক এবং অজ্ঞানাতীত পরম প্রাপ্ত জ্ঞানবান্, এ উভয় ব্যক্তিই চিন্তা রহিত, ও পরমানন্দে লীন থাকেন। (৪) একদা এক কুমারীর পিতা মাতা গৃহে উপস্থিত না থাকাতে তাঁহাকে বরণ করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে

আগত পুরুষদিগকে তিনি যথোচিত পূজা করিলেন। (৫) হে মহারাজ! পরে তাঁহারদিগের ভোজনার্থ কতক গুলি ধান্য লইয়া নির্জ্জনে গিয়া উদুখল মুষল দ্বারা অবঘাত করিতে লাগিলেন, সেই অবঘাত জনিত চালনায় তাঁহার হস্তস্থিত কঙ্কণের মহৎ ধ্বনি হইতে লাগিল। (৬) তখন কুমারী সেই অবঘাত কার্য্য অতি গোপনীয় বোধে, পাছে ঐ ধ্বনি দ্বারা স্বীয় কৃত অবঘাত প্রকাশ হয় এই আশঙ্কায় লজ্জায় এক২ হস্তে দুই দুইগাছি রাখিয়া আর অবশিষ্ট সমুদায় কঙ্কণ হস্ত হইতে অবতারিত করিলেন। (৭) তখনও অবঘাত আরম্ভ করাতে সেই দুই দুইগাছিরই ধ্বনি হইতে লাগিল দেখিয়া পুনর্ব্বার এক এক গাছি অবতারিত করিলেন, তখন এক একগাছি থাকাতে পরে আর ধ্বনি হইল না। (৮) হে অরিন্দম! আমি লোক তত্ত্ব জানিবার নিমিত্তে এই লোকে বিচরণ করতঃ সেই কন্যা হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি। (৯) বহু লোকের একত্র বাস কেবল কলহের কারণ হয়, এবং উভয় ব্যক্তির একত্র সহবাসও বার্ত্তাজনক হয়, অতএব সাধু ব্যক্তি কুমারির কঙ্কণের ন্যায় সর্ব্বদা একাকীই বসতি করিবেন। (১০) জিতশ্বাস ও জিতাসন হইয়া অতন্দ্রিত চিত্তে বৈরাগ্য অভ্যাসযোগ দ্বারা মনকে ধারণ করতঃ এক বস্তুতেই সংযুক্ত করিবেক। (১১) যে পরমানন্দ রূপ ভগবানেতে গিয়া স্থান লাভ পূর্ব্বক এই লয়বিক্ষেপাত্মক মন কর্ম্ম বাসনা সকল পরিত্যাগ করে, এবং প্রবৃদ্ধ সত্ত্ব গুণ দ্বারা রজ স্তমোগুণ নিরাশ পূর্ব্বক গুণ কার্য্য শূন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেই এক বস্তুতেই মনকে সংযুক্ত করিবেক। (১২) এবং তৎকালে আত্মাতে অবরুদ্ধ চিত্ত হইয়া বাহিরে বা অন্তরে আর কিছুই জানিতে পারিবেন না, যেমন ইষু নির্ম্মিতা পুরুষ ইষু ঋজুক্রিয়ায় দত্তচিত্ত হইয়া স্বীয় পার্শ্বে গমনশীল রাজাকেও উপলব্ধি করিতে পারে না তাহার ন্যায়। (১৩) সর্প যেমন একা বিচরণ করে, ও নিবাস স্থান রহিত, প্রমাদ শূন্য, একান্তবাসী, আচার দ্বারা অলক্ষ্যমান স্বরূপ, ও অসহায় মিতভাষী, মুনি তদ্রূপ হইবেন। (১৪) নশ্বর দেহধারী লোকদিগের গৃহ নির্ম্মাণ করাই দুঃখের কারণ ও বিফল হয়, যেহেতু সর্প পরকৃত গৃহে বাস করিয়াও সুখী হয়। (১৫) এক নারায়ণদেব ঈশ্বর স্বীয় মায়া দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎকে কল্পান্তে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া আত্মাধার ও অখিলাশ্রয় রূপে এক অদ্বিতীয় হয়েন। (১৬) প্রধান পুরুষেশ্বর আদিপুরুষ আত্মানুভাব রূপ কাল দ্বারা সত্ত্বাদি গুণ সকল সমতা প্রাপ্ত হইলে পরে পরাপর প্রাপ্য কৈবল্য রূপে অবস্থান করেন। (১৭) যেহেতু তিনি নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ, ও আনন্দ সন্দোহ এবং নিরুপাধিক হয়েন (১৮) হে অরিন্দম! কেবল আত্মানুভব রূপ কাল দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয় মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া সেই মায়াদ্বারা ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বকে প্রথমত সৃষ্টি করেন। (১৯) অহঙ্কার দ্বারা বিশ্ব সৃজন কারিণী অতএব বিশ্বতোমুখা, ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াকেই সূত্রাত্মা কহেন, যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে, এবং যাহার দ্বারা জীবের সংসার গতি প্রাপ্তি হয়। (২০) যেমন ঊর্ণনাভি হৃদয় হইতে মুখদ্বারা ঊর্ণাবিস্তৃত করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করতঃ পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। (২১) দেহীব্যক্তি স্নেহ দ্বারাই হউক বা দ্বেষবশতই হউক আর ভয়েতে করেই হউক যেখানে যেখানে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্র রূপে মন ধারণ করেন, মরণোত্তর তত্তৎ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (২২) হে রাজন্! কোন কোন কীট অন্য বলবান্ কীট কর্ত্তৃক ধৃত ও কুড্যমধ্যে প্রবেশিত

হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করত পূর্ব্ব রূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তৎ সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। (২৩) এইরূপে এই সকল গুরু হইতে আমি এই সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। আর আমি, স্বীয় শরীর হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। (২৪) বিরক্তি ও বিবেকের হেতু এই শরীরও আমার গুরু হয়েন, যেহেতু এই শরীর উৎপত্তি বিনাশশালী ও নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখবিশিষ্ট। অতএব ইহাকে শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষ্য নিশ্চয় পূর্ব্বক ইহা দ্বারাই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া অসঙ্গরূপে বিচরণ করিতেছি। (২৫) যে দেহ স্বীয় কষ্ট স্বীকার করিয়াও ধন সঞ্চয় করে ও যে দেহের প্রীতির নিমিত্তে লোকে জায়াপত্য, ধনধান্য, পশুভৃত্য, ও গৃহ আত্মীয়বর্গকে বিস্তৃত রূপে পোষণ করে, সেই দেহ আয়ুঃশেষ কালে এই পুরুষের দেহান্তর প্রাপ্তি সাধন কর্ম্ম সৃজন করিয়া স্বয়ং ওষধি বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হয়। (২৬) একদিকে জিহ্বা এই শরীরকে রসের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, অন্য দিকে তৃষ্ণা ইহাকে জলের প্রতি টানিতেছে, কোন দিকে শিশ্ন, কোন দিকে ত্বক্, কোনদিকে উদর, কোনদিকে শ্রোত্র, কোনদিকে ঘ্রাণ, কোনদিকে চক্ষু, ও কোনদিকে কর্ম্মশক্তি, এক গৃহপতিকে বহু সপত্নীগণের ন্যায় আকর্ষণ করে। (২৭) প্রভু পরমদেব, স্বীয় শক্তি মায়াদ্বারা নবদ্বার বিশিষ্ট নানা প্রকার পুরী ও বৃক্ষ, উরগ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তঃকরণের পরিতোষ না হওয়াতে পরে আত্মাবলোকন সমর্থ বুদ্ধি বিশিষ্ট পুরুষ শরীর নির্ম্মাণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন। (২৮) ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের পর পুরুষার্থ প্রাপক, অনিত্য এই দুর্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে পুনর্ব্বার পশ্বাদি যোনিতে পতিত হইতে না হয় ও সর্ব্বতোভাবে মুক্তি লাভ হয় শীঘ্র এরূপ যত্ন করিবেন। (২৯) এইরূপ বহু গুরু হইতে শিক্ষিত হইয়া লব্ধ বৈরাগ্য বশতঃ বিজ্ঞানালোক বিশিষ্ট আত্মাতে অবস্থান পূর্ব্বক মুক্তসঙ্গ ও নিরহঙ্কৃত হইয়া এক্ষণে আমি পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। (৩০) এক গুরুর নিকট হইতে জ্ঞানের ব্যবস্থা স্থিরতর বা নির্ণীত হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা নানা প্রকারে তাঁহাকে নির্ণয় করিয়াছেন। (৩১)

ভগবান্ কহিলেন, গভীর বুদ্ধি ব্রাহ্মণ যদুকে ইহা কহিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজা কর্তৃক অর্চ্চিত ও বন্দিত হইয়া যথা হইতে আসিয়াছিলেন প্রীতহৃদয়ে তথায় গমন করিলেন। (৩২) আমারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই অবধুত বাক্য শ্রবণ করত সর্ব্বসঙ্গ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সমচিত্ত হইয়াছিলেন। (৩৩)

ইতি একাদশ স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশতি গুরুর উপাখ্যান শ্রবণে বিশুদ্ধ চিত্ত উদ্ধবের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান সাধনরূপ দেহ সম্বন্ধ বশত আত্মার সংসার স্বরূপত নহে ইহা মতান্তর নিরাশ পূর্ব্বক বর্ণিত হয়।

ভগবান্ কহিলেন, মদাশ্রিত ব্যক্তি আমা কর্তৃক কথিত বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রমাদ শূন্য হইয়া অবিরোধীরূপে কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠান করিবেক। (১) স্বধর্ম্মাচরণদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি, বিষয়াসক্ত প্রাণিগণ কর্তৃক বিষয়ে সত্য-

স্বাভিনিবেশ বশতঃ যে সকল আরম্ভ কৃত হয়, তাঁহাতে ফলবৈপরীত্য দর্শন পূর্ব্বক কামনা পরিত্যাগ করিবেক। (২) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে প্রসুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নে মনোরথমাত্র বিষয় দর্শন যেমন নানা রূপ প্রযুক্ত বিফল, তদ্রূপ বাহিরে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে নানা জ্ঞান তাহাও বিফল জানিবে। (৩) অতএব মদধীন ব্যক্তি কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, পরে আত্মতত্ত্ব বিচারে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বিধিতেও আর আদর করিবেক না। (৪) মৎপর হইয়া সর্ব্বদা আদর পূর্ব্বক যম অর্থাৎ অহিংসাদির অনুষ্ঠান করিবেক এবং যথাশক্তি নিয়ম অর্থাৎ শৌচাদি কর্ম্ম করিবেক। আর আমাকে জানে অথচ আমার স্বরূপ শমতাগুণবিশিষ্ট গুরুর উপাসনা করিবেক। (৫) শিষ্য অভিমান শূন্য, নিরহঙ্কৃত, অনলস, মমতারহিত, সৌহৃদ্য বিশিষ্ট, অসত্বর, অর্থ জিজ্ঞাসু, অসূয়া শূন্য ও ব্যর্থালাপ রহিত হইবেন। (৬) আর জায়া, অপত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনজনাদি সমুদায় বিষয়ে উদাসীন হইয়া আপনার বস্তুর ন্যায় সকল পদার্থকে সমভাবে দর্শন করিবেক। (৭) দৃশ্য পদার্থ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে দ্রষ্টা স্বয়ং প্রকাশ আত্মা ভিন্ন হয়েন, যেমন দাহক ও প্রকাশক দারুণ অগ্নি দাহ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন হয় তাহার ন্যায়। (৮) যেমন অগ্নি কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়া নিরোধ, উৎপত্তি, অণুত্ব, বৃহত্ত্ব, নানাত্বাদি দাহ্য গুণধারণ করে, তদ্রূপ পরমাত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্ভাগে গুণবান্ হয়েন। (৯) ঈশ্বরের মায়াগুণে বিরচিত যে এই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ, তন্নিবন্ধনই জীবের সংসার, আর চিদাত্ম বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই তাহার উচ্ছেদের কারণ। (১০) অতএব বিচার দ্বারা কার্য্যকারণ সংঘাত স্থিত একমাত্র আত্মাকে জানিয়া স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে দেহাদিতে বস্তু বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবেক। (১১) আচার্য্য অধরারণিস্বরূপ, শিষ্য উত্তরারণিস্বরূপ ও উপদেশ তন্মধ্যস্থ মথন কাষ্ঠ স্বরূপ এবং সুখাবহ বিদ্যা তদুত্থ অগ্নিস্বরূপ জানিবে। (১২) পূর্ব্বোক্ত গুরু-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই শিষ্য কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অতি বিশুদ্ধ বুদ্ধিই গুণকার্য্যরূপ মায়াকে নিবৃত্ত করে, এবং জীবের সংসার নিমিত্ত এই বিশ্ব যদাত্মক, সেই গুণ সকলকে দগ্ধ করিয়া কাষ্ঠ শূন্য অগ্নির ন্যায় শেষে স্বয়ং উপশান্ত হয়। (১৩) যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ দুঃখ ভোক্তা জীবের নানাত্ব স্বীকার কর, যদি স্বর্গাদি লোক, তদ্ভোগ কাল, তৎপ্রতিপাদ্য আগম ও তদ্ভোক্তা আত্মার নিত্যত্ব অঙ্গীকার কর; যদি স্রক্চন্দনাদি বিষয় সকলের প্রবাহরূপে নিত্যত্ব ও অমায়িকত্ব মান; এবং যদি ঘট পটাদি জ্ঞানকে তত্তদাকার ভেদে ভিন্ন ও উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার কর। (১৪) হে অঙ্গ! তাহা হইলে শ্রবণ কর, দেহ যোগ নিমিত্তে সকল দেহীরই সম্বৎসরাদি রূপ কাল বশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মাদি হইয়া থাকে। (১৫) এবং তন্মধ্যেও কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ দুঃখ ভোক্তা জীবের পরাধীনত্বও দেখিতে পাইতেছি, অতএব কোন পুরুষার্থই অস্বাধীন ব্যক্তিকে ভজনা করে না। (১৬) অতএব সম্যক্ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পণ্ডিতদিগেরও কোন সুখ নাই এবং মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও কোন দুঃখ নাই; সুতরাং আমরা কর্ম্মকুশল প্রযুক্ত সুখী বলা কেবল অহঙ্কার মাত্র। (১৭) যদিও তাঁহারা সুখ দুঃখ প্রাপ্তি ও তাহারদিগের অবঘাত জানেন, তাহা হইলেও যাহাতে মৃত্যু তাঁহারদিগের প্রতি সহসা প্রভু হইতে না পারেন এমন কোন উপায় জানিতে পারেন না। (১৮) সাক্ষাৎ মৃত্যু সমীপে বর্ত্তমান থাকিলে কোন্ পদার্থ বা কোন্ কামনা পুরুষকে সুখী করিতে পারে, বধস্থানে নীয়মান বধ্য পুরুষের কিছুতেই সন্তোষ জন্মিতে পারে না।

(১৯) ইহলোকস্থ সুখের ন্যায় লোকান্তরস্থ অদৃষ্ট সুখও স্পর্দ্ধা, অসূয়া, নাশ, ক্ষয় ইত্যাদি দ্বারা দূষিত এবং বহু বিঘ্নযুক্ত কাম সম্বন্ধ প্রযুক্ত কৃষিকার্য্যের সুখের ন্যায় নিষ্ফলও হয়। (২০) যদি কোন রূপে বিঘ্ন বিরহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিতই হয়, তাহাতেও তদ্দ্বারা নির্জ্জিত স্থানে যে রূপে গমন করিতে হয় তাহা শ্রবণ কর। (২১) যাজ্ঞিক ব্যক্তিরা ইহলোকে যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার যজন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় গিয়া নিজোপার্জ্জিত দিব্য ভোগ্য বিষয় সকল দেবতাদিগের ন্যায় ভোগ করেন। (২২) এবং হৃদ্যবেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় পুণ্যোপচিত সর্ব্ব-ভোগ সম্পন্ন শুভ্র বিমানে দেবীগণ মধ্যে বিহার করত গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক স্তুত হয়েন। (২৩) আর কিঙ্কিনীজাল শোভিত কামগামী বিমান দ্বারা নন্দনাদি বনে নির্বৃত চিত্তে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করত আপনার পতনের বিষয় চিন্তাও করেন না। (২৪) যতদিন পুণ্য ক্ষয় না হয় তাবৎকাল এইরূপে স্বর্গভোগ করেন, পরে কালক্রমে ক্ষীণ-পুণ্য হইলে ইচ্ছা না করিলেও অধঃপতিত হয়েন। (২৫) যদি অসৎ সংসর্গ বশতঃ অধর্ম্মে রত হইয়া অজিতেন্দ্রিয় হয়েন, বা কামাত্মা, কৃপণ, ভোগতৃষ্ণাকুল, স্ত্রৈণ ও ভূত বিহিংসক হয়েন। (২৬) যদি অবিধি পূর্ব্বক পশুহনন করিয়া ভূত প্রেতগণের পূজা করেন, তবে অবশ হইয়া নরকে গমন পূর্ব্বক অবশেষে স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়েন। (২৭) এবং সেই দেহে পুনর্ব্বার দুঃখ জনক কর্ম্ম সাধন করিয়া তাহাতেই পুনর্ব্বার অন্য দেহ ভজনা করেন, অতএব মর্ত্ত্য ধর্ম্মীদিগের কি সুখ ভোগ হয় বিবেচনা কর। (২৮) অতএব লোক সকল ও কল্পজীবি লোকপাল সকলেরও আমা হইতে ভয় এবং দ্বিপরার্দ্ধ পরমায়ু বিশিষ্ট ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় হইয়া থাকে। (২৯) ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম সকলের সৃষ্টি করে, আত্মা করেন না, সত্ত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, আত্মা নহেন, জীব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া উপাধি সহকারে কর্ম্মফল ভোগ করেন, নিরুপাধিক আত্মা ভোগ করেন না। (৩০) যত দিন গুণবৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব হয়, যতদিন আত্মার নানাত্ব থাকে, ততদিন তাঁহার পরাধীনত্ব হয়, যতদিন পরাধীনত্ব থাকে, ততদিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয়। (৩১) যাঁহারা এইরূপ গুণ বৈষম্য এবং তৎকৃত ভোগ ও কর্ম্মের উপা-সনা করেন, তাঁহারা শোক মোহের বশীভূত হইয়া মুগ্ধ হয়েন। (৩২) মায়া দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া লোক সকল আমাকে কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব ও ধর্ম্ম ইত্যাদি বহু প্রকার করিয়া বর্ণন করেন। (৩৩)

উদ্ধব কহিলেন, হে বিভো! দেহী ব্যক্তি গুণেতে ও তৎকার্য্য দেহজনিত সুখ দুঃখে বর্ত্তমান হইয়াও কিরূপে বদ্ধ না হয় এবং গুণেতে আবৃত না হইয়াই বা কিরূপে বদ্ধ হয়। (৩৪) আর বদ্ধ ও মুক্ত উভয়ে কি কি পৃথক আকারে অবস্থিতি করেন, কি পৃথক্‌রূপে বিহার করেন, কি লক্ষণ দ্বারাই বা উভয়কে জানা যায়, তাঁহারা কি প্রকারে ভোজন করেন, কি পরিত্যাগ করেন, কোথায় শয়ন করেন, কিরূপে উপবেশন করেন ও কোথায় গমন করেন। (৩৫) হে প্রশ্নবিদাম্বর অচ্যুত! এক বস্তুমাত্র নিত্যবদ্ধ ও নিত্য মুক্ত, আমার এই ভ্রম, অতএব আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। (৩৬)

ইতি একাদশ স্কন্ধে দশমাধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

বদ্ধ, মুক্ত, সাধু ও ভক্তের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত হয়।

ভগবান্ কহিলেন, বদ্ধ ও মুক্ত ভাব আমার সত্ত্বাদি গুণ রূপ উপাধি বশত মাত্র, বস্তুত নহে, অতএব গুণের মায়া কার্য্যত্ব প্রযুক্ত স্বরূপত আমার বন্ধও নাই ও মুক্তিও নাই, এইরূপ আমি নির্ণয় করিয়াছি। (১) যেমন স্বপ্ন কেবল বুদ্ধির বিবর্ত্ত মাত্র তদ্রূপ শোক মোহ সুখ দুঃখ ও দেহ প্রাপ্তি রূপ যে সংসার তাহা কেবল মায়ামাত্র বাস্তব নহে। (২) হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় আমার শক্তি, উভয়েই শরীরিদিগের বন্ধমোক্ষকারী, উভয়ই অনাদি, উভয়কেই আমার মায়া দ্বারা নির্ম্মিত জানিবে। (৩) হে মহামতি! উপাধিভেদ ভিন্ন, আমার অংশ ভূত, একমাত্র জীবেরই অনাদি অবিদ্যাকৃত বন্ধন এবং বিদ্যাদ্বারাই মুক্তি হয়। (৪) হে উদ্ধব! নিযম্য নিয়ন্তারূপে এক দেহে বর্ত্তমান, শোক ও আনন্দ ধাম বিশিষ্ট জীব ও ঈশ্বরের বদ্ধ ও মুক্তরূপে বৈলক্ষণ্য আমি তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। (৫) দেহ হইতে পৃথকভূত, চেতন স্বভাব প্রযুক্ত তুল্য, ঐকমত্যবিশিষ্ট, সুন্দর পক্ষযুক্ত এই পক্ষিদ্বয় মায়াবেশবশতঃ শরীররূপ বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারদিগের উভয়ের মধ্যে একটী কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য নিরশন থাকিয়াও জ্ঞানশক্তিদ্বারা অতিরিক্ত হয়েন। (৬) সেই বিদ্বান্ নিরশন পুরুষ আপনাকে জানেন ও অন্যকেও জানেন, কিন্তু কর্ম্মফল ভোক্তা পুরুষ তদ্রূপ নহেন। তাহার মধ্যে যিনি অবিদ্যা যুক্ত, তিনি নিত্য বদ্ধ; আর যিনি বিদ্যাময়, তিনি নিত্য মুক্ত। (৭) বিদ্বান্ মুক্ত পুরুষ স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় সংস্কার বশতঃ দেহস্থ হইয়াও স্বরূপত দেহস্থ নহেন, এবং কুমতি বদ্ধ পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় স্বরূপতদেহে বর্ত্তমান না হইয়াও দেহস্থ অর্থাৎ তন্নিমিত্ত সুখ দুঃখ ভোগ করেন। (৮) ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিযার্থবিষয় গৃহীত হইলেও রাগাদি দোষ শূন্য বিদ্বান্ পুরুষ, গুণদ্বারাই গুণ গৃহীত হয়, ইহা ভাবিয়া, আমি গ্রহণ করিতেছি এমত জ্ঞান করেন না। (৯) অজ্ঞানী লোক সকল ইন্দ্রিয় জনিত কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদিত ইহ শরীরে বর্ত্তমান হইয়া তাহাতেই আমি কর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে বদ্ধ হয়। (১০) পূর্ব্বোক্ত রূপ বিরক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি শয়ন, উপবেশন, গমন, স্নান, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, ও শ্রবণাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করাইয়া অজ্ঞানীর ন্যায় বদ্ধ হয়েন না। (১১) যেমন আকাশ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হইয়াও কোন স্থানে বদ্ধ হয় না এবং যেমন সূর্য্য নানা পাত্রস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া ও যেমন বায়ু সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও বদ্ধ হয় না, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না। (১২) বৈরাগ্য দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত অতি বিশারদ স্বরূপ দর্শন দ্বারা ছিন্ন সংশয় বিদ্বান ব্যক্তি স্বপ্ন হইতে প্রতিবুদ্ধের ন্যায় দেহাদি নানা প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত হয়েন। (১৩) যাঁহার পক্ষে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির বৃত্তি সকল সঙ্কল্প শূন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়া দেহগুণ হইতে মুক্ত হয়েন। (১৪) দুর্জ্জন কিম্বা হিংস্র জন্তুরা যাঁহার দেহের হিংসা করিলে বা যদৃচ্ছাক্রমে কখন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যিনি পূজিত হইলেও বিকৃত না হয়েন, তিনিই বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত হয়েন। (১৫) কেহ উপকার বা অপকার করিলে, কেহ সাধু বা অসাধু বলিলেও যিনি তাহারদিগকে স্তব বা নিন্দা না করেন এবং লৌকিক ব্যবহার রহিত সমদর্শি হয়েন, তিনিই মুক্ত পুরুষ। (১৬)

যিনি ভাল মন্দ কোন কার্য্য করেন না, মিষ্ট বা কটু কোন বাক্য বলেন না, সাধু বা অসাধু কিছুই চিন্তা করেন না এবং যিনি আত্মারাম ও উক্ত বৃত্তি অবলম্বনে বিচরণ করেন, তিনিই মুক্ত। (১৭) যে ব্যক্তি কেবল শব্দব্রহ্ম অভিজ্ঞ, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি না করে, তাহার শাস্ত্রেতে যে শ্রম, সে কেবল বন্ধ্যাগোরক্ষণের ন্যায় শ্রম ফল মাত্র। (১৮) হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করে, সেই ব্যক্তিই অপ্রজননসমর্থ গো, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন শরীর, অসৎ পুত্র, যোগ্যপাত্রে অদত্ত ধন ও মদ্বিহীন বাক্য অর্থাৎ দুষ্কীর্ত্তি রক্ষা করে। (১৯) যে বাক্যেতে এই জগতের শোধক ও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জনক আমার চরিত না থাকে কিম্বা আমার লীলাবতার রূপ জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত না হয়, ধীর ব্যক্তিরা সেই বন্ধ্যা নিষ্ফলা বাক্যকে ব্যবহার করেন না। (২০) এইরূপ জিজ্ঞাসা দ্বারা আত্মাতে নানাত্ব ভ্রম নিরাশ পূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপ আমাতে নির্ম্মল অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া উপরত হইবেক। (২১) যদি পরব্রহ্মেতে নিশ্চল রূপে মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তবে নিরপেক্ষ হইয়া সমুদায় কৃত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হও। (২২) শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মঙ্গল জনক লোকপাবন আমার চরিত্র কথা শ্রবণ করিয়া ও আমার কর্ম্ম সকল গান ও স্মরণ করিয়া এবং বার বার জন্ম সকল অনুকরণ ও অভিনয় করিয়া। (২৩) হে উদ্ধব! এবং আমার আশ্রিত হইয়া আমার নিমিত্তে ধর্ম্মার্থকাম আচরণ করিয়া সনাতন রূপ আমাতেই নিশ্চলা ভক্তি লাভ করে। (২৪) এইরূপে সৎসংসর্গ দ্বারা লব্ধ ভক্তি বশতঃ সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার উপাসক ভক্ত হয়েন এবং সহসা সাধু কর্ত্তৃক দর্শিত আমার পদ অনায়াসে লাভ করেন। (২৫)

উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো! হে উত্তমশ্লোক! সাধু অনেক প্রকার আছে, তাহার মধ্যে তোমার সম্মত সাধু কি প্রকার, আর নারদাদি কর্ত্তৃক আদৃত কীদৃশ ভক্তিই বা তোমাতে উপযুক্ত হয়। (২৬) হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে লোকপাল! হে জগৎপ্রভো! প্রণত, অনুরক্ত, ও প্রপন্ন যে আমি, আমাকে ইহা বিশেষ করিয়া উপদেশ কর। (২৭) যেহেতু তুমি প্রকৃতির পর পুরুষ ও আকাশের ন্যায় অসঙ্গ অতএব তুমিই পরব্রহ্ম। হে ভগবন্! তুমি আমারদিগের ইচ্ছাক্রমে পরিমিত শরীর ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়াছ। (২৮)

ভগবান্ কহিলেন, কৃপালু, সর্ব্বদেহীর অকৃত দ্রোহ, তিতিক্ষু, স্থিরবল, অসূয়াদি রহিত, সুখ দুঃখে সমভাব ও সর্ব্বোপকারক। (২৯) কামাক্রান্তচিত্ত, বশীকৃতেন্দ্রিয়, কোমলহৃদয়, সদাচারসম্পন্ন, অপরিগ্রহ, অক্রিয়, লঘ্বাহারী, নিযতাত্মা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মদেকাশ্রয় ও মননশীল। (৩০) সাবধান, নির্ব্বিকার, ধৈর্য্যশীল, ক্ষুৎপিপাসাদি ষড়্গুণজয়ী, মানাকাঙ্ক্ষারহিত, মানদ, উপদেশ কুশল, অপ্রবঞ্চক, কারুণিক ও কবি। (৩১) এইরূপ হইয়া যে ব্যক্তি আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট সমুদায় স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ জানিয়া আমাকে ভজনা করে, সেই আমার সম্মত সাধু। (৩২) যে ব্যক্তি দেশ কালাপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা, সচ্চিদানন্দরূপ আমাকে জানিয়া কি না জানিয়াও অনন্য ভাবে ভজনা করে সেও আমার ভক্ততম সাধু। (৩৩) আমার প্রতিমাতে বা আমার ভক্ত জনেতে দর্শন, স্পর্শন, পূজা, পরিচর্য্যা, স্তুতি, নমস্কার গুণ কর্ম্ম কীর্ত্তন। (৩৪) হে উদ্ধব! সৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, লব্ধ বস্তু আমাতে সমর্পণ, দাস্য ভাবে আমাতে আত্ম নিবেদন (৩৫) আমার জন্ম কর্ম্ম কথন, আমার পর্ব্বদিনে অনুমোদন, আমার গৃহে গীত

তাণ্ডব বাদিত্র জনতাদি সহিত উৎসব। (৩৬) আমার সমুদায় বার্ষিক পর্ব্বে যাত্রা ও পূজোপহার বিধান, আমার বৈদিক তান্ত্রিক দীক্ষা; আমার ব্রত ধারণ। (৩৭) আমার প্রতিমা স্থাপনে শ্রদ্ধা, আর উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর, মন্দির প্রভৃতি আমার তুষ্টি সাধন কর্ম্মে স্বয়ং বা অনেকে মিলিয়া উদ্যোগ। (৩৮) সংমার্জ্জন, গোময়োপলেপন, জলসেক, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি দান, ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা ভৃত্যের ন্যায় অকপট ভাবে আমার গৃহ শুশ্রূষা করা। (৩৯) অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, কৃত-কার্য্যের অপরিকীর্ত্তন আমার ভক্তির লক্ষণ, আর আমাকে নিবেদিত দীপের আ-লোকে অন্য কার্য্য করিবেক না এবং অন্য দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য আমাকে নিবে-দন করিয়া দিবেক না। (৪০) যে যে দ্রব্য লোকের অভিলষিত এবং যাহা আপনার অত্যন্ত প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিয়া দিবেক, তাহাতে অনন্ত ফল লাভ হইবেক। (৪১) সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায় ভূত, এই একাদশ পদার্থ আমার পূজার আধার স্বরূপ (৪২) হে উদ্ধব! ত্রয়ীবিদ্যোক্ত সূক্ত উপস্থানাদি দ্বারা সূর্য্যেতে, ঘৃতাহুতি প্রদান দ্বারা অগ্নিতে, অতিথি সৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণেতে, যবসাদি প্রদান দ্বারা গোতে, আ-মাকে অর্চ্চনা করিবেক। (৪৩) বন্ধুবৎ সৎকার দ্বারা বৈষ্ণবেতে, ধ্যান নিষ্ঠা দ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণ দৃষ্টিদ্বারা বায়ুতে, জলাদি দ্রব্য দ্বারা জলে। (৪৪) স্থণ্ডিলাধি-করণক মন্ত্র ন্যাস দ্বারা পৃথিবীতে, ভোগ দ্বারা আত্মাতে, ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে সমভাব দ্বারা সর্ব্বভূতে, আমার পূজা করিবেক। (৪৫) এই রূপে এই সকল অধিষ্ঠানেতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম যুক্ত চতুর্ভুজ শান্ত আমার বিগ্রহকে সমাহিত চিত্তে ধ্যান করত অর্চ্চনা করিবেক। (৪৬) যে ব্যক্তি এইরূপ ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা সমাহিত হইয়া আমার অর্চ্চনা করেন, তিনি আমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন, যেহেতু সাধুসেবা দ্বারাই মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। (৪৭) হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গ জনিত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার তরণের সম্যক্ উপায় আর প্রায় নাই, যেহেতু আমিই সাধুদিগের প্রকৃষ্ট আশ্রয়, অতএব সৎসঙ্গই আমার অন্তরঙ্গ সাধন। (৪৮) হে যদুনন্দন উদ্ধব! এক্ষণে শ্রোতাদিগের পরম গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা। (৪৯)

ইতি একাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত সাধুসঙ্গের মহিমা ও কর্ম্মানুষ্ঠান এবং কর্ম্ম ত্যাগের ব্যবস্থা বর্ণন।

ভগবান্ কহিলেন, আসন প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ত্ববিবেক সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদ পাঠ, তপস্যা; সন্ন্যাস, যজ্ঞ, আরামাদি নির্ম্মাণ এবং দান, ইহারা আমাকে তাদৃশ বশীকৃত করিতে পারে না। (১) একাদশ্যাদি ব্রত, দেব পূজা, রহস্যমন্ত্র; তীর্থ, নিয়ম ও যম, ইহারাও তাদৃশ বশীকৃত করিতে পারে না, সর্ব্ব সংসার সঙ্গের অপহারক সাধুসঙ্গ আমাকে যাদৃশ বশীকৃত করে। (২) সাধুসঙ্গ দ্বারা দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ ও গুহ্যক। (৩) বিদ্যাধরও মনুষ্য মধ্যে [illegible] তম স্বভাব বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ প্রভৃতি জীব সকল পূর্ব্বং যুগে

(৪) বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময় ও বিভীষণ প্রভৃতি অনেকেই সাধুসঙ্গ বশতঃ আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। (৫) সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, হস্তী, জটায়ু, তুলাধার বণিক, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ ও যজ্ঞে দীক্ষিত ভার্য্যাগণ। (৬) ইহারা বেদাধ্যয়ন করে নাই, তীর্থসেবা করে নাই, ব্রতাচরণ করে নাই এবং তপস্যাও করে নাই, কেবল আমার সংসর্গ দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। (৭) যদিও বৃত্রাসুরাদির সাধনান্তর সম্ভব হইতে পারে কিন্তু গোপীগণ, গোসকল, যমলার্জ্জুন, মৃগগণ ও কালীয় প্রভৃতি সর্পকুল এবং অন্যান্য মূঢ় ব্যক্তি সকল কেবল প্রীতি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া সত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। (৮) কিন্তু সেই আমাকে সাংখ্য যোগ, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, গুণকীর্ত্তন, বেদ পাঠ ও সন্ন্যাস দ্বারা অতি যত্নবান্ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হয়েন না। (৯) যখন অক্রূর বলরামের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া যান, তখন আমাতে অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ আমার বিচ্ছেদ রূপ দুঃসহ দুঃখে পীড়িত হইয়া দৃঢ় প্রেম বশতঃ আমা ব্যতীত আর কোন সুখেই সুখী হয় নাই। (১০) হে অঙ্গ! তাহারদিগের প্রিয়তম আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম তখন আমার দ্বারা যে সকল রাত্রি তাহারদিগের ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল, পরে আমা হইতে বিযুক্ত হইলে সেই সকল রাত্রি তাহারদিগের কল্প সমান হইয়াছিল। (১১) যেমন সমাধিকালে মুনিগণ সমুদ্র জলে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় নাম রূপাদি কিছুই জানিতে পারেন না, তদ্রূপ আমাতে আসক্তি বশতঃ বদ্ধহৃদয় গোপীগণ স্বীয় দেহ ও দূর নিকট সম্বন্ধ কিছুই জানিতে পারিত না, কিন্তু আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। (১২) সেই অবলাগণ আমার স্বরূপ না জানিয়া রমণক জার বুদ্ধিতে আমাকে কামনা করিয়াই নিয়ত আমার সংসর্গ বশতঃ পর ব্রহ্মরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১৩) অতএব হে উদ্ধব! তুমি শ্রৌতবিধি ও স্মার্ত্তবিধি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও শ্রোতব্য বা শ্রুত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্ব দেহীর আত্মারূপ আমার শরণাপন্ন হও তাহাহইলেই আমাদ্বারা অকুতোভয় হইবে। (১৪)

উদ্ধব কহিলেন, হে যোগেশ্বর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিতেছি বটে কিন্তু আমার হৃদয়স্থিত সংশয় নিবর্ত্তিত হইতেছে না, তাহাতেই আমার মনঃ ভ্রাম্যমান হইতেছে। (১৫)

ভগবান্ কহিলেন, শব্দায়মান প্রাণমবের সহিত আধার চক্রে প্রবিষ্ট, ছয়চক্রে অভিব্যক্ত এই পরমেশ্বর মণিপূর ও বিশুদ্ধ চক্রে মনোময় সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরে মুখ বিবরে হ্রস্বাদি মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি বর্ণ ভাবে স্থূলরূপে বেদ শাখাত্মক হয়েন। (১৬) যেমন আকাশে উষ্মারূপে ব্যক্ত অগ্নি কাষ্ঠেতে অধিক মথিত হইলে বায়ু সহকারে প্রথমত সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গ রূপে উদ্ভূত হইয়া ঘৃত প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ এই বাক্য আমারই প্রকাশক জানিবে। (১৭) এই রূপ বাক্য কার্য্য গতি পরিত্যাগ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় কার্য্য, ভ্রাণ রসন দর্শন স্পর্শন শ্রবণ রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় কার্য্য, সঙ্কল্প জ্ঞান অভিমান মায়া সত্ত্ব রজঃ তম ও প্রপঞ্চ এ সমুদায়ই আমার অভিব্যক্তির কারণ। (১৮) গুণাশ্রয় লোক কারণ যথাকালে বিভক্ত শাক্তি একমাত্র অব্যক্ত রূপ আদ্য পুরুষ এই ঈশ্বর, ক্ষেত্রে পতিত এক বীজের বহু আকারে পরিণামের ন্যায় একাই বহু প্রকারের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন। (১৯) তন্তু বিতান সংস্থিত বস্ত্রের ন্যায় সেই ঈশ্বরেতে এই অশেষ বিশ্বওত প্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। (২০) এই যে অনাদি প্রবৃত্তি স্বভাব সংসার বৃক্ষ ইহা ভোগপ

মুক্তি রূপ দুই পুষ্প ও ফল প্রসব করে, পুণ্য পাপরূপ দুইটী ইহার বীজ, অপরিমিত বাসনা ইহার মূল, তিন গুণ ইহার কাণ্ড, পঞ্চ ভূত ইহার স্কন্ধ, ইহার ফলে শব্দ স্পর্শাদি পাঁচ প্রকার রস আছে, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, ইহাতে জীব পরমাত্মারূপ দুইটী পক্ষীর নীড় আছে, বাত পিত্ত শ্লেষ্ম রূপ তিনটী ইহার বল্কল, সুখদুঃখ দুইটি ইহার পরিপক্ব ফল, এই বৃক্ষ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। (২১) কামীগৃহস্থেরা ইহার দুঃখরূপ এক ফল ভোগ করে, বনেচর বিবেকী সন্ন্যাসীরা সুখরূপ আর এক ফল ভোগ করেন, এই প্রকারে এক আনন্দরূপ ও মায়াময় বহুরূপ ইহা যিনি গুরুর নিকটে অবগত হয়েন তিনিই বেদতত্ত্বার্থ জানিতে পারেন। (২২) অতএব তুমি এইরূপ একান্ত ভক্তি সহকারে গুরূপাসনাজনিত শাণিত বিদ্যা কুঠার দ্বারা অপ্রমত্তহৃদয়ে জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর ছেদন করত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পরে অস্ত্র পরিত্যাগ কর। (২৩)

ইতি একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোদয়ের ক্রম ও হংসেতিহাস কথন দ্বারা চিত্তগুণ বিশ্লেষ বর্ণন।

ভগবান্ কহিলেন, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন বুদ্ধির গুণ, আত্মার নহে। অতএব সত্ত্বগুণ বৃত্তিদ্বারা রজস্তমোগুণের বৃত্তিকে জয় করিবেক, পরে সত্য দয়াদি সত্ত্ব বৃত্তিকেও উপশান্তি রূপ সত্ত্ববৃত্তিদ্বারা জয় করিবেক। (১) সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে পুরুষদিগের আমাতে ভক্তি রূপ ধর্ম্ম উদিত হয়। সাত্ত্বিক উপাসনাহেতু সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হয় ও তাহা হইলেই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। (২) অত্যুত্তম সত্ত্ব বৃদ্ধি জনিত ধর্ম্মই রজ ও তমকে বিনষ্ট করে, ঐ উভয় রজ ও তম বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্য অধর্ম্ম আশু বিনষ্ট হয়। (৩) শাস্ত্র, জল, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার, এই দশটী গুণবৃত্তির কারণ। (৪) এই দশটী গুণ বৃত্তির মধ্যে বৃদ্ধেরা যে কয়টীর প্রসংশা করিয়াছেন, সেই কয়টীই সত্ত্ববৃত্তি, ও যে কয়েকটীর নিন্দা করিয়াছেন সেই কয়েকটী তমোবৃত্তি, এবং যাহারদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহারাই রজোবৃত্তি। (৫) সত্ত্ববৃদ্ধির নিমিত্তে পুরুষ তত দিন সাত্ত্বিক বৃত্তি রূপ নিবৃত্তি শাস্ত্রাদির উপাসনা করিবেন, যত দিন আত্মপ্রত্যক্ষ ও দেহদ্বয়রূপ উপাধি ভঙ্গ না হয়। পরে ভক্তি, তৎপরে জ্ঞান উদিত হইবে। (৬) যেমন বহ্নি বনের কাষ্ঠ সংঘর্ষণে উৎপন্ন হইয়া সেই বন দগ্ধ করত পশ্চাৎ স্বয়ং উপশান্ত হয়, তদ্রূপ গুণ ব্যতিক্রম জনিত এই দেহ অগ্নির ন্যায় কার্য্য করত পরে স্বয়ং উপশান্ত হয়। (৭)

উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! মনুষ্যেরা প্রায়ই বিষয় সকলকে বিপদের আধার রূপে জানে, তথাপি তিরস্কৃত কুক্কুর গর্দ্দভ অজের ন্যায় তাহারা সেই সকল বিষয় উপভোগ করিতে কেন প্রবৃত্ত হয়? (৮)

ভগবান্ কহিলেন, যখন যখন বিবেক শূন্য ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে দেহাদিতে আমি এই মিথ্যা জ্ঞান উদিত করি, তখন তখনই বৈকারিক ঘোর রজোবৃত্তি আসিয়া মনকে আক্রমণ করে। (৯) মন রজোবৃত্তি যুক্ত হইলে বিকল্পের সহিত সংকল্প আসিয়া উপস্থিত হয়, পরে গুণধ্যান বশতঃ সেই দুর্ম্মতি পুরুষের অতি দুর্দ্ধর্ষ কামনা

আসিয়া আবির্ভূত হয়। (১০) পরে রজোবেগে বিমোহিত, অবিজিতেন্দ্রিয় ও কামনার বশীভূত হইয়া দেখিয়া শুনিয়াও পরিণাম দুঃখজনক কর্ম্ম করিতেও প্রবৃত্ত হয়। (১১) তাহার মধ্যে বিদ্বান্ পুরুষ রজস্তমোবৃত্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি হইলেও পুনর্ব্বার অতন্দ্রিত হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক দোষ দৃষ্টি সহকারে তাহাতে আর আসক্ত হয়েন না। (১২) অপ্রমত্ত হৃদয়, অনলস, জিতশ্বাস ও জিতাসন হইয়া যথাকালে আমাতে মন অর্পণ করত ক্রমশ আমার পরমানন্দ রূপে মনের ধারণা করিবেক। (১৩) যে রূপে সমুদায় বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আমাতে আসক্ত করিতে সমর্থ হয়, আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ সেই রূপে এই যোগ অন্যের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন। (১৪)

উদ্ধব কহিলেন, হে কেশব! তুমি যে কালে ও যে রূপ ধারণ করিয়া সনকাদি ঋষিগণের প্রতি যোগ উপদেশ করিয়াছিলে, আমি সেই কাল ও সেই রূপ জানিতে ইচ্ছা করি। (১৫)

ভগবান্ কহিলেন, হিরণ্যগর্ভের মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ একদা পিতার নিকটে আসিয়া ঐকান্তিকী দুর্জ্ঞেয় যোগগতি জিজ্ঞাসা করিলেন। (১৬) ঋষিগণ কহিলেন, হে তাত! হে প্রভো! স্বভাবত রাগাদিবশতঃ অন্তঃকরণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, এবং বিষয় সকলও বাসনারূপ অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়, অতএব বিষয় বাসনা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক মুমুক্ষু ব্যক্তির কি প্রকারে সেই উভয় পরস্পর পরিত্যক্ত হয়, তাহা বলুন। (১৭) ভগবান্ কহিলেন, ভূতভাবন স্বয়ম্ভু হিরণ্যগর্ভ এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কর্ম্মবিক্ষিপ্ত বুদ্ধি প্রযুক্ত চিন্তা করিয়াও সেই প্রশ্নের বীজ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। (১৮) তখন সেই দেব হিরণ্যগর্ভ সেই প্রশ্ন পারে উত্তীর্ণ হইবার বাসনায় আমাকে চিন্তা করিলেন, আমিও তৎকালে হংসরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম। (১৯) তাঁহারা আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদাভিবন্দন করতঃ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কে তুমি। (২০) হে উদ্ধব! এই রূপে আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। (২১)

হংস কহিলেন, হে বিপ্রগণ! তোমরা যদি আত্ম বস্তু বিষয়ক প্রশ্ন করিয়া থাক, তবে তাঁহার অভিন্নত্ব প্রযুক্ত ঈদৃশ প্রশ্নই বা কি প্রকারে ঘটে এবং আমি কাহাকে আশ্রয় করিয়াই বা উত্তর করিব। (২২) আর যদি ভূত সমূহ বিষয়ক প্রশ্ন হয়, তবে দেব মনুষ্যাদি দেহেতে পঞ্চ ভূত সমান থাকাতেও" বস্তুত কে তুমি" এই যে প্রশ্ন ইহা কেবল অনর্থক বাচারম্ভণ মাত্র। (২৩) মন, বাক্য, চক্ষু ও অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করাযায় সকলই আমি, আমা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, তত্ত্ববিচার দ্বারা সহসা সর্ব্বাত্মক রূপে আমাকে অবগত হও। (২৪) হে পুত্রগণ! অন্তঃকরণ বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয় এবং বিষয় সকলও অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিষয় ও অন্তঃকরণ এ উভয়ই মদাত্মক জীবের অধ্যস্ত দেহ মাত্র জানিবে। (২৫) অতএব পুনঃ পুনঃ বিষয় সেবা দ্বারা তৎ সংস্কার বশতঃ বিষয়েতে আবিষ্টচিত্ত এবং বাসনা রূপে চিত্ত হইতে সম্ভূত বিষয় সকল আমার স্বরূপ হইয়া এ উভয়কেই পরিত্যাগ করিবেক। (২৬) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন বুদ্ধির বৃত্তি বটে, কিন্তু

স্বাভাবিক বৃত্তি নহে, ইহারা সত্ত্ব রজ তমোগুণের কার্য্যমাত্র, আর জীব তাহারদিগের সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান সুতরাং সে সকল হইতে ভিন্ন হয়েন। (২৭) যখন এই জীব বুদ্ধির গুণে সংসারে বদ্ধ হইয়া আত্মাতে গুণবৃত্তি প্রদান করেন, তখন তুরীয় চৈতন্য রূপ যে আমি আমাতে স্থিত হইয়া সংসৃতি বন্ধন পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতেই গুণ ও চিত্তের ত্যাগ সিদ্ধি হইবে। (২৮) আনন্দাদির আবরণ দ্বারা অনর্থহেতু সংসৃতি বন্ধনকে অহঙ্কার জনিত জানিয়া ও তাহার দুঃখ স্বভাব বিবেচনা করিয়া তুরীয় চৈতন্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক সংসার চিন্তা অর্থাৎ অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ করিবেক। (২৯) যত দিন পুরুষের আত্মনানাত্ম জ্ঞান যুক্তি দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, ততদিন অজ্ঞান প্রযুক্ত জাগ্রত থাকিলেও স্বপ্নাবস্থের ন্যায় হইয়া থাকেন, যেমন জাগ্রৎ অবস্থা স্বপ্নে দেখা যায় তদ্বৎ। (৩০) আত্মাভিন্ন অন্য বস্তুর অসত্ত্ব হেতু দেহাদির বর্ণাশ্রমাদিরূপ যে ভেদ ও স্বর্গাদি ফল এবং কর্ম্ম এই সমুদায় এই আত্মার সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় মিথ্যা জানিবে। (৩১) যিনি জাগ্রৎ কালে বাহিরে ক্ষণিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট অর্থ সমুদায় সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করেন ও স্বপ্ন কালে হৃদয়েতে জাগ্রৎ দৃষ্ট বাসনাময় পদার্থ সকল ভোগ করেন, এবং সুষুপ্তিকালে তৎসমুদায় উপসংহার করেন, তিনিই স্মৃতিদ্বারা সর্ব্বাবস্থার অনুসন্ধান হেতু ত্রিগুণ বৃত্তির দ্রষ্টা এক মাত্র ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। (৩২) এই রূপ বিবেচনা দ্বারা গুণাধীন মনের যে তিন অবস্থা তাহা আমার মায়া দ্বারা আমাতেই কল্পিত হইয়াছে, এই প্রকার অর্থ নিশ্চয় করত অনুমান ও সাধুর উপদেশ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা হৃদয় গত অখিল সংশয় রূপ আধি ছেদন করিয়া আমাকে ভজন কর (৩৩) মনোবিলসিত, দৃষ্ট, বিনাশশালী, অলাতচক্র সদৃশ অতিচঞ্চল এই জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় ভ্রম মাত্র জ্ঞান করিবেক, আর জ্ঞানকে একমাত্র জানিবেক। তিন প্রকার যে গুণ পরিণাম কৃত বিকল্প, তাহাই মায়া, তাহাই বহু প্রকারের ন্যায় প্রকাশিত হয়। (৩৪) অতএব তৃষ্ণারহিত ও নিরীহ এবং তুষ্ণীম্ভূত হইয়া এই জগৎ হইতে দৃষ্টিকে নিবৃত্ত করত নিজ সুখানুভবে নিমগ্ন হইবেক, কিন্তু যদিও কখন আবশ্যক আহারাদি কার্য্য বশত ইহাকে দর্শনও করেন, তথাপি অবস্তু জ্ঞানে যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা আর ভ্রমের নিমিত্তে হইবে না, অথচ দেহপাত পর্য্যন্ত সংস্কার মাত্রে তাহার স্মরণ থাকিবেক। (৩৫) সিদ্ধ ব্যক্তি উপবিষ্ট হউন বা উত্থিতই হউন, দৈবাৎ নির্গতই হউন বা দৈব বশত আগতই হউন, মদিরা মদান্ধ ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায়, স্বরূপের অধিগমহেতু নশ্বর এই দেহকে আর দেখিতে পারেন না। (৩৬) যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিবে ততদিন দৈব বশতাপন্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করত দেহ প্রতীক্ষা করিবেক, কিন্তু স্বপ্ন প্রবুদ্ধের ন্যায় সমাধিযোগে আরোহণ পূর্ব্বক বস্তু বোধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্রপঞ্চ এই সংসারকে আর ভজনা করিবেন না। (৩৭) হে বিপ্রগণ! সাংখ্য যোগ রহস্য বিষয় এই আমি তোমারদিগকে কহিলাম, তোমারদিগকে ধর্ম্মোপদেশ বলিবার নিমিত্তে আমি এখানে আগমন করিয়াছি আমাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিবে। (৩৮) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্মপ্রমাণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, তেজ, শ্রী, কীর্ত্তি ও দম, ইত্যাদি সকলের পরায়ণ। (৩৯) আমি নির্গুণ, নিরপেক্ষ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, সমুদায় নিত্য, সাম্য অসঙ্গাদি গুণ সকল আমাকে ভজনা করে। (৪০)

হে উদ্ধব! সনকাদি মুনিগণ এইরূপে হংসরূপী আমা কর্তৃক ছিন্ন সন্দেহ হইয়া পরম ভক্তি দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া দিব্য স্তোত্র দ্বারা আমাকে স্তব করিতে লাগিলেন (৪১) পরে আমি সেই পরমর্ষিগণ কর্তৃক সম্যক্ পূজিত ও সংস্তুত হইয়া পরমেষ্ঠীর সাক্ষাতে তথা হইতে স্বীয় ধামে প্রতিগমন করিলাম (৪২)

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভক্তিই পরম শ্রেয়ঃ সাধন আর কিছুতেই তৎসাধন নহে, ইহা বর্ণন পূর্ব্বক সাধন সহিত ধ্যানযোগ বর্ণন।

উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদিরা শ্রেয়ঃ সাধন নানা প্রকার বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে এক প্রধান, কি সকলেই স্ব স্ব প্রধান, ইহা আমাকে উপদেশ কর। (১) হে স্বামিন্! তোমা কর্তৃক উদাহৃত অনপেক্ষিত স্বয়ং প্রধান যে ভক্তিযোগ, যাহার দ্বারা সর্ব্বসঙ্গ নিরাশ পূর্ব্বক তোমাতেই মন নিবিষ্ট হয়, তাহাই প্রধান কি না। (২)

ভগবান্ কহিলেন, যাহাতে মদীয় ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই বেদ বাক্য সকল কাল সহকারে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, পরে সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা আমি ব্রহ্মাকে কহিলাম। (৩) তৎপরে ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে কহিলেন, তাঁহাহইতে ভৃগু প্রভৃতি সাত ব্রহ্মর্ষিরা তাহা গ্রহণ করিলেন। (৪) সেই প্রজাপতি ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণ হইতে তাঁহারদিগের সন্তান দেবতা, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণেরা তাহা প্রাপ্ত হইলেন। (৫) পরে দেব তুল্য দ্বীপান্তরীয় মনুষ্য কিন্নর নাগ যক্ষ, কিম্পুরুষাদিরা প্রাপ্ত হয়েন, ইহাঁরা সকলেই সত্ত্বরজ স্তমোগুণ সম্ভূত এবং ভিন্ন স্বভাব সম্পন্ন। (৬) যে বেদ বাক্য দ্বারা ভূত সকল ও ভূতপতি সকল পৃথক্ কৃত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের সকলেরই স্বভাবানুসারে ব্যাখ্যান বিষয়ক বাক্য সকল নানা প্রকারে পরিণত হয়। (৭) এইরূপ প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে মনুষ্যদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কাহার বা উপদেশ পরম্পরা দ্বারা মত ভেদ হইয়াছে, কেহ বা বেদ বিরুদ্ধার্থ মত প্রতিপন্ন করিতেছে। (৮) হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! আমার মায়া দ্বারা মোহিত বুদ্ধি পুরুষেরা কর্ম্ম ও অভিরুচি অনুসারে নানা প্রকার শ্রেয়ঃ সাধন কহিয়া থাকেন। (৯) কেহ ধর্ম্মকে, কেহ যশকে, কেহ কামনাকে, কেহ সত্য দম শমকে, কেহ দৃষ্টার্থ ঐশ্বর্য্যকে, কেহ দান ভোজনকে, কেহ যজ্ঞ তপস্যা দানকে, ও কেহ ব্রত নিয়ম যমকে পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করেন। (১০) এই সমুদায় পুরুষার্থের প্রাপ্য ফল স্বরূপ লোক সকল অনিত্য, কর্ম্ম জনিত, দুঃখ মিশ্রিত, মোহময়, ক্ষুদ্র, মন্দ এবং শোক পরিব্যাপ্ত। (১১) হে সভ্য! যাঁহারা আমাতে আত্মার্পণ করত নিরপেক্ষ হইয়াছেন, আমার প্রাপ্তি দ্বারা তাঁহারদিগের সর্ব্ব প্রকার সুখ হয়, বিষয় বাসনা বশীভূত লোকদিগের সে সুখ কোথায়। (১২) আমার দ্বারা সন্তুষ্ট মানস, অকিঞ্চন, শান্ত, দান্ত, সমচেতা ব্যক্তির সকল দিকই সুখময় রূপে প্রতীত হয়। (১৩) আমাতে অর্পিতাত্মা ভক্ত পুরুষ আমা ব্যতীত অন্য ব্রহ্মলোক বা মহেন্দ্র লোক বা সার্ব্বভৌমপদ বা নরাধিপত্য বা যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। (১৪) হে ঈশ্বর! তুমি যেমন আমার প্রিয়তম, ব্রহ্মা, মহাদেব, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা আত্মাও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহেন।

(১৫) আমি পাদ রেণু দ্বারা সমস্ত জগৎকে নিত্য পবিত্র করত নিরপেক্ষ, শান্ত নির্বৈর, সমদর্শন, মুনি ব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকি। (১৬) অকিঞ্চন, আমাতে অনুরক্ত চিত্ত, শান্ত, মহান্, অখিল জীব বৎসল, কামাস্পৃষ্ট হৃদয়, মদ্ভক্ত ব্যক্তিরা যে সুখ ভোগ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, নিরপেক্ষ লভ্য সেই সুখ অন্যে জানে না। (১৭) আমার ভক্ত ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়তাবশত যদি, কখন বিষয় ব্যবহারে বাধ্য হয়েন, তথাপি তিনি প্রগল্ভ ভক্তি প্রভাবে প্রায়ই বিষয় দ্বারা অনভিভূত হয়েন না। (১৮) হে উদ্ধব! যেমন প্রদীপ্ত শিখাবিশিষ্ট অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়ক যে ভক্তি তাহা সমুদায় পাপ রাশি নষ্ট করে। (১৯) হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্র বা সাংখ্য যোগ বা বেদ শাখা অধ্যয়ন বা তপস্যা অথবা দান, ইহারা আমাকে তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়েন না, যেমন মদ্বিষয়ক দৃঢ় ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। (২০) শ্রদ্ধা সহকৃত কেবল এক ভক্তি দ্বারাই আত্মা ও প্রিয়রূপ আমি সাধুদিগের প্রাপ্য হই। আমাতে নিষ্ঠারূপ যে দৃঢ় ভক্তি তাহা চণ্ডালকেও জাতি দোষ হইতে পবিত্র করেন। (২১) সত্য ও দয়া সহকৃত ধর্ম্ম বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা ইহাঁরা, মদ্ভক্তিবিহীন আত্মাকে সম্যক প্রকারে পবিত্র করিতে পারেন না। (২২) রোম হর্ষ ব্যতীত, চিত্তের আর্দ্রতা ব্যতীত, আনন্দাশ্রু কলা ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব কি রূপে জানা যাইবে এবং ভক্তি ব্যতীতই বা চিত্তশুদ্ধি কি প্রকারে হইবে। (২৩) মৎ কথা শ্রবণে যাহার বাক্য গদ্গদ হয়, চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন লজ্জা শূন্য হইয়া গান করে ও নৃত্য করে, এরূপ মদ্ভক্তি যুক্ত ব্যক্তি ত্রিজগৎ পবিত্র করেন। (২৪) যেমন সুবর্ণ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া অন্তর্ম্মল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমার ভক্তি যোগ দ্বারা আত্মা কর্ম্ম বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে আমাকেই ভজনা করেন। (২৫) এই আত্মা আমার পুণ্য-কথা শ্রবণ ও কথন দ্বারা যেমন পরিশুদ্ধ হয়েন, অঞ্জন সংযুক্ত চক্ষুর ন্যায় অমনি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পান। (২৬) বিষয়ানুধ্যায়ী ব্যক্তির চিত্ত বিষয়েতেই বিলীন হয়। (২৭) অতএব স্বপ্ন মনোরথের ন্যায় অসৎ চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক আমার ভজনা দ্বারা শোধিত অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাধান কর। (২৮) ধীর ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ ও স্ত্রীসংসক্তদিগের সংসর্গ দূর হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ভয় বিজন দেশে উপবেশন পূর্ব্বক অতন্দ্রিত রূপে আমাকে চিন্তা করিবেক। (২৯) যোষিৎ সংসর্গ বা তৎ সংসক্তদিগের সংসর্গে ধীর পুরুষের যেরূপ ক্লেশ ও সংসার বন্ধন সাধিত হয়, অন্য কোন প্রসঙ্গে আর তদ্রূপ হয় না। (৩০)

উদ্ধব কহিলেন, হে পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ! মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তোমাকে যৎ-স্বরূপে, যৎ বিশিষ্টরূপে ও যে প্রকারে ধ্যান করেন, আমি তদ্বিষয় চিন্তা করিতেছি, অতএব সেই সকল বিষয় আমাকে উপদেশ কর। (৩১)

ভগবান্ কহিলেন, অবন্ধুর আসনে সমশরীরে সুখে আসীন হইয়া হস্তদ্বয় উত্তানরূপে উপর্য্যুপরি ক্রোড়োপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় নাশাগ্রমাত্র দর্শন করিবেক। (৩২) পরে জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূরক কুম্ভক রেচক ও তদ্বিপর্য্যয় রূপ প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ প্রাণ বায়ুর মার্গ সংশোধন করিবেক, এই রূপে ক্রমশঃ প্রাণ নিরোধ শিক্ষা করিবেক। (৩৩) ঘণ্টানাদ তুল্য ধ্বনি যুক্ত মৃণাল তন্তু সদৃশ মূলাধার অবধি হৃদয় পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ওঙ্কারকে প্রাণ বায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার সেই উদাত্তধ্বনিকে তথায় সংস্থাপন করিবেক। (৩৪) এইরূপ প্রত্যহ

ত্রিসন্ধ্যায় দশ বার করিয়া প্রণব সংযুক্ত প্রাণকে অভ্যাস করিলে একমাস মধ্যে জিত প্রাণ হইবেক। (৩৫) দেহাস্তর্ব্বর্ত্তি, উর্দ্ধবৃন্ত, অধোমুখী, অষ্টপত্র, কর্ণিকাযুক্ত, অতন্দ্রিত, হৃদয় পদ্মকে বিপরীতভাবে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ধ্যান করিবেক। (৩৬) উত্তরোত্তর কর্ণিকাতে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ধ্যান করিবেক। আর সেই অগ্নিমধ্যে আমার বক্ষমান রূপ ধ্যান করিবেক, ইহাই মঙ্গল জনক ধ্যান। (৩৭) অন্নরূপাবয়ব, প্রশান্ত, সুখস্বরূপ, প্রলম্ব সুচারু চতুর্ভুজ বিশিষ্ট, রমণীয়, মনোহর, গ্রীবযুক্ত, সুন্দর গণ্ডদেশ ও মনোহর সহাস্য বদন। (৩৮) সমান কর্ণদ্বয়ে বিন্যস্ত স্ফুরণশালী মকর কুণ্ডল বিশিষ্ট, হেমাম্বর, ঘনশ্যাম, শ্রীবৎস ও শ্রীচিহ্ন যুক্ত, শংখ চক্র গদা পদ্ম বনমালা বিভূষিত, নূপুর শোভিত পাদ ও কৌস্তভ প্রভাযুক্ত। (৩৯) দীপ্তি বিশিষ্ট কিরীট বলয়, কটিসূত্র ও অঙ্গদ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, মনোহর, প্রসন্ন সুন্দর দর্শন সম্পন্ন। (৪০) ধীর ব্যক্তি আমার সর্ব্বাঙ্গে মন সন্নিবিষ্ট করত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ও স্বীয় মন দ্বারা আমার মনকে আকর্ষণ করত, সর্ব্বপ্রকারে আমাতে মন অর্পণ করিবেক এবং আমার সুকুমার রূপ ধ্যান করিবেক। (৪১) সেই সর্ব্ব বিষয় গামী মনকে আকর্ষণ করিয়া একস্থলে ধারণ করিবেক, এক অঙ্গে মন নিবিষ্ট করত অন্য অঙ্গ চিন্তা করিবেক না, কেবল সহাস্য মুখ মণ্ডল সর্ব্বদা চিন্তা করিবেক। (৪২) মুখমণ্ডল ভাবনা দৃঢ়ীকৃত হইলে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বকারণাত্মক আকাশে ধারণ করিবেক, পরে আমাতে আরূঢ় হইলে কারণ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমাভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করিবেক না। (৪৩) সমাহিত মতি ধীর ব্যক্তি জ্যোতিতে সংযুক্ত জ্যোতির ন্যায়, এই রূপে আমার আত্মাকে স্বীয় আত্মাতে সংযুক্ত করিবেক। (৪৪) এইরূপ সুতীব্র ধ্যান দ্বারা যোগিদিগের মন যুক্ত হইয়া দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া বিষয়ক ভ্রম হইতে সত্বর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। (৪৫)

ইতি একাদশ স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির বহিরঙ্গ সাধন চিত্তধারণানুগত অণিমাদ্যষ্ট কথন।

ভগবান্ কহিলেন, জিতেন্দ্রিয়, স্থির চিত্ত, জিতপ্রাণ ও আমাতে চিত্তধারণ বিশিষ্ট যোগিদিগের নিকটে অষ্ট সিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু তাহা পরিহার কর্ত্তব্য। (১)

উদ্ধব কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি যোগিদিগের সিদ্ধিদাতা, অতএব কি রূপ ও কয় প্রকার ধারণা এবং যোগিদিগের কয়প্রকার কি কি সিদ্ধি কিপ্রকারে কখন উদিত হয়, তাহা তুমিই জান, অতএব তাহা বল। (২)

ভগবান্ কহিলেন, যোগপারগ মুনিরা সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার ও ধারণাও অষ্টাদশ প্রকার কহিয়াছেন, তাহারদিগের মধ্যে আটটী আমার আশ্রিত, অবশিষ্ট দশটী গুণকার্য্য। (৩) দেহের সিদ্ধি তিন প্রকার, অণিমা, মহিমা ও লঘিমা; ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে সম্বন্ধ সিদ্ধি এক ব্যাপ্তি; শ্রুতদৃষ্ট বিষয়ে ভোগ দর্শন সমর্থ সিদ্ধি এক প্রাকাম্য, মায়া শক্তির প্রেরয়িতা সিদ্ধি এক ঈশিতা। (৪) বিষয় ভোগেতে অসঙ্গ এক সিদ্ধি বশিতা, কামনার বিষয়ীভূত সুখ প্রাপয়িতা সিদ্ধি

এক কামাবসায়িতা, হে সৌম্য! এই অষ্টসিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী। (৫) দেহে ক্ষুৎ পিপাসাদিরাহিত্য, দূর শ্রবণ দর্শন, মনের ন্যায় দেহগতি, যথা কাম রূপ প্রাপ্তি, পর কায়ে প্রবেশ। (৬) স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবতাদিগের সহিত ক্রীড়া করণ, সংকল্প প্রাপ্তি, অপ্রতিহত গতি ও অপ্রতিহত আজ্ঞা। (৭) আর ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচ প্রকার ত্রিকালজ্ঞত্ব, শীতোষ্ণাদ্যনভিভব, পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা, স্তম্ভন করণ ও অপরাজয়। (৮) এই সকল যোগধারণ সিদ্ধি উদ্দেশে কথিত হইল, এক্ষণে যে ধারণাদ্বারা যে সিদ্ধি যে রূপে সম্পন্ন হয় তাহা শ্রবণ কর। (৯) ভূতসূক্ষ্ম রূপ উপাধি বিশিষ্ট আমাতে মনকে ভূতসূক্ষ্ম রূপে ধারণ করত সেই ভূতসূক্ষ্ম উপাসক আমার অণিমারূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। (১০) মহত্তত্ত্বরূপ উপাধি বিশিষ্ট আমাতে মনকে মহত্তত্ত্বাকারে ধারণ করত পৃথক্ পৃথক সকল ভূতের মহিমা প্রাপ্ত হয়েন। (১১) ভূত সকলের পরমাণুময় উপাধি বিশিষ্ট আমাতে চিত্ত রঞ্জন করত যে যোগিব্যক্তি কাল সূক্ষ্মাত্ম রূপ লঘিমা প্রাপ্ত হয়েন। (১২) বৈকারিক অহংতত্ত্বরূপ উপাধি বিশিষ্ট আমাতে একাগ্র রূপে মন ধারণ করত সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আত্মত্বরূপ প্রাপ্তি প্রাপ্ত হয়েন। (১৩) সূত্রাত্মা মহত্তত্ত্ব রূপ উপাধি বিশিষ্ট অব্যক্ত জন্মা আমাতে যিনি মন ধারণ করেন, তিনি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্য প্রাপ্ত হয়েন। (১৪) কাল কলয়িতা ত্রিগুণ মায়াধীশ্বর বিষ্ণু রূপ আমাতে যে ব্যক্তি মন ধারণ করেন, তিনি উপাধি সহিত জীবের রচয়িতা রূপ ঈশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (১৫) তুরীয় নারায়ণ ভগবান্ রূপ আমাতে যে যোগি ব্যক্তি মন ধারণ করেন, তিনি মদ্ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া বশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (১৬) নির্গুণ ব্রহ্মরূপ আমাতে যিনি নির্ম্মল মন ধারণ করেন তিনি কামাবসায়ীরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন (১৭) শুদ্ধ ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপ পতিরূপ আমাতে যিনি মন ধারণ করেন, তিনি ক্ষুৎপিপাসাদি ষড়ূর্ম্মি রহিত হইয়া শ্বেত রূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন (১৮) আকাশাত্মা প্রাণরূপ আমাতে যিনি নাদরূপ চিন্তা করেন, সেই জীব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তথায় সকল ভূতের বাক্য শ্রবণ করেন। (১৯) চক্ষুকে সূর্য্যেতে ও সূর্য্যকে চক্ষুতে সংযোগ করিয়া যিনি তাহার মধ্যে আমাকে ধ্যান করেন, তিনি দূর হইতে বিশ্ব দর্শন করেন। (২০) দেহানুবর্ত্তি বায়ুর সহিত মন ও দেহ আমাতে সংযোগ করিলে আমার সেই ধারণা প্রভাবে যেখানে মন যায় সেই স্থানেই দেহ যায়। (২১) যোগীব্যক্তি মনকে উপাদান করিয়া যে যে দেবাদিরূপ ইচ্ছা করেন, মদীয় যোগবল আশ্রয় করিয়া মনের সেই সেই অভীষ্টরূপ প্রাপ্ত হয়েন। (২২) সিদ্ধব্যক্তি পরশরীরে প্রবেশ করত তাহাতে আত্মাকে ভাবনা করিবেন এবং স্বীয় শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ুভূত প্রাণোপাধি লইয়া ষট্পদের পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমনের ন্যায় অন্য শরীরে প্রবেশ করিবেন। (২৩) পাষ্ণি দ্বারা গুহ্যদেশ নিরুদ্ধ করিয়া হৃদয়, বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তকেতে ব্রহ্মকে আরোপ করত ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা প্রাণকে লইয়া শরীর পরিত্যাগ করিবেক। (২৪) যোগীব্যক্তি যখন দেবতাদিগের সহিত বিহার করত আমার সত্ত্বমূর্ত্তি ভাবনা করেন, তখন সত্ত্ববৃত্তি সুরবনিতাগণ বিমানের সহিত আসিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। (২৫) পুরুষ মদধীন হইয়া যেরূপে যাহা সংকল্প করেন, সত্য স্বরূপ আমাতে মনোনিবিষ্ট করাতে তদ্রূপে তাহাই লাভ করেন। (২৬) যে পুরুষ নিয়ন্তা ও স্বতন্ত্র রূপ আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কখন নিহত হয়েন না আমার আজ্ঞার ন্যায় তাহার আজ্ঞা অপ্রতিহত হয়। (২৭) আমার ভক্তিতে শুদ্ধ চিত্ত ধারণাজ্ঞ যোগিদিগের ত্রিকাল বস্তু বিষয়ক যে বুদ্ধি, তাহাই জন্ম মৃত্যুর

আশ্রয় ও পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞ। (২৮) যেমন জল জলজন্তুর অভিঘাতক হয় না তদ্রূপ মদ্‌যোগ ধারণাবিষয়ে অশ্রান্ত চিত্ত মুনির যোগময় শরীর অগ্ন্যাদি ভূত দ্বারা অভিভূত হয় না। (২৯) শ্রীবৎস, অস্ত্র, বিভূষণ, ধ্বজা, আতপত্র ও ব্যজন সহিত আমার অবতার সকল যিনি ধ্যান করেন, তিনি কখন পরাজিত হয়েন না। (৩০) যে মুনি-ব্যক্তি যোগধারণাদ্বারা এইরূপে আমার উপাসনা করেন, পূর্ব্ব কথিত সিদ্ধি সকল অশেষ প্রকারে তাঁহার উপাসনা করেন। (৩১) যিনি জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতশ্বাস, জিতাত্মা, মুনি হইয়া আমার ধারণা করেন, কোন সিদ্ধিই তাঁহার সুদুর্লভ হয় না। (৩২) উত্তম যোগানুষ্ঠাতাও আমাকর্তৃক সম্পদ্যমান যোগিদিগের কাল ক্ষেপণের হেতু রূপ এই সিদ্ধি সকলকে অন্তরায় করিয়া বলিয়াছেন। (৩৩) জন্ম, ঔষধি, তপস্যা, মন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা যে সকল সিদ্ধি সম্পাদিত হয়, সে সমুদায়ই যোগ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অন্য উপায় দ্বারা আমার সালোক্য প্রাপ্তি হয় (৩৪) আমি সমুদায় সিদ্ধির ও সাংখ্য যোগের ও ব্রহ্মবাদিদিগের এবং ধর্ম্মের হেতু, পতি, ও প্রভু। (৩৫) সর্ব দেহির অন্তর্ব্বাহ্য অনাবৃত আত্মা আমি, যেমন ভূত সকল ভূতের বহিরন্তরে থাকে তদ্রূপ আমিও সকলের বহিরন্তরস্থ। (৩৬)

ইতি একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

জ্ঞান, বীর্য্য, প্রভাবাদি বিশেষ দ্বারা হরির আবির্ভাব যুক্ত বিভূতি বর্ণন।

উদ্ধব কহিলেন, তুমি অনাদ্যন্ত, আবরণ শূন্য, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং তুমিই সকল জীবের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু। (১) তুমি উচ্চ নীচ ভূত মধ্যে অকৃতপুণ্য লোকের দুর্জ্ঞেয়, অথচ হে ভগবন্! ব্রাহ্মণেরা তোমাকে যথার্থ রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। (২) অতএব পরম ঋষিরা ভক্তি সহকারে যে যে ভূতে তোমার উপাসনা করত সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা আমাকে বল। (৩) হে ভূতভাবন! তুমি ভূতাত্মা ও গূঢ় রূপে সমুদায় ভূতে বিচরণ কর এবং তুমি সকল দেখিতেছ, অথচ তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না। (৪) হে মহাবিভূতি! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ও দিক দিগন্তে তোমার যে সকল বিভূতি আছে, সে সমুদায় আমাকে বল, তীর্থ সকলের আশ্রয় স্বরূপ তোমার পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি। (৫)

ভগবান্ কহিলেন, হে প্রশ্নবিদাম্বর উদ্ধব! পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে শত্রুগণ সহিত যুদ্ধ কালে অর্জ্জুন আমাকে এই রূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। (৬) আমি হন্তা ও এই ব্যক্তি হত এইরূপ লৌকিক বুদ্ধি অর্জ্জুন রাজ্য হেতুক জ্ঞাতি বধকে অধর্ম্ম্য ও নিন্দনীয় জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। (৭) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তখন অর্জ্জুন আমা কর্ত্তৃক নানা প্রকারে প্রতিবোধিত হইয়াও সেই রণ মধ্যস্থলে আমাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহা তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। (৮) হে উদ্ধব! আমি এই সকল ভূতের আত্মা সুহৃৎ ও ঈশ্বর এবং আমি সমুদায় ভূতের অধিষ্ঠান ও তাহারদিগের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

প্রকৃতি গুণবান্ বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম আমি। (১০) আমি গুণিদিগের মধ্যে প্রথম কার্য্য, মহৎ পদার্থের মধ্যে মহত্তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে জীব এবং দুর্জ্জয় বস্তুর মধ্যে মন আমি। (১১) বেদ্ সকলের অধ্যাপক হিরণ্যগর্ভ আমি, মন্ত্র সকলের প্রণব আমি, অক্ষরের মধ্যে আকার আমি এবং ছন্দঃ সকলের মধ্যে ত্রিপদা গায়ত্রী আমি। (১২) সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্র আমি, বসুদিগের মধ্যে অগ্নি আমি, আদিত্য-দিগের মধ্যে বিষ্ণু আমি, রুদ্রদিগের মধ্যে মহাদেব আমি। (১৩) মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু আমি, রাজর্ষিদিগের মধ্যে মনু আমি, দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ আমি, ধেনুদিগের মধ্যে কামধেনু আমি, সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে কপিল, আমি পক্ষিদিগের মধ্যে সুপর্ণ, আমি প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষ, আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা আমি। (১৪) হে উদ্ধব! দৈত্যদিগের মধ্যে আমাকে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বলিয়া জান, নক্ষত্র ও ঔষধির মধ্যে আমি চন্দ্র, যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের। (১৫) গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত আমি, জলচরদিগের প্রভু বরুণ আমি, প্রতাপ ও দীপ্তিশালীর মধ্যে সূর্য্য আমি; মনুষ্যের মধ্যে রাজা আমি। (১৬) ঘোটকদিগের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা আমি, ধাতুর মধ্যে আমি কাঞ্চন, সংযমীর মধ্যে যম আমি, সর্পদিগের মধ্যে বাসুকি আমি। (১৭) নাগেন্দ্রদিগের মধ্যে অনন্ত নাগ আমি, পশুদিগের মধ্যে মৃগেন্দ্র আমি, আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম আমি, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ আমি। (১৮) স্রোতঃস্বতী তীর্থ মধ্যে গঙ্গা আমি, সরোবরের মধ্যে সমুদ্র আমি, আয়ুধের মধ্যে ধনু আমি, ধনুর্দ্ধারীর মধ্যে শিব আমি। (১৯) বাসস্থানের মধ্যে সুমেরু আমি, দুর্গমের মধ্যে হিমালয় আমি, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষ আমি, ওষধির মধ্যে ভক্ষ্যতৃণ আমি। (২০) পুরোহিতের মধ্যে বশিষ্ঠ আমি, ব্রহ্মিষ্ঠদিগের মধ্যে বৃহস্পতি আমি, সেনানীর মধ্যে কার্ত্তিকেয় আমি, অগ্রণীর মধ্যে নারায়ণ আমি। (২১) যজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ আমি, ব্রতের মধ্যে অহিংসা ব্রত আমি, সংশোধক পদার্থের মধ্যে বায়ু অগ্নি অর্ক অম্বু ও বাক্যরূপ শুচি আমি। (২২) যোগের মধ্যে আত্ম সংরোধ যোগ আমি, জয়েচ্ছুদিগের মধ্যে নীতি আমি, বিবেকাদি নৈপুণ্যের মধ্যে আত্মানাত্ম বিবেক আমি, খ্যাতিবাদি দিগের মধ্যে বিকল্প আমি। (২৩) স্ত্রীদিগের মধ্যে শতরূপা আমি, পুরুষদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু আমি, মুনিদিগের মধ্যে নারায়ণ আমি, ব্রহ্মচারির মধ্যে কুমার আমি। (২৪) ধর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম আমি, অভয়ের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা মতি আমি, গুহ্য পদার্থের মধ্যে সত্য ও মৌন আমি, মিথুনের মধ্যে তৎকারণ প্রজাপতি আমি। (২৫) অপ্রমত্ত দিগের সম্বৎসর আমি, ঋতুর মধ্যে বসন্ত আমি, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ আমি, নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিৎ নক্ষত্র আমি। (২৬) যুগের মধ্যে সত্যযুগ আমি, ধীরদিগের মধ্যে অসিত দেবল আমি, বেদবিভাগ কর্ত্তার মধ্যে দ্বৈপায়ন আমি, কবিদিগের মধ্যে শুক্র আমি। (২৭) ভগবান্দিগের মধ্যে বাসুদেব আমি, ভাগবতের মধ্যে উদ্ধব আমি, কিম্পুরুষদিগের মধ্যে হনুমান আমি, বিদ্যাধরদিগের মধ্যে সুদর্শন আমি। (২৮) মণির মধ্যে পদ্মরাগ মণি আমি, সুন্দর বস্তুর মধ্যে পদ্মকোষ আমি, দর্ভজাতির মধ্যে কুশা আমি, হবির মধ্যে গব্য ঘৃত আমি। (২৯) ব্যবসায়িদিগের মধ্যে লক্ষ্মী আমি, ধূর্ত্তদিগের মধ্যে ছল আমি, তিতিক্ষুদিগের মধ্যে তিতিক্ষা আমি, সত্ত্ববান্দিগের সত্ত্ব আমি। (৩০) বলবান্দিগের বল আমি, ভাগবতদিগের ভক্তিকৃত কর্ম্ম আমি, ব্যূহার্চ্চন নবমূর্ত্তির মধ্যে আদি মূর্ত্তি বাসুদেব আমি। (৩১) গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে বিশ্বাবসু আমি, অপ্সরাগণের মধ্যে পূর্ব্বচিত্তি আমি, আমি ভূধর

গণের স্থৈর্য্য, এবং পৃথিবীর গন্ধমাত্র। (৩২) জলীয় পদার্থের রস আমি, তেজস্বী দিগের মধ্যে সূর্য্য আমি, সূর্য্য চন্দ্র তারাদিগের প্রভা আমি, এবং আকাশের শব্দ আমি। (৩৩) ব্রাহ্মণ্যভক্তের মধ্যে বলি আমি, বীরগণের মধ্যে অর্জ্জুন আমি, এবং ভূত সকলের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় আমি। (৩৪) পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গমন কথন ত্যাগ গ্রহণ ও আনন্দ আমি, এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দর্শন স্পর্শ আস্বাদ শ্রবণ ও অবঘ্রাণ আমি। (৩৫) পৃথিবী বায়ু আকাশ জল জ্যোতি অহঙ্কার, মহান্ ষোড়শ বিকার পুরুষ অব্যক্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এ সমুদায় আমি। (৩৬) এবং এসমুদায়ের পরিগণনক্রম আমি, এবং জ্ঞান ফল ও তত্ত্বনির্ণয় আমি। (৩৭) ঈশ্বর জীব, গুণ গুণী, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ এ সমুদায় আমি। (৩৮) আমি পৃথিব্যাদির পরমাণু সকলকে কালক্রমে গণনা করিতে পারি কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিরূপ আমার কোটি কোটি বিভূতির সংখ্যা করিতে পারি না। (৩৯) যেখানে যেখানে তেজ সৌন্দর্য্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য লজ্জা দান মনোহরতা ভাগ্য বীর্য্য তিতিক্ষা জ্ঞান আছে, সে সকলই আমার অংশ। (৪০) এই সমুদায় বিভূতি আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, এ সমুদায় মনের বিকার মাত্র, ও বাক্যে বচনীয় মাত্র। (৪১) অতএব বাক্য মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ও আত্ম সংযম কর, তাহা হইলে আর সংসার মার্গে আসিতে হইবে না। (৪২) যে যোগী ব্যক্তি সম্যক্ রূপে বুদ্ধির সহিত বাক্য মনের সংযম না করেন, আমঘট হইতে জল নিঃস্রবের ন্যায় তাহার ব্রত দান তপস্যা সমুদায় নিঃসৃত হইয়া যায়। (৪৩) অতএব মৎপরায়ণ হইয়া মদ্ভক্তি যুক্ত বুদ্ধিদ্বারা বাক্য মন ও প্রাণ সংযম করিয়া কৃতার্থ হইবে। (৪৪)

ইতি একাদশস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মচারি ও গৃহস্থদিগের ভক্তিলক্ষণ স্বধর্ম্ম বিষয়ক উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবান্ কর্ত্তৃক হংসোক্ত ধর্ম্ম রূপ বর্ণাশ্রম বিভাগ কথন।

উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো, পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমাচারী ও তদ্বিহীন সকল প্রকার নরলোকেরই স্বভক্তি লক্ষণ স্বধর্ম্ম তোমার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। (১) হে অরবিন্দলোচন, সেই স্বধর্ম্ম যেরূপে অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যদিগের তোমাতে ভক্তি সাধন হয়, তাহাই আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। (২) হে মাধব, হে মহাবাহো, পূর্ব্বকালে হংসকর্ত্তৃক যে পরমধর্ম্ম ব্রহ্মার নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল। (৩) হে শত্রু নাশন, যদিও পূর্ব্বকালাবধি মর্ত্ত্যলোকে সেই ধর্ম্মের অনুশাসন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বহুকাল অতিবাহিত হওয়াতে প্রায় তাহার আর শাসন নাই। (৪) হে অচ্যুত, পৃথিবীর কথা কি বলিব, ব্রহ্মার সভা, যেখানে বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্, সেখানেও তুমি ভিন্ন এই ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা বা রক্ষিতা আর দ্বিতীয়, নাই। (৫) হে মধুসূদন, কেবল একমাত্র তুমিই এই ধর্ম্মের কর্ত্তা রক্ষিতা ও বক্তা, অতএব হে দেব, যখন তুমি এই পৃথিবীতল পরিত্যাগ করিবে, তখনই এধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তখন কে আর ইহা প্রচার করিবে। (৬) অতএব হে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ, হে প্রভো! যথাবিধানক্রমে স্বভক্তি লক্ষণ এই ধর্ম্ম, তুমি আমারদিগের নিকট বর্ণন কর।

বাদরায়ণি কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজভৃত্যশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের এই প্রশ্ন শ্রবণে প্রীত হইয়া মর্ত্তালোকের মঙ্গলের নিমিত্তে সনাতন ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন। (৭) ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব, তোমার এই প্রশ্ন বর্ণাশ্রমাচারী মনুষ্যমাত্রের কল্যাণকর ও ধর্ম্ম সাধন. অতএব ইহা কহিতেছি শ্রবণ কর। (৮) কল্পের আদি কালে অর্থাৎ সত্যযুগে মনুষ্যদিগের একমাত্র বর্ণ ছিল, তাহার নাম হংস. তৎকালে প্রজাসকল জন্মমাত্র কৃতকৃত্য হইত এই নিমিত্তে সে সময়কে কৃত যুগ কহে। (৯) তৎকালে কেবল প্রণবমাত্রকেই বেদ কহিত, এবং আমিই বৃষরূপ অর্থাৎ চতুষ্পদ ধর্ম্ম ছিলাম, অতএব তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ মনুষ্যেরা আমাকে হংসরূপে উপাসনা করিত। (১০) পরে ত্রেতাযুগ প্রবেশ কালে আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয় আবির্ভূত হইল, এবং সেই ত্রয়ী বিদ্যা হইতে আমিই অধ্বর্য্যু উদ্গাতৃ হোতৃ-রূপ ত্র্যাত্মক যজ্ঞরূপ ধারণ করিলাম। (১১) আমার বিরাটরূপের মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল। (১২) এবং জঙ্ঘা হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষস্থল হইতে বানপ্রস্থ, এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম জন্মিল। (১৩) বর্ণসকল ও আশ্রম সকলের জন্মস্থানের তারতম্য অনুসারে মনুষ্যদিগের উত্তমাধম প্রকৃতি হইল. অর্থাৎ মন্দ হইতে মন্দ প্রকৃতি ও উত্তম হইতে উত্তম প্রকৃতি জন্মিল। (১৪) শম. দম, তপস্যা শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সারল্য, বিষ্ণুভক্তি, দয়া ও সত্য, এই সকল গুলি ব্রাহ্মণদিগের প্রকৃতি। (১৫) তেজ, বল, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, স্থিরতা. ব্রহ্মণ্য, প্রভুত্ব, এই সকল ক্ষত্রিয়গণের প্রকৃতি। আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, অদম্ভ, ব্রাহ্মণ সেবা, অর্থোপার্জ্জনে অসন্তোষ এই সকল বৈশ্যদিগের প্রকৃতি। অকপটে দেব গো ব্রাহ্মণ সেবা, এবং তদ্বিষয়ে যথালব্ধ সন্তোষ এই সকল শূদ্রবর্ণের প্রকৃতি। (১৬) অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিক্য, অমূল কলহ, কাম, ক্রোধ, ও তৃষ্ণা এই সকল বর্ণাশ্রম বহির্ভূত অন্ত্যাবসায়িদিগের প্রকৃতি। (১৭) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, ও সর্ব্বভূত প্রিয় হিত চেষ্টা, এই সকল সর্ব্বসাধারণ বর্ণের ধর্ম্ম। (১৮) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন বর্ণেরা আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কার ক্রমে উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তি পূর্ব্বক আচার্য্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গুরুকুলে বাস করতঃ বেদ অধ্যয়ন করিবেন। (১৯) এবং মেখলা অজিন, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু জটা ও কুশা ধারণ করিবেন, আর দন্ত ও বস্ত্র প্রক্ষালন করিবেন না এবং রক্তবর্ণ পীঠে উপবেশন করিবেন না। (২০) স্নান, ভোজন, হোম, জপ, ও মূত্রপুরীষাদ্যুৎসর্গসময়ে মৌনী হইবেন, এবং নখ, কেশ, ও কক্ষোপস্থগত কেশ ছেদন করিবেন না। (২১) ব্রহ্মচারী ব্যক্তি কখনও স্বয়ং শুক্রক্ষরণ করিবেন না, যদি কখন দৈবাৎ রেতক্ষরণ হয় তবে জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করত প্রাণায়ামের সহিত ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করিবেন। (২২) শুচি ও সমাহিত এবং বাগ্যত হইয়া উভয় সন্ধ্যাতে জপ করতঃ অগ্নি সূর্য্য আচার্য্য গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাগণের উপাসনা করিবেন। আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানিবে, কখন তাঁহার অবমাননা করিবে না, এবং মনুষ্য বোধে কখন তাঁহার অসূয়া করিবে না, যেহেতু গুরু সর্ব্ব দেবময়। (২৩) সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিবে, এবং অন্য যাহা লব্ধ হইবে তাহাও দিবে, কেবল সংযত হইয়া তাঁহার অনুজ্ঞালব্ধ দ্রব্য উপভোগ করিবে। (২৪) আচার্য্যের গমন শয়ন, বিশ্রাম, উপ-

বেশন কালে নিয়োগ প্রতীক্ষায় অনতিদূরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করতঃ সর্ব্বদা স্বয়ং নীচভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে। (২৫) এই প্রকার আচরণ করত ভোগ বিবর্জ্জিত হইয়া বিদ্যাসমাপ্তি পর্য্যন্ত অখণ্ডিত ব্রত ধারণ পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিবেক। (২৬)

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারি যদি মহর্লোক এবং তাহা হইতে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নৈষ্ঠিকব্রত ধারণ করত স্বাধ্যায়ের নিমিত্তে গুরুকে দেহ সমর্পণ করিবেন। (২৭) বেদাভ্যাস জনিত তেজোবিশিষ্ট অকল্মষ পুরুষ অগ্নিতে, গুরুতে আপনাতে, এবং সর্ব্বভূতেতে আমাকে অপৃথক্ জানিয়া উপাসনা করিবেক। (২৮) অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের নিরীক্ষণ, স্পর্শ, আলাপ, পরিহাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন এবং মিথুনীভূত প্রাণিমাত্রকে দর্শনও করিবেন না। (২৯) হে কুলনন্দন উদ্ধব ! শৌচ আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, মদীয় পূজা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য অভক্ষ্য অসম্ভাষ্য বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে মদ্ভাব, ও মনোবাক্ কায় সংযম, এসমুদায় সকল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম। (৩০) এইরূপ বৃহদ্‌ব্রতধারী ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হয়েন, তবে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিলাভ করত তপস্যাদ্বারা সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া মদ্ভক্তরূপে বিখ্যাত হয়েন। (৩১) অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য হইতে অপরাশ্রমে প্রবেশার্থী ব্যক্তি যথাবিধি বেদ বিচার করতঃ গুরুকে দক্ষিণা দান পূর্ব্বক গুরু কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া সমাবর্ত্তন স্নান করিবেক। (৩২) পরে, যদি তিনি সকাম হয়েন তবে গৃহে আর নিষ্কাম হয়েন তবে বনে প্রবেশ করিবেন, আর যদি মৎপর দ্বিজোত্তম হয়েন তাহা হইলে প্রব্রজ্যাচরণ করিবেন, যে প্রকারই হউক আশ্রম হইতেই আশ্রমে গমন করিবেন, অনাশ্রমী প্রতিলোমাচরণ করিবেন না। (৩৩) গৃহ প্রবেশার্থী সমান জাতীয়া কুল লক্ষণ সম্পন্না বয়ঃ কনিষ্ঠা যুবতী ভার্য্যাকে উদ্বাহ করিবেন, পরে কামনা বশতঃ আর যাহাকে বিবাহ করিবেন, তাহা স্ববর্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বর্ণ ক্রমে বিবাহ করিবেন। (৩৪) যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দান ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সাধারণ কর্ম্ম, কিন্তু প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন এই তিন ব্রাহ্মণের বৃত্তি। (৩৫) যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজ ও যশের অপনোদনকারী বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন তিনি অন্য উভয় অর্থাৎ অধ্যাপন ও যাজন দ্বারা জীবিকা লাভ করিবেন, আর যিনি ততুভয়েতেও কার্পণ্যাদি দোষ দৃষ্টি করিবেন তিনি ক্ষেত্র পতিত শস্যকণা আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। (৩৬) ব্রাহ্মণদিগের ঐহিক দেহ ক্ষুদ্র কামনার উপযোগী নহে, তাহা ইহলোকে কষ্টসাধ্য তপস্যার নিমিত্ত এবং পরলোকে অনন্ত সুখের নিমিত্ত। (৩৭) শিল বৃত্তি * ও উঞ্ছ বৃত্তিতে ** পরিতুষ্ট হইয়া মহৎ আতিথ্যাদি লক্ষণ নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করতঃ প্রশক্তি শূন্য হইয়া গৃহে অবস্থিতি করিলেও শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। (৩৮) যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ দরিদ্র অবসন্ন ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করে, সমুদ্রে পতিত ব্যক্তির নৌকার ন্যায় আমি অচিরাৎ তাহাকে আপদ হইতে উদ্ধার করি। (৩৯) রাজা প্রজা সকলকে পিতার ন্যায় বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। আর যেমন গজপতি গজগণকে রক্ষা করে তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি আপনিই আপনাকে রক্ষা করিবেন। এইরূপ বিপদোদ্ধারকারী রাজা ইহলোকে সমুদায় অশুভ নাশ করতঃ সূর্য্য সন্নিভ বিমান দ্বারা স্বর্গে গমনপূর্ব্বক

ইন্দ্রের সহিত আমোদিত হয়েন। (৪০) ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যাদি বশতঃ অবসন্ন হইলে বণিক্‌বৃত্তি পণ্যোপজীবন দ্বারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতেও আপদাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি খড়্গাদি ধারণ দ্বারা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবে, কিন্তু কখন শ্ববৃত্তি অর্থাৎ নীচ সেবা করিবেন না। (৪১) রাজা আপদাক্রান্ত হইলে বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা কি মৃগয়া দ্বারা কিম্বা বিপ্রবৃত্তি অধ্যাপনাদি দ্বারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, কিন্তু কখন শ্ববৃত্তি অর্থাৎ নীচ সেবা করিবেন না। (৪২) বৈশ্য আপদাক্রান্ত হইলে শূদ্র বৃত্তি দ্বারা এবং শূদ্র আপদগ্রস্ত হইলে কারুবৃত্তি কটাদি ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু আপদ্‌মুক্ত হইলে আর নিন্দনীয় কর্ম্ম দ্বারা বৃত্তি ইচ্ছা করিবেন না। (৪৩)

গৃহস্থ ব্যক্তি যথাবিত্তবানুসারে বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞ দ্বারা ঋষিগণকে, স্বধাকার দ্বারা পিতৃগণকে, স্বাহাকার দ্বারা দেবতাগণকে, বলিহরণ দ্বারা ভূতগণকে এবং অন্ন পানাদি দ্বারা মনুষ্যদিগকে আমার স্বরূপ জ্ঞানে অহরহ অর্চ্চনা করিবেন। (৪৪) উদ্যোগ ব্যতিরেকে উপার্জ্জিত স্ববৃত্তি লব্ধ শুদ্ধ ধন দ্বারা পোষ্যবর্গকে পোষণ করতঃ যথান্যায়ে যজ্ঞ আহরণ করিবেন। (৪৫) গৃহস্থ ব্যক্তি কুটুম্বী হইলেও কুটুম্ব বিষয়ে আসক্ত হইবে না ও ঈশ্বরনিষ্ঠা বিষয়ে প্রমত্ত হইবে না এবং বিচার করতঃ অদৃষ্ট বিষয়ও দৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় নশ্বর দেখিবেন। (৪৬) পুত্র, দারা ও আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত যে সঙ্গ তাহা পান্থশালাস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত সঙ্গের ন্যায় নশ্বর, যেহেতু ইহারা প্রতি নিদ্রাতে স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দেহ নাশেই বিযুক্ত হয়। (৪৭) মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়া এই প্রকার পরামর্শযোগে অতিথির ন্যায় উদাসীন ভাবে গৃহে অবস্থিতি করিবে এবং গৃহ বিষয়ক আসক্তিতে আবদ্ধ হইবে না। (৪৮) ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি এইরূপ গৃহমেধীয় কর্ম্ম দ্বারা আমার অর্চ্চনা করতঃ গৃহেই অবস্থিতি করুন বা বনেই প্রস্থান করুন, কিন্তু যখন প্রজাবান্‌ হইবেন তখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। (৪৯) যে ব্যক্তি স্ত্রৈণ, কৃপণ ও মূঢ় এবং পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণাতে আতুর হইয়া গৃহে আসক্তি বশতঃ আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞানে বদ্ধ হয়। (৫০) আহা! আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা ও ভার্য্যা এবং বালক বালিকা পুত্র কন্যারা আমা ব্যতীত অনাথ দীনভাবে কি প্রকারে দুঃখে জীবনধারণ করিবে। (৫১) এই প্রকারে গৃহবাসনা বিক্ষিপ্ত চিত্ত মূঢ় বুদ্ধি অপরিতৃপ্ত ব্যক্তি গৃহবাসনা সকল অনুধ্যান করতঃ মরণের পর তামসী যোনিতে প্রবেশ করে। (৫২)

ইতি একাদশ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বনস্থ যতি ধর্ম্ম নির্ণয় পুরঃসর অধিকার বিশেষে ধর্ম্মের বিশেষ কথন।

ভগবান্‌ কহিলেন, বয়সের তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ পঞ্চ সপ্ততি বৎসরের পর বন প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইলে ভার্য্যাকে পুত্রগণের নিকট সমর্পণ করিয়া অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়া শান্তভাবে বনে বাস করিবেক। (১) পবিত্র বন্য কন্দ, মূল, ফল দ্বারা জীবনোপায় নির্ব্বাহ করিবেক এবং বল্কল বা তৃণ পত্র ও অজীন বাস পরিধান করিবেক। (২) কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু ও গাত্রমলা ধারণ করিবেক ও দন্ত ধাবন করি-

শরীরকে উত্তপ্ত করতঃ ও বর্ষাকালে বারিধারা সহন করতঃ এবং শীতকালে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া তপস্যাচরণ করিবেক। (৪) অগ্নিপক্ক অথবা সময় পক্ক দ্রব্যজাত আহার করিবেক এবং উদূখল বা প্রস্তরাদি দ্বারা অথবা দন্তরূপ উদূখল দ্বারা কুট্টিত দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক। (৫) দেশ কালাদির বলাবলে অভিজ্ঞ হইয়া আপনার বৃত্তির নিমিত্তে সমুদায় দ্রব্য স্বয়ং আহরণ করিবেক, সময়ান্তরে আহৃত দ্রব্য সময়ান্তরে গ্রহণ করিবেক না। (৬) যথাসময় প্রাপ্ত বনজাত চরু পুরোডাশাদি দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবেক, বনাশ্রমী ব্যক্তি শ্রৌত পশু দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবেক না। (৭) বেদবাদী মুনিগণে কর্ত্তৃক আম্নাতে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য দ্বারা পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিবেক। (৮) মুনি ব্যক্তি এইপ্রকার যাবজ্জীবন তপস্যাচরণ দ্বারা শিরাবশিষ্ট শুষ্ক মাংস হইয়া তপোরূপ আমার আরাধনা পূর্ব্বক ঋষিলোকাদি ক্রমে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়। (৯) যে ব্যক্তি অতি কষ্টসাধ্য এই মুক্তি-সাধন মহৎ তপস্যা আচরণ করিয়াও অতি অল্পতর কামনায় ব্রহ্মলোকাদি সুখে মনোনিবেশ করে, তাহা হইতে মূর্খ আর কোন্ ব্যক্তি আছে। (১০) যদি সে ব্যক্তি সাংসারিক নিয়মে অবিরক্ত হইয়া জরায় কম্পিত কলেবর হয়, তবে আমাতে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নির আরোপ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক। (১১) যদি ধর্ম্ম পরিপাক লব্ধ ব্রহ্ম লোকাদি সমুদায় লোকে দুঃখ দর্শন পূর্ব্বক বিরক্তি জন্মে, তবে যথাসম্ভব অগ্নি ত্যস্ত করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে গমন করিবেক। (১২) যথোপদেশ প্রাজাপত্য দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়া ও ঋত্বিককে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া আত্মাতে অগ্নির আবেশপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে প্রব্রজ্যা করিবেক। (১৩) ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসকালে দারা পুত্রাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতারা বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করেন এবং মনে করেন, যে এই ব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে। (১৪) মুনি ব্যক্তি যদি কৌপীনাতিরিক্ত বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যাহাতে কৌপীন মাত্র আচ্ছাদিত হয় এতাবন্মাত্র বস্ত্র পরিধান করিবেন, প্রৈষ মন্ত্রে উচ্চারণের পূর্ব্বে তিনি অন্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব অনাপৎকালে দণ্ডকমণ্ডলু ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না। (১৫) দৃষ্টিপূত করিয়া পাদন্যাস করিবেক, বস্ত্রপূত করিয়া জলপান করিবেক, সত্যপূত বুঝিয়া বাক্য কহিবেক, এবং মনঃপূত অর্থাৎ বিচার শোধিত হইয়া সমুদায় আচরণ করিবেক। (১৬) হে উদ্ধব! মৌনরূপ বাগদণ্ড, কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ রূপ দেহ দণ্ড, প্রাণায়ামরূপ অন্তঃকরণ দণ্ড যাহার নাই সে ব্যক্তি কেবল বেণুদণ্ড ধারণদ্বারা কখন যতি হইতে পারে না। (১৭) চারিবর্ণের মধ্যে অভিশস্ত পতিতাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনির্দ্দিষ্ট সাত গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে, এবং তদ্দ্বারা যাহা লব্ধ হইবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। (১৮) গ্রামের বাহিরে জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক বাগ্যত হইয়া স্নান ও আচমন করত আহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ যাচককে বিভাগ করিয়া দিয়া শেষে প্রোক্ষণাদি শোধিত সেই সমুদায় দ্রব্য ভোজন করিবেক, সঞ্চয়ার্থ অধিক আহরণ করিবে না। (১৯) সঙ্গরহিত ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এই পৃথিবীতে একাকী বিচরণ করিবেন, এবং আত্মাতে ক্রীড়া ও আত্মাতেই রমণ করত সমদর্শী ধীর হইবেন। (২০) নির্ভয় বিজন স্থানে অবস্থিতি করত মদীয়ভাবে নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া আমার সহিত অভিন্নরূপে কেবল একমাত্র আত্মাকেই চিন্তা করিবেক। (২১) জ্ঞান নিষ্ঠাদ্বারা আপনার বন্ধ মো-

গের নিয়মকেই মোক্ষ বলে। অতএব মদীয়ভাবে ষড়বর্গ জয় করত ক্ষুদ্র কামনা সকল হইতে বিরত হইয়া আত্মাতে মহৎসুখ লাভে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবেক। (২২) পবিত্রদেশ, সরোবর, শৈল, বন ও আশ্রম বিশিষ্ট এই পৃথিবীর প্রদেশ বিশেষে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষার নিমিত্তে যাত্রিক জন সমূহ সমন্বিত পুর গ্রাম ও গোষ্ঠাদিতে বিচরণ করিবেক। (২৩) বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী ব্যক্তিদিগের নিয়ত ভিক্ষ বৃত্তি অবলম্বন করা বিধেয়, যেহেতু শিলবৃত্তি দ্বারা আহৃত অন্নে শুদ্ধসত্ত্ব ও নিবৃত্ত মোহ হইলে আশু সিদ্ধি লাভ হয়। (২৪) মিষ্টান্নাদি দৃশ্যমান পদার্থকে বস্তুরূপে দর্শন করিবে না, যেহেতু তাহা বিনষ্ট হয়. অতএব ইহামুত্র ভোগসাধনার্থ অনাসক্ত চিত্ত হইয়া তদ্বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইবেক। (২৫) মমতাস্পদ এই জগৎ, অহঙ্কারাস্পদ মনোবাক প্রাণ সহিত এই দেহ ও তজ্জন্য সুখ দুঃখাদি এ সমুদায় কেবল আত্মাতে মায়ামাত্র, এইরূপ তর্কদ্বারা তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া তাহা আর স্মরণ করিবেক না। (২৬) যেব্যক্তি বহির্বিষয়ে বিরক্ত ও মুমুক্ষা বশত জ্ঞান-নিষ্ঠ হয়েন বা মোক্ষ বিষয়ে অনপেক্ষা পূর্ব্বক মদ্ভক্ত হয়েন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি সহিত আশ্রম ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিবেন। (২৭) বিবেকবান্ হইলেও বালকের ন্যায় মানাপমান শূন্য হইয়া ক্রীড়া করিবেক, নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় ফলানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহার করিবেক, বিদ্বান্ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় লোকরঞ্জন কামনা ভাবে কার্য্য করিবেক, এবং বেদনিষ্ঠ হইয়াও অনিয়তাচারে বিচরণ করিবেক। (২৮) কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যানাদি নিষ্ঠ বেদবাদে রত হইবে না। শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে না, কেবল তর্কে নির্ভর করিবে না, এবং গোষ্ঠীমধ্যে নিষ্প্রয়োজন বাদ বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাহার কোন পক্ষ আশ্রয় করিবে না। (২৯) ধীর ব্যক্তি লোকের উদ্বেগ জন্মাইবেন না, এবং আপনিও কাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইবেন না, এবং পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেন ও কাহাকেও অপমান করিবেন না, পশুদিগের ন্যায় এই দেহ উপলক্ষে কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেন না। (৩০) নানা উদক পাত্রে প্রতি বিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বভূতেতে ও আত্মাতে অবস্থিত পরমাত্মা একই মাত্র, এবং ভূত সকলও কারণরূপে একাবয়ব মাত্র। (৩১) বুদ্ধিমান ব্যক্তি যথাকালে ভোজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে কখনই বিষন্ন হইবেন না, এবং লব্ধ দ্রব্যের প্রতিও প্রহৃষ্ট হইবেন না, যেহেতু এউভয়ই দৈবাধীন। (৩২) তথাপি আহারার্থ চেষ্টা করিতেই হইবে, যেহেতু তাহাই সম্যক্ প্রাণ ধারণের উপায়; এবং প্রাণ ধারণেতেই তত্ত্ববিচার হয় ও তত্ত্ববিজ্ঞানেই মুক্তি হয়। (৩৩) উত্তমই হউক আর অনুত্তমই হউক যদৃচ্ছোপপন্ন অন্নই আহার করিবেন, এবং বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতিও যেমন যেমন প্রাপ্ত হয়েন তাহাই ব্যবহার করিবেন। (৩৪) শৌচ, আচমন, স্নান ইত্যাদি কার্য্য বিধি প্রেরণানুগত হইয়া করিবেন না, আমি ঈশ্বর, আমি যেরূপ লীলাভাবে সমুদায় কর্ম্ম আচরণ করি জ্ঞানী ব্যক্তিও অনাসক্ত, হইয়া অন্যান্য নিয়মিত কর্ম্ম সকল তদ্রূপে আচরণ করিবেন। (৩৫) তাঁহার শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা নাই, যেহেতু তাঁহার মনে ভেদ প্রতীতি নাই, তাহা আমার দর্শনে বিনষ্ট হইয়াছে, যদিও দেহপাত পর্য্যন্ত তাঁহার কখন ভেদ প্রতীতির আভাস মাত্র থাকে তথাপি দেহাবসানে তিনি আমাতে সংযুক্ত হয়েন। (৩৬) যে ধীর ব্যক্তি দুঃখব্যাপ্ত কাম্য বস্তু বিষয়ে তিতিক্ষা বশত বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন,

কটে গমন করিবেন। (৩৭) যাবৎকাল পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া ভক্তি সহকারে আদরের সহিত আমাতে অ-ভিন্ন জ্ঞান করিয়া গুরুর পরিচর্য্যা করিবেন। (৩৮) যিনি ষড়্বর্গকে সংযত করিতে পারেন নাই, যাঁহার অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের সারথিরূপ বুদ্ধি অতি উগ্রস্বভাব, এবং যিনি জ্ঞান বৈরাগ্য রহিত, অথচ ত্রিদণ্ড যাহার উপজীবিকা। (৩৯) সেই ধর্ম্মহন্তা ব্যক্তির অদ্যাপি পাপের পরিপাক হয় নাই, সে দেবতাগণকে, ও আত্মাকে, এবং আ-মাকে প্রতারণা করে সুতরাং ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। (৪০) শম, দম, ও অহিংসা ভিক্ষুর ধর্ম্ম; তপশ্চর্য্যা বানপ্রস্থের ধর্ম্ম; ভূতরক্ষা ও যজ্ঞাদি গৃহীর ধর্ম্ম; এবং আচার্য্য সেবা ব্রহ্মচারি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। (৪১) ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, সর্ব্বভূত সৌহৃদ, ও ঋতুকালাভিগমন, এসকলও গৃহস্থের ধর্ম্ম কিন্তু মদীয় উপাসনা সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্ম। (৪২) এই প্রকারে অনন্য সেবক হইয়া যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিত্য আমাকে ভজনা করেন, এবং মদ্ভাবে সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন সে ব্যক্তি আমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন। (৪৩) হে উদ্ধব, সেব্যক্তি অনপায়িনী ভক্তি সহযোগে সর্ব্ব লোক মহেশ্বর ও সকলের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ পর ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। (৪৪) এইরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ সত্ত্ব, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন, ও সংসারে বিরক্তিভাব বশত আমার গতি অবগত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। (৪৫) বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট লোকদিগের ইহাই আচার লক্ষণ ধর্ম্ম, তাহাই মদ্ভক্তি সম্পন্ন ও পরম মুক্তির সাধন। (৪৬) হে সাধু! হে উদ্ধব, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই আমি তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম সংযুক্ত মদ্ভক্ত যেরূপে আমাকে প্রাপ্ত হয়েন তাহাই এই ব্যক্ত করিলাম। (৪৭)

ইতি একাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব নির্ণীত জ্ঞানাদির পরিত্যাগরূপ শ্রেয়োভেদ কথন।

ভগবান্ কহিলেন, যে ব্যক্তি বিদ্যা সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রবণসম্পন্ন, প্রাপ্ত গুরুক, অপরোক্ষ জ্ঞানবান্; তিনি এই দ্বৈত বস্তু সমুদায়কে ও তন্নিবৃত্তি সাধনকে মায়ামাত্র জানিয়া তত্ত্বজ্ঞানও তৎসাধন আমাতে সমর্পণ করিবেন। (১) যেহেতু আমি জ্ঞানিদিগের অপেক্ষিত স্বার্থ সাধন হেতু স্বর্গ ও অপবর্গ রূপে সম্মত, অতএব আমি ব্যতীত তাঁহারদিগের প্রিয় পদার্থ আর কিছুই নাই। (২) জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই আমার উৎকৃষ্ট পদ জানিতে পারেন ও জ্ঞান দ্বারা আমাকে ধারণ করিতে পারেন, অতএব তাঁহারাই আমার প্রিয়তম। (৩) তপস্যা, তীর্থ সেবা, জপ, দান অথবা অন্য কোন পবিত্রকর্ম্ম তাদৃশ শুদ্ধি জন্মাইতে সমর্থ হয়না, জ্ঞানের এক লেশমাত্র যাদৃশ শুদ্ধি জন্মায়। (৪) অতএব হে উদ্ধব! জ্ঞান নিষ্ঠা পর্য্যন্ত আত্মাকে জানিয়া অন্য সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ভক্তভাবে আমাকে ভজনা কর। (৫) জ্ঞান বিজ্ঞান রূপ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞপতি আত্মারূপ আমার অর্চ্চনা করতঃ মুনিরা সংসিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন। (৬) হে উদ্ধব! যে এই আধ্যাত্মিকাদিরূপ দেহাদি বিকার তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহা মায়ামাত্র, ইহা কেবল মধ্য সময়ে আগত হয়, আদ্যন্তে

থাকে না; এই অতএব বিকারের যে জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, তাহার দ্বারা তোমার কি হইতে পারে, যে বস্তু আদ্যন্তে অসৎ তাহা মধ্যকালে তদ্রূপই হইবে। (৭)

উদ্ধব কহিলেন, হে বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বেশ্বর! বৈরাগ্য বিজ্ঞানযুক্ত, পুরাতন এই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং মহৎ প্রার্থনীয় তোমার ভক্তিযোগ আমার নিকট ব্যক্ত কর। (৮) হে ঈশ্বর! এই ঘোর সংসারপথে তাপত্রয়ে সন্তপ্যমান হইয়া আমি অমৃতাভিবর্ষি তোমার পাদপদ্ম রূপ আতপত্র ব্যতীত আর অন্য আশ্রয় দেখিতে পাই না। (৯) হে মহানুভাব! কাল সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া এই সংসার গর্ত্তে পতিত ও ক্ষুদ্র সুখে মহৎ তৃষ্ণাযুক্ত যে আমি, কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার কর এবং বৈরাগ্যবোধক বাক্য রূপ অমৃত দ্বারা আমাকে অভিষেক কর। (১০)

ভগবান্ কহিলেন, পূর্ব্বকালে রাজা যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক ভীষ্মদেবের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ভারতবংশীয়ের পরস্পর যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে সুহৃদ্বধে ব্যাকুল চিত্ত রাজা বহু প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণের পর মোক্ষ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (১১) জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতিযুক্ত সেই ধর্ম্ম দেবব্রতের নিকট আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাই আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। (১২) যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্ব ভূতে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই নয়, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণ, এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়, এবং যাহার দ্বারা এসমুদায়েতে এক আত্মতত্ত্ব অনুভব হয়, সেই জ্ঞান মদ্বিষয়ক নিশ্চয় জানিবে। (১৩) আর যে একমাত্র জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ দৃষ্টি না হয়, এবং একমাত্র কারণ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া জানিবে। (১৪) সাবয়ব পদার্থ মাত্রের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ আলোচনা করিবেক, আর আদিতে অন্তেতে মধ্যেতে কার্য্য হইতে উৎপন্ন কার্য্যান্তরের প্রতি যাহা সতত অনুগত থাকে এবং তাহারদিগের প্রলয়েতেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সৎ পদার্থ। (১৫) শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান, এইচারিটী প্রমাণ, এই সকল প্রমাণের অনবস্থা প্রযুক্ত এবং বিকল্পের মিথ্যাত্বহেতু সাবয়ব পদার্থ মাত্র হইতে বিরত হইবেক। (১৬) কর্ম্ম মাত্রের পরিণাম থাকাতে দৃষ্ট কর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় অদৃষ্ট কর্ম্মের ফলও দুঃখ রূপ নশ্বর এই প্রকার বিবেচনা করিবেক। (১৭) হে অনঘ! তুমি অতি প্রিয় পাত্র, পূর্ব্বে আমি তোমাকে ভক্তিযোগ কহিয়াছি, পুনর্ব্বার মদ্ভক্তির পরম কারণ সেই ভক্তি যোগ আমি তোমাকে বলিতেছি। (১৮) সর্ব্বদা আমার অমৃত কথায় শ্রদ্ধা, নিত্য আমার নাম কীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, সর্ব্বদা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় সমাদর, সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন, ইত্যাদি রূপ মদ্ভক্ত কর্ত্তৃক আমার যে পূজা তাহাই সর্ব্বভূত সম্মত শ্রেষ্ঠ পূজা। (১৯) আমার উদ্দেশে লৌকিক ক্রিয়া, লৌকিক বাক্যেতেও সদ্গুণ কীর্ত্তন, আমাতে মন অর্পণ ও সর্ব্বকাম পরিত্যাগ। (২০) আমার ভজনার নিমিত্তে ভোগ সুখাদি সম্বন্ধীয় তদ্বিপরীত অর্থ পরিত্যাগ, ও ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত, তপস্যা এসকল আমার ভক্তির কারণ। (২১) হে উদ্ধব! এইরূপ ধর্ম্ম দ্বারা আত্ম নিবেদি মনুষ্যগণের আমাতে ভক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহার আর অন্য কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। (২২) সত্ত্ব গুণোপবৃংহিত শান্ত চিত্ত যখন আত্মাতে সমর্পিত হয়, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। (২৩) আর যখন চিত্ত দেহ গৃহাদিতে অর্পিত হইয়া ইন্দ্রিয় বিষয়ে পরিধাবিত হয়, তখন অসন্নিষ্ঠ

হইয়া বিপরীত ভাবাপন্ন হয়। (২৪) ধর্ম্মকে আমার ভক্তি বৃদ্ধিকারী বলিয়া জানিবে, জ্ঞানকে একাত্ম দর্শন, এবং গুণেতে অসঙ্গের নাম বৈরাগ্য ও অণিমাদিকে ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিবে। (২৫)

উদ্ধব কহিলেন, হে শত্রু দমন শ্রীকৃষ্ণ, যম কয় প্রকার, এবং নিয়মইবা কিকি রূপ, ও শম, দম, তিতিক্ষা এবং ধৃতিইবা কাহাকে বলে। (২৬) দান ও তপস্যা এবং শৌর্য্য কিপ্রকার, আর সত্য ও অমৃতই বা কাহাকে বলে, এবং দান, প্রার্থনীয় ধন, যজ্ঞ, ও দক্ষিণাই বা কিরূপ, তাহা বল। (২৭) হে শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষের বল কি, দয়া ও লাভইবা কি, এবং পরা বিদ্যা ও ভূষণ এবং লজ্জা, সুখ, দুঃখই বা কাহাকে বলে, আর পণ্ডিতইবা কে ও মূর্খইবা কে, পথইবা কি ও উৎপথইবা কি, স্বর্গইবা কি, ও নরকইবা কি, বন্ধুইবা কে এবং গৃহইবা কাহাকে বলে। (২৮) কেইবা ধনি, কেইবা দরিদ্র, কেবা কৃপণ ও কেবা প্রভু, এই সকল প্রশ্ন ও এই সকল অর্থের বিপরীত অর্থ সকল আমার নিকট ব্যক্ত কর। (২৯)

ভগবান্ কহিলেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, ধর্ম্মে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থিরতা, ক্ষমা ও ভয়, এই বারটী যম। (৩০) বাহ্য শৌচ, অন্তঃশৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, মদর্চ্চা, তীর্থাটন, পরার্থ চেষ্টা, তুষ্টি ও গুরু সেবা, এই বারটী নিয়ম। (৩১) এই উভয় বার বারটীকে যম ও নিয়ম বলে; হে তাত, পুরুষ সকল এই যম ও নিয়মের আরাধনা করিলে যখন যাহা ইচ্ছা করেন তৎখনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন। (৩২) বুদ্ধি বৃত্তির যে আমাতে নিষ্ঠা তাহাই শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম, দুঃখ সহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাম ধৃতি। (৩৩) প্রাণিপীড়া পরিত্যাগ পরম দান, কামনা ত্যাগই তপস্যা, বাসনা জয়ই শূরত্ব ও সমদর্শনের নাম সত্য। (৩৪) সত্য বাক্যকেও কবিরা সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কর্ম্মেতে অনাশক্তির নাম শৌচ, ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। (৩৫) ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের ইষ্ট ধন, মদ্বুদ্ধিতে ক্রিয়ানুষ্ঠানই যজ্ঞ, জ্ঞানোপদেশ দক্ষিণা, ও প্রাণায়ামই পরম বল। (৩৬) আমার ঈশ্বরত্বের নাম ভাগ্য, আমাতে অচলা ভক্তিই লাভ, আত্মাতে অভেদ জ্ঞানের নাম বিদ্যা, দুষ্কর্ম্মে হেয়ত্ব জ্ঞানই লজ্জা। (৩৭) গুণই ভূষণ, নিরপেক্ষ ভাবই সুখ, এবং সুখ নাশ ও কামসুখাপেক্ষাই দুঃখ, বন্ধ মোক্ষবেত্তাই পণ্ডিত। (৩৮) দেহাদিতে অহং বুদ্ধির নাম মূর্খতা, নিবৃত্তি পথই পথ, চিত্ত বিক্ষেপকে উৎপথ বলে, এবং সত্ত্বগুণের উদয়ের নাম স্বর্গ। (৩৯) তমোগুণের উদ্রেকের নাম নরক, গুরুই সখা ও সেই গুরুই আমি, মনুষ্যদিগের শরীরই গৃহ, গুণাঢ্যের নামই আঢ্য অর্থাৎ ধনী। (৪০) অসন্তুষ্টই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয়ই কৃপণ, গুণেতে আসক্তি শূন্যই প্রভু, এবং গুণেতে আসক্ত ব্যক্তিই অপ্রভু। (৪১) হে উদ্ধব, তুমি যে সকল বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি তৎসমুদায় সুন্দররূপে নিরূপণ করিলাম। (৪২) গুণ দোষের লক্ষণ আর বাহুল্যরূপে কি বর্ণন করিব, গুণদোষ দর্শনই দোষ, এবং তদুভয়ের অদর্শনই গুণ। (৪৩)

ইতি একাদশ স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

অধিকারি বিশেষে গুণ দোষ ব্যবস্থার নিমিত্তে ভক্তিযোগ, জ্ঞান যোগ ও ক্রিয়া যোগ কথন।

উদ্ধব কহিলেন, হে অরবিন্দ নয়ন শ্রীকৃষ্ণ, বিধি ও নিষেধ এ উভয়ই তোমার আজ্ঞারূপ বেদ, এবং সেই বেদও বিধেয় ও নিষেধ্য কর্ম্মের গুণদোষ অপেক্ষা করে। (১) বর্ণাশ্রমি অধিকারিদিগের ভেদরূপ গুণদোষ ও প্রতিলোমে অনুলোমে জন্মরূপ গুণদোষ এবং দ্রব্য দেশ বয়ঃকাল রূপ গুণদোষ, আর, আর তৎফল স্বর্গনরকরূপ গুণদোষও অপেক্ষা করে। (২) গুণদোষ ভেদ দর্শন ব্যতীত নিষেধ বিধি লক্ষণ তোমার বাক্য কিরূপে সম্ভব হয়, আর তোমার সেই বাক্য ব্যতীতইবা মনুষ্যদিগের মুক্তিইবা কিপ্রকারে সাধিত হয়। (৩) অদৃষ্ট অর্থ রূপ মুক্তি ও স্বর্গাদি বিষয়ে এবং সাধ্য সাধন বিষয়ে তোমার আজ্ঞারূপ বেদই পিতৃ লোক, দেব লোক ও মনুষ্য লোকদিগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুস্বরূপ। (৪) অতএব তোমার আজ্ঞারূপ নিগম হইতেই গুণদোষ ভেদ দৃষ্টি হয়; ও সেই নিগমদ্বারাই পুনর্ব্বার তাহার নাশ হয়, স্বয়ং কখনই হইতে পারেনা, এই যে আমার অস্ফুটভ্রম ইহা নিরারণ কর। (৫)

ভগবান্ কহিলেন, মনুষ্যদিগের কল্যাণ সাধনার্থে তিন প্রকার যোগ আমি কহিয়াছি; অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ও কর্ম্মযোগ; এতদ্ভিন্ন কল্যাণ সাধনের উপায় আর কুত্রাপি নাই। (৬) দুঃখ বোধে কর্ম্ম ও তৎফল বিষয়ে বিরক্ত ও তত্ত্যাগী ব্যক্তিদিগের জ্ঞানযোগই সিদ্ধি দান করেন, আর কর্ম্ম ও তৎফল বিষয়ে দুঃখ বুদ্ধি শূন্য অতএব কামী ও অবিরক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম যোগই সিদ্ধি দান করে। (৭) কোনরূপ ভাগ্যোদয় বশতঃ আমার প্রসঙ্গে যাঁহার নিতান্ত শ্রদ্ধা জন্মে এবং কর্ম্ম ও তৎফলাদি বিষয়ে যিনি অতিবিরক্ত বা অত্যাসক্ত না হয়েন, ভক্তিযোগই তাঁহার সিদ্ধি দান করেন। (৮) যাবৎকাল কর্ম্মাদি বিষয়ে বিরক্তি না জন্মে, বা যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা প্রসঙ্গাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবেক। (৯) হে উদ্ধব! স্বধর্ম্মে থাকিয়া কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি যাজন করেন, তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করেন, তবে স্বর্গে বা নরকে গমন করেন না। (১০) নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়েন বা ভাগ্য বশত মদ্ভক্তি যোগ লাভ করেন। (১১) নরকস্থ লোকদিগের ন্যায় স্বর্গবাসী লোকেরাও এই কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি সাধক মর্ত্ত্য লোক প্রার্থনা করেন, যেহেতু স্বর্গী ও নারকী উভয়ের শরীরই জ্ঞানযোগ ও ভক্তি যোগের সাধক নহে। (১২) অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি নারকীর ন্যায় স্বর্গগমন আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, এবং মনুষ্যলোকের দেহাদিও আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, যেহেতু দেহে আসক্তি বশত স্বার্থে অবধান শূন্য হইতে হয়। (১৩) অতএব এই দেহকেই সাধন জানিয়া এবং মর্ত্ত্যলোককেই অর্থসিদ্ধিদাতা জানিয়া অনাসক্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে মুক্তির নিমিত্তে যত্ন করিবেন। (১৪) যেমন পক্ষি সকল যমোপম নির্দয় পুরুষ কর্ত্তৃক ছিদ্যমান কৃতনীড় স্বীয় আবাস আশ্রয় বৃক্ষকেও পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে কল্যাণ লাভ করে। (১৫) তদ্রূপ বিচক্ষণ ব্যক্তি অহরহ আয়ুকে ছিদ্যমান

নিরীহ হইয়া উপশান্ত হয়েন। (১৬) ফলভোগের মূল, যদৃচ্ছালব্ধ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধার বিশিষ্ট, অনুকূল বায়ুরূপ আমাকর্তৃক বিধৃত, দুর্ল্লভ, মনুষ্য দেহ রূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে পুরুষ ভবসমুদ্র পার না হয়েন, তিনিই আত্মঘাতী। (১৭) যখন কর্ম্মারম্ভে বিরক্তি ও তৎফল লাভে অনাসক্তি জন্মে, তখন যোগী ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মাভ্যাস দ্বারা অচল রূপে মনকে ধারণ করিবেন। (১৮) এবং সেই ধার্য্যমাণ মন যে সময়ে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ অনবস্থিত হয়, তখন অতন্দ্রিত হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক কোন প্রকার অপেক্ষা পূরণ রূপ মার্গ দ্বারা আত্মবশতাপন্ন করিয়া লইবেক। (১৯) জিত প্রাণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনের গতিকে উপেক্ষা করিবেন না, কিন্তু সত্ত্বাবলম্বিনী বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্ম বশে আনয়ন করিবেন। (২০) অনুবৃত্তি মার্গ দ্বারা এইরূপ মনের যে সংগ্রহ তাহাকেই পরম যোগ কহে. যেমন অশ্বারোহী দমনীয় অশ্বের হৃদয়তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত কিছুকাল তদভিপ্রায় অনুবৃত্তি করেন, তদ্রূপ। (২১) যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন প্রসন্ন না হয়, ততক্ষণ, সাংখ্য তত্ত্ব বিবেক দ্বারা মহদাদি দেহান্ত পদার্থ সকলের প্রকৃত্যাদি ক্রমে উৎপত্তি ও পৃথিব্যাদি ক্রমে নাশ চিন্তা করিবেক। (২২) গুরূপদিষ্ট আত্মানুসন্ধায়ী বিবেকী বিরক্ত পুরুষের মন চিন্তিত বস্তুর পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তা দ্বারা দেহাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করে। (২৩) যম নিয়মাদি যোগমার্গ দ্বারা, বৈদিক মার্গ পদার্থ শোধন দ্বারা ও আমার পূজোপাসনাদি দ্বারা মন পরমাত্মাকে স্মরণ করিবেন, এতদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। (২৪) যোগী ব্যক্তি যদি কখন প্রমাদ বশতঃ গর্হিত কর্ম্ম আচরণ করেন, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস ও নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, অন্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিবেন না! (২৫) স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাই গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, যেহেতু সঙ্গত্যাগেচ্ছায় এইরূপ গুণ দোষ বিধান দ্বারা উৎপত্তি মাত্র অশুদ্ধ কর্ম্ম সকলের সঙ্কোচ করিয়াছেন। (২৬) আমার প্রসঙ্গ বিষয়ে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এবং সকল কর্ম্মেতে যাঁহার বিরক্তি জন্মিয়াছে, তিনি যদি জানিয়া শুনিয়াও দুঃখাত্মক কামনা সকল পরিত্যাগে সমর্থ না হয়েন। (২৭) তবে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সেই সকল কামনা উপভোগ করিয়াও দুঃখজনকত্বরূপে তাহাদিগকে নিন্দা করতঃ প্রীত মনে আমাকে ভজনা করিবেক। (২৮) পূর্ব্বোক্ত ভক্তি যোগ দ্বারা যে মুনি আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে, তাঁহার হৃদয় স্থিত সমুদায় কামনা বিনষ্ট হয়। (২৯) অখিলাত্মা যে আমি আমাকে দর্শন করিলে হৃদয় গ্রন্থি সকল ভগ্ন হয়, সংশয় সকল ছিন্ন হয়, কর্ম্ম সকল ক্ষয় পায়। (৩০) অতএব সদাত্মা মদ্ভক্তিযুক্ত যোগিদিগের জ্ঞান ও বৈরাগ্য ব্যতীতও ইহলোকে প্রায়ই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। (৩১) কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, দান ধর্ম্ম দ্বারা বা অন্য তীর্থ যাত্রা ব্রতাদি শ্রেয়ঃ সাধন দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়। (৩২) আমার ভক্ত ব্যক্তি মদ্ভক্তি যোগ দ্বারা এ সমুদায় অনায়াসে লাভ করেন, এবং যদি বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, মুক্তি বা মৎসালোক্যও লাভ করিতে পারেন। (৩৩) একান্ত মদ্ভক্ত ধীর সাধু ব্যক্তি আমা কর্তৃক দত্ত আত্যন্তিক কৈবল্যও বাঞ্ছা করেন না, অন্য বস্তুর কথা আর কি বলিব। (৩৪) মহৎ নিঃশ্রেয়স ফল ও তৎ সাধনকে উৎকৃষ্ট ও নৈরপেক্ষ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব প্রার্থনাশূন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই আমাতে দৃঢ় ভক্তি হইয়া থাকে। (৩৫) প্রকৃতির পরম পার প্রাপ্ত, আমার একান্ত ভক্ত, সমচিত্ত সাধু ব্যক্তিদিগের বিধি

নিষেধোৎপন্ন পুণ্য পাপাদি সম্ভব হয় না। (৩৬) এইরূপ আমা কর্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির উপায় মার্গ সকল যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কাল মায়াদি রহিত আমার আবাসে গমন করেন এবং পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। (৩৭)

ইতি একাদশ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

ক্রিয়াযোগ, জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগে অনধিকারি কামাসক্ত লোকদিগের সম্বন্ধে দ্রব্যদেশাদির গুণ দোষ কথন।

ভগবান্ কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মদুক্ত ভক্তি জ্ঞান ক্রিয়াত্মক আমার পথ সকল পরিত্যাগ করিয়া অতি চঞ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা তুচ্ছ কামনা সকলের সেবা করেন তিনি এই সংসারে নানা যোনি প্রাপ্ত হয়েন। (১) নিজ নিজ অধিকার বিষয়ে যে নিষ্ঠা তাহাই গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, এবং তাহার বিপরীত হইলেই দোষ বলা যায়, সংক্ষেপে গুণ দোষের এই মাত্র নির্ণয়। (২) হে উদ্ধব, সাধারণ বস্তু মাত্রের মধ্যে দ্রব্য বিশেষের প্রতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রতিবন্ধার্থ ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্তে তাহার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি, ব্যবহারের নিমিত্তে তাহার গুণ দোষ, এবং দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তে তাহার শুভত্ব বা অশুভত্ব বিহিত হয়। (৩) ধর্ম্ম ভার বাহ লোকদিগের সম্বন্ধে এই রূপ আচার আমি মন্বাদি গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। (৪) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচটী আব্রহ্ম স্থাবরান্ত প্রাণিমাত্রের শরীরের ধাতু অর্থাৎ আরম্ভক। (৫) হে উদ্ধব, এই সকল প্রাণি মাত্রের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্তে বেদে এই সমান ধাতু সকলেতেও বিষম নাম রূপ সকল কথিত হইয়াছে। (৬) হে উদ্ধব, কর্ম্ম সকলের সঙ্কোচ করিবার নিমিত্তে দেশ কালাদি ভাব ও উপাদেয় অনুপাদেয় বস্তু সমুদায়ের গুণ দোষ আমিই বিধান করিয়াছি। (৭) দেশ সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভক্ত শূন্য ও কৃষ্ণসার মৃগ রহিত দেশ অশুচি, আর কৃষ্ণসার মৃগ থাকিলেও বীর পুরুষ শূন্য অপরিষ্কৃত ঊষর ভূমিও অশুচি। (৮) দ্রব্য লাভ দ্বারাই হউক স্বাস্থ্যতই হউক পূর্ব্বাহ্নাদি যে কর্ম্মার্হকাল তাহাই গুণবান্, আর দ্রব্যালাভেই হউক বা সূতকাদি দ্বারাই হউক যাহা হইতে কাম নিবৃত্তি হয়, তাহা অকর্ম্মক দুষ্য কাল। (৯) জলাদি প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধিও অশুচি দ্রব্য স্পর্শ দ্বারা অশুদ্ধি, ব্রাহ্মণানুমতি দ্বারা শুদ্ধিও তদ্বিপরীত দ্বারা অশুদ্ধি, প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধিও আঘ্রাণ দ্বারা অশুদ্ধি, দশাহাদি কালে নবোদকাদির শুদ্ধি ও পর্য্যসিতান্নাদির অশুদ্ধি, মহত্ত্বজন্য তড়াগাদির অন্ত্যজাতি স্পর্শেও শুদ্ধি, কূপাদির অল্পত্বজন্য অশুদ্ধি, এইরূপ দ্রব্যের শুদ্ধি ও অশুদ্ধির নিয়ম। (১০) শক্তের প্রতি সূতকাদির অশুদ্ধি অশক্তের প্রতি শুদ্ধি, সূতকাদির অজ্ঞানে শুদ্ধি ভদজ্ঞানে অশুদ্ধি, সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি জীর্ণ মলিন বস্ত্রের অশুদ্ধি দরিদ্রের প্রতি শুদ্ধি এই সকল দ্রব্যের অশুদ্ধি দ্বারা আত্মাতে যে পাপ জন্মে, সে কেবল দেশ, কাল ও অবস্থানুসারেই হইয়া থাকে। (১১) ধান্য, কাষ্ঠ, গজদন্ত, তন্তু, তৈল ঘৃতাদি, সুবর্ণাদিপাত্র, ও চর্ম্ম, এই সকল পার্থিব পদার্থের কাল, বায়ু অগ্নি, মৃত্তিকা, জল, এই সকল বস্তুর যথা সম্ভব যোগাযোগে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হয়। (১২) অমেধ্য লিপ্ত যে কোন বস্তুর গন্ধ ও লেপে যাহাদ্বারা দূরীভূত হইয়া পরে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হয়, তাহাতে সেই বস্তু শুদ্ধ হয়। (১৩)

স্নান, দান, তপস্যা, কৌমারাদি অবস্থা, শক্তি, উপনয়নাদি সংস্কার, দীক্ষা, ও আমার স্মরণ, এই সকল কর্ম্ম দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয়, এইরূপে শুদ্ধ হইয়া কর্ম্মাচরণ করিবেক। (১৪) সদগুরু মুখে শ্রবণ পূর্ব্বক যথাবৎ পরিজ্ঞানই মন্ত্র শুদ্ধি; ও ঈশ্বরেতে অর্পণ করাই কর্ম্ম শুদ্ধি; দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র, ও কর্ম্ম, এই ছয় বস্তুর শুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম হয়, ও অশুদ্ধিতেই অধর্ম্ম হয়। (১৫) কোন স্থানে গুণও দোষ রূপে পরিণত হয় অর্থাৎ আপৎকালে প্রতিগ্রহ গুণ, কিন্তু অনাপদে দোষ, কোন স্থানে দোষও গুণ রূপে ইষ্ট হয় অর্থাৎ পরিবার পরিত্যাগ দোষ কিন্তু বৈরাগ্যোদয়ে বিধি বশতঃ তাহাই গুণ হয়, অতএব গুণ দোষের নিয়ামক শাস্ত্রই তাহার ভেদের বাধক হয়। (১৬) সমান কর্ম্মের আচরণে অপতিত ব্যক্তিই পতিত হইবে, পতিত ব্যক্তি আর কি হইবে, এবং সঙ্গ যতিরই দোষাবহ হয় গৃহস্থের তাহা গুণ হয়, অর্থাৎ ভূমিতে শয়ান ব্যক্তি আর কোথায় পতিত হইবে। (১৭) অতএব যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা তাহা হইতেই মুক্ত হইবে, এই ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের শোক মোহ ভয়াপহারী পরম মঙ্গলের হেতু। (১৮) বিষয়ের গুণ আলোচনা দ্বারাই পুরুষের বিষয়েতে আশক্তি জন্মে, আশক্তিতেই কামনা জন্মে, কামনাতেই কলহ উপস্থিত হয়। (১৯) কলহ হইতেই দুর্ব্বিষহ ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধ হইতেই মোহ আইসে ও সেই মোহই অতি সত্বর পুরুষের বহুব্যাপী কার্য্যা কার্য্য স্মৃতিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। (২০) হে সাধো, চেতনা শূন্য হইলেই মনুষ্য অসতুল্য হইয়া উঠে, পরে সেই মৃত তুল্য বা মৃত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। (২১) বিষয়াশক্তি বশতঃ আত্মার স্বরূপ জানা যায় না অপর পদার্থের স্বরূপও জানা যায় না, যে ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় জীবন ধারণ করে বা ভস্ত্রার ন্যায় ব্যর্থ নিশ্বাস বহন করে, তদুভয় ব্যক্তি মুর্চ্ছিত ও মৃত তুল্য। (২২) শাস্ত্রে যে ফলশ্রুতি কথন তাহা মনুষ্যদিগের পরম পুরুষার্থ পর নহে, কেবল কর্ম্মেতে রুচি উৎপাদনার্থ মাত্র, যেমন রুগ্ন বালকের মঙ্গলার্থ ঔষধে প্রবৃত্তি উৎপাদন করে তদ্রূপ। (২৩) মনুষ্যেরা স্বভাবতই আপনার অনর্থ হেতু কামনার বিষয় আয়ু ইন্দ্রিয় বল বীর্য্যাদিতে ও পুত্র দারাদি বিষয়ে আশক্ত মনা হইয়া থাকে। (২৪) কিন্তু সেই কাম বর্ত্মে ভ্রাম্যমান, স্বার্থ ভ্রষ্ট অজ্ঞান, ভূরযোনি প্রবৃত্ত নত পুরুষদিগকে বেদ সকল কি প্রকারে সেই সকল কর্ম্মে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত করিবেন। (২৫) কোন কোন কুবুদ্ধিলোক বেদের অভিপ্রায়কে অবজ্ঞা করত অবান্তর ফলরোচনার্থ এই ফল শ্রুতিকেই পরম করিয়া বলেন, কিন্তু বেদজ্ঞ ব্যাসাদি ঋষিরা তাহা বলেন না। (২৬) যাহারা কামী, লুব্ধ ও কৃপণ, এবং অগ্নি সাধ্য কর্ম্মে আশক্ত হইয়া অবান্তর ফলে পরম ফল বোধ করত কর্ম্মানুষ্ঠানে ধূমমার্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বীয় প্রাপ্য লোক অবগত নহে। (২৭) হে উদ্ধব! এই জগৎ আমাহইতে উৎপন্ন ও আমা ব্যতিরিক্ত নহে, এবং আমি সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান, কিন্তু কামাভিলাষী ও প্রাণতর্পণপর লোকেরা নীহারাবৃত নয়ন ব্যক্তির ন্যায় আমাকে দেখিতে পায় না। (২৮) বিষয়াত্মক সেই সকল লোকেরা অপ্রকাশিত আমার এই মতকে না জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, আর যদি তাহারদিগের হিংসাতে অনুরাগ জন্মে তবে যজ্ঞও করিয়া থাকে, ইহা বিধি নহে পরিসংখ্যা মাত্র। (২৯) সেই হিংসাপটু খল লোকেরা আপনারদিগের সুখ কামনায় যজ্ঞে বলিরূপে দত্ত সেই পশু মাংস দ্বারা

দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিগণের অর্চ্চনা করেন। (৩০) শ্রবণপ্রিয় অথচ অসৎ স্বপ্ন সদৃশ পরলোককে ও ঐ লোকের প্রাপ্তব্য সুখকে হৃদয়ে সঙ্কল্প করতঃ অতিরিক্ত আশায় বণিকদিগের ন্যায় অর্থ বিসর্জ্জন করেন। (৩১) সত্ত্ব রজ তম নিষ্ঠ সেই সকল লোকেরা যে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে; যদিও তাহাতে আমার উপাসনা হয় বটে তথাপি ভেদ দর্শন প্রযুক্ত তাহা আমার সাক্ষাৎ উপাসনা নহে। (৩২) ইহলোকে যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা করতঃ তাহারা স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তথায় রমণ করে, পরে তাহার ভোগাবসানে সেই মহাবংশ মহাগৃহস্থেরা পুনর্ব্বার ইহলোকে আবর্ত্তিত হয়। (৩৩) উক্ত প্রকার পুষ্পিত বাক্যে আক্ষিপ্ত চিত্ত অথচ অভিমানী ও লুব্ধ লোকদিগের আমার প্রসঙ্গ কথায় রুচি হয় না। (৩৩) এই বেদ সকলেতে কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড এই তিন কাণ্ড এবং ব্রহ্মাত্ম বিষয় বর্ণিত আছে, আর মন্ত্র সকল পরোক্ষবাদ বিষয়, এবং পরোক্ষই আমার প্রিয় অতএব শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিরই ইহা বোদ্ধব্য। (৩৫) প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়রূপ, অথচ দুর্জ্জেয়, দেশ কাল-পরিচ্ছেদ্য, শব্দ ব্রহ্ম, গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় অতি দুর্বিগাহ্য। ৩৬ অনন্ত শক্তি ভূমা ব্রহ্মরূপ আমা কর্ত্তৃক উপবৃংহিত, সর্ব্বভূতে নাদরূপে অব স্থত আমার সূক্ষ্মরূপকে মৃণালে তন্তুর ন্যায় লক্ষিত হয়েন। (৩৭) যেমন উর্ণনাভি হৃদয়াকাশ হইতে মুখ দ্বারা উর্ণাতন্তু প্রকটন করে ও উপসংহার করে তদ্রূপ বেদ মূর্ত্তি অমৃতময় নাদোপাদান বিশিষ্ট প্রভু হিরণ্যগর্ভ বর্ণব্যঞ্জক মনের সহায়তায় বহুভাগ বিশিষ্ট, অনন্ত পার, ওঙ্কারান্তর্গত স্পর্শ স্বর উষ্ম অন্তস্থ বর্ণে ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্তরাধিক ছন্দোবিশিষ্ট, বৃহৎ বাক্যময় বেদরাশিকে হৃদয়াকাশ হইতে প্রকটন ও উপসংহার করেন। (৩৮) সেই বেদরাশি মধ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিজগতী ও বিরাট ইত্যাদি ছন্দ সকল বিদ্যমান আছে। (৩৯) তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিধান করে, দেবতা কাণ্ডে মন্ত্র বাক্যে কি প্রকাশ করে, এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে, এইরূপ ইহার তাৎপর্য্য ইহলোকে আমা ভিন্ন কেহই জানে না। (৪০) তাহাতে যজ্ঞরূপে আমাকে বিধান করে ও দেবতারূপে আমাকেই ব্যক্ত করে, এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে। (৪১) সেই বেদরাশি সকল পরমার্থরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া মায়ামাত্র রূপ ভেদকে অনুবাদ করত শেষে পুনর্ব্বার তাহার প্রতিষেধ করিয়া প্রসন্ন হয়েন, ইহাই সমুদায় বেদের তাৎপর্য্যার্থ। (৪২)

ইতি একাদশ স্কন্ধে একবিংশতিতম অধ্যায়।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

তত্ত্বসংখ্যার অবিরোধ ও প্রকৃতি পুরুষ বিবেক এবং জন্ম মৃত্যু প্রকার কথন।

উদ্ধব কহিলেন, হে দেবেশ, হে প্রভো, ঋষিরা কতপ্রকার তত্ত্ব সংখ্যা করিয়াছেন, তাহা তুমি বল। আমি শুনিয়াছি যে তুমি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বসংখ্যা নির্ণয় করিয়াছ, কিন্তু অন্যেরা কেহ ষড়বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ নয়, কেহ সাত, কেহ ছয়, কেহ চারি, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়শ, কেহ ত্রয়োদশ সংখ্যা করিয়াছেন! (১) হে নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, ঋষিরা কি অভিপ্রায়ে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বসংখ্যার নানাত্ব নির্ণয় করেন; তাহা তুমি আমার নিকট নিশ্চতরূপে ব্যক্ত কর। (২)

ভগবান্ কহিলেন, ব্রাহ্মণেরা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযুক্ত নহে. যে হেতু সর্ব্বত্রই অন্তর্ভূত সকল তত্ত্ব আছে,মদীয়মায়া স্বীকার করিয়া যিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার কিছুই দুর্ঘট নহে। (৩) তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সমীচীন নহে কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহাই ন্যায্য, এই প্রকার হেতুর প্রতি বিবদমান লোকদিগের সম্বন্ধে আমার শক্তিরূপা দুরত্যয় তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের পরিণাম বিশেষই বিবাদের হেতু। (৪) যে বিবাদিদিগের বিকল্প বিষয় ক্ষোভেতে উৎপন্ন হয়, শমদম সাধন দ্বারা তাহারদিগের সেই বিকল্প নষ্ট হয়, এবং বিকল্পনাশের পশ্চাৎ বিবাদও শান্তি পায়। (৫) হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ উদ্ধব, তত্ত্ব সকলের পরস্পর অনুপ্রবেশ দ্বারা বক্তার বিবক্ষানুসারে কার্য্যকারণ ভাবে তাহারদিগের গণনা হইয়া থাকে। (৬) এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্বের প্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন স্থানে কারণ তত্ত্বে কার্য্য তত্ত্বের প্রবেশ, কোন স্থানে কার্য্য তত্ত্বে কারণ তত্ত্বের প্রবেশ হইয়া থাকে। (৭) অতএব এই তত্ত্ব সকলের ন্যূনাধিক ভাব বা কার্য্য কারণ ভাববাদিদিগের মধ্যে যে বিবক্ষায় যাহার মুখ প্রবৃত্ত হয়, যুক্তি অনুসারে যথাসম্ভব রূপে সে সমুদায়ই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। (৮) অনাদ্যবিদ্যাক্রান্ত পুরুষের স্বভাবত আত্মজ্ঞান সম্ভব হয় না অতএব তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জীব হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্নরূপে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন। (৯) কিন্তু জীব ও ঈশ্বর উভয়ের চিদ্রূপত্ব প্রযুক্ত তদুভয়ের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই. অতএব তদুভয়ের ভিন্নত্ব কল্পনা সম্ভব নহে, কিন্তু জ্ঞান সত্ত্বগুণান্তর্গত প্রকৃতির গুণমাত্র। (১০) সত্ত্বাদি গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, অতএব তদ্বিশেষ রূপ ,গুণ সকল প্রকৃতিরই অঙ্গ আত্মার নহে· সেই সত্ত্ব, রজ, তম, তিনটী গুণ স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ। (১১) জ্ঞান সত্ত্বগুণময়, কর্ম্ম রজোগুণময়, অজ্ঞান তমোগুণময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, আর গুণ সমুদায়ের পরস্পর যথা সম্ভব একত্রীকরণের নাম কাল, স্বভাব ও মহত্তত্ত্ব। [১২] পুরুষ, প্রকৃতি· মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই নয়! [১৩] শ্রোত্র ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ, ও জিহ্বা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পানি, উপস্থ, পায়ু, পাদ, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর উভয়াত্মক মন এই একাদশ। [১৪] শব্দ স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ এই পাঁচ বিষয়রূপে পরিণত পঞ্চমহাভূত, আর গতি, উক্তি, উৎসর্গদ্বয়, ও শিল্প ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ফলমাত্র তত্ত্বান্তর নহে। (১৫] সৃষ্টির আদিকালে কার্য্য কারণ রূপিণী প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণদ্বারা সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে, কিন্তু অব্যক্ত পুরুষ ঈশ্বর কেবল দর্শন মাত্র করেন। (১৬) প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহদাদিধাতু সকল একত্রিত ও প্রকৃতির বলে লব্ধবীর্য্য হইয়া প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। (১৭) যাঁহারা সাত তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে আকাশাদি পাঁচ ভূত ও জীবাত্মা এবং তদুভয়াধার পরমাত্মা এই সাত মাত্র, আর দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ প্রভৃতি ইহারদিগের অন্তর্ভূত মাত্র। (১৮) ছয়তত্ত্ববাদিদিগের মতে পাঁচ মহাভূত ও পরমাত্মা এই ছয় মাত্র, স্বসংভূত ভূত সকলে যুক্ত পরমাত্মা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, সুতরাং জীব পরমাত্মাতে ও অন্য সমুদায় পঞ্চভূতে অন্তর্ভূত মাত্র। (১৯) চারি তত্ত্ববাদিরা আত্মা হইতে উৎপন্ন তেজ, জল, অন্ন এবং আত্মা এই চারি তত্ত্ব স্বীকার করেন, এবং ইহা হইতেই অন্য সমদায়ের উৎপত্তি বলিয়া সে সমুদায়কে ইহারদিগের ই অন্তর্ভূত বলেন। (২০) সপ্তদশ তত্ত্ববাদিদিগের মতে পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ও মন এবং আত্মা এই সপ্তদশ মাত্র তত্ত্ব। (২১) ষোড়শ তত্ত্বগণনায়

আত্মাকেই মন বলিয়া নির্দেশ করত তদন্তর্ভূত বলেন, ত্রয়োদশ পক্ষে ভূত পাঁচ, ইন্দ্রিয় পাঁচ, মন, জীবাত্মা, ও পরমাত্মা, এই ত্রয়োদশকে স্বীকার করেন। (২২) ঋষিরা এই প্রকার তত্ত্ব সকলের নানাসংখ্যা স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকলই ন্যায্য অযুক্ত কিছুই নহে; পণ্ডিতদিগের উক্তি কিছুই অযুক্ত বা অসুন্দর নহে। (২৩)

উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে যদি জড়চেতন রূপে স্বভাবত পরস্পর ভিন্ন হইলেন তবে পরস্পরের আশ্রয় ভিন্ন পরস্পর উপলব্ধ হয়েন না কেন। (২৪) প্রকৃতিতে অর্থাৎ তৎকার্য্য দেহেতে আত্মা লক্ষিত হয়েন এবং আত্মাতে প্রকৃতি শক্তি রূপে লক্ষিত হয়েন, সুতরাং অহংজ্ঞানে দেহান্তর ভ্রাভেদ প্রতীতি জন্য তদুভয়ের ভেদ লক্ষিত হয় না। (২৫) হে পুণ্ডরীকাক্ষ আমার হৃদয়ে এইরূপ মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, হে সর্ব্বজ্ঞ, নীতি নিপুণ বাক্য দ্বারা আমার এই সংশয় তুমি ছেদন কর। (২৬) যে হেতু তোমার মায়াশক্তি জন্যই জ্ঞানের নাশ হয় এবং তোমার প্রশাদেই লোকের জ্ঞান জন্মে, অতএব তুমিই তোমার মায়ার গতি জান, অন্যে জানে না। (২৭)

ভগবান্ কহিলেন, হে পুরুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়ের স্বরূপ অত্যন্ত ভিন্ন, যে হেতু এই প্রাকৃতিক দেহাদি সমূহ গুণত্রয় পরিণাম রূপ বিকার মাত্র। (২৮) হে প্রিয়, ত্রিগুণময়ী আমার মায়া গুণ বিশেষ বশতঃ নানা প্রকার ভেদ বুদ্ধি বিধান করে, তাহা নানা বিকার বিশিষ্ট হইলেও সামান্যত ত্রিবিধ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক মাত্র ভেদ জানিবে। (২৯) চক্ষু আধ্যাত্মিক, রূপ আধিভৌতিক, এবং চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্ট সূর্য্যের শরীরাংশ আধি দৈবিক; ইহারদিগের ফলের অভাবে কার্য্যের অভাব জন্য এতিনই পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু আকাশ মণ্ডলে যে সূর্য্য মণ্ডল তাহা স্বতঃসিদ্ধ; যে হেতু আত্মা এই আধ্যাত্মিকাদি সকলের কারণ অতএব তিনি সে সকল হইতে ভিন্ন; ও স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা অখিল প্রকাশকদিগে প্রকাশক, সুতরাং তাঁহার প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ। (৩০) চক্ষুর ন্যায় ত্বক্, স্পর্শ, ও বায়ু; শ্রোত্র, শব্দ, ও দিক; জিহ্বা, রস, ও বরুণ; নাসিকা, গন্ধ, ও অশ্বিনীকুমার; এবং চিত্ত, চেতয়িতব্য ও বাসুদেব; আর মন, মন্তব্য, ও চন্দ্র ইত্যাদি ও আধ্যাত্মিক, আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক জানিবে। (৩১) প্রধান সম্ভূত মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন, গুণ ক্ষোভ কারী, ও মোহময় বিকল্পের হেতু যে অহঙ্কার রূপ বিকার তাহা তিন প্রকার, অর্থাৎ বৈকারিক, তামস, ও ইন্দ্রিয় জন্য। (৩২) আত্মা জ্ঞানময়, কিন্তু তদ্বিষয়ে অস্তি নাস্তি ইত্যাদি রূপ বিবাদ তাহা কেবল ভেদ জ্ঞান মাত্র, বস্তুত নহে; উক্ত বিবাদ ব্যর্থ হইলেও স্বরূপ ভূত যে আমি আমা হইতে বহির্ম্মুখ পুরুষদিগের তাহা কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয় না। (৩৩)

উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো, তোমা হইতে বহির্ম্মুখ যে সকল পুরুষ তাহারা স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা কিরূপে উচ্চ নীচগতি প্রাপ্ত হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহা পরিত্যাগ করে। (৩৪) হে গোবিন্দ, ইহ লোকে প্রায় সকলেই শঠ্যমোহে বঞ্চিত, সুতরাং ইহার তত্ত্বজ্ঞানে এমন লোক প্রায় নাই, অতএব অন্য লোকের দুর্বিজ্ঞাব্য এই বিষয় তুমিই আমার নিকট ব্যক্ত কর। (৩৫)

ভগবান্ কহিলেন, মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মময় মনই ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে কিন্তু আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও তাহার অনুবর্ত্তী হয়েন (৩৬) কর্ম্মময় মন কর্ম্মোপস্থাপিত দৃষ্ট শ্রুত প্রতিবিষয় ধ্যান করত পরিশেষে কর্ম্মানুসারে আবির্ভূত বা তিরোভূত হয়, এবং তৎপশ্চাৎ স্মৃতিও বিনষ্ট হয়। (৩৭) কর্ম্মোপস্থাপিত বিষয়ে অত্যন্তাভিনিবেশ জন্য, হর্ষ শোকাদি হেতু বশতঃ কোন জন্তুরই আর পূর্ব্ব দেহ স্মৃতি থাকে না এই যে অত্যন্ত বিস্মৃতি ইহার নামই স্মৃতি বিনাশ। (৩৮) পুরুষের অভিমান বশতঃ আত্মরূপে যে বিষয় স্বীকার তাহারই নাম স্মৃতির উৎপত্তি, যেমন স্বপ্ন ও মনোরথ। (৩৯) এই রূপে প্রাক্তন স্বপ্ন ও মনোরথ স্মরণ হয় না কিন্তু প্রাক্তন যে আত্মা তাহাকেই অপূর্ব্ব রূপে অর্থাৎ নূতনের ন্যায় দর্শন হয়। (৪০) মনের দেহান্তরাভিনিবেশ রূপ সৃষ্টি দ্বারা ও তাহাতে অভিনিবেশ বশতঃ আত্মাতে উত্তমাধম মধ্যম এই ত্রিবিধ অসৎ ভাব প্রকাশ পায়, এবং এই রূপ আত্মাই বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদের হেতু হয়, যেমন জীব স্বপ্নে বহু দেহ দেখিয়া বহুরূপ হয় তদ্রূপ। (৪১) প্রাণিগণের শরীর সকল অলক্ষ গতি কাল সহকারে প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, কালের সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিবেকী লোকেরা তাহা দেখিতে পায় না। (৪২) যেমন কাল সহকারে পরিণাম দ্বারা তেজের, প্রবাহ ত্যাগ দ্বারা শ্রোতের ও পক্কতা দ্বারা বৃক্ষ ফলের অবস্থা বিশেষ কৃত হইয়াছে, তদ্রূপ কাল সহকারে সকল ভূতের বয় ও অবস্থাদি কৃত হয়। (৪৩) তথাপি যেমন তেজের সেই এই দীপ ও শ্রোতের সেই এই জল এই রূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যর্থ জীবিত অবিবেকী মনুষ্যের সেই এই মনুষ্য এই রূপ মিথ্যা জ্ঞান হইয়া থাকে। (৪৪) জন্ম বিনাশ শূন্য জীবাত্মার স্বীয় বীজ ভূত কর্ম্ম দ্বারা যে জন্ম ও মৃত্যু হয় এমত নহে, কিন্তু যেমন মহাভূত রূপ অগ্নি কল্পান্ত অবস্থিত হইয়াও কাষ্ঠ সংযোগ বিয়োগ মাত্রে জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ ও অমর হইয়াও ভ্রান্তি বশতঃ জাত ও মৃতের ন্যায় হয়েন। (৪৫) নিষেক, গর্ভ বাস, জন্ম ও বাল্য, কৌমার, যৌবন, এবং মধ্য বয়স, জরা, মৃত্যু শরীরের এই নয়টী অবস্থা। (৪৬) শরীরের উচ্চনীচ মনোরথময়ী এই সকল অবস্থা বিশেষকে অবিবেক বশতঃ কখন কেহ প্রাপ্ত হয়, আর কোন ঈশ্বরানুগৃহীত জীব বিবেক বশত তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। (৪৭) পিতৃ দেহের ঊর্দ্ধ দেহাদি ক্রিয়া ও পুত্র দেহের যাত কর্ম্মাদি ক্রিয়া দর্শন হেতু স্বীয় দেহের উৎপত্তি বিনাশ অনুমেয়, কিন্তু সকল বস্তুর উৎপত্তি বিনাশের দ্রষ্টা অদ্বয় জীবের উৎপত্তি বিনাশ রূপ ধর্ম্ম নাই। (৪৮) যেমন বীজ দ্বারা ওষধি বৃক্ষের উৎপত্তি ও ফল পাকে নাশ অথচ তাহা বৃক্ষ হইতে পৃথক দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দেহের জন্মনাশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা হইতে পৃথক। (৪৯) অবিবেকী পুরুষেরা তত্ত্ব দৃষ্টি দ্বারা আত্ম বিচার না করিয়া দেহে অভিমান বশত মুগ্ধ হইয়া পুনঃ পুন সংসারে গমন করে। (৫০) উত্তমাধম কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করত সত্ত্বগুণের তারতম্য ক্রমে ঋষি ও দেবতা, রজোগুণের তারতম্য ক্রমে অসুর ও মনুষ্য এবং তমোগুণের তারতম্য ক্রমে জড় ও তির্য্যক্ জন্ম প্রাপ্তি হয়। (৫১) যেমন নৃত্য গীত কারী মনুষ্য দিগের সেই সকল বিষয় দর্শন করত লোকে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধিগুণ অবলোকন করত তদগুণে আকৃষ্ট হইয়া নিরীহ জীবও তাহার অনুকরণ করেন। (৫২) যেমন জল বিচলিত হইলে তীরস্থ প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ সকল বিচলিতের ন্যায় বোধ হয়, এবং যেমন চক্ষু দ্বয় ঘূর্ণিত হইলে পৃথিবী ঘূর্ণমানের ন্যায় দেখায়। (৫৩)

যেমন মনোরথ কালে ও স্বপ্ন দর্শন সময়ে বিষয়ানুভব হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা মিথ্যা, হে উদ্ধব, আত্মার সংসারও তদ্রূপ। (৫৪) যদিও বস্তু সকল যথার্থ বিদ্যমান নাই কেবল ভ্রম মাত্র, তথাপি ভ্রম বশত সংসার নিবৃত্ত হয় না, যেমন বিষয়ানুধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্ন কালে নানা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। (৫৫) অতএব হে উদ্ধব, এই ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অনিত্য বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্ত হও, এবং আত্ম বিষয়ক অজ্ঞান নিবন্ধন বৈকল্পিক ভ্রমকে অবলোকন কর। (৫৬) এবং অসৎ অন্তলোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত, অপমানিত, উপহসিত, তাড়িত, রুদ্ধ, বা বিষয় বঞ্চিত হইলে ও, অথবা নিষ্ঠীবন বিষয়ীকৃত, গাত্রে মূত্রিত, বা কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে প্রচ্যাবিত ইত্যাদি রূপ বহু কষ্টে পতিত হইলেও শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি ও বিশ্বাস প্রভাবে আত্মাকে উদ্ধার করিবেক। (৫৭। ৫৮।

উদ্ধব কহিলেন, হে উপদেশ কৌশলজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, আমি এই সকল দুর্বোধ্য বিষয় যাহাতে সুন্দর রূপে বুঝিতে পারি তদ্রূপ আমাকে পুনর্ব্বার উপদেশ কর। (৫৯) হে বিশ্বাত্মন্, যে হেতু প্রকৃতির বল অনতিক্রমণীয় অতএব তোমার ধর্ম্মে নিরত ও তোমার চরণাশ্রিত শান্ত ব্যক্তি ব্যতীত অসৎ লোক কৃত উক্ত প্রকার অনিষ্ট অতিক্রম করা পণ্ডিতদিগের পক্ষেও দুঃসহ বিবেচনা করিতেছি। (৬০)

ইতি একাদশ স্কন্ধে দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ভিক্ষুগীতা কথন দ্বারা তিরস্কার সহনোপায় ও বুদ্ধি দ্বারা মনের সংযম বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, ভাগবত শ্রেষ্ঠ উদ্ধব কর্ত্তৃক এই রূপে প্রার্থিত হইয়া শ্রবণীয় বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেই ভৃত্য বাক্যে অনুমোদন করত তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। (১) ভগবান্ কহিলেন, হে বৃহস্পতি শিষ্য উদ্ধব, দুর্জ্জন কথিত দুর্ব্বাক্য দ্বারা ক্ষুভিত মনকে সমাধান করিতে সমর্থ হয়, এমত সাধু ব্যক্তি ইহলোকে প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। (২) মর্ম্ম বেদনাদায়ক অসৎলোকের নিষ্ঠুর বাক্য রূপ বাণ দ্বারা যেমন ব্যথা জন্মায়, মর্ম্মভেদী বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইলেও তদ্রূপ ব্যথা জন্মায় না। (৩) হে উদ্ধব, এই বিষয়ে এক মহৎ পুণ্যজনক ইতিহাস কথা লোকে কহিয়া থাকে, আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। (৪) দুর্জ্জন কর্ত্তৃক পরিভূত, ধৈর্য্যশালী, অথচ নিজকর্ম্ম বিপাক স্মরণ শীল কোন ভিক্ষুক ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। (৫)

পূর্ব্বকালে অবন্তি নগরে শ্রীসম্পন্ন অতিধনাঢ্য এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি শাস্ত্রোক্ত কদর্য্য কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্তি দ্বারা কতক গুলিন ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবং কামি লুব্ধ ও অতি কোপন স্বভাব ছিলেন। (৬) তিনি নিজজ্ঞাতি দিগকে বা অতিথিগণকে বাক্যেতেও সন্তুষ্ট করিতেন না, সুতরাং তাঁহার গৃহে কেহ যাতায়াত করিত না, তিনি সেই জনশূন্য গৃহে অবস্থান করিতেন, এবং কামনানুসারে যথাকালে স্বীয় আত্মাকেও পরিতৃপ্ত করিতেন না। (৭) সেই অতিকদর্য্য, দুঃশীল, দুরাত্মা ব্রাহ্মণ নিজ পুত্রগণ ও বন্ধু সকলের সহিত কলহ করিতেন, সুতরাং তাঁহার স্ত্রী পুত্র

সেই যক্ষ বৃত্তি কুশল, উভয় লোক ভ্রষ্ট, ধর্ম্মকাম বিহীন ব্রাহ্মণের অসৎ ব্যবহারে পঞ্চ যজ্ঞভাগী দেবতারা পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। (৯) হে উদ্ধব আত্মীয় পোষ্য বর্গের ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাদর জন্য পুণ্য পথ হইতে বিচ্যুত সেই ব্রাহ্মণের বহু আয়াস পরিশ্রম লব্ধ সেই অর্থ সকল কালে নিধন প্রাপ্ত হইল। (১০) হে উদ্ধব, কিছু তাঁহার জ্ঞাতিরা গ্রহণ করিলেন কিছু দস্যুরা, কিছু অন্য লোকে, কিছু বা রাজা গ্রহণ করিলেন, কিছু বা গৃহদাহাদি রূপ দৈবে গেল, কিছুবা কালে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। (১১) এই রূপে ধন সম্পত্তি সকল নষ্ট হইলে পর ধর্ম্ম কাম বর্জ্জিত সেই ব্রাহ্মণ স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুরত্যয় চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন। (১২) তখন সেই দীর্ঘ চিন্তা মগ্ন, ধননাশ সন্তপ্ত, বাষ্পকণ্ঠ, খেদান্বিত ব্রাহ্মণের মহান্ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। (১৩) পরে সেই ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন, আহা কি কষ্ট, বৃথা আমার আত্মা অনুতাপিত হইতেছে, আমার আত্মা না ধর্ম্মের নিমিত্তে না কামনার নিমিত্তে হইল, এতদিন আমি কেবল বৃথা অর্থের নিমিত্তেই এত আয়াস পাইলাম। (১৪) কদর্য্য লোকের ধন সম্পত্তি প্রায় সুখের নিমিত্তে হয় না, তাহারদিগের ইহলোকে প্রায় অনুতাপ ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (১৫) যেমন শ্বিত্র কুষ্ঠ রোগ রূপবানের রূপ নাশ করে; তদ্রূপ অতি অল্প মাত্র লোভ ও যশস্বীদিগের শুদ্ধ যশ ও গুণিদিগের শ্লাঘ্য গুণ সকল নষ্ট করে। (১৬) অর্থ সকল সর্ব্বদাই কষ্ট দায়ক, যে হেতু তাহার সাধন ও বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ত্রাস, এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। (১৭) চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত, ও মদ্য, এই পঞ্চ দশ প্রকার মনুষ্যদিগের অর্থ ঘটিত অনর্থ, অতএব শ্রেয়োর্থী ব্যক্তি অর্থ রূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। (১৮) ধন উপলক্ষে ভ্রাতৃ ভেদ হয়, ও দারা পিতৃ বান্ধব অন্যথা হয়, ধন দ্বারাই অতি প্রিয় লোকও সদ্য শত্রু হইয়া উঠে। (১৯) কারণ ইহারা অল্প অর্থে অসন্তুষ্টতা বশতঃ দীপ্ত মন্যু, স্পর্দ্ধমান, ও কলহাসক্ত হইয়া হঠাৎ সৌহৃদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা আঘাত করিতে উদ্যত হয়। (২০) দেব দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম, তন্মধ্যে দ্বিজ শরীর প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি তাহাকে অনাদর করত স্বার্থ নাশ করে, সে অশুভ গতি প্রাপ্ত হয়। (২১) স্বর্গাপবর্গের দ্বার স্বরূপ এই লোক প্রাপ্ত হইয়া অনর্থ মূল অর্থে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়। (২২) ধন থাকিতেও যে ব্যক্তি বিভাগ যোগ্য দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু, ও আত্মাকে বিভাগ না দিয়া যক্ষবৃত্তি অবলম্বন করে সে অধঃ পতিত হয়। (২৩) এতকাল ব্যর্থ অর্থ চিন্তায় প্রমত্ত হইয়া আমার অর্থ বয়ো, বল সকলই গেল; অতএব যে অর্থ দ্বারা সমর্থ লোকেরা সিদ্ধ হয় আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া তাহার দ্বারা কি সাধন করিব। (২৪) বিদ্বান্ ব্যক্তি ও ব্যর্থ অর্থ চিন্তা দ্বারা, কি নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ ক্লেশ পায়, অতএব নিশ্চয় কোন এক ব্যক্তির মায়া দ্বারাই লোক সকল বিমোহিত হইয়াছে। (২৫) মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রস্যমান ব্যক্তির ধনইবা কি করিবে, ধন দাতাইবা কি করিবেন, কামইবা কি করিবে, কামদাতাইবা কি করিবে, কর্ম্মইবা কি করিবে, আর জন্মইবা কি করিবে। (২৬) অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যে হেতু তিনি, আত্মার প্লব স্বরূপ এই বৈরাগ্য দশা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। (২৭) আমি তপস্যা দ্বারা স্বীয় অঙ্গ শোষণ করিব, আর যদি তাহাতে কালাবশেষ হয়, তবে আত্মাতে সন্তুষ্ট হইয়া অখিল ধর্ম্ম সাধনে অপ্রমত্ত

হইব। (২৮) ত্রিভুবনেশ্বর দেবতারা আমার প্রতি তদ্বিষয়ে অনুগ্রহ করুন; যে হেতু তাঁহারদিগের অনুগ্রহে নির্জ্জীব পদার্থও মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে ব্রহ্মলোক সাধনে সমর্থ হয়। (২৯)

ভগবান্ কহিলেন, সেই অবন্তিদেশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া হৃদয় হইতে অহঙ্কারাদি উন্মোচন করত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শান্তভাবে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন। (৩০) এবং সংযত হইয়া সমুদায় মহীমণ্ডল বিচরণ করিতে লাগিলেন ও ভিক্ষার নিমিত্তে সঙ্গরহিত হইয়া দীনভাবে নগর গ্রামে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। (৩১) হে উদ্ধব! তখন অসৎ লোকেরা সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুককে দেখিয়া নানাপ্রকার তিরস্কার বাক্য দ্বারা অপমান করিতে লাগিল। (৩২) কেহ ত্রিদণ্ড, কেহ কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ অক্ষমালা, কেহ কন্থা ও কেহ চীরবস্ত্র লইয়া পরিহাসার্থ তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে লাগিল। (৩৩) এবং তিনি যখন সরিত্তটে গিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন সেই পাপিষ্ঠেরা তাঁহার মস্তকে প্রস্রাব ও নিষ্ঠীবন করিয়া দিতে লাগিল, আর তিনি মৌনাবলম্বনে থাকিলে কথা কহাইবার চেষ্টা করিতে ও কথা না কহিলে তাড়না করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ চৌর বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বন্ধন কর বলিয়া রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। (৩৪) কেহ কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞাস্বরতঃ, এব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজী শঠ এবং স্বজন পরিত্যক্ত ও ক্ষীণবিত্ত হইয়া এক্ষণে এইবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, ইহা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। (৩৫) আহা, ইনি বড় বলবান্ ও গিরিরাজের ন্যায় ধৈর্য্যশালী, ইনি ধার্ম্মিক বকের ন্যায় মৌনাবলম্বনে অর্থ সাধন করিবেন, কেহ কেহ ইহা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিল, কেহবা তাঁহার নিকট অপানবায়ুৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিল, কেহবা ক্রীড়াপক্ষির ন্যায় তাঁহাকে শৃঙ্খলে বন্ধন ও রুদ্ধ করিতে লাগিল। (৩৬) তখন তিনি এই সকল দৈবাগত ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক দুঃখ প্রাপ্ত্যনুসারে আপনার ভোক্তব্যরূপে বিবেচনা করিলেন। (৩৭) পরে ধর্ম্মধ্বংসকারী নরাধমগণ কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়াও সাত্ত্বিক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে থাকিয়া এইবাক্যটী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। (৩৮)

যথা, এই সকল দুষ্ট লোক, বা দেবতাগণ; কিম্বা গ্রহ, কর্ম্ম, বা কাল, ইহারা কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে, কেবল একমাত্র মনকে তাহার কারণ বলা যায়, যে মন সংসারচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। (৩৯) বলবান্ মনই সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তি সকল সৃষ্টি করে; সেই সকল গুণ বৃত্তি হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক বিবিধ কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয়; সেই সকল কর্ম্ম দ্বারাই স্বানুরূপ দেব তির্য্যক নরাদি গতি প্রাপ্তি হয়। (৪০) বিদ্যাশক্তি সম্পন্ন ও চেষ্টারহিত পরমাত্মা মনের ব্যাপার দ্বারা মনের সুহৃদ্রূপে কেবল দর্শনমাত্র করেন, সেই জীব মনকে আত্মারূপে গ্রহণ করিয়া গুণ কর্ম্ম দ্বারা কামনানুভবে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়েন। (৪১) দান, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌত কর্ম্ম ও ব্রতাচরণ এ সমুদায় মনের নিগ্রহের উপায় মাত্র, কিন্তু মনের যে সমাধি তাহাই পরম যোগ। (৪২) যাহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হয়, দানাদি দ্বারা তাহার আর কি কার্য্য হইবে, আর যাহার অলস মন অসংযত হয়, তাহার দানাদি দ্বারাই বা অপর কি কার্য্য হইবে। (৪৩) ইন্দ্রিয় সকল মনের বশে বর্ত্তমান, কিন্তু মন তাহারও বশতাপন্ন নহে, যেহেতু যোগি-

দিগেরও ভয়ঙ্কর মনোদেবতা বলি হইতেও বলবান্, যে ব্যক্তি তাহাকে বশতাপন্ন করিতে পারেন তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা। (৪৪) সেই মর্ম্মবেদনাকারী, অসহ্যবেগ, দুর্জ্জয় শত্রু মনকে জয় না করিয়া যে কোন ব্যক্তি মনুষ্যদিগের সহিত অসৎ বিগ্রহ করে ও তাহারদিগকে শত্রু, মিত্র, উদাসীনও বোধ করে, তাহারা অতি মূঢ়। (৪৫) ভ্রান্ত বুদ্ধি মনুষ্য সকল মনঃপরিকল্পিত এই দেহ মাত্র গ্রহণ করিয়া আমি এই পৃথক আমার এই পদার্থ এবম্প্রকার ভ্রম দ্বারা দুরন্ত পার সংসার সাগরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। (৪৬) যদি মনুষ্যকে সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে কর্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব নাই, কেবল ভৌতিক দেহেরই তাহাতে কর্তৃত্ব সম্ভব, তাহা হইলে সুখ দুঃখ উপলক্ষে কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কোপ অবিধেয় যেহেতু স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া সেই বেদনায় আর কাহার কোপ হইয়া থাকে। (৪৭) যদি দেবতাগণকে দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলেও তাহাতে আত্মার কিছুই নহে, দেহাধিষ্ঠাত্রী দেবতারই তাহা সম্ভব, তাহা হইলে স্বীয় একঅঙ্গ দ্বারা অন্যঅঙ্গ আহত হইলে কোন্ পুরুষ তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কুপিত হইয়া থাকে। (৪৮) যদি আত্মাকেই সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে অন্যের প্রতি কোপ অসম্ভব, যেহেতু তাহা নিজ স্বভাব, সুতরাং আত্মা ব্যতীত কোন পদার্থ নাই, অতএব যদি কিছু স্বীকার কর তাহা মিথ্যা, সুতরাং সুখ দুঃখের প্রতি কেন কোপ না কর। (৪৯) যদি গ্রহগণকে সুখ দুঃখের নিমিত্ত বল, তাহা হইলেও জন্মরহিত আত্মার তাহাতে কিছুই নহে, কিন্তু জন্য দেহেরই তাহা সম্ভব, গ্রহের অবস্থান বিশেষে গ্রহের পীড়া দৈবজ্ঞেরা কহেন অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পুরুষ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। (৫০) যদি কর্ম্মকে সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহাতেও আত্মার কিছুই নহে, সুতরাং চিজ্জড় একত্রিত ভিন্ন সুখ দুঃখ হয় না, অথচ দেহ জড় ও পুরুষ চেতন, অতএব সুখ দুঃখের মূলীভূত কর্ম্মই নাই সুতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে। (৫১) যদি কালকে সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহাতে আত্মার কিছুই নহে, যেহেতু কাল আত্মার অংশ হইলেও যেমন অগ্নির তাপে অগ্নি উষ্ণ বা হিমেতে করকা শীতল হয় না তদ্রূপ আত্মার সুখ দুঃখাদি হয় না, অতএব কাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে। (৫২) আত্মার কখনই কাহার দ্বারা কোথাও কোনরূপে সুখ দুঃখাদি সম্ভব হয় না, সংসারাবদ্ধ অহঙ্কাররূপী জীবোপাধির যেমন ভীতি জন্মে প্রবুদ্ধ হইলে আর তদ্রূপ হয় না। (৫৩) পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করতঃ সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন, মুকুন্দচরণাম্বুজ সেবা দ্বারা আমি ঘোরতম হইতে উত্তীর্ণ হইব। (৫৪)

ভগবান্ কহিলেন, সেই নষ্টধন, গতশ্রম, বৈরাগ্যযুক্ত মুনি অসৎলোক কর্তৃক নিরাকৃত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে অকম্পিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করত পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। (৫৫) শত্রু, মিত্র, উদাসীনরূপ এই যে সংসার ইহা অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ মনের ভ্রম মাত্র, অতএব জীবের সুখ দুঃখপ্রদ অন্য কেহই নহে আত্ম বিভ্রম মাত্র। (৫৬) অতএব আমাতে আসক্ত বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে মনকে নিগ্রহ করত এই প্রকার যোগাভ্যাস করিবে। (৫৭) ভিক্ষু কর্তৃক গীত এই ব্রহ্ম নিষ্ঠারূপ যোগ যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ধারণ করেন, শ্রবণ করেন, বা অন্যকে শুনান তিনি আর কখন সুখ দুঃখে অভিভূত হয়েন না। (৫৮)

ইতি একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

আত্মার ও অন্য সকল পদার্থের আবির্ভাব তিরোভাব চিন্তা পুরঃসর সাংখ্য যোগ কথন দ্বারা মনোমোহ নিবারণ।

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! কপিলাদি পূর্ব্বাচার্য্য কর্ত্তৃক নিশ্চিত সাংখ্যযোগ এক্ষণে আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যাহা জানিয়া পুরুষ ভেদ নিমিত্ত ভ্রমরূপ সুখ দুঃখাদি হইতে সদ্য মুক্ত হয়েন। (১) পূর্ব্বে প্রলয় কালে এই দৃশ্য সমুদায় পদার্থ বিকল্পশূন্য এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, পরে যুগারম্ভে যখন লোক সকল বিবেকনিপুণ ছিল, তখনই ভেদ জ্ঞান না থাকা জন্য এক মাত্রই ছিলেন। (২) সেই বৃহৎ সত্য নির্ব্বিকল্প একমাত্র পরব্রহ্ম পরে মায়াপ্রকাশরূপে বাক্য মনের গোচরভাবে স্বরূপভাবে দুই প্রকার হইলেন। (৩) সেই দ্বিধাভূত অংশের মধ্যে এক অংশ অর্থ অন্য অংশ জ্ঞান মাত্র কিন্তু প্রকৃতি উভয়াত্মক, ইহাঁকে পুরুষ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকে। (৪) পরে জীব দৃষ্টপ্রযুক্ত পুরুষানুমতি দ্বারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক ক্ষোভ্যমান মায়ায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ উৎপন্ন হইল। (৫) অনন্তর সেই গুণ সকল হইতে ক্রিয়াশক্তিমান্ সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ ও তৎ সংযুক্ত জ্ঞান শক্তিমান্ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল এবং সেই গুণ বিকার হইতে জীবের ভ্রম হেতু অহঙ্কার তত্ত্ব জন্মিল। (৬) সেই অহঙ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও তামস; তাহা পঞ্চতন্মাত্রের ইন্দ্রিয়ের ও মনের কারণ এবং চিদচন্ময়। (৭) তামস অহঙ্কার বিকার তন্মাত্র হইতে মহাভূত ও তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল ও বৈকারিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা জন্মিল। (৮) সংহত্যকারী পঞ্চীকৃত মহাভূত সকল আত্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমার আয়তন স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিল। (৯) সলিল সংস্থিত সেই অণ্ডে আমি অবস্থিতি করিতে লাগিলাম, এবং আমার নাভি দেশে বিশ্ব নামক লোক কারণ এক পদ্ম উৎপন্ন হইল, সেই পদ্মে চতুরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। (১০) সেই ব্রহ্মা তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে রজোগুণ দ্বারা লোকপাল-গণের সহিত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক উৎপন্ন করিলেন। (১১) তাহার মধ্যে স্বর্গলোক দেবতাদিগের আবাস হইল, ভুবর্লোক ভূতগণের স্থান হইল, এবং ভূর্লোক মর্ত্ত্যাদিগের আধার হইল; আর এই ত্রিতয়ের পর অর্থাৎ ঊর্দ্ধ মহর্লোক সিদ্ধগণের আশ্রয় হইল। (১২) ভূমির অধোভাগে নাগ ও অসুরগণেরা আবাস করিলেন। সকল প্রকার ত্রিগুণময় কর্ম্ম দ্বারা ত্রিলোক গতি হয়। (১৩) যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের নির্ম্মল গতি মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক; এবং ভক্তিযোগের গতি মদ্গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক। (১৪) কাল শক্তিরূপী বিধাতা যে আমি, আমা কর্ত্তৃক এই জগৎ সমুদায় নিজ কর্ম্মানুসারে গুণপ্রবাহরূপ এই সংসারে সত্যলোকাদি রূপ উত্তম গতি ও স্থাবরাদিরূপ নীচগতি প্রাপ্ত হয়। (১৫) সূক্ষ্ম, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল প্রভৃতি যে যে পদার্থ জগতে আছে, সমুদায়ই প্রকৃতি পুরুষ উভয়েতে সংযুক্ত। (১৬) যে পদার্থ যে কার্য্যের উপাদান কারণ এবং যে উপাদান কারণ যে কার্য্যের লয় স্থান, স্থিতি কালেও সেই কারণ পদার্থই সেই কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে, যেমন কটক কুণ্ডলাদিতে সুবর্ণ ও ঘট শরাবাদিতে মৃত্তিকা। (১৭) যে পূর্ব্বভাব অর্থাৎ কারণ পরভাব অর্থাৎ কার্য্যরূপে পরিণত হয়, এবং যে কারণ কার্য্যের আদ্যন্তেও তাহাতে বর্ত্তমান থাকে তাহাই সত্য পদার্থ। (১৮) যিনি প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণ ও

আধার পুরুষরূপ নিমিত্ত কারণ, এবং কালরূপ অভিব্যঞ্জক, তিনিই ব্রহ্ম, এবং সে তিন প্রকারই আমি। (১৯) যতকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে, যাবৎ স্থিতির অন্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পৌর্ব্বাপর্য্যরূপে জীবদিগের নিমিত্তে অবিচ্ছেদে এই মহৎ সৃষ্টি প্রবৃত্ত থাকে। (২০) কালাত্মা যে আমি, আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্যমান লোকদিগের অহরহ সৃষ্টি প্রলয় কল্পনার আধারভূত যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহা ভুবনের সহিত বিশেষরূপে পশ্চাৎ পঞ্চত্ব অর্থাৎ পৃথকভাব প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হয়। (২১) যেরূপ ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রমে লয় হয়, যথা, মর্ত্ত্যশরীর অন্নে লীন হয়, অন্ন ওষধিবীজে লীন হয়, ওষধিবীজ পৃথিবীতে, ও পৃথিবী গন্ধে লীন হয়। (২২) গন্ধ জলেতে লীন হয়, জল রসে লীন হয়, রস জ্যোতিতে লীন হয়, জ্যোতি রূপেতে লীন হয়। (২৩) রূপ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু স্পর্শে লীন হয়, স্পর্শ আকাশে লীন হয়, আকাশ শব্দমাত্রে লীন হয়, এবং ইন্দ্রিয় সকল স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী বৈকারিক দেবতাতে লীন হয়। (২৪) হে সৌম্য! দেবতা সকল মনেতে লীন হয় ও শব্দ তামসাহঙ্কারে লীন হয়, তামসাহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়। (২৫) জ্ঞান ক্রিয়াশক্তিমান্ সেই মহত্তত্ত্ব স্বীয় গুণে লীন হয়, গুণ সকল অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত কালে লীন হয় (২৬) অব্যয় কাল মায়াময় জীবে লীন হয়, জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়, শেষে পরমাত্মা কেবল আত্মস্থ থাকেন, এই বিশ্বের উৎপত্তি লয় দ্বারা তিনি লক্ষিত হয়েন। (২৭) যিনি এইরূপ জগতের অনিত্যত্ব দর্শন করেন, তাঁহার আর ভেদ দর্শন নিমিত্ত মনের ভ্রম কেন হৃদয়ে উপস্থিত হইবে, সূর্য্যোদয় হইলে আর আকাশে কেন অন্ধকার থাকিবে। (২৮) সংশয় গ্রন্থির নাশক এই সাংখ্য বিধি প্রতিলোম ও অনুলোম ক্রমে অর্থাৎ ক্রম ব্যুৎক্রমে আমি ব্যক্ত করিলাম। (২৯)

ইতি একাদশ স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

স্বীয় নৈর্গুণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তে ভগবান্ কর্ত্তৃক অন্তঃকরণ সম্ভূত সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তি নিরূপণ।

ভগবান্ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! পৃথক পৃথক সত্ত্বাদি গুণ সকলের মধ্যে যে গুণ দ্বারা পুরুষ যে প্রকার হয়েন, আমি তাহা ব্যক্ত করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। (১) শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপস্যা, সত্য, দয়া, স্মৃতি, সন্তোষ, ত্যাগ, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, সরলতা, বিনয় ও আত্মরতি ইত্যাদি সমুদায় সত্ত্ব গুণের বৃত্তি। (২) অভিলাষ, ব্যাপার, দর্প, তৃষ্ণা, গর্ব্ব, প্রার্থনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয় ভোগ, যুদ্ধাদিতে অভিনিবেশ, স্তুতিপ্রিয়তা, উপহাস, বীর্য্য ও বলোদ্যম এই সকল রজোগুণের বৃত্তি। (৩) ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা, হিংসা, যাচ্ঞা, দম্ভ, পরিশ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, দুঃখ, দৈন্য, নিদ্রা, আশা, ভয় ও অনুদ্যম এই সমুদায় তমোগুণের বৃত্তি। (৪) সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বৃত্তি সমুদায় আনুপূর্ব্বিক প্রায় বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের মিশ্রীভাবের বৃত্তি সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। (৫) হে উদ্ধব! অহং, মম ইত্যাদি যে জ্ঞান তাহা সত্ত্বাদি গুণের মিশ্রীভাবের বৃত্তি; আর মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ দ্বারা যে ব্যবহার তাহাও উহাদিগের বৃত্তি। (৬) পুরুষ যখন

তখন তাহাকেও মিশ্র ভাবের বৃত্তি বলা যায়। (৭) পুরুষ যখন প্রবৃত্তি লক্ষণ গৃহা-শ্রমনিষ্ঠ, পূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাও গুণ সকলের মিশ্রভাবের বৃত্তি। (৮) শম দমাদি সাধন সম্পত্তি দ্বারা পুরুষের সত্ত্ব সংযুক্ততা অনুমান হয়, কাম সংকল্পাদি দ্বারা রজোযুক্ততা অনুমান হয় এবং ক্রোধ মোহাদি দ্বারা তমোযুক্ততা অনুমান হয়। (৯) যখন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী নিরপেক্ষভাবে স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তখন তাঁহাদিগকে সত্ত্ব প্রকৃতি বলা যায়। (১০) যখন আপনার কল্যাণ প্রার্থনায় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা আমার ভজনা করেন, তখন তাহাকে রজঃ প্রকৃতি আর যখন হিংসা আশ্রয় করিয়া আমার ভজনা করেন, তখন তাঁহাকে তমঃ প্রকৃতি বলা যায়। (১১) জীব সকল যাহাতে আসক্ত হইয়া সংসার পাশে বদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ সম্ভূত সেই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সকল জীবের ধর্ম্ম আমার নহে। (১২) মঙ্গলদায়ক, নির্ম্মল প্রকাশ স্বভাব সত্ত্বগুণ যখন রজ ও তমোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদি দ্বারা সুখে সংযুক্ত হয়েন। (১৩) যখন সঙ্গ হেতু, ভেদ কারণ ও প্রবৃত্তি স্বভাব রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ কর্ম্ম, যশঃ ও সৌভাগ্য দ্বারা দুঃখে সংযুক্ত হয়েন। (১৪) যখন অবিবেককারী, আবরণাত্মক ও অনুদ্যম স্বভাব তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ নিদ্রা, হিংসা ও আশা দ্বারা শোক মোহে সংযুক্ত হয়েন। (১৫) যখন অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় ও ইন্দ্রিয় সকল উপরত হয় এবং দেহ অভয় ও মন অসঙ্গ হয়, তখন আমার উপলব্ধি স্থান সত্ত্বকে উদ্রিক্ত বলিয়া জানিবে। (১৬) যখন পুরুষ ক্রিয়া দ্বারা বিকৃত হইয়া দুঃখ পান ও চিত্তের নিবৃত্তি না হয়, এবং গাত্রের অস্বাস্থ্য ও মনের ভ্রান্তি জন্মে, তখন রজকে উৎকট বলিয়া জানিবে। (১৭) যখন চিত্ত অবসন্ন হইয়া বিলীন হয়, ও চিদাকার গ্রহণে অক্ষম হয়, এবং মন বিলীন হয়, আর অজ্ঞান ও বিষাদ উপস্থিত হয়, তখন তমঃ উৎকট বলিয়া জানিবে (১৮) সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইলে দেবতাদিগের বল বৃদ্ধি হয়, রজোগুণ উদ্রিক্ত হইলে অসুরগণের বল বৃদ্ধি হয়, এবং তমোগুণ উদ্রিক্ত হইলে রাক্ষসদিগের বল বৃদ্ধি হয়। (১৯) সত্ত্ব গুণ দ্বারা জাগরণ, রজোগুণ দ্বারা স্বপ্ন, তমোগুণ দ্বারা সুষুপ্তি, এবং এই তিনের সাম্যাবস্থা দ্বারা নির্গুণাবস্থা সম্পন্ন হয়। (২০) ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, অন্যান্য লোকেরা রজোগুণ দ্বারা মনুষ্যলোকে গমন করেন, অন্তর চারি স্থাবরাদিরা তমোগুণ দ্বারা অধোলোকে গমন করে। (২১) সত্ত্বগুণে বিলীন হইলে স্বর্গলোকে গমন করে, রজোগুণে বিলীন হইলে নরলোকে গমন করে, তমোগুণে বিলীন হইলে নিরয়ে গমন করে, এবং নির্গুণ লোকেরা আমাতে গমন করে। (২২) আমার প্রতি প্রীতি উদ্দেশে দাস-কৃত যে নিত্য কর্ম্ম, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম, ফলোদ্দেশে কৃত যে কর্ম্ম, তাহাই রাজসিক কর্ম্ম, এবং হিংসাপ্রায় যে কর্ম্ম, তাহাই তামসিক কর্ম্ম। (২৩) দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্ম বিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান, দেহাদি বিষয়ক জ্ঞান, রাজসিক জ্ঞান, মুকাদির যে জ্ঞান, তাহা তামসিক জ্ঞান, আর আমাতে যে নিষ্ঠা তাহাকে নির্গুণ বলা যায়। (২৪) বনবাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে বাস রাজসিক বাস, দ্যূতাদিগৃহে বাস তামসিক বাস, এবং আমার নিকেতনে যে বাস তাহাকে নির্গুণ বাস বলা যায়। (২৫) সঙ্গরহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ কর্ত্তা রাজস, স্মৃতি বিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস, এবং আমার সেবা কর্ত্তাকে নির্গুণ বলা যায়। (২৬) আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম্মশ্রদ্ধা রাজসিক, অধর্ম্ম শ্রদ্ধা তামসিক, এবং আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা তাহাই নির্গুণ শ্রদ্ধা।

পবিত্র, হিতকর, অনায়াসলভ্য যে ভক্ষ্য ভোজ্যাদি তাহাই সাত্ত্বিক, ভোগকালে ইন্দ্রিয় সুখকর যাহা তাহা রাজসিক, অশুচি ও কষ্টকর বস্তু তামস, এবং আমাকে নিবেদিত ভক্ষ্যমাত্রই নির্গুণ। (২৭।২৮) আত্ম সমুদ্ভূত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়জনিত সুখ রাজস, মোহ দৈন্যাদি সম্ভূত সুখ তামস, এবং আমার চিন্তাজনিত যে সুখ তাহাই নির্গুণ। (২৯) দ্রব্য, দেশ, কাল, ফল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, নিষ্ঠা ইত্যাদি সমুদায়ই এইরূপ ত্রিগুণাত্মক জানিবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এতদ্ভিন্ন দৃষ্ট, শ্রুত ও বুদ্ধিবিবেচিত এবং প্রকৃতিপুরুষে অধিষ্ঠিত সমুদায় পদার্থই এইরূপ ত্রিগুণময় জানিবে। (৩০) লোকদিগের সম্বন্ধে গুণকর্ম্ম নিবন্ধন এই সকল পথ কথিত হইল, যে জীব আমাতে নিষ্ঠাবশতঃ ভক্তিযোগ সাধন দ্বারা অন্তঃকরণ সম্ভূত এই সকল গুণকে জয় করিতে পারে, সে মন্নিষ্ঠ হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। (৩১) (৩২) অতএব এই নরদেহ লাভ করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান সম্ভূত এই গুণ সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ বিচক্ষণ লোকে আমার ভজনা করুক। (৩৩) মননশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি নিঃসঙ্গ, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমার ভজনা করিবেক এবং সত্ত্বের সেবা দ্বারা রজ ও তমকে জয় করিবেক। (৩৪) সেই শান্তধী জীব পরে যোগযুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্বকে জয় করিবেক, এবং ত্রিগুণ মুক্ত হইয়া জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে সম্পন্ন হইবেক। (৩৫) লিঙ্গশরীর হইতে ও উপাধি সম্ভূত গুণত্রয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত জীব ব্রহ্ম স্বরূপ আমা দ্বারা পূর্ণ হইয়া আর বহির্বিষয় ভোগে ও আন্তরিক তৎস্মরণ বিষয়ে বিচরণ করেন না। (৩৬)

ইতি একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

দুষ্ট সংসর্গে যোগনিষ্ঠার ব্যাঘাত ও সাধু সঙ্গে তন্নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা হয়, অতএব সর্ব্বথা দুষ্ট সংসর্গ নিবৃত্ত্যর্থ ঐলগীত বর্ণন।

ভগবান কহিলেন, আমার স্বরূপ অবগতির সাধনভূত নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমার ধর্ম্মে আস্থা করতঃ আনন্দ পরমাত্মারূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়। (১) জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা ত্রিগুণময়ী জীবযোনি অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত হইয়া ত্রিগুণময় মায়ামাত্রকে অবস্তুরূপে দৃষ্টি করিয়া দেহে বর্ত্তমান হইলেও জীব আর বস্তুগুণেতে লিপ্ত হয় না। (২) শিশ্নোদর তৃপ্তিকারী অসৎ লোকের সহিত কদাচিৎ সংসর্গ করিবেক না, কারণ তাহারদিগের সহিত সংসর্গ করিলে অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায় অন্ধতমকূপে নিপতিত হয়। (৩) উর্ব্বশী বিরহে মুহ্যমান বৃহৎকীর্ত্তি সম্রাট্ ঐল নামক পুরূরবা পশ্চাৎ উর্ব্বশী লোকলাভে শোকাপগমে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া এই সকল কথা গান করিয়াছিলেন। (৪) মৃত্যুকালে যখন উর্ব্বশী স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তখন ঐল রাজা উন্মত্তের ন্যায় নগ্ন হইয়া বিহ্বলতাবশতঃ "হে জায়া তুমি গমন করিও না" ইহা বলিয়া বিলাপ করতঃ তাঁহার অনুগামী হইলেন। (৫) ঐলরাজ অনিত্য কামনা পরবশ হইয়া তাহাতে অতৃপ্তি বশতঃ উর্ব্বশী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট চেতন হইয়া এক বৎসর কাল রাত্রির গতাগতি জানিতেও পারেন নাই। (৬)

কণ্ঠ ও কামে মুগ্ধ চিত্ত হইয়া আমার আয়ুর যে কিয়ৎ খণ্ড অতিবাহিত হইল তাহা আমি স্মরণও করি নাই। (৭) এত কাল আমি উর্ব্বশী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সূর্য্যের অস্তগতি বা অভ্যুদয় জানিতেও পারি নাই, আহা! আরও কি খেদের বিষয়, এত বৎসর বৃথা গত হইয়াছে, তাহা আমি একদিনও জানিতে পারি নাই। (৮) আহা! আমার কি আত্মমোহ, যেহেতু আমি নরদেব শিরোমণি চক্রবর্ত্তী হইয়াও এতকাল একটা স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগস্বরূপ অধীন হইয়াছিলাম। (৯) আমি এই ঐশ্বর্য্যাদি পরিচ্ছদ সহিত আপনার চক্রবর্ত্তিত্ব তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া নগ্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করতঃ গমনশীলা স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম। (১০) যে ব্যক্তি গর্দ্দভের ন্যায় পাদ তাড়িত হইয়াও গমনশীলা স্ত্রীর অনুগমন করে, তাহার প্রভাব, তেজঃ, ঈশ্বরত্ব আর কোথায় থাকে। (১১) স্ত্রী কর্ত্তৃক যাহার মন অপহৃত হয়, তাহার আর বিদ্যা, তপস্যা, দান, অধ্যয়ন, নির্জ্জনবাস বা মৌনাবলম্বন দ্বারা কি হইতে পারে। (১২) যে আমি প্রভু হইয়াও গো গর্দ্দভবৎ স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, মূর্খ ও পণ্ডিতাভিমানী এবং স্বার্থানভিজ্ঞ সেই আমাকে ধিক থাকুক। (১৩) বহুকাল পর্য্যন্ত উর্ব্বশীর অধরসুধা পান করিয়াও আহুতি দ্বারা বহ্নির ন্যায় আমার কামের তৃপ্তি হইল না, বরং আরও বৃদ্ধিই হইয়া উঠিল। (১৪) আত্মারাম, ঈশ্বর, ভগবান্, অধোক্ষজ ব্যতীত কুলটা কর্ত্তৃক অপহৃত চিত্তকে আর কোন্ ব্যক্তি প্রত্যাবৃত্ত করিতে সামর্থ হয়। (১৫) আমি অজিতেন্দ্রিয় দুর্ম্মতি, উর্ব্বশী কর্ত্তৃক প্রবোধ বাক্যে বোধিত হইয়াও আমার মনোগত মহামোহ অপগত হয় নাই। (১৬) উর্ব্বশীই বা আমার কি অপকার করিল, রজ্জুর স্বরূপ না জানিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে সর্প দেখে, রজ্জু তাহার কি করিবে, তদ্রূপ আমিই ভ্রান্ত ও অজিতেন্দ্রিয়। (১৭) কোথায় বা দুর্গন্ধাত্মক অশুচি এই সমল শরীর, আর কোথায় বা সৌমনস্যাদি গুণ, এত পৃথক হইয়াও অজ্ঞান দ্বারা একীকৃত হইয়াছে। (১৮) পিতার জনকত্বমাত্র, ভার্য্যার ভোগপ্রদত্বমাত্র, স্বামীর অধীনত্বমাত্র, অগ্নির আহুতিমাত্র, শ্বগৃধ্রপ্রভৃতির ভক্ষ্যমাত্র, আত্মার তৎকৃত শুভাশুভ ভাগিত্বমাত্র, বন্ধুগণের উপকারিত্বমাত্র দেহে সম্বন্ধ যে ব্যক্তি নিরূপণ না করে, সেই মুগ্ধ হয়। (১৯) পরিণাম তুচ্ছ, অমেধ্য এই কলেবরে আহা কি সুন্দর ভাব, কি নাসা, কি হাস্য, কি মুখশ্রী বলিয়া স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়। (২০) ত্বক্ মাংস, রক্ত, শিরা, মেদ, মজ্জা, অস্থি সমূহ মাত্র, এবং বিষ্ঠা মূত্রের আধার মাত্র এই শরীর লইয়া যে ব্যক্তি রমণ করে, কৃমির সহিত তাহার কি প্রভেদ আছে। (২১) বিবেকী ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রৈণের প্রতি আসক্ত হয়েন না, যেহেতু বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগেই মন ক্ষুব্ধ হয়, তদ্ভিন্ন ক্ষুব্ধ হয় না। (২২) দর্শন শ্রবণ ব্যতিরেকে কখনই মনক্ষোভ জন্মে না, প্রাণ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপৃত না হইলেই মন নিশ্চলরূপে শান্ত হয়। (২৩) অতএব স্ত্রী ও স্ত্রৈণের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সংসর্গ করিবেক না, যেহেতু জ্ঞানীদিগেরও ষড়্বর্গের উপর বিশ্বাস নাই, তাহাতে আমাদিগের আর কি কথা। (২৪)

ভগবান্ কহিলেন, নরদেব শিরোমণি ঐল এইরূপ ব্যক্ত করতঃ উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাতে আত্মারূপে আমাকে দেখিয়া জ্ঞান দ্বারা মোহ নাশ করতঃ উপরত হইয়াছিলেন। (২৫) অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আসক্ত হইবেন, যেহেতু সাধুরা উপদেশ দ্বারা তাঁহার মনোব্যথা নষ্ট করেন। (২৬) যাঁহারা নিরপেক্ষ, মচ্চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শি, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বরহিত, নিষ্পরিগ্রহ, তাঁহারাই সাধুলোক। (২৭) হে মহাভাগ উদ্ধব! সেই সকল সাধু

ব্যক্তির নিকটে শিষ্টলোকের হিতজনক মদীয় কথা উপস্থিত হয়, এবং তাহা শ্রোতা-উক্তাদিগের হিতকারী হইয়া পাপমোচন করে। (২৮) যে সকল ব্যক্তি আমার প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আদরের সহিত সেই সকল কথা শ্রবণ করে বা গান করে কিম্বা তাহাতে অনুমোদন করে, তাহারা আমাতে ভক্তি লাভ করে। (২৯) আমি অনন্তগুণ, আনন্দানুভবাত্মা, পরব্রহ্ম, অতএব যে সাধু ব্যক্তি আমাতে ভক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার আর অন্য অবশিষ্ট কি আছে। (৩০) ভগবান্ বিভাবসু সূর্য্যকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তদ্রূপ সাধুকে আশ্রয় করিলে সকল পাপ ধ্বংস হয়। (৩১) জলমগ্ন ব্যক্তির নৌকার ন্যায় শান্ত সাধু ব্রহ্মজ্ঞানিরা ঘোর ভব সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির পরম গতি হয়েন। (৩২) যেমন অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণ, ও যেমন আমি আর্ত্তদিগের শরণ্য, এবং যেমন ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের পরকালের ধন, তদ্রূপ সাধুরা সংসার পতনে ভীত লোকদিগের শরণ্য। (৩৩) বাহে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় সাধুরা অন্তরে চক্ষু অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ জ্ঞান প্রদান করেন, তখন দেবতারা বান্ধব হয়েন এবং আমি আত্মাতে গিয়া বসতি করি। (৩৪) পুরুরবা ঐল এই রূপে উর্ব্বশী লাভে নিস্পৃহ হইয়া এবং আত্মারাম ও মুক্ত সঙ্গ হইয়া এই মহীমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। (৩৫)

ইতি একাদশ স্কন্ধে ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

সংক্ষেপে ক্রিয়াযোগ বর্ণন।

উদ্ধব কহিলেন, হে সাত্বতপতি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ! ভক্তেরা তোমাকে যে প্রকারে অর্চ্চনা করে, সেই সকল প্রকার তোমার আরাধনারূপ ক্রিয়াযোগ আমাকে উপদেশ কর। (১) নারদ, ব্যাসদেব, বৃহস্পতি ও অন্যান্য আচার্য্যগণ এবং মুনি সকল বার-ম্বার তোমার অর্চ্চনাকে মনুষ্যদিগের নিঃশ্রেয়স্কর বলিয়াছেন। (২) তোমার মুখ পদ্ম হইতে নিঃসৃত যে সকল উপদেশ বাক্য ভগবান্ ব্রহ্মা ভৃগু প্রভৃতি পুত্রগণকে এবং মহাদেব ভগবতীকে উপদেশ দিয়াছেন। (৩) হে মানদ! আমি ইহাকে সর্ব্ববর্ণের ও সকল আশ্রমের এবং স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতির সম্মত উত্তম নিঃশ্রেয়সসাধন বলিয়া মান্য করি। (৪) হে পদ্মপলাশলোচন বিশ্বেশ্বর! কর্ম্ম বন্ধন মোচনের উপায়স্বরূপ তোমার অর্চ্চনার বিবরণ, অনুরক্ত ভক্ত যে আমি, আমার নিকট ব্যক্ত কর। (৫)

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! অনন্তপার কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই, অতএব যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক তাহার সংক্ষেপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। (৬) বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয়মিশ্রিত, আমার পূজা এই তিন প্রকার। এই তিনের মধ্যে যথাভিলষিত বিধি দ্বারা লোকে আমার অর্চ্চনা করে। (৭) যখন ত্রৈবর্ণিক পুরুষের মধ্যে স্বশাখোক্ত দ্বিজত্ব অর্থাৎ উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে যেরূপে আমার অর্চ্চনা করে, তাহা শ্রবণ কর। (৮) প্রতিমাতে, বা স্থণ্ডিলে, কি অগ্নিতে, কি সূর্য্যে, কি জলে, কিম্বা হৃদয়ে ভক্তিযুক্ত ত্রিবর্ণ দ্রব্যাদি দ্বারা স্বীয় গুরুরূপ আমাকে অর্চ্চনা করিবে। (৯) প্রথমত দন্ত ধাবনপূর্ব্বক অঙ্গ শুদ্ধির নিমিত্তে একবার স্নান করিবেক, পরে মৃত্তিকা গ্রহণাদি বৈদিক তান্ত্রিক উভয় মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার স্নান করিবেক। (১০) ঈশ্বরে

বিষয়ে যাহার সম্যক্ সঙ্কল্প, এমত ব্যক্তি, বেদে কথিত সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মের সহিত কর্ম্মপাবনীরূপ আমার এই পূজার অনুষ্ঠান করিবেক। (১১) শিলাময়, কাষ্ঠময়, ধাতুময়, চন্দনময়, চিত্রময়, বালুকাময়, মণিময় ও মনোময় আমার প্রতিমা এই আট প্রকার হইয়া থাকে। (১২) চল ও অচল এই দুই প্রকার প্রতিমাতে, ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হয়েন, হে উদ্ধব! তাহার মধ্যে স্থির প্রতিমার অর্চ্চনাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। (১৩) অস্থির প্রতিমার অর্চ্চনাতে কোন কোন স্থানে আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে, কোন কোন স্থানে নাই, কিন্তু স্থণ্ডিলে দুইই আছে এবং চন্দনাদি নির্ম্মিত প্রতিমাকে বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিবেক ও তদ্ভিন্ন প্রতিমাকে জল দ্বারা স্নান করাইবেক। (১৪) নিষ্কাম ভক্তের যথালব্ধ প্রসিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা ও হৃদিস্থিত ভাব দ্বারা প্রতিমাদিতে যে আমার অর্চ্চনা তাহাই প্রসিদ্ধ কল্প। (১৫) হে উদ্ধব! প্রতিমায় আমার অর্চ্চনে স্নান ও অলঙ্কারাদি শ্রেষ্ঠ, স্থণ্ডিলে অর্চ্চনে মন্ত্র দ্বারা আবরণ দেবতার স্থাপন শ্রেষ্ঠ, অগ্নিতে অর্চ্চনে ঘৃতাহুতি প্রদান শ্রেষ্ঠ, সূর্য্যে অর্ঘ্যাদি দান শ্রেষ্ঠ এবং জলে তর্পণাদি শ্রেষ্ঠ। (১৬) ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে আমার নিমিত্তে আহৃত জল গণ্ডূষ মাত্রও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অশ্রদ্ধায় আহৃত ভূরিভূরি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবিদ্যাদিও আমার পরিতোষের নিমিত্তে হয় না। (১৭) পূজোপকরণ আহরণ পূর্ব্বক শুচি হইয়া পূর্ব্বাগ্রকুশে আসন কল্পনা করত তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তর মুখ হইয়া অর্চ্চনা করিবেক, কিন্তু প্রতিমা থাকিলে তাহাকে সম্মুখ করিয়া উপবিষ্ট হইবেক। (১৮) পরে যথোপদেশ ন্যাস সকল সম্পন্ন করিয়া স্বীয় শরীরাদি সংশোধনপূর্ব্বক মুলমন্ত্র ন্যাস সহকারে আমার অর্চ্চনা করিবেক, এবং প্রোক্ষণার্থ উদকপূর্ণ কুম্ভ সংস্কারপূর্ব্বক স্থাপন করিবেক। (১৯) সেই প্রোক্ষণীয় কলশস্থ জল দ্বারা পূজাস্থান, দ্রব্য, আত্মা সংপ্রোক্ষণ করিয়া পাদ্যার্থ তিনটী পাত্র সেই জল দ্বারা ও পাদ্যার্থ দ্রব্য দ্বারা কল্পনা করিবেক। (২০) পরে যজমান পাদ্য, অর্ঘ ও আচমনীয়ার্থে সেই তিন পাত্রকে হৃদয়মন্ত্র, শীর্ষমন্ত্র ও শিখামন্ত্র এবং গায়ত্রী দ্বারা মন্ত্রপূত করিবেক। (২১) প্রাণায়ামানুষ্ঠানে কোষ্ঠগত বায়ু দ্বারা শোষিত ও আধারগত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ এবং পুনর্ব্বার ললাটস্থ চন্দ্রামৃত প্লাবনে দৃঢ়ীভূত দেহে হৃৎপদ্মস্থ অতি সূক্ষ্ম পরম জীবকে প্রণবাস্তে ধ্যান করিবেক, যাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষেরা ধ্যান করেন। (২২) এইরূপ আত্মভূত চিন্তা দ্বারা শরীর প্রদীপিত হইলে তাহাতে প্রথমতঃ মানস উপচার দ্বারা পূজা করত তন্ময় হইয়া প্রতিমাতে আবাহন পূর্ব্বক সংস্থাপন করত আবরণ সহিত আমাকে পূজা করিবেক। (২৩) পাদ্য অর্ঘ্যাদি উপচার ও ধর্ম্ম জ্ঞানাদি আসন এবং কর্ণিকা কেশরযুক্ত অষ্টদল পদ্ম কল্পনা করত বেদ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা উভয়োক্ত মুক্তি সিদ্ধির নিমিত্তে আমাকে পূজা করিবেক। (২৪) পরে সুদর্শন, পঞ্চজন্য, গদা, অসি, বাণ, ধনু, হল, মুষল, কৌস্তভ, শ্রীবৎসের পূজা করিবেক। (২৫) এবং নন্দ, সুনন্দ, গরুড়, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিশ্বকসেন, গুরু, দেবতা, ইষ্টদেবের সম্মুখে এই সকলকে অর্ঘাদি দ্বারা পূজা করিবেক। (২৬।২৭) যদি বিভব সম্পত্তি থাকে, তবে প্রত্যহ চন্দন, উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম, অগুরু বাসিত জলে যথোপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবেক। (২৮) স্বর্ণঘর্ম্ম নামক বেদের অনুবাক ও মহাপুরুষ, বিদ্যা এবং পুরুষসূক্ত মন্ত্র ও রাজনাদি মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবেক। (২৯) বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, চিত্রলেখা, মাল্য, গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা আমার ভক্ত যথোচিত আমাকে প্রেমে ভূষিত করিবেক। (৩০) পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে

প্রদান করিবেক। (৩১) গুড়, পায়স, ঘৃত, তৈলপক্ব দ্রব্য, পিষ্টক, মোদক, অন্ন, দধি ও ব্যঞ্জন, সম্ভব থাকিলে এই সকল দ্রব্য নৈবেদ্যে কল্পনা করিবেক। (৩২) এবং প্রতি পর্ব্বেতে নিত্য নিত্য বিশেষ বিশেষ অভ্যঙ্গ, উন্মর্দ্দন, অভিষেক, আদর্শ, দন্তধাবন, অন্ন, গীত, নৃত্য ও বাদ্যাদি প্রদান করিবেক। (৩৩) যথাবিধি মেখলা গর্ত্ত ও বেদি দ্বারা বিহিত কুণ্ডে উজ্জ্বলিত অগ্নি আধান পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে হস্ত দ্বারা একত্র মেলন করিবেক। (৩৪) পরে কুশা আস্তরণপূর্ব্বক যথাবিধি অন্বাধান কর্ম্ম করিয়া প্রোক্ষণ করিবেক, প্রোক্ষণী জল দ্বারা দ্রব্যাসাদন করত প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অগ্নিতে আমাকে ভাবনা করিবেক। (৩৫) তপ্ত সুবর্ণ বর্ণাভ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিলসিত চতুর্ভুজধারী, শান্তস্বভাব, পদ্মকিঞ্জল্ক তুল্য বাসধারী, কিরীট কটক কটিসূত্র ও অঙ্গদ শোভিত, শ্রীবৎস বক্ষ, কৌস্তুভধারী ও বনমালাবিশিষ্ট। (৩৬।৩৭) আমায় এইরূপ হৃদয়ে ধ্যান পূর্ব্বক পূজা করত ঘৃত দ্বারা সংসিক্ত কাষ্ঠ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক আঘার নামক যাগে আজ্যভাগ প্রদান করতঃ পুরুষসূক্ত মন্ত্র ও মূল মন্ত্র দ্বারা হবি আহুতি প্রদান করিবেক। (৩৮) যথাক্রমে মন্ত্র দ্বারা ধর্ম্মাদিকে স্বিষ্টিকৃত বলি প্রদান করিবেক, এবং পার্শ্বদদিগকে অর্চ্চনা ও নমস্কার পূর্ব্বক বলি প্রদান করিবেক। (৩৯) নারায়ণাত্মক ব্রহ্মকে স্মরণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিবেক, পরে আচমনীয় দানপূর্ব্বক অবশিষ্ট নৈবেদ্য ভাগ বিশ্বক্সেনকে প্রদান পূর্ব্বক অনুজ্ঞা গ্রহণান্তে আপনি ভোজন করিবেক। (৪০) এইরূপ বিধি পূর্ব্বক পূজা সমাপ্ত করিয়া মুখবাস ও সুরভি তাম্বূলাদি প্রদান পূর্ব্বক শেষে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সহকারে পুনর্ব্বার পূজা করিবেক। (৪১) সঙ্গীত নামোচ্চারণ ও নৃত্যাদি আমার সন্তোষের নিমিত্তে এই সকল কর্ম্মের অভিনয় করত এবং আমার কথা শ্রবণ ও শ্রাবণে কিয়ৎকাল হরণ করিবেক। (৪২) উচ্চৈঃস্বরে বা নীচৈঃস্বরে পুরাণোক্ত স্তব ও প্রাকৃত স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করত ভগবান্ প্রসন্ন হও ইহা বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেক। (৪৩) দক্ষিণ বাম বাহু দ্বারা আমার দক্ষিণ বাম পাদ স্পর্শ করত এবং পাদদ্বয়ে শিরোদেশ সংলগ্ন করত হে ঈশ! ভীত ও শরণাগত আমাকে মৃত্যু সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর, ইহা বলিয়া প্রণাম করিবেক। (৪৪) এই প্রকার ভক্তি ভাবের পর আমা কর্ত্তৃক দত্ত নির্ম্মাল্য আদর পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করত, তৎকালে ধ্যেয় জ্যোতি যদি অস্ত হয় তবে পুনর্ব্বার তাহায় উদ্বোধন করিবেক। (৪৫) আমার প্রতিমাদি যে কোন পদার্থে যাহার যখন শ্রদ্ধা উপস্থিত হইবেক তখন সে তাহাই অর্চ্চনা করিবেক, যেহেতু আমি সর্ব্বভূতের আত্মারূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছি (৪৬) পুরুষ এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অভীপ্সিত সংসিদ্ধি আমা হইতে প্রাপ্ত হয়েন। (৪৭) আমার প্রতিমা সংস্থাপনপূর্ব্বক দৃঢ় মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেক, এবং সুরম্য পুষ্পোদ্যান ও মহা পর্ব্বেতে পূজাদির সততানুবৃত্তির নিমিত্তে যাত্রা ও মহোৎসবের আশ্রিত ভূমি আপন পুর গ্রাম দান করিলে আমার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। (৪৮) আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে সার্ব্বভৌম হয়, আমার মন্দির দানে ত্রিভুবনের রাজা হয়, আমার পূজাতে ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি হয়। এবং একত্রে এই তিন কর্ম্ম অনুষ্ঠানে আমার সাম্য প্রাপ্তি হয়। (৪৯) কেবল নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে আমার পূজা করে সে ভক্তিযোগ লাভ করে। (৫০) স্বীয় দত্ত বা পর দত্ত দেব ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে ব্যক্তি অপহরণ করে, সেব্যক্তি অযুতাযুত বর্ষ বিষ্ঠাভোজী জন্তু হইয়া কাল যাপন করে। (৫১) কর্ম্মকর্ত্তার, সহকারির, প্রেরকের

ও অনুমোদনকর্ত্তার যে কর্ম্মজনিত ফল তাহা ইহলোকে ও পুনর্ব্বার পরলোকেও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৫২)

ইতি একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

পূর্ব্বে সবিস্তরে বর্ণিত পরমার্থ নির্ণয় জ্ঞানযোগের পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বর্ণন।

ভগবান্ কহিলেন, অন্য লোকের শান্ত ঘোরাদি স্বভাবকে বা সদসৎ কর্ম্মকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবেক না, যেহেতু এই বিশ্বকে প্রকৃতি পুরুষের একাত্মক দেখাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য। (১) অন্য লোকের স্বভাবকে বা সদসৎ কর্ম্মকে যে ব্যক্তি প্রশংসা বা নিন্দা করে, সে ব্যক্তি অসৎ কার্য্যে অভিনিবেশ বশত আশু স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। (২) যেমন ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রাপন্ন হইলে দেহস্থ জীব কেবল স্বপ্নমাত্র দর্শন করে অথবা মন বিনষ্ট চেতন হইলে জীব মৃত্যু বা মৃত্যু তুল্য সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দ্বৈতাভিনিবেশী পুরুষ বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। (৩) দ্বৈত বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ, বা কত বস্তু সৎ ও কত বস্তু অসৎ তাহার নির্ণয় হয় না, কেবল বাক্য দ্বারা কথিত বা মন দ্বারা ধ্যাত অনৃত বস্তুর অবস্তুত্ব নিরূপণ মাত্র হয়। (৪) যেমন প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি ও আভাস ইহারা বস্তুত অসৎ হইয়াও ভয় মোহাদি অর্থকারি হয়, তদ্রূপ দেহাদি দ্বৈত বস্তু সকল অবস্তু ও অসৎ হইয়াও মৃত্যু হইতে ভয় প্রদর্শন করে। (৫) প্রভু পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন ও সৃষ্ট হয়েন, রক্ষা করেন ও রক্ষিত হয়েন এবং সংহার করেন ও সংহৃত হয়েন। (৬) অতএব আত্মা হইতে বা অন্য হইতে অন্য পদার্থ নিরূপিত হয় না, কিন্তু আত্মাতে নির্ম্মূল এই অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাব নিরূপিত হয়। (৭) অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাবের যে নির্ম্মূলত্ব তাহা কেবল সত্ত্বাদি ত্রিগুণময় মায়া কর্ত্তৃক কৃত মাত্র জানিবে। (৮) সাধু ব্যক্তি আমা কর্ত্তৃক কথিত এই জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুক্ত বাক্য জানিয়া কাহারো নিন্দা বা স্তব করেন না, কেবল সূর্য্যের ন্যায় সমভাবে লোকে বিচরণ করেন। (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান, আপ্ত বাক্য ও স্বানুভব দ্বারা আদ্যন্ত বিশিষ্ট বস্তুকে অসৎ জানিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন। (১০)

উদ্ধব কহিলেন, হে ঈশ্বর! এই দৃশ্যমান সংসার চেতন দ্রষ্টারূপ আত্মার নহে এবং অচেতন দৃশ্যরূপ দেহেরও নহে, তবে ইহা কাহার হইবে। (১১) আত্মা অব্যয়, নির্গুণ শুদ্ধ, অগ্নির ন্যায় স্বয়ং জ্যোতি ও অনাবৃত স্বভাব এবং দেহ অচেতন, দাহ্য কাষ্ঠাদির ন্যায়, অতএব সংসার কাহার তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। (১২)

ভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব! যত কাল পর্য্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে, তত কাল পর্য্যন্ত এই সংসার অর্থ রহিত হইয়াও অবিবেকীদিগের সম্বন্ধে ফলবান্‌রূপে ব্যবহৃত থাকে। (১৩) সংসারেতে কোন অর্থ বিদ্যমান না থাকিলেও তাহা নিবৃত্ত হয় না। যেমন যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা করে স্বপ্ন অনর্থ হইলেও সে ব্যক্তি সার্থের ন্যায় দেখে। (১৪) যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির সম্বন্ধে স্বপ্ন বহু অনর্থ প্রদান করে, কিন্তু সেই পুরুষ পুনর্ব্বার জাগ্রত হইলে তখন সে স্বপ্ন আর মোহ কল্পনা করে না। (১৫) তদ্রূপ শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ,

মোহ, স্পৃহা, জন্ম এবং মৃত্যু এসমুদায় অহঙ্কারের জানিবে, আত্মার নহে। (১৬) দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনেতে যাহার অভিমান একরূপ যে আত্মা তাহার মধ্যস্থ অথচ গুণ, কর্ম্ম; মূর্ত্তি, জীব, সূত্র মহান্ ইত্যাদি বহু প্রকার শব্দে কথিত হইয়া কাল বশতঃ সংসার প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়। (১৭) এসংসার মূল শূন্য হইয়াও অজ্ঞান বশতঃ ইহা বহুরূপে কল্পিত হয় এবং মন, বাক্য, প্রাণ, শরীরও কর্ম্মে পরিণত হয়, তখন উপাসনা সহকারে শাণিত জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা তাহাকে ছেদনকরত তৃষ্ণারহিত হইয়া মৌনভাবে পৃথিবী বিচরণ করা যায়। (১৮) বিবেক, বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদেশ, অনুমান, তর্ক, কাল ও হেতু এসমুদায় যথার্থ জ্ঞানের সাধন, পরে সেই জ্ঞান হইলে এই সংসারের আদ্যন্তে যাহা সত্য ব্রহ্ম মধ্য কালেও ইহা কেবল তদাত্মক জানিবে। (১৯) যেমন সমস্ত হিরণ্ময় দ্রব্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান হিরণ্য পশ্চাৎও সেই হিরণ্য কিন্তু মধ্যে ব্যবহার্য্যমান কটক কুণ্ডলাদি নানা নামে ব্যবহৃত হয়, আমিও জগতের সেইরূপ আদ্যন্ত মধ্যে বর্ত্তমান। (২০) মনও জাগ্রদাদি অবস্থা ত্রয় এবং অবস্থা কারণভূত গুণ ত্রয়, ও কার্য্য, কারণ এবং কর্ত্তা, এই সমুদায় যে তুরীয় চৈতন্যের অন্বয় ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয়, তাহাই সত্য পদার্থ। (২১) যাহা পূর্ব্বে নাই পরেও নাই এবং মধ্যেও পৃথক নাই, কেবল কথা মাত্রে অবস্থিত, অথচ লোকে প্রসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশিত, তাহাই অসত্য পদার্থ, ইহা আমি বিবেচনা করি। (২২) যাহা অবিদ্যমান হইয়াও প্রকাশিত হয়, এমত যে বিকার সমূহ তাহাকে রাজস সর্গ অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা ব্রহ্ম কার্য্যভূত বলা যায়, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি অতএব স্বয়ং প্রকাশ পায়েন, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও তদর্থ এবং মন ও ভূত প্রভৃতি বিচিত্র সকলই ব্রহ্ম। (২৩) এইরূপ প্রত্যক্ষানুমানাদি দ্বারা প্রকাশিত ও ব্রহ্ম বিবেক হেতু দ্বারা এবং নিপুণরূপ দেহাদি অপবাদ দ্বারা আত্ম সন্দেহ ছেদ করত স্বীয় আনন্দে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়াদির বিষয় কামনা হইতে উপরত হইবেক। (২৪) ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় পার্থিবত্ব প্রযুক্ত শরীর আত্মা নহে ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ইহারাও অন্ন বিকার প্রযুক্ত আত্মা নহে, এবং বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী ও প্রকৃতিও জড়ত্বপ্রযুক্ত আত্মা নহে। (২৫) আমার স্বরূপ যাহার নিকট সুব্যক্ত হইয়াছে তাহার ত্রিগুণময় ইন্দ্রিয় সকল সমাহিত হউক আর বিক্ষিপ্তই হউক তাহাতে তাহার গুণ দোষ আর কি হইবে, যেমন মেঘ আকাশ ব্যাপ্তই হউক আর বিগতই হউক সূর্য্যের কিছুই হয় না। (২৬) যেমন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, উৎপত্তি বিনাশশালী এই সকলে গুণ দ্বারা বা ঋতুগুণ দ্বারা আত্মা আসক্ত হয়েন না, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা বা সংসারের হেতুভূত গুণ দ্বারা সংসারপারে অবস্থিত পরম আত্মা আসক্ত হয়েন না। (২৭) যাবৎকাল আমাতে দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা রজোগুণরূপ মনঃ কষায় নিবৃত্ত না হয়, তত দিন মায়ারচিত গুণের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ করিবেক। (২৮) যেমন রোগ সম্যক্‌রূপে চিকিৎসিত না হইলে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া মনুষ্যকে পীড়া দেয়, তদ্রূপ অপক্ক কষায় কর্ম্ম মন সর্ব্ব বিষয়ে আসক্ত কুযোগিকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করে। (২৯) দেবপ্রেরিত মনুষ্য, সম্ভূত বিঘ্ন দ্বারা সেই কুযোগিরা আহত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাসবলে যোগসাধন প্রাপ্ত হয়, কর্ম্ম সাধন প্রাপ্ত হয়ন না। (৩০) জন্তু সকল আমৃত্যু পর্য্যন্ত কোন সংস্কার দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে ও বিকৃত হয়, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শরীরে বর্ত্তমান হইয়াও স্বীয় সুখানুভব দ্বারা নিবৃত্ত তৃষ্ণ হইয়া সেই কর্ম্ম দ্বারা

স্থিতিই করুন, উপবেশনই করুন; গমনই করুন, শয়নই করুন, প্রস্রাবই করুন, অন্ন ভোজনই করুন, কিম্বা অন্য কোন স্বাভাবিক কার্য্যই করুন, কোন সময়ে দেহের প্রতি আর দৃষ্টি করেন না। (৩২) মনীষি ব্যক্তি যদি কখন বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় দর্শন করেন, তবে তাহা মিথ্যানুমানে বাধিত দেখেন, বস্তুরূপে দেখেন না, যেমন স্বপ্নে মিথ্যা পদার্থ সকল উত্থিত হইয়াই তিরোহিত হয় তদ্রূপ। (৩৩) হে উদ্ধব! জ্ঞানের পূর্ব্বে গৃহীত, গুণ ও কর্ম্মে বিচিত্র, আত্মাতে অবিবিক্ত অজ্ঞান পুনর্ব্বার ব্রহ্ম দর্শনে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু আত্মা কখন গ্রাহ্যও নহেন ও ত্যাজ্যও নহেন। (৩৪) যেমন সূর্য্যোদয় লোকের চক্ষুর অন্ধকার মাত্র নষ্ট করে, কোন পদার্থ উৎপন্ন করে না, তদ্রূপ নিপুণ ব্রহ্ম দর্শন পুরুষের বুদ্ধির ভ্রমান্ধকার নষ্ট করে মাত্র। (৩৫) পরমাত্মা স্বয়ং জ্যোতি, অজ, অপ্রমেয়, মহানুভূতি, সকলানুভূতি, এক, অদ্বিতীয়, বাক্যের অগোচর; তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রাণ ও বাক্য বিচরণ করে। (৩৬) কেবল অদ্বিতীয় অবিকল্প আত্ম বস্তুতে যে বিকল্প, তাহারই নাম আত্ম সংমোহ, যেহেতু স্বীয় আত্মা ব্যতীত বিকল্পের আর অবলম্বন নাই। (৩৭) নাম, রূপ ও আকৃতি দ্বারা গ্রাহ্য পঞ্চভূতাত্মাকে এই দ্বৈতকে পণ্ডিতাভিমানীরা যে অবাধিত বলিয়া মানে ও বেদান্তকে যে অর্থবাদ বলিয়া স্বীকার করে, তাহা কেবল ব্যর্থ জানিবে। (৩৮) যোগানুষ্ঠায়ী অপক্কযোগ যোগীদিগের শরীরে যদি স্বভাবত উৎপন্ন রোগাদি দ্বারা বিঘ্নের সম্ভাবনা হয়, তদ্বিষয়ে এই প্রতীকার কহিতেছি। (৩৯) কোন কোন বিঘ্নকে যোগ ধারণা দ্বারা, কোন কোন বিঘ্নকে বায়ু ধারণরূপ আসন দ্বারা, কোন কোন বিঘ্নকে তপস্যা, মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা দগ্ধ করিবেক। (৪০) কোন কোন অশুভপ্রদ বিঘ্নকে আমার অনুধ্যান ও নাম কীর্ত্তনাদি অথবা যোগেশ্বরের অনুবৃত্তি দ্বারা ক্রমশঃ নিহত করিবেক। (৪১) কোন কোন ধীর ব্যক্তি বিবিধ উপায় দ্বারা এই দেহকে জরা রোগ রহিত ও তারুণ্য বয়সে স্থিররূপে সম্পন্ন করিয়া পরে পরকায় প্রবেশাদি সিদ্ধির নিমিত্তে যোগ সাধন অভ্যাস করে। (৪২) নিপুণ লোকেরা সেই আয়াসকে নিরর্থক বলিয়া তাহাকে সমাদর করেন না, যেহেতু বৃক্ষের ফলের ন্যায় শরীর নশ্বর কেবল আত্মাই স্থায়ী। (৪৩) যোগনিসেবী ব্যক্তিদিগের শরীর যদি কল্পান্ত স্থায়ীও হয় তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে শ্রদ্ধা করেন না, তাহা হইলে যোগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৎপর হয়েন। (৪৪) যোগী ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করিয়া যদি এইরূপ যোগচরণ করেন, তবে তিনি কোন বিঘ্নে নিহত হয়েন না, নিস্পৃহ হইয়া কেবল সুখানুভব করেন। (৪৫)

ইতি একাদশ স্কন্ধে অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বে সবিস্তরে যে ভক্তিযোগ কথিত হইয়াছে তাহারই পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বর্ণন, এবং যোগকে অতি ক্লেশকর দেখিয়া উদ্ধব তদ্বিষয়ে সুখোপায় প্রশ্ন করেন

উদ্ধব কহিলেন, হে অচ্যুত! অবশীকৃতান্তঃকরণ সামান্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে এইযোগ চর্য্যাকে অতি দুশ্চর বলিয়া বোধ হয়, অতএব পুরুষ যাহাতে অক্লেশে সিদ্ধ

নিগ্রহে শ্রান্ত যোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদিগের মন অসমাধানবশতঃ সময়ে সময়ে প্রায়ই নি- হইয়া থাকে। (২) হে অরবিন্দনয়ন, বিশ্বেশ্বর! সারাসার বিবেক চতুর লোক সকল তোমার আনন্দপ্রদ পদাম্বুজকে সুখে আশ্রয় করে, আর এই সকল অভিমানী কুযোগীরা যোগ কর্ম্ম দ্বারা তোমার মায়ায় মোহিত হয় মাত্র, মুক্ত হয় না। (৩) হে অচ্যুত, হে অশেষ বন্ধো! অনন্য শরণ ভৃত্যেরা যে তোমাতে আত্মসাৎ হইয়াছে তাহার আশ্চর্য্য কি! যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক কিরীট তটপীড়িত পাদপীঠ হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক বানরদিগেরও সহিত সখ্যতা করিয়াছিলেন। (৪) সকল জগতের প্রিয়বন্ধু, আশ্রিতের সর্ব্বার্থদাতা, ঈশ্বর যে তুমি তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া আর কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ভজনা না করিতে পারে, আর তোমাকে বিস্মৃত হইয়া তোমা কর্ত্তৃক দত্তবিভূতিইবা কোন্ ব্যক্তি ভজনা করে, তোমার পাদরজসেবী আমাদিগের কিসেরইবা অভাব আছে। (৫) উপচিত পরমানন্দ ব্রহ্মবিৎ কবিগণ তোমাকর্ত্তৃক কৃতোপকার স্মরণ করতঃ কিছুতেই আর আনৃণ্য প্রাপ্ত হয়েন না, যেহেতু তুমি বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামী রূপে শরীরিদিগের অশুভ নাশ করত স্বীয় গতি প্রদান কর। (৬)

শুকদেব কহিলেন, অনুরক্তচেতা উদ্ধব কর্ত্তৃক এই রূপ পৃষ্ট হইয়া জগৎ ক্রীড়নক ঈশ্বর স্বীয় শক্তিদ্বারা মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করত প্রীতির সহিত মনোহর হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন। (৭)

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা আচরণ করিয়া মনুষ্য দুর্জ্জয় মৃত্যু অতিক্রম করে, সেই সুমঙ্গল আমার ধর্ম্ম সকল তোমাকে উপদেশ করি। (৮) আমাকে স্মরণ, আমাতে মন অর্পণ, আমার ধর্ম্মে রতিমতি হইয়া আমার নিমিত্তে অল্পে অল্পে সকল কর্ম্মই করিবেক। (৯) মদ্ভক্ত সাধুকর্ত্তৃক আশ্রিতপুণ্য দেশ আশ্রয় করিবেক ও দেবাসুর মনুষ্যের মধ্যে মদ্ভক্ত কর্ত্তৃক আচরিত ব্যবহার সম্পাদন করিবেক। (১০) পৃথক্ পৃথকই হউক বা সকলে মিলিয়াই হউক নৃত্য গীতাদিদ্বারা ও মহারাজ বিভূতিদ্বারা আমার নিমিত্তে সকল যাত্রা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। (১১) নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃত রূপে ও আত্মারূপে আমাকে দর্শন করিবে। (১২) হে বুদ্ধিমান্, উদ্ধব! এই প্রকারে সমুদয় ভূত ও সকল জীব আমার ভাবে তদ্গত হইয়া কেবল জ্ঞানকে উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হয়। (১৩) ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, ব্রাহ্মণ দ্রব্য চৌরে, ব্রাহ্মণোদ্দেশে দান কর্ত্তাতে, সূর্য্যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে, অক্রূরে এবং ক্রূরে যে ব্যক্তি সমান দর্শন করেন, তিনিই জ্ঞানী। (১৪) যিনি সর্ব্ব নরেতে নিত্য নিত্য মদ্ভাব ভাবনা করেন, অচিরাৎ তাঁহার অহঙ্কারের সহিত স্পর্দ্ধা, অসূয়া, ও তিরস্কার সমূলে নষ্ট হয়। (১৫) স্বজন হইতে উপহাস, স্বীয় উত্তমত্ব দৃষ্টি, দেহ দৃষ্টি ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুক্কুর চণ্ডাল গো খর পর্য্যন্ত সমুদায় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেক। (১৬) যত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতেতে মদ্ভাব না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপে বাক্য মন ও শরীর দ্বারা উপাসনা করিবেক। (১৭) এই রূপে উপাসক পুরুষের সম্বন্ধে আত্ম বুদ্ধিস্থ ব্রহ্ম বিদ্যাদ্বারা সকল বস্তু ব্রহ্মাত্মক হয়, পরে তিনি সেই সর্ব্বাত্মকত্ব দেখিয়া মুক্ত সংশয় হইয়া সমুদায় হইতে উপরত হয়েন। (১৮) এই যে মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ব্বভূতে মদ্ভাব, সকল প্রকার হইতে আমি ইহাকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করি। (১৯) হে সখে, উদ্ধব! আমার এই ধর্ম্মের উপক্রমে বৈগুণ্য হইলেও নিষ্কাম ব্যক্তির

৭ ত্রও ধর্ম্ম ধ্বংস হয় না, যে হেতু আমার নিগুণত্ব প্রযুক্ত এই ধর্ম্ম আমাকর্ত্তৃক ব্যবসিত। (২০) ভয় শোকাদি হেতু ক্রন্দন পলায়নাদি যে যে লৌকিক নিরর্থ আয়াস, সে সকলও যদি আমাতে কল্পিত হয়, তবে তাহাও ধর্ম্মরূপ ধারণ করে। (২১) ইহা বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি ও মনীষিদিগের মনীষা, অর্থাৎ বুদ্ধি চাতুর্য্য ফল, যেহেতু ইহাতে অনৃতে সত্য ও মর্ত্ত্যেতে অমৃত প্রাপ্তি, হয়। (২২) হে উদ্ধব! এই তোমাকে আমি দেবতাদিগেরও দুর্গম সমুদায় ব্রহ্মবাদ সংগ্রহ সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে কহিলাম, স্পষ্ট যুক্তিবিশিষ্ট এই জ্ঞান বারম্বার তোমার সম্বন্ধে ব্যক্ত করিলাম, ইহা জানিয়া পুরুষ সন্দেহ ভঞ্জনপূর্ব্বক মুক্ত হয়েন। (২৩) যে ব্যক্তি তোমার সুপ্রকাশিত এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করে, সে ব্যক্তি নিত্য সত্য গুহ্য পরম ব্রহ্ম অবগত হইতে পারে। (২৪) যে ব্যক্তি ইহা সম্যক প্রকারে আমার ভক্তদিগের মধ্যে বিতরণ করেন, সেই বেদদাতা ব্যক্তিকে আমি আপনিই আত্মা দান করি। (২৫) এই পরম পবিত্র সংশোধক আখ্যান যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন করে, সে ব্যক্তি অহরহ আমাকে জ্ঞান দীপ দর্শন করাইয়া তৎকারণ স্বয়ং পবিত্র হয়। (২৬) যে ব্যক্তি অব্যগ্র হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত নিত্য ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার আমাতে পরম ভক্তি হইয়া কর্ম্মেতে আর বন্ধন হয় না। (২৭) হে উদ্ধব! হে সখে! তুমি এই ব্রহ্ম বাক্য সম্যক প্রকারে অবগত হইলে, তাহাতে তোমার সমুদয় মোহ বিগত হইল ও মনোভাব শোকও দূরীভূত হইল। (২৮) অতএব তুমি ইহা দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, কিম্বা আমার বিষয় শ্রবণ করে না, এমত অভক্ত, দুর্বিনীত ব্যক্তিকে প্রদান করিও না। (২৯) এই সকল বিষয় দোষবিহীন, ব্রাহ্মণ ভক্ত, আমার প্রিয়, শুচি ও সাধু ব্যক্তিকে বলিবে, এবং শূদ্রের স্ত্রীলোকেরাও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে তাহারদিগকেও কহিবে। (৩০) জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিলে আর তাহার কিছু মাত্র জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না, অমৃত পীযূষ পান করিলে সুতরাং তাহার আর পাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। (৩১) জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, কৃষ্যাদি, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি, এই সকল বিষয়ে মনুষ্যদিগের যে চতুর্ব্বিধ অর্থলাভ হয়, তোমার সম্বন্ধে সে সমুদায়ই আমি। (৩২) মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্ম নিবেদন করতঃ কৃতকার্য্য হয়েন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্তি পূর্ব্বক আমাতে সমর্পণ করেন। (৩৩)

শুকদেব কহিলেন, উদ্ধব এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষরূপে যোগ মার্গ দর্শন করত অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অশ্রু পরিপ্লুতলোচনে স্তব করিবার মানস করিয়াও কণ্ঠরুদ্ধ হওয়াতে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। (৩৪) হে রাজন্! পরে প্রণয়েতে ঘূর্ণমান চিত্তকে বহুপ্রকার ধৈর্য্যদ্বারা বশীভূত করতঃ স্বমস্তকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ স্পর্শ করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। (৩৫)

উদ্ধব কহিলেন, হে অজ আদ্য! যেহেতু আমি তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি, অতএব তোমার সন্নিধান বশত আমার মোহময় অন্ধকার কোথায় চলিয়া গিয়াছে সূর্য্যের সমীপবর্ত্তি ব্যক্তির সম্বন্ধে কি আর শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে। (৩৬) তুমি অনুকম্পাপূর্ব্বক এই ভৃত্যের প্রতি বিজ্ঞানময় প্রদীপ অর্পণ করিয়াছ, এবং এই রূপ অন্যকেও প্রত্যর্পণ কর, অতএব কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তোমার পাদমূল পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শরণাপন্ন হয়। (৩৭) হে সখে! তোমার সৃষ্টিবৃদ্ধির নিমিত্তে স্বীয়মায়াদ্বারা তোমাকর্ত্তৃক প্রসারিত আমার বৃষ্ণি অন্ধক সাত্বতকুলে দৃঢ় বদ্ধ স্নেহ

পাশ তোমার আত্মজ্ঞান উপদেশ দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে। (৩৮) হে মহাযোগিন্! তোমাকে নমস্কার করি, আমি তোমার শরণাপন্ন, তুমি আমাকে শিক্ষা দাও, তোমার চরণ পদ্মে যে রূপে আমার দৃঢ় ভক্তি সম্পন্ন হয়। (৩৯)

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! এক্ষণে আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রম নামে আমার ধামে গমন কর, তথায় গিয়া আমার পাদ রজে পবিত্রীকৃত তীর্থ জলে স্নান ওস্পর্শ দ্বারা শুচি হও। (৪০) এবং সুখেতে নিস্পৃহ হইয়া বল্কল পরিধান পূর্ব্বক বন্য ফল ভোজন করত অলকনন্দা দর্শনে অশেষ পাপ হইতে প্রমুক্ত হও। (৪১) শীতোষ্ণা দ দ্বন্দ্ব মাত্রে তিতিক্ষু, সুশীল, সংযতেন্দ্রিয়, ও শান্ত সমাহিত হইয়া বুদ্ধিযোগে জ্ঞান বিজ্ঞান তৎপর হও। (৪২) আমা হইতে বিস্তারিত রূপে যাহা তুমি শিক্ষা করিলে তদ্বিষয় চিন্তা করত বাক্য ও মন আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক আমার ধর্ম্মে নিরত হও। (৪৩) এবং ত্রিগুণাত্মক গতি অতিক্রম করিয়া আমার পরমগতি লাভ সহকারে আমাকে প্রাপ্ত হও। (৪৪)

শুকদেব কহিলেন, উদ্ধব শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক প্রদান পূর্ব্বক গদগদ চিত্তে গমনকালে অশ্রুকলায় অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। (৪৫) তখন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সুদুস্ত্যজ স্নেহ বিয়োগে কাতর হইয়া আতুর হৃদয়ে কোন প্রকারে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না, তথাপি তাঁহার পাদুকাদ্বয় মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুন নমস্কার করত অতি কষ্টে গমন করিলেন। (৪৬) অনন্তর মহা ভাগবত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হৃদয়ে সন্নিবেশ করাইয়া তপস্যা অনুষ্ঠান করত জগদ্বন্ধু কর্ত্তৃক যথোপদিষ্ট হরির গতিরূপ বিশাল বদরিকাশ্রমে ক্রমেং গিয়া উপস্থিত হইলেন। (৪৭) যোগেশ্বর সেবিত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভাগবত শ্রেষ্ঠ উদ্ধবের প্রতি ভাষিত, এই আনন্দ সমুদ্র রূপ জ্ঞানামৃত যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেবা করেন তিনি মুক্ত হয়েন (৪৮) যে নিগম কর্ত্তা ভবভয় অপহরণ করিবার নিমিত্তে বেদ হইতে সাররূপ জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সমুদ্র হইতে সাররূপ অমৃত আহরণ করিয়া ভৃত্য বর্গকে পান করাইয়া ছিলেন, সেই আদ্য, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসংজ্ঞক ঈশ্বরকে নমস্কার করি। (৪৯)

একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

যে মুষল উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে গমনেচ্ছায় সেই মুষল ছলে নিজ কুল সংহার করেন।

রাজা কহিলেন, মহা ভাগবত উদ্ধব বনে গমন করিলে পর ভূত ভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কি কি কর্ম্ম করিলেন, তাহা বল। (১) স্বীয় যাদব কুল ব্রহ্মশাপে আক্রান্ত হইলে পর যাদব শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সকলের নয়নের প্রীতিজনক স্বকীয় শরীর কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন। (২) যে শরীরে একবার নয়ন সংলগ্ন হইলে আর তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে কেহ সমর্থ হয় না, যাহার কথা একবার সাধুদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মাতে সংলগ্ন হইলে তাহা হইতে বিচলিত হয় না, যাহার শোভা কীর্ত্তমান হইয়া কবিদিগের বাক্যে অনুরাগ জন্মায়, যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের রথস্থ

যাহাকে দেখিয়া মৃত সৈন্যগণ তৎসাম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই শরীর তিনি কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন, তাহা বল। (৩)

ঋষি কহিলেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষে সমুর্থিত মহোৎপাত অবলোকন করিয়া দেব সভায় আসীন যদুগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন। (৪)

ভগবান কহিলেন, হে যাদবগণ! সম্প্রতি দ্বারকাতে কাল চিহ্ন রূপ এই ঘোর মহোৎপাত সকল সমুপস্থিত হইতে লাগিল অতএব এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্রও আমাদিগের থাকা উচিত নহে। (৫) এক্ষণে স্ত্রীলোক ও বালক এবং বৃদ্ধ সকল শঙ্খোদ্ধারে গমন করুন, এবং আমরা সকলে প্রভাস তীর্থে গমন করি, যেখানে সরস্বতী নদী পশ্চিম বাহিনী হইয়া গমন করিয়াছে। (৬) তথায় গমন করত অভিষেক দ্বারা শুচি হইয়া উপবাস করত সমাহিত চিত্তে গন্ধ পুষ্পাদি উপহার দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিব। (৭) আমরা কৃত স্বস্ত্যয়ন হইয়া গো, ভূমি, হিরণ্য, বাস, গজ, অশ্ব, রথ ও নিকেতন দ্বারা মহাভাগ ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিব। (৮) এই সকল শাস্ত্রীয় বিধি, উৎকৃষ্ট মঙ্গল জনক ও অরিষ্ট নাশক, আর দেব দ্বিজ গোগণের পূজা সকল প্রাণির দেবলোক গমনের বিশিষ্ট উপায়। (৯) মধুসূদনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যদুবৃদ্ধগণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত নৌকাদ্বারা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথ যোগে প্রভাসে গমন করিলেন। (১০) তথায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণ পরম ভক্তি সহকারে ভগবান্ যদুদেব কর্তৃক আদিষ্ট শ্রেয়ঃসাধন সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। (১১) অনন্তর দৈববিভ্রংশিত বুদ্ধি যাদবগণ যে দ্রব্যে মতিভ্রষ্ট হয় সেই মৈরেয়ক নামক মদ্য পান করিতে লাগিলেন। (১২) পরে শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে বিমোহিত, মহাপানাভিমত্ত, নষ্ট চেতা বীরগণের ক্রমশ পরস্পর মহা কলহ উপস্থিত হইতে লাগিল। (১৩) সেই আততায়ীগণ ক্রমশ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সেই বেলা মধ্যে ধনু, অসি, ভল্ল, গদা, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা পরস্পর মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল। (১৪) যেমন বনে হস্তী সকল পরস্পর দন্ত দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হনন করে তদ্রূপ সেই দুর্ম্মদ যাদবগণ রথ, হস্তী, খর, উষ্ট্র, গো, মহিষ, নর, অশ্বতর প্রভৃতি দ্বারা ও শর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে আরম্ভ করিল। (১৫) পরে প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব, অক্রূর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, সুভদ্র ও সংগ্রাম জিত, এবং সুমিত্র ও সুরথ, ইহাঁরা সকলে বদ্ধ পরিকর হইয়া যুদ্ধে আগমন করিলেন। (১৬) সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও ভানু প্রভৃতি এবং নিশঠ ও উল্মকাদি অন্য যে সকল লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মুকুন্দ কর্তৃক বিমোহিত হইয়া মদান্ধতা বশত পরস্পর হনন করিতে লাগিলেন। (১৭) দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্ব্বুদ, মাথুর শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর ও কুন্তি, ইহারাও সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৮) সেই মূঢ়দিগের মধ্যে পুত্র পিতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, ভাগিনেয় মাতুলের সহিত, দৌহিত্র মাতামহের সহিত, ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের সহিত, মিত্র মিত্রের সহিত, সুহৃদ্ সুহৃদের সহিত, এবং জ্ঞাতি জ্ঞাতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। (১৯) পরে ক্রমশ শর সকল নিঃশেষিত হইল, ধনু সকল ভগ্ন হইল, ও শস্ত্র সকল ক্ষয় হইল দেখিয়া তাহারা এরকা বৃক্ষ সকল হস্তে গ্রহণ করিতে লাগিল। (২০) তাহারা সেই সকল বজ্র কল্প লৌহ দণ্ড এরকা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রু হনন করিতে আরম্ভ করিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিবারিত

হইয়াও মোহে তাঁহাকে ও বলরামকে শত্রুবোধে হনন করিল, এবং অন্যান্য শত্রুগণকে হনন করিতে কৃত সংকল্প হইয়া গমন করিতে লাগিল। (২১) পরে কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বদ্ধ পরিকরে এরকা হস্তে যুদ্ধে বিচরণ করত শত্রু হনন করিতে লাগিলেন। (২২) যেমন বনোদ্ভূত অগ্নিদ্বারা বন দগ্ধ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মশাপ সংসৃষ্ট কৃষ্ণমায়া বিমোহিত যাদবগণের স্পর্দ্ধা ও ক্রোধ এককালে ক্ষয় হইল, এই রূপে সমুদায় স্বীয় কুল নষ্ট হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে পৃথিবীর ভার নিঃশেষে অবতারিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলেন। (২৩) পরে বলরাম সমুদ্র তীরে গিয়া পরম পুরুষধ্যান লক্ষণ যোগ সাধন পুরঃসর আত্মাতে আত্মার সংযোগ করত মনুষ্য লোক পরিত্যাগ করিলেন। (২৪) ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের নির্যান অবলোকন করিয়া শোকে তূষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাদ্বারা ভ্রাজমান চতুর্ভুজ ধারণ করত ধূম শূন্য জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দিক্ সকল তিমির শূন্য করত পৃথিবী পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। (২৫) তাঁহার রূপ শ্রীবৎস চিহ্নিত, তপ্তস্বর্ণ প্রভ, ঘনশ্যাম, কৌশেয় যুগ্মাম্বর বিশিষ্ট, সুন্দর হাস্যযুক্ত; নীল কুন্তল ভূষিত বক্তু, ও সুমঙ্গল। (২৬) পদ্মের ন্যায় মনোহর, কুণ্ডল বিশিষ্ট ও কটিসূত্র, উপবীত, কিরীট, কটক, অঙ্গদ, হার, নূপুর, কৌস্তুভাদি বিরাজিত। (২৭) মূর্ত্তিমান্ নিজ অস্ত্র সকল দ্বারা ও বনমালা দ্বারা সুশোভিত, দক্ষিণ পাদোপরি বামপাদ স্থাপন পূর্ব্বক আসীন, ও রক্তপদ্মের ন্যায় অরুণ বর্ণ। (২৮) ঘৃষ্ট মুষলাবশেষ অয়ঃখণ্ডে কৃতবাণ, জরা নামক ব্যাধ উক্তরূপে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে মৃগের মুখের ন্যায় বোধ করিয়া মৃগশঙ্কায় সেই তীরদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল, পরে সেই চতুর্ভুজ পুরুষকে দেখিয়া স্বীয় পাপবোধে ভয়ে তাঁহার চরণে অবনত হইয়া পতিত হইল, এবং কহিল হে মধুসূদন! আমি না জানিয়া এই পাপ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, যাঁহার স্মরণ করিলে অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট হয়, সেই বিষ্ণু তুমি, তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত অসাধু ব্যবহার করিয়াছি, হে প্রভো বৈকুণ্ঠনাথ! আমাকে এই রূপ অনুগ্রহ কর, আমি পাপী লুব্ধক, যাহাতে আর আমার এরূপ কর্ম্ম করিতে না হয়। (২৯) বিরিঞ্চি ও বাক্‌পতি রুদ্র প্রভৃতিরা তোমার মায়া দ্বারা বিহত দৃষ্টি হইয়া যখন তোমার মায়া রচনা জানিতে পারেন না, তখন অতি নরাধম আমি তোমার কি স্তব করিব! (৩০)

ভগবান্ কহিলেন, হে জরে! তুমি ভীত হইওনা, উত্থান কর, এ সমুদায় আমারই মায়াকৃত, তুমি আমাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সুকৃতি লোকের গমন স্থান স্বর্গে গমন কর। (৩১) ভগবান্ ইচ্ছা শরীর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক লুব্ধক এই রূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিন বার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। (৩২) এমত সময়ে দারুক নামে শ্রীকৃষ্ণের সারথি তৎপদবী প্রার্থনায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া চরণ তুলসী গন্ধ বিশিষ্ট বায়ু আঘ্রাণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। (৩৩) এব সর্ব্বাস্ত্রে আবৃত, অশ্বত্থ মূলে উপবিষ্ট, প্রকাশমান, স্বীয় পতিকে দর্শন পূর্ব্বক বাষ্প পূর্ণ লোচনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্নেহ ভাবে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হইল। (৩৪) এবং কহিল, হে প্রভো! তোমার এই চরণ দর্শন করিতে করিতে তাহার প্রভায় আমার চক্ষু নষ্ট হইল, ও অন্ধকারে আবৃত হইল, এখন আমি অন্ধ রজনীতে সমুদ্র মধ্যে ভগ্ন নৌকা নাবিকের ন্যায় কোন দিক্ দেখিতে পাইতেছিনা,

এবং শান্তিও লাভ করিতে পারিতেছি না। (৩৫) হে রাজেন্দ্র! সারথি এই প্রকার কহিতেছেন, এমত সময়ে সেই গরুড়লাঞ্ছন রথ অশ্বধ্বজ পতাকা সহিত স্বয়ং আকাশে উত্থান করিল। (৩৬) এবং পরে বিষ্ণুর অস্ত্র সকলও সেই রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উত্থিত হইল, ইহা দেখিয়া অতি বিস্ময়াত্মা সারথিকে তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন। (৩৭)

ভগবান্ কহিলেন, হে সারথি! তুমি এখন দ্বারকায় গমন কর, ও জ্ঞাতিদিগের পরস্পর যুদ্ধে মৃত্যু এবং বলরামের নির্বান ও আমার এই দশার কথা সকল তত্রস্থ বন্ধুদিগকে অবগত করাও। (৩৮) আর গিয়া তাঁহাদিগকে বল যে, তোমরা সবান্ধবে আর কোন প্রকারে দ্বারকায় অবস্থান করিওনা, আমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই যদুপুরী সমুদ্রে প্লাবিত হইবে। (৩৯) সকলে স্বীয় স্বীয় পরিবার বর্গকে ও আমার পিতা মাতাকে লইয়া অর্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। (৪০) এবং তুমিও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উপেক্ষক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া এসমুদায় আমার মায়া রচিত জানিয়া শমতাবলম্বন কর। (৪১) সারথি এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত তাঁহার পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া দ্বারকাপুরী প্রস্থান করিলেন। (৪২)

ইতি একাদশ স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

যে সকল দেবতারা যদুবংশ হইয়াছিলেন তাহারদিগের পুনর্ব্বার দেবভাব প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে স্বীয় ধামে গমন ও বসুদেবাদির তাঁহার অনুগমন।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর তথায় ব্রহ্মা, ভবানী সহিত ভব, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা ও মুনি সকল ভগবানের নিকট আগমন করিলেন। (১) এবং পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগগণ, ও চারণ, যক্ষ, রক্ষগণ, কিন্নর, অপ্সর ও দ্বিজগণ। (২) ইহাঁরা সকলে ভগবানের নির্বান দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম গান ও গ্রহণ করত, পুষ্প বর্ষণ করিতে করিতে পরম ভক্তি সহকারে বিমান দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন। (৩) তখন প্রভু ভগবান্, ব্রহ্মাকে ও আপনার বিভূতি সকলকে দর্শন করিয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করত পদ্মনেত্র নিমীলন, করিলেন। (৪) এবং আগ্নেয়ী যোগ বলে লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই সশরীরে সুমঙ্গল স্বীয় ধামে গমন করিলেন। (৫) তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, ও আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, এবং পৃথিবী হইতে সত্য, ধর্ম্ম, ধৃতি, কীর্ত্তি, ও শোভা উত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিল। (৬) অবিজ্ঞাত গতি শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধামে প্রবেশকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, কেহ কেহ বা না দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন (৭) যেমন আকাশে মেঘ মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের গমন কালে মর্ত্তলোকে তাহার গতি দেখিতে পায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের গতিও দেবতারা দেখিতে পাইলেন না। (৮) পরে ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের যোগগতি অবধারণ করিয়া

বিস্ময়চিত্তে তাঁহার প্রশংসা করত স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন। (৯) হে রাজন্! পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্য যাদব কুলে যে জন্মাবির্ভাব তিরোভাব চেষ্টা তাহা কেবল নটের ন্যায় মায়া বিড়ম্বন জানিবে, এবং স্বয়ং এই জগৎ সৃষ্টি করত তাহাতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক অন্তে বিক্রিয়াদ্বারা তাহার সংহার করিয়া পরে উপরত স্বীয় মহিমাতে অবস্থিতি করিলেন। (১০) যমলোকে নীত গুরু পুত্রকে যিনি মর্ত্ত্য শরীরেই আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন, যে শরণাগত রক্ষক তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্র দাহ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অন্তকের অন্তক রুদ্রকে বাণ সংগ্রামে জয় করিয়াছিলেন, তিনি যে ব্যাধ কর্ত্তৃক বিদ্ধ স্বীয় শরীরকে রক্ষা করিতে পারেন নাই ইহা কি আশ্চর্য্য কথা! (১১) যেহেতু তিনি অশেষ শক্তি ধারণ করেন, অতএব তিনিই জগতের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশেতে এক মাত্র হেতু, তথাপি যদুকুল সংহার করিয়া স্বীয় শরীরকে অবশেষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু মর্ত্ত্য শরীর দ্বারাই যে স্বস্থ গতি প্রাপ্তি হয় তাহাই দেখাইলেন। (১২) উক্ত প্রকার শ্রীকৃষ্ণের গতি প্রাতঃকালে উত্থান পূর্ব্বক যে নর ভক্তি পূর্ব্বক সংযতভাবে কীর্ত্তন করেন, তিনি তাঁহার পরম গতিপ্রাপ্ত হয়েন। (১৩)

এদিকে সারথি দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণ শোকে বিহ্বল হইয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের পদতলে প্রণিপাতপূর্ব্বক অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং বৃষ্ণিবংশীয় মহাপুরুষদিগের নিধনবার্ত্তা অবগত করিলেন। (১৪) ইহা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ লোক সকল উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শোকে মূর্চ্ছিত ও কৃষ্ণ বিশ্লেষে ব্যাকুল হইয়া সত্বর তথায় গমন করিতে লাগিল, এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি সকল মুখে করাঘাত করত হতচেতন হইয়া তথায় শয়ন করিতে লাগিল। (১৫) এবং দেবকী রোহিণী, বসুদেব ইহাঁরা স্বীয় পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ বলরামকে না দেখিতে পাইয়া শোকে প্রপীড়িত হইয়া স্মৃতিভ্রষ্ট হইলেন। (১৬) আর তাঁহার পত্নীগণ ভগবদ্বিরহে আতুর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্তে পতিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চিতায় আরোহণ করিতে লাগিলেন। (১৭) বলরামের পত্নীগণ তদ্দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশ করিলেন, এবং বসুদেব পত্নীগণ বসুদেবের গাত্র ও পুত্রবধূগণ প্রদ্যুম্নাদির গাত্র ও রুক্মিণ্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ তদ্গতান্তঃকরণ হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিলেন। (১৮) এবং অর্জ্জুন প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আতুর হইয়া সুসাধুভাষাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করত আপনাকে সান্ত্বনা করিলেন। (১৯) পরে তিনি যথাবিধান ক্রমে আনুপূর্ব্বিকরূপে নষ্টগোত্র হতবন্ধুদিগের পারলৌকিক ক্রিয়া ক্রমশ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। (২০) অনন্তর সমুদ্র ক্ষণ মাত্রের মধ্যে হরি পরিত্যক্ত দ্বারকাধামকে জল দ্বারা প্লাবিত করিল, হে মহারাজ! কেবল শ্রীমদ্ভগবানের নিজ আলয় অব্যাহত রহিল। (২১) যে আলয়ে ভগবান্ মধুসূদন নিত্য সন্নিহিত আছেন, এবং যাহাকে স্মরণ করিলে সমুদায় অশুভ নাশ হয় এবং সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল হয়। (২২) পরে অর্জ্জুন হতশেষ স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বজ্র অভিষিক্ত করিলেন। (২৩) হে রাজন্! পরে সেই সকল বৃদ্ধ পিতামহেরা অর্জ্জুনের মুখে সুহৃৎ নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বংশধর করিয়া রাখিয়া তাঁহারা সকলে মহা প্রস্থানে গমন করিলেন। (২৪)

যে ব্যক্তি এই দেব দেব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করেন কি শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। (২৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল [illegible]

চরিত সুমঙ্গল মনোহর অবতার কথা ইহ বা অন্য লোকে শ্রবণ ও গ্রহণ করত মনুষ্য সকল শ্রীকৃষ্ণের পরম গতি প্রাপ্ত করেন। (২৬)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশেন
অনুবাদিতে একাদশস্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়।

একাদশস্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

দ্বাদশ স্কন্ধ।

—oo—

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামি কৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সহাযো

পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পূর্ণ চন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৭।

দ্বাদশস্কন্ধ।

নির্ঘণ্ট।

বিবরণ — পৃষ্ঠাঙ্ক॥

শ্রীমদ্ভাগবত

দ্বাদশ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়

—০০—

কলি প্রভাবে বর্ণসাঙ্কর্য্য বশতঃ মলিনী কৃত ভাবি মাগধ বংশীয় রাজাদিগের নামকীর্ত্তন এবং কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই ইহা বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, এই বংশে বৃহদ্রথের পুত্র পুরঞ্জয় নামে অন্য এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন, এবং শুনক নামে তাঁহার মন্ত্রী স্বীয় প্রভু পুরঞ্জয়কে নষ্ট করিয়া প্রদ্যোত নামক নিজ পুত্রকে রাজা করিবেন, প্রদ্যোতের পালক নামে এক পুত্র হইবে। (১) পালকের পুত্র বিশাখযূপ, তাঁহার পুত্র নন্দি বর্দ্ধন; এই পাঁচ জন রাজার নাম প্রদ্যোতন, ইহাঁরা পাঁচ জনে ক্রমেঃ একশত অষ্টত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী পালন করিলেন। নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ, তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ তাঁহার পুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রজ্ঞ; বিধিসার নামে অজাতশত্রু তাঁহার পুত্র হইবে, তাঁহার পুত্র দর্ভক তাঁহার পুত্র অজয়, তাঁহার পুত্র নন্দি বর্দ্ধন, তাঁহার পুত্র মহানন্দি তাঁহর পুত্র শৈশুনাগ; হে কুরুকুল প্রদীপ! এই দশ রাজা কলিযুগে তিন শত ষষ্টি বৎসর পৃথিবী সম্ভোগ করিবেন। (২) হে রাজন্! শূদ্রাগর্ভে মহানন্দির ঔরসে বলবান্, মহাপদ্ম সংখ্যক ধনের অধিপতি, ক্ষত্রিয় বিনাশ কারী নন্দ নামে এক রাজা জন্মিবেন, এবং সেই অবধি অধার্ম্মিক শূদ্রপ্রায় রাজা সকল জন্ম গ্রহণ করিবেন। (৩) সেই অনুল্লঙ্ঘিত শাসন, মহা পদ্মাধিপতি নন্দরাজা দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় একচ্ছত্রা পৃথিবী শাসন করিবেন। (৪) সেই নন্দরাজের সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবেন, এবং তাঁহারা রাজা হইয়া সাত বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। (৫) চানক্য নামে কোন দ্বিজ অনুগত বিশ্বস্ত নন্দরাজ ও তাঁহার আট পুত্রকে উন্মূলন করিবেন, পরে তাহারদিগের অভাবে কলিযুগে মৌর্য্য নামে এক মহাবংশ্যেরা পৃথিবী ভোগ করিবেন। (৬) সেই দ্বিজ চানক্য মৌর্য্যদিগের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ চন্দ্র গুপ্তকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার, তাঁহার পুত্র অশোক বর্দ্ধন, তাঁহার পুত্র সুযশা, তাঁহার পুত্র দশরথ, তাঁহার পুত্র সঙ্গত, তাঁহার পুত্র শালিশূক, তাঁহার পুত্র সোম শর্ম্মা; তাঁহার পুত্র শতধন্বা, তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ জন্মিবেন। (৭) হে কুরুনন্দন! কলিযুগে মৌর্য্যবংশীয় এই দশ রাজা এক শত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী

পালন করিবেন। (৮) বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বীয় স্বামিকে নষ্ট করিয়া শুঙ্গবংশীয়দিগের মধ্যে প্রথম রাজা হইবেন, তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র, তাঁহার পুত্র সুজ্যেষ্ঠ, তাঁহার পুত্র বসুমিত্র, তাঁহার পুত্র ভদ্রক, তাঁহার পুত্র পুলিন্দ, তাঁহার পুত্র ঘোষ, তাঁহার পুত্র বজ্রমিত্র, তাহার পুত্র ভগবত, তাঁহার পুত্র ভূতি, শুঙ্গবংশীয় এই দশ রাজা একশত দ্বাদশ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। (৯) হে নৃপ! তদনন্তর এই পৃথিবী অল্পগুণ বিশিষ্ট কণ্বংশীয়দিগের হস্তগত হইবে অর্থাৎ শুঙ্গবংশীয় কামী দেবভূতিকে নষ্ট করিয়া কণ্বংশীয় মহামতি বসুদেব স্বয়ং রাজ্য পালন করিবেন, পরে তাঁহার পুত্র ভূমিত্র, তাঁহার পুত্র নারায়ণ। (১০) তাঁহার পুত্র সুশর্ম্মা, ইহাঁরা তিন শত পঞ্চ চত্বারিংশৎ বৎসর রাজ্য শাসন করিবেন। (১১) কণ্বংশীয় সুশর্ম্মার ভৃত্য বলবান্ অসত্তম অন্ধ্র জাতীয় বৃষল সুশর্ম্মাকে হনন করিয়া কিয়ৎকাল রাজ্য পালন করিবেন, পরে তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ পৃথিবী পতি হইবেন, তাঁহার পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ, তাঁহার পুত্র পৌর্ণমাস, তাঁহার পুত্র লম্বোদর, তাঁহার পুত্র চিবিলিক, তাঁহার পুত্র মেঘস্বাতি, তাঁহার পুত্র দৃঢ়মান, তাঁহার পুত্র অনিষ্টকর্ম্মা, তাঁহার পুত্র হালেয়, তাঁহার পুত্র তলক। (১২) তাঁহার পুত্র পুরীষভেরু, তাঁহার পুত্র সুনন্দন, তাঁহার পুত্র চকোর, তাঁহার পুত্র বটক, তাঁহার পুত্র শিবস্বাতি, তাঁহার পুত্র অরিন্দম, তাঁহার পুত্র গোমতী, তাঁহার পুত্র পরীমান্, তাঁহার পুত্র মেদ, তাঁহার পুত্র শিরা, তাঁহার পুত্র শিরস্কন্ধ, তাঁহার পুত্র যজ্ঞশ্রী, তাঁহার পুত্র বজয়, তাঁহার পুত্র ভাব্য, তাঁহার পুত্র চন্দ্রবীজ, তাঁহার পুত্র লোমধি; হে কুরুনন্দন! এই ত্রিশ জন নৃপতি চারি শত ষট্‌পঞ্চাশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। (১৩) আর সাত জন আভীর অভৃত নামক নগরীতে, দশ জন গর্দ্দভি, এবং অতি লোভী ষোড়শ জন কঙ্ক, রাজা হইবেন, তাহার পর আট জন যবন, চৌদ্দ জন চতুঃশর, দশ জন পরুণ্ড, এই পঞ্চ ষষ্ঠি জন রাজা এক সহস্র একোন শত বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। (১৪) পরে একাদশ মৌল তিন শত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। পরে মৌল বংশীয়েরা গত হইলে তাহারদিগের মরণোত্তর কালে কিলকিলা পুরীতে অবস্থান পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত রাজা সকল পৃথিবী ভোগ করিবেন; তাহার মধ্যে প্রথম ভূত নন্দন, দ্বিতীয় বঙ্গিরি। (১৫) পরে তাহার ভ্রাতা শিশুনন্দি, তাঁহার পুত্র প্রবীরক, ইহারা এক শত ছয় বৎসর রাজ্য পালন করিবেন। (১৬) সেই ভূত নন্দন প্রভৃতি পাঁচ জন রাজার ত্রয়োদশ পুত্র জন্মিবেন এবং তাঁহারা বাহ্লিক নামে বিখ্যাত হইবেন। তাঁহার পর পুষ্পমিত্র, তৎপুত্র দুর্ম্মিত্র। (১৭) অনন্তর সেই বাহ্লীক বংশ হইতে সাত অন্ধ্র ও সাত কোশল এই চতুর্দ্দশ রাজা বৈদূর্য্য পতি ও নৈষধ পতি হইয়া এক কালে খণ্ডমণ্ডলের রাজা হইবেন। (১৮) পরে মগধ দেশে দ্বিতীয় পুরঞ্জয় বিশ্বস্ফূর্জ্জি নামে রাজা হইবেন, এবং পুলিন্দ যদু মদ্রক প্রভৃতি দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে ম্লেচ্ছ প্রায় করিবেন। (১৯) সেই দুর্ম্মতি বীর্য্যবান্ বিশ্বস্ফূর্জ্জি ব্রাহ্মণ শূদ্র ম্লেচ্ছ প্রায় প্রজা স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় কুল বিনাশ করতঃ পদ্মবতী পুরীতে বাস করিয়া গঙ্গাদ্বার অবধি প্রয়াগ পর্য্যন্ত করগুপ্তা পৃথিবী ভোগ করিবেন। (২০) পরে সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, আভীর, শূর, অর্ব্বুদ, ও মালব দেশীয় ব্রাহ্মণেরা ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কার বিহীন এবং রাজা সকল শূদ্র প্রায় হইবেন। (২১) এবং বেদাচার শূন্য ম্লেচ্ছ, শূদ্র ও সংস্কার বিহীন ব্রাহ্মণেরা রাজা হইয়া সিন্ধুতট, চন্দ্রভাগা, কৌন্তি ও কাশ্মীর মণ্ডল ভোগ করিবেন। (২২) হে রাজন্! এই ম্লেচ্ছ প্রা

তাঁরা এক কালেই রাজ্য শাসন করিবেন। (২৩) ইঁহারা অধর্ম্মে ও মিথ্যা ব্যবহারে তৎপর হইবেন, ও রাগী এবং অল্প দাতা হইবেন, ও স্ত্রী বালক গো ব্রাহ্মণ বধে শঙ্কা রহিত এবং পরদার ও পর ধন গ্রহণে সমাদর করিবেন। (২৪) ইঁহারা অল্প বল ও অল্পায়ু এবং রজ ও তমো গুণে আবৃত হইয়াও সংস্কার হীন ও ক্রিয়া রহিত হইয়া অল্প অল্প কাল রাজ্য করিবেন। (২৫) এই রাজা রূপী ম্লেচ্ছেরা ধনাপহরণাদি দ্বারা প্রজা পীড়ন করিবেন, এবং তন্নাথ প্রজা সকল তাহারদিগের শীল ও আচারের অনুকারী হইয়া পরস্পর পীড়িত ও রাজাকর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া ক্ষয় পাইবে। (২৬)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কলির দোষ বৃদ্ধির পরে কল্কী অবতার ও অধার্ম্মিকদিগের নাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সত্য যুগাগম বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর বলবান কালবশতঃ প্রতি দিন ধর্ম্ম, সত্য, শুচিতা, দয়া, ক্ষমা, আয়ু, বল স্মৃতি, ক্রমশ নষ্ট হইতে থাকিবে। (১) কলিযুগে মনুষ্যদিগের জন্ম, আচার, ও গুণাদি সমুদায় কেবল ধন সংখ্যার উপর নির্ভর করিবে, এবং ধর্ম্মও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে বলমাত্র কারণ হইবে। (২) বিবাহ বিষয়ে অভিরুচি মাত্র হেতু হইবে, তাহাতে কুল গোত্রাদি বিবেচনা থাকিবে না, এবং ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যাবহারিক বিষয়ে প্রবঞ্চনা মাত্র, স্ত্রী পুরুষের কেবল রতি মাত্র, এবং ব্রাহ্মণদিগের কেবল সূত্রধারণ মাত্র শ্রেষ্ঠতার হেতু হইবে। (৩) আশ্রম জ্ঞানে দণ্ড ও অজিনাদি ধারণ মাত্র, পরস্পর নমস্কারাদি ব্যবহারে চিহ্ন ধারণ মাত্র, এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে গমনের লিঙ্গ গ্রহণ, ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে বাক্যের চপলতা মাত্র কারণ হইবে। (৪) অসাধুতা বিষয়ে নির্ধনতা মাত্র, সাধুতা বিষয়ে দম্ভ মাত্র, বিবাহে স্বীকার মাত্র, স্নানাদি দেহশুদ্ধি বিষয়ে অঙ্গ পরিষ্কার মাত্র হেতু হইবে। (৫) দূরে বর্ত্তমান জলাশয়ই তীর্থ মাত্র, কেশ ধারণ কেবল লাবণ্যার্থ মাত্র, উদরম্ভরতা স্বার্থ মাত্র, সত্য ব্যবহারে ধৃষ্টতা মাত্র কারণ হইবে। (৬) পরিবার বর্গপোষণ দক্ষতা প্রকাশার্থ মাত্র, ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল যশোলাভার্থ মাত্র, হইবে। এই রূপ দুষ্ট প্রজাবর্গ দ্বারা ক্ষিতি মণ্ডল সমাকীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদিগের মধ্যে যিনি বলবান্ হইবেন, তিনিই রাজা হইবেন। (৭) এবং লোভী, নির্ঘৃণ, ও দস্যুবৃত্তিকারী রাজা কর্ত্তৃক প্রজা সকল বিচ্ছিন্ন দারধন হইয়া পর্ব্বত কাননে গমন করিবে। (৮) প্রজা সকলের মধ্যে দুর্ভিক্ষে ও রাজ করদানে প্রপীড়িত হইয়া শাক, মূল, ফল, বন্য মধু, আমিষ, পুষ্প, ও বীজ, ভোজন করতঃ কতক অনাবৃষ্টিতে প্রাণ ত্যাগ করিবে। (৯) প্রজারা শীত, বায়ু, আতপ বৃষ্টি, হিম প্রভৃতিতে ও পরস্পর বিবাদে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণায় ও ব্যাধি চিন্তায় সন্তপ্ত হইবে। কলিতে মনুষ্যদিগের পঞ্চাশ বৎসর মাত্র পরমায়ু হইবে, এবং কলিদোষে দেহিদিগের দেহ ক্ষীণ হইলে, ও বর্ণাশ্রমাচারি লোকদিগের বেদ বিহিত ধর্ম্ম পথ নষ্ট হইলে। (১০) ধর্ম্ম পাষণ্ড প্রায় হইলে, রাজা সকল দস্যু

হইলে। (১১) ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল শূদ্র প্রায় হইলে, গো সকল ছাগ প্রায় হইলে, আশ্রম সকল গৃহ প্রায় হইলে। (১২) বন্ধু সকল যৌন প্রায় হইলে, ওষধির গুণ সকল হ্রাস প্রায় হইলে, পর্ব্বত সকল নিম্ন প্রায় হইলে, মেঘ সকল বিদ্যুৎ প্রায় হইলে, গৃহ সকল শূন্য প্রায় ধর্ম্ম রহিত হইলে কলির শেষাবস্থা জানা যাইবে। (১৩) এই রূপে কলির শেষ প্রায় হইলে লোক সকল দুঃসহ চেষ্টিত হইলে ধর্ম্ম পরিত্রাণের নিমিত্তে সত্ত্ব গুণে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। (১৪) সাধুদিগের ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে ও নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্তে অখিলাত্মা চরাচর গুরু ঈশ্বর বিষ্ণুর জন্ম হইয়া থাকে। (১৫) সম্ভল গ্রামবাসি মহাত্মা বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কী প্রাদুর্ভূত হইবেন। (১৬) অষ্টৈশ্বর্য্য গুণান্বিত, জগৎপতি কল্কী দ্রুতগামী দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা অসাধু দমন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করত নৃপচিহ্নধারী কোটি দস্যুগণকে নিহত করিবেন। (১৭) এইরূপে দস্যু সকল হত হইলে বাসুদেবের অঙ্গরঞ্জিত গন্ধদ্রব্যের পুণ্য গন্ধ যুক্ত বায়ুস্পর্শে পৌর জান পদ প্রজাদিগের মন পবিত্রীকৃত হইবে, এবং সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেব হৃদিস্থিত হইলে পরে তাহার দিগের বহুতর প্রজা ও প্রচুরতর দান সম্পন্ন হইবে। (১৮) ধর্ম্মপতি ভগবান হরি যখন কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তখনই কৃতযুগ আরম্ভ হইবে, এবং সাত্ত্বিক প্রজা সকল প্রসূত হইবে। (১৯) যে সময়ে পুষ্যানক্ষত্রের সহিত একযোগে চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি এক রাশিতে সমাগত হইবে, তখনই কৃত যুগ আরম্ভ হইবে। (২০) চন্দ্র বংশে ও সূর্য্য বংশে উৎপন্ন অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজাদিগের নাম উদ্দেশে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। (২১) তোমার জন্ম অবধি মহানন্দের রাজ্যাভিষেক কাল পর্য্যন্ত এক হাজার একশত পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত হইবে। (২২) সপ্ত নক্ষত্রাত্মক সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে উদয় সময়ে যে দুইটী নক্ষত্র রূপ ঋষিকে আকাশ মণ্ডলে প্রথম উদিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তদুভয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে অশ্বিন্যাদি এক একটী নক্ষত্রকে রাত্রিকালে দেখা যায়, তাঁহার এক একটীর সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মনুষ্য পরিমাণের এক একশত বৎসর অবস্থিতি করেন, সেই সকল ঋষিরা অধুনা তোমার সময়ে মঘাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। (২৩) যখন ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণাখ্য দেহ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, সেইকাল অবধি কলি এই লোকে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং তৎকাল অবধি লোক সকল পাপে রত হইয়াছে। (২৪) যাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্ম দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কলি পৃথিবীকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। (২৫) যখন সপ্ত দেবর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে বিচরণ করিবেন, তখন কলি প্রবৃত্তি দ্বাদশ শত-বৎসর অতীত হওয়াতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইবেক। (২৬) যখন ঐ মহর্ষিমণ্ডল মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন, তখন অবধি অর্থাৎ নন্দাভিষেক অবধি এই কলি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। (২৭) যেদিন কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, সেই দিন অবধিই কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা এইরূপ কহিয়াছেন। (২৮) দিব্য পরিমাণে সহস্র বৎসরের পর চতুর্থ যুগ কলি অতীত হইলে পুনর্ব্বার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, তৎকালে মনুষ্য দিগের মন আত্ম প্রকাশ হইবে। (২৯) এই সকল ক্ষত্রিয় মানব বংশের পৃথিবীতে বর্ত্তমান কাল যেমন সংখ্যাত হইল, সেইরূপ যুগে যুগে উচ্চনীচ অবস্থাপন্ন বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণের অবস্থান সং

খ্যাতি জানিবে। (৩০) কথা মাত্রে অবশিষ্ট এই সকল মহাত্মা মহাপুরুষ দিগের নামের চিহ্ন পৃথিবীতে কেবল কীর্ত্তিমাত্র অবস্থিত হইবে। (৩১) শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি, ও ইক্ষাকু বংশজ মরু. মহাযোগ বলান্বিত এই দুই জন রাজা কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিবেন, এবং তাঁহারা উভয়ে বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুশিক্ষিত হইয়া কলির অন্তে এখানে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় বর্ণাশ্রম যুক্ত ধর্ম্ম বিস্তার করিবেন। (৩২) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগ, পৃথিবীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রাণি, মাত্রে প্রবর্ত্তিত হয়। (৩৩) হে মহারাজ! আমা কর্ত্তৃক উক্ত এই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বংশীয়েরা এই পৃথিবীতে মমত্ব বিস্তার করিয়া অন্তে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন (৩৪) যাঁহারা এই পৃথিবীতে রাজা হয়েন, মরণোত্তর কালে তাঁহার দিগের দেহও কৃমি বা বিষ্ঠা কি ভস্ম রূপে পরিণত হইয়া থাকে, অতএব এই শরীরের নিমিত্তে যিনি ভূতদ্রোহ করেন, তিনি স্বার্থ অবগত নহেন, যেহেতু ভূতদ্রোহে নরক প্রাপ্ত হয়। (৩৫) তাঁহারা এই রূপ ভাবেন, আমার পূর্ব্ব পুরুষ কর্ত্তৃক প্রতি পালিত এই অখণ্ড পৃথিবী কি প্রকারে আমাকর্ত্তৃক শাসিত হইয়া পরে আমার পুত্র পৌত্র বা বংশে পর্য্যাপ্ত হইবে। (৩৬) এই তেজ, অপ, অন্নময় শরীরকে আত্মারূপে গ্রহণ করিয়া এবং এই ভূমিকে স্বীয় রূপে অবগত হইয়া অন্তে এই উভয়কেই পরিত্যাগ করতঃ পণ্ডিতেরাও অদর্শন গত হইয়াছেন। (৩৭) হে রাজন্! যে সকল ভূপতিরা অত্যন্ত প্রতাপের সহিত এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, কালে তাঁহারা কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। (৩৮)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভূমি গীতদ্বারা রাজ্যের দোষাদি বর্ণন, এবং দোষ বহুল-কলিতে হরির স্তব।

শুকদেব কহিলেন, এই পৃথিবী নিজ শরীরোপরি জয়ব্যগ্র নৃপগণকে দর্শন করিয়া উপহাস করিয়া কহেন, যে আহা! যমরাজের খেলার পুত্তলিকা স্বরূপ এই নৃপগণ আমাকেই জয় করিবার নিমিত্তে ইচ্ছা করে, কি আশ্চর্য্য! (১) রাজা-দিগের ও পণ্ডিতদিগের এই যে কামনা ইহাকে ব্যর্থমাত্র জানিবে, যেহেতু ইহার দ্বারা ফেন বুদ্বুদোপম এই দেহেতে তাঁহারা অতিশয় বিশ্বাস প্রাপ্ত হয়েন। (২) প্রথমত কামাদি ষড়বর্গকে জয় করিব, পরে রাজমন্ত্রিকে, পরে অমাত্য, পৌর জন, আত্মীয়, হস্তী, ও শত্রুদিগকে জয় করিব। (৩) এই রূপে ক্রমশ সাগর মেখলা পৃথিবীকে জয় করিব, এই সকল আশা হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান অন্তককে আর দেখিতে পান না। (৪) আর কেহ কেহ বলদ্বারা সমুদ্র মেখলা আমাকে জয় করিয়া অতিশয় তৃষ্ণাবশতঃ শেষে সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিন্তু ইহা আত্ম জয়ের কারণ নহে, আত্মজয়ের ফল মুক্তি। (৫) হে কুরুকুল প্রদীপ! মনু ও তৎপুত্র সকল যে আমাকে পরিত্যাগ করতঃ মুক্তিরূপ সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, হতবুদ্ধি লোকেরা সেই আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করে, কি আশ্চর্য্য। (৬) রাজা বিষয়ে মমতাবদ্ধ চিত্ত অসৎলোকদিগের মধ্যে আমার নিমিত্তে পিতাপুত্রে ও ভ্রাতায়

ভ্রাতার বিরোধ হইয়া থাকে; আমারই এই সমুদায় রাজ্য তুমি মূঢ় তোমাতে ইহা বর্ত্তে না, ইহা বলিয়া স্পর্দ্ধা করতঃ রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। (৭) পৃথু, পুরূরবা, গাধি ভরত, নহুষ, অর্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা, রঘু, তৃণবন্দু যযাতি শর্য্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ। (৮) হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, ভয়ানক রাবণ, নমুচি, শম্বর, ভৌম, হিরণ্যাক্ষ, ও তারক, এবং অন্যান্য বহু মহেশ্বর রাজা ও দৈত্যগণ, ইঁহারা সকলেই বীর, ও সর্ব্বজ্ঞ, এবং সর্ব্ব বিজয়ী। (৯) এই মর্ত্ত্যধর্ম্মী লোকেরা আমাতে অত্যন্ত মমতা বন্ধন করিয়া কথাবশেষ হইয়া কালে অকৃতার্থীকৃত হইয়াছে। (১০) হে মহারাজ! পরলোক গত ত্রিলোক বিখ্যাত, মহৎ মহৎ রাজাদিগের এই যশঃ কথা আমি তোমার নিকট যে ব্যক্ত করিলাম, ইহা কেবল বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য বিবক্ষায় বাগ্বিলাস মাত্র জানিবে, পারমার্থিক নহে। (১১) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মল ভক্তি প্রার্থনায় সর্ব্বদা তাঁহার গুণানুবাদ পূর্ব্বক স্তব করা এবং প্রতি দিন বারম্বার তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ করাই পারমার্থিক কথা জানিবে। (১২)

রাজা কহিলেন, হে ভগবন্! কলিযুগের লোক সকল যে উপায় দ্বারা কলির উপচিত দোষ সকল নাশ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর। (১৩) যুগের নাম, যুগের ধর্ম্ম, ও প্রলয় কল্পের পরিমাণ এবং মহাত্মা কালরূপী ঈশ্বর বিষ্ণুর গতি আমাকে উপদেশ কর। (১৪)

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! কৃতযুগে সত্য, দয়া, তপস্যা, দান, এই চারিপাদ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ধর্ম্ম তত্রস্থ লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। (১৫) সত্য যুগের লোকেরা প্রায় সন্তুষ্ট, সকরুণ, মৈত্রযুক্ত, শান্ত দান্ত, তিতিক্ষু আত্মক্রীড়, সমদর্শি ও আত্মাভ্যাস নিরত। (১৬) ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের চারি পাদের এক পাদ ক্রমশহীন হইয়া যায় এবং মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ, ও বিরোধ, এতদাত্মক অধর্ম্মের এক পাদ তাহাতে সংযুক্ত হয়। (১৭) এই যুগের লোকেরা ক্রিয়া ও তপস্যানিষ্ঠ, অনতি হিংস্র, অলম্পট, ধর্ম্ম কাম অর্থ যুক্ত, বেদত্রয় নিরত, এবং ব্রাহ্মণ প্রধান জাতি বিশিষ্ট! (১৮) দ্বাপর যুগে তপস্যা, সত্য, দয়া, ও দান রূপ ধর্ম্মের অর্দ্ধেক হ্রাস হয়, এবং হিংসা, অসন্তোষ, মিথ্যা ও দ্বেষরূপ অধর্ম্মের অর্দ্ধেক তাহাতে সংযুক্ত হয়। (১৯) এবং তৎকালের লোকেরা যশস্বী, শীলসম্পন্ন, স্বাধ্যায়াধ্যয়নে তৎ পর, ধনী, বহুকুটুম্বযুক্ত, সর্ব্বদা হৃষ্ট, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রধান জাতি বিশিষ্ট। (২০) কলি যুগে ধর্ম্মের চারিপাদের মধ্যে কেবল এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, এবং অধর্ম্মাচরণ দ্বারা তিন পাদ ক্ষয় হইবে, কলির শেষে সেই এক পাদও বিনষ্ট হইবে। (২১) তৎকালে প্রজারা লোভী, দুরাচার, নির্দ্দয়, বৈরযুক্ত, দুর্ভাগ্য ও ভূরিতৃষ্ণা বিশিষ্ট, এবং শূদ্র প্রধান জাতি বিশিষ্ট হইবে। (২২) সত্ত্ব, রজ, ও তম, এই তিন গুণ সর্ব্বদা পুরুষে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা যুগানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবস্থান করে। (২৩) যখন লোকের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সত্ত্বগুণে পরিণত হয়, এবং জ্ঞানে ও তপস্যার রুচি জন্মে, তখন সত্যযুগের আবির্ভাব জানিবে। (২৪) যখন রজোগুণ দ্বারা কাম্য কর্ম্মে ও যশঃ বিষয়ে লোকের ভক্তি জন্মে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সময়কে ত্রেতাযুগ বলিয়া জানিবে। (২৫) যখন রজস্তম উভয় গুণদ্বারা লোকের মন লোভ, অসন্তোষ, মান, দম্ভ, ও মৎসর প্রভৃতিতে এবং কাম্য কর্ম্মে রত হয়, তখন তাহাকে দ্বাপর যুগ কহে। (২৬) যখন তমোগুণদ্বারা লোকে মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা

হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয়, ও দারিদ্র্য প্রভৃতিবিষয়ে অনুরক্ত হইবে, তখন তাহাকে কলিযুগ বলিয়া জানিবে। (২৭) কলিতে লোক সকল ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পভাগ্য, বহুভোজী, ধনহীন, ও কামী হইবে, এবং স্ত্রী সকল স্বেচ্ছাচারিণী অসতী হইবে। (২৮) জনপদ সকল দস্যু সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইবে এবং বেদ সকল পাষণ্ড লোক দ্বারা দূষিত হইবে, রাজারা প্রজা ভক্ষক হইবে এবং ব্রাহ্মণেরা কেবল শিশ্নোদর পর হইবে। (২৯) ব্রহ্মচারি সকল ব্রতশূন্য অশুচি হইবে, কুটুম্বী গৃহস্থ সকল ভিক্ষাপরায়ণ হইবে, তপস্বী সকল বন ত্যাগ করিয়া গৃহে বাস করিবে, এবং যতিরা অত্যন্ত লোলুপ হইবে (৩০) কলির লোক সকল হ্রস্বকায় অথচ বহুভোজী, ও বহু অপত্য, নির্লজ্জ, সর্ব্বদা কটুভাষী, এবং চৌর্য্য ও মায়াবিষয়ে অত্যন্ত সাহসী হইবে। (৩১) এবং ধনহীন প্রবঞ্চক বণিক সকল ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার করিবে, আর সাধারণ আপদ ভিন্ন সময়েও সাধুঘৃণিত ব্যবহারকেও বহু করিয়া মানিবে। (৩২) এবং ভৃত্যেরা অখিল গুণ সম্পন্ন প্রভুকে নির্দ্ধন দেখিলেই পরিত্যাগ করিবে ও প্রভুরাও কুল পরম্পরাগত ভৃত্যকে বিপন্ন দেখিয়া ত্যাগ করিবে আর গাভী প্রাচীন হইলেই তাহাকে অনাদর করিবে। (৩৩) পিতা, ভ্রাতা সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুরত কার্য্যে লোকের সৌহৃদ্য থাকিবে, এবং নানান্দও শ্যালাদির সহিত মন্ত্রণা করিবে, এবং দরিদ্র হইবে। (৩৪) তপোবেশোপজীবি শূদ্রেরা প্রতিগ্রহ করিবে, এবং অধর্ম্মানুষ্ঠায়ী লোকেরা উৎকৃষ্ট আসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম কথা কহিবে। (৩৫) হে রাজন্! দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া লোক সকল সর্ব্বদা উদ্বিগ্নমনা হইবে, এবং ভূতল নিরন্ন হইলে অনাবৃষ্টি ভয়ে ব্যাকুল হইবে। (৩৬) কলির প্রজারা বসন, অন্ন, জল, শয্যা, সদ্ব্যবহার, স্নান ও অলঙ্কারাদির অভাবে অতি কুৎসিত, দেখিতে পিশাচের ন্যায় আকার হইবে। (৩৭) কলিতে এক কপর্দকের নিমিত্ত বিরোধ করিয়া সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিবে, স্বীয় প্রিয় প্রাণ নাশ করিবে, এবং স্বজনগণকে হনন করিবে, বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও রক্ষা করিবেক না, শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া পুত্রগণকে ও কুলজা ভার্য্যাকেও পরিত্যাগ করিবে। (৩৮) হে রাজন্! কলির লোক সকল পাষণ্ডগণের বিচারে হতবুদ্ধি হইয়া জগতের পরম গুরু ত্রিলোকনাথ ভগবান্ অচ্যুতের পূজা আর প্রায় করিবেক না। (৩৯) ম্রিয়মান আতুর ব্যক্তি শয্যায় পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অবশতা জন্য স্খলিত বাক্যে যাঁহার নাম গ্রহণ করতঃ কর্ম্ম বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, কলির লোকেরা তাঁহার পূজা করিবেক না। (৪০) পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃকরণে আরূঢ় হইলে দ্রব্য দেশাত্মসম্ভব সমুদায় কলিকৃত দোষ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, ভগবান্ হৃদয়স্থ বা শ্রুত, কীর্ত্তিত, ধ্যাত, পূজিত বা আদৃত হইলে অযুত জন্মের অশুভ ক্ষয় করেন। (৪১) যেমন অগ্নি সুবর্ণের অন্য ধাতু সংশ্লেষ জনিত দুর্ব্বর্ণ বিনাশ করে, তদ্রূপ বিষ্ণু যোগিদিগের হৃদয়স্থ হইয়া সমুদায় অশুভ নষ্ট করেন। (৪২) হে রাজন্! অনন্ত ভগবান্ হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেমন শুদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ বিদ্যা তপস্যা, প্রাণায়াম মৈত্রী, তীর্থ সেবা, ব্রত, দান, জপ প্রভৃতি কোনকর্ম্ম দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয় না, অতএব হে রাজন্! সর্ব্ব প্রযত্নে অবহিত হইয়া কেশবকে হৃদয়স্থ কর, তাহাতে মরণোত্তর কালে পরমগতি প্রাপ্ত হইবে! (৪৩) যে ব্যক্তি মরণকালে ভগবান্ ঈশ্বর ধ্যান করেন, সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর তাঁহাকে আত্ম ভাব প্রদান করেন। (৪৪) হে রাজন্! কলির দোষ সমুদায়ের মধ্যে এই একটী গুণ দেখিতে পাওয়া

যায় যে যে ব্যক্তি কীর্ত্তন করে সে নরাধম, হইলেও বন্ধন মোচন পূর্ব্বক পরম গতি প্রাপ্ত হয়। (৪৫) কৃতযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিলে মুক্ত হয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে মুক্ত হয়, দ্বাপরযুগে বিষ্ণু সেবায় মুক্ত হয়, আর কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তন দ্বারাই মুক্ত হয়। (৪৬)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

—oo—

নৈমিত্তিকাদি চারি প্রকার লয় কথন পূর্ব্বক হরিকীর্ত্তন দ্বারা সংসার নিস্তার বর্ণন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! তোমার জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি তোমার নিকট কাল ওযুগের পরিমাণ করিয়াছি, কল্প ও প্রলয়ের পরিমাণ অবশিষ্ট আছে, তাহা এক্ষণে কহিতেছি শ্রবণ করুন। (১) মানবীয় পরিমাণের চারি সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়, তাহারই নাম কল্প, সেই কল্পের মধ্যেতে ক্রমশঃ চতুর্দশ মনু জন্ম গ্রহণ করেন। (২) পরে কল্পের অবসানে চারি সহস্র যুগ পরিমাণ ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়, সেই সময়ে এই সমুদায় লোক লয় প্রাপ্ত হয়। (৩) ইহাকেই নৈমিত্তিক প্রলয় বলে, বিশ্বস্রেষ্টা আত্মভূ ব্রহ্মা এই সময়ে সমুদায় বিশ্বকে আত্মসাৎ করিয়া নারায়ণের সহিত অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন। (৪) পরে ঐ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আয়ু দ্বিপরার্দ্ধ অতীত হইলে মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্ররূপ সপ্ত প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হয়। (৫) হে রাজন্! ইহাকেই প্রাকৃতিক প্রলয় কহে, এই সময়ে সপ্ত প্রকৃতির সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয় ও তাহারদিগের ব্যষ্টির কারণ উপরত হয়। (৬) মহারাজ! এই সময়ে পর্জন্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত আর ভূমিতলে বর্ষিত হইবে না, এবং প্রজা সকল অন্নাভাবে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিবে, এইরূপে উপদ্রুত হইয়া কালে ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। (৭) এবং সম্বর্ত্তক নামক সূর্য্য ঘোরতর রশ্মি দ্বারা সমুদ্রের জল, দেহের রক্ত ও পৃথিবীর রস সমুদায় আকর্ষণ করিবে, বিন্দুমাত্র বর্ষণ করিবে না। (৮) অনন্তর সঙ্কর্ষণ মুখ হইতে উত্থিত সম্বর্ত্তক নামক অগ্নি অনিল বেগে প্রদীপ্ত হইয়া শূন্য ভূবিবর সকল দগ্ধ করিবে। (৯) উপরিভাগ, অধোভাগ, ও চতুর্দ্দিকে সূর্য্য রশ্মি এবং অগ্নিশিখা দ্বারা দহ্যমান এই ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধগোময় পিণ্ডের ন্যায় বিভাগ হইবে। (১০) তখন সম্বর্ত্তক নামক প্রচণ্ড বায়ু এক শত বৎসরের অধিককাল প্রবল বেগে বহমান হইবে, তাহাতে আকাশমণ্ডল রজসাবৃত ধূম্রবর্ণ হইবে। (১১) হে রাজন্! অনন্তর বিচিত্র বর্ণ অনেকানেক মেঘকুল শতবর্ষ অবিশ্রামে বারিবর্ষণ করিবে ও তীব্রশব্দে গর্জ্জন করিবে। (১২) তাহাতে জলস্থল বিবর সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড কেবল এক জল মাত্রে পরিপূর্ণ হইবে, তখন জল প্লাবিত পৃথিবীর গন্ধগুণ সেই জলে বিলীন হইবে। (১৩) তখন গন্ধ শূন্য সেই পৃথিবী প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। এবং জলের রস গুণ তেজে লীন হইবে ও নীরস জল সকলও অভাব প্রাপ্ত হইবে, এবং বায়ু তেজের রূপ গ্রাস করিবে, ও রূপরহিত তেজও বায়ুতে বিলীন হইলে। (১৪) পরে আকাশ বায়ুর স্পর্শ গুণ গ্রাস করিবে, এবং বায়ু আকাশে প্রবিষ্ট হইবে, ও ভূত সূক্ষ্ম রূপতামস অহঙ্কার আকাশের শব্দগুণ গ্রহণ করিবে, আকাশও ভূত সূক্ষ্ম রূপতামস অহঙ্কার বিলীন হইবে। (১৫) পরে ইন্দ্রিয় সকল

তৈজস অহঙ্কারে এবং তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল বৈকারিক অহঙ্কারে লীন হইবে, ও সেই অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে আর মহত্তত্ত্ব সত্ত্বাদি গুণে লয় প্রাপ্ত হইবে। (১৬) হেরাজন্! পরে কাল প্রেরিত অব্যাকৃত রূপ প্রধান শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে সত্ত্বাদিগুণ সকল বিলীন হইবে। (১৭) কালাবয়ব অহোরাত্রাদিদ্বারা সেই প্রকৃতির পরিণামাদিগুণ উৎপন্ন হয় না, তাহার স্বরূপ অনাদ্যনন্ত, অব্যক্ত, অব্যয়, নিত্য, ও কারণ স্বরূপ (১৮) এবং বাক্য মনের অতীত, সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা রূপ, মহদাদি তত্ত্বরহিত, প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দেবতাদি শূন্য, ও লোকাদি রূপ রচনা বিশেষ হইতে অতীত। (১৯) তাহাতে স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি নাই; পঞ্চভূত নাই, সূর্য্যাদি জ্যোতি নাই, এবং তাহা সুপ্তির ন্যায় বা শূন্যের ন্যায় অতর্ক্য স্বরূপ, তাহাকে সমুদায়ের মূল ভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২০) যখন প্রকৃতি পুরুষের তন্ত্রাদি শক্তি সমুদায় কাল বিপ্লবে বিবশ হইয়া বিলীন হইয়া যায় তখন তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বলা যায়। (২১) যে কালে গ্রাহক বুদ্ধি ও করণ ইন্দ্রিয়, এবং গ্রাহ্য বিষয়ের পৃথক ব্যবহার না থাকে, ও কেবল তদাশ্রয় জ্ঞানমাত্র প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে আত্যন্তিক লয় অর্থাৎ মুক্তি বলা যায়, যেহেতু দৃশ্য ও কারণ হইতে অভিন্ন বস্তু মাত্রই আদ্যন্ত বিশিষ্ট ও অবস্তু। (২২) যেমন প্রদীপ, চক্ষু ও রূপ এসমুদায় জ্যোতি হইতে পৃথক্ হইয়া ও ভিন্ন নহে, তদ্রূপ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। (২৩) হেরাজন্ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এসমুদায় বুদ্ধির অবস্থামাত্র, অতএব প্রত্যগাত্মাতে যে নানাত্ব জ্ঞান তাহা কেবল মায়া মাত্র। (২৪) যেমন আকাশ মণ্ডলে মেঘ কখন উদিত হয় কখন নাও হয়, তদ্রূপ সাবয়ব এই বিশ্ব ব্রহ্মেতে কখন ব্যক্ত হয় কখন নাও হয়, অতএব উৎপত্তি বিনাশ হেতু তাহা অনিত্য বস্তু। (২৫) হেরাজন্! সকল প্রকার অবয়বী পদার্থের যে অবয়ব অর্থাৎ কারণ তাহাই সত্য, যেমন বস্ত্রের অবয়বী হইতে অবয়ব সূত্র সকল পৃথক রূপে প্রতীত হয় তদ্রূপ। (২৬) কার্য্য কারণ রূপে পরস্পরাপেক্ষ ভাবে নিরূপণাসহ হইয়া যে বস্তু প্রতীত হয়, তাহাকেই ভ্রম বলে, তাহাই আদ্যন্ত বিশিষ্ট ও অবস্তু। (২৭) বিক্রীয়মান প্রপঞ্চ পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইলেও আত্ম প্রকাশ ব্যতিরেকে তাহার দিগের অণমাত্রও নিরূপণ করা যায় না, যদি কেহ নিরূপিত হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাহাকেই চিদ্রূপ আত্মার সহিত অভেদ বলা যায়। (২৮) সত্য পদার্থে কখনই কিছুমাত্র নানাত্ব নাই ইহাতেও যদি অজ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে নানাত্ব স্বীকার করে, তবে সে কেবল ঘটাকাশ গৃহাকাশের ন্যায় ও ঘটশরাবস্থ জলে সূর্য্যের ন্যায় এবং বাহ্যস্থ ও দেহস্থ বায়ুর ন্যায় ভেদভ্রান্তি মাত্র। (২৯) যেমন একমাত্র সুবর্ণ মনুষ্যদিগের ক্রিয়া ভেদে অলঙ্কারাদি ব্যবহার কর্ম্মে নানা প্রকারে প্রতীত হয়, সেই রূপ একমাত্র ভগবান্ লৌকিক বৈদিক ব্যবহার পথে লোক কর্ত্তৃক বাক্যদ্বারা বহু প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়েন! (৩০) যেমন মেঘসকল সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে সূর্য্যের অংশভূত চক্ষুর আবরক তমরূপে তদ্দর্শনের প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রূপ অহঙ্কার ব্রহ্ম কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে ব্রহ্মের অংশভূত জীবাত্মার বন্ধন রূপে তাহার আবরক হইয়া থাকে। (৩১) আর যেমন সূর্য্য প্রভব সেই মেঘ কাল সহকারে যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন চক্ষু স্বরূপ ভূত সূর্য্যকে দেখে, তদ্রূপ আত্মার উপাধিরূপ সেই অহঙ্কার যখন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাদ্বারা বিনষ্ট হয়, তখনই ব্রহ্ম স্বরূপের স্মরণ হয়। (৩২) হে মহারাজ! এই রূপে যখন বিবেকাস্ত্র দ্বারা মায়াময় অহঙ্কার-

বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক অচ্যুতানুভব উদিত হয়, তখন তাহাকেই আত্যন্তিক প্রলয় বলা যায়। (৩৩)

হে রাজন্! কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূতের নিত্য নিত্য উৎপত্তি ও প্রলয় কহিয়া থাকেন। (৩৪) যেহেতু কালের স্রোতোবেগে নিত্য নিত্য আকৃষ্যমান পরিণামি ভূতমাত্রের দেহাদির যে অবস্থাবিশেষ তাহাকেই তাহাদিগের জন্ম ও প্রলয়ের কারণ বলা যায়। (৩৫) যেমন আকাশে চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতির গমনাবস্থা লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বর মূর্ত্তি অনাদ্যনন্ত কালদ্বারা পরিণামি পদার্থের পরিবর্ত্তিত অবস্থা দৃশ্য হয় না। (৩৬) নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃতিক প্রলয়, ও আত্যন্তিক প্রলয়, এই কথিত হইল, ঈশ্বর মূর্ত্তি কালের গতিই এই প্রকার। (৩৭) হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অখিল ভূতগতি জগদ্বিধাতা নারায়ণের এই সকল লীলা কথা তোমার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কথিত হইল, ইহা বিশেষ রূপে ব্যক্ত করিতে ব্রহ্মাও সমর্থ হয়েন না। (৩৮) বিবিধ দুঃখ দাবানলে প্রপীড়িত এবং অতি দুস্তর সংসার সাগর হইতে উত্তরণেচ্ছু পুরুষের সম্বন্ধে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলা কথা রস সেবা ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই। (৩৯) অব্যয় ঋষি নারায়ণ পূর্ব্বকালে এই পুরাণ সংহিতা নারদকে কহিয়াছিলেন, এবং নারদ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে কহিয়াছিলেন। (৪০) পরে ভগবান্ বাদরায়ন ব্যাসদেব প্রীত হইয়া এই ভাগবতী সংহিতা আমাকে কহিয়াছিলেন। (৪১) হে কুরুশ্রেষ্ঠ নৈমিষক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রে শৌনকাদি ঋষি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সম্মুখস্থ সূত ইহা ব্যক্ত করিবেন। (৪২)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

সংক্ষেপে পরব্রহ্মোপদেশ দ্বারা রাজার তক্ষকদংশনে মৃত্যুভয় নিবারণ।

শুকদেব কহিলেন। যাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরির স্বরূপ এক্ষণে বিশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি। (১) হে রাজন্! মরিবার ভয়রূপ অবিবেক বুদ্ধি পরিত্যাগ কর, দেহ যেমন পূর্ব্বে ছিলনা এই ক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে অতএব নষ্ট হইবে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত তুমি সেরূপ নয়। (২) তুমি পুত্র পৌত্রাদি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও বীজাঙ্কুরের ন্যায় কার্য্য কারণভূত নহ, যেহেতু কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায় তুমি দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত। (৩) যেমন স্বপ্নাবস্থায় আপনিই আপনার শিরঃচ্ছেদ দর্শন করে, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় দেহের পঞ্চত্বাদি আপনিই দেখিতে পায়, অতএব দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা অজ ও অমর। (৪) যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ পূর্ব্বের ন্যায় মহাকাশে লীন হয়, তদ্রূপ দেহের মৃত্যু হইলে জীব পরব্রহ্মে সম্পন্ন হয়েন। (৫) মনই আত্মার দেহ, সত্ত্বাদিগুণ ও কর্ম্ম সকল সৃজন করে, আর মায়া সেই মনের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই জন্যই জীবের সংসার গতি প্রাপ্তি হয়। (৬) যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল, তৈলের আধার, বর্ত্তি, ও অগ্নি ইহারদিগের পরস্পর সংযোগ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে প্রদীপ বলা যায়; তদ্রূপ দেহাদির সহিত সংযোগ জন্য জীবের জন্ম বলা যায়। (৭) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবৃত্তি দ্বারা শরীর উৎপন্ন হয়, ও বিনষ্ট হয়, কিন্তু স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মার উৎপত্তি

বিনাশ নাই; যেহেতু তিনি স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে ভিন্ন। (৮) এবং তিনি আকাশের ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চের আধার, অথচ নির্ব্বিকার, অনন্ত, উপমারহিত, এবং বিভু হয়েন। (৯) হে প্রভো! অনুভবানুসারিণী বুদ্ধিযোগে বাসুদেবানুচিন্তা দ্বারা এইরূপ আত্মস্থ পরমাত্মার বিচার কর। (১০) এই রূপ অভেদ চিন্তাদ্বারা মৃত্যুর মৃত্যু ভূত ঈশ্বর রূপ যে তুমি, তোমাকে, বিপ্রবাক্য প্রেরিত তক্ষক আর দগ্ধ করিবে না এবং মৃত্যুর হেতুভূত কেহই আর তোমাকে ক্লেশ দিতে পারিবে না। (১১) আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি এই রূপ অভেদ চিন্তা কর, নিরবয়ব পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোগ কর। (১২) তাহা হইলে পদতলে লেলায়মান দংশনকারী তক্ষককে ও শরীরাদি বিশ্বকে আত্মা হইতে আর পৃথক্ দেখিবে না। (১৩) হে নৃপ, যে আত্মার কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বিশ্বাত্মা হরির সেই সমুদায় চেষ্টা আমি তোমাকে কহিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয় বল। (১৪)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—oo—

রাজা পরীক্ষিতের মোক্ষ প্রাপ্তি, ও তৎপুত্র জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞ, এবং শাখা বিভাগ কথন দ্বারা ব্যাসদেবের বর্ণন।

সূত কহিলেন, আত্মদৃক্, সমদর্শী, ব্যাসপুত্র, শুকদেব ঋষি কর্ত্তৃক অভিহিত এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ নতমস্তক দ্বারা তাঁহার পাদমূলস্পর্শ করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। (১) রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, হে প্রভো! আপনি করুণাময়, আপনকার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইলাম, যেহেতু অনাদি নিধন সাক্ষাৎ হরির চরিত্র আপনি আমার নিকট বর্ণন করিলেন। (২) তাপসন্তপ্ত অজ্ঞলোকের প্রতি অচ্যুতাত্মা মহৎ লোকের যে এইরূপ অনুগ্রহ হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে। (৩) যে পুরাণ সংহিতাতে উত্তম শ্লোক ভগবানের গুণ বিশেষ রূপে বর্ণিত হয়, তাহাই আমি তোমা হইতে এই শ্রবণ করিলাম। (৪) হে ভগবান্! মৃত্যু হেতু তক্ষকাদি হইতে আর আমার ভয় হইতেছেনা, যেহেতু তোমা কর্ত্তৃক দর্শিত অভয় ব্রহ্ম নির্ব্বাণে আমি প্রবেশ করিয়াছি। (৫) হে ব্রহ্মন্! আপনি অনুমতি করুন আমি শ্রীকৃষ্ণে বাক্য সংযম করি, এবং মুক্তি কামনায় সকল কামনার আশয় এই চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। (৬) যে হেতু তুমি আমাকে মঙ্গল জনক ভগবানের পরম পদ দেখাইয়াছ, সেই হেতু জ্ঞান বিজ্ঞান নিষ্ঠাদ্বারা আমার অজ্ঞান সমুদায় নিরস্ত হইয়াছে। (৭)

সূত কহিলেন, ভগবান্, বাদরায়ণি শুকদেব রাজা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুমতি করত তাঁহার পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক ঋষিদিগের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। (৮) অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ আত্মাতে আত্মার সমাধান করত অবাতকম্পিত বৃক্ষের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া পরম ধামে গমন করিলেন। (৯) গঙ্গাকূলে উত্তর মুখে পূর্ব্বাগ্রকুশোপরি শয়ন করত মহাযোগী রাজা পরীক্ষিৎ সঙ্গরহিত ও সংশয় শূন্য হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। (১০) হে দ্বিজগণ! ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ তনয় কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক যখন রাজাকে হনন করিবার নিমিত্তে আগমন করেন, তৎকালে পথিমধ্যে বিষহর কশ্যপকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। (১১) এবং [illegible]

দান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট ও নিবৃত্ত করত কামরূপী দ্বিজরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া রাজাকে দংশন করিয়াছিলেন। (১২) তখন ব্রহ্মভূত রাজর্ষির দেহ সকলের সমক্ষে সর্প-বিষাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া গেল। (১৩) তখন পৃথিবী অন্তরীক্ষ আকাশ সর্বদিকে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল, এবং দেবাসুর নর সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন, ও অপ্সর গন্ধর্বগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল, ও পণ্ডিতেরা সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। (১৪)

অনন্তর রাজা জনমেজয় স্বীয় পিতার তক্ষক দংশন বার্তা শ্রবণ পূর্বক ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া সর্পগণকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য দ্বিজগণের সহিত সর্পযজ্ঞের পরামর্শ করিলেন, পরে অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে সর্পযজ্ঞের সমিদ্ধ অগ্নিতে মহ সর্পগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্ন তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন, তখন রাজা জনমেজয় তক্ষককে দগ্ধ হইতে না দেখিয়া ঋত্বিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সর্পাধম তক্ষক কি নিমিত্ত দগ্ধ হইতে আগত হইল না। (১৫) ঋত্বিকগণ কহিলেন, মহারাজ! শরণাগত তক্ষককে ইন্দ্র রক্ষা করিতেছেন, সেই নিমিত্তেই সে অগ্নিতে পতিত হইতেছে না। (১৬) উদারধী রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারদিগকে কহিলেন যে তবে আপনারা ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে আহুতি প্রদান করুন। (১৭) তখন ঋত্বিকগণ, ইন্দ্রের সহিত তক্ষক এই যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হউক বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আহুতি প্রদান করিলেন। (১৮) এইরূপ ব্রাহ্মণের আক্ষেপ বাক্যে বিমান ও তক্ষকের সহিত ইন্দ্র তথায় পরিচালিত হইতে লাগিলেন। (১৯) তখন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি তক্ষক সহিত বিমান দ্বারা আকাশ হইতে আগত ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! এই সর্পরাজ তক্ষক তোমার বধ্য নহে যে হেতু এ অমৃতপান করিয়া অজরামর হইয়াছে। (২০) হে রাজন! স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা জন্তুদিগের জীবন, মরণ, ও পরলোক গতি হয়, অতএব অন্য কেহ ইহাদিগের সুখ দুঃখ দাতা নাই। (২১) সর্প, চৌর, শত্রু, অগ্নি, ও জল; এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও ব্যাধ্যাদি দ্বারা জন্তু যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় সে কেবল আরব্ধ কর্ম্মের ভোগ মাত্র। (২২) অতএব মহারাজ! এই আভিচারিক যজ্ঞ সমাপন কর, ইহাতে সর্পেরা যে দগ্ধ হইয়াছে তাহাতে তোমার দোষ নাই, তাহাদিগের আরব্ধ কর্ম্মের ভোগ মাত্র। (২৩) ইহা শুনিয়া রাজা জনমেজয় মহর্ষির বাক্যে সম্মান করত তথাস্তু বলিয়া সর্পযজ্ঞ হইতে উপরত হইলেন, এবং পূজা পুরঃসর বৃহস্পতিকে বিদায় করিলেন। (২৪) ইহাই বিষ্ণুর অপ্রতর্ক্য মহামায়া বিষ্ণুর আত্মভূত জীব সকল এই অপরিহার্য্য মায়াবশতই গুণবৃত্তি দ্বারা ভূত বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। (২৫) কিন্তু ব্রহ্মবাদি কর্তৃক একবার আত্মবাদ বিচারিত হইলে দস্যুরূপ মায়া আর তাহাকে নির্ভয়ে বিরাজিত হইতে পারে না, এবং তদাশ্রয় বিবিধ বিবাদও আর থাকে না ও সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনেরও আর বৃত্তি থাকে না। (২৬) তাহাতে স্রষ্টা, সৃজ্য, ও তদুভয়ের ফল শ্রেয় এবং তদন্বিত জীবও নাই, ও বাধ্যবাধক সম্বন্ধও নাই, তাহাই আত্ম স্বরূপ, মুনিরা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক তাহাতে ক্রীড়া করেন। (২৭) নেতিনেতিরূপে অন্য বস্তু পরিত্যাগশীল, অনন্য সুহৃৎ যোগিরা দেহাত্মভাব পরিত্যাগ পূর্বক, মুমুক্ষুরা হৃদয়ে অবরুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে আলিঙ্গন করত তাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। (২৮) দেহ গেহাদি

বিষ্ণুর পরম পদ অবগত হইয়াছেন। (২৯) যদি তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা কর, তবে পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে, কাহারও অপমান করিবে না, এই মানবদেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। (৩০) সেই অকুণ্ঠমেধা ভগবান্ বেদ ব্যাসকে প্রণাম করি, যাঁহার পাদাম্বুজযুগ্ম ধ্যান প্রভাবে আমি এই পুরাণ সংহিতা অবগত হইয়াছি॥ (৩১)

শৌনক কহিলেন, হে সৌম্য! ব্যাস শিষ্য, বেদাচার্য্য, মহাত্মা পৈল প্রভৃতি কর্তৃক কি প্রকারে বেদ সকল বিভক্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আমারদিগের নিকট ব্যক্ত কর। (৩২)

সূত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সমাধি অবস্থাপন্ন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে প্রথমত নাদ উৎপন্ন হইল, যাহা আমরা কর্ণবৃত্তি আচ্ছাদন করিয়া অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। (৩৩) এবং যোগীরা যাহার উপাসনা করত আত্মার আধ্যাত্মিক আধি দৈবিক আধিভৌতিক মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া অপুনর্ভব মুক্তি লাভ করেন। (৩৪) অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্ত প্রভব স্বয়ং হৃদয়ে বিরাজমান ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্মা ভগবান্ পরব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপ। (৩৫) পিধানাদিদ্বারা কর্ণ বৃত্তি আচ্ছাদিত হইলেও অথবা ইন্দ্রিয়বর্গ শূন্য হইলেও যে অবাধিত জ্ঞান এই স্ফোট রূপ অব্যক্ত ওঙ্কারকে শ্রবণ করেন তিনি পরমাত্মা, আর যাহাদ্বারা বাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং হৃদয়াকাশে আত্মা হইতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই স্ফোটরূপ ওঙ্কার। (৩৬) তাহা স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ, এবং সমুদায় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজ স্বরূপ। (৩৭) হে ভার্গব! অনন্তর সেই অব্যক্ত স্ফোটরূপ ওঙ্কারের অকার, উকার, মকার, এই তিন বর্ণ প্রকাশ হইল, এবং সেই বর্ণ ত্রয় ক্রমশঃ সত্ত্বাদিগুণ, ঋগাদি নাম, ভূরাদি অর্থ, এবং জাগ্রদাদি বৃত্ত ধারণ করিল। (৩৮) অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা তাহা হইতে অন্তঃস্থ, উষ্ম স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব, ও দীর্ঘাদি লক্ষণ অক্ষরসমাহার সৃষ্টি করিলেন। (৩৯) পরে পুনর্ব্বার তাহা হইতে চারিবদন দ্বারা চাতুর্হোত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে ব্যাহৃতি ও ওঙ্কারের সহিত চারিবেদ উৎপন্ন করিলেন। (৪০) এবং বেদোচ্চারণাদি নিপুণ স্বীয় পুত্র মহর্ষি মরীচ্যাদিকে সেই বেদ সকল অধ্যয়ন করাইলেন, অনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া স্বস্ব পুত্রগণকে তাহার শিক্ষা দিলেন। (৪১) পরে তাঁহারদিগের শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে চতুর্যুগে পরম্পরা তাহা প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর দ্বাপরান্তে মহর্ষিরা বেদ সকলকে ক্রমশ বিভক্ত করিলেন। (৪২) কারণ ব্রহ্মর্ষিরা কাল সহকারে লোক সকলকে ক্ষীণায়ু, দুর্ব্বুদ্ধি ও হীনবল দেখিয়া হৃদিস্থিত অন্তর্যামি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদ সকলকে বিভক্ত করিলেন॥ (৪৩) হে ব্রহ্মন্! এই সময়ে ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে ব্রহ্মাদি লোকপাল কর্তৃকপ্রার্থিত হইয়া ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অংশকলা রূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিলেন। (৪৪) এবং সামান্য মণির খনি হইতে পদ্ম রাগাদি মণি উদ্ধারের ন্যায় ঋক্‌যজুঃ সামাথর্ব্বের রাশী হইতে বর্গক্রমে মন্ত্র সকল উদ্ধার করিয়া সেই সকল মন্ত্রেতে চারি সংহিতা করিলেন। (৪৫) পরে মহামতি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন চারিজন শিষ্যকে আহ্বান করিয়া এক এক জনকে এক এক সংহিতা প্রদান করিলেন। (৪৬) প্রথমত বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে শিক্ষা দিলেন, পরে নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে উপদেশ করিলেন। (৪৭) ছন্দোগনামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনিকে

কহিলেন, এবং আঙ্গীরসী নামধেয় অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তকে অধ্যয়ন করাইলেন। (৪৮) পরে পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন, এবং বাস্কল তাহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ও অগ্নিমিত্র, এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন. এবং ইন্দ্রপ্রমতিও স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে ও মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভর্য্যাদিকে অধ্যয়ন করাইলেন। (৪৯) পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাস্য, মুদ্গাল, শালীয়, গোখল্য, ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন। (৫০) এবং সাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে তিন ভাগ করিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজ এই চারি জনকে শিক্ষা দিলেন। (৫১). পরে বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্ব শাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক খানি বালিখিল্য নামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, ভজ্য, ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা ধারণ করিল। (৫২) এই সকল ব্রহ্মর্ষিরা পূর্ব্বোক্ত এই ঋগবেদীয় সংহিতা সকল ধারণ করেন. যে ব্যক্তি এই সকল ছন্দো বিভাগ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়েন। (৫৩)

যজুর্ব্বেদ সংহিতাধ্যেতা বৈশম্পায়নের শিষ্যগণের নাম অধ্বর্য্যু. আর ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপক্ষয় সাধন স্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করাতে তাঁহাদিগের অপর এক নাম হয় চরক। (৫৪) ঐ ব্রতাচরণকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামক তাঁহার অন্য এক শিষ্য কহিলেন, অহো ভগবন্! এই অল্পসার শিষ্যগণের আচরিত ব্রতদ্বারা আপনার কি হইবে, আমি ইহাহইতে সুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া আপনার পাপক্ষয় করিব। (৫৫) ইহা শ্রবণে তাঁহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর, অতএব তুমি আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে দূরীভূত হও। (৫৬) তখন দেবরাত পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুর্গণ বমন করিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, অনন্তর মুনিগণ সেই উদ্গীর্ণ যজুর্গণকে দেখিতে পাইলেন। (৫৭) এবং ঋষিগণ তদ্বিষয়ে লোলুপ হইয়া তিত্তিরিরূপ ধারণ করত সেই যজুর্গণকে উদরস্থ করিলেন, তদবধি সেই রমণীয় যজুঃশাখার নাম তৈত্তিরীয় হইল। (৫৮) এ দিকে যাজ্ঞবল্ক্য, যে সকল যজুর্গণ বৈশম্পায়নের নিকটে নাই অর্থাৎ ব্যাস যাহা তাঁহাকে বিভাগ করিয়া কহেন নাই, তাহা অন্বেষণ করিয়া লইয়া ঈশ্বররূপে. সূর্য্যের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। (৫৯) যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে ভগবন্, আদিত্য! আমি তোমাকে প্রণাম করি; তুমি এক মাত্র হইয়াও ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ ভূত সমূহের অন্তর্ব্বাহে আকাশের ন্যায় নিরুপাধিক রূপে বর্ত্তমান, ও অখিল জগতের আত্মারূপে কাল স্বরূপে অবস্থিত, এবং ক্ষণ লব নিমেষ মুহূর্ত্তাদি অবয়ব রূপ সম্বৎসর গণদ্বারা জলাদান প্রদান করত লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাক। (৬০). হে বিবুধর্ষভ! হে সবিতঃ! হে তপন! তুমি নিত্য নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় বৈদিক বাক্য দ্বারা প্রস্তোতা ভক্তদিগের অখিল দুরিত ও তৎফল দুঃখ এবং তদ্বীজ ভূত অজ্ঞান নাশক, অতএব তোমার এই তাপ জনক মণ্ডলকে আমি সম্যক্‌রূপে ধ্যান করি। (৬১) যে তুমি চরাচরভূত স্বীয় আশ্রিত জীবগণের জড় স্বরূপ মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণগণের অন্তর্যামীরূপে তাহারদিগকে স্বস্বকার্য্যে প্রেরণ কর, সেই তোমাকে সম্যক্ রূপে ধ্যান করি। (৬২) যে পরম কারুণিক তুমি, অর্ত্তি করাল বদন অজ্ঞান নামক

অজগররূপ ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক গিলত অতএব মৃত কল্প বিচেতন লোক সমুদায়কে দেখিয়া. অনুকম্পা বশত অহরহ ত্রিসন্ধ্যায় তাহারদিগকে উত্থান করাইয়া স্বধর্ম্মাখ্য স্বরূপাবস্থায় প্রবৃত্ত কর। (৬৩) হে ভগবন্! তুমি রাজার ন্যায় অসাধু লোকের ভয় উদ্দীপন করত সর্ব্বতোভাবে পর্য্যটন করিয়া থাক, এবং দিক্পালগণ কমল কোষ তুল্য অঞ্জলিদ্বারা উপায়ন ধারণ করত তোমার সেবায় তৎপর হয়েন। (৬৪) হে ভগবন্! আমি অন্য লোকের অবিজ্ঞাত যজুর্ভাগ কামনায় ত্রিভুবন গুরু কর্ত্তৃক অভিনন্দিত তোমার চরণ কমল যুগলের ভজনা করি। (৬৫) সূত কহিলেন, এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ সূর্য্য বাজী রূপ ধারণ করত তথায় আবির্ভূত হইয়া অন্যকর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত যজুভাগ তাহাকে প্রসাদ স্বরূপ প্রদান করিলেন। (৬৬) বিভু যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য হইতে পঞ্চদশ যজুঃশাখা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অপরিমিত শাখায় বিভক্ত করিলেন, এবং কণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি ঋষিরা সেই অশ্বের বাজস্ অর্থাৎ কেশর হইতে নিঃসৃত শাখা সকল গ্রহণ করিলেন, বাজস্ হইতে নিঃসৃত বলিয়া তাহাদিগের নাম বাজসনী হইল। (৬৭)

সামগ জৈমিনির পুত্রের নাম সুমন্তু ও সুমন্তুর পুত্র সুত্বান্; জৈমিনি মুনি সেই পুত্র পৌত্র উভয়কে স্বীয় সংহিতা দুইভাগ করিয়া অধ্যয়ন করাইলেন। (৬৮) জৈমিনির অপর শিষ্য অতি মেধাবী সুকর্ম্মা সামবেদ তরুকে সহস্র শাখায় বিভিন্ন করিলেন, এবং সুকর্ম্মার শিষ্য কুশলের পুত্র হিরণ্য নাভ, পৌষ্পঞ্জি, ও ব্রহ্মাবৎ আবন্ত্য ইহাঁরা তিন জনে সেই সমুদায় সাম সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন। (৬৯) উক্ত পৌষ্পঞ্জি, আবন্ত্য ও হিরণ্যনাভের উত্তর দেশীয় পঞ্চশত শিষ্য তৎসমুদায় শিক্ষা করেন, এবং তাঁহারা আবার অন্য উত্তর দেশীয় ও পূর্ব্বদেশীয়দিগকে অধ্যয়ন করান। (৭০) পরে লোকাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ ও কুক্ষি নামক পৌষ্পঞ্জির পাঁচ শিষ্য এক এক জন শতশত সংহিতা কণ্ঠস্থ করিলেন। (৭১) হিরণ্য নাভের শিষ্য কৃত স্বীয় সংহিতাকে চতুর্ব্বিংশতি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন, ও তাঁহার শিষ্যেরা স্বীয় শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন, পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিল সে সমুদায় আবন্ত্য স্বশিষ্যগণকে প্রদান করিলেন। (৭২)

ইতিদ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

অথর্ব্ব বেদের বিস্তার, পুরাণ বিভাগ, ও তল্লক্ষণ, এবং ভাগবত শ্রবণ ফল কথন।

সূত কহিলেন, অথর্ব্ববিৎ সুমন্তু কবন্ধনামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুই ভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শ সংজ্ঞক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। (১) বেদদর্শের চারি শিষ্য সৌল্কায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ ও পিপ্পলায়নি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক, ও জাজলি, ইহাঁরা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। (২) অঙ্গিরার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুইভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিরাও পরে তাহা গ্রহণ করিলেন। (৩) পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তি, কশ্যপ, ও অঙ্গিরস প্রভৃতি সকলে অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন, বেদাচার্য্যদিগের নাম এই কহিলাম। (৪)

হে মুনিগণ! এক্ষণে পৌরাণিক আচার্য্য দিগের নাম শ্রবণ করুন, ত্রয্যারুণি, কাশ্যপ সাবর্ণি অকৃতব্রণ শিংশপায়ন ও হারীত এই ছয়জন পৌরাণিক আচার্য্য। (৫) প্রথমত ব্যাসদেব পুরাণের ছয়খানি সংহিতা করিয়া আমার পিতা রোম হর্ষণকে প্রদান করেন, পরে এই ছয় জনে আমার পিতার মুখ হইতে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করেন, অনন্তর আমি ঐ ছয় জনের নিকট হইতে সমুদায় ছয় সংহিতা পাঠ করিয়াছি। (৬) কশ্যপ, আমি, ও সাবর্ণি এবং রামশিষ্য অকৃতব্রণ, আমরা এই চারিজনে আমার পিতার নিকটে চারিখানি মূল সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম (৭) হেব্রহ্মন্! ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত পুরাণ লক্ষণ বেদশাখা অনুসারে কহিতেছি, আপনি সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। (৮) এই বিশ্বের উৎপত্তি, অবান্তর সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, মন্বন্তর, বংশ কথন, বংশানুচরিত কথন, প্রলয় কথন, জীববাসনা, ও আশ্রয়, পৌরাণিক ঋষিরা এই দশ লক্ষণ যুক্ত গ্রন্থকে মহাপুরাণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (৯) হে ব্রহ্মন্! কেহ কেহ পঞ্চলক্ষণ যুক্ত গ্রন্থকেও পুরাণ কহেন, কিন্তু সেখানে এই ব্যবস্থা করেন, দশ লক্ষণ, মহাপুরাণ ও পঞ্চলক্ষণ অল্প অর্থাৎ উপপুরাণ। (১০) প্রকৃতির গুণত্রয় সমাহার হইতে মহান্, তাহাহইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার, ভূতসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও তদর্থের যে সৃষ্টি তাহার নাম উৎপত্তি। (১১) ঈশ্বরানুগৃহীত মহদাদির পূর্ব্ব পূর্ব বাসনাময় বীজ হইতে বীজোৎপত্তিরন্যায় সমাহার রূপ চরাচর উৎপত্তিকে অবান্তর সৃষ্টি কহে। (১২) চর ভূতের কাম্যবিষয় চরাচররূপ যে উপজীবিকা আর মনুষ্য দিগের স্বভাবত ও কামতঃকৃত বা বিধিবোধিত যে জীবনোপায় তাহার নাম স্থিতি! (১৩) বিশ্ব মধ্যে যুগে যুগে বেদবিদ্বেষী দৈত্য কর্ত্তৃক দেব তির্য্যক্ মনুষ্য ঋষি দিগের কায্যনাশোপক্রমে নারায়ণের যে বিশেষ বিশেষ অবতার তাহাকে প্রলয় বলে। (১৪) মনু, দেবতাবিশেষ মনু পুত্রগণ, সুরেশ্বর সকল, ঋষিরা ও হরির অবতার, ইহাঁরা যখন স্বীয় স্বীয় অধিকারে থাকেন, তখন তাঁহার দিগকে মন্বন্তর কহে। (১৫) ব্রহ্মাহইতে উৎপন্ন শুদ্ধবংশীয় রাজাদিগের ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রৈকালিক পুরুষ পরম্পরা বর্ণনের নাম বংশকথন। আর তাঁহার দিগের বংশে উৎপন্ন বংসধর গণের চরিত্র বর্ণনকে বংশানুকথন বলে। (১৬) নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য, ও আত্যন্তিক, স্বভাবতই হউক বা ঈশ্বর মায়া বশতই হউক বিশ্বের এই চারি প্রকার বিকারের নাম প্রলয়। (১৭) অজ্ঞান বশত কর্ম্ম কর্ত্তা জীব এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের হেতু; কেহ তাহাকে অনুশয় বলে, কেহবা অবিদ্যা কহে, তাহার নাম জীব বাসনা। ((১৮) মায়াময় বিশ্ব তৈজস প্রজ্ঞাদি জীবনিষ্ঠ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় সাক্ষিরূপে যাঁহার অন্বয়, ও সমাধিকালে সেই সকল অবস্থায় যাঁহার ব্যতিরেক, ; সেই অধিষ্ঠানের নাম আশ্রয়। (১৯) যেমন ঘটাদি পদার্থে মৃদাদি দ্রব্য ও রূপ নামাদিতে সত্তামাত্র, তাহার ন্যায় বীজ অবধি পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত জীবের সমুদায় অবস্থাতে যিনি যুক্ত ও অযুক্ত আছেন, তিনিই আশ্রয়। (২০) যখন সৃষ্টির মায়াময়ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা কিম্বা যোগদ্বারা সংশয় নিশ্চয় গর্ব্বাদি হইতে অন্তঃকরণ স্বয়ং নিবৃত্তহয়, তখনই আত্মাকে জানিতে পারে ও সংসার চেষ্টা নিবৃত্ত হয় (২১) পুরাণবেত্তা পণ্ডিতেরা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ নির্ণয় করিয়াছেন। ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, লৈঙ্গ, গাড়ুর, নারদীয়, ভাগবত, আগ্নেয়, স্কান্দ। (২২) ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মাৎস, কৌর্ম্ম্য, ও ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ (২৩) হে ব্রহ্মন্! ব্যাসদেব

বের এই সকল বেদ ও পুরাণের শাখা প্রশাখা এখন আমি তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন তাঁহার দিগের ব্রহ্মতেজ বিবর্দ্ধিত হয়। (২৪)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয়ের তপস্যাচরণ ও কামাদিতে অমোহ, এবং নারায়ণের স্তুতি।

শৌনক কহিলেন, হে সাধু সূত! তুমি অতি সদ্বক্তা, তুমি চিরজীবী হও, নিবিড় তমোজাল মধ্যে ভ্রমণকারি লোকদিগের তুমিই পথ প্রদর্শক। (১) বল দেখি, মৃকণ্ডু তনয় মার্কণ্ডেয় ঋষিকে লোকে চিরজীবী বলিয়া থাকে, কল্পান্ত সময়ে সমুদয় জগৎ বিলুপ্ত হইলে তিনি কি প্রকারে অবশিষ্ট ছিলেন। (২) আর সেই ভার্গব ঋষি বর্ত্তমান কল্পেতে আমারদিগের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অথচ ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক বা নৈমিত্তিক কোন প্রকার ভূত প্রলয় উপস্থিত হয় নাই। (৩) কিন্তু একাকী একার্ণবে ভ্রমণ করত, বটপত্র পুটে শয়ান এক অদভুত বালক পুরুষকে দেখিয়াছিলেন, ইহা কিপ্রকারে ঘটে॥ (৪) এই এক আমারদিগের মহৎ সংশয়, অতএব ইহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল। হে মহাযোগি! এই সংশয় ছেদ কর, ইহা পুরাণেতেও বর্ণিত আছে। (৫)

সূত কহিলেন, হে মহর্ষি! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, ইহাতে সমুদায় লোকের ভ্রমাপনোদন হইবে, এবং কলিকলুষনাশী নারায়ণ কথা বর্ণিত হইবে। (৬) মার্কণ্ডেয় প্রথমত পিতা হইতে দ্বিজাতি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করত ধর্ম্মত তপস্যায় সংযত হইয়াছিলেন। (৭) পরে বৃহৎ ব্রত ধারণ করত শান্তভাবে জটা, বল্কল, দণ্ড, কমণ্ডলু, উপবীত ও মেখলা ধারণ করিয়াছিলেন। (৮) আর ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্তে কৃষ্ণাজিন, অক্ষসূত্র, ও কুশ ধারণ, এবং উভয় সন্ধ্যা সময়ে অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, বিপ্র, ও আত্মাতে হরির অর্চ্চনা করিতেন। (৯) সায়ং ও প্রাতঃকালে বাগ্‌যত ভাবে ভৈক্ষ্য আহরণ করত গুরুকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভোজন করিতেন, নতুবা উপবাসী থাকিতেন। (১০) এই রূপে অযুতাযুত বর্ষ তপস্যাও স্বাধ্যায়ে নিরত হইয়া হৃষীকেশের আরাধনা করত সুদুর্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়া ছিলেন। (১১) ব্রহ্মা, শিব, ভৃগু, দক্ষ, ও অপরাপর ব্রহ্ম পুত্রগণ এবং মনুষ্য, দেবতা, পিতৃ ও ভূত সকল, ইহাঁরা মৃত্যুঞ্জয় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ছিলেন। (১২) যোগী মার্কণ্ডেয় তপস্যা, স্বাধ্যায়, ও সংযমদ্বারা এই রূপ বৃহদ্ব্রত ধারণ করত ক্লেশ শূন্য প্রত্যাবর্ত্তিত অন্তরাত্মাতে নিরন্তর নারায়ণ মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন। এই প্রকার মহাযোগে চিত্তযোগ করিতে করিতে যোগী মার্কণ্ডেয়ের ছয় মন্বন্তর কাল অতিবাহিত হইল। (১৩) অনন্তর সপ্তম মন্বন্তরে দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যাদ্বারা ইন্দ্রত্ব লইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার তপস্যার ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৪) মুনির যোগভঙ্গের নিমিত্ত ইন্দ্র গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, মদন, বসন্ত, মলয় বায়ু, প্রিয়বালক, লোভ, ও মত্ততা প্রভৃতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বিচিত্র শিলা নির্ম্মিত মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে গমন করিল। (১৫) তাঁহার সেই পুণ্যজনক আশ্রম পদ মনোহর বৃক্ষলতায় আকীর্ণ, সুবর্ণ রঞ্জিত পক্ষী কুলের কলরবে পরিব্যাপ্ত, ও নির্ম্মল জলাশয়ে পরিবেষ্টিত। (১৬) এবং চতুর্দ্দিকে

ভ্রমরগণ গান করিতেছে, কোকিলকুল নিনাদ করিতেছে, ময়ূর যূথ রব করিতেছে, এবং পক্ষিচয় কলকল শব্দ করিতেছে। (১৭) এই রূপ আশ্রম পদে প্রবেশ করিয়া পুষ্পগন্ধে আসক্ত বায়ু হিমনির্ঝর শীকর বহন পূর্ব্বক কামের উদ্দীপন করত বহিতে লাগিল। (১৮) এবং বৃক্ষতলায় নবপল্লব স্তবক সহিত কুসুমাকর বসন্ত নিশামুখে উদিত চন্দ্র লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। (১৯) তখন গান বাদ্যাদি সম্প্রদায়ী গন্ধর্ব্বগণ সহিত অপ্সরোযূথপতি কামদেব ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিয়া দেখা দিলেন। (২০) এই রূপ ইন্দ্রের কিঙ্করগণ সকল তথায় আসিয়া দেখিলেন, দুরাধর্ষ মার্কণ্ডেয় অগ্নিতে হোম করত নিমীলিতনয়নে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় তথায় উপবিষ্ট আছেন। তখন তাঁহার সম্মুখে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল ও গায়কেরা গান করিতে আরম্ভ করিল, এবং বাদ্যকরেরা মৃদঙ্গ বীণাদিতে মনোহর বাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। (২১) তখন কামদেব স্বীয় ধনুতে পঞ্চমুখ বাণযোজনা করিয়া ওবসন্ত কালব্যঞ্জক রক্তস্তোক ধারণ করিয়া এবং অন্যান্য সকলে স্বস্বমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার মনঃক্ষোভের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। (২২) তাঁহার সম্মুখে স্তনভরে কুঞ্চিতমধ্যা, কন্দুক ক্রীড়া তৎপরা, বিক্ষিপ্ত কন্দুকের পশ্চাৎ ভ্রমণ কারিণী, ইতস্তত ভ্রমদৃষ্টি, কেশ বিস্রস্তমালা, নর্ত্তকী অপ্সরোগণের মেখলা হইতে সূক্ষ্মবস্ত্র স্খলিত হইবামাত্র বায়ু তাহা হরণ করিয়া লইল। (২৩) এমত সময়ে কামদেব আপনার জয় লাভের অবসর বুঝিয়া বাণ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অশিক্ষিতের উদ্যমের ন্যায় সে সমুদায় বিফল হইল। (২৪) তখন তাঁহারা মার্কণ্ডেয়ের অপকার করিতে আসিয়া যেমন সর্প দেখিয়া বালকেরা পলায়ন করে তদ্রূপ তাঁহার তেজে দহমান হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। (২৫) হে ব্রহ্মন্! মহামুনি মার্কণ্ডের এই রূপ ইন্দ্রানুচর কর্ত্তৃক ব্যাহত হইয়াও যে অহংভাবে আগত হয়েন নাই, ইহা মহৎলোকের আশ্চর্য্য নহে। (২৬) ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র তখন স্বগণ সহিত কামদেবকে নিস্তেজ দেখিয়া এবং ঋষির অনুভাব শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (২৭) তখন তপস্যা স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা মহাযোগে নিবিষ্টচেতা সেই ঋষির প্রতি অনুগ্রহার্থ স্বয়ং হরি নরনারায়ণ উভয় রূপ ধারণ করত তথায় আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। (২৮) তাঁহারদিগের মধ্যে একটী শুক্লবর্ণ, একটী কৃষ্ণবর্ণ; একটী কৃষ্ণাজিনাম্বর, একটী বল্কলাম্বর; কিন্তু উভয়ের পদ্মপলাশলোচন, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণীকৃত যজ্ঞোপবীত বিশিষ্ট, এবং পবিত্র হস্তে মৃদুবৈণব দণ্ড কমণ্ডলুধারী। (২৯) পদ্মমালা, রুদ্রাক্ষ মালা ও বেদধারী, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ তপস্যারূপ, দীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলজ্যোতিধারী, উন্নত শরীর, ও ঋষিদিগের পূজনীয়। (৩০) মার্কণ্ডেয় এই রূপ ভগবান্ নরনারায়ণ ঋষির উভয়রূপ সন্দর্শন করত আদরের সহিত সম্ভ্রমে উত্থান পূর্ব্বক, সর্ব্বাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। (৩১) এবং তদুভয়ের সন্দর্শন জনিত আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয় মন স্তব্ধ হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বক্ষস্থল অশ্রুজলে পূর্ণ হইল, এবং চক্ষুর্দ্বয় তদুভয়ে বিলীন হইল। (৩২) তখন প্রাঞ্জলি হইয়া উত্থান পূর্ব্বক ঔৎসুক্যে আলিঙ্গন করত প্রহ্বীভূত হইয়া গদগদ বাক্যে তদুভয়কে নমস্কার করিতে লাগিলেন। (৩৩) এবং তদুভয়ের আসন প্রদান পূর্ব্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, মাল্যাদিদ্বারা তাঁহারদিগকে পূজা করিলেন। এবং পূজ্যতম তদুভয় সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। (৩৪)

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বিভো! আমি তোমার কি বর্ণনা করিব? যেহেতু তুমি প্রাণিমাত্রকে, এমন কি শিব ব্রহ্মা প্রভৃতিকেও প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়াছ, যদিও সকলেই তোমার অধীন, তথাপি তুমি অনুগত দিগের আত্মবন্ধু। (৩৫) হে ভগবন্! তোমার এই মূর্ত্তিদ্বয় ত্রৈলোক্যের স্থিতি পালন, দুঃখ নিবৃত্তি ও মোক্ষের নিমিত্ত কারণ; যে হেতু তুমি ইহার প্রতিপালনের নিমিত্তে মৎস্য কূর্ম্মাদি অন্য নানা প্রকার শরীর ধারণ করিয়া থাক; এবং উর্ণনাভির ন্যায় সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার গ্রাস করিয়া থাক। (৩৬) সেই স্থাবর জঙ্গমের অধীশ্বর ও প্রতিপালক রূপে তোমার পাদ পদ্ম ভজনা করি, যে পাদ পদ্মে স্থিতি করিলে আর গুণ কর্ম্ম কালরূপ মল স্পর্শ করিতে পারে না, এবং বেদ তাৎপর্য্যজ্ঞ ঋষিরা যৎপ্রাপ্তির নিমিত্তে নিয়ত যাঁহার স্তব প্রণাম, পূজা, ধ্যান করিয়া থাকেন। (৩৭) হে ঈশ! মোক্ষমূর্ত্তি যে তুমি, তোমার চরণ প্রাপ্তি ব্যতীত সর্ব্বত্র ভয়দর্শী লোকের মঙ্গল আর কোথাও দেখিনা, যখন দ্বিপরার্দ্ধ কালস্থায়ী ব্রহ্মাও তোমার কাল রূপের নিকট ভয় প্রাপ্ত হন, তখন তৎকৃত ভৌতিকের যে ভয় হইবে তাহার আর কি কথা। (৩৮) অতএব আত্মাবরক, নিষ্ফল, তুচ্ছ, নশ্বর, এই দেহাদির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সত্যজ্ঞান স্বরূপ, জীবগুরু, পরমেশ্বররূপে তোমার পাদপদ্ম ভজনা করি; পুরুষ যদি তোমার ভজনা করে তাহা হইলে তোমা হইতেই সে সকল প্রার্থনীয় লাভ করে। (৩৯) হে আত্মবন্ধু! হে ঈশ! তোমার মায়াময় যে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ ময়ী লীলা তাহাই এই জগতের স্থিতি লয়োদয়ের হেতু। তাহার মধ্যে যে সত্ত্বময়ী লীলা তুমি ধারণ করিয়াছ, তাহা মুক্তির কারণ, অন্য রজ ও তমোগুণময়ী লীলা ব্যসন, মোহ ও ভয়ের হেতু। (৪০) হে ভগবন্! সেইহেতু তোমার এবং ত্বদীয় বিভূতিগণের প্রিয়তনু শুদ্ধ শরীরকে নিপুণ ভক্তেরা ভজনা করিয়া থাকে। এবং সাত্বত বংশীয়েরা ঈশ্বরের যে সত্ত্বরূপ ভজনা করেন, তদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক, অভয়, ও আত্মসুখ প্রাপ্তি হয়। (৪১) অতএব ভূমা পুরুষ রূপ, বিরাট্রূপী, বিশ্বগুরু, পরদেবতা, নরোত্তম, ঋষি, গুরুরূপ, সংযতবাক্ নিগমেশ্বর, ভগবান্, নারায়ণ রূপ তোমাকে নমস্কার করি। (৪২) হে অখিলগুরো! তুমি স্বীয় হৃদয়, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ও তদ্বিষয় সকলে বর্ত্তমান থাকিলেও তোমার মায়াদ্বারা আবৃত মতি ও বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিলোকেরা তোমাকে জানিতে পারেনা, পশ্চাৎ তোমার প্রবর্ত্তিত বেদমার্গ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে সাক্ষাৎ জানিতে সমর্থ হয়। (৪৩) যে তোমার রহস্য প্রকাশক স্বরূপদর্শন বেদেতেই সম্পন্ন হয়, এবং যাহাতে যত্নশীল ব্রহ্মাদি কবিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই সর্ব্ববাদ বিষয়ানুসারী ও শরীরের সহিত অভিন্ন ভাবে নিগূঢ় বোধরূপ মহাপুরুষ তোমাকে বন্দনা করি। (৪৪)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টমঅধ্যায়।

নবমঅধ্যায়।

ভগবন্মায়া দিদৃক্ষু মার্কণ্ডেয় মুনির প্রলয় সমুদ্রে মায়াশিশুদর্শন, এবং মুনির শিশুর অন্তরে প্রবেশ ও নির্গম বর্ণন।

সূত কহিলেন, নরসখা ভগবান্ নারায়ণ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এই প্রকার সম্যক্স্তুত হই প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। (১)

ভগবান্‌ কহিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! তুমি ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ, তুমি আত্মসমাধি, অনপায়িনী ভক্তি, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা সিদ্ধপুরুষ। (২) তোমার বৃহদ্‌ব্রত চর্য্যাতে আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি, আমি বরদ, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। (৩)

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে প্রপন্নার্ত্তিহর, দেবদেব, অচ্যুত! তোমার নিকট প্রত্যুত্তরে আমি পরাজিত হইলাম, আমার বরে প্রয়োজন নাই যেহেতু আমি তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি। (৪) প্রাকৃত ব্যক্তিরা যোগ পরিপাক দ্বারা যাঁহার পাদাবজ্জ দর্শন মনে গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, সেই ভগবান্‌ সাক্ষাৎ আমার অক্ষি গোচর, অতএব আমার বরে কি প্রয়োজন। (৫) হে পুণ্যশ্লোক শিখামণি, পদ্ম-পলাশ লোচন! তথাপি তোমার মায়া দেখিতে আমি অভিলাষ করি, লোক-পালের সহিত লোকসকল যে মায়াদ্বারা সদ্বস্তুতে ভেদ দর্শন করেন। (৬)

সূত কহিলেন, হেমুনি! মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এই রূপে যথাভিলষিত স্তুত ও পূজিত হইয়া ভগবান্‌ ঈশ্বর হাস্য করিতেং তথাস্তু বলিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। (৭) তখন মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই ভাবচিন্তা করিতেং স্বীয় আশ্রমে অবস্থিতি করত অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র জল পৃথিবী বায়ু আকাশ আত্মা সকল বস্তুতে হরির ধ্যান করত ভাবরূপ দ্রব্যদ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন, এবং কখন কখন প্রেমোদ্রেক প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য পূজাও বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। (৮) (৯) (১০) হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! একদা মার্কণ্ডেয় ঋষি সন্ধ্যাকালে পুষ্পভদ্রাতটে উপবেশন করিয়া আছেন, এমত সময়ে মহাঝটিকা বায়ু উপস্থিত হইল। (১১) প্রচণ্ড শব্দে বহমান সেই বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতি ভয়ানক ঘোরতর মেঘ সকল বিদ্যুতের সহিত উচ্চৈঃ শব্দ করত স্থূল বর্ষ ধারা সকল বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। (১২) অনন্তর চারিদিকে ভয়ানক হিংস্র জলজন্তু বিশিষ্ট ত্রাস জনক আবর্ত্ত সহকৃত, গভীর শব্দকারী সমুদ্র সকল সমীর বেগোদ্ভূত ঊর্ম্মীদ্বারা যেন পৃথিবী তলকে গ্রাস করিতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। (১৩) তখন মার্কণ্ডেয় মুনি জলদ্বারা আপ্লুত পৃথিবীকে এবং অন্তর্বাহে আকাশ ব্যাপ্ত খরতর জলবেগদ্বারা ও বিদ্যুৎশব্দদ্বারা উপতাপিত আপনাকে ও চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর বিশিষ্ট জগৎকে সন্দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইলেন। (১৪) বর্ষধারা দ্বারা আপূর্য্যমান, ঊর্ম্মিদ্বারা ভীষণ, বায়ুদ্বারা ঘূর্ণমান সেই মহাসমুদ্র দেখিতে দেখিতে দ্বীপ বন পর্ব্বতাদি সহিত পৃথিবীকে জলে পরিপূর্ণ করিল। (১৫) তখন পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ গ্রহগণ ও দিগ্‌দেশ সহিত ত্রৈলোক্য জলে আপ্লুত হইয়াছিল, কেবল একা সেই মহামুনি জড়ান্ধের ন্যায় জটাবিক্ষেপ করত জলোপরি ভ্রমণ করিতেছিলেন। (১৬) এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল মকর তিমিঙ্গিল দ্বারা উপদ্রুত, তরঙ্গিত বায়ুদ্বারা আহত, ও অপার অন্ধকারে পতিত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বশতঃ আকাশ ও পৃথিবী কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। (১৭) কখন মহার্ণবে মগ্ন, কখন তরল তরঙ্গে তাড়িত, কখন পরস্পর যুধ্যমান হিংস্র জলজন্তু কর্ত্তৃক দংশিত, কখন ব্যাধি পীড়িত হইয়া কখন শোক, কখন মোহ, কখন দুঃখ, কখন ভয় পাইতে লাগিলেন। (১৮) বিষ্ণু মায়া-বৃত মার্কণ্ডেয় এই রূপে সেই মহার্ণবে ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র বৎসর অতি বাহিত করিলেন। (১৯)

মার্কণ্ডেয় এই রূপে মহার্ণবে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে পৃথিবীর এক উন্নত দেশে ফল পল্লব শোভিত একটী কোমল বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। (২০) এবং

সেই বৃক্ষের পূর্ব্বোত্তর দিকগত শাখায় পত্রপুটে শয়ান একটী শিশুকে দর্শন করিলেন, শিশু যেন স্বীয় প্রভাবদ্বারা তমোনাশ করিতেছেন। (২১) তাঁহার রূপ মরকত-মরকতের ন্যায় শ্যামবর্ণ, মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় রমণীয়, কম্বুগ্রীব, মহোরস্ক, সুন্দর নাশা, শোভন ভ্রূ। (২২) নিশ্বাস পবনে অলকা শোভিত, দাড়িম পুষ্পের ন্যায় বলয়াকার কর্ণদ্বয় সুশোভিত, বিম্ব তুল্য অধর শোভায় ঈষৎ রক্তবর্ণ অমৃত হাস্য বিশিষ্ট। (২৩) পদ্মপত্রের ন্যায় রক্তবর্ণ অপাঙ্গ, মনোহর হাস্য এবং অবলোকন, শ্বাসবেগে চলিত ত্রিবলীর সহিত কম্পিত গভীর নাভি, এবং অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় উদর। (২৪) মনোহর হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা স্বীয় চরণ ধারণ পূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ করত ভক্ষণশীল। (২৫) মার্কণ্ডেয় এই রূপ বালকের ভাব দেখিয়া গত পরিশ্রম, ও অদ্ভুত ভাবে শঙ্কিত হইয়া উৎফুল্ল হৃদয় লোচনে সহর্ষে সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। (২৬) ভৃগুপুত্র মার্কণ্ডেয় এইরূপ দর্শনে বিস্ময় হৃদয়ে তাঁহার সমীপস্থ হইবামাত্র মশকের ন্যায় বালকের নিশ্বাস পবন বেগে তাঁহার অন্তঃশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় প্রলয়ের পূর্ব্বের ন্যায় এই জগৎ সমুদয় বিন্যস্ত দেখিয়া মোহে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। (২৭) তথায় দেখিলেন, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্ব্বত, সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, দিক্, সুর, অসুর, বন, দেশ, নদী, পুরী, আকর, খেট, ব্রজ, আশ্রম, বর্ণ ও বৃত্ত, মহাভূত, স্থূলভূত, ভৌতিক, কাল, যুগ, কল্প, ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও দিবারাত্রি সহিত অবভাষিত বিশ্ব দর্শন করিলেন। এবং হিমালয়, পুষ্প বহানদী, স্বীয় আশ্রম এবং তথায় ঋষি সকলকে দেখিলেন। এই রূপে তদভ্যন্তরে বিশ্ব দর্শন করিয়া পরে শিশুর নিশ্বাসদ্বারা পুনর্ব্বার বহির্নিঃসারিত হইয়া প্রলয় সমুদ্রে নিপতিত হইলেন। (২৮) (২৯) এবং তথায় সেই পৃথিবীর উচ্চদেশে বটবৃক্ষ এবং তাহার পত্রপুটে শয়ান অমৃত হাস্যযুক্ত বালককে দর্শন করিলেন। পরে নেত্রপথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট বালককে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। (৩০) এমত সময়ে যোগাধীশ, গুহাশয়, সাক্ষাৎ অধোক্ষজ ভগবান্ সেই ঋষির নিকট হইতে ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। (৩১) হে ব্রহ্মন্! তাঁহার অন্তর্ধানের পর তৎক্ষণাৎ সেই বটবৃক্ষ, জল প্লাবন, লোকোপদ্রব, ইত্যাদি সমুদায় তিরোহিত হইল, এবং মার্কণ্ডেয় পূর্ব্ববৎ স্বীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (৩২)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

—oo—

শিবের আগমন ও মার্কণ্ডেয়ের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার পূজায় হৃষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে বরদান করেন।

সূত কহিলেন, মার্কণ্ডেয় এই প্রকারে নারায়ণ বিনির্ম্মিত যোগ মায়ার বৈভব সন্দর্শন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। (১)

মার্কণ্ডেয় ঋষি কহিলেন, হে হরি! প্রপন্ন জনের অভয়দাতৃ তোমার চরণমূলে পতিত হইলাম; যাঁহার মায়াতে জ্ঞানীরাও মুগ্ধ হয়েন, তাঁহার প্রভাব কি বর্ণন করিব। (২)

সূত কহিলেন, এমত সময়ে রুদ্রাণীর সহিত ভগবান্ মহাদেব বৃষারোহণে স্বীয়গণের

সহিত আকাশে পর্য্যটন করিতে করিতে সমাহিত চিত্ত সেই মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইলেন। (৩) পরে, ভগবতী তাঁহাকে দেখিয়া মহাদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্! সংযতেন্দ্রিয় এই ব্রাহ্মণকে অবলোকন কর। (৪) তুমি সিদ্ধিদাতা, অবাত কম্পিত সলিল, স্থির সমুদ্রের ন্যায় অচঞ্চল এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ হইয়া ইহাঁর তপস্যা সংসিদ্ধ কর। (৫)

ভগবান্ কহিলেন, এব্যক্তি অব্যয় পুরুষ ভগবানের পরমভক্তি লাভ করিয়াছেন, অতএব ইনি আর কোন প্রকার অভ্যুদয় বা মুক্তি পর্য্যন্ত ইচ্ছা করেন না। (৬) হে ভবানি! তথাপি তোমার অনুরোধে আমি ইহাঁর সহিত সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছাকরি. যেহেতু সাধুসঙ্গম সকলেরই পক্ষে পরমলাভ। (৭) সকল লোকের ঈশ্বর, সর্ব্ববিদ্যার নিয়ন্তা, সাধুদিগের গতি ভগবান্ মহাদেব ইহা বলিয়া ক্রমে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। (৮) নিরুদ্ধধীবৃত্তি যোগাবস্থ মার্কণ্ডেয় সাক্ষাৎ ঈশ্বরমূর্ত্তি তদুভয়ের আগমন জানিতেও পারিলেন না। কিন্তু ভগবান্ মহাদেব তাহা অবগত হইয়া ছিদ্রমধ্যে বায়ু প্রবেশের ন্যায় যোগমায়াদ্বারা তাঁহার অন্তরাকাশে প্রবিষ্ট হইলেন। (৯) তখন মার্কণ্ডেয় আত্মার অভ্যন্তরে অকস্মাৎ পিঙ্গ জটাধারী, ত্রিলোচন, দশভুজ, প্রাংশুবর্ণ, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, শূলধনুর্বাণ অসি চর্ম্ম হস্ত, অক্ষমালা ডমরু কপাল পরশু বিশিষ্ট, উদিত ভাস্করের ন্যায় বিভাত মহাদেবকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (১০) এবং ইহা কি দেখিতেছি, কোথা হইতেই বা ইহা আগত হইল, ইহা ভাবিয়া মুনি সমাধি হইতে বিরত হইলেন। (১১) এবং নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক স্বীয়গণের সহিত আগত ত্রিলোকগুরু রুদ্রকে দেখিয়া অবনত মস্তকে নমস্কার করিলেন, এবং উমার সহিত সবল বাহন মহাদেবকে স্বাগতাসন পাদ্যার্ঘ গন্ধ পুষ্প ধূপদীপদ্বারা পূজা করিলেন। (১২) এবং কহিলেন হে বিভো! আপনি আত্মভাবে পূর্ণকাম, হে ঈশান তোমাদ্বারা জগৎ নির্ম্মিত রহিয়াছে, অতএব আমি তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব। (১৩) শান্তসত্ত্ব মঙ্গলস্বরূপ মূর্ত্তিকে নমস্কার, এবং রজস্তমোরূপ ঘোরমূর্ত্তি তোমাকে নমস্কার।

সূত কহিলেন, মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এই প্রকারে স্তুত হইয়া সাধুগতি ভগবান্ মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে উত্তর করিলেন। (১৪)

ভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব আমরা তিনই বরদ, আমারদিগের দর্শন অতি অমোঘ, আমারদিগের তিনজন হইতেই মর্ত্ত্যেরা অমৃতলাভ করে, অতএব যাহা কামনা হয় বর প্রার্থনা কর। (১৫) আমাদিগের একান্ত ভক্ত, নির্ব্বৈর, সমদর্শি, ভূতবৎসল, নিঃসঙ্গ, সাধুব্রাহ্মণেরা লোকসহিত লোকপালের বন্দনীয়, স্তবনীয় ও উপাসনীয়, কেবল লোকপাল দিগের নহে; আমার ভগবান্ ব্রহ্মার ও ঈশ্বর হরিরও পূজনীয়। (১৬) তোমাতে আমাতে বিষ্ণুতে ব্রহ্মাতে অণুমাত্রও প্রভেদ দৃষ্ট হয় হনা, সুতরাং আত্মার সহিত সকল লোকেরই একতা আছে, অতএব আমরাও তোমাকে ভজনা করি। জলময় তীর্থ নহে এবং মৃৎ শিলাময়ও দেবতা নহে, যেহেতু তাহারা বহুকালে পবিত্র করে, কিন্তু তোমরা দর্শন মাত্রে পবিত্র করিতে পার। (১৭) ব্রাহ্মণদিগকে আমরা নমস্কার করি, যাঁহারা আত্মসমাধান, তপস্যা ও স্বাধ্যায় সংযমদ্বারা ত্রয়ীময় মদীয়রূপ ধারণ করেন॥ (১৮) তোমারদিগকে শ্রবণ বা দর্শন করিয়া অন্ত্যজ মহাপাতকিরাও পবিত্র হয় অতএব তোমার দিগের সহিত সম্ভাষণ করিলে যে কি হয় তাহা আর কি বলিব। (১৯)

সূত কহিলেন, মার্কণ্ডেয় ঋষি চন্দ্র চূড়ের এই সকল ধর্ম্ম গুহ্য বাক্যামৃত কর্ণদ্বারা

পালন করতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন না। ১৯। (২০) যেহেতু তিনি পূর্ব্বে চিরকাল বিষ্ণু মায়ায় অত্যন্ত আকৃষ্ট ও ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শিব বাক্যামৃতে ক্লেশমুক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। (২১)

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আহা! এই ঈশ্বরীয় ব্যবহার শরীরিদিগের দুর্ব্বিজ্ঞাব্য, যে-হেতু ঈশ্বরচর্য্যাকে, জগৎ প্রভুরাও নমস্কার ও স্তব করিয়া থাকেন। (২২) অথবা দেহিদিগকে ধর্ম্মগ্রহণ করাইবার নিমিত্তে প্রবক্তা দেবতারা প্রায় দেহিদিগের ন্যায় আচরণ করেন, তাহাকে অনুমোদন করেন, ও স্তব করেন। (২৩) এই রূপ ভগবা-নের মায়াময় বৃত্তি দ্বারা, মায়ি ব্যক্তির কুহকের ন্যায় তাঁহার মহানুভাবতা বিষয়ে কোন দোষ পড়ে না। (২৪) উপকরণ ব্যতীত কেবল মন হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আত্মানুপ্রবেশ পূর্ব্বক স্বপ্ন দ্রষ্টা কর্ত্তার ন্যায় স্বীয় কৃত গুণ সকলের মধ্যে যিনি আভাষ্ট হইতেছেন। (২৫) কেবল অদ্বিতীয় ত্রিগুণাত্মা গুণময় ব্রহ্ম মূর্ত্তি গুরুরূপী সেই ভগবানকে নমস্কার করি। (২৬) হে ভূমন্! তোমার বর রূপ দর্শনের পর আর কি বর প্রার্থনা করিব, যাহা দর্শন করিয়া পুরুষ পূর্ণকাম ও সত্যকাম হয়। তথাপি পূর্ণকামাভিবর্দ্ধি হইতে একটী বর প্রার্থনা করি, ভগবানেতে ও তৎপর ব্যক্তিতে এবং তোমাতে আমার অচলা ভক্তি হউক। (২৭)

সূত কহিলেন, এইরূপে মার্কণ্ডেয় ঋষি কর্ত্তৃক পূজিত ও প্রীতি বাক্যে স্তুত হইয়া দেবী কর্ত্তৃক অভিবন্দিত মহাদেব তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। (২৮) হে মহর্ষি! তোমার কামনা সিদ্ধ হউক, বিষ্ণুতে তোমার অচলা ভক্তি হউক, তোমার পুণ্য যশ আকল্পান্ত স্থায়ী হউক, তুমি অজরামর হও, তোমার বিজ্ঞান ত্রৈকালিক হউক, তুমি ব্রহ্মবর্চ্চস্বি হও, এবং তুমি পৌরাণিক আচার্য্য হও। (২৯)

সূত কহিলেন, ত্রিলোচন ঈশ্বর মার্কণ্ডেয় ঋষিকে এই রূপ বরদান করিয়া পূর্ব্বা-নুভূত সমুদায় বিষয় দেবীকে কহিতেকহিতে পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। (৩০) ভার্গবশ্রেষ্ঠ! মার্কণ্ডেয় ঋষিও মহাযোগ মহিমা প্রাপ্ত হইয়া হরিতে একান্ত ভক্তিস্থাপন পূর্ব্বক পথেপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। (৩১) মার্কণ্ডেয় মহর্ষিকর্ত্তৃক অনুভূত অদ্ভুত বিষ্ণুমায়া বৈভব এই সমুদায় আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। (৩২) কোন২ অবিদ্বান লোকেরা অনাদিকাল আবর্ত্তিত এইমায়া বৈভব না জানিয়া ইহাকে কাদাচিৎক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। (৩৩) নারায়ণের অনুভাব ভাবিত ও ভৃগুশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক বর্ণিত বিষয় যে ব্যক্তি শ্রবণ করান বা যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। (৩৪

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

মহাপুরুষ বর্ণন ও প্রতিমাসে পৃথক্ পৃথক্ পূজার নিমিত্তে হরির অবতার ব্যূহের আখ্যান এবং মার্কণ্ডেয় মর্ত্ত্য হইয়াও যাহারদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই ক্রিয়া যোগের সাঙ্গোপাঙ্গ বর্ণন।

শৌনক কহিলেন, হে ভগবদ্ভক্ত সূত! তুমি সমুদায় তন্ত্রসিদ্ধান্তের তত্ত্ববিৎ, ও বহু বিজ্ঞ, অতএব এক্ষণে তোমাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করি। (১) শ্রীপতি নারা-য়ণ কেবল চৈতন্যঘনমাত্র, কিন্তু তান্ত্রিক উপাসকেরা উপাসনাকালে তাঁহার হস্ত

পাদাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র, ও কৌস্তুভাদি আকল্প সকল যে যে তত্ত্বে কল্পনা করেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর। আর আমি ক্রিয়াযোগ জানিতে ইচ্ছুক, অতএব যে ক্রিয়ানিপুণতাদ্বারা মর্ত্ত্যেরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাও বর্ণন করে। (২) (৩)

সূত কহিলেন, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বিষ্ণুর বিভূতি বর্ণন করি, ব্রহ্মাদি আচার্য্য কর্ত্তৃক বেদ ও তন্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে। (৪) প্রথমত প্রকৃতি সূত্র মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই নয় তত্ত্ব এবং একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ বিকার দ্বারা বিরাট্ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট্ মূর্ত্তিতে ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইল। (৫) ইহাই বিরাট্পুরুষের রূপ, পৃথিবী ইহাঁর পাদদ্বয়, স্বর্গলোক ইহাঁর মস্তক, আকাশ ইহাঁর নাভি সূর্য্য ইহাঁর চক্ষু, বায়ু ইহাঁর নাশা, ও দিক ইহাঁর কর্ণ। (৬) প্রজাপতি ইহাঁর মেঢ়, কাল ইহাঁর অপান বায়ু, লোকপাল ইহাঁর বাহু, চন্দ্র ইহাঁর মন, যম ইহাঁর ভ্রূ, লজ্জা ও লোভ ইহাঁর অধরদ্বয়, জ্যোৎস্না ইহাঁর দন্ত, ভ্রম ইহাঁর হাস্য, বৃক্ষসকল ইহাঁর রোম, ও মেঘ ইহাঁর কেশ। (৭) এই ভূলোকস্থ মানব দেহ যেমন স্বীয় সপ্ত বিতাস্ত পরিমাণে পরিমিত সেইরূপ এই বিরাট্পুরুষও স্বীয় সপ্ত বিতস্ত পরিমাণ অবয়ব সংস্থানে পরিমিত। (৮) ইনি কৌস্তুভ রূপে স্বীয় আত্ম জ্যোতি বিশুদ্ধ জীব চৈতন্যকে ধারণ করেন, আর তৎপ্রভারূপ সাক্ষাৎ শ্রীবৎসহৃদয়ে ধারণ করেন। (৯) বনমালারূপ নানা গুণময়ী স্বীয় মায়াকে ধারণ করেন, এবং ছন্দোময় পীতবাস ও ব্রহ্মসূত্র রূপ ত্রিমাত্র প্রণব ধারণ করেন। (১০) আর মকরকুণ্ডল রূপ সাংখ্যযোগ ও শিরোভূষণ রূপ ব্রহ্মপদ ধারণ করেন এবং সর্ব্বলোকের নমস্য হয়েন। (১১) অব্যাকৃত অনন্তনামক আসন, যাহাতে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং ধর্ম্মজ্ঞানাদি যুক্ত সত্বগুণ ইহাঁর সেই আসনস্থ পদ্ম। (১২) তেজ সাহস ও বলযুক্ত প্রাণতত্ত্বরূপ ইহাঁর গদা, জলতত্ত্বরূপ শংখ ও তেজ তত্ত্বরূপ ইহাঁর সুদর্শন। আকাশতত্ত্ব ইহাঁর শরীরস্থ আকাশ, ও তমোময় ইহাঁর অসিচর্ম্ম, কালরূপ ইহাঁর শার্দ্ধধনু, কর্ম্মময় ইহাঁর ইশুধী। (১৩) ইন্দ্রিয়গণ ইহাঁর শররূপ, ক্রিয়াশক্তি যুক্ত মন ইহাঁর রথ স্বরূপ। পঞ্চতন্মাত্র রূপে ইহাঁর অভিব্যক্তি অর্থাৎ বরদাভয়দাদিরূপ হৃদয়ে ধৃতহয়। (১৪) সূর্য্যমণ্ডল এই দেব পূজার ভূমি, দীক্ষা সংস্কার আত্মার পূজা যোগ্যতা, ও ভগবানের পরিচর্য্যাতে আপনার দুরিতক্ষয় জানিবে। (১৫) ঐশ্বর্য্যাদি ছয়গুণ ইহাঁর হস্তস্থ লীলাকমল, এবং ধর্ম্ম ও যশ ইহাঁর চামর ব্যজন। (১৬) বৈকুণ্ঠ ধাম ইহাঁর আতপত্র, ও অকুতোভয় ইহাঁর কৈবল্য ধাম, বেদত্রয় ইহাঁর গরুড়রূপ বাহন, স্বয়ং পুরুষই ইহাঁর যজ্ঞরূপ। (১৭) সাক্ষাৎ শ্রীএই আত্মারূপী নারায়ণের অনপায়িনী শক্তি। পঞ্চরাত্রাদি আগমরূপ ইহাঁর পার্ষদাধিপতি বিশ্বকসেন, অণিমাদি আটগুণ ইহাঁর দ্বারস্থ নন্দাদি। (১৮) হে ব্রহ্মন্! বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ এই চারিপুরুষ মূর্ত্তি ইহাঁর চারি মূর্ত্তিব্যূহ। (১৯) সেই নারায়ণ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় বাহ্যার্থ মন, সংস্কার ও জ্ঞানদ্বারা বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞও তুরীয় বৃত্তিদ্বারা উপাসনীয়। (২০) তত্তন্মূর্ত্তিস্থ ভগবান্ বাসুদেব অঙ্গ উপাঙ্গ আয়ুধ ও আকল্প দ্বারা ঐ ব্যূহ মূর্ত্তি চতুষ্টয় ধারণ করেন। (২১) হেদ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই ভগবান্ বিষ্ণু বেদরাশির কারণ, সর্ব্বদ্রষ্টা ও স্বীয় মহিমাতে পরিপূর্ণ, ইনি স্বীয় মায়াদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার করেন বলিয়া ব্রহ্মাদি নামে ব্যক্ত হয়েন, কিন্তু ভক্তজন কর্ত্তৃক অনাবৃত জ্ঞান রূপে আত্মাতে লভ্য

হয়েন। (২২) হে কৃষ্ণ, হে অর্জুন সখ, হে বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ, তুমি পৃথিবীর বিঘ্নকারি রাজন্য বংশের নাশ করিয়াছ। হে অক্ষীণ বীর্য্য, হে গোবিন্দ, গোপ বনিতারা ও নারদাদি ঋষিরা তোমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র গান করেন, তোমার নাম শ্রবণেই মঙ্গল হয়, অতএব এই ভক্তদিগকে রক্ষা কর। (২৩) যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ বার্ত্তা সচ্চিত্ত হইয়া জপ করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। (২৪)

শৌনক কহিলেন, বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করাতে ভগবান্ শুকদেব যাহা কহিয়াছিলেন, মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্যের যে নানা মূর্ত্তিবূহ সপ্ত সংখ্যায় উদিত হয়। (২৫) অধীশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত সূর্য্যাত্মা হরির সেই সকল মূর্ত্তি বূহের নাম ও কর্ম্ম আমারদিগের নিকট ব্যক্ত কর। (২৬)

সূত কহিলেন, সর্ব্বদেহীর আত্মারূপ বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন লোক পরতন্ত্র এই সূর্য্য লোকেতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। (২৭) জগদাত্মা আদিকর্ত্তা নারায়ণ সূর্য্য এক মাত্র হইয়াও লোকদিগের সমুদায় বেদোক্ত ক্রিয়ার মূলরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপাধিবশত বহুরূপে কীর্ত্তিত হয়েন। (২৮) সেই নারায়ণ সূর্য্য মায়াদ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, মন্ত্র, দ্রব্য ও ফল রূপে কীর্ত্তিত হয়েন। (২৯) কালরূপ ধারী ভগবান্ আদিত্য লোক যাত্রানির্ব্বাহের নিমিত্তে চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ গণের সহিত বিচরণ করেন। (৩০) সূর্য্য, অপ্সরা, রাক্ষস, বাসুকী, যক্ষ, পুলস্ত্য ও তুম্বুরু এই সাতগণ চৈত্র মাসে বিচরণ করেন। (৩১) অর্য্যমা, পুলহ, যক্ষ, রাক্ষস, নারদ, গন্ধর্ব্ব ও নাগ ইঁহারা বৈশাখ মাসে বিচরণ করেন। (৩২) সূর্য্য, অত্রি, রাক্ষস, তক্ষক, মেনকা, গন্ধর্ব্ব, ও যক্ষ ইহাঁরা জ্যৈষ্ঠ মাসে বিচরণ করেন। (৩৩) বশিষ্ঠ, সূর্য্য, রম্ভা, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, ও যক্ষ ইহাঁরা আষাঢ় মাসে বিচরণ করেন। (৩৪) সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, অঙ্গিরা, প্রম্লোচ, ও রাক্ষস, ইহাঁরা শ্রাবণ মাসে বিচরণ করেন (৩৫) সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভৃগু, অনুম্লোচা, ও নাগ ইহাঁরা ভাদ্র মাসে বিচরণ করেন। (৩৬) সূর্য্য, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঘৃতাচী ও গৌতম ইহাঁরা মাঘ মাসে বিচর করেন। (৩৭) যক্ষ, রাক্ষস, ভরদ্বাজ, সূর্য্য, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও নাগ, ইহাঁরা ফাল্গুন মাসে বিচরণ করেন। (৩৮) সূর্য্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ, উর্ব্বশী ও কশ্যপ, ইহাঁরা অগ্রহায়ণ মাসে বিচরণ করেন। (৩৯) সূর্য্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব যক্ষ, ঋষি, নাগ ও পূর্ব্বচিত্তি ইহাঁরা পৌষ মাসে বিচরণ করেন। (৪০) বিশ্বকর্ম্মা, যমদগ্নি, নাগ, রাক্ষস, তিলোত্তমা, যক্ষ, ও গন্ধর্ব্ব, ইহাঁরা আশ্বিন মাসে বিচরণ করেন। (৪১) আদিত্য, নাগ গন্ধর্ব্ব রম্ভা, যক্ষ, বিশ্বামিত্র ও রাক্ষস, ইহাঁরা কার্ত্তিক মাসে বিচরণ করেন। ভগবান বিষ্ণু আদিত্যের এই সকল বিভূতি যে ব্যক্তি প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় স্মরণ করেন, দিনে দিনে তাঁহার পাপ নষ্ট হয়। (৪২) সূর্য্যদেব এই রূপে গন্ধর্ব্বাদির সহিত দ্বাদশমাসে এইলোকের সমন্তাৎ বিচরণ করত লোকদিগকে ইহ পরলোকে শুভবুদ্ধি প্রদান করেন। (৪৩) ঋষিরা সামঋক্‌যজুর্ম্মন্ত্রদ্বারা ইহাঁর স্তব করেন, গন্ধর্ব্বেরা ইহাঁর গুণগান করেন, ইহাঁর অগ্রে অপ্সরোগণ নৃত্য করেন। (৪৪) নাগগণ ইহাঁর রথের দৃঢ় বন্ধন করেন, যক্ষেরা ইহাঁর রথ যোজনা করেন এবং বলশালী রাক্ষসেরা ইহাঁর রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়েন। (৪৫) ষষ্টি সহস্র নিষ্পাপব্রহ্মর্ষি বালিখিল্য ঋষিগণ অভিমুখ হইয়া ইহাঁর রথের অগ্রে

অগ্রে স্তব করিতে করিতে গমন করেন। (৪৬) অনাদি অনন্ত ভগবান্ ঈশ্বর এইরূপে কল্পে কল্পে স্বীয় আত্মাকে বিভাগ করত লোক সকলকে পালন করেন। (৪৭)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—oo—

এতৎ পুরাণের প্রথম স্কন্ধাবধি উক্ত সমুদায় অর্থের সামান্য বিশেষ রূপে একত্র কথন।

সূত কহিলেন, মহৎ ধর্ম্মকে নমস্কার, বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, এবং ব্রাহ্মণ-দিগকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্ম সকল কহিতে আরম্ভ করি। (১) পুরুষ-দিগের শ্রবণ যোগ্য বিষয় যাহা তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, হে বিপ্রগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর সেই অদ্ভুত চরিত আমি তোমার দিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম। (২) ভগবান্ হৃষীকেশ সাত্বতপতি নারায়ণ সর্ব্ব পাপ হরণশীল হরির স্বরূপও আমি তোমার দিগের নিকট বর্ণন করিলাম। (৩) জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা গুহ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুক্ত তদীয় আখ্যানও বর্ণন করিয়াছি। (৪) ভক্তিযোগ ও তদাশ্রয় বৈরাগ্যও বর্ণন করিয়াছি। (৫) পরীক্ষিৎ রাজার উপাখ্যান, নারদের উপাখ্যা[ন] এবং রাজর্ষি পরীক্ষিতের বিপ্রশাপে প্রায়োপবেশও বর্ণন করিয়াছি। (৬) ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের সহিত রাজা পরীক্ষিতের সম্বাদও ব্যক্ত করিয়াছি। (৭) রাজ[া] পরীক্ষিতের যোগে প্রাণত্যাগ এবং অজনারদ সংবাদ, অবতারানুগীত ও প্রধা[ন] হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। (৮) বিদুরোদ্ধব সংবাদ, ক্ষ[ত্তা] মৈত্রেয় সংবাদ, পুরাণ সংহিতাপ্রশ্নোত্তর ও মহাপুরুষ সংস্থান ব্যাখ্যা করিয়াছি (৯) অনন্তর প্রাকৃতিক সর্গ, মহদাদি সপ্ত সর্গ, বিকার সর্গ, পরে ব্রহ্মাণ্ড সম্ভব, ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছি। (১০) স্থূল সূক্ষ্ম কালের গতি নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধার, ও হিরণ্যাক্ষ বধ উক্ত হইয়াছে। (১১) স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃষ্টি, রুদ্র সৃষ্টি, অর্দ্ধনারীনর সৃষ্টি, স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টি, শতরূপা স্ত্রী ও আদ্যাপ্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। (১২) কর্দ্দম প্রজাপতির ধ[র্ম্ম] পত্নীগণের সন্তান বর্ণন, ভগবান্ কপিল মহামুনির অবতার এবং তাঁহার সহিত দে[ব]হূতীর সংবাদ। (১৩) নবব্রহ্ম সমুৎপত্তি, দক্ষ যজ্ঞবিনাশ, ধ্রুব চরিত, এবং প্রাচীন বর্হি ও পৃথুর চরিত বর্ণিত হইয়াছে। (১৪) নারদ সংবাদ, প্রিয়ব্রত চরিত, নাভি রাজার চরিত ও ভরত চরিত বর্ণিত হইয়াছে। (১৫) দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত বর্ষ নদ্যাদির বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান, এবং পাতাল ও নরকের স্থান বর্ণন। (১৬) দক্ষে[র] জন্ম ও প্রচেতা হইতে দক্ষ কন্যাদিগের সন্তানোৎপত্তি, এবং দেব অসুর নর তির্য[্যক্] নগ খগাদির উৎপত্তি বর্ণন। (১৭) ত্বাষ্ট্রের জন্ম বিনাশ, দিতির পুত্রগণের [এ]বং দৈত্য রাজার চরিত ও প্রহ্লাদের চরিত বর্ণন উক্ত হইয়াছে। (১৮) মন্বন্তর ক[থা] গজেন্দ্র বিমোক্ষণ, মন্বন্তরের অবতার, অর্থাৎ বিষ্ণুর হয়শিরাদি অবতার বর্ণন। (১

২ জগদ্বিধাতার মৎস্য-কূর্ম্ম নরসিংহ বামনাদি অবতার বর্ণন. এবং দেবতাদিগের সুধা লাভের জন্য ক্ষীরসমুদ্র মন্থন। (২০) দেবাসুরগণের মহাযুদ্ধ, রাজ বংশ কীর্ত্তন, ইক্ষ্বাকুর জন্ম ও বংশ কথন, সুদ্যুম্নরাজার বংশ কথন, ইলোপাখ্যান, তারোপাখ্যান, সূর্য্যবংশ, ও শশ নৃগাদির বংশ বিস্তার কথন। (২১) সৌক্য, সর্য্যাতি, ককুৎস্থ, খট্টাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি, সগর রামচন্দ্র প্রভৃতির চরিত বর্ণন, নিমির অঙ্গপরিত্যাগ, জনকদিগের উৎপত্তি পরশুরামের নিঃক্ষত্রীকরণ উক্ত হইয়াছে। (২২) ঐল, সোম বংশ, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্ত, ভরত, শান্তনু, ও শর্য্যাতির জেষ্ঠ পুত্র এবং যদুবংশানুকীর্ত্তন। (২৩) যে যদুবংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাখ্য জগদীশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার বাসুদেব গৃহে জন্ম ও গোকুলে বৃদ্ধি কথিত হইয়াছে। (২৪) আর সেই অসুর ঘাতী কৃষ্ণের অশেষ কর্ম্ম ও পুতনার স্তন্যপান এবং শকট উচ্চাটন আর তৃণাবর্ত্ত ও বকবৎসের নিধন বর্ণিত হইয়াছে॥ (২৫) অঘাসুরবধ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৎস পাল চোর্য্য, ভ্রাতার সহিত ধেনুক ও প্রলম্বের নিধন, দাবাগ্নি হইতে গোপকুলের পরিত্রাণ, কালিয় দমন, নন্দ মোক্ষণ, কন্যাগণের ব্রতচর্য্যা, যজ্ঞপত্নী সন্তোষ, ও বিপ্রানুতাপ কথিত হইয়াছে। (২৬) গোবর্দ্ধনোদ্ধার, যজ্ঞাভিষেক, গোপিনী ক্রীডা, শঙ্খচূড় ও কেশিনিধন, অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণ প্রস্থান, ব্রজস্ত্রীবিলাপ, মথুরা দর্শন, গজমুষ্টিক চাণূর কংশাদির বধ, মৃত গুরুপুত্র আনয়ন, মথুরা বাসীদিগের প্রিয় আচরণ, জরাসন্ধ সৈন্যবধ, জবনরাজ বধ, কুশস্থলী প্রবেশ, ও পারিজাত হরণ উক্ত হইয়াছে। (২৭) রুক্মিণী হরণ, বাণ ভুজচ্ছেদ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ পতিকে হনন করিয়া তাহার কন্যাহরণ, চৈদ্য পৌণ্ড্রক শাল্ব ও দন্তবক্রের নিধন, ভূমি ভারাবতরণ। (২৮) বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয়কুলের সংহার, উদ্ধব সংবাদ, আত্মজ্ঞান কথন, কর্ম্ম নির্ণয়, যোগপ্রভাবে মর্ত্তলীলা পরিত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। (২৯) যুগলক্ষণ, কলির উপপ্লব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, রাজা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদশাখা প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয় সংবাদ, মহাপুরুষ বিন্যাস ও সূর্য্যের দেহ ব্যূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে। (৩০)

হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! যাহা তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সমুদায় এই তোমারদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম, এস্থলে ঈশ্বরের লীলাবতার ও কর্ম্মাদি সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছি। (৩১) পতিত স্খলিত পীড়িত ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় বিবশ হইয়াও কোন উপলক্ষে যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে হরয়েনম এইশব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। (৩২) শ্রুতানুভাব কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনন্ত ভগবান্ সংকীর্ত্ত্যমান হইলে তিনি তাহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তমোমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় ও মেঘ মধ্যে অতিবাতের ন্যায় অশেষ বিঘ্ননাশ করেন। (৩৩) যে কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই এমন সকল কথা অসৎও মিথ্যা, কিন্তু তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, এবং তাহাই পুণ্যজনক; যাহাতে ভগবদ্গুণের প্রসঙ্গ আছে। (৩৪) তাহাই রমণীয় ও নূতন, তাহাই মনের মহোৎসব, তাহাই শোকার্ণবনাশক, যাহাতে উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগান বিস্তৃত হয়। (৩৫) চিত্রপদ বিন্যস্ত যে সকল বাক্য জগতের পবিত্রতাজনক হরির যশোবিস্তার না করে তাহা কাক তুল্য নরের রতিস্থান, তাহা হংস তুল্য জ্ঞানিদিগের স্থান নহে, যে স্থানে অচ্যুত কথা প্রসঙ্গ, সেই স্থানেই নির্ম্মলাশয় সাধুরা বসতি করেন। (৩৬) যে বাক্যের প্রতিশ্লোকে ... বদ্ধরূপে অনন্তের যশোঙ্কিত নাম সকল বিস্তৃত থাকে, সেই বাক্য

প্রয়োগই সাধুরা শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করেন। (৩৭) অচ্যুত ভাববর্জিত নৈষ্কর্ম্যও শোভা পায় না, এবং তৎ প্রকাশক নির্ম্মল জ্ঞানও ভক্তিবর্জিত হইলে শোভা পায় না, সর্ব্বোত্তম কর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে তাহাও দুঃখাত্মক, সুতরাং তাহার উত্তমতা হয় না। (৩৮) বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও শ্রুতাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, সে কেবল যশোযুক্ত কীর্ত্তির নিমিত্ত মাত্র, আর শ্রীধর পাদপদ্মের গুণানুবাদ শ্রবণাদিদ্বারা তাহার অবিস্মৃতিই পরম পুরুষার্থ। (৩৯) শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দের যে অবিস্মৃতি তাহা অশুভক্ষয় করত কল্যাণ বিস্তার করে, এবং সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্ম ভক্তি, ও বৈরাগ্য যুক্ত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন করে। (৪০) যেহেতু তোমরা অখিলাত্মভূত ঈশ্বর নারায়ণ দেবকে নিরন্তর হৃদয়ে ভজনা করিয়া থাক, সেই জন্য তোমরা অতিশ্রেষ্ঠ দ্বিজ ও মহাভাগ। (৪১) আমারও তোমার দিগের দ্বারা পরমাত্ম তত্ত্ব স্মৃতি পথে আরূঢ় হইল, যাহা পূর্ব্বে আমি রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশে ঋষিগণের সভায় ঋষি বক্তু হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। (৪২) হে বিপ্রগণ! সর্ব্বাশুভ বিনাশকারী মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য এই আমি তোমার দিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম। (৪৩) যে ব্যক্তি এক প্রহর কাল বা ক্ষণমাত্র অনন্যমনা হইয়া ইহা শ্রবণ করায় আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহার এক শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক কি পাদ বা পাদার্দ্ধ মাত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা আত্মা পবিত্র হয়। দ্বাদশীতে বা একাদশীতে ইহা শ্রবণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, যত্নবান হইয়া উপবাস করত পাঠ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে পবিত্র হয়। পুষ্কর তীর্থে, মথুরায় বা দ্বারকায় যত্নবান্ হইয়া উপবাস করত এই সংহিতা পাঠ করিলে ভয় হইতে মুক্ত হয়, যে এই সংহিতা কীর্ত্তন করে, তাহার নিকট শ্রবণ করিয়া দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃ, মনুষ্য ও রাজারা তাহার কামনা পূর্ণ করেন। (৪৪) ব্রাহ্মণ ইহা অধ্যয়ন করিলে চতুর্ব্বেদাধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হয়, মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যা পয়ঃকুল্যাদির যে ফল যত্নবান্ হইয়া এই পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হয়। (৪৫) দ্বিজগণ ইহা অধ্যয়ন করিয়া ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত যে পরম পদ তাহাই প্রাপ্ত হয়েন। (৪৬) ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান লাভ করেন, রাজারা অধ্যয়ন করিলে রাজ্যলাভ করেন, বৈশ্যেরা নিধি লাভ করেন, এবং শূদ্র পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। (৪৭) কলি কলুষহন্তা অখিলেশ্বর হরির নাম অন্য শাস্ত্রে প্রতিপদে উচ্চারিত হয় নাই, কিন্তু এই পুরাণ সংহিতাতে প্রতি কথা প্রসঙ্গে প্রতিপদে অশেষ মূর্ত্তি ভগবানের নাম পরিপঠিত হইয়াছে। (৪৮) ব্রহ্মা ইন্দ্র শঙ্করাদি দেবতা কর্ত্তৃক যাঁহার স্তোত্র সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হয় না, সেই অজ অনন্ত অচ্যুত জগদুৎপত্তি স্থিতিলয় কারণ আত্মশক্তি আত্মতত্ত্বকে আমি নমস্কার করি (৪৯) প্রকৃত্যাদি নবশক্তি দ্বারা স্বীয় আত্মাতে অধ্যস্ত স্থাবর জঙ্গম ভাব, উপলব্ধি মাত্র স্বরূপ, অখিলাধার সনাতন সুরঋষি নারায়ণকে প্রণাম করি। (৫০) স্বীয় সুখে পূর্ণ চিত্ত, অন্যভাব বর্জ্জিত, নারায়ণ রুচির লীলায় আকৃষ্টান্তঃকরণ, যে ঋষি এই তত্ত্বপ্রদীপ পুরাণ সংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিল পাপ নাশক ব্যাস পুত্র শুকদেবকে প্রণাম করি। (৫১)

ইতি দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।